শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

পরমহংস-সংহিতাখ্যং সাত্বতসংহিতেত্যপরনামধেয়ম্

শ্রীমদ্ভাগবতম্

প্রথমস্কন্ধমাত্রম্

শ্রীমৎকৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বেদব্যাস-প্রণীতম্

শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক-পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্যচিদ্বিলাস-
প্রভুপাদ-শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী-গোস্বামি-ঠক্কুরেণ বিরচিতেন
বিবিধসূচীপত্র-কথাসার-সংস্কৃতান্বয়-গৌড়ীয়ভাষ্যানুবাদ-তথ্য-
বিবৃত্যাত্মক-গৌড়ীয়-ভাষ্যেণ, শ্রীমধ্বাচার্য্যপাদকৃত-
তাৎপর্য্যেণ, শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-কৃত-
সারার্থদর্শিন্যাখ্য-টীকয়া
তথা

শ্রীবৃন্দাবন-বাস্তব্যস্য শ্রীল বিনোদ-বিহারি-গোস্বামিনঃ কনিষ্ঠাত্মজেন শিষ্যেণ
শ্রীবিজন-বিহারি-গোস্বামি-এম্-এ-কাব্য-ব্যাকরণ-বৈষ্ণবদর্শন-বেদান্ততীর্থ-
ভাগবত-শাস্ত্রিণা কৃতেন সারার্থদর্শিনী-টীকায়াঃ বঙ্গানুবাদেন চ সহিতম্

শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠ-প্রতিষ্ঠানস্য প্রতিষ্ঠাতা ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িতমাধব-গোস্বামি-মহারাজ-
বিষ্ণুপাদস্য অধস্তনেন বর্ত্তমানাচার্য্যেণ
ত্রিদণ্ডিস্বামি-শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভতীর্থ-মহারাজেন সম্পাদিতম্

প্রথম-সংস্করণম্

৫০৮ শ্রীগৌরাব্দে

কলিকাতাস্থ "শ্রীচৈতন্য-বাণী"-ইত্যাখ্য-মুদ্রাযন্ত্রে
ত্রিদণ্ডিস্বামি-শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি-পরিব্রাজক-মহারাজেন মুদ্রিতং প্রকাশিতঞ্চ

শ্রীকৃষ্ণের বসন্ত-পঞ্চমী

১৯ মাধব, ৫০৮ শ্রীগৌরাব্দ
২১ মাঘ, ১৪০১ বঙ্গাব্দ
৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৫ খৃষ্টাব্দ

—প্রাপ্তিস্থান—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩
জেলা—নদীয়া
(পশ্চিমবঙ্গ)

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড
কলিকাতা-৭০০০২৬

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১
জেলা—মথুরা (উত্তর প্রদেশ)

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
গ্র্যাণ্ড রোড
পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা)

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
পল্টন বাজার
পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম)

৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ
পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
শ্রীজগন্নাথ মন্দির
পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা)

ভূমিকা

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যলীলা-দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদে সনাতন-শিক্ষায় অভিধেয়তত্ত্ব-বিচারে কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভু পাঁচটী মুখ্য ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে 'ভাগবত-শ্রবণ'কে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভক্ত্যঙ্গসাধনরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ষড়্‌গোস্বামীর অন্যতম শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ শ্রীমদ্ভাগবত-সপ্তমস্কন্ধের ৫ম অধ্যায়ের ১৮ শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভটীকায় লিখিয়াছেন—'তত্রাপি শ্রবণে শ্রীভাগবতশ্রবণন্তু পরমশ্রেষ্ঠম্।' শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ আসন্ন মৃত্যুকালে শুকরতলে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী কর্ত্তৃক 'শ্রীমদ্ভাগবত'-শ্রবণের জন্য উপদিষ্ট হইয়াছিলেন। শ্রীপদ্মপুরাণে শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসমুনি মহাপাপিষ্ঠ ধুন্ধুকারীর ভক্তভাগবত গোকর্ণের নিকট 'ভাগবত'-শ্রবণের দ্বারা মুক্তির উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। 'এক ভাগবত বড়—ভাগবতশাস্ত্র। আর ভাগবত—ভক্ত ভক্তিরসপাত্র।'—চৈতন্যচরিতামৃত। বেদবিভাগকর্ত্তা শ্রীবেদব্যাসমুনি অষ্টাদশ পুরাণ—বেদান্ত—মহাভারতাদি শাস্ত্র-গ্রন্থ রচনা করিয়াও শান্তিলাভে অসমর্থ হইয়া বদরিকাশ্রমে নিজগুরু শ্রীনারদ গোস্বামীর শ্রীপাদপদ্মে প্রপন্ন হইলে তৎকর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া সাত্বত-সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত প্রণয়ণান্তে পরা-শান্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত বেদান্তের অর্থ, মহাভারত ও তদন্তর্গত গীতার অর্থ ভাগবতে বিশেষরূপে নির্ণীত, ভাগবত গায়ত্রীর ভাষ্যস্বরূপ, ঋক্-সাম-যজু-অথর্ব্ব চতুর্বেদের অর্থ শ্রীমদ্ভাগবতে সম্বর্দ্ধিত। 'অর্থোহয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থ বিনির্ণয়ঃ। গায়ত্রীভাষ্যরূপোহসৌ বেদার্থ-পরিবৃংহিতঃ॥'—গরুড়পুরাণ। 'সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীমদ্ভাগবতমিষ্যতে। তদ্‌রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্‌রতিঃ কৃচিৎ॥'—ভাগবত ১২।১৩।১৫

সর্ব্ববেদান্তের সার শ্রীমদ্ভাগবত। ভাগবতরসামৃত যিনি পান করিয়াছেন, তাঁহার অন্য শাস্ত্রে রুচি থাকে না।

শ্রীব্যাসাভিন্নবিগ্রহ শ্রীবৃন্দাবনদাসঠাকুর লিখিয়াছেন—

'চারিবেদ দধি, ভাগবত নবনীত।
মথিলেন শুকে, খাইলেন পরীক্ষিত॥

* * *

মহাচিন্ত্য ভাগবত সর্ব্বশাস্ত্রে গায়।
ইহা না বুঝিয়ে বিদ্যা, তপ, প্রতিষ্ঠায়॥
ভাগবত বুঝি হেন যার আছে জ্ঞান।
সে না জানে কভু ভাগবতের প্রমাণ॥
ভাগবতে অচিন্ত্য ঈশ্বর বুদ্ধি যাঁর।
সে জানয়ে ভাগবত অর্থ ভক্তিসার॥'

'অহং বেদ্মি শুকো বেত্তি ব্যাসো বেত্তি ন বেত্তি বা।
ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া॥'

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোদ্ধৃত প্রাচীন শ্লোক

প্রপত্তি বা ভক্তির তারতম্যানুসারে শ্রীকৃষ্ণাভিন্নবিগ্রহ শ্রীমদ্ভাগবত-বোধের তারতম্য হইয়া থাকে।

শান্ত—দাস্য—সখ্য—বাৎসল্য—মধুররসাশ্রিত ভক্তগণের মধ্যে মধুররসাশ্রিত প্রেমিকভক্ত শ্রীকৃষ্ণের নিজজন শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রের স্বরচিত সারার্থ-দর্শিনী টীকায় শ্রীমদ্ভাগবতের রসদ-প্রেমভক্তিপর তাৎপর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন। সংস্কৃতভাষায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদের রসদ প্রেমপর ব্যাখ্যার আস্বাদনে আগ্রহান্বিত হইলেও অযোগ্যতাহেতু সম্যকপ্রকারে উক্ত রসাস্বাদনে বঞ্চিত হইয়া

বিষাদগ্রস্ত। শ্রীবিজন বিহারি গোস্বামি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদের সংস্কৃত টীকার বাংলাভাষায় অনুবাদ লিখিয়া দীর্ঘদিনের অভাব দূর করিলেন। তজ্জন্য তাঁহার নিকট গৌরদাসানুদাসসূত্রে আমরা সকলেই কৃতজ্ঞ।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের সারার্থদর্শিনী টীকা, শ্রীমধ্বাচার্য্যকৃত টীকা, অন্বয়মুখে শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদের টীকা, শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী কৃত 'জন্মাদস্য'—শ্লোকের সুবিস্তৃত ব্যাখ্যার সহিত সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ ও বিবিধসূচীপত্র-কথাসার-সংস্কৃতান্বয়াদি সংযোজিত হইল।

অদ্য শুভ বসন্ত-পঞ্চমী তিথিতে শ্রীমদ্ভাগবত প্রথমস্কন্ধ প্রকটিত হইলেন; আশা করি রসিক ভক্তগণ কর্ত্তৃক সমাদৃত হইবেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজের নিষ্কপট সেবাপ্রচেষ্টায় গ্রন্থরত্ন-মুদ্রণের পূর্ণানুকূল্য সংগৃহীত হওয়ায় তিনি বৈষ্ণবগণের আনন্দ বর্দ্ধন করতঃ অশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ প্রুফ সংশোধন ও মুদ্রণাদি-বিষয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম ও যত্নকরিয়া পূজনীয় বৈষ্ণবগণের স্নেহাশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন।

বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও মুদ্রাকর-প্রমাদ থাকিতে পারে। আশা করি ভক্তপাঠক-গণ নিজগুণে ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন, এই প্রার্থনা।

শ্রীবসন্ত-পঞ্চমী তিথি
১৯ মাধব, ৫০৮ গৌরাব্দ
২১ মাঘ, ১৪০১ বঙ্গাব্দ
৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৫ খৃষ্টাব্দ

বৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ

প্রথম স্কন্ধের কথাসার

পূর্ব্বকালে কলিযুগ-প্রারম্ভে নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি বিপ্রর্ষিগণ বৈকুণ্ঠলোকলাভ-কামনায় সহস্রবর্ষ-ব্যাপী যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। একদিন প্রাতঃকালে তাঁহারা দৈনন্দিন হোম শেষ করিয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় রোমহর্ষণ-সূত মহা-ভাগবত উগ্রশ্রবা সূত আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। ঋষিগণ তাঁহাকে দেখিয়া যথাযোগ্য সৎকার করিয়া আদরপূর্ব্বক জীবের চরম কল্যাণ ও কৃষ্ণবিষয়ক কথা কীর্ত্তন করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

তখন শ্রীসূত স্বীয় গুরু পরমহংসকুল-চূড়ামণি শ্রীশুকদেবকে প্রণামপূর্ব্বক ঋষিগণের পূর্ব্বোক্ত হরি-বিষয়ক প্রশ্নের প্রশংসা করিয়া প্রথমে বিষ্ণুর বিরাটাদি বহু অবতারের কথা বর্ণন করিলেন। পরে নিখিল বেদ, পুরাণ ও ইতিহাসের সার শ্রীমদ্ভাগবতের রচনা সম্বন্ধে বলিলেন,—"এই শ্রীমদ্ভাগবত প্রথমে শ্রীশুকদেব শ্রীব্যাসদেবের নিকট অধ্যয়ন করেন, পরে যখন গঙ্গাতটে অনশনোপবিষ্ট শুশ্রূষু মহারাজ পরীক্ষিৎকে এই শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করাইতেছিলেন, তখন আমি তাঁহার শ্রীমুখে এই গ্রন্থ শ্রবণ করিয়া ছিলাম, এক্ষণে তাহাই আপনাদিগের নিকট যথাযথ বর্ণন করিতেছি।" এই কথা শুনিয়া ঋষিগণ শ্রীশুক ও শ্রীব্যাসের বৃত্তান্ত জানিতে ইচ্ছা করায় শ্রীসূত পুনরায় ব্যাসদেবের কথা বলিতে লাগিলেন।

মহর্ষি পরাশরের ঔরসে উপরিচর বসুর কন্যা সত্যবতীর গর্ভে শ্রীহরির অংশে শ্রীব্যাসদেব জন্মগ্রহণ করেন। একদিন শ্রীব্যাসদেব সূর্য্যোদয়ের পর সরস্বতীনদীজলে স্নানাদি সমাপনপূর্ব্বক বদরিকাশ্রমে একাকী বিরলে বসিয়া অপ্রসন্নমনে চিন্তা করিতেছিলেন,—"আচ্ছা, কি করিলে সকল জীবের মঙ্গল হয়? চারিবেদ, পুরাণ ও ভারতাদি ইতিহাস রচনা করিয়াও আমার আত্মপ্রসাদ হইতেছে না কেন? অথবা ভাগবতধর্ম্ম বা হরিকথা-কীর্ত্তনদ্বারা পরমহংস বৈষ্ণবগণের তৃপ্তি সাধন করিতে পারি নাই বলিয়াই কি আমার আত্মা অপ্রসন্ন হইতেছে?" এইরূপ দুঃখ করিতেছেন, এমন সময় তদীয় গুরুদেব দেবর্ষি শ্রীনারদ সহসা তাঁহার সম্মুখে আগমন করিলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি শ্রীনারদকে যথাবিধি পূজা করিয়া বসাইলেন এবং স্বীয় অপ্রসন্নতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীনারদ তাঁহাকে কহিলেন,—"তুমি সকল শাস্ত্রে কর্ম্মকাণ্ডের ও জ্ঞানকাণ্ডের মাহাত্ম্যই বিশেষভাবে প্রদর্শন করিয়াছ, ভগবান্ বাসুদেবের মহিমা তেমন সম্পূর্ণভাবে কীর্ত্তন কর নাই, তজ্জন্যই তোমার এই অতৃপ্তি।" এই বলিয়া নিজ প্রাক্তন-জন্মকর্ম্ম-বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন।

"পূর্ব্বজন্মে আমি কতিপয় বেদজ্ঞ ঋষির কোন দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। বর্ষাগমে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত-পালনকালে তাঁহাদের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইয়া আমি যথাবিধি তাঁহাদের উচ্ছিষ্টাদি ভোজন ও হরিকথাকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া তৎসঙ্গফলে শুদ্ধচিত্ত হইয়া নারায়ণে অনুরাগ ও দৃঢ় ভক্তি লাভ করিলাম। বর্ষাগমে ঋষিগণ দূরদেশে গমনোদ্যত হইয়া আমাকে পরমগুহ্য বিষ্ণুদীক্ষা ও ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করিলেন। কালক্রমে আমার মাতৃবিয়োগ হইলে আমি একাকী বহির্গত হইয়া বহু দেশ অতিক্রমপূর্ব্বক এক নদীর জলে স্নান করিয়া তীরস্থিত এক বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া একাগ্রমনে নারায়ণকে ধ্যান করিতে লাগিলাম। ক্রমশঃ, শ্রীনারায়ণ আমার হৃদয়ে আবির্ভূত হইলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন; পরে কৃপাপূর্ব্বক অলক্ষ্যে আমাকে কহিলেন, —'এই জন্মে আর আমার দর্শন পাইবে না; এই জন্মে তুমি সাধুসেবা করিতে থাক, পরজন্মে তুমি আমার পার্ষদত্ব লাভ করিবে।' তদবধি আমি দেশে দেশে হরিনাম গান করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। প্রপঞ্চ ত্যাগ করিবার পর আমি ভগবানের পার্ষদদেহ লাভ করিলাম। কল্পাবসানে এই বিশ্ব সংহার করিয়া ভগবান্ একার্ণব-জলে শয়ন করিলে আমি নিঃশ্বাসের সহিত তাঁহার শরীর-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম। এইরূপে সহস্র যুগের পর পুনরায় সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়া, নিদ্রা হইতে উত্থিত হইলে আমি তাঁহার ইন্দ্রিয় হইতে উৎপন্ন হইলাম।" নিজ বৃত্তান্ত-বর্ণন শেষ করিয়া শ্রীনারদ তাঁহাকে বলিলেন,—"তুমি অতঃপর শ্রীহরির কথা বিশেষভাবে কীর্ত্তন কর, তাহা হইলেই তোমার আত্মা

নিরতিশয় প্রসন্ন হইবে, অন্য উপায়ে আত্মপ্রসাদ-লাভ অসম্ভব ॥”

এই বলিয়া নারদ প্রস্থান করিলে শ্রীব্যাসদেব ‘শম্যাপ্রাস’ নামক আশ্রমে ভক্তি-সমাহিত-চিত্তে সশক্তিক পূর্ণ পরমপুরুষ শ্রীভগবান্‌কে দর্শন করিলেন এবং জীবের মায়াবশ্যতাক্রমে অনর্থ ও ভগবদ্ভক্তিযোগদ্বারাই যে সেই অনর্থের নিবৃত্তি হয়, তাহা দর্শন করিলেন। তখন অনভিজ্ঞ লোকের নির্হেতুক মঙ্গলের নিমিত্ত ভাগবত রচনা করিলেন। এই ভাগবত-শ্রবণ-ফলে জীবের শ্রীকৃষ্ণে শোকমোহভয়নাশিনী ভক্তি জন্মে।

অনন্তর কৃষ্ণকথাপ্রসঙ্গে সূত পরীক্ষিতের জন্ম ও দেহত্যাগ-বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পর ভগ্নোরু দুর্য্যোধনের তুষ্টিসাধন-জন্য অশ্বত্থামা নিশাযোগে নিদ্রিত পাণ্ডবপুত্রগণের শিরশ্ছেদন করায় দ্রৌপদী অত্যন্ত বিলাপ করিতে থাকেন। মহাবীর অর্জ্জুন তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া কৃষ্ণের সহিত অশ্বত্থামার পশ্চাদ্ধাবিত হইলে ভীত দ্রৌণি প্রাণভয়ে ব্রহ্মাস্ত্র ত্যাগ করিলেন, তদ্দর্শনে পার্থ কৃষ্ণের উপদেশক্রমে তন্নিবারণার্থ স্বীয় ব্রহ্মাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া উভয় অস্ত্রের প্রতি-সংহারপূর্ব্বক অশ্বত্থামাকে রজ্জুবদ্ধ করিয়া শিবিরে আনয়ন করিলেন। গুরুপুত্রের ঐ অবস্থা দেখিয়া পাঞ্চালীপ্রমুখ সকলেই তাহার বন্ধনমোচন অনুমোদন করিলেও মহাবীর ভীম তাহার বধের জন্যই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। এমতাবস্থায় অর্জ্জুন কৃষ্ণের অভিপ্রায়ানুসারে, স্বীয় প্রতিজ্ঞা পালন ও ভীম-পাঞ্চালীর তুষ্টি সাধন, উভয় কার্য্যই একসঙ্গে সম্পাদনের নিমিত্ত, খড়্গদ্বারা অশ্বত্থামার মস্তকজাত মণি ছেদন করিয়া লইয়া তাহাকে শিবির হইতে দূর করিয়া দিলেন।

তৎপর পাণ্ডবগণ মহিলাগণকে অগ্রে করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত গঙ্গাতীরে গমন করিয়া উদকক্রিয়া সমাপণ করিলেন। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে সিংহাসনে পুনরধিষ্ঠিত করিয়া ক্রমে ক্রমে তিনটী অশ্বমেধযজ্ঞে দীক্ষিত ও কৃতার্থ করিয়া সাত্যকি ও উদ্ধবের সহিত দ্বারকায় গমনোদ্যত হইলে, এমন সময় অর্জ্জুনের পুত্রবধূ উত্তরা অশ্বত্থামার নিক্ষিপ্ত শরে পীড়িতা হইয়া কাতরস্বরে কৃষ্ণের কৃপা ভিক্ষা করিতে করিতে দ্রুতবেগে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঐ ব্রহ্মাস্ত্র পৃথিবীকে পাণ্ডবশূন্য করিবার জন্য নিক্ষিপ্ত হইয়াছে জানিয়া কৃষ্ণ স্বীয় সুদর্শনদ্বারা ব্রহ্মাস্ত্র নিরাস করিয়া উত্তরার গর্ভস্থ শিশুকে রক্ষা করিলেন।

কিছুদিন পরে শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় দ্বারকায় গমনোদ্যত হইলে পাণ্ডবজননী কুন্তী তাঁহাকে বিরত করিয়া বিবিধ স্তব করিলেন। কৃষ্ণ তাঁহার প্রার্থনা পূরণপূর্ব্বক হস্তিনাপুরে প্রবেশ করিয়া পুরমহিলাগণের নিকট বিদায় লইয়া দ্বারকায় পুনর্গমনোদ্যত হইলে মহারাজ যুধিষ্ঠির পুনরায় তাঁহাকে নিবারণ করিয়া কৃষ্ণের সহিত ব্রাহ্মণগণ-সমভিব্যাহারে মহামতি ভীষ্মের নিকট বিবিধধর্ম্ম-শ্রবণ করিবার নিমিত্ত কুরুক্ষেত্রে গমন করিলেন। তথায় শরশয্যায় শায়িত কক্ষচ্যুত জ্বলন্ত গ্রহের ন্যায় ভীষ্মদেবকে নিরীক্ষণ করিয়া যথাবিধি তাঁহাকে পূজা করিলেন। ভীষ্ম স্বীয় আরাধ্যদেব শ্রীকৃষ্ণকে সম্মুখে দেখিয়া কৃষ্ণসহায় যুধিষ্ঠিরের ভাগ্য প্রশংসা করিলেন, পরে যুধিষ্ঠিরের জিজ্ঞাসানুসারে তাঁহার নিকট বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিধর্ম্ম, দৃষ্টান্তের সহিত দানধর্ম্ম, মোক্ষধর্ম্ম, রাজধর্ম্ম, স্ত্রীধর্ম্ম ও ভগবদ্ধর্ম্মসমূহ এবং অধিকারভেদে ধর্ম্মের পৃথক পৃথক্ উপায় কীর্ত্তন করিলেন। এই সময় উত্তরায়ণ আসিয়া উপস্থিত হইলে ভীষ্ম প্রাণত্যাগ করিতে অভিলাষী হইয়া সম্মুখস্থিত কৃষ্ণকে বিবিধ শুদ্ধভক্তিমূলক স্তব করিয়া উপরতি প্রাপ্ত হইলেন। বৈকুণ্ঠগত পিতামহের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের সহিত হস্তিনাপুরে প্রত্যাগমন করিলেন এবং কৃষ্ণের সম্মতি ও ধৃতরাষ্ট্রের অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক যথাবিধি পৈত্রিক রাজ্য-শাসনে প্রবৃত্ত হইলেন।

বান্ধবগণের শোকশান্তি ও সুভদ্রার অনুরোধে কতিপয় মাস হস্তিনাপুরে অবস্থান করিয়া কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞা লইয়া দ্বারকায় গমনোদ্যত হইয়া রথারূঢ় হইলেন। তখন অর্জ্জুন তাঁহার মস্তকোপরি শ্বেতচ্ছত্র ধারণ এবং উদ্ধব ও সাত্যকি চামর ব্যজন করিতে লাগিলেন। তৎকালে কুরু মহিলাগণ তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। বহুদেশ অতিক্রম করিয়া তিনি ‘আনর্ত্ত’ নামক জনপদে উপস্থিত হইয়া পাঞ্চজন্য শঙ্খ নিনাদ করিলে পৌরজনগণ তাঁহাকে স্তুতি করিতে লাগিলেন। তিনি তাহাদিগকে অনুগ্রহ করিয়া

রাজধানী দ্বারকায় প্রবেশ করিলে বসুদেব, উগ্রসেন, বলদেব, অক্রূর, প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি যাদবগণ আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে অভিনন্দন করিলেন। তিনি সকলকে যথোচিত সম্মানপূর্ব্বক রাজপথ দিয়া পুরমধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রথমে পিতামাতার চরণ বন্দনাপূর্ব্বক নিজ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। কৃষ্ণমহিষী লক্ষ্মীগণও বহুদিবস পর কান্তের চরণ দর্শন করিয়া হর্ষসাগরে নিমগ্ন হইলেন।

সূতের এই পর্য্যন্ত বলিবার পর শৌনকাদি ঋষি পরীক্ষিতের জন্ম ও চরিতকথা বিষয়ে জিজ্ঞাসা করায় সূত পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"অশ্বত্থামার অস্ত্রানলে দগ্ধ হইয়া গর্ভবাসকালে পরীক্ষিৎ দেখিতে পাইলেন—ভগবান্ ঐ ব্রহ্মাস্ত্র নিবারণ করিতেছেন। বিষ্ণুকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াছিলেন বলিয়া তিনি 'বিষ্ণুরাত'-নামে এবং ভূমিষ্ঠ হইয়া মনুষ্য দেখিলেই স্বীয় গর্ভবাস-কালে দৃষ্ট পুরুষকে স্মরণ করিয়া 'ইনিই কি সেই পুরুষ?' এইরূপ ভাবনা (পরীক্ষা) করিতেন বলিয়া 'পরীক্ষিৎ' নামেও অভিহিত হইলেন। স্বভাবতঃ বৈষ্ণব পরীক্ষিৎ দিন দিন বৃদ্ধি পাইলেন। ব্রাহ্মণগণ তাঁহার অনুপম-চরিত-সম্বন্ধে ধর্ম্মরাজের নিকট ভবিষ্যদ্বাণী করিতে লাগিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানের অভিলাষী হইলে কৃষ্ণের ইচ্ছানুসারে ভ্রাতৃগণের দ্বারা উত্তর-প্রদেশ হইতে মরুত্ত রাজার যজ্ঞাবসানে অবশিষ্ট হেমপাত্র-সমূহ সংগ্রহ করিয়া কৃষ্ণকে নিমন্ত্রণ-পত্র প্রেরণপূর্ব্বক আনয়ন করিয়া তিনটী অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। কৃষ্ণও কতিপয় মাস হস্তিনায় অবস্থান-পূর্ব্বক অর্জ্জুনের সহিত দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করিলেন।"

এই বলিয়া সূত বিদুরের বিষয় বর্ণন করিতে লাগিলেন। বহু তীর্থ ভ্রমণান্তে বিদুর হস্তিনায় প্রত্যাগমন করিলে সকলের সহিত যথোচিত সম্ভাষণাদির পর যুধিষ্ঠির তাঁহার নিকট যাদবগণের কুশল-বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। পাণ্ডবগণ পাছে নিদারুণ কষ্ট পান, এই ভয়ে তিনি যদুকুলের ধ্বংস-বৃত্তান্ত উল্লেখ না করিয়া তথায় কিছু দিন অবস্থান-পূর্ব্বক বিবিধ-উপদেশ-দানে ধৃতরাষ্ট্রের হৃদয়ে সংসার-বিরাগ উৎপাদন করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র—পত্নী গান্ধারী ও বিদুরের সহিত গৃহ ত্যাগ করিয়া উত্তরদিকে প্রস্থান করিলেন। কিছুক্ষণ পরে যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগকে দেখিতে না পাইয়া একাকী উপবিষ্ট সঞ্জয়কে তাঁহাদের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে সঞ্জয় তৎসম্বন্ধে স্বীয় অজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন। এই সময় দেবর্ষি নারদ তথায় উপস্থিত হইলে শোকার্ত্ত ধর্ম্মরাজ তাঁহাকে পিতৃব্যগণের বিষয় জিজ্ঞাসা করায় দেবর্ষি যুধিষ্ঠিরকে বৈরাগ্যবিষয়ক বহু কথা উপদেশ দিয়া কহিলেন,—"ভগবান্ বাসুদেব এই অবতারে দেবগণের প্রিয়কার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক এক্ষণে যদুকুল-ধ্বংসের প্রতীক্ষা করিতেছেন, তাহার পর তিনি অপ্রকট হইবেন; আর রাজা ধৃতরাষ্ট্রও ইন্দ্রিয় ও মনঃসংযমপূর্ব্বক যোগসিদ্ধ হইয়া অদ্য হইতে পঞ্চম দিবসে দেহত্যাগ করিবেন এবং তৎপত্নী গান্ধারীও তাঁহার অনুগমন করিবেন; আর মহাত্মা বিদুরও তাঁহাদের দেহত্যাগদর্শনে তীর্থ-ভ্রমণোদ্দেশে তথা হইতে প্রস্থান করিবেন।" এই বলিয়া নারদ প্রস্থান করিলেন।

এদিকে দ্বারকায় গমন করিবার পর সাত মাস অতীত হইল, তথাপি অর্জ্জুন প্রত্যাগমন করিলেন না দেখিয়া ধর্ম্মরাজ নানাবিধ বিপৎপাত দর্শন করিয়া চিন্তাকুল-হৃদয়ে ভীমসেনের সহিত পরামর্শ করিতেছেন, এমন সময় গভীর বিষাদাচ্ছন্ন অর্জ্জুনকে অশ্রুপ্লুত নেত্রে প্রত্যাগমন করিতে দেখিয়া সব্যসাচীকে সাশঙ্কমনে কৃষ্ণ ও যাদবগণের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। কৃষ্ণসখা পার্থ সহসা কোন উত্তর দিতে অসমর্থ হইয়া বহুক্ষণ পরে কৃষ্ণের অপ্রকট ও যদুকুলের নিধনবার্ত্তা প্রদান করিয়া কৃষ্ণবিরহে গভীর শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন, পরে কৃষ্ণচরণ-কমল চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার হৃদয়ে গীতোক্ত জ্ঞান পুনরুদিত হইল। কুন্তী ভগবানের অপ্রকট-সংবাদ শুনিয়া দেহত্যাগ করিলেন। পাণ্ডবগণও পরীক্ষিৎকে কুরুরাজ্যে এবং অনিরুদ্ধ-পুত্র বজ্রকে শূরসেনের রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া দ্রৌপদীর সহিত মহাপ্রস্থান-পূর্ব্বক নারায়ণ-পাদপদ্ম চিন্তা করিতে করিতে পরমগতি লাভ করিলেন।

অনন্তর শ্রীসূত শৌনকাদি ঋষিগণের নিকট পরীক্ষিতের উত্তর-দুহিতা ইরাবতীর সহিত উদ্বাহ ও

তাঁহার গর্ভে জন্মেজয় প্রভৃতি পুত্রচতুষ্টয়ের উৎপাদনের কথা এবং তাঁহার প্রজারঞ্জনের বিষয় বর্ণন করিলেন। কুরুজাঙ্গলপ্রদেশে অবস্থানকালে তাঁহার রাজ্যে কলির দৌরাত্ম্যকথা শ্রবণ করিয়া তিনি দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া বহুদেশ জয় করিয়া কর গ্রহণ করিলেন। একদা তিনি ধর্ম্মরূপী বৃষকে একপদে দণ্ডায়মান, গাভীরূপিণী পৃথিবীকে অশ্রুমুখী ও রোদনপরায়ণা এবং রাজবেশধারী শূদ্ররূপী কলিকে দণ্ডহস্তে তাঁহাদিগকে তাড়নরত দেখিয়া ক্রোধবশে কলিকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন এবং ধর্ম্ম ও পৃথিবীকে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন। প্রাণের আশঙ্কায় কলি পরীক্ষিতের শরণ গ্রহণ করিলে মহারাজ তৎক্ষণাৎ তাহাকে তাঁহার রাজ্য পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন, পরে কলির প্রার্থনানুসারে তাহাকে বাস করিবার জন্য দ্যূত, মাদকদ্রব্য, স্ত্রী, হিংসা ও অর্থ—এই স্থান-পঞ্চক প্রদান করিলেন।

এইরূপে পরীক্ষিতের বিবিধ গুণ কীর্ত্তন করিলে শৌনকাদি ঋষিগণ শ্রীহরির কথা ও শ্রীভাগবতশাস্ত্র আরও অধিকরূপে শ্রবণ করিবার জন্য অনুরোধ করায় শ্রীসূত পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপপ্রাপ্তি-বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে লাগিলেন।

একদা মৃগয়ায় বহির্গত হইয়া মহারাজ পরীক্ষিৎ নিতান্ত তৃষ্ণার্ত্ত হইলেন এবং শমীক ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হইয়া ঋষির নিকট পানীয় যাচঞা করিলেন, কিন্তু ধ্যানমগ্ন ঋষি তাঁহাকে জলপ্রদান না করায় তিনি কুপিত হইয়া নিকটস্থিত একটী মৃত সর্প মুনির গলদেশে রাখিয়া স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। শমীকপুত্র শৃঙ্গী ঐ ব্যাপার শ্রবণ করিয়া আচমনপূর্ব্বক "সপ্তদিবসের মধ্যে পরীক্ষিৎকে তক্ষক দংশন করিবে" বলিয়া অভিশাপ দিলেন।

শমীক ঋষির ধ্যানভঙ্গ হইলে তিনি সব ঘটনা অবগত হইয়া পুত্রকে বিশেষভাবে তিরস্কার করিলেন। এদিকে পরীক্ষিৎও স্বকৃত দুষ্কর্ম্ম স্মরণ করিয়া অনুতপ্ত হইতেছেন, এমন সময় শমীকমুনির জনৈক শিষ্য রাজাকে শাপবৃত্তান্ত অবগত করাইলেন। তৎ-শ্রবণে পরীক্ষিৎ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মসেবাই জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য-জ্ঞানে গঙ্গাতটে প্রায়োপবেশন করিতে সংকল্প করিয়া পুত্র জন্মেজয়ের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণপূর্ব্বক উত্তরমুখে উপবেশন করিলেন।

ক্রমে ক্রমে বহু মহর্ষি, দেবর্ষি ও ব্রহ্মর্ষি তথায় উপস্থিত হইলেন এবং রাজার হরিসেবায় মতি দর্শন করিয়া প্রশংসা করিলেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ নিঃশঙ্কচিত্তে মুনিগণকে হরিকথা-কীর্ত্তন করিতে বলিলেন এবং মুমূর্ষুব্যক্তির সর্ব্বথা কি করা কর্ত্তব্য, তৎসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন। ইহাতে বিভিন্নমত-হেতু মুনিগণের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হইল, এমন সময় যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করিতে করিতে পরমহংসকুল-চূড়ামণি শ্রীশুকদেব তথায় উপস্থিত হইলেন। তৎক্ষণাৎ সকলেই দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ তাঁহাকে দণ্ডবৎ-প্রণামপুরঃসর বিশেষভাবে অভিনন্দন ও স্তব করিয়া শুশ্রূষাসহকারে 'মুমূর্ষু ও চরম কল্যাণার্থীর কি করা কর্ত্তব্য' এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে ভগবান্ শুকদেব রাজা পরীক্ষিৎকে বলিতে আরম্ভ করিলেন।

প্রথম স্কন্ধের অধ্যায় বিবরণ

শ্রীমদ্ভাগবতম্

প্রথম স্কন্ধের মাতৃকাক্রমে প্রথম ও তৃতীয় চরণের শ্লোক-সূচী

[প্রথম সংখ্যাটিতে অধ্যায় এবং দ্বিতীয় সংখ্যাটিতে শ্লোক বুঝিতে হইবে]

আ

ত

দ

প

ভ

র

প্রথম স্কন্ধের বিষয়-সূচী

প্রথম স্কন্ধের স্থান-সূচী

(পার্শ্বস্থিত অঙ্কদ্বয়ের মধ্যে প্রথমটী অধ্যায়, দ্বিতীয়টী শ্লোকসংখ্যাজ্ঞাপক)

প্রথম স্কন্ধের পাত্রসূচী

(প্রথম অঙ্কটী অধ্যায় এবং দ্বিতীয় অঙ্কটী শ্লোকসংখ্যা-জ্ঞাপক)

অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ ।।
গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ ।
সর্ব্ববেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতম্ ।।

—শ্রীগরুড়পুরাণম্

পাদৌ যদীয়ৌ প্রথমদ্বিতীয়ৌ তৃতীয়তুর্য্যৌ কথিতৌ যদূরূ ।
নাভিস্তথা পঞ্চম এব ষষ্ঠো ভুজান্তরং দোর্যুগলং তথান্যৌ ।।
কণ্ঠস্তু রাজন্নবমো যদীয়ো মুখারবিন্দং দশমঃ প্রফুল্লম্ ।
একাদশো যস্য ললাটপট্টং শিরোঽপি তু দ্বাদশ এব ভাতি ।।
তমাদিদেবং করুণানিধানং তমালবর্ণং সুহিতাবতারম্ ।
অপারসংসার-সমুদ্র-সেতুং ভজামহে ভাগবত-স্বরূপম্ ।।”

— শ্রীপদ্মপুরাণম্

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীমদ্ভাগবতম্

প্রথমঃ স্কন্ধঃ

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥১॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

শ্রীগুরু-বন্দনা

রুক্মবর্ণ গৌরহরি, নিত্য দুই তনু ধরি',
রাধাকৃষ্ণ আনন্দ চিন্ময় ।
বিভাব, সামগ্রী-নাম, বিষয়-আশ্রয়-ধাম,
আলম্বন-নামে পরিচয় ॥
নিত্য-উদ্দীপন-যোগে, উপাদেয়-রস-ভোগে,
চিদ্বিলাসে মত্ত নিরন্তর ।
অপ্রাকৃত-রতি-জুষ্ট, সদা নামরসে পুষ্ট,
গৌরভক্ত সব পরিকর ॥
পরিকর-পরিচয়, সম্বন্ধ স্থাপিত হয়,
তাহা লাগি' পরম্পরা-গান ।
অন্বয় নির্দ্দেশ করি, গুরুগণ-পদ ধরি,
যাহে হরিজন অভিমান ॥
কৃষ্ণ হৈতে চতুর্ম্মুখ, হয় কৃষ্ণসেবোন্মুখ,
ব্রহ্মা হৈতে নারদের মতি ।
নারদ হইতে ব্যাস, মধ্ব কহে ব্যাসদাস,
পূর্ণপ্রজ্ঞ পদ্মনাভ গতি ॥
নৃহরি-মাধব-বংশে, অক্ষোভ্য পরমহংসে,
শিষ্য বলি' অঙ্গীকার করে ।
অক্ষোভ্যের শিষ্য জয়- তীর্থ নামে পরিচয়,
তাঁর দাস্যে জ্ঞানসিন্ধু তরে ॥
তাঁহা হ'তে দয়ানিধি, তাঁর দাস বিদ্যানিধি,
রাজেন্দ্র হইল তাঁহা হতে ।
তাঁহার কিঙ্কর জয়- ধর্ম্ম নামে পরিচয়,
পরম্পরা জান ভাল মতে ॥
জয়ধর্ম্ম-দাস্যে খ্যাতি, শ্রীপুরুষোত্তম যতি,
তাঁ' হ'তে ব্রহ্মণ্যতীর্থ সূরি ।
ব্যাসতীর্থ তাঁর দাস, লক্ষ্মীপতি ব্যাসদাস,
তাঁহা হ'তে মাধবেন্দ্রপুরী ॥
মাধবেন্দ্র পুরীবর, শিষ্যবর শ্রীঈশ্বর,
নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত বিভু ।
ঈশ্বরপুরীকে ধন্য, করিলেন শ্রীচৈতন্য,
জগদ্‌গুরু গৌর মহাপ্রভু ॥
মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, রাধাকৃষ্ণ নহে অন্য,
রূপানুগ জনের জীবন ।
বিশ্বম্ভর প্রিয়ঙ্কর, শ্রীস্বরূপ দামোদর,
শ্রীগোস্বামী রূপ-সনাতন ॥
রূপপ্রিয় মহাজন, জীব রঘুনাথ হন,
তাঁর প্রিয় কবি কৃষ্ণদাস ।
কৃষ্ণদাস-প্রিয়বর, নরোত্তম সেবাপর,
যাঁর পদ বিশ্বনাথ-আশ ॥
বিশ্বনাথ ভক্তসাথ, বলদেব জগন্নাথ,
তাঁর প্রিয় শ্রীভক্তিবিনোদ ।
মহাভাগবতবর, শ্রীগৌরকিশোরবর,
হরিভজনেতে যাঁর মোদ ॥

ইঁহারা পরমহংস, গৌরাঙ্গের নিজবংশ,
তাঁদের চরণে মম গতি।
আমি সেবা-উদাসীন, নামেতে ত্রিদণ্ডী দীন,
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ॥
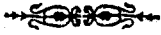
প্রথম অধ্যায়ের কথাসার

প্রথম শ্লোকে ধ্যানরূপ প্রণাম বা ভজন। আমরা বহুজীব পরব্যোমধামের সহিত পরমেশ্বরকে ধ্যান করি। তিনিই সত্য বা নিত্য, ইহাই তাঁহার স্বরূপ ও মুখ্য লক্ষণ। তিনি নিত্য মায়াতীত। তাঁহা হইতে এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় ঘটে; ইহাই তাঁহার গৌণ লক্ষণ। তিনি যাবতীয় বস্তুর দ্রষ্টা বা ভোক্তা। তিনি স্বয়ংরূপ ও স্বয়ংপ্রকাশ। তিনি কৃপাপূর্ব্বক জীবের আদি গুরু তচ্ছিষ্য ব্রহ্মার হৃদয়ে স্বীয় তত্ত্ব প্রকটিত করিয়াছিলেন। মহামহাধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণও নিজ নিজ দৈহিক ও মানসিক বহু চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে পাইতে গিয়া স্তব্ধ ও ব্যর্থমনোরথ হন। মরীচিকায় জলবুদ্ধি বা কাচাদিতে বারিবুদ্ধি যেমন সত্য হইলেও নশ্বর, তদ্রূপ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই ত্রিগুণাত্মকজগৎ তাঁহা দ্বারা সৃষ্ট, পালিত ও বিনষ্ট হয় বলিয়া তাঁহার সত্তা বা অধিষ্ঠান-হেতু সত্য হইলেও বাস্তবিক নশ্বর বা অনিত্য।

দ্বিতীয় শ্লোকে বস্তুনির্দ্দেশ অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতের সর্ব্বশাস্ত্র-শ্রেষ্ঠতা ও প্রতিপাদ্য-বিষয়-নিরূপণ। সৃষ্টির প্রথমে শ্রীনারায়ণ ঋষি-কর্ত্তৃক এই গ্রন্থ চতুঃশ্লোকিরূপে সংক্ষেপে প্রকাশিত হইয়াছিলেন। এই গ্রন্থে নিত্য সাধুগণের পরম ধর্ম্ম শুদ্ধভক্তি নিরূপিত হইয়াছেন। সেই পরমধর্ম্মে কোন প্রকার ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গ এবং মোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গের কথা নাই। উক্ত চতুর্ব্বর্গবাঞ্ছার কোন একটীও জীবাত্মায় বা জীবস্বরূপে নাই, সুতরাং তাহা সবই কপটতা বা ছলনা। সেই সাধুগণ নিত্যকাল জীবের চরম কল্যাণের পথপ্রদর্শক বলিয়া অহিংসাপরায়ণ বা সর্ব্বভূতে দয়াময়। তাঁহারা কর্ম্ম-জ্ঞান-শাস্ত্রাদিকথিত ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষরূপ স্বার্থ, ছলনা বা হিংসার কথা জানেন না। এই গ্রন্থের পাঠ ও শ্রবণে অদ্বয়জ্ঞান নিত্য সত্য বাস্তব বস্তুকে জানা যায়। তৎফলে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিতাপ ধ্বংস হয় ও পরমকল্যাণ-সুখ লাভ হয়। যাঁহারা প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা করেন, সেই কৃতিগণ অবিলম্বেই পরমেশ্বরকে লাভ করেন। সুতরাং অন্য শাস্ত্রাদিতে কোনই প্রয়োজন নাই।

তৃতীয় শ্লোকে আশীর্ব্বাদ। নিখিল বেদশাস্ত্রের এই পরিপক্ব রসময় ফলটী বৈয়াসিক শিষ্যপরম্পরায় কীর্ত্তন-শ্রবণধারায় ভূতলে অবতীর্ণ। যাঁহারা অপ্রাকৃত-হৃদয় ও চিদ্‌রস-রসিক, তাঁহারা মুক্ত অবস্থায়ও এই ভাগবত-রস পান করিতে থাকুন।

পরে গ্রন্থারম্ভ। কলিযুগারম্ভে নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি ঋষিগণ বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তিকামনায় সহস্রবর্ষ-ব্যাপী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। একদিন প্রাতঃকালে তাঁহারা দৈনন্দিন-আহুতি প্রদান করিবার পর সম্মুখে আসনোপবিষ্ট শ্রীব্যাসশিষ্য ভগবত্তত্ত্ববিৎ শ্রীসূতকে যথাযোগ্য সৎকার করিয়া আদরপূর্ব্বক এই ছয়টী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন,—'হে সূত! (১) জীবের ঐকান্তিকশ্রেয়ঃ অর্থাৎ চরম কল্যাণ বা পরম-পুরুষার্থ কি, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন; (২) যদ্দ্বারা জীবের বুদ্ধি সুপ্রসন্ন হয়, সেই সর্ব্বশাস্ত্রসার কথাসমূহ শ্রবণ করিতে আমরা শ্রদ্ধাবান্ হইয়াছি, আপনি তাহা বর্ণন করুন; (৩) ভগবান্ বাসুদেব কি কি কার্য্য সাধনোদ্দেশে দেবকীগর্ভে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিতে আমরা অভিলাষী, আপনি তাহা বর্ণন করুন; (৪) তিনি বিবিধ-অবতার-লীলা ধারণ করিয়া যে সকল অলৌকিক কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিতে আমরা শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়াছি, আপনি তাহা বলুন; (৫) অতঃপর শ্রীহরির শুভ অবতার-কথাসকল বর্ণন করুন; (৬) যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের অপ্রকটে ধর্ম্ম এখন কাহার শরণাগত হইয়াছেন?'
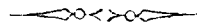
গৌরকিশোরান্বয়

শ্রীমদ্‌গৌরকিশোরাখ্যস্তদ্দাসাখ্যো মম প্রভুঃ।
শ্রীমৎপরমহংসো যো বিচচার মহীমিমাম্ ॥
বৈরাগ্যো মূর্ত্তিমান্ যস্মিন্ সর্ব্বলোকেষু বিশ্রুতঃ।
আদর্শচরিতো ধীমান্ গৌরসেবনতৎপরঃ ॥

কৃপয়া পরয়া যো মাং স্বপাদকমলান্তিকম্ ।
প্রেমপ্রদং দদাবজ্ঞং কৃপণং দীনচেতসম্ ॥
তং বন্দেঽহং জনো দীনো বিষ্ণুপাদাব্জজীবনঃ ।
কৃষ্ণচৈতন্যদাতারং কৃষ্ণপাদপ্রদং বিভুম্ ॥
যস্য কৃপালবং লব্ধ্বা মূকো বাচালতাং ব্রজেৎ ।
নৌমি তং পরয়া ভক্ত্যা দাসগোস্বামিনং বরম্ ॥
কৃষ্ণগৌরকিশোরস্য ধাম্নি যস্যাচলা গতিঃ ।
কৃষ্ণগৌরকিশোরস্য নাম্নি যস্যাচলা রতিঃ ॥
শ্রীমদ্ভাগবতে গ্রন্থে যস্যাসীদচলা মতিঃ ।
তদন্বয়বিনির্ম্মাণে স মামবতু সম্প্রতি ॥

অস্য (বিশ্বস্য) জন্মাদি (জন্মস্থিতিভঙ্গং) যতঃ (পরমেশ্বরাৎ) অর্থেষু (বিশ্বকার্য্যেষু) অন্বয়াৎ (কারণত্বাৎ) ইতরতশ্চ (ব্যতিরেকাৎ অকার্য্যস্য অসত্বাৎ) (ভবতি), যঃ (পরমেশ্বরঃ) অভিজ্ঞঃ (জগৎকর্ত্তৃত্বে সর্ব্বতোভাবেন জ্ঞাতা, অচেতনং প্রধানং ন জগৎকর্ত্তা) স্বরাট্ (স্বেনৈব রাজতে যঃ স্বতঃসিদ্ধ-জ্ঞানময়ঃ, জীবঃ ন জগৎকর্ত্তা) আদিকবয়ে (ব্রহ্মণে) ব্রহ্ম (তত্ত্বং বেদং বা) হৃদা (মনসা বুদ্ধিবৃত্তিপ্রবর্ত্তক-ত্বেন) তেনে (প্রকাশয়ামাস) যৎ (যস্মিন্ পরমেশ্বরে) সূরয়ঃ (ব্রহ্মাদয়ঃ) মুহ্যন্তি (মোহং প্রাপ্নুবন্তি) তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ঃ (ব্যত্যয়ঃ অন্যস্মিন্ন-ন্যাবভাসঃ মরীচিকায়াং তেজসি বারিবুদ্ধিঃ মৃদি চ কাচাদৌ বারিবুদ্ধিঃ অধিষ্ঠানসত্তয়া সত্যবৎ প্রতীয়তে) (তথা) যত্র (যস্মিন্) ত্রিসর্গঃ (ত্রয়াণাং মায়াগুণানাং তমোরজঃসত্ত্বানাং সৃষ্টিঃ) মৃষা (ন বস্তুতঃ সন্ অনেন জড়োপাধিসম্বন্ধং বারয়তি) (অমৃষা ইতি পাঠে ভূতেন্দ্রিয়দেবতারূপঃ সত্যঃ যৎ সত্যতয়া মিথ্যা-সর্গোঽপি সত্যবৎ প্রতীয়তে) স্বেন ধাম্না (মহসা) নিরস্তকুহকং (নিরস্তং কুহকং কপটং যস্মিন্ তং) সত্যং (স্বরূপলক্ষণং) পরং (পরমেশ্বরং) (বয়ং) সদা (সর্ব্বদা) ধীমহি (ধ্যায়েমঃ) ॥ ১ ॥

স্বানন্দকুঞ্জানুবাদ

শ্রীভক্তিবিনোদবর, গৌরহরি-পরিকর,
স্বানন্দসুখদকুঞ্জ স্থান ।
অনুক্ষণ পরমার্থ, সেব্য ভাগবত-অর্থ,
তথায় বসিয়া করে গান ॥
কুঞ্জস্মৃতি পথে করি, ভাষ্যে অনুবাদ ধরি,
পরানন্দ-আনন্দ-বিধান ।
তাহাতে পরমানন্দ, স্বানন্দ স্নেহের কন্দ,
সেই অনুবাদের নিদান ॥
ভকতিবিনোদ-ইচ্ছা, ভক্তের তাহাতে পৃচ্ছা,
দুই হেতু করি অনুবাদ ।
ভাগবত-ভাষা বলি, যা'তে নষ্ট হয় কলি,
সেবা মোর নামব্রহ্ম-নাদ ।
স্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ, যাঁহা কৃষ্ণপ্রীতিপুঞ্জ,
যথা বৈসে ভকতিবিনোদ ॥
সেই চিন্তামণি-ধাম, এবে হোক্ মোর কাম,
যাহে ভক্তগণের প্রমোদ ॥

এই বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশকার্য্য অন্বয় ও তদ্বিপরীতক্রমে যে পরমেশ্বর হইতে সাধিত হয়, যে পরমেশ্বর জগৎকর্ত্তৃত্বে সর্ব্বতোভাবে জ্ঞাতা, যাঁহাতে স্বতঃসিদ্ধজ্ঞান স্বয়ং বিরাজমান এবং যিনি আদি কবি ব্রহ্মার বুদ্ধিবৃত্তি প্রবর্ত্তন করিয়া মনের দ্বারা তত্ত্ববস্তু প্রকাশ করিয়াছিলেন, যে পরমেশ্বরে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ মোহপ্রাপ্ত হন, যেরূপ তেজ, জল ও মৃত্তিকার পরস্পরের মধ্যে একের পরিবর্ত্তে তাহাতে অন্যবস্তুর জ্ঞান সত্যের ন্যায় প্রতীত হয়, তদ্রূপ যে পরমেশ্বরে সত্ত্ব, রজঃ তমোগুণের অবস্থান সত্যের ন্যায় প্রতীত হইলেও বস্তুতঃ জড়ধর্ম্ম যাঁহাতে অসম্ভব, যাঁহাতে কোন সময়েই কপটতার অধিষ্ঠান নাই, সেই সত্যস্বরূপ-লক্ষণময় পরমেশ্বরকে আমরা ধ্যান করি ।

সারার্থদর্শিনী টীকা

কৃপাসুধারৃষ্টিভৃতঃ স্বভক্তি-
স্বর্ব্বাহিনী-খেলিতজীবপদ্মী ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঘনঃ সবিদ্যুদ্গৌরো
মনোব্যোমনি নশ্চকাস্ত ॥ ১ ॥

নিত্যানন্দাদ্বৈতচৈতন্যমেবং
তত্ত্বং নিত্যালঙ্কৃতব্রহ্মসূত্রম্ ।
নিত্যৈর্ভক্তৈর্নিত্যয়া ভক্তিদেব্যা
ভাতং নিত্যং ধাম্নি নিত্যে ভজামঃ ॥ ২ ॥

রূপং নাম সনাতনং গুরুকৃপান্
নিত্যান্ গুণাংস্তস্য তান্
শ্রীমদ্ভাগবতাত্তথৈব বিদি-
তান্ জুষ্টাচ্চিরেণাশ্রয়ন্।
দৃষ্ট্বা বৈষ্ণবতোষণীং প্রভু-
মতং বিজ্ঞায় সন্দর্ভত-
ষ্টীকাং স্বাম্যনুকম্পিতোঽস্য
বিদধে সারার্থসন্দর্শিনীম্ ॥ ৩ ॥

ন কাচিন্মে বৈদুষ্যহহ সুমহাসাহস ইহ
স্বমৌঢ্যং বা হেতুর্নিরুপাধিকৃপা যা ভগবতঃ।
প্রভুত্বং বা হীনেঽপ্যুদয়তি যদাদ্যে প্রহসিতং
দ্বিতীয়ে ত্বানন্দং প্রতিপদমিদং ধোক্ষতি সতাম্ ॥৪॥
গোপরামাজনপ্রাণপ্রেয়সেঽতিপ্রভুষ্ণবে।
তদীয়-প্রিয়দাস্যায় মাং মদীয়মহং দদে ॥ ৫ ॥
সুরতরুফলদীপাহস্করব্রহ্মধর্ম্মান্
যদিদমধীতশাস্ত্রং নাতি চিত্রং তদেতৎ।
হরিচরিতসুধানাং পায়নায় প্রপেদে
সদসি সদসতাং যন্মোহিনী ত্বং স্তমস্তৎ ॥ ৬ ॥

ইহ খলু নিখিলকল্যাণগুণমাধুর্য্যবারিধৌ মহৈ-শ্বর্য্য-সম্রাজি স্বয়ং ভগবাত পরমভাস্বত্যধিধরণি যথা সময়ং বিলস্যান্তর্হিতে নানাশাস্ত্রপুরাণেতিহাসাদীনাং সর্ব্বজননিকায়ত্রায়কত্বরূপেষ্বর্থেষু যাম্বিকেষ্বিব কালেন দৈবাদ্বৈগুণ্যোদয়াদালস্যেনেব কেষুচিৎ প্রসুপ্তেষু তেষ্বেব মধ্যে কৈশ্চিৎ কৈশ্চিৎ প্রত্যুত (ভা ১।৫।১৫) "জুগুপ্সিতং ধর্ম্মকৃতেঽনুশাসতঃ স্বভাবরক্তস্য মহান্ ব্যতিক্রমঃ" ইত্যাদিতোঽবগতৈ-রনর্থাকারৈশ্চৌরৈরিবোদ্ধৃয় ততৎপ্রণেতৃপর্য্যন্তানাং সর্ব্বেষাং চিত্তপ্রসাদরূপেষু মহাধনেষ্বপহৃতেষু (গী ৪।৭) "যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥" ইতি। "পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্" ইতি শ্রীগীতোক্ত-নিমিত্তলব্ধলক্ষণতয়া যাদঃসু মহামীন ইব মৃগেষু যজ্ঞবরাহ ইব বিহঙ্গমেষু শ্রীহংস ইব নৃষু স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ইব দেবেষূপেন্দ্র ইব বেদেষু শ্রীমদ্ভাগবতাখ্যঃ শাস্ত্রচূড়ামণিঃ। (ভাঃ ১।৩।৪২) "কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ। কলৌ নষ্টদৃশামেষঃ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ ॥" ইতি বচন-ব্যঞ্জিত-শ্রীকৃষ্ণপ্রতিমূর্ত্তিকত্বেন মমাহমেবাভিরূপঃ কৈবল্যাদিতি নিরস্ততদ্ভিনান্যসাদৃশ্যতয়া শ্রীশুকপরী-ক্ষিদ্ভ্যাং শ্রীকৃষ্ণ এব জ্যোতিঃষু সহস্রাংশুরিব পুরাণেষু ভাস্বান্ দ্বাদশস্কন্ধাত্মকোঽষ্টাদশসহস্রচ্ছ-দনো মহাজনবাঞ্ছিতার্থ-কল্পতরুরিবাবততার। তৎ-প্রণেতা প্রথমত এবাচার্য্যচূড়ামণিঃ শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ স্বাভীষ্টদৈবতধ্যানলক্ষণং মঙ্গলমাচরতি—জন্মাদ্য-স্যেতি। (১) পরং অতিশয়েন সত্যং সর্ব্বকালদেশ-বর্ত্তিনং পরমেশ্বরং ধীমহি ধ্যায়েমঃ। বহুবচনেন কালদেশ-পরম্পরাপ্রাপ্তান্ সর্ব্বানেব জীবান্ স্বান্তরঙ্গী-কৃত্য স্বশিক্ষয়া তান্ ধ্যানমুপদিশন্নেব ক্রোড়ীকরোতি অনেন। "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" ইতি (ব্রঃ ১।১।১) সূত্রার্থঃ ফলতো বিবৃতো ধ্যানস্যৈব জিজ্ঞাসায়াঃ ফলত্বাৎ। তস্য পরমৈশ্বর্য্যমাহ—অস্য জগতো জন্মাদি জন্মস্থিতিভঙ্গং যতো ভবতি তম্। তর্হি কিং কালং ধ্যায়থ? ন; অন্বয়াদিতরতশ্চ—অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং ঘটে মৃদন্বয় ইব মৃদি ঘট-ব্যতিরেক ইবেত্যুপাদানকারণমিত্যর্থঃ। চকারাৎ স এব নিমিত্তকারণঞ্চ কালস্য তৎপ্রভাবরূপত্বাৎ। যদ্বা, অন্বয়াৎ প্রলয়ে বিশ্বস্য পরমেশ্বরে অনুপ্রবেশাৎ; ইতরতশ্চ সর্গে ততো বিভাগাচ্চ। পৃথিব্যা জলমিব জলস্য তেজ ইব যোঽধিষ্ঠানকারণমিত্যর্থঃ। যদ্বা, অন্বয়াৎ কারণত্বেন যৎ কর্ত্তৃকাদনুপ্রবেশাৎ জন্ম; কর্ম্মফলদাতৃত্বেন যৎকর্ত্তৃকাদনুপ্রবেশাৎ স্থিতিঃ; সংহারকত্বেন রুদ্ররূপেণ যৎকর্ত্তৃকাদনুপ্রবেশাদ্ভঙ্গশ্চ যতো ভবতি তম্। অত্র কারণস্য কার্য্যসমন্বিত-ত্বমেব কার্য্যেঽনুপ্রবেশো জ্ঞেয়ঃ; তৎকার্য্যস্য বিশ্বস্য তৎ স্বরূপত্বং বারয়ন্ বিশিনষ্টি—ইতরত ইতি, সৃজ্য-পাল্য-সংহার্য্যাদ্বিশ্বতঃ স্বরূপশক্ত্যা ভিন্নাৎ। চকারান্মায়াশক্ত্যা তদভিন্নাচ্চ। এবং "জন্মাদ্যস্য যতঃ" ইতি (ব্রঃ ১।১।২), "তত্তু সমন্বয়াৎ" ইতি (ব্রঃ ১।১।৩) সূত্রদ্বয়মুক্তম্। ননু চ পরমেশ্বর-স্যোপাদানত্বে বিকারো দুর্ব্বারস্তস্মাৎ প্রকৃতিরেবো-পাদানং পরমেশ্বরস্তু নিমিত্তমিত্যুচ্যতাম্? মৈবম্। (মুঃ ১।১।৯) "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ" ইতি, (ঐঃ ১।১।১) "স ঈক্ষত লোকাননু সৃজা" ইতি, (ছাঃ ৬।২।৩) "তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়" ইত্যাদি-শ্রুতিভিশ্চেতনস্যৈব জগৎকারণত্বপ্রতিপাদনাৎ পর-মেশ্বর এব জগত উপাদানং নিমিত্তঞ্চ। তত্র প্রকৃতেঃ

তচ্ছক্তিত্বাৎ শক্তি-শক্তিমতোরভেদাৎ প্রকৃতিদ্বারকমেব তস্যোপাদানত্বম্। স্বরূপেণ তু প্রকৃত্যতীতত্বাৎ তস্য নির্ব্বিকারত্বঞ্চ। যথোক্তং ভগবতা—(ভাঃ ১১।২৪।১৯) "প্রকৃতির্যস্যোপাদানমাধারঃ পুরুষঃ পরঃ। সতোঽভিব্যঞ্জকঃ কালো ব্রহ্ম তল্রিতয়ং ত্বহম্ ॥" ইতি। প্রকৃতেঃ স্বাতন্ত্র্যেণোপাদানত্বমেব শাস্ত্রাসম্মতম্। তস্মাৎ পরমেশ্বরঃ সর্ব্বজ্ঞ এব স্বাতন্ত্র্যেণ জগৎকারণমুচ্যতে। ন তু জড়া প্রকৃতিরিত্যাহ—অর্থেষু সৃজ্যাসৃজ্যবস্তুমাত্রেষু অভিজ্ঞো যস্তমিত্যর্থঃ। অনেন "ঈক্ষতের্নাশব্দম্" ইতি (ব্রঃ ১।১।৫) সূত্রার্থ উক্তঃ। স চায়ম্,—প্রক্রান্তং ব্রহ্ম জগৎকারণং ভবতি। কুতঃ? ঈক্ষতেঃ ঈক্ষণাৎ জগৎকারণত্বপ্রতিপাদকশ্রুতিবাক্যেষু তস্যৈব বিচারবিশেষাত্মকেক্ষণশ্রবণাৎ। অতো ব্রহ্ম নাশব্দম্। অশব্দপ্রমাণকং ন ভবতি কিন্তু শব্দপ্রমাণকমেবেতি। অত্র শ্রুতয়ঃ—(ছাঃ ৬।২।৩) "তদৈক্ষত বহু স্যাম্" ইতি, (ছাঃ ৬।২।১) "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" ইতি, (ঐঃ ১।১।১) "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ" ইতি, (তৈ, আঃ ১) "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূত" ইতি, (তৈঃ, ভৃঃ ১) "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদ্যাঃ। স্মৃতিশ্চ—"যতঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ভবন্ত্যাদিযুগাগমে। যস্মিংশ্চ প্রলয়ং যান্তি পুনরেব যুগক্ষয়ে ॥" ইতি। ননু তদানীং মহদাদ্যনুৎপত্তেস্তস্য ঈক্ষণাদি সাধনং ন সংভবতীত্যত আহ—স্বরাট্ স্বস্বরূপেণৈব তথা তথা রাজত ইতি। (শ্বেঃ ৬।৮) "ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে" ইত্যাদৌ "স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ" ইতি শ্রুতেঃ। ননু জগৎসৃষ্টৌ ব্রহ্মণঃ স্বাতন্ত্র্যমৈশ্বর্য্যং চাবগম্যতে। "হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ" ইতি শ্রুতেঃ। স এব ধ্যেয়োঽস্ত্বিত্যত আহ—তেনে ইতি। আদিকবয়ে ব্রহ্মণে যো ব্রহ্ম বেদং স্বতত্ত্বং বা তেনে প্রকাশয়ামাস। অতো ব্রহ্মণেঽপি পারতন্ত্র্যম্। ননু ব্রহ্মণেঽন্যতো বেদাধ্যয়নাদ্যপ্রসিদ্ধং সত্যং তত্তু হৃদা মনসৈব তেনে —(ভাঃ ২।৪।২২) "প্রচোদিতা যেন পুরা সরস্বতী বিতন্বতাজস্য সতীং স্মৃতিং হৃদি। স্বলক্ষণা প্রাদুরভূৎ কিলাস্যতঃ" ইতি, কিংবা "সুদৃষ্টং হৃদি মে তদৈব" ইত্যাদেঃ। অনেন বুদ্ধিবৃত্তিপ্রবর্ত্তকত্বেন গায়ত্র্যর্থশ্চ দর্শিতঃ। তদুক্তং মাৎস্যে—"যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীং বর্ণ্যতে ধর্ম্মবিস্তরঃ। বৃত্রাসুরবধোপেতং তদ্ভাগবতমিষ্যতে ॥" পুরাণান্তরে চ—"গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রো দ্বাদশস্কন্ধসম্মিতঃ। হয়গ্রীবব্রহ্মবিদ্যা যত্র বৃত্রবধস্তথা। গায়ত্র্যা চ সমারম্ভস্তদ্বৈ ভাগবতং বিদুঃ ॥" ইতি। ননু সুপ্তপ্রতিবুদ্ধন্যায়েন ব্রহ্মা স্বয়মেব বেদং তত্ত্বং বা উপলভতাং ইত্যত আহ—যৎ যস্মিন্ বেদে তদীয়ে তত্ত্বে বা সূরয়োঽপি মুহ্যন্তি, অতস্তস্মিন্ ব্রহ্মণঃ স্বতো ন শক্তিঃ। "এতেন নেতরোঽনুপপত্তেঃ" ইতি (ব্রঃ ১।১।১৬) সূত্রার্থো বিবৃতঃ। ননু ধীমহীতি ধ্যানবিষয়ত্বেন তস্য সাকারত্বমভিপ্রেতম্। আকারাণাঞ্চ ত্রিগুণসৃষ্টত্বং তথাত্বে চানিত্যত্বং প্রসজ্জেদিত্যত আহ—তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ঃ বিপর্য্যয়ঃ অন্যস্মিন্নন্যাবভাসঃ। যথা অজ্ঞানাং তেজসি বারীদমিতি বারিণি স্থলমিতি মৃদি কাচাদৌ চ বারীদমিতি বুদ্ধিঃ তথৈব যত্র পূর্ণচিন্ময়াকারে ত্রিসর্গঃ ত্রিগুণ-সর্গোঽয়মিতি বুদ্ধির্মৃষা মিথ্যৈবেত্যর্থঃ। "তমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহং, বৃন্দাবনসুরভূরুহতলাসীনম্।" ইতি গোপালতাপনীশ্রুতেঃ। "অর্দ্ধমাত্রাত্মকো রামো ব্রহ্মানন্দৈকবিগ্রহঃ" ইতি রামতাপন্যাশ্চ। "ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্ম পুরুষং নৃকেশরিবিগ্রহম্" ইতি নৃসিংহতাপন্যাশ্চ। "নির্দ্দোষঃ পূর্ণগুণবিগ্রহ আত্মতন্ত্রো নিশ্চেতনাত্মকশরীর গুণৈশ্চ হীনঃ। আনন্দমাত্রমুখপাদসরোরুহাদিঃ" ইতি ধ্যানবিন্দূপনিষদশ্চ; "নন্দব্রজজনানন্দী সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ" ইতি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণাৎ; "সর্ব্বে নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ দেহাস্তস্য পরাত্মনঃ। হানোপাদানরহিতা নৈব প্রকৃতিজাঃ কচিৎ ॥" ইতি মহাবারাহাচ্চ; "স্বেচ্ছাময়স্য ন তু ভূতময়স্য" ইতি চ, (ভাঃ ১০।৯।১৪) "ববন্ধ প্রাকৃতং যথা" ইতি, "ত্বয্যেব নিত্যসুখবোধতনৌ" ইতি, "শাব্দং ব্রহ্ম বপুর্দধৎ" ইতি। "সত্যজ্ঞানানন্তানন্দমাত্রৈকরসমূর্ত্তয়ঃ" ইত্যাদি শ্রীভাগবতাদাবপি তদাকারস্যামায়িকত্বাবগমাৎ, "অনিন্দ্রিয়া অনাহারা অনিষ্পন্নাঃ সুগন্ধিনঃ। একান্তিনস্তে পুরুষাঃ শ্বেতদ্বীপনিবাসিনঃ ॥" ইতি নারায়ণীয়াৎ, "দেহেন্দ্রিয়াসুহীনানাং বিকুণ্ঠপুরবাসিনাম্" ইতি সপ্তমস্কন্ধাচ্চ। তদ্ভক্তানামপি শ্বেতদ্বীপবিকুণ্ঠপুরবাসিত্বেন সাকারত্বে লব্ধে

"অনিন্দ্রিয়াঃ ইত্যাদিভির্ম্মায়িকাকারত্বনিষেধাৎ। তদাকারস্যামায়িকত্বে কঃ সংশয়ঃ? ননু তদপ্যত্র কেচন বিবদন্তে ইত্যত আহ—ধাম্নেতি। ধাম্না স্বরূপশক্ত্যা স্বভক্তনিষ্ঠস্বানুভবপ্রভাবেণ বা প্রতিপদসমুচ্ছলন্মাধুর্য্যৈশ্বর্য্যভ্রাজি-শ্রীবিগ্রহেণ বা, স্বেন অসাধারণেন সদা কালত্রয় এব নিরস্তাঃ কুহকাঃ কুতর্কনিষ্ঠা যেন তম্। এতেন (২।১।১১) "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ" ইতি সূত্রার্থঃ সূচিতঃ। অত্র (মুঃ ৩।২।৩) "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্" ইতি শ্রুত্যা স্ব-শব্দেন তনোঃ স্বরূপভূতত্বে লব্ধে তথা প্রকৃতিক্ষোভাৎ পূর্ব্বমেব (ছাঃ ৬।২।৩) "বহু স্যাম্" ইতি, (ঐত ১।১।১) "স ঈক্ষত" ইত্যাদিশ্রুতিভিস্তদীয়মনোনয়নাদেরমায়িকত্বেঽবগমিতে (শ্বে ৭।৮) "পরাস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞান বলক্রিয়া চ" ইতি শ্রুত্যা স্বাভাবিকত্বে প্রকটমুক্তে (মহা-ভা-ভী-পঃ) "অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ। প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্॥" ইতি; অত্র 'ন যোজয়েৎ' ইতি লিঙা পরদারান্ ন গচ্ছেদিতিবৎ তত্র কুতর্কযোজনায়া নিষিদ্ধত্বেঽপি যদ্যসুরাদয়স্তদীয়শ্রীবিগ্রহং লক্ষীকৃত্য যুক্তিশরানাদিৎসবো নিয়েঽপি পতিষ্যন্তি তদা পতন্তু তৈরলং সংলাপেনেতি।

(২) অথাত্র শাস্ত্রে "দশমস্য বিশুদ্ধ্যর্থং নবানামিহ লক্ষণম্" ইতি দশমস্যাশ্রয়তত্ত্বস্যৈবাঙ্গিত্বে তস্য চ শ্রীকৃষ্ণরূপ এব মুখ্যত্বে তদসাধারণধর্ম্মপ্রস্তাবপ্যস্য প্রথমপদ্যস্যৌচিতী ভবত্যতস্তদেকপরস্য ব্যাখ্যান্তরস্যাবকাশঃ। তদ্‌যথা (ভাঃ ১০।২।২৬) "সত্যব্রতং সত্যপরম্" ইত্যাদৌ "সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ" ইতি শ্রীকৃষ্ণজন্মারম্ভোক্তেঃ। "সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ কৃষ্ণঃ সত্যমত্র প্রতিষ্ঠিতম্। সত্যাৎ সত্যঞ্চ গোবিন্দস্তস্মাৎ সত্যো হি নামতঃ" ইত্যুদ্যামপর্ব্বণি সঞ্জয়কৃতকৃষ্ণনাম্নাং নিরুক্তেশ্চ "সত্যং শ্রীকৃষ্ণং ধীমহি নরাকৃতি পরংব্রহ্ম" ইতি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণাৎ। "তস্মাৎ কৃষ্ণ এব পরো দেবস্তং ধ্যায়েৎ" ইতি শ্রীগোপালতাপনীভ্যশ্চ পরম্। স্বেন ধাম্না শ্রীমথুরাখ্যেন সর্ব্বত্র তদানীং কৃপয়া দর্শিতেন শ্রীবিগ্রহেণ চ সদা নিরস্তং কুহকং জীবানামবিদ্যা যেন তম্ "মথ্যতে তু জগৎ সর্ব্বং ব্রহ্মজ্ঞানেন যেন বা। তৎসারভূতং যদ্‌যস্যাং মথুরা সা নিগদ্যতে॥" ইতি গোপালোত্তরতাপনীপ্রসিদ্ধেঃ, "শ্রবণাৎ কীর্ত্তনাদ্ধ্যানাৎ পূয়ন্তেঽন্তেবসায়িনঃ। তব ব্রহ্মময়স্যেশ কিমুতেক্ষাভিমর্শিনঃ॥" ইতি দশমোক্তেশ্চ (ভাঃ ১০।৭০।৪৩)। গৃহদেহত্বিট্‌প্রভাবা ধামানীত্যমরঃ। ননু তদ্‌বিগ্রহস্য প্রাপঞ্চিকলোকদৃশ্যত্বাৎ যদ্‌যদ্দৃশ্যং তদনিত্যং ঘটবদিতি ন্যায়েনানিত্যত্বং প্রসজ্জেদিত্যত আহ—তেজোবারিমৃদাং ত্রয়াণাং দৃশ্যভূতানাং যথা যথাবৎ বিনিময়ঃ পরস্পরমিলনং যত্র তথাভূতস্ত্রিসর্গস্ত্রিগুণসৃষ্টো দেহো মৃষা মিথ্যৈব যেন তৎত্রিতয়সৃষ্টস্তদ্বিগ্রহ উচ্যতে তেন মৃষৈবোচ্যত ইত্যর্থঃ। প্রপঞ্চাতীতস্যাপি তস্য যৎ প্রাপঞ্চিকৈরসুরৈর্দর্শনং তৎ খলু বিচিত্রলীলাসাধিকয়া তদিচ্ছয়া দুস্তর্কস্বরূপয়ৈব পিত্তদূষিতরসনৈর্নরৈ-র্মৎস্যণ্ডিকাচর্ব্বণমিব তন্মাধুর্য্যানুভবহীনম্। তদন্যৈস্তু দুস্তর্কতৎকৃপাপ্রভাবাৎ তন্মাধুর্য্যানুভবসহিতমেব। যদুক্তং—(ভাঃ ১০।৮৬।২০) "অন্যে চ তন্মুখসরোজমুদারহাসস্নিগ্ধেক্ষণং নৃপ পপুর্দৃশিভির্নৃনার্য্যঃ। তেভ্যঃ স্ববীক্ষণবিনষ্টতমিস্রদৃগ্‌ভ্যঃ ক্ষেমং ত্রিলোকগুরুরর্থদৃশঞ্চ যচ্ছন্" ইত্যতোঽদৃশ্যস্যাপি তস্য যদ্দৃশ্যত্বং তৎকৃপায়া এব মহৈশ্বর্য্যং জ্ঞাপয়তীতি জ্ঞেয়ম্। অতএব ভাগবতামৃতধৃতং—নারায়ণাধ্যাত্মবচনম্। নিত্যাব্যক্তোঽপি ভগবানীক্ষতে নিজশক্তিতঃ। তামৃতে পরমানন্দং কঃ পশ্যেত্তামিতং প্রভুম্" ইতি। তত্রত্যা কারিকা চ—ততঃ স্বয়ং প্রকাশত্বশক্ত্যা স্বেচ্ছাপ্রকাশয়া। সোঽভিব্যক্তো ভবেন্নেত্রে ন নেত্রবিষয়ঃ কৃতঃ ইতি। এবমেব "তাসাং মধ্যে সাক্ষাৎ ব্রহ্মগোপালপুরী হি" ইত্যাদিশ্রুতের্ব্রহ্মভূতানামপি তদ্ধামাদীনাং দৃশ্যত্বম্। ততশ্চ যদ্‌যদ্দৃশ্যং চিদ্ভিন্নং তদনিত্যং ঘটবদিত্যনুমিমতে ভাগবতাভিজ্ঞাঃ। এবমবতারমূলকারণং কৃপামুক্ত্বা তস্য লীলামাহ—অস্য যতো যত্র বসুদেবগৃহে জন্মাদি জন্মৈশ্বর্য্যপ্রকটনপূর্ব্ববৃত্তকথনাদি। তত ইতরতশ্চ ইতরত্র চ নন্দগৃহে অনু অয়াৎ অয়মেবাগচ্ছৎ। কিমর্থময়াৎ? অর্থেষু কংসবঞ্চনাদিষু ব্রজসম্বন্ধিবাৎসল্যাদিপ্রেমপ্রকাশরূপেষু বা অভিজ্ঞঃ। ন ত্বন্যপরতন্ত্র ইত্যাহ—স্বেনৈব রাজত ইতি; যদ্বা, স্বৈঃ পিত্রাদিভিঃ শ্রীনন্দাদ্যৈর্বিরাজমানত্বার্থমিত্যভিপ্রায়ঃ। ন চ তত্র তত্র তত্তৎপ্রেমা-

ধীনতয়া তাদৃশলীলাবিশিষ্টত্বেঽপি তস্য মৌগ্ধ্যমেব প্রত্যেতব্যমিত্যাহ—আদিকবয়ে ব্রহ্মণেঽপি ব্রহ্ম ব্রহ্মাত্মকং বৎস-বালকাদি তেনে প্রকাশয়ামাস। তচ্চ হৃদা সঙ্কল্পমাত্রেণৈব যত্র যোগমায়াবৈভবে সূরয়ো ভ ন্নারদাদয়োঽপি মুহ্যন্তি। যদ্বা, আদিকবয়ে স্বকুলস্যাদিপুরুষঃ কবির্ব্বিজ্ঞশ্চ যঃ সত্যব্রতমনুস্তস্মৈ ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষং স্বরূপং তেনে স্বাংশমৎস্যদেবোক্ত্যা প্রকাশয়ামাস। তদুক্তির্যথা (ভাঃ ৮।২৪।২৩) "মদীয়ং মহীমানঞ্চ পরং ব্রহ্মেতি শব্দিতং। বেৎস্যস্যনুগৃহীতং মে সংপ্রশ্নৈর্ব্বিবৃতং হৃদি॥" ইতি। ব্যাখ্যাতঞ্চ শ্রীধরস্বামিচরণৈঃ—"মে ময়া অনুগৃহীতং প্রসাদীকৃতং ব্রহ্ম। অপরোক্ষীকৃতং বেৎস্যসীতি ব্রহ্মণস্তৎপ্রসাদীকৃতত্বঞ্চ বেদস্তবারম্ভে ব্যাখ্যাস্যতে।" (৩) অথ তস্যাপি শান্তদাস্যাদিরসপরিকরবিশিষ্টত্বেঽপি (ভাঃ ১০।৩৩।৭) "তত্রাতি শুশুভে তাভির্ভগবান্ দেবকীসুতঃ" ইত্যাদিভ্যো ব্রজদেবীসাহিত্যেন পরমমাধুর্য্যোদয়াৎ তদীয়রসস্যাতিশয়েনোপাদেয়তাং দর্শয়ৎ পুনরপ্যর্থান্তরমত্রাবকাশতে। তদ্‌যথা—আদ্যস্য শৃঙ্গাররসস্য জন্ম যতস্তং ধীমহি। পূর্ব্বং তস্য পরমার্থদর্শিভিঃ সংযোগাৎ সদ্ভির্ব্বিগীতত্বেন স্বতোঽপি নাশ এবাসীদিতি ভাবঃ। অন্বয়াৎ সংযোগাৎ ইতরতশ্চ বিপ্রলম্ভাৎ সংযোগবিপ্রলম্ভাভ্যামেব শৃঙ্গাররসঃ সপরিকরঃ সংপদ্যত ইতি ভাবঃ। ভীমসেনো ভীম ইতি বদাদ্যরসোঽপ্যাদ্যশব্দেনোচ্যতে। যদ্বা, অত্র (ভাঃ ১।১।৩) "পিবত ভাগবতং রসম্" ইতুক্তেঃ শাস্ত্রস্যাস্য রসরূপত্বাদাদ্যস্যেত্যনেনার্থপ্রত্যাসত্ত্যা রসস্যেত্যস্যৈব বিশেষ্যপদস্যোপস্থিতেঃ। কিংবা সংযোগবিয়োগাভ্যাং নিষ্পত্তিঃ স্বপ্রতিযোগিনং রসমেবোপস্থাপয়ত্যতো ন্যূনপদতা নাশঙ্কনীয়া। প্রত্যুত তথাপ্রাপ্তত্বেনাদিরসস্য রহস্যত্বমেব দ্যোতিতম্। তত্রালম্বনবিভাবত্বে তস্যান্যতো বৈশিষ্ট্যমাহ—অর্থেষু চতুষষ্টিকলাদিরসোপযোগিসমস্তবস্তুষু অভিজ্ঞঃ, বিদগ্ধঃ, ন চ প্রাকৃতনলাদিনায়কবৎ কালকর্ম্মাদিগ্রস্ত ইত্যাহ—'স্বরাট্'। কিঞ্চ রসো হ্যন্যত্র নৈব প্রসজ্জেদিত্যাহ—য এবাদিকবয়ে আদিরসস্য কবয়ে ভরতায় হৃদৈব তদীয়মনসৈব ব্রহ্ম আদিরসস্য তত্ত্বং তেনে,—রসস্যৈকতানত্বোদ্ঘাটনার্থমিত্যর্থঃ। বেদস্তত্ত্বং তপো ব্রহ্মেত্যমরঃ। তদপি যত্র তত্ত্বে সূরয়ঃ কবয়ো মুহ্যন্তি প্রাকৃতনলাদিনায়কনিষ্ঠতয়া বর্ণনাৎ। তত্র দৃষ্টান্তঃ—তেজ ইতি। তেজ আদিষু বার্য্যাদিবুদ্ধিরিব ভগবদেকনিষ্ঠে রসে প্রাকৃতজননিষ্ঠত্ববুদ্ধিরিত্যর্থঃ। যত্র কৃমিবিড়্‌ভস্মান্তনিষ্ঠেষু প্রাকৃতনায়কেষু অতিনশ্বরেষু রসো ন ভবতি বিচারতো বিভাববৈরূপ্যাৎ তদ্বিপরীতং ঘৃণাময়ং বৈরস্যমেবোৎপদ্যতে তত্রৈব রসং বর্ণয়ন্তীত্যর্থঃ। কিঞ্চ, যত্র ত্রয়াণাং বাচ্যলক্ষ্যব্যঙ্গানাং অর্থানাং ধ্বনিগুণালঙ্কারাণাং বা সর্গঃ নির্ম্মাণপ্রপঞ্চঃ অমৃষা সত্য এব ভবন্নলৌকিকত্বেন চমৎকারী স্যাৎ। অন্যত্র প্রাকৃতনায়কে কবিপ্রৌঢ়োক্তিমাত্রপ্রাণো মিথ্যৈবেত্যর্থঃ। ননু রসং কেচিন্ন মন্যন্তে তত্রাহ—ধাম্না মাধুর্য্যাস্বাদসাক্ষাৎকারচমৎকারপ্রভাবেণ। স্বেন অসাধারণেন নিরস্তাঃ কুহকা জরন্মীমাংসকা যেন তম্। অথ তাসামপি মধ্যে (ভাঃ ১০।৩০।২৭) "কস্যাঃ পদানি চৈতানি যাতায়া নন্দসূনুনা।" (ভাঃ ১০।৩০।২৮) "অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ॥" ইত্যাদিভিঃ পরমমুখ্যায়াঃ শ্রীবৃন্দাবনেশ্বর্য্যাঃ সাহিত্যেন পরম এব মাধুর্য্যোৎকর্ষো ভবত্যতস্তৎপ্রদর্শকোঽপ্যর্থোঽস্মিন্নাদিমে শ্লোকেঽন্বেষ্টব্যঃ। স যথা—যতো যাভ্যামেব আদ্যস্য রসস্য জন্ম প্রাদুর্ভাবঃ। যাবেব আদিরসবিদ্যায়াঃ পরমনিধানমিত্যর্থঃ। তত্র যশ্চ ইতরত ইতি ল্যব্ লোপে পঞ্চমী ইতরাঃ কান্তাঃ পরিত্যজ্য, অন্বয়াৎ—"অত্রাবরোপিতা কান্তা পুষ্পহেতোর্মহাত্মনা। তত্র প্রসূনাবচয়ঃ প্রিয়ার্থে প্রেয়সা কৃতঃ॥" ইত্যাদি-দৃষ্টা অনুগতের্হেতোঃ। অর্থেষু রসোপযোগি-ধীরললিতেত্যাদিময়মুখ্যরসেষ্বভিজ্ঞঃ। যা চ তত এব হেতোঃ স্বেন কান্তেনৈব রাজতে ইতি স্বরাট্ স্বাধীনকান্তেত্যর্থঃ। যশ্চ তত্তৎপ্রকাশনার্থং আদিকবয়ে আদিতো জন্মারভ্যৈব কবয়ে তত্ত্বজ্ঞায় শ্রীশুকদেবায় ব্রহ্ম শ্রীভাগবতং মূর্দ্ধণ্যরসময়রাসপঞ্চাধ্যায়ীকং হৃদা তেনে। (ভাঃ ১।৩।৪০ এবং ভাঃ ২।১।৮) "ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্" ইতি, (ভাঃ ১।১।৩) "শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্" ইতি, শুকবাগমৃতাব্ধীন্দুঃ" ইত্যাদিভঃ যৎ যতঃ শ্রীভাগবতাৎ যত্র রাসে সতি সূরয়ো মুহ্যন্তি রসস্বাদজনিতামানন্দমূর্চ্ছাং প্রাপ্নুবন্তি; যদ্বা, যয়োঃ সূরয়ো ভক্তাঃ কিংবা যাভ্যাং শ্রবণনয়নাদিবিষয়ীভূতাভ্যাং সূরয়-

স্তৎপরিকরভূতা ভক্তা মুহ্যন্তি,—মহাবিজ্ঞা অপি মূঢ়া ভবন্তো ধর্ম্মবিপর্য্যয়ং প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ। তত্র দৃষ্টান্তে-নাপরানপি সংগৃহ্ণাতি। তেজোবারিমৃদাং যথা বিনি-ময়ঃ স্বধর্ম্মব্যত্যয়ঃ। তত্র তেজসাং চন্দ্রাদীনাং তদীয়রাসলীলাদর্শনাৎ স্তম্ভেন স্বীয়চলত্বধর্ম্মব্যত্যয়ঃ; বারীণাং তন্মুরলীবাদ্যাদিনা স্তম্ভেন মৃদ্ধর্ম্মঃ। মৃদা-মপি পাষাণাদীনাং দ্রবেণ বারিধর্ম্মশ্চ যথেতি। যত্র যয়োঃ স্বেন ধাম্না প্রভাবেণ তিসৃণাং শ্রীভূলীলানাং গোপীমহিষীলক্ষ্মীণাং বা অন্তরঙ্গাবহিরঙ্গাতটস্থানাং বা শক্তীনাং সর্গোঽমৃষা সত্য এব। সদা তাসাং তদ্ধা-মময়ত্বাৎ যত্রেত্যধিষ্ঠানকারণত্বাৎ যাভ্যাং সৃষ্টাঃ শ্র্যাদয়ঃ স্বমহসা সদা বর্ত্তন্ত এবেত্যর্থঃ। যতয়ো-র্নিত্যসম্বন্ধাৎ তৌ নিরস্তকুহকং নিষ্কপটং যথা স্যাৎ সত্যং যথার্থস্বরূপং যথা স্যাৎ পরং সর্ব্বোৎকৃষ্টং যথা স্যাৎ তথা ধীমহি ইতি শাস্ত্রস্যাস্য বিষয়ো দর্শিতঃ। (৫) অথ তথাভূতমপ্যাশ্রয়ত্বং যেনৈব লভ্যতে স শাস্ত্রাস্যাভিধেয়ো ভক্তিযোগস্তথা স এব পরমাকাষ্ঠামাপদ্য শ্রীভগবদাকর্ষকো ভবন্ প্রেমাভিধঃ প্রয়োজনঞ্চেত্যনেন শ্লোকেন স ভক্তিযোগোঽবশ্যং মাননীয় ইত্যতোঽর্থান্তরমত্র তন্ত্রেণান্তর্ভবতি। তদ্যথা "তদেব সত্যং তদুহৈব মঙ্গলম্······যদুত্তমঃশ্লোক-যশোঽনুগীয়তে" ইতি দ্বাদশোক্তেঃ। (ভাঃ ১২।১২। ৪৯-৫০) তত্রাপি পরং শ্রেষ্ঠং পরং বাস্তববস্তুরূপ-ত্বাৎ ত্রিগুণাতীতম্। তথা সত্যং সদ্ভ্যো হিতং পরম-কল্যাণগুণময়ং ভক্তিযোগং ধীমহি। যদুক্তং (ভাঃ ৩।২৯।১২)—"লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্যেত্যুদা-হৃতম্" ইতি। (ভাঃ ১১।২৯।২০) "ন হ্যঙ্গোপ-ক্রমে ধ্বংসো মদ্ধর্ম্মস্যোদ্ধবাণ্বপি। ময়া ব্যবসিতঃ সম্যঙ্‌নির্গুণত্বাদনাশিষঃ॥" ইতি চ। শ্রুতিশ্চ গোপালতাপনী— "বিজ্ঞানঘনানন্দঘন-সচ্চিদানন্দৈক-রসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতি" ইতি। তস্য প্রবাহমাহ— যত এবাদ্যস্য পরমেশ্বরস্য জন্ম উপাসকেষু ভগবত্বেন প্রাদুর্ভাবঃ তথা ইতরতঃ ইতরেষ্বর্থেষু নিষ্কামকর্ম্ম-যোগজ্ঞানযোগেষু অন্বয়াৎ যৎসাহিত্যাচ্চ। আদ্যস্য জন্ম উপাসকেষু পরমাত্মত্বেন ব্রহ্মত্বেন চ সাক্ষাৎকারো ভবেদিত্যন্বয়ঃ। ননু জ্ঞানেন কেবলেনৈব ব্রহ্মসাক্ষাৎ-কারঃ প্রসিদ্ধস্তত্রাহ—যোঽভিজ্ঞঃ অভি সর্ব্বতো-ভাবেন জ্ঞানং যতঃ; জ্ঞানস্য সাত্ত্বিকত্বাদ্ গুণা-তীতায়া ভক্তেস্তত্রান্বয়ং বিনা পরমাত্মনে ব্রহ্মণশ্চ জ্ঞানমেব ন ভবেদিত্যর্থঃ। (ভাঃ ১।৫।১২ এবং (ভাঃ ১২।১২।৫১)—"নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং ন শোভতে জ্ঞানম্" ইত্যাদেঃ। (গীঃ ১৮।৫৫)— "ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ" ইত্যাদেশ্চ। ননু ব্রহ্মসাক্ষাৎকারার্থঃ জ্ঞানযোগো যথা ভক্তিমপেক্ষতে তথৈব ভগবৎসাক্ষাৎকারার্থমপি ভক্তিমপেক্ষতে তথৈব ভগবৎসাক্ষাৎকারার্থমপি ভক্তিযোগো জ্ঞানমপেক্ষতাং ইতি চেত্তত্রাহ—স্বরাট্ স্বেনৈব রাজতে ইতি সঃ,—সম্রাড়িব স্বতন্ত্রো ন কস্যা-প্যধীন ইত্যর্থঃ। (ভাঃ ২।৩।১০)— "অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ। তীব্রেণ ভক্তি-যোগেন যজেত পুরুষং পরম্॥" ইতি বিধিবাক্যা-ন্মেঘাদ্যমিলিতেন কেবলেন সৌরকিরণেনেব জ্ঞানাদ্য-মিশ্রেণেতি তীব্রেণেত্যস্যার্থঃ। তথা (ভাঃ ১১।২০। ৩২-৩৩)—"যৎকর্ম্মভির্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ। ······সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা।" ইত্যাদি বাক্যাচ্চ। প্রত্যুত (ভাঃ ১১।২০।৩১)— "তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ। ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ॥" ইতি তৎসাহিত্যনিষেধশ্রবণাচ্চ। কিং চৈতাদৃশো ভক্তি-যোগো ভক্তানুগ্রহং বিনা ন লভ্যত ইত্যাহ—তেনে ইতি; ব্রহ্ম হৃদি যস্য তেন ব্রহ্মহৃদা নারদেন আদি-কবয়ে ব্যাসায় তেনে কৃপয়া প্রকাশিতঃ। ননু সর্ব্বজ্ঞস্য ব্যাসস্যাপি ভক্তিযোগজ্ঞানমনন্যাধীনং কথং প্রতীমস্তত্রাহ-মুহ্যন্তীতি। সূরয়ো বশিষ্ঠাদয়োঽপি যৎ যস্মিন্ মুহ্যন্তি গুণাতীতে ভক্তিযোগে গুণজন্যানাং বুদ্ধ্যাদ্যন্তঃ করণানাং স্বতঃ প্রবেশাশক্তেঃ মোহ-মজ্ঞানমেব প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ। (ভাঃ ৬।৪।৩১)— "যচ্ছক্তয়ো বদতাং বাদিনাং বৈ বিবাদসংবাদভুবো ভবন্তি। কুর্ব্বন্তি চৈষাং মুহুরাত্মমোহং তস্মৈ নমোঽনন্তগুণায় ভূম্নে॥" ইতি হংসগুহ্যোক্তেঃ। ননু ভক্তিযোগো ন কেবলং গুণাতীত এব তস্যাপি তৃতীয়-স্কন্ধে নির্গুণময়ত্বদর্শনাদিত্যত আহ—যত্র ত্রিসর্গঃ ত্রিগুণসৃষ্টত্বং মৃষা অবাস্তব ইত্যর্থঃ। যথা তেজো-বারিমৃদাং বিনিময়ো মেলনম্। নিস্তেজোঽপি নির্জ্জ-লমপি নির্ধুলিকমপি দুগ্ধং তপ্তমিতি জলবদিতি মলিনমিতি তত্তন্মেলনাদ্ভবতি যথা তথৈব ত্রিগুণা-

তীতো ভক্তিযোগঃ পুরুষবর্ত্তিসত্ত্বাদিগুণযোগাৎ সাত্ত্বিকো রাজসস্তামসশ্চোচ্যতে। ননু ভক্তিযোগস্য ত্রিগুণাতীতত্বে বহবো বিবদন্তে তত্রাহ—ধাম্না স্বেনেতি; স্বস্বরূপেণালৌকিকমাধুর্য্যময়েন ভক্তানামনুভবগোচরীভূতেনৈব নিরস্তাঃ কুহকাঃ কুতর্কবন্তো যেন তং ন হ্যনুভূয়মানেঽর্থে প্রমাণাপেক্ষেতি ভাবঃ। ইহ (ভাঃ ১।২।৩)—কিল "অধ্যাত্মদীপমতিতিতীর্ষতাং তমোঽন্ধম্" ইতি, (ভাঃ ১২।১৩।১৯)—"কস্মৈ যেন বিভাষিতোঽয়মতুলো জ্ঞানপ্রদীপঃ" ইত্যাভ্যাং শ্রীভাগবতস্য প্রদীপত্বম্। (ভাঃ ১।৩।৪৫) "পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ" ইত্যনেনার্কত্বম্॥ (ভাঃ ১।১।৩)—"নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং রসম্" ইত্যনেন রসময়ফলত্বম্; (ভাঃ ১২।১৩।১১) "হরিলীলাকথাব্রাতামৃতানন্দিতসৎসুরম্" ইত্যনেন মোহিনীত্বঞ্চ দৃশ্যতে। তত্রাস্মিন্ পদ্যে প্রথমেন ব্যাখ্যানেন দীপত্বং, দ্বিতীয়েনার্কত্বং, তৃতীয়চতুর্থপঞ্চমে রসময়ফলত্বম্। কিঞ্চ, পঞ্চানামেবৈষামর্থানাং পরমদুর্ল্লভাতিস্বাদুত্বেনামৃতত্বাৎ ভক্তানামেব তৎসংপ্রদানভূতত্বেন দেবত্বাৎ তত্তদ্বাচকস্য শাস্ত্রস্যাস্য তৎপরিবেশ্টৃত্বেন মোহিনীত্বঞ্চ জ্ঞেয়ম্। এবঞ্চ যদ্যপি সর্ব্বস্য দ্বাদশস্কন্ধস্যৈব শাস্ত্রস্যাস্য রসময়ফলত্বার্কত্বদীপত্বাদীনি তদপি ভূম্না ব্যপদেশা ভবন্তীতি ন্যায়েন সর্গে নিরোধে চ ক্বচিৎ তাদৃশস্তত্যাদৌ চ অধ্যাত্মমাত্রপ্রকাশকত্বেন দীপত্বম্। বিসর্গস্থানপোষণাদিষু ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং অন্যেষাঞ্চাশেষবিশেষাণাং প্রবৃত্তনিবৃত্তবিহিতনিষিদ্ধসাধনফলানামপি প্রকাশকত্বেনার্কত্বম্। আশ্রয়তত্ত্বস্য ভগবতস্তদ্ভক্তানাঞ্চ জন্মকর্ম্মাদিলীলাভক্তিপ্রেমাদৌ চ প্রস্তুতে রসময়ফলত্বম্। তত্র তত্রৈব ভক্ত্যনুকূলেনার্থেন স্বভক্তবর্গানন্দনার্থম্; তৎপ্রতিকূলেনার্থনাসুরসংঘব্যামোহনার্থং মোহিনীত্বঞ্চ জ্ঞেয়ম্। ন চাস্য শাস্ত্রস্য সাক্ষাদ্ভক্তিরসময়স্য তত্তৎপ্রতিকূলার্থপ্রস্তুতিরসঙ্গতেতি বাচ্যম্। সর্ব্বশক্তিপরিপূর্ণস্য সাক্ষাদ্ভগবত ইবাস্যাপি বিবিধাধিকারি স্ব-স্বহৃদয়ানুরূপার্থগ্রহণার্থং সর্ব্বশক্তিলিঙ্গপ্রকাশকত্বসৌচিত্বাৎ (ভাঃ ১৪।৪৪।১৭) "মল্লানামশনিঃ" ইত্যত্র "বিরাড়বিদুষাম্" ইতিবদিতি সর্ব্বং সমঞ্জসম্॥ ১॥

সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ

যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপ মেঘ কৃপামৃত-বর্ষণে নিজ-ভক্তিরূপ সুরধুনীতে জীবরূপ পদ্মের সহিত খেলা করিতেছেন, সেই বিদ্যুদ্বর্ণ গৌর আমাদের হৃদয়াকাশে প্রকাশিত হউন॥ ১॥

এক অখণ্ড তত্ত্ব শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীচৈতন্যরূপে ব্রহ্মসূত্রে নিত্যই অলঙ্কৃত রহিয়াছেন। নিত্যা ভক্তিদেবীর দ্বারা নিত্য ধামে নিত্য ভক্তগণ-সহ উদ্দীপ্ত সেই তত্ত্বকে আমরা ভজন করি॥ ২॥

শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপালাভে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে বিদিত সেই অদ্বয় অখণ্ড ভগবত্তত্ত্বের অপ্রাকৃত সনাতন রূপ, নাম ও নিত্য সেই গুণাবলি দীর্ঘকাল প্রীতিপূর্বক আশ্রয় করিয়া এবং বৈষ্ণবতোষণী দর্শনে ও সন্দর্ভ হইতে (শ্রীজীব) প্রভুর মত অবগত হইয়া, (শ্রীধর) স্বামীর অনুকম্পায় এই শ্রীভাগবতের 'সারার্থদর্শিনী' নাম্নী টীকা প্রণয়ন করিতেছি॥৩॥

এই শ্রীভাগবতে আমার কোন বিচক্ষণতা নাই, অথচ মূঢ়তাবশতঃ সুমহান্ সাহস কিম্বা শ্রীভগবানের নিরুপাধিকী কৃপাই একমাত্র হেতু, অথবা দীন-হীনের প্রতিও তাঁহার প্রভুত্ব (সামর্থ্য) প্রকাশ পায়, যাহাতে প্রথমে উচ্চ হাস্য, পরে প্রতিপদে সাধুগণের আনন্দ দোহন করিবে॥ ৪॥

যিনি গোপরামাজনের প্রাণকোটি প্রিয়তম, সর্ব্বশক্তিমান্ সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের (অথবা তদীয় প্রিয়জনের) দাস্যে আমি আমাকে (অর্থাৎ আমার আমিত্বকে) ও আমার সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিতেছি॥৫॥

শ্রীহরির চরিতামৃত পান করাবার জন্য নিগম-কল্পতরুর গলিত ফল এবং দীপের মত ও সূর্য্যের মত ব্রহ্মধর্ম্মসমূহ যে শ্রীভাগবত শাস্ত্রে প্রকটিত হইয়াছেন, ইহা অতি আশ্চর্য্যের নহে, কারণ যেখানে দেবাসুরের সভায় অমৃত পান করাইবার জন্য শ্রীহরি মোহিনীরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীভাগবত শাস্ত্রকে আমরা স্তব করি॥ ৬॥

সকল মঙ্গলময় গুণ ও মাধুর্য্যের সমুদ্র, মহান্ ঐশ্বর্য্য-সম্রাট্ স্বয়ং ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণ) পরমোজ্জ্বল-রূপে এই ধরাধামে যথাকালে (স্বেচ্ছায়) বিহার করিয়া অন্তর্হিত হইলে, নানা শাস্ত্র, পুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতি সমস্ত জনগণের পরিত্রাতারূপে প্রহরীর মত
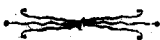
জাগরূক থাকিলেও কালক্রমে দৈববশতঃ বৈগুণ্যের উদয়ে আলস্যের মত কোন কোন শাস্ত্র প্রসুপ্ত হইলে, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ অনর্থাকার চৌরের ন্যায় উদ্ভূত হইয়া সেইসকল রচয়িতাগণের পর্য্যন্ত চিত্ত-প্রসন্নতা-রূপ মহাধন অপহরণ করিয়াছিলেন। ব্যাস-নারদসম্বাদে জানা যায়—মহাভারতাদি রচনাকালে ব্যাসদেব কাম্যকর্ম্মাদির ধর্ম্মার্থে অনুশাসন করিলে, স্বভাবতঃ কাম্যকর্ম্মাদিতে অনুরাগী পুরুষগণ নিন্দনীয় কাম্যকর্ম্মাদিকেই মুখ্য ধর্ম্মরূপে স্থির করিয়াছিল। তাহাতে বেদব্যাসের চিত্তে অপ্রসন্নতা পরিদৃষ্ট হয়। আবার শ্রীগীতায় দেখা যায়—'যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন সাধুদের পরিত্রাণ ও দুষ্কৃতকারিগণের বিনাশের জন্য ভগবান্ যুগে যুগে অবতীর্ণ হন'। এইরূপ কোন নিমিত্ত লক্ষ্য করিয়া মহাসমুদ্রে মহামীনের মত, পশুদের মধ্যে যজ্ঞবরাহের ন্যায়, বিহঙ্গদের মধ্যে শ্রীহংস-সদৃশ, নরগণের মধ্যে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-তুল্য, দেবগণের মধ্যে উপেন্দ্রের মত, বেদসমূহের মধ্যে শাস্ত্রচূড়ামণি শ্রীমদ্ভাগবত আবির্ভূত হইয়াছেন। শ্রীভাগবতে উক্ত হইয়াছে—'ধর্ম্ম-জ্ঞানাদির সহিত শ্রীকৃষ্ণ স্বধামে গমন করিলে, কলিকালে নষ্টচক্ষুঃ জনগণের জন্য এই পুরাণ-সূর্য্য (শ্রীমদ্ভাগবত) উদিত হইয়াছেন।'—এই বচনে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিমূর্ত্তিরূপে প্রকাশিত, 'কৈবল্যহেতু আমি আমার অভিরূপ, তিনি ব্যতীত অন্য সাদৃশ্য না থাকায়', শ্রীশুক ও পরীক্ষিৎ মহারাজকে উপলক্ষ্য করিয়া জ্যোতির্গণের মধ্যে স্বপ্রকাশ সহস্রাংশুর (সূর্য্যের) মত, পুরাণসমূহের মধ্যে সমুজ্জ্বল দ্বাদশ স্কন্ধাত্মক অষ্টাদশ সহস্র শ্লোক-সম্বলিত মহাজনগণের বাঞ্ছিতার্থ কল্পতরুর মত শ্রীমদ্ভাগবতরূপে (শব্দ-ব্রহ্ম) শ্রীকৃষ্ণই অবতীর্ণ হইয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবত-প্রণেতা আচার্য্য-চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন প্রথমতঃ নিজ অভীষ্টদেবের ধ্যানরূপ মঙ্গলাচরণ করিতেছেন—'জন্মাদ্যস্য' ইত্যাদি শ্লোকে। 'পরং সত্যং'—অর্থাৎ সর্ব্বাতিশয়ী সর্ব্বকাল-দেশ-বর্ত্তী পরমেশ্বরকে (আমরা) ধ্যান করিতেছি। এখানে 'ধীমহি'—পদে বহুবচনের দ্বারা সকল কাল ও দেশ-পরম্পরাপ্রাপ্ত সমস্ত জীবকে অঙ্গীকার-করতঃ স্বশিক্ষার দ্বারা ধ্যানের উপদেশ গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহার দ্বারা 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'—এই ব্রহ্মসূত্রের অর্থই ফলতঃ বিবৃত হইয়াছে, ধ্যানেরই জিজ্ঞাসার ফলত্ব-হেতু। সেই ব্রহ্মের পরম ঐশ্বর্য্য বলিতেছেন—যাঁহা হইতে এই জগতের জন্মাদি অর্থাৎ উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় হইয়া থাকে। তাহা হইলে কি কালের ধ্যান করিতেছ? না, 'অন্বয়াদিতরতশ্চ'—অন্বয় ও ব্যতিরেক-দ্বারা (যাহার সত্ত্বায় যাহার সত্ত্বা—অন্বয়, যাহার অসত্ত্বায় যাহার অসত্ত্বা—ব্যতিরেক), যেমন ঘটে মৃত্তিকার স্থিতি—অন্বয়, মৃত্তিকায় ঘট-ব্যতিরেক অর্থাৎ মৃন্ময় ঘটের প্রতি মৃত্তিকা যেরূপ অন্বয়-ব্যতিরেকে উপাদান কারণ, সেরূপ এই জগতের প্রতি পরমেশ্বরই উপাদান কারণ। 'চ-কার'—শব্দে তিনিই নিমিত্ত কারণও; কাল সেই পরমেশ্বরের প্রভাব-রূপ। অথবা—'অন্বয়'-শব্দে প্রলয়ে বিশ্বের পরমেশ্বরে অনুপ্রবেশ এবং 'ইতরতঃ'-শব্দে সৃষ্টি-কালে তাঁহা হইতে পৃথক্ত্ব বুঝাইতেছে। পৃথিবীর জলের মত, জলের তেজের মত যিনি এই বিশ্বের অধিষ্ঠান-কারণ, এই অর্থ। অথবা—অন্বয় অর্থাৎ কারণরূপে যাঁহা কর্ত্তৃক তাহাতে অনুপ্রবেশ, জন্ম ও কর্ম্মের ফলদাতৃত্বরূপে যাঁহা কর্ত্তৃক তাহাতে অনু-প্রবেশ-হেতু স্থিতি। আবার সংহার-কর্ত্তা রুদ্ররূপে যাঁহা কর্ত্তৃক অনুপ্রবেশ হইতে ভঙ্গও হইয়া থাকে। এখানে কারণের কার্য্য-সমন্বিতত্বই, অর্থাৎ কারণের মধ্যে কার্য্যের অনুপ্রবেশ রহিয়াছে বুঝিতে হইবে। (সাধারণতঃ জগতের কার্য্য-কারণের নিয়ম অনুসারে কার্য্যে কারণের গুণই অনুপ্রবেশ করে, এজন্য কার্য্য দেখিয়া কারণের অনুমান করা হয়। কিন্তু কার্য্য জড় জগৎ দেখিয়া শ্রীভগবানের কারণত্ব অনুমান করা সম্ভব নহে। কারণ ভগবান্ জড় নহেন।) ভগবানের কার্য্য বিশ্ব, তাঁহার স্বরূপ নহে, তাহাই নিষেধ করার জন্য বিশেষ বলিতেছেন—'ইতরতঃ'। অর্থাৎ শ্রীভগবান্ নিজের স্বরূপ-শক্তিবলে বিশ্বের সৃজন, পালন ও সংহার-কর্ত্তা হইয়াও বিশ্ব হইতে পৃথক্। 'চ-কার'-শব্দে নিজ শক্তি মায়া হইতেও তিনি ভিন্ন (অর্থাৎ মায়ার দ্বারা জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার-কার্য্য করিলেও ভগবান্ মায়িক নহেন, তিনি নিজের অচিন্ত্য অনন্ত শক্তি-প্রভাবে জগতে প্রবেশ করিলেও তাহা হইতে পৃথক্)। এর দ্বারা ব্রহ্মসূত্রের

'জন্মাদ্যস্য যতঃ' ও 'তত্তু সমন্বয়াৎ'—এই দুইটি সূত্রের উল্লেখ করা হইল।

পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন—পরমেশ্বর যদি জগতের উপাদান হন, তাহা হইলে তাঁহার বিকার দুর্ব্বার অর্থাৎ পরমেশ্বরের বিকার অবশ্যম্ভাবী, অতএব প্রকৃতিকেই উপাদান এবং পরমেশ্বরকে নিমিত্ত-কারণ বলুন; তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'মৈবম্'—না এইরূপ কখনই নহে। কারণ, 'যিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিদ্', 'তিনি লোকসৃষ্টির জন্য ঈক্ষণ করিয়াছিলেন' 'তিনি এক অদ্বিতীয় হইয়াও বহু হইবার বাসনায় প্রকৃতিতে ঈক্ষণ করিয়াছিলেন'—ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্যানুসারে চেতনেরই জগৎকারণত্ব প্রতিপাদিত হওয়ায় পরমেশ্বরই জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। আর, প্রকৃতি—তাঁহার শক্তি বলিয়া 'শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ'-নিয়ম-হেতু প্রকৃতির দ্বারাই পরমেশ্বরের উপাদানত্ব নির্ধারিত হইয়াছে। স্বরূপে কিন্তু প্রকৃতির অতীত বলিয়া তাঁহার (পরমেশ্বরের) নির্ব্বিকারত্ব। শ্রীভগবান্ও বলিয়াছেন—"এই অস্তিত্বময় কার্য্যের উপাদান-রূপিণী যে প্রকৃতি প্রসিদ্ধা এবং তাহার যিনি আধার বা অধিষ্ঠাতা সেই পুরুষ এবং গুণক্ষোভের দ্বারা প্রকাশকারী যে কাল—এই তিনটি বস্তু ব্রহ্মরূপ আমি, আমা হইতে তাহারা পৃথক্ সত্তাবিশিষ্ট নহে।" প্রকৃতির স্বাতন্ত্র্যরূপে উপাদানত্ব শাস্ত্রের অসম্মত। অতএব সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরই স্বাতন্ত্র্যরূপে (অর্থাৎ অন্যাধীনত্ব-রহিত হইয়া) জগতের কারণ বলা হইয়াছে, কিন্তু জড়া প্রকৃতি নহে। এইজন্য বলিতেছেন—'অর্থেষু অভিজ্ঞঃ'—অর্থসমূহের মধ্যে অর্থাৎ সৃজ্য ও অসৃজ্য বস্তুসকলের মধ্যে যিনি অভিজ্ঞ, তাঁহাকে (সেই পরমেশ্বরকে)। ইহার দ্বারা 'ঈক্ষতে র্নাশব্দম্'—এই ব্রহ্মসূত্রের অর্থ বলা হইল। তাহা এইরূপ—আলোচ্যমান ব্রহ্মই জগতের কারণ, কিরূপে? তিনি ঈক্ষণ করেন, এইজন্য। জগতের কারণত্ব-প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্য-সমূহের মধ্যে তাঁহারই (**সেই ব্রহ্মেরই**) বিচার-বিশেষাত্মক ঈক্ষণের কথা শোনা যায়। অতএব ব্রহ্ম অ-শব্দ নহেন, অর্থাৎ তিনি অ-শব্দ-প্রমাণক নহেন, কিন্তু শব্দ-প্রমাণকই (শব্দে অর্থাৎ বেদে তাঁহাকেই প্রতিপাদন করিয়াছেন)। ইহার প্রমাণস্বরূপ শ্রুতি ও স্মৃতি-বাক্য দেখাইতেছেন—ছান্দোগ্যোপনিষদে—'তিনি ঈক্ষণ করিয়াছিলেন, বহুরূপে প্রকাশিত হইব' ইতি, ঐতরেয়ে—'তিনি সৎ, হে সৌম্য, এই ব্রহ্মই অগ্রে ছিলেন' ইতি, তৈত্তিরীয়ে ও আরণ্যকে—'সেই এই আত্মা হইতে আকাশ সম্ভূত হইয়াছে' ইতি, তৈত্তিরীয়ে—'যাঁহা হইতে এই সমস্ত প্রাণিগণ জন্মলাভ করিয়াছে'—ইত্যাদি। স্মৃতি—'সৃষ্টির প্রারম্ভে যাঁহা হইতে সকল প্রাণিগণ উদ্ভূত হইয়াছিল এবং পুনরায় কল্পক্ষয়ে যাঁহাতে প্রলয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে।' তৎকালে মহদাদির উৎপত্তি না হওয়ায়, ঈক্ষণাদির সাধন সম্ভব হয় নাই—এইজন্য বলিতেছেন—'স্বরাট্'—নিজে নিজ-স্বরূপেই বিরাজিত ছিলেন, ইতি। শ্বেতাশ্বতরে বলা হইয়াছে—তাঁহার কোন কার্য্য বা কারণ নাই ইত্যাদি। তাঁর জ্ঞান, বল ও ক্রিয়া স্বাভাবিকী (অর্থাৎ নিজ স্বরূপভূত)।

পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন—জগতের সৃষ্টি-বিষয়ে ব্রহ্মার স্বাতন্ত্র্য ঐশ্বর্য্য শোনা যায়—'হিরণ্যগর্ভ অগ্রে বর্ত্তমান ছিলেন, তিনি ভূতগণের পতিরূপে জন্মলাভ করিয়া একাকীই ছিলেন'—ইতি শ্রুতিপ্রমাণে সেই ব্রহ্মাই ধ্যেয় হউন। ইহার উত্তরে বলিতেছেন—'তেনে'। আদি কবি ব্রহ্মার নিকট যিনি বেদ বা স্বতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। অতএব ব্রহ্মারও পারতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয়। যদি বলেন—ব্রহ্মার অন্য কোথাও হইতে বেদ অধ্যয়নাদির প্রসিদ্ধি নাই, সত্য, কিন্তু মনের দ্বারাই প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীভাগবতে বলা হইয়াছে—'পূর্ব্বে যিনি ব্রহ্মার হৃদয়ে বাক্-দেবী প্রেরিত করিয়া সতী স্মৃতি বিস্তার করিয়াছিলেন' ইত্যাদি। ব্রহ্মা নিজেও বলিয়াছেন—'কিম্বা তখন আমি হৃদয়ে স্পষ্টরূপে দেখিয়াছিলাম'—ইত্যাদি। ইহার দ্বারা 'প্রচোদয়াৎ'—অর্থাৎ বুদ্ধি-বৃত্তির প্রবর্ত্তক-রূপে গায়ত্রীর অর্থও দেখান হইল। মৎস্যপুরাণে বলা হইয়াছে—'যেখানে গায়ত্রীকে অধিকার করিয়া ধর্ম্মবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে এবং বৃত্রাসুরের বধ-সমন্বিত, তাহাই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ।' পুরাণান্তরেও উক্ত আছে—'যে গ্রন্থে অষ্টাদশ সহস্র শ্লোক, দ্বাদশ স্কন্ধ-যুক্ত, যেখানে হয়গ্রীব (অর্থাৎ ভগবান্ অশ্বশিরা-রূপে) ব্রহ্মবিদ্যা বলিয়াছেন এবং বৃত্রবধ বর্ণিত হইয়াছে ও গায়ত্রীর দ্বারা গ্রন্থের আরম্ভ

হইয়াছে, তাহাই শ্রীভাগবত বলিয়া জ্ঞানিগণ জানেন।'

পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন—সুপ্ত-প্রতিবুদ্ধ ন্যায়ের দ্বারা ব্রহ্মা নিজেই বেদ বা তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহার উত্তরে বলিতেছেন—যে বেদে অথবা শ্রীভগবানের তত্ত্বে দেবগণও বিমোহিত হন, অতএব ব্রহ্মার নিজ হইতে কোন শক্তি নাই। ইহার দ্বারা 'নেতরোহনুপপত্তেঃ'—অর্থাৎ ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কেহই জগতের কারণ হইতে পারে না, যুক্তিমত্তার অভাবে, এই ব্রহ্মসূত্রের অর্থও বিবৃত হইল। আবার পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন—'ধীমহি'—অর্থাৎ ধ্যান করিতেছি—এই কথার দ্বারা ধ্যানের বিষয় বলিয়া ব্রহ্মের সাকারত্ব অভিপ্রেত হয়। আর, আকারসমূহের ত্রিগুণ-সৃষ্টত্ব, তাহা হইলে ব্রহ্মের অনিত্যত্ব প্রতিপাদিত হয়। তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ঃ'—তেজ, বারি ও মৃত্তিকার যেমন বিনিময়, অর্থাৎ বিপর্য্যয়, অন্য বস্তুতে অন্য বস্তুর প্রতীতি বিনিময়। যেরূপ অজ্ঞজনের নিকট তেজে (মরীচিকাদিতে) জল-বুদ্ধি, জলে স্থলবুদ্ধি, মৃত্তিকা ও কাচাদিতে জলবুদ্ধি মিথ্যা হইয়া থাকে, সেরূপ পূর্ণ চিন্ময়াকার শ্রীভগবানে ত্রিগুণের সৃষ্টি—এই বুদ্ধি মিথ্যাই বুঝিতে হইবে। শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—'সেই একমাত্র সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীগোবিন্দ, যিনি শ্রীবৃন্দাবনে কল্পবৃক্ষতলে সমাসীন, তাঁহাকে ভজনা করি'—ইত্যাদি। শ্রীরামতাপনীতেও বলা হইয়াছে—'অর্দ্ধমাত্রাত্মক রাম, ব্রহ্মানন্দৈক-বিগ্রহ'—ইতি। শ্রীনৃসিংহ-তাপনীতেও 'ঋত সত্য পরব্রহ্ম পুরুষাকার শ্রীনৃসিংহবিগ্রহ'—ইতি। ধ্যানবিন্দু উপনিষদে বলিয়াছেন—'নির্দোষ, পূর্ণগুণবিগ্রহ, আত্মতন্ত্র (স্বতন্ত্র), অচেতনাত্মক শারীরিক গুণরহিত, আনন্দমাত্র মুখ-চরণ-কমলাদি।' ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ হইতে জানা যায়—'তিনি নন্দ-ব্রজজনের আনন্দবর্দ্ধনকারী সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ।' মহাবরাহপুরাণেও বলা হইয়াছে—'সেই পরমপুরুষের সমস্ত (অবতার-গণেরও) দেহ নিত্য, শাশ্বত এবং হানোপাদান-রহিত (ক্ষয় ও বৃদ্ধিশূন্য), তাঁহার শ্রীবিগ্রহ কখনই প্রকৃতি-সম্ভূত নহে।' শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মা নিজেই শ্রীকৃষ্ণের স্তবকালে বলেন—'তোমার শ্রীবিগ্রহ স্বেচ্ছাময় অর্থাৎ তুমি নিজভক্তজনের ইচ্ছায় তোমার নিত্য শ্রীবিগ্রহ জগতে প্রকট করিয়া থাক, তাহা কখনই ভূতময় নহে' ইত্যাদি। 'প্রাকৃত জননী যেরূপ নিজ সন্তানকে বন্ধন করেন, সেইরূপ বাৎসল্য-প্রেমময়ী মা যশোমতী তোমার নিত্য শ্রীগোপাল-বিগ্রহকেই বন্ধন করিয়াছিলেন।' 'শাব্দ ব্রহ্ম বপু ধারণ করিয়া' ইতি, 'সত্য, জ্ঞান, অনন্ত, আনন্দ-মাত্রের একমাত্র রস-মূর্ত্তিসকল' ইত্যাদি শ্রীভাগবতাদি প্রমাণেও শ্রীভগবানের আকারের অমায়িকত্বই অবগত হওয়া যায়। শ্রীনারায়ণীয় উপনিষদে বলা হইয়াছে—'শ্বেতদ্বীপ-নিবাসী সেই পুরুষগণ প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-রহিত, অনাহারী, অনিষ্পন্ন, সুগন্ধী ও একান্তী।' এবং শ্রীভাগবতের সপ্তম স্কন্ধেও উক্ত হইয়াছে—'প্রাকৃত দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণহীন বৈকুণ্ঠপুর-বাসিগণের'—ইত্যাদি। শ্বেতদ্বীপ, বৈকুণ্ঠপুরবাসী তাঁহার (শ্রীভগবানের) ভক্তগণেরও সাকারত্বে 'ইন্দ্রিয়হীন' ইত্যাদি বচনে মায়িক আকার নিষেধ করিয়াছেন, আর, শ্রীভগবানের আকারের অমায়িকত্বে কি সংশয় থাকিতে পারে ?

পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন—কেহ কেহ এই বিষয়ে তর্ক উত্থাপন করিয়া থাকেন, তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'ধাম্না নিরস্ত-কুহকং'—ধাম অর্থাৎ স্বরূপশক্তির দ্বারা, অথবা স্বভক্ত-নিষ্ঠ স্বানুভব-প্রভাবের দ্বারা, কিম্বা শ্রীভগবানের অসাধারণ, প্রতিপদে সমুচ্ছলিত মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্য-প্রকাশক শ্রীবিগ্রহের দ্বারা সদা ত্রিকালেই নিরস্ত হইয়াছে কুতর্ক-নিষ্ঠা যাঁহা কর্ত্তৃক, সেই (সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরকে ধ্যান করি)। ইহার দ্বারা 'তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ'—অর্থাৎ তর্ক অপ্রতিষ্ঠিত, এই ব্রহ্মসূত্রের অর্থ সূচিত হইয়াছে। এই বিষয়ে—'ইনি যাঁহাকে বরণ করেন, তিনি তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন, তাঁহার নিকটেই এই পরমাত্মা স্ব-তনু প্রকাশ করিয়া থাকেন'—এই মুণ্ডকোপনিষদ্-বাক্যে স্ব-শব্দের দ্বারা তনুর স্বরূপভূতত্বই প্রাপ্ত হয়। সেইরূপ প্রকৃতি-ক্ষোভের পূর্ব্বেই—'বহু হইব', 'তিনি দেখিয়াছিলেন'—ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্যের দ্বারা তাঁহার (শ্রীভগবানের) মন, নয়নাদির অমায়িকত্বই অবগত হওয়া যায়। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে উক্ত হইয়াছে—'ইঁহার পরা (চিন্ময়ী) শক্তি বহুপ্রকারই শোনা যায় এবং তাহা তাঁহার স্বাভাবিকী জ্ঞান, বল ও ক্রিয়াশক্তি।'—এই

শ্রুতির দ্বারা শ্রীভগবানের প্রকট স্বাভাবিক (অর্থাৎ কর্ম্মাধীন মায়িক প্রকৃতি-সম্ভূত তাঁহার দেহাদি নহে)। মহাভারতে (ভীষ্মপর্ব্বে ৫।২২) বলা হইয়াছে—'যে সকল ভাবসমূহ অচিন্ত্য, তাহাতে তর্কের যোজনা করিবে না। যাহা প্রকৃতির পর তত্ত্ব, তাহাই অচিন্ত্যের লক্ষণ'—এখানে 'ন যোজয়েৎ'—যুক্ত করিবে না, এই লিঙ্-প্রয়োগে 'পরদার গমন করিবে না'—ইত্যাদি বাক্যে লিঙ্-প্রয়োগের মত ভগবদ্বিষয়ে কুতর্ক-যোজনা নিষিদ্ধ হইলেও যদি অসুরগণ তাঁহার শ্রীবিগ্রহ লক্ষ্য করিয়া যুক্তি-শর নিক্ষেপপূর্ব্বক নরকেও নিপতিত হয়, তাহা হইলে পতিত হউক, তাহাদের সহিত সংলাপেরও কোন প্রয়োজন নাই।

(২) ব্যাখ্যান্তর বলিতেছেন—অনন্তর এই শ্রীভাগবত শাস্ত্রে 'দশম পদার্থের (আশ্রয়তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের) বিশুদ্ধির জন্য (সর্গাদি) নয়টি পদার্থের লক্ষণ বলা হইয়াছে'—শ্রীধরস্বামিপাদের এই বাক্যে দশম আশ্রয়-তত্ত্বেরই অঙ্গিত্ব এবং তাহার (সেই আশ্রয়তত্ত্বের) শ্রীকৃষ্ণরূপই মুখ্য বলিয়া—তাঁহার অসাধারণ ধর্ম্ম প্রতিপন্ন করিতে এই প্রথম পদ্যে তদেকপর ব্যাখ্যান্তরের অবকাশ রহিয়াছে। যথা, শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ-জন্মের প্রারম্ভে দেবগণের গর্ভস্তুতি—'সত্যব্রত সত্যপর' ইত্যাদিতে 'সত্যাত্মক তোমার শরণ গ্রহণ করিলাম।' শ্রীকৃষ্ণ সত্যে প্রতিষ্ঠিত, এখানে সত্যই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রথম শ্লোকে 'সত্যং পরং ধীমহি'—বলা হইয়াছে। 'সত্য' ইহা সত্যস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের একটি নাম। শ্রীমহাভারতে উদ্যমপর্ব্বে সঞ্জয়-কৃত শ্রীকৃষ্ণ-নামের নিরুক্তিতে উক্ত হইয়াছে—'সত্য হইতেও সত্য গোবিন্দ, অতএব নামত তিনিই সত্য।' ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে বলা হইয়াছে—"নরাকৃতি পরব্রহ্ম সত্যস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে আমরা ধ্যান করিতেছি।" শ্রীগোপালতাপনী প্রভৃতিতে তিনিই যে পরতত্ত্ব, তাহাই বলিয়াছেন—"অতএব শ্রীকৃষ্ণই পর দেব, তাঁহাকে ধ্যান করিবে"—ইত্যাদি। 'স্বেন ধাম্না'—অর্থাৎ মথুরাখ্য নিজ ধামের দ্বারা এবং সর্ব্বত্র তৎকালে কৃপাপূর্ব্বক দর্শিত শ্রীবিগ্রহের দ্বারা জীবসমূহের অবিদ্যা (কুহক) নিরস্ত হইয়াছে। শ্রীগোপালোত্তর-তাপনীতে মথুরা নাম-করণের প্রসিদ্ধি রহিয়াছে—'ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা অথবা শব্দের সমুচ্চয়ার্থ বা মুক্তপ্রগ্রহ বৃত্তিযোগে ব্রহ্মজ্ঞানের অর্থ ভক্তিযোগ, তদ্দ্বারা সর্ব্ব জগৎকে মথন করেন এবং যথায় স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণৈকনিষ্ঠ বলিয়া ভক্তি ও জ্ঞানের সার বর্ত্তমান, তাহাকে মথুরা বলা হয়'। শ্রীমদ্ভাগবতের দশমে বলা হইয়াছে—"হে ঈশ, ব্রহ্মময় তোমার শ্রবণ, কীর্ত্তন ও ধ্যানের দ্বারা নীচ জাতি পুক্কশ চণ্ডালগণও পবিত্র হয়, আর যাঁহারা নয়নের দ্বারা তোমাকে দর্শন করিতেছেন, তাঁহাদের কথা কি বলিব ?" অমরকোষ অভিধানে ধাম-শব্দের অর্থ করা হইয়াছে—গৃহ, দেহ, কান্তি ও প্রভাব।

পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন—(প্রকটকালে) তাঁহার বিগ্রহ প্রাপঞ্চিক জনগণের দৃশ্য হয়, অতএব যাহা যাহা দৃশ্য, তাহা অনিত্য, যেমন ঘট—এই ন্যায় অনুসারে বিগ্রহের অনিত্যত্বই প্রতিপন্ন হইতেছে। তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'তেজোবারিমৃদাং'—তেজ, জল ও মৃত্তিকা—এই দৃশ্যভূত তিনটির যেরূপ যে-প্রকারে বিনিময় অর্থাৎ পরস্পর মিলন হয় যেখানে। (তেজ, জল ও মৃত্তিকার মধ্যে কোন একটিতে সেই বস্তুর সত্যজ্ঞানের পরিবর্ত্তে যেমন অন্য বস্তুসত্তার জ্ঞানোদয় হয় অর্থাৎ সত্যের ন্যায় প্রতীতি হয়, সেই প্রকার মায়াগুণ-গঠিত ভূতরূপ তমঃসর্গ, রজঃরূপ ইন্দ্রিয়সর্গ এবং সত্যরূপ দেবতা-সর্গ যে সত্য-অধিষ্ঠানের অসত্যজ্ঞানও সত্যের ন্যায় প্রতীত হয়, সেই পরমেশ্বরই সত্যবস্তু। মরীচিকাস্থিত তেজে জল এবং মৃত্তিকা বা কাচাদিতে জলবুদ্ধি উহার উদাহরণ। ভগবৎ-সত্তা হইতেই এই জগতের সত্তা। তজ্জন্য ভগবান্ই মুখ্য সত্য বস্তু এবং ত্রিসর্গও মিথ্যা নহে, উহা নশ্বরমাত্র। নশ্বর দৃশ্যমান ঘটাদি বস্তু যেমন অনিত্য, সেরূপ প্রকটকালে দৃশ্য শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহ যাঁহারা ত্রিগুণ-সৃষ্ট বলিয়া মনে করেন, উহা তাঁহাদের ভ্রম, অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকারে মিথ্যা। শ্রীভগবান্ স্বশক্তি মায়া ও তাহার সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিন গুণেরও স্রষ্টা, শ্রীভগবানের কোন বিগ্রহই মায়িক সৃষ্ট নহে। তাঁহার অপ্রাকৃত চিন্ময় বিগ্রহই প্রকট-কালে মায়িক জনের নিকট মায়িক বলিয়া বোধ হয়।) কিন্তু অপ্রাকৃত শ্রীভগবদ্বিগ্রহ ; প্রপঞ্চাতীত হইয়াও সেই শ্রীবিগ্রহ যখন প্রাপঞ্চিক অসুরগণের দর্শনযোগ্য হন, তাহা নিশ্চয় বিচিত্রলীলা-সাধিকা

দুস্তর্ক্যস্বরূপা শ্রীভগবানের ইচ্ছার দ্বারাই পিত্তদূষিত রসনাবিশিষ্ট জনগণের মৎস্যণ্ডিকা-(মিছরী)-চর্ব্বণের মত তাঁহার মাধুর্য্য অনুভবহীন। অপর, ভক্তজনের নিকট কিন্তু তাঁহার দুস্তর্ক্য কৃপা-প্রভাবে মাধুর্য্যানুভবের সহিতই দর্শন হইয়া থাকে। যেমন শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে—"হে রাজন্, অন্যান্য নর-নারী-সকলে তাঁহার উদার হাস্যযুক্ত স্নিগ্ধ ঈক্ষণ-বিশিষ্ট মুখপদ্ম-মাধুরী নয়নের দ্বারা পান করিয়াছিলেন। ত্রিলোক-গুরু (শ্রীকৃষ্ণ) স্ববীক্ষণের দ্বারা তাহাদের তমিস্রদৃষ্টি বিনষ্ট করিয়া প্রয়োজন-সাধক (নিজরূপ দর্শনযোগ্য) দৃষ্টি প্রদান করিয়াছিলেন" —এই বাক্যের দ্বারা অদৃশ্য সেই ভগবানের যে দৃশ্যত্ব, তাহা তাঁহার কৃপারই মহান্ ঐশ্বর্য্য জ্ঞাপন করিতেছে—ইহা বুঝিতে হইবে। অতএব ভাগবতামৃত-ধৃত নারায়ণাধ্যাত্ম-বচন যথা—'ভগবান্ নিত্য অব্যক্ত হইয়াও তিনি দৃশ্য হন নিজশক্তিতে। তাঁহার শক্তি-ব্যতীত পরমানন্দ-স্বরূপ সেই প্রভুকে কে দেখিতে পারে?' উহার কারিকাতেও বলা হইয়াছে —অতএব স্বেচ্ছাপ্রকাশিকা স্বয়ং-প্রকাশত্ব-শক্তির দ্বারা তিনি অপরের নেত্রযুগলে অভিব্যক্ত হন, কিন্তু তাঁহাকে দৃষ্টির বিষয়ীভূত করা যায় না।' 'এইরূপ তাঁহাদের মধ্যে সাক্ষাৎ গোপালপুরী'—ইত্যাদি শ্রুতি-বচনেও জানা যায়—ব্রহ্মভূত হইলেও তাঁহার ধামাদির (ভগবদিচ্ছায়) দৃশ্যত্ব হইয়া থাকে। অতএব ভাগবতাভিজ্ঞ ভক্তগণ সিদ্ধান্ত করেন—চিদ্ভিন্ন যাহা যাহা দৃশ্য, তাহাই অনিত্য, ঘটবৎ।

এইপ্রকারে অবতারের মূল কারণ তাঁহার কৃপা—এই বলিয়া তাঁহার লীলা বলিতেছেন—'অস্য যতঃ'—অর্থাৎ যে বসুদেবগৃহে জন্মাদি ; জন্ম, ঐশ্বর্য্যপ্রকটনপূর্ব্বক পূর্ব্ববৃত্ত-কথনাদি। 'তত ইতরতশ্চ'—অর্থাৎ সেখান হইতে নন্দগৃহে নিজেই গিয়াছিলেন। কিজন্য গিয়াছিলেন—'অর্থেষু অভিজ্ঞঃ'—কংসাদির বঞ্চনাবিষয়ে কিংবা ব্রজসম্বন্ধি বাৎসল্যাদি প্রেম-প্রকাশরূপে অভিজ্ঞ। কিন্তু তিনি অন্য পরতন্ত্র নহেন, এইজন্য বলিতেছেন, স্বরাট্, 'স্বেনৈব রাজতে', তিনি নিজ-স্বরূপে স্বেচ্ছায় বিরাজ করিয়া থাকেন, অথবা নিজজন পিতা নন্দাদির সহিত বিরাজমান হইবার জন্য —এই অভিপ্রায়। ব্রজলীলায় সেই সেই পরিকর-গণের প্রেমাধীন হইয়া তাদৃশ লীলাবিশেষ প্রকাশে তাঁহার মৌগ্ধ্যত্ব প্রতীতি হয়—তাহা বলিতে পারেন না। এইজন্য বলিতেছেন—'আদিকবয়ে'—আদি কবি ব্রহ্মার নিকটও বেদ এবং ব্রহ্মাত্মক বৎস ও বালকাদি তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহাও 'হৃদা' —অর্থাৎ সঙ্কল্পমাত্রেই সম্পন্ন করিয়াছিলেন। যাঁহার যোগমায়ার বৈভবে ভব-নারদাদি দেবগণও বিমোহিত হন। অথবা, আদিকবি বলিতে—নিজকুলের আদি-পুরুষ, কবি ও বিজ্ঞ যে সত্যব্রত মনু, তাঁহার নিকট যিনি ব্রহ্ম অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ স্বরূপ স্বাংশ মৎস্যদেবের উক্তিতে প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার উক্তি যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—'মদীয় মহিমাই পরব্রহ্ম বলিয়া শব্দিত হয়। আমার অনুগৃহীত ব্রহ্ম তোমার হৃদয়ে জান। তোমার সংপ্রশ্নে আমি উহা প্রকাশ করিলাম।' শ্রীধর স্বামিপাদও ব্যাখ্যা করিয়াছেন—'আমার প্রসাদীকৃত ব্রহ্ম অপরোক্ষে অর্থাৎ প্রত্যক্ষরূপে তুমি জান। শ্রীভগবানের প্রসাদীকৃত যে ব্রহ্ম-রূপ, তাহা বেদ-স্তুতির আরম্ভে ব্যাখ্যা করা হইবে।'

(৩) তৃতীয় প্রকার ব্যাখ্যান্তর বলিতেছেন—অনন্তর সেই শ্রীকৃষ্ণেরও শান্তদাস্যাদি পরিকর-বিশেষের বৈশিষ্ট্য প্রকাশের তারতম্য রহিয়াছে। যথা—'রাসবিহারে ব্রজদেবীগণের সান্নিধ্যে ভগবান্ দেবকীসুত অধিক শোভিত হইয়াছিলেন।'—ইত্যাদি শ্রীভাগবতবাক্যে ব্রজদেবীগণের সাহিত্যে পরম-মাধুর্য্যের উদয় হওয়ায় তদীয় রসের অতিশয়রূপে উপাদেয়তা দেখাইবার জন্য পুনরায় অর্থান্তরের অব-কাশ রহিয়াছে। যথা, 'আদ্যস্য'—আদ্য শৃঙ্গার-রসের জন্ম যাঁহা হইতে, তাঁহাকে (শ্রীকৃষ্ণকে) ধ্যান করিতেছি। পূর্ব্বে প্রাকৃত নায়ক-নিষ্ঠ আদি-রস, পরমার্থদর্শী সাধুগণের দ্বারা নিন্দিত হইয়া স্বাভাবিক-ভাবেই নাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল। 'অন্বয়াৎ ইতরতশ্চ'—অর্থাৎ রসময় শ্রীকৃষ্ণ হইতে সংযোগ ও বিপ্রলম্ভ-ভেদে পরিকরগণের সহিত এই শৃঙ্গাররস উৎপন্ন হয়। ভীমসেনকে যেরূপ ভীম বলা হয়, তদ্রূপ আদ্য-শব্দের দ্বারা এই আদ্য শৃঙ্গার-রসকেই বুঝান হইয়াছে। অথবা শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে—'পিবত ভাগবতং রসং'—অর্থাৎ ভাগবতরস পান কর, এই উক্তিতে এই ভাগবতশাস্ত্র রসরূপ এবং

'আদ্যস্য'-শব্দের অর্থবোধে 'রস'-শব্দই বিশেষ্যরূপে উপস্থিত হয়। কিংবা, সংযোগ ও বিয়োগের দ্বারা যাহা নিষ্পত্তি হয়, তাহা স্ব-প্রতিযোগী রসকেই উপস্থাপিত করে, অতএব ন্যূনপদতার কোন শঙ্কা হইতে পারে না। বস্তুতঃ সেইরূপে প্রাপ্ত হয় বলিয়া আদিরসের রহস্যত্বই দ্যোতিত হইয়াছে।

এই অপ্রাকৃত শৃঙ্গার-রসে আলম্বন ও বিভাবেও অন্য প্রাকৃত হইতে বৈশিষ্ট্য বলিতেছেন—'অর্থেষু', অর্থাৎ চতুঃষষ্টি-কলাদি রসোপযোগী সমস্ত বস্তুতে যিনি (শ্রীকৃষ্ণ) 'অভিজ্ঞ'—বিদগ্ধ। ইনি প্রাকৃত নলাদি নায়কের মত কাল-কর্ম্মাদির দ্বারা গ্রস্ত নহেন, এইজন্য বলিতেছেন—'স্বরাট্' অর্থাৎ স্বয়ং নিত্য বিরাজমান। আর, এই রস অন্যত্র কখনই হইতে পারে না, যিনি আদিরসের কবি ভরত-মুনিকে মনের দ্বারাই ব্রহ্ম অর্থাৎ আদিরসের তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। রসের একতানত্ব উদ্ঘাটনের জন্য এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে। অমরকোষ অভিধানে 'বেদ'-শব্দের অর্থ করা হইয়াছে—তত্ত্ব, তপস্যা ও ব্রহ্ম। যে তত্ত্ব প্রাকৃত নলাদি নায়ক-নিষ্ঠজ্ঞানে বর্ণনা করিতে গিয়া কবিগণও মুহ্যমান হন, তাহার দৃষ্টান্ত যেমন তেজ আদিতে বারি প্রভৃতি বুদ্ধির ন্যায় ভগবদেকনিষ্ঠ রসে প্রাকৃত-জন-নিষ্ঠত্ব বুদ্ধি। কৃমি-বিষ্ঠা-ভস্মান্ত-নিষ্ঠ অতি নশ্বর প্রাকৃত নায়কে রস হয় না, বিচার করিলে বিভাব-বৈরূপ্যবশতঃ তদ্বিপরীত ঘৃণাময় বৈরস্যই উৎপন্ন হয়, সেই প্রাকৃত নায়কে রস বর্ণনা করিতে গিয়া প্রাকৃত কবিগণ ভ্রান্ত হইয়াছেন। আরও, যে ভগবদ্-রসে বাচ্য, লক্ষ্য, ব্যঙ্গার্থসমূহের অথবা ধ্বনি, গুণ ও অলঙ্কার-সকলের সর্গ অর্থাৎ নির্ম্মাণ প্রপঞ্চ অমৃষা (সত্য) হইয়া অলৌকিকত্ব হেতু চমৎকারী হইয়া থাকে। অন্যত্র প্রাকৃত নায়কে কবি-প্রৌঢ়োক্তি-মাত্রই প্রাণ, অতএব তাহা মিথ্যাই। যদি বলেন, কেহ কেহ ভক্তিরসকে রসই মনে করেন না, তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'ধাম্না' অর্থাৎ স্বীয় অসাধারণ মাধুর্য্যাস্বাদ-সাক্ষাৎকাররূপ চমৎকার-প্রভাবের দ্বারা জরন্মীমাংসকগণের কপটতা যিনি নিরস্ত করেন, সেই সত্যস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে আমরা ধ্যান করি।

(৪) অনন্তর সেই ব্রজদেবীগণের মধ্যে "এইগুলি কাহার চরণচিহ্ন, যিনি নন্দ-নন্দনের সঙ্গে গমন করিতেছেন। নিশ্চয়ই একমাত্র ইঁহার দ্বারাই ভগবান্, হরি, ঈশ্বর আরাধিত হইয়াছেন।"—শ্রীমদ্ভাগবতে রাসবিহারে শ্রীব্রজরামাগণের এই উক্তির দ্বারা পরম-মুখ্যা শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীর (শ্রীমতী রাধিকার) সাহিত্যেই পরম মাধুর্য্যই উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছে, অতএব শ্রীভাগবতের এই প্রথম শ্লোকে তৎপ্রদর্শক অর্থও অন্বেষণ করিতে হইবে। যথা—'যতঃ'—অর্থাৎ যে রাধা-কৃষ্ণ হইতে শৃঙ্গার-রসের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, যাঁহারা দু-জনেই আদিরস-বিদ্যার পরম-নিদান। সেখানে যিনি অপর কান্তাগণকে পরিত্যাগ করিয়া রাসস্থলী হইতে যাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন। 'কুসুম-চয়নের জন্য মহাত্মা (শ্রীকৃষ্ণ) কান্তাকে (শ্রীরাধিকাকে) স্কন্ধ হইতে অবতরণ করাইয়াছিলেন, এখানে প্রিয়ার জন্য প্রিয়তম পুষ্পচয়ন করিয়াছেন'—ইত্যাদি বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের অনুগমনের কারণ উল্লেখ করা হইয়াছে। যিনি (শ্রীকৃষ্ণ) রসোপযোগী ধীরললিত ইত্যাদি মুখ্যরসসমূহে অভিজ্ঞ এবং যিনি (শ্রীরাধিকা) সেই কারণেই নিজের কান্তের সহিত স্বাধীনকান্তার ন্যায় বিরাজমানা। যিনি তত্তৎ-প্রকাশনের জন্য আদি-কবি অর্থাৎ জন্মাবধি তত্ত্বজ্ঞ শ্রীশুকদেবকে পরমশ্রেষ্ঠ রসময় রাসপঞ্চাধ্যায়াত্মক শ্রীভাগবত-তত্ত্ব হৃদয়ে বিস্তার করেন। 'এই ভাগবত-পুরাণ (শব্দ) ব্রহ্মরূপ', 'শুক-মুখ হইতে বিগলিত অমৃত', 'শ্রীশুকদেবের বাক্যরূপ অমৃতসিন্ধুতে যিনি ইন্দুতুল্য'—ইত্যাদি উক্তির দ্বারা জানা যায়—যে শ্রীভাগবত হইতে রাসে ভক্তগণ রসাস্বাদন-জনিত আনন্দমূর্চ্ছা প্রাপ্ত হন। অথবা, যাঁহাদের ভক্তগণ, কিংবা, শ্রবণ-নয়নাদির বিষয়ীভূত যে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের দ্বারা পরিকরভূত ভক্তগণও মোহিত হন। মহা-বিজ্ঞগণও মূঢ় হইয়া ধর্ম্ম-বিপর্য্যয় প্রাপ্ত হন। এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত—তেজ, জল ও মৃত্তিকাদির যেরূপ স্বধর্ম্ম-ব্যত্যয়। তেজোরূপ চন্দ্রাদির তদীয় রাস-লীলাদর্শনে স্তম্ভজনিত স্বীয় চলন-ধর্ম্ম ব্যত্যয়, জলের মুরলীবাদ্যাদির দ্বারা স্তম্ভবশতঃ মৃত্তিকার ধর্ম্মলাভ এবং মৃত্তিকার মধ্যে পাষাণাদিরও দ্রবতাবশতঃ তারল্যধর্ম্ম প্রাপ্তি। যে রাধাকৃষ্ণের স্ব-স্ব-প্রভাব হইতে শ্রী, ভূ ও লীলা শক্তিত্রয়ের উদ্ভব, অথবা গোপী, মহিষী ও লক্ষ্মীগণের বিস্তার, কিংবা, অন্তরঙ্গা, বহি-

রঙ্গা ও তটস্থা শক্তিত্রয়ের অবস্থান সত্য। সদা সেই শক্তিসমূহের তাঁহাদের প্রভাবময়ত্ব ও অধিষ্ঠান-কারণত্ব-হেতু যে শ্রীরাধাকৃষ্ণ হইতে সৃষ্ট হইয়া শ্রী আদি শক্তিগণ নিজ মহিমায় সর্ব্বদা বর্ত্তমান রহিয়াছেন। তাঁহাদের নিত্য সম্বন্ধহেতু, যে রাধাকৃষ্ণ সমস্ত কপটতা নিরস্ত করিয়া যথার্থরূপে সর্ব্বোৎকৃষ্টরূপে নিত্য বিরাজমান, আমরা তাঁহাদের ধ্যান করি—ইহার দ্বারা এই শ্রীভাগবত-শাস্ত্রের বিষয় নির্দ্দেশ করা হইল।

(৫) অনন্তর সেইরূপ আশ্রয়তত্ত্ব হইলেও যাহার দ্বারা তাহা লভ্য হয়, সেই ভক্তিযোগই এই শ্রীভাগবত শাস্ত্রের অভিধেয়। সেই ভক্তিযোগই পরমকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া শ্রীভগবানের আকর্ষক হন। ইহার দ্বারা প্রেমাভিধ প্রয়োজনের কথা বলা হইয়াছে। এই শ্লোকে সেই ভক্তিযোগ অবশ্যই মাননীয়, এইজন্য অর্থান্তর ব্যাখ্যা করা হইতেছে। যথা—শ্রীভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধে উক্ত হইয়াছে—'তাহাই সত্য ও মঙ্গলময়, যেখানে শ্রীভগবান্ উত্তমঃশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের যশ অনুগীত হইতেছে।'—তাহাই পরম সত্য এবং বাস্তবরূপ বলিয়া ত্রিগুণাতীত। সাধুগণের হিতকর পরম-কল্যাণ-গুণময় সেই ভক্তিযোগের আমরা ধ্যান করি। তৃতীয় স্কন্ধে উক্ত হইয়াছে—'নির্গুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ বলা হইল।' এবং একাদশ স্কন্ধে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিলেন—'হে প্রিয় উদ্ধব, আমার নিষ্কাম এই ভক্তিধর্ম্মের আরম্ভে অণুমাত্রও বৈগুণ্যাদিদোষে নাশ নাই, যেহেতু আমি নিজেই এই ভক্তিধর্ম্মকে নির্গুণরূপে সম্যক্প্রকারে নিশ্চয় করিয়াছি, কিন্তু মনু প্রভৃতির দ্বারা নহে।' শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে—'বিজ্ঞানঘন, আনন্দঘন ও সচ্চিদানন্দৈকরসরূপ এই ভক্তিযোগে ভগবান্ অবস্থান করেন।' সেই ভক্তিযোগের প্রবাহ বলিতেছেন—যে ভক্তিযোগ হইতে পরমেশ্বর ভগবদ্রূপে উপাসকগণের মধ্যে প্রাদুর্ভূত হন এবং অন্যান্য নিষ্কাম কর্ম্ম ও জ্ঞানযোগেও এই ভক্তিযোগের সাহিত্যেই উপাসকগণের পরমাত্মত্ব ও ব্রহ্মত্ব-রূপে সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে।

যদি বলেন—কেবল জ্ঞানের দ্বারাই ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার প্রসিদ্ধ, তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'যোঽভিজ্ঞঃ' —অর্থাৎ যে ভক্তিযোগ হইতেই সর্ব্বতোভাবে জ্ঞান হয়। জ্ঞানের সাত্ত্বিকত্ব-হেতু গুণাতীত ভক্তিযোগ ব্যতীত পরমাত্মা এবং ব্রহ্মেরও জ্ঞানই হয় না। শ্রীভাগবতে বলা হইয়াছে—"অচ্যুতভাব-বর্জ্জিত নৈষ্কর্ম্ম্য নিরঞ্জন জ্ঞানও শোভা পায় না।" শ্রীগীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন—'একমাত্র কেবলাভক্তির দ্বারাই আমি যেরূপ, তাহা তত্ত্বতঃ জানা যায়।' যদি পূর্ব্ব-পক্ষী বলেন—ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের জন্য জ্ঞানযোগ যেরূপ ভক্তির অপেক্ষা করে, তদ্রূপ ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের জন্য ভক্তিযোগও জ্ঞানের অপেক্ষা করুক। ইহার উত্তরে বলিতেছেন—'স্বরাট্'—অর্থাৎ ভক্তি স্ব-স্বরূপেই বিরাজিত। ভক্তিযোগ সম্রাটের মত স্বতন্ত্র, অন্য কাহারও অধীন নহেন। শ্রীভাগবতে উক্ত হইয়াছে—'নিষ্কাম, অথবা সর্ব্বকাম, মোক্ষকাম কিম্বা উদারধীঃ—সকলেই তীব্র ভক্তিযোগের দ্বারা সেই পরম পুরুষের যজন করিবেন।'—এখানে 'তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত'—এই বিধিবাক্যের দ্বারা, মেঘাদির দ্বারা অমিলিত সূর্য্যকিরণের ন্যায় জ্ঞানাদির দ্বারা অমিশ্রিত কেবলা (শুদ্ধা) ভক্তিযোগের দ্বারাই যজনের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তীব্র-পদ প্রয়োগের ইহাই ভাবার্থ। শ্রীভাগবতে আরও বলা হইয়াছে—'কর্ম্ম, তপস্যা, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের দ্বারা সাধকগণ যাহা লাভ করেন, আমার ভক্ত কেবলমাত্র আমাতে ভক্তিযোগের দ্বারা অনায়াসে সে-সমস্তই লাভ করিয়া থাকেন। অতএব আমাতে ভক্তিযুক্ত যোগীর, যিনি মদ্গত-প্রাণ, তাঁহার পক্ষে জ্ঞান ও বৈরাগ্য প্রায় শ্রেয়স্কর হয় না।'—এই বাক্যে বস্তুতঃ ভক্তিযোগের সহিত কর্ম্ম-জ্ঞানাদির নিষেধই শ্রবণ করা যায়। কিন্তু এতাদৃশ ভক্তিযোগ ভক্তের অনুগ্রহ ব্যতীত লাভ হয় না, এইজন্য বলিতেছেন—'তেনে', অর্থাৎ এই ভক্তিযোগ ভগবান ভক্ত ব্রহ্মার হৃদয়ে, ব্রহ্মা নারদের হৃদয়ে এবং নারদ আদি-কবি ব্যাসের হৃদয়ে কৃপাপূর্ব্বক প্রকাশ করিয়াছিলেন।

যদি বলেন—সর্ব্বজ্ঞ ব্যাসেরও ভক্তিযোগ-জ্ঞান অন্যাধীন—ইহা কিরূপে প্রতীত হয়? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'মুহ্যন্তি'। বিজ্ঞ বশিষ্ঠ প্রভৃতি মুনিগণও যে ভক্তিযোগে বিমোহিত হইয়াছেন, অর্থাৎ গুণাতীত ভক্তিযোগে গুণ-জন্য বুদ্ধ্যাদি অন্তঃকরণের স্বতঃ প্রবেশের সামর্থ্য নাই, তাঁহারা স্বতন্ত্ররূপে প্রবেশ

করিতে গিয়া অজ্ঞানই লাভ করিয়াছেন। যথা, শ্রীহংসগুহ্য-উক্তিতে—'যাঁহার মায়া ও অবিদ্যাদির শক্তিসমূহ বাদিগণের কোথাও বিবাদের, কোথাও সংবাদের স্থান হয় এবং তাহাতে তাঁহাদের মুহুঃ আত্মমোহ উপস্থিত হয়; সেই অনন্তগুণ-বিশিষ্ট ভূমাস্বরূপ ভগবানের নমস্কার করি।' ভক্তিযোগ কেবল গুণাতীতই নহেন, তৃতীয়স্কন্ধে এই ভক্তিযোগের নির্গুণময়ত্ব দেখান হইয়াছে, এইজন্য বলিতেছেন—যে ভক্তিযোগে ত্রিগুণ-সৃষ্টত্ব মিথ্যা ও অবাস্তব। যেমন তেজ, জল ও মৃত্তিকার বিনিময় অর্থাৎ যেরূপ তেজোহীন জলহীন, ধূলিহীন দুগ্ধ তত্তন্মিলনে উষ্ণ, জলবৎ ও মলিন হয়, সেরূপ ত্রিগুণাতীত ভক্তিযোগ পুরুষস্থিত সত্ত্বাদি গুণের সহিত মিলিত হইয়া সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস নামে উক্ত হয়। যদি বলেন—ভক্তিযোগের ত্রিগুণাতীতত্বে কুতার্কিকগণ বিবাদ করিয়া থাকেন, তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'ধাম্না স্বেন'—অর্থাৎ স্বীয় স্বরূপ-প্রভাবে অলৌকিক মাধুর্য্যময়ভাবে ভক্তগণের অনুভব-গোচরীভূত হইয়া কুতর্কবাদিগণের কুতর্ক নিরস্ত হইয়াছে যাহার দ্বারা, সেই ভক্তিযোগের আমরা ধ্যান (অর্থাৎ অনুশীলন) করি। সাক্ষাৎ অনুভূয়মান বিষয়ে কোন প্রমাণের অপেক্ষা থাকে না—ইহাই ভাবার্থ।

এই শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে—'অন্ধতম থেকে উত্তারণেচ্ছুক জনগণের নিকট শ্রীভাগবত অধ্যাত্মদীপতুল্য' এবং 'ব্রহ্মার নিকট এই অতুলনীয় জ্ঞানপ্রদীপ যিনি বিভাষিত করিয়াছিলেন'—ইত্যাদি বাক্যে শ্রীভাগবতের প্রদীপত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। আবার, 'পুরাণার্ক অধুনা উদিত হইয়াছেন'—ইহার দ্বারা সূর্য্য-তুল্যত্ব। 'নিগম-কল্পতরুর গলিত রসময় ফল'—ইহার দ্বারা রসময়-ফলত্ব বর্ণনা করা হইয়াছে এবং 'হরিলীলা-কথামৃতে আনন্দিত সজ্জনগণ'—ইত্যাদি বাক্যে শ্রীভাগবতের মোহিনীত্ব দৃষ্ট হয়। এই শ্লোকে প্রথম পক্ষে ব্যাখ্যায় দীপত্ব, দ্বিতীয় অর্থে অর্কত্ব এবং তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম পক্ষে ব্যাখ্যায় রসময়-ফলত্ব দেখান হইয়াছে। আর, এই পাঁচ প্রকার অর্থেরই পরম দুর্লভ ও অতিস্বাদুত্ব-হেতু অমৃতত্ব, ভক্তগণের নিকট তাহা প্রদেয় জন্য তাঁহাদের দেবত্ব এবং তত্ত্বদ্বাচক এই শাস্ত্রের পরিবেশনকারীরূপে মোহিনীত্ব জানিতে হইবে। আর, যদিও দ্বাদশ-স্কন্ধাত্মক সমগ্র এই শাস্ত্রের রসময়-ফলত্ব, অর্কত্ব ও দীপত্বাদি, তথাপি 'আধিক্যেই ব্যপদেশ হয়'—এই ন্যায় অনুসারে সর্গে এবং নিরোধে, কোথায়ও তাদৃশ স্তুতি প্রভৃতিতে অধ্যাত্মমাত্র-প্রকাশে দীপত্ব। বিসর্গ, স্থান, পোষণাদিতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ও অন্যান্য অশেষ-বিশেষের প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-বিহিত নিষিদ্ধ সাধনফলেরও প্রকাশত্ব-হেতু অর্কত্ব বুঝিতে হইবে। আশ্রয়তত্ত্ব শ্রীভগবান্ এবং তাঁহার ভক্তগণের জন্মকর্ম্মাদি লীলা, ভক্তি ও প্রেমাদিতে বস্তুতঃ রসময়-ফলত্বই জানিতে হইবে। যেখানে যেখানে ভক্তির অনুকূল অর্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা স্বভক্তগণের আনন্দ-বর্দ্ধনার্থ। আর, তাহার প্রতিকূল অর্থের দ্বারা অসুরসংঘের ব্যামোহন-জন্য এই শাস্ত্রে প্রতিকূল অর্থ অসঙ্গত বলা যায় না, কারণ সর্ব্বশক্তি-পরিপূর্ণ সাক্ষাৎ ভগবানের মত (শ্রীকৃষ্ণপ্রতিনিধি) এই শাস্ত্রেরও বিবিধ অধিকারি-ভেদে স্বহৃদয় ভক্তগণের অনুরূপার্থ গ্রহণের জন্য সর্ব্বশক্তি-চিহ্ন প্রকাশের ঔচিত্য রহিয়াছে। যেরূপ কংসের রঙ্গ-স্থলে সমাগত শ্রীকৃষ্ণকে যুগপৎ বিভিন্ন জন বিভিন্নরূপে দর্শন করিয়াছিলেন—'মল্লগণের নিকট তিনি অশনিতুল্য', 'অবিদ্বদ্-গণের নিকট বিরাট্'—ইত্যাদি, সেইরূপ এই শ্রীমদ্ভাগবতও বিভিন্ন অধিকারীর নিকট বিভিন্নরূপে আস্বাদিত হইয়া থাকেন—ইহাতে সকল দিক্ সমঞ্জস হইল ॥ ১ ॥

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃতং ভাগবত-তাৎপর্য্যম্

শ্রীগুরুভ্যো নমঃ।

সৃষ্টিস্থিত্যপ্যয়েহা-নিয়তি-দৃশিতমো-বন্ধমোক্ষাশ্চ
যস্মাদস্য শ্রীব্রহ্মরুদ্রপ্রভৃতি-সুরনরদ্যোশশত্রাত্মকস্য।
বিষ্ণোর্ব্যস্তাঃ সমস্তাঃ সকলগুণনিধিঃ সর্ব্বদোষব্যপেতঃ
পূর্ণানন্দোঽব্যয়ো যো গুরুরপি পরমশ্চিন্তয়ে তং মহান্তম্॥

"জন্মাদ্যস্য" ইত্যাদি। তং 'পরং ধীমহি'। 'অন্বয়াৎ'—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিভ্যঃ। 'ইতরতঃ'—তর্কতঃ। চেতনাবিধ পিত্রাদেঃ পুত্রাদিরুৎপদ্যতে। 'অর্থেষু'—

সর্ব্বপদার্থেষু। 'অভিজ্ঞঃ'—সর্ব্বজ্ঞঃ। অতো যুজ্যতে। "যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি", "মম যোনিঃ"—ইত্যন্যেষাং তদপেক্ষত্বাৎ। ন চান্যাপেক্ষোঽসৌ স্বরাট্। কুতঃ ?—"তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদি-কবয়ে"—"স হি বিশ্বাজাতানি পরিতা বভূব"; নান্যঃ। 'হৃদা,—স্নেহেন—"যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং" ইতি চ। স্বাত্মত এব হি তস্য বুদ্ধিপ্রকাশঃ। ন চ প্রসাদং বিনা জ্ঞাতুং শক্যঃ। "মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ"। ন চাতৃপ্তঃ প্রবর্ত্ততে। কিন্তু 'মৃষা'—বৃথৈব। ভিত্বা মৃষাশ্রুরিতিবৎ। "দেবস্যৈষ স্বভা-বোঽয়ম্" ইতি চ। যত্রেতি বিশেষণান্নান্যত্র। তদ্বিষয় এব বৃথা। জীবেশ্বর জড়ানাং সর্গস্ত্রিসর্গঃ। একস্য তেজসো বহুত্ববদীশ্বরসর্গঃ। বারিনিমিত্ত-প্রতিবিম্ব-বজ্জীবসর্গঃ। মৃদো ঘটাদিবদব্যক্তাজ্জড়সর্গঃ। ন চ মায়াময়ী সৃষ্টিঃ। "ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহ-কম্"—তদ্ধাম্না শ্রিয়োঽপি নিরস্তকুহকত্বং মুক্তানাঞ্চ। ন চ মুক্তবৎ পূর্ব্ববন্ধভাক্ত্বং। 'সদা' নিরস্তকুহ-কত্বাৎ। "সত্যং' নিত্যনির্দুঃখনিরতিশয়ানন্দানুভব-রূপং। পরং সম্পূর্ণগুণং পরত্বসাধকং জন্মাদীত্যাদি। তন্ত্র ভাগবতে।

সৃষ্টিস্থিত্যপ্যয়েহাদেঃ শ্রুতিস্মৃতিসমন্বয়াৎ।
যুক্তিতশ্চেতুপূর্ব্বাদেঃ শ্রীব্রহ্মভবপূর্ব্বিণঃ॥
সুরগন্ধর্ব্বমনুজপিতৃদৈত্যাত্মনঃ পৃথক্।
কর্ত্তা বিষ্ণুরজো নিত্যঃ সর্ব্বজ্ঞত্বান্ন চাপরঃ॥
অনন্যাধিপতিশ্চাসৌ গরীয়ান্ ব্রহ্মণো যতঃ।
তৎপ্রসাদমৃতে তস্য নান্যো বেত্তাস্তি কশ্চন॥
তেজসো রূপবদ্রূপং বহুধা কুরুতে হরিঃ।
বারিস্থতেজঃপ্রতিমা জীবাস্তস্মাদ্বিনির্গতাঃ॥
কুলালেন মৃদা যদ্বন্নির্ম্মীয়ন্তে ঘটাদয়ঃ।
বিষ্ণুনৈবং প্রকৃত্যৈব নির্ম্মাতে জগদীদৃশম্॥
এষ ত্রিসর্গো বিষ্ণোস্তু বৃথা লোকস্য চাবৃথা।
ইন্দ্রজালবিধাং সৃষ্টিং মন্যন্তে জ্ঞানদুর্ব্বলাঃ॥
নিত্যং নিরস্তেন্দ্রজালে স্বতঃ এব কথং ভবেৎ।
অক্ষমাঃ সত্যসৃষ্টৌ হি মায়াসৃষ্টিং বিতন্বতে।
অনন্তাচিন্ত্যবিভবঃ কথং তামীহতে হরিঃ।
নির্দ্দুঃখপূর্ণানন্দত্বাৎ যমাহুঃ সত্যমচ্যুতম্॥
নির্দ্দোষগুণপূর্ণত্বাৎ পরঞ্চাহুর্জনার্দ্দনম্।
এবংবিধানুভাবো যঃ সঃ কথং নিন্দিতং সৃজেৎ॥
স্বপ্নাদিকং পরো দেবঃ প্রাণাদিসন্তনোত্যসৌ।
কেবলস্য পরস্যাস্য মায়াসৃষ্টির্ন যুজ্যতে॥
তস্মাদ্বাধাযুতাঃ সর্ব্বে স্বপ্নাদ্যা যে ত্বকেবলাঃ।
ইদং ন বাধ্যতে সর্ব্বং জগৎ কেবলজং যতঃ॥
মোক্ষবৎ কেবলস্যাস্য শক্ত্যাসম্যগ্বিজৃম্ভিতম্।
এতদ্রহস্যং পরমং ব্রহ্মসূত্রপদোদিতম্॥
যে ত্বেবং ন বিজানন্তি তে হি যান্ত্যধরং তমঃ।
যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্॥
সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ।
যে ত্বেতদনুতিষ্ঠন্তি পারম্পর্য্যাগতং মম॥
তে যান্তি পরমং স্থানং ময়েবোদিতমঞ্জসা॥

ইত্যাদি বৈধর্ম্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবদিতি চ। "প্রধানস্য মহতো মহানি সত্যাসত্যস্য করণানি বাচম্" ইত্যাদি। ব্রহ্মসূত্র - মহাভারত - গায়ত্রীবেদসম্বন্ধশ্চায়ং গ্রন্থঃ। উক্তঞ্চ গারুড়ে—

অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ॥
পুরাণানাং সামরূপঃ সাক্ষাদ্ভগবতোদিতঃ।
দ্বাদশস্কন্ধসংযুক্তঃ শতবিচ্ছেদসংযুতঃ॥
গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধ ইতি ॥১॥

অনন্তগোপাল তথ্য

ভকতিবিনোদ বলে, অন্বেষহ অচঞ্চলে,
অনন্তগোপাল তথ্যরাজ।
সর্ব্বশাস্ত্র ফুকারিছে, ফেল মায়া নিজ পিছে,
সম্বন্ধ হইতে তব কাজ॥
শ্রীরামগোপাল-আস্যে, বাসুদেবানন্ত-দাস্যে,
থাকিয়া ত' সদা লহ নাম।
তথ্য লিখিবার কালে, সেবকেরে দয়া পালে,
কৃষ্ণাভিন্ন গৌর-গুণধাম॥

জন্মাদ্যস্য শ্লোকসংশ্লিষ্ট ব্রহ্মসূত্রসমূহ

১। অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা। ১।১।১
২। জন্মাদ্যস্য যতঃ। ১।১।২
৩। তত্তু সমন্বয়াৎ। ১।১।৪
৪। সংজ্ঞামূর্ত্তিক্লিপ্তিস্তু ত্রিবৃৎ কুর্ব্বত উপদেশাৎ। ২।৪।২০
৫। শাস্ত্রযোনিত্বাৎ। ১।১।৩

৬। ঈক্ষতের্নাশব্দম্। ১।১।৫
৭। নেতরোহনুপপত্তেঃ। ১।১।১৭
৮। তর্কাহপ্রতিষ্ঠানাদপ্যন্যথানুমেয়মিতি চেদেবমপ্যনির্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ। ২।১।১১
৯। অন্তস্তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ। ১।১।২০

তথ্যবিষয়ক গ্রন্থাবলী

শ্রীহয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে শাস্ত্রকথন-প্রস্তাবে 'তন্ত্রভাগবত' নামক একখানি তন্ত্রকে শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষ্য বলিয়া গণনা করা হইয়াছে। 'মন্ত্রভাগবত'-নামক যে গ্রন্থ আছে, উহা শ্রীনীলকণ্ঠ নামক দাক্ষিণাত্যবাসী জনৈক পণ্ডিতকর্ত্তৃক স্বীয় উদ্ধৃত বেদমন্ত্র-ব্যাখ্যাসমন্বিত। ইনি (নীলকণ্ঠ) গোবিন্দসূরির পুত্র ও চতুর্দ্ধরবংশ্য। তিনি আড়াইশত ঋঙ্মন্ত্রদ্বারা রাম ও কৃষ্ণের কথা আশ্রয় করিয়া পদবাক্য-প্রমাণমর্য্যাদা-প্রকাশিকা ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন। মন্ত্রভাগবতের সম্প্রতি চারিটী কাণ্ড পাওয়া যায়। প্রথম গোকুলকাণ্ডে ৩০টী মন্ত্র, দ্বিতীয় বৃন্দাবনকাণ্ডে ৪০টী মন্ত্র, তৃতীয় অক্রুরকাণ্ডে ৩০টী মন্ত্র এবং চতুর্থ মথুরাকাণ্ডে ১০টী মন্ত্র, সর্ব্বসাকুল্যে ১১০ একশত দশটী মন্ত্র পাওয়া যায়।

'শ্রীহনুমদ্ভাষ্য', 'বাসনাভাষ্য', সম্বন্ধোক্তি', বিদ্বৎকামধেনু', 'তত্ত্বদীপিকা', 'ভাবার্থদীপিকা', 'পরমহংসপ্রিয়া' এবং 'শুকহৃদয়' নামক প্রাচীনকৃত শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যাগ্রন্থ আটখানির কথা শ্রীজীবপাদ উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীমন্মধ্বমুনিকৃত-ভাগবততাৎপর্য্য-নামক একটী ভাষ্য এতৎসহ প্রকাশিত হইল। বোপদেবকৃত 'মুক্তাফল', 'হরিলীলা' এবং তিরূটীয়া বিষ্ণুপুরী স্বামীর সঙ্কলিত 'ভক্তিরত্নাবলী' প্রভৃতি ভাগবতনিবন্ধ গ্রন্থও আছে। 'ভাবার্থ-দীপিকা' শ্রীধরস্বামীর টীকা। শ্রীরামানুজসম্প্রদায়াচার্য্য শ্রীবাৎস্যগোত্রীয় শৈলগুরুপুত্র বীররাঘবের টীকা 'ভাগবতচন্দ্রচন্দ্রিকা' এবং শ্রীমধ্বসম্প্রদায়াচার্য্য রাজেন্দ্রতীর্থশিষ্য শ্রীবিজয়ধ্বজতীর্থকৃত 'পদরত্নাবলী' টীকারও ত্রয়োদশশকশতাব্দী হইতে প্রচার দেখা যায়। শ্রীবল্লভাচার্য্য 'সুবোধিনী'-টীকা রচনা করেন। শ্রীরাধারমণ ঘেরার শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীর পরিবার শ্রীগোপীনাথবংশে শ্রীরাধারমণ গোস্বামী 'দীপিকা-দীপন' টিপ্পনী রচনা করেন। শ্রীল জীব গোস্বামীর 'ক্রমসন্দর্ভ'-টীকার বহুল প্রচার হইয়াছে। শ্রীনিয়মানন্দ সম্প্রদায়াচার্য শ্রীশুকদেব প্রণীত 'সিদ্ধান্তপ্রদীপ' টীকার বহুল প্রচার না থাকিলেও টীকাটী পাওয়া যায়। বিশ্ববিখ্যাতকীর্ত্তি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর মহোদয়-কৃত 'সারার্থদর্শিনী' টীকা সকল টীকা অপেক্ষা গৌড়ীয়-বৈষ্ণব পাঠকের পরম প্রয়োজনীয়। শ্রীমধুসূদন সরস্বতীর 'ভাবার্থপ্রকাশিকা ব্যাখ্যা'রও কিয়দংশ দৃষ্ট হয়। শ্রীল জীবপাদের ভাগবতসন্দর্ভ বা ষট্‌সন্দর্ভ ও 'লঘু বৈষ্ণবতোষণী' শ্রীল সনাতন গোস্বামীর 'বৃহৎ বৈষ্ণবতোষণী' এবং 'শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত', শ্রীল রূপ-গোস্বামীর 'লঘুভাগবতামৃত' গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত-অবলম্বনে প্রবন্ধসমূহ। সম্প্রতি শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও 'শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালা' নামে শ্রীভাগবতের প্রয়োজনীয় শ্লোকাবলী সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনপর্য্যায়ে গুম্ফিত করিয়া তাহার ভাষানুবাদ প্রচার করিয়াছেন।

জন্মাদ্যস্য শ্লোকে গায়ত্র্যর্থ

প্রণবের অর্থ—সৃষ্টিশক্তি, পালনীশক্তি ও নাশিনীশক্তিত্রয়েব শক্তিমান্ অর্থাৎ যে শক্তিমান্ পরমেশ্বর হইতে এই বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে, পালিত হইতেছে ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে তাহাই প্রণবাখ্য পরমেশ্বর। ভগবান্ বিষ্ণুই জগতের জন্ম-স্থিতি-প্রলয়ের কারণ জ্যোতির্ম্ময় বস্তু, এই কথা অগ্নিপুরাণে গায়ত্রীব্যাখ্যায় কথিত হইয়াছে। 'ভূর্ভুবঃ ও স্বর্' এই তিনটী আধারকে ব্যাহৃতি বলে। আধেয় প্রকৃতি, পুরুষ ও কাল—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র-মূর্ত্তিতে পরিচিত। যে পরমেশ্বরে ভূ-সর্গ, ভুবঃ সর্গ ও স্বঃসর্গ মৃষা অর্থাৎ বিনশ্বর—নিত্যকাল অবস্থিত না থাকিয়া পরিবর্ত্তনশীল।

সবিতৃপ্রকাশক পরম তেজোময় বলিতে 'স্বরাট্'-শব্দের প্রয়োগ। অপরের সাহায্যে সবিতার প্রকাশ নহে; তিনি স্বয়ংপ্রকাশ বস্তু। সর্ব্বতেজঃ হইতে বরেণ্য পরম বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কামী, দেবতা ও মুক্তিভাজন জনগণের সর্ব্বদা বরণীয়। তিনি বরণীয় বলিয়া জাগ্রৎস্বপ্নাদিবিহীন নিত্য, শুদ্ধ ও জাগ্রত। সবিতৃদেবের বরেণ্য দেব তুরীয় বস্তু। সেই পরমেশ্বর বস্তুকে সূর্য্যমণ্ডলে ধ্যানদ্বারা দ্রষ্টব্য।

বরেণ্যের পরিবর্ত্তে 'পরং'-শব্দ।

ধ্যানকারী জীব ও সবিতৃমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী পরমাত্মা তেজোবিশিষ্ট ; তাহাতে কর্ম্মমার্গীয় পাপ-সমূহ নাই। তিনি অনাদি কর্ম্মবিদ্ধ জীব নহেন, অথবা কর্ম্মপরবশ দেবতাও নহেন ; তিনি আদ্যানন্ত মূর্ত্তিবিশিষ্ট ধ্যেয় বস্তু। সেই 'ভর্গ'-শব্দ ব্রহ্মপর এবং বিষ্ণু বা ভগবচ্ছব্দে অভিন্ন বর্ণিত হওয়ায় ভর্গদেব-শব্দ ভগবৎ-প্রতিপাদক। তিনি পরমজ্যোতি-র্ম্ময়, জগতের জন্ম-স্থিতি-লয়ের কারণ। তিনিই বিষ্ণু।

"আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি-প্রেরণার প্রার্থনা" হৃদয়-দ্বারা তত্ত্ববস্তুর ধারণা 'তেনে ব্রহ্মহৃদা' এই বাক্যে সূচিত হইয়াছে—বিষ্ণুর পরম সত্যপদই সেবারত মনোদ্বারা ধ্যেয়। তাঁহার কৃপায় সেই পরমসত্য বস্তু আমাদের ধ্যানের বিষয় হওয়ার বুদ্ধিবৃত্তির প্রেরণাই হইল।

'জন্মাদ্যস্য' শ্লোকে গায়ত্রীর অর্থই প্রকটিত হইয়াছে। নিগমকল্পতরুর প্রপক্বফল শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য, সুতরাং বেদমাতা গায়ত্রী অবলম্বন করিয়াই গ্রন্থের আরম্ভ। অগ্নিপুরাণের কতিপয় শ্লোক এই বাক্যের সমর্থন করিতেছে—

এবং সন্ধ্যাবিধিং কৃত্বা গায়ত্রীঞ্চ জপেৎ স্মরেৎ।
গায়ত্র্যুক্থানি শাস্ত্রাণি ভর্গং প্রাণাংস্তথৈব চ ॥
ততঃ স্মৃতেয়ং গায়ত্রী সাবিত্রী যত এব চ।
প্রকাশিনী সা সবিতুর্বাক্পতিত্বাৎ সরস্বতী ॥
তজ্জ্যোতিঃ পরমং ব্রহ্ম ভর্গস্তেজো যতঃ স্মৃতঃ।
ভর্গঃ স্যাদ্ ভ্রাজত ইতি বহুলং ছন্দমীরিতম্ ॥
বরেণ্যং সর্ব্বতেজোভ্যঃ শ্রেষ্ঠং বৈ পরমং পদম্।
স্বর্গাপবর্গকামৈর্ব্বা বরণীয়ং সদৈব হি ॥
বৃণোতের্ব্বরণার্থত্বাৎ জাগ্রৎস্বপ্নাদিবর্জ্জিতম্।
নিত্যং শুদ্ধং বুদ্ধমেকং নিত্যভর্গমধীশ্বরম্ ॥
অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতির্দ্ধ্যায়েম হি বিমুক্তয়ে।
তজ্জ্যোতির্ভগবান্ বিষ্ণুর্জগজ্জন্মাদিকারণম্ ॥
শিবং কেচিৎ পঠন্তি স্ম শক্তিরূপং পঠন্তি চ।
কেচিৎ সূর্য্যং কেচিদগ্নিং দৈবতান্যাগ্নিহোত্রিণঃ ॥
অগ্ন্যাদিরূপী বিষ্ণুর্হি বেদাদৌ ব্রহ্ম গীয়তে।
তৎপদং পরমং বিষ্ণোর্দ্দেবস্য সবিতুঃ স্মৃতম্ ॥
দধাতের্ব্বা ধীমহীতি মনসা ধারয়েম হি।
নোঽস্মাকং যচ্চ ভর্গস্তৎ সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং ধিয়ঃ ॥
চোদয়াৎ প্রেরয়াদ্বুদ্ধিং ভোক্তৃণাং সর্ব্বকর্ম্মসু।
দৃষ্টাদৃষ্টবিপাকেষু বিষ্ণুং সূর্য্যাগ্নিরূপভাক্।
ঈশ্বর-প্রেরিতো গচ্ছেৎ স্বর্গং বা স্বভ্রমেব বা ॥
ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং মহদাদি জগদ্ধরিঃ ॥
স্বর্গাদ্যৈঃ ক্রীড়তে দেবো যো হংসঃ পুরুষঃ প্রভুঃ।
ধ্যানেন পুরুষোঽয়ঞ্চ দ্রষ্টব্যঃ সূর্য্যমণ্ডলে ॥
সত্যং সদাশিবং ব্রহ্ম বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্।
দেবস্য সবিতুর্দ্দেবো বরেণ্যং হি তুরীয়কম্ ॥
যোঽসাবাদিত্যপুরুষঃ সোঽসাবহমনুত্তমম্।
জনানাং শুভকর্ম্মাদীন্ প্রবর্ত্তয়তি যঃ সদা ॥

জন্মাদ্যস্য-শ্লোকে দশলক্ষণার্থ ভাগবত-বিষয়

শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থে বিপুলভাবে যে দশটী বিষয় বিবৃত হইয়াছে, সেই দশটী অর্থই জন্মাদ্যস্য শ্লোকে অন্তর্নিহিত আছে ; তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

১। **সর্গ**—ক্ষিত্যপ্তেজোমরুদ্ব্যোমাত্মক পঞ্চমহা-ভূত, রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শাত্মক পঞ্চ তন্মাত্রা, চক্ষু-কর্ণনাসাজিহ্বাত্বগাত্মক পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাক্‌পাণি-পাদপায়ূপস্থাত্মক পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, মনঃ—মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কার—এ সকলের বিরাট্‌রূপে ও স্বরূপে যে উৎপত্তি—"জন্মাদ্যস্য যতঃ" ইহাতে।

২। **বিসর্গ**—ব্রহ্মার গুণবৈষম্য অর্থাৎ ব্রহ্মা হইতে চরাচর সৃষ্টি—"জন্মাদ্যস্য যতঃ" ইহাতে।

৩। **স্থান**—ভগবানের বিজয়, সংহারকারী রুদ্র ও স্রষ্টা ব্রহ্মা হইতে উৎকর্ষ,—"জন্মাদ্যস্য যতঃ" ইহাতে।

৪। **পোষণ**—নিজভক্তগণের প্রতি ভগবানের অনুগ্রহ—"তেনে" ইত্যাদিতে।

৫। **উতি**—কর্ম্মবাসনা—"মুহ্যন্তি" ইত্যাদিতে।

৬। **মন্বন্তর**—সাত্ত্বিকজীবগণের আচরণীয় ধর্ম্ম। স্থানান্তর্গত অর্থাৎ "জন্মাদ্যস্য যতঃ" ইহাতে।

৭। **ঈশানুকথা**—হরির অবতারকথা ও ভাগ-বতদিগের কথা। স্থানান্তর্গত অর্থাৎ "জন্মাদ্যস্য যতঃ" ইহাতে।

৮। **নিরোধ**—যোগনিদ্রাকালে স্বীয় উপাধি-শক্তিসহ হরির শয়ন—"জন্মাদ্যস্য যতঃ" ইত্যাদিতে।

৯। **মুক্তি**—স্থূল ও সূক্ষ্মরূপ ত্যাগে শুদ্ধজীব বা পার্ষদরূপে স্থিতি "নিরস্তকুহকং" "স্বেনধাম্না" ইত্যাদিতে।

১০। **আশ্রয়**—জন্মস্থিতিভঙ্গের কারণ সেই প্রসিদ্ধ পরব্রহ্ম ও পরমাত্মা—"সত্যং পরং" ইত্যাদিতে। এরূপে ভাগবতের বিষয় দশটীর নির্দ্দেশ হইয়াছে।

শব্দসমূহের বিভিন্নার্থ

অস্য—১। বিশ্বস্য (শ্রীধর)।
২। বাসুদেব-শ্রীকৃষ্ণস্য (চক্রবর্ত্তী)।
৩। প্রত্যক্ষাদি-সকলপ্রমাণসন্নিধাপিতস্য জগতঃ (মধুসূদন)।
৪। চিদচিন্ময়স্য জগতঃ (সুদর্শন ও বীররাঘব)।
৫। প্রত্যক্ষস্য জগতঃ (বিজয়ধ্বজ)।

জন্মাদি—১। জন্মস্থিতিভঙ্গং ("যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইতি শ্রুতিঃ—শ্রীধর)।
২। জন্মৈশ্বর্য্যপ্রকটনপূর্ব্ববৃত্তকথনাদি (চক্রবর্ত্তী)।
৩। সম্পাদনম্ (ঐ)
৪। প্রাদুর্ভাবঃ (ঐ)
৫। উপাসকেষু পরমাত্মত্বেন ব্রহ্মত্বেন চ সাক্ষাৎকারঃ (ঐ)
৬। জন্মস্থিতিভঙ্গমোক্ষং "যতো বা ইমানি ইত্যাদৌ যতো জায়ন্তে ইতি জন্মোক্তিঃ, যেন জীবন্তীতি স্থিত্যুক্তিঃ' যং প্রয়ন্তীতি প্রলয়োক্তিঃ যদ্ অভিসংবিশন্তীতি মোক্ষোক্তিঃ (শুকদেব—সিদ্ধান্তপ্রদীপ)।
৭। জন্মাদ্যস্য যত ইতি প্রণবার্থঃ সৃষ্ট্যাদিশক্তিমত্তত্ত্ববাচিত্বাৎ (শ্রীজীব)।

আদ্যস্য—১। আনকদুন্দুভি ব্রজেন্দ্রনন্দনতয়া শ্রীমথুরাদ্বারকা-গোকুলেষু বিরাজমানস্য গোবিন্দস্য (শ্রীজীব)।
২। শৃঙ্গাররসস্য (চক্রবর্ত্তী)।
৩। রসস্য (ঐ)।
৪। পরমেশ্বরস্য (ঐ)।
৫। আকাশস্য (বল্লভাচার্য্য।

যতঃ—১। পরমেশ্বরাৎ (শ্রীধর)।
২। যত্র বসুদেবগৃহে (চক্রবর্ত্তী)।
৩। ভগবতঃ গোপীজনবল্লভাৎ (ঐ)।
৪। যাভ্যাং শ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং (ঐ)।
৫। ভক্তিযোগাৎ (ঐ)।
৬। আনকদুন্দুভিগৃহাৎ (শ্রীজীব)।
৭। হেতৌ ৫মী (সুদর্শন)।
৮। যত ইতি প্রণবার্থঃ (শ্রীজীব)।

অর্থেষু—১। কারণ-কার্য্যেষু (শ্রীধরাদি)।
২। কংসবঞ্চনাদিষু তাদৃশভাববদ্ভিঃ শ্রীগোকুলবাসিভিরেব সর্ব্বানন্দকদম্বকাদম্বিনীরূপা সা কাপি লীলা সিদ্ধ্যতীতি তল্লক্ষণেষু (শ্রীজীব)।
৩। সৃজ্যাসৃজ্যবস্তুমাত্রেষু (চক্রবর্ত্তী)।
৪। কংসবঞ্চনাদিষু অথবা ব্রজসম্বন্ধি-বাৎসল্যাদি-প্রেমপ্রকাশরূপেষু (ঐ)।
৫। চতুঃষষ্টিকলাদিরসোপযোগিসমস্তবস্তুষু (ঐ)
৬। নিষ্কামকর্ম্মযোগ-জ্ঞানযোগেষু (ঐ)।
৭। সর্ব্বপদার্থেষু (মধ্ব)।
৮। সৃজ্যমানেষু বিবিধবিচিত্রপ্রকারেষু (শুকদেব)।
৯। কার্য্যভূতেষু দেবমনুষ্যাদিষু (বীররাঘব)।
১০। রসোপযোগি-ধীরললিতেত্যাদিময়-মুখ্যরসেষু (ঐ)।

অন্বয়াৎ—১। সদ্রূপেণান্বায়াৎ, অথবা অনুবৃত্তিরনুবৃত্তত্বাৎ, সদ্রূপং ব্রহ্মকারণং মৃৎসুবর্ণাদিবৎ (শ্রীধর)।
২। অন্বয়েন তস্যৈব কারণত্ববোধকঃ কারণস্য স্বাবস্থায়াং কার্য্যাবস্থায়াঞ্চানুবৃত্তত্বম্ (শ্রীজীব)।
৩। ঘটে মৃদন্বয় ইব অথবা প্রলয়ে বিশ্বস্য পরমেশ্বরে অনুপ্রবেশাৎ অথবা অন্বয়াৎ কারণত্বেন যৎকর্ত্তৃকাদনুপ্রবেশাৎ জন্মকর্ম্মফলদাতৃত্বেন যৎকর্ত্তৃকাদনুপ্রবেশাৎ স্থিতিঃ। সংহারকত্বেন রুদ্ররূপেণ যৎকর্ত্তৃকাদনুপ্রবেশাদ্ভঙ্গশ্চ। অত্র কারণস্য কার্য্যসমন্বিতত্বমেব কার্য্যে অনুপ্রবেশঃ (চক্রবর্ত্তী)।
৪। অনু অয়াৎ অয়মেবাগচ্ছৎ (ঐ)।
৫। সংযোগাৎ (ঐ)।
৬। শ্রীরাধায়াঃ অনুগতের্হেতোঃ (ঐ)।
৭। ভগবত্ত্বসাহিত্যাৎ (ঐ)।
৮। "যতো বা ইমামি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিভ্যঃ অতর্কতঃ (মধ্ব)।
৯। সমবায়িকারণাৎ (বল্লভ)।
১০। অনুবৃত্তেঃ কার্য্যোপাদানতয়ানুগমনাৎ (শুকদেব)।
১১। বিশ্বোপাদানহেতোঃ (ঐ)।

১২। সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ ইতি শ্রুতি-বাক্যান্বয়াৎ সতঃ (মধুসূদন)।

১৩। অনুবৃত্তেরুপাদানত্বং (বীররাঘব)।

১৪। উপক্রমোপসংহারাদি তাৎপর্য্যালিঙ্গাৎ (বিজয়ধ্বজ)।

১৫। পুত্রভাবতঃ তদনুগতত্বেনাগচ্ছৎ (শ্রীজীব)।

ইতরতঃ—১। অকার্য্যেভ্যঃ খপুষ্পাদিভ্যস্তদ্ব্যতিরেকাচ্চ অথবা ব্যাবৃত্তত্বাৎ বিশ্বং কার্য্যং ঘটকুণ্ডলাদিবৎ (শ্রীধর)।

২। ব্যতিরেকেণ তদকার্য্যস্যাসত্ত্ববোধকঃ। অত্র ব্যতিরেকপদেনার্থেতরদাক্ষেপলব্ধং তচ্চ খপুষ্পাদিরূপম্ (শ্রীজীব)।

৩। কার্য্যাণান্তু পরস্পরং কারণাবস্থায়াং ব্যাবৃত্তং জ্ঞেয়ম্ (শ্রীজীব)।

৪। সর্গে ততো বিভাগাচ্চ। সৃজ্যপাল্যসংহার্য্যাদ্বিশ্বতঃ স্বরূপশক্ত্যাভিন্নাৎ চকারান্মায়াশক্ত্যা তদভিন্নাচ্চ (চক্রবর্ত্তী)।

৫। ইতরত্র নন্দগৃহে (চক্রবর্ত্তী)।

৬। বিপ্রলম্ভাৎ (ঐ)।

৭। ইতরাঃ কান্তাঃ পরিত্যজ্য (ঐ)।

৮। ইতরেষ্বর্থেষু নিষ্কামকর্ম্মযোগজ্ঞানযোগেষু (ঐ)।

৯। অশ্রুতিস্মৃতিভ্যঃ তর্কতঃ (মধ্ব)।

১০। নিমিত্তকারণাৎ (বল্লভ)।

১১। উৎসৃজ্যমান- বিশ্বেক্ষণ - সৃজন-নিয়মনাদি-নিমিত্তকর্ত্তৃব্যাপারাৎ (শুকদেব)।

১২। তদীক্ষণাদিনা তন্নিমিত্তহেতোঃ (শুকদেব)।

১৩। "অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ" ইত্যসতঃ (মধুসূদন)।

১৪। ব্যতিরেকাৎ অনন্বয়াৎ প্রকৃতিপুরুষাভ্যাং বিলক্ষণত্বেন তন্নিয়ন্তৃতয়া পৃথগেবাবস্থানান্নিমিত্তত্বং চৈকস্যৈব ব্রহ্মণ উপপন্নং)বীররাঘব)।

১৫। প্রত্যক্ষাগমাভ্যাং অনুগৃহীতাদিতরস্মাৎ তর্কাৎ (বিজয়ধ্বজ)।

১৬। শ্রীব্রজেশ্বরগৃহেঽপি (শ্রীজীব)।

অভিজ্ঞঃ—১। সর্ব্বজ্ঞঃ (মধ্ব)।

২। জ্ঞাতা (রূঢ়ি—সাধারণ)।

৩। অভি সর্ব্বতোভাবেন ভজ্জ্ঞাতৃত্বং শ্রূয়তে ইত্যর্থঃ (শ্রীজীব)।

৪। অনেন ঈক্ষতের্নাশব্দমিতিসূত্রার্থ উক্তঃ (বিশ্বনাথ)।

৫। বিদগ্ধঃ ন চ প্রাকৃত-নলাদিনায়কবৎ কালকর্ম্মাদিগ্রস্তঃ (ঐ)।

৬। অভি সর্ব্বতোভাবেন জ্ঞা জানং যতঃ। জ্ঞানস্য সাত্ত্বিকত্বাদ্ গুণাতীতায়া ভক্তেস্তত্রান্বয়ং বিনা পরমাত্মনো ব্রহ্মণশ্চ জ্ঞানমেব ন ভবেৎ (ঐ)।

স্বরাট্—১। ন অন্যাপেক্ষঃ (মধ্ব ও মধুসূদন)

২। স্বতন্ত্রঃ অকর্ম্মবশ্যঃ কর্ম্মবশ্যানাং প্রেরকঃ, তস্মাৎ ধ্যেয়ঃ (বীররাঘব)।

৩। স্বস্য স্বয়মেব রাজা নান্যোঽধিপতিঃ (বিজয়ধ্বজ)।

৪। স্বেনৈব রাজতে যস্তং স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানমিত্যর্থঃ (শ্রীধর)।

৫। ইত্যনেন জ্ঞানরূপস্যাপি স্বরূপজ্ঞানেনৈব জ্ঞাতৃত্বাঙ্গীকারাচ্চ (শ্রীজীব)।

৬। স্বৈর্গোকুলবাসিভিরেব রাজত ইতি (শ্রীজীব)

৭। সবিতৃপ্রকাশক পরমতেজোবাচি (ঐ)।

৮। স্বরূপেণৈব তথা যথা রাজত ইতি (বিশ্বনাথ)।

৯। ন ত্বন্যপরতন্ত্রঃ, অথবা স্বৈঃ পিত্রাদিভিঃ শ্রীনন্দাদ্যৈর্বিরাজমানত্বার্থম্ (ঐ)।

১০। স্বেন কান্তেনৈব রাজত ইতি স্বাধীনকান্তা (ঐ)

১১। সম্রাড়িব স্বতন্ত্রো ন কস্যাপাধীনঃ (ঐ)।

আদিকবয়ে—১। শিবাদিপিত্রে পদ্মজায় (শুকদেব)

২। হিরণ্যগর্ভায় (মধুসূদন)।

৩। চতুর্ম্মুখায় (সুদর্শন, বীররাঘব ও বিজয়ধ্বজ)।

৪। ব্রহ্মণে (শ্রীধর ও বিশ্বনাথ)।

৫। ব্রহ্মাণং বিস্মাপয়িতং (শ্রীজীব)।

৬। স্বকুলস্যাদিপুরুষঃ কবির্বিজ্ঞশ্চ যঃ সত্যব্রতমনুস্তস্মৈ (বিশ্বনাথ)।

৭। আদিরসস্য কবয়ে ভরতায় (ঐ)

৮। আদিতো জন্মারভ্যৈব কবয়ে তত্ত্বজ্ঞায় শ্রীশুকদেবায় (বিশ্বনাথ)।

৯। ব্যাসায় (ঐ)

ব্রহ্ম—১। বেদং (সুদর্শন ও শ্রীধর)।

২। সত্যজ্ঞানানন্তানন্দমাত্রৈকরসমূর্ত্তিময়ং বৈভবং (শ্রীজীব)।

৩। স্ব-তত্ত্বং বা (বিশ্বনাথ)।
৪। ব্রহ্মাত্মকং বৎসবালকাদি (ঐ)।
৫। নির্বিশেষং স্বরূপং (ঐ)।
৬। আদিরসস্য তত্ত্বং (ঐ)।
৭। শ্রীভাগবতং মূর্দ্ধণ্যরসময়রাসপঞ্চাধ্যায়ীকং (ঐ)।

হৃদা—১। স্নেহেন (মধ্ব ও বিজয়ধ্বজ)।
২। সঙ্কল্পেন (সুদর্শন ও বীররাঘব)।
৩। মনসা মনোমাত্রেণ (বিজয়ধ্বজ)।
৪। মনসৈব অনেন বুদ্ধিবৃত্তিপ্রবর্ত্তকত্বেন গায়ত্র্যর্থোঽপি দর্শিতঃ (শ্রীধর)।
৫। সঙ্কল্পমাত্রেণৈব (শ্রীজীব ও বিশ্বনাথ)।
৬। বুদ্ধিবৃত্তিপ্রেরণা সূচিতা (ঐ)।
৭। ব্রহ্ম হৃদি যস্য তেন নারদেন (ঐ)।

তেনে—১। প্রকাশিতবান্ (শ্রীধর)।
২। বিস্তারিতবান্ (শ্রীজীব)।
৩। প্রকাশয়ামাস (বিশ্বনাথ)।
৪। স্বাংশমৎস্যদেবোক্ত্যা প্রকাশয়ামাস (ঐ)।
৫। কৃপয়া প্রকাশিতঃ (ঐ)।

যৎ—১। যত্র যস্মিন্ বিষয়ে অখণ্ডানন্দাদ্বয়ে-স্বরূপ-চিন্মাত্রলক্ষণে (মধুসূদন)।
২। যস্মিন্ ব্রহ্মণি (শ্রীধর)।
৩। যতস্তথাবিধলৌকিকসমুচিতলীলাহেতোঃ (শ্রীজীব)
৪। যতঃ শ্রীভাগবতাৎ যত্র রাসে সতি (চক্রবর্ত্তী)।
৫। যস্মিন্ ভক্তিযোগে (ঐ)।

সূরয়ঃ—১। তার্কিকাদয়ঃ (মধুসূদন)।
২। জ্ঞানবন্ত উপাসকাঃ (সুদর্শন ও বীররাঘব)
৩। কপিলাদয়ঃ শাস্ত্রপ্রণেতারঃ (বিজয়ধ্বজ)।
৪। তদ্ (শ্রীকৃষ্ণ) ভক্তাঃ (শ্রীজীব)।
৫। ভবনারদা দয়োঽপি (বিশ্বনাথ)।
৬। কবয়ঃ (ঐ)।
৭। যাভ্যাং শ্রবণনয়নাদিবিষয়ীভূতাভ্যাং তৎ-পরিকরভূতা ভক্তাঃ (ঐ)।
৮। বশিষ্ঠাদয়োঽপি (ঐ)।

মুহ্যন্তি—১। মোহমজ্ঞানমনুভবন্তি। মোহো দ্বিবিধঃ—আবরণরূপো বিক্ষেপরূপশ্চ (মধুসূদন)।
২। অপরিচ্ছেদ্য-বৈভবত্বাৎ ব্যাকুলীভবন্তি (সুদর্শন ও বীররাঘব)।
৩। প্রেমাতিশয়োদয়েন বৈবশ্যমাপ্নুবন্তি (শ্রীজীব)।
৪। রসাস্বাদজনিতামানন্দমূর্চ্ছাং প্রাপ্নুবন্তি (চক্রবর্ত্তী)।
৫। মহাবিজ্ঞা অপি মূঢ়া ভবন্তো ধর্ম্মবিপর্য্যয়ং প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ (ঐ)।
৬। গুণাতীতে ভক্তিযোগে গুণজন্যানাং বুদ্ধ্যা-দ্যন্তঃকরণানাং স্বতঃ প্রবেশাশক্তেঃ মোহমজ্ঞানমেব প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ (ঐ)।

তেজোবারিমৃদাং যথা—১। একস্য তেজসো বহুত্ববদীশ্বর-সর্গঃ, বারিনিমিত্তপ্রতিবিম্ববজ্জীবসর্গঃ, মৃদো ঘটাদিবদব্যক্তাজ্জড়সর্গঃ ; ন চ মায়াময়ী সৃষ্টিঃ (মধ্ব)।
২। তত্র তেজসি বারিবুদ্ধির্মরীচিকায়াং প্রসিদ্ধা মৃদি চ কাচাদৌ বারিবুদ্ধি ইত্যাদি (শ্রীধর)।
৩। তত্র তেজশ্চন্দ্রাদের্বিনিময়ো নিস্তেজো-বস্তুভিঃ সহ ধর্ম্মপরীবর্ত্তঃ। তৎ শ্রীমুখাদিরুচা চন্দ্রা-দের্নিস্তেজত্ব বিধানাৎ, নিকটস্থনিস্তেজোবস্তুনঃ স্বভাসা তেজস্বিতা-পাদ-নাচ্চ। তথা বারি দ্রবশ্চ কঠিনং ভবতি বেণুবাদ্যেন। মৃৎপাষাণাদিশ্চ দ্রবতীতি (শ্রীজীব)।
৪। যথা অজ্ঞানাং তেজসি বারীদমিতি বারিণি স্থলমিতি মৃদি কাচাদৌ চ বারীদমিতি বুদ্ধিঃ তথৈব (বিশ্বনাথ)।
৫। দৃশ্যভূতানাং যথাবৎ (ঐ)।
৬। তেজ আদিষু বার্য্যাদিবুদ্ধিরিব ভগবদেক-নিষ্ঠে রসে প্রাকৃতজননিষ্ঠত্ববুদ্ধিঃ (ঐ)।

বিনিময়ঃ—১। বিকারঃ (শুকদেব)।
২। পরস্পর মিশ্রীকরণং (সুদর্শন ও বীররাঘব)
৩। ব্যত্যয়ঃ অন্যস্মিন্নাবভাসঃ স যথাধিষ্ঠান-তয়া সত্যবৎ প্রতীয়তে তদ্বদিত্যর্থঃ (শ্রীধর)।
৪। বিপর্য্যয়ঃ (বিশ্বনাথ)।
৫। পরস্পরং মিলনং (ঐ)।
৬। স্বস্বধর্ম্মব্যত্যয়ঃ (ঐ)।
৭। মেলনং (ঐ)।

যত্র—১। ন অন্যত্র (মধ্ব)।

২। যদাশ্রয়তয়া (শ্রীজীব)।

৩। ব্রহ্মণি (মধুসূদন)।

৪। যত্রেত্যনেন প্রাপ্তমুপাধিসম্বন্ধং বারয়তি (শ্রীধর)।

৫। শ্রীকৃষ্ণে (শ্রীজীব)।

৬। পূর্ণচিন্ময়াকারে (বিশ্বনাথ)।

৭। যোগমায়াবৈভবে (ঐ)।

৮। রসতত্ত্বে (ঐ)।

৯। যয়োঃ শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ (ঐ)।

ত্রিসর্গঃ—১। জীবেশ্বরজড়ানাং সর্গঃ (মধ্ব ও বিজয়ধ্বজ)।

২। ভূর্ভুবঃস্বরিতি ব্যাহৃতিত্রয়ার্থঃ (শ্রীজীব)।

৩। ত্রয়াণাং প্রকৃতিগুণানাং সৃজ্যতে ইতি সর্গঃ (কর্ম্মণি) (সুদর্শন ও বীররাঘব)।

৪। গুণত্রয়ং সৃজ্যতে অনেন ইতি সর্গঃ (মধুসূদন)।

৫। ত্রয়াণাং মায়াগুণানাং তমোরজঃসত্ত্বানাং সর্গোভূতেন্দ্রিয়দেবতারূপঃ (শ্রীধর)।

৬। শ্রীগোকুলমথুরাদ্বারকা বৈভবপ্রকাশঃ (শ্রীজীব)।

৭। ত্রিগুণসর্গোঽয়মিতি বুদ্ধিঃ (চক্রবর্ত্তী)।

৮। ত্রিগুণসৃষ্টো দেহঃ (ঐ)।

৯। ত্রয়াণাং বাচ্যলক্ষ্যব্যঙ্গ্যানাং অর্থানাং ধ্বনি-গুণালঙ্কারাণাং বা সর্গঃ নির্ম্মাণ-প্রপঞ্চঃ (ঐ)।

১০। তিসৃণাং শ্রীভূলীলানাং গোপীমহিষীলক্ষ্মীণাং বা অন্তরঙ্গা-বহিরঙ্গা-তটস্থানাং বা শক্তীনাং সর্গঃ (ঐ)

১১। ত্রিগুণসৃষ্টত্বং (ঐ)।

মৃষা—১। বৃথা ভীত্বা মৃষাশ্রুরিতিবৎ (মধ্ব)।

২। মিথ্যৈবেত্যর্থঃ (বিশ্বনাথ)।

৩। প্রাকৃতনায়কে কবি-প্রৌঢ়োক্তিমাত্র প্রাণো মিথ্যৈবেত্যর্থঃ (ঐ)।

৪। অবাস্তবঃ (ঐ)।

অমৃষা—১। যৎসত্যতয়া মিথ্যাসর্গোঽপি সত্য-বৎ প্রতীয়তে ইতি শুদ্ধাদ্বৈতবাদিনা ব্যাখ্যাতং তদসৎ —"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" ইতি শ্রুতিবিরোধাৎ। জগৎ সত্যং। (শুকদেব)।

২। সত্য এব (শ্রীজীব ও বিশ্বনাথ)।

৩। যৎসত্যতয়া মিথ্যাসর্গোঽপি সত্যবৎ প্রতীয়তে (শ্রীধর)।

৪। অলৌকিকত্বেন চমৎকারী স্যাৎ (চক্রবর্ত্তী)

স্বেন—১। স্বাভাবিকেন নিরুপাধিকেন (বীর-রাঘব)।

২। স্বস্বরূপেণ (শ্রীজীব)।

৩। অসাধারণেন (বিশ্বনাথ)।

৪। স্বস্বরূপেণালৌকিকমাধুর্য্যময়েন ভক্তানা-মনুভবগোচরীভূতেনৈব (ঐ)।

ধাম্না—১। অখণ্ডানন্দাদ্বিতীয়চৈতন্যরূপত্বাৎ (মধুসূদন)।

২। তেজঃ পরাভিভবন-সামর্থ্যলক্ষণং (সুদর্শন)

৩। তেজসা নিত্যাসঙ্কোচিতজ্ঞানরূপেণ (বীররাঘব)।

৪। স্বরূপজ্ঞান-মহিম্না (বিজয়ধ্বজ)।

৫। মহসা (শ্রীধর)।

৬। শ্রীমথুরাখ্যেন (শ্রীজীব)।

৭। স্বরূপশক্ত্যা, স্বভক্তনিষ্ঠস্বানুভবপ্রভাবেণ বা প্রতিপদসমুচ্ছলন্মাধুর্য্যৈশ্বর্য্যভ্রাজিশ্রীবিগ্রহেণ বা (বিশ্বনাথ)।

৮। মাধুর্য্যাস্বাদসাক্ষাৎকারচমৎকার-প্রভাবেণ (ঐ)

নিরস্তকুহকং—১। নিবৃত্তং কুহকং অবিদ্যাখ্যং যস্মিন্ তত্তথা (মধুসূদন)।

২। কুহকং ইন্দ্রজালাদিমায়া (বিজয়ধ্বজ)।

৩। কুহকং কপটং (শ্রীধর)।

৪। কুহকমত্র মায়োপাধিকৃতভ্রমপরাভবঃ (শ্রীজীব)।

৫। কুহকং মায়াকার্য্যলক্ষণং (ঐ)।

৬। কুহকাঃ কুতর্কনিষ্ঠাঃ (চক্রবর্ত্তী)।

৭। জীবানামবিদ্যা (ঐ)।

৮। কুহকাঃ জরন্মীমাংসকাঃ (ঐ)।

৯। নিষ্কপটং যথা স্যাৎ তথা (ঐ)।

১০। কুহকাঃ কুতর্কবন্তো (ঐ)।

সত্যং—১। নিত্যানির্দুঃখনিরতিশয়ানন্দানুভবরূপং (মধ্ব)।

২। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যুক্তলক্ষণং (শ্রীজীব)।

৩। পরমেশ্বরস্য স্বরূপলক্ষণম্ (শ্রীধর)।

৪। "সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ কৃষ্ণঃ সত্যমত্র প্রতিষ্ঠিতম্। সত্যাৎ সত্যঞ্চ গোবিন্দস্তস্মাৎ সত্যো

হি নামতঃ ।।" ইত্যুদ্যোগপর্ব্বণি সঞ্জয়কৃত-শ্রীকৃষ্ণ-নাম্নাং নিরুক্তৌ তথা শ্রুতত্বাৎ (শ্রীজীব)।

৫। সর্ব্বকালদেশবর্ত্তিনং পরমেশ্বরং (বিশ্বনাথ)

৬। যথার্থস্বরূপং (চক্রবর্ত্তী)।

৭। সন্তো হি তং পরমকল্যাণগুণময়ং ভক্তি-যোগং (ঐ)।

পরং—১। সম্পূর্ণগুণং (মধ্ব)।

২। পরমেশ্বরং ইতি ন পুনরভেদবাদিনামিব চিন্মাত্রং ব্রহ্ম। ধ্যেয়ধ্যাতৃধ্যানভেদাবগমাৎ (শ্রীজীব)

৩। বিশ্বকারণং (শুকদেব)।

৪। পরমেশ্বরম্ (শ্রীধর)।

৫। সর্ব্বোৎকৃষ্টং যথা স্যাৎ তথা (চক্রবর্ত্তী)।

৬। শ্রেষ্ঠং বাস্তববস্তুরূপত্বাৎ ত্রিগুণাতীতম্ (ঐ)

ধীমহি—১। ধ্যায়তে লিঙ্ ছান্দসং ধ্যায়েম ইত্যর্থঃ বহুবচনং শিষ্যাভিপ্রায়কং (শ্রীজীব)।

২। ধ্যায়েমঃ বহুবচনেন কালদেশপরম্পরা-প্রাপ্তান্ সর্ব্বানেব জীবান্ স্বান্তরঙ্গীকৃত্য স্বশিক্ষয়া তান্ ধ্যানমুপদিশন্নেব ক্রোড়ীকরোতি। ধ্যানস্যৈব (ব্রহ্ম) জিজ্ঞাসায়াঃ ফলত্বাৎ।

প্রামাণিক সন্ধান

অস্য—"তস্মাদ্ বা এতস্মাদ্ আত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" ইতি শ্রুতিঃ।

জন্মাদি—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎপ্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি" (তৈ, ত)।

অভিজ্ঞঃ—১। "স ঈক্ষত লোকান্নু সৃজা স ইমান্ লোকান্ অসৃজত।" (ঐ ১।১।১)।

২। "বহুস্যাম্" (তৈঃ ব্রঃ ৬ অঃ ও ছাঃ ৬।২।৩)

৩। "অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা
তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তং ।।"

(শ্বেঃ ৩।১৯)

"ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে
ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ ।।" (শ্বেঃ ৬।৮)

—৪

৪। "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ।"

৫। "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ।

৬। "তস্মাদ্ বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ।" "নাসদাসীন্নো সদাসীৎ স আসীৎ।"

তেনে—১। "হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ।"

২। "যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্বৈশরণ মহং প্রপদ্যে।"

সত্যং—১। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।"

২। "বৃহত্ত্বাদ্ বৃংহণত্বাচ্চ যদ্ ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ।"

তেজোবারিমৃদাং—"অসতঃ সদজায়ত।"

হৃদা—"অস্যৈব মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্‌যদ্ ঋগ্বেদ" ইত্যাদি।

পরং—১। "কৃষ্ণ এব পরো দেবস্তং ধ্যায়েৎ।"
(গোপালতাপনী)

২। "তমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহং। বৃন্দাবনসুরভূরুহতলাসীনম্।" (গোপালতাপনী)

৩। "নির্দ্দোষঃ পূর্ণগুণবিগ্রহ আত্মতন্ত্রো নিশ্চেতনাত্মকশরীরগুণৈশ্চ হীনঃ। আনন্দমাত্রমুখপাদ-সরোরুহাৎ।" (ধ্যানবিন্দু)।

৪। "অর্দ্ধমাত্রাত্মকো রামো ব্রহ্মানন্দৈকবিগ্রহঃ।
(রামতাপনী)

৫। "ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্ম পুরুষং নৃকেশরি-বিগ্রহম্।" (নৃসিংহতাপনী)

৬। "অনিন্দ্রিয়া অনাহারা অনিষ্পন্নাঃ সুগন্ধিনঃ।
একান্তিনস্তে পুরুষাঃ শ্বেতদ্বীপনিবাসিনঃ ।।"
(নারায়ণীয়)

ধাম্না—"মথ্যতে তু জগৎ সর্ব্বং ব্রহ্মজ্ঞানেন যেন বা।
তৎসারভূতং যদ্‌যস্যাং মথুরা সা নিগদ্যতে।"
(গোপালতাপনী)

নিরস্তকুহকং—"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাং।" (মুণ্ডক)

জন্মাদ্যস্য যতঃ—ব্রহ্মসূত্র ১।১।২ ; তৈত্তিরীয়কে —"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্‌ব্রহ্ম।"

সূরয়ঃ মুহ্যন্তি—ভাগবত ১০।১৪।৩৬ ; তলবকারোপনিষদি চ।

আদিকবয়ে হৃদা—ব্রহ্ম সংহিতায়াং ৫অ, ২৭-২৮ শ্লোকে—

"গায়ত্রীং গায়তস্তস্মাদধিগত্য সরোজজঃ।
সংস্কৃতশ্চাদিগুরুণা দ্বিজতামগমত্ততঃ ॥
ত্রয্যা প্রবুদ্ধোঽথ বিধিবিজ্ঞাতস্তত্ত্বসাগরঃ।
তুষ্টাব বেদসারেণ স্তোত্রেণানেন কেশবম্ ॥

মুণ্ডকে চ—

"ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সংবভূব
বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা।
স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যা-প্রতিষ্ঠাং
অথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ।"

প্রমেয়রত্নাবল্যাং গুরুপরম্পরা কথনে—"শ্রীকৃষ্ণ-ব্রহ্মদেবর্ষি বাদরায়ণসংজ্ঞকান্।" শ্রীমদ্ভাগবত ১২।১৩।১৯ ; ২।৯।৩২

সিন্ধুবৈভব বিবৃতি

ভকতিবিনোদ-মুখে, যাহা পাইয়াছি সুখে,
বিবৃতি 'বৈভবসিন্ধু'-নাম।
ভক্তিসিন্ধু পান কর, হৃদি শুদ্ধভক্তি ধর,
হরিগুণ গাও অবিরাম ॥
বৈভব-ব্যাখ্যান জানি', সাধুদাস নিজে মানি',
ভাগবত হও সর্ব্বমতে।
বিবৃতি বুঝিবে ভাল, ছাড়ি' যাবে মায়াজাল,
সদা রহ সতের সহিতে ॥

বিদ্বৎসমাজে "বিদ্যা ভাগবতাবধি" বলিয়া একটী জনশ্রুতি চলিয়া আসিতেছে। তাহাতে জানা যায় যে, বেদশাস্ত্রের নিগূঢ় অন্তর্নিহিত সার শ্রীমদ্ভাগবত। এই গ্রন্থের সেবাফলে জীবের পঞ্চমপুরুষার্থলাভ-রূপিণী বিদ্যা করতলগতা হন। শ্রীভাগবত-সেবা অপেক্ষা আর উচ্চবিদ্যা নাই। ইহাতেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা ও পরতমতা মূর্ত্তিমতী। মুণ্ডক শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে যে ঋক্, সাম, অথর্ব্ব ও যজুঃ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ, ইতিহাস ও পুরাণাদি অপরা বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত ; এবং যদ্দ্বারা অচ্যুত-বিষয়ের অনুশীলন হয় তাহাই পরাবিদ্যা। ভগবানের স্বরূপশক্তিরূপা ভক্তিবিদ্যাই শব্দব্রহ্ম-নামেশ্বরের ঈশ্বরী।

শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্ব বেদশাস্ত্রের চূড়ামণি। বেদশাস্ত্রের তিনটী শাখা—একটী হেয়, সসীম ও ক্ষণভঙ্গুর কর্ম্মফল শাখা ; দ্বিতীয়টী হেয়, সসীম ও ক্ষণভঙ্গুর ফলভোগ প্রতিকূল অহেয় অসীম ও নিত্য ফলত্যাগরূপ নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানপর জ্ঞানশাখা, এবং তৃতীয়টী উপাদেয় বৈকুণ্ঠ ও নিত্য-সেবাময় এবং ভোগ ও ত্যাগের প্রতিযোগী শাখাবিশেষ। বেদের প্রাগুক্ত শাখাদ্বয়ের অবলম্বনে কর্ম্মজ্ঞানপ্রাধান্য সংস্থাপক বহুশাস্ত্রাদিদ্বারা জগতে কৈতব বহুলরূপে প্রচারিত হওয়ায় নিত্যধর্ম্ম-সম্বন্ধে গ্লানি উপস্থিত হইলে শ্রীভগবান্ বেদের তৃতীয় শাখার নির্য্যাস স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতরূপে অবতীর্ণ হইয়া নিত্যধর্ম্মসম্বন্ধি নিখিল গ্লানি দূরীভূত করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতই নিগমকল্পতরুর প্রপক্বফল। এই গ্রন্থে বেদের অপক্ব ফলের কথা আলোচত হয় নাই। ইহা বেদের পুষ্প নহে, মুকুল নহে, কলিকাও নহে। কর্ম্ম ও জ্ঞানশাখা বেদবৃক্ষের প্রপক্ব-ফল নহে। শ্রীমদ্ভাগবতই কর্ম্ম ও জ্ঞানাবরণরহিত উত্তমা-ভক্তির অনুকূলভাবে কৃষ্ণানুশীলনপর অন্যাভিলাষিতাশূন্য আশ্রয়।

যাঁহারা কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্যের বশীভূত, যাঁহারা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ-ফললাভে ব্যস্ত, যাঁহারা অনিত্য বস্তুর উপাসনায় দেহ ও মনকে নিযুক্ত করিয়াছেন, যাঁহারা অজ্ঞানতাক্রমে স্বীয় কল্যাণ অনুসন্ধান করিতে অসমর্থ ও যাঁহারা ত্রিতাপদগ্ধ নিরীশ্বরবাদী, তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতপাঠে অনধিকারী, শ্রীমদ্ভাগবত বৈষ্ণবগণের প্রিয়। শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থে পরমহংসগণের একমাত্র অমলজ্ঞান গীত হইয়াছেন। ইহাতে জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ভক্তির পরাকাষ্ঠা আবিষ্কৃত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে কেবল কর্ম্মফল-ভোগবাদ নিরস্ত হইয়াছে। যিনি শ্রীমদ্ ভাগবতের শ্রবণ, সুপঠন ও বিচার করেন, তিনি ভক্তিবলে কর্ম্মফল-ভোগ হইতে অবসর লাভ করেন।

বেদশাস্ত্র সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজন-তত্ত্ব বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত সেই বেদশাস্ত্রের প্রয়োজন-তত্ত্বের কথিত কৃষ্ণপ্রেম-ফলের স্বরূপ। ফলস্বরূপের অভিজ্ঞানেই বেদকথিত সম্বন্ধতত্ত্বে কৃষ্ণ-স্ফূর্ত্তি লাভ হয়, এবং অভিধেয়-তত্ত্বে কৃষ্ণভক্তিসত্তাই লক্ষিত হয়। যেখানে প্রপক্ব ফলের বিনিময়ে কষায়যুক্ত

ফল, পুষ্প, মুকুল ও কলিকা ফলস্বরূপে প্রদত্ত হয়, তথায় নির্ম্মৎসর পরমহংস সাধু-বৈষ্ণবগণের উপাস্য শ্রীমদ্ভাগবত বেদাতিরিক্ত গ্রন্থ বলিয়া প্রচারিত হন, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। ইহাই বেদান্তসূত্রের অকৃত্রিমভাষ্য। বেদমন্ত্রসমূহে অধিকার লাভ করিতে অসমর্থ হওয়ায় শক্ত্যাবেশাবতার শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদব্যাস জীবগণকে মন্ত্রার্থ বুঝাইবার জন্য যে সূত্রাকারে মীমাংসা-গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহার যথা অর্থ প্রকাশবাসনায় স্বয়ং এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। বেদান্তসূত্রের সত্য অর্থ গোপন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন মতবাদিগণ কেহ বা বিবর্ত্তবাদ, কেহ বা আরম্ভবাদ স্থাপন করিতে যত্ন করিয়াছেন। তজ্জন্য ঐ বাদদ্বয় নিরাকরণের অভিপ্রায়ে সূত্ররচয়িতা শক্তি-পরিণাম-বাদই যে বেদের একমাত্র তাৎপর্য্য, তাহা সরলভাবে জানাইতে গিয়া এই শাস্ত্রের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবত জ্ঞানপ্রদীপ। ইনি পুরাণার্ক। ইনি রসময় ফল। ইনি হরিকথাময়ী মোহিনী। এই শ্রীমদ্ভাগবত-তত্ত্ব-ব্রহ্ম ভগবান্ আদিকবি ব্রহ্মার হৃদয়ে পুরাকালে বিস্তার করিয়াছিলেন। 'অহমেবা-সমেবাগ্রে' প্রমুখ চতুঃশ্লোকীদ্বারা উহাই তাঁহাকে অবগত করান। ব্রহ্মসংহিতা-অনুসারে ব্রহ্মা ভগবানের নিকট বেদমাতা গায়ত্রী প্রাপ্ত হন। ভগবান্ই সমগ্র ভাগবত ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলেন। ব্রহ্মা নারদের উপদেশক। শ্রীনারদ হইতে বেদব্যাস উহা লাভ করেন এবং ব্রহ্মসম্প্রদায়ের অধস্তন শাখায় এই শ্রীমদ্ভাগবত আম্নায়পারম্পর্য্যক্রমে সমাগত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত অষ্টাদশ পুরাণের অন্যতম, শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন ব্যাসের রচিত। বিদ্বেষবশে শ্রীধরস্বামীর আবির্ভাবের কিছু পূর্ব্বেই সমৎসর কোন অবৈষ্ণব-দ্বারা রচিত 'দেবী ভাগবত' বলিয়া একখানি পুঁথি অষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্ভুক্ত হইবার চেষ্টা করে। কিন্তু সাত্বত-পুরাণগণ তাদৃশ কাল্পনিক তামস নবীনকে পুরাণ বলিয়া স্বীকার করেন নাই। যে পুরাণ মহাপুরাণের অন্যতম, তাহাতে গায়ত্রীর ব্যাখ্যা প্রথমেই বর্ণিত আছে, এবং যাহা ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য, সেই পুরাণরাজকে বৃত্রবধ, হয়গ্রীব-ব্রহ্মবিদ্যা-সমন্বিত শুকপ্রোক্ত শাস্ত্র বলিয়া পদ্মপুরাণ, মৎস্য-পুরাণ এবং অন্যান্য সাত্বত-পুরাণে লিখিত আছে। আধুনিক পণ্ডিতম্মন্য কুতর্কপ্রিয় অবৈষ্ণবগণের মধ্যে হিংসামূলে শ্রীমদ্ভাগবতকে বোপদেবাদি কবিগণের রচিত গ্রন্থ বলিয়া গর্হণ করা হয়। বোপদেব শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বন করিয়া একটী টীকা ও এক-খানি নিবন্ধগ্রন্থ স্বতন্ত্রভাবে রচনা করিয়াছেন। দুর্ভাগা হরিবিমুখ কুতার্কিকগণ কল্পনামূলে এরূপ সহস্রযুক্তি সৃষ্টি করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিভা মলিন করিতে সমর্থ হইবেন না। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবতকে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন বলিয়াছেন এবং এই গ্রন্থকেই প্রমাণ-শিরোমণি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া-ছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুই এই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থকে অভিধেয়-বিষয়ক গ্রন্থ বলিয়াছেন। সামান্য বৈষ্ণব-গণের ধারণানুসারে পাঞ্চরাত্রিক ও ভাগবত বৈষ্ণব-গণের মধ্যে ভেদ ছিল। কিন্তু শ্রীগৌরহরি বলেন, পঞ্চরাত্রের ও ভাগবতের উদ্দেশ্য ভিন্ন ভিন্ন নহে। পঞ্চরাত্রে অভিধেয়-তত্ত্ব বর্ণিত আছে এবং শ্রীমদ্ভাগ-বতে যে তাহা নাই, এরূপ নহে।

শ্রীমদ্ বেদব্যাস বেদশাস্ত্রকে চারিভাগে বিভাগ করিবার পরে ইতিহাস-পুরাণাদি রচনা করেন। জীবের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলবিধানের জন্য ভারতাদি গ্রন্থে ধর্ম্মার্থকাম ও মোক্ষাদি লাভের পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এই সকল অনুষ্ঠানে ব্যাসের নিজচিত্ত প্রসন্ন হইবার পরিবর্ত্তে অবসন্ন হইয়াছিল। তিনি বিষণ্ণ-চিত্তে স্বীয় কৃত-কর্ম্মের বিষয় ধ্যান করিতে প্রবৃত্ত হইলে তদীয় শ্রীগুরুদেব দেবর্ষি নারদ তথায় উপস্থিত হইলেন। ব্যাসের প্রশ্নের উত্তরে নারদ কহিলেন—"তুমি মনুষ্যের মঙ্গলের জন্য যে সকল শাস্ত্র-গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছ, তদ্দ্বারা তোমার হরি-সেবা হয় নাই। তুমি এক্ষণে হরিলীলা বর্ণন করিয়া হরি-সেবার অনুষ্ঠানপূর্ব্বক ভগবানের প্রীতি উৎপন্ন কর এবং নিজের আত্মার প্রসন্নতা সাধন কর।' তজ্জন্যই শ্রীব্যাসের শ্রীমদ্ভাগবত-রচনায় প্রবৃত্তি। এই সাত্বত-সংহিতা—যাহা পূর্ব্বে বিশ্বে অজ্ঞাত ছিল, তাহা অভিজ্ঞ ব্যাসদেব লোকহিতের জন্য শ্রীমদ্ভাগবত-নামে প্রচার করিলেন। ইহা শ্রবণ করিলে পরমপুরুষ অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণে বদ্ধজীবের শোকমোহভয়নাশিনী সেবাপ্রবৃত্তি উদিতা হন।

শ্রীব্যাস বৈয়াসকি শুকদেবকে এই শাস্ত্র পাঠ

করাইয়াছিলেন। পরে শ্রীশুকদেব পরীক্ষিতাদি ও লোমহর্ষণসূত সূতকে ইহাই শ্রবণ করাইয়াছিলেন, এবং তাহাই তৃতীয় বার শ্রীসূত শৌনকাদি মুনিগণকে নৈমিষারণ্যে বলিয়াছিলেন। পুনরায় শ্রীব্যাস কলি-প্রারম্ভে গ্রন্থাকারে বর্ত্তমান গ্রন্থ নির্ম্মাণ করেন।

শ্রীভাগবত-প্রচারিত সত্য অপৌরুষেয় ও নিত্য। শ্রীগুরু-পারম্পর্য্যক্রমে অবতীর্ণ সত্য, অপরাপর অনিত্য অধিরোহবাদীর প্রাপ্ত অসম্পূর্ণ জ্ঞানের ন্যায় বিবাদযোগ্য নহে। প্রথম শ্লোকের বিবৃতির প্রারম্ভে শ্রীজীবপাদের লিখিত পরমাত্ম-সন্দর্ভের শেষাংশের তাৎপর্য্য লিখিত হইল।

শ্রীমদ্ভাগবত-পুরাণ সাক্ষাৎ ভগবান্। এই প্রধান পুরাণে ছয়প্রকারে তাৎপর্য্য পর্য্যালোচিত হইয়াছে। উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বতা-ফল, অর্থবাদ ও উপপত্তি—এই ছয় প্রকার নিদর্শনদ্বারা তাৎপর্য্যোপলব্ধি হয়। উপক্রমশ্লোক—"জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্। তেনে ব্রহ্ম-হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ। তেজোবারি-মৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা ধাম্না স্বেন সদা নিরস্ত-কুহকং সত্যং পরং ধীমহি॥"

"শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা-গ্রন্থ"—গরুড়-পুরাণের এই উক্তি অনুসারে এই মহাপুরাণই ব্রহ্ম-সূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য বলিয়া ইহাই সূত্রতাৎপর্য্যময় প্রথম অবতার। 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' প্রশ্নের প্রথম ব্যাখ্যায় তেজঃ-বারি-মৃত্তিকাদির পরস্পর বিনিময়-হেতু সত্যাভাবে দৃশ্য বিশ্বের নশ্বরতা এবং পরে তদুত্তরে 'ভগবান্‌কে আমরা ধ্যান করি' কথিত হইয়াছে। 'মুক্ত-প্রগ্রহ'-যোগবৃত্ত্যনুসারে বৃহত্ত্বশতঃ ব্রহ্ম সর্ব্বাত্মক ও তদ্বহির্ভূত সমস্ত। সূর্য্য বস্তুটী যেরূপ স্বীয় রশ্মি প্রভৃতি হইতে স্বতঃই শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ মূলরূপ প্রদর্শনজন্য পরব্রহ্ম-শব্দে ভগবান্‌ই লক্ষিত হইয়াছেন। সেই ভগবানের অংশবিশেষ অন্তর্য্যামি-পুরুষ এবং প্রাকৃতগুণহীন বলিয়া নির্গুণ ব্রহ্মেরও মূল স্বরূপ ভগবান্। শ্রীরামানুজপাদ বলেন,—সর্ব্বত্র বৃহত্ত্ব-গুণ-যোগবশতঃ ব্রহ্ম-শব্দ। ব্রহ্মশব্দের মুখ্যার্থে ভগবন্‌ই লক্ষিতব্য। বৃহত্ত্ব যাঁহার স্বরূপ, যাঁহাতে গুণের অবধি নাই এবং যাঁহার গুণ অপেক্ষা অন্যত্র গুণাতিশয্য দেখা যায় না, ব্রহ্ম-শব্দের তাহাই মুখ্যার্থ। তিনিই সর্ব্বেশ্বর। প্রচেতাগণ বলিয়া-ছেন,—যাঁহার বিভূতির অন্ত নাই, তিনিই অনন্ত। অতএব বিবিধ, মনোহর, অনন্ত আকারবিশিষ্ট হইলেও সেই সেই আকারসমূহের আশ্রয় ভগবানের পরমাদ্ভুত মুখ্যাকারই অভিব্যক্ত হইতেছেন। এই প্রকার মূর্ত্তিমত্তা সিদ্ধ হইলে তাঁহার বিষ্ণু প্রভৃতি নিত্যরূপ-বিশিষ্ট ভগবত্তাই পর-শব্দে সিদ্ধ হইতেছে। ব্রহ্মা ও শিবাদিরও পর (অতীত) বস্তু বলিয়া পর-শব্দে বিষ্ণুই শাস্ত্রে প্রদর্শিত হইয়াছেন। এখানে জিজ্ঞাসার ব্যাখ্যাই ধ্যান যেহেতু জিজ্ঞাসার তাৎ-পর্য্যই ধ্যান। একাদশ স্কন্ধে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া-ছেন,—'কেবল বেদে পারঙ্গত হইয়া কেহ পরব্রহ্মের ধ্যানরহিত হইলে তাহার সমস্ত শ্রমই বিফল হয়। চিরপ্রসূত গাভী-রক্ষণে যেরূপ ফল নাই, সেরূপ অভিধেয়হীন সম্বন্ধ-জ্ঞান বৃথা।' শ্রীরামানুজ-মতে 'ধীমহি' এই শব্দ-দ্বারা 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' পদটি নিদিধ্যা-সনপর স্বীয়ত্বে অঙ্গীকার করিয়াছেন। অতএব শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থই সর্ব্ববেদের আদি সার-গ্রন্থ বলিয়া জানা যায়। বহুবচনের প্রয়োগদ্বারা সর্ব্বকাল ও সর্ব্বদেশপরম্পরাস্থিত সকলেরই ভগবদ্ধ্যানে কর্ত্ত-ব্যতা আছে বলিবার অভিপ্রায়ে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডান্ত-র্যামিপুরুষসমূহের অংশীভূত বস্তু ভগবানেরই ধ্যান অভিহিত হইয়াছে। বহুবচনের প্রয়োগদ্বারা এক জীব-বাদের জীবন-স্বরূপ বিবর্ত্ত বা শূন্যবাদ নিরস্ত হইয়াছে। ধ্যানের ধ্যেয়বস্তু মূর্ত্তিমান্, ইহা সহজেই বুঝা যায় বলিয়া ধ্যান-ক্রিয়ার অবতারণায় ধ্যেয় বস্তু মূর্ত্তিমান্, জানা গেল।

সহজসাধ্য পুরুষার্থোপায় থাকিতে দুঃসাধ্য উপায়ে পুরুষের অপ্রবৃত্তি ও স্বাভাবিক অপকর্ষতা-নিবন্ধন সহজসাধ্যোপায়ই যুক্ততম নির্ণীত হয়। গীতায় (১২।২।৫) কথিত হইয়াছে,—'যিনি আমাকে ভগবান্ জানিয়া মনোভিনিবেশ পূর্ব্বক নিত্যযুক্ত হইয়া পরমশ্রদ্ধা-সহকারে উপাসনা করেন, তিনিই যুক্ততম। আর যাঁহারা আমাকে অক্ষর অনির্দ্দেশ্য, অব্যক্ত প্রভৃতি নির্ব্বিশিষ্ট বস্তু জানিয়া উপাসনা করেন, তাঁহারা অব্যক্তাসক্তচিত্ত হইয়া অধিকতর ক্লেশলাভ করেন।' অব্যক্তভাব জীবের দুঃখ উৎ-পাদন করে। এ বিষয়ে ব্রহ্মা বলিয়াছেন, (ভাঃ ১০।

১।৪।৪)—'হে বিভো, যাঁহারা কেবলবোধ-লাভের জন্য মঙ্গলকর ভক্তিপথ ত্যাগ করিয়া কৃচ্ছ্রানুষ্ঠান করেন, তাঁহারা অন্তঃকণরহিত তুষ হইতে ধান্যান্বেষণের ন্যায় বৃথা ক্লেশমাত্র ফললাভ করেন।' অতএব ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুই ধ্যেয়বস্তু সাধিত হন এবং শিবাদি-দেবগণ ধ্যেয়বস্তু নহেন, নির্দ্দিষ্ট হয়। 'ধীমহি' এই লিঙের পদদ্বারা পৃথগনুসন্ধানরহিত প্রার্থনা ও ধ্যানের উপলক্ষিত ভগবদ্ভজনেরই পরম পুরুষার্থত্ব প্রকাশ করিতেছে; তাহা হইলে ভগবানেরই তাদৃশ ধ্যেয়ত্ব স্বয়ং প্রকাশিত হইতেছে। ধ্যেয়বস্তুর পরম-মনোহর-মূর্ত্তিত্ব শাস্ত্রে লক্ষিত হইয়াছে। 'বেদগণের মধ্যে আমি সামবেদ, তন্মধ্যে আমি বৃহৎ সাম।' তথা সামকথিত এই মহিমা-বিষয় বৃহৎসামে উক্তি দেখা যায়—'বৃহদ্ধাম, বৃহৎপার্থিব, বৃহদন্তরীক্ষ, বৃহৎস্বর্গ, বৃহদ্বাম, বৃহৎ হইতেও বৃহৎ, বাম হইতেও বাম' এইরূপেই ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা ব্যাখ্যাত হইল।

'সত্য' এই পদে 'অথাতঃ' এই সূত্রের ব্যাখ্যা—যেহেতু 'অথ'-শব্দে 'অনন্তর' অর্থাৎ পূর্ব্বমীমাংসা-কথিত কর্ম্মকাণ্ড সমাপন করিয়া; 'অতঃ'-শব্দে হেতু অর্থাৎ ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা-বিষয়ে হেতুই সত্য-জ্ঞান। সেই সত্য, সর্ব্বসত্তার দাতাও অব্যভিচারি-সত্তাময়। অনন্তজ্ঞান ব্রহ্মই পরম সত্য। অন্যান্য সত্তা তাঁহার ইচ্ছাধীন-সত্তাময় বলিয়া তাহারা ব্যভিচারি-সত্তা-ত্মক। ভগবদ্ব্যতীত অন্য ব্যভিচারি-সত্তার ধ্যানে আমরা এতাবৎ নিযুক্ত ছিলাম, এক্ষণে তাদৃশ ব্যভিচারি-সত্তার ধ্যান পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞান-হেতুমূলে পরম সত্যের ধ্যান করিব।

'ধাম'-শব্দের অর্থ প্রভাব অথবা প্রকাশ বুঝায়। 'কুহক'-শব্দ স্বরূপের উদ্দেশক নহে। এখানে প্রতারণাকারীকে বুঝাইতেছে। উহাই জীবের স্বরূপ আচ্ছাদন ও বিক্ষেপকারী মায়াবৈভব। ভগবান্ নিজের স্বপ্রভাবরূপা বা স্বপ্রকাশরূপা শক্তিদ্বারা সর্ব্বদা মায়াবৈভবের অধীন সত্তাকে যে সত্যবস্তু-স্বরূপ নিজ হইতে পৃথক রাখেন, সেই পরম সত্য ভগবান্কে আমরা ধ্যান করি। স্ব-শব্দে স্ব-স্বরূপ ব্যাখ্যাত না হইয়া তাদৃশ শক্তির আগন্তুকত্ব সিদ্ধ হইলে স্ব-শব্দের প্রয়োগ নিষ্ফল হয়। স্ব-স্বরূপ ব্যাখ্যাত হইলে স্ব-শব্দ-ব্যবহারের সফলতা হয়। যে কোন প্রকারেই ঐরূপ ব্যাখ্যাত হইলে কুহকনিরসনী লক্ষণা-শক্তি ভগবানে লক্ষিত হয়। উহাই সাধক-তম বা করণ-লক্ষণরূপা তৃতীয়া বিভক্তির দ্বারা প্রকাশিত। যে বস্তু মায়ার কার্য্য হইতে বিলক্ষণ, স্ব-শব্দদ্বারা তাহার স্বরূপাধিষ্ঠান জানিতে হইবে। তাহাকেই বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় সত্য-বস্তু বলিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন। স্বরূপশক্তির ক্রিয়া লক্ষিত হইলেই সেই পরমসত্য বস্তুতে ভগবত্তা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। সত্য-বস্তুতে ভগবদ্বিষয় লক্ষ্য না করিয়া যাঁহারা বৃথা প্রয়াস করেন, তাঁহাদিগের অব-রোধের জন্য যুক্তি-প্রদর্শনকল্পে 'তাঁহাতে ত্রিসর্গ সত্য' প্রভৃতি উল্লিখিত হইয়াছে। ব্রহ্ম বলিয়া সর্ব্বত্রস্থিত ভগবান্ বাসুদেবে অবস্থিত ত্রিগুণাত্মক ভূতেন্দ্রিয়-দেবতারূপিণী ঈশ্বরের সৃষ্টিত্রয় মিথ্যা নহে—শুক্তি প্রভৃতিতে যেরূপ রজতাদির আরোপ অসত্য, তদ্রূপ নহে। কিন্তু 'যতো বা ইমানি' এই শ্রুতিপ্রসিদ্ধ ব্রহ্মে উহা সর্ব্বদাই অবস্থিত। ভূতগণের নাম ও রূপের ব্যাখ্যান জীবকর্ত্তৃক বলিয়াই স্মৃতি নির্দ্দেশ করেন। অতএব নামরূপব্যাকরণ জীবকর্ত্তৃক, এরূপ পূর্ব্ব-পক্ষের নিরাসকল্পে ব্রহ্মসূত্র (২।৪।২০) উক্ত হইয়াছে। ত্রিবৃৎকর্ত্তা পরমেশ্বরেরই সংজ্ঞা-মূর্ত্তি-কর্ত্তৃত্ব উপদিষ্ট বলিয়া পূর্ব্বপক্ষ অযুক্ত। নাম ও রূপের সৃষ্টি পরমেশ্বরেরই কর্ম্ম, উহা জীবের কর্ম্ম নহে; কারণ, উহা পরমেশ্বরের কর্ম্ম বলিয়াই উপদিষ্ট হয়। ত্রিবৃৎকরণ ও নামরূপব্যাকরণ এককর্ত্তৃক বলিয়াই উক্ত হইয়াছে। "সেয়ং দেবতা ঐক্ষত হন্তাহমি-মাস্তিস্রো দেবতা ত্রিবৃৎ, অনেন জীবেনাত্মনাহনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতি।" শ্রুতিপ্রসিদ্ধ ব্রহ্মে ত্রিসর্গ সর্ব্বদা অবস্থিত এবং এককর্ত্তৃকত্ব বলিয়া নিশ্চয় সত্য। আরও দৃষ্টান্তদ্বারা সত্যত্ব সাধিত হইয়াছে।

তেজঃপ্রভৃতির পরস্পর অংশ যেরূপ পরস্পরের অংশে অবস্থিতি মিথ্যা নহে, ঈশ্বর-নির্ম্মাণ-হেতু সত্য; "হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা ত্রিবৃৎ" বেদবাক্যে এক-কর্ত্তৃকত্ব সিদ্ধ। অগ্নির যেরূপ লোহিত রূপ, তেজের সেইরূপ। শুক্লরূপ জলের এবং কৃষ্ণরূপ পৃথিবীর তাহাই। অন্নের এই অর্থ শ্রুতিমূলক, অন্যপ্রকার অর্থ কল্পনামূলে অবস্থিত, তজ্জন্য, তাহা গৃহীত হইতে পারে না। সামান্যতঃ নির্দ্দিষ্ট হইয়া বিবর্ত্ত-

বাদাশ্রয়ে যে অর্থ, তাহাতে ব্রহ্ম হইতে ত্রিসর্গের মুখ্য জন্ম নাই, আরোপদ্বারা জন্ম, ইহাই কথিত হয়। সেই আরোপ ভ্রমহেতু হইয়া থাকে। ভ্রম সাদৃশ্যাবলম্বী। সাদৃশ্য কালভেদে উভয়স্থানেই অধিষ্ঠান করে। রজতেও শুক্তিভ্রম হয়। পরস্পর মিলিত হইয়া বিদূরবর্ত্তি-ধূম পর্ব্বত ও বৃক্ষে অখণ্ড-মেঘ-ভ্রমের সম্ভাবনা থাকায় একাত্মকে ভ্রমাধিষ্ঠান হয় না, বহ্বাত্মক ভ্রম কেবল কল্পিত,—এরূপ নিয়ম নাই। সেইপ্রকার প্রকৃতি হইতে অনাদি-কালাবধি ত্রিসর্গ প্রত্যক্ষদ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে এবং ব্রহ্মেরও চিন্মাত্রতার স্বাভাবিক স্ফুরণ হইতেছে। অতএব অনাদি অজ্ঞানাক্রান্ত জীবের যেরূপ সদ্রূপতা-সাদৃশ্য ব্রহ্মে ত্রিসর্গ-ভ্রম হয়, তদ্রূপ ত্রিসর্গেও ব্রহ্ম-ভ্রম কোন প্রকারে কখনও হইতে পারে না। তাহা হইলে ব্রহ্মের অধিষ্ঠানত্ব অনির্ণীত হইলে সর্ব্বনাশ প্রসঙ্গ। জড়েরই আরোপকত্ব; চিন্মাত্রের তাদৃশ আরোপণ-সম্ভাবনা নাই। বিবর্ত্তবাদিমতে ব্রহ্ম চিন্মাত্র বলিয়া আরোপ মিথ্যা। যেখানে যে দ্রব্য নাই, কিন্তু অন্যত্র সেই দ্রব্যের অধিষ্ঠান দেখা যায়, সেখানেই আরোপ সিদ্ধ হয়। তাহা হইলে বস্তুতঃ তাহার সহিত অযুক্ত হইলে তাহার সত্তাবলম্বনে অপরের সত্তাস্থাপনে সমর্থ হয় না। তত্তচ্ছক্তিবিশিষ্ট ভগবানের মুখ্য বৃত্তি হইতে ত্রিসর্গের ব্যতিরেকভাবে উৎপত্তি শ্রুত হইলেও সেই সর্ব্বাত্মক ভগবানে তাহাই আছে। তাহা হইলে তাহাতে কেবল আরোপিত হইয়াছে, এরূপ নহে। একদেশস্থিত অগ্নির জ্যোতিঃ যেরূপ বিভিন্ন প্রদেশে বিস্তারিত হয়, সেই প্রকার ভগবৎসত্তা হইতেই জগতের সত্তা হয়। তজ্জন্য ভগবান্ই মুখ্য সত্য বস্তু এবং ত্রিসর্গও মিথ্যা নহে। শ্রুতিও বলিয়াছেন,—'ইহাই সত্যের সত্য, তথা প্রাণসমূহ সত্য, ইনি তাহাদিগেরও সত্য।' প্রাণশব্দোদিত স্থূল-সূক্ষ্ম-ভূতগণের ব্যবহার হইতে সত্যত্বে প্রতিষ্ঠিত বস্তুসমূহের মূলকারণভূত পরমসত্য ভগবানকে নির্দ্দেশ করিতেছে। সেই বস্তুকে তটস্থ-লক্ষণের দ্বারা সেইরূপে প্রকাশ করিয়া এবং এই পরমহংস-সংহিতাকে ব্রহ্মসূত্রের প্রথম বিস্তৃত অর্থ-রূপে বুঝাইবার মানসেই "জন্মাদ্যস্য যতঃ" সূত্রকেই প্রথম অবলম্বন করিয়া বলিতেছেন। 'জন্মাদি' বলিতে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়। ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া স্তম্ব পর্য্যন্ত অনেক কর্ত্তা ও ভোক্তৃসংযুক্ত, সকল দেশকাল-নিমিত্ত ক্রিয়াফলের আশ্রয়, মনের দ্বারা দুর্ভাবনীয়, বিবিধ বিচিত্র-রচনারূপ এই বিশ্বের স্বয়ং উপাদানরূপ ও কর্ত্তৃ-স্বরূপ যাঁহার অচিন্ত্য শক্তিপ্রভাবে এই বিশ্বের জন্মাদি হয়, সেই পরম বস্তুকে আমরা ধ্যান করি। এস্থলে বিষয়-বাক্য এই—"বারুণি ভৃগু-পিতা বরুণের নিকট গমন করিয়া বলিলেন,—'ভগবন্! আমাকে বেদতত্ত্ব বলুন।' তদুত্তরে তিনি বলিলেন,—যাঁহা হইতে এই ভূতসমূহ জন্ম গ্রহণ করিতেছেন, যাঁহাদ্বারা জীবিত রহিয়াছেন, যাঁহাতে ভূতগণ প্রয়াণ করিবেন এবং আশ্রয় পাইবেন, যাঁহার বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছ, তিনিই ব্রহ্ম। তিনিই তেজঃ সৃষ্টি করিয়াছেন।" এস্থলে জন্মাদি উপলক্ষণ, বিশেষণ নহে। সেজন্য তাঁহার ধ্যানবিষয়ে তটস্থ-লক্ষণ প্রবেশ করিতেছে না। শুদ্ধবস্তুরই ধ্যান অভিপ্রেত। আরও এস্থলে পূর্ব্বোক্ত বিশেষণবিশিষ্ট বিশ্ব-জন্মাদির তাদৃশ হেতু বলিয়া তাঁহার সর্ব্বশক্তিত্ব, সত্যসঙ্কল্পত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্বেশ্বরত্ব সূচিত হইতেছে। 'যিনি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিৎ, যাঁহার জ্ঞানময় তপস্যা, যিনি সকলের বশকারক' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যও আছে। আরও তিনি পরম বলিয়া তাঁহার হেয়-প্রত্যনীক-স্বরূপতা নিরস্ত হইয়াছে এবং জ্ঞানাদি অনন্তকল্যাণ-গুণত্ব সূচিত হইতেছে। "তাঁহার কোন জড়কার্য্য ও জড়করণ নাই" ইত্যাদি শ্রুতিতে বর্ণিত আছে। যাঁহারা বলেন যে, নির্ব্বিশেষ বস্তু-বিষয়েই জিজ্ঞাসা হইয়াছে, তাঁহাদের মতে ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই সূত্রের অসঙ্গতি প্রতিপন্ন হয়। "নিরতি-শয় বৃহৎ ও পোষণকারী" এই নির্ব্বিশেষ নিষেধ-বাক্যে ও 'ব্রহ্মই জগজ্জন্মাদির কারণ' এই বাক্যে নির্বিশেষত্বের অসামঞ্জস্য দৃষ্ট হয়। এই প্রকার পরপর সূত্রগুলি এবং উদাহৃত শ্রুতিবাক্য—'ঈক্ষতেঃ' ইত্যাদি অন্বয়ভাবের অনুষ্ঠান-দর্শনে কথিত সূত্রমালা এবং তৎসম্পর্কে উদ্দিষ্ট শ্রুতিবচনগুলি নির্ব্বিশেষ-মত-নিরসনে প্রমাণ বলিয়া উহা কার্য্যে লাগিল না। আরও, তর্ক-পন্থা সাধনধর্ম্ম-বিশিষ্ট বস্তুর বিষয় বলিয়া এবং সাধ্যধর্ম্ম অব্যভিচারী বলিয়া নির্বিশেষ-বস্তুতে প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হয় না। উপমেয় বস্তু-

সহ উপমানের যে সাম্য-সম্ভাবনা, তাহার মিথ্যা-ধারণাকে উৎপ্রেক্ষা বলে। জগতের জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গাত্মক ভ্রম যাঁহা হইতে উৎপন্ন, তিনিই ব্রহ্ম,—নির্ব্বিশেষবাদীর এরূপ নিজ উৎপ্রেক্ষপক্ষ-স্থাপনেও নির্ব্বিশেষবস্তু সিদ্ধ হয় না। ভ্রমমূল বা ভ্রম অজ্ঞান-উদ্ভূত এবং অজ্ঞানের দ্রষ্টা ব্রহ্ম—এরূপ বিচার হইতেও নির্ব্বিশেষত্ব সিদ্ধ হয় না। দ্রষ্টৃত্ব প্রকাশের সহিত একরস বলিয়া কথিত। জড় হইতে বিভিন্ন নিজের ও পরের ব্যবহার-যোগ্যতা প্রতিপাদন-স্বভাব-দ্বারা প্রকাশত্ব সাধিত হয়। তাহা হইলে উহাই সবিশেষত্ব। বিশেষধর্ম্মাভাবে প্রকাশের অস্তিত্ব নাই, তুচ্ছতাই থাকে। আরও 'তেজোবারিমৃদাং' প্রভৃতি বাক্যদ্বারা সবিশেষবাদিগণের কথিতবাক্যই সিদ্ধি লাভ করে, নতুবা 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' এই সূত্রের প্রয়োজনীয়তা থাকে না। অতএব ব্রহ্ম সবিশেষ-ধর্ম্মময় হইলে তাদৃশ বিশেষ শক্তিরূপই স্থির হয়। শক্তি ত্রিবিধ দৃষ্ট হইয়াছে—অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা ও তটস্থা। বিকারময় বাহ্যজগতের জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গের সাক্ষাৎ হেতুরূপে বহিরঙ্গা শক্তির ক্রিয়া—তাহাই মায়াশক্তি বলিয়া প্রারম্ভে কথিত হইয়াছে। 'আমরা ধ্যান করি'—এতাদৃশ উক্তি হইতেই ধ্যানকৃদ্গণের তটস্থ-শক্তিত্ব প্রতিপন্ন হয়। যদিও ভগবানের অংশ হইতে উপাদানভূতা 'প্রকৃতি' নাম্নী শক্তিবিশিষ্ট পুরুষ হইতে বিশ্বের জন্ম, স্থিতি ও লয় হয়, তথাপি ভগবত্তায় আদিকারণ পর্য্যবসিত। 'সমুদ্রের একদেশে যাহার জন্ম'—এরূপ উক্ত হইলে সমুদ্রেই তাহার জন্ম প্রভৃতি জানিতে হয়। শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধ ২৪ অধ্যায়ে ১৯ শ্লোক—

ভগবান্ বলিলেন,—"এই অস্তিত্বময় কার্য্যের উপাদানরূপিণী যে 'প্রকৃতি' প্রসিদ্ধা এবং তাহার যিনি আধার বা অধিষ্ঠাতা, সেই 'পুরুষ' ও গুণ-ক্ষোভের দ্বারা প্রকাশকারী যে 'কাল'—এই তিনটি বস্তুই ব্রহ্মরূপ আমি, আমা হইতে পৃথক্ সত্তা নহে।" "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই সূত্র হইতে ভগবানের মূর্ত্তি-মত্তা পাওয়া যাইতেছে; যেহেতু মূর্ত্তজগতের মূর্ত্তিশক্তির আশ্রয়রূপ তাদৃশ অনন্ত পরশক্তিসমূহের আশ্রয়রূপ ভগবান্ এবং তাঁহার পরমকারণত্ব স্বীকৃত হওয়ায় ইহাই আক্ষিপ্ত হইতেছে।

সাংখ্যবাদিগণের অব্যক্তের ন্যায় অনবস্থাপত্তি-মূলে একের আদিত্বের স্বীকার-হেতু ভগবানের মূর্ত্তি না থাকিলে অপর বস্তু হইতে বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে—এরূপ কথার অবতারণ হইতে পারে। "তিনিই কারণ ও কারণাধিপাধিপ, তাঁহার কেহই জনক নাই, কেহই প্রভু নাই"—এই শ্রুতি-নিষেধ-হেতু এবং অনাদি-সিদ্ধ, অপ্রাকৃত, স্বাভাবিক-মূর্ত্তি প্রসিদ্ধ বলিয়া তিনি মূর্ত্তিবিশিষ্ট। একই প্রকারে তাঁহার মূর্ত্তত্ব সিদ্ধ হইলে সেই মূর্ত্তিমান্ বিষ্ণু-নারায়ণ-প্রভৃতি সাক্ষাৎ রূপবিশিষ্ট শ্রীভগবদ্বস্তু এবং ভগবদ্ব্যতীত অন্য বস্তু নহেন। কল্পারম্ভে ভূতসমূহ যাঁহা হইতে উৎপন্ন হয় এবং যাঁহাতে যুগাবসানে বিলীন হয়, সেই বস্তু-প্রতিপাদকই ভগবান্। অনির্দ্দেশ্যবিগ্রহ, শ্রীমান্ প্রভৃতি সহস্রনামে উক্ত হইয়াছে। স্কন্দ-পুরাণে—সেই একমাত্র ঈশ্বর শ্রীহরিই স্রষ্টা, পাতা ও সংহারকারী বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। অন্যের স্রষ্টা বলিয়া দারুযোষার ন্যায় কথিত হন না। একদেশে ক্রিয়াবিশিষ্ট বলিয়া তিনি সর্ব্বাত্মাভিধানে কথিত হন। বিষ্ণু হইতেই পরসৃষ্ট্যাদি সমস্ত ক্রিয়া হয়। মহোপনিষদে কথিত হইয়াছে—'তিনি ব্রহ্মাদ্বারা সৃষ্টি করেন এবং রুদ্রদ্বারা তাহার বিনাশ সাধন করেন' ইত্যাদি। শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৭১।৮ শ্লোকে কথিত আছে—"তোমার যে রূপরহিত কাল বা কালশক্তি, তুমি তাহার নিমিত্তমাত্র।" ব্যধিকরণেই ষষ্ঠী। এইরূপই "আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্য" এবং "যদংশতোঽস্য ক্ষিতি-জন্মনাশাঃ" ইত্যাদিতেও সেই প্রকার ভগবান্ মূর্ত্তিমান্ জানা যাইতেছে। এই প্রকারে তটস্থ-লক্ষণ-দ্বারা তাঁহার "পরমত্ব" নিরূপণ করিয়া সেই লক্ষণ "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" এবং "তত্তু সমন্বয়াৎ" ব্রহ্মসূত্রের এই সূত্রদ্বয়-দ্বারা স্থাপিত হইয়াছে।

ব্রহ্মের জগজ্জন্মাদিহেতুত্ব কি প্রকার, তাহা কথিত হইতেছে। যাঁহার তত্ত্বই শাস্ত্রজ্ঞানের কারণ, যেহেতু "যতো বা ইমানি" এই শাস্ত্র-প্রমাণ হইতে তত্ত্ব সিদ্ধ হইতেছে। অন্য দর্শন-শাস্ত্রের ন্যায় প্রমাণ-বিষয়ে শাস্ত্রে তর্কের প্রতিষ্ঠার অভাবহেতু তর্ক গৃহীত হয় নাই। ব্রহ্ম অত্যন্ত অতীন্দ্রিয় বস্তু, তজ্জন্য প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণের বিষয় নহে। বৈনাশিক-

গণ ব্রহ্মসূত্রের অবিরোধাধ্যায়ে তর্কদ্বারাই ইহার নিরাকরণ করিতেছেন। এখানে এ প্রকারে তর্কের প্রতিষ্ঠা হয় না। মুক্তাত্মার ন্যায় প্রয়োজনশূন্য-হেতু ঈশ্বর কর্ত্তা নহেন এবং ঘটের ন্যায় তনু-ভুবনাদি জীবকর্ত্তৃক কার্য্য বলিয়া বর্ত্তমান কালের ন্যায় কাল বলিয়া বিমতিবিষয় কাল লোকশূন্য নহে। এইরূপ হইলে দর্শনানুগুণদ্বারা ঈশ্বরানুমান, অপর দর্শনের প্রাতিকূল্য পরাহত—এরূপ শাস্ত্রদ্বারা পরব্রহ্মভূত সর্ব্বেশ্বর পুরুষোত্তমই একমাত্র প্রমাণী-কৃত। শাস্ত্র ও অপর সকলপ্রমাণপরিদৃষ্ট সকল বিজাতীয় বস্তু সর্ব্বজ্ঞ, সত্যসঙ্কল্পত্বাদিমিশ্র, অনব-ধিক, অতিশয় অপরিমিত, উদার, বিচিত্রগুণসাগর, নিখিল হেয়প্রত্যনীক-স্বরূপ প্রতিপন্ন করে। তাঁহাতে অপর প্রমাণাবসিত বস্তুর সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত দোষগন্ধ নাই। অতএব তাঁহার স্বাভাবিক অনন্ত নিত্যমূর্ত্তি-মত্তা সিদ্ধ হইতেছে।

ব্রহ্মের কি প্রকার শাস্ত্রপ্রমাণকতা, তাহাই বর্ণিত হইতেছে। 'তু'-শব্দে প্রসক্ত্যাশঙ্কা-নিবৃত্তি বুঝাই-তেছে। ব্রহ্মের কি প্রকারে শাস্ত্র-প্রমাণকত্ব সম্ভাবনা আছে, জিজ্ঞাসা করিলে তদুত্তরে বলা যায়—সমন্বয় হইতে তাহার সম্ভাবনা। অন্বয়ভাবে 'সত্য, জ্ঞান, অনন্তই ব্রহ্ম', 'আনন্দই ব্রহ্ম', 'অদ্বিতীয় একবস্তুই ব্রহ্ম', 'সেই সত্য বস্তুই আত্মা', 'হে সৌম্য, অগ্রে সৎই বর্ত্তমান ছিল', "পুরুষই নারায়ণ", "অগ্রে একমাত্র নারায়ণই ছিলেন", "বহু প্রজা সৃষ্টি করিব", "এই আত্মা হইতেই আকাশ সম্ভূত", "তিনিই তেজঃ সৃষ্টি করিয়াছিলেন", "যাঁহা হইতে এ সমস্ত প্রাণী জন্মিয়াছে", "নারায়ণ পুরুষ কামনা করিয়াছিলেন", "অনন্তর নারায়ণ হইতে ব্রহ্মা জন্মিয়া-ছিলেন, ব্রহ্মা হইতে সকল প্রজা ও প্রাণী হইয়াছিল", "নারায়ণ পরতত্ত্ব, নারায়ণ পরম সত্য, পরব্রহ্ম, পরমপুরুষ, তিনি কৃষ্ণপিঙ্গল"—শ্রুতিতে এই সকল বাক্য দেখা যায়। আবার ব্যতিরেকভাবে 'কি প্রকারে অসৎ হইতে সৎ জন্মিবে', "যদি এই আকাশ আনন্দময় না হন, তাহা হইলে কেই বা ভোগ করিবে, কেই বা অনুপ্রাণিত করিবে', 'একমাত্র নারায়ণ ছিলেন, ব্রহ্মা বা শঙ্কর আদৌ ছিলেন না'—এই শ্রুতিবচনসমূহও দেখা যায়। সেখানে "আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ" এই সূত্রদ্বারা অন্য বাক্যেরও সমন্বয় বলিতেছেন। তিনিও এরূপ পরমানন্দরূপ-সমন্বিত হন,—এই উপলব্ধির দ্বারা পরমপুরুষার্থ-সিদ্ধির প্রয়োজন-শূন্যত্বও নাই অর্থাৎ প্রয়োজন আছে। এইরূপ সূত্রদ্বয়ের অর্থ হইলে তদ্দ্বারা ব্যাখ্যাত হইতেছে। নানাবিধ বেদবাক্যার্থ আছে বলিয়া অন্বয়মুখে যে কোন একটি বেদবাক্য হইতে এই বিশ্বের জন্মস্থিতিভঙ্গ প্রতীতি হইতেছে, ব্যতি-রেকমুখেও তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। অতএব শ্রুতি হইতে তাঁহার অন্বয়-ব্যতিরেক-দর্শন-দ্বারা পরমসুখ-রূপত্ব ও পরমপুরুষার্থত্ব ধ্বনিত হয়। 'একমাত্র নারায়ণ ছিলেন' এই বেদবাক্য হইতে বিষ্ণুরূপ পূর্ব্বেই স্থাপিত হইয়াছে।

অনন্তর "ঈক্ষতের্নাশব্দং" এই সূত্র 'অভিজ্ঞ'-পদ-প্রয়োগে ব্যাখ্যাত হইতেছে। ছান্দোগ্যে এইরূপ শ্রুতিবাক্য আছে—'হে সৌম্য, এই দৃশ্যমান জগতের পূর্ব্বে দ্বিতীয়-রহিত একমাত্র ব্রহ্মই বর্ত্তমান ছিলেন; তিনি দেখিয়াছিলেন, 'বহু প্রজা সৃষ্টি করিব' ইচ্ছা করিয়াছিলেন এবং তাঁহা হইতে তেজঃসৃষ্টি হয়'—এই কথায় জগতের কারণরূপে 'প্রধান' নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না। তজ্জন্যই "ঈক্ষতের্নাশব্দং" সূত্র। যাহার বৈদিক প্রমাণ নাই, তাহাই অ-শব্দ বা অনু-মানসিদ্ধ প্রধান। এস্থলে উহার প্রতিপাদন-যোগ্যতা নাই। কি প্রকারে প্রধানের অ-শব্দত্ব, তৎপ্রতিষেধের জন্য কথিত হইতেছে। ঈক্ষ্ ধাতুর অর্থ সচ্ছব্দবাচ্য, সম্বন্ধিব্যাপার-বিশেষবাচক বলিয়া শ্রুত হয়। "তিনি দেখিয়াছিলেন" এই দর্শন-কার্য্য অচেতন 'প্রধানে' সম্ভাবনা নাই। অন্যস্থলেও উক্ত হইয়াছে—'এই সৃষ্টি ঈক্ষাপূর্ব্বিকা' অর্থাৎ ব্রহ্মদর্শনমূলে জগতের সৃষ্টি। "তিনি দেখিয়াছিলেন", "লোকসমূহ সৃষ্ট হইয়াছিল", তিনিই এই লোক সৃষ্টি করেন"—এখানে "ঈক্ষণ" ঈশ্বরের সৃজ্যবিচারাত্মক বলিয়া 'তিনি সর্ব্বজ্ঞ' এই কথা অন্তর্ভুক্ত হইতেছে। এজন্যই শ্রীমদ্ভাগবতে "অভিজ্ঞ" শব্দের অবতারণা। সেই কালেও তাঁহার অদ্বিতীয়ত্ব, এই উক্তি হইতে ঈক্ষণ-সাধন সম্ভব হয় না, তজ্জন্যই 'স্বরাট্' শব্দের অবতারণা। 'স্বরাট্' শব্দে নিজ স্বরূপদ্বারা সেই প্রকার বিরাজমান বুঝাইতেছে। "তাঁহার কার্য্য ও

ইন্দ্রিয় নাই", "তাঁহার স্বাভাবিকী শক্তি জ্ঞানবল-ক্রিয়াত্মিকা" প্রভৃতি শ্রুতি হইতে ঈক্ষণ-হেতু তাঁহার মূর্ত্তিমত্তা স্বাভাবিক—ইহাই প্রতিপন্ন হয়। পরে "তাঁহার নিঃশ্বাস হইতেই জগৎসৃষ্টি" এরূপ শ্রুতি-প্রমাণ পাওয়া যাইবে এবং উহাও যথোক্ত।

'শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" সূত্রের অন্যার্থ "তেনে" এই পদ-প্রয়োগে ব্যাখ্যাত হইতেছে। তাঁহার জগজ্জন্মাদি-কর্ত্তৃত্ব কি প্রকার অথবা অন্যতন্ত্রকথিত প্রধানের বা অন্যের জগৎকর্ত্তৃত্ব কিরূপে নাই তদ্বিষয়ে বলিতেছেন—তাঁহার রূপত্ব হইতে বেদ লক্ষণের কারণ। "এই মহাভূতের নিঃশ্বাস হইতেই এই সমস্ত ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ব-আঙ্গিরস, ইতিহাস, পুরাণ, উপনিষৎসমূহ, শ্লোকাবলী, সূত্রসমূহ, উপসূত্র-মালা এবং ব্যাখ্যানসমূহ প্রকটিত হইয়াছে", এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়। সকল প্রমাণের অগোচর, বিবিধ অনন্তজ্ঞানময় শাস্ত্র এবং তাহার কারণই ব্রহ্ম বলিয়া শুনা যায়। এই প্রকার প্রাধান্যই তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতা। তাদৃশ সর্ব্বজ্ঞতা ব্যতীত সকলের সৃষ্টিকারিত্ব অন্যে উৎপন্ন হয় না—এই উক্ত লক্ষণে ব্রহ্মই জগতের কারণ, 'প্রধান' জগতের কারণ নহে। এই বিষয় বিশদভাবে বলিবার জন্য "তেনে ব্রহ্ম হৃদা" প্রভৃতির অবতারণা। অন্তঃকরণ-দ্বারাই আদিকবি ব্রহ্মার নিকট বেদ আবির্ভূত হইয়াছিল, বাক্যদ্বারা হয় নাই। এস্থলে বৃহদ্বাচক ব্রহ্মশব্দদ্বারা তাঁহার সর্ব্বজ্ঞানময়ত্ব জ্ঞাপিত হইয়াছে। 'হৃদা' এই পদদ্বারা অন্তর্য্যামিত্ব ও সর্ব্বজ্ঞানময়ত্ব সূচিত হইয়াছে। 'আদিকবয়ে' এই পদদ্বারা তাঁহারই শিক্ষানিদানত্ব-মূলে শাস্ত্রযোনিত্ব সিদ্ধ হয়। এস্থলে শ্রুতিবাক্য যথা—'যিনি পূর্ব্বে ব্রহ্মার প্রতি বিধান করিয়াছেন, যিনি পূর্ব্বে বেদ ধারণ করেন, যিনি বেদসমূহ প্রণিধান করেন, মুমুক্ষু আমি সেই আত্ম-বুদ্ধিপ্রকাশক দেবতার শরণ গ্রহণ করি।' মুক্তজীব বিশ্বের কারণ নহে, তজ্জন্য 'মুহ্যন্তি'-শব্দের প্রয়োগ। 'যে বেদে শেষাদি সূরিগণ পর্য্যন্তও মুহ্যমান হন' এতদ্দ্বারা শয়নলীলা-প্রকাশক, নিঃশ্বসিতময় বেদ এবং বিবিধ মুখ ও চক্ষুবিশিষ্ট ব্রহ্মাদির কারণ যে পদ্মনাভ, তাঁহার আদিমূর্ত্তি ভগবান্‌ই অভিহিত হন। 'প্রচোদিতা যেন পুরা সরস্বতী' ইত্যাদি ভাগবত-পদ্যেও ইহা বিবৃত হইয়াছে।

'তত্তু সমন্বয়াৎ' সূত্রের অন্যার্থ, যথা—শাস্ত্র-যোনিত্বে হেতুও দেখা যায়। এস্থলে 'সমন্বয়'-শব্দে সর্ব্বতোমুখ অন্বয় অর্থাৎ যাঁহা হইতে ব্যুৎপত্তি-বেদার্থ-পরিজ্ঞান হয়, তাহাই শাস্ত্রনিদানত্ব বলিয়া নিশ্চিত হয়। জীবে সম্যগ্‌জ্ঞান নাই এবং প্রধানও অচেতন বস্তু। শ্রুতি বলেন,—"তিনি বিশ্বে অভিজ্ঞ; তাঁহাকে জানিবার কাহারও সামর্থ্য নাই।" তদীয় সম্যগ্‌জ্ঞান ব্যতিরেকমুখে বুঝাইবার জন্য সকল জীবেরই তদীয় সম্যগ্‌জ্ঞানের অভাব 'মুহ্যন্তি' এই পদদ্বারা বলা হইয়াছে। 'শেষাদি সূরিগণও যে শব্দ-ব্রহ্মে মোহ লাভ করেন,—স্বয়ং ভগবান্ তাহা বিবৃত করিয়াছেন। 'কিং বিধত্তে' ইত্যাদি শ্লোকদ্বারা সাক্ষাৎ ভগবান্‌ই অভিহিত হইয়াছেন।

'ঈক্ষতের্নাশব্দম্' সূত্রের অন্যপ্রকার অর্থ 'অভিজ্ঞ' এই পদদ্বারা ব্যক্ত হইতেছে। শ্রুতি বলেন,—"তিনি অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ ও অব্যয়।" তাহা হইলে তাঁহার শব্দযোনিত্ব কিরূপে সিদ্ধ হয়? তাহা হইলেও প্রকৃতব্রহ্ম শব্দহীন নহেন, যেহেতু ঈক্ষণার্থক সূত্রে ও 'তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়' এই বাক্যে বহু হইয়াও শব্দাত্মক ঈক্ষ্-ধাতুর প্রয়োগ শ্রবণ-হেতু 'অশব্দ'-শব্দের প্রকৃত অর্থ অন্যরূপ। তজ্জন্যই 'অভিজ্ঞ'-শব্দ প্রয়োগ করায় 'বহু হইব' এই শ্রুতি-বিচার-নিপুণতা দেখা যায়। সেই বস্তুর সেই শব্দাদি শক্তিসমুদয় প্রাকৃত নহে, যেহেতু প্রকৃতি-ক্ষোভের পূর্ব্বেও তাহাদিগের অস্তিত্ব ছিল, জানা যায়। তাহা হইলে ঐ শক্তিসমূহ স্বরূপভূত; তজ্জন্যই 'স্বরাট্'-শব্দের প্রয়োগ। এখানে পূর্ব্বের ন্যায় তাদৃশ সমান ধর্ম্মরূপ তাঁহার মূর্ত্তিমত্তাই সিদ্ধ হইল। সূত্রকার শ্রীব্যাসও বলিয়াছেন,—"জীব ও সবিতৃমণ্ডলের অন্তরে পরমাত্মা অবস্থিত; তাঁহাতে কর্ম্মমার্গীয় পাপসমূহ নাই; তিনি কর্ম্মবিদ্ধ জীব অথবা দেবতা নহেন; তিনি আদ্যানন্তমূর্ত্তিবিশিষ্ট ধ্যেয় বস্তু।" অতএব 'অশব্দত্ব' তাঁহাতে প্রযুক্ত হইলে তাহা প্রাকৃতশব্দহীনত্বকেই বুঝায়।

এখানে উত্তর-মীমাংসার চারি অধ্যায়ের অর্থ

প্রদর্শিত হইল—'অন্বয়াদিতরতশ্চ'-পদে সমন্বয়াধ্যায়ের, 'মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ' পদে অবিরোধাধ্যায়ের, 'ধীমহি'-পদে সাধনাধ্যায়ের এবং "সত্যং পরং" পদে ফলাধ্যায়ের উদ্দেশ্য নিহিত আছে।

গায়ত্রীর অর্থ এবং দশলক্ষণার্থ এই শ্লোকেই নিহিত আছে। এই উপক্রমবাক্যরূপ আদিম শ্লোকটি সকল-পদবাক্য-তাৎপর্য্যপর। সেই ধ্যেয়বস্তুর স-বিশেষত্ব, মূর্ত্তিমত্তা ও ভগবদাকারত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। অন্য স্বরূপবাক্যদ্বারা প্রকাশিত হওয়ায় উহাই যুক্ত। শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৮৭।৫০ 'যোহস্যোৎপ্রেক্ষকঃ' ইত্যাদি শ্লোক এবং ১।১।২ 'ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোহত্র' ইত্যাদি শ্লোকেও এইরূপ তাৎপর্য্য প্রদর্শিত হইয়াছে। চতুঃশ্লোকী-বক্তার ভগবত্তা এবং ব্যাস-সমাধিতেও তাঁহার ধ্যেয়ত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে।

২। উপসংহার-শ্লোক (ভাঃ ১২।১৩।১৯) যথা—

কস্মৈ যেন বিভাষিতোহয়মতুলো জ্ঞানপ্রদীপঃ পুরা
তদ্রূপেণ চ নারদায় মুনয়ে কৃষ্ণায় তদ্রূপিণা।
যোগীন্দ্রায় তদাত্মনাথ ভগবদ্রাতায় কারুণ্যত-
স্তচ্ছুদ্ধং বিমলং বিশোকমমৃতং সত্যং পরং ধীমহি॥

গর্ভোদকশায়ি-পুরুষের নাভিকমলস্থিত ব্রহ্মার নিকট সেই স্থলে দ্বিতীয়স্কন্ধ-বর্ণিত তাদৃশ শ্রীমূর্ত্তি-বিশিষ্ট মহা-বৈকুণ্ঠ-প্রদর্শনকারী-ভগবৎকর্ত্তৃক শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু তখন গ্রন্থ রচিত হয় নাই। পূর্ব্ব পরার্দ্ধের আদিমকালে ব্রহ্মাকর্ত্তৃক তাহাই শ্রীনারদের নিকট এবং শ্রীনারদকর্ত্তৃক তাহা শ্রীব্যাসের নিকট, শ্রীব্যাস-কর্ত্তৃক উহাই শ্রীশুকদেবের নিকট এবং শ্রীশুক-দেবকর্ত্তৃক পরীক্ষিতের নিকট, কেবল চতুঃশ্লোকী কেন, শুদ্ধ, বিমল, বিশোক, অমৃত, অখণ্ড সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছিল। 'আরও আপনাদের ন্যায় মুনিগণের নিকট 'আমি যে সূত, আমাকর্ত্তৃকও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইল।' এই প্রকারে সমগ্র শ্রীভাগবত-গুরুগণের মহিমা প্রদর্শিত হইয়াছে। সঙ্কর্ষণ-সম্প্রদায়ের প্রসারণও কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-ব্যাসকর্ত্তৃক প্রকাশনের অন্তর্ভুক্ত, তজ্জন্য উহা পৃথগ্‌ভাবে কথিত হয় নাই। 'পরং সত্যং'-শব্দে শ্রীমদ্ভাগবত-তত্ত্বকে বুঝায়। সেই শ্রীভাগবত-তত্ত্বই আমরা অনুশীলন করি।

'যত্তৎপরমনুত্তমঃ' এই সহস্র নামে উদাহৃত 'পর'-শব্দে শ্রীভগবান্‌ই উদ্দিষ্ট হইয়াছেন। দ্বিতীয় স্কন্ধে ষষ্ঠ অধ্যায়ে 'আদ্যোহবতারঃ' ইত্যাদি ৪২ শ্লোকে ইহাই স্থাপিত হয়। ব্রহ্মাদি দেবগণের বুদ্ধিবৃত্তির প্রেরক বলিয়া অভিহিত হওয়ায় গায়ত্রীর অর্থোপলক্ষিত 'ধীমহি'-পদ। এই গায়ত্রী-পদদ্বারা উপক্রম-শ্লোকের ন্যায় উপসংহার-শ্লোকেও গায়ত্রীর অর্থে গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে।

৩। অভ্যাস-শ্লোক (ভাঃ ১২।১২।৬৬) যথা—

কলিমলসংহতিকালনোহখিলেশো
হরিরিতরত্র ন গীয়তে হ্যভীক্ষ্ণম্।
ইহ তু পুনর্ভগবানশেষমূর্ত্তিঃ
পরিপঠিতোহনুপদং কথাপ্রসঙ্গৈঃ॥

'কালন'-শব্দে 'নাশন' জানিতে হইবে। অন্য শাস্ত্রে কর্ম্মে ব্রহ্মাদি প্রতিপন্ন হয়। অখিলেশ বিরাড়ন্তর্য্যামী নারায়ণ ও তৎপালক বিষ্ণু—এরূপ গীত হয় না। কোথাও গীত হইলেও সর্ব্বদা গীত হন না। 'তু'-শব্দ অবধারণে প্রযুক্ত হইয়াছে। সাক্ষাৎ ভগবান্ এই শ্রীমদ্ভাগবতেই পুনঃ পুনঃ গীত হইয়াছেন। নারায়ণাদি অথবা যাঁহাদিগের এখানে বর্ণনা হইয়াছে, তাঁহারা অনেক মূর্ত্তি; এই সকলই যাঁহার অবতার, তিনিই স্বয়ং ভগবান্। সেইরূপেই গীত হয়, অবিবেক-দ্বারা অন্যরূপ গীত হয়। অতএব সেই সেই কথাপ্রসঙ্গে প্রতিপদেই ভগবান্‌কে লক্ষ্য করিয়া সর্ব্বতোভাবে পঠিত ও প্রকাশিত। এতদ্দ্বারা অপূর্ব্বতাও ব্যাখ্যাত হইল।

৪। ফল-শ্লোক (ভাঃ ২।২।৩৭) যথা ঃ—

পিবন্তি যে ভগবত আত্মনঃ সতাং
কথামৃতং শ্রবণপুটেষু সংভৃতম্।
পুনন্তি তে বিষয়-বিদূষিতাশয়ং
ব্রজন্তি তচ্চরণসরোরুহান্তিকম্॥

'সতাং আত্মনঃ' অর্থে সাধুগণের প্রাণেশ্বরের অথবা ব্যাধিকরণে ষষ্ঠী। আপনার যে ভগবান্ তাঁহার,—এরূপ অর্থ হয়। ভগবান্ তাঁহাদিগের মমতাস্পদ বলিয়া 'প্রভু'-জ্ঞান। এখানে 'কথামৃত' বলায় শ্রীমদ্ভাগবতকেই মুখ্যভাবে বুঝায়। 'যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং 'শ্লোকেরও এরূপ তাৎপর্য্য।

৫। অর্থবাদ-শ্লোক (ভাঃ ১২।১৩।১) যথা ঃ—
যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতস্তুন্বন্তি দিব্যৈস্তবৈ-
র্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিততদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ॥

বেদস্তবদ্বারা তাঁহারা স্তব করেন। 'ধ্যানাবস্থিত' শব্দে—যাঁহার মন নিশ্চল ও তদ্গত, তৎকর্ত্তৃক।

৬। উপপত্তি-শ্লোক (ভাঃ ২।২।৩৫) যথা ঃ—
ভগবান্ সর্ব্বভূতেষু লক্ষিতঃ স্বাত্মনা হরিঃ।
দৃশ্যৈর্বুদ্ধ্যাদিভির্দ্রষ্টা লক্ষণৈরনুমাপকৈঃ॥

প্রথম দ্রষ্টা জীবই লক্ষিত হয়। দৃশ্য—বুদ্ধি প্রভৃতি। জড়বুদ্ধি প্রভৃতি দৃশ্যসমূহের দর্শন চেতন বা স্বপ্রকাশ দ্রষ্টা ব্যতীত দর্শনক্রিয়ার অনুষ্ঠান হয় না।

শ্রীজীবপাদ 'ক্রমসন্দর্ভে' যে স্বীয় ব্যাখ্যা দিয়াছেন এবং 'ভাগবত-সন্দর্ভে'র অন্যতম 'কৃষ্ণসন্দর্ভে'র ৮২ সংখ্যায় এবং শেষাংশে ১৮৯ সংখ্যায় যেরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা এখানে লিখিত হইল।

মথুরা-দ্বারকা-গোকুল-সংজ্ঞক নিত্যধামে যিনি নিত্যকাল বিরাজমান থাকিয়া কোন উদ্দেশ্যে প্রপঞ্চে প্রাদুর্ভাব নিমিত্ত বসুদেবগৃহে জন্মগ্রহণ করেন এবং তথা হইতে সেবানুগত্যক্রমে অন্যত্র নন্দগৃহে পুত্রভাবে গমন করেন, যিনি কংসবঞ্চনাদি অথবা ব্রজবাসিগণের উপযোগী ভাবসমূহে পারদর্শী, আরও যিনি নিজজন ব্রজবাসিগণসহ বিরাজ করেন, যিনি ব্রহ্মার বিস্ময়োৎপাদনের জন্য সঙ্কল্পমাত্রদ্বারা স্বীয় অনন্ত চিদানন্দ নিত্য রসময়মূর্ত্তি বৈভব বিস্তার করেন, যিনি তাদৃশ লৌকিক ও অলৌকিক যোগ্যলীলাহেতু ভগবদ্ভক্তগণের প্রচুর প্রেমের উদয় করাইয়া তাঁহাদিগকে বিবশ করেন, যাঁহার তাদৃশ লীলাপ্রভাবে নিস্তেজ বস্তু-সহ চন্দ্রাদি তেজোময় বস্তুর ধর্ম্মবিনিময় সংঘটিত হয়, যেহেতু তাঁহার শ্রীমুখমণ্ডল-শোভায় উজ্জ্বল চন্দ্রজ্যোৎস্নাও নিস্তেজ বা মলিন হয় এবং নিকটস্থ তেজোরহিত বস্তুতে তেজস্বিতা উৎপন্ন হয়, যাঁহার বেণুধ্বনিতে তরল বস্তু কঠিন হয় এবং মৃত্তিকা পাষাণাদি দ্রবীভূত হইয়া স্ব স্ব ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন করে, যে কৃষ্ণে গোকুল-মথুরা-দ্বারকারূপ বৈভব-প্রকাশত্রয় সত্যরূপে অবস্থিত, যিনি স্বরূপাশ্রয় তদ্রূপ-বৈভব মথুরা দ্বারা সর্ব্বদা মায়াকার্য্যলক্ষণ নিরাশ করেন, সেই পরব্রহ্ম নরতনু কৃষ্ণ সত্যে প্রতিষ্ঠিত এবং সেই কৃষ্ণে সত্যের স্বরূপলক্ষণ প্রতিষ্ঠিত। যিনি সত্য হইতে পরম সত্য, সত্য-গোবিন্দ-সংজ্ঞায় যাঁহার পরিচয় এবং কৃষ্ণমূর্ত্তি যাঁহার একমাত্র অব্যভিচারী আকার, সেই শ্রীকৃষ্ণকে আমরা ধ্যান করি।

নিজ পরমানন্দ-শক্তিরূপা শ্রীরাধিকার অনুগমন করিয়া যিনি আসক্ত, সেই পরস্পর সম্বন্ধ বা অন্বয়ই শ্রীকৃষ্ণ। যেরূপ কৃষ্ণ হইতে, সেইরূপ অন্য অর্থাৎ শ্রীরাধা হইতে আদিরস বা শৃঙ্গার-রসের প্রাদুর্ভাব। এই মিথুনই শৃঙ্গার-রসের পরমাশ্রয়। শ্রীকৃষ্ণ বিলাসকলাপে চতুর এবং শ্রীরাধিকাও আত্মারাম-বিলাসিনী। প্রথমতঃ আমি বেদব্যাস তাঁহাদের লীলাবর্ণন আরম্ভ করায় আমাকে অন্তঃকরণদ্বারা নিজলীলার প্রতিপাদক শব্দব্রহ্ম যুগপৎ এই সমগ্রপুরাণ তাঁহারা আমার হৃদয়ে প্রকাশ করেন। রাধিকার স্বরূপ-সৌন্দর্য্যগুণ-প্রভৃতির চমৎকারিতা দেখিয়া 'তিনি কে', ইহা বর্ণন করিতে গিয়া তাঁহাকে নিশ্চয় করিতে শেষ প্রভৃতিও সমর্থ হন নাই। অচেতনগণেরও যেপ্রকার পরস্পর স্বভাববিপর্য্যয় ঘটে, সেইরূপ যিনি অলঙ্কারাদি-দ্বারা শোভা প্রাপ্ত হন (তৎপদনখকান্তি-দ্বারা চন্দ্রাদির দীপ্তির বারি ও মৃত্তিকার ন্যায় নিস্তেজস্ত্ব-ধর্ম্ম লাভ, নদ্যাদি জলের তৎসম্পর্কিত বংশীধ্বনিদ্বারা অগ্নিতেজের ন্যায় স্ফীতিলাভ এবং পাষাণাদি মৃত্তিকার স্তব্ধতাপ্রাপ্তি—এই সকল ঘটনা কৃষ্ণলীলাবর্ণনে প্রসিদ্ধ), যে রাধিকার শ্রী-ভূ-লীলা-শক্তিত্রয়ের প্রাদুর্ভাব অথবা দ্বারকা-মথুরা-বৃন্দাবন এই স্থানত্রয়গত শক্তিবর্গত্রয়ের প্রাদুর্ভাব অথবা বৃন্দাবনে রসব্যবহারবশতঃ সুহৃৎ-উদাসীন-প্রতিপক্ষ-নায়িকারূপ ত্রিবিধ-ভেদবিশিষ্ট ব্রজদেবীসমূহের প্রাদুর্ভাব মিথ্যা (অর্থাৎ রাধিকার সৌন্দর্য্যাদি গুণ-সম্পৎসত্ত্বে অন্য শক্তিসমূহ, অন্য ধামসমূহ ও অপর ব্রজললনাগণ কৃষ্ণের তাদৃশ প্রয়োজনযোগ্য নহেন), যিনি স্বীয় নিত্যসিদ্ধ প্রভাবদ্বারা স্বীয় লীলার প্রতিবন্ধক জটীলা, কুব্জা প্রভৃতি প্রতিপক্ষ-নায়িকার কপটতা নিরসনে সমর্থা এবং পরস্পর বিলাসাদিদ্বারা অনবরত আনন্দবিধানে কৃতসত্যা বা অচঞ্চলা,

অতএব অদৃষ্টগুণ-লীলাদিদ্বারা বিশ্বের বিস্ময়োৎপাদনকারিণী ও সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টা, সেই পরমা শক্তি ও পরমশক্তিমত্তত্ত্ব পরস্পর অভিন্ন হইয়া মহাভাবের আতিশয্যক্রমে একত্র মিলিততনু, রাধাকৃষ্ণের অনুশীলন করি।
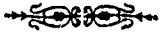
শ্রীধরস্বামিপাদ 'জন্মাদ্যস্য' শ্লোকের যেপ্রকার ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন, তাহার মর্ম্মানুবাদ এস্থলে প্রদত্ত হইতেছে।

পরিদৃশ্যমান বিশ্বের কারণ পরমেশ্বর। বিশ্ব তাঁহার কার্য্য। মৃত্তিকা ও সুবর্ণ, ঘট ও কুণ্ডলরূপ কার্য্যদ্বয়ের কারণ। ঘট ও কুণ্ডলের পরিচয় প্রথমে বাহ্যদর্শনে প্রতিভাত না হইলেও ঐ দুইটির অনুবৃত্তিক্রমে মৃত্তিকা ও সুবর্ণ বর্ত্তমান। কিন্তু উহারা মৃত্তিকা ও সুবর্ণরূপ কারণ হইতে পৃথক্ রূপ লাভ করিয়া কার্যরূপে বর্ত্তমান। কার্য্যের পরিচয় হইতে কারণের পরিচয় ভিন্নজাতীয়। বাক্যের সম্মেলনে যেরূপ খ-পুষ্পের ধারণা অযুক্ত নহে, কিন্তু পুষ্প আকাশে আশ্রয়রহিত হইয়া থাকিতে পারে না। তাদৃশ পুষ্প আকাশে থাকিবার ধারণায় কোন বাধা নাই; এরূপ কার্য্যগুলির অধিষ্ঠানে অসৎসত্তা আছে জানা যায়। পরমেশ্বর অনুবৃত্তিক্রমে জগতে কারণরূপে অবস্থিত হইলেও জগতের বাহ্যপ্রতীতিতে ব্যাবৃত্তিক্রমে তাহার প্রতিবন্ধক-স্বরূপ অসত্যের কারণরূপে তিনিই অবস্থিত। জগতের ভিন্ন ভিন্ন অবয়বে আমরা অন্বয় ও ব্যতিরেক ভাব দর্শন করি। বিশ্বের জন্মস্থিতি-বিনাশ যাঁহার অন্বয় ও ব্যতিরেক উভয়বৃত্তি হইতে ঘটে, সেই পরমেশ্বরেই বিশ্বের সম্বন্ধ। বিশ্বের স্থূল গঠন ও তৎসম্বন্ধিনী সূক্ষ্মসত্তার কারণ পরমেশ্বর হইলেও কার্য্যরূপ বিশ্বে তাঁহার অনুবৃত্তি এবং কারণরূপ পরমেশ্বরে কালক্ষোভ্য গুণময় কার্য্যের ব্যাবৃত্তি আছে। "যতো বা ইমানি" শ্রুতি এবং "যতঃ সর্ব্বাণি ভূতানি" প্রভৃতি স্মৃতিবাক্য হইতে জানা যায় যে, যাবতীয় উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় যাঁহা হইতে হয়, সেই বস্তুই কারণ; তাহা হইলে এস্থলে জগতের কারণরূপে প্রধানের ধ্যান অভিপ্রেত হইয়াছে কি না,—এই বিচার উপস্থিত হয়। সেই কারণ স্বয়ং অভিজ্ঞ বলিয়া এবং প্রধানের তাদৃশ অভিজ্ঞতার কথা শ্রুতি বলেন না বলিয়া পরমেশ্বরই কারণ। "স ঐক্ষত" প্রভৃতি শ্রুতিবাক্য এবং "ঈক্ষতের্নাশব্দং" সূত্রে পরমেশ্বরের অভিজ্ঞতার নিদর্শন। আরও জগতের কারণরূপে জীবের ধ্যান অভিপ্রেত হইয়া থাকিলে সেই কারণ স্বরাট্ বলিয়া অভিহিত হইত না। জগৎকারণ পরমেশ্বর স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানময়, জীবও তাঁহারই শক্তি বলিয়া পরমেশ্বরাধীন। জগতের কারণরূপে প্রধান ও জীব নির্দ্দিষ্ট না হইলে ব্রহ্মাই জগতের কারণরূপে ধ্যেয় হইবার প্রতিবন্ধক কি? ব্রহ্মা জগতের কারণরূপে 'হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে' শ্রুতি-দ্বারা সমর্থিত হইলেও তাঁহার মূল কারণস্বরূপ পরমেশ্বর হইতে তিনি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। অন্যের নিকট ব্রহ্মার বেদাধ্যয়নের কথা প্রসিদ্ধ নাই, তজ্জন্যই মনের দ্বারা ব্রহ্মার অন্তর্য্যামিরূপে তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরমেশ্বরই ব্রহ্মার বুদ্ধিবৃত্তির প্রবর্ত্তক। এতদ্দ্বারা গায়ত্রীর অর্থ প্রদর্শিত হইয়াছে। কেহ মনে করিতে পারেন,—ব্রহ্মা স্বয়ং বেদজ্ঞ ছিলেন। সেই ভ্রম নিরাকরণের জন্য 'ব্রহ্মাদি সূরিগণও বেদে মোহপ্রাপ্ত হন' এই কথার উল্লেখ। ব্রহ্মার জ্ঞান, পরাধীন জ্ঞান, পরমেশ্বরই স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানবিশিষ্ট ও জগতের কারণ।

তেজ, জল ও মৃত্তিকার মধ্যে কোন একটিতে সেই বস্তুর সত্যজ্ঞানের পরিবর্তে যেমন অন্য বস্তুসত্তার জ্ঞানোদয় হয় অর্থাৎ সত্যের ন্যায় প্রতীতি হয়, সেইপ্রকার মায়াগুণগঠিত ভূতরূপ তমঃসর্গ, রজো-রূপ ইন্দ্রিয়সর্গ এবং সত্ত্বরূপ দেবতা-সর্গ যে সত্য-অধিষ্ঠানে অসত্যজ্ঞানও সত্যের ন্যায় প্রতীত হয়, সেই পরমেশ্বরই সত্যবস্তু। মরীচিকাস্থিত তেজে জল এবং মৃত্তিকা বা কাচাদিতে জলবুদ্ধি ইহার উদাহরণ। বস্তুর যথার্থ জ্ঞানের বিনিময়ে অপরবস্তুসম্বন্ধী জ্ঞানের অনুভূতিজনিত সত্যতার অধিষ্ঠান। বস্তুতে সত্য ও সত্যবৎ প্রতীতিকারিণী সত্তার অধিষ্ঠান আছে। বাস্তব সত্য ব্যতীত সত্যবৎ প্রতীতিকে অসত্য বলা হয়, উহাই ঔপাধিক সত্য নামে কথিত। প্রতীতির তাৎকালিকতাকে নিত্য সত্য বলা যায় না। সর্ব্বদেশ ও সর্ব্বকালে জ্ঞাতৃ-

ভেদে যে সত্য পাওয়া যায়, তাহাই অবিনশ্বর সত্য। সত্যের অধিষ্ঠানজন্য সত্যের ন্যায় প্রতীত বিষয়ে নশ্বরতা সিদ্ধ হয়। নশ্বর সত্য, সত্যের ভাণ বা তাৎকালিক প্রতীতিগত সত্তাধিষ্ঠানকে কেহ কেহ 'মিথ্যা' সংজ্ঞা দেন। সত্য বস্তু পরমেশ্বরে কপটতা নাই। সত্যবস্তুর স্বীয় আলোকদ্বারা অন্ধকাররূপ কপটতা নিরস্ত হয়। পরমেশ্বরের স্বরূপলক্ষণে সত্য অবস্থিত। তটস্থলক্ষণে বিশ্বের জন্মস্থিতিবিনাশাদি এবং তদানুষঙ্গিক অভিজ্ঞতা, স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানময়তা, আদিকবির অন্তর্যামিত্বসূত্রে তত্ত্বপ্রকাশকারিতা ও পরমেশ্বরানুকম্পা ব্যতীত পণ্ডিতগণের তত্ত্বজ্ঞানে স্বাভাবিক মোহকারিতা সংশ্লিষ্ট আছে। 'আমরা পরমেশ্বর সত্যের ধ্যান করি', এরূপ কথিত হওয়ায় সৎসম্প্রদায়গুরু লেখক বেদব্যাস স্বয়ং এবং তাঁহার অনুগত শিষ্যমণ্ডলী সকলকেই অন্তর্গত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশিত হইয়াছে। গায়ত্রী অবলম্বন করিয়া শ্রীভাগবতপুরাণে সদ্ধর্ম্ম লিখিত হইয়াছে। গায়ত্রীর অর্থাবতারণা করিবার উপলক্ষণে শ্রীমদ্‌ভাগবতের বস্তুনির্দ্দেশমূলে এই আদিম শ্লোকই মঙ্গলাচরণ।

শ্রীজীব গোস্বামিপাদ তদীয় টীকা 'ক্রমসন্দর্ভে' শ্রীধরের অভিপ্রায় এরূপ লিখিয়াছেন—ধ্যেয়, ধ্যাতা ও ধ্যানের ভেদাবগতি হইতে জগৎকারণ পরমেশ্বর স্থিরীকৃত হন। অভেদবাদিগণের মতে চিদ্বিলাস-রহিত ব্রহ্ম কেবল চিন্মাত্র—তাঁহাতে ভেদ নাই। 'ব্রহ্ম'-শব্দে বৃহৎ ও পোষণকারী বুঝায়—শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে। ব্রহ্ম সত্য, অনন্ত ও জ্ঞানময় লক্ষণে উপলক্ষিত। বিষ্ণুপুরাণেও ব্রহ্মশব্দে শক্তিমান্ পরমেশ্বরকেই বাচ্য বলিয়াছেন। যে সত্যময় ব্রহ্মের আশ্রয় লাভ করিয়া অসত্য ত্রিসর্গও সত্য বলিয়া আরোপিত হয়; আরোপকারী জীব এবং যাঁহাতে আরোপিত হইতেছে, তিনি পরমেশ্বর। তিনি চেতন হউন বা অচেতন হউন, জীবের আরোপকতা-দ্বারা অজ্ঞান ত্রিসর্গের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ হয় না। জীবের মায়ামরীচিকায় জলবুদ্ধিতে যে ভ্রম, তাহার মূলে অজ্ঞান অবস্থিত। 'অভিজ্ঞ'-শব্দের অবতারণায় জগৎকারণত্বে চেতনকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, আবার 'স্বরাট্' বলায় চেতনময়ের স্বরূপজ্ঞানদ্বারা জ্ঞাতৃত্বের অঙ্গীকার জানা যায়। ব্যষ্ট্যংশ জীবোপাধিতে অজ্ঞান থাকিলে সমষ্ট্যংশ ঈশ্বরে তাদৃশ ভ্রমের কল্পনা-নিরাসার্থেই ধাম বা আলোকদ্বারা অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ পরম জ্ঞানশক্তিদ্বারা সিদ্ধ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। হেতুত্ব-লক্ষণদ্বারা তৃতীয়া বিভক্তিতে চিচ্ছক্তিত্বই বুঝাইতেছে। জগতের উপাদান কারণ তিনপ্রকারে নিরূপিত হয়। শূন্যবাদী বা বিবর্ত্তবাদী বলেন,—'স্বরূপতঃ অবস্থান্তর না হইলেও যদি অবস্থান্তর জ্ঞান হয়, তবে তাহাকে বিবর্ত্ত বলা যায়, যেমন রজ্জুতে সর্পজ্ঞান। যেমন আকাশে তল ও মলিনতা কটাহতুল্য বোধ হয়, বাস্তবিক নহে, সেইরূপ এই জগতের সৃষ্ট্যাদি সমস্তই মিথ্যা বা তাৎকালিক সত্য-প্রতীতি।' আরম্ভবাদী বৈশেষিক বলেন,—'এক বস্তু হইতে অন্যবস্তু উৎপন্ন হয় এবং পরবস্তু পূর্ব্ব বস্তু হইতে পৃথক্; যেমন সূত্র হইতে বস্ত্র উৎপন্ন হয়। উৎপত্তিতে সূত্র, নিষ্পত্তিতে বস্ত্র।' পরিণামবাদী বলেন,—'এক বস্তু অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া পরিণত হয়, যেমন মৃত্তিকার পরিণাম ঘট, দুগ্ধের পরিণাম দধি, সুবর্ণের পরিণাম কুণ্ডল।' শ্রীমদ্ভাগবতের লেখক শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস শক্তিপরিণামবাদ স্বীকার করিয়াই শূন্যবাদ ও আরম্ভবাদ নিরসনমানসে 'জন্মাদ্যস্য' শ্লোকের অবতারণা করিয়াছেন। শূন্যবাদে—আরোপকারী জীবকে ভ্রান্ত ব্রহ্ম বা ব্রহ্মের উপাধি বা ভ্রমজগতে ব্যষ্ট্যংশ, জগৎকে মিথ্যা বা জগতের কর্ত্তৃসত্তায় অধিষ্ঠান মিথ্যা (omitted) প্রভৃতি বলা হয়। আরম্ভবাদে—জীবত্বের বস্ত্বন্তরত্ব এবং জগতের বস্ত্বন্তরত্ব স্বীকৃত হয়। পরিণামবাদে—বস্তুর শক্তির বিবিধত্ব স্বীকৃত হওয়ায় জীব ও জগৎ মিথ্যা বা বস্ত্বন্তর স্বীকৃত হওয়ার পরিবর্ত্তে বস্তু অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা ও তটস্থা শক্তিপরিণত হইয়া অবিনশ্বর, নশ্বর ও ভেদাভেদ সত্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। ধ্যানকারীর বহুত্ব উক্ত হওয়ায় জীবের অসংখ্যত্ব এবং 'স্বেন ধাম্না' উক্ত হওয়ায় শক্তির অবিনশ্বরত্ব ও সত্যত্ব। জীবের জ্ঞানে ভেদ-কুহক আসিয়া আরম্ভবাদ-দ্বারা জীব বা জগৎকে বস্ত্বন্তর কল্পনা করায়, অথবা শূন্যবাদ-দ্বারা

মিথ্যা কল্পনা করায়। কুহক নিরস্ত হইলে অন্তরঙ্গা শক্তিকে বা জীবশক্তিকে মায়াশক্তির সহিত অভিন্ন প্রতীত করায় না। জীবের জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ নহে, পরন্তু ভগবানের অধীন---ইহা বলিতে গিয়া ব্রহ্মা ভগবানের নিকট তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন এবং জীবগণ যতই কেন নির্ম্মল হউক না, বিবর্ত্তবাদাশ্রয়ে বা আরম্ভবাদাধীনে ভেদজ্ঞানে অদ্বয়জ্ঞান পরমেশ্বরে মূঢ়তা লাভ করে, ইহা কথিত হইয়াছে। কার্য্যরূপ বিশ্বকে কারণরূপ পরমেশ্বর হইতে অভিন্ন বুঝিতে গিয়া লোকে শূন্যবাদাশ্রয়ে কার্য্যানুভূতিকে কারণ-স্বরূপসহ ভ্রান্তিবশতঃ এক করিয়া ফেলেন এবং সেইরূপ দোষ হইতে মুক্ত হইতে গিয়া কার্য্যে মিথ্যাত্ব আরোপ করিয়া ফেলেন। কার্য্যরূপ জগতে বা দেহে আত্মস্বরূপ-বুদ্ধি করিতে গিয়া বিবর্ত্তবাদাশ্রয়ে ব্রহ্ম ও মায়াকে একই বুঝিয়া ফেলেন ; অবিনশ্বর পরমোপাদেয় অন্তরঙ্গা শক্তিকে মায়াশক্তি বলিয়া অভিন্ন বুদ্ধি করেন। এই শূন্যবাদ নিরাসের জনাই 'অমৃষা' শব্দের উল্লেখ। শূন্যবাদী বলেন, 'যদি জ্ঞেয় বস্তু সত্য হয়, তাহা হইলে জ্ঞাতৃত্ব সত্য। অজ্ঞানময় জীবের সেই সত্যজ্ঞান হইতে পৃথক্ প্রতীতি অসত্য এবং জ্ঞাতৃত্বেও ভ্রম হইয়াছে এবং শক্ত্যন্তরও নাই। অভ্যুপগমবাদাবলম্বনে বৈষ্ণবগণ বলেন,—'তাহা হইলে কি বিশ্ব মিথ্যা, এই জ্ঞানই জীবের সত্যজ্ঞান ? যে সত্যজ্ঞানদ্বারা মিথ্যা নিরস্ত হয়, তাহাই সত্য। আরও যেরূপ বিশ্বরূপ-কার্য্যের অনুপপত্তিহেতু পরমকারণরূপ স্বীকৃত হয়, সেইরূপ তাঁহার শক্তিও স্বাভাবিকী বলিয়া অঙ্গীকৃত হইয়াছে। কাম্যবিশেষের উৎপত্তি-বিষয়ে কিঞ্চিৎকরত্বমূলে কারণ নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় বস্তুর বিশেষ স্বীকৃত হইয়াছে। এই কিঞ্চিৎকরত্বই স্বাভাবিক শক্তি। তাহা হইলে অজ্ঞানময়তা ব্যতীত স্বাভাবিক জ্ঞান দ্বারা স্বগত-বিশেষত্ব প্রাপ্ত হওয়ায় স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া প্রতিপাদিত হইল—ইহাই স্বরূপশক্তি। সেই স্বরূপশক্তিই সমস্ত ভগবত্তাসাধনে সমর্থা।' নিঃশ্বসিতমেতৎ' এবং শ্রুত্যন্তরে কথিত 'অসৎ ছিল না, সৎও ছিল না, তিনি ছিলেন' প্রভৃতি বাক্যে সেই ভগবানের অপ্রাকৃত মূর্ত্তির কথা প্রকাশিত আছে। তবে যে মূর্ত্তিনিষেধক মন্ত্রগুলি দেখা যায়, তাহা প্রাকৃত পরিচ্ছিন্নভাবের নিষেধপর মাত্র। জীব নিত্য-সিদ্ধ হইলেও মায়াবৃত-জ্ঞানবিশিষ্ট হওয়ায় তাঁহার নিত্যসিদ্ধ জ্ঞানোদয়ের জন্য ভগবদ্ধ্যানের প্রয়োজন।

শূন্যবাদীর বিচারে—জগৎ বাস্তবিক মিথ্যা, কিন্তু অভেদ-অরোপণে অযথার্থ অংশই মিথ্যা। পূর্ব্বে জলের অভিজ্ঞান থাকিলে জলাকারবৃত্তি জলের অপ্রসঙ্গকালেও সুপ্তভাবে থাকে এবং তাহার সদৃশ বস্তু-দর্শনে ঐ বৃত্তি জাগরূক হয়। দৃশ্যবস্তুর বিশেষ অনুসন্ধান না করিয়াই পূর্ব্ব জ্ঞানের সহিত বস্তুর অভিন্নতা স্বতন্ত্রভাবে আরোপ করেন। দৃশ্যবস্তুতে আরোপ অযথার্থ হইলেও বারি মিথ্যা নহে, স্মরণ-ময়ী তদাকারা বৃত্তিও মিথ্যা নহে। পরমাত্মায় বিশ্বারোপ মিথ্যা, শুদ্ধজীবাত্মায় দেহারোপ মিথ্যা, বিশ্ব বা দেহ মিথ্যা নহে।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তৎকৃত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থে প্রথম শ্লোকের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাও এখানে উল্লিখিত হইল ঃ—

"অন্তর্য্যামী ঈশ্বরের এই রীতি হয়।
বাহিরে না কহে বস্তু প্রকাশে হৃদয় ॥"
—মধ্য ৮ম পঃ ২৬৪

"স্বরূপলক্ষণ আর তটস্থ-লক্ষণ।
এই দুই লক্ষণে বস্তু জানে মুনিগণ ॥
আকৃতি প্রকৃতি স্বরূপ—স্বরূপলক্ষণ।
কার্য্যদ্বারা জ্ঞান—এই তটস্থ লক্ষণ ॥
ভাগবতারম্ভে ব্যাস মঙ্গলাচরণে।
পরমেশ্বর নিরূপিল এই দুই লক্ষণে ॥
এই শ্লোকে 'পরং'-শব্দে কৃষ্ণ নিরূপণ।
'সত্যং'-শব্দে কহে তাঁর স্বরূপ-লক্ষণ ॥
বিশ্বসৃষ্ট্যাদি কৈল, বেদ ব্রহ্মাকে পড়াইল।
অর্থাভিজ্ঞতা-স্বরূপশক্ত্যে মায়া দূর কৈল ॥
এই সব কার্য্য—তাঁর তটস্থ-লক্ষণ।
অন্য অবতার ঐছে জানে মুনিগণ ॥
অবতারকালে হয় জগতের গোচর।
এই দুই লক্ষণে কেহ জানেন ঈশ্বর ॥"
—মধ্য ২০শ পঃ ৩৫৪-৬১

"অতএব ভাগবত সূত্রের অর্থরূপ।
নিজকৃত সূত্রের নিজ ভাষ্যস্বরূপ ॥

গায়ত্রীর অর্থে এই গ্রন্থ আরম্ভন।
'সত্যং পরং' সম্বন্ধ, 'ধীমহি' সাধনে প্রয়োজন॥"
—মধ্য ২৫শ পঃ ১৩৬, ১৪০

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর মহাশয় শ্রীধর ও শ্রীজীবপাদের ব্যাখ্যার অতিরিক্ত যে স্বীয় বিভিন্ন তিনপ্রকার অর্থ সারার্থ-দর্শিনীতে লিখিয়াছেন, তাহার বিবরণ এস্থলে লিখিত হইল।

যে রসময় কৃষ্ণ হইতে সংযোগ ও বিপ্রলম্ভ ভেদে শৃঙ্গাররসের জন্ম, যিনি রসোপযোগী চতুঃষষ্টিকলাদি সকল বস্তুতে নিপুণ, যিনি প্রাকৃত নলাদি নায়কের ন্যায় কালকর্ম্মাদিগ্রস্ত না হইয়া স্বয়ং নিত্য-বিরাজমান, যিনি আদিরসের কবি ভরতমুনির নিকট তদীয় মনোদ্বারা আদিরসের তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং যে তত্ত্ব প্রাকৃত নলাদি-নায়ক-নিষ্ঠজ্ঞানে বর্ণন করিতে গিয়া কবিগণও মুহ্যমান হন। ইহার দৃষ্টান্ত—যেমন তেজ-আদিতে বারিবুদ্ধির ন্যায় ভগবদেকনিষ্ঠ-রসে প্রাকৃত জননিষ্ঠত্ব-বুদ্ধি। কৃমি-বিষ্ঠাভস্মান্ত-নিষ্ঠ অতিনশ্বর প্রাকৃত নায়কাদিতে রসের অভাব; অধিকন্তু বিচারপূর্ব্বক দেখিতে গেলে বিভাববৈরূপ্য-বশতঃ তদ্বিপরীত ঘৃণাময় বৈরস্যই উৎপন্ন হয়। প্রাকৃত কবিগণ তাহাকে রস বলিয়া বর্ণনা করিয়া ভ্রান্ত হন। যাঁহার বর্ণনে বাচ্য, লক্ষ্য ও ব্যঙ্গার্থ-সমূহের সৃষ্টি অথবা ধ্বনি, গুণ ও অলঙ্কারের নির্ম্মাণ সত্য হইয়াও লৌকিক-বলিয়া চমৎকারী হয় না; অসাধারণ মাধুর্য্যাস্বাদ সাক্ষাৎকাররূপ চমৎকার-প্রভাবদ্বারা যিনি সর্ব্বদা জরন্মীমাংসকগণের কপটতা নিরাস করেন, সেই সত্য বস্তু শ্রীকৃষ্ণকে আমরা ধ্যান করি।

যে আদিরসবিদ্যার পরমনিধান রাধাকৃষ্ণ হইতে শৃঙ্গাররস প্রকটিত হইয়াছে, যিনি ইতর কান্তা পরিত্যাগ করিয়া রাসস্থলী হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন, যিনি রসোপযোগী মুখ্যরসসমূহে পারদর্শী এবং যে রাধিকা স্বাধীন কান্তের সহিত শোভা পান, যিনি জন্মাবধি তত্ত্বজ্ঞ শুকদেবের হৃদয়ে শ্রীভাগবত-তত্ত্ব বিস্তার করেন, শ্রীভাগবতে যাঁহার রাস-শ্রবণে ভক্তগণ রসাস্বাদন-জনিত আনন্দমূর্চ্ছা লাভ করেন (দৃষ্টান্ত—চন্দ্রাদির রাস-দর্শনে চলন-ধর্ম্ম-ব্যত্যয়, মুরলীবাদ্যদ্বারা যমুনার স্তম্ভ বা মৃদ্ধর্ম্ম-লাভ এবং পাষাণাদির দ্রবতাবশতঃ তারল্যধর্ম্ম-প্রাপ্তি), যেরূপ তেজোবারি-মৃদাদির ধর্ম্মব্যত্যয় সংঘটিত হয়, যে রাধাকৃষ্ণের স্ব-স্ব প্রভাব হইতে শ্রী, ভূ ও লীলা-শক্তিত্রয়ের উদ্ভব অথবা গোপী, মহিষী ও লক্ষ্মীগণের বিস্তার, অথবা অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা ও তটস্থা-শক্তিত্রয়ের অবস্থান সত্য; যে রাধাকৃষ্ণ হইতে উদ্ভূত হইয়া শ্রী-ভূ-লীলা বা গোপী-মহিষী-লক্ষ্মী বা অন্তরঙ্গা-বহিরঙ্গা-তটস্থা-শক্তিসমূহ স্বীয় তেজের সহিত নিত্য বর্ত্তমান, সেই কপটতা-নিরাসকারী যথার্থস্বরূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট রাধাকৃষ্ণকে আমরা ধ্যান করি।

যে ভক্তিযোগ হইতে পরমেশ্বর ভগবৎস্বরূপে ভক্তগণের মধ্যে প্রাদুর্ভূত হন এবং যে ভক্তিযোগ-সহিত কর্ম্ম ও জ্ঞান-যোগরূপ অন্যার্থ মধ্যে পরমেশ্বরের পরমাত্মা ও ব্রহ্মরূপ লক্ষিত হন, যে ভক্তি-যোগ হইতে সর্ব্বতোভাবে জ্ঞান হয় (অর্থাৎ গুণাতীত ভক্তিযোগ ব্যতীত পরমাত্মা ও ব্রহ্মেরও জ্ঞান হয় না), যে ভক্তিযোগ সম্রাটের ন্যায় স্বতন্ত্র অর্থাৎ পরাধীন নহেন, যে ভক্তিতত্ত্ব নারদের হৃদয়ে সর্ব্বদা বর্ত্তমান, সেই গুরু দেবর্ষি নারদের কৃপায় আদিকবি ব্যাসের প্রতি যাহা প্রকাশিত, যে ভক্তিযোগে স্বতঃ-প্রবেশ লাভ করিতে গিয়া বশিষ্ঠ প্রভৃতি অজ্ঞানতা লাভ করিয়াছেন, যে ভক্তি ব্যাপারে ত্রিগুণসৃষ্টত্ব মিথ্যা ও অবাস্তব; যেরূপ তেজোহীন, জলহীন, ধূলিহীন, দুগ্ধ তত্তন্মিলনে উষ্ণ, জলবৎ ও মলিন হয়, সেরূপ যে ভক্তিযোগ সত্ত্বাদিগুণের সহিত মিলিত হইয়া সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস নামে উক্ত হয়, কিন্তু স্বীয় স্বরূপপ্রভাবে অলৌকিক মাধুর্য্যময়ভাবে ভক্ত-গণের অনুভবনীয় হইয়া কুতর্ককারিগণের কুতর্ক-নিরাস-পূর্ব্বক সাক্ষাদনুভবে প্রমাণাপেক্ষা করে না, আমরা সেই শ্রেষ্ঠ বাস্তববস্তুরূপ, ত্রিগুণাতীত, সাধুদিগের পরমকল্যাণবিধানকারী ভক্তিযোগের সর্ব্বদা অনুশীলন করি।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহোদয় প্রথম শ্লোকের ব্যাখ্যা 'শ্রীভাগবতার্কমরীচিমালা'-নামক সংগ্রহ-গ্রন্থে বা শ্রীচরিতামৃত-টীকা তদীয় 'অমৃতপ্রবাহ'-ভাষ্যে যে

প্রকার লিখিয়াছেন, তাহাও এস্থলে দেওয়া হইতেছে।

ভগবদন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তির অণু-প্রকাশস্থলীয় তটস্থা-জীবশক্তি এবং ছায়া-প্রকাশস্থলীয় বহিরঙ্গা মায়াশক্তি। জীবশক্তির অন্বয় বা অনুবৃত্তিক্রমে জৈব জগৎ। মায়াশক্তির অন্বয়ক্রমে জড় জগৎ। জীবের ব্যতিরেক বা ব্যাবৃত্তি-বুদ্ধি বা মিথ্যাভিমান রূপ বিবর্ত্তক্রমে তাঁহার জগৎ-সম্বন্ধ। সুতরাং অন্বয়-ব্যতিরেকবিচারে যাঁহা হইতে এই চরাচর বিশ্ব সিদ্ধ হয়।

পুরুষ, প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি অষ্টাবিংশতি জ্ঞ-তত্ত্ব (ভাঃ ১০।১৬।৪২)। সেই তত্ত্বরূপ অর্থসমূহের মধ্যে জ্ঞ-তত্ত্ব-স্বরূপ জীবের উপমায় যিনি অভিজ্ঞ অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ। যিনি পূর্ণশক্তি-পরিসেবিত স্বীয় স্বরূপশক্তিবলে পূর্ণ ও স্বরাট্। যিনি কৃপা করিয়া আদিকবি ব্রহ্মার হৃদয়ে পণ্ডিতজনেরও দুর্ব্বোধ্য, অতএব মোহজনক বিপুল বেদ বিস্তার করিয়াছিলেন।

সর্গ অর্থাৎ সৃষ্টি তিন প্রকার—চিৎসর্গ, জীব-সর্গ ও জড়সর্গ। চিৎসর্গের কথঞ্চিৎ দৃষ্টান্ত-স্থল অগ্নি অর্থাৎ তেজঃপদার্থ। অগ্নি অলক্ষিত থাকে, ঘর্ষণাদি কোন ক্রিয়াদ্বারা প্রাদুর্ভূত হয়। চিদ্ব্যাপার সকলেই যথাযথরূপে নিত্য থাকে, ভগবদিচ্ছাক্রমে উদিত হয়। জীবসর্গের কথঞ্চিৎ দৃষ্টান্ত-স্থল জল, তাহা শীতলতাক্রমে প্রস্তরবৎ কঠিন এবং উষ্ণতাক্রমে তরল হয়। ভগবান্ সূর্য্যস্থলীয়, তদংশ কিরণকণ-স্বরূপ জীব। তিনি ভগবদ্বহির্ম্মুখতাক্রমে বিবর্ত্ত-ধর্ম্মের আশ্রয়ে মায়াবদ্ধ হন। ভগবৎ সাম্মুখ্যক্রমে তরল হইয়া ভগবৎপ্রেমবিকারে তৎসেবাসাধনে তৎ-পর হন। জড়সর্গের কথঞ্চিৎ দৃষ্টান্তস্থল মৃত্তিকা, ইহার পরিণাম অর্থাৎ বিনিময়ক্রমে ঘটকুণ্ডলাদি। যাঁহার অচিন্ত্যশক্তিক্রমে পরিণত হইয়া এই ত্রিসর্গ কোন কোন স্থলে বিনশ্বর হইলেও সত্যরূপে উদিত। শক্তির কার্য্যে অনুগ্রহ করিয়াও যিনি স্বীয় ধাম অর্থাৎ স্বরূপে নিত্য পৃথক্ এবং অপরিণত ও পূর্ণ-শক্তি যে ভগবান্ ভক্ত-জীবের প্রেমাস্পদ, সেই পরম সত্যস্বরূপ গোলোক-ব্রজধামপতি শ্রীকৃষ্ণের চিদানন্দ-ময় নামের স্মরণ, কীর্ত্তন ও রূপ-গুণ-লীলাধ্যান সাধন-দ্বারা আমরা উপাসনা করি।

শ্রীকৃষ্ণাভিন্নবিগ্রহ ঔদার্য্যলীলাস্বরূপ ছন্নাবতারী শ্রীগৌরহরির উদ্দেশ্যে 'জন্মাদ্যস্য' শ্লোকের ব্যাখ্যা ব্যতীত সাধারণভাবে এই অর্থও লিখিত হইল।

যে শক্তিমান্ পরমপুরুষ হইতে এই বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় ঘটে, যিনি চিন্ময় রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ-যোগ্য ব্যাপারে আসক্ত এবং জড় রূপরস-গন্ধশব্দস্পর্শ-বিষয়-সমূহে অসংস্পৃষ্ট হইয়া সর্ব্বতো-ভাবে অর্থাৎ সামান্য এবং বিশেষভাবে সকল অবগত আছেন, যিনি স্বয়ংই বিরাজ করেন ; যে পরম সত্যে ব্রহ্মাদি দেবগণ, ব্রাহ্মণগণ, দত্তাত্রেয়, দুর্ব্বাসা, বশিষ্ঠ, শঙ্কর, বিদ্যারণ্য, অপ্যয়দীক্ষিত ও মধুসূদনাদি সূরিগণ মোহপ্রাপ্ত হন অর্থাৎ পরমসত্য-নির্দ্ধারণে অসমর্থ হন, সেই ব্রহ্মতত্ত্ব যিনি ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রকাশ করিয়াছিলেন ; তেজ, বারি ও মৃত্তিকার পরস্পরের যেরূপ অন্যরূপ ভাণ বা আরোপ হয়, তদ্রূপ যে পরম সত্য ভগবৎস্বরূপে রজস্তমঃসত্ত্বের নশ্বর সৃষ্টি অথবা অন্তরঙ্গা-বহিরঙ্গা-তটস্থা শক্তিত্রয়ের নিত্যপ্রকাশ সত্য ; স্বীয় অপ্রাকৃত অন্তরঙ্গ-সন্ধিন্যাদি তদ্রূপবৈভব বল-হেতু যাঁহাতে কপটতা সর্ব্বকাল নিরস্ত হইয়াছে, সেই সত্যস্বরূপ সর্ব্বাপেক্ষা পরম পরাৎপর পরমেশ্বরকে বৈয়াসিক আমরা ধ্যান করি।

শ্রীমন্মহাপ্রভু পক্ষে 'জন্মাদ্যস্য' শ্লোকের ব্যাখ্যা কোন কোন ভক্ত এরূপ করিয়াছেন।

যাঁহা হইতে আদ্য অর্থাৎ সর্ব্বাভিধেয়মূল সঙ্কীর্ত্তনাখ্য শুদ্ধকৃষ্ণভজন উদ্ভূত বা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে ; অন্বয় অর্থাৎ সম্ভোগরসে যিনি স্বয়ং কৃষ্ণরূপে শ্রীরাধাভাবমহাভাব-শাবল্যসমূহের সম্যগ্-ভাবে পরিজ্ঞাতা এবং ইতর অর্থাৎ বিপ্রলম্ভরসে যিনি স্বয়ং গৌররূপে নাম-প্রেম-দান, জীবে দয়া, ভক্ত-মর্য্যাদারক্ষণ, কৃষ্ণান্বেষণরূপ সর্ব্বোত্তম কৃষ্ণভজন, এই অর্থসমূহে সর্ব্বতোভাবে বিজ্ঞ, যিনি বাল্য-বয়সে চাপল্যে অদ্বিতীয় ছিলেন, পৌগণ্ডে ও কৈশোরে মাতার অপরিসীম বাৎসল্য-রসের অদ্বিতীয় আধাররূপে বিলাস করিয়াছিলেন এবং বিদ্যাবিলাসকালে স্বপাণ্ডিত্যপ্রতিভামহিমায় সর্ব্বোচ্চ ও অপ্রতিদ্বন্দ্বিরূপে বিরাজ করিয়াছিলেন, অথবা স্বীয় ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল-তনু আজানুলম্বিত ভুজদ্বারা এবং কষিতকাঞ্চনরূপের আভায় অসমোর্দ্ধ্বরূপে প্রোদ্ভাসিত ছিলেন ; যিনি আদি

ভক্তমহাকবি শ্রীশুকদেবের হৃদয়ে কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির মাহাত্ম্য ভাগবতবর্ণনদ্বারা প্রকাশ করিয়াছিলেন ; যিনি গৌড়ীয় ভক্তের আদি মহাজন শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী-পাদের হৃদয়ে ভক্তিলতার বীজ বপন করিয়া তাঁহাকে বহুশাখা-প্রশাখা-পত্রপুষ্প-পল্লবসমন্বিত অপ্রাকৃত কাণ্ডত্রয়াত্মক গৌড়ীয়-সম্প্রদায়-কল্পবৃক্ষের প্রধান স্কন্ধ-রূপে বিস্তার করিয়াছিলেন ; অথবা যিনি প্রকটলীলার পূর্ব্বে আদিরসকবি শ্রীলীলাশুক বিল্বমঙ্গল বা চণ্ডী-দাস বা বিদ্যাপতি বা শ্রীজয়দেবের হৃদয় শ্রীরাধাকৃষ্ণ-সেবা-রসে নিমগ্ন করাইয়া 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত' বা 'পদাবলী' বা 'গীতগোবিন্দ'-গ্রন্থে লীলাবর্ণন করাইয়া-ছিলেন ; অথবা যিনি প্রকটলীলার পূর্ব্বে গৌড়ীয় ভাষার আদি কবি শ্রীগুণরাজ খাঁ অর্থাৎ মালাধর বসুর হৃদয়ে ঐকান্তিক কৃষ্ণনিষ্ঠত্ব প্রকাশ করিয়া তাহা তৎকৃত 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যের উক্তিহেতু তাঁহার বংশধর ও গ্রামবাসিগণের হৃদয়েও বিস্তার করিয়াছিলেন এবং তৎপুত্র ও পৌত্র শ্রীসত্যরাজ খাঁ ও শ্রীরামানন্দ বসু মহাশয়দ্বয়ের প্রশ্নের উত্তরে বৈষ্ণব-তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করিয়াছিলেন, অথবা যিনি নাম-রসের আদিরসিক শ্রীনামাচার্য্য হরিদাস ঠাকুরের হৃদয়ে শব্দব্রহ্ম শ্রীনামের অনুশীলন করাইয়া জগতে নামভজন বিস্তার করিয়াছিলেন ; অথবা যিনি প্রকট-লীলা-কালের আদি মধুর-রসতত্ত্ব-কোবিদ পরমহংস বা বিদ্বৎসন্ন্যাসী, 'শ্রীজগন্নাথবল্লভ'-নাটকের রচয়িতা শ্রীল রায়রামানন্দের হৃদয়-বৃন্দাবনে স্বীয় রসরাজ-মহাভাব প্রকটিত করাইয়াছিলেন এবং স্বয়ং শ্রোতার অভিনয়ে তাঁহার দ্বারা কীর্ত্তন-মুখে সাধ্য, সাধন ও রসতত্ত্ব প্রচার করিয়াছিলেন ; অথবা যিনি গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের আদিকবি প্রিয়-স্বরূপ 'উজ্জ্বল-নীলমণি', 'রসামৃতসিন্ধু', 'ললিত' ও 'বিদগ্ধমাধব' প্রভৃতি রসগ্রন্থপ্রণেতা শ্রীল রূপগোস্বামিপাদের হৃদয়ে শক্তি-সঞ্চার করিয়াছিলেন এবং রূপানুগ রঘুনাথ-কৃষ্ণদাস-প্রমুখ অন্তরঙ্গ-ভক্তগণের মধ্যে অন্বয় অর্থাৎ রাগা-নুগমার্গীয় ভজন এবং ইতর অর্থাৎ বৈধমার্গীয় ভজন বিস্তার করাইয়া আসিতেছেন ; অথবা যিনি অপ্রকট-কালে গৌড়ীয়-ভাষার আদি তাত্ত্বিক গৌরচরিত-লেখক ব্যাসাবতার মহাকবি শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের হৃদয়ে শ্রীনিত্যানন্দ ও গৌরজন-মাহাত্ম্য উদয় করাইয়া তৎকৃত মহাকাব্য 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' গ্রন্থ-দ্বারা তাহা বিস্তার করিয়াছিলেন ; যাঁহাতে নাস্তিক, কুতার্কিক, অধম পড়ুয়াগণ, বঙ্গকবি-প্রমুখ সিদ্ধান্ত-বিরোধী রসাভাসদুষ্ট ছলকবিগণ, সার্ব্বভৌম-প্রকাশানন্দাদির ন্যায় মায়াবাদী, অশুদ্ধ-বৈদান্তিকগণ, রামচন্দ্রপুরীপ্রমুখ হরি-গুরু-বিদ্বেষিসন্ন্যাসিগণ, বল্লভ ভট্টাদির ন্যায় ভক্ত্যেকরক্ষকস্বামি বিরোধী পণ্ডিতগণ, কৃষ্ণেতর অন্যাভিলাষী কালা কৃষ্ণদাস ও বলভদ্র ভট্টের ন্যায় ব্রাহ্মণব্রুবগণ, ছোট হরিদাসের আদর্শে জিহ্বা, শিশ্ন ও উদরলম্পট ছলত্যাগিগণ এবং কনক-কামিনীপ্রতিষ্ঠা-ভিক্ষু পণ্ডিতম্মন্যগণ মোহপ্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন ; যাঁহাতে ভগবান্, ভক্তি ও ভক্ত এই ত্রিতত্ত্ব সত্য অর্থাৎ লীলাবিলাসহেতু যিনি এক বিষ্ণুতত্ত্ব হইয়া স্বয়ং অবতারী মহাপ্রভু এবং নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতরূপ সেবক-প্রভু বিষ্ণু ;—এই বিষ্ণুর ত্রিরূপ যাঁহাতে সত্য ; অথবা যাঁহাতে উপনিষৎকথিত নির্ব্বি-শেষ অদ্বৈতব্রহ্ম অঙ্গকান্তিরূপে, যোগশাস্ত্র-কথিত আত্মা বা অন্তর্য্যামী অংশ-বৈভবরূপে এবং 'ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ' ভগবান্—এই ত্রিবিধ আবির্ভাব, প্রকাশ বা রূপ উপাসক-প্রতীতি-ভেদে ভিন্ন প্রতিভাত হইয়াও অদ্বয়-জ্ঞান ; অথবা যাঁহাতে সম্বন্ধ-দেবতা 'কৃষ্ণচৈতন্য'-নাম, অভিধেয়-দেবতা 'বিশ্বম্ভর'-নাম এবং প্রয়োজন-দেবতা 'গৌর'-নাম এক ও সত্য ; অথবা যাঁহাতে শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ—এই তিন অভিধেয়-সর্গ সত্য অথবা ক্ষিত্যপ্‌তেজের পরস্পরের প্রতি পর-স্পরের আরোপ বা ভাণ যেরূপ মিথ্যা, তদ্রূপ যাঁহাতে অব্যবহিত সেবা নাম, মিশ্র ব্যবধানরহিত নামাভাস ও ব্যবধানযুক্ত নামাপরাধ—নামভজনে এই ত্রিবিধ বিভিন্নাভিধেয় সত্য হইলেও নামাপরাধকে নামাভাস ও নাম, এবং নামাভাসকে 'নাম'-রূপে মিথ্যা-কল্পনা ; অথবা যাঁহাতে অনাত্মধর্ম্ম প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-সহজাত কর্ম্মবিদ্ধা, জ্ঞানবিদ্ধা ও অবিমিশ্রা আত্মধর্ম্ম কেবলা ভক্তি—এই ত্রিবিধ অভিধেয়ের মধ্যে শুদ্ধভক্তিকে বিদ্ধা ভক্তি ও বিদ্ধা ভক্তিকে শুদ্ধভক্তি বলিয়া আরোপ মিথ্যা হইলেও সত্য বলিয়া জ্ঞান হয় ; অথবা যাঁহাতে নাগর বা সম্ভোগবাদ, পঞ্চরাত্রদূষণ বা

ভাগবত-বিরোধ ও সৎসম্প্রদায়-বিরোধী অসদাচার —এই তিন অভক্তি-মার্গের আরোপ মিথ্যা ; অথবা যাঁহার উপদেশে কৃত্রিম 'তৃণাদপি' দৈন্য, কীর্ত্তনব্যতীত অসিদ্ধাবস্থায় লীলাস্মরণাদি কৃত্রিম চেষ্টা ও চিজ্জড়-রসতত্ত্ব জ্ঞান মিথ্যা ; অথবা যাঁহার আশ্রয়ে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক—এই ত্রিতাপ-ক্লেশানুভূতি মিথ্যা ; যাঁহাতে কর্ম্মী, জ্ঞানী ও মিছাভক্ত —এই অভক্তত্রয়ের অনুশীলন মিথ্যা ; যিনি গৌড়-মণ্ডল, ক্ষেত্রমণ্ডল ও মাথুরমণ্ডল—এই অপ্রাকৃত তদ্রূপবৈভব ধামে লীলা করেন ; যাঁহাতে অজ্ঞানতমঃ অর্থাৎ কৃষ্ণেতর ইন্দ্রিয়প্রীতি কামনারূপ মায়িক অনাত্ম-চেষ্টা আদৌ নাই ;—

সেই গুরু, ঈশ, ঈশভক্ত, ঈশাবতার, ঈশপ্রকাশ, ঈশশক্তিসমন্বিত সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর শ্রীরাধাভাব-দ্যুতিসুবলিত শ্রীগৌরসুন্দরকে আমরা শ্রীগৌড়ীয়গণ ধ্যান করি।

শ্রীমধুসূদন সরস্বতী 'ভাবার্থপ্রকাশিকা'য় বলেন—

১। অন্বয় অর্থাৎ 'ইদং সৎ ইদং সৎ' এই সদ্রূপকারণই কার্য্যসমূহে অনুস্যূত আছে। এই বিচারেও ইতর অর্থাৎ অসৎ হইতে বা 'ইহা শূন্য' এই প্রতীতির অভাবে অর্থাৎ অসৎ হইতে সৎ কিরূপ সম্ভব, এই বিচারে যে ব্রহ্মই জগদুপাদান। অথবা কার্য্যান্বয়ে ব্রহ্ম কারণ, কার্য্যবিনাশে কারণের নাশ নাই ; ঘটাদিনাশে যেমন মৃৎ নষ্ট হয় না, এই বিচারেও ব্রহ্মই কারণ। যিনি সামান্যতঃ বিশেষতঃ সর্ব্ববস্তু জানেন সর্ব্ববিৎ ও চিৎস্বরূপ সাধন-প্রয়োজনাদি বিজ্ঞানবান্। ব্রহ্ম জগৎকারণ হওয়ায় পরমাণুকারণবাদ ও প্রধানকারণবাদ নিরাকৃত হইয়াছে। যিনি নিজেই অন্যানপেক্ষভাবে প্রকাশ-মান, সুতরাং অচেতন প্রধানের কারণত্ব হইতেই পারে না।

যে ব্রহ্ম বেদ বিস্তার করিয়াছেন, 'নিঃশ্বসিত-মেতৎ' এই শ্রুতি অনুসারে শ্বাস-প্রশ্বাসের ন্যায় অবলীলাক্রমে আবির্ভূত করিয়াছেন। বেদেরও ব্রহ্মোপাদানতা হওয়ায় তাঁহার অপৌরুষেয়ত্ব নষ্ট হয় নাই, যেহেতু যেমন নিঃশ্বাস, সেইরূপ উহাও ইচ্ছা-প্রসূত নহে, কেন না বেদার্থ বেদাতিরিক্ত জ্ঞানের বিষয় নহে। আবার বেদও বেদার্থজ্ঞানের তুল্য-কালত্বহেতু ব্রহ্মের সার্ব্বজ্ঞেরও ব্যাঘাত হয় না। 'বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ' এই শ্রুতিবাক্যানুসারে যিনি সূক্ষ্মপঞ্চ-মহাভূতকার্য্য অন্তঃকরণ উৎপাদন করিয়া তাঁহার উপাধি হিরণ্যগর্ভের বেদার্থ জ্ঞান করাইয়াছিলেন, যাঁহার অখণ্ড আনন্দ অদ্বয় চিন্মাত্র-স্বরূপবিষয়ে তার্কিকগণ আবরণরূপ ও বিক্ষেপরূপ অজ্ঞান অনুভব করেন, যে ব্রহ্মে ছান্দোগ্যসৃষ্টিপ্রকর-ণোক্ত তেজ, জল ও অন্ন এই তিনের সৃষ্টি শুক্তিতে রজত-ভ্রমের ন্যায় মিথ্যা, যেমন তেজ, বারি, মৃত্তিকার একে অন্যের ব্যত্যাস বা অধ্যারোপ। ইহাদ্বারা টীকাকার আরম্ভবাদ ও বিকারবাদ নিরাস করিয়া বিবর্ত্তবাদ স্থাপনের প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহার সিদ্ধান্ত এই যে, অবিদ্যাবশে শুদ্ধব্রহ্মে দ্বৈতাভাস মিথ্যা। যে ব্রহ্মে স্বীয়ধাম-প্রভাবে অর্থাৎ অখণ্ড আনন্দ অদ্বিতীয় চৈতন্যরূপত্বজন্য অবিদ্যানামক কপটভাব নিত্য নিবৃত্ত, সেই অদ্বিতীয় পরমার্থতত্ত্ব ব্রহ্মের নিদিধ্যাসন করি।

চতুর্ব্ব্যূহ পক্ষে তাঁহারই ব্যাখ্যা—এই চতুর্দ্দশ-ভুবনরচনাত্মক ব্রহ্মাণ্ডের জন্মাদি বিকারসমূহ যাঁহা হইতে হয়, যিনি সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া যাঁহার জগদ্‌বিরচনে যোগ্যতা, আর ব্রহ্মাণ্ড অবচ্ছিন্ন চিদাভাস বিরাট্ জীব হইতে বিলক্ষণ তদ্বিম্বভূত তদন্তর্য্যামী যে অনিরুদ্ধ বিম্বভূত বলিয়া অন্য অনপেক্ষস্বরাট্। যে প্রদ্যুম্ন সূক্ষ্মভূতাবচ্ছিন্ন চিদাভাস হিরণ্যগর্ভসূত্রাদিসংজ্ঞক জীবরূপ আদিকবিকে তাঁহার অন্তর্য্যামিরূপে বিম্বভূত হইয়া তাঁহার মনদ্বারাই বেদ বিস্তার করিয়াছিলেন, যে ত্রিগুণাত্মক মায়াপ্রতিবিম্ব জগৎকারণের বিম্বভূত সর্ব্বান্তর্য্যামী সঙ্কর্ষণাখ্যবিষয়ে সূরিগণও ভ্রান্তিবশে স্থূলসূক্ষ্ম প্রপঞ্চদ্বয় কল্পনা করেন অথবা প্রধান পরমাণু আদিরূপে ভ্রম করেন। যাঁহার সম্বন্ধে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আদিদৈবিক এই ত্রিবিধ সর্গ সর্ব্বথা অসৎ, অথবা তিনটি অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন, সঙ্কর্ষণ উপাধিসমূহের সংসর্গ মিথ্যা। অবিদ্যা নিবৃত্ত থাকায় উপাধি ও তাঁহার ধর্ম্মের সহিত সংস্পর্শ-শূন্য, অতএব পরম সত্য যিনি বাসুদেবাখ্য, এই চতুর্ব্ব্যূহাত্মক তত্ত্বকে আমরা উপাসনা করি।

কৃষ্ণপক্ষে ইহারই ব্যাখ্যা—যে শ্রীকৃষ্ণে প্রেমাখ্য আদ্য অর্থাৎ ভরত-কর্ত্তৃক প্রথমে পঠিত রতিভাবের উৎপত্তি সন্নিকর্ষ ও বিপ্রকর্ষদ্বারা জায়মান স্থায়ী রতিভাবের বিষয় যে শ্রীকৃষ্ণ। যিনি সমস্ত মনোবৃত্ত্যাদিরূপ অর্থে সম্যক্ জ্ঞানবান্, যিনি স্বতন্ত্র সর্ব্বশক্তি। যিনি আদিকবি স্বরূপজিজ্ঞাসু ব্রহ্মাকে সঙ্কল্পমাত্রেই বৎসাহরণ দ্বারা সত্যজ্ঞানাদি-লক্ষণ নিজরূপ ও সর্ব্বশক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, যে শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে ব্রহ্মাদি সূরিগণ 'এইটি এইরূপ' এই নিশ্চয় করিতে পারেন না, যেহেতু তাঁহার মায়া সকলের মোহোৎপাদক, ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সংসৃষ্ট ভৌতিক বৎস, তৎপালক ও তদুপকরণসমূহ অপহৃত হইলে যে শ্রীকৃষ্ণপ্রাদুর্ভাবজাত বৎস, পালক ও উপকরণ—এই তিন সৃষ্টি দেখিয়া 'কোন্‌টী আমাকর্ত্তৃক সৃষ্ট ভৌতিক আর কোন্‌টী অভৌতিক'—এই নির্ণয়ে ব্রহ্মা অসমর্থ হইয়াছিলেন। স্বরূপ, আত্মতত্ত্ব ও তদ্রূপ সর্ব্বনিয়ামকত্বমূল প্রভুত্বদ্বারা ও তদ্রূপপ্রভাবদ্বারা ব্রহ্মার কৃত মোহন যিনি সম্পূর্ণ নিরাকৃত করিয়াছিলেন, এমন পরমানন্দরূপ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি সর্ব্বমোহন সর্ব্বসুখপ্রদ সর্ব্বাপরাধসহিষ্ণু সর্ব্বাত্মা পরমকারুণিক বিদগ্ধতর শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিরসাবলম্বনে সম্পূর্ণ গ্রন্থপ্রতিপাদ্য বিষয়।

মধুসূদনের সকল কথায় অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব পাওয়া যায় না, উদাহরণরূপে তাঁহার চতুর্ব্ব্যূহ-ব্যাখ্যা বৈষ্ণবগণের আদরণীয় নহে। তিনি ন্যূনাধিক বিবর্ত্তবাদী, সুতরাং ব্যাসসূত্রার্থ সুষ্ঠুভাবে বুঝেন নাই।
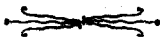
শ্রীসুদর্শনসূরির শুকপক্ষনাম্নী ব্যাখ্যার আভাস ঃ—

এই চিদচিন্ময় জগতের হেতু যে পরমাত্মা বলিয়া অন্বয়মুখে শ্রুতি ও ব্যতিরেকমুখে স্মৃতিপ্রমাণে জ্ঞাত হন, যাঁহার নিমিত্তত্ব উপযোগী সার্ব্বজ্ঞ আছে, যিনি কর্ম্মাধীন নহেন, অথচ কর্ম্মবশ্যদিগের প্রেরক স্বতন্ত্র-পুরুষ, যিনি সঙ্কল্পদ্বারা চতুর্ম্মুখকে বেদ প্রদান করিয়াছলেন অথবা নামরূপ ব্যাকরণরূপ সৃষ্টি-প্রপঞ্চ চতুর্ম্মুখ-দ্বারা করাইয়াছিলেন, যাঁহার অপরিচ্ছেদ্য বৈভবজন্য জ্ঞানবান্ উপাসকগণ যাঁহার প্রতি ব্যাকুল হইয়া পড়েন, যে পরমাত্মতত্ত্বে কোন অচিদ্‌গত দোষ নাই, যাহা গুণত্রয়রূপ সৃষ্টি তেজোবারি-মৃত্তিকার পরস্পর মিশ্রণের ন্যায় মিথ্যা, যিনি পরকে অভিভবনে সমর্থ স্বীয় স্বাভাবিক তেজোদ্বারা হেয়ত্ব হইতে নিত্যমুক্ত, সেই সর্ব্ববিলক্ষণ পরমাত্মতত্ত্বকে আমরা উপাসনা করি।
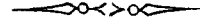
শ্রীবীররাঘবকৃত 'ভাগবতচন্দ্রচন্দ্রিকা'র সংক্ষেপ ব্যাখ্যা ঃ—

ইনি শ্রীসুদর্শন সূরির প্রণালী স্বীকার করিয়াও পুনরায় এইরূপ বলিয়াছেন ঃ—

কার্য্যভূত দেবমনুষ্যাদি অর্থসমূহে অনুবৃত্তিক্রমে যাঁহার উপাদানত্ব ও ব্যতিরেকভাবে প্রকৃতি-পুরুষ হইতে বিলক্ষণ এবং তাহার নিয়ন্তৃরূপে পৃথক্ অবস্থিত যে একই ব্রহ্মের নিমিত্তত্ব বলিয়া যিনি চিদচিৎ এই সমগ্র জগতের হেতু, কিন্ত উদাহরণস্থল কুম্ভকার অসর্ব্বশক্তি বলিয়া ঘটের নিমিত্ত-কারণ হইলেও উপাদান-কারণ হইতে পারে না। ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায় না, তিনি কেবল বেদান্তজ্ঞানগম্য চিদচিদ্বিলক্ষণ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি তাঁহারই কেবল উভয়বিধ কারণত্ব যুক্ত। এই নিমিত্তই শ্রুতিতে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম", "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি অন্বয়-প্রতিপাদক এবং "তদৈক্ষত", "যস্য পৃথিবী-শরীরং" প্রভৃতি ব্যতিরেক-প্রতিপাদক মন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্মেই উভয়বিধ কারণত্ব সম্ভবপর, প্রকৃতি আদিতে নহে। যদি বলা যায়, বিশ্বামিত্রাদি ঋষি-কর্ত্তৃক কিরূপে মহী-মহী-ধরাদি কৃত হইল? অতএব জীবেরও কর্ত্তৃত্ব আছে। না, তাহা নাই। তদ্বিলক্ষণ পুণ্যবিশেষ-দ্বারা উপচিত-শক্তিবিশেষ বিশ্বমিত্রাদি তৎসম্ভূত। আর এক অণ্ডে বিশ্বামিত্র, অন্য অন্য অণ্ডে তিনি নাই। যদি বলা যায়, অনন্ত যোগিগণ সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তি হইয়া অনন্ত অণ্ডে থাকিয়া সৃষ্টি করিতেছেন, তাহাও নহে। অবশ্য এইরূপ অনুমানাদি যুক্তিবিচারে "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ", ব্রহ্ম অনেক দোষদুষ্ট, অনুমানের গম্য নহেন, তদ্বিষয়ে বেদান্তবাক্যেরই তাৎপর্য্যলিঙ্গত্ব সিদ্ধ। ব্রহ্মের যেরূপ সর্ব্বদা সর্ব্বজ্ঞতা, বিশ্বামিত্রাদির সেরূপ

নাই। যে ব্রহ্ম স্বরাট্, নিজ-দ্বারা কর্ম্ম-দ্বারা নহে, সমস্ত প্রকাশ করেন---বিশ্বমিত্রাদি স্বরাট্ হইতে পারেন না। যদি বলা যায়, প্রাপ্তসর্ব্বকাম ব্রহ্মের জগৎসৃষ্টির কি প্রয়োজন ছিল? প্রয়োজন দ্বিবিধ, স্বার্থ ও পরার্থ, তাঁহার স্বার্থ নাই; আর পরার্থ-জন্য কি গর্ভজন্ম-জরামরণ-নরকাদি নানাবিধ অনন্তদুঃখ-বহুল জগৎ কি পরার্থপর করুণাময় সৃষ্টি করেন? তাহা নহে বটে, কিন্তু এসকল দুঃখানুভব স্ব-স্ব-কর্ম্ম-মূলক। তাহা হইতে উদ্ধার-জন্য অধিকার-ভেদে ধর্ম্মাদি পুরুষার্থ ও তৎসাধনাদি-সম্বলিত বেদ ব্রহ্ম সঙ্কল্প করিয়া চতুর্ম্মুখ-দ্বারা বিস্তার করিয়াছেন। কপিল, পতঞ্জলি, কণাদ, গৌতম, ক্ষপণক, পশুপতি প্রভৃতি সাংখ্য-যোগাদি তন্ত্রপ্রণেতা প্রকৃতির উপাদানত্ব ও নিমিত্তমাত্র ঈশ্বরবাদিগণ সূক্ষ্ম চিদচিদ্‌বিশিষ্ট ঈশ্বরের জগদ্রূপে পরিণাম ও তদুপযুক্ত সর্ব্বশক্তি-আদিগুণ-যোগ বুঝিতে না পারিয়া প্রধানের উপাদানত্ব স্বীকার করেন। যোগরূঢ়ি দ্বারা ব্রহ্মশব্দে গরুড়-পুরাণে শ্রীনিবাস বা শ্রীপতি নারায়ণ অভিহিত হন। সেই নারায়ণের উপাসনা আমরা করি।
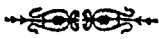
শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদের ব্যাখ্যা নিম্নে লিখিত হইল ঃ—

শ্রুতিস্মৃতি হইতে অবরোহপ্রণালী অনুসারে ও আরোহ বা লৌকিক তর্কপ্রণালী অনুসারে চেতন পিতা হইতে পুত্রাদির উৎপত্তির ন্যায় যাঁহা হইতে ভূতসমূহ উৎপন্ন হইয়াছে, আমরা জানিতে পারি, সেই নিরপেক্ষ সর্ব্বপদার্থ-সম্বন্ধে সর্ব্বাভিজ্ঞতা পূর্ণতত্ত্ব স্বতঃ স্নেহবশতঃ আদিকবির বুদ্ধি প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহার প্রসাদভিন্ন এ সকল বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায় না ও তর্কনিষ্ঠ-হৃদয় পণ্ডিতগণ অতৃপ্তহৃদয়ে সে বিষয়ে প্রবৃত্ত হন না।

তেজের বহুত্বের ন্যায় ঈশ্বর-সৃষ্টি, বারিতে প্রতি-বিম্বের ন্যায় জীব-সৃষ্টি, মৃত্তিকা হইতে ঘটাদির ন্যায় প্রকৃতি হইতে জড়-সৃষ্টি, মায়াময়ী সৃষ্টি না হইলেও সে বিষয়ের তুলনায় বৃথা বা নশ্বর। সেই তত্ত্বধাম অর্থাৎ শ্রী ও নিত্যসিদ্ধ-পার্ষদগণসহ সদা কুহকশূন্য। সেই নিত্যদুঃখহীন ঐকান্তিক আনন্দ অনুভবরূপ সম্পূর্ণগুণ পরত্বসাধক বস্তুকে আমরা ধ্যান করি।

শ্রীমধ্বানুগ শ্রীবিজয়ধ্বজ তীর্থকৃত 'পদরত্নাবলী' টীকার সংক্ষেপ ঃ—

পর অর্থাৎ গুণপূর্ণ সর্ব্বপালক পরমপ্রেমবিষয় পরতত্ত্ব শ্রীনারায়ণের ধ্যান করি। তিনি কি কি গুণে বিশিষ্ট? প্রত্যক্ষ জগতের উৎপত্তি, স্থিতি, সংহার, নিয়মন, জ্ঞান, অজ্ঞান, বন্ধ ও মোক্ষের সেই পরতত্ত্বই কারণ। উপক্রম-উপসংহারাদি তাৎপর্য্য-লিঙ্গ হইতে পরতত্ত্ব ব্রহ্মই জগৎকারণ, অন্যে নহে। যদি বলা যায়, শ্রুতি রুদ্রাদি দেবতার জন্মাদি কারণত্ব উল্লেখ করিয়াছেন, তবে উত্তর এই যে, বেদের একদেশে রুদ্রাদিও জন্মাদি কারণরূপে প্রতি-পাদিত হইলেও বিষ্ণুই অনন্ত বেদকদম্ব প্রতিপাদিত। আর বেদানুগত তর্ক হইতেও পরব্রহ্মেরই কারণত্ব-জ্ঞান হয়। কেবল তর্ক বেদবেদান্তে অপ্রতিষ্ঠিত বলিয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন পরমাণু-পুঞ্জবাদ নিরাস করিয়াছেন। ঘটপটাদি সমস্ত বিষয়ে সম্যক্ অভিজ্ঞ বিষ্ণুই কারণ, জড় প্রধান কারণ হইতে পারে না। আর তিনি স্বরাট্, নিজেই নিজের অধিপতি। রুদ্রাদির জ্ঞান শ্রীপ্রসাদায়ত্ত; অতএব বিষ্ণুর অনুগৃহীত। 'ন তে বিষ্ণো জায়মানঃ সর্ব্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিঃ' ইত্যাদি শ্রুতি বিষ্ণুর অনন্যাধিপতিত্ব ও সর্ব্বাধিপত্য স্বীকার করিয়াছেন। আর তিনি স্রষ্টৃরূপ রাজান্তর-রহিত। অথবা যিনি আত্মাকে স্বয়ং প্রকাশ করেন, পরেচ্ছায় নহে। এই পরতত্ত্ব বিষ্ণু স্নেহে আদিকবি চতুর্ম্মুখকে সাঙ্গবেদ গ্রহণ করাইয়াছিলেন। যদি বলা যায়, নারায়ণ-উপদিষ্ট জ্ঞানে তাঁহার সম্বন্ধে জ্ঞান কিরূপে সম্ভবপর, সেই নিমিত্ত 'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ' এই শ্রুতিই তৎপ্রসাদজ-জ্ঞানেই তিনি জ্ঞেয় বলিয়াছেন।

এই প্রসাদজ্ঞান-ব্যতিরেকে ভূত, ভবিষ্যৎ বর্ত্ত-মানকে ব্রহ্মাদি জানিতে পারেন না, কৃচিৎ অন্যপ্রকার জানিয়া বসেন। আপ্তকাম হরির সৃষ্টিতে প্রবৃত্তি কেন, ইহার উত্তরে বলিতেছেন,—জীব-ঈশ্বর-জড়ের এই ত্রিসর্গ তেজ, বারি, মৃত্তিকার পরস্পর বিনিময়ের

ন্যায় হরিবিষয়ে বৃথা অর্থাৎ পূর্ব্বে অপ্রাপ্ত প্রয়োজনের প্রাপক নহে, কেবল লীলার জন্যই তাঁহার এ সকলে প্রবৃত্তি। হরি জগৎ সৃষ্টি কারয়া বহুরূপ হইয়া জগতে অন্তঃপ্রবিষ্ট হইতেছেন, বাহিরেও ভূতে অনুকম্পাবশতঃ বাসুদেবাদি বহুরূপে আবির্ভূত হইতেছেন, ইহাই ঈশ্বর-সর্গ। আর সূক্ষ্মস্থূল শরীরাদি উপাধিনিমিত্ত প্রতিবিম্বভূত জীব হরি হইতে উৎপন্ন, ইহাতেই জীবসর্গ। আর যেমন কুম্ভকার মৃত্তিকাকে উপাদান করিয়া ঘটাদি প্রস্তুত করে, ঈশ্বরও জড়া-প্রাকৃতিকে উপাদান করিয়া মহৎ, অহঙ্কার প্রভৃতি অশেষ জড়পদার্থ সৃষ্টি করেন, ইহাই জড়সর্গ। আর তিনি স্বরূপজ্ঞান-মহিমাদ্বারা নিজ ইন্দ্রজালাদিমায়া নিরাস করেন, জগৎসৃষ্টি প্রভৃতির কর্ত্তৃত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব, অনন্যাধিপতিত্ব, চতুর্ম্মুখকে জ্ঞানোপদেশকত্ব, স্বীয় অনুগ্রহ ভিন্ন অন্য উপায়ে দুর্জ্ঞেয়ত্ব, স্বীয় প্রয়োজন উদ্দেশ্য বিনা কেবল লীলাযোগে জগৎসৃষ্টিতে প্রবৃত্তিমত্ব, স্বয়ং নিরস্ত-ইন্দ্রজালত্ব, সত্য-মহিমত্ব ও নির্দুঃখ-নিরতিশয়-আনন্দাদি-অনুভবরূপত্ব-হেতু সর্ব্বগুণপূর্ণ বিষ্ণু সকলেরই ধ্যেয়।

শ্রীবল্লভাচার্য্য 'সুবোধিনী' ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—

যে পুরুষোত্তম ব্রহ্ম হইতে আদ্য আকাশ উদ্ভূত, গায়ত্রী অর্থে কেবল প্রসবের কথার উল্লেখ আছে, অতএব স্থিতি-প্রলয়ের উল্লেখ না করিলেও চলে; সমবায়িকারণ ও নিমিত্তকারণ যাহাতে, যাহাদ্বারা, যাহা হইতে, যাহার ইত্যাদি বিচারে অভিন্ন নিমিত্তোপাদান জগতের যিনিই কারণ; যিনি সর্ব্বজীবের সর্ব্বপুরুষার্থ—সিদ্ধিজন্যই জগজ্জনন, এই একমাত্র প্রয়োজনের প্রয়োজন কার্য্যকারণ-পরম্পরা-সমূহের জ্ঞানবিশিষ্ট, যিনি স্বরাট্, যদিও জীবগণও স্বরূপই, তথাপি প্রকার-ভেদান্ত-দোষহেতু যিনি স্বয়ং বিরাজ করেন, বিষয়সকলে রতিবিশিষ্ট হন না, কিংবা বিরাটের অন্তর্গত স্বরাট্ বা স্বরূপানন্দে রতিবিশিষ্ট; যিনি হৃদয় অর্থাৎ পুরাণের সহিত অথবা লোকে ভগবৎ-তাৎপর্য্য জানে নাই, সেইজন্য হৃদয়দ্বারা আদিকবি ব্রহ্মাতে বেদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই বেদার্থ অত্যন্ত গূঢ়, সাংখ্য ও যোগিগণ, সদ্বাদি-পৌরাণিকগণও পুরুষ-পর্য্যন্ত পর্য্যবসিতজ্ঞান বলিয়া পুরুষোত্তমবিৎ নহেন। তাঁহাদের অনুগত অন্যেরাও মোহপ্রাপ্ত, অতএব ভগবান্ বা তাঁহাতে প্রপন্নজনই বেদার্থবিৎ। বেদের সর্ব্বসামর্থ্য আছে, কামনাক্লিষ্ট প্রাণীতে কামনা-সিদ্ধির জন্যও বেদপ্রচার, আর সেই নিমিত্তই শাখাপ্রণয়ন, কিন্তু বেদতাৎপর্য্য অবগত না হওয়ায় ব্রহ্মাভিন্ন বা তদনুগভিন্ন অন্য বেদার্থবক্তা উপেক্ষণীয়। ব্রহ্ম নির্দ্দোষ, দেহেন্দ্রিয়ান্তঃকরণধর্ম্ম-সম্বন্ধদোষ তাঁহাতে নাই। পৃথিবী, জল ও অগ্নি ইহাদের পরস্পরে পরস্পরের যে অবভাস, সে যেমন দ্রষ্টার মিথ্যাবুদ্ধিজনক, তাহা বিষয় নহে, সেইরূপ ব্রহ্মে অন্যের দেহেন্দ্রিয়াদিধর্ম্মের প্রতীতিও মিথ্যা। ব্রহ্ম সেবকের উদ্ধর্ত্তা, স্বরূপস্ফূর্ত্তিদ্বারা সকলের সর্ব্ব অবিদ্যার নাশক; দেহ, ইন্দ্রিয়াদিতে যে আত্মভাব-রূপকাপট্য, তিনি তাহা নিত্যকাল নিরাকরণ করেন; সেই ভূত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ—এই ত্রিকালে অবাধিত সর্ব্বলোক-প্রসিদ্ধ সত্য পুরুষোত্তমকে আমরা প্রীতি করি।

শ্রীনিম্বার্কানুগত শ্রীশুকদেবকৃত 'সিদ্ধান্তপ্রদীপ'-তাৎপর্য্য ঃ—

'ব্রহ্ম নাস্তি' এই পরপক্ষ নিরাকরণ হইয়াছে। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই শ্রুতি-প্রোক্ত শ্রীভগবান্‌কে ধ্যান করি। 'স্বর্গাদিপ্রাপ্তিই পরম-পুরুষার্থ' জৈমিনীর এই মত নিরাকরণ করিতে জগৎকারণের লাভই পরম-পুরুষার্থ' এই বলিতে গিয়া সত্যকে বিশেষ করা হইয়াছে। 'পর' অর্থে বিশ্বকারণ। তাহাই আবার দৃঢ়ীকৃত হইতেছে। কার্য্যোপাদানতা-জন্য অনুগমনমূলে ও সৃজ্যমান বিশ্বকে দর্শন, সৃষ্টি, নিয়মনাদি-নিমিত্ত কর্ত্তৃব্যাপার হইতে অথবা বিশ্বোপাদানহেতু ও তদ্দর্শনাদি-দ্বারা তন্নিমিত্তহেতু-যোগে যাঁহা হইতে বিশ্বের জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গ-মোক্ষ হইয়াছে জানা যায়। শ্রুতির "যতো বা ইমানি" প্রভৃতিতে "যতো জায়ন্তে" এই জন্মোক্তি, "যেন জীবন্তি" এই স্থিত্যুক্তি, "যৎ প্রযন্তি" এই প্রলয়োক্তি, "অভিসংবিশন্তি" এই মোক্ষোক্তি। প্রধান জগৎকারণবাদী কপিলকে নিরাস করিতে গিয়া

বলিতেছেন, যিনি সৃজ্যমান বিবিধ বিচিত্র প্রকার অর্থে সম্যক্ জ্ঞাত। আদি কবি শিবাদি পিতা বা পদ্মজ ব্রহ্মাতে যিনি বেদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। যদি বলা যায়, এবম্ভূত জগৎ-কারণকে কপিলাদি কেন জানেন না, তাহাতে বলিতেছেন,—সূরিগণ যাঁহার সম্বন্ধে মোহ প্রাপ্ত হন। বৈশেষিকের পরমাণুবাদ নিরাসকল্পে বলিতেছেন,—জগৎ সৎ হইয়া পুনঃ পরমেশ্বরের শক্তিগুণ হইতে জাত হয়। তেজ, বারি, মৃত্তিকার বিস্ফুলিঙ্গ বুদ্বুদ ঘটাদিরূপ বিকার যেমন সৎ হইয়া জাত হয়, তদ্রূপ প্রকৃতিগুণসর্গ সৎ হইয়াও উৎপন্ন হয়। কিন্তু এস্থলে শুদ্ধাদ্বৈতবাদী মিথ্যাসৃষ্টি সত্যবৎ প্রতীতি হয়, এই ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু তাহাতে "সদেব" ইত্যাদি শ্রুতির বিরোধ হয়। পরমাত্মা নিত্য কুহক উপলক্ষিত সর্ব্ব ত্রিগুণসর্গজন্য দোষস্পর্শ রহিত। 'ধীমহি' এই গায়ত্রী-পদোপন্যাসদ্বারা শ্রীমদ্ভাগবত যে গায়ত্রীর ফলিত প্রকাশ, তাহাই সূচিত করিতেছে।
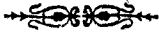
'জন্মাদ্যস্য' ব্যাখ্যার আবৃত্তি

এই শ্লোকে শ্রীমদ্ভাগবতের যাবতীয় প্রতিপাদ্য বিষয় ন্যূনাধিক সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে। শ্রীসুদর্শনাচার্য্যের টীকা, শ্রীমধ্বমুনির তাৎপর্য্য, শ্রীধরস্বামীর টীকা, শ্রীবিজয়ধ্বজের টীকা, শ্রীবীররাঘবের টীকা, শ্রীবল্লভাচার্য্যের টীকা, শ্রীজীবপাদের পরমাত্ম-সন্দর্ভোল্লিখিত ব্যাখ্যা, 'ক্রমসন্দর্ভ'-লিখিত টীকা, এবং 'কৃষ্ণসন্দর্ভে'র দুই স্থলের বিভিন্ন টীকাদ্বয়, তৎকৃত শ্রীধরীয় অভিপ্রায়, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদের টীকা, শ্রীশুকদেবের টীকা, শ্রীরাধারমণ দাস-গোস্বামীর টিপ্পনী ও শ্রীমধুসূদন সরস্বতীর টীকা, শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভাষা, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত কবিতা, শ্রীগৌরপর ব্যাখ্যা এবং এই শ্লোক-বিষয়ক অন্যান্য গবেষণা পর্য্যালোচনা করিলে অনেক কথাই জানা যায়। ঐ সকল মনীষিবৃন্দের প্রদত্ত বিবিধ ভাবার্থ হইতে শ্রীমদ্ ভাগবতের একাধারে গুরুগাম্ভীর্য্য ও মাধুর্য্যানুভূতি জীবের চরমকল্যাণপথে অগ্রসর করায়।

নানামুনির নানা মত। যেখানে নানাত্ব হইতে একের দিকে বিচারধারা অগ্রসর হয়, ব্যাপ্য হইতে ব্যাপকের অভিমুখে অভিযান, প্রত্যক্ষজ্ঞান হইতে ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুর ধারণা যে প্রণালীমতে সিদ্ধ হয়, তাহাকে অধিরোহবাদ বা জ্ঞানের প্রয়াস বলে। উহা 'তর্ক' নামে অভিহিত। ইহার বিপরীত ভাব অর্থাৎ সেখানে অদ্বয়জ্ঞান সত্য হইতে নিঃসৃত হইয়া বহুধা পরিদৃষ্ট হয়, আম্নায়-পারম্পর্য্যে আগত হয়, অবিসংবাদিত সত্যবস্তু নির্ব্বিবাদে প্রদত্ত হয়, অনুগত জনমণ্ডলী যাহা প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাদ্বারা লাভ করেন, যাহা ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানমাত্র না হইয়া নিত্য অবিসংবাদিত সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত, যাহা ভক্তি দ্বারাই একমাত্র লভ্য, কাল যাহাকে পরিণত হ্রাসবৃদ্ধি করিতে পারে না, সেই অবতরণ-পথকে বাস্তবসত্য-পন্থা বলা হয়। শ্রীমদ্ভাগবত সেই শেষোক্ত পথের প্রদর্শক।

এই গ্রন্থের আদিম শ্লোকে 'আমরা' এই যে কর্ত্তৃ-পদের উল্লেখ আছে, তাহা অধিরোহবাদীর সহিত পার্থক্য স্থাপন করিয়া শ্রুতিস্মৃতিবিহিত আম্নায়-পারম্পর্য্যাগত ভক্তিপথবাচক। বাস্তব সত্যের অনুকূলে অবতরণবাদী আমরা পরমেশ্বরকে ধ্যান করি। পরমেশ্বর বস্তুটী কে ? তাঁহার নামরূপগুণলীলা কি ? যাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবত বৈষ্ণবের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, ভজনীয়-বস্তু পর্য্যায়ে অধোক্ষজ পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর। বিষ্ণুর অসংখ্য অবতারাবলী, বিষ্ণুর চতুর্ব্বিংশতি নৈমিত্তিক, স্বাংশ-তদেকাত্ম-পুরুষ-গুণ-লীলা-মন্বন্তরাবতারভেদে অবতারী গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ। তাঁহার স্বরূপলক্ষণে নিত্যসত্তা সত্য বর্ত্তমান। সেই সত্যে কোনপ্রকার বিক্ষেপ ও আবরণ নাই। তাৎকালিক অবিনশ্বর কাপট্যবর্জ্জিত সত্য নিত্যকালাবস্থিত। ভগবানের স্বীয় বিচরণ-ভূমিকা জ্যোতিঃ, প্রভাব বা শক্তিসমূহ-সমন্বিত হইয়া হইয়া স্বরূপলক্ষণ ভগবত্তা। তটস্থ-লক্ষণে নশ্বর গুণজাত বিচার ও দৃশ্যজগতের বিচিত্রতা উদ্ভূত হইয়াছে। মুখ্যভাবে দর্শন করিতে গেলে সেই রসময়ের রসাবির্ভাবাদি অন্বয় বা সম্ভোগ এবং ব্যতিরেক বা বিপ্রলম্ভ-বৈচিত্র্যে নিত্যরসের পুষ্টি করিতেছে। রাসরসিকবর কৃষ্ণচন্দ্র পরমপ্রেষ্ঠা বৃষভানুনন্দিনীর অনুধাবন করিতে গিয়া তাঁহার

অসংখ্য বহুপ্রিয়জনের সঙ্গ পরিহার করিতে বাধ্য। তিনি স্বতন্ত্র হইয়াও পরাধীনের লীলা প্রকাশ করিয়া নিজের অসামান্য স্বতন্ত্রতা প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের স্নিগ্ধ পাঠকবর্গ এই সকল কথা বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়া কৃষ্ণসেবোন্মুখ হউন। আবার সাধারণভাবে আলোচনা করিতে গিয়া আমরা দেখিতে পাই যে, পরমেশ্বরের তটস্থ-লক্ষণ-বর্ণনে তিনি জীবের কামনা ও ভোগের বস্তুগুলি স্বয়ং স্বীকার না করিয়া ফলদাতৃরূপে বদ্ধজীবকে ভোগরাজ্যে প্রেরণ করেন এবং স্বয়ং তটস্থ-ভাবাপন্ন হইয়া যজ্ঞেশ্বররূপে ফলের অংশগ্রহণ না করিয়া প্রদান করেন।

বদ্ধজীবগণ গুণের বশবর্ত্তী হইয়া যে সকল বস্তুতে আসক্ত এবং গুণাতীত ভগবানে বিমুখ, ভগবান্ ও তদীয় ভক্তগণ সেই ভোগময় রাজ্য অতিক্রম করিয়া নিত্যসেব্য-সেবকভাবে অবস্থিত হন। আরও তটস্থ-লক্ষণে তিনি স্বয়ং অপ্রাকৃত চৈতন্যময় বস্তু হইয়া স্বয়ং বিষয়-জাতীয়ত্বে অদ্বয়জ্ঞানত্ব পোষণ করেন ও তদধীন আশ্রয়-জাতীয় বন্ধুবর্গের সেবায় সেব্যবস্তু হইয়া সকলের উপর প্রভুত্ব করেন। তিনি ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের আদিগুরুর গৌরবের বস্তু। তিনি আম্নায়-শাখার মূলগুরু ব্রহ্মার হৃদয়ে বাস্তব সত্য বিস্তার করিয়াছেন। ব্রহ্মা হইতে অধস্তন শৌক্র-ধারায় পরাবিদ্যার সেব্য বেদসত্যধীঃ প্রেরণ করিবার পরিবর্ত্তে বুদ্ধিবৃত্তি-প্রকাশকসূত্রে অচ্যুত-বংশধারায় অপ্রাকৃত সত্য বিস্তার করিয়াছেন। অচিৎপরমাণু-গঠিত স্থূল শরীরের সাহায্য-ব্যতীত অণুচিৎএর বুদ্ধি-বৃত্তিতে বেদ বিস্তৃত হইয়া পরমার্থধারা সংরক্ষণ করিতেছে। চিন্ময়রাজ্যের আবরণরূপে অচিৎএর নিরবচ্ছিন্ন শৌক্রধারায় যে বেদবেদাঙ্গ-পুরাণেতি-হাসাদি শাস্ত্রাঙ্গ প্রচলিত, তাহা অপরাবিদ্যাপর্য্যায়ে পরিগণিত হওয়ায় ঐগুলির স্থূলতা পরাবিদ্যার সহিত বৈষম্যলাভ করিয়াছে। যেখানে অপরাবিদ্যা প্রবলা, সেইখানেই পণ্ডিতম্মন্যগণের ভ্রান্ত-ধারণা হরিপাদ-পদ্মসেবার সন্ধান পায় নাই। সেইখানে অনেবং-বিদ্‌গণ সাধুব্রুব, স্তব্ধ, সদভিমানী, অত্যন্ত বিশ্বাস সহকারে পশুহননে ব্যস্ত। তাহারা কামনাবশে পরস্পর হিংসাধর্ম্মে অবস্থিত। অপরাবিদ্যামুগ্ধ ভোগপরায়ণ বদ্ধজীব সর্ব্বদা মূঢ়তাবশে পরমার্থে বঞ্চিত হইয়া বস্তুর প্রকৃত সন্ধান পান না। দৃশ্য-বস্তুর কর্ত্তৃসত্তাগত নিত্যাধিষ্ঠান দর্শনে পরাঙ্মুখ হইয়া এক বস্তুর স্থলে অপর বস্তুর ধারণা করিয়া বসেন। অহঙ্কারবিমূঢ় অনাত্মপ্রতীতি হইতেই বিবর্ত্তবাদের উদয়। উহা গুণজাত বলিয়া তাৎকালিক প্রতীতি-মাত্র। পরমার্থ-বস্তুতে তাদৃশ বিবর্ত্তের সম্ভাবনা নাই। যেখানে ভ্রমের অভাব, তথায় পরমাত্মার অঙ্গজাত শক্তিসমূহ প্রবল। সেস্থলে শক্তিমান্ ও শক্তির অদ্বয়জ্ঞান বিরাজমান। ব্যাহৃতি-বিচারে যেখানে অচিৎশক্তিপ্রসূত দৃশ্য জগৎ, জাগতিক সেই ভোগের আধারগুলি নিতান্ত অকর্ম্মণ্য ও নশ্বর। যেখানে হরিবিচরণ-ভূমিকা নিত্য, সেই গোকুল, মাথুর ও দ্বারকাপ্রদেশ আশ্রয়জাতীয় লক্ষ্মী, মহিষী ও গোপীবেষ্টিত নিত্যলীলাপরিকর-সেবা-বিলাসময় ভূমি। তাদৃশ সত্যাত্মক বিচিত্রতায় কোনপ্রকার কপটতা বা নশ্বরতা থাকিতে পারে না।

অবরোহবাদী আমরা নিত্য বস্তু, ভগবানের নিত্য ধ্যানকারী সেবক। ভজনীয় বস্তুর পরতমতা নিত্য এবং আমাদের ভজনও নিত্য। সত্যপ্রারম্ভে ধ্যানগত অনুশীলনকেই ভজন বলা হইত। পাদোন সত্যক্ষয়ে ত্রেতায় ধ্যানবিধি 'যজন'রূপে পরিদৃষ্ট হয়। সত্যার্দ্ধ ক্ষয়ে দ্বাপরযুগে অর্চ্চনের বিধি। পাদোনক্ষয়ে অর্থাৎ সত্যের ত্রিপাদ অস্তমিত হইলে নামার্চ্চনযজ্ঞস্মরণ-বিধি ভজনের স্মরণমুখে নিষ্ঠায় অধিষ্ঠিত। নাম-ভজনপ্রভাবে সর্ব্বপাপমুক্তব্যাসাশ্রিত গৌড়ীয়গণ শ্রবণ-কীর্ত্তনোত্থ স্মরণপথকেই ধ্যান বলিয়া জানেন। "শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং" এই দ্বিতীয় স্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়োক্ত ভাগবতপদ্যানুগমনে, প্রতিহত স্মৃতি ব্যতীত সাক্ষাৎ উদিত ভগবদ্‌রূপগুণলীলাদি শ্রবণ-কীর্ত্তনমুখেই স্মর্য্যমাণ হইয়া ধ্যানের বিষয় হয়। শ্রবণ-কীর্ত্তন-বর্জ্জিত ধ্যান বা স্মৃতিতে স্বতঃপ্রকাশ ভগবান্ নির্ম্মল হৃদয়ে উদিত হন না। তৎকালে জীব কুহকাবৃত অসত্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছারূপ কামদাস হইয়া পড়েন, তখন আর পরমপুরুষ আধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিবার সুযোগ থাকে না।

দৃশ্যজগতের অনুভূতি যে স্থলে নশ্বর-ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে লব্ধ হয়, সেইখানেই নিত্যানিত্য-বিবেকা-

ভাব। বস্তুর সাক্ষাৎকার যে চিন্ময় ইন্দ্রিয়ের গম্য হয়, তাহাতে সচ্চিদানন্দানুভূতির ব্যাঘাত নাই। দৃশ্যজগতের কারণরূপে অচিৎ বা প্রকৃতি কখনই স্থান পায় না। অপূর্ণতা-হেতু জীব দৃশ্যজগতের কর্ত্তা নহে। দৃশ্যজগতের অধিষ্ঠানে ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির কার্য্য দেদীপ্যমান। উহার সহিত শুদ্ধজীব বা তাঁহার প্রভুর সমত্ব ধারণা করা বিহিত নহে। অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বে বিজাতীয় বস্তুর অবস্থান ও সমজাতীয় বস্তুসমূহের অধিষ্ঠান আছে, তাই বলিয়া অণুচিৎ জীবকে বিভুচৈতন্য জ্ঞান করা বা দৃশ্য এই জগৎকে নিত্য ভগবদ্বস্তু জ্ঞান করা কর্ত্তব্য নহে। দৃশ্য জগৎ বা জীব-জগৎ ভগবানের শক্তির পরিণাম, ভগবদ্‌বস্তুর বিকার নহে।

ধর্ম্মঃ প্রোজ্‌ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো
নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবাপরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ
শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ ॥২॥

অন্বয়ঃ—(ইদানীং শ্রোতৃপ্রবর্ত্তনায় শ্রীভাগবতস্য কাণ্ডত্রয়বিষয়েভ্যঃ সর্ব্বশাস্ত্রেভ্যঃ শ্রৈষ্ঠ্যং দর্শয়তি ধর্ম্ম ইতি)। মহামুনিকৃতে (শ্রীনারায়ণেন প্রথমং সংক্ষেপতঃ প্রকাশিতে) অত্র (অস্মিন্) শ্রীমদ্ভাগবতে (শ্রীমতি সুন্দরে ভাগবতে তদাখ্যে গ্রন্থে) নির্ম্মৎসরাণাং (পরোৎকর্ষাসহনং মৎসরঃ তদ্রহিতানাং) সতাং (সজ্জনানাং সর্ব্বভূতানুকম্পিনাং) প্রোজ্‌ঝিতকৈতবঃ (প্র-শব্দেন সালোক্যাদি-সর্ব্বপ্রকার-মোক্ষাভিসন্ধিঃ প্রকর্ষেণ উজ্‌ঝিতং উন্মূলিতং কৈতবং ফলাভিসন্ধিলক্ষণং কপটং যস্মিন্ সঃ ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-বাঞ্ছাহেতুরহিতঃ শুদ্ধভক্তিযোগরূপঃ) পরমঃ (কর্ম্ম-জ্ঞান-শাস্ত্রেভ্যঃ শ্রেষ্ঠঃ) ধর্ম্মঃ (নিরূপ্যতে); অত্র (শ্রীমদ্ভাগবতে) তাপত্রয়োন্মূলনং (আধ্যাত্মিকাধিভৌতিকাধিদৈবিক মায়াকার্য্যং তন্মূলভূতাবিদ্যাকারণ পর্য্যন্ত-খণ্ডনং) শিবদং (শিবং পরমানন্দং দদাতি অনুভাবয়তি যত্তৎ) বাস্তবং (আদিমধ্যাবসানেষু স্থিরং) বস্তু (পরমার্থভূতং তত্ত্বং) বেদ্যং (অনুভবিতুং জ্ঞাতুং বা শক্যং) অপরৈঃ (অন্যৈঃ কর্ম্মজ্ঞানশাস্ত্রাদিভিঃ অথবা তদুক্তসাধনৈঃ) কিং বা (কিয়দ্বা মাহাত্ম্যং) (উপপন্নম্)? (যতঃ) অত্র (শ্রীমদ্ভাগবতে) ঈশ্বরঃ (ঈশো হরিঃ) কৃতিভিঃ (বহুসুকৃতিসম্পন্নৈঃ) শুশ্রূষুভিঃ (শ্রোতুমিচ্ছদ্ভিঃ) তৎক্ষণাৎ (শ্রবণমুহূর্ত্তমারভ্য) সদ্য এব (অবিলম্বেন অকৃতিভিস্তু বহুবিলম্বেন) হৃদি (অমলে মনসি) অবরুধ্যতে (বশীক্রিয়তে ততস্তন্নির্গমণাসামর্থ্যং তচ্চাবরোধনম্ ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ—(অধুনা শ্রোতৃমণ্ডলীকে ভাগবত-শ্রবণে প্রবর্ত্তিত করাইবার জন্য কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি-মূলক সকল শাস্ত্রাপেক্ষা শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করিতেছেন)—মহামুনি শ্রীনারায়ণকর্ত্তৃক প্রথমতঃ ও সংক্ষেপে চতুঃশ্লোকী ভাগবত প্রকাশিত হ'ন। এই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে পরের উৎকর্ষ সহনক্ষম অর্থাৎ কর্ম্মজ্ঞানকাণ্ডাশ্রিত মাৎসর্য্য-বিহীন সর্ব্বভূতে দয়াশীল সাধুগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম শুদ্ধভক্তিযোগ নিরূপিত হইয়াছেন। সেই নির্ম্মৎসর সদ্ধর্ম্মে ফলাভিসন্ধিলক্ষণ ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এবং সালোক্যাদি মুক্তিবাঞ্ছারও অবস্থান নাই। এই পরম গ্রন্থের অনুশীলনফলে, আধ্যাত্মিক, আদিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ মায়িক তাপ এবং তাহার মূলকারণ অবিদ্যাখণ্ডন-কারী, পরমানন্দানুভবকারক নিত্যকাল অবিনাশী অদ্বয়জ্ঞান বস্তুতত্ত্বের অনুভব হয়। যে স্থলে এই শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রবণাদি অনুশীলন করিতে করিতেই নির্ম্মৎসর সুকৃতিসম্পন্ন শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে পরমেশ্বর শ্রীহরি তন্মুহূর্ত্ত হইতে আরম্ভ করিয়া অবিলম্বেই অবরুদ্ধ হন, সে স্থলে অন্য শাস্ত্র বা পন্থা কতই বা স্ব-স্ব মাহাত্ম্য উৎপন্ন করিতে সমর্থ হইবে? অর্থাৎ, অপর কোন শাস্ত্র বা পন্থানুগমনের কোনই আবশ্যকতা নাই। অতএব সর্ব্বশাস্ত্রাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এই শ্রীমদ্ভাগবতই নিত্যকাল শ্রবণ করা কর্ত্তব্য।

বিশ্বনাথ—শ্রীভাগবতস্য শাস্ত্ররূপত্বেন শাস্ত্রাণাঞ্চ জীবহিতাহিত-প্রদর্শকত্বেন হিতাহিতয়োশ্চাধিকারি-ভেদাদ্বাদিভেদাচ্চ বৈবিধ্যে সর্ব্বমূলভূতহিতস্য নিশ্চয়াশক্তের্বিষীদতঃ শ্রোতৄনানন্দয়ন্নস্মাদেব সর্ব্বতোঽপি সার এব পদার্থঃ সর্ব্বৈরেব প্রাপ্তো ভবতীতি স্পষ্টমাহ ধর্ম্ম ইতি। অত্র শ্রীমতিঃ ভাগবতে ঈশ্বরঃ আশ্রয়তত্ত্বং শ্রীকৃষ্ণঃ কৃতিভির্নির্ম্মৎসরৈরেব তৎ-

পদ্যোক্তলক্ষণাধিকারিভিরিত্যর্থঃ। শ্রবণাদিভিঃ সদ্য এব হৃদি অবরুধ্যতে বশীক্রিয়ত ইতি প্রেমা সূচিতঃ তস্য প্রেমৈকবশ্যত্বাৎ (ভাঃ ১১।২২।৫৫) "প্রণয়রসনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্ম" ইতি। (ভাঃ ১১।১২।১) "ন রোধয়তি মাং যোগ" ইত্যাদিভ্যশ্চ। ততশ্চ তৎক্ষণাদেব শুশ্রূষুভিরিতি। তৎক্ষণমারভ্য তেষাং শ্রবণেচ্ছা চ ভবেদিতি শ্রদ্ধাতঃ পূর্ব্বমেব শ্রবণে প্রেমা ভবেৎ। কিং পুনঃ শ্রদ্ধায়াং সত্যামিতি ভাবঃ। পাদ্মে—"সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম" ইতিবৎ। তথাহ্যুক্তমলৌকিক-পদার্থানাং শক্তেরচিন্ত্যত্ব-প্রস্তাবে। (ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ পূর্ব্ব ২য় লহরী ১১০ শ্লোকঃ) যত্র স্বল্পোঽপি সম্বন্ধঃ সদ্ধিয়াং ভাবজন্মন ইতি ঈশ্বরে মনঃ স্থিরীক্রিয়তে ইত্যেব পরমপুরুষার্থ উচ্যতে। অত্র ঈশ্বরো মনসি অবরুধ্যতে ইতি ততস্তন্নির্গমণাসামর্থ্যং তচ্চাবরোধনং সদ্য এব বিনাপি শ্রদ্ধয়েতি ক্বাপি শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণীয়ং মহাবিদ্যেতি গম্যতে। অত্র কৃতিভিরিতি সদ্য ইতি পদাভ্যামকৃতিভিস্তুসদ্যঃ কিঞ্চিদ্বিলম্বেনেতি লভ্যতে (ভাঃ ১।১।৩) "ভাবুকাঃ পিবতেতি" (ভাঃ ১২।৩) সংসারিণাং করুণায়াহেতুক্তিভ্যামুভয়েষামপ্যত্রাধিকারাৎ। শ্লেষেণ তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ক্ষণ দুৎসবাদ্ধেতোরিতি। প্রেমময়েণ হৃদা অবরোধাদেব তস্য পরমানন্দ উৎপদ্যত ইতি তৎসুখতাৎপর্য্যেণ প্রেম্নো লক্ষণমপ্যুক্তং। অতঃ কিংবা অপরৈঃ শাস্ত্রৈস্তদুক্তসাধনৈর্বা ন কিমপি ফলমিত্যর্থঃ। এবমস্য শাস্ত্রস্য প্রয়োজনবৈশিষ্ট্যমুক্তং কর্তৃর্য্যপি বৈশিষ্ট্যমাহ। মহামুনিঃ শ্রীভগবান্ স মুনির্ভূত্বা সমচিন্তয়দিতি শ্রুতেঃ। তেন কৃতে প্রথমং চতুঃশ্লোকিরূপেণ সংক্ষেপতঃ প্রকাশিতে (ভাঃ ১২।১৩।১৯) "কস্মৈ যেন বিভাষিতোঽয়মতুল" ইত্যুক্তস্ততঃ সম্পূর্ণ এব প্রকাশিতে। শ্রবণাদিভিঃ কিমত্র জ্ঞায়তে ইত্যপেক্ষায়ামাহ বেদ্যমিতি বাস্তবং আদিমধ্যাবসানেষু স্থিরং যদ্বস্তু তন্নির্মৎসরাণাং বেদ্যং বেদিতুং সাক্ষাদনুভবিতুং শক্যং তেন সমৎসরাণাস্তু শ্রবণাদ্যাবৃত্ত্যা মৎসরাপগম এবেতি। তৈরপি নাত্র প্রযত্নাভাবঃ কর্তব্যঃ তৎপক্ষেঽপি বেদ্যং বেদিতুমর্হমিত্যর্থ-লাভাদিতি ভাবঃ। তচ্চ ভগবতঃ স্বরূপং নামরূপগুণাদি-বৈকুণ্ঠাদিধামানি চ ভক্তাশ্চ ভক্তিশ্চেতি অন্যজ্জগদাদি-সর্ব্বমবাস্তবমস্থিরং বস্তিত্যর্থে লব্ধে বৈকুণ্ঠাদিজগদাদ্যোর্ষস্তুত্বেঽপি বাস্তবত্বাবাস্তবত্বাভ্যাং ভেদশ্চ বোধিতঃ। ততশ্চ মিথ্যাভূতখপুষ্পাদিকমেবাবস্তু ইত্যায়াতং। বেদনেন কিং স্যাৎ তত্রাহ,—শিবদং প্রেমবৎ পার্ষদত্বমিত্যনুসংহিতং ফলং তাপত্রয়বিনাশো মোক্ষ ইত্যননুসংহিতং ফলঞ্চ দর্শিতং। অত্র কিমনুষ্ঠেয়মিত্যপেক্ষায়ামাহ,—ধর্ম্ম ইতি। প্রকর্ষেণ উজ্ঝিতং কৈতবং ফলাভিসন্ধিলক্ষণং কপটং যস্মিন্ স ইতি সকামকর্ম্মযোগো ব্যাবৃত্তঃ। 'প্র'-শব্দেন মোক্ষাভিসন্ধি-রপি নিরস্ত ইতি। নিষ্কামকর্ম্মশমদমাদ্যঙ্গজ্ঞানযোগাষ্টাঙ্গযোগাশ্চ ব্যাবৃত্তাঃ। পরম ইতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্বেন সর্ব্বসুকরত্বেন ফলপ্রাপ্তাবপ্যহেয়ত্বেন চ শুদ্ধভক্তিযোগ এব উক্ত ইত্যভিধেয়তত্ত্বং বিশিষ্য দর্শিতং। স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্ম' ইত্যগ্রিমোক্তেরত্র পুংমাত্রস্যৈবাধিকারিত্বং জ্ঞেয়ং। তথা অত্রাত্রেতি পদস্য ত্রিরুক্তির্নির্দ্ধারণার্থা। অত্রৈবেশ্বরোঽবরুধ্যতে নান্যত্র। অত্রৈব বাস্তবং বস্তু বেদ্যং নান্যত্র। অত্রৈব প্রোজ্‌ঝিতকৈতবো ধর্ম্মো নান্যত্রেত্যন্যযোগব্যবচ্ছেদকঃ। অত্রাবরুধ্যত এবেত্যাদিরযোগব্যবচ্ছেদকশ্চ জ্ঞেয়ঃ॥ ২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীভাগবত শাস্ত্ররূপ, শাস্ত্রসমূহ জীবগণের হিত ও অহিত প্রদর্শন করাইয়া থাকেন এবং অধিকারিভেদে ও বাদিভেদে এই মঙ্গল ও অমঙ্গল-বিষয়ে বিবিধ মতভেদ-বশতঃ সকলের মূলস্বরূপ মঙ্গল কি, তাহা নিশ্চয় করিতে অসামর্থ্যহেতু বিষণ্ণ শ্রোতৃগণকে আনন্দিত করিতে করিতে বলিতেছেন—এই শ্রীমদ্‌ভাগবত হইতেই সর্ব্বাপেক্ষা সারপদার্থ সকলেই লাভ করিতে পারেন, তাহাই স্পষ্টরূপে বলিতেছেন—ধর্ম্ম ইত্যাদি শ্লোকে। শ্রীমান্ অর্থাৎ পরম সুন্দর ও ঐশ্বর্য্যযুক্ত শ্রীভগবানের প্রতিপাদক এই শ্রীভাগবত শাস্ত্রের অনুশীলনের ফলে নির্ম্মৎসর জনগণ আশ্রয়তত্ত্ব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে সদ্যই হৃদয়ে অবরুদ্ধ করেন অর্থাৎ বশীভূত করেন। শ্রীভগবান্ একমাত্র প্রেমেরই বশীভূত বলিয়া এই কথার দ্বারা প্রেমই সূচিত হইয়াছে। শ্রীভাগবতে উক্ত হইয়াছে—'প্রণয়রূপ রসনার দ্বারা শ্রীহরির

চরণপদ্ম ভক্তগণের হৃদয়ে নিবদ্ধ হইয়াছে বলিয়া শ্রীহরিই তাঁহাদের হৃদয় পরিত্যাগ করিতে পারেন না।' শ্রীকৃষ্ণও উদ্ধবকে বলিয়াছেন—'উদ্ধব, যোগাদি আমাকে সেরূপ বশীভূত করিতে পারে না, যেরূপ ভক্তিতে ভক্ত আমাকে বশীভূত করে।' শ্রবণেচ্ছু ক (অর্থাৎ শ্রবণ করিবার ইচ্ছামাত্র করিয়াছে, এখনও শ্রবণ করে নাই) জনগণের হৃদয়ে ভগবান্ তৎক্ষণাৎ অবরুদ্ধ হন অর্থাৎ শ্রীভাগবত অনুশীলনের দ্বারা সেই ক্ষণ হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহাদের শ্রবণের ইচ্ছা উৎপন্ন হয় এবং শ্রদ্ধার পূর্ব্ব হইতেই শ্রবণ করিতে থাকিলে প্রেম উৎপন্ন হয়, আর যদি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক কেহ শ্রবণ করেন, তাঁহাদের তো কথাই নাই। পাদ্মে উক্ত হইয়াছে—'হে ভৃগুবর, শ্রদ্ধায় বা হেলায় (অনায়াসে) শ্রীকৃষ্ণ-নাম নিরপরাধে একবারও গীত হইলে নরমাত্রকে ত্রাণ করে।'—এই কথার ন্যায়। অলৌকিক পদার্থের শক্তির অচিন্ত্যত্ব-প্রস্তাবে শ্রীভক্তি-রসামৃত-সিন্ধুতে বলা হইয়াছে—'শ্রীমূর্ত্তি, শ্রীমদ্-ভাগবত, শ্রীভক্ত, শ্রীনাম ও শ্রীমথুরা—এই পাঁচটিই দুরূহ ও অদ্ভুত বীর্য্যশালী, এই পাঁচটিতে শ্রদ্ধা দূরে থাকুক, অত্যল্পমাত্র সম্বন্ধ থাকিলেও নিরপরাধ ব্যক্তিদের চিত্তে অবিলম্বে ভাবের আবির্ভাব হইয়া থাকে।' ঈশ্বরে মন স্থির হয় এবং ইহাই পরম পুরুষার্থ বলা হইয়াছে। কিন্তু এই শ্রীমদ্‌ভাগবতে ঈশ্বর নিজেই শ্রবণেচ্ছুর হৃদয়ে অবরুদ্ধ হন, তাহা হইতে নির্গমনের অসামর্থ্যবশতঃ এবং সেই অবরোধ তৎক্ষণাৎ, শ্রদ্ধা-ব্যতিরেকেই হইয়া থাকে, অতএব এই শ্রীভাগবত শ্রীকৃষ্ণকে আকর্ষণ করিবার অনির্ব্ব-চনীয় কোন মহাবিদ্যা। এখানে 'কৃতি' ও 'সদ্যঃ'—এই দুইটি পদে অকৃতিগণ কিছু বিলম্বে ভগবান্‌কে লাভ করেন, জানা যায়। 'ভাবুকগণ, পান করুন' এবং 'সংসারী জীবের প্রতি করুণাপূর্ব্বক ইহা বলা হইয়াছে'—এই দুইটি উক্তির দ্বারা কি অপ্রাকৃত ভাবুক, কি সংসারী জন সকলেই ইহাতে অধিকারী। এখানে হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের অবরোধ-জন্য তাঁহার সুখ-তাৎপর্য্যহেতু প্রেমলক্ষণও কথিত হইল। সুতরাং অপর শাস্ত্রাদি বা তৎকথিত সাধন-সমূহের কি প্রয়োজন? অর্থাৎ কোন ফল নাই।

এই প্রকারে এই শাস্ত্রের প্রয়োজন-বৈশিষ্ট্য বলিয়া প্রণেতারও বৈশিষ্ট্য বলিতেছেন—মহামুনি শ্রীভগবান্, 'তিনি মুনি হইয়া চিন্তা করিয়াছিলেন'—এই শ্রুতি-বাক্যানুসারে তিনি প্রথমে চতুঃশ্লোকীরূপে, তৎপরে সম্পূর্ণরূপেই ইহা প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রবণাদির দ্বারা এই শাস্ত্রে কি জানা যায়? তদুত্তরে বলিতেছেন—'বাস্তব বস্তু'। বাস্তব অর্থাৎ আদি, মধ্য ও অন্তে যে বস্তু স্থির, তাহা নির্ম্মৎসরগণের বেদ্য অর্থাৎ সাক্ষাৎ অনুভব করিতে সমর্থ, আর যাহারা মাৎসর্য্যযুক্ত, তাহারাও বার বার শ্রবণাদির আবৃত্তির দ্বারা মাৎসর্য্য অপগত হইলে ইহা অনুভব করিতে পারে, সামান্য প্রযত্নে তাহারাও ইহা জানিবার যোগ্য। সেই 'বাস্তব বস্তু'—শব্দে শ্রীভগবানের স্বরূপ, নাম, রূপ, গুণাদি, বৈকুণ্ঠাদি ধাম-সকল এবং ভক্তগণ ও ভক্তিদেবী। ইহা ব্যতীত অন্য জগদাদি সমস্ত কিছুই অবাস্তব ও অস্থির বস্তু। এই অর্থে বৈকুণ্ঠাদি ও জগদাদি বস্তু হইলেও 'বাস্তব' ও 'অবাস্তব'-রূপে ভেদ রহিয়াছে বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে অবাস্তব বস্তু মিথ্যাভূত বা আকাশ-কুসুমাদির ন্যায় অবস্তু—ইহাই প্রতিপন্ন হইল।

এই বাস্তব বস্তুর জ্ঞানে কি হয়? তাহা বলিলেন—'শিবদ'। প্রেমের মত ভগবৎ-পার্ষদত্ব ইহার অনুসংহিত (নির্দ্ধারিত) ফল, আর তাপত্রয়-বিনাশ-রূপ মোক্ষ-প্রাপ্তি ইহার আনুষঙ্গিক ফল প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাতে কি অনুষ্ঠেয়? ইহার অপেক্ষায় বলিতেছেন—'ধর্ম্ম'। এই ভাগবতে সকাম কর্ম্ম-যোগরূপ ফলাভিসন্ধি-লক্ষণময় কাপট্য নিরস্ত হইয়াছে। 'প্র'-শব্দে মোক্ষ বাঞ্ছাও নিরস্ত। ইহার দ্বারা নিষ্কাম কর্ম্ম, শম-দমাদির অঙ্গ জ্ঞানযোগ ও অষ্টাঙ্গযোগও নিষিদ্ধ। 'পরম'-শব্দে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সুসাধ্য এবং ফল-প্রাপ্তিতেও উপাদেয় বলিয়া শুদ্ধ ভক্তিযোগ-রূপ অভিধেয়ই বিশেষরূপে প্রদর্শিত হইল। 'স বৈ পুংসাং পরো ধর্মঃ'—অর্থাৎ অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিই জীবমাত্রের পরম শ্রেষ্ঠ ধর্ম—ইত্যাদি পরবর্তী শ্লোকের উক্তিতে এই শ্রীমদ্‌ভাগবতে নর-মাত্রেরই অধিকার জানিতে হইবে। আর, এই শ্লোকে 'অত্র'—এই পদের তিনবার উক্তির উদ্দেশ্য—প্রথম 'অত্র'—পদে এই শ্রীভাগবতের অনুশীলনেই ঈশ্বর অবরুদ্ধ হন, অন্য শাস্ত্রানুশীলনে হন না।

দ্বিতীয় 'অত্র'—পদে বাস্তব বস্তু এই ভাগবতের চর্চ্চার ফলেই জানা যায়, অন্য শাস্ত্র-দ্বারা জানা যায় না। তৃতীয় 'অত্র'—পদে এই ভাগবতেই অকৈতব ধর্ম্ম নিরূপিত হইয়াছে, অন্যান্য শাস্ত্রে হয় নাই। ইহার দ্বারা অন্যান্য যোগের নিষেধ করা হইয়াছে ॥২॥

মধ্ব ঃ—অধিকারিবিষয়ফলান্যুচ্যন্তে। ধর্ম্ম ইতি। প্রোজ্ঝিতকৈতবঃ ফলানপেক্ষয়া। ঈশ্বরার্পণেন পরমঃ।

তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ সুহৃদঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ সাধবঃ সাধুভূষণাঃ ॥
ময্যনন্যেন ভাবেন ভক্তিং কুর্ব্বন্তি যে দৃঢ়াম্।

ইত্যাদি সতাং লক্ষণম্। সতাং মাৎসর্য্য-মর্জ্জুনস্য একলব্য ইব কুত্রচিদ্দৃশ্যতে। তদ্বর্জ্জনীয়-মুত্তমেষু জ্ঞানার্থিনা। মহা-সংহিতায়াশ্চ—

উত্তমেষ্বাত্মনো নিত্যং মাৎসর্য্যং পরিবর্জ্জয়েৎ।
কুরুতে যত্র মাৎসর্য্যং তত্তস্যৈব বিহীয়তে ॥

ইতি নিত্যনিরস্তদোষপূর্ণগুণং বাস্তবং। নিত্য-সংহিতায়াঞ্চ—

নিরস্তাখিলদোষং যদানন্দাদি-মহাগুণম্।
সর্ব্বদা পরমং ব্রহ্ম তস্মাদ্বাস্তবমীর্য্যতে ॥ ইতি।

বস্তু অপ্রতিহতং নিত্যং চ। স্কান্দে চ—

বসনাদ্বাসনাদ্বস্তু নিত্যাপ্রতিহতং যতঃ।
বাসেনেদং যতস্তন্নমতস্তদ্ব্রহ্ম শব্দ্যতে ॥ ইতি।

কিং বা পরৈঃ অর্থকামাদিকথনৈঃ। গারুড়ে চ—

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামেকমেব পদং যতঃ।
অবরোধো হৃদীশস্য পৃথগুক্ত্যো ন তানহম্ ॥ ইতি।

সদ্যঃ শব্দঃ আপেক্ষিক ইতি। তৎক্ষণাদিতি। নচাসম্পূর্ণাধিকারিণাং তৎক্ষণাদবরুধ্যত ইতি সদ্যঃ শব্দঃ। অধিকারি-বিষয়ফলানাং স্মরণাৎ ফলা-ধিক্যং ভবতি। বামনে চ—অধিকারঃ ফলং চৈব প্রতিপাদ্যঞ্চ বস্তু যৎ। স্মৃত্বা প্রারভতো গ্রন্থং করো-তীশো মহৎ ফলম্॥ ইতি ॥২॥

তথ্য
শব্দের বিভিন্নার্থ

মহামুনিকৃতে—১। মহামুনিঃ শ্রীনারায়ণঃ তেন প্রথমং সংক্ষেপতঃ কৃতে (শ্রীধর)।

২। মহামুনিঃ শ্রীভগবান্ তস্যৈব পরমবিচার-পারঙ্গতত্বাৎ মহাপ্রভাবগণশিরোমণিত্বাচ্চ (শ্রীজীব)

৩। মহামুনিঃ বেদব্যাসঃ সমাধাবনুভূয় কৃত-ত্বাৎ সমাধি-ভাবার্থং মহামুনিকৃতমিত্যর্থং অসা-ধারণং তস্মিন্ (বল্লভ)।

৪। "স হোবাচ ব্যাসঃ পারাশর্য্যঃ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যেন মহামুনেঃ শ্রীবাদরায়ণস্য আপ্ততমতয়া শ্রাবিতত্বরূপং বিবক্ষিতং। অনেন অস্য পুরাণস্য বক্তৃবৈলক্ষণবত্ত্বং সিদ্ধং অতএব প্রমাণতমত্বঞ্চ (বীররাঘব)।

৫। মুনয়ো ব্রহ্মাদয়ঃ তেভ্যোপ্যতিশয়িতসর্ব্ব-জ্ঞান্মহামুনির্ব্যাসঃ সাক্ষান্নারায়ণঃ। "কৃষ্ণদ্বৈপায়নং ব্যাসং বিদ্ধি নারায়ণং প্রভুম্" ইতিবচনাৎ, তেন কৃতে প্রণীতে (বিজয়ধ্বজ)।

৬। সর্ব্ববেদার্থবিদ্যা ভগবদবতারেণ পারাশর্য্যেণ ময়ৈব কৃতে ; কর্ত্তৃতোঽপি শাস্ত্রশ্রৈষ্ঠ্যকথনার্থমিদমুক্তং ন তু স্ব-প্রশংসার্থম্। (শুকদেব)।

শ্রীমদ্ভাগবতে—১। ভাগবতত্বং ভাগবৎপ্রতিপাদ-কত্বম্। শ্রীমত্ত্বং শ্রীভগবন্নামাদেরিব তাদৃশস্বাভাবিক-শক্তিমত্ত্বং (শ্রীজীব)।

২। ভগবৎস্বরূপগুণাদিবর্ণনরূপা শ্রীর্বিদ্যতে যস্মিন্ তচ্ছ্রীমৎ ভগবচ্ছাস্ত্রে। (শুকদেব)।

অত্র (ত্রিরুক্তিঃ)—১। শ্রীমতি সুন্দরে ভাগবতে (শ্রীধর)।

২। ভক্তিযোগ লক্ষণধর্ম্মেশ্বরৌ বিষয়তয়া নির্ম্মৎ-সরসদধিকারিভিঃ প্রাপ্তং নির্দুঃখপরমাত্মানন্দাখ্যং প্রয়োজনমিত্যেতৎ ত্রিতয়মত্র প্রতিপাদ্যতে ইত্যভি-প্রায়েণাত্রেতি ত্রিশঃ কথিতং (বিজয়ধ্বজ)।

৩। তস্মাদত্র কাণ্ডত্রয়রহস্যস্য প্রব্যক্তপ্রতিপাদ-নাদেবিশেষতঃ ঈশ্বরাকর্ষিবিদ্যারূপত্বাচ্চ ইদমেব সর্ব্ব-শাস্ত্রেভ্যঃ শ্রেষ্ঠম। অতএবাত্রেতি পদস্য ত্রিরুক্তিঃ কৃতা সা হি নির্দ্ধারণার্থেতি (শ্রীজীব)।

নির্ম্মৎসরাণাং—১। পরোৎকর্ষাসহনং মৎসরঃ তদ্রহিতানাং (শ্রীধর)।

২। ফলকামুকস্যেব পরোৎকর্ষাসহনং মৎসরঃ তদ্রহিতানামেব তদুপলক্ষত্বেন পশ্বালম্ভনে দয়ালুনামেব চ (শ্রীজীব)।

৩। অনেন বেদোক্তাভিচারাদিব্যাবৃত্তিঃ। অভি-

চারাদয়ো হি মৎসরাদিমতাং অনুষ্ঠেয়াঃ অথবা অনেন স্বর্গাদ্যর্থকর্ম্মব্যাবৃত্তিঃ (বীররাঘব)।

৪। পরোৎকর্ষাসহনাদিদোষবর্জিতানাম্ (শুকদেব)।

সতাং—১। ময্যনন্যেন ভাবেন ভক্তিং কুর্ব্বন্তি যে দৃঢ়ামিতি সতাং লক্ষণং (মধ্ব)।

২। ভূতানুকম্পিনাং (শ্রীধর)।

৩। স্বধর্ম্মপরাণাং (শ্রীজীব)।

প্রোজ্‌ঝিতকৈতবঃ—১। প্রকর্ষেণ উজ্‌ঝিতং কৈতবং ফলাভিসন্ধিলক্ষণং কপটং যস্মিন্ সঃ। 'প্র'-শব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ (শ্রীধর)।

২। প্র-শব্দেন সালোক্যাদি-সর্ব্বপ্রকার-মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ (শ্রীজীব)।

৩। প্রোজ্‌ঝিতং নিতরাং ত্যক্তং কৈতবং যস্মিন্ অনেন বিপ্রলিপ্সামূল-বাহ্যগমোক্ত-চৈত্যবন্দনাদি-ব্যাবৃত্তিঃ (বীররাঘব)।

৪। ফলানপেক্ষয়া (শ্রীমধ্ব)।

পরমঃ ধর্ম্মঃ—১। কেবলমীশ্বরারাধন-লক্ষণঃ (শ্রীধর)।

২। শুদ্ধভক্ত্যুৎপাদনতয়া নিরূপণাৎ (শ্রীজীব)।

৩। পরং পরমাত্মা মীয়তে অনেনেতি পরমঃ (বিজয়ধ্বজ)

৪। পরঃ শত্রুঃ সংসারঃ মীয়তে প্রলীয়তে (মীঙ্ হিংসায়াং) অনেনেতি পরমঃ, পরোহরিপরমাত্মনোঃ ইতি, প্রমীয়াহিংসা চ সংজ্ঞাপনমিতি চাভিধানাৎ (বিজয়ধ্বজ)।

৫। সর্ব্বোৎকৃষ্টঃ অনেন ক্ষুদ্রফলপ্রদকাম্যকর্ম্মব্যাবৃত্তিঃ (বীররাঘব)।

৬। ঈশ্বরার্পণেন (মধ্ব)।

তাপত্রয়োন্মূলনং—১। অনেন জ্ঞানকাণ্ডবিষয়েভ্যঃ শ্রৈষ্ঠ্যং দর্শয়তি (শ্রীধর)।

২। তাপত্রয়ং মায়াকার্য্যমুন্মূলয়তি তন্মূলভূতাবিদ্যাপর্য্যন্তং খণ্ডয়তীতি স্বরূপশক্ত্যা (শ্রীজীব)।

৩। অনেন অনিষ্টনিবর্ত্তকত্বমুক্তম্ (বীররাঘব)

৪। তাপানামাধ্যাত্মিকাধিদৈবিকাধিভূতানাং উন্মূলনং নির্ণাশকং (শুকদেব)।

আধ্যাত্মিক তাপ দ্বিবিধ (ক) মায়াবাদ, (খ) ফলভোগবাদ

আধিদৈবিক তাপ দ্বিবিধ—(ক) ইন্দ্রাদি দেবতাপ্রদত্ত, (খ) প্রেতাদি-অপদেবতাপ্রদত্ত।

আধিভৌতিক তাপ চতুর্ব্বিধ—(ক) জরায়ুজ (খ) অণ্ডজ (গ) স্বেদজ ও (ঘ) উদ্ভিজ্জ।

শিবদং—১। পরমসুখদং (শ্রীধর)।

২। শিবং পরমানন্দং দদাতি অনুভাবয়তি (শ্রীজীব)।

৩। মোক্ষানন্দপ্রদং অনেন ইষ্টপ্রাপকত্বমুক্তং (বীররাঘব)।

৪। মুক্তিদং তাপত্রয়োপলক্ষিত-কার্য্যকারণরূপপ্রকৃতি-সম্বন্ধাতিক্রমপূর্ব্বক-ভগবদ্ভাবাপত্তিলক্ষণ-মোক্ষপ্রদং (শুকদেব)।

বাস্তবং—১। অনেন জ্ঞানকাণ্ডবিষয়েভ্যোঽপি শ্রৈষ্ঠ্যমাহ। পরমার্থভূতং, ন তু বৈশেষিকাণামিব দ্রব্যগুণাদিরূপম্। যদ্বা, বাস্তবশব্দেন বস্তুনোঽংশো জীবঃ বস্তুনঃ শক্তির্মায়া চ, বস্তুনঃ কার্য্যং জগচ্চ, তৎ সর্ব্বং বস্ত্বেব, ন ততঃ পৃথক্ (শ্রীধর)।

২। স্বাভাবিকধর্ম্মযুক্তং অথবা শাস্ত্রান্তরাভ্যুপেতা ব্রহ্মাত্মক - স্বতন্ত্র - প্রধানাদের্বৈলক্ষণ্যমভিপ্রেতং অব্রহ্মাত্মক প্রধানাদীনামপ্রামাণিকত্বাৎ (বীররাঘব)।

৩। বস্তুনঃ সম্বন্ধি চেতনাচেতনাত্মকং পদার্থদ্বয়ম্। তত্র চেতনঃ পদার্থঃ জ্ঞানস্বরূপো জ্ঞানাশ্রয়ঃ কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি ধর্ম্মবান্ অণুপরিমাণকো বদ্ধমুক্তাদিভেদবান্ জীবঃ, অচেতন-পদার্থশ্চ প্রাকৃতাপ্রাকৃত-কালভেদাত্ত্রিবিধঃ, এবং চিদচিদ্ব্রহ্মাখ্যং তত্ত্বত্রয়ম্। (শুকদেব)।

বস্তু—বস্তুলক্ষণং শ্রীকৃষ্ণাখ্যং তত্ত্বং (শুকদেব)।

কিংবা—১। সদ্যো ন অবরুধ্যতে ইত্যর্থঃ (শুকদেব)।

২। সদ্যো ন ইত্যর্থঃ। বিলম্বেন কথঞ্চিৎ। বা কটাক্ষে (শ্রীধর)।

৩। প্রয়োজনং নাস্তি (বিজয়ধ্বজ ও বীররাঘব)।

৪। প্রয়োজন নাস্তি। বা শব্দস্তুনাদরে (বল্লভ)

অপরৈঃ (পরৈরিতি পাঠে চ)— ১। "দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরা চ। তত্র অপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধি-

গম্যতে" (মুণ্ডক ১।১।৪-৫)।

২। শাস্ত্রৈঃ তদুক্ত-সাধনৈর্বা (শ্রীধর)।

৩। মোক্ষপর্য্যন্তকামনারহিতেশ্বরারাধনলক্ষণধর্ম্ম-ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারাদিভিরুক্তৈরনুক্তৈর্বা সাধ্যৈঃ (শ্রীজীব)

৪। ভগবদ্ব্যতিরিক্তপ্রতিপাদিতৈর্ভেদেন প্রতিপাদনৈর্বা (বল্লভ)।

৫। বিরোধিভিঃ (শুকদেব)।

ঈশ্বরঃ—শ্রীকৃষ্ণঃ (শুকদেব)।

কৃতিভিঃ—১। শ্রবণেচ্ছা তু পুণ্যৈর্বিনা নোৎপদ্যতে ইত্যর্থঃ (শ্রীধর)।

২। কথঞ্চিৎ তৎসাধনানুক্রমলব্ধয়া ভক্ত্যা কৃতার্থৈঃ (শ্রীধর)।

৩। শিক্ষিতবুদ্ধিভিঃ (বিজয়ধ্বজ)।

৪। বুদ্ধেঃ কৌশলং কৃতিত্বং তদ্বদ্ভিঃ (বল্লভ)।

৫। পুণ্যকৃদ্ভিঃ (শুকদেব)।

শুশ্রূষুভিঃ—১। দুর্ব্বোধ বোধোপযোগিশুশ্রূষা তু কথনোপযোগিনী তদ্বদ্ভিঃ (বল্লভ)।

২। শ্রোতুমিচ্ছদ্ভিঃ (শুকদেব)।

বৈভব বিবৃতি
টীকাকারগণের তাৎপর্য্য

শ্রীধর—এই পরমসুন্দর ভাগবতে পরমধর্ম্ম নিরূপিত হইয়াছে। পরমত্বের কারণ এই যে, ইহাতে ফলাভিসন্ধি-লক্ষণ কপটতা প্রকৃষ্টরূপে পরিত্যক্ত হইয়াছে। 'প্র'-শব্দের দ্বারা মোক্ষাভিসন্ধিও নিরস্ত হইয়াছে। সেই পরমধর্ম্ম কেবল ঈশ্বরারাধন-লক্ষণ ময়। সেই ধর্ম্মের অধিকারীও আবার সকলেই নহে। পরের উৎকর্ষ অসহনের নাম মাৎসর্য্য। তাদৃশ মাৎসর্য্যরহিত সর্ব্বভূতে দয়াশীল সাধুগণ এই ধর্ম্মের অধিকারী, এ জন্য ইহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব। এইরূপে কর্ম্মকাণ্ডবিষয়ক শাস্ত্রসমূহ অপেক্ষা ইহার শ্রেষ্ঠতা উক্ত হইল। আবার, ইহার জ্ঞাতব্য-বিষয় **'বাস্তব'** অর্থাৎ পরমার্থভূত বস্তু বলিয়া জ্ঞানকাণ্ড-বিষয়ক শাস্ত্রসমূহ অপেক্ষাও ইহার শ্রেষ্ঠতা কথিত হইতেছে। তাহা বৈশেষিক দার্শনিকগণের ন্যায় দ্রব্য-গুণাদিরূপ নহে। অথবা 'বাস্তব' শব্দে বস্তুর অংশ জীব, বস্তুর শক্তি মায়া, বস্তুর কার্য্য জগৎ; এই সমস্ত বস্তুই, তাহা হইতে পৃথক্ নহে। জ্ঞাতব্য অর্থাৎ বিনা যত্নেই জানিতে পারা যায়। শুধু তাহাই নহে, সেই বস্তু পরম সুখপ্রদ এবং আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ের বিনাশকারী। এই কথায় জ্ঞানকাণ্ড-বিষয়ক শাস্ত্র অপেক্ষা ইহার শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শিত হইল। ইহার প্রণেতার প্রাধান্যজন্যও ইহার শ্রেষ্ঠতা। মহামুনি শ্রীনারায়ণ প্রথমে ইহা সংক্ষেপে প্রণয়ন করিয়াছিলেন। 'অন্যান্য শাস্ত্র ও তৎকথিত সাধনসমূহের দ্বারাই বা কি হৃদয়ে ঈশ্বরকে সদ্যই ধারণা করা যায়?' এই কথায় বহ্বীশ্বর-পূজা-প্রতিপাদক শাস্ত্র অপেক্ষা ইহার শ্রেষ্ঠতা কথিত হইতেছে। 'বা'-শব্দ কটাক্ষে। তৎসমুদয় দ্বারা বহু বিলম্বেই ঈশ্বরের ধারণা হয়, কিন্তু এই শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রবণেচ্ছুগণ তৎক্ষণাৎই ঈশ্বরকে ধারণা করেন। তাহা হইলে সকলেই কেন ইহা শ্রবণ করেন না? তদুত্তর এই যে, ভাগবত-শ্রবণেচ্ছা বহুপুণ্য অর্থাৎ সুকৃতি বিনা উৎপন্ন হয় না। এই জন্য 'কৃতি'-শব্দের প্রয়োগ। সুতরাং এই ভাগবতে কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি—এই কাণ্ড-ত্রয়ের অর্থ যথাযথ নির্ণীত হওয়ায় এই ভাগবতই সকল শাস্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অতএব ইহাই নিত্যকাল শ্রবণ করা কর্ত্তব্য।

ক্রমসন্দর্ভ—কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি এই ত্রিবিধ কাণ্ড-বিষয়ক শাস্ত্রসমূহ অপেক্ষা শ্রীমদ্ভাগবতের ক্রমে উৎকর্ষ দেখাইতেছেন। ইহাতে যে ধর্ম্ম নিরূপিত হইতেছে, তাহা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে "স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মঃ" এই শ্লোক দ্বারা উদ্দিষ্ট। একমাত্র ভগবৎ-সন্তোষতাৎপর্য্যহেতু শুদ্ধভক্তির উৎপাদন দ্বারা নিরূপণ করায় এই ধর্ম্ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, যেহেতু একমাত্র ভগবৎসন্তোষতাৎপর্য্যহেতু উহা কৈতববিহীন। প্র-শব্দে সালোক্যাদি সকলপ্রকার মোক্ষাভিসন্ধি নিরস্ত হইয়াছে। ফলকামীর ন্যায় পরের উৎকর্ষ-অসহনের নাম মৎসর। সেই মৎসর-রহিত দয়ালু স্বধর্ম্মপরায়ণগণের সেইজন্য ঐ ধর্ম্মই বিহিত হইয়াছে। এইরূপে স্পষ্ট না বলিলেও কর্ম্মশাস্ত্র ও উপাসনাশাস্ত্র অপেক্ষা তত্ত্বপ্রতিপাদক অংশেও ইহার শ্রেষ্ঠত্ব উক্ত হইয়াছে। সাক্ষাৎ শ্রবণকীর্ত্তনাদির কথা দূরে থাকুক, ঐ উভয় স্থলেই ধর্ম্মোৎপত্তি হয়। জীবের জ্ঞাতব্য

মঙ্গলের কথা ভক্তিনিরপেক্ষ জ্ঞানশাস্ত্রসমূহে ব্যাখ্যাত ও প্রতিপাদিত হইলেও "শ্রেয়ঃ সৃতিং" ইত্যাদি ভাগবত-শ্লোক দ্বারা ঐ শাস্ত্রসমুদয়ে নিঃশ্রেয়স লাভ হয় না, জানা যায়। সেই বাস্তব বস্তু স্বরূপশক্তিপ্রভাবে মায়াকার্য্য ধ্বংস করে এবং তাহার কারণভূত অবিদ্যাপর্য্যন্ত খণ্ডন করে। এই কথায় সেই বস্তুর শক্তিমত্তা জানাইতেছেন। সেই স্বরূপশক্তি দ্বারাই তিনি পরমানন্দ অনুভব করাইয়া থাকেন। ইহার সেই সকল দুর্ল্লভবস্তুর সাধন ব্যাপারে ঐরূপ নিরূপণ-সৌষ্ঠবই কারণ নহে, স্বয়ং শ্রীমদ্ভাগবতই তাহার কারণ। ইনি শ্রীমান্ অর্থাৎ শ্রীভগবানের নামাদির ন্যায় তাদৃশ স্বাভাবিক শক্তিমান্ এবং ভাগবত অর্থাৎ ভগবানের প্রতিপাদক। তবে, কোথাও যে শুধু 'ভাগবত' নাম দেখা যায়, তাহা সত্যভামার 'ভামা' এই নামের ন্যায়। ইহার প্রণেতাও পরম শ্রেষ্ঠ, এই জন্যই ইহার তাদৃশ প্রভাব। পরম বিচার-পারঙ্গত এবং মহৈশ্বর্য্যগণ-শিরোমণি বলিয়া শ্রীভগবান্ই ইহার প্রণেতা। শ্রুতিতেও আছে—'তিনি মুনি হইয়া চিন্তা করিয়াছিলেন'। তিনি প্রথমে চতুঃশ্লোকিরূপে সংক্ষেপে অথবা 'কস্মৈ যেন বিভাষিতঃ' ইত্যাদি শ্লোকোক্তিতে সম্পূর্ণই প্রকাশ করিয়াছিলেন। এইরূপে সকল জ্ঞানশাস্ত্রের পরম জ্ঞেয় পুরুষার্থ-শিরোমণি শ্রীভগবৎসাক্ষাৎকার এই গ্রন্থেই সুলভ, এই কথা বলিয়া ইহার সর্ব্বোচ্চ প্রভাবেরই কথা বলিতেছেন। এই গ্রন্থের নিকট মোক্ষপর্য্যন্ত কামনা-বিহীন ঈশ্বরোপাসনা লক্ষণ-ধর্ম্মরূপ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারাদি দ্বারা কথিত বা অকথিত সাধ্যসমূহ কতটুকুই বা মাহাত্ম্য স্থাপন করিয়াছে। যেহেতু সামান্য সাধনানুক্রমলব্ধ ভক্তিলাভে কৃতার্থ ব্যক্তিগণ তন্মুহূর্ত্তকাল মাত্র ব্যাপিয়াই, আর ভাগবত শ্রবণেচ্ছুগণই তন্মুহূর্ত্তকাল হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বদাই ভগবান্কে হৃদয়ে ধারণা করেন। সে জন্য ভগবানের আকর্ষণী-বিদ্যারূপ বলিয়া এই ভাগবতই সর্ব্বশাস্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অতএব তাহাই নির্দ্ধারণের উদ্দেশ্যে এই শ্লোকে 'অত্র' পদের তিনবার উক্তি।

কবিরাজ—অজ্ঞান-তমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম-অর্থ-কামবাঞ্ছা আদি এই সব॥
তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব-প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥
কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম।
সেহ এক জীবের অজ্ঞানতমো ধর্ম্ম॥
(চৈঃ চঃ আদি ১ম প ৯০।৯২।৯৪)
দুঃসঙ্গ কহিয়ে কৈতব আত্মবঞ্চনা।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি বিনা অন্য কামনা॥
প্র-শব্দে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব-প্রধান।
এই শ্লোকে শ্রীধরস্বামী করিয়াছে ব্যাখ্যান
(চৈঃ চঃ মধ্য ২৪প ৯৫।৯৭)
কৃষ্ণভক্তিরসস্বরূপ শ্রীভাগবত।
তাতে বেদশাস্ত্র হৈতে পরম মহত্ত্ব॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ২৫প ১৪৩)

বিশ্বনাথ—মঙ্গলের কে অধিকারী, কে অমঙ্গলের অধিকারী ইত্যাদি নানা মতভেদবশতঃ সকলের মূলস্বরূপ মঙ্গল কি, তাহা নিশ্চয় করিতে অসামর্থ্যহেতু বিষণ্ণ শ্রোতৃগণকে আনন্দিত করিয়া শ্রীভাগবত বলিতেছেন যে, সকলেই সর্ব্বাপেক্ষা সারপদার্থ লাভ করিতে পারেন। এই ভাগবত অনুশীলনফলে আশ্রয়তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণকে নির্ম্মৎসর জনগণ শ্রবণাদি ভক্তিদ্বারা সদ্য সদ্য হৃদয়ে প্রেমবশীভূত করেন। শ্রবণেচ্ছুগণের শ্রদ্ধা হইলে ত' কথাই নাই, শ্রদ্ধার পূর্ব্ব হইতে শ্রবণ করিতে থাকিলে প্রেমা উৎপন্ন হয়। 'শ্রদ্ধা বা হেলা পূর্ব্বক একবারও নিরপরাধে নাম গান করিলে নরমাত্রকে ত্রাণ করে' এই কথার ন্যায়। 'ঈশ্বর হৃদয়ে অবরুদ্ধ হন' অর্থাৎ তাঁহার নির্গমনের অসামর্থ্য ও তাদৃশ অবরোধ সদ্য অর্থাৎ শ্রদ্ধা ব্যতীতই সাধিত হয়, এই বাক্যে ইহা শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী কোন মহাবিদ্যা জানা যায়। 'কৃতি' ও 'সদ্য' এই দুইটি পদে দুষ্কৃতিগণ বহু বিলম্বে ভগবান্কে লাভ করেন জানা যায়। কি অপ্রাকৃত ভাবুক, কি সংসারী সকলেই ইহাতে অধিকারী। হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের অবরোধজন্য তাঁহার সুখতাৎপর্য্যহেতু প্রেমলক্ষণও কথিত হইল। সুতরাং অপর শাস্ত্রাদি বা তৎকথিত সাধনসমূহে প্রয়োজন কি ? অর্থাৎ কোন ফল নাই। এইরূপে প্রয়োজনবৈশিষ্ট্য বর্ণন করিয়া প্রণেতারও বিশেষত্ব বলিতেছেন। তিনি প্রথমে সংক্ষেপে চতুঃশ্লোকিরূপে,

তৎপরে সম্পূর্ণরূপেই প্রকাশ করিয়াছিলেন। আদিতে, মধ্যে ও অন্তে যে বস্তু স্থির, তাহা শ্রবণাদি-ভক্তিযোগে নির্ম্মৎসরগণের জ্ঞাতব্য। সেই 'বাস্তব-বস্তু' শব্দে— ভগবানের স্বরূপ, নাম-রূপ-গুণাদি, বৈকুণ্ঠধামসমূহ, ভক্তগণ এবং ভক্তি। এতদ্ব্যতীত জগৎ প্রভৃতি সকলই অবাস্তব বা অস্থির। এই অর্থে বাস্তব অবাস্তব দুইটী শব্দে ভেদ বুঝা গিয়াছে। তাহা হইলে অবাস্তব বস্তু মিথ্যাভূত বা খপুষ্পাদির ন্যায় অবস্তু। সেই বাস্তব বস্তুজ্ঞান দ্বারা উহা প্রেমময় এবং ত্রিতাপবিনাশরূপ মোক্ষপ্রদ, এই ফল আনুষঙ্গিকক্রমে মিলিত হয়, প্রদর্শিত হইয়াছে।

এই ভাগবতে সকাম-কর্ম্মযোগরূপ, ফলাভিসন্ধি-লক্ষণময় কাপট্য নিরাস করা হইয়াছে। 'প্র'-শব্দে মোক্ষবাঞ্ছাও নিরস্ত। ইহা দ্বারা নিষ্কামকর্ম্ম শম-দমাদির অঙ্গ জ্ঞান যোগ ও অষ্টাঙ্গযোগও নিষিদ্ধ। 'পরম'-শব্দে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সুসাধ্য এবং ফলপ্রাপ্তিতেও উপাদেয় বলিয়া শুদ্ধভক্তিযোগরূপ অভিধেয়ই বিশেষ-রূপে প্রদর্শিত হইল। 'স বৈ পুংসাং' এই পরবর্ত্তী শ্লোকে নরমাত্রেরই ইহাতে অধিকার জানিতে হইবে। 'অত্র'-এই পদের তিনবার উক্তির উদ্দেশ্য এই যে, প্রথম 'অত্র'-পদে এই ভাগবতের অনুশীলনেই ঈশ্বর অবরুদ্ধ হন, অন্য শাস্ত্রানুশীলনে হন না। এতদ্দ্বারা অনুশীলন নিষেধ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় 'অত্র'-পদে বাস্তব-বস্তু এই ভাগবতের চর্চ্চাফলেই জানা যায়, অন্য শাস্ত্রদ্বারা জানা যায় না। তৃতীয় 'অত্র'-পদে এই ভাগবতেই অকৈতব-ধর্ম্ম নিরূপিত হইয়াছে, অন্যান্য শাস্ত্রে হয় নাই। এতদ্দ্বারা অন্যান্য যোগের নিষেধ করা হইয়াছে।

শ্রীমধ্ব—অধিকারীর বিষয় ও ফল বিচারিত হইতেছে। ফল অপেক্ষা না করায় কৈতবশূন্য ও ঈশ্বরার্পণজন্য পরম। একলব্যের প্রতি অর্জ্জুনের ন্যায় কোন কোন স্থলে সতেরও মাৎসর্য্য দেখা যায়। যাঁহারা জ্ঞানার্থী, তাঁহাদের উত্তম বৈষ্ণবগণের প্রতি ইহা বর্জ্জনীয়। নিত্য নিরস্তদোষপূর্ণগুণই বাস্তব বস্তু। অপ্রতিহত নিত্য অর্থকামাদি কথনের প্রয়োজন নাই। 'সদ্য'-শব্দ আপেক্ষিক, অসম্পূর্ণ অধিকারিগণের হৃদয়ে তৎক্ষণাৎ অবরুদ্ধ হয় না বলিয়া 'সদ্য'। অধিকারি-বিষয় ফলের স্মরণে আধিক্য হয়।

শ্রীবিজয়ধ্বজ— প্রথমশ্লোকে মঙ্গলাচরণমুখে শ্রীনারায়ণ প্রস্তাবিত হইয়াছেন, তিনি গ্রন্থের সাক্ষাৎ বিষয় নাও হইতে পারেন, এই আশঙ্কা নিরাসজন্য এই শ্লোকে বিষয়, তৎসাধন, অধিকারী ও প্রয়োজন নির্দ্দেশ করিতেছেন। এই গ্রন্থ শ্রূয়মান ও রমণীয় বলিয়া এবং অর্থ পর্য্যালোচনা করিলে অন্য গ্রন্থ অপেক্ষা ইহার আধিক্য "শ্রীমৎ" এই বিশেষণ দ্বারা স্ফুট হইয়াছে। যদি বলা যায়, ভগবানের প্রাপ্তি-সাধনভূত ধর্ম্ম অন্যত্রও প্রতিপাদিত হয়, তন্নিমিত্ত 'প্রোজ্ঝিতকৈতব' বলা হইয়াছে। কিতবের ভাব কৈতব। কিতব মনে এক অভিসন্ধি করিয়া অন্য এক করে, অন্য দেবের অভিচার করে, সেইরূপ ধর্ম্ম করিতে গিয়াও সে ভগবৎপ্রীতি ছাড়িয়া স্বর্গাদিফল অভিসন্ধি করিয়া থাকে, অথবা ভগবানের গুণ-প্রতি-পাদন-লোলুপ বেদার্থকে অন্যরূপ বলিয়া নিজ আত্মা, মন, দেহ, ইন্দ্রিয়াদি যে ঈশ্বরাধিষ্ঠিত ও ঈশ্বরবশ, ইহা গোপন করিয়া হরি আমাদিগকে কার্য্য করাইয়া থাকেন ও তিনিই তাহার ফলদাতা, ইহা গণনা না করিয়া, 'আমি ইহা করিব, ইহা চাই, ইহা করিতে সমর্থ, আমি বিদ্বান্, স্বতন্ত্র' এইরূপ বুদ্ধিযুক্ত কিতব। তাহার ক্রিয়মাণ যে ধর্ম্ম, তাহাই কৈতব। অতএব ফলকামরহিত হইয়া ধর্ম্ম করিতে হইবে, এই অর্থ এই গ্রন্থে প্রতিপাদিত। যদি বলা যায়, শ্রীবিষ্ণুপুরাণে "তৎকর্ম্ম যন্ন বন্ধায়", "সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে", ইহাতেই পূর্ণ হইল, তাহার নিমিত্ত বলিতেছেন "পরমো ধর্ম্মঃ"। শ্রীগীতোক্ত "যৎ করোষি" ইত্যাদি অনুসারে ভগবানে অর্পণ দ্বারাই ধর্ম্ম পরম হয়, অথবা পর অর্থাৎ পরমাত্মা যাহা দ্বারা মাপা যায়, এমন ধর্ম্ম ; কিংবা পর অর্থাৎ শত্রু অর্থাৎ সংসার যাহা দ্বারা (মী ধাতু হিংসার্থে) লয় করা যায়, সেই ধর্ম্ম পরমধর্ম্ম। সেই পরমধর্ম্ম ভক্তিযোগ-লক্ষণ। শ্রীমহাভারতে যুধিষ্ঠিরের "কো ধর্ম্মঃ সর্ব্বধর্ম্মাণাং ভবতঃ পরমো মতঃ" এই প্রশ্নের উত্তরে "এষ মে সর্ব্বধর্ম্মাণাং ধর্ম্মোঽধিকতমো মতঃ। যদ্ভক্ত্যা পুণ্ডরীকাক্ষং স্তবৈরর্চ্চেন্নরঃ সদা।"

ভীষ্মের এই উত্তরে এবং শ্রীমদ্ভাগবতে "এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ। ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নাম-গ্রহণাদিভিঃ ॥" এই উক্তিতে তাহাই সমর্থিত। অধিকারি-নির্ণয়ে বলিতেছেন, নির্ম্মৎসর সাধুদিগের বাস্তব বস্তু জ্ঞেয়। বাস্তব বলিতে নিত্য নিরস্তদোষ ও পূর্ণগুণ বস্তুকে বুঝায়। যদি বলা যায়, দুঃখনিবৃত্তি ও সুখপ্রাপ্তি-লক্ষণ-ধর্ম্মই পুরুষার্থ, এ ধর্ম্ম লইয়া কি হইবে? তাহার উত্তরে বস্তুকে 'শিবদ' অর্থাৎ পরমানন্দপ্রদ ও তাপত্রয়োন্মূলন অর্থাৎ আধ্যাত্মিকাদি সকল দুঃখনিবর্ত্তক বলা হইয়াছে। "মুনিঃ সদ্ভিরুদাহৃতঃ" এই অভিধান মতে ব্রহ্মাদি মুনি। তাঁহাদিগের অপেক্ষাও সর্ব্বজ্ঞ মহামুনি অর্থে "কৃষ্ণদ্বৈপায়নং ব্যাসং বিদ্ধি নারায়ণং প্রভু" এই বচনানুসারে শ্রীব্যাসকেই নির্দ্দেশ করিতেছে। তাঁহার রচিত গ্রন্থ। এই গ্রন্থে ঈশ্বরতুষ্টিকর ভক্তিযোগ-লক্ষণ ধর্ম্ম ও ঈশ্বরই প্রতিপাদ্য বিষয়, ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষ নহে, এই জন্য বলিতেছেন, অপরশাস্ত্র লইয়া কি হইবে? ভক্তিযোগলক্ষণ ধর্ম্ম হরির অপরোক্ষজ্ঞান উৎপাদন করিয়া, তৎপ্রসাদ অন্তরঙ্গসাধন বলিয়া ও অপবর্গলক্ষণ অনশ্বর ফলহেতু বলিয়া বহির্ম্মুখগণেরও মনোরঞ্জক হওয়ায় স্বর্গাদি ক্ষয়শীল ফল উৎপাদক ও সংসার আবৃত্তিহেতু যে ধর্ম্মাদিকথন, তাহাতে কোন প্রয়োজন নাই। এই ধর্ম্মাদি ত্যাগ করিয়া ভক্তিযোগ-লক্ষণ ধর্ম্ম ও তাহার বিষয় ঈশ্বরই এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য। দৃষ্টফল প্রবৃত্তি দ্বারা অদৃষ্টফলপ্রবৃত্তি দেখা যায়, অতএব এখানে দৃষ্টফল কি? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন, এই ভাগবত শাস্ত্র সম্যক্ অভ্যস্ত হইতে থাকিলে "কৃতি" অর্থাৎ শিক্ষিতবুদ্ধি শুশ্রূষু অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে গুরু প্রভৃতি পরম-পুরুষে পরিচর্য্যাকরণকুশল ভক্তগণের হৃদয়কমলে ঈশ্বর অর্থাৎ লক্ষ্মীপতি কিংবা পরমাত্মা শীঘ্র কাল-ব্যবধান ব্যতীত ভক্তিশৃঙ্খলে আবদ্ধ হ'ন। সদ্য ও 'তৎক্ষণাৎ' এই দুই শব্দ-প্রয়োগে অধিকারী বিশেষ সূচিত হইতেছে। যাঁহারা সাধনসামগ্রীবান্, তাঁহাদের যে ক্ষণে গ্রন্থের আরম্ভ তৎক্ষণাৎ ভগবদ্দৃষ্টি হয়, আর যাঁহারা ভবিষ্যতে সাধনসম্পত্তি সম্পাদনযোগ্য, তাঁহাদিগেরও সাধনসামগ্রী হইলেই ভগবদ্দর্শন হইবে। যাহা নিয়ত কালান্তরভাবি, তাহা ঝটিতি হইয়া যাইবে। 'অত্র'-পদের তিনবার প্রয়োগের কারণ এই যে, ভক্তিযোগলক্ষণ ধর্ম্ম ও ঈশ্বর বিষয়, নির্ম্মৎসর সাধুগণ অধিকারী, আর নির্দুঃখপরমাত্মা-নন্দাখ্য প্রয়োজন—এই তিনটী বিষয় গ্রন্থে প্রতিপাদ্য—এই অভিপ্রায়।

শ্রীবীররাঘব—এই শ্লোকে শ্রীমদ্ভাগবতের বিষয় প্রয়োজন, সম্বন্ধ ও অধিকারী নির্ণীত হইতেছে। প্রধান প্রতিপাদ্য বস্তুরূপবিষয় ধর্ম্ম সাধ্য ও সিদ্ধ। সিদ্ধ-বস্তুতে ধর্ম্ম-শব্দের প্রয়োগ মহাভারতে দৃষ্ট হইয়াছে, যেমন যাঁহারা বেদবিদ্ বিপ্র, যাঁহারা অধ্যাত্মবিৎ, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকেই সনাতন-ধর্ম্ম বলিয়া থাকেন। "অমৃতস্যৈষ সেতুঃ" প্রভৃতি বচনে পর-মাত্মা সিদ্ধধর্ম্ম বলিয়া থাকেন। ইঁহার অলৌকিকত্ব হওয়ায় শ্রেয়ঃসাধনত্বজন্য সাধ্যধর্ম্ম পরমাত্মা-রাধনাত্মিকা ভক্তি। এখানে 'সাধুদিগের' বলায় সাধ্যধর্ম্মই লক্ষিত হইতেছে। আর "বেদ্য" ও "তাপ-ত্রয়োন্মূলন" দ্বারা সিদ্ধধর্ম্মকে লক্ষ্য করিতেছেন। 'ঈশ্বর' প্রয়োগে প্রয়োজন নির্দ্দেশ করিতেছেন। প্রয়ো-জন দ্বিবিধ—ব্যবহিত ও অব্যবহিত। যদৃচ্ছাবশে হৃদয়ে ঈশ্বর-স্থাপন অব্যবহিত ফল এবং তাপত্রয়-নিবৃত্তি ভগবদনুভবপরম্পরাক্রমে ব্যবহিত ফল। সম্বন্ধও দ্বিবিধ—প্রয়োজন-বিচারে সাধ্যসাধনভাবরূপ ও বিষয়-বিচারে প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদকভাবরূপ। এই-রূপে সাধনেচ্ছু ও প্রতিপাদনেচ্ছুভেদে অধিকারীও দ্বিবিধ। প্রথমেই সাধ্যধর্ম্মের কথা বলিতেছেন। সম্যক্ ত্যক্ত-কৈতব বচন বলাতে বিপ্রলিপ্সামূল বাহ্যাগমোক্ত চৈত্যবন্দনাদি ব্যাবৃত্ত হইল। নির্ম্মৎসর সাধুদিগের ধর্ম্ম বলাতে বেদোক্ত অভিচারাদি ব্যাবৃত্ত হইল। পরম বা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলাতে ক্ষুদ্রফলপ্রদ কাম্যকর্ম্ম ব্যাবৃত্ত হইল। কিংবা মৎসর শব্দ কামাদিপ্রদর্শনের জন্য, শমদমাদি-উপেত মুমুক্ষুগণের ধর্ম্ম—ইহা দ্বারা স্বর্গাদি-নিমিত্ত কর্ম্ম ব্যাবৃত্ত হইল। আর বৈষ্ণব-ধর্ম্ম কেবল ভগবানের সন্তোষ-ফল লক্ষ্য করায় উহা সর্ব্বোত্তম। এই সাধ্যধর্ম্মরূপ বিষয় উক্ত হইল। পরে ভগবৎপ্রীতিমূল মোক্ষই যাহার একমাত্র প্রয়োজন, এইরূপ সাধ্যধর্ম্ম দ্বারা সমারাধ্য এই মহাপুরাণের বেদ্য পরব্রহ্মাত্মক সিদ্ধধর্ম্মরূপ বিষয় বলিতেছেন।

ভগবানের স্বরূপ-রূপ-গুণবিভূতি-প্রতিপাদক বলিয়া এই মহাপুরাণের 'ভাগবত' নাম সার্থক।

*"স হোবাচ ব্যাসঃ পারাশর্য্যঃ" ইত্যাদি শ্রুতি-*বাক্যানুসারে আপ্ততম বলিয়া তাঁহাকে শ্রবণাধিকার দেওয়া হইয়াছিল, অতএব এই মহাপুরাণের বক্তার বৈলক্ষণ্য আছে, তাঁহাতে পৌরুষের দোষগন্ধ নাই। অতএব সেই মহামুনি শ্রীবাদরায়ণকৃত এই মহাপুরাণ প্রমাণতম। ইতর দেবতাগণের অসদ্ গুণের আরোপে তাঁহারা স্তবার্হ কি না, এই আশঙ্কা ব্যাবৃত্ত করিয়া বলিতেছেন "বাস্তব" অর্থাৎ বস্তুর স্বাভাবিকধর্ম্মযুক্ত, আরোপিতগুণ নহে। "শিবদ" অর্থে মোক্ষানন্দপ্রদ, অতএব ইষ্ট-প্রাপক। আধ্যাত্মিকাদিতাপ-উচ্ছেদক, অতএব অনিষ্টনিবর্ত্তক। অথবা বাস্তবশব্দে শাস্ত্রান্তরে উল্লিখিত অপ্রামাণিক অব্রহ্মাত্মক প্রধানাদি হইতে বর্ণনীয় বিষয়ের বৈলক্ষণ্য নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অন্য দুইটী বিশেষণ ক্ষুদ্র উপদ্রবগত এবং অত্যল্প পরিমিত সুখপ্রদ দেবতান্তর ব্যাবৃত্ত করিয়াছে। এইরূপ মোক্ষসাধনধর্ম্ম ও তাহার সমারাধ্য পরদেবতাই এই প্রবন্ধের বিষয়। যেহেতু ইহা এইরূপ বিশিষ্টবিষয়ক, সেই জন্য আর অন্য শাস্ত্রের প্রয়োজন নাই, অপর শাস্ত্রজালে কি হইবে? এইবার প্রয়োজন কথিত হইতেছে। যাঁহাদের কেবল শ্রবণে শ্রদ্ধা হইয়াছে, তাঁহারা তখনই ধন্য হইয়াছেন, শ্রদ্ধাসহকারে এই মহাপুরাণ শ্রবণ করিবামাত্রই শ্রুতিপথে হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া ঈশ্বর অবরুদ্ধ হইয়া পড়েন, ইহাই অব্যবহিত ফল।

বল্লভ—ধর্ম্ম ও জ্ঞান সাধন, ভগবদাবির্ভাব সাধ্য, তাহার তাহাতে প্রবেশই ফল। এ সমস্তই ভাগবত হইতে হয়। বেদ প্রমাণ যজ্ঞাত্মধর্ম্ম, পৌরাণিক আচারও ধর্ম্ম, সত্যাদিও ধর্ম্ম, তপঃ প্রভৃতিও ধর্ম্ম, শ্রবণাদিও ধর্ম্ম। যজ্ঞাদিতে স্বর্গাদিপদভ্রমজনন-জন্য কাপট্য সম্ভবপর। আচারেও সমান সমান বস্তুতেও শুদ্ধি ও অশুদ্ধি বিধান হয় এবং প্রবৃত্তি-সঙ্কোচ জন্য গুণদোষ বিধান হয়, অতএব কাপট্য আছে। সত্যাদিতেও ব্যবহারের সন্নিপাত-হেতু কাপট্য। তপঃ প্রভৃতিতে নিজের ও পরের কি মঙ্গল, স্ব-পরদ্রোহরূপ অধর্ম্মেরই বা কতদূর প্রয়োজন, আর "কর্ষয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসম্" *ইত্যাদি বাক্যজন্য কাপট্য*, সর্ব্বত্রই বিহিতের নিষেধ জন্য কাপট্য-প্রতীতি। শ্রবণাদিতে যেরূপ কিছুমাত্র কাপট্য নাই, সেই ধর্ম্মকারীতেও কপটতার অভাব। এই কপটতা হইতে সম্পূর্ণ নির্ম্মুক্ত শ্রবণাদিরূপ ভাগবতধর্ম্ম ভগবদ্ধর্ম্ম বলিয়াই পরম। ইহা দ্বারা পরতত্ত্ব ভগবানের সাক্ষাৎকার হয়। পরের উৎকর্ষ সহ্য না করা মৎসর-দোষ, কৃপালুত্বাদি ধর্ম্মসম্বন্ধিগুণ। ঐ দোষের অভাবযুক্ত ও গুণবিশিষ্ট সাধুগণ এই ধর্ম্মের সহিত সম্বন্ধযুক্ত, অতএব ইহার উৎকর্ষ। অন্যধর্ম্মে মাৎসর্য্যাদি স্পষ্টই, আর এই ধর্ম্মে জ্ঞানই স্পষ্ট; ইহাতে বাস্তব বস্তু জ্ঞাতব্য। সর্ব্বত্র যজ্ঞব্রহ্ম কালপুরুষই বেদ্য, তাহাদেরও বস্তুস্বরূপ ভগবান্ এই ধর্ম্মেই বেদ্য, তাঁহার বেদ্যতা এই শাস্ত্রেই সিদ্ধ, অন্যত্র নহে। বেদ্যবস্তু অবাস্তব। ভাগবতে মুক্তগণেরই অধিকার, সকলের অবেদ্য ভগবান্, তাঁহার ইচ্ছা হইলেই তিনি বেদ্য হন। যাঁহারা অন্যত্র পর্য্যবসিত বুদ্ধি, তাঁহাদের এতাদৃশ তত্ত্বে অবাস্তব প্রতীতি। যজ্ঞাদি-কৃত ও জ্ঞাত হইলে শান্ত পরমানন্দ প্রাপ্তি হয় না, আর তাহার ফল পারলৌকিক বলিয়া সম্প্রতি দুঃখানুভব। আত্মজ্ঞানও শান্ততাপর পরমানন্দ নহে, তাহার পরমানন্দত্ব শাস্ত্রবিপ্রতিষিদ্ধ। কিন্তু ভগবৎ-সাক্ষাৎকারেই সম্পূর্ণ শান্ত পরমানন্দ। সেইক্ষণেই তাপত্রয় উন্মূলিত হয়। অতএব ইহাতেই ফল এবং সাধনজ্ঞানোৎকর্ষ। শব্দরসাভিজ্ঞগণের পক্ষেও ইহা উৎকৃষ্ট, ইহা শ্রীমৎ বা লক্ষ্মীযুক্ত, দশরসযুক্ত কাব্য। আর ইহার কর্ত্তাও নিন্দিত নহেন, ইহা স্বয়ং মহামুনি বেদব্যাসকর্ত্তৃক সমাধিতে অনুভূত হইয়া রচিত, অতএব অসাধারণ। উপাসনা-কাণ্ড যে পঞ্চরাত্র মন্ত্রশাস্ত্র, তাহার উৎকর্ষ দেখাইতে গিয়া বলিয়াছেন, সাক্ষাৎ পুরাণপুরুষ হৃদয়ে অবরুদ্ধ হন। অতএব ভগবদ্ব্যতিরিক্ত প্রতিপাদিত অথবা বেদকর্ত্তৃক প্রতিপাদিত অন্য দেবতার কোন প্রয়োজন নাই। কিংবা শব্দে অনাদর বুঝাইতেছে। অদৃষ্ট কালাদিবাধক পরিহার করিতে, অদৃষ্টাদির কার্য্যকে দূর করিতে, ভ্রান্তভক্তগণের পক্ষে

অন্যথা করিতে সমর্থ। ঈশ্বর ভাগবত-শ্রবণমাত্রেই হৃদয়ারূঢ় হ'ন। বুদ্ধির কৌশলই কৃতিত্ব, দুর্ব্বোধ মহাপুরুষবাক্যের বোধোপযোগিনী শুশ্রূষা বলিতে অনুকথনোপযোগিনী বুঝিতে হইবে। শ্রবণ ও কীর্ত্তন এই উভয়বিধ সম্পত্তি হইলেই ভগবান্ হৃদয়ে বদ্ধ হ'ন। অথবা ভাগবতের উৎকর্ষ দেখাইয়া বলিতেছেন যে, এই উৎকর্ষ-প্রতিপাদক অন্য কথার আবশ্যকতা নাই। অর্থ শব্দ প্রভৃতি নানা উৎকর্ষ আছে, কিন্তু এই মহাউৎকর্ষ যে, ভগবান্ পর্য্যন্ত শ্রবণেচ্ছামাত্রে হৃদয়ে অবরুদ্ধ হন। এই শ্রবণেচ্ছা মহাভাগ্যের ফল।

সিদ্ধান্তপ্রদীপ—শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রের বিষয় প্রয়োজন, সম্বন্ধ, অধিকারী এবং অন্য শাস্ত্র হইতে ইহার উৎকর্ষ প্রদর্শিত হইতেছে। সর্ব্ববেদার্থবিৎ ভগবানের অবতার পারাশর্য্য ব্যাসকৃত ভগবৎস্বরূপগুণাদিবর্ণনরূপ শ্রীযুক্ত ভগবৎ-সম্বন্ধী শাস্ত্রে পরোৎকর্ষসহনে অসমর্থতারূপদোষবর্জ্জিত সাধুদিগের ফলাভিসন্ধিলক্ষণ-কাপট্যরহিত ভক্তি-লক্ষণ পরম ধর্ম্ম এবং আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ত্রিতাপের নাশক ভগবদ্ভাবাপত্তিলক্ষণ মোক্ষপ্রদ বস্তুলক্ষণ শ্রীকৃষ্ণাখ্যতত্ত্ব ও সেই বস্তুসম্বন্ধী চেতনজীব ও প্রাকৃত অপ্রাকৃত কালভেদে ত্রিবিধ অচেতন পদার্থ অর্থাৎ চিৎ, অচিৎ ও ব্রহ্মাখ্য তত্ত্বত্রয় জ্ঞাতব্য। এইরূপে রচয়িতা, অধিকারী ও বিষয়জন্য এই শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠতা দেখাইয়া পুনরায় ইহার ইণ্টার্থপ্রদত্ব বলিতেছেন। এই শাস্ত্র-শ্রবণেচ্ছু সুকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ শ্রীকৃষ্ণকে সদ্যই হৃদয়ে স্থিরীকৃত করেন। অন্যশাস্ত্র দ্বারা অথবা তদুক্ত সাধন দ্বারা কি ঈশ্বর সদ্যই হৃদয়ে অবরুদ্ধ হন ?—না।

এমন পঞ্চার্থ (অর্থপঞ্চক) প্রতিপাদনেরও এই শ্লোকের প্রতিজ্ঞা। প্রথম বস্তু উপাস্যরূপ অর্থ, দ্বিতীয় চেতন উপাসকরূপ অর্থ, তৃতীয় কৃপাফলরূপ অর্থ, ভগবদ্-ভাবাপত্তি লক্ষণা মুক্তি, চতুর্থ ভক্তিরস, পঞ্চম বিরোধী, তাহাই পরশব্দে সূচিত। অন্যশাস্ত্র, তদুক্তসাধন ও তদধিকারী ভাগবতধর্ম্ম ও তাহার ফলাদির বিরোধী।

"উপাস্যরূপং তদুপাসকস্য চ
কৃপা ফলং ভক্তিরসস্ততঃ পরং।
বিরোধিনো রূপমথৈতদাপ্তে-
র্জ্ঞেয়া ইমেঽর্থা অপি পঞ্চ সাধুভিঃ ॥"

তত্ত্বত্রয় বিষয়, পঞ্চার্থ বাচ্যবাচকভাব সম্বন্ধ, নির্ম্মৎসর অধিকারী, মুক্তি প্রয়োজন এই সংক্ষেপার্থ।

বিবৃতিসার

পরিদৃশ্যমান জগতে চেতন ও অচেতন-ভেদে দুই প্রকার সর্গ আছে। এই উভয়ের স্বভাব বা রীতিকে ধর্ম্ম বলে। চেতনের বৃত্তি অনুভূতি বা ধারণা। অচেতনের বৃত্তি চেতনকে ধারণা করাইবার স্বীয় যোগ্যতা বা স্বভাব। চেতনের ধারণা দ্বিবিধ। অচেতনের ভোক্তা অর্থাৎ অপর চেতন দৃশ্য বস্তু যে কালে চেতনের ধারণাকে পরিবর্ত্তিত করাইতে না পারে অর্থাৎ একপক্ষের বিচারোত্থ ধারণা। আবার ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জগৎ যখন স্ব-স্ব তর্কদ্বারা চেতনের ধারণার সহিত বিরোধ করে, সেই স্থলে তর্কে পরাজিত হইয়া জীব স্বীয় সহজ ধারণাকে পরিবর্ত্তন করে। এই মিশ্রচেতন-ধারণায় কেবল-চিৎএর আবরণ হয় বলিয়া স্বরূপোপলব্ধির ব্যাঘাত ঘটে। যে কালে চৈতন্যময় জীব বিভুচৈতন্যের সর্ব্বতোভাবে অনুশীলনকারী অণুচিৎ-এর সাক্ষাৎকার লাভ করেন, তৎকালে তাঁহার বিপথগামী হইবার সম্ভাবনা থাকে না। ঈশসেবাবর্জ্জিত কর্ম্মভূমির প্রতি ভোগপরায়ণ জীব দৃষ্টিপাত করিলেই তিনি কর্ম্মকর্তৃক আকৃষ্ট ও অভিভূত হন। সেই আকর্ষণ ও তজ্জনিত ক্লেশের হস্ত হইতে মুক্ত করিতে একমাত্র ঈশোন্মুখ জীবই সমর্থ। যাঁহারা নিজরুচি বা সৌভাগ্যবলে ঈশোন্মুখ ভক্ত-সমাজের সঙ্গ করিবার অবকাশ পান, তাঁহারাই নিরীশ্বর দর্শনের আক্রমণ হইতে আপনাদিগকে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ। ঈশোন্মুখ জড়মুক্ত পুরুষগণ অধোক্ষজ বস্তুকে নিজ নিজ অধোক্ষজ-স্বরূপজ্ঞানে অনুকূল অনুশীলন করিয়া থাকেন। ইহাদিগকে আম্নায়ানুগ বলে। যাহারা প্রত্যক্ষাদি-জ্ঞানের বহুমানন করিয়া অধোক্ষজ-সেবায় বঞ্চিত, তাহাদিগকেই কর্ম্মবীর বা জ্ঞানবীর অভক্ত বলা

হয়। কর্ম্মিগণ ধর্ম্ম, অর্থ ও কামরূপ ভোগত্রয়ের আশায় তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হন। কর্ম্মী-দিগের অভিমান এই যে, তাঁহাদের স্থূল ও সূক্ষ্ম আবরণই তাঁহাদের স্বরূপ। জ্ঞানিগণ ভোগেচ্ছার বিপরীত দিকে গমনপূর্ব্বক স্থূল ও সূক্ষ্ম আবরণদ্বয় ধ্বংস করিবার মানসে মুমুক্ষু হইয়া নির্ভেদ-ব্রহ্মানু-সন্ধানে রত। তাঁহাদিগের প্রাপ্যবিচারে ভোক্তা, ভোগ্য ও ভোগ এই বিচিত্রতা নশ্বর ও একীভূত ইহ-বার যোগ্য। ভোগাকাঙ্ক্ষী বা মুমুক্ষু উভয়েই নিরীশ্বর জগতে অবস্থিত হইয়া স্ব-স্ব চেষ্টাদ্বারা কল্পিত ঈশ্ব-রের নিকট অনুগ্রহ-প্রার্থী। লব্ধস্বরূপ আত্মবিৎ ভক্ত-গণের তাদৃশী কপটতা নাই। তাঁহারা বৈষ্ণব। বিষ্ণু ও বৈষ্ণব নিত্য, এজন্য ভক্তের সহিত অনিত্যধারণা-বিশিষ্ট ভোগপর কর্ম্মী ও ত্যাগপর জ্ঞানী ভক্তের সহিত একপর্য্যায়ে গৃহীত হইতে পারেন না। কর্ম্মীর ভোগপর-বিচারে নিত্যসত্যের অবস্থান নাই। তিনি শত সহস্র বৎসর স্বর্গে বাস করিয়াও পুনরায় মর্ত্ত্য-ভূমিতে আগমনপূর্ব্বক পাপাচরণ-বলে নশ্বর বা অনিত্য নামরূপগুণক্রিয়ার বশীভূত হন।

জ্ঞানী মহাশয় মনোধর্ম্মের চাঞ্চল্যকে স্তব্ধ করিয়া বাহ্য জগতের বিচিত্রতার হাত হইতে যদিও কোন ভাগ্যে মুক্ত হইতে পারেন, তথাপি কেবল-চেতনরাজ্যের বিচিত্রতায় তাঁহার প্রবেশলাভ ঘটে না। তিনি অচিদ্‌রাজ্যে মুমুক্ষু থাকা-কালে কর্ম্মফল-ভোক্তার সহবাসে চিদ্‌বিলাস নিত্যবিচিত্রতাকে কর্ম্ম-ভূমিকার চিত্রবিশেষের অন্যতম জানিয়াছেন, সেইজন্য প্রত্যক্ষজ্ঞান ও অনুমানাদি তাঁহাকে চিদ্‌বিচিত্রতাময় লীলাবিলাসাভিজ্ঞ শ্রীগুরুদেবের নিকট গমন করিতে নিরুৎসাহিত করে। বদ্ধাবস্থায় অজ্ঞানাবৃত হইয়া তমোগুণের বশবর্ত্তিতায় তাঁহাকে অন্ধতমের সহিত পরম জ্যোতির্ম্ময় ভগবন্মহঃকে একই বস্তু জ্ঞান করাইয়াছে। কর্ম্মী ও জ্ঞানী উভয়ই অসত্যরূপ ছলনাগ্রস্থ হইয়া আত্মস্বরূপজ্ঞানে বঞ্চিত। সে বৃত্তি তাঁহাদিগকে ঈশবিমুখ করাইয়াছে, তাহাই তাঁহাদিগের পক্ষে বঞ্চনা। অদ্বয়জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম, পরমাত্মা বা ভগবান্—এই একই বস্তুতে তাঁহারা ভেদ কল্পনা করিয়া নিজের অজ্ঞানেরই পরিচয় দিয়াছেন। যে কালে তাঁহারা হেয়, অনুপাদেয় দৃশ্য জগতের ভেদ-জ্ঞানের হস্ত হইতে মুক্ত হইবেন, তখনই তাঁহাদিগের পরমার্থভূত বাস্তবজ্ঞানের উদয় হইবে। মায়ারচিত অবস্তুকে বস্তু জ্ঞান করিয়া কতিপয় ধারণাকারী ধার্ম্মিক ভোগরাজ্যে পতিত হইয়াছেন, আর কতিপয় ধার্ম্মিক 'অদ্বয়জ্ঞান' বুঝিতে চিন্ময় লীলাবিলাসবৈচিত্র্য ধ্বংস করিবার জন্য যে কুপ্রবৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা কখনই অদ্বয়জ্ঞান-বিচারপুষ্ট নহে।

শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থে অন্যাভিলাষী ও সৎকর্ম্মনিপুণ এবং কর্ম্মরহিত নির্ভেদব্রহ্মপর নির্ব্বিশেষবাদী যে সকল ধারণার অবতারণা করেন, তাহা তাঁহাদিগের কল্পনা-প্রসূত অর্থাৎ স্বরূপগত ধারণা নহে। সেইজন্য নির্ম্মৎসর সাধুগণের পরমধর্ম্ম বলিয়া তাহা সংজ্ঞিত হইতে পারে না। নিত্যউপাস্য বিষ্ণুর নিত্যোপাসক বৈষ্ণব নিত্যোপাসনা ভক্তিতে সর্ব্বকাল অবস্থিত। বিভুচিৎ বিষ্ণুর অবিমিশ্র চিদুপাসনা ভক্তিতে অণুচিৎ ভক্ত সেবা-ব্যতীত অন্য কোন জ্ঞানের বশীভূত হন না। সচ্চিদানন্দময় বিষ্ণুর সচ্চিদানন্দ উপাসনায় সচ্চিদানন্দময় সেবক নিত্যকাল অবিমিশ্র নিরবচ্ছিন্ন আনন্দে অবস্থান করেন। এই পরম ধর্ম্মের কথা শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লিখিত আছে। যাহারা পরসুখ সহ্য করিতে অসমর্থ, সেই মৎসরগণের সহিত শ্রীমদ্ভা-গবতের পাঠক সাধুর ধর্ম্ম এক নহে। বুভুক্ষুগণ ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-লোভে ব্যস্ততা-বশতঃ বৈষ্ণব বা সাধুগণের হিংসায় প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাদিগকেও 'ভোগী কর্ম্মী' বলিয়া আত্মবৎ জ্ঞান করেন এবং মুমুক্ষুগণ নিষ্কাম হরিজনকে ভোগপরায়ণ কর্ম্মীর সহিত সমদৃষ্টিতে দেখিতে গিয়া যে সমন্বয়বাদ প্রচার করেন, তাহাও বিষ্ণুবৈষ্ণবের হিংসামাত্র। হিংসা-মূলে উত্থিত স্বার্থের বশবর্ত্তী হইয়া ভোগী ও ত্যাগী জীবকুল, পরমধর্ম্মের স্বরূপ বুঝিতে অসমর্থ, সেই জন্যই তাঁহারা চতুর্ব্বর্গাভিলাষী। শ্রীমদ্ভাগবত এই চারিপুরুষার্থের কথা-লুব্ধ প্রাণিগণের ধর্ম্মকে পরম-ধর্ম্ম বলেন নাই। যাঁহারা লৌকিক জ্ঞানে প্রতারিত হইয়া আপনাদিগকে ভোগ্যের ভোক্তা বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ-পূর্ণ হইয়া মৎসর ধর্ম্মে অবস্থিত। ইহলোকে ও পর-লোকে ইন্দ্রিয়তর্পণই তাঁহাদিগের একমাত্র ব্রত। আর মুমুক্ষু কামাদি-রিপুপঞ্চকের হস্ত হইতে পরি-

ভ্রাণ-মানসে আত্মঘাতী অর্থাৎ নিজবিলাসসাধনে সঙ্কল্পবিশিষ্ট হইয়া নিজের অস্তিত্বরহিত হইলে অপরের প্রতি হিংসা করিতে হইবে না, এই দুর্ব্বুদ্ধি-প্রভাবে স্বার্থপর ও একল। ঈশ্বর-সাযুজ্য ও ব্রহ্ম-সাযুজ্য হিংসারই একমাত্র ফল; এজন্য তাঁহারা নির্ম্মৎসর সাধুকে গুরু বলিয়া বরণ করিতে অসমর্থ। মুক্তিবাদিমাত্রেই অমুক্তাবস্থার অস্মিতা ও মুক্তাবস্থার স্বরূপের সহিত সমন্বয় করেন বলিয়া তাঁহাদের দুরভিসন্ধিতে কৈতব বর্ত্তমান। কৈতবগ্রস্ত জীবই অসাধুর সহিত সাধুর সমন্বয় প্রয়াস করেন। ঐরূপ রুচি অসাধুসঙ্গে উদিত হয়। যাহাদিগের নিসর্গ ঈশবিমুখতা, তাহারা ঈশবৈমুখ্য সঞ্চয় করিয়া ভোগী বা ত্যাগীর সজ্জায় অভক্তিকেই অভিধেয় জ্ঞান করে। তাহাদিগের ধারণা অজ্ঞগণের সাধারণ ধর্ম্ম, বিজ্ঞের পরম ধর্ম্ম নহে।

শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে পুনরাবৃত্তিরহিত তাপত্রয়-বিনাশী বাস্তব বস্তুরই ধারণা করিতে হইবে। সেই বাস্তব বস্তুই জীবের নিঃশ্রেয়স্কর। ঈশবিমুখ ও ঈশোন্মুখ অণুচিৎ বা জীবাত্মা বদ্ধ ও মুক্তভেদে দ্বিবিধ। অণুচিৎ জীবাত্মার বেদনধর্ম্মই নিত্য ও তাহাতে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ আছে। বদ্ধানুভূতিতে সেই নিরবচ্ছিন্ন আনন্দধর্ম্ম বাধা প্রাপ্ত হয়। বদ্ধানু-ভূতি-কালের অধীনতায় ত্রিগুণপ্রভাবে জন্ম-স্থিতি ভঙ্গাবস্থাত্রয় লাভ করে। ঈশ-বৈমুখ্যই জীবাত্মার বদ্ধতা। বদ্ধাবস্থানকালে ঈশোন্মুখতাই জীবকে ক্রমশঃ জীবন্মুক্ত করায়। বদ্ধজীবের ধর্ম্মেই ত্রিতাপে দহ্য-মান হইবার অবকাশ আছে। জীবন্মুক্ত পুরুষগণ আপনাদিগকে বৈষ্ণবগুরুর দাস জানেন ও বিষ্ণুসেবায় সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বক্ষণ উন্মুখ। তাঁহাদের কায়মনো-বাক্যের চেষ্টা হরি ও হরিজনের দাস্যে নিযুক্ত। তাঁহারা কর্ম্মীর দর্শনে সুখদুঃখভোগের অন্তর্ভুক্ত বিবেচিত হইলেও ফলাকাঙ্ক্ষী বা কর্ম্মিজ্ঞানীর ন্যায় অভক্ত নহেন। নিরন্তর অনর্থমুক্ত হইয়া বিষ্ণু-উপা-সনার স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহদ্বয়ে ঈশবিমুখের অনুষ্ঠানের কথা তাঁহাদের সর্ব্বদা স্মরণপথে থাকে না। যেকালে বৈষ্ণবের দেহস্মৃতির উদয় হয়, তখনই তিনি হরি-সেবাবিমুখ হইয়া কর্ম্মীর ন্যায় ভোগময় রাজ্যে বিচরণ করিতে গিয়া মৎসর হইয়া পড়েন। আবার মৎসরতা পরিহার করিতে গিয়া কেবল চিন্মাত্রে বিকৃতি লাভ-পূর্ব্বক নিত্যভজনীয় বস্তুর সঙ্গবিচ্যুত হন। অচ্যুত-সঙ্গ হইতে চ্যুত হইলে জীবের কর্ম্মভূমিকায় বিচরণ আরম্ভ হয়। ঈশবৈমুখ্যের ঘনীভূত অবস্থায় অন্ধ-তমঃ মায়ার সহিত অভেদ-জ্ঞানকেই নির্ভেদব্রহ্মানু-সন্ধান বলিতে গিয়া তিনি "শিবোঽহং" বলিয়া চীৎ-কার করেন। কিন্তু বাস্তবিক 'শিবোঽহং' হইতে পারিলে তাঁহার ভজনপ্রবৃত্তি পূর্ণ বিকসিত হয়। হর-নারদাদি ভগবানের নিত্যদাস, এই আত্মস্বরূপজ্ঞান তদীয় বৈষ্ণবেই যোগ্য হয়। আধিকারিক দেবতায় অস্মিতা স্থাপন করিলে জীব ব্যাহৃতি-সমূহে প্রবিষ্ট হইয়া অধঃপাতিত হন। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক তাপসমূহ ঈশবিমুখ স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরে অস্মিতাজ্ঞানমুগ্ধ বদ্ধজীবেরই প্রাপ্য। তাপ-ত্রয়ে জারিত হইবার কালে তাঁহার ঈশবিমুখ অস্মিতা-লব্ধ শরীরদ্বয়-দ্বারা তাদৃশ ক্লেশসমূহ অনুভূত হয়। ভগবানের নিত্য উপাসনায় উপাসকের কোন ক্লেশ নাই। পরম পূর্ণানন্দ বস্তু নিত্যোপাসনাকালে কোন অবর, হেয়, অনুপাদেয়, বিচ্ছিন্ন বিরূপ ও নশ্বর ভাবের আগমন-সম্ভাবনা নাই। সেই কালে মুক্তজীবের ঈশবিমুখ স্থূল ও সূক্ষ্ম ভূমিকাদ্বয় নাই; সুতরাং ত্রিগুণজাত তাপত্রয় বিষয়াভাবে স্ব-স্ব বৃত্তি প্রদর্শন করিতে পারে না। সমকোণে নব্বইটি অংশ আছে, সমতলে দুইসমকোণ অবস্থিত; সেখানে যেরূপ কোণের অস্তিত্ব বিলীন হইয়া যায়, সেইরূপ বাস্তব বস্তুর বিজ্ঞানে তাপত্রয়রূপ কোণের অধিষ্ঠান থাকিতে পারে না।

প্রত্যক্ষাদি জ্ঞান কখনই 'শিবদ' নহে। অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা ভক্তিই শিবদ। বিজ্ঞ অণুচিৎ জীব ঈশবৈমুখ্যক্রমে অজ্ঞ হইয়া আপনাকে অভিজ্ঞ মনে করে। আবার অভিজ্ঞতালাভের জন্য বিজ্ঞব্যক্তির শরণাপন্ন হয়। অনভিজ্ঞকে বিজ্ঞ জ্ঞান করিয়া ঈশ-বিমুখ অজ্ঞানান্ধ জীব স্ব-স্ব-অজ্ঞানের পরিহারের জন্য বহিঃপ্রজ্ঞালব্ধ অধ্যাপকের নিকট গমন করিলে তাহার সম্যক্ প্রাপ্তির ব্যাঘাত ঘটে, যেহেতু তাদৃশ অভিজ্ঞজন বাহ্যজ্ঞানে প্রতারিত হইয়া তাঁহার দারি-দ্র্যাভ্যন্তরে আংশিক অপূর্ণ ধারণায় অভিজ্ঞ বলিয়া পরিচিত হইতে চাহেন। তাদৃশ মূর্খ অজ্ঞানীকে গুরু

বলিলে পূর্ণজ্ঞানের অধিকাংশই পাওয়া যাইবে না। প্রত্যক্ষ ও অনুমানাদি খণ্ড-জ্ঞানের দরিদ্র মালিকের নিকট যাহা নাই, তাহা আশা করিতে যাওয়া বৃথা। এইরূপ প্রণালী অবলম্বন করিয়া যাঁহারা অগ্রসর হন, তাহাদিগকে অধিরোহবাদী বলা হয়। তাঁহারা বহু-ক্লেশলব্ধ সঞ্চিত জ্ঞান হইতে বঞ্চিত হইয়া পুনরায় অজ্ঞানেই প্রমত্ত হন। এইপ্রকার জ্ঞান-চেষ্টার উদ্দিষ্ট বস্তুকে বাস্তব বস্তু বলা যাইতে পারে না। যেরূপ অন্ধকার গৃহে হস্ত প্রসারণ-পূর্ব্বক বস্তুর কোথায় অধিষ্ঠান না জানা থাকায় নানা স্থানে হস্তপ্রসারণে বিফলমনোরথ হইতে হয়, তদ্রূপ ব্যাপ্য হইতে ব্যাপকের দিকে অগ্রসর হইলে সকল ক্ষেত্রে ফলোদয় হয় না। যেখানে বস্তু অনির্দ্দিষ্ট, যেখানে বস্তু-প্রতীতিরই অভাব, সেখানে কোন্ বস্তুর জন্য কাহার অনুসন্ধান, স্থির না হওয়ায় সেইগুলি 'অবস্তু'-শব্দবাচ্য। বিশেষ জ্ঞানের অভাবে ধারণাকারীর অস্তিত্বের বিষয়েও সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে। যাঁহারা নিজের বিশেষত্বকে প্রাকৃত উপাধির সহিত সমন্বয় করিয়া ফেলিয়াছেন, তাঁহারা বাস্তব-বস্তু-বিজ্ঞানলাভে অসমর্থ। নির্ব্বিশিষ্ট হওয়াই যদি শেষ কথা হয়, তাহা হইলে সিদ্ধ ও মুক্ত, নির্ব্বিশেষের অস্তিত্বে স্ব-স্ব অস্মিতা স্থাপনপূর্ব্বক বিফল-মনোরথ হইয়া নিজেই নির্ব্বিশিষ্ট হইয়া পড়েন।

বস্তু বৈকুণ্ঠ ও মায়িক-ভেদে দ্বিবিধ। মায়িক বস্তু চিরদিন নিজত্ব রক্ষা করিতে পারে না বলিয়া উহাই অবস্তু ; আর যে বস্তু নিত্য, তৎসম্বন্ধি যাবতীয় বস্তুর কাহারও ধ্বংস বা পরিবর্ত্তন হয় না। অবাস্তব বস্তুগুলি ইন্দ্রিয়দ্বারা গোচরীভূত হয়, সেইজন্যই অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণকে বাস্তব বস্তু বলা হয়। অধোক্ষজ বস্তুর অনুগ্রহক্রমেই বস্তুর স্বরূপ, বস্তুর ভাব, বস্তুর রূপ, গুণ ও ক্রিয়া লভ্য হয়। যেখানে আনুগত্যধর্ম্মের অভাব, সেই স্থলেই অহঙ্কার আসিয়া ভক্তিপথ হইতে জীবকে বিচ্যুত করে। সেই সময়েই জীব বাস্তব-বস্তুজ্ঞানহীন হন। বাস্তব-বস্তুজ্ঞানই জীবাত্মার সম্বন্ধজ্ঞান। আম্নায়পারম্পর্য্যক্রমে বাস্তবজ্ঞান ভক্তি-দ্বারা লভ্য হয়। ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—জীব ভক্তিবলেই ভগবান্‌কে সর্ব্বতোভাবে জানিতে পারেন। ভগবজ্জ্ঞান উদিত হইবার পর জীবের মায়াবাদ আশ্রয়ণীয় হয় না। তিনি তত্ত্ববিৎ হইয়া অভিধেয় ভগবদ্‌ভক্তির অনুশীলন করেন। জীবের জড়েন্দ্রিয় বাস্তব-বস্তুজ্ঞান গ্রহণ করিতে অসমর্থ। এই জন্যই প্রত্যক্ষজ্ঞানাদি পরিহার করিয়া সাধুর মুখে কথিত ভগবৎসম্বন্ধিনী কথা যেখানে সেখানে অবস্থানকালে শ্রবণ করিয়া কায়মনোবাক্যে আনুগত্য করিলে দুর্জ্জয় জ্ঞেয় বস্তু অজিতকেও জয় করা যায়।

শ্রীমহামুনি নারায়ণ-কৃত শ্লোকাবলীতে জীবের সর্ব্বসিদ্ধি হয়। এইজন্য শ্রীমদ্ভাগবত ব্যতীত আর ইতরশাস্ত্রের আবশ্যকতা নাই। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ বা শ্রবণ করিলে সদ্যঃ সদ্যঃই কোনপ্রকার বাধাবিঘ্ন না পাইয়া ভগবান্ ভক্তের ভজনীয়বস্তুরূপে অবরুদ্ধ হন। যাঁহারা ভগবৎকথা শ্রবণ করেন এবং সৌভাগ্যবান্, তাঁহারাই ভগবান্‌কে প্রেমে বাধ্য করেন। যশোদা যে কালে কৃষ্ণকে দামদ্বারা বন্ধন করিবার প্রয়াস করিয়াছিলেন, তাহাতে দামের ব্যাপকতার অভাবে বৈকুণ্ঠ বস্তু কৃষ্ণ সীমাবদ্ধ হন নাই ; কিন্তু যে কালে তিনি কৃষ্ণের প্রীতিসেবায় ব্যগ্র হইয়াছিলেন, সেই সময়ই কৃষ্ণ তাঁহার বাৎসল্য-প্রেমাধীন হন। জগতে ঔপাধিক বাক্যসমূহ শ্রবণ করিবার বিশেষ সুযোগ আছে, কিন্তু হরিকথার বিষম দুর্ভিক্ষ। সেই-জন্য হরিকথা-শ্রবণেচ্ছু জনগণ বিষয়কথার নশ্বরতা উপলব্ধি করিয়া শাশ্বত নিত্য সনাতন বস্তুকেই চিন্ময় ইন্দ্রিয়ের ভজনীয় বস্তুরূপে প্রাপ্ত হন।

নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং
শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং
মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—অহো (হে) রসিকাঃ (ভগবৎপ্রীতি-রসজ্ঞাঃ) ভাবুকাঃ (রসবিশেষ-ভাবনা-চতুরাঃ ভক্তাঃ) শুকমুখাৎ (ব্যাসশিষ্যপ্রশিষ্যাদি-পারম্পর্য্যক্রমেণ) ভুবি (পৃথিব্যাং) গলিতং (অখণ্ডমেব অবতীর্ণং, স্বেচ্ছয়া পতিতং, ন তু বলাৎ পাতিতং পরিপক্বত্বাৎ) অমৃতদ্রব-সংযুতম্ (অমৃতং পরমানন্দঃ স এব দ্রবঃ রসঃ তেন সংযুক্তং) (ইদং) নিগমকল্পতরোঃ (নিগমঃ বেদঃ, স এব কল্পতরুঃ সর্ব্বপুরুষার্থো-পায়-

ত্বাৎ তস্য বেদকল্পদ্রুমস্য) রসং (ত্বগষ্ট্যাদি-কঠিন-হেয়াংশ-রহিতং কেবলরসরূপং) ভাগবতং (তন্নামকং) ফলম্ আলয়ং (মোক্ষানন্দমভিব্যাপ্য) পিবত (পরমাদরেণ সেবদ্ধম্ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—হে ভগবৎপ্রীতিরসজ্ঞ অপ্রাকৃত রস-বিশেষভাবনা-চতুর ভক্তবৃন্দ! শ্রীশুকমুখ হইতে নিঃসৃত হইয়া শিষ্যপ্রশিষ্যাদি-পরম্পরাক্রমে স্বেচ্ছায় পৃথিবীতে অখণ্ডরূপে অবতীর্ণ, পরমানন্দরসময়, ত্বক অষ্টিপ্রভৃতি কঠিন হেয়াংশরহিত তরল পানযোগ্য এই শ্রীমদ্ভাগবত নামক বেদকল্পতরুর প্রপক্ব ফল আপনারা মুক্ত অবস্থায়ও পুনঃ পুনঃ পান করিতে থাকুন। পরমমুক্ত পুরুষগণও স্বর্গাদি-সুখের ন্যায় ইহাকে উপেক্ষা না করিয়া নিত্যকাল সেবা করিয়া থাকেন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—এবমস্য শাস্ত্রশিরোমণেরীশ্বরাবরোধক-ত্বাদি-প্রভাবময়মৈশ্বর্য্যমুক্ত্বা মাধুর্য্যঞ্চাহ—নিগমেতি। নিগমো বেদঃ স এব কল্পতরুঃ তস্য স্বাশ্রিতেভ্যো বাঞ্ছিতবিবিধ-পুরুষার্থরূপফলদায়িত্বেঽপি তরুত্বাৎ যৎ সাহজিকং তদিদং ভাগবতং ফলং। শ্লেষেণ ভগবৎস্বামিকমিদং তেনৈব স্বভক্তেভ্যো দত্তমিতি তান্ বিনা ন কস্যাপ্যন্যস্যাত্র সত্বারোপে শক্তিরিতি ভাবঃ। গলিতমিতি বৃক্ষপক্বতয়া স্বয়মের পতিতং ন তু বলাৎ পাতিতমিতি স্বাদুসংপূর্ণত্বং ন চোচ্চনিপাতনেন স্ফুটিতং নাপ্যনতিমধুরং চেত্যাহ শুকেতি। পরমোর্দ্ধ-চূড়াতঃ শ্রীনারায়ণাদ্ব্রহ্মশাখায়াং ততোঽধস্তান্নারদ-শাখায়াং ততোঽধস্তাদ্ব্যাসশাখায়াং ততঃ শুকমুখং প্রাপ্য আতপান্মধিব অমৃতদ্রবসংযুতম্। শুকেনৈব তেন স্বচঞ্চ্বা অমৃতনিষ্ক্রামণার্থং দ্বারমপি কৃতং অথচ তেন স্বাদিতত্বাদতিমধুরং ততঃ সূতাদি-শাখাতঃ শনৈঃ শনৈঃ পতনাদখণ্ডিতং তেন গুরুপরম্পরাং বিনা স্ববুদ্ধিবলেনাস্বাদনে শ্রীভাগবতস্য খণ্ডিতত্বে পানাসক্তিঃ সূচিতা। ননু কথং ফলমেব পাতব্যমিত্যত আহ—রসমিতি। রসস্বরূপমেবেদং ফলং নাত্র ত্বগষ্ট্যাদি-র্হেয়াংশোঽস্তীতি ভাবঃ। লয়ো মোক্ষঃ সালোক্যাদি-জীবন্মুক্তত্বং বা ত্বমভিব্যাপ্য তত্র ভগবল্লীলাগান-প্রসিদ্ধেঃ। যদ্বা, লয়ঃ রসাস্বাদজনিতঃ প্রলয়োঽষ্টমঃ সাত্ত্বিকস্তৎপর্য্যন্তং পিবতেত্যনেন পানে স্তম্ভাদ্যাঃ সাত্ত্বিকা ভবন্তীতি জ্ঞেয়ং। তত্র প্রলয়ে সতি পানস্যা-স্পষ্টত্বাৎ যদ্যপি বিরামস্তদপি পুনঃ প্রবোধে সতি পুনরপি প্রলয়পর্য্যন্তং পিবতু ন তু ত্যজতেতি মুহুরিতি পদং। যদ্বা মুহুরিতি পীতস্যাপি পুনঃ পানে স্বাদা-ধিক্যমেবেত্যহো ইত্যতিবিস্ময়ে রসিকাঃ হে রসজ্ঞা ইতি ভক্তানামেব জাতরতিত্বাদ্রতেরেব স্থায়িভাবত্বাৎ স্থায়িন এব রস্যমানত্বাৎ নাত্র জ্ঞানিকর্ম্মিযোগিনাং কোঽপি দায় ইতি ভাবঃ। হে ভাবুকাস্তত এব যূয়-মেব কুশলিনো অন্যেঽমঙ্গলা এবেতি ভাবঃ। ভাবকা ইতি পাঠে ভাবকত্বব্যাপারবন্তঃ। তথাহি ভাবকত্ব-ব্যাপারেণ ভাব্যমানঃ স্থায়ী ভুজ্যত ইতি ভট্টনায়ক-মতং। তত্র শ্লেষেণ ভগবতঃ স্বরূপং রস এব ভবতি। তথাহি তৈত্তিরীয়কোপনিষদি (তৈ, আ, ১) "ব্রহ্ম-বিদাপ্নোতি পরমি"ত্যুক্ত্বা ব্রহ্মণঃ সকাশাৎ আকাশাদি-ক্রমেণান্নময়বিরাট্পুরুষপর্য্যন্তাং সৃষ্টিমুক্ত্বা তস্য চান্তরন্তঃক্রমেণ তস্মাদ্ বা এতস্মাদ্ অন্যোঽন্তর (তৈ, আ, ৫) ইত্যাদিনা অন্নময়প্রাণময়মনোময়বিজ্ঞান-ময়ানন্দময়া আম্নায়ন্তে তেষ্বপি আনন্দময়স্যৈব (ব্রঃ সূঃ ১।১।১৩) "আনন্দময়োঽভ্যাসা"দিত্যনেন ব্রহ্মত্বং। মতভেদে চ (তৈ, আ, ৫) তৎপুচ্ছস্যৈব আনন্দ আত্মা ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠেত্যনেন ব্রহ্মত্বং ব্রহ্মণ এব প্রতিষ্ঠাত্বঞ্চ প্রতিপাদিতম্। তদনন্তরঞ্চ "রসো বৈ স রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতী"তি (তৈ, আ, ৭) শ্রুতেঃ। তত্র শ্রুতৌ চ স ইত্যনেন প্রক্রান্ত আনন্দময়ো বা তৎপুচ্ছং ব্রহ্ম বা ন পরামৃশ্যতে পৃথক্ পৃথগুত্তরোত্তরার্থপ্রকর্ষ-প্রতিপাদিকাসু অন্নময়াদিশ্রুতিষু অন্তে তস্যাঃ পাঠাৎ প্রক্রমভঙ্গাপত্তেঃ। ততশ্চ তস্যা অয়মর্থঃ—স প্রসিদ্ধো বৈ নিশ্চিতং রস এব আনন্দময়াৎ। তথা ব্রহ্মতোঽপি আন্তরঃ প্রকৃষ্টঃ (গী ১৪।২৭) ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্ ইত্যনেন শ্রীকৃষ্ণস্যৈব ব্রহ্মণঃ প্রকৃষ্টত্বং (ভাঃ ১০। ৪৩।১৭) মল্লানামশনিরিত্যত্র তস্মিন্নেব যৌগপদ্যেন সর্ব্বরসসাক্ষাদুপলব্ধেস্তত্র চ শৃঙ্গারাদি-সর্ব্বরসকদম্ব-মূর্ত্তির্ভগবাংস্তদপি প্রায়েণ বভাবিতি শ্রীস্বামিচরণানাং ব্যাখ্যানাচ্চ তস্যৈব সর্ব্বরসরূপত্বং চাতঃ শ্রীগীতা-শ্রীভাগবতাভ্যামেব রসশব্দেন শ্রীকৃষ্ণএব ব্যাখ্যাতঃ। তমেবায়ং বিজ্ঞানময়ো লব্ধ্বা আনন্দপরাবধিকাষ্ঠাং প্রাপ্নোতি (তৈ, আ, ৮) সৈষানন্দস্য মীমাংসা ভবতীতি তদুত্তরশ্রুত্যা রস এব তস্মিন্নানন্দ-বিচারপর্য্যবসান-জ্ঞাপনাৎ। যদ্বা অয়মানন্দময়োঽপি (ভাঃ ১০।৮৭।

৫৯) দ্বিজাত্মজা মে যুবয়োর্দিদৃক্ষুণেতি বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেরিত্যাদিভ্যস্তমেব লব্ধ্বা-নন্দী ভবতীতি। ততশ্চ তং রসং শ্রীকৃষ্ণং ফলং নিগমকল্পতরোস্ত-স্মাৎ সকাশাৎ গলিতং ন তু তত্র সাক্ষাৎ স্থিতমিতি। তদর্থং নিগমো নান্বেষ্টব্যঃ কিন্তু শুকমুখমেবেত্যাহ--শুকমুখাদিতি। ফলমিদমতিস্বাদু জ্ঞাত্বা ততঃ আকৃষ্য আনীয় ব্যাসেন স্নেহাৎ স্বপুত্রমুখ এব নিহিতমিতি সংভাব্যত ইতি ভাবঃ। কিম্বা শুকমুখাদিতি হেতৌ পঞ্চমী "যেষামহং প্রিয় আত্মে"ত্যাদি শুকবাক্য প্রামাণ্যাৎ। ভুবি ব্রজভূমাবুৎপদ্য হে ভাবুকাঃ রসিকাঃ প্রিয়াঃ (স্ত্রিয়ঃ ইতি কেচিৎ) সত্যঃ ভাগবতং ভগবৎ-স্বরূপভূতরসমাধুর্য্যং পিবত। যদ্বা ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য রসম্ আলয়ং লয়ঃ শ্লেষ আলিঙ্গনমিতি যাবৎ তমভি-ব্যাপ্য। অমৃতোঽনশ্বরো যো দ্রবো মনোনয়নদ্রৌত্যং তৎসংযুক্তং যথা স্যাৎ তথা পিবতেত্যেধরপানং সূচি-তমিদমেব নিগমকল্পতরোর্গলিতং পরিপক্বং ফলমিতি ফলতো গোপীজনানুগতিময়ী রাগানুগাখ্যা ভক্তিরা-দিষ্টা। যতো নিগমোঽপি তল্লোভাদেব বৃহদ্বামনদৃষ্টাং তাদৃশীং ভক্তিং বিধায় ব্রজভূমাবুৎপদ্য শতসহস্রশো গোপ্যো ভূত্বা তদধরা-মৃতরসং পপাবিতি। বেদস্তুতৌ দৃষ্টমিতি অতিরহস্যোঽর্থঃ। ননু (গী ১৪।২৭) ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমিত্যেতৎ কেচিদন্যথা ব্যাচক্ষতে সত্যং। তদপ্রাকরণিকত্বাৎ কল্প্যত্বাদযুক্তমেব মন্তব্যং কিন্ত্বে-বমেব যুক্তং। তথাহি--- (গী ১৪।২৬।২৭) "মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে। স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে। ব্রহ্মণো হি প্রতি-ষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ। শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখ-স্যৈকান্তিকস্য চ ইতি। অনয়োরর্থঃ---ননু তদ্ভক্ত্যা কথং নির্গুণব্রহ্মপ্রাপ্তি। সা তু অদ্বিতীয়-তদেকানুভবেন ভবেৎ ? তত্রাহ---ব্রহ্মণো হীতি। হি যস্মাৎ পরম-প্রতিষ্ঠাত্বেন প্রসিদ্ধং শ্রুতৌ যদ্ব্রহ্ম তস্যাপ্যহং প্রতিষ্ঠা প্রতিষ্ঠীয়তেঽস্মিন্নিতি প্রতিষ্ঠা আশ্রয়ঃ অন্নময়াদিষু শ্রুতিষু সর্ব্বত্রৈব প্রতিষ্ঠাপদস্য তথার্থত্বাৎ। অতএবা-মৃতস্য মোক্ষস্যাপ্যহং প্রতিষ্ঠা তস্য লক্ষণয়া স্বর্গাদি-পরত্বং বারয়তি---অব্যয়স্যেতি। যথা শাশ্বতস্য সাধন-ফলদশয়োরপি স্থিতস্য ধর্ম্মস্য ভক্ত্যাখ্যস্য অহং প্রতিষ্ঠা তথা তৎপ্রাপ্যস্য ঐকান্তিকস্য সুখস্য প্রেম্নশ্চ প্রতিষ্ঠা অতঃ সর্ব্বস্যাপি মদধীনত্বাৎ কৈবল্যকামনয়া কৃতেন মদ্ভজনেন ব্রহ্মণি লীয়মানো ব্রহ্মধর্ম্মমপি প্রাপ্নোতীতি। অত্র শ্রীবিষ্ণুপুরাণমপি প্রমাণং---শুভা-শ্রয়ঃ সচিত্তস্য সর্ব্বগস্য তথাত্মন ইতি। ব্যাখ্যাতঞ্চ তত্রাপি স্বামিচরণৈঃ---সর্ব্বগস্যাত্মনঃ পরব্রহ্মণোঽপ্যা-শ্রয়ঃ প্রতিষ্ঠা। তদুক্তং ভগবতা---ব্রহ্মণো হি প্রতি-ষ্ঠাহমিতি। তথা বিষ্ণুধর্ম্মোঽপি নরকদ্বাদশীপ্রসঙ্গে---"প্রকৃতৌ পুরুষে চৈব ব্রহ্মণ্যপি চ স প্রভুঃ। যথৈক এব সর্ব্বাত্মা বাসুদেবো ব্যবস্থিত" ইতি। তত্রৈব মাসর্ক্ষ-পূজা-প্রসঙ্গে---"যথাচ্যুতস্ত্বং পরতঃ পরস্মাৎ স ব্রহ্ম-ভূতাৎ পরতঃ পরাত্মা। তথাচ্যুত ত্বং কুরু বাঞ্ছিতং তন্মমাপদং চাপহরাপ্রমেয়" ইতি। তথাহি হরিবংশে-ঽপি বিপ্রকুমারানয়নপ্রস্তাবে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীভগবদ্ "বাক্যং---তৎপরং পরমং ব্রহ্ম সর্ব্বং বিভজতে জগৎ। মমৈব তদ্ঘনং তেজো জ্ঞাতুমর্হসি ভারত" ইতি। ব্রহ্ম-সংহিতায়ামপি (৫।৪০)---"যস্য প্রভা প্রভবতো জগ-দণ্ডকোটিকোটিষ্বশেষ-বসুধাদিবিভূতিভিন্নম্। তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।" ইতি। অতএব শ্রুতিশ্চ গোপালতাপনী---যোঽসৌ জাগ্রতস্বপ্নসুষুপ্তিমতীতি তুর্য্যাতীতো গোপাল-স্তস্মৈ বৈ নমো নম ইতি ।। ৩ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ---এই প্রকারে শাস্ত্রশিরোমণি এই শ্রীমদ্ভাগবতের ঈশ্বর-অবরোধকত্বাদি (বশীকারি-তারূপ) প্রভাবময় ঐশ্বর্য্য বলিয়া এক্ষণে মাধুর্য্য বলিতেছেন---'নিগম' ইত্যাদি শ্লোকে। নিগম অর্থাৎ সকল শাশ্বত সত্যের এবং চরম তত্ত্বের নিগমন (প্রকটন) হইয়াছে যাহা হইতে, তাহাই হইল নিগম বা বেদ এবং তাহা কল্পতরু বলিয়া স্বাশ্রিত নর-নিকরের বাঞ্ছিত বিবিধ পুরুষার্থরূপ ফল দান করিলেও বৃক্ষরূপত্ব-হেতু তাহার স্বাভাবিক ফল---এই শ্রীভাগবত। শ্লেষোক্তির দ্বারা শ্রীভগবান্‌ই ইঁহার স্বামী (অধিকারী), তিনিই ইহা নিজ ভক্ত-গণকে প্রদান করিয়াছেন, অতএব সেই ভক্তগণ ব্যতীত অন্য কাহারও ইহাতে সত্ত্বারোপে শক্তি নাই। 'গলিত'---এই বাক্যের দ্বারা বৃক্ষেই পক্বতা-হেতু ফল স্বয়ংই পতিত হইয়াছে, কিন্তু বলপূর্ব্বক কেহ পাতিত করে নাই। এই ফল সম্পূর্ণ সুস্বাদু, উচ্চ স্থান হইতে নিপতনের জন্য স্ফুটিত হয় নাই এবং অতি মধুর নয়, তাহাও নহে---এইজন্য বলিতেছেন---

'শুকমুখাৎ' অর্থাৎ শুক-মুখ হইতে। পরম উর্দ্ধ-চূড়া থেকে শ্রীনারায়ণ হইতে ব্রহ্ম-শাখা অবলম্বন করিয়া নারদ-শাখাতে এবং তাহার নিম্নে ব্যাস-শাখায় নিপতিত হইয়াছে। তারপর শুক-মুখ প্রাপ্ত হইয়া সূর্য্যতাপে মধুর মত অমৃত-দ্রব-সংযুক্ত এই ফল। শুকই নিজ চঞ্চুর দ্বারা অমৃত নিষ্ক্রামণের জন্য দ্বারও করিয়া দিয়াছেন, অথচ শুক-মুখে আস্বাদিত বলিয়া উহা অতি মধুর, তারপর সূতাদি শাখা হইতে ধীরে ধীরে পতনের ফলে উহা অখণ্ডিতই রহিয়াছে। সেইজন্য শ্রীগুরুপরম্পরা ব্যতীত নিজ বুদ্ধিবলে শ্রীভাগবতের আস্বাদনে প্রবৃত্ত হইলে আংশিক পানাসক্তি সূচিত করে।

যদি বলেন—ফল কি করিয়া পান করা যায়? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—রসস্বরূপই এই ফল, ইহার কোন খোসা, আঁটি প্রভৃতি হেয়াংশ নাই। মোক্ষ বা সালোক্যাদি জীবন্মুক্ত অবস্থা পর্য্যন্ত পান করুন, যেহেতু সেই অবস্থাতেও লীলাগানের প্রসিদ্ধি রহিয়াছে। অথবা, 'লয়'-শব্দে রসাস্বাদ-জনিত অষ্টম সাত্ত্বিক ভাব প্রলয়, সেই পর্য্যন্ত পান করুন। ইহার দ্বারা পানের ফলে স্তম্ভাদি সাত্ত্বিক ভাব-সমূহের উদয় হয়, ইহা জানা গেল। সেই প্রলয় দশাতে পানের অস্পষ্টতা-হেতু যদিও বিরাম হয়, তাহা হইলেও পুনরায় প্রবুদ্ধ হইলে আবার প্রলয় পর্য্যন্ত পান করুন, কিন্তু পরিত্যাগ করিবেন না। এই জন্য 'মুহুঃ'—এই পদ। অথবা পীত ফলের পুনরায় পানে স্বাদের আধিক্যই হয়, এইজন্য অতি-বিস্ময়ে বলিতেছেন—'হে রসজ্ঞগণ', ভক্তগণ জাত-রতি বলিয়া, রতির স্থায়িভাবত্বহেতু এবং স্থায়িভাব আবার রস্যমান, এইজন্য এখানে কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগিগণের কোনও দায় নাই, ইহা বুঝিতে হইবে। হে ভাবুকগণ, অতএব তোমরাই কুশলী, অপরে অমঙ্গলরূপ। 'ভাবুক'—এই পাঠে ভাবকত্ব-ব্যাপার-বান বুঝিতে হইবে। ভট্টনায়কের মতে—ভাবকত্ব ব্যাপারের দ্বারাই ভাব্যমান স্থায়ী রসের ভোগ হয়। আর, শ্লেষের দ্বারা শ্রীভগবানের স্বরূপই রসময়, তাঁর স্বরূপ রস ছাড়া আর কিছু নহে। তৈত্তিরীয়ক উপনিষদে "ব্রহ্মবিদ্ পরম বস্তু লাভ করে"—ইহা বলিয়া ব্রহ্ম হইতে আকাশাদি ক্রমে অন্নময় বিরাট্ পুরুষ পর্য্যন্ত সৃষ্টি বর্ণনা করিয়া, তাহার মধ্যে অন্তঃক্রমে 'তাহা হইতে অথবা ইহা হইতে অন্য অন্তর'—ইত্যাদির দ্বারা অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়ের কথা বলা হইয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে 'আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ'—এই ব্রহ্ম-সূত্রেও আনন্দময়েরই ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে। মতভেদেও 'আনন্দ আত্মা ব্রহ্মপুচ্ছ প্রতিষ্ঠা'—ইত্যাদি বাক্যে তাহার পুচ্ছেরই ব্রহ্মত্ব এবং ব্রহ্মেরই প্রতিষ্ঠাত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে।

কিন্তু তাহার পর 'রসো বৈ সঃ'—অর্থাৎ রসই তিনি, তাঁহাকে লাভ করিলে জীব আনন্দী হয়—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে 'সঃ' অর্থাৎ তিনি-শব্দে, আনন্দ-ময় বা তাঁহার পুচ্ছ ব্রহ্ম—এই কথা বলা হয় নাই; কারণ অন্নময়াদি শ্রুতিতে পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে উত্তরো-ত্তরের অর্থ-প্রকর্ষতা প্রতিপাদন করিয়া পরিশেষে তিনিই রস-স্বরূপ ইত্যাদি বলা হইয়াছে। অতএব তাহার অর্থ এই—সঃ অর্থ প্রসিদ্ধ, বৈ-শব্দে নিশ্চিত, অর্থাৎ আনন্দময়-হেতু সাক্ষাৎ রসই ভগবান্।

'ব্রহ্মের আমিই প্রতিষ্ঠা'—ইত্যাদি শ্রীগীতা-বাক্যেও শ্রীকৃষ্ণেরই ব্রহ্ম হইতে প্রকৃষ্টত্ব দেখান হইয়াছে। শ্রীমদ্‌ভাগবতে কংসের রঙ্গস্থলে প্রবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া 'মল্লগণের নিকট অশনিতুল্য'—ইত্যাদি শ্লোকে যুগপৎ সকল রসের সাক্ষাৎ উপলব্ধি হওয়ায় এবং 'শৃঙ্গারাদি সর্ব্বরসকদম্বমূর্ত্তি শ্রীভগবান্ প্রায় বিকশিত হন'—ইত্যাদি শ্রীধর স্বামিপাদের ব্যাখ্যাতেও শ্রীকৃষ্ণেরই সর্ব্ব-রসরূপত্ব। অতএব শ্রীগীতা ও শ্রীভাগবতের প্রমাণেই রস-শব্দের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণই ব্যাখ্যাত হইল। তৈত্তিরীয়ক উপনিষদে—'এই বিজ্ঞানময় জীবাত্মা তাঁহাকেই লাভ করিয়া আনন্দের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়' এবং 'তাহাই আনন্দের মীমাংসা'—ইত্যাদি পরবর্তী শ্রুতির দ্বারা তাঁহাতেই আনন্দ বিচারের পর্য্যবসান জ্ঞাপন-হেতু তিনিই রস-স্বরূপ। অথবা, ইনি আনন্দময় হইয়াও মৃত ব্রাহ্মণ-কুমারের আনয়নকালে তাঁহার অংশ অনন্তদেব কর্ত্তৃক স্তুত হইয়াছিলেন, 'আপনাদের দর্শনের অভি-লাষে আমি ব্রাহ্মণকুমারদের এখানে আনয়ন করিয়াছি'—ইত্যাদি এবং 'পরম ঐশ্বর্য্যযুক্ত নিজেরও বিস্মাপক রূপ দর্শন করিয়া'—ইত্যাদি শ্রীভাগবত-

বাক্যে সেই রস-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকেই প্রাপ্ত হইয়া সকলে আনন্দিত হন—এই অর্থ। অতএব সেই রস-রূপ শ্রীকৃষ্ণই নিগমকল্পতরুর ফল, সেই বেদরূপ কল্প-বৃক্ষ থেকে গলিত হইয়া অবতীর্ণ, কিন্তু সেই বেদে সাক্ষাৎরূপে তিনি অবস্থিত নহেন। সেই রস লাভের জন্য বেদের অন্বেষণ করিতে হইবে না, কিন্তু শুক-মুখেই—তাহা অন্বেষণ করিতে হইবে। এই ফল অতি সুস্বাদু জানিয়া তাহা হইতে আকর্ষণ করিয়া আনিয়া শ্রীব্যাসদেব স্নেহবশতঃ স্বীয় পুত্রের মুখেই স্থাপন করিয়াছেন। অথবা 'যেষামহং প্রিয় আত্মা'—ইত্যাদি শ্রীশুক-বাক্য প্রমাণ-বলে 'শুক-মুখাৎ'—এই পদ হেত্বর্থে পঞ্চমী। (লোকে প্রসিদ্ধি রহিয়াছে—শুক পক্ষীর মুখ-স্পৃষ্ট ফল অতি মিষ্ট হয়, এখানেও শুকদেবের মুখ-স্পৃষ্ট-হেতু ইহা অতি সুস্বাদু হইয়াছে।)

হে ভাবুক ও রসিকগণ, তোমরা এই ব্রজভূমিতে উৎপন্ন হইয়া ভগবানের প্রিয়া (কাহার মতে স্ত্রী) হইয়া ভগবৎ-স্বরূপভূত ভাগবত রসমাধুর্য্য পান কর। অথবা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রস, লয়-পর্য্যন্ত অর্থাৎ আলিঙ্গন-কাল পর্য্যন্ত পান কর। অমৃত অর্থাৎ অনশ্বর যে দ্রব অর্থাৎ মন ও নয়নের যে দ্রবীভূত অবস্থা, তৎ-সংযুক্ত হইয়া পান কর। এই কথার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অধর-পান সূচিত হইয়াছে। ইহাই বেদ কল্পবৃক্ষের গলিত পরিপক্ব ফল, বস্তুতঃ ইহার দ্বারা গোপীজনের আনুগত্যময়ী রাগানুগা ভক্তিই আদিষ্টা হইলেন। যেহেতু শ্রুতিগণও সেই অধরপানের লোভেই বৃহদ্-বামনপুরাণ-দৃষ্টে তাদৃশী ভক্তির অনুষ্ঠানপূর্ব্বক ব্রজভূমিতে শত সহস্র গোপী-রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহার অধরামৃত রস পান করিয়াছিলেন। বেদস্তুতিতে ইহাই দৃষ্ট হইয়াছে, তাহা অতি গূঢ়ার্থ।

যদি বলেন—'আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা'—এই শ্রীগীতোক্ত বাক্যের কেহ কেহ অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, তাহার উত্তরে বলিতেছেন—সত্য বটে, যেহেতু উহা বেদান্ত-প্রকরণ বহির্ভূত ও কল্পিত বলিয়া অযুক্তিযুক্তই মনে হয়, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে 'আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা'—এই অর্থই যুক্তিযুক্ত। শ্রীগীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"যিনি আমাকে ঐকান্তিক ভক্তিযোগের দ্বারা সেবা করেন, তিনি এই গুণ-সকলকে সম্যক্‌রূপে অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মত্ব-লাভে সমর্থ হন। যেহেতু প্রত্যগাত্মা আমিই অব্যয়, অমৃত ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা এবং আমি জ্ঞাননিষ্ঠারূপ সনাতন ধর্মের স্বরূপ, সেইজন্য ঐকান্তিক নিয়ত সুখেরও আমি আশ্রয়।"—এই দুইটি শ্লোকের অর্থ বিশ্লেষণ—যদি বলেন, তাঁহার ভক্তির দ্বারা কি করিয়া নির্গুণ ব্রহ্মের প্রাপ্তি হইবে? তাহা অদ্বিতীয় একমাত্র ব্রহ্মের অনুভবের দ্বারা হইয়া থাকে, তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'ব্রহ্মণো হি'—যেহেতু পরম প্রতিষ্ঠাত্ব-রূপে (আশ্রয়ত্ব-রূপে) শ্রুতিতে যে ব্রহ্মের কথা বলা হইয়াছে, সেই নির্গুণ ব্রহ্মেরও আমিই প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ যাহাতে স্থিতি হয়, আশ্রয়। অন্ন-ময়াদি শ্রুতিসমূহে সর্বত্রই প্রতিষ্ঠা-শব্দের সেই আশ্রয়ত্ব অর্থই করা হইয়াছে। অতএব অমৃত (অবিনশ্বর) মোক্ষেরও আমিই প্রতিষ্ঠা। লক্ষণার দ্বারা স্বর্গাদি-পরত্ব নিবারণ করিতেছেন—'অব্যয়স্য' অর্থাৎ বিকার-রহিত, কিন্তু স্বর্গাদি বিকার-প্রাপ্ত। যেরূপ ভক্তিরূপ শাশ্বত ধর্ম্মের সাধন ও ফলদশাতেও আমিই আশ্রয়, সেইরূপ তৎপ্রাপ্য ঐকান্তিক সুখ ও প্রেমেরও আমিই প্রতিষ্ঠা (আশ্রয়)। অতএব সমস্ত কিছুই আমার অধীন-হেতু কৈবল্য (মোক্ষ) -কামনায় আমার ভজন করিলেও ব্রহ্ম-স্বরূপে লীয়মান ব্রহ্ম-ধর্ম্মও প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

এই বিষয়ে শ্রীবিষ্ণুপুরাণও প্রমাণ—'শুভাশ্রয়ঃ সচিত্তস্য'—ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীধর স্বামি-পাদও বলিয়াছেন—'সর্বগ পরমাত্মা পরব্রহ্মেরও বিষ্ণুই আশ্রয় অর্থাৎ প্রতিষ্ঠা।' এইরূপ বিষ্ণুধর্ম্মে নরক-দ্বাদশী-প্রসঙ্গেও উক্ত হইয়াছে—'যেরূপ তিনি এক হইয়াও সকলের আত্মা বাসুদেব, সেইরূপ তিনি প্রকৃতি, পুরুষ (জীব) এবং ব্রহ্মেরও প্রভু।' সেখানেই মাস-নক্ষত্র-পূজা-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—'যেরূপ অচ্যুত তুমি পরাৎপর ব্রহ্ম হইতেও পরবস্তু ও পরমাত্মা, সেইরূপ হে অচ্যুত, হে অপ্রমেয়, তুমি আমার বাঞ্ছিত পূর্ণ কর এবং আমার বিপদ দূর কর।' এইরূপ হরিবংশেও ব্রাহ্মণ-কুমার আনয়ন প্রসঙ্গে

অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীভগবদ্-বাক্য—"যে পরাৎপর পরব্রহ্ম সকল জগৎ বিভক্ত করিয়াছে, হে ভারত, সেই চিদ্ঘন তেজ আমারই, ইহা তোমার জানা উচিত।" ব্রহ্মসংহিতায়ও—'কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড-মধ্যে পৃথিব্যাদি-রূপ যে সকল বিভূতি আছে, তাহা হইতে ভিন্ন বিভূতিরূপ নিষ্কল অর্থাৎ নিরূপাধি, অনন্ত অশেষ প্রকারে অবস্থিত, সেই ব্রহ্মও যে প্রভাব-শালী শ্রীগোবিন্দের অঙ্গ-কান্তি, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।' (তত্ত্বে শ্রীগোবিন্দ ও ব্রহ্মের একরূপত্ব হইলেও বিশিষ্টরূপে আবির্ভাব-হেতু শ্রীগোবিন্দ ধর্ম্মি-রূপ, অ-বিশিষ্টরূপে আবির্ভাব-হেতু ব্রহ্ম ধর্ম্ম-রূপ, এখানে তাহাই বুঝান হইয়াছে।) গোপালতাপনী শ্রুতিও বলিয়াছেন—'যিনি জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির অতীত হইয়া তুরীয় (ত্রিগুণাতীত), সেই গোপালদেবকে, বারম্বার নমস্কার করি' ॥৩॥

শ্রীমধ্ব—জ্ঞাতফলস্যাপি প্রশংসাবিধিভ্যাং ক্ষিপ্র-প্রবৃত্তির্ভবতীতি প্রশস্য বিধত্তে—নিগমকল্পতরোর্গলিত-মিতি। ভগবতা গলিতং, শুকেন দ্রবীকৃতং। উক্তং চ ব্রহ্মাণ্ডে—

ধর্ম্মপুষ্পস্তুর্থপত্রঃ কামপল্লবসংযুতঃ ।
মহামোক্ষফলো বৃক্ষো বেদো যং সমুদীরিতঃ ॥
পতিতানি ফলানীহ কৃষ্ণদ্বৈপায়নেন তু ।
ভারতাদীনি যানীহ তথা ভাগবতং ভুবি ॥
আর্দ্রীকৃতানি তানীহ শুক প্রভৃতিভির্জনৈঃ ।
খ্যাপয়দ্ভির্গুরুপ্রোক্তান্ বেদার্থান্ গ্রন্থনিষ্ঠিতাম্ ॥
কানিচিদ্দর্শয়ামাস বৃক্ষস্যাগ্রে ফলানি তু ।
ব্যাচক্ষমাণো বেদার্থং ভগবাঁল্লোকপূজিতঃ ॥
এতেষামর্থ তেষাং বা রসান্ পিবত সজ্জনাঃ ।
আমোক্ষান্মহতী তৃপ্তিরহো মে পশ্যতো ভবেৎ
॥ ইতি ॥ ৩ ॥

তথ্য—শব্দের বিভিন্নার্থ

অহো—১। অলভ্যলাভোক্তিঃ (শ্রীধর)।

২। অহো ইতি বালান্ উন্মুখী করোতি, পান-প্রারম্ভ-সময়েঽপি মধুর এবায়ং রসঃ ইতি বা (বিজয়-ধ্বজ)।

রসিকাঃ—১। "রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি (তৈ, ব্র) রসজ্ঞাঃ (শ্রীধর, বীর-রাঘব ও বিজয়ধ্বজ)।

২। ভগবৎপ্রীতিরসজ্ঞাঃ, ইত্যনেন প্রাচীনার্ব্বা-চীন-সংস্কারানামেব তদ্বিজ্ঞত্বং দর্শিতম্ (শ্রীজীব)।

ভাবুকাঃ—১। রসবিশেষভাবনা-চতুরাঃ (শ্রীধর)।

২। পরমমঙ্গলায়নাঃ (শ্রীজীব)।

৩। ভগবৎসংশীলনপরাঃ (বীররাঘব)।

৪। ভাববিশেষকুশলাঃ (শুকদেব)।

শুকমুখাৎ—১। ময়া (শ্রীব্যাসেন) শুকস্য মুখে নিহিতং তচ্চ তন্মুখাৎ শিষ্য-প্রশিষ্যাদিরূপপল্লবপর-ম্পরয়া। লোকে হি শুকমুখস্পৃষ্টং ফলমমৃতমিব স্বাদু ভবতীতি প্রসিদ্ধম্ (শ্রীধর)।

২। শিবাবতারস্য ব্যাসপুত্রস্য শুকনাম্নঃ মুনে-র্মুখাৎ পরীক্ষিতে প্রবচনাৎ (বিজয়ধ্বজ)।

৩। অত্র ফলপক্ষে, কল্পতরুবাসিত্বাদলৌকিক-ত্বেন শুকোঽপ্যমৃতমুখোঽভিপ্রেয়তে। ততস্তন্মুখং প্রাপ্য যথা তৎ ফলং বিশেষতঃ স্বাদু ভবতি তথা পরমভাগ-বতমুখসম্বন্ধং ভগবদ্গুণবর্ণনমপি। ততস্তাদৃশপরম-ভাগবতবৃন্দমহেন্দ্র-শ্রীশুকদেব-মুখসম্বন্ধং কিমুতেতি ভাবঃ (শ্রীজীব)।

গলিতং—১। শনৈরখণ্ডমেবাবতীর্ণং ন তু উচ্চ-নিপাতনেন স্ফুটিতম্ (শ্রীধর)।

২। ব্যাসনাম্না ময়া পাতিতং (বিজয়ধ্বজ)।

৩। ব্যাখ্যাতং (ঐ)।

৪। অতিপক্বং স্বত এব পতিতং (বল্লভ)।

৫। বৈকুণ্ঠাদিতি যাবৎ (শুকদেব)।

৬। অবতীর্ণং, ইত্যনেন রসস্য সুপাকিমত্বেন অধিক-স্বাদুত্বমুক্তম্ (শ্রীজীব)।

৭। শাস্ত্রপক্ষে, সুনিষ্পন্নার্থত্বেনাধিকস্বাদুত্বং দর্শিতং (শ্রীজীব), প্রবাহরূপেণ বহন্তম্ (ঐ)।

অমৃতদ্রবসংযুতং—১। অমৃতরূপেণ দ্রবেণ সং-যুতং (শ্রীধর)।

২। অমৃতং তল্লীলারসঃ তস্য সারঃ (শ্রীজীব)।

৩। অমৃতং মোক্ষঃ "মুক্তিঃ কৈবল্যনির্ব্বাণ-শ্রেয়ো নিঃশ্রেয়সামৃতম্" ইতি মুক্ত্যাদি-শব্দপর্য্যায়ত্বস্মরণাৎ। স এব দ্রবঃ সারাংশস্তেন সংযুতম্ (বীররাঘব)।

৪। পূর্ব্বমেব অমৃতবদ্ দ্রবসংযুতং পশ্চাচ্ছুকাচার্য্যমুখ-প্রবচনেনাতীবদ্রবীকৃতম্ (বিজয়ধ্বজ)।

৫। কৈবল্যপ্রাপকম্ (ঐ)।

৬। অমৃতং মোক্ষমপি দ্রাবয়তি শিথিলং করোতি ইতি ভক্তিরসঃ অমৃতদ্রবঃ তেন সংযুতমনেন রসাৎ অধিকরস উক্তঃ (বল্লভ)।

৭। মোক্ষরূপেণ রসেন প্রতিপাদকতয়া সংযুতং (শুকদেব)।

নিগমকল্পতরোঃ—১। নিগমো বেদঃ, স এব কল্পতরুঃ সর্ব্বপুরুষার্থোপায়ত্বাৎ (শ্রীধর)।

২। নিগমো বেদ, তস্য কল্পতরুত্বনিরূপণং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষপুরুষার্থচতুষ্টয় - তৎসাধনাববোধনদ্বারা ধর্ম্মাদিফলজনকত্বাৎ (শ্রীবীররাঘব)।

৪। নিগময়তি নিতরাং জ্ঞাপয়তি অপেক্ষিতাশেষ-পুরুষার্থানিতি নিগমো বেদঃ, স এব কল্পতরুঃ কল্পিতং সঙ্কল্পিতং ভক্তাকাঙ্ক্ষিতং তরতি বিতরতি দদাতীতি কল্পতরুঃ সুরপাদপঃ তস্মাৎ (বিজয়ধ্বজ)।

৪। নিতরাং গময়তি ব্রহ্ম বোধয়তি ইতি পরমোপ-নিষৎ নিগমঃ স এব কল্পতরুঃ সর্ব্বদানসমর্থঃ (বল্লভ)।

রসং—১। রসরূপং ত্বগষ্ট্যাদিহেয়াংশস্যাভাবাৎ (শ্রীধর)।

২। ত্বগ্‌বীজাদিরূপানুপাদেয়াংশবর্জ্জিতঃ কেবলং সৎস্বঃ রসঃ তং (বীররাঘব)।

৩। রসশব্দস্য তিক্তাদি-ষট্‌সু বৃত্তাবপি অমৃতদ্রবেত্যাদ্যুক্তেস্তদন্যথানুপপত্ত্যা মধুররসো গ্রাহ্যঃ (বিজয়ধ্বজ)।

৪। তস্য রসস্য ভগবৎপ্রীতিময়ত্বেঽপি দ্বৈবিধ্যং। তৎপ্রীত্যুপযুক্তত্বং তৎপ্রীতিপরিণামত্বং চেতি (শ্রীজীব)।

ফলং—অত্র ফলমিত্যুক্তেঃ পানাসম্ভবো হেয়াংশপ্রসক্তিশ্চ ভবেদিতি তন্নিবৃত্ত্যর্থং রসমিত্যুক্তম্। রসমিত্যুক্তেঽপি গলিতস্য রসস্য পাতুমশক্যত্বাং ফলমিতি দ্রষ্টব্যম্ (শ্রীধর)।

আলয়ং—১। লয়ো মোক্ষঃ অভিবিধাবাকারঃ লয়মভিব্যাপ্য, ন হীদং স্বর্গাদিসুখবন্মুক্তৈরুপেক্ষ্যতে কিন্তু সেব্যত এব (শ্রীধর)।

২। আলয়াৎ বা আমরণং (বীররাঘব)।

৩। লিঙ্গশরীর-মোক্ষপর্য্যন্তং (বিজয়ধ্বজ)।

৪। আসমন্তাল্লয়ো যস্মাদিতি বা মোক্ষেচ্ছাং পরিত্যজ্য বা আ ঈষৎলয়ো মোক্ষ যস্মাদিতি বা মোক্ষেচ্ছাং পরিত্যজ্য তৎপাতব্যং (বল্লভ)।

৫। মোক্ষমভিপ্রাপ্য মুমুক্ষুবস্থামারভ্য মুক্তাবস্থায়ামপি (শুকদেব)।

৬। মোক্ষানন্দমভিব্যাপ্য, অনেনাস্বাদ্যান্তরবন্নেদং কালান্তরেঽপ্যাস্বাদকবাহুল্যেঽপি ব্যয়িষ্যতীত্যপি দর্শিতম্ (শ্রীজীব)।

বৈভব বিবৃতি

শ্রীধর—কেবল সর্ব্বশাস্ত্রাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রবণ বিহিত হইয়াছে, তাহা নহে, এই গ্রন্থ সর্ব্বশাস্ত্রের ফলস্বরূপেও বিদ্যমান, অতএব, সকলেরই পরম আদরের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের সেবা করা কর্ত্তব্য। সকল পুরুষার্থের উপায়স্বরূপ বলিয়া বেদই কল্পবৃক্ষ। তাহার ফল এই ভাগবত। তাহা বৈকুণ্ঠে ছিল, নারদ তাহা আনিয়া শ্রীব্যাসকে প্রদান করেন, শ্রীব্যাস আবার তাহা শ্রীশুকের মুখে স্থাপন করিয়াছিলেন, শ্রীশুকমুখ হইতে আবার তাহা অখণ্ডরূপেই শিষ্যপ্রশিষ্যাদিরূপ পল্লব-পরম্পরায় পৃথিবীতে ক্রমে ক্রমে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ঊর্দ্ধ্বলোক হইতে আগমনহেতু কোনপ্রকারে বিদীর্ণ হন নাই। ইহা অমৃতরস-সংযুক্ত। জগতে শুকপক্ষিস্পৃষ্ট ফল অমৃতের ন্যায় স্বাদু হয়, ইহা প্রসিদ্ধ। এস্থলে 'শুক' অর্থে শুকঋষি। "রসো বৈ সঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি"—এই শ্রুতিবাক্যে অমৃতরূপ পরমানন্দই রস বলিয়া জানা যায়। অতএব হে রসজ্ঞগণ, হে রসবিশেষভাবনা-চতুরগণ, অতি দুর্ল্লভ বস্তুর লাভ হইয়াছে। আপনারা এই ভাগবত নামক ফল মুহুর্মুহুঃ পান করুন। যদি বলেন, খোসা, আঁটি প্রভৃতি বাদ দিয়া ফল হইতেই রসপান করা হয়, ফলকে কিরূপে পান করা যায়? তদুত্তর এই যে, ভাগবত ফলটি রসস্বরূপ, এজন্য খোসা আঁটি প্রভৃতি হেয় অংশ না থাকায় সমস্ত ফলটীই পান করুন্। এস্থলে 'ফল' এই কথায় পানকার্য্যের অসম্ভাবনা এবং তাহাতে হেয়

অংশ-সমূহের প্রসঙ্গ থাকিতে পারে, তাহা নিষেধ করিবার জন্য 'রস'-শব্দ কথিত হইয়াছে। আবার 'রস'-শব্দ বলাতেও গলিত রস পান করিবার যোগ্য নহে বলিয়া 'ফল'-শব্দও কথিত হইয়াছে। মুক্তির পরেও ভাগবতামৃতের পান পরিত্যাজ্য নহে। স্বর্গাদি-সুখের ন্যায় মুক্তপুরুষগণ ইহাকে উপেক্ষা করেন না; পরন্তু অনন্তকাল ব্যাপিয়া সেবাই করিয়া থাকেন, এই জন্যই "বিষয়গ্রন্থিশূন্য আত্মারাম মুনিগণও ভগবানে অহৈতুকী ভক্তি করেন" কথিত হইয়াছে।

ক্রমসন্দর্ভ—কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি—এই ত্রিকাণ্ড অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে তদীয় অবয়ব-সারত্ব নির্দ্দেশ-দ্বারা দোষ-পরিহারপূর্ব্বক অপর কারণ প্রয়োগারম্ভে পূর্ব্বাপেক্ষা বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিতেছেন। হে পরম-মঙ্গলনিধান ভগবৎপ্রীতিরসজ্ঞ ভক্তবৃন্দ! সকল ফলের আধার বহু শাখা-উপশাখাসহ বৈকুণ্ঠে অধিরূঢ় বেদরূপ কল্পবৃক্ষের রসরূপ ভাগবত নামক যে ফলটি বৈকুণ্ঠ হইতে ক্রমে ক্রমে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহা পৃথিবীতে অবস্থান করিয়া আপনাদের আস্বাদ্যের অন্তর্গত করুন্। শ্রীভাগবতনামক যে শাস্ত্র আছে, তাহা স্বয়ং রসযুক্ত হইলেও রসের একলত্ব বলিতে ইচ্ছা করায় 'রস'-শব্দদ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। 'ভাগবত'-শব্দদ্বারা সেই রসের সহিত অন্য সম্বন্ধ নিষেধ করা হইয়াছে। ভাগবত 'তদীয়' বলিয়া রসকেও ভাগবতসম্বন্ধীই জানা যায়। সেই রস ভগবৎপ্রীতিময়। এই রসময় বলিয়া ভগবানে 'রস'-শব্দের প্রয়োগ করা হয়। শ্রুতি-কথিত 'রসো বৈ সঃ' এই উক্তিতে তিনিই প্রশংসিত। এস্থলে 'রসিকগণ' এই পদে প্রাচীন নবীন সংস্কারগুলির তদ্বিজ্ঞত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে, 'গলিত' এই শব্দে রসের সুপক্বতাপ্রযুক্ত অধিক স্বাদুত্ব বর্ণন করিয়া আবার শাস্ত্রপক্ষে সুনিষ্পন্ন অর্থস্বরূপ বলিয়া তাহার অধিক স্বাদুত্ব প্রদর্শিত হইল। 'রস' এই শব্দে ফলপক্ষে খোসা, আঁটি প্রভৃতি হেয়াংশশূন্যতা দেখান হইয়াছে। 'ভাগবত'-শব্দে, বেদের বিভিন্ন ফল থাকিলেও উহাই যে একমাত্র পরমফল, তাহা বলিয়া উহার পরমপুরুষস্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন। এই রূপে সেই রসাত্মক ফলটির স্বরূপতঃই বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান থাকিলেও উহার পরম উৎকর্ষ বুঝাইবার জন্য অপর এক বিশেষত্ব। এস্থলে ফলপক্ষে বলিবার অভিপ্রায় এই যে, কল্পতরুতে বাস করে বলিয়া অলৌকিকস্বরূপহেতু শুকও অমৃতমুখ। যেমন তাহার মুখস্পৃষ্ট যে ফল, তাহা বিশেষরূপে স্বাদু হয়, তদ্রূপ পরম ভাগবতগণের মুখগলিত ভগবদ্গুণানুবর্ণনও অধিকতর স্বাদু। সুতরাং তাদৃশ পরমভাগবতগণের শিরোমণি শ্রীশুকদেবের শ্রীমুখ-বিগলিত ভগবদ্গুণকীর্ত্তনের ত' কথা নাই। অতএব পরম আস্বাদনের চূড়ান্ত লাভ হইলেও স্বতঃ এবং পরতঃ তৃপ্তিও যদি না হয়, এই জন্য মোক্ষানন্দের পরও পান করিতে থাকুন, ইহা কথিত হইল। এই কথা দ্বারা অন্যবিধ আস্বাদ্য বস্তুর ন্যায় ইহার অন্য সময়েও আস্বাদন-বাহুল্যসত্ত্বেও রসের কোনপ্রকার হ্রাস হইবে না, ইহা প্রদর্শিত হইল। অথবা সেই রস ভগবতপ্রীতিময় হইলেও তাহা ভগবৎপ্রীতির উপযুক্ত ও ভগবৎপ্রীতিপরিণত-ভেদে দুইপ্রকার। তৎপর সামান্যভাবে রসত্ব বর্ণন করিয়া বিশেষরূপেও বলিতেছেন। এস্থলে 'অমৃত-দ্রব' পদে হরিলীলারসসারই কথিত হইয়াছে।

যদিও প্রীতিময়রসে শ্রেয়ঃ অবস্থিত, তথাপি এস্থলে ইহাই বিবেচ্য যে, অপ্রাকৃতরসানুভবকারিগণ 'পিবত' এই পদোপদিষ্ট স্বয়ং তদনুভবকারী ও লীলাপরিকর-ভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে লীলাপরিকরগণ অন্তরঙ্গ বলিয়া রসসার অনুভব করেন। অপর অনুভবকারিগণ বহিরঙ্গ বলিয়া যৎকিঞ্চিৎ রস অনুভব করেন। এইরূপ হইলেও নিজ অনুভবময় রসের সহিত ঐক্যহেতু ভগবদনুভবময়রসসার স্মরণ করিয়া পান করিতে থাকুন; যেহেতু, তাদৃশ বলিয়া সেই শুকমুখবিগলিত রস প্রবাহরূপে বহিয়া আসিতেছে। তাহা হইলে ভগবৎপ্রীতির পরমরসের প্রাপ্তি হইতেছে। এই অভিপ্রায় করিয়া শ্রীধরস্বামিপাদ 'ভাবুক'-শব্দে রসবিশেষ-ভাবনাচতুর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এস্থলে বৈকুণ্ঠস্থিত কল্পতরু ফলের রসমাত্ররূপও কথিত হইয়াছে, যথা হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে পঞ্চতত্ত্বনিরূপণে—

"দ্রব্যতত্ত্বং শৃণু ব্রহ্মন্ প্রবক্ষ্যামি সমাসতঃ।
সর্ব্বভোগপ্রদা যত্র পাদপাং কল্পপাদপাঃ॥
গন্ধরূপং স্বাদুরূপং দ্রব্যং পুষ্পাদিকঞ্চ যৎ।
হেয়াংশানামভাবাচ্চ রসরূপং ভবেচ্চ তৎ॥

ত্বগ্‌বীজঞ্চৈব সর্ব্বেষাং হেয়াংশং কিল যদ্ভবেৎ।
সর্ব্বং তন্তৌতিকং বিদ্ধি ন হ্যদ্ভুতময়ং হি তৎ।
রসস্তৌতিকদ্রব্যমত্র স্যাদ্রসরূপকম্ ।। ইতি ।।

বিশ্বনাথ—এইরূপে এই সর্ব্বশাস্ত্রশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতের ঈশ্বর-বশীকারিতারূপ প্রভাবময় ঐশ্বর্য্যের কথা বলিয়া এক্ষণে উহার মাধুর্য্যের কথাও বলিতেছেন। স্বীয় আশ্রিতজনগণকে বাঞ্ছিত বিবিধ পুরুষার্থরূপ ফল প্রদান করে বলিয়া বেদই কল্পবৃক্ষ। বৃক্ষত্বহেতু তৎসম্বন্ধি যে সহজাত বস্তু, তাহাই এই ভাগবত-ফল। শ্লেষোক্তি দ্বারা ইনি স্বামিরূপে স্বভক্তগণকে প্রদান করিয়াছেন। তাঁহারা ব্যতীত অন্য কাহারও ইহাতে সত্তারোপে শক্তি নাই। বৃক্ষেই পক্বতাহেতু ঐ ফল স্বয়ংই পতিত হইয়াছে, কাহারও দ্বারা বলপূর্ব্বক পাতিত হয় নাই—এই কথায় উহা যে পূর্ণস্বাদু এবং উচ্চ হইতে পতনজন্য বিদীর্ণ হয় নাই, তাহাই বলা হইল। পরমোচ্চ চূড়া শ্রীনারায়ণ হইতে ব্রহ্মার শাখায়, তাহা হইতে শ্রীনারদ-শাখায়, তাহা হইতে শ্রীব্যাস-শাখায় এবং তাহা হইতে শুকমুখস্পৃষ্ট হইয়া সূর্য্যতাপে স্থিত মধুর ন্যায় লালা বা ফেনযুক্ত। শুকই তাহা স্বীয় চঞ্চু দ্বারা অমৃত নিঃসারণ করিবার জন্য উপায় করিয়াছেন, অথচ তৎকর্ত্তৃক আস্বাদিত হওয়ায় অতি মধুর হইয়াছে। তাহা হইতে সূতপ্রভৃতি শাখায় ক্রমে ক্রমে পতিত হওয়ায় অখণ্ডিত রহিয়াছে। সেইজন্য গুরুপরম্পরা বিনা স্বীয় বুদ্ধিবলে আস্বাদন করিলে শ্রীভাগবত-ফলের আংশিক পানাসক্তি সূচিত হইয়াছে। যদি বলেন, ফল কিরূপে পান করিতে হয় ? তদুত্তর এই যে, এই ফল রসস্বরূপই, ইহাতে খোসা আঁটি প্রভৃতি হেয়াংশ নাই। মোক্ষ বা সালোক্যাদি জীবন্মুক্তাবস্থা পর্য্যন্ত পান করুন,যেহেতু সেইসকল অবস্থায়ও লীলাগানের প্রসিদ্ধি আছে। অথবা 'লয়'-শব্দে রসাস্বাদজনিত অষ্টম সাত্ত্বিকভাব প্রলয় ; তদ্দশাপর্য্যন্ত পান করুন। এই কথায় পানফলে স্তম্ভাদিসাত্ত্বিক ভাবসমূহের উদয় হয়, জানা যায়। প্রলয়দশা হইলে পানের অস্পষ্টতাহেতু যদিও বিরাম ঘটে, তাহা হইলেও প্রবুদ্ধ হইলে পুনরায় প্রলয় পর্য্যন্ত পান করিতে থাকুন, পান পরিত্যাগ করিবেন না, এই জন্য 'মুহু' এই পদ। অথবা পীত ফলের পুনঃ পানফলে আস্বাদের আধিক্যই হয় ; এই জন্য সবিস্ময়ে বলিতেছেন, 'হে রসজ্ঞগণ'—এই সম্বোধনপদে ভক্তগণ জাতরতি বলিয়া, রতি স্থায়িভাব বলিয়া এবং স্থায়িভাব আবার রস্যমান বলিয়া এস্থলে কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগিগণের কোনও দায় নাই। সেই জন্য তোমরাই কুশলী ও মঙ্গলনিধান। শ্লেষোক্তিদ্বারা ভগবানের স্বরূপটি রস বিনা অন্য কিছু নহে। তৈত্তিরীয়-উপনিষদাদি-কথিত "রসো বৈঃ সঃ" ইত্যাদিমন্ত্রসমূহে আনন্দময় হেতু সাক্ষাৎ রসই ভগবান্। এইরূপ গীতা-কথিত "আমি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা" এই শ্লোকদ্বারা শ্রীকৃষ্ণেরই ব্রহ্মাপেক্ষা প্রকৃষ্টতত্ত্ব, ভাগবতোক্ত "মল্লগণের নিকট তিনি বজ্রসদৃশ" এই শ্লোকে তাঁহাতেই সকল রসের সাক্ষাৎ উপলব্ধিহেতু এবং তাঁহাতেই মধুরাদি হয়। সকল রস মূর্ত্তিমান্ ও তাঁহারই সর্ব্বরসস্বরূপতা দৃষ্ট এজন্য শ্রীগীতায় ও শ্রীভাগবতে রসশব্দে শ্রীকৃষ্ণই ব্যাখ্যাত হইয়াছেন। "এই বিজ্ঞানময় জীবাত্মা তাঁহাকেই লাভ করিয়া আনন্দের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হন" ইত্যাদি পরবর্ত্তী-শ্রুতি দ্বারা তিনিই রস ; যেহেতু তাঁহাতেই আনন্দ-বিচার পর্য্যবসিত জানা যায়। সুতরাং সেই শ্রীকৃষ্ণরূপ ফল বেদ-কল্পদ্রুমের নিকট হইতে গলিত হইয়া অবতীর্ণ, কিন্তু তাহাতে সাক্ষাৎ অবস্থিত নাই। তজ্জন্য বেদ অন্বেষণ না করিয়া শুকমুখেই অন্বেষণ করিতে হইবে। এই ফলটি অতি সুস্বাদু জানিয়া তাহা হইতে আকর্ষণ করিয়া আনিয়া শ্রীব্যাসদেব স্নেহবশতঃ স্বীয় পুত্রের মুখেই স্থাপন করিয়াছেন। অথবা "যেষামহং প্রিয় আত্মা" ইত্যাদি শ্রীশুককথিত বাক্য প্রমাণবলে "শুকমুখাৎ" পদ হেত্বর্থে পঞ্চমী। হে ভাবুক ও রসিকগণ! তোমরা ব্রজভূমিতে উৎপন্ন হইয়া ভাগবত অর্থাৎ ভগবৎস্বরূপভূত রসমাধুর্য্য পান করিতে থাক। অথবা, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রস, যতক্ষণ আলিঙ্গনকাল, ততক্ষণ ব্যাপিয়া পান কর। অমৃত অর্থাৎ অনশ্বর যে দ্রব অর্থাৎ মন ও নয়নের ক্ষিপ্রতা, তাহার সহিত পান কর। এই কথায় অধরপান সূচিত হইয়াছে, ইহাই বেদকল্পবৃক্ষের পরিপক্ব ফল। এই ফল হইতে গোপীর আনুগত্যধর্ম্মযুক্তা রাগানুগা ভক্তি আদিষ্ট হইল ; যেহেতু বেদও সেই লোভবশেই

বৃহদ্বামনপুরাণ-কথিত তাদৃশী ভক্তি অনুষ্ঠান করিয়া ব্রজভূমিতে জন্মলাভ-পূর্ব্বক শতসহস্র গোপী হইয়া তাঁহার অধরামৃতরস পান করিয়াছিলেন। উহা বেদ-স্তুতিতে দৃষ্ট হইয়াছে, ইহাই অতি গূঢ়ার্থ। যদি বল, "আমি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা"—এই গীতোক্তি কেহ কেহ অন্যপ্রকার ব্যাখ্যা করেন, তদুত্তর এই যে, তাহা সত্য বটে, যেহেতু তাহা বেদান্ত-প্রকরণ-বহির্ভূত ও কল্পিত বলিয়া অযুক্তিই মনে হয়, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে "আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা" এই অর্থই যুক্তিযুক্ত। এস্থলে বিষ্ণুপুরাণও প্রমাণ—"শুভাশ্রয়ঃ স চিত্তস্য" এই শ্লোকের টীকায় স্বামিপাদ বলিতেছেন যে, সর্ব্বগ পরমাত্মা পরব্রহ্মেরও বিষ্ণুই আশ্রয় অর্থাৎ প্রতিষ্ঠা। এইরূপ বিষ্ণুধর্ম্মে নরক-দ্বাদশীপ্রসঙ্গেও উক্ত হইয়াছে যে, যেমন তিনি এক হইয়াও সর্ব্বাত্ম-বাসুদেব, তদ্রূপ তিনি প্রকৃতি, পুরুষ, বা জীব এবং ব্রহ্মেরও প্রভু। সেই পুরাণে অন্যত্রও আছে—"যেমন অচ্যুত তুমি পরাৎপর ব্রহ্ম হইতেও পরবস্তু ও পরমাত্মা, তদ্রূপ হে অচ্যুত, হে অপ্রমেয়, তুমি আমার বাঞ্ছিত আপদ্ দূর কর।" হরিবংশেও অর্জ্জুনের প্রতি ভগবদ্বাক্য যথা—"হে ভারত! পরাৎপর পরব্রহ্ম সকল জগৎ বিভক্ত করিয়াছেন, সেই চিদ্‌ঘন তেজঃ আমারই—ইহা তোমার জানা উচিত।" ব্রহ্মসংহিতায়ও—"যাঁহার দীপ্তি হইতে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডসমূহে অনন্ত পৃথিব্যাদি বিভূতি দ্বারা ভিন্ন, অখণ্ড অনন্ত অশেষভূত ব্রহ্ম প্রভারূপে দীপ্ত সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজন করি।" গোপালতাপনীশ্রুতিও কহিয়াছেন—"যিনি জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির অতীত হইয়া তুরীয় বা ত্রিগুণাতীত, সেই গোপালদেবকে বারংবার প্রণাম করি।

শ্রীমধ্ব—জ্ঞাতফলেও প্রশংসা ও বিধিদ্বারা ক্ষিপ্র প্রবৃত্তি হয়, ইহা প্রশংসা করিয়া বিধান করিতেছেন। শ্রীমদ্ভাগবত ফলটী ভগবৎকর্ত্তৃক গলিত হইয়া শুক-দ্বারা দ্রবীভূত অবতীর্ণ। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে কথিত হইয়াছে যে, বেদরূপ বৃক্ষের পুষ্প—ধর্ম্ম, পত্র—অর্থ, পল্লব—কাম এবং মহাফল—মোক্ষ। মহর্ষি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন ফলসমূহ পাতিত করিয়াছেন। এই পৃথিবীতে ভাগবত ও ভারত প্রভৃতি যাহা আছে, শুক প্রভৃতি মহাজনগণ সেই গুরুমুখপ্রোক্ত বেদার্থসমূহ ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিয়া রসযুক্ত করিয়াছেন। ভগবান্ বেদার্থকীর্ত্তন করিতেছেন। সজ্জনগণ মোক্ষের পরও এই সকল শাস্ত্রের রস পান করিতে থাকুন, আর মহা-তৃপ্তি লাভ করুন্। অহো! ইহাই যেন আমি দেখিতে থাকি।

শ্রীবিজয়ধ্বজ—ভক্তাকাঙ্ক্ষিতপ্রদ বেদের—পূর্ব্বে অমৃতরসযুক্ত, পশ্চাৎ শুকাচার্য্যমুখ হইতে প্রবচনে অতীব দ্রবীকৃত, ভাগবত-নামে প্রপক্বফলের মধুর রস সূক্ষ্মশরীর মোক্ষ পর্য্যন্ত শ্রবণাঞ্জলিপুটে পুনঃ পুনঃ পান কর। আহা! এই ফলের অমৃতরসাস্বাদসুখানুভব দেখ। এই রস দেবলোকে দেবগণ পান করেন, সজ্জনগণের কৃপায় পৃথিবীতে সমানীত।

বীররাঘব—বিষয়-প্রয়োজন বলিলেও প্রামাণ্য-নিশ্চয় ব্যতিরেকে শ্রবণে রুচি না হইতে পারে, এই আশঙ্কায় বেদান্তমূল বলিয়া চেতনগণকে উন্মুখ করিতেছেন। হে রসজ্ঞ ভগবদনুশীলন-তৎপর ভাবুক-গণ, বেদরূপ কল্পবৃক্ষের ফলরূপ শ্রীভাগবত-পুরাণ যাবজ্জীবন পুনঃ পুনঃ পান করুন্। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চারি পুরুষার্থ ও তাহার সাধন অববোধন দ্বারা ধর্ম্মাদি ফলজনক বলিয়া বেদের কল্পতরুত্ব। আর নিগমের বা বেদেও সারাংশরূপ বলিয়া ভাগবতকে তাহার ফল বলা হইয়াছে। ফলকে ভক্ষণ করিতে না বলিয়া পান করিতে বলা হইল কেন? তাই বলিতেছেন, আম্রাদি ফলের ন্যায় ত্বগ্ বীজাদি-রূপ অনুপাদেয় অংশ কল্পতরুর ফলে নাই, সমস্তই কেবল পেয় রস। সেইরূপ এই পুরাণে অনুপাদেয় অংশ নাই, কিন্তু সমস্তই উপাদেয়। এই পুরাণ বেদ-তরুর ফল, তাহা স্বপ্রধান প্রতিপাদ্য নিরতিশয় অনন্ত-ব্রহ্মানন্দ-সাধনভূত ভক্তিদ্বারা অবগন্তব্য। যদি বলা যায়, স্বর্গাদি তৎসাধননির্দ্দেশক বেদের পূর্ব্বভাগের বিস্তৃতি কল্পসূত্রাদিই নিগমফল, উহার নিরাসের জন্য বলিতেছেন। অমৃত-দ্রব্য-সংযুত অর্থাৎ মোক্ষসারাংশ ভক্তিরসযুক্ত, প্রীতিমদ্ ভগবৎস্মরণই ফল। এই ফল সম্যক্ জ্ঞানাত্মক, ইহা বলিবার জন্য শুকমুখগলিত বলা হইয়াছে। আর বেদবৃক্ষশাখায় অগ্রগত এই জ্ঞান-ফল অতিউচ্চস্থ হইলেও শুকমুখসম্বন্ধহেতু সুলভ।

নিগমদ্রুমের ফল, অতএব বেদমূল ; শুকমুখগলিত, অতএব কেবল নিবৃত্ত-ধর্ম্মপরায়ণ কর্ত্তৃক আস্বাদিত ও প্রামাণ্য।

বল্লভ—মুক্ত বলিয়া শ্রীব্যাসপুত্র শ্রীশুকই অধিকারী। পিতা পুত্রমুখে রসাত্মক উৎকৃষ্ট ফল প্রদান করেন, তাহা সর্ব্বেন্দ্রিয়সংবদ্ধ প্রেমরস উৎপাদন করে, তাহা একীভূত হইয়া হৃদয়ে হৃদয়ের ন্যায় থাকে। সেখানে ভাগবত-সংশ্লিষ্ট হইয়া ভক্তিরসালোড়িত মুখ হইতে নিঃসৃত হয়। বেদবৃক্ষের এরূপ ফল উৎপাদনই তাহার প্রকৃত উৎকর্ষ। অথবা ভগবানের হৃদয়ে ফলিত বেদার্থ ভক্তচিন্তা-দ্বারা ভক্তি-পরবশ ভগবানের হৃদয় হইতে আগত। অতএব অত্যন্ত বিরক্ত শুকেই গ্রন্থার্থ ফলিত, তাঁহার হৃদয়ে ভক্তিরস স্থিত ও ভাগবত অবস্থিত। এই ভাগবতরস পান করিতে হইবে, কেবল শ্রবণমাত্র কর্ত্তব্য নহে। নির্বীজ দাড়িম্বাদির ন্যায় ইহার ত্বক্ নাই, কেবল রসাত্মক। ভগবান্ রসাত্মক, 'তদীয়' বলিয়া ভাগবতও রসাত্মক। অতএব তাহা মাত্র স্পর্শন-যোগ্য নহে, কিন্তু পানযোগ্য। ইহা হইতে সর্ব্ব-প্রপঞ্চলয় হয় বা মোক্ষ হয় ; মোক্ষেচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া পান করা উচিত। পান করিতে রসজ্ঞ হওয়া আবশ্যক, অরসিক পান করিতে সমর্থ নহে। অথবা রসজ্ঞানের জন্য পান বিধান, কিন্তু প্রাকৃত কর্ণদ্বারে পান করিয়া রসাস্বাদন হয় না, অভিনিবেশশীল ভাবুক হইতে হইবে।

সিদ্ধান্তপ্রদীপ—নিগমকল্পতরুর ফল বলিয়া এই শাস্ত্রের অন্য শাস্ত্র হইতে শ্রেষ্ঠত্ব। সর্ব্ববেদসার শ্রীমদ্ভাগবতই মহাপুরাণ। সর্ব্ববেদেতিহাসের সার সমুদ্ধৃত হইয়াছে এবং অসারাংশবর্জ্জিত রসমাত্র ও মোক্ষরস-প্রতিপাদক। মুক্ত অবস্থায়ও ভাগবতরস পান করিতে হইবে। মুক্তিতেও উপাস্য উপাসক স্বরূপভেদ থাকে। ইহা মুমুক্ষুর উপকারার্থ বৈকুণ্ঠ হইতে ভগবান্ কর্ত্তৃক ব্রহ্মাদি দ্বারা পৃথিবীতে প্রবর্ত্তিত, অতএব এই শাস্ত্র বেদসারভূত ও নিত্য।

বিবৃতি-সার

এই পৃথিবীতে প্রত্যক্ষ ও অনুমানাদি অবলম্বন করিয়া জীব নানাবিধ জড়ভোগকে রস জ্ঞান করেন। রসবস্তু ইন্দ্রিয়ভোগসম্বন্ধী নশ্বর ভাবমাত্র নহে। শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'তে লিখিয়াছেন ঃ—

"ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম যশ্চমৎকারভারভূঃ।
হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ॥"

প্রত্যক্ষ জড়জ্ঞানেন্দ্রিয়দ্বারা ভোগানুভূতিতে যে ভাবনা তাৎকালিকভাবে উদিত হয়, তাহাকে অতিক্রম করিয়া চমৎকারপূর্ণ ভূমিকাই রস। উহা সত্ত্বোজ্জ্বল-হৃদয়ে আত্মবৃত্তি নির্ম্মল-সেবাদ্বারা আস্বাদিত হইয়া উত্তরোত্তর উজ্জ্বলতা লাভ করে। রসিক জনই এই রসের মালিক। রসময় কৃষ্ণচন্দ্র রসিকচূড়ামণি। তাঁহার পরিকরগণও রসিক। সেই রসিকগণ কৃষ্ণ-বিষয় রসকে পাঁচপ্রকারে আস্বাদনে সমর্থ। আশ্রয়-জাতীয় শ্রীবৃষভানুনন্দিনী-প্রমুখ যূথেশ্বরী-বর্গ ও তদনুগ অনঙ্গমঞ্জরী প্রভৃতি প্রিয়নর্ম্মসখীগণ, নন্দযশোদাদি মাতাপিতৃকুল, শ্রীদাম-সুদামাদি সখাগণ, চিত্রকবকুলাদি দাসবর্গ, গো-বেত্র-বিষাণ প্রভৃতি নিরপেক্ষ হরি-সেবারত আশ্রয়সমূহ, এই পঞ্চ-ভেদে মূল রসিকগণ রসময়ের নিত্য চিদানন্দ-সেবায় অবস্থিত। যে সকল সাধন সিদ্ধ ভক্ত এই নিত্যসিদ্ধ পার্ষদগণের একান্ত-ভাবে অনুগত হইয়া সাধনবিষয়ে বদ্ধজীবের আদর্শ হইয়াছেন, তাঁহারাও রসিকানুগত রসিক। এই রসিকভক্তগণের সেবকসম্প্রদায়ও শুদ্ধভক্তগণের দ্বারা রসিক-শব্দে সমাদৃত। শুদ্ধ জীবাত্মার বদ্ধভাবে আবদ্ধাভিমান না থাকিলে তিনি কখনই প্রাকৃত নলাদির ন্যায় ভোগময় বৈরস্যকে 'রস' বলিয়া ভ্রম করেন না।

চতুঃষষ্টি ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে পাঁচপ্রকার অঙ্গের বিশষ আছে। সেই পাঁচপ্রকার বিশেষ ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে নাম-ভজনেরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা। স্বল্পসম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া সাধুগণ নাম-ভজনে অগ্রসর হইলেই ভাবের আবির্ভাব হয়। তখন তাঁহারা সাধনপথ অতিক্রম করিয়া সিদ্ধির পথে ভাব লাভ করেন। এই ভাব ঘনীভূত হইয়াই প্রেমভক্তিরসে পর্য্যবসিত হয়। জাতরতি ব্যক্তিই ভাবের অধিকারী, তাহাতে নিষ্ঠার পূর্ব্বাবস্থায় কোন অনর্থাদি পরিদৃষ্ট হয় না। সেই ভাবুকগণ

স্থায়ী ভাবরতিতে সামগ্রীচতুষ্টয়ের যোগে রসে নিমগ্ন হন।

ভাবুক ও রসিকগণ নিত্যকাল এই ভাগবতরস পান করুন্। মুক্ত-অবস্থায় রসিকশেখর কৃষ্ণের প্রেমভক্তি-রসসেবা নিত্য প্রকটিতা। প্রত্যক্ষ ও অনুমানবাদিগণ দৃশ্যজগতের নশ্বরভাবে অবস্থিত হইয়া কৃষ্ণসেবায় স্ব-স্ব জাতরাগ প্রদর্শন করিতে অসমর্থ। জাতানুরাগ ভাবুকগণই উন্নত-অবস্থায় রসাবলম্বনে রসিকশেখরের সেবা-রস আস্বাদন করিতে সমর্থ। অনর্থযুক্ত বদ্ধজীব ভাব ও রসের উদ্দেশ্য লাভ করিতে অসমর্থ। তাহারা প্রাকৃত-সাহজিক-বিচার-অবলম্বনে যে বহিঃপ্রজ্ঞা-চালিত হইয়া ইন্দ্রিয়পরায়ণ হন, তাহাদিগকে নিরাস করিবার অভিপ্রায়েই শ্রীমদ্ভাগবত প্রয়োজনতত্ত্ব পরিচয়ে এই তৃতীয় শ্লোকের অবতারণা করিয়াছেন।

বদ্ধজীব প্রাকৃত-জ্ঞানে ইহাই বিচার করেন যে, মুক্ত অবস্থায় লীলা-বৈচিত্র্য নাই। 'লয়' বলিতে তাঁহারা অচিন্মাত্র বা চিন্মাত্র বুঝেন। হরিরসমদিরামত্ত জনগণের নিত্যবৃত্তিতে যে চিত্তাপিতোন্মাদ সর্ব্বদা অবস্থিত, ইহা মায়াবাদী বা কেবল-ব্রহ্মবাদী বা-কৈবল্যপ্রার্থী যোগী ধারণা করিতে অসমর্থ। ভাবুক ও রসিক ভক্তগণের মুক্ত অবস্থার স্বাভাবিক বৃত্তিই রসিকশেখরের সেবামগ্ন হইয়া রসাস্বাদন। বুভুক্ষু ও মুমুক্ষু স্ব-স্ব-অনর্থময়ী দৃষ্টিতে চিদ্‌বিলাসবিচিত্রতার নিত্য প্রাকট্য বুঝিতে পারেন না। এজন্য তাঁহারা বলেন যে, অত্যন্ত মুক্ত-অবস্থায় বিষয়-আশ্রয়-সম্বন্ধ-রূপ বিভাগ-সামগ্রীর অধিষ্ঠান নাই। ঐ প্রকার প্রলাপোক্তি অগ্রাহ্য করিয়া ত্রিদণ্ডী বিষ্ণুস্বামিসম্প্রদায়ের অধস্তন আচার্য্য শ্রীধর স্বামিপাদ সর্ব্বজ্ঞ সূক্ত উদ্ধার করিয়া বলেন, "মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে।" অনর্থযুক্ত বদ্ধানুভূতিতে যে আকারাদিসম্পন্ন বিগ্রহ সেবিত হন, তাহাতে সাধকের দৃষ্টিতে প্রাকৃত-ভাবের সমাবেশ ন্যূনাধিক বর্ত্তমান।

শ্রীমদ্ভাগবত বেদশাস্ত্রের প্রয়োজননিরূপক গ্রন্থ। সেই জন্য বেদশাস্ত্রকে বৃক্ষের সহিত উপমা দিয়া সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনাত্মক বেদবৃক্ষের ফলরূপে শ্রীমদ্ভাগবতকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভক্তসম্প্রদায় ব্যতীত অভক্তগণের বিচারে চারিপুরুষার্থকেই বেদের ফল বলা হইয়াছে। এই কুমত ভাগবতে নিরস্ত হইয়াছে। আবার উপাস্যের বিভিন্ন পর্যায়ে বিষয়-আশ্রয়োত্থ অর্থাৎ সেব্যসেবক-ভাবের উৎকর্ষ-বিচারকে পুষ্পিত, মুকুলিত, বর্দ্ধিত, পরিপুষ্ট ও প্রপক্ব অবস্থার সহিত তুলনা। নিত্যলীলাবৈচিত্র্যের বিকৃত-ফলন-রূপ এই জগতে প্রত্যেক জীব অন্যান্য জীবের সহিত পাঁচপ্রকার সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া পরস্পর অনুরক্ত। তটস্থ হইয়া তাদৃশ সম্বন্ধগুলির তারতম্য-বিচারে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চরসের মধ্যে তারতম্য নির্ণয়ে মধুরাভ্যন্তরেই অপর রস-চতুষ্টয় অবস্থিত এবং মধুরের চমৎকারিতা অন্যান্য রস অপেক্ষা অধিকতর উপাদেয় বিচারিত হয়। যদিও বদ্ধজীব জগতে ত্রিতাপদগ্ধ হইয়া বৈকুণ্ঠপ্রতিফলিত শান্তকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠরসমনে করেন, তথাপি সচ্চিদানন্দানুভূতি যাঁহাদের ভাগ্যক্রমে প্রকাশিত হইয়াছে, তাঁহারাই মধুররসের তারতম্য গ্রহণ করিতে সমর্থ। তরুণ, কষায়, পক্ব ও প্রপক্ব-ভেদে পরপর উৎকর্ষ ও উপযোগিতা-বিচারে মধুর-রসের পরমচমৎকারিণী লীলাকথা, এই প্রয়োজন-শাস্ত্রে বর্ণিত হওয়ায় ইহাই প্রপক্বফলরূপে কথিত হইয়াছে।

ভগবদাবেশ-অবতার শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস স্বীয় পুত্র আকুমার ব্রহ্মচারী শ্রীশুকদেবকে এই শাস্ত্র পাঠ করাইয়াছিলেন। সেই শ্রীশুকদেবের নিকট হইতেই শ্রীসূত ইহা শ্রবণ করেন এবং তাঁহার নিকট হইতে শৌনকাদি ঋষিগণ শ্রবণ করেন। পরে এই গ্রন্থই ভাবুক ও রসিক ভক্তগণের নিরন্তর আস্বাদনের বিষয় হইয়াছে। শ্রীব্যাসের প্রণীত শাস্ত্রই অবিনাশী এবং শুকের সেই শাস্ত্রাধ্যয়ন-অনুভবে আমরা চিন্ময়রসোদ্বেলিত তারল্য উপলব্ধি করি। আস্বাদন ও সহজ গ্রহণে কোনরূপ কাঠিন্য নাই। বর্ণনীয় বিষয় কৃষ্ণ-কথা হওয়ায় পরমসুখসেব্য ও নিত্য চিন্ময় বিচিত্রতা-যুক্ত। অজ্ঞান বা অনর্থ দ্বারা কোন সময়েই বিক্ষিপ্ত হইবার দুর্ভাগ্য নাই ॥ ৩ ॥

ওঁ নৈমিশেঽনিমিষক্ষেত্রে ঋষয়ঃ শৌনকাদয়ঃ।
সত্রং স্বর্গায়লোকায় সহস্রসমমাসত ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—ওঁ (মঙ্গলবাচকঃ প্রণবঃ) শৌনকাদয়ঃ ঋষয়ঃ (মুনয়ঃ) স্বর্গায়লোকায় (স্বঃ স্বর্গে গীয়তে ইতি স্বর্গায়ো হরিঃ স এব লোকঃ ভক্তানাং নিবাসস্থানং তস্মৈ তৎপ্রাপ্তয়ে) অনিমিষক্ষেত্রে (বিষ্ণুতীর্থে) নৈমিশে (নৈমিশারণ্যে) সহস্রসমং (সহস্রবর্ষব্যাপি)সত্রং (যজ্ঞং) আসত (অকুর্ব্বত, যদ্বা যজ্ঞকর্ম্মোদ্দিশ্য উপাবিশন্) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—(সর্ব্বপ্রথমে শাস্ত্রারম্ভে মঙ্গলবাচক প্রণব)। শৌনকাদি ঋষিগণ হরিলোকপ্রাপ্তির নিমিত্ত বিষ্ণুতীর্থ নৈমিশারণ্যে সহস্র-বর্ষব্যাপী যজ্ঞ অনুষ্ঠান আরম্ভ করিয়াছিলেন ॥ ৪ ॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তি-টীকা

প্রণম্য শ্রীগুরুং ভূয়ঃ শ্রীকৃষ্ণং করুণার্ণবম্।
লোকনাথং জগচ্চক্ষুঃ শ্রীশুকং তমুপাশ্রয়ে ॥ ১ ॥
তমশ্ছন্নদৃশাং যৈর্নঃ কৃতে ভাবার্থদীপিকা।
কৃতা কৃপালবস্তেঽত্র শ্রীধরস্বামিনো গতিঃ ॥ ২ ॥
ব্যাখ্যা লেখ্যা তদীয়া যা ভক্তচিত্তপ্রমোদিনী।
কাচিৎ প্রভুণাং কাচিৎ তু শ্রীমদ্গুরুকৃপোদিতা ॥৩॥

তদেবং শ্রোতৄনভিমুখীকৃত্য শ্রীভাগবতকথারম্ভে পুনর্মঙ্গলমাচরতি—ওমিতি ; যদুক্তং,—"ওঁকারশ্চাথশব্দশ্চ দ্বাবেতৌ ব্রহ্মণঃ পুরা। কণ্ঠং ভিত্ত্বা বিনির্যাতৌ তেন মাঙ্গলিকা বুভৌ" ইতি॥ শাস্ত্রস্যাস্য প্রণবার্থবিবৃতিরূপত্বং সূচয়তি—নৈমিশ ইতি ; ব্রহ্মণা সৃষ্টস্য মনোময়চক্রস্য নেমিঃ শীর্য্যতে যত্র তন্নেমিশং, নেমিশমেব নৈমিশং ; তথাচ বায়বীয়ে,—"এতন্মনোময়ং চক্রং ময়া সৃষ্টং বিসৃজ্যতে। যত্রাস্য শীর্য্যতে নেমিঃ স দেশস্তপসঃ শুভঃ। ইত্যুক্ত্বা সূর্য্যসঙ্কাশং চক্রং সৃষ্ট্বা মনোময়ং। প্রণিপত্য মহাদেবং বিসসর্জ্জ পিতামহঃ॥ তেঽপি হৃষ্টতরা বিপ্রাঃ প্রণম্য জগতাং প্রভুং। প্রযযুস্তস্য চক্রস্য যত্র নেমির্ব্যশীর্য্যত। তদ্বনং তেন বিখ্যাতং নৈমিশং মুনিপূজিতম্"॥ ইতি। বিবিধ ভক্তিবাসনাবতাং জনানাং মধ্যে যস্য যস্য যত্র যত্রৈব স্থলে শাম্যদ্বেগং মনঃ স্থিরীভবতি, তস্য তস্য তত্র তত্রৈব শ্রীমদ্ভাগবতার্থাবগাহনেন স্বাভীপ্সিতং সিধ্যতীত্যেতন্মাত্রবিবক্ষয়া প্রথমত এব শাস্ত্রস্য নৈমিশইত্যন্বর্থপদস্য ন্যাসো জ্ঞেয়ঃ। মূর্দ্ধণ্যষকারান্তপাঠে বরাহ-পুরাণোক্তং দ্রষ্টব্যং ; তথাহি গৌরমুখমৃষিং প্রতি ভগবদ্বাক্যং,—"এবং কৃত্বা ততো দেবো মুনিং গৌরমুখং তদা। উবাচ নিমিষেণেদং নিহতং দানবং বলম্ ॥ অরণ্যেঽস্মিংস্ততস্ত্বেতন্নৈমিষারণ্যসংজ্ঞিতম্। ভবিষ্যতি যথার্থং বৈ ব্রাহ্মণানাং বিশেষকম্" ॥ ইতি। অত্রাপি পাঠে যত্র কামাদীন্ শত্রূন্ শীঘ্রমেব নিহন্তুং প্রভবেৎ তত্রৈব বসেদিতি বিবক্ষিতং। স্বর্গায়েতি—প্রথমং শৌনকাদীনাং সকামকর্ম্মপরত্বমেবাসীৎ, রোমহর্ষণসঙ্গেন ততো নানাপুরাণাদিশাস্ত্রশ্রবণমননাদিভির্জিজ্ঞাসুত্বমিতি প্রসিদ্ধিঃ ; ততশ্চ সাধোরুগ্রশ্রবসঃ সঙ্গেন ভক্তিরসে স্পৃহা। যদুক্তং (ভাঃ ১।১৮।১২)—"কর্ম্মাণ্যস্মিন্নাশ্বাসে ধূমধূম্রাত্মনাং ভবান্। আপায়য়তি গোবিন্দপাদপদ্মা-সবং মধ্ব" ॥ ইতি। ততশ্চ জিজ্ঞাসুত্বমপি শিথিলীকুর্ব্বতাং তেষাং ভক্তৌ প্রবেশে স্বর্গার্থকং সত্রং তচ্চ মিষমেবাভূৎ। যদুক্তং (ভাঃ ১।১।২১) "কথায়াং সক্ষণা হরেঃ" ইতি। এতচ্চ শ্রীভাগবত-শ্রোতৃষু তেষু কর্ম্মিষু কর্ম্মনিষ্ঠাব্যবধানেন ভক্তেঃ প্রভাবদ্যোতনং,তথৈব শ্রীভাগবতবক্তরি শ্রীশুকদেবেঽপি (ভাঃ ২।১।৯) "পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈর্গুণ্যে" ইত্যাদিভির্ব্রহ্ম-পরিনিষ্ঠাব্যবধানেনেতি ; যদ্বা, স্বঃ স্বর্গে গীয়তে ইতি স্বর্গায়ো হরিঃ উরুগায় ইতিবৎ তস্য লোকো বৈকুণ্ঠস্তস্মৈ। অনিমিষো বিষ্ণুঃ তস্য ক্ষেত্রেঽস্মিন্ বৈষ্ণবে বয়মিতি তেষামুক্তেঃ সহস্রং সমাঃ সম্বৎসরাঃ অনুষ্ঠানকালা যস্য তৎ সত্রসংজ্ঞং কর্ম্ম উদ্দিশ্য আসত উপবিবিশু ; যদ্বা, আসত অকুর্ব্বত অগ্নিষ্টোমীয়-পশোরালভনমালভতে। অমাবস্যায়াং পিতৃভ্যঃ শ্রাদ্ধং নির্ব্বপতি। অষ্টবর্ষায়াঃ কন্যায়াঃ পাণিগ্রহণমুপযন্তীতিবৎ। ধাত্বর্থস্য ব্যধাৎ তৎসামান্যকৃঞর্থ এবাত্রাসধাতুর্বর্ত্তিতঃ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—(অধ্যায়ের মধ্যে পুনরায় ওঁ-কারের দ্বারা মঙ্গলাচরণ করায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদও আবার মঙ্গলাচরণ করিতেছেন।)

শ্রীগুরুপাদপদ্মে বারম্বার প্রণতিপূর্ব্বক করুণাসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণের এবং লোকরক্ষক, জগতের চক্ষুঃসদৃশ সেই শ্রীশুকদেবের আমি আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি ॥ ১ ॥

তমোগুণাচ্ছন্ন-দৃষ্টি আমাদের জন্য যিনি 'ভাবার্থ-দীপিকা' (তন্নামক শ্রীভাগবতের টীকা)

প্রণয়ন করিয়াছেন, এখানে পরম কৃপালু সেই শ্রীধর-স্বামিপাদ আমার গতি ॥ ২ ॥

তাঁহার ভক্তচিত্তের আনন্দ-দায়িনী ব্যাখ্যা, (শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীজীব প্রভৃতি) প্রভুগণের ব্যাখ্যা এবং শ্রীমদ্ গুরুদেবের কৃপা অবলম্বন করিয়া আমি শ্রীভাগবতের ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হইতেছি ॥ ৩ ॥

পূর্ব্বে মঙ্গলাচরণের দ্বারা শ্রোতৃবর্গকে স্বাভিমুখ করিয়া শ্রীভাগবতের কথার প্রারম্ভে পুনরায় মঙ্গলাচরণ করিতেছেন—'ওঁ'—এই পদে। উক্ত হইয়াছে—'ওঁ-কার ও অথ-শব্দ পূর্ব্বে ব্রহ্মার কণ্ঠ ভেদ করিয়া বিনির্গত হইয়াছিল, সেইজন্য এই দুইটি শব্দ মাঙ্গলিক।' ইহার দ্বারা এই ভাগবত শাস্ত্রের প্রণবের অর্থ-বিস্তারকারিত্ব সূচিত হইয়াছে। 'নৈমিশ'—শব্দের অর্থ—ব্রহ্মাকর্ত্তৃক সৃষ্ট মনোময় চক্রের নেমি যে-স্থানে কুণ্ঠিত হইয়াছে, তাহা নেমিশ, নেমিশই 'নৈমিশ' নামে অভিহিত। বায়ু-পুরাণে দৃষ্ট হয়—'এই মনোময় চক্র আমা-কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়া নিক্ষিপ্ত হইতেছে, যে দেশে ইহার নেমি (চক্র-পরিধি) কুণ্ঠিত হইবে, সেই দেশ তপস্যার পক্ষে শুভদায়ক। ইহা বলিয়া পিতামহ (ব্রহ্মা) মহাদেবকে প্রণামপূর্ব্বক সূর্য্যতুল্য স্ব-সৃষ্ট সেই মনোময় চক্র নিক্ষেপ করিলেন। সেই বিপ্রগণও হৃষ্টচিত্তে জগতের প্রভু ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া সেখানে গমন করিলেন, যেখানে চক্রের নেমি কুণ্ঠিত হইয়াছে। এইজন্য মুনি-পূজিত সেই বন 'নৈমিশ'—নামে বিখ্যাত।' বিবিধ ভক্তি-বাসনাযুক্ত জনসমূহের মধ্যে যাহার যাহার যে যে স্থলে বেগ-রহিত মন স্থির হয়, তাহার তাহার সেই সেই স্থানেই শ্রীমদ্ভাগবতার্থের অবগাহনের দ্বারা স্বাভিলাষ সিদ্ধ হয়—এই মাত্র বলিবার জন্য প্রথমেই 'নৈমিশ'—এই অর্থযুক্ত পদ শাস্ত্রে প্রযুক্ত হইয়াছে, জানিতে হইবে। 'নৈমিষ'—শব্দে মূর্দ্ধণ্যষকার পাঠ গ্রহণ করিলে বরাহ-পুরাণে গৌরমুখ ঋষির প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি দ্রষ্টব্য—'এইরূপ করিয়া তারপর দেব শ্রীভগবান্ গৌরমুখ মুনিকে বলিলেন,—নিমিষকাল-মধ্যে এই বনে দানব-বল নিহত হইয়াছে, অতএব ইহা 'নৈমিষারণ্য' নামে খ্যাত, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণের এখানে যথার্থ সিদ্ধ হইবে।' এই 'নৈমিষ'—পাঠে, যেখানে কামাদি শত্রুগণকে শীঘ্রই বিনাশ করা যায়, সেখানেই বাস করা কর্ত্তব্য, ইহা বিবক্ষিত হইয়াছে।

'স্বর্গায়'—অর্থাৎ স্বর্গকামনায় এই পদের দ্বারা জানা যায়—প্রথমতঃ শৌনকাদি মুনিগণের সকাম কর্ম্ম-পরত্বই ছিল। তৎপর রোমহর্ষণের সঙ্গ-বশতঃ নানা পুরাণাদি শাস্ত্রের শ্রবণ মননাদির দ্বারা তাঁহারা জিজ্ঞাসু হইয়াছিলেন—ইহা প্রসিদ্ধি রহিয়াছে। অনন্তর পরম ভাগবত উগ্রশ্রবা শ্রীসূত গোস্বামীর সঙ্গলাভে তাঁহাদের ভক্তিরসে স্পৃহা হয়। শ্রীভাগবতে তাঁহারাই বলিয়াছেন—'অনিশ্চয়াত্মক (অর্থাৎ যাহার ফলের কোন নিশ্চয়তা নাই) এই যজ্ঞকর্ম্মে ধূমের দ্বারা বিবর্ণ দেহ আমাদের আপনি শ্রীগোবিন্দ-পাদ-পদ্মের মধুর মকরন্দ পান করাইতেছেন।' তারপর জিজ্ঞাসুত্বও তাঁহাদের শিথিল হইয়া ভক্তিরাজ্যে প্রবিষ্ট হইলে, সেই যজ্ঞও একটি উপলক্ষ্য-মাত্র (বাহিরে লোক-দেখান মত) হইয়াছিল, যেহেতু তাঁহারাই বলিয়াছেন—'দীর্ঘকাল ব্যাপী যজ্ঞোপলক্ষ্যে আমরা উপবিষ্ট রহিয়াছি, এক্ষণে আমাদের শ্রীহরি-কথা শ্রবণের অবসর হইয়াছে।' ইহার দ্বারা শ্রীভাগবত-শ্রোতা সেই কর্মিগণের কর্ম্মনিষ্ঠার আবরণ করাইয়া ভক্তির প্রভাবের প্রকাশ পাইয়াছে। সেইরূপ শ্রীভাগবতের বক্তা শ্রীশুকদেবেরও ব্রহ্ম-পরিনিষ্ঠার ব্যবধান দেখা যায়। তিনি স্বয়ংই শ্রীভাগবতে বলিয়াছেন—'হে রাজন্, আমি নির্গুণ ব্রহ্মে অবস্থিত ছিলাম সত্য, কিন্তু উত্তমঃশ্লোক ভগবানের লীলা আমার চিত্তকে আকর্ষণ করিয়াছিল, তাহাতেই আমার এই আখ্যান অধ্যয়ন করা হয়।'

অথবা 'স্বর্গায়-লোকায়'—কথার অর্থ, স্বর্গে যঁাহার যশ গীত হয়, তিনি স্বর্গায় অর্থাৎ শ্রীহরি, 'উরুগায়'—এই শব্দের মত। তাঁহার লোক বৈকুণ্ঠ, সেই বিষ্ণুধামে গমনের অভিলাষেই তাঁহাদের এই যজ্ঞাদি। 'অনিমিষ-ক্ষেত্রে'—শব্দের অর্থ—অনিমিষ শব্দে বিষ্ণু, তাঁহার ক্ষেত্রে। সেই শৌনকাদি মুনিগণও বলিয়াছেন—'কলিযুগ আগত জানিয়া আমরা এই বৈষ্ণবক্ষেত্র নৈমিষারণ্যে আসিয়া উপবিষ্ট হইয়াছি।' সহস্র-বর্ষ-ব্যাপী 'সত্র'—নামক যজ্ঞ-কর্ম্মের উদ্দেশ্যে তাঁহারা উপবেশন করিয়াছিলেন। অথবা 'আসত'-শব্দের অর্থ 'অকুর্ব্বত' অর্থাৎ করিয়াছিলেন। 'অগ্নি-

ষ্টৌমীয়'—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের মত 'আস'—ধাতু এখানে কৃঞ্চর্থ-প্রতিপাদক ॥ ৪ ॥

মধ্ব—প্রকারান্তরেণ পুরুষার্থশঙ্ক নিবৃত্ত্যর্থমাখ্যায়িকা পাদ্মে চ—

আখ্যায়িকাঃ প্রদর্শ্যন্তে সর্ব্ববেদেষু সর্ব্বশঃ।
দ্যোতয়ন্ত্যস্ত মহতাং তাৎপর্য্যাং তত্র তত্র হ॥
অলাভঃ পুরুষার্থস্য প্রোক্তমর্থমৃতে ত্বিতি।
দ্যোতনায় মহারাজ শ্রদ্ধাবৃদ্ধ্যর্থমেব চ
॥ ইতি ॥ ৪ ॥

তথ্য—ওঁ বা প্রণবমুখে শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্রের প্রারম্ভ, তজ্জন্যই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রণবের অর্থবিস্তারকারিত্ব সূচিত হইয়াছে। পুরাকালে ব্রহ্মার কণ্ঠ ভেদ করিয়া 'ওঁ' এবং 'অথ' এই শব্দ দ্বয় বিনির্গত হয়, তজ্জন্য এই শব্দদ্বয় উভয়েই মঙ্গলশংসী।

'নৈমিশ'-শব্দের আকর-নির্ণয়ে বায়ুপুরাণ বলেন,—ব্রহ্মার সৃষ্ট মনোময় চক্রের নেমি অর্থাৎ চক্রপরিধি যেদেশে কুণ্ঠিত হয়, সেই মুনিপূজিত পবিত্র তপোময় বনভূমিই 'নৈমিশ'। মানবের অক্ষজজ্ঞান যে স্থলে গমন করিয়া প্রাকৃত জ্ঞানসীমার অবধি লাভ করে, তৎসন্নিহিত অধোক্ষজের সেবাভূমিতে মনশ্চক্র বা প্রাকৃতজ্ঞান স্তব্ধ হয়, সেখানেই শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনীয় বাস্তববেদ্য চিন্ময় ভূমির বিশিষ্টক্ষেত্রদর্শন জন্য দেবপ্রেরিত সুদর্শনের নেমি যথায় কুণ্ঠিত, তাহাই 'নৈমিষ'। 'নৈমিষ'-শব্দে মূর্দ্ধণ্যষকার গ্রহণ করিলে বরাহপুরাণ-লিখিত গৌরমুখ-ঋষির প্রতি ভগবানের বাক্য আকর বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায়। ভগবান্ নিমিষকাল-মধ্যে এই অরণ্যে দানব-বল নিহত করেন বলিয়া এই স্থানের নাম 'নৈমিষারণ্য' হইয়াছে। বিজয়-ধ্বজ বলেন, নিমিষ—ঋষিসেব্য ফল; নিমিষ-নামক ঋষির তপোভূমি নৈমিষ; নেমি-শব্দে তিনিশ বৃক্ষও বটে। তিনিশ-বৃক্ষ-পূর্ণ বনকেও সাধারণে নৈমিশারণ্য বলে। মানবের কামাদি শত্রুগণ দানব। ভক্তিবাসনাবিশিষ্ট জনগণ যে-স্থলে হরিকথা কীর্ত্তন-শ্রবণাদি দ্বারা প্রাকৃত বিষয়ভোগ-বাসনা পরিহার করেন, সেইস্থলই শ্রীভাগবত-গানের ক্ষেত্র নৈমিষারণ্য। বীররাঘব 'নৈমিশ' পাঠে 'ভগবানের সান্নিধ্য-বিশিষ্ট' অর্থ করিয়াছেন। অনিমিষ-শব্দে বিষ্ণু। বিষ্ণুর ঈক্ষণ প্রাকৃত-চক্ষুর আবরণ-পত্রের ন্যায় বাধা প্রাপ্ত হয় না। বিষ্ণুক্ষেত্র অপ্রাকৃত, তথায় জীবের অবিদ্যা, তদ্রূপবৈভব-বৈকুণ্ঠ-বস্তুকে আবরণ করিতে সমর্থ হয় না। বিজয়ধ্বজ বলেন,—যেখানে নৃসিংহদেবাদির আবাসস্থল, তাহাই অনিমিষ-ক্ষেত্র।

'সত্র'-শব্দে সিদ্ধান্তপ্রদীপ বলিতেছেন—"কর্ত্তারো বহবো যত্র হীজ্যন্তে বহবস্তথা। বহুভ্যো দীয়তে যত্র তৎ সত্রমভীধীয়তে॥" বীররাঘব বলেন,—পরমপদসাধনোপযোগী সত্র। যে বৈষ্ণবগণ বলেন, 'দশাশ্বমেধী পুনরেতি জন্ম কৃষ্ণপ্রণামী ন পুনর্ভবায়,' তাঁহারা কামনাময় স্বর্গ লক্ষ্য করেন না। তাঁহাদের সত্র-শব্দে ভগবৎগুণানুভবাত্মক ব্রহ্মসত্র বুঝায়। (ভাঃ ১০।৮৭। ৭) "তুল্যশ্রুততপঃশীলাস্তুল্যস্বীয়ারিমধ্যমাঃ। অপি চক্রুঃ প্রবচনমেকং শুশ্রূষবোঽপরে॥" বহুজন একত্র হইয়া কীর্ত্তন-যজ্ঞ অথবা সমান-ধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যে কেহ শ্রোতা এবং কেহ বক্তা হইয়া হরিগুণগান করেন। কর্ম্মসত্র ও ব্রহ্মসত্রে ভেদ আছে। সুজনগণকে ত্রাণ করেন যে অনুষ্ঠান, সদ্ বা ব্রহ্ম হইতে ইহার ত্রাণ প্রশস্ততর কর্ম্ম বা সুশ্রেষ্ঠ। 'স্বর্গায়'-শব্দে স্বর্গে যাঁহার গীত হয় অর্থাৎ হরি। হরিই ভক্তগণের আশ্রয় বা নিবাস-স্থল। স্বর হইতে বিষ্ণু, তদ্দ্বারা প্রাপ্তলোক বৈকুণ্ঠ। সদানন্দজ্ঞানময়মূর্ত্তিবিশিষ্ট স্বর্গই বিষ্ণু। স্বরই বিষ্ণু। সেই বিষ্ণুকে প্রাপ্ত করায় বা জ্ঞাপনকারীই স্বর্গ অর্থাৎ ভগবদানন্দাংশভূত পরমপদ—নিরতিশয় আনন্দময়।

ভগবল্লোক—মুদ্গলোপাখ্যানে,—"ব্রহ্মণঃ সদনাদূর্দ্ধ্বং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্। শুদ্ধং সনাতনং জ্যোতিঃ পরং ব্রহ্মেতি যদ্বিদুঃ॥ জাপকোপাখ্যানে,—"এতে বৈ নিরয়াস্তাত লোকস্য পরমাত্মনঃ। অভয়ঞ্চানিমিত্তঞ্চ ন তৎ ক্লেশসমাবৃতম্॥"

শুনকের পুত্র শৌনক। মহাভারত অনুশাসনপর্ব্ব ৩০ অধ্যায়,—"এবং বিপ্রত্বমগমদ্ বীতহব্যো নরাধিপঃ। ভৃগোঃ প্রসাদাদ্ রাজেন্দ্র ক্ষত্রিয়ঃ ক্ষত্রিয়র্ষভ। তস্য গৃৎসমদঃ পুত্রো রূপেনেন্দ্র ইবাপরঃ। প্রমদ্বরায়াস্তু রুরোঃ পুত্রঃ সমুদপদ্যত। শুনকো নাম বিপ্রর্ষির্যস্য পুত্রোঽথ শৌনকঃ॥" ভাগবতে ৯ম স্কন্ধে ১৩ অধ্যায়ে,—"নিমিরিক্ষ্বাকুতনয়ো বশিষ্ঠমবৃতর্ত্বিজম্। শ্রুতস্ততো জয়স্তস্মাৎ বিজয়োঽস্মাদৃতঃ সুতঃ। শুনকস্তৎসুতো যজ্ঞে বীতিহব্যো ধৃতিস্ততঃ॥" ৯ম

স্কন্ধে ১৭ অধ্যায়ে,—কাশ্যঃ কুশো গৃৎসমদ ইতি গৃৎ-সমদাদভূৎ। শুনকঃ শৌনকো যস্য বহ্বৃচপ্রবরো মুনিঃ॥" হরিবংশে ২৯ অধ্যায়ে,—"পুত্রো গৃৎসমদস্যাপি শুনকো যস্য শৌনকোঃ। ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্যাঃ শূদ্রাস্তথৈব চ॥" নীলকণ্ঠটীকা,—"গৃৎসমদসন্ততৌ শুনকাদয়ো ব্রাহ্মণা অন্যে ক্ষত্রিয়াদয়শ্চ শূদ্রান্তাঃ পুত্রা জাতাঃ।" ভাঃ ১ম স্কন্ধে ৪র্থ অধ্যায়ে,—"বৃদ্ধঃ কুলপতিঃ সূতং বহ্বৃচঃ শৌনকোঽব্রবীৎ॥"৪॥

বিবৃতি। নৈমিষারণ্য-নামক বিষ্ণুক্ষেত্রে শৌনকাদি ঋষিগণ অপ্রাকৃত হরিলোকলাভের উদ্দেশ্যে সহস্রবর্ষব্যাপী যজ্ঞ করিয়াছিলেন। যাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রোতা, তাঁহাদিগের প্রাকৃত-চেষ্টা-দ্বারা প্রাকৃত আধারে স্থিত হইয়া অপ্রাকৃত-ধামলাভের যোগ্যতা হয় না। এজন্য যেখানে ইন্দ্রিয়জজ্ঞান অর্থাৎ ভোগ নিরস্ত হইয়াছে, সেই বিষ্ণুক্ষেত্রে উপবিষ্ট হইয়া হরিসেবনোদ্দেশ্যে বহুকাল যজ্ঞ করিতে প্রস্তুত হওয়ায় শ্রীমদ্ভাগবত তাঁহাদিগের নিকট কীর্ত্তিত হন। অসম্প্রসারিত ভগবন্নামই প্রণব। প্রণবমুখে এই বেদান্ত-ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভ॥ ৪॥

ত একদা তু মুনয়ঃ প্রাতর্হুতহুতাগ্নয়ঃ।
সৎকৃতং সূতমাসীনং পপ্রচ্ছুরিদমাদরাৎ॥৫॥

অন্বয়ঃ—একদা প্রাতঃ (প্রাতঃকালে) হুতহুতাগ্নয়ঃ (হুতা এব হুতা অগ্নয়ঃ যৈস্তে কৃত-নিত্যনৈমিত্তিকহোমাঃ) তে মুনয়ঃ (শৌনকাদয়ঃ) সৎকৃতং (সমাদৃতম্) আসীনং (উপবিষ্টং) সূতং (তদাখ্যং মহাভাগবতং শ্রীব্যাসশিষ্যম্) ইদং (বক্ষ্যমানং বচঃ) আদরাৎ (আদরং কৃত্বা) পপ্রচ্ছুঃ (জিজ্ঞাসয়ামাসুঃ)॥ ৫॥

বঙ্গানুবাদ—একদা প্রাতঃকালে সেই শৌনকাদি ঋষিগণ ঘৃতাহুত অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া সমাদৃত আসনোপবিষ্ট শ্রীব্যাসশিষ্য মহাভাগবত শ্রীসূতকে আদর করিয়া এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন॥ ৫॥

বিশ্বনাথ। হুতা এব হুতা অগ্নয়ো যৈস্তে॥ ৫॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রাতঃকালে ঘৃতাহুত অগ্নিতে যাঁহারা নিত্যনৈমিত্তিক হোমকর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছেন, সেই শৌনকাদি মুনিগণ॥ ৫॥

তথ্য—সাগ্নিক ব্রাহ্মণগণ প্রাতঃকাল হইতে আহবনীয় প্রভৃতি অগ্নির যোগে বৈদিক-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন; তাঁহারা নিত্যনৈমিত্তিক হোমসাধনে পারদর্শী।

'সৎকৃত'-শব্দে যথোচিত বহুমত অথবা যোগ্য সৎকার-সমূহদ্বারা পূজিত॥ ৫॥

শ্রীঋষয়ঃ উচুঃ—

ত্বয়া খলু পুরাণানি সেতিহাসানি চানঘ।
আখ্যাতান্যপ্যধীতানি ধর্ম্মশাস্ত্রাণি যান্যুত॥৬॥

অন্বয়ঃ—হে অনঘ! (নিষ্পাপ!) ত্বয়া (ভবতা) সেতিহাসানি (ভারতাদি-সহিতানি) পুরাণানি (অষ্টাদশ-পুরাণানি) উত (অপি চ) যানি ধর্ম্মশাস্ত্রাণি (মন্বত্রি-বিষ্ণুহারীত-সংহিতাদীনি) (তানি) খলু (নিশ্চয়ার্থে) অধীতানি (গুরোঃ সকাশাৎ যত্নতঃ পঠিতানি) অপি (ন কেবলং অধীতানি, অপি তু) আখ্যাতানি চ (ব্যাখ্যাতানি অপি)॥ ৬॥

বঙ্গানুবাদ—হে নিষ্পাপ সূত! আপনি মহাভারতাদি ঐতিহ্যগ্রন্থের সহিত অষ্টাদশ পুরাণ এবং যে সকল ধর্ম্মশাস্ত্র আছে, তৎসমুদয় গুরুর নিকট হইতে অধ্যয়ন করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, তাহা ব্যাখ্যাও করিয়াছেন॥ ৬॥

বিশ্বনাথ। ইতিহাসো ভারতাদিঃ আখ্যাতানি॥ ৬॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এখানে ইতিহাস বলিতে মহাভারতাদি, যিনি কেবল অধ্যয়নই নহে, কিন্তু ব্যাখ্যাও করিয়াছেন॥ ৬॥

তথ্য—'অনঘ'-শব্দে পাপরহিত; পাপ-জন্য নিম্নকুলে শৌক্রজন্ম হয় বলিয়া সূতের আচার্য্যত্ব-নিবন্ধন সেরূপ জ্ঞানের পরিবর্ত্তে ঋষিগণ তাঁহাকে 'অনঘ' বলিয়াই সম্বোধন করিতেছেন।

বল্লভাচার্য্য বলেন,—'পুরাণ'-শব্দে আকরস্থান অথবা ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ব-সংহিতা-চতুষ্টয়। 'ইতিহাস' শব্দে মহাভারত। 'চ'-শব্দে প্রগাথাসমূহ।

অধ্যয়ন ত্রিবর্ণের, পরন্তু অধ্যাপন ব্রাহ্মণের স্বায়ত্তীকৃত। সূত কেবলমাত্র অধ্যয়ন করেন নাই, অধ্যাপনে বা ব্যাখ্যায়ও সুনিপুণ ছিলেন।

ধর্ম্মশাস্ত্র—মনুযাজ্ঞবল্ক্যাদি বিংশতি ধর্ম্মশাস্ত্র।

বল্লভ বলেন—' ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাখ্যাশ্চত্বারোঽর্থা মনীষিণাম্।" জীবেশ্বর-বিচারেণ দ্বিধা তে হি নিরূপিতাঃ॥" তত্র ঈশ্বর-বিচারিতাশ্চত্বারো বেদা এব। জীববিচারিতাস্তু স্মৃতিষু ধর্ম্মঃ নীতিশাস্ত্রে অর্থঃ বাৎস্যায়নাদিষু কাম-সাংখ্যায়নাদিষু মোক্ষঃ ॥ ৬ ॥

যানি বেদবিদাং শ্রেষ্ঠো ভগবান্ বাদরায়ণঃ।
অন্যে চ মুনয়ঃ সূত পরাবরবিদো বিদুঃ ॥৭॥
বেত্থ ত্বং সৌম্য তৎসর্ব্বং তত্ত্বতস্তদনুগ্রহাৎ।
ব্রূয়ুঃ স্নিগ্ধস্য শিষ্যস্য গুরবো গুহ্যমপ্যুত ॥৮॥

অন্বয়ঃ—হে সৌম্য! (সাধো!) যানি (শাস্ত্রাণি) বিদাং (বিদ্বজ্জনানাং) শ্রেষ্ঠঃ (প্রধানতমঃ) ভগবান্ বাদরায়ণঃ (বেদব্যাসঃ) বেদ (জানাতি), অন্যে চ (অপরেঽপি) পরাবরবিদঃ (পরং নির্গুণম্ অবরং সগুণং তে ব্রহ্মণী বিদন্তি যে তে সগুণনির্গুণব্রহ্মজ্ঞাঃ) মুনয়ঃ (ঋষয়ঃ) (যানি) বিদুঃ (জানান্তি), (ত্বং) তদনুগ্রহাৎ (তেষাং কৃপাপ্রভাবেণ) তৎসর্ব্বং (সমগ্রশাস্ত্রাণি) তত্ত্বতঃ (যথার্থং) বেত্থ (জানাসি), যতঃ (তত্ত্বতো জ্ঞানে হেতুর্বর্ণ্যতে) গুরবঃ (আচার্য্যাঃ) স্নিগ্ধস্য (গুরু-বিষয়ক-প্রেমগত-বিশ্রব্ধস্য) শিষ্যস্য (এব) গুহ্যম্ (অন্যত্রাবাচ্যং রহস্যম্) অপি ব্রূয়ুঃ (বদন্তি) ॥ ৭-৮ ॥

বঙ্গানুবাদ—আরও হে সৌম্য সূত! ভগবান্ বেদব্যাস যাহা জানেন, এবং অপর সগুণ ও গুণাতীত ধামে অবস্থিত ব্রহ্মের স্বরূপ যে সকল মুনি অবগত আছেন, আপনি তাঁহাদিগের কৃপায় সেই ইতিহাস-পুরাণাদি সমস্তশাস্ত্রই যথার্থ জ্ঞাত আছেন, কেন না, স্নিগ্ধস্বভাব অর্থাৎ প্রীতিশীল শিষ্যের নিকটেই গুরুবর্গ অতি নিগূঢ় রহস্যও ব্যক্ত করিয়া থাকেন ॥ ৭-৮ ॥

বিশ্বনাথ। বিদাং বিদুষাং পরাবরে সগুণনির্গুণে ব্রহ্মণী বিদন্তীতি তে। স্নিগ্ধস্য গুরুবিষয়কস্নেহবতঃ শিষ্যস্য গুরবো গুহ্যমপি ব্রূয়ুরিতি বিধিলিঙৈব ত্বয়ি স্নিগ্ধে শিষ্যে তেষামবশ্যমেব রহস্যপ্রকাশকত্বং তব চ সর্ব্বরহস্য বিজ্ঞত্বমবগময্যতে। অতস্তানপি প্রতি স্বং মতমেবোৎকৃষ্য ব্রুবতো মুনীন্ অপহায় সর্ব্বমতবক্তা ত্বমেবাস্মাভিঃ পৃচ্ছ্যসে ইতি ভাবঃ ॥ ৭-৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিদাং'—শব্দের অর্থ বিদ্বজ্জনগণের মধ্যে। 'পরাবরবিদঃ'—শব্দের অর্থ সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মের স্বরূপ যাঁহারা অবগত ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—স্নিগ্ধ অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবে প্রীতিশীল শিষ্যের নিকট গুরুবর্গ অতি গোপনীয় রহস্যও বলিয়া থাকেন। 'ব্রূয়ুঃ'—এই বিধিলিঙ্-প্রয়োগের দ্বারা তোমার মত স্নিগ্ধ শিষ্যের নিকট সেই সকল ব্যাসাদি গুরুগণ অবশ্যই রহস্য প্রকাশ করিয়া থাকিবেন এবং তোমারও সর্ব্বরহস্য-বিজ্ঞত্ব বুঝা যাইতেছে। এইজন্য নিজ নিজ মত উদ্ধার করিয়া যাঁহারা বলেন, সেই সকল মুনিদের পরিত্যাগ-করতঃ সর্ব্বমতের বক্তা তোমাকেই আমরা জিজ্ঞাসা করিতেছি, এই ভাব ॥ ৮ ॥

মধ্ব—যানি ভগবজ্জাতান্যন্যৈরপ্যৃষিভির্জ্ঞায়ন্তে, তানি বেত্থ। উক্তং হি ব্রহ্মাণ্ডে—

দ্বৈপায়নেন যদ্বুদ্ধং ব্রহ্মাদ্যৈস্তন্ন বুধ্যতে।
সর্ব্ববুদ্ধং স বৈ বেদ তদ্বুদ্ধং নান্যগোচরম্
॥ ইতি ॥ ৭-৮ ॥

তথ্য—পরাবর, সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্ম। বীররাঘব বলেন,—'পর'-শব্দে পরমাত্মতত্ত্ব এবং 'অবর'-শব্দে প্রকৃতি পরমতত্ত্ব। বিজয়ধ্বজ বলেন,—অতীত ও অনাগত। পরব্রহ্ম ও অপরব্রহ্ম জ্ঞানসম্পন্ন পরাবরবিৎ। বল্লভ বলেন,—পর শব্দে ব্রহ্মাদি এবং অবর-শব্দে অস্মদাদি অথবা ভূতভবিষ্য-কালাদি-অভিজ্ঞ। শুকদেব স্মৃতিমুখে বলেন—"দ্বে ব্রহ্মণী বেদিতব্যে শব্দব্রহ্ম পরঞ্চ যৎ। শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি।"

বাদরায়ণ,—বেদবাদরতবাদিগণের আশ্রয় বলিয়া ব্যাসের অপর নাম 'বাদরায়ণ'; বাদর অর্থাৎ কুল-বৃক্ষবন অয়ন বা স্থান যাঁহার (বিজয়ধ্বজ)।

শিষ্য গুরুমুখ হইতে অধোক্ষজ-জ্ঞান লাভ করেন। অধোক্ষজ জ্ঞান-লাভের যোগ্যতাই স্নিগ্ধতা। অক্ষজজ্ঞানে বস্তুর বাহ্যরূপ-দর্শন ঘটে, কিন্তু বস্তু-স্বরূপের দর্শন ঘটে না। অক্ষজ-জ্ঞানে বস্তুর আপাত প্রতীতি-মাত্র ঘটে। বেদান্তের অপশূদ্রাধিকরণ-লিখিত ব্রহ্মরহস্যজ্ঞানের অভাব সূতের ছিল না, যেহেতু স্নিগ্ধ-শিষ্যের কিছুই অযোগ্যতা থাকে না ॥ ৭-৮ ॥

তত্র তত্রাঞ্জসায়ুষ্মন্ ভবতা যদ্বিনিশ্চিতম্ ।
পুংসামেকান্ততঃ শ্রেয়স্তন্নঃ শংসিতুমর্হসি ॥৯॥

অন্বয়ঃ—হে আয়ুষ্মন্ ! ভবতা (ত্বয়া) তত্র তত্র (তেষু তেষু অধীতাখ্যাত-শাস্ত্রেষু) অঞ্জসা (গ্রন্থার্জ্জবেন) পুংসাং (মানবানাম্) একান্ততঃ শ্রেয়ঃ (অব্যভিচারি-শ্রেয়ঃ-সাধনং) যৎ বিনিশ্চিতং (সিদ্ধান্তিতং) তৎ (নিঃশ্রেয়সং) ত্বং নঃ (অস্মাকং) শংসিতুং (কথয়িতুং) অর্হসি (যোগ্যোঽসি) যদস্মাকং সর্ব্বথা নিত্যচরমমঙ্গলকরং তৎ শুশ্রূষূন্ অস্মান্ ব্রূহীতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—হে অভিজ্ঞোত্তম, আপনি সেই সেই অধীত শাস্ত্রসমূহে মানবগণের সহজে একান্ত কল্যাণ-জনক বলিয়া যাহা যাহা স্থির করিয়াছেন, সেই পরম-মঙ্গল রহস্য আমাদিগের নিকট কীর্ত্তন করিবার উপযুক্ত অর্থাৎ আপনি তাহা আমাদিগকে বলুন ॥৯॥

বিশ্বনাথ—তর্হি তৎ সর্ব্বমেব ব্রবীমীতি কিং তত্রাহস্তত্রেতি। আয়ুষ্মন্নিতি ত্বয়া বহুকালং ব্যাপ্য তান্যধীত্য বিচারিতানীতি ভাবঃ। অঞ্জসা শীঘ্রং তত্র তত্র ঝটিত্যর্থবোধকবাক্যেষ্বিত্যর্থঃ। একান্ততঃ একান্তেন সর্ব্বথেত্যর্থঃ। যদ্বা প্রথমান্তাত্তসিঃ। একং অদ্বিতীয়ঞ্চ তারতম্যগণনায়ামন্তর্ভূতঞ্চ যতোঽন্য-দধিকং শ্রেয়ো নাস্তীত্যর্থঃ। তচ্চ প্রেমৈব ন তু স্বর্গাপবর্গাদিকং ব্রহ্মপরমাত্মভগবৎসু মুখস্য ভগ-বৎস্বরূপস্যাপি বশীকারকত্বাদিত্যগ্রিমগ্রন্থে ব্যক্তী-ভবিষ্যতি ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহা হইলে সেই সমস্তই কি বলিব ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—হে আয়ুষ্মন্, তুমি বহুকালব্যাপী সেই সমস্ত অধ্যয়ন ও বিচার করিয়াছ। 'অঞ্জসা'—অনায়াসে অতিশীঘ্র অর্থবোধক বাক্য-সমূহের মধ্যে। 'একান্ততঃ'—একান্তরূপে সর্ব্বথা, এই অর্থ। অথবা, 'একান্ত'-শব্দের প্রথমা বিভক্তিতে তস্ প্রত্যয় হইয়াছে। এক অদ্বিতীয় তারতম্যগণনার অভ্যন্তরেও যাহা হইতে অধিক শ্রেয়ঃ (পরম মঙ্গল) বস্তু আর নাই, এই অর্থ। সেই শ্রেয়ঃ-বস্তু প্রেমই, স্বর্গ-মোক্ষাদি নহে। ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবৎ-স্বরূপের মধ্যেও মুখ্য ভগবৎ-স্বরূপেরও বশীকারকত্ব বলিয়া প্রেমই পরম শ্রেয়স্কর জানিতে হইবে, ইহা অগ্রিমগ্রন্থে অর্থাৎ এই গ্রন্থে পরে পরে প্রকাশিত হইবে ॥ ৯ ॥

তথ্য—অঞ্জসা শব্দে সরলপথে। শাস্ত্রপীড়ন না করিয়া অনায়াসে। শীঘ্র। গ্রন্থের সরলতাক্রমে।

আয়ুষ্মন্। বহুকাল ধরিয়া শাস্ত্রাধ্যয়ন ও বিচারণশীল।

একান্ততঃ। সর্ব্বথা অব্যভিচারী। শ্রেয়ঃ সাধন। কর্ম্মীর প্রাপ্য স্বর্গ ও জ্ঞানীর প্রাপ্য মুক্তি অব্যভিচারি-সাধনশব্দবাচ্য নহে। প্রেমাই শ্রেয়ঃ ॥ ৯ ॥

ঋষিগণের ষট্ প্রশ্ন

১। পুরুষের ঐকান্তিক শ্রেয়ঃ কি ? (৯)

২। আত্মা হরি যাহাতে প্রসন্ন হন সেই শ্রোতব্য-সার কি ? (১০।১১)

৩। বাসুদেবের চরিত। (১২)

৪। তদবতার চরিত (১৩।১৮)

৫। ভগবানের যশ উদারলীলা। (১৬)

৬। কৃষ্ণ স্বধামে গেলে ধর্ম্ম কাঁহার শরণ লইলেন (২৩)

বিবৃতি। শ্রীশৌনকাদিমুনিগণ শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণেচ্ছু হইয়া শ্রীসূতগোস্বামীকে ষষ্ঠাদি শ্লোকমুখে যেরূপ অভিবাদন করিতেছেন, তাহা শ্রীমদ্ ভাগবত-পাঠকের বিশেষরূপে অনুশীলন করা আবশ্যক। কীর্ত্তনকারী শ্রীসূত গোস্বামী ব্রাহ্মণেতর কূলে উদ্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি তাদৃশ কুলে উদ্ভূত হইয়াও শ্রীশুকদেবের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত পূর্ব্বে শ্রবণ করিয়া-ছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রবণাধিকার সকল বর্ণেরই আছে। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিয়া যিনি বর্ত্ম-প্রদর্শক গুরুদেবের পরামর্শানুসারে সাত্বতসংহিতার কল্প-পদ্ধতি অনুসারে দীক্ষিত হন, তিনি আগমলক্ষণসম্পন্ন হইয়া শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধের ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ৩২ শ্লোক বিচারানুসারে ব্রাহ্মণ লক্ষণ বিশিষ্ট হন। এই বৃত্ত বা লক্ষণবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ সাবিত্র্য সংস্কারের যোগ্য, কিন্তু সংস্কার গ্রহণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহার যোগ্যতার ফলস্বরূপ ক্রিয়া সাধারণ লোক বহিঃপ্রজ্ঞা দ্বারা লক্ষ্য করিতে পারে না। সেজন্য দীক্ষাদাতৃগণ পঞ্চরাত্রোক্ত বৈদিক কল্পবিধি-অনুসারে দীক্ষাবিধানের অন্তর্গত বীজগর্ভসমুদ্ভূত পাপনাশকারী সংস্কারসমূহ প্রদান করেন। শ্রীসূত গোস্বামী শ্রীশুকদেবের নিকট সম্বন্ধজ্ঞানরূপ দীক্ষা ও শ্রীমদ্ভাগবতশ্রবণরূপ শিক্ষা লাভ করিয়া "সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ"

এই উদ্দেশে স্বীয় জীবন গঠন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তনকারিরূপে প্রপঞ্চাগত বিষ্ণুক্ষেত্র নৈমিষারণ্যে অক্ষজজ্ঞানপারঙ্গত ঋষিগণের নিকট তাঁহাদের বহিঃ-প্রজ্ঞাচালিত বাক্যের বিষয়ীভূত হইয়া ভাগবতবক্তা পরমহংসবেশবিশিষ্ট হইয়া দৃষ্ট হইতেছেন। তাদৃশ দৃষ্ট্যভ্যন্তরে তিনি পুরাণ ও ইতিহাসের ও ধর্ম্মশাস্ত্রের অধ্যাপিত শ্রোতা ও অধ্যাপক বক্তৃরূপে যোগ্যকীর্ত্তন-কারী বলিয়া শৌনকাদি ঋষি সম্প্রদায় তাঁহাকে পুরাণ, ধর্ম্মশাস্ত্র ও ইতিহাসের বক্তামাত্র মনে করিয়াছেন। তৎকালে তাদৃশ শ্রদ্ধা শ্রবণেচ্ছু ঋষিসম্প্রদায়ের উদিত হইয়াছে দেখা যায়। ভাগবতশ্রবণের পরবর্ত্তি-সময়ে তাঁহারা নিজ নিজ অক্ষজজ্ঞান পরিত্যাগপূর্ব্বক অধোক্ষজ হইয়া অধোক্ষজ বিষ্ণুবস্তুতে অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা সেবাবৃত্তিবিশিষ্ট হইয়াছিলেন। ঋষিগণের ভাগবতশ্রবণের পূর্ব্বের ও পরবর্ত্তিকালের অবস্থা-দ্বয়কে আমরা অশিক্ষিত ও শিক্ষিত এই ভাষাদ্বয়ে লক্ষ্য করিতে পারি। এই শ্রীমদ্ভাগবতগানের অন্তর্গত পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষারূপ সম্বন্ধজ্ঞান সেই শ্রবণকারী ঋষিগণকে অধিকার করিয়াছিল। শ্রীমদ্‌ভাগবতকে অনেকে পুরাণলক্ষণে লক্ষণবিশিষ্ট জানিয়াও তদন্তর্গত পাঞ্চরাত্রিক সাত্বতসংহিতার নিত্যাধিষ্ঠান লক্ষ্য করেন। শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন, সাত্বতপঞ্চ-রাত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত অভিন্ন বস্তু, পৃথক্ আকারে পরিদৃষ্ট হইলেও ঐ দুইপ্রকার ভগবৎপ্রাকট্যে অদ্বয়-জ্ঞানের ব্যাঘাত বলিয়া বুঝিতে হইবে না।

শৌনকাদি ঋষিগণের শিষ্যস্থানীয়তাপ্রযুক্ত শ্রীসূত গোস্বামীকে গুরুজ্ঞানে আদরের মধ্যে তাঁহাদের পরমার্থবিহীন অনর্থ দেদীপ্যমান থাকার চরিত্র পরিস্ফুট হইয়াছে। সেই ঋষিগণ বলিতেছেন—হে ভগবন্ সূত, আপনি সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া-ছেন, আপনি সমগ্র ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যাপনা করাইয়াছেন, আর সেই ধর্ম্মশাস্ত্রে ব্রাহ্মণের বৃত্তি নির্দ্দেশ অধ্যয়ন, অধ্যাপন, উভয় ধর্ম্মই বর্ত্তমান। সুতরাং যে সকল টীকাকার সূতের বৃত্তব্রাহ্মণতার অভাবস্থাপনমানসে বহিঃপ্রজ্ঞাচালিত হইয়া তাঁহার শৌক্রব্রাহ্মণজন্মাভাব স্থাপন করিয়া স্ব-স্ব প্রাকৃত বিচারমূলে গুর্ব্ববজ্ঞা করিবার সুযোগ করিয়াছেন, তাঁহারা ঋষিগণের মুখোচ্চারিত সারস্বত বাক্য হইতেই জানিতে পারেন যে, সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্রের পাঠক ও ব্যাখ্যাতা সম্পূর্ণ ব্রাহ্মণলক্ষণবিশিষ্ট হইয়া সংস্কারাদি গ্রহণানন্তর শ্রীমন্মহাপ্রভু কথিত—

"এত সব ছাড়ি আর বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম।
নিষ্কিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণের শরণ।।"

এই আদর্শলীলা শ্রীসূত গোস্বামীই অভিব্যক্ত করিয়াছেন। কল্পাদি বেদাঙ্গ শাস্ত্র, শ্রৌত গৃহ্যসূত্রাদি, পুরাণাদি ঐতিহ্যগ্রন্থে ও পঞ্চরাত্রাদি দীক্ষাবিধানগ্রন্থে বেদ বিস্তৃত হইয়াছিলেন। বেদকে সঙ্কীর্ণভাবে গ্রহণ করিতে গিয়া কর্ম্মবীরসমূহ যে প্রকারে বেদশিরোভাগ উপনিষদের মর্য্যাদা অধঃপাতিত করেন, এবং শ্রীমন্নারায়ণমুখনিঃসৃত পঞ্চরাত্রকে কর্ম্মকাণ্ডবিরোধী আংশিক বেদাঙ্গশাস্ত্রাননুমোদিত বিবদমান জ্ঞান করেন, তাহাতে অদ্বয়জ্ঞানের ব্যাঘাত আছে। দ্বিতীয়াভিনিবেশ হইতে অদ্বয়জ্ঞান ব্যাঘাতপ্রাপ্ত হইলেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথিত—

"দ্বৈতে ভদ্রাভদ্রজ্ঞান সব মনোধর্ম্ম।
এই ভাল এই মন্দ—এই সব ভ্রম।।"

কথার সার্থকতা সকলেই বুঝিতে পারেন। মনোধর্ম্মে অদ্বয়জ্ঞানের সম্ভাবনা নাই। আত্মধর্ম্মে ব্রজেন্দ্রনন্দনকে অদ্বয়জ্ঞান জানিলে তাঁহার সহিত জীবের নিত্যবৃত্তি আত্মীয়ত্ব উপলব্ধ হয়। তাদৃশ উপলব্ধিতে ভগবদ্ভজন ব্যতীত বেদের অন্য কোন প্রকার অভিধেয় থাকিতে পারে না—ইহাই দৃঢ় হয়। ভজনীয় বস্তু-বিজ্ঞান অদ্বয়জ্ঞানের ব্যাঘাতকারক নহে, এই সম্বন্ধজ্ঞান হইতেই বৈদিক নিত্য উপাসনা কর্ম্ম-কাণ্ডসহ পার্থক্য স্থাপন করে। কর্ম্মিগণ বেদের কর্ম্মশাখাকে বহুমানন করিতে গিয়া বেদের নিত্য-প্রতিপাদ্য উপাসনাকে কর্ম্মশাখার অন্তর্ভুক্ত করেন। উহাই তাহাদের মনোধর্ম্মের তাণ্ডব নৃত্য। শ্রীগুরু-পাদপদ্ম আশ্রয় করিবার পূর্ব্বপর্য্যন্ত, শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ না করিবার পূর্ব্বে তাঁহাদের ধারণাসমূহ অপ-সিদ্ধান্তজাত অনিত্য বা নশ্বর। শ্রীশুকদেবের নিকট যে সময় শ্রীসূত গোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিয়া-ছিলেন, তৎকালে গৃহ্যসূত্রোক্ত বিধানানুসারে অষ্টবর্ষে ব্রাহ্মণকে অবশ্যই উপনয়ন সংস্কার-বিধান করিবে, এই বিধির ব্যতিক্রম দেখিয়া প্রস্তাবিত ব্রাহ্মণতার সহিত শ্রীসূতের কর্ম্মকাণ্ডীয় ব্রাহ্মণতার সৌসাদৃশ্য

নাই, এইরূপ ধারণা করেন। আবার শ্রীশুকদেবও অপেতকৃত্য এবং অনুপেত অর্থাৎ তাঁহার লৌকিক সংস্কারাদি গ্রহণের ইতিহাস দুর্ল্লভ কথিত হইয়াছে। শ্রীশুকের ধারায় শ্রীসূত পুত্রত্বে গৃহীত শ্রীসূতবংশ্য শৌনকাদি ঋষিগণ যে ভাগবতবংশপারম্পর্য্য ও অচ্যুতগোত্রবৃদ্ধির ব্যবস্থারূপ শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন, তাহা আজও চ্যুতগোত্রীয় ঋষিকুলদ্বারা কোথাও কোথাও কিঞ্চিৎ-পরিমাণ প্রকৃত সত্য আরত হইলেও, শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থখানিকে একেবারে বিলুপ্ত করিতে সমর্থ হয় নাই। প্রবল কলিকালেও শ্রীমদ্ভাগবতের দোহাই দিয়া উদরভরণাদি গৃহব্রত-ধর্ম্ম ও মর্কট-বৈরাগীর কৌপীনগ্রহণ ইত্যাদি নানাপ্রকার দৌরাত্ম্য চলিতেছে। শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রোতৃবর্গ অর্থাৎ শ্রীশুক, শ্রীসূত ও শৌনকাদি ঋষি এবং তাঁহাদের অধস্তন অচ্যুতগোত্রীয় সন্তানসমূহ কালে কালে উদ্ভূত হইয়া অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরসুন্দরের দাস্য করিতেছেন।

ব্রহ্মার দ্বিবিধ সন্তানের মধ্যে অচ্যুতগোত্রধারায় ভাগবত পারম্পর্য্য। চ্যুতগোত্রধারায় ঋষিকুল। শৌনকাদি ঋষিগণ কেহই ঋষিকুলে উৎপত্তিলাভ করেন নাই। শৌনকাদি ঋষিগণের উৎপত্তি, যাহা শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধে উক্ত হইয়াছে, তাহাতে তাঁহারা চ্যুতধারায় ব্রাহ্মণেতর কুলোদ্ভূত। আবার শ্রীব্যাসদেবও নিরবচ্ছিন্ন সংস্কারবিশিষ্ট চ্যুতধারায় জননীর কুক্ষি হইতে জাত হন নাই। বজ্রসূচিকোপনিষদে কতিপয় ঋষি কি কি শৌক্রধারায় উৎপন্ন হইয়াছিলেন, সেইরূপ একটি তালিকা দিয়াছেন। ব্রহ্মার চ্যুতধারার পোষণকল্পে কাশ্মিরাগম আগমপ্রামাণ্য ও উৎপত্ত্যসম্ভবাধিকরণ শারীরক শ্রীভাষ্য প্রভৃতি গ্রন্থে কতশত বিচার উত্থাপিত করিয়া ঐ সকলের নিত্য মীমাংসা স্থাপন করিয়াছেন। কর্ম্মকাণ্ডীয় চ্যুতপদ্ধতি শ্রীমন্মহাভারত সাত্বত পুরাণসমূহ, সাত্বত-পঞ্চরাত্রসমূহ, সকলেই সমর্থন করিয়াও তন্মধ্যে নিত্য সত্য ও পারমার্থিক বিচার কোনক্রমেই অস্বীকার করেন নাই।

ব্রহ্মা হইতে আম্নায়বিচারে অচ্যুতগোত্রীয় আচার্য্যগণ যে যে বেদশাখা অবলম্বন করিয়াছেন, কর্ম্মিগণ নিজ নিজ বেদশাখার প্রতিকূল দর্শন করিয়া নিত্যোপাসক শাখাকে নিজ নিজ সঙ্কীর্ণতায় ভেদবুদ্ধি করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধে এই সকল কথা সুষ্ঠুভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছেন। আমরা তত্তৎস্থলে এই সকল কথা বিশদভাবে প্রদর্শন করিব বলিয়া এই স্থলে সেই অসংখ্য কথাসমূহের আর অবতারণা করিলাম না।

যাজ্ঞবল্ক্যধর্ম্মশাস্ত্রে সংস্কারবিষয়ে লিখিত হইয়াছে, সংস্কার দ্বারা পাপসমূহ অপনোদিত হয়; শূদ্র কেবল পাপী বলিয়া তাহার কোন প্রকার সংস্কার নাই। কেবল পাপিকুলে উদ্ভূত হইলেই যে তিনি শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিতে অসমর্থ ও ভগবদুপাসনা করিতে পারিবেন না, এরূপ নহে। একাদশ স্কন্ধে —"সর্ব্বেষাং মদুপাসনং" এবং সপ্তমস্কন্ধে "যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং" প্রভৃতি অসংখ্য বিধিদ্বারা সকলেরই পাপবর্জ্জিত হইয়া ভগবদুপাসনায় অধিকার আছে। আচার্য্য শ্রীজীবগোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর দুর্গমসঙ্গমনী টীকায় এই সকল কারণেই বলিয়াছেন যে, দীক্ষাবিধানের সকল অঙ্গ গ্রহণ না করা কাল পর্য্যন্ত দ্বিজত্বপ্রাপ্তি ঘটে না। দ্বিজত্বলাভ করিতে হইলে চ্যুতগোত্রীয় ঋষিকুলকে সাবিত্র্য বিধান অবলম্বন করিতে হয়, তদ্রূপ প্রত্যেক দীক্ষিত ব্যক্তি দীক্ষাবিধানানুসারে সংস্কারগ্রহণরূপ দ্বিতীয় জন্মগ্রহণ না করিলে তাঁহার লৌকিক-সমাজ-প্রচলিত ব্রাহ্মণতা হয় না।

শৌনকাদি ঋষির উক্তিতে শ্রীসূতগোস্বামীর অনঘত্ব স্থাপিত হইয়াছে। তিনি পাপী শূদ্র বা সঙ্করকুলোদ্ভূত ছিলেন না জানা যায়। কিন্তু কর্ম্মশাখিগণ বেদশাস্ত্রের আংশিক অপূর্ণ শাখাবলম্বনে তাঁহাকে সঙ্কর কুলোদ্ভূত ব্রাহ্মণেতর নিরবচ্ছিন্ন সংস্কারপ্রাপ্ত চ্যুতধারায় জাত নহেন বলিয়া গুর্ব্ববজ্ঞা করিবেন। সেই জন্য শ্রীব্যাসদেব স্বীয় অধস্তন আচার্য্যগণের নিদর্শন জন্য ঋষিগণ-কথিত 'অনঘ'-শব্দ শ্রীসূতগোস্বামীতে প্রয়োগ করিয়াছেন। শ্রীসূতগোস্বামী পাপযুক্ত অবরকুলের পরিচয় ছাড়িয়া দিয়া শ্রীশুকের আনুগত্য করিয়াছিলেন, গুর্ব্বানুগত্যেই তাঁহার শ্রীমদ্ভাগবতশ্রবণাধিকার হইয়াছিল।

"জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।

স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙমনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিতজিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্ ॥"

এই শ্লোক শ্রীশুকদেবের নিকট শ্রবণ করিবার পর শ্রীসূত গোস্বামী মহারাজ অবরকুলে উৎপন্ন হইয়াও কায়মনোবাক্যে পরমহংস বৈষ্ণবরাজ শ্রীশুকদেবের মুখে হরিকথামূলক শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিয়া যাবতীয় সংস্কার গ্রহণানন্তর পরিশেষে পরমহংস-সংহিতোদ্দিষ্ট বাহ্য বেশগ্রহণ করেন। সেই বাহ্য বেশে বহিঃপ্রজ্ঞাচালিত মনোধর্ম্মজীবি-ঋষিকুল তাৎকালিক সংস্কার দেখিতে না পাইয়া তাঁহাকে লোক-প্রচলিত হরিবিমুখ-দৃষ্টি-অনুসারে ব্রাহ্মণেতর ব্রাত্য-সঙ্করকুলোদ্ভূত সাধুমাত্র জানিয়াছিলেন। কিন্তু সরস্বতীদেবী তাঁহাদের মুখ হইতে অনঘ ও ধর্ম্ম-শাস্ত্রের অধ্যাপক প্রভৃতি বাক্য স্ফূর্ত্তি করাইয়াছিলেন। অধোক্ষজ কৃষ্ণ জগতের সৌভাগ্যোদয়ের ব্যাঘাতকারক বলিয়া সাধারণ মূর্খতাকে প্রশ্রয় দেন নাই, কেন না, স্নিগ্ধস্বভাব প্রীতিশীল শিষ্যই শ্রীগুরুর নিকট হইতে নিগূঢ় রহস্য লাভ করেন। শৌনকাদি ঋষিগণ শ্রীসূত গোস্বামীকে গুরুপদে বরণ করায় স্নিগ্ধ শিষ্যপ্রাপ্য সূতলব্ধজ্ঞান ঋষিগণ সকলেই শ্রবণার্থী হইয়া সূতের নিকট প্রার্থনা করেন।

গুরুসজ্জায় সজ্জিত অনেকেই শিষ্যের একান্ত মঙ্গলের অভিলাষী না হইয়া বাসনাপরিতৃপ্তির উদ্দেশে শিষ্যকে ঘৃণা করেন এবং তাহারা স্বয়ং একান্ত শ্রেয়ঃ বুঝিতে না পারিয়া নিজ নিজ অমঙ্গলের কথাও মঙ্গল বলিয়া গ্রহণ করেন। শ্রীসূতগোস্বামীকে 'আয়ুষ্মন্' বলায় ঋষিকুলের স্নেহের পাত্র উদ্দিষ্ট হয় নাই। তাঁহারা তাঁহার নিকট শ্রবণকামী হওয়ায় বহুকাল ধরিয়া তিনি গুরুমুখে যাহা শ্রবণ করিয়াছেন ও বহু শিষ্যকে যাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার কীর্ত্তনকারি-সূত্রে 'আয়ুষ্মন্'-শব্দ অনভিজ্ঞজন-কর্ত্তৃক গুরুর অভিজ্ঞতাবাচক। পরবর্ত্তী শ্লোকগুলিতে শ্রোতৃবর্গের দৈন্যাত্মক নৈসর্গিক অসুবিধা জ্ঞাপন করিয়াছেন ॥৬-৯॥

প্রায়েণাল্পায়ুষঃ সভ্য কলাবস্মিন্ যুগে জনাঃ।
মন্দাঃ সুমন্দমতয়ো মন্দভাগ্যা হ্যুপদ্রুতাঃ ॥১০॥

অন্বয়ঃ—হে সভ্য! (সাধো) অস্মিন্ কলৌ যুগে প্রায়েণ (প্রায়শঃ) জনাঃ (মানবাঃ) হি অল্পায়ুষঃ (অল্পায়ুর্বিশিষ্টাঃ), (তত্রাপি) মন্দাঃ (পরমার্থ-চেষ্টায়াং অলসাঃ), (তত্রাপি) সুমন্দমতয়ঃ (স্বল্পবুদ্ধয়ঃ), (তত্রাপি) মন্দভাগ্যাঃ (বিঘ্নাকুলাঃ), (তত্রাপি) উপদ্রুতাঃ (রোগাদিভিঃ প্রপীড়িতাঃ) (সন্তীতি শেষঃ) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—হে সাধো, এই কলিযুগে অধিকাংশ মানবই অল্পায়ুঃ, তাহাতে আবার তাহারা পরমার্থ-চেষ্টা-রহিত অলস, তাহাতে স্বল্পবুদ্ধি, তাহাতে আবার বিঘ্নব্যাকুল, সুতরাং সাধুসঙ্গহীন, উপরন্তু রোগাদি ত্রিতাপ-প্রপীড়িত ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—ননু মন্মুখাত্তত্তৎ সর্ব্বং শ্রুত্বা যুষ্মদাদয় এব শ্রেয়ো নিশ্চিন্বন্তু তত্রাহুঃ। হে সভ্য দেশকাল-পাত্রজ্ঞ! অস্মিন্ কলৌ প্রায়েণ জনা অল্পায়ুষ এব, যদি কথঞ্চিদ্দীর্ঘায়ুষস্তর্হি মন্দাঃ পরমার্থেষ্বলসাঃ। যদি কেচিন্নিরলসা অপি তর্হি নির্বুদ্ধয়ঃ। যদি সুবুদ্ধয়োঽপি স্যুস্তদা মন্দভাগ্যাঃ তাদৃশসাধুসঙ্গহীনাঃ। যদি লব্ধসুসঙ্গা অপি তদা উপদ্রুতাঃ রোগাদ্যুপদ্রব-বশাৎ তন্মুখাৎ শ্রোতুং শ্রুত্বা বা স্বশ্রেয়ো নিশ্চিত্য তত্তদনুষ্ঠাতুং নাবকাশং লভন্ত ইতি। যদ্বা অল্পায়ু-ষস্তত্রাপি মন্দা ইত্যাদি ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বল—আমার নিকট হইতে সমস্ত কিছু শুনিয়া যাহা শ্রেয়ঃ, তাহা আপনারাই নিশ্চয় করুন। তাহার উত্তরে বলিতেছেন —হে সভ্য অর্থাৎ দেশ-কাল-পাত্রজ্ঞ। এই কলিযুগে প্রায় লোকসকল অল্পায়ুঃ, তাহাদের মধ্যে যদি কেহ কেহ দীর্ঘায়ুঃ হয়, তাহা হইলে তাহারা মন্দ অর্থাৎ পরমার্থ-বিষয়ে অলস। যদি কেহ কেহ নিরলসও হয়, তাহা হইলে হয়ত তাহারা নির্ব্বোধ। যদি সুবুদ্ধি-সম্পন্নও হয়, তাহা হইলে তাহারা মন্দভাগ্য অর্থাৎ তাদৃশ সাধুসঙ্গ-হীন। যদি কেহ সৌভাগ্য-বশতঃ তাদৃশ সাধুসঙ্গও লাভ করেন, তাহা হইলেও উপদ্রুত অর্থাৎ রোগাদির উপদ্রব-বশতঃ তাদৃশ সাধুজনের মুখ হইতে শুনিতে কিংবা শুনিয়াও নিজের শ্রেয়ঃ নিশ্চয় করিয়া তাহার অনুষ্ঠান করিতে আর অবকাশ পান না। অথবা অল্পায়ুঃ বলিয়া বহুকাল-

সাধ্য শাস্ত্রাদি অনুশীলনে অলস ইত্যাদি ॥ ১০ ॥

তথ্য—অল্পায়ু, বহুশাস্ত্র অধ্যয়নের পক্ষে সঙ্কীর্ণায়ু। বিশেষতঃ কলিকালে আয়ুর স্বল্পতা। সভ্য সভায় উপবেশন করিবার যোগ্য। মন্দ, অলস, পরমার্থসংগ্রহে অলস, চিত্তজাড্যযুক্ত। মন্দমতি, নির্বোধ, জ্ঞানেন্দ্রিয়দোষযুক্ত, অত্যল্পপ্রজ্ঞ। মন্দভাগ্য, বিঘ্নাকুল দুর্ভাগা, অল্পপুণ্যভাগী, সাধুসঙ্গহীন। উপদ্রুত, রোগাকুল, শ্রেয়ঃসাধনে অনেক-অন্তরায়যুক্ত, কুষ্ঠভগন্দরাদিব্যাধিদুষ্ট ॥ ১০ ॥

———

ভূরীণি ভূরিকর্ম্মাণি শ্রোতব্যানি বিভাগশঃ।
অতঃ সাধোঽত্র যৎ সারং সমুদ্ধৃত্য মনীষয়া।
ব্রূহি ভদ্রায় ভূতানাং যেনাত্মা সুপ্রসীদতি ॥১১॥

অন্বয়ঃ— ভূরীণি (বহূনি) ভূরিকর্ম্মাণি (বিবিধানি অনুষ্ঠেয়ানি কর্ম্মাণি) শ্রোতব্যানি (শ্রবণ-যোগ্য-শাস্ত্রাণি) বিভাগশঃ (বিভিন্ন-বিভাগক্রমেণ) (সন্তি), অতঃ (অস্মাদ্ধেতোঃ) হে সাধো! (বিদ্বন্) অত্র (এতাদৃশশ্রেয়ঃ-সাধনেষু) যৎ সারং (মুখ্যং তাৎপর্য্যং) (ভবতা নিশ্চিতমিতি শেষঃ) তৎ মনীষয়া (তীক্ষ্ণবুদ্ধ্যা) সমুদ্ধৃত্য (নিখিলশাস্ত্রেভ্যো যথাবৎ সংগৃহ্য সংক্ষিপ্য বা) ভূতানাং (প্রাণিনাং) ভদ্রায় (মঙ্গলায়) ব্রূহি (অস্মান্ কথয়), যেন (উদ্ধৃত-বচনেন) আত্মা (বুদ্ধিঃ) সুপ্রসীদতি (সম্যক্ উপশাম্যতি) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—জগতে বহু বহু বিবিধ অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম এবং বহু শ্রবণযোগ্য শাস্ত্র বিভিন্ন বিভাগক্রমে বর্ত্তমান ; অতএব হে বিদ্বন্, এই শ্রেয়স্কর সাধনমধ্যে যাহা মুখ্য তাৎপর্য্য অর্থাৎ সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া স্থির করিয়াছেন, আপনি স্বীয় তীক্ষ্ণবুদ্ধিপ্রভাবে বিবিধশাস্ত্র হইতে সেই সারবাক্য সংগ্রহ করিয়া প্রাণিগণের মঙ্গলের জন্য আমাদিগকে বলুন, যাহাতে জীবের বুদ্ধি সুপ্রসন্ন অর্থাৎ ভগবদুন্মুখী হয় ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—তাদৃশস্য শ্রেয়সঃ সাধনেষু মধ্যে যন্মুখ্যং কলিকাল-বর্ত্তিভির্জনৈঃ সুশক্যঞ্চ তৎসাধনং বদেতি পৃচ্ছন্তি। ভূরীণি কর্ম্মাণ্যনুষ্ঠেয়ানি যত্র তানি, শ্রোতব্যানি সাধনানি তাদৃশসাধনপ্রতিপাদকানি শাস্ত্রাণি বা, যেনাত্মা বুদ্ধিঃ প্রসীদতি। তচ্চ শ্রবণকীর্ত্তনাদি-কমেবেত্যগ্রে জ্ঞাস্যতে ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাদৃশ শ্রেয়স্কর সাধন-সমূহের মধ্যে যাহা মুখ্য এবং কলিকালে অবস্থিত জনগণের পক্ষে যাহা সহজে পালনীয়, সেই সাধন বল, ইহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন—বহু বহু বিবিধ অনুষ্ঠানযোগ্য কর্মসমূহ রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে বহু শ্রবণযোগ্য সাধন ও তাদৃশ সাধন-প্রতিপাদক শাস্ত্রসমূহও বিদ্যমান, তাহাদের মধ্যে যাহার দ্বারা আত্মা অর্থাৎ বুদ্ধি প্রসন্ন হয়, তাহা বল। তাহা (শ্রীভগবৎ-কথা) শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিই, ইহা পরে বলা হইবে ॥ ১১ ॥

তথ্য—সাধু হীনশৌক্রজাত্যুৎপন্ন হইলেও নির্দ্দোষ। তিনি পরদুঃখাপনোদনকারী। মনীষা, মনশ্চাঞ্চল্য-নিবারিকাবুদ্ধি। আত্মা হরি। সেবা বুদ্ধি ॥১১॥

———

সূত জানাসি ভদ্রং তে ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ।
দেবক্যাং বসুদেবস্য জাতো যস্য চিকীর্ষয়া ॥১২॥

অন্বয়ঃ—হে সূত! তে (তব) ভদ্রং (মঙ্গলং) (ভবতু ইতি ঔৎসুক্যেন আশীর্ব্বাদঃ), যস্য (অর্থ-বিশেষস্য) চিকীর্ষয়া (অনুষ্ঠানেচ্ছয়া) ভগবান্ (নিরতিশয়ৈশ্বর্য্যাদিগুণসম্পন্নঃ) সাত্বতাং (সচ্ছব্দেন সত্ত্বমূর্ত্তির্ভগবান্ স উপাস্য-ত্বয়া বিদ্যতে এষামিতি সাত্বতাঃ ভক্তাঃ স্বার্থেঽণ্ রাক্ষসবায়সাদিবৎ তেষাং শুদ্ধসত্ত্ব-বৈষ্ণবানাং যাদবানাং বা) পতিঃ (পালকঃ বাসুদেবঃ) বসুদেবস্য ভার্য্যায়াং দেবক্যাং জাতঃ (আবির্ভূতোঽভবৎ) (তৎ সর্ব্বং ত্বং) জানাসি (অবগতোঽসি) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—হে সূত, আপনার মঙ্গল হউক। যে প্রয়োজন-সাধনোদ্দেশে শুদ্ধসত্ত্ব বৈষ্ণবগণের পালক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বসুদেব-ভার্য্যা দেবকীর গর্ভে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই বিষয় আপনি অবগত আছেন ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—তচ্চ সাধনসারং শ্রবণকীর্ত্তনাদিকং শ্রীকৃষ্ণ-যশোবিষয়কমেব বাচয়িতুং পুনঃ পৃচ্ছতি। সূতেতি। ভদ্রং ত ইতৌৎসুক্যেননাশীর্ব্বাদঃ। সন্তো ভক্তা এব স্ববিভূত্বেন বর্ত্তন্তে যস্য স সত্বান্ বিষ্ণুঃ স এব ভজনীয়ো যেষামিতি ভক্তাবিতি সূত্রেণাণ্।

সাত্বতা বৈষ্ণবাস্তেষাং পতির্নৃড়ভাবস্ত্বার্ষঃ। কিংবা সাতিঃ সুখার্থঃ সৌত্রো ধাতুর্হেতুমন্যন্তোঽনুপসর্গালিম্পেতি (পা ৩।৩।১৩৯) সূত্রোক্তস্তস্মাদ্বা স্বরূপন্যায়েন কিপি স্যাৎ পরমাত্মা স সেব্যতয়াস্তেষামিতি মতুপি সাত্বতাঃ ভক্তাস্তেষাং পতিরিতি। বসুদেবস্য দেবক্যাং ভার্য্যায়াং যস্য চিকীর্ষয়া। তচ্চ স্বযশঃখ্যাপনমেব তস্যৈব ন তু ভূভার-হরণাদেশ্চিকীর্ষয়া বস্তুতঃ সিদ্ধান্তসিদ্ধ-শ্রবণ-স্মরণার্হাণি করিষ্যন্নিতি কুন্তীবাক্যপর্য্যবসানাৎ ॥১২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই সাধন-সার শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি শ্রীকৃষ্ণের যশো-বিষয়কই, তাহা বর্ণনের জন্য পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতেছেন—হে সুত ইত্যাদি। 'তোমার মঙ্গল হউক'—ইহা শৌনকাদি মুনিগণের ঔৎসুক্যবশতঃ আশীর্ব্বাদ। সাত্বতগণের পতি অর্থাৎ ভক্তগণের পালক। এখানে সাত্বত-শব্দের বৈয়াকরণ-গত ব্যাখ্যা করিতেছেন—যাঁহার ভক্তগণই স্ব-বিভূত্বরূপে বর্ত্তমান, তিনি 'সত্বান্' অর্থাৎ বিষ্ণু, তিনিই যাঁহাদের ভজনীয়—এই অর্থে ('সাহস্য দেবতা'—এই সূত্রে) অন্-প্রত্যয়যোগে সাত্বতাঃ অর্থাৎ বৈষ্ণবগণ, তাঁহাদের পতি। কিংবা সুখার্থ সাতি—ধাতু হইতে কিপ্-প্রত্যয়ের যোগে সুখরূপ পরমাত্মা যাঁহাদের সেব্যরূপে বর্ত্তমান, তাঁহারা সাত্বত অর্থাৎ ভক্ত, তাঁহাদের পতি অর্থাৎ পালক। বসুদেবের দেবকী-নামক পত্নীর গর্ভে যিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, বিশেষ প্রয়োজন সাধনের ইচ্ছায়। তাহা নিজ যশঃ-প্রখ্যাপনের জন্যই, ভূ-ভার হরণাদির ইচ্ছায় নহে। বস্তুতঃ 'জীব-সকলের ক্লেশ নিবারণের নিমিত্ত শ্রবণ, স্মরণ এবং অর্চ্চন প্রভৃতি কর্ম্মসকল করিবে বলিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ'—এই কুন্তীদেবীর বাক্যে সিদ্ধান্ত পর্য্যবসিত হইয়াছে ॥১২॥

তথ্য—ভদ্র, ঔৎসুক্যাশীর্ব্বাদ, হর্ষাশীর্ব্বাদ, আদ-রৌৎসুক্যসহকারে আশীর্ব্বাদ। সাত্বতপতি, ভক্ত-গণের পালক। দেব বা মুক্তগণের পতি। সাত্বত বৈষ্ণবশাস্ত্রবক্তা। অর্থ-বিশেষলাভের জন্য অর্থাৎ লীলাবিশেষ সম্পাদনার্থ ॥ ১২ ॥

তন্নঃ শুশ্রূষমাণানামর্হস্যঙ্গানুবর্ণিতুম্ ।
যস্যাবতারো ভূতানাং ক্ষেমায় চ ভবায় চ ॥১৩॥

অন্বয়ঃ—হে অঙ্গ ! (সূত) যস্য (বাসুদেবস্য) অবতারঃ (আবির্ভাবঃ) ভূতানাং (প্রাণিনাং) ক্ষেমায় চ (পালনায় এব) ভবায় চ (সমৃদ্ধয়ে চ) (ভবতি), তৎ (অবতারবীর্য্যং) শুশ্রূষমাণানাং (শ্রবণাভিলাষিণাং) নঃ (অস্মাকং সম্বন্ধে) অনুবর্ণিতুং (সম্যক্ আখ্যাতুং) অর্হসি (যোগ্যো ভবসি সম্যক্ কথয় ইত্যর্থঃ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—হে সূত, যাঁহার অবতার বা আবির্ভাব জীবগণের মঙ্গলের এবং সমৃদ্ধির জন্য হইয়া থাকে, আমরা সেই বাসুদেবের অবতারলীলাসমূহ শ্রবণ করিতে অভিলাষী, আপনি তাহা আমাদিগকে বর্ণন করুন ॥১৩

বিশ্বনাথ—তস্য জিজ্ঞাসয়া কিং ফলমিতি চেৎ শ্রুত্বা আত্মানং কৃতার্থী করিষ্যাম ইত্যাহুঃ যস্যেতি সার্দ্ধৈস্ত্রিভিঃ। যস্যাবতার এব ক্ষেমায় মোক্ষায় ভবায় ভূত্যৈ সম্পত্তয়ে কিং পুনঃ স ইত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাঁহার অবতারের কথা জিজ্ঞাসার কি ফল ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—সেইসকল কথা শ্রবণ করিয়া আমরা নিজের আত্মাকে কৃতার্থ করিব। সার্দ্ধ তিনটি শ্লোকে বলিতেছেন—যাঁহার অবতারই ভূতসকলের রক্ষা ও সমৃদ্ধির জন্য, আর তাঁহার নিজের কথা কি বলিব ? ॥ ১৩ ॥

তথ্য—ভব, সমৃদ্ধি ও মোক্ষ। ঐহিক সুখ। ক্ষেম-শব্দে আমুষ্মিক সুখ। অবতারকালে প্রপঞ্চে উদিত হইয়া পুনরায় স্বধামে চলিয়া যান। নিরস্ত-কুহক সত্য যাঁহার স্বরূপলক্ষণ এবং প্রাপঞ্চিক বিচিত্রতা যাঁহার তটস্থলক্ষণ সেই পরমেশ্বর বস্তুই অব-তরণ করেন। প্রাপঞ্চিক অনুভূতিতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞান অবস্থিত। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জ্ঞেয় বস্তুসকলই নশ্বর, কিন্তু নিত্য। বিষ্ণু-বৈষ্ণবের অবতার অবিনশ্বর বিচিত্রতাযুক্ত। অবতীর্ণ সত্যস্বরূপ কালে বিলুপ্ত হন না। বৈকুণ্ঠে তিনি নিত্যকাল অবস্থিত। অবতীর্ণ হইলে তাহাই অবতার ॥ ১৩ ॥

আপন্নঃ সংসৃতিং ঘোরাং যন্নাম বিবশো গৃণন্ ।
ততঃ সদ্যো বিমুচ্যেত যদ্বিভেতি স্বয়ং ভয়ম্ ॥১৪॥
যৎপাদসংশ্রয়াঃ সূত মুনয়ঃ প্রশমায়নাঃ ।
সদ্যঃ পুনন্ত্যুপস্পৃষ্টাঃ স্বর্ধুন্যাপোঽনুসেবয়া ॥১৫॥

কো বা ভগবতস্তস্য পুণ্যশ্লোকেড্যকর্ম্মণঃ ।
শুদ্ধিকামো ন শৃণুয়াদ্‌যশঃ কলিমলাপহম্ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—ঘোরাং (ভয়ঙ্করীং) সংসৃতিং (জন্ম-মরণ-মালাং আপন্নঃ (প্রাপ্তঃ) নরঃ (মানবঃ) বিবশঃ অপি (অভিভূতোঽপি) যন্নাম (যস্য বাসুদেবস্য নাম) গৃণন্ (কীর্ত্তয়ন্) ততঃ (সংসৃতেঃ) সদ্যঃ (অচিরেণৈব) বিমুচ্যেত (মুক্তিং লভতে) (যতঃ) যৎ (যতো বা নাম্নঃ) ভয়ং অপি (মহাকালো রুদ্রোঽপি) স্বয়ং (সাক্ষাৎ) বিভেতি (ত্রাসমাপ্নোতি)।

(হে সূত) যৎপাদ-সংশ্রয়াঃ (যৎ যস্য ভগবতঃ পাদৌ সংশ্রয়ৌ যেষাং তে ভগবৎপাদপদ্মাশ্রিতাঃ, অতএব) প্রশমায়নাঃ (প্রশমঃ প্রকৃষ্টা ভগবন্নিষ্ঠতা এব অয়নং বর্ত্ম আশ্রয়ো বা যেষাং তে ভগবন্নিষ্ঠাপরায়ণাঃ) মুনয়ঃ (শ্রীশুকাদয়ঃ) উপস্পৃষ্টাঃ (সন্নিধিমাত্রেণ সেবিতাঃ) সদ্যঃ (দর্শনাদেব তৎক্ষণাৎ) পুনন্তি (পবিত্রীকুর্ব্বন্তি), (অপি তু) স্বর্ধুন্যাপঃ (স্বর্ধুনী গঙ্গা তস্যা আপঃ জলং) অনুসেবয়া (স্পর্শনাবগাহনাদি-সাক্ষাৎসেবাভ্যাসেনৈব) (বিলম্বেন ন তু সদ্যঃ, পুনন্তীতি শেষঃ)।

তস্য পুণ্যশ্লোকেড্যকর্ম্মণঃ (পুণ্যশ্লোকৈঃ পবিত্রচরিতৈঃ ঈড্যানি স্তবনীয়ানি যস্য কর্ম্মাণি তস্য উরুক্রমস্য) ভগবতঃ কলিমলাপহং (কলিকলুষ-নাশনং সংসারদুঃখোপশমনং বা) যশঃ (চরিতং) শুদ্ধিকামঃ (আত্মশোধনার্থী) কঃ বা ন শৃণুয়াৎ (সর্ব্বে মঙ্গলার্থিন এব শৃণুয়ুরিত্যর্থঃ) ॥ ১৪-১৬ ॥

বঙ্গানুবাদ—ভয়ঙ্কর সংসারে পতিত মানব বিবশ হইয়াও যে ভগবানের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে সেই সংসার হইতে অচিরেই মুক্ত হন, যাঁহার নামে যম ও যমদূতগণের কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং মহাকাল ও ভীত হন,।

হে সূত, যে ভগবানের পাদপদ্মাশ্রিত ভগবন্নিষ্ঠাপরায়ণ শ্রীশুকাদি মুনিগণের নিকটে গিয়া সেবা করিলে তৎক্ষণাৎ অর্থাৎ দর্শন-মাত্রই তাঁহারা লোককে পাপ হইতে পবিত্র করেন, কিন্তু সুরধুনী সাক্ষাৎ সেবা অর্থাৎ স্পর্শনাবগাহনাদি করিবার পরে পবিত্র করেন,

সেই পবিত্রচরিত সূরিগণ-পূজ্য উরুক্রম ভগবানের কলিকলুষহারিণী কীর্ত্তিকথা আত্মশোধনার্থী কাহারই বা শ্রবণ করা উচিত নয় ? অর্থাৎ সকলেরই শ্রবণ করা কর্ত্তব্য ॥ ১৪-১৬ ॥

বিশ্বনাথ—ততঃ সংসৃতেঃ অত্র ঘোরামিতি বিবশ ইতি সদ্য ইতি পদত্রয়েণ অজামিলাদয়ঃ সূচিতাঃ। যৎ যতো নাম্নঃ একস্মাদপি স্বয়ং ভয়ং স্বয়ং ভগবানিতিবন্মূলভূতং ভয়ং মহাকাল এব বিভেতি কিং পুনর্মৃত্যুর্যমশ্চ কিমুততমাং যমদূতা ইতি ভাবঃ ॥

যৎ পাদাবেব সংশ্রিতৈত্যেব বর্ত্তমানাঃ সদ্য ইতি স্মৃতমাত্রএব পুনন্তি অবিদ্যামালিন্যানি শোধয়ন্তি কিং পুনর্দৃষ্টাঃ স্পৃষ্টাঃ সেবিতা বেতি ব্যাখ্যেয়ং। (ভাঃ ১।১৯।৩৩) "যেষাং সংস্মরণাৎ পুংসঃ সদ্যঃ শুধ্যন্তি বৈ গৃহাঃ। কিং পুনর্দর্শন-স্পর্শপাদশৌচাসনাদিভিঃ" ইত্যনেনৈক্যার্থপ্রাপ্তেঃ। স্বর্ধুন্যা আপ ইত্যত্রাপি তস্যাঃ সকাশাদ্দূরদেশং নীতা ইত্যেব ব্যাখ্যেয়ং। মুক্তিস্তুদ্দর্শনাদেব ন জানে স্নানজং ফলমিতি বাক্যার্থবিরোধাৎ। কিঞ্চ স্বর্ধুন্যা দর্শনাদেব সাধূনাঞ্চ স্মরণাদপি মুক্তিরিতি। তদপি সাধূনামেবোৎকর্ষো জ্ঞেয়ঃ। ততশ্চ তাস্তৎপাদান্নিঃসৃতা এব অতস্তৎসম্বন্ধেন পুনন্তোঽপি উপউপরি স্পৃষ্টাঃ সত্যঃ পুনন্তি। নুবিকল্পে সেবয়া প্রণত্যাদিনা বা আদৃতা বা স্বর্ধুন্যাপ ইতি সমাসান্তভাবঃ আর্ষ্যঃ ॥

শুদ্ধিরাত্মপ্রসাদঃ যেনাত্মা সুপ্রসীদতীতি পূর্ব্বোক্তেঃ। যশঃ ব্রহ্মরুদ্রেন্দ্রজয়াদিকং রাসক্রীড়াদিকঞ্চাত্রাসাধারণমেব ॥ ১৪-১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ঘোর সংসারে পতিত ব্যক্তি বিবশ হইয়াও যাঁহার নাম উচ্চারণ করিলে সংসার হইতে সদ্য মুক্তি প্রাপ্ত হয়—এখানে 'ঘোর', 'বিবশ' ও 'সদ্যঃ'—এই তিনটি পদের দ্বারা অজামিলাদির কথা সূচিত হইয়াছে। তাঁহার একটি মাত্র নাম উচ্চারণে স্বয়ং ভয় অর্থাৎ 'স্বয়ং ভগবান্'—এই শব্দের মত, মূলভূত ভয় মহাকাল পর্য্যন্ত ভীত হন, আর মৃত্যু, যম বা যম-দূতগণের কথা কি **বলিব ?** এই ভাবার্থ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যে ভগবানের চরণযুগল সম্যক্-রূপে আশ্রয় করিয়া শমভাজন মুনিগণ সদ্যঃ অর্থাৎ স্মরণ-মাত্রেই জীবের অবিদ্যা-মালিন্য শোধন করেন, আর তাঁহাদের দর্শন, স্পর্শন ও সেবার দ্বারা যে পবিত্র করিবেন—তাহার কথা কি ? "যাঁহাদের

সংস্মরণেই জীবের গৃহগুলি সদ্যঃ পবিত্র হয়, আর তাঁহাদের দর্শন, স্পর্শ, পাদ-প্রক্ষালন ও আসন দানাদির দ্বারা সম্বর্দ্ধনার কথা কি বলিব?"—এই শ্রীভাগবতের বাক্যের সহিত একার্থতা প্রাপ্ত হওয়ায় এইরূপ ব্যাখ্যা এখানে করিতে হইবে। 'স্বর্ধুনী' অর্থাৎ গঙ্গা, তাঁহার জল—এই কথার দ্বারা গঙ্গা হইতে দূরদেশে আনীত জল—এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। 'মুক্তি তোমার দর্শনেই, আর স্নান-জন্য কি ফল জানি না'—ইত্যাদি বাক্যে অর্থ-বিরোধ দৃষ্ট হয়। আরও বলা হইয়াছে—'গঙ্গার দর্শন-মাত্রে, আর সাধুগণের স্মরণমাত্রেই মুক্তি'—ইহার দ্বারাও সাধুদের উৎকর্ষই জানিতে হইবে। আর, গঙ্গার জল শ্রীভগবানের পাদ-নিঃসৃতই, তাঁহার সম্বন্ধে পবিত্র করিলেও স্পৃষ্ট হইলে পবিত্র করে। 'নু'-শব্দ বিকল্পে, ইহার দ্বারা সাধুগণ দর্শনমাত্রে পবিত্র করেন, আর গঙ্গাবারি সেবার দ্বারা, প্রণতির দ্বারা অথবা আদৃত হইলে পবিত্র করেন—এই অর্থ বুঝিতে হইবে। 'স্বর্ধুন্যাপঃ'—এই শব্দে সমাসান্ত-ভাব আর্ষ্য-প্রয়োগ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এখানে শুদ্ধি-শব্দের অর্থ—আত্মার প্রসন্নতা, 'যাহার দ্বারা সুপ্রসন্ন হয়'—ইত্যাদি পরে বলা হইবে। শ্রীভগবানের যশঃ বলিতে ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্দ্র-জয়াদি এবং রাসক্রীড়াদি অসাধারণ যশঃ জানিতে হইবে ॥ ১৬ ॥

মধ্ব—বিবশঃ বহ্বভ্যাসাৎ। উক্তং চ ব্রহ্ম-বৈবর্ত্তে—

শারীরাদ্বাচিকাভ্যাসো বাচিকান্মানসো ভবেৎ।
মানসাদ্বিবশান্মুচ্যেন্নান্যথা মুক্তিরিষ্যতে॥ ইতি ১৪॥

তথ্য—শ্রীঠাকুর নরোত্তম ভগবদ্ভক্তসম্বন্ধে প্রার্থনায় লিখিয়াছেন—

"গঙ্গার পরশ হইলে পশ্চাতে পাবন।
দর্শনে পবিত্র কর, এই তোমার গুণ॥"

'পুণ্যশ্লোক'-শব্দ ভগবদ্ভক্তকেই বুঝায় নতুবা কর্ম্মীকে পুণ্যশ্লোক বলিতে গেলে তাহার পুণ্য কিছু-কাল পরে পাপে পরিণত হয়।

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥

শুদ্ধিকাম। দৃশ্যজগতে ভোগ্যবস্তুদর্শনে ভোক্তৃ-ভাব বা কামনার উদয় হয়। সেই কামনার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভেচ্ছু জনগণই শুদ্ধিকামী। নশ্বর বস্তুসমূহের উচ্চাবচ কামনায় যে শুদ্ধিতত্ত্বের বিচার আছে, তাহা তাৎকালিক ও স্থানীয় বিচারমাত্র। যে সময়ে জীবের ঈশবৈমুখ্যরূপ বদ্ধভাব প্রবল, সে সময়ে জীবের শুদ্ধিকামের আদর্শ ভোগ্যবস্তুর উচ্চাবচ নিরূপণমাত্র। তাদৃশ বৃত্তি মায়িক মাত্র। উহাতে বৈকুণ্ঠস্থ অদ্বয়জ্ঞানের ধারণা নাই।

"দ্বৈতে ভদ্রাভদ্রজ্ঞান সব মনোধর্ম্ম।
এই ভাল এই মন্দ এই সব ভ্রম॥"

যাহারা নিত্য-হরিলীলাকে নিজের ন্যায় বদ্ধ-জীবের ক্রিয়ার সহিত সমজ্ঞান করেন, তাহাদের কখনই চিত্তশুদ্ধি হয় না। কৃত্রিম চেষ্টাবশে যে মনোনিগ্রহপ্রয়াস, তাহার ক্রিয়া স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধি-দ্বয়ের উপর, সুতরাং প্রাকৃত। এই প্রাকৃত ধারণা হইতে মুক্ত না হইলে প্রকৃত শুদ্ধকাম হয় না॥ ১৪-১৬ ॥

বিবৃতি। সংসারের প্রচণ্ড বিপদ্ নিরীক্ষণ করিয়া ঋষিগণ কিয়ৎ পরিমাণে তাহা হইতে বিরত হইবার বাসনায় শ্রীসূত গোস্বামীকে বলিতেছেন, আমরা চতুর্দ্দশভুবন ভ্রমণকালে শুনিয়াছি যে, মহা-কাল পর্য্যন্তও সর্ব্বসংহারকারী হইয়াও প্রপঞ্চাগত ভগবন্নাম হইতে স্বয়ং ভয়প্রাপ্ত হন। কিন্তু আরও শুনিয়াছি যে, কালশাসিত সংসারাসক্ত বদ্ধজীবকুল স্ব-স্ব আসক্তিতে আবদ্ধ হইয়া নিজের স্বতন্ত্রতা নষ্ট হইলে ভগবানের নাম-প্রভাবে ভোগাসক্তি হইতে মুক্ত হন। তাদৃশ ভগবদ্ভক্তের মহিমা বিষ্ণুচরণামৃত-গঙ্গোদক অপেক্ষাও অধিক। গঙ্গোদকে পাপাদি বিনষ্ট হয়, শ্রীভগবন্নামে পাপ বিনষ্ট হইয়া সেবা-প্রাপ্তি পর্য্যন্ত ঘটে। নামাভাসেই পাপ ধ্বংস হয় এবং নাম প্রভাবেই হরি-প্রীতি লাভ ঘটে। শ্রীনাম কোন ভোগ্য বস্তুর সংজ্ঞা না হওয়ায়, অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সেব্য বস্তু হওয়ায়, নামী-বস্তুর সহিত তাহার কোন ভেদ নাই। তজ্জন্য প্রপঞ্চাগত নামের উচ্চারণই ভজনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গ বলিয়া নিরূপিত

হইয়াছে। ভগবানের নামোচ্চারণকারী ভক্ত গঙ্গাদির জল অপেক্ষা বদ্ধজীবের পক্ষে অধিক উপযোগী। সেই নামনামী-অভিন্ন বস্তুর সান্নিধ্যে ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষ-জ্ঞান ও অনুমানাদি হইতে বদ্ধজীবের যে বিপদ্ উপস্থিত হয়, তাহা প্রশমিত হয়।

ইন্দ্রিয়তর্পণের উদ্দেশে অক্ষজ-বিলাসচতুর ব্যক্তিগণ ভোক্তৃবুদ্ধিতে যে নামোচ্চারণ করে, তাহাতে দশবিধ নামাপরাধের সম্ভাবনা আছে। তাদৃশ নামাপরাধ দ্বারা কর্ম্মমার্গীয় তুচ্ছফল লাভ ঘটে। আর সম্বন্ধজ্ঞানরহিত অপরাধবর্জ্জিত নামোচ্চারণের নাম নামাভাস। তদ্দ্বারা বিষয়-বন্ধন হইতে জীব মুক্ত হইয়া তটস্থ ভাব লাভ করেন। তটস্থভাবে অবস্থান-কালে, তাঁহার শ্রীনাম-গ্রহণে কৃষ্ণপ্রেমা উদিত হন। প্রাকৃত বিচারে নামের সেবা করিতে গেলেই নামাপরাধ হয়। প্রাকৃতভাব-নির্ম্মুক্ত-অবস্থায় নামীর বিচিত্র-বিলাসের অনুভূতির অভাবে নামাভাস এবং শুদ্ধ চিদ্‌বিলাস নামীর বিচিত্র লীলাস্ফূর্ত্তিতে হরিসেবা-জনিত প্রেমার উদয়। তাহাতে ভোগ বা ত্যাগের গন্ধ নাই ॥ ১৪-১৬ ॥

তস্য কর্ম্মাণ্যুদারাণি পরিগীতানি সূরিভিঃ।
ব্রূহি নঃ শ্রদ্দধানানাং লীলয়া দধতঃ কলাঃ ॥১৭॥

অন্বয়ঃ— শ্রদ্দধানানাং (শ্রদ্ধাবতাং) নঃ (অস্মাকং) লীলয়া (বিলাসেচ্ছয়া) কলাঃ (অংশ-পুরুষ-গুণাবতারান্) দধতঃ (ধারয়তঃ) তস্য (স্বয়ং ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য) সূরিভিঃ (নারদাদিভিঃ) পরি-গীতানি (সংকীর্ত্তিতানি) উদারাণি (মহান্তি) কর্ম্মাণি (বিশ্বসৃষ্ট্যাদীনি) ব্রূহি (বর্ণয়) ॥ ১৭ ॥

বঙ্গানুবাদ—যিনি লীলাক্রমে পুরুষাবতার প্রভৃতি কলা ধারণ করিয়াছেন, সেই স্বয়ংরূপ অব-তারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বসৃষ্ট্যাদি মহৎ অথবা পরমানন্দপ্রদ জন্মাদি লীলাসমূহ যাহা নারদাদি দিব্যসূরিগণ গান করিয়া থাকেন, তাহা শ্রবণ করিতে আমরা শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়াছি, আমাদিগের নিকট তাহা বর্ণন করুন ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ— কর্ম্মাণ্যবতারান্তরসাধারণান্যসুরবধা-দীনি। উদারাণি ভক্তাভীষ্টপ্রদানি। কলা অব-তারান্ দধত ইতি। বর্ত্তমানকালেনতদবতারাণাং নিত্যত্বং তস্য চ পূর্ণত্বমায়াতম্ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কর্ম্মাণি' অর্থাৎ কর্ম্মসমূহ বলিতে শ্রীভগবানের অন্যান্য অবতারবৃন্দের কর্ম্মসকল ও অসুর বধাদি। উদার কর্ম্মসমূহ বলিতে ভক্ত-জনের অভীষ্টপ্রদ শ্রীভগবানের লীলাসমূহ বুঝিতে হইবে। 'কলাঃ' অর্থাৎ অংশাবতার, পুরুষাবতার, গুণাবতার প্রভৃতি যিনি ধারণ করেন। 'দধতঃ'— এই বর্ত্তমান কালের প্রয়োগের দ্বারা শ্রীভগবানের অবতারবৃন্দের নিত্যত্ব এবং শ্রীভগবানের পূর্ণত্বই বোধগম্য হয় ॥ ১৭ ॥

তথ্য—লীলা। বদ্ধজীবের নশ্বর ক্রিয়া অনিত্য, অবিদ্যাবৃত ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দাভাবযুক্ত। অপ্রাকৃত বস্তুর ক্রিয়াকে লীলা বলে। সেই ক্রিয়ার কোন অনুপাদেয়, হেয়, পরিচ্ছেদযোগ্য দুর্দ্দশা নাই। আত্ম-মায়া দ্বিবিধা—স্বরূপশক্তি ও বহিরঙ্গাশক্তি। স্বরূপ-শক্তিতে সচ্চিদানন্দবৃত্তিত্রয় উদ্ভাসিত, আর বহিরঙ্গা শক্তি সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ী। যোগমায়াকে চিচ্ছক্তি বা জীবমায়া এবং গুণমায়াকে প্রাকৃত ভোগ্য দৃশ্য জড় বলা হয়। ভক্তি যোগমায়ার অনুবর্ত্তী হইলে জীব কৃষ্ণোন্মুখ হন, গুণমায়ার অধীন হইলে জীবের অনন্ত দুর্গতি ও মূঢ়তা। গীতায় বলিয়াছেন—

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥

প্রক্রান্তজীবের জড়ভোগানুবৃত্তি বিলুপ্ত হইলে হরিসেবানুকুল বৃত্তির উদয় হয়। তখন জীব—

"লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে।
হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা।"

জানিয়া জীবন্মুক্তদশায় নিবৃত্তানর্থ হইয়া লীলা-কথাশ্রবণে অধিকার লাভ করেন। লীলাকথাশ্রবণা-ধিকার পাইলে জীবকে আর অনর্থ গ্রাস করিতে সমর্থ হয় না। তখন—

"বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্‌যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ ॥

তখন স্বরূপসিদ্ধ জীবন্মুক্ত জীব—

"ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে" ॥

ইহা সাক্ষাৎ অনুভব করেন। লীলাময়ের লীলায় পরিকরবৈশিষ্ট্য আছে। লীলাময়কে বাদ দিয়া নিরীশ্বর ধারণাকে বদ্ধজীবের কর্ম্মানুষ্ঠান বলে। বদ্ধজীব নশ্বর কর্ম্মের ভোক্তা, কৃষ্ণ নিত্যবিলাসবান্ লীলাময় ॥ ১৭ ॥

অথাখ্যাহি হরেধীমন্নবতারকথাঃ শুভাঃ।
লীলাবিদধতঃ স্বৈরমীশ্বরস্যাত্মমায়য়া ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—হে ধীমন্! (মতিমন্) অথ (অনন্তরং) আত্মমায়য়া (নিজেচ্ছারূপয়া শক্ত্যা চিচ্ছক্ত্যা যোগ-মায়য়া) স্বৈরং (স্বাতন্ত্র্যেণ) লীলাঃ (জগৎস্থিত্যর্থে ভূভারহরণাদিরূপাঃ) বিদধতঃ (কুর্ব্বতঃ) ঈশ্বরস্য হরেঃ (ভগবচ্ছ্রীকৃষ্ণস্য) শুভাঃ (শিবদাঃ) অবতার-কথাঃ (পুরুষলীলাবতারাণাং কথাঃ) আখ্যাহি (ব্রূহি) ॥ ১৮ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে মতিমন্, অতঃপর নিজেচ্ছারূপা শক্তিদ্বারা স্বেচ্ছাক্রমে জগৎস্থিতির জন্য ভূভারহর-ণাদিরূপ লীলা করিয়াছেন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেই পরমমঙ্গলদায়িনী অবতারকথাসমূহ বর্ণন করুন্ ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—শুভা অমায়িকীর্বিদধত ইতি বর্ত্তমান কালেন লীলানাং নিত্যত্বং আত্মমায়য়া যোগমায়য়া। ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'শুভাঃ' অর্থাৎ মঙ্গলপ্রদ বলায় শ্রীভগবানের কথাসকল মায়াতীত জানিতে হইবে। 'বিদধতঃ'—অর্থাৎ লীলা করিতেছেন—এই বর্ত্তমান কালের দ্বারা লীলাসমূহের নিত্যত্ব এবং 'আত্মমায়া'—শব্দে শ্রীভগবানের চিচ্ছক্তি যোগমায়াই বুঝিতে হইবে ॥ ১৮ ॥

মধ্ব—আত্মমায়য়া স্বরূপভূতেচ্ছয়া।
মহামায়েত্যবিদ্যেতি নিয়তির্মোহিনীতি চ।
প্রকৃতির্ব্বাসনেত্যেব তবেচ্ছানন্ত কথ্যতে ॥ ইতি স্কান্দে
বিষ্ণুসংহিতায়াঞ্চ—
ইচ্ছাশক্তির্জ্ঞানশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তিরিতি ত্রিধা।
শক্তি-শক্তিমতোশ্চাপি ন ভেদঃ কশ্চনেষ্যতে ॥ ইতি ॥
॥ ১৮ ॥

তথ্য—স্বৈর। ঈশ্বর স্বতন্ত্র। নিরীশ্বর কোন বস্তু তাঁহার স্বতন্ত্রতায় বাধা দিতে পারে না। এজন্য তিনি অজিত-নামধারী। তবে লীলাপরিকরগণ তাঁহাকে প্রেমবাধ্য করেন। লীলাপরিকরগণের প্রেম-বাধ্য হওয়াই তাঁহার স্বতন্ত্রতা। জড় জগতের বদ্ধ-জীবের ধর্ম্মে যে ভোগের আনুগত্য নশ্বর ইন্দ্রিয়জ্ঞানে লভ্য হয়, তাহা নিতান্ত হেয়। ভগবদনুকূল ইচ্ছার পূরণকারী সুনির্ম্মল পরিকরগণ তাঁহার নিত্য-সেবা-বিধান করিয়া থাকেন। তাঁহারা লীলার অন্তর্গত। লীলাপ্রবেশের পূর্ব্বে জীবের দুর্ভাগ্যক্রমে ইন্দ্রিয়তর্পণ-প্রবৃত্তি হরিসেবায় বাধা দেয়। আবার মিছা-ভক্তগণ আত্মবঞ্চনাক্রমে ভোগময়ী ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া লীলা-কথা শ্রবণ করিতে অসমর্থ হয়। ইহাই তাহাদিগের ভোগে জড়বদ্ধ ভাব। "মায়াধীশ মায়া-বশ ঈশ্বরে জীবে ভেদ।" দৃশ্যজগতের ক্রিয়াকলাপের সহিত ভগবল্লীলার সাম্যপ্রয়াস জীবের দুর্ভাগ্যের নিদর্শন। ভগবদ্বস্তু অধোক্ষজ, ভগবদিতর বস্তু প্রাপঞ্চিক দৃশ্য, ভগবান্ হইতে মায়াশক্তি প্রকটিত হইয়াও ভিন্ন ॥ ১৮ ॥

বয়ন্তু ন বিতৃপ্যাম উত্তমঃশ্লোকবিক্রমে।
যচ্ছৃণ্বতাং রসজ্ঞানাং স্বাদু স্বাদু পদে পদে ॥১৯॥

অন্বয়ঃ—যৎ (যদ্বিক্রমং) শৃণ্বতাং (শ্রবণ-কারিণাং) রসজ্ঞানাং (রসিকানাং) পদে পদে স্বাদু স্বাদু (প্রতিপদং প্রতিক্ষণং বা আস্বাদনং স্বাদুতোঽপি স্বাদু ভবতীতি শেষঃ, উত্তরোত্তরং মাধুর্য্যমুদ্গীরতীতি ভাবঃ, অধুনাতিশয়েন শ্রবণেচ্ছাবশাৎ তস্মিন্) উত্তমঃশ্লোকবিক্রমে (উৎ উদ্গচ্ছতি তমো যস্মাৎ স উত্তমস্তথাভূতঃ শ্লোকো যত্র যস্য বা তস্য বিক্রমে গুণলীলাকথাদৌ) বয়ং তু (অন্যে তু তৃপ্যন্তু নাম) ন বিতৃপ্যামঃ (ন বিশেষেণ তৃপ্তা ভবামঃ অলমিতি ন মন্যামহে) ॥ ১৯ ॥

বঙ্গানুবাদ—যাঁহার লীলাকথা শ্রবণকারী রসিক-গণের আস্বাদন প্রতিপদে উত্তরোত্তর স্বাদু হইতেও স্বাদু হয়, সেই উরুক্রম শ্রীকৃষ্ণের গুণলীলা-কথাদিতে অধিক আস্বাদন পাইবার আশায় আমরা বিশেষভাবে তৃপ্ত হইতেছি না অর্থাৎ হরিকথা শুনিয়া যথেষ্ট বা

পর্য্যাপ্ত বোধ করিতেছি না, বরং উত্তরোত্তর আমাদের কৌতূহল ও আগ্রহ বৃদ্ধি পাইতেছে ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—উত্তমঃ সর্ব্বশ্রেষ্ঠঃ শ্লোকো যশো যস্য সঃ। যদ্বা উত্তমৈঃ শ্লোক্যতে কীর্ত্ত্যতে, ইতি তস্য বিক্রমে তু বিশেষেণ ন তৃপ্যাম অলমিতি ন মন্যামহে। তেন যাগযোগাদিষু তৃপ্তাঃ স্ম ইতি ভাবঃ। যদ্বিক্রমণং শৃণ্বতাম্। যদ্বা অন্যে তৃপ্যন্তু নাম বয়ং তু নেতি তুশব্দস্যান্বয়ঃ। অয়মর্থঃ। ত্রিধা হ্যলংবুদ্ধির্ভবতি। উদরাদিভরণেন বা রসাজ্ঞানেন বা স্বাদুবিশেষাভাবাদ্বা। তত্র শৃণ্বতামিত্যনেন শ্রোত্রস্যাকাশত্বাৎ বিক্রমস্য চামূর্ত্তত্বাৎ ন ভরণং। রসজ্ঞানামিতি রসাজ্ঞানেন পশুবত্তৃপ্তির্নিরাকৃতা। পদে পদে প্রতিসুপ্তিঙন্তমেব প্রতিক্ষণমেব বা স্বাদুতোঽপি স্বাদ্বিতি চর্ব্বিতস্য ইক্ষুদণ্ডাদেরিব ন নীরসত্বেন হেয়ত্বং প্রত্যুতাতিস্বাদুত্বেন পরমোপাদেয়ত্বমিতি ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'উত্তমঃ-শ্লোক-বিক্রমে'—উত্তম অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্লোক যশঃ যাঁহার। (উদ্ উদ্গতং তমঃ যস্মাৎ—যাহা হইতে অজ্ঞান অন্ধকার বিদূরিত হয়, তাদৃশ যশঃ যাঁহার, সেই ভগবানের বিক্রমে)। অথবা শ্রীনারদাদি উত্তম ভক্তবৃন্দের দ্বারা যাঁহার যশঃ কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাঁহার বিক্রমে অর্থাৎ লীলাকথাদি শ্রবণে আমরা বিশেষভাবে তৃপ্ত হইতেছি না, অর্থাৎ ভগবানের চরিত্র শ্রবণে আমাদের অলংবুদ্ধি (পর্য্যাপ্তবোধ) হয় নাই, বরং আরও শ্রবণের ইচ্ছা বলবতী হইতেছে। কিন্তু যাগযজ্ঞাদিতে আমরা তৃপ্ত হইয়াছিলাম (অর্থাৎ আমাদের পর্য্যাপ্তবোধ হইয়াছিল)। যাঁহার লীলা শ্রবণ করিতে করিতে, অথবা অন্যে তৃপ্ত হয়, হউক, আমরা কিন্তু তৃপ্ত হইতে পারিতেছি না। ইহার অর্থ—অলংবুদ্ধি (পর্য্যাপ্ত-বুদ্ধি) তিন প্রকারে হইয়া থাকে—(১) উদরাদির ভরণে, (২) রসের অজ্ঞানে, অথবা (৩) স্বাদুবিশেষের অভাবে। এখানে 'শৃণ্বতাং'—শ্রবণকারী আমাদের—এই কথার দ্বারা শ্রোত্রের আকাশ-রূপত্ব এবং ত্রিবিক্রমও অমূর্ত্ত বলিয়া ভরণ সম্ভব নহে। 'রসজ্ঞ'—এই কথার দ্বারা রস-বিষয়ে অজ্ঞানতা ও পশুর মত তৃপ্তি নিরাকৃত হইয়াছে। আর, স্বাদুবিশেষের অভাবও নাই, কারণ পদে পদে অর্থাৎ প্রতিক্ষণেই স্বাদু হইতে স্বাদু, মধুর হইতে অতিমধুর আস্বাদন হয়। চর্ব্বিত ইক্ষুদণ্ডের যেমন হেয়াংশ পরিত্যাগ করিতে হয়, এই শ্রীকৃষ্ণের গুণ-লীলাকথাদির আস্বাদনে কিছুই পরিত্যাগ করিবার নাই, বরং অতিশয় স্বাদু বলিয়া পরম উপাদেয়ত্বই রহিয়াছে ॥ ১৯ ॥

তথ্য—পদে পদে। শ্রীভগবান্ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের শিক্ষাষ্টকের ১ম শ্লোকে কৃষ্ণকীর্ত্তনমাহাত্ম্যে আছে—

"আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্ ॥"

কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন চারিপ্রকার ১। নামসঙ্কীর্ত্তন, ২। রূপসঙ্কীর্ত্তন, ৩। গুণ-সঙ্কীর্ত্তন এবং ৪। পরিকর-বৈশিষ্ট্যময় লীলাকীর্ত্তন ॥ ১৯ ॥

কৃতবান্ কিল কর্ম্মাণি সহ রামেণ কেশবঃ।
অতিমর্ত্ত্যানি ভগবান্ গূঢ়ঃ কপটমানুষঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—কপটমানুষঃ (নিত্যোঽপ্রাকৃতঃ সন্নপি প্রাপঞ্চিকদর্শনযোগ্য-মনুষ্যরূপধৃক্ (অতঃ) গূঢ়ঃ (প্রচ্ছন্নঃ) ভগবান্ কেশবঃ (ঈশ্বরো বাসুদেবঃ) রামেণ সহ (বলদেবেন সার্দ্ধং) যানি অতিমর্ত্ত্যানি (মর্ত্ত্যানতিক্রান্তানি লোকোত্তরাণীত্যর্থঃ) কর্ম্মাণি (লীলা-বিক্রমান্) কৃতবান্ (অকরোৎ) তানি সর্ব্বাণ্যপি কথয়েতি শেষঃ ॥ ২০ ॥

বঙ্গানুবাদ—নিত্য অপ্রাকৃতবস্তু হইয়াও প্রাপঞ্চিক দর্শনযোগ্য মনুষ্যরূপধারী, অতএব প্রচ্ছন্নভাবে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবলদেবের সহিত যে সকল অলৌকিক অপ্রাকৃত লীলাবিক্রম অনুষ্ঠান বা প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই সকল বর্ণন করুন ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—বিক্রমমেব স্পষ্টীকুর্ব্বন্তি কৃতবানিতি। অতিমর্ত্ত্যানি নরাকৃতিপরব্রহ্মত্বাৎ মর্ত্ত্যোঽপি মর্ত্ত্যানতিক্রান্তানি গোবর্দ্ধনোদ্ধরণাদীনি তাৎকালিকমনুষ্যেষ্বসংভাবিতানীত্যর্থঃ। তদপি গূঢ়ঃ। তত্র হেতুঃ। কপট মানুষঃ কপটং ভক্তহিতার্থং ব্রহ্মবেশাদিনা প্রার্থনলক্ষণং মানুষেষু প্রাকৃতেষু জরাসন্ধাদিষু তথা; যস্য কপটং প্রেমবিলাসার্থং ধর্ম্মোপদেশাদিলক্ষণং মানুষেষু বেণুনাদাকৃষ্টগোপীকুলেষ্বপ্রাকৃতেষু যস্য সঃ। গড্বাদিত্বাৎ সপ্তম্যাঃ পরনিপাতঃ। তেষাং তেষাং মায়য়া মোহনাৎ। প্রেম্না মোহনাচ্চৈবং

কপটী নেশ্বরো ভবিতুমর্হতীতি প্রত্যায়নাদ্‌গূঢ় ইত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীভগবানের বিক্রমই স্পষ্ট-ভাবে বলিতেছেন—'কৃতবান্' ইত্যাদি শ্লোকে। 'অতি-মর্ত্ত্যানি কর্ম্মাণি'—অলৌকিক অপ্রাকৃত কর্ম্মসমূহ, এই কথায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নরাকৃতি পরব্রহ্ম-হেতু প্রাপঞ্চিক-দর্শনযোগ্য মানুষের মত হইলেও তৎ-কালীন নরলোকের পক্ষে অসম্ভাবিত শ্রীগোবর্দ্ধন ধারণাদি লীলা করিয়াছেন। তাহাতে আবার প্রচ্ছন্ন-ভাবে লীলা করিতেছেন। তাহার কারণ—'কপট-মানুষ', সচ্চিদানন্দ-ঘনবিগ্রহ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মানুষের ন্যায় লীলা করিলেও, তাঁহার শ্রীবিগ্রহ অপ্রাকৃত, কিন্তু ভক্তজনের হিতের জন্য জরাসন্ধাদি প্রাকৃত মানব-গণের নিকট ব্রাহ্মণবেশে প্রার্থনাদি, তাঁহার কপটতা-মাত্র, আবার প্রেমবিলাসের নিমিত্ত বেণুনাদাকৃষ্ট অপ্রাকৃত গোপীজনের নিকট মানুষের মত ধর্ম্মোপদে-শাদি-রূপ কাপট্য। উভয়ের মধ্যে প্রাকৃত জনগণকে মায়ার দ্বারা বিমোহন, আর প্রেমে নিজ পরিকরগণের মোহনও তাঁহার কপটতা। তিনি ঈশ্বর হইতে পারেন না,—এইরূপ প্রতীতি করানোর জন্যই তিনি গূঢ় অর্থাৎ প্রচ্ছন্নভাবে নিজেকে লুকাইয়া লীলাবিহার করিতেছেন ॥ ২০ ॥

তথ্য—অতিমর্ত্ত্য, অপ্রাকৃত, অবিনশ্বর। কপট মানুষ, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নরবপু ধারণ করিলেও তাঁহার দেহ ও দেহীতে প্রাকৃত মানবের ন্যায় ভেদ নাই। তিনি মানবাকৃতি হইলেও সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ। ইহাই তাঁহার ঐশ্বর্য্য। "মল্লানাং অশনিঃ" প্রভৃতি শ্লোকেও তিনি নির্ব্ব্যলীক সেবকের দৃষ্টিতে নিরস্তকুহক সত্য, আর অজ্ঞানদুষ্ট কপটগণের দৃষ্টিতে তাঁহার অপ্রাকৃত লীলাদি সাধারণ প্রাকৃত লোকের আচরণের ন্যায় দৃষ্ট হয়। উহাই তাহাদের মূঢ়তা ও দুর্ভাগ্যের পরিচয়-মাত্র ॥ ২০ ॥

কলিমাগতমাজ্ঞায় ক্ষেত্রেঽস্মিন্ বৈষ্ণবে বয়ম্।
আসীনা দীর্ঘসত্রেণ কথায়াং সক্ষণা হরেঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—কলিং (কলিযুগং) আগতং (প্রাপ্তং) আজ্ঞায় (জ্ঞাত্বা) (তত্তিয়া) অস্মিন্ (অত্র) বৈষ্ণবে ক্ষেত্রে (বিষ্ণুপ্রিয়-নৈমিশারণ্যে) দীর্ঘসত্রেণ (বহুকাল-ব্যাপিযজ্ঞনিমিত্তেন) আসীনাঃ (উপবিষ্টাঃ) বয়ং (শৌনকাদয়ঃ যাজ্ঞিকাঃ) হরেঃ কথায়াং (হরিকথা-শ্রবণে) সক্ষণাঃ (লব্ধাবসরাঃ স্ম) ॥ ২১ ॥

বঙ্গানুবাদ—কলিযুগ আসিয়াছে জানিয়া আমরা এই বৈষ্ণবক্ষেত্র নৈমিষারণ্যে দীর্ঘকালব্যাপি-যজ্ঞো-পলক্ষে আসিয়া উপবিষ্ট অর্থাৎ আসীন রহিয়াছি; এক্ষণে আমাদিগের হরিকথা-শ্রবণে অবসর লাভ হইয়াছে ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—ননু যাজ্ঞিকানাং যুষ্মাকমীদৃশং কৃষ্ণ-যশঃশ্রবণৌৎসুক্যমতিচিত্রং সত্যং। সংপ্রতি ত্বস্মাকং যাজ্ঞিকত্বং প্রথামাত্রমেব জাতমিতি জানীহীত্যাহুঃ কলিমিতি। সক্ষণা লব্ধাবসরাঃ সোৎসবা বা ॥২১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বল—যাজ্ঞিক আপ-নাদের এই প্রকার শ্রীকৃষ্ণের যশঃ শ্রবণে ঔৎসুক্য অতিবিচিত্র, তাহার উত্তরে বলিতেছেন—সত্য, সম্প্রতি আমাদের যাজ্ঞিকত্ব প্রথামাত্র অর্থাৎ বাহিরে ছলমাত্র জানিবে। কলিকাল আগত জানিয়া এই বৈষ্ণবক্ষেত্র নৈমিষারণ্যে দীর্ঘকাল ব্যাপি যজ্ঞের উপলক্ষ্যে উপ-বিষ্ট রহিয়াছি, এক্ষণে আমরা শ্রীহরির কথাশ্রবণে অবসর প্রাপ্ত হইয়াছি, অথবা শ্রবণে আনন্দিত হইতেছি ॥ ২১ ॥

তথ্য—কলি। কালনির্দ্দেশে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই যুগচতুষ্টয়ের নামকরণ হইয়াছে। জ্যোতিষ্কে গ্রহগণ বিভিন্ন পরিমিত কালে মণ্ডল পরি-ভ্রমণ করেন। গ্রহের জ্যোতিষ্কে স্পষ্টস্থাননির্ণয়কে স্ফুট বলে। আর তাহাদিগের গড়পড়্‌তা স্থান-নির্দ্দেশকে মধ্য-নিষ্কাষণ বলে। ভারতীয় জ্যোতিষ-শাস্ত্রের গণনা-প্রণালীতে মধ্যগতি হইতে মন্দশীঘ্রোচ্চ কেন্দ্রসংস্কার করিয়া গ্রহের স্পষ্ট স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। গ্রহের উচ্চ ও মন্দস্থাননির্দ্দেশের জন্য শীঘ্র ও মন্দের মধ্যগতিগত ভক্তগণের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। স্থির-জ্যোতিষ্ক অশ্বিন্যাদি নক্ষত্র আরম্ভ হইতে নির্দ্দেশের বিধি আছে। যুগচতুষ্টয়ের সমষ্টিকে মহাযুগ বলে। পাত ক্রান্তির নির্ণয়ে আবশ্যক হয়। পাত রাহু ও কেতু ও অন্যান্য গ্রহপাত ও মন্দোচ্চ ব্যতীত মহাযুগ প্রারম্ভে অশ্বিনীমুখে সকল গ্রহের

মধ্যগতি গণনা প্রারম্ভ বর্ত্তমান ছিল। সেই যুগ-চতুষ্টয়কে দশদ্বারা বিভাগ করিলে এক ভাগের নাম কলি। কলির পরিমিত কাল ৪৩২০০০ সৌরবর্ষ, দ্বাপরযুগ ৮৬৪০০০ বর্ষ, ত্রেতাযুগ ১২৯৬০০০ বর্ষ এবং সত্যযুগের পরিমাণ ১৭২৮০০০ সৌরবর্ষ। মহাযুগের পরিমাণ ৪৩২০০০০ সৌরবর্ষ। সহস্র মহাযুগে এক কল্প হয়। এক কল্পের অন্তর্গত ৭১ মহাযুগব্যাপী এবং ১৫টী সত্যযুগ পরিমিতকাল অবস্থান করে।

"নবশৈলেন্দুরামাঢ্যাঃ শকাব্দাঃ কলিবৎসরাঃ"

অর্থাৎ শকাতীতাব্দায় ৩১৭৯ সৌরবর্ষ যোগ করিলে কলিগতাব্দ বর্ষ স্থির হয়। ১৮৪৫ শকাব্দায় ৫০২৪ কলিগতাব্দ চলিতেছে।

'কলি'-শব্দের অর্থ বিবাদ। যে কালে শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-পন্থায় বিবাদ উপস্থিত অর্থাৎ তর্ক-পন্থা আরম্ভ হয়, তৎকালেই কলির প্রবৃত্তি। নিরস্ত-কুহক বাস্তবসত্যে সন্দিহান হইবার কালেই কলিকাল বা বিবাদযুগের প্রবৃত্তি। মানব-সমাজে নশ্বর ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের প্রাবল্যে অধোক্ষজ বস্তুতে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল এবং তাহারই বিস্তৃতিক্রমে হরিবৈমুখ্য জীবকে গ্রাস করে। গুর্ব্ববজ্ঞাই হরিবৈমুখ্যের কারণ। 'আমি বেশী বুঝি, স্বয়ং গুরু' এই বিচারই নিরস্ত-কুহক সত্যের সহিত বিবাদ।

নিরস্ত-কুহক সত্যকে অপর আবৃত-কুহক সত্য-সদৃশ অনিত্যবস্তুর সহিত সমজ্ঞান এবং ইন্দ্রিয়জ খণ্ডবস্তুর জ্ঞানসহ অবিনাশী বস্তুর তুল্য জ্ঞান প্রভৃতি কারণেই জড়ভোগপ্রবৃত্তির উদয়ক্রমে জীবগণ কলি-মলের দ্বারা আবৃত হইয়াছেন। শ্রীগুরুপাদাশ্রয় ব্যতীত এই ভোগময়ী ধারণার হস্ত হইতে জীবের পরিত্রাণ নাই, আবার ভোগময়ী ধারণাকে সম্বল করিয়া গুরু অন্বেষণ করিতে গিয়া কাল্পনিক কর্ম্মি-গুরু, যোগিগুরু, জ্ঞানিগুরু প্রভৃতি মায়িক সংজ্ঞায় বদ্ধজীবের প্রতারিত হইবার যোগ্যতা আছে। ইতর গুরুগণের নিকট শ্রবণ করিতে গেলেই জীবের তর্ক-প্রবৃত্তিক্রমে শ্রুতিশাস্ত্রধারণায় মায়াবাদ ও ভোগবাদ আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই জন্য "অবৈষ্ণবো-পদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ। পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্ বৈষ্ণবাদ্‌গুরোঃ।" এই সাত্বতশাস্ত্র-বচন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর "যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে" প্রভৃতি বাক্যের আবির্ভাব দেখা যায়। দৃশ্য জগৎ হইতে ব্যাপ্য বিচার গ্রহণ করিয়া ব্যাপক বিষ্ণুর দিকে অগ্রসর হইতে গেলেই তর্কপন্থা। তাহা শ্রুতিপথের নিতান্ত বিরুদ্ধ। "অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।" বাস্তব বস্তুবিজ্ঞান কখনই অধিরোহবাদ বা তর্কপন্থায় লাভ করা যায় না। শ্রীমদ্ভাগবকথিত "মহীয়সাং পাদরজোঽভি-ষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ," "বিনা মহৎ-পাদরজোঽভিষেকং," "স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনু-বাঙ্মনোভির্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রি-লোক্যাং" প্রভৃতি অবতারবাদের উক্তিসমূহই একমাত্র গ্রহণীয়। লৌকিক বিচার ও বৈদিক বিচারে পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্ম অবস্থিত। ব্যক্তাব্যক্তের বর্ত্তমান বিরোধ যথায় একত্ব লাভ করিয়া অদ্বয়তা লাভ করিয়াছে, সেই অদ্বয়জ্ঞানকেই ভগবান্ বলা হয়। আর লৌকিকজ্ঞান অবলম্বনপূর্ব্বক যে ব্রহ্মশব্দের প্রয়োগ, তথায় তর্কপন্থা বা অধিরোহবাদ অবস্থিত। পরমাত্মসংজ্ঞায় লৌকিক ও অলৌকিক বেদমত মিশ্র-ভাবাপন্ন। এই জন্যই শ্রীজীবগোস্বামিপাদ শ্রীভাগ-বতসন্দর্ভ গ্রন্থে মায়াশক্তিপ্রচুর আংশিক চিন্ময় পূর্ণ-ভাবকেই পরমাত্মা বলিয়া নির্দ্দেশপূর্ব্বক কলিহত জনগণের বিবাদ প্রশমিত করিয়াছেন।

সক্ষণা। শৌনকাদি ঋষিগণ বলিতেছেন, আমরা সম্প্রতি অধিরোহবাদ বা তর্কপন্থা পরিত্যাগ করিয়া শ্রৌতপন্থায় শ্রবণ করিতে অবসর প্রাপ্ত হইয়াছি। সুতরাং বৈষ্ণবগুরুর নিকট হইতেই শাস্ত্রশ্রবণে অবকাশ লাভ করিতেছি। যদিও আমরা অবতার-প্রণালীতে বাসুদেবকথাশ্রবণাভিলাষী, তথাপি আমরা তর্কপন্থার ভাষায় প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিলেও "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া" এই মহাভারতোক্তির অনুগমনে অবসর-প্রাপ্ত হইয়া ন্যূনাধিক শ্রৌতপন্থা গ্রহণ করিতেছি ॥ ২১ ॥

ত্বং নঃ সন্দর্শিতো ধাত্রা দুস্তরং নিস্তিতীর্ষতাম্।
কলিং সত্ত্বহরং পুংসাং কর্ণধার ইবার্ণবম্ ॥২২॥

অন্বয়ঃ—পুংসাং (নরাণাং) সত্ত্বহরং (বল-বুদ্ধ্যপহং) দুস্তরং (দুষ্পারং) কলিং (কলিকালরূপং

সমুদ্রং) নিস্তিতীর্ষতাং (সম্যক্ তরিতুমিচ্ছতাং) নঃ (অস্মাকং) অর্ণবং (সাগরং) (নিস্তিতীর্ষতাং পুংসাং) কর্ণধারঃ (নাবিকঃ) ইব (ত্বং) ধাত্রা (ঈশ্বরেণ) সন্দর্শিতঃ (অস্মদ্দৃষ্টিপথে প্রেরিতঃ, বিধাতৃকৃপাবলেনৈব সৌভাগ্যবশাৎ ভবদ্দর্শনমস্মাভির্লব্ধমিত্যর্থঃ) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—আমরা মানবগণের বলবুদ্ধিনাশক কলিকালরূপ দুস্তর সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছুক। সমুদ্রের পরপারগমনাভিলাষিজনের পক্ষে কর্ণধার-সদৃশ আপনাকে বিধাতাই আমাদিগের নিকট পাঠাইয়া আপনার দর্শনলাভ ঘটাইয়াছেন ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—কর্ণধারো নাবিকঃ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কর্ণধার অর্থাৎ নাবিক ॥২২॥

বিবৃতি—সুকৃতির উদয় না হইলে জীবের সাধুসঙ্গ হয় না। সেই জন্যই বিধাতা অধিরোহবাদী **ঋষিকুল**কে অবতারের কথা-শ্রবণের যোগ্যতা বিধান করিয়া চৈত্যগুরুরূপে বৈষ্ণবের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের অধিকার দিতেছেন।

"কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয় ॥"

এই উক্তিমূলাবৃত্তির নামই ভগবদনুকম্পা বা শ্রদ্ধা। ব্রহ্মা ব্রহ্মসম্প্রদায়ের মূল পুরুষ। ব্রহ্মসম্প্রদায়ে অবস্থিত জনগণই ব্রাহ্মণ। সকল **ঋষিকুল** ব্রহ্মা হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাও প্রকৃত ব্রহ্মসম্প্রদায়ভুক্ত হইতে যোগ্য। ভাগ্যহীন বিষ্ণুভক্তিরহিত ব্রাহ্মণব্রুবগণ বিষ্ণু ব্যতীত অন্য মূর্ত্তিসমূহ কল্পনা করিয়া নিজ নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণমানসে সকাম উপাসনা সৃষ্টিপূর্ব্বক তর্কপ্রণালী অবলম্বন করায় অবৈধভাবে বিষ্ণুরই উপাসনা করিয়া থাকেন। তজ্জন্য মহাভারত-কথিত গীতা বলেন,—

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্ ॥

লৌকিকপন্থা অবলম্বন করিলেই জীবের সুকৃতি, **কর্ম্মফল**জনক পুণ্য ও ইন্দ্রিয়তর্পণমূলক সুখকে লক্ষ্য করে। অন্যদেবযাজী ব্রাহ্মণগণ বিধিপূর্ব্বক হরি-ভজনে **প্রবৃত্ত** হইলেই শ্রীআনন্দতীর্থ ভগবৎপাদের তত্ত্ববাদ **অবলম্বন** পূর্ব্বক শ্রীগৌড়ীয় ব্রাহ্মণ হইতে পারেন ॥ ২২ ॥

ব্রূহি যোগেশ্বরে কৃষ্ণে ব্রহ্মণ্যে ধর্ম্মবর্ম্মণি।
স্বাং কাষ্ঠামধুনোপেতে ধর্ম্মঃ কং শরণং গতঃ ॥২৩

ইতি ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে শ্রীমদ্ভাগবত-মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং প্রথম-স্কন্ধে নৈমিষীয়োপাখ্যানে ঋষিপ্রশ্নো নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—হে সূত! যোগেশ্বরে (যোগীন্দ্রবন্দিত-চরণে) ব্রহ্মণ্যে (ব্রাহ্মণ-গোপ্তরি) ধর্ম্মবর্ম্মণি (সনাতনধর্ম্মস্য বর্ম্মণি কবচবৎ রক্ষকে) অধুনা (ইদানীং সাম্প্রতং) স্বাং কাষ্ঠাং (নিজ-নিত্যং ধাম অপ্রকটলীলামিত্যর্থঃ) উপেতে (উপগতে প্রাপ্তে বা) (সতি) ধর্ম্মঃ (সনাতনধর্ম্মঃ) কং শরণং (আশ্রয়ং) গতঃ (প্রাপ্তঃ) (তৎ) ব্রূহি (কথয়) কং আশ্রিত্য সনাতনধর্ম্মোঽধুনা তিষ্ঠতি তচ্চ ব্রূহীত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

ইতি প্রথমস্কন্ধ-প্রথমাধ্যায়স্যান্বয়ঃ সমাপ্তঃ।

অনুবাদ—হে সূত, যোগীন্দ্রবন্দিত ব্রাহ্মণ রক্ষক ধর্ম্মের পালনকর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণ সম্প্রতি নিজ নিত্যধামে অন্তর্দ্ধানরূপ অপ্রকট লীলায় প্রবেশ করিলে সনাতন-ধর্ম্ম কাহার শরণাপন্ন অর্থাৎ কাহাকে আশ্রয় করিয়া আছেন, তাহা বলুন ॥ ২৩ ॥

ইতি প্রথমস্কন্ধে প্রথমাধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—ধর্ম্মস্য বর্ম্মণি কবচবদ্রক্ষকে তত্র হেতুঃ। যোগেশ্বর ইতি সামর্থ্যং। ব্রহ্মণ্য ইতি দয়ালুত্বং। স্বাং কাষ্ঠাং-স্বীয়াং স্থিতিং মর্য্যাদাং। সা চ স্বাবির্ভাবাৎ সপাদশতবর্ষান্তে প্রাপঞ্চিকজনদৃষ্ট্য-বিষয়তা এব। কাষ্ঠোৎকর্ষে স্থিতৌ দিশীতি। মর্য্যাদা ধারণা স্থিতিরিতি চামরঃ ॥ ২৩ ॥

ঋষীণাং প্রশ্নষট্কাঃ।

১। তত্র পুংসামেকান্ততঃ শ্রেয়স্তন্ন শংসিতুমর্হসীতি। ২। সর্ব্বশাস্ত্রসারং ব্রূহি নঃ শ্রদ্দধানানাং যেনাত্মা সংপ্রসীদতীতি। ৩। দেবক্যাং কিমর্থং জাত-স্তন্নঃ শুশ্রূষমাণানামর্হস্যঙ্গানুবর্ণিতুমিতি। ৪। তস্য কর্ম্মাণি ব্রূহি নঃ শ্রদ্দধানানাং লীলয়া দধতঃ কলা ইতি। ৫। অথাখ্যাহি হরের্ধীমন্নবতার-কথাঃ শুভা ইতি। ৬। ব্রূহি যোগেশ্বরে কৃষ্ণে ধর্ম্মঃ কং শরণং গত ইতি। ষড়েব প্রশ্নাঃ। এতৎপ্রত্যুত্তরাণ্যেব সপ্রসঙ্গানি শ্রীভাগবতমিতি বিবেচনীয়ম্।

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
প্রথমে প্রথমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্॥
ইতি শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিঠক্কুরকৃতা শ্রীভাগবত-প্রথম-
স্কন্ধ-প্রথমাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী-টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মের বর্ম্ম অর্থাৎ কবচের ন্যায় রক্ষক, তাহার কারণ, তিনি যোগেশ্বর যোগিগণেরও ঈশ্বর—ইহা তাঁহার সামর্থ্য। 'ব্রহ্মণ্যে'—অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণের পালক, ইহার দ্বারা তাঁহার দয়ালুত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। 'স্বাং কাষ্ঠাং'—বলিতে নিজ স্থিতি, মর্য্যাদা অর্থাৎ নিজের নিত্য ধামে গমন করিলে, তাহা নিজের আবির্ভাব হইতে একশত পঞ্চবিংশ বৎসর পরে প্রাপঞ্চিক জনগণের দৃষ্টির অগোচরতাই বুঝিতে হইবে। অমরকোষ অভিধানে কাষ্ঠা শব্দের অর্থ করিয়াছেন—উৎকর্ষ, স্থিতি, দিক্, মর্য্যাদা, ধারণা ইত্যাদি॥ ২৩॥

শৌনকাদি ঋষিগণের ছয়টি প্রশ্ন—(১) জীবগণের ঐকান্তিক শ্রেয়ঃ কি, তাহা আপনি বলুন। (২) যাহার দ্বারা আত্মা (হরি) সম্যক্‌রূপে প্রসন্ন হন, সেই সর্ব্বশাস্ত্রের সার ধর্ম্ম শ্রদ্ধাশীল আমাদের নিকট বলুন। (৩) শ্রীভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণ) দেবকী-গর্ভে কি জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, হে অঙ্গ (প্রিয়), তাহা শুশ্রূষু আমাদের নিকট বলিতে আজ্ঞা হউক। (৪) তিনি লীলার নিমিত্ত অবতার গ্রহণ করিয়া যে যে কর্ম্মসমূহ করিয়াছেন, তাহা শ্রদ্ধালু আমাদের বলুন। (৫) অনন্তর হে ধীমন্, শ্রীহরির মঙ্গলপ্রদ অবতার-কথাসকল বর্ণনা করুন। (৬) বলুন—যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ স্বধামে গমন করিলে ধর্ম্ম কাহার শরণ লইলেন?—এই ছয়টি প্রশ্ন। প্রসঙ্গের সহিত এই সকল প্রশ্নগুলির উত্তরদানই শ্রীভাগবত—ইহা বিবেচনা করিতে হইবে।

ইতি ভক্তচিত্তের হর্ষ-দায়িনী 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার সাধু-সম্মত প্রথম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২৩॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী কৃত 'সারার্থ-দর্শিনী'—টীকার প্রথম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীমধ্ব

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত প্রথমস্কন্ধতাৎপর্য্যে শ্রীমদানন্দতীর্থ-
ভগবৎপাদাচার্য্য-বিরচিতে প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

তথ্য—যোগেশ্বর। কৃষ্ণই যোগেশ্বর। ভক্তিযোগ-দ্বারা সেই ঈশ্বরসান্নিধ্যলাভ ঘটে। বদ্ধজীবের বাসনা যে কালে কৃষ্ণবিমুখ, তৎকালে জীব, ভক্তিযোগ পরিত্যাগ করিয়া মনোধর্ম্ম দ্বারা হঠযোগ বা কর্ম্মযোগ, অথবা জ্ঞানযোগ বা রাজযোগের অনিত্য পন্থাসমূহ গ্রহণে রুচিবিশিষ্ট হন। অভক্তিযোগপন্থায় আত্মযোগের সম্ভাবনা নাই। অনাত্মবিচার হইতেই অভক্তি-যোগসমূহের উদয় হয়।

ব্রহ্মসংহিতা বলেন,—

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণম্॥"

কৃষ্ণ পরমেশ্বর, সুতরাং যোগেশ্বর প্রভৃতি ভাষায় তাঁহাকে নির্দ্দেশ করিতে গেলে কেহ যেন অভক্ত হইয়া কামলোভাদি দ্বারা মুহুর্মুহুহত যোগপন্থাকে ভক্তিযোগ বলিয়া ভ্রান্ত না হন।

ধর্ম্মবর্ম্মা—যেরূপ কবচ ধারণ করিলে সমরস্থলে প্রতিদ্বন্দ্বিগণের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়, সেরূপ কৃষ্ণপাদপদ্ম সেবা-ধারণাকে দুর্ভেদ্য তর্কাতীত অচিন্ত্য সচ্চিদানন্দ বলিয়া জানিলে জীবকে আর মায়াদ্বারা আক্রান্ত হইতে হয় না। জীব যে কোন স্থানে অবস্থিত হইয়া আত্মার অনিন্দনীয়া নিত্যবৃত্তি ভক্তি জাগরিত করিয়া মায়াবাদ ও কর্ম্মফল ভোগবাদের তর্পণ দ্বারা আক্রান্ত হন না। এই জন্য ভজনীয় বস্তু শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিমানের ধর্ম্মবর্ম্ম।

শ্রীকৃষ্ণই ব্রহ্মণ্য-দেব। শ্রীকৃষ্ণপ্রণামে শাস্ত্র বলেন,—

"নমো ব্রহ্মণ্য-দেবায় গো-ব্রাহ্মণ-হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥"

তবে তিনি আংশিক পরমাত্মামাত্র নহেন।

কাষ্ঠা—যেরূপ কাষ্ঠা অবলম্বন করিয়া প্রতিমা গঠিত হয়, এবং কালে প্রতিমার বহিঃপ্রজ্ঞা চালিত দৃশ্যত্ব পরিবর্তিত হইয়া কাষ্ঠায় পরিণত হয়, সেরূপ বহিঃপ্রজ্ঞ দর্শক কৃষ্ণকে প্রপঞ্চের অন্যতম বস্তু জ্ঞান করেন। তাঁহাদিগের ভাষা অবলম্বন করিয়াই স্বধাম-প্রয়াণকে লক্ষ্য করতঃ কাষ্ঠা শব্দের প্রয়োগ। সচ্চিদানন্দমূর্ত্তি কিছু ঈশবিমুখ জড় ধারণান্তর্গত দৃশ্য জগৎ নহে। স্ব-শব্দের অর্থ অবিমিশ্র আত্মা, চিন্মাত্র অর্থাৎ চিদ্বিলাস বৈচিত্র্যে নিত্যকালাবস্থিত, তাহাতে কোন অচিৎ ভোগ্য ভাব আরোপিত হইতে পারে না।

ভগবৎস্বরূপকে মূঢ়জন ভোগ্যজ্ঞানে অবৈধভাবে তাঁহারই কাল্পনিক নশ্বর মূর্ত্তি জীবের গ্রহণোপযোগী জড় বলিয়া মনে করে। অন্য অর্থে, দিক্ অর্থাৎ প্রপঞ্চপ্রাকট্য হইতে অবতারকথা শ্রবণরূপ দিঙ্-নির্দ্দেশ। অধিরোহবাদীর চেষ্টায় পরিবর্ত্তন হয়, কিন্তু তাহাই স্বরূপাবস্থান ॥ ২৩ ॥

ইতি শ্রীভাগবত-প্রথমস্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

ইতি সংপ্রশ্নসংহৃষ্টো বিপ্রাণাং রৌমহর্ষণিঃ।
প্রতিপূজ্য বচস্তেষাং প্রবক্তুমুপচক্রমে ॥ ১ ॥

শ্রীগৌড়ীয়-ভাষ্য

দ্বিতীয় অধ্যায়ের কথাসার

শৌনকাদি মুনিগণ প্রথম অধ্যায়ে যে ছয়টী প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে চারটী প্রশ্নের উত্তর শ্রীসূত দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রদান করিয়াছেন।

ঋষিগণের সমীচীন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে গিয়া প্রথম দুইটী শ্লোকে স্বীয় গুরু শ্রীশুকদেবকে প্রণাম করিলেন। পরে বলিতে লাগিলেন যে, কৃষ্ণ-বিষয়ক প্রশ্নদ্বারাই লোকের বাস্তব মঙ্গললাভ এবং কৃষ্ণেতর কামচঞ্চল অশান্ত মন শান্ত হয়। যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে ভগবান্ অধোক্ষজে অহৈতুকী ও অবিচলিতা ভক্তি উদিত হইয়া আত্মা সুপ্রসন্ন হয়, তাহাই মানবের পরমধর্ম্ম। ভক্তিই জ্ঞান ও বৈরাগ্যের জননী। যদি হরিকথারুচিই তাৎপর্য্য না হয়, তাহা হইলে বর্ণাশ্রমরূপ স্বধর্ম্মপালন বৃথা। তত্ত্বজিজ্ঞাসা ব্যতীত প্রাকৃত ধর্ম্ম, অর্থ, কাম লাভ কখনই জীবনের উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন হইতে পারে না। অদ্বয়জ্ঞানই তত্ত্ব। সেই তত্ত্বকে ঔপনিষদ জ্ঞানমার্গাবলম্বী মুক্তি-কামিগণ নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্র ব্রহ্ম, হৈরণ্যগর্ভ যোগিগণ সচ্চিন্ময় পরমাত্মা এবং সাত্বত বা ভক্তগণ সচ্চিদা-নন্দময়বিগ্রহ ভগবান্ বলিয়া থাকেন। ভক্তিদ্বারাই সেই তত্ত্বদর্শন হয়। হরিতোষণই বর্ণাশ্রমধর্ম্মানু-ষ্ঠানের ফল। অতএব একান্তভাবে শ্রীহরি নিত্য-কালই শ্রবণীয়, কীর্ত্তনীয়, ধ্যেয় ও পূজ্য। ভগবদনু-শীলনেই কর্ম্মগ্রন্থি-বন্ধন ছিন্ন হয়। শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তির সদ্গুরু ও সাধু-সেবাফলেই হরিকথায় রুচি হয়। শ্রবণকীর্ত্তনরূপ ভজনপ্রভাবে ক্রমশঃ হৃদয়ের কৃষ্ণেতর কামরূপ অভদ্র বা অনর্থসমূহ বিনষ্ট হইলে নিত্য ভাগবতসেবাফলে কৃষ্ণনিষ্ঠা হয়। তখন নিবৃত্তানর্থ হইয়া শুদ্ধসত্ত্ব ভগবানে রুচি ও আসক্তিহেতু চিত্ত প্রসন্ন হয়। এইরূপে রতি বা ভাবভক্তিযোগে প্রাকৃত-সঙ্গমুক্ত ভক্তের ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞান উদিত হয়। তখন প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিচক্ষুদ্বারা পরমেশ্বরের দর্শন হইলে যাবতীয় হৃদয়গ্রন্থি ভিন্ন, সকল সংশয় ছিন্ন এবং সমস্ত কর্ম্মফল ক্ষীণ হয়। এইজন্য মনীষিগণ নিত্যকালই পরমাদরের সহিত ভগবান্ কৃষ্ণের ভজন করেন। বিশ্বের স্থিতি, সৃষ্টি ও লয়ের জন্য একই ঈশ্বর সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটী প্রাকৃত গুণের পৃথক্ পৃথক্ অধিষ্ঠাতৃরূপে বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও রুদ্র এই ত্রিবিধ সংজ্ঞা ধারণ করিলেও, সত্ত্বতনু বিষ্ণু হইতেই লোকের কল্যাণ সাধিত হয়। তমোগুণ অপেক্ষা রজোগুণ এবং রজোগুণ অপেক্ষা সত্ত্বগুণ শ্রেষ্ঠ, কেন না, সত্ত্বগুণেই ব্রহ্মদর্শন হয়। এই কারণে প্রাচীন-কালে আত্মারাম মুনিগণ ভগবান্ বিশুদ্ধসত্ত্বমূর্ত্তি অধোক্ষজের ভজন করিতেন। যাঁহারা তাঁহাদের অনুবর্ত্তন করিয়া আম্নায়-পারম্পর্য্য স্বীকার করেন, তাঁহারাও চরম কল্যাণ লাভ করেন। ভীষণমূর্ত্তি বহু দেবতার উপাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহাদিগের নিন্দা না করিয়া কল্যাণার্থিজনগণ নারায়ণেরই ভিন্ন ভিন্ন শান্তমূর্ত্তি অবতারের ভজন করেন। আর, ধন-জনরূপকামিগণ নিজ নিজ রজস্তমঃ-প্রকৃতি-অনুসারে সমস্বভাবযুক্ত দেবগণকেই পূজা করেন। প্রকৃতপক্ষে সমগ্র বেদ, যজ্ঞ, যোগ ও ক্রিয়া এবং জ্ঞান, তপস্যা,

ধর্ম্ম ও গতি বাসুদেব-তাৎপর্য্যময় অর্থাৎ তাঁহাকেই উদ্দেশ করে। তিনিই স্বীয় বহিরঙ্গা মায়াশক্তি দ্বারা এই বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়াও অন্তর্য্যামিরূপে স্বীয় চিচ্ছক্তিপ্রভাবে কর্ত্তৃত্বাভিমানরূপ সঙ্গবিহীন। তিনি অন্তর্য্যামিরূপে অনুরূপ বিষয়সমূহ ভোগ করিয়া থাকেন। তিনি লোকহিতের জন্য বিভিন্ন জীব-যোনিতে অবতীর্ণ হইয়া লোককর্ত্তৃরূপে সত্ত্বগুণদ্বারা লোকসমূহ পালন করিয়া থাকেন।

অন্বয়ঃ—বিপ্রাণাং (শৌনকাদিব্রাহ্মণানাং) ইতি সংপ্রশ্নসংহৃষ্টঃ (এবম্ভূতৈঃ সম্যক্ প্রশ্নৈঃ সম্যক্-হৃষ্টঃ) রৌমহর্ষণিঃ (রোমহর্ষণপুত্র উগ্রশ্রবাঃ সূতঃ) তেষাং বচঃ (বাক্যং) প্রতিপূজ্য (সৎকৃত্য) প্রবক্তুং (বিশেষেণ কথয়িতুং) উপচক্রমে (আরেভে) ॥ ১॥

অনুবাদ—শৌনকাদি ব্রাহ্মণগণের এই প্রকার পরিপ্রশ্নে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া রোমহর্ষণপুত্র উগ্রশ্রবা সূত তাঁহাদিগের বাক্য বহুমানন করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—দ্বিতীয়ে ত্বভিধেয়া শ্রীভক্তিঃ প্রেমা প্রয়োজনম্। বিষয়ো ভগবানত্রেত্যর্থত্রয়নিরূপণম্ ॥ রোমহর্ষণস্য পুত্র উগ্রশ্রবাঃ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে অভিধেয়া শ্রীভক্তি, প্রয়োজন প্রেম এবং বিষয় শ্রীভগবান্ —এই তিনটি অর্থের নিরূপণ করা হইয়াছে।

রৌমহর্ষণিঃ-শব্দের অর্থ রোমহর্ষণের পুত্র উগ্রশ্রবা সূত ॥ ১ ॥

শ্রীসূত উবাচ

যং প্রব্রজন্তমনুপেতমপেতকৃত্যং
দ্বৈপায়নো বিরহকাতর আজুহাব।
পুত্রেতি তন্ময়তয়া তরবোঽভিনেদু-
স্তং সর্ব্বভূতহৃদয়ং মুনিমানতোঽস্মি ॥২॥

অন্বয়ঃ—অনুপেতং (অনুগতমেকাকিনং অথবা অকৃতোপনয়নং) প্রব্রজন্তং (সংন্যাস্য গচ্ছন্তং) অপেত-কৃত্যং (কৃত্যশূন্যং) যং (শ্রীশুকদেবং) বিরহকাতরঃ (পুত্রবিচ্ছেদাদ্ভীতঃ) দ্বৈপায়নঃ (দ্বীপে সঞ্জাতঃ শ্রীব্যাসঃ) পুত্রেতি (হা পুত্র পুত্র ইতি প্লুতস্বরেণ অত্র সন্নিধিরার্যঃ) আজুহাব (আহ্বয়ামাস) (তদা) তন্ময়তয়া (শুকময়ভাবত্বেন শুকরূপতয়া) তরবঃ (বনে বৃক্ষাঃ) অভিনেদুঃ (প্রত্যুত্তর-মুক্তবন্তঃ) (পিতুঃ স্নেহানুবন্ধপরিহারায় যো বৃক্ষরূপেণোত্তরং দত্তবানিত্যর্থ ইতি স্বামিচরণাঃ) সর্ব্বভূতহৃদয়ং (সর্ব্বভূতানাং হৃন্মনঃ অয়তে যোগবলেন প্রবিশতি যঃ তং) মুনিং (শ্রীশুকদেবং) আনতঃ অস্মি (প্রণমামি) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—একাকী বনে গমন করায় অনুষ্ঠান-হীন যে শুকদেবকে বিরহকাতর ব্যাসদেব 'পুত্র পুত্র' বলিয়া আহ্বান করায় শুকভাবময় বৃক্ষসমূহও প্রত্যুত্তর দিয়াছিল, যোগবল-প্রভাবে সর্ব্বপ্রাণীর হৃদয়-স্থিত সেই শুকদেব মুনিকে আমি নমস্কার করি ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—অত্রৈবং সূতস্য পরামর্শঃ। এতৎ প্রশ্নস্যোত্তরং সর্ব্বশাস্ত্র-সারং কিমপি বস্ত্বহং ব্রবীমি। তেন চেদেষামাত্মা ন প্রসীদেৎ তর্হি কিং ভবিষ্যতি যেনাত্মা সুপ্রসীদতীত্যুক্তত্বাৎ। ততশ্চ সারেষ্বপি মধ্যে যস্যাত্মপ্রসাদকত্বং ভবৈর্নিরূপিতং সোঽন্বেষণীয়ঃ। তত্রাপি কেষাঞ্চিন্মতে সাংখ্যস্যৈব কেষাঞ্চিন্মীমাংসাদেঃ কেষাঞ্চিদুপনিষদামেব কেষাঞ্চিত্তদর্থতাৎপর্য্যনির্ণায়-কানাং বেদান্তসূত্রাণামেবাত্মপ্রসাদকত্বমস্তি যদ্যপি তদপি ন তৎ প্রত্যেতব্যং। তেষামপি মুখ্যস্য তত্তৎ সর্ব্বমতবিদুষোঽপি কৃতবেদান্তসূত্রস্য শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন-স্যাপি চিত্তাপ্রসাদদৃষ্টেঃ। ততশ্চ যদাবির্ভাবেন তস্যাপি আত্মা প্রসীদতি স্ম। পরীক্ষিন্মহাসদসি তস্থুষামেব তেষাং সর্ব্বসারবাদিনাং মহাজ্যোতিষামগ্রএব পরী-ক্ষয়োত্তীর্ণং শুদ্ধং জাম্বুনদমিবাত্মপ্রসাদকত্বে নির্ব্বি-বাদমেব যৎ স্থিরং ব্যরাজত তদেব শ্রীভাগবতং মম বক্তব্যমভূদিতি। ততস্তদ্বক্তারং শ্রীশুকদেবং শরণং যামীতি তং প্রণমতি। যমিতি। প্রব্রজন্তং সংন্যস্য গচ্ছন্তং। অনুপেতং নিকটমপ্যপ্রাপ্তং। অপেতকৃত্যং উপনয়নাদিরহিতং। হে পুত্রেতি প্লুতেনাজুহাব। ন কেবলং পরমনিরপেক্ষেঽপি তস্মিংস্তৎপিতৈব স্নিগ্ধোঽভূদপি তু।

যেনার্চ্চিতো হরিস্তেন তর্পিতানি জগন্ত্যপি।
রজ্যন্তি জন্তবস্তত্র স্থাবরা জঙ্গমা অপি ॥

ইতি পাদ্মোক্তেস্তরবোঽপীত্যাহ। তন্ময়তয়া শুক-ময়তয়া তরবোঽপি আভিমুখ্যেন হেতুনা হে পুত্রেতি প্রতিধ্বনিমিষেণ ব্যাসবদাজুহবুঃ। যো হি যস্মিন্না-

সজ্জতি স তন্ময় উচ্যতে। যথা স্ত্রীময়ঃ কামুক ইতি। ততশ্চ সর্ব্বেষাং ভূতানাং হৃদয়ং মনো যস্মিংস্তং। তেন সর্ব্বমনোহরে ভগবদ্বিগ্রহে ইব তস্মিন্ স্নেহোঽয়ং ন প্রাকৃতমোহ ইতি। ব্যাসস্যাপ্য-বিবেকোঽয়মিতি দোষঃ পরাহতঃ। যদ্বা তদা তন্ময়-তয়া শুকরূপতয়া তরবোঽভিনেদুঃ প্রতিধ্বনিমিষেণ হে পুত্রেতি প্রত্যুত্তরং দদুঃ। যদি তবাহং পুত্রস্তদা ত্বমপি মে পুত্র ইত্যত কস্য কে পিতৃপুত্রাদ্যা মোহ এব হি কারণং। ইতি তত্ত্বমবিজ্ঞায় কিমিতি মুহ্যসীতি ব্যঞ্জয়ামাসুঃ। তন্ময়ত্বোপপাদনায় বিশেষণং সর্ব্ব-ভূতানাং হৃৎ মনঃ অয়তে যোগবলেন প্রবিশতীতি সর্ব্বভূতহৃদয়স্তং তেন স এব মমাপ্যন্তঃপ্রবিশ্য মন্মুখেনৈব শ্রীভাগবতং বদতু। যো হি জড়ানপি বৃক্ষান্ প্রবিশ্য প্রত্যুত্তরেণ পিতরমপি সমাদধৌ। স এব চেতনং মাং প্রবিশ্য শ্রীভাগবতেনৈব এষাং শ্রোতৄ-ণামাত্মনং প্রসাদয়ত্বিতি প্রবচনকালে শ্রীভাগবতস্য বক্তান্যোঽপি ধ্যায়েদিতি বিধিশ্চ সূচিতঃ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শৌনকাদি মুনিগণের 'যাহার দ্বারা আত্মা সুপ্রসন্ন হয়'—এই প্রশ্নের উত্তর-দানকালে সূত গোস্বামীর এইরূপ পরামর্শ। এই প্রশ্নের উত্তরে সমস্ত শাস্ত্রের সার কোন বস্তু আমি বলিব, কিন্তু তাহার দ্বারা ইঁহাদের আত্মা যদি প্রসন্ন না হয়, তাহা হইলে কি হইবে? যেহেতু তাঁহারা বলিয়াছেন—যাহার দ্বারা আত্মা (মন) সুপ্রসন্ন হয়। সুতরাং সারসমূহের মধ্যেও শিষ্টগণ আত্ম-প্রসাদ-কত্ত্বরূপে যাহা নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা অনুসন্ধান করিতে হইবে। তাহাদের মধ্যে কাহার কাহার মতে সাংখ্যেরই, কাহার মতে মীমাংসাদির, কাহার মতে উপনিষদ্-সমূহেরই, কাহার মতে তদর্থতাৎপর্য্য-নির্ণায়ক বেদান্তসূত্র-সমূহেরই আত্মপ্রসাদকত্ব রাহ-য়াছে, কিন্তু তাহাও সকলের বিশ্বাসযোগ্য নহে। সেই সকল মুনিগণের মধ্যে যিনি মুখ্য, সেই সেই সমস্ত মতে অভিজ্ঞ হইয়াও বেদান্তসূত্র-প্রণেতা শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপা-য়নেরও চিত্তের অপ্রসন্নতা দৃষ্ট হয়। অতএব যাহার আবির্ভাবে তাঁহারও আত্মা প্রসন্ন হইয়াছিল এবং পরীক্ষিতের মহাসভায় অবস্থিত সেই সকল সর্ব্বসার-বাদী মহাজ্যোতিষ্কগণের সমক্ষেই পরীক্ষার দ্বারা সমুত্তীর্ণ শুদ্ধ জাম্বুনদের মত আত্মপ্রসাদকত্ব-বিষয়ে যাহা নির্ব্বিবাদে স্থিররূপে বিরাজমান, সেই শ্রীমদ্-ভাগবতই আমার বক্তব্য হউক, ইহা স্থির করিলেন। তারপর তাহার বক্তা শ্রীশুকদেবের আমি শরণ গ্রহণ করি, ইহা মনে করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতেছেন—যমিতি অর্থাৎ যাঁহাকে ইত্যাদি।

যিনি শ্রীভগবানে সমস্ত কিছু সমর্পণ করিয়া গমন করিতেছেন। 'অনুপেত' বলিতে নিকটে থাকিলেও যিনি অপ্রাপ্ত। 'অপেতকৃত্য' অর্থে উপ-নয়নাদি সংস্কার-চিহ্ন রহিত। 'হে পুত্র' এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিয়াছিলেন। সেইরূপ পরম নিরপেক্ষ পুত্রে কেবল যে তাঁহার পিতা ব্যাসদেবই স্নেহযুক্ত হইয়াছিলেন, তাহা নহে, তরুগণও অনুরক্ত হইয়াছিল। পদ্মপুরাণে উক্ত আছে—"যাঁহার দ্বারা শ্রীহরি অর্চ্চিত হন, তাঁহার দ্বারা সমস্ত জগৎ তর্পিত হইয়া থাকে।" তন্ময়তাভাবে অর্থাৎ শুকময়-ভাবে তরুগণও সম্মুখে অবস্থান-হেতু ব্যাসদেবের ন্যায় 'হে পুত্র' এই বলিয়া প্রতিধ্বনি-চ্ছলে আহ্বান করিয়াছিল। যাহাতে যে বস্তু আসক্ত হয়, তাহাকে তন্ময় বলে, যেমন স্ত্রীময় কামুক। বিশেষতঃ শ্রীশুকদেব 'সর্ব্ব-ভূত-হৃদয়' ছিলেন অর্থাৎ সমস্ত প্রাণিগণের মন তাঁহাতেই ছিল। সুতরাং সর্ব্বমনোহর শ্রীভগবদ্বিগ্রহের মত সেই শুকদেবে বেদব্যাসের এই স্নেহ প্রাকৃত মোহ নহে। ইহার দ্বারা সাধারণ প্রাকৃতজনের স্বপুত্রাদির প্রতি মোহের ন্যায় বেদব্যাসেরও অবিবেক-কৃত এই স্নেহ—এই দোষ পরাহত হইল।

অথবা তখন শুকভাবময় বৃক্ষসমূহও প্রতিধ্বনি-চ্ছলে 'হে পুত্র, হে পুত্র'—এই বলিয়া প্রত্যুত্তর দিয়া-ছিল। যদি তোমার আমি পুত্র হই, তাহা হইলে তুমিও আমার পুত্র হও। (পিতৃ-পুত্রত্বাদি সম্বন্ধ অনিত্য বলিয়া) কে কাহার পুত্র বা পিতা এই বিষয়ে মোহই একমাত্র কারণ। এই তত্ত্ব অবগত না হইয়া কিজন্য মোহপ্রাপ্ত হইতেছ? ইহাও ব্যঞ্জনার দ্বারা বুঝান হইয়াছে। তন্ময়ত্ব উপপাদনের জন্য বিশেষণ 'সর্ব্বভূত-হৃদয়' অর্থাৎ সমস্ত প্রাণিবর্গের মনে যিনি যোগবলের দ্বারা প্রবেশ করেন, অতএব তিনিই (সেই শ্রীশুকদেবই) আমারও অন্তঃকরণে প্রবেশ করিয়া আমার মুখ দিয়াই শ্রীভাগবত বলুন। যিনি জড় বৃক্ষ-সমূহেও প্রবেশ করিয়া প্রত্যুত্তর-দানে

পিতারও সমাধান করিয়াছিলেন, তিনিই (স্বয়ং) চেতন যে আমি, আমাতে প্রবেশ করিয়া শ্রীভাগবতের দ্বারাই এই সকল শ্রোতৃবৃন্দের আত্মার প্রসন্নতা বিধান করুন। ইহার দ্বারা শ্রীভাগবতের প্রবচনকালে অন্য বক্তাও শ্রীশুকদেবের ধ্যান করিবেন—এই বিধিও সূচিত হইল ॥ ২ ॥

মধ্ব—অনুপেতং দেহাদিভিঃ অনভিমানাৎ। অকাতরঃ কাতরবদদর্শয়ৎ। উক্তং চ স্কান্দে—

নিত্যতৃপ্তঃ পরানন্দো যোহব্যয়ঃ পরমেশ্বরঃ।
যস্য পুত্রফলং নৈব যজ্জাতং জগদীদৃশং ॥
যদধীনশ্রিয়োহপাঙ্গাদ্ ব্রহ্মরুদ্রাদিসংস্থিতিঃ।
স পুত্রার্থং তপস্তেপে ব্যাসো রুদ্রস্য চেশ্বরঃ ॥
কাতর্য্যং দর্শয়ামাস বিয়োগে লৌকিকং হরিঃ।
কুতঃ কাতরতা তস্য নিত্যানন্দ-মহোদধেঃ ॥ইতি॥
ঈশন্নপি হি লোকস্য সর্ব্বস্য জগতো হরিঃ।
কর্ম্মাণি কুরুতে বিষ্ণুঃ কীনাশ ইব দুর্ব্বলঃ ॥

ইতি চোদ্যোগে।

দেবত্বে দেববচ্চেষ্টা মানুষত্বে চ মানুষী ইতি বিষ্ণুধর্ম্মে। সর্ব্বভূতহৃদয়ং অহঙ্কারাত্মকত্বাৎ।

অহঙ্কারাত্মকো রুদ্রঃ শুকো দ্বৈপায়নাত্মজ ইতি স্কান্দে ॥ ২ ॥

তথ্য—প্রব্রজ্যা—অন্ধকারপূর্ণ জড়জগতের ভোক্তৃ-রূপে গৃহব্রতগণ ঈশ্বরপরায়ণ হইলে গৃহস্থ হইতে পারেন। সেই আশ্রমে অবস্থান করিয়া হরিভজন হইতে পারে। তাহাকে প্রতিকূল জ্ঞান করিলে কৃষ্ণে তীব্র অনুরাগবশে গৃহস্থাশ্রম হইতে নিত্যকালের জন্য চলিয়া যাওয়ার নাম প্রব্রজ্যা। এই প্রব্রজ্যায় তত্ত্ববিদ্ ব্রহ্মজ্ঞের পরমাত্মার সান্নিধ্য-প্রাপ্তিতে জীবাত্মার এবং ভগবৎ-সেবা-কামে ভক্তের অধিকার আছে। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও অন্ত্যজ জাতির তাহাতে অধিকার নাই। যে সময়ে মানব প্রব্রজ্যায় যোগ্যতা লাভ করেন, তৎ-পূর্ব্বেই তাঁহার ভোগবাসনা খর্ব্ব হইতে আরম্ভ করে। প্রব্রজ্যাবিধানে আমরা বিধিমার্গে ত্রিদণ্ড ও একদণ্ড-সন্ন্যাসের পদ্ধতি দেখিতে পাই। বৈধ সন্ন্যাসে বিবিৎসা ও বিদ্বৎ-ভেদে দুইপ্রকার প্রব্রজ্যার বিধান আছে। শ্রীমদ্ভাগবত 'ধীর সন্ন্যাস' ও 'নরোত্তম সন্ন্যাস' এই দুইপ্রকার প্রব্রজ্যানুষ্ঠানের কথা লিখিয়াছেন। যেকালে জীবের বৈধসংসার বন্ধন ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, এবং উন্নতনীতিশাস্ত্র সদ্ধর্ম্ম প্রবল হয়, সেই মুহূর্ত্তেই সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া প্রব্রজ্যায় অধিকারী হন। পরমহংসগণের বর্ণন শ্রীমদ্ভাগবতের স্থানে স্থানে আছে, প্রব্রজ্যাধিকারে উন্নত ভাব। শ্রীমদ্ভাগবত লিখিয়াছেন, কুটীচক ও বহূদকাবস্থার পর সত্যযুগের পাপরহিত হংসাবস্থা, এবং তাহার উন্নতাবস্থাই পারমহংস্য। শ্রীমদ্ভাগবতগণই অমলপরমহংস। বহু-দেবযাজী ও নির্ব্বিশেষবাদী সমল পারমহংস্যে অবস্থিত হইতে পারেন। পরমহংস প্রব্রজ্যায় পূর্ব্বা-শ্রমের অনুষ্ঠানের কোন আবশ্যকতা নাই।

অনুপেত, উপনয়ন-সংস্কারহীন। আচার্য্য ব্রাহ্মণ-বটুকে বলেন, আমি তোমাকে বেদসমীপে লইয়া যাইব। এই বেদপাঠের মাতৃভূমি উপনয়নসংস্কার। যাঁহারা উপনীত নহেন, তাঁহাদিগকে বেদাঙ্গের অনু-মোদনে এবং সাহায্যে বৈদিক রাজ্যে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয় না। অনধিকারীকে বিশেষ দণ্ডপ্রদান প্রথা সর্ব্বশাস্ত্রে বিহিত আছে। বর্ণবিধানোপযোগি-ক্রিয়ারাহিত্যই অনুপেত শব্দে উদ্দিষ্ট।

'অপেতকৃত্য'-শব্দে যথা বর্ণবিধান পরিহার করিয়া যিনি সর্ব্বোচ্চ আশ্রমে আরোহণ করেন, তাদৃশ অনুরাগপথের বিদ্বৎসন্ন্যাসী ক্রম-বিধি স্বীকার করেন না। তিনি এক দণ্ড বা ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিয়া শ্রীগুরু-দেবের নিকট বৈরাগ্য-ভিক্ষা প্রভৃতি ন্যূনাধিক সকাম ভাবের পোষণ করেন না। শ্রীগুরুদাস্য-বিস্মৃত না হইয়া বিদ্বৎসন্ন্যাসকে কোন বিধিবাক্য করেন না। শ্রীরামানুজাচার্য্যের শ্রীযামুনাচার্য্যস্মরণে যে ত্রিদণ্ড-গ্রহণের ঐতিহ্য লিপিবদ্ধ আছে, তাহাকেও কেহ কেহ অপেতকৃত্য বলিয়া থাকেন। শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম হইতে ভ্রষ্ট না হইয়া শ্রীরামানুজাচার্য্য যেরূপ ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিয়াছিলেন, শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের আনুগত্য-লীলাভিনয় করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর যেরূপ কেশব-ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন সেইরূপ 'শ্রীশুকদেব ব্রাহ্মণোচিত সংস্কারযুক্ত সন্ন্যাস গ্রহণ না করিয়া বৈদিক বিবিৎসা-সন্ন্যাস স্বীকার না করিয়া সদ্যঃ পারমহংস্য প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। অবধূত এবং পরমহংসগণ ক্রমপদ্ধতি অবলম্বন করিলেও ঐ পদ্ধতি দ্বারা অপর আনুষ্ঠানিকগণের ন্যায় তাঁহাদের সমতা জানিতে হইবে না। এই জন্যই শ্রীমদ্ভাগবত

কুটীচক, বহূদক ও হংস এই ত্রিবিধ প্রব্রজ্যাধিকার ব্যতীত পারমহংস্যাধিকারের বিশেষত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন।

বিবৃতি—শ্রীব্যাস 'পুত্র পুত্র' বলিয়া শ্রীশুকদেবকে যে অহ্বান করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে পুত্রবিরহ-কাতর ও পুত্রময়দ্রষ্টা বলিয়া ত্রিগুণবদ্ধ জীবগণ অক্ষজজ্ঞানে গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু শ্রীব্যাসের অধোক্ষজ সেবা কখনই পুত্রশোক-বিরহ-কাতরতা ও বহিঃপ্রজ্ঞাচালিত পুত্রতন্ময়তার উৎসাহ প্রদান করে না। শ্রীবেদব্যাস ব্রহ্মসম্প্রদায়ের আদিগুরু বলিয়া তাঁহাকে অক্ষজজ্ঞানে দেখিতে হইবে না। "ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ" এই বিধানানুসারে বৈয়াসিক সম্প্রদায় শ্রীগুরুদেবকে সংসার-দাবদগ্ধ মর্ত্ত্যমাত্র মনে করেন না। মর্ত্ত্যের ধর্ম্ম, পুত্র সৎ হউক বা অসৎ হউক সকল হরিভজন পরিত্যাগ করিয়া পুত্র পুত্র করিয়া কৃষ্ণ-বিস্মৃত হন, কিন্তু ব্যাসের তাদৃশ ভাব ফলভোগ-কামী কর্ম্মীর অজ্ঞান-সম্বর্দ্ধনের ও তাহাকে মোহিত করিবার জন্য তাদৃশ অভিনয়। বাস্তব-বিচারে শুকদেব পরম-বৈষ্ণব সর্ব্বজড়-ভোগত্যক্ত পরমহংস। তাঁহার সঙ্গ-বিচ্যুতি ব্যাসাদি অপর গুরুভক্তের পক্ষে আদরণীয় নহে। ইহাই জড়লোককে বুঝাইতে শ্রীব্যাসগুরুর তাদৃশ লীলাভিনয়, শ্রীসনাতন গোস্বামীর কণ্ডু-রসার ক্লেশ-প্রাপ্তি লীলাভিনয়, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের উদ্ধবব্যাধদ্বারা শরা-ঘাতলীলা প্রভৃতি উপযুক্ত মূঢ়গণের মোহবৃদ্ধির অনু-ষ্ঠানমাত্র। শ্রীমহাদেবের মায়াবাদশাস্ত্রপ্রচার, ব্রহ্মার মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্র দ্বারা সামাজিক শাস্ত্রপ্রচার অধিকার-হীন মোহনযোগ্য ব্যক্তিকে মুগ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে জানিতে হইবে। শ্রীশুকদেব জগতে আদর্শ মহাপুরুষ ও জগদ্‌গুরু। তিনি ব্যাসগুরুর নিকট অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়াই সকল জীবে দয়া করিবার উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন। বহিঃপ্রজ্ঞাচালিত দৃষ্টিতে পরমহংস শুকদেবের পুনরায় পরীক্ষিৎ-রাজসভায় গমন ও শ্রীসূতাদির সঙ্গ আপাত-দর্শনে বিরোধ আনয়ন করিতে পারে, কিন্তু পারমহংস্যধর্ম্মবিচারে উহাই পরম সদাচার না জানিলে গুর্ব্ববজ্ঞা হইয়া যায়। সর্ব্বভূতগণের হৃদয়ে শ্রীশুকোচিত পারমহংস্য-ভাব উদিত হওয়ায় উদ্ভিজ্জ তরুগণও শ্রীশুকদেবকে হৃদয়ে স্থান দিয়াছিলেন। তিনিও অন্তর্য্যামিত্ব-সূত্রে সকল তরুর হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। জগদ্‌-গুরুর সেবা সমগ্র জগতে করিয়া থাকেন। পিতার বৈষ্ণব পুত্রাহ্বান ও বৈষ্ণবসঙ্গ-বিচ্যুতিতে সকল বৈষ্ণব-হৃদয়-বৃক্ষাদি পর্য্যন্তও বৈক্লব্য জনিত প্রতি-ধ্বনি করিয়াছিল। ইহাই শ্রীগুরুদেবের মুখে কীর্ত্তিত বিষয়ের শ্রবণ ও কীর্ত্তন জ্ঞাপক। শ্রীব্যাসা-শ্রিত কাননাভ্যন্তরস্থ বৃক্ষগণও ব্যাসের আদর্শ চরিত্রের অনুকরণ করিয়া কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিবশে বৈষ্ণব-পূজার আবাহন করিয়াছিল। যাহাদের কর্ম্মবন্ধন বিচ্ছিন্ন হয় নাই, তাহারা বৈষ্ণবদিগের জন্ম ও কর্ম্মবন্ধন আছে, এইরূপ অন্যায় আরোপ করেন। সেইরূপ অজ্ঞান ভাবের পোষণ জন্যই ব্যাস সাংসারিক বন্ধন-দশা প্রচার করিলেন, তাহাতে গৃহব্রতগণ পুত্রজন্য শোক বুঝিয়া ধর্ম্মকে মূঢ়তার বশবর্ত্তী বলিয়া শিক্ষা করিল, আর ব্যাসের অধস্তনগণ বৈষ্ণবসঙ্গ-বিরহ অতীব ক্লেশকর ইহাই বুঝিলেন। এতাদৃশ পরমহংস বৈষ্ণবের আনুগত্যেই জীবের চরম কল্যাণ লাভ হয়। পরমহংস বৈষ্ণবের আশ্রয় গ্রহণ না করিলে জীবের কোন দিনই সংসারের ক্লেশ ছাড়িবে না। ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধ অজামিল সংবাদেও লিখিত হইয়াছে,—

"নিষ্কিঞ্চনৈঃ পরমহংসকুলৈরসঙ্গৈ-
র্জুষ্টাদ্‌গৃহে নিরয়বর্ত্মনি বদ্ধতৃষ্ণান্ ॥"

ইত্যাদি বহু স্থানে উল্লিখিত বাক্যে পরমহংস গুরুদেবের শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয়-ব্যতিরেকে অন্য কোন প্রকারে কোন মঙ্গলই হইতে পারে না ॥ ২ ॥

যঃ স্বানুভাবমখিলশ্রুতিসারমেক-
মধ্যাত্ম-দীপমতিতিতীর্ষতাং তমোঽন্ধম্।
সংসারিণাং করুণয়াহ পুরাণগুহ্যং
তং ব্যাসসূনুমুপযামি গুরুং মুনীনাম্ ॥৩॥

অন্বয়ঃ—অন্ধং (গাঢ়ং) তমঃ (সংসারাখ্য-মন্ধকারং) অতিতিতীর্ষতাং (উত্তরীতুমিচ্ছতাং) সংসারিণাং (বিষয়াসক্তচিত্তজনানাং সম্বন্ধে) করুণয়া (কৃপয়া) যঃ (শ্রীশুকঃ) স্বানুভাবং (স্বস্য আত্মনঃ

অসাধারণঃ অনুভাবঃ প্রভাবঃ যস্মাৎ তৎ) অখিল শ্রুতিসারং (সাঙ্গবেদানাং সারভূতং) একং অদ্বিতীয়-মনুপমং) অধ্যাত্মদীপং (আত্মানং কার্য্যকারণ-সংঘাতমধিকৃত্য বর্ত্তমানং আত্মতত্ত্বমধ্যাত্মং তস্য দীপং সাক্ষাৎ প্রকাশকম্) পুরাণগুহ্যং (পুরাণানাং মধ্যে গোপ্যং তেষাং রহস্যপূর্ণং) পুরাণং (মহা-পুরাণাং শ্রীমদ্ভাগবতং) আহ (উক্তবান্) তং মুনীনাং গুরুং ব্যাসসূনুং (ব্যাসপুত্রং শ্রীশুকং) উপযামি (শরণং ব্রজামি) ।। ৩ ।।

অনুবাদ—সংসাররূপ গাঢ় অন্ধকার উত্তীর্ণ হইবার অভিলাষী বিষয়াসক্ত-জনগণের নিকট কৃপা করিয়া যিনি নিজপ্রভাবজ্ঞাপক বেদবেদাঙ্গাদিসারভূত অনুপম আত্মতত্ত্ব-প্রকাশক দীপসদৃশ সর্ব্বপুরাণ-রহস্য শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছিলেন, সেই মুনিগণের গুরু ব্যাসতনয় শ্রীশুকদেবের শরণ গ্রহণ করি ।। ৩ ।।

বিশ্বনাথ—অস্মিন্নর্থে তস্য কৃপালুত্বমেব হেতু-রস্ত্যেব ইত্যাহ য ইতি। সংসারিণাং করুণয়াহেতি। ন কেবলময়ং পরীক্ষিদেব তারয়িতব্যং কিন্ত্বগ্রেঽপি জনিষ্যমাণাঃ সংসারিণোঽনেনৈব তরন্ত্বিতি তদৈব সর্ব্বানর্ব্বাচীনান্ সস্মারৈবেতিভাবঃ। অন্ধং গাঢ়ং তমোঽবিদ্যাং অতিশয়েন সুখেনৈব তরীতুমিচ্ছতাং। আত্মনি অধিষ্ঠিতানি তত্ত্বানি মহদাদীনি তেষাং দীপং প্রকাশকমিতি মুমুক্ষূণামবিদ্যাক্ষয়োঽনুসংহিতং ফল-মুক্তং। শুদ্ধভক্তানান্তু অখিলানাং শ্রুতীনাং উপ-নিষদাং সারং শ্লেষেণ শ্রুতীনাং শ্রবণানাং শ্রোত্রেন্দ্রি-য়স্য আস্বাদ্যানাং সারমিতি। অতঃ পূর্ব্বোক্তং নিগমকল্পতরুফলত্বমেবাস্য সূচিতং। এতএব স্বঃ স্বত এবানুভাবঃ রসোৎকর্ষপ্রভাবজ্ঞাপকো যস্য তম্ স্বসুখ-নিভৃতচেতা (ভাঃ ১১।১২।৬৯) ইত্যত্র অজিতরুচির-লীলা কৃষ্ণসার ইতি হরেগুর্ণাক্ষিপ্তমতির্ব্যাখ্যানং যদ-ধীতবান্ (ভাঃ ১।৭।১১) ইত্যাদিভ্যঃ। যদ্বা। স্বস্যানুভাবঃ প্রভাবো যস্মাৎ তৎ। তদ্ব্যাখ্যানাদেব শুকস্য সর্ব্বমুনিভ্যোঽপ্যুৎকর্ষোঽভূদিতি ভাবঃ। একমনুপমমদ্বিতীয়মিত্যর্থঃ। মুনীনাং পরীক্ষিৎ-সভোপবিষ্টানাং নারদব্যাসাদীনামপীদমশ্রুতচরমিব জাতমিতি তানপি শ্রীশুকদেব উপদিদেশ দেশ্যমিতি সন্দর্ভঃ ।। ৩ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই বিষয়ে তাঁহার (শ্রীল শুকদেবের) কৃপালুত্বই একমাত্র হেতু, তাহাই বলিতে-ছেন—'যঃ' অর্থাৎ যিনি ইত্যাদি শ্লোকে। সংসারী অর্থাৎ বিষয়াসক্তচিত্ত জনগণের প্রতি করুণাপূর্ব্বক যিনি বলিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণে কেবল এই পরীক্ষিৎ মহারাজই উত্তীর্ণ হইবেন তাহা নহে, কিন্তু পরবর্ত্তিকালে যাঁহারা জন্মগ্রহণ করিবেন, এমন বিষয়াসক্ত সাংসারিক জনগণও এই শ্রীভাগবত-শ্রবণে উত্তীর্ণ হউক—এইজন্য তৎকালেই তিনি অর্ব্বাচীন সকল জনগণের স্মরণ করিয়াছিলেন, এই ভাব এখানে দ্যোতিত হইয়াছে। 'অন্ধং তমঃ'—অর্থাৎ গাঢ় অন্ধকার বলিতে অবিদ্যা পর্য্যন্ত অতিশয় সুখেই যাহারা উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করেন। 'অধ্যাত্ম-দীপং'-বলিতে যাহা আত্মাতে অধিষ্ঠিত মহদাদি তত্ত্বসমূহের প্রকাশক, ইহার দ্বারা মুমুক্ষুগণের অবিদ্যাক্ষয় অনুসংহিত ফল উক্ত হইল, কিন্তু শুদ্ধ ভক্তগণের পক্ষে অখিল শ্রুতি অর্থাৎ উপনিষৎ-সমূহের সার (শ্রীভাগবতই) অনুসংহিত (নির্দ্ধারিত) ফল জানিতে হইবে। শ্লেষোক্তির দ্বারা ইহাই শ্রবণেন্দ্রিয়ের আস্বাদ্য-সমূহের সার বলিয়া বুঝিতে হইবে। ইহার দ্বারা শ্রীভাগবতের পূর্ব্বোক্ত নিগম (বেদ)-রূপ কল্পতরুর ফলত্বই সূচিত হইল।

অতএব 'স্বানুভাবং' অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবত রসোৎ-কর্ষের প্রভাব-জ্ঞাপক। তাহাই শ্রীমদ্ভাগবতে—'স্বসুখনিভৃতচেতাঃ' অর্থাৎ 'যিনি স্বাত্মানন্দে পরিপূর্ণ-চিত্ত, (ভগবান্ ভিন্ন) অন্যপ্রকার ঐহিকবিষয়ে যাঁহার চিত্ত সমাসক্ত ছিল না, তথাপি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব্ব মনোরম লীলায় যাঁহার চিত্ত সম্যক্রূপে আকৃষ্ট ছিল এবং যিনি সেই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপগুণাদি তত্ত্বের প্রকাশক এই পুরাণসংহিতা কৃপাপূর্ব্বক বিস্তার করিয়াছিলেন, সেই সর্ব্বপাপনাশক ব্যাসপুত্র ভগবান্ শুকদেবকে আমি প্রণাম করি।' এবং 'বিষ্ণুভক্তপ্রিয় ভগবান্ ব্যাসনন্দন শুকদেব হরির গুণে আকৃষ্টহৃদয় হইয়াই এই শ্রীমদ্ভাগবতরূপ বৃহদাখ্যান অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।' ইত্যাদি শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। অথবা, যাহা হইতে নিজের অনুভাব অর্থাৎ প্রভাব, সেই শ্রীভাগবত। যাহার ব্যাখ্যানের দ্বারাই শ্রীশুক-দেবের সকল মুনিগণ হইতেও উৎকর্ষ হইয়াছিল, ইহাই ভাবার্থ। 'এক' বলিতে অনুপম, অদ্বিতীয়

(শ্রীভাগবত)—ইহাই অর্থ। মহারাজ পরীক্ষিতের সভায় উপবিষ্ট শ্রীনারদ, ব্যাসাদি মুনিগণেরও ইহা (শ্রীভাগবত) অশ্রুতপূর্ব্বের ন্যায় বোধ হইয়াছিল, তাঁহাদেরও শ্রীশুকদেব উপদেশ করিয়াছিলেন; তিনিই উপদেষ্টা—ইহা সন্দর্ভার্থ ॥ ৩ ॥

মধ্ব—স্বানুভাবং ব্রহ্ম ॥ ৩ ॥

বিবৃতি—সংসারে অক্ষজ-জ্ঞানিগণ অধিরোহবাদী অজ্ঞানান্ধ। তাহারা দীপের আলোক ব্যতীত বাস্তব জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হয় না। বৈষ্ণবগণই নিজ চরিত্রে চিদ্‌বিলাস-বিচিত্রতা প্রকাশ করেন, উহাই নিরস্তকুহক বাস্তবসত্যকীর্ত্তনকারি-বেদের সারভাগ এবং শ্রীগুরুদেবের কীর্ত্তন। যাঁহারা অক্ষজজ্ঞানের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগের নিকটই পুরাণরহস্য বলিবার জন্য পরমদয়াময় সকল মুনির গুরু পুত্ররূপে অবতীর্ণ ব্যাসশিষ্য শ্রীগুরু-শ্রীশুকদেবের অনুগ্রহপ্রার্থী হইয়া নিকটবর্ত্তী হইতেছি। যাঁহারা প্রত্যক্ষ ও অনুমানাদি অবলম্বনে অজ্ঞানসাগরে ডুবিয়া যাইতেছেন এবং অন্ধকারের জন্য নিরস্তকুহক সত্যদর্শনে অসমর্থ, সেই চরমপ্রার্থী শ্রবণেচ্ছু জনগণের প্রতি করুণাপরবশ হইয়া অধোক্ষজসেবাময় পুরাণরহস্য কথিত হইয়াছে। এই রহস্যের কীর্ত্তনকারী শ্রীশুকদেব। তাঁহা হইতেই অন্যান্য ঋষিগণ শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য গান করিতে সমর্থ।

এই দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্লোকদ্বয় শ্রীসূত গোস্বামীর শ্রীগুরুপাদাশ্রয়ত্ব বিজ্ঞাপন করিতেছে।

বৈষ্ণব এবং গুরুর মধ্যে পার্থক্য এই যে, বৈষ্ণবের দয়া তাঁহার নিকট অবস্থান করে, কিন্তু গুরুর দয়া শিষ্য লাভ করেন।

অন্যান্য পুরাণগুলিতে গোপনীয় অখিল-শ্রুতিসার পাওয়া যায় না, তাহাদের আলোক শ্রীমদ্ভাগবতরূপ আধ্যাত্মদীপ অপেক্ষা ক্ষীণপ্রভ ॥ ৩ ॥

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥৪॥

অন্বয়ঃ—নারায়ণং নরোত্তমং (নারাণাং পুংসাং উত্তমং শ্রেষ্ঠং) নরং চ (তন্নামানং ঋষিবরং) দেবীং সরস্বতীং (পরাবিদ্যারূপিণীং বাণীং) ব্যাসং চ নমস্কৃত্য (প্রণম্য) ততঃ (প্রণামানন্তরং) জয়ং (গ্রন্থং) উদীরয়েৎ (উচ্চারয়েৎ) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—এই শাস্ত্রের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা নারায়ণ পুরুষোত্তম নরঋষিনামক ভগবদবতার, সরস্বতীরূপিণী পরাবিদ্যাদেবী এবং মুনি ব্যাসদেবকে প্রণাম করিয়া তৎপর জয় অর্থাৎ সংসারবিজয়ী গ্রন্থ উচ্চারণ করিবে ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—গুরুং নত্বা দেবতাদীন্ প্রণমতি নারায়ণমিতি। দেশাধিকারিত্বেন নরনারায়ণাবস্যাধিষ্ঠাতৃদেবতে নির্দ্দিষ্টে নরোত্তমমিতি পুরুষোত্তমঃ শ্রীকৃষ্ণোঽস্য দেবতা সরস্বতী শক্তিশ্চকারাদ্ব্যাসঋষিঃ ব্যাসমিতিপাঠে স্পষ্ট এব। বীজন্তু প্রণবো জ্ঞেয়ঃ ছন্দোঽত্র প্রাধান্যেন গায়ত্র্যেব জ্ঞেয়া তয়ৈবারব্ধত্বাৎ তান্নমস্কৃত্য জয়েতি ক্রিয়াপদমাক্ষেপলব্ধং শ্রীকৃষ্ণসম্বোধনকম্। উদীরয়েদিতি স্বয়ং তথোদীরয়ন্নন্যানপি পৌরাণিকানুপশিক্ষয়তি। জয়ত্যনেন সংসারমিতি জয়োগ্রন্থস্তমিতি বা অত্র ক্ত্বাপ্রত্যয়নৈবানন্তর্য্যে সিদ্ধে তত ইতি কর্ত্তৃবিশেষণম্। ক্তপ্রত্যয়ান্তং জ্ঞেয়মিতি কেচিৎ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীগুরুদেবের নমস্কার করিয়া দেবতাদির প্রণাম করিতেছেন—'নারায়ণং' ইত্যাদি শ্লোকে। দেশাধিকারিত্ব-হেতু নর ও নারায়ণ এই শ্রীভাগবত গ্রন্থের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতাদ্বয় নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছেন। নরোত্তম বলিতে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ এই গ্রন্থের দেবতা। পরাবিদ্যারূপিণী দেবী সরস্বতী ইহার শক্তি! 'সরস্বতীঞ্চৈব'—এই পাঠে চ-কারের দ্বারা ব্যাসদেবই এই শাস্ত্রের ঋষি, 'ব্যাসং'—এই পাঠে স্পষ্টই ব্যাসদেব উল্লিখিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থের বীজ প্রণব (ওঁ-কার) জানিতে হইবে। ছন্দঃ প্রধানতঃ গায়ত্রীই বুঝিতে হইবে, সেই গায়ত্রীর দ্বারাই গ্রন্থের আরম্ভহেতু। তাঁহাদের নমস্কার করিয়া জয় প্রদান করিবে। 'জয়'—এই ক্রিয়াপদের আক্ষেপলব্ধ সম্বোধনক শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ হে শ্রীকৃষ্ণ, তোমার জয় হউক—এইরূপ অর্থ। 'উদীরয়েৎ'—উচ্চারণ করিবে—এই কথার দ্বারা নিজে উচ্চারণ করিয়া অন্যান্য পৌরাণিকগণকেও শিক্ষা দিতেছেন।

অথবা, ইহার দ্বারা সংসার জয় করা যায়—এই

অর্থে 'জয়'-শব্দের অর্থ গ্রন্থ। 'নমস্কৃত্য'—নমস্কার করিয়া—এখানে ক্ত্বা-প্রত্যয়ের দ্বারাই আনন্তর্য্য সিদ্ধ হইলেও 'ততঃ'—ইহা কর্ত্তার বিশেষণ অর্থাৎ গ্রন্থের বিস্তারকারী বক্তা তাঁহাদের জয়গান করিবে। কেহ কেহ বলেন—ততঃ-শব্দ ক্ত-প্রত্যয়ান্ত জানিতে হইবে [অর্থাৎ বিস্তীর্ণ হওয়া অর্থে তন্ ধাতু ক্ত-প্রত্যয় করিয়া তত শব্দের বিভক্তি-বিপরিণামে ততং জয়ং (গ্রন্থং) উদীরয়েৎ—বিস্তৃত গ্রন্থ উচ্চারণ করিবে—এইরূপ বুঝিতে হইবে।] ॥ ৪ ॥

বিবৃতি—নারায়ণ, পুরুষোত্তম, নরঋষি, সরস্বতী দেবী এবং শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব এই চতুষ্টয়ের আনুগত্য করিয়া পরে তাঁহাদিগের জয় গান করিবে। শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থের দ্বারা সংসারের জয় হয় ॥ ৪ ॥

মুনয়ঃ সাধু পৃষ্টোঽহং ভবদ্ভির্লোকমঙ্গলম্।
যৎকৃতঃ কৃষ্ণসংপ্রশ্নো যেনাত্মা সুপ্রসীদতি ॥৫॥

অন্বয়ঃ—হে মুনয়ঃ! (ঋষয়ঃ) ভবদ্ভিঃ (যুষ্মাভিঃ) অহং লোকমঙ্গলং (লোকানাং নিত্য-শুভদং) সাধু (সুষ্ঠু তদ্‌যথা স্যাৎ তথা) পৃষ্টঃ (জিজ্ঞাসিতঃ) যৎ (যতঃ) কৃষ্ণসংপ্রশ্নঃ কৃষ্ণবিষয়ঃ পরিপ্রশ্নঃ) কৃতঃ (ভবদ্ভিঃ প্রস্তাবিতঃ) যেন (প্রশ্নেন) আত্মা (বুদ্ধিঃ) প্রসীদতি (প্রসাদং প্রাপ্নোতি) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—হে ঋষিগণ, আপনারা আমাকে ভুবন-মঙ্গল উত্তম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। যেহেতু কৃষ্ণ-বিষয় পরিপ্রশ্ন করিলে তদ্দ্বারা বুদ্ধি প্রসন্ন হয় ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—তেষাং বচঃ প্রতিপূজ্যেতি যদুক্তং তৎ করোতি হে মুনয়ঃ সাধুপৃষ্টঃ কুতঃ যতো লোক-মঙ্গলমেবাহং পৃষ্টঃ তদেব কুতঃ? যদ্‌যস্মাৎ কৃষ্ণবিষয়ঃ সম্যক্ প্রশ্নঃ কৃতঃ সর্ব্ব এব প্রশ্নঃ শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ঃ। কুতোঽবসিতস্তত্রাহ। যেন প্রশ্নেনৈব আত্মা প্রসীদতীতি শ্রীকৃষ্ণস্যৈব সদ্য আত্মপ্রসাদকত্বমস্মদনু-ভবসিদ্ধিমিতিভাবঃ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তাঁহাদের (শৌনকাদি মুনিগণের) বাক্যের অভিনন্দন করিয়া'—এই পূর্ব্বোক্ত কথানুসারে সূত গোস্বামী তাহাই করিতে-ছেন—হে মুনিগণ, আপনারা আমাকে উত্তম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, যেহেতু লোকমঙ্গল অর্থাৎ সমস্ত লোকের নিত্যশুভদ প্রশ্নই করিয়াছেন। তাহা কিরূপে? যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক সম্যক্ প্রশ্ন করা হইয়াছে, সকল প্রশ্নই শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয়। যদি বলেন —তাহা কিরূপে নির্দ্ধারণ করিলেন? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—যে প্রশ্নের দ্বারাই আত্মা (মন) প্রসন্ন হয়। ইহা আমাদের অনুভব-সিদ্ধ যে শ্রীকৃষ্ণেরই কথা তৎক্ষণাৎ চিত্তের প্রসন্নতা আনয়ন করে ॥৫॥

তথ্য—কৃষ্ণকথায় আত্মা সুপ্রসন্ন হন। কৃষ্ণের কথায় অনাত্মপ্রতীতিতে মিশ্রানন্দের উদয়। শ্রীরামা-নন্দ রায়ের সহিত গৌর সুন্দরের কথা এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য ॥ ৫ ॥

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—যতঃ (যস্মাৎ ধর্ম্মানুষ্ঠানাৎ) অধো-ক্ষজে (অধঃকৃতং অতিক্রান্তং অক্ষজং ইন্দ্রিয়লব্ধং জ্ঞানং যেন সঃ তস্মিন্ কৃষ্ণে) অহৈতুকী (ফলাভি-সন্ধানরহিতা) অপ্রতিহতা (বিঘ্নৈঃ অনভিভূতা) ভক্তিঃ (শ্রবণাদিলক্ষণা ভক্তি ভবতি)। যয়া (ভক্ত্যা) আত্মা সুপ্রসীদতি (প্রসন্নো ভবতি) স বৈ (এব) পুংসাং (নরাণাং) পরঃ (শ্রেষ্ঠঃ) ধর্ম্মঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—যাহা হইতে ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত শ্রীকৃষ্ণে ফলাভিসন্ধান-রহিতা ঐকান্তিকী স্বাভাবিকী নিরপেক্ষা শ্রবণাদিলক্ষণা ভক্তি হয়, তাহাই মানবগণের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। সেই ভক্তিবলে অনর্থ উপশান্ত হইয়া আত্মা প্রসন্নতা লাভ করে ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—সর্ব্বশাস্ত্রসারমৈকান্তিকং শ্রেয়ো ব্রূহীতি। (ভাঃ ১।১।৯-১১) প্রশ্নদ্বয়স্যোত্তরমাহ। স বৈ পুংসাং পুন্মাত্রাণামেব ধর্ম্মঃ পরঃ পরমঃ শ্রবণকীর্ত্তনাদি-লক্ষণঃ। যদুক্তং (ভাঃ ৬।৩।২২)

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ ॥

ইত্যতঃ পরশব্দবিশেষ্যো ধর্ম্মো ভক্তিযোগঃ। এব ভবেদিতি তথাত্র বতুপ্প্রত্যয়েনৈবকারেণ চৈতদন্যাস্য পরধর্ম্মপদবাচ্যত্বঞ্চ নিষিদ্ধং। যতো ভক্তিঃ প্রেম-লক্ষণা ভবেৎ অহৈতুকী হেতুং বিনৈবোৎপদ্যমানা ইতি সগুণা ব্যাবৃত্তা। ননু মহানয়মপলাপঃ ক্রিয়তে।

মৈবং শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপো যো ধর্ম্মঃ স ভক্তিরেব সাধননাম্নী। সৈব পাকদশায়াং প্রেমনাম্নী। তে দ্বে অপি ভক্তিশব্দেনৈবোচ্যতে। তদপি (ভাঃ ১১।৩। ৩১) ভক্ত্যা সংজাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপুলকাং তনু-মিতি যতো ভক্তিরধোক্ষজে ইত্যাদিষু উত্তরস্যা ভক্তেঃ পূর্ব্বা ভক্তিঃ কারণং পক্বাম্রস্য কারণং আমাম্র-মিতিবৎ। স্বাদভেদনিবন্ধনমেব তস্য কারণত্বং বালবোধনার্থং কাল্পনিকমেব ন তু বাস্তবং। ন হ্যেকস্যৈব পুরুষস্য বাল্যযৌবনাদ্যনেকাবস্থাবতো হেতুহেতুমদ্ভাবস্তাত্ত্বিক ইতি। ঘটপটৌদনাদিষু মৃত্তন্ত-তণ্ডুলাদীনাং নামরূপলোপ ইবেতি। ন তাদৃশত্বমত্র ব্যাখ্যাতুং শক্যমিত্যবসেয়ম্। ন চ ভক্তেঃ প্রসিদ্ধো হেতুঃ সাধুসঙ্গ এবাস্তীতি বাচ্যং। তস্যাপি (ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব্বঃ ৩ লঃ ১১) আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়েত্যাদৌ ভক্তের্দ্বিতীয়ভূমিকাত্বেনোক্তত্বাৎ ভক্তিত্বমেব। স্যান্মৎসেবয়া বিপ্রা (ভাঃ ১।২।১৬) ইত্যগ্রেঽপি ব্যাখ্যাস্যমানত্বাচ্চ। কিঞ্চ দানব্রততপো-হোমাদিনিষ্কামকর্ম্মযোগশ্চ জ্ঞানাঙ্গভূতায়াঃ সাত্ত্বিক্যা এব ভক্তেঃ কথঞ্চিদ্ধেতুর্ভবতি ন তু নির্গুণায়াঃ। (ভাঃ ১১।১২।৯)।

যন্ন যোগেন সাংখ্যেন দানব্রততপোঽধ্বরৈঃ।
ব্যাখ্যাস্বাধ্যায়সন্ন্যাসৈঃ প্রাপ্নুয়াদ্‌যত্নবানপি ॥

ইত্যেকাদশোক্তেঃ। নচ নির্গুণায়া ভক্তের্ভগবৎ-কৃপৈব হেতুরিতি বাচ্যং। তস্যাপি হেতাবন্বিষ্যমাণে অনবস্থানাৎ। ন চ সা নিরুপাধিরেব কেবলা হেতু-রিত্যপি বাচ্যম্। তস্যা অসার্ব্বত্রিকত্বেনভগবতি-বৈষম্যপ্রসক্তেঃ। কিঞ্চ ভক্তকৃপৈব হেতুরিত্যুক্তে র্ন কিঞ্চিদসামঞ্জস্যম্। উত্তমভক্তানাং বৈষম্যাভাবেপি প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ (ভাঃ ১১।২।৪৬) ইতি মধ্যমভক্তলক্ষণে বৈষম্যস্য দর্শনাৎ। ততশ্চ ভগবতো ভক্তাধীনত্বাৎ ভক্তকৃপানুগামিনী ভগবৎকৃপাহেতুরিতি সিদ্ধান্তঃ। ননু তর্হি কথং ভক্তে-রহৈতুকত্বমভূৎ। উচ্যতে। ভগবৎকৃপায়া ভক্ত-কৃপান্তর্ভূতত্বাদ্ভক্তকৃপায়াশ্চ ভক্তসঙ্গান্তর্ভূতত্বাদ্ভক্তসঙ্গস্য ভক্ত্যাঙ্গত্বাদহৈতুকত্বমেব সিদ্ধম্। কিঞ্চ ভক্তকৃপায়া হেতুর্ভক্তস্যৈব তস্য হৃদয়বর্ত্তিনী ভক্তিরেব তাং বিনা কৃপোদয়সংভবা ভাবাৎ। সর্ব্বপ্রকারেণাপি ভক্তে-র্ভক্তিরেব হেতুরিতি নির্হেতুকত্বং সিদ্ধম্। ভক্তিমতে ভক্তিভক্তভজনীয়-তৎকৃপাদীনাং ন পৃথগ্বস্তুত্বমিতি ভক্তেঃ স্বপ্রকাশকত্বেন ভক্তিপ্রকাশ্যত্বেঽপি ভগবতঃ স্বপ্রকাশকত্বং নানুপপন্নমিতি। অপ্রতিহতা কেনাপি নিবারয়িতুমশক্যা। তথাহি তল্লক্ষণে। মনোগতির-বিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধাবিতি বক্ষ্যতে। উক্তঞ্চ শ্রীরূপগোস্বামিচরণৈঃ। সর্ব্বথা ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধ্বংসকারণে ইতি। জ্ঞানকর্ম্মাদিভিরণাবৃতেতি বা। যয়া ভক্ত্যা আত্মা মনঃ সম্যগেব প্রসীদতীতি কামনা-মালিন্যে সতি মনঃ প্রসাদহেতুত্বাসম্ভবাদস্যা ভক্তে-র্নিষ্কামত্বং স্বতএবায়াতম্ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যাহা সকল শাস্ত্রের সার এবং ঐকান্তিক মঙ্গল, তাহা বলুন—এই প্রশ্নদ্বয়ের উত্তর দিতেছেন—'স বৈ পুংসাং' ইত্যাদি শ্লোকে। এখানে জীবমাত্রেরই পরম শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম (শ্রীকৃষ্ণের) শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপ। শ্রীভাগবতে নিজ দূতগণের প্রতি যমরাজের উক্তি—'হে দূতগণ, নামসংকীর্ত্তনাদি দ্বারা ভগবান্ বাসুদেবে যে ভক্তিযোগ, তাহাই ইহ-লোকে পুরুষদিগের পরম ধর্ম্ম, তাহাকে ভাগবত ধর্ম্ম বলিয়া থাকে।'—এখানে পর-শব্দের দ্বারা বিশেষ্য ধর্ম্ম ভক্তিযোগই হইবে। 'এতাবান্ এব'—সেই শ্লোকে বতুপ্-প্রত্যয় এবং এব-কারের প্রয়োগে 'এক-মাত্র ইহাই'— এই কথার উল্লেখ থাকায় ইহা (ভক্তি-যোগ) ব্যতীত অন্য কিছুর পরধর্ম্ম বাচ্যত্ব নিষিদ্ধ করা হইল। যে ধর্ম্ম অনুষ্ঠানের ফলে অধোক্ষজ (ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত) শ্রীকৃষ্ণে প্রেমলক্ষণা অহৈতুকী ভক্তি হইয়া থাকে। 'অহৈতুকী'—এই কথা বলায় হেতু-ব্যতীতই উৎপদ্যমানা ভক্তি বুঝিতে হইবে, ইহার দ্বারা সগুণা ভক্তি ব্যাবৃত্ত হইয়াছে।

যদি পূর্ব্বপক্ষী বলেন—ইহা মহান্ অপলাপ করা হইতেছে, তাহার উত্তরে বলিতেছেন—কখনই নহে। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপ যে ধর্ম্ম, তাহা সাধন-নাম্নী ভক্তিই। সেই সাধনভক্তিই পরিপক্বদশায় প্রেম-ভক্তি নাম ধারণ করে। তাহারা দুইটিই ভক্তি-শব্দের দ্বারাই উক্ত হইয়া থাকে। তাহাই শ্রীভাগবতে 'ভক্ত্যা সংজাতয়া' ইত্যাদি শ্লোকে নবযোগীন্দ্র-সংবাদে শ্রীপ্রবুদ্ধ-মহারাজ বলিয়াছেন—"সর্ব্বপাপ-বিনাশক ভগবান্ শ্রীহরিকে অনবরত হৃদয়-মন্দিরে স্বয়ং স্মরণ ও পরস্পরকে কথালাপ দ্বারা বোধন করাইয়া,

সাধন-ভক্তির অনুশীলনে যে প্রেমভক্তির উদয় হয়, তাহাতে ভক্ত-কলেবর সময়ে সময়ে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে।” ‘অধোক্ষজে ভক্তি’—ইত্যাদি কথার দ্বারা পরবর্ত্তী ভক্তির পূর্ব্ববর্ত্তী ভক্তি কারণ, যেরূপ পাকা আমের প্রতি কাঁচা আম কারণ। স্বাদভেদের জন্যই বালবোধনার্থ তার কারণত্ব কাল্পনিকই, কিন্তু বাস্তবিক নহে। বাল্য যৌবনাদি অনেক অবস্থাবিশিষ্ট একই পুরুষের পর পর হেতু-হেতুমদ্ভাব তাত্ত্বিক নহে। ঘট, পট, ওদন ইত্যাদিতে মৃত্তিকা, তন্তু, তণ্ডুল ইত্যাদির নাম ও রূপের লোপের ন্যায়, এখানে সেরূপ ব্যাখ্যা করা সম্ভব নহে।

যদি বলেন—সাধুসঙ্গই ভক্তির প্রসিদ্ধ হেতু হউক, না, তাহাও বলিতে পারেন না। কারণ, শ্রীভক্তি-রসামৃতসিন্ধুতে—‘প্রথমে শ্রদ্ধা, তারপর সাধুসঙ্গ, তারপর ভজনক্রিয়া’—ইত্যাদি প্রেমোদয়ের প্রায়িক ক্রম-নিরূপণে ভক্তির দ্বিতীয় ভূমিকাত্বরূপে সাধুসঙ্গ উক্ত হওয়ায় উহা ভক্তিই। এখানেও ‘স্যান্মহৎসেবয়া বিপ্রাঃ’—ইত্যাদি পরবর্ত্তী শ্লোকে বলিবেন—মহৎ-সেবায় প্রবৃত্তি ও ধর্ম্মে শ্রদ্ধা জন্মিলে ঐ ধর্ম্ম শুনিতে বাসনা ও বাসুদেবের কথায় রতি হইবে। আরও, দান, ব্রত, তপস্যা, হোমাদি এবং নিষ্কাম কর্ম্মযোগ—জ্ঞানাঙ্গভূতা সাত্ত্বিকী ভক্তির কোনপ্রকারে হেতু হইলেও উহারা নির্গুণাভক্তির কখনই হেতু নহে। কারণ, শ্রীএকাদশ স্কন্ধে ‘যন্ন যোগেন’ ইত্যাদি শ্লোকে উক্ত হইয়াছে—‘যত্নবান্ হইয়াও যোগ, সাংখ্য, দান, ব্রত, তপস্যা, যজ্ঞ, ব্যাখ্যা, স্বাধ্যায় ও সন্ন্যাসের দ্বারা মানবগণ যে আমাকে লাভ করিতে সমর্থ হয় না, কেবল সৎসঙ্গের দ্বারা সেই আমাকে লাভ করিয়া থাকে’। নির্গুণা ভক্তির প্রতি ভগবৎ-কৃপাই হেতু—ইহাও বলিতে পারেন না, কারণ তাহারও (অর্থাৎ সেই ভগবৎ-কৃপারও) হেতু অন্বেষণ করিতে হইলে অন-বস্থাদোষ আসিয়া পড়িবে। সেই নিরুপাধিই একমাত্র কারণ—তাহাও বলিতে পারেন না, উহা (নিরুপাধি) অসার্ব্বত্রিক এবং ভগবানে বৈষম্য-প্রসক্তিহেতু। আরও, যদি ভক্তের কৃপাই হেতু বলি, তাহা হইলে কিছু অসামঞ্জস্য নাই। উত্তম ভক্তগণের বৈষম্যের অভাব হইলেও ‘প্রেম-মৈত্রী-কৃপোপেক্ষা’—অর্থাৎ ‘যিনি ঈশ্বরে প্রেম, তদধীন ভক্তের সহিত মিত্রভাব, অনভিজ্ঞ জনে কৃপা এবং ঈশ্বর ও ভক্তের বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন ব্যক্তির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন, তাদৃশ ভেদদর্শী ভক্ত মধ্যম ভাগবত বলিয়া অভিহিত।’ ইত্যাদি একাদশ স্কন্ধোক্ত শ্লোকে মধ্যম ভক্তের লক্ষণে বৈষম্য দেখা যায়। অতএব শ্রীভগবান্ ভক্তের অধীন বলিয়া, ভক্তের কৃপানুগামিনী ভগবানের কৃপাই ভক্তির হেতু—ইহা সিদ্ধান্ত।

যদি বলেন—তাহা হইলে ভক্তির অহৈতুকত্ব কি প্রকারে হইল? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—শ্রীভগ-বানের কৃপা ভক্তকৃপার অন্তর্ভূত, ভক্তের কৃপা ভক্ত-সঙ্গের অন্তর্ভূত এবং ভক্তসঙ্গ ভক্তির অঙ্গত্ব-হেতু, ভক্তির অহৈতুকত্ব সিদ্ধ হইল। আরও, ভক্তকৃপার হেতু ভক্তই, তাঁহার (ভক্তের) হৃদয়বর্ত্তিনী ভক্তিই কারণ, তাহা (ভক্তি) ব্যতীত কৃপোদয়ের সম্ভাবনাই নাই। সর্ব্বপ্রকারেই ভক্তিই ভক্তির হেতু, অতএব ভক্তির নির্হেতুকত্ব সিদ্ধ হইল। ভক্তি-শাস্ত্র-মতে—ভক্তি, ভক্ত, ভজনীয় (ভগবান্) এবং তাঁহাদের কৃপাদির পৃথক্ বস্তুত্ব নাই, এই জন্য ভক্তির স্বপ্রকা-শকত্ব-হেতু এবং ভগবান্ ভক্তির দ্বারা প্রকাশ্য হইলেও ভগবানের স্বপ্রকাশকত্বের কোন হানি হয় না; উহা অনুপপন্ন (অযুক্তিযুক্ত) নহে অর্থাৎ সর্ব্বথা যুক্তিযুক্ত।

শ্লোকে ‘অপ্রতিহতা’—শব্দের অর্থ, কোন কিছুর দ্বারা নিবারণ করিতে অসমর্থা। তার লক্ষণে বলা হইবে—যেমন গঙ্গার জল-প্রবাহ যখন সমুদ্রের প্রতি ধাবিত হয়, তখন কিছুই তাহাকে বাধা দিতে পারে না, তদ্রূপ মনের গতি অবিচ্ছিন্না অর্থাৎ গঙ্গা-প্রবাহের মত অনবরত প্রবহমানা, কোন কিছুর দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয় না। শ্রীরূপ গোস্বামিপাদও বলিয়াছেন—ধ্বংসের কারণ থাকিলেও সর্ব্বপ্রকারেই ধ্বংস-রহিত। অথবা, জ্ঞান ও কর্ম্মাদির দ্বারা অনাবৃতা (ইহার দ্বারা নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞান ও সকাম কর্ম্মাদির নিষেধ করা হইয়াছে, কিন্তু ভক্তি-বিষয়ক জ্ঞান ও ভগবদুদ্দেশ্যে কর্ম্মাদির নিষেধ করা হয় নাই)। যে ভক্তির দ্বারা আত্মা অর্থাৎ মনঃ সম্যক্‌রূপে প্রসন্ন হয়—ইহা বলায় চিত্তে কামনারূপ মালিন্য থাকিলে মনের প্রসন্নতা হওয়া সম্ভব নহে; অতএব ভক্তির নিষ্কামত্ব স্বাভাবিক ভাবেই প্রাপ্ত হওয়া যায়॥ ৬॥

তথ্য—অধোক্ষজ—যে ভগবানের দ্বারা ইন্দ্রিয়-যোগে জ্ঞান সঞ্চয় নিরস্ত হইয়াছে, অর্থাৎ যে ভগবানের জড় চক্ষুদ্বারা দর্শন, কর্ণদ্বারা শ্রবণ, নাসাদ্বারা ঘ্রাণ, জিহ্বা দ্বারা আস্বাদন ও ত্বক্‌দ্বারা স্পর্শন প্রভৃতি জড়েন্দ্রিয় চালনা করিতে হয় না, অর্থাৎ যে ইন্দ্রিয়-পতি হৃষিকেশ ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যে বাহ্য-জগতের অনুভূতি লাভ করেন না এবং যিনি বদ্ধজীবের জড়েন্দ্রিয়জ্ঞানের অতীত অর্থাৎ জড়েন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান দ্বারা বদ্ধজীব যাঁহাকে পরিমাণ করিতে পারে না তিনিই অধোক্ষজ বৈকুণ্ঠ বা বিষ্ণু।

পরধর্ম্ম। জড়দেহের ধর্ম্ম বা মনোধর্ম্ম যে বস্তুর ধারণা করায় সেই ধারণা 'পর' শব্দ বাচ্য নহে। আত্মা হইতে যাহা পৃথক, তাহাই অপর। সেইজন্য গীতায়—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥

এই শ্লোকদ্বয়ে পরা ও অপরা প্রকৃতিদ্বয়ের বিশেষত্ব স্থাপন করিয়াছেন। ভোগ্য জগৎ যে কালে ধারণাকারীকে আংশিক প্রতীত করায় তৎকালেই জীবরূপা পরা প্রকৃতি অবিদ্যাগ্রস্ত হইয়া পরধর্ম্ম বিস্মৃত হন। অপরা প্রকৃতির আনুগত্যে জীবের বদ্ধভাব গুণজাত ঋক্ সাম যজুঃ অথর্ব্ব, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ প্রভৃতি বিদ্যায় জগতে অভিজ্ঞ করায়। সে অবিদ্যামুক্ত হইলেই অক্ষর-সেবাপর হইয়া পরধর্ম্ম লাভে অগ্রসর হন। প্রাকৃত ধর্ম্মমাত্রই অপর ধর্ম্ম, আর প্রকৃতির অতীত চিন্ময় রাজ্যে পরবস্তু বা অপ্রাকৃত ভগবদ্ধর্ম্ম লাভ হয়। দেহ মনের ধর্ম্মে নিত্যত্বের অভাব, চিন্মাত্রতার অভাব ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের অভাব। এই অভাবের ভোক্তৃ-রূপে জড়েন্দ্রিয় সকল বদ্ধজীবকে ভোগ করায়। সেই ভোগাভ্যন্তরে ক্লেশ এবং ক্লেশনিবৃত্তি নামক সুখের কল্পনা জীবকে ঈশ্বরসেবাবিমুখ করায়। অপর ধর্ম্মে ব্যবধান বা বাধা ও হেতু বর্ত্তমান, পরধর্ম্ম নির্ব্বোধ ও নির্হেতুক। পরধর্ম্মে নিত্য প্রসন্নতা, অপরধর্ম্মে প্রসন্নতামুখে সংক্লেশ-নিকরাকরত্ব বর্ত্তমান ॥ ৬ ॥

বিবৃতি—ভজনীয় বস্তু, ভজন ও ভজনকারী সকলই অধোক্ষজ। অক্ষজবিচারে যে প্রভুত্বাধীন আনুগত্য বিরাজমান, তাহা হেতুজাত ও কৈতবরূপ প্রয়োজন দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত। তাহা নির্ম্মল পুরুষের নিত্যধর্ম্ম হইতে পারে না। প্রাকৃতগুণে আক্রান্তহৃদয় জনগণ পরধর্ম্মের অনুষ্ঠানে বিরত হইয়া অক্ষজবস্তুর অনুশীলনে জ্ঞানপথ ও কর্ম্মপথে বিচরণ করেন। তদ্দ্বারা অনাত্ম মন ও স্থূলদেহ নানাক্লেশে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া অনুপাদেয় স্বার্থপরতায় আচ্ছন্ন হন। অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণে সুনির্ম্মল আত্মার অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা সেবাপ্রবৃত্তি ব্যতীত অন্য কোন ক্রিয়ার সমাধান নাই। যে কাল পর্য্যন্ত জীব স্বীয় রুচিবশে ঈশ্বরের জন্য কায়মনোবাক্যে অনুকূলচেষ্টাবিশিষ্ট না হন, তৎকালাবধি স্বরূপজ্ঞানাভাবে তাঁহার অনাত্ম ইন্দ্রিয়-ভোগপ্রবৃত্তি অথবা নির্ব্বেদব্রহ্মানুসন্ধানপরতামূলে অপ্রসন্নচিত্ততা পরিদৃষ্ট হয়। অন্যাভিলাষিতাশূন্যা জ্ঞানকর্ম্মাদিদ্বারা অনাবৃতা নিত্যাভক্তির উদয়ে পরমাত্মা ও জীবাত্মা উভয়েই সন্তোষ লাভ করেন। সেই নিত্য-আনন্দ নবনবায়মান বলিয়া নশ্বর প্রাকৃত জড়-রসে কোন চমৎকারিতা না দেখিতে পাইয়া তাহাতেই অবস্থিত ॥ ৬ ॥

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—যৎ (যতঃ) ভগবতি বাসুদেবে (শ্রীকৃষ্ণে) প্রযোজিতঃ (অনুষ্ঠিতঃ) ভক্তিযোগঃ (শ্রবণাদিলক্ষণসাধন-ভক্তিযোগঃ) আশু (শীঘ্রং) বৈরাগ্যং (কৃষ্ণেতর-বিষয়ে বিরক্তিং) অহৈতুকং (মোক্ষাভিসন্ধিরহিতং) জ্ঞানং (বিজ্ঞান-সহিতং ভগবৎপ্রাপকং ঔপনিষদং শুদ্ধজ্ঞানং) জনয়তি (উৎপাদয়তি) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—অদ্বয়জ্ঞান ভগবান্ বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণে পরধর্ম্মানুষ্ঠানে ভক্তি উদয় করিবার চেষ্টারূপ ভক্তি-যোগ অনুষ্ঠিত হইলে শীঘ্র নৈষ্কর্ম্য্য অর্থাৎ বিষয়-ভোগত্যাগ এবং মোক্ষাভিসন্ধিবিরহিত শুদ্ধ অদ্বয়জ্ঞান উদয় করায় ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—ননু স এব কিমাকার আত্মপ্রসাদ ইত্যপেক্ষায়াং সর্ব্বদুর্বিষয়বৈমুখ্যাপাদকভগবদ্রূপগুণ-মাধুর্য্যানুভবজ্ঞানময় এবায়মিত্যাহ বাসুদেব ইতি। প্রকর্ষেণ যোজিতঃ সংবদ্ধঃ দাস্যসখ্যাদিসম্বন্ধযুক্তঃ কৃত ইতি যাবৎ। শ্লেষেণ প্রয়োজনীকৃতঃ ভক্তি-যোগস্য ভক্তিযোগ এব প্রয়োজনং নান্য ইত্যেব বিচারিত ইত্যর্থঃ। জনয়তীতি। জ্ঞানবৈরাগ্যার্থং পৃথক্ যত্নো ভক্তৈর্ন কর্ত্তব্য ইতি ভাবঃ। আশু শীঘ্রং তৎকাল এবেত্যর্থঃ। যদ্বক্ষ্যতে। (ভাঃ ১১।২।৪২) ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষ ত্রিক এক-কালঃ। প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যুস্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসমিতি। ননু তর্হি জ্ঞানান্মোক্ষ এব ভাবীতি তত্রাহ। অহৈতুকং অন্নস্য হেতোর্বসতি ইতি বদ্ধেতুঃ প্রয়োজনং তদত্র সাযুজ্যং তন্নার্হতীতি। তেন ভগবদ্রূপগুণমাধুর্য্যানুভাবময়মেব জ্ঞানমায়াতং এবমেব চতুর্থেঽপি বক্ষ্যতে। (ভাঃ ৪।২৯।৩৭)

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ সমাহিতঃ।
সধ্রীচীনেন বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ জনয়িষ্যতি ॥ইতি॥

তত্র সধ্রীচীনপ্রকারং খলু মোক্ষাদিফলান্তরাভি-সন্ধিরাহিত্যমেবেতি ব্যাখ্যাস্যতে। (ভাঃ ৪।২৯।৩৮)

সোঽচিরাদেব রাজর্ষে স্যাদচ্যুতকথাশ্রয়ঃ।
শৃণ্বতঃ শ্রদ্দধানস্য নিত্যদা স্যাদধীয়তঃ ॥

ইত্যন্তরবাক্যে তৎকারণঞ্চ স এব দৃষ্ট ইতি। এবঞ্চ ভক্তেঃ কারণং প্রয়োজনঞ্চ ভক্তিরেবেতি ব্যবস্থিতং ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—সেই আত্ম-প্রসাদ কি প্রকার? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—সমস্ত দুর্বিষয়-রূপ বিমুখতার নিরাসক শ্রীভগবানের রূপ, গুণ ও মাধুর্য্যাদির অনুভবরূপ জ্ঞানময় এই আত্ম-প্রসন্নতা, তাহাই বলিতেছেন—'বাসুদেবে'—ইত্যাদি শ্লোকে। 'প্রযোজিত'—কথার অর্থ—প্রকর্ষ-রূপে যোজিত অর্থাৎ সম্যক্‌রূপে বদ্ধ; শ্রীভগবানের সহিত দাস্য, সখ্যাদি সম্বন্ধের দ্বারা যুক্ত করা হইয়াছে। শ্লেষোক্তির দ্বারা প্রয়োজনীকৃত অর্থাৎ ভক্তিযোগের প্রতি একমাত্র ভক্তিযোগই প্রয়োজন, অন্য কিছুই নহে—এইরূপ বিচার দ্বারা লব্ধ। 'জনয়তি' অর্থাৎ উৎপন্ন করায়—ইহা বলায় জ্ঞান ও বৈরাগ্যের নিমিত্ত পৃথক্ যত্ন ভক্তজনের কখনই কর্ত্তব্য নহে—এই ভাব প্রকাশ পায়। 'আশু' অর্থ শীঘ্র, তৎকালেই এই অর্থ। শ্রীভাগবতে একাদশ স্কন্ধে বলা হইবে—'যেমন ভোজনকালে প্রতিগ্রাসেই মনের তুষ্টি, দেহের পুষ্টি ও ক্ষুন্নিবৃত্তি ক্রমশঃই হইয়া থাকে, সেইরূপ অনন্যশরণে শ্রীভগবানে নির্ভর করতঃ শ্রবণাদি ভাগবত ধর্ম্মের অনুশীলনে ভক্তের প্রেমলক্ষণা ভক্তি, ভগবৎ-স্বরূপের উপলব্ধি এবং ধন-পুত্র-কলত্রাদি বিষয়ে বৈরাগ্য—এই তিনটিই ভজনের সমকালেই ক্রমশঃ উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে।'

যদি বলেন—জ্ঞান হইতে মোক্ষই হইবে, তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'অহৈতুকং' অর্থাৎ মোক্ষাভি-সন্ধিরহিত ভগবৎ-প্রাপক বিজ্ঞান-সহিত শুদ্ধজ্ঞানই বুঝিতে হইবে। যেমন 'অন্নস্য হেতোর্বসতি' অর্থাৎ অন্নলাভের প্রয়োজনে বাস করিতেছে, এই বাক্যে হেতু-শব্দের অর্থ প্রয়োজন, সেইরূপ এখানে হেতু-শব্দের অর্থ প্রয়োজন, সেই প্রয়োজন সাযুজ্য মুক্তি নহে, তাহার জন্য বলিলেন—অহৈতুক অর্থাৎ প্রয়োজন-শূন্য। অতএব এখানে জ্ঞান বলিতে শ্রীভগবানের রূপ, গুণ ও মাধুর্য্যের অনুভাবময় জ্ঞানই বুঝিতে হইবে। এইরূপ চতুর্থ স্কন্ধেও বলিবেন—'ভগ-বদ্বিষয়া ভক্তি সামান্য নহে, ভগবান্ বাসুদেবের প্রতি বিহিত হইলে, তাহা সম্যক্ প্রকারে বৈরাগ্য ও জ্ঞান উৎপন্ন করে।' এখানে 'সধ্রীচীন' অর্থাৎ সমীচীন প্রকার বলিতে মোক্ষাদি ফলান্তরের অভিসন্ধি-রাহিত্যই পরবর্ত্তী শ্লোকে ব্যাখ্যা করিবেন। যথা, 'হে রাজর্ষে, সেই ভক্তিযোগ একান্ত দুর্ল্লভ নহে, যে ব্যক্তি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া নিত্য শ্রবণ ও অধ্যয়ন করে, তাহার সম্বন্ধে ভগবান্ অচ্যুতের কথা আশ্রয় করিয়া তাহা (ভক্তিযোগ) অচিরেই উৎপন্ন হয়।'—এই বাক্যেও ভগবানের কথা আশ্রয় করিয়া নিত্য শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিই ভক্তিলাভের পন্থা বলিয়া দৃষ্ট হয়। অতএব ভক্তির কারণ ও প্রয়োজনও ভক্তিই—ইহা ব্যবস্থিত হইল ॥ ৭ ॥

বিবৃতি—ভগবৎসেবাপ্রবৃত্তিক্রমে কৃষ্ণেতর-বিষয় গ্রহণ-পিপাসা থাকে না। ভজনীয় বস্তুর সেবায় নিযুক্ত হইলে অপর বস্তুর ভোগ হইতে আপনা হইতেই নিবৃত্তি হয়। ভগবানের মায়া জীবকে

ভোগে প্রবৃত্ত করায়। ভগবৎপ্রপত্তিই জীবের ভোগ-প্রবৃত্তিরহিত করিয়া নিত্য সেবাপ্রবৃত্তিতে অবস্থিত করায়। শুষ্কতর্কপন্থায় যে জ্ঞানের উদয় হয়, অবরোহবাদাশ্রিত ভক্তির পথ তাহার বিপরীত। অভক্তির পথে হৈতুক জ্ঞান প্রবল। মুমুক্ষুগণের জ্ঞান হেতুযুক্ত, কিন্তু আত্মবৃত্তি ভক্তি প্রবলা হইলে শুদ্ধবৈরাগ্য অর্থাৎ যাহাকে যুক্তবৈরাগ্য বলে, তাহা কাল বিলম্ব না করিয়াই সদ্য সদ্যই আবির্ভূত হয়। শ্রুতিস্মৃতিপথে অবতীর্ণ বাস্তব সত্যজ্ঞান হেতুমূলা নহে, তাহা ভক্তি হইতেই জন্মগ্রহণ করে। ফল্গু-বৈরাগ্য এবং মায়াবাদীর নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান ভক্তি হইতে উৎপত্তি লাভ করে না। ঐগুলি শ্রুতিস্মৃতি-বিরুদ্ধ তর্কপন্থা হইতে অধিরোহবাদাশ্রয়ে জাত।

ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তি-
রন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ।
প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যুস্তুষ্টিঃ
পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্ ॥

এবং ঠাকুর বিল্বমঙ্গল কৃষ্ণকর্ণামৃতের শেষভাগে লিখিয়াছেন,—

"ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যা-
দ্দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোর-মূর্ত্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলিঃ সেবতেঽস্মান্
ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ ॥"

এই দুইটী শ্লোক এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য। ফল্গুবৈরাগ্য সম্বন্ধে শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুগ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।"

এবং যুক্তবৈরাগ্য বা বাধারহিত বৈরাগ্য বিচারে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন,—

"অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥"

এই শ্লোকদ্বয়ের বঙ্গানুবাদে এরূপ লিখিত আছে,—

"শ্রীহরিসেবায়" যাহা অনুকূল,
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল।"
"আসক্তি রহিত, সম্বন্ধ সহিত,
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।"

কৃত্রিমবৈরাগ্য বা মুক্তিলাভের হেতুমূলে জ্ঞান বাস্তব জ্ঞান বা সুকৃতির উপযোগিকর্ম্ম নহে। শুদ্ধ-চিদ্ বিলাসরসের অভাবই শুষ্কতা, তাহা ভোগময় জড়েই আবদ্ধ। ভোগী ও মায়াবাদী উভয়েই ভক্তি-লাভে অযোগ্য এবং আত্মবৃত্তি ভক্তির অভাবে শুষ্ক-বৈরাগ্য ও হৈতুকজ্ঞানে বিপথগামী। ভক্তির উদয়েই আয়াসলভ্য কর্ম্মজ্ঞান চেষ্টার শুদ্ধভাবে প্রাপ্যফল লব্ধ হয়। ভক্তির অভাবে বৈরাগ্য ও জ্ঞান অভি-ভাবকহীন ॥ ৭ ॥

**ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥৮॥**

অন্বয়ঃ—পুংসাং (নরাণাং) যঃ ধর্ম্মঃ (বর্ণা-শ্রমাচারপালনরূপঃ স্বর্গ্যঃ মোক্ষপ্রাপকস্ত্যাগরূপশ্চ ধর্ম্মঃ) স্বনুষ্ঠিতঃ (সুষ্ঠু পালিতঃ সন্নপি) যদি বিষ্বক্সেন-কথাসু (ভগবদ্ভাগবতকথাসু তন্মহিম-শ্রবণকীর্ত্তনয়োঃ) রতিং (আসক্তিরূপাং রুচিং) ন উৎপাদয়েৎ (জনয়েৎ) (তদা স ধর্ম্মঃ) কেবলং (কার্ৎস্ন্যেন) হি (নিশ্চিতং) শ্রমঃ (পণ্ডশ্রমঃ) এব (স্বর্গফলস্য ক্ষয়িষ্ণুত্বাৎ মুক্তাভিমানিনঃ ভগ-বদঙ্ঘ্রি-সেবন-বিমুখস্য পতনযোগ্যত্বাচ্চ) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—যখন মানবগণের বর্ণাশ্রম পালনরূপ স্বধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াও ভগবদ্ ও ভাগবত মহিমা শ্রবণ-কীর্ত্তনে আসক্তিরূপা রুচির উদয় না করায় তখন নিশ্চয়ই তাহা বৃথা শ্রম মাত্র ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—ননু বর্ণাশ্রমাচারলক্ষণো ধর্ম্মঃ কথং ন পরস্তত্রাহ ধর্ম্ম ইতি। যঃ পুংসাং বিপ্রাদীনাং সুষ্ঠু অনুষ্ঠিতো ধর্ম্মঃ সঃ বিষ্বক্সেনকথাসু রতিং নোৎ-পাদয়েৎ কর্ম্মণা পিতৃলোক ইতি শ্রুতেঃ। কর্ম্মণাং রত্যনুৎপাদকত্বঞ্চ। কর্ম্মভির্বা ত্রয়ীপ্রোক্তৈরিত্যাদৌ ন যত্রাত্মপ্রদো হরিরিতি (ভাঃ ৪।৩১।১০-১২) চতুর্থে নারদোক্তেরেব ব্যক্তম্। যদি চ রতিং নোৎপাদয়েৎ তর্হি কেবলং শ্রম এব পিতৃলোকাদের্নশ্বরত্বাৎ। তস্মাৎ স্বধর্ম্মং ত্যক্ত্বা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিলক্ষণঃ পূর্ব্বোক্তঃ পরো ধর্ম্ম এবানুষ্ঠেয় ইতি ভাবঃ। যদ্বা ননু চ অস্মিন্ লোকে বর্ত্তমানঃ স্বধর্ম্মস্থোঽনঘঃ

শুচিঃ। জ্ঞানং বিশুদ্ধমাপ্নোতি মদ্ভক্তিঞ্চ যদৃচ্ছয়েতি (ভাঃ ১১।২০।১১) শ্রীভগবদুক্তের্নিষ্কাম কর্ম্মযোগ এব ভক্তের্হেতুরস্তি তৎ কথং ভক্তিরহৈতুকীত্যুচ্যতে। সত্যং। তত্র কর্ম্মযোগস্য জ্ঞানজনকত্বমিব ন সাক্ষাৎ ভক্তিজনকত্বং ব্যাখ্যাতুং শক্যং মধ্যে যদৃচ্ছয়েতি পদোপাদানাৎ। ততশ্চ তত্র পুংসি ভক্তের্যদৃচ্ছা স্বৈরিতা যদি স্বাদ্দৈবাদন্যনিরপেক্ষ এব শুদ্ধভক্তেঃ প্রবেশঃ স্যাৎ তদা তামপি স প্রাপ্নোতীতি তত্রার্থঃ। যদৃচ্ছা স্বৈরিতেত্যভিধানাৎ কণ্টকল্পনয়া ব্যাখ্যানান্তরে ভক্তেঃস্বপ্রকাশত্বং ন সিদ্ধেদিতি তদনাদৃতমিত্যতো নিষ্কামোঽপি কর্ম্মযোগো ন ভক্তের্হেতুরিত্যাহ ধর্ম্ম ইতি য ইতি। স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্ম ইতি পদোক্তাৎ পরমধর্ম্মাদন্যো যো বর্ণশ্রমাচারলক্ষণঃ স্বনুষ্ঠিতো নিষ্কামোঽপি ধর্ম্মো বিষ্বক্সেনকথাসু রতিং প্রীতিং নোৎপাদয়েৎ স কেবলং শ্রম এব যদীতি গর্হায়াং শ্রমজনকত্বাদ্গর্হিতেত্যর্থঃ। যদি গর্হবিকল্পয়োরিতি মেদিনী। যদ্বা অসন্দেহেঽপি সন্দেহ বচনং যদি বেদাঃ প্রমাণমিতিবৎ। ধত্তে পদং ত্বমবিতা যদি বিঘ্নমূর্দ্ধ্নীত্যত্র যদীতিশব্দো নিশ্চয়ে ইতি শ্রীস্বামিচরণানাং ব্যাখ্যানাচ্চ। যদ্বা ননু প্রসিদ্ধধর্ম্মাদপি কুচিৎ হরিকথাসু প্রীতিরুৎপদ্যত ইতি শ্রূয়তে। সত্যং। তয়া বিনা ধর্ম্মফলাপ্রাপ্তেঃ সা খল্বৌপাধিক্যেব ন তাত্ত্বিকীত্যাহ ধর্ম্ম ইতি য ইতি স প্রসিদ্ধো ধর্ম্মঃ কাম্যো নিত্যো বা বিষ্বক্সেনকথাসু রতিং প্রীতিং যদি নোৎপাদয়েৎ তদা শ্রম এব। অয়মর্থঃ। যথা কর্ষকাণাং নৃপে প্রীতিং কৃষিরেবোৎপাদয়ত্যন্যথা তস্যাঃ ফলাপ্রাপ্তেরেবমেব ধর্ম্মোঽপি বিষ্বক্সেনকথাসু প্রীতিং বিনা স্বস্য বৈফল্যদর্শনয়ৈব তত্র বিবেকিনাং প্রীতিমুৎপাদয়েদেব স যদ্যবিবেকিনাং নোৎপাদয়েৎ তদা কেবলং শ্রম এব। যথা নৃপে প্রীতিং বিনা কৃষিফলস্যালাভাৎ শ্রম এব তথৈব হরৌ ভক্তিং বিনা প্রবৃত্তনিবৃত্তধর্ম্মফলয়োঃ স্বর্গাদিজ্ঞানয়োরলাভাৎ শ্রমঃ। যদুক্তং (ভাঃ ১।৫।১২, ১২।১২।৫৩) কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে নচার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণমিতি যথা চ কৃষৌ প্রীত্যনুরোধাদেব নৃপে প্রীতিঃ ন তু বস্তুতস্তথৈব ধর্ম্মে প্রীত্যনুরোধাদেব তৎকথাসু প্রীতির্ন তু তত্র বস্তুতঃ ইতি বিবেচনীয়ং। অতএব প্রহলাদেনোক্তং (ভাঃ ৭।১০।৬) নান্যথেহাবয়োরর্থো রাজসেবকয়োরিবেতি ॥৮॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পূর্ব্বপক্ষী যদি বলেন—বর্ণাশ্রম পালনরূপ ধর্ম্ম কিজন্য শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম হইবে না? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—ধর্ম্ম ইত্যাদি শ্লোকে। ব্রাহ্মণাদি মানবগণের সম্যক্‌রূপে অনুষ্ঠিত বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বিষ্বক্‌সেন-কথায় রতি উৎপন্ন করে না; কারণ শ্রুতিতে বলিয়াছেন—'কর্ম্মের দ্বারা পিতৃলোক প্রাপ্তি' এবং কর্ম্মসমূহের শ্রীভগবদ্বিষয়ে রতির অনুৎপাদকত্বই রহিয়াছে অর্থাৎ কর্ম্মাদি শ্রীভগবানে রতি উৎপন্ন করিতে পারে না। চতুর্থ স্কন্ধে শ্রীনারদের উক্তিতে স্পষ্টই বলা হইয়াছে—"হরিসেবা ব্যতীত বেদোক্ত কর্ম্মসকলেই বা কি উপকার? দেবতাদের তুল্য পরমায়ুতেই বা কি লাভ? আর, হরিসেবা ব্যতিরেকে বেদ-শ্রবণ, তপস্যা, বাগ্বিলাস—এই সকলেরই বা কি ফল লাভ হয়? আর, নিপুণা বুদ্ধি, বল এবং ইন্দ্রিয় পাটবেতেই বা কি হইতে পারে? যেখানে আত্মপ্রদ ভগবান্ হরি নাই, সেখানে প্রাণায়ামাদি যোগ, সাংখ্য অর্থাৎ দেহাদি ব্যতিরিক্ত আত্মজ্ঞান এবং সন্ন্যাস ও বেদাধ্যয়নে কি লাভ? আর অন্যান্য শ্রেয়ঃ-সাধন ব্রত, বৈরাগ্যাদিতেই বা কি ফল প্রাপ্তি হইবে? যদি শ্রীকৃষ্ণে রতি না জন্মে, তাহা হইলে কেবল শ্রমই", পিতৃলোকাদির নশ্বরত্ব-হেতু। অতএব স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি লক্ষণ—পূর্ব্বোক্ত (ভক্তিরূপ) পরম ধর্ম্মই অনুষ্ঠেয়—এই ভাব।

পূর্ব্বপক্ষী যদি বলেন—"এই দেহেই বর্ত্তমান থাকিয়া স্বধর্ম্মস্থ, নিষিদ্ধ-ত্যাগী, রাগাদি মলশূন্য, পবিত্র পুরুষ অনায়াসে বিশুদ্ধ জ্ঞান কিংবা যদৃচ্ছায় (স্বয়ং আগত) আমার ভক্তি লাভ করেন।" শ্রীএকাদশ স্কন্ধের শ্রীভগবানের এই উক্তি অনুসারে নিষ্কাম কর্ম্মযোগই ভক্তির হেতু হউক, সুতরাং ভক্তি অহৈতুকী কিজন্য বলা হইতেছে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—সত্য, কিন্তু সেখানে কর্ম্মযোগের জ্ঞানজনকত্বের ন্যায়, সাক্ষাৎ ভক্তি-জনকত্ব ব্যাখ্যা করা সম্ভব নহে, কারণ মধ্যে 'যদৃচ্ছয়া'—পদ নিমিত্তরূপে স্বীকার করা হইয়াছে। অতএব সেখানে সেই পুরুষে ভক্তিদেবী স্বেচ্ছায় স্বৈরিতাবশতঃ যদি প্রকাশিতা হন অর্থাৎ দৈবাৎ অন্য-নিরপেক্ষ হইলে যদি শুদ্ধা ভক্তির প্রবেশ হয়, তাহা হইলে সেই পুরুষ ভগবদ্ভক্তি

লাভ করিতে পারে—ইহাই উক্ত শ্লোকের অর্থ। অভিধানে যদৃচ্ছা এবং স্বৈরিতা শব্দ একই পর্য্যায়বাচী উক্ত হওয়ায় কষ্টকল্পনার দ্বারা অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিলে ভক্তির স্বপ্রকাশত্ব সিদ্ধ হয় না এবং তাহা অনাদৃত। অতএব কর্ম্মযোগ নিষ্কাম হইলেও উহা ভক্তির হেতু নহে, এইজন্য বলিলেন—'ধর্ম্ম ইতি, য ইতি' অর্থাৎ যে ধর্ম্ম সম্যক্‌রূপে অনুষ্ঠিত হইয়াও যদি বাসুদেবে রতি উৎপন্ন না করায় ইত্যাদি। 'তাহাই জীবমাত্রের পরম ধর্ম্ম'—এই শ্লোকোক্ত পরম ধর্ম্ম (ভক্তিরূপ) ব্যতীত অন্য যে বর্ণাশ্রমাচার-লক্ষণ-ধর্ম্ম সুষ্ঠু অনুষ্ঠিত হয় এবং তাহা নিষ্কাম ধর্ম্ম হইলেও যদি শ্রীভগবৎ-কথাদিতে প্রীতি উৎপন্ন না করে, তাহা হইলে উহা কেবল পণ্ডশ্রম মাত্র। 'যদি' —শব্দ গর্হা অর্থাৎ নিন্দাবাচক, কেবল শ্রমজনকত্ব-হেতু উহা নিন্দাই। মেদিনী কোষে উক্ত আছে—যদি শব্দ গর্হা ও বিকল্প অর্থ। অথবা নিশ্চিত-বিষয়েও সন্দেহ-বচনে 'যদি' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়, যেমন 'যদি বেদাঃ প্রমাণম্'—অর্থাৎ বেদ যদি প্রমাণ হয়—এইরূপ। স্বতঃ প্রমাণ বেদের প্রামাণ্যে সন্দেহ প্রকাশ করা হইয়াছে। 'ধত্তে পদং ত্বমবিতা যদি বিঘ্নমূর্দ্ধ্নি'—এই শ্লোকে যোগীন্দ্র শ্রীদ্রুমিলের উক্তিতে দেখা যায়—"যাঁহাদিগের রক্ষক স্বয়ং আপনি, তাঁহারা দেবতাগণকে উপেক্ষা করিলেও কোন বিপদের আশঙ্কা প্রকৃত ঘটে না। আপনার রক্ষিত ব্যক্তিগণ বিঘ্নের মস্তকে পদার্পণ করিয়া অনায়াসে অগ্রসর হন।"—এখানে যদি আপনি তাঁহাদের রক্ষক হন—এই স্থলে শ্রীধর স্বামিপাদ 'যদি'—শব্দের 'নিশ্চয়'—অর্থ করিয়াছেন।

যদি পূর্ব্বপক্ষী বলেন—প্রসিদ্ধ বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্মের অনুষ্ঠানেও কোথাও শ্রীহরিকথাদিতে প্রীতি উৎপন্ন হইয়াছে—ইহা শ্রুত হয়। ইহার উত্তরে বলিতেছেন—সত্য, শ্রীহরিকথাদিতে প্রীতি ব্যতিরেকে ধর্ম্মাদির ফল-প্রাপ্তিই হয় না, কিন্তু তাদৃশী প্রীতি ঔপাধিকী অর্থাৎ আগন্তুক, উহা তাত্ত্বিকী নহে অর্থাৎ শ্রীহরিতে প্রীতির উদ্দেশ্যেই প্রীতি নহে। এইজন্য বলিতেছেন —ধর্ম্ম ইত্যাদি। সেই প্রসিদ্ধ ধর্ম্ম কাম্যই হউক বা নিত্যই হউক, বিষ্বক্‌সেন-কথাতে যদি প্রীতি উৎপন্ন না করে, তাহা হইলে শ্রমই। এইরূপ অর্থ—যেমন কৃষকদের রাজাতে প্রীতি কৃষিকার্য্যই উৎপাদন করে, অন্যথা কৃষির ফল প্রাপ্তি হইবে না, সেইরূপ ধর্ম্মও বিষ্বক্‌সেন-কথায় প্রীতি-ব্যতীত সেই ধর্ম্মেরই বিফলতা আনয়ন করে,—এই বৈফল্য দর্শনে বিবেকিগণের শ্রীভগবানে প্রীতি উৎপন্ন করিতে পারে, কিন্তু যদি অবিবেকীদের ভগবানে প্রীতি না জন্মে, তাহা হইলে উহা কেবল শ্রমই। যেরূপ নৃপতিতে প্রীতি ব্যতিরেকে কৃষি-ফলের লাভ না হইয়া শ্রমই হইয়া থাকে, সেইরূপ শ্রীহরিতে ভক্তি বিনা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি ধর্ম্মের ফল যে স্বর্গাদি ও জ্ঞান, তাহার অপ্রাপ্তিতে কেবল শ্রমই। (কারণ—"ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক জ্ঞান-কর্ম্ম যত।"—ভক্তি ব্যতীত জ্ঞান ও কর্ম্মাদি স্বতন্ত্ররূপে ফলদানে সমর্থ নহে।) শ্রীভাগবতে 'কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে'—ইত্যাদি শ্লোকে উক্ত হইয়াছে—"সকল বাসনাশূন্য কেবল ক্ষেত্রজ্ঞ-বিষয়ক নৈষ্কর্ম্ম্য জ্ঞানও অচ্যুত-ভাব-রহিত হইলে সম্যক্-রূপে শোভিত হয় না। যে নিষ্কাম কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ, তাহাও পরমেশ্বরে সমর্পিত না হইলে শোভা পায় না। আর, সর্ব্বপ্রকারে অশুভ কাম্য (অনুষ্ঠান-কালে দ্রব্যাদি সংগ্রহে ক্লেশ, স্বর্গফলও অস্থায়ী) কর্ম্ম কি প্রকারে শোভা পাইতে পারে?" যেরূপ কৃষির প্রীতির অনুরোধেই নৃপে প্রীতি, উহা কিন্তু বস্তুতঃ নহে, সেইরূপ ধর্ম্মের প্রতি প্রীতির অনুরোধেই শ্রীভগবানের কথাদিতে প্রীতি, উহাও বস্তুতঃ ভগবৎ-প্রীতি নহে—ইহা বিবেচনীয়। এইজন্যই শ্রীপ্রহলাদ মহারাজ ভগবানকে বলিয়াছেন—"আমাদের নিঃস্বার্থ প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধের মধ্যে রাজা ও ভৃত্যের মত কোন সম্পর্ক নাই।" ৮ ॥

বিবৃতি—বিষয় ও আশ্রয়কে আলম্বন বলে। বাসুদেব বিষয় ও তাঁহার ভক্ত আশ্রয়। বিষয়াশ্রয়-সম্বন্ধজ্ঞানাভাবে যদি ভগবল্লীলাবর্ণনাদিতে রুচিরূপ ফল উৎপন্ন না হয়, তাহা হইলে পরিশ্রমই সার হয়, ফললাভ ঘটে না। উহা কর্ম্মার্জ্জিত ফলরূপে পরিণত হয়।

অনেকে হরিনামশ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতেছেন দেখা যায়, কিন্তু তাহাতে কৃষ্ণরতি-ফল উৎপন্ন না হইলে জানিতে হইবে যে, আলম্বনের অভাবহেতু প্রকৃত ফলভোগময়রাজ্যে ভোক্তৃভোগ্যভাবে জড়িত

হইয়া স্থূলশরীর ও মনের সাহায্যে নশ্বর সাধনরূপ অভক্তিকে আশ্রয় করার জন্য দেহমনেরই পরিশ্রম করা হইল, হরিসান্নিধ্য লাভ ঘটিল না। অনভিজ্ঞ সম্প্রদায় আলম্বনের অভাবে যে স্মরণাদি করিয়া থাকেন, তাহা ভোগ-ভূমিকায় ইন্দ্রিয়পরায়ণতা মাত্র। উহা হরিলীলাস্মরণের ব্যাঘাত। লীলাস্মরণ বলিয়া যাঁহাদের রাগাত্মিক ভাবের কপট অনুকরণ বা অনুসরণই ধর্ম্মের সাধন, তাঁহারা নশ্বর ভোগময় ভূমি অতিক্রম করিতে অসমর্থ। আলম্বন (সম্বন্ধ) জ্ঞানাভাবে ব্রহ্মাণ্ডের অন্যতম কোন বস্তুরূপে কৃষ্ণকে জ্ঞান করিলে ভোগ আসিয়া দেহ ও মনকে গ্রাস করে, উহা কর্ম্ম-মিশ্রা বা জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির অন্তর্গত ॥ ৮ ॥

ধর্ম্মস্য হ্যাপবর্গ্যস্য নার্থোহর্থায়োপকল্পতে ।
নার্থস্য ধর্ম্মৈকান্তস্য কামো লাভায় হি স্মৃতঃ ॥৯॥
কামস্য নেন্দ্রিয়প্রীতির্লাভো জীবেত যাবতা ।
জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহ কর্ম্মভিঃ ॥১০॥

অন্বয়ঃ—অর্থঃ (ত্রিবর্গভূতঃ অর্থঃ) আপবর্গ্যস্য (অপবর্গ-প্রয়োজনকস্য জ্ঞানিযোগিনোর্মতে মোক্ষজনকস্য ভক্তমতে প্রেমভক্তিদস্য) ধর্ম্মস্য (নৈষ্কর্ম্ম্যমূলস্য) অর্থায় (ফলত্বায়) ন উপকল্পতে (যোগ্যো ন ভবতি)। ধর্ম্মৈকান্তস্য (এবম্ভূত-ধর্ম্মাব্যভিচারিণঃ) অর্থস্য কামঃ (ত্রিবর্গান্তর্ভুক্তঃ) লাভায় (ফলত্বায়) ন হি (মুনিভিঃ) স্মৃতঃ (স্বীকৃতঃ)॥ ৯ ॥

কামস্য (বিষয়-ভোগস্য) লাভঃ (ফলং) ইন্দ্রিয়প্রীতিঃ (ইন্দ্রিয়তোষণং) ন। (কিন্তু) যাবতা (যৎ-পরিমাণেন বিষয়েন) জীবেত (প্রাণান্ ধারয়েৎ তৎ-পরিমাণএব কামঃ সেব্যতে ইত্যর্থঃ)। জীবস্য (জীবনস্য চ পুনঃ) ইহ (অস্মিন্ জগতি) কর্ম্মভিঃ (নিত্য-নৈমিত্তিকধর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা) য ইহ (প্রসিদ্ধিঃ স্বর্গাদি সঃ) অর্থঃ (লোভঃ) ন। (কিন্তু) তত্ত্বজিজ্ঞাসা (ভগবদনুশীলনমেব অর্থঃ)॥ ১০ ॥

অনুবাদ—বৈরাগ্য বা আত্মজ্ঞান পর্য্যন্ত যে নৈষ্কর্ম্ম্য ধর্ম্ম, ত্রৈবর্গিক অর্থ তাহার ফল নহে। আপবর্গিক ধর্ম্মের অব্যভিচারী যে অর্থ তাহার ফলে বিষয়ভোগ বিহিত হয় নাই॥ ৯ ॥

বিষয়ভোগের ফল ইন্দ্রিয়তর্পণ নহে, কিন্তু যে পরিমাণ বিষয়গ্রহণে জীবন থাকে সেই পরিমাণ বিষয়ভোগই কামের ফল অর্থাৎ কামের সেবা করা উচিত। অতএব ভগবজ্জিজ্ঞাসাই জীবনের মুখ্য-প্রয়োজন আর নিত্যনৈমিত্তিক ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা এই জগতে যে স্বর্গাদিলাভ প্রসিদ্ধ আছে তাহা প্রয়োজন নহে॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চাত্র লোকে চতুর্ব্বিধা জনাঃ কর্ম্মিণো জ্ঞানিনো যোগিনো ভক্তাশ্চ। তত্র ধর্ম্মাদ্যর্থশ্চ কামশ্চ স কিমর্থং ন সেব্যত ইতি দৃষ্ট্যা ধর্ম্মস্য অর্থঃ ফলং অর্থস্য কামঃ কামস্য ইন্দ্রিয়প্রীতিঃ ইন্দ্রিয়প্রীতৌ চ সত্যাং তদর্থং পুনরপি ধর্ম্মাদিপরম্পরা যথা কর্ম্মিণাং ন তথা উত্তরেষাং ত্রয়াণামিত্যাহ। ধর্ম্মস্য শমদমাদের্যমনিয়মাদেশ্চ শ্রবণকীর্ত্তনাদেশ্চ অর্থঃ সর্ব্বথা ভবন্নপি অর্থায় ফলত্বায় ন কল্পতে। তমনুসন্ধায় তত্তদপ্রবৃত্তেঃ যতঃ আপবর্গ্যস্য অপবর্গ-প্রয়োজনকস্য তদস্য প্রয়োজনমিত্যর্থে স্বর্গাদিভ্যো য ইতি স্বার্থিকাণন্তাৎ যপ্রত্যয়ঃ। তেন অপবর্গ এব অনুসংহিতং ফলমিতি ভাবঃ। জ্ঞানিযোগিনোর্মতে অপবর্গো মোক্ষঃ ভক্তমতে প্রেমভক্তিঃ। যথাবর্ণবিধানমপবর্গশ্চাপি ভবতি, যোহসৌ ভগবতি বাসুদেবে অনন্যনিমিত্তভক্তিযোগলক্ষণো নানাগতিনিমিত্তাবিদ্যাগ্রন্থিবন্ধনদ্বারেণ। যদা হি মহাপুরুষপুরুষপ্রসঙ্গ (ভাঃ ৫।১৯।১৯-২০) ইতি পঞ্চমস্কন্ধাৎ যেনাপবর্গাখ্যমদভ্রবুদ্ধিরিত্যাদৌ (ভাঃ ১।১৮।১৬) খগেন্দ্রধ্বজ-পাদমূলমিতি প্রথমস্কন্ধাচ্চ।

নিশ্চলা ত্বয়ি ভক্তির্যা সৈব মুক্তির্জনার্দ্দন।
মুক্তা এব হি ভক্তাস্তে তব বিষ্ণো যতো হরে॥

ইতি স্কান্দরেবাখণ্ডাচ্চ। তথা অর্থস্য কামো লাভায় ফলত্বায় ন। যতো ধর্ম্মৈকান্তস্য ধর্ম্ম এব অনুসংহিতং ফলমিতি ভাবঃ। তথা জ্ঞানিযোগিনোঃ। শমদমাদি যমনিয়মাদ্যনুকূলে কস্মিংশ্চন ধর্ম্মবিশেষে। অর্থস্য বিনিয়োগঃ ভক্তস্য তু ভগবতো ভাগবতানাং বা সেবায়াং সুস্পষ্ট এব॥ ৯ ॥

কামস্য বিষয়ভোগস্য ইন্দ্রিয়প্রীতির্লাভঃ ফলং ন ভবতি কিন্তু যাবতা জীবেত তাবানেব জীবনপর্য্যাপ্তঃ কামঃ সেব্যত ইত্যর্থঃ। অত্র জ্ঞানিনাং যোগিনাং বার্থকামেন্দ্রিয়প্রীতয়ো জ্ঞানযোগয়োরানুষঙ্গিকফলানি কর্ম্মফলত্বেনৈব ব্যপদিশ্যন্তে। জ্ঞানযোগয়োস্তয়ো-

নিষ্কামকর্ম্ম পরিণামত্বাদতো জ্ঞানিনাং যোগিনাঞ্চ দৃষ্টে সুখদুঃখে কর্ম্মফলে এবোচ্যতে। ভক্তানাং ত্বর্থকামেন্দ্রিয়প্রীতয়ো ভক্তেরেবানুষঙ্গিকফলানি। ভক্তেঃ কর্ম্মপরিণামত্বাভাবাৎ ন তেষাং কর্ম্মফলত্ব-ব্যপদেশঃ। অতো ভক্তানাং দৃষ্টং সুখং ভক্তি-ফলমেব। দুঃখন্তু (ভাঃ ১০।৮৮।৮)

যস্যাহমনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ।

ততোঽধনং ত্যজন্ত্যস্য স্বজনো দুঃখদুঃখিতম্ ॥

ইত্যাদি ভগবদ্বচনাদ্ভগবদুত্থং ভক্ত্যপরাধফলঞ্চেতি যথাযোগ্যং বিবেচনীয়ম্। জীবস্য জীবনস্য তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা ফলং কর্ম্মভিঃ পুনরপ্যনুষ্ঠিতৈর্য ইহ প্রসিদ্ধঃ স্বর্গাদিঃ স নৈব ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই জগতে চার প্রকার লোক আছে—কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী এবং ভক্ত। তাহাদের মধ্যে ধর্ম্ম হইতে অর্থ এবং কাম লাভ হয়, তাহা কিজন্য সেবা করা হইতেছে না? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'ধর্ম্মস্য' ইত্যাদি, অর্থাৎ ধর্ম্মের ফল অর্থ, অর্থের ফল কাম, কামের ফল ইন্দ্রিয়প্রীতি এবং ইন্দ্রিয়প্রীতি হইলেও তাহার নিমিত্ত পুনরায় ধর্ম্মাদি-পরম্পরা যেমন কর্ম্মিগণের হইয়া থাকে, সেইরূপ জ্ঞানী, যোগী ও ভক্ত এই তিন জনের হয় না। (জ্ঞানিগণের) শম-দমাদির, (যোগিগণের) যম-নিয়মাদির এবং (ভক্তগণের) শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির অর্থ সর্ব্বপ্রকারে হইলেও উহা ফলের নিমিত্ত হয় না, যেহেতু অর্থের অনুসন্ধানে শম-দমাদির প্রবৃত্তি হয় নাই, উহা আপবর্গিক ধর্ম্ম এবং অপবর্গই উহার প্রয়োজন। 'তাহা ইহার প্রয়োজন'—এই অর্থে 'স্বর্গাদিভ্যো যঃ'—এই সূত্রে স্বার্থে অন্ প্রত্যয়ের পর য প্রত্যয় হইয়াছে। তাহাতে এই আপবর্গিক ধর্ম্মের অপবর্গই অনুসংহিত (নির্দ্ধারিত) ফল—এই ভাব। জ্ঞানী ও যোগিগণের মতে মোক্ষই অপবর্গ, কিন্তু ভক্তমতে অপবর্গ বলিতে প্রেমভক্তি। ভগবান্ বাসু-দেবে অনন্য-নিমিত্ত (ভগবৎ-সেবা ব্যতিরেকে অন্য কোন প্রয়োজন নাই যাহাতে এমন) ভক্তিযোগরূপ যে ধর্ম্ম তাহা জীবের নানাগতি-নিমিত্তক অবিদ্যার বন্ধন ছেদনপূর্ব্বক যথাযথভাবে অপবর্গও প্রদান করিয়া থাকে। শ্রীভাগবতে পঞ্চম স্কন্ধে বর্ণিত হইয়াছে—"এই ভারতবর্ষে পুরুষগণ জন্মলাভ করিয়া স্ব স্ব সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক কর্ম্ম দ্বারা যথা-ক্রমে আপনাদের দিব্য, মানুষ ও নারকগতি বিধান করে, যেহেতু এই বর্ষে সকল ব্যক্তির সকল প্রকার গতিই কর্ম্মানুসারে হইয়া থাকে। এই স্থানে যে বর্ণের যেরূপ মোক্ষ-প্রকার অর্থাৎ সন্ন্যাস, বানপ্রস্থাদি বিহিত আছে, তাহার অনতিক্রমে মোক্ষলাভও এই বর্ষেই হইয়া থাকে। হে রাজন্, অপবর্গ কি প্রকারে লাভ হয়, তাহার বিবরণ শ্রবণ কর, যখন বিষ্ণুভক্ত-পুরুষের সহিত প্রকৃষ্টরূপ সঙ্গলাভ হয়, তখন ভগবান্ বাসুদেব, যিনি ভূতসকলের আত্মা, রাগাদি-রহিত, বাক্যের অগোচর, অনাধার, অতএব পরমাত্ম-স্বরূপ, তাঁহাতে যে অহৈতুক ভক্তিযোগ হয়, তাহাই মোক্ষস্বরূপ, যেহেতু নানাগতির নিদান যে অবিদ্যা-গ্রন্থি, তাহার ছেদন হয়।" প্রথম স্কন্ধে শৌনকাদি মুনিগণও বলিয়াছেন—"হে সূত, মহাভাগবত মহা-রাজ পরীক্ষিৎ ব্যাসনন্দন শ্রীশুকদেবের কথিত (ভগবচ্চরিত-রূপ) যে জ্ঞান-দ্বারা গরুড়ধ্বজ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পাদমূল (যাহার নাম মোক্ষ) প্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন, তাহাও বর্ণনা কর।"

স্কন্দপুরাণের রেবাখণ্ডে উক্ত হইয়াছে—"হে জনার্দ্দন, তোমাতে নিশ্চলা যে ভক্তি, তাহাই মুক্তি। হে হরে! হে বিষ্ণো! যেহেতু তোমার সেই ভক্তগণই মুক্ত।" সেইরূপ আপবর্গিক ধর্ম্মের অব্যভিচারী যে অর্থ, তাহা ত্রিবর্গান্তর্ভুক্ত কামাদি বিষয়ভোগের নিমিত্ত হয় না; যেহেতু ধর্ম্মই তাহার অনুসংহিত ফল। জ্ঞানী ও যোগিগণের শম-দমাদি এবং যম-নিয়মাদির অনুকূলে কোনও ধর্ম্মবিশেষে অর্থের বিনি-য়োগ হইতে পারে, কিন্তু ভক্তগণের শ্রীভগবানের বা ভাগবতগণের সেবাতেই তাহার বিনিয়োগ সুস্পষ্ট ॥৯॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কামের অর্থাৎ বিষয়ভোগের ইন্দ্রিয়প্রীতিই ফল নহে, কিন্তু যতদিন জীবিত থাকে, সেই জীবন-পর্য্যন্তই কামের সেবা করা যাইতে পারে। এখানে জ্ঞানী অথবা যোগিগণের অর্থ, কাম ও ইন্দ্রিয়প্রীতিসমূহ জ্ঞান ও যোগের আনুষঙ্গিক ফল, উহা কর্ম্মফলত্ব-রূপেই নির্দিষ্ট হইয়াছে। যেহেতু সেই জ্ঞান ও যোগের নিষ্কাম কর্ম্মই পরিণতি, অতএব জ্ঞানী ও যোগিগণের যে সুখ ও দুঃখ দৃষ্ট হয়, উহা তাঁহাদের কর্ম্মফলই বলা হইয়াছে। ভক্তগণের কিন্তু

অর্থ, কাম ও ইন্দ্রিয়প্রীতিসকল ভক্তিরই আনুষঙ্গিক ফল। ভক্তির পরিণতি কর্ম্ম নহে,—অর্থাৎ ভক্তির কর্ম্ম-পরিণামত্বের অভাববশতঃ ভক্তগণের সুখ বা দুঃখ ভোগ কর্ম্মের ফল, ইহা বলা হয় নাই। অতএব ভক্তগণের যে সুখ দৃষ্ট হয়, উহা ভক্তিরই ফল। তাঁহাদের দুঃখ কিন্তু শ্রীভগবানের উক্তি অনুসারে (ভক্তের অনুরাগ-বিবর্দ্ধনের জন্য) শ্রীভগবদিচ্ছায় অথবা শ্রীভক্তিদেবীর নিকট অপরাধের ফল, উহা যথাযোগ্য বিবেচনা করিতে হইবে। শ্রীভগবানের উক্তি যথা দশমে—"যাহার প্রতি আমি অনুগ্রহ করি, ক্রমশঃ তাহার সকল ধন আমি হরণ করিয়া থাকি এবং তাদৃশ নির্দ্ধন দুঃখ-জর্জ্জরিত ব্যক্তিকে তাহার স্বজনগণও নির্দ্ধন দেখিয়া ক্রমশঃ পরিত্যাগ করিয়া থাকে। (এই প্রকারে ক্রমশঃ যখন তাহার ধনাদি সম্ভোগের ইচ্ছা বিদূরিত হইয়া ধনোপার্জ্জনের উদ্যম পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয়, তাহার হৃদয়ে বৈরাগ্য পূর্ণমাত্রাই জাগরিত হয় এবং মদীয় ভক্তগণের সহিত মিত্রতার স্থাপন ঘটে, তখনই আমি তাহার প্রতি প্রকৃত অনুগ্রহ করিয়া থাকি)।" তত্ত্বজিজ্ঞাসাই (ভগবদনুশীলনই) জীবনের মুখ্য ফল, কিন্তু নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মাদির দ্বারা অনুষ্ঠিত ধর্ম্মের প্রসিদ্ধ ফল যে স্বর্গাদি, তাহা কখনই নহে ॥ ১০ ॥

বিবৃতি—দ্বিতীয় অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকে পরধর্ম্মের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। সপ্তম ও অষ্টম শ্লোকে সেই পরমধর্ম্মের বিষয় বিস্তার করিয়াছেন। নবম ও দশম শ্লোকে ইতর ধর্ম্মের সহিত পরধর্ম্মের পার্থক্যবিচার বর্ণিত হইতেছে। কর্ম্মিগণ অনেক সময় মনে করেন যে, তাঁহাদের ধর্ম্মস্বরূপই পরমধর্ম্ম, কিন্তু তাহা নহে। কর্ম্মিগণের বিচার মতে ধর্ম্মের ফল অর্থ, অর্থের ফল কাম, কামের ফল ইন্দ্রিয়প্রীতি, এবং ইন্দ্রিয়প্রীতির ফল পুনরায় ধর্ম্ম তৎফল অর্থ এবং তাহার পরিণতি আবার কাম এই পরম্পরায় তাঁহাদের ধর্ম্মবিচার অবস্থিত। আপবর্গ্য ধর্ম্মের ফল সেরূপ নহে। ভোগরাজ্যে ইন্দ্রিয়প্রীতি যে কাল পর্য্যন্ত জীবের ঔপাধিক জীবন থাকে তৎকালাবধি উহার স্থায়িত্ব। উহা নিত্য নহে, নশ্বর মাত্র। উহা তত্ত্বজ্ঞানাভাব, তত্ত্বজ্ঞান জিজ্ঞাসার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অনভিজ্ঞ জীবগণ ইন্দ্রিয়প্রীতির জন্য চেষ্টা করিয়া থাকেন, ইন্দ্রিয়াধিপতি হৃষীকেশের জন্য যত্ন করেন না। জীবের ইন্দ্রিয়গুলি বদ্ধাবস্থায় নশ্বরধর্ম্মবিশিষ্ট ও মায়িক ও অসম্পূর্ণ। মুক্তাবস্থায় ভগবৎপ্রীতি তাৎপর্য্যবিশিষ্ট। তত্ত্বজিজ্ঞাসার পূর্ব্বেই বদ্ধজীব অশেষ-মায়া-বৈচিত্র্যে মুগ্ধ থাকেন। তৎকালে ধর্ম্মের ফল অর্থ ও অর্থের ফল কাম এবং কামের ফল ইন্দ্রিয়প্রীতি প্রভৃতি তাহার অনুসরণীয় বিষয় হয়। তত্ত্বজিজ্ঞাসা হইলেই জীব ধর্ম্মার্থকামবন্ধনের হস্ত হইতে মুক্ত হন ॥ ৯-১০ ॥

বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—যৎ অদ্বয়ং (দ্বৈতশূন্যং) জ্ঞানং (চিদেকরূপং অদ্বয়ত্বং চাস্য স্বয়ংসিদ্ধতাদৃশাতাদৃশতত্ত্বান্তরাভাবাৎ স্বশক্ত্যেক সহায়ত্বাৎ পরমাশ্রয়ং তং বিনা তাসামসিদ্ধত্বাৎ ইতি জীবপাদাঃ) তত্ত্ববিদঃ (বাস্তববস্তু-তত্ত্বজ্ঞাঃ) তৎ (এব) তত্ত্বম্ (ইত্যেব) বদন্তি। (তদেব তত্ত্বং) ব্রহ্ম ইতি শব্দ্যতে (ঔপনিষদৈঃ ব্রহ্মনাম্না অভিধীয়তে) পরমাত্মা ইতি (হৈরণ্যগর্ভৈঃ ইতি শেষঃ) ভগবান্ ইতি (সাত্বতৈঃ শব্দ্যতে ইতি শেষঃ) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—যাহা অদ্বয়জ্ঞান অর্থাৎ এক অদ্বিতীয় বাস্তব বস্তু, জ্ঞানিগণ তাহাকেই পরমার্থ বলেন। সেই তত্ত্ববস্তু ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ এই ত্রিবিধ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত অর্থাৎ কথিত হন ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—তত্ত্বমেব কিং তত্রাহ বদন্তীতি। যদদ্বয়ং জ্ঞানং তৎ তত্ত্বম্। জ্ঞানমেব কিং তত্রাহ। ব্রহ্মেতি শব্দ্যতে ব্রহ্মেতিপদেন যদুচ্যতে জ্ঞানিভিস্তজ্‌জ্ঞানং তন্মতে জ্ঞানং নিরাকারং জ্ঞাতৃজ্ঞেয়াদিবিভাগশূন্যং চিৎসামান্যং চিদ্বিশেষাণাং ভগবদ্ধামাদীনাং তদনন্যত্বমননাৎ। জীবমায়য়োস্তচ্ছক্তিত্বেন তদৈক্যাদিদং কারাস্পদস্য কার্যস্য বিশ্বস্য কারণমাত্রাত্মকত্বাদদ্বৈতং তথা পরমাত্মেতি যোগিভির্যদুচ্যতে তজ্‌জ্ঞানং। এতন্মতে পরমাত্মনশ্চিদেকরূপত্বাজ্‌জ্ঞানমাত্রত্বং জ্ঞানমাত্রত্বেঽপি সাক্ষিত্বাদের্জ্ঞানবিশেষস্যাশ্রয়ত্বমপি। দ্যুমণিদীপাদের্জ্যোতীরূপত্বেঽপি জ্যোতিস্মত্বমিব নানুপপন্নং (ভাঃ ২।২।৮) কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃ-

দয়াবকাশে প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তমিত্যাদেঃ সাকারত্বঞ্চ মায়ায়াঃ শক্তিত্বান্মায়িকানাঞ্চ তদন্যত্বাজ্জীবস্য তদ্বিভিন্নাংশত্বাৎ ততো দ্বিতীয়ত্বাভাবাদদ্বয়ত্বম্। তথা ভগবানিতি ভক্তৈর্যদুচ্যতে তজ্জ্ঞানং। এতন্মতে পূর্ব্ববজ্জ্ঞানমাত্রত্বেপি ভগশব্দবাচ্যষড়ৈশ্বর্য্যস্যাপি অপ্রাকৃতত্বেন চিন্মাত্রত্বাৎ তদ্রূপত্বং যদুক্তং বিষ্ণুপুরাণে।

ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা॥
জ্ঞানশক্তি-বলৈশ্বর্য্যবীর্য্য তেজাংস্যশেষতঃ।
ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি বিনা হেয়ৈর্গুণাদিভিঃ॥ইতি॥

তথৈব দ্বিভুজত্বচতুর্ভুজত্বাদিবিবিধচিদ্ঘনাকারৈর্বহিরন্তর্বর্ত্তিত্বেঽপি 'ন চ্যবন্তে চ যদ্ভক্তা মহত্যাং প্রলয়াপদীতি স্কান্দাদিবাক্যৈঃ সদৈব সেব্যসেবকসেবাদিবিভাগেঽপি অদ্বয়ত্বং পূর্ব্ববত্তচ্ছক্তীনাং চিদাদীনাং তদ্বিলাসানাং চ বৈকুণ্ঠাদীনাং তদভিন্নত্বমননাৎ ততো ভিন্নত্বভাবনৈবাদ্বয়পদেন ব্যাবৃত্তা। এবঞ্চ ভগবতঃ সামান্যস্বরূপমাত্রস্যোপাদেয়ত্ব জ্ঞানিন্যধিকারিণি ব্রহ্মেতি। অন্তর্য্যামিত্বাদিদ্বিত্ব-ধর্ম্মবত্ত্বস্যোপাদানে যোগিন্যধিকারিণি পরমাত্মেতি। অচিন্ত্যানন্তচিদানন্দময়স্বরূপরূপগুণলীলাদ্যনেকধর্ম্মবত্ত্বস্য গ্রহণযোগ্যতায়াং ভক্তেঽধিকারিণি। ভগবানিতি। স এবৈকো ভাতি। কিঞ্চ (ভাঃ ১০।১৪।৩১) যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনমিতি। (ভাঃ ১০।৭৩।১৬) কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে ইতি। (ভাঃ ৮।২৪।২৩) মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরং ব্রহ্মেতি শব্দিতমিতি। (গীঃ ১৪।২৭) ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমিতি। (গীঃ ১০।২৪) বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগদিত্যাদিবচনেভ্যস্তথা ভগবদুপাসকানাং মোক্ষপ্রাপ্তেরপি দর্শনাৎ। ব্রহ্মপরমাত্মোপাসকানাঞ্চ প্রেমপ্রাপ্ত্যদর্শনাদ্ভগবত এব ব্রহ্মত্বপরমাত্মত্বে ইত্যতো ভগবত্ত্বমেব মূলমিতি দ্রষ্টব্যম্। অত্র ব্রহ্মোপাসকেভ্যো জ্ঞানিভ্যঃ সকাশাৎ পরমাত্মোপাসকো যোগী শ্রেষ্ঠঃ। তেভ্যো যোগিভ্যোঽপি ভগবদুপাসকঃ শ্রেষ্ঠ ইতি তারতম্যং গীতাসু দৃষ্টম্। যথা (গীঃ ৬।৪৬-৪৭)।

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী
জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী
তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জ্জুন॥
যোগিনামপি সর্ব্বেষাং
মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স
মে যুক্ততমো মত ইতি॥

যোগিনামিতি পঞ্চম্যর্থে ষষ্ঠী শ্রীরামানুজাচার্য্যচরণৈর্ব্যাখ্যাতেতি॥ ১১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—তত্ত্বই বা কি? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'বদন্তি' ইত্যাদি শ্লোকে। যাহা অদ্বয় জ্ঞান, তাহাই তত্ত্ব। জ্ঞানই বা কি? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'ব্রহ্মেতি শব্দ্যতে'—ব্রহ্ম বলিয়া যাহা কথিত হয়, অর্থাৎ জ্ঞানিগণ ব্রহ্ম—এই পদের দ্বারা যাহা বলেন, তাহাই জ্ঞান। তাঁহাদের মতে—জ্ঞান নিরাকার, জ্ঞাতৃজ্ঞেয়াদি-বিভাগ-শূন্য ও চিৎ-সামান্য। চিদ্বিশেষ ভগবদ্ধামাদির তাহা হইতে পৃথক্‌রূপে মনে করেন না। জীব ও মায়া সেই ব্রহ্মেরই শক্তি-হেতু তদৈক্য অর্থাৎ সেই ব্রহ্মের সহিত *একতা এবং ইদংকারাস্পদ কার্য্যরূপ এই জগৎ* কারণমাত্রাত্মকত্ব বলিয়া অদ্বৈত (অর্থাৎ জ্ঞানিগণের মতে অদ্বয় জ্ঞানই ব্রহ্ম)। অপর, যোগিগণ পরমাত্মা বলিয়া যাহা বলেন, তাহা জ্ঞান। ইঁহাদের মতে—পরমাত্মার চিদেকরূপত্বহেতু জ্ঞানমাত্রত্ব, তিনি জ্ঞানস্বরূপ হইলেও সাক্ষিত্বাদি জ্ঞানবিশেষের আশ্রয়ও বটে। দিবাকর ও দীপ প্রভৃতি জ্যোতিরূপ হইলেও উঁহাদের জ্যোতিষ্মত্বের ন্যায় ইহা অযৌক্তিক নহে। শ্রীভাগবতে দ্বিতীয় স্কন্ধে উক্ত হইয়াছে—'কোন কোন লোক স্ব-স্ব দেহের অভ্যন্তরে যে হৃদয়রূপ অবকাশ আছে, তাহাতে বাসকারী প্রাদেশমাত্র পরিমাণ পুরুষেরই প্রতি মনোধারণ করিয়া তাঁহারই স্মরণ করিয়া থাকেন'—ইত্যাদি প্রমাণে সেই পরমাত্মার সাকারত্ব এবং মায়া তাঁহার শক্তিহেতু মায়িক বস্তুসমূহের তদন্যত্ব-বশতঃ এবং জীবের তদ্বিভিন্নাংশহেতু—দ্বিতীয়ত্বের অভাবে অদ্বয়ত্ব।

সেইরূপ ভক্তগণ ভগবান্ বলিয়া যাহা বলেন, তাহাই জ্ঞান। ভক্তগণের মতে—পূর্ব্বের মত জ্ঞানমাত্রত্ব হইলেও ভগ-শব্দবাচ্য ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্যেরও অপ্রাকৃতত্ব-হেতু চিন্মাত্রত্ব বলিয়া তদ্রূপত্বই অর্থাৎ চিন্ময় রূপবিশিষ্ট জ্ঞানস্বরূপই শ্রীভগবান্ এবং

তাহাই অদ্বয় জ্ঞান। বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে—'সমগ্র ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য—এই ছয়টি ভগ-শব্দের সংজ্ঞা। প্রাকৃত হেয়াংশ-রহিত সমগ্র জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য ও তেজঃ-সমূহই ভগবৎ-শব্দ বাচ্য। সেইরূপ দ্বিভুজত্ব, চতুর্ভুজত্ব প্রভৃতি বিবিধ চিদ্ঘনাকারের (অর্থাৎ চিন্ময় বিগ্রহ আকারের) দ্বারা বাহিরে এবং অন্তরে প্রকটিত হইলেও, 'মহাপ্রলয়রূপ বিপদেও যাঁহার ভক্তগণ বিচ্যুত (লয়) হন না'—ইত্যাদি স্কন্দ পুরাণাদির বাক্য অনুসারে সর্ব্বদাই সেব্য, সেবক ও সেবাদির বিভাগ থাকিলেও শ্রীভগবানের অদ্বয়ত্ব। পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহার চিদাদি শক্তিসমূহের এবং তাঁহার চিদ্-বিলাসরূপ বৈকুণ্ঠাদি ধামাদির তদভিন্নত্ব স্বীকার করায় তাঁহা হইতে ভিন্নত্ব-ভাবনা অদ্বয়-পদের দ্বারাই ব্যাবৃত্ত হইয়াছে। এই প্রকার শ্রীভগবানের সামান্য স্বরূপমাত্রের (অর্থাৎ সাধারণভাবে জ্ঞান-মাত্র স্বরূপের) গ্রহণ হইলে জ্ঞানী অধিকারীর নিকট ব্রহ্ম বলিয়া প্রতিভাত হয়। অন্তর্য্যামিত্ব প্রভৃতি দ্বিত্ব ধর্ম্মবত্ত্বের গ্রহণ হইলে যোগী অধিকারীর নিকট পরমাত্মা-রূপে কথিত হয়। আর, অচিন্ত্য অনন্ত চিদানন্দময় স্বরূপের রূপ, গুণ, লীলাদি অনেক ধর্ম্ম-বত্ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে ভক্ত অধিকারীর নিকট শ্রীভগবান্‌রূপে।

সেই এক ভগবানই প্রকাশিত হন। [অর্থাৎ এক অদ্বয় অখণ্ড জ্ঞান-তত্ত্ব অচিন্ত্য অনন্তশক্তিবিশিষ্ট সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণই বিভিন্ন অধিকারীর নিকট বিভিন্ন-রূপে প্রকাশিত হন। সাধকগণের বিভিন্ন ভাবভেদে জ্ঞানীর নিকট তিনি চিন্মাত্র জ্যোতিঃপুঞ্জ ব্রহ্মরূপে, যোগিগণের নিকট আকারবিশিষ্ট চিন্ময় পরমাত্মারূপে এবং ভক্তের নিকট স্বয়ংস্বরূপে শ্রীভগবান্‌রূপে তাঁহার প্রকাশ। স্বয়ংসিদ্ধ তাদৃশ অন্যতত্ত্বের অভাবে, স্বশক্তিমাত্রের সহায়তায় এবং পরমাশ্রয় শ্রীভগবান্ ব্যতিরেকে স্বশক্তিগণের অসিদ্ধতা-বশতঃ দ্বিতীয়-রহিত (স্ব-জাতীয়তাদি ভেদশূন্য) অদ্বয় জ্ঞানই ব্রহ্ম। শ্রী-গোবিন্দের অপ্রকট-প্রকাশরূপই জ্ঞানিগণের নিকট ব্রহ্ম। শক্তিবর্গলক্ষণ শ্রীভগবদ্ধর্ম্মের অতিরিক্ত কেবল জ্ঞান ও ব্যাপক নির্বিশেষ স্বরূপ ব্রহ্ম। পর-ব্রহ্মরূপ শ্রীকৃষ্ণ। পরতত্ত্বে যখন বিরুদ্ধ শক্তিসমূহের প্রচুরতর উপলব্ধি হয় না, তখনই তাঁহার ব্রহ্ম-সংজ্ঞা হয়। দুই প্রকারে ব্রহ্মজ্ঞান আবির্ভূত হয়। ভগবদু-পাসকের হৃদয়ে আনুষঙ্গিকরূপে এবং ব্রহ্মোপাসকের হৃদয়ে স্বতন্ত্র বা প্রধানরূপে। ভগবদুপাসক ভগ-বচ্ছক্তিরূপা ভক্তির প্রভাবে 'ত্বং-পদার্থ' জীবচৈতন্যের সহিত কিঞ্চিদ্ ভেদেই ব্রহ্মরূপের অনুভব করেন। ভক্তিসাধকের হৃদয়ে শ্রীভগবানের পরাখ্য ভক্তির পরিকররূপেই ব্রহ্মজ্ঞান হয়। ব্রহ্মোপাসকগণ কিন্তু জীবচৈতন্যের সহিত অভিন্নভাবে ব্রহ্মস্বরূপের অনুভব করেন। মোক্ষার্থিদের নিকট উহা অত্যন্ত সমাদৃত হইলেও ভক্তিসাধকগণের নিকট উহা অনাদৃত, বরং হেয়। শ্রীভগবান্ স্বরূপ, ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যে সম্পূর্ণ তত্ত্ব-বিশেষ। স্বরূপ—পরমানন্দ, ব্রহ্মত্বলক্ষণ-স্বভাবে কেবল স্বরূপেরই অভিব্যক্তি। ভগবত্ত্ব-লক্ষণ-স্বভাবে স্বরূপ, ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য তিনটিই থাকে। তবে ভগবত্তা সাধারণতঃ দ্বিবিধ—পরমৈশ্বর্য্য-রূপা ও পরম মাধুর্য্য-রূপা। 'পরম' বলিতে যাঁহার সমান ও ঊর্দ্ধ্ব নাই, অসমানোর্দ্ধ্ব তাই বুঝিতে হইবে। ঐশ্বর্য্যে—প্রভুতা এবং মাধুর্য্যে—স্বভাব, রূপ, গুণ, বয়স, লীলা এবং সম্বন্ধ-বিশেষের মনোহরত্বই ধ্বনিত। ভগবত্তা-ভেদে দাসাদি চতুর্ব্বিধ ভক্তে দ্বিবিধ ভেদও স্বীকার্য্য—পরমৈশ্বর্য্যানুভব-প্রধান ও পরম-মাধুর্য্যানুভব-প্রধান। ঐশ্বর্য্য হইতে সাধ্বস, সম্ভ্রম ও গৌরব-বুদ্ধি এবং মাধুর্য্য হইতে প্রীতি জন্মে। তাহাই শ্রীভাগবত-প্রমাণের দ্বারা প্রকাশ করিতেছেন।]

শ্রীভাগবতে দশমে উক্ত হইয়াছে—'যন্মিত্রং পরমানন্দং—অর্থাৎ অহো! নন্দগোপ এবং ব্রজবাসী মানবগণের অত্যাশ্চর্য্য ভাগ্য। পরমানন্দরূপী সনাতন পূর্ণব্রহ্ম, তাঁহাদের মিত্র হইয়াছেন।' 'কৃষ্ণায় বাসুদেবায়' ইত্যাদি শ্লোকে—জরাসন্ধের কারাগার হইতে মুক্ত নৃপতিগণ বলিয়াছিলেন—'প্রণতক্লেশ-নাশক, পরমাত্মা, হরি, বাসুদেব, গোবিন্দ এবং শ্রীকৃষ্ণ যে আপনি, আপনার চরণে বারম্বার প্রণাম করি।' এবং 'মদীয়ং মহিমানঞ্চ'— ইত্যাদি শ্লোকে মৎস্য দেবের উক্তিতে আছে—'আমার মহিমাই পরব্রহ্ম শব্দে শব্দিত' অর্থাৎ আমিই পরব্রহ্মের আশ্রয়। শ্রীগীতাতে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন

—'আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ আশ্রয়।' এবং 'আমার একাংশমাত্রে এই সমস্ত জগৎ ধারণ করিয়া আমিই অধিষ্ঠান করিতেছি, আমার অতিরিক্ত অন্য কিছুই নাই।'—ইত্যাদি বচনের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণই ব্রহ্ম, পরমাত্মা প্রভৃতিরূপে বিরাজমান রহিয়াছেন। আরও, ভগবদুপাসকগণের মোক্ষ-প্রাপ্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে। ব্রহ্ম ও পরমাত্মার উপাসকগণের প্রেম-প্রাপ্তির অদর্শন-হেতু শ্রীভগবানেরই ব্রহ্মত্ব ও পরমাত্মত্ব দুইটি রূপ, ইহা দ্বারা ভগবত্ত্বই মূল—ইহা জানা গেল। এখানে ব্রহ্মোপাসক জ্ঞানিগণ হইতে পরমাত্মোপাসক যোগী শ্রেষ্ঠ। সেই সকল যোগিগণ হইতেও ভগবদুপাসক শ্রেষ্ঠ—এই তারতম্য শ্রীগীতাতে দৃষ্ট হয়। যথা—"তত্ত্ববেত্তা যোগী তপস্বিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, পরোক্ষ-জ্ঞানিগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ এবং কর্ম্মিগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি যোগী হও।' সকল যোগিগণের মধ্যেও যিনি শ্রদ্ধাযুক্ত ও মদ্গতচিত্ত হইয়া পরমেশ্বর বাসুদেব আমার ভজনা করেন, সেই ভক্তই সকল অপেক্ষা পরম শ্রেষ্ঠ। ইহা আমার মত, হে অর্জ্জুন! তুমি আমার ভক্ত হও।" শ্লোকে—'যোগিনাম্'—এই শব্দে অপেক্ষার্থে পঞ্চমীর স্থলে ষষ্ঠীবিভক্তি হইয়াছে—বলিয়া শ্রীরামানুজাচার্য্যচরণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন (অর্থাৎ যোগী অপেক্ষা ভক্তই শ্রেষ্ঠ—এই অভিপ্রায়)॥ ১১॥

মধ্ব—অদ্বয়ং অসমাধিকম্। তথা চ ভাল্লবেয় শ্রুতিঃ স পুরুষঃ সোঽদ্বয়ঃ ইতি। ন হ্যেনমভিকশ্চন হ্যেনমতিকশ্চনেতি চ। সোঽদ্বয়ঃ পুরুষস্তস্মান্ন সমো নাধিকো হ্যত ইতি মহাসংহিতায়াম্। তত্ত্ব-শব্দার্থস্তন্ত্রেবোক্তঃ। অতীতানাগতে কালে যত্তাদৃশ-মুদীর্য্যতে। কুতশ্চিদন্যথানেয়াত্তত্তত্ত্বং তত্ত্বতো বিদুঃ। ইতি॥ ১১॥

বিবৃতি—নবম ও দশম শ্লোকে কর্ম্মিগণের বিচারের অকর্ম্মণ্যতা প্রদর্শন করিয়া মায়াবাদিগণের **কুবিচারের** কথা একাদশ ও দ্বাদশ শ্লোকে নিরাস **করিতেছেন**। মায়াবাদিগণ বলেন ভগবান্ ও পর-**মাত্মার সহিত** জীবাত্মার যোগ ব্রহ্মজ্ঞানের নিম্নস্তরে অবস্থিত। তাঁহারা মায়াবাদ অবলম্বন করিয়াই তত্ত্বের স্বরূপ নিরূপণে ভ্রান্ত। তাঁহারা পরমাত্মা ও ভগবানের সমন্বয় করিতে গিয়া গুণজাত জগৎকে ও খণ্ডজ্ঞানকে অখণ্ডজ্ঞান ও নির্গুণের সহিত বিবর্ত্তবাদ-যোগে এক করিয়া মিলাইয়া ফেলেন। তত্ত্বালোচনার অভাব হইতেই অনুমানের যোগে নিরস্তকুহক সত্য মায়াবাদিগণ জানিতে পারেন না। মায়িক বিচার সম্বল করিয়া জড়দ্রষ্টা জড়দৃষ্টি ও জড়দৃশ্য ইহাতে ভেদাভাব দর্শন করিতে গিয়া নিজ নিজ পরিমাণকে অদ্বয়বস্তুর বিভাগ মনে করিয়া তাহা হইতে পরিত্রাণ কামনা করেন। মায়ার আবরণী ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিদ্বয়ের দ্বারা চালিত হইয়াই মায়াবাদীর এই দুর্গতি ঘটিয়াছে। মায়াবাদী যে কালে মায়িক রাজ্য হইতে উৎক্রান্ত হইয়া বৈকুণ্ঠে স্বীয় বৈষ্ণবতনু ও বিষ্ণুসেবাপর ইন্দ্রিয়গুলি দেখিতে পান, তৎকালে তাঁহার ভেদজগতের হেয়ত্ব উপলব্ধি হয়। ভেদ-জগতে থাকাকালে তাঁহার অদ্বয়জ্ঞানের অভাবক্রমে ভগবান্ ও পরমাত্মাকে ক্ষুদ্রবোধ করায় কেবল জ্ঞান-জ্ঞেয় জ্ঞাতার অদ্বয়তার হানি হয়। তিনি ভগবান্, ভক্ত ও ভক্তি এই তিনটীর স্বরূপ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া উহাতে মায়া সন্নিবিষ্ট আছে, মনে করেন। স্বরূপভ্রান্তিক্রমেই ভগবান্ ও পরমাত্মার প্রতি তাঁহার অদ্বয়জ্ঞানের অভাব।

অদ্বয়জ্ঞান ভগবান্ সম্যক্ আবির্ভাব। তাঁহার আংশিক মায়াশক্তি প্রচুর বিভুচিৎ ধর্ম্মবিশেষের অনুভূতিকেই পরমাত্মা এবং অসম্যক্ কেবলজ্ঞানোপ-লব্ধ বিজ্ঞানকে ব্রহ্মনির্দ্দেশ করা হয়। কিন্তু তত্ত্ব-বিদ্গণ এই বস্তুত্রয়ধারণাকে অদ্বয়জ্ঞানময় বস্তু বলিয়া জানেন। ব্রহ্ম ও পরমাত্মা ভগবান্ হইতে পৃথক্ বস্তু নহেন। অসম্যক্ ভগবদ্দর্শনেই ব্রহ্ম জ্ঞেয় হন, আর আংশিক সান্নিধ্যে সেই পরমাত্ম বস্তুর সহিত সততযুক্ত হন এবং সম্পূর্ণ কেবলজ্ঞানময় পরমাত্মার সান্নিধ্যলাভে সেবকের সর্ব্বতোভাবে প্রীতিময়ী সেবাই ভগবদ্ভক্তি। তত্ত্ববিদ্গণ বলেন, অদ্বয়জ্ঞানেই যখন কেবলজ্ঞান-বিচার সে স্থলেই ব্রহ্মাভিধান, কেবলচিতের সহিত কালগত ব্যবধান নিরস্ত হইলে তাহাই পরমাত্মা, জড়পাত্র ও জড়-কালগত ব্যবধান নিরস্ত হইলে কেবল-জ্ঞান ও কেবল সত্তাময় কেবল সচ্চিদানন্দে অদ্বয়জ্ঞানসিদ্ধিই

ভগবত্তা। বস্তুর একত্ব এবং বিচিত্রলীলাপ্রতীতিতে পরিকরবৈশিষ্ট্যের সহ তিনি সমান বা ন্যূন নহেন বলিয়া অদ্বয় ।। ১১ ।।

তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয়ো জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া ।
পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মানং ভক্ত্যা শ্রুতগৃহীতয়া ।। ১২ ।।

অন্বয়ঃ—শ্রদ্দধানাঃ (শ্রদ্ধয়া অপ্রাকৃতবস্তুনি সুদৃঢ়বিশ্বাসেন যুক্তাঃ) মুনয়ঃ জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া (পরেশানুভূতিরূপেণ জ্ঞানেন ভগবদিতরবস্তুনি বিরক্ত্যা চ সমন্বিতয়া) শ্রুতগৃহীতয়া (বেদান্ত-শ্রবণেন গুরুমুখাৎ প্রাপ্তয়া) ভক্ত্যা (ভগবদ্‌ভাগবত-সেবা-রূপয়া বৃত্ত্যা) আত্মনি (ভগবতি) তচ্চ (অদ্বয়-জ্ঞানং তত্ত্বং) আত্মানং (পরমাত্মরূপং ব্রহ্মরূপঞ্চ) পশ্যন্তি ।। ১২ ।।

অনুবাদ—অপ্রাকৃত বস্তুতে সুদৃঢ় ও নিশ্চয় বিশ্বাসযুক্ত মুনি অর্থাৎ কীর্ত্তনকারিগণ শাস্ত্রশ্রবণ-জনিত সুকৃতিলব্ধ এবং সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত ও বিষয়-ভোগত্যাগশূন্য সেবাফলে স্বীয় শুদ্ধহৃদয়ে সেই পর-মাত্মরূপ তত্ত্ব বস্তুকে দেখিয়া থাকেন ।। ১২ ।।

বিশ্বনাথ—তৎপ্রাপ্তিসাধনমাহ। তজ্‌জ্ঞানং ত্রিরূপং মুনয়ো মননশীলা জ্ঞানিনো যোগিনো ভক্তাশ্চ ভক্ত্যা পশ্যন্তি। তত্র ব্রহ্মেতিমতে আত্মনি চ তৎপদার্থে ঈশ্বরে আত্মানং ত্বংপদার্থং জীবং পশ্যন্ত্যনুভবন্তি। পরমাত্মেতিমতে আত্মন্যন্তর্হৃদয়ে আত্মানমন্তর্য্যামিনং পশ্যন্তি ধ্যানেনালোকয়ন্তি। ভগবানিতিমতে আত্মনি মনসি চকারাদ্বহিশ্চ স্ফুরন্তং আত্মানং ভগবন্তং পশ্যন্তি স্বলোচনাভ্যামেব তন্মাধুর্য্যমাস্বাদয়ন্তি। ভক্ত্যেতি। আদৌ গুরুমুখাচ্ছ্রুতা পশ্চাদ্‌গৃহীতা তয়া। ভগবদ্বিষয়িণ্যেব শ্রবণকীর্ত্তনাদৌ ভক্তিশব্দস্য রূঢ়ের্ব্রহ্মোপাসকৈঃ পরমাত্মোপাসকৈশ্চ স্বস্বসাধ্য-সিদ্ধ্যর্থং ভগবতি ভক্তিঃ কর্ত্তব্যৈব। জ্ঞানবৈরাগ্য-যুক্তয়েতি। জ্ঞানবৈরাগ্যে পৃথগেব তেষামুভয়েষাং সাধনে জ্ঞেয়ে। (ভাঃ ১১।২০।৩১) ভক্তমতে ভক্ত্যুত্থরতের্ভক্তেঃ প্রেমত্বব্যঞ্জকে জ্ঞেয়ে। তস্মান্ম-দ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ। ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ ।। ইতি। শুদ্ধ-ভক্তানাং পৃথক্তয়োর্নিষেধাৎ। অথবা। তচ্চ ত্রিরূপং জ্ঞানং ভক্তাস্তু ভক্ত্যৈবানুভবিতুং শক্নুবন্তীত্যাহ। তচ্ছ্রদ্দধানাঃ কেচিৎ তৎত্রিরূপমপ্যনুভবিতুং সাভি-লাষা ভবন্তীত্যর্থঃ। তদা ভক্ত্যৈব পশ্যন্তি। তেন ব্রহ্মপরমাত্মনোঃ সাধনে জ্ঞানযোগৌ ভক্ত্যৈব সিদ্ধৌ স্যাতামিতি ভাবঃ ।। ১২ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাঁহার (সেই অদ্বয় জ্ঞান-তত্ত্বের) প্রাপ্তি-সাধন বলিতেছেন। সেই জ্ঞান তিন-রূপ, মননশীল জ্ঞানিগণ, যোগিগণ এবং ভক্তগণ ভক্তির দ্বারা দর্শন করেন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা সেই অদ্বয়জ্ঞানকে ব্রহ্ম বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের মতে—আত্মাতে এবং তৎপদার্থ ঈশ্বরে আত্মা অর্থাৎ ত্বং-পদার্থ জীবকে দেখিয়া থাকেন অর্থাৎ অনুভব করিয়া থাকেন। যাঁহারা পরমাত্মা বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের মতে—আত্মাতে অর্থাৎ অন্তর্হৃদয়ে আত্মাকে অর্থাৎ অন্তর্য্যামিকে ধ্যানে অবলোকন করিয়া থাকেন। সেই অদ্বয়জ্ঞানকে যাঁহারা ভগবান্ বলিয়া মনে করেন, সেই ভক্তগণের মতে—আত্মায় অর্থাৎ মনে এবং চ-কারের দ্বারা বাহিরেও স্ফূর্তি-প্রাপ্ত (প্রকাশিত) আত্মাকে অর্থাৎ শ্রীভগবান্‌কে নিজ নেত্রদ্বয়ের দ্বারাই দেখিয়া থাকেন এবং তাঁহার মাধুর্য্য আস্বাদন করেন। 'ভক্ত্যা'—ভক্তির দ্বারা, 'শ্রুত-গৃহীতয়া'—কথার অর্থ—প্রথমে শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখ হইতে শ্রবণ করিয়া, পশ্চাৎ গৃহীত যে ভক্তি, তাহার দ্বারা। শ্রীভগবদ্-বিষয়িণী শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে ভক্তি-শব্দ রূঢ়ি, অতএব ব্রহ্মোপাসক ও পরমাত্মোপাসকগণ কর্ত্তৃকও নিজ নিজ সাধ্য বস্তুর সিদ্ধির নিমিত্ত শ্রীভগ-বানে ভক্তি করা অবশ্যই কর্ত্তব্য। জ্ঞান ও বৈরাগ্য-যুক্ত—এই কথার দ্বারা—জ্ঞান ও বৈরাগ্য পৃথক্‌রূপে জ্ঞানী ও যোগিগণের সাধন জানিতে হইবে। ভক্তমতে —ঐ জ্ঞান ও বৈরাগ্যের পৃথক্‌ভাবে সাধন নহে, কিন্তু ভক্তি হইতে উত্থিত ভাব-ভক্তির প্রেমত্ব-প্রকাশক জানিতে হইবে। শ্রীভাগবতে একাদশ স্কন্ধে শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিলেন—'সেইহেতু আমার ভক্তিযুক্ত, মদ্-গত-অন্তঃকরণ যোগীর (ভক্তযোগীর) বিবিক্ত আত্মজ্ঞান ও বিষয়-বিতৃষ্ণা আদি বৈরাগ্য প্রায়ই শ্রেয়ঃসাধন হয় না।'—ইহার দ্বারা শুদ্ধভক্তের পৃথক্‌রূপে জ্ঞান ও বৈরাগ্যের সাধন নিষেধ করা হইয়াছে। অথবা, সেই তিনরূপ (ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও

ভগবদ্বিষয়ক) জ্ঞান ভক্তগণ ভক্তির দ্বারাই অনুভব করিতে সমর্থ, এইজন্য বলিলেন—'শ্রদ্দধানাঃ', শ্রদ্ধাশীল কেহ কেহ সেই তিনপ্রকার জ্ঞানই অনুভব করিতে অভিলাষ করিয়া থাকেন, এই অর্থ। তখন কিন্তু ভক্ত ভক্তির দ্বারাই (অর্থাৎ পৃথক্‌রূপে জ্ঞান ও বৈরাগ্যের সাধনে নহে) দর্শন করিয়া থাকেন। অতএব ব্রহ্ম ও পরমাত্মা প্রাপ্তির সাধন জ্ঞান ও যোগ —একমাত্র ভক্তির দ্বারাই সিদ্ধ হয়, এই ভাবার্থ।।১২

মধ্ব—সত্তামাত্রমানন্দমাত্রং। তথা চ পৈঙ্গিশ্রুতিঃ—অথ কস্মাদুচ্যতে সত্ত্বেতি নন্দতি নন্দয়তি চেতীতি। ন কার্য্যকারণ-বিষয়বিশেষিতবৈষয়িকজ্ঞানম্। কেবলমেব তজ্‌জ্ঞানম্। স্রষ্টৃত্বাদিভিঃ কার্য্যকারণবিশেষিতং চ। তন্ত্রভাগবতে চ।

বিষয়াপেক্ষি ন জ্ঞানং বিষয়ৈশ্চ বিশেষিতম্।
যত্তদানন্দমাত্রং চ তদ্ব্রহ্মেত্যবধার্য্যতাং ইতি ।।
যৎকিঞ্চিদলোকসিদ্ধম্ ।। ১২ ।।

বিবৃতি—ভগবদ্ভক্তির সহিত ব্রহ্মানুসন্ধানতৎপর জ্ঞাননিরস্ত ও কালসাধ্য কর্ম্মফলভোগ পরিণতি বৈরাগ্য অর্থাৎ সদ্যঃ বৈরাগ্যরূপ কৃষ্ণেতর বস্তুসঙ্গত্যাগ সংযুক্ত হইয়া এতদুভয়ের জননী ভক্তি মুনিগণের অপ্রাকৃত হরিভজনে শ্রদ্ধারূপে বর্ত্তমান থাকিলে অশ্রুততর্ক-নিরস্ত শ্রৌতপথ ভক্তি অবলম্বন করিয়া ভগবানেই পরমাত্মা ও ব্রহ্ম দর্শন করেন।

ভক্তিহীনজনগণ তর্কপথে ভগবানে পরমাত্মা ও ব্রহ্মদর্শন করেন না। ভক্তির অভাবে তাহাদের জ্ঞানবৈরাগ্যের অভাব এবং শ্রদ্ধাহীনতা। এজন্যই তাঁহারা মায়াবাদী। জ্ঞানবৈরাগ্যের যেখানে অভাব, সেস্থলে চঞ্চলতা ও চিন্ময় সেবায় অশ্রদ্ধা। ভজনীয় বস্তুতে সেবনধর্ম্মই শ্রৌতপথ। সেই ভক্তিপথে অবস্থিত শুদ্ধ আত্মা আপনাকে বৈষ্ণব জানেন এবং স্বীয় হৃদয়াভ্যন্তরে নিত্যকাল হরিসেবা করিয়া থাকেন। অভক্তগণের হৃদয় বাহ্যজগতে ভোগিদিগের পদদলিত ভূমিমাত্র। ভক্তের হৃদয়-বৃন্দাবন কৃষ্ণের নিত্য বিচিত্রবিলাসভূমি। অভক্ত হৃদয় নশ্বর অর্থাৎ পরিবর্ত্তনশীল বাহ্যজগতের চিন্তাপূর্ণ। তথায় বিষয়ভোগ ও নশ্বর বস্তুভোগে আবদ্ধ হওয়ায় স্বীয় হরিসেবা-পর স্বরূপে অশ্রদ্ধা। কর্ম্মী ও মায়াবাদী তত্ত্বজ্ঞানরহিত হওয়ায় ভোগ ও ত্যাগেই ব্যস্ত; অভক্তগণকে ভোগাসক্ত ও ত্যক্তভোগভেদে বিবিধ শ্রেণীতে দেখা যায়। উহারা সেব্য-সেবকরূপ নিত্যভাববর্জ্জিত। শ্রৌতপন্থায় কীর্ত্তনকারী ভক্ত গুরুদেবের অনুগ্রহলব্ধ শিষ্যকেই বুঝায়, অহঙ্কার বিমূঢ় প্রাকৃত অভক্তকে বুঝায় না ।। ১২ ।।

অতঃ পুংভির্দ্বিজশ্রেষ্ঠা বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ।
স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্ম্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্ ।। ১৩ ।।

অন্বয়ঃ—অতঃ (হেতোঃ) হে দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ (শৌনকাদয়ঃ ঋষয়ঃ!) বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ (বর্ণাশ্রমধর্ম্মমনতিক্রম্য) পুংভিঃ (নরৈঃ) স্বনুষ্ঠিতস্য (সুসম্পাদিতস্য) ধর্ম্মস্য (ত্রিবর্গান্তর্গতস্য স্বধর্ম্মস্য) সংসিদ্ধিঃ (চরমফলং) হরিতোষণং (হরেঃ সন্তোষ) এব ।।১৩।।

অনুবাদ—অতএব হে শৌনকাদি ঋষিগণ! বর্ণাশ্রম বিভাগক্রমে মানবগণের উত্তমরূপে পালিত ত্রিবর্গান্তর্গত স্বধর্ম্মের চরমফল শ্রীহরির সন্তোষ।।১৩।।

বিশ্বনাথ—তদেবং ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিত ইত্যাদিনা কর্ম্মণঃ শ্রমত্বমেব, জ্ঞানযোগয়োরপি (ভাঃ ১০।১৪।৪) শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো ইতি। (ভাঃ ১২।১২।৫৩) নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতমিতি। (ভাঃ ১০।১৪।৫) পুরেহভূমন্ বহবোহপি যোগিন ইত্যাদিভ্যো ভক্ত্যা বিনা শ্রমত্বমেব। ভক্তেস্তু কর্ম্মযোগজ্ঞানাদ্যমিশ্রিতায়া এব শুদ্ধায়া আত্মপ্রসাদকত্বং প্রকরণতোহবগতম্। তত্রৈবং শঙ্কতে। ননু জ্ঞানযোগয়োরপ্রবৃত্তৌ ন কাচিচ্চিন্তা। কর্ম্মণাং তু নিত্যানামকরণে মহান্ প্রত্যবায়ো দুর্গতিহেতুস্তত্র কা বার্ত্তেত্যত আহ অতঃ পুংভিরিতি। যত উক্তন্যায়েনোৎকৃষ্টাবপি জ্ঞানযোগৌ ভক্ত্যৈব সিদ্ধৌ ভবেতাং ভক্তিস্তু তাভ্যাং বিনাপি স্বয়ং সিদ্ধ্যতি। অতো হরিতোষণং ভক্ত্যৈব জাতং চেৎ তদা ধর্ম্মস্য সংসিদ্ধিঃ। যো যত্নাদনুষ্ঠিতোহপি কর্ম্মিণাং সাঙ্গোপাঙ্গতয়া প্রায়ঃ সিদ্ধো ন ভবতি সোঽপি ভক্তিমতাং অননুষ্ঠিতোহপি সম্যগেব সিদ্ধো ভবতি। (ভাঃ ১১।২০।৩২) যৎ কর্ম্মভির্যৎ তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ ইত্যাদৌ (ভাঃ ১১।২০।৩৩) সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসেতি শ্রীভগবদুক্তেঃ। তেন কর্ম্মাকরণজনিতপ্রত্যবায়ো ভক্তানাং পরাহতঃ। ননু যদি

ভক্ত্যা ধর্ম্মঃ সংসিদ্ধস্তর্হি ধর্ম্মফলমপি তৈর্লভ্যতাং সত্যং সকামত্বে সতি লভ্যতে এব নিষ্কামত্বে সতি তেষাং নৈষ্কর্ম্ম্যমেব ভবতি। তথা চ শ্রুতির্গোপাল-তাপনী। ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধিনৈরাস্যে-নামুষ্মিন্মনঃকল্পনমেতদেব নৈষ্কর্ম্ম্যং। তদেবং। যথা তরোর্মূলনিষেচনেনেতি ন্যায়েন ভক্ত্যৈব ধর্ম্মাঃ সংসিদ্ধা এবাতো ভক্তানাং কর্ম্মণ্যধিকার এব দূরীকৃতো ভগবতা যদুক্তং। (ভাঃ ১১।২০।৯)—

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ।।ইতি।।

(ভাঃ ১১।১১।৩২) ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তম ইতি (গীঃ ১৮।৬৬) সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ইতি। তথা সতি (ভাঃ ৪।৩১।১৪) যথা তরোর্মূলনিষেচনেনেত্যাদৌ যথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা ইত্যত্র যথাচ্যুতপূজনমেব সর্ব্বেষাং দেবপিত্রাদীনাং অর্হণরূপং ভবতি তদ্বদত্র হরিতোষণমেব স্বনুষ্ঠিতধর্ম্মস্য সম্যক্ সিদ্ধিরূপং ভবতীত্যর্থঃ। তথা চাচ্যুতস্য পূজনে তোষণে চ জাতে দেবপিত্রাদীনাং পূজনরূপস্য স্বনুষ্ঠিতধর্ম্মস্য সংসিদ্ধিঃ স্বয়মেব জাতেতি ভাবঃ। এবমেব দৃষ্টা-ন্তেঽপি তরোর্মূলনিষেচনেনৈব শাখাপল্লবাদীনাং সেচনং স্বয়মেব জাতমিতি জ্ঞেয়ম্। তদপি যৎ প্রাচ্যাদিভক্তানামনন্যানামপি কর্ম্মিকুলসংঘট্টগতত্বেনৈব তদনুরোধবশাদীষৎ কর্ম্মকরণং তৎকর্ম্মাকরণমেব তত্র শ্রদ্ধারাহিত্যাৎ। (গীঃ ১৭।২৮) অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ। অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ ।। চেতি ভগবদুক্তেঃ ।। ১৩ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইপ্রকারে 'ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ' —অর্থাৎ সম্যক্‌রূপে ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলেও যদি বাসুদেবের কথাতে রতি না জন্মে—ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে কর্ম্মের (অর্থাৎ ভগবৎ-সম্বন্ধ-বিহীন কর্ম্মের) শ্রমত্বই বলা হইয়াছে। জ্ঞান ও যোগেরও ভক্তি-ব্যতিরেকে কেবল পরিশ্রমই। যথা—শ্রীভাগবতে ব্রহ্মস্তবে—'সকল অভ্যুদয় ও অপবর্গ-লক্ষণ মঙ্গলের সরোবররূপ ভক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা কেবল জ্ঞান-লাভের জন্য যত্ন করেন, তাঁহাদের কেবল ক্লেশই অবশিষ্ট থাকে।'—ইত্যাদি। 'নৈষ্কর্ম্ম নিরঞ্জন জ্ঞানও অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণের ভাব-বর্জ্জিত হইলে শোভা পায় না'—ইত্যাদি এবং 'পুরেহ ভূমন্'—ইত্যাদি শ্লোকে ভক্তির দ্বারাই জ্ঞান লাভ হয়, অন্য কোন প্রকারে হয় না, তদ্বিষয়ে সদাচার প্রমাণ দেখান হই-য়াছে। "হে ভূমন্, ইহলোকে পূর্ব্বকালে অনেকেই যোগী হইয়াও যোগের দ্বারা জ্ঞান লাভ করিতে না পারিয়া পশ্চাৎ তোমাতে (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে) সমস্ত চেষ্টা, এমনকি লৌকিক চেষ্টাও সমর্পণপূর্ব্বক ত্বদর্পিত চেষ্টারূপ নিজ কর্ম্মলব্ধ তোমার কথোপ-নীতা ভক্তির দ্বারাই আত্মাকে জানিয়া অনায়াসে তোমার পরাগতি প্রাপ্ত হইয়াছে।" ইত্যাদি প্রমাণের দ্বারা ভক্তি বিনা জ্ঞান ও যোগেরও শ্রমত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। কর্ম্ম, যোগ ও জ্ঞানাদির দ্বারা অমিশ্রিত শুদ্ধা ভক্তির দ্বারাই আত্ম-প্রসাদকত্ব প্রকরণগত অব-গত হওয়া যায়।

এই বিষয়ে এইরূপ শঙ্কা করা হইয়াছে। যদি বলেন—জ্ঞান ও যোগের পৃথক্ অনুষ্ঠান না করিলে কোন চিন্তা নাই, কিন্তু নিত্য কর্ম্মসমূহের অকরণে মহান্ প্রত্যবায় ও দুর্গতির কারণই দৃষ্ট হয়, এই বিষয়ে কি বক্তব্য ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'অতঃ পুংভিঃ' অর্থাৎ অতএব মানবগণ কর্ত্তৃক ইত্যাদি শ্লোকে। যেহেতু পূর্ব্বোক্ত ন্যায়ানুসারে উৎকৃষ্ট হইলেও জ্ঞান ও যোগ ভক্তির দ্বারাই সিদ্ধ হইয়া থাকে, কিন্তু ভক্তি সেই জ্ঞান ও যোগ ব্যতি-রেকেই স্বয়ং সিদ্ধ হয়। অতএব শ্রীহরির সন্তোষ ভক্তির দ্বারাই যদি উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মের সম্যক্‌রূপে সিদ্ধি হইয়া থাকে। কর্ম্মিগণের যত্ন-পূর্ব্বক অনুষ্ঠিত যে ধর্ম্ম সাঙ্গ-উপাঙ্গরূপে প্রায়ই সিদ্ধ হয় না, উহাও ভক্তিমান্ জনগণের দ্বারা অনুষ্ঠিত না হইলেও সম্যক্‌রূপে সিদ্ধ হয়। শ্রীভাগবতে একাদশ স্কন্ধে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"যাহা যজ্ঞাদি কর্ম্ম-সমূহ, কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি তপস্যা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, যোগ, দান-ধর্ম্ম, অন্য মঙ্গলজনক কার্য্যসকলের দ্বারা প্রাপ্ত হয়, আমার ভক্ত আমার ভক্তিযোগের দ্বারাই সেইসকল অনায়াসে লাভ করেন ; এমন কি স্বর্গ, মোক্ষ, আমার বৈকুণ্ঠও যদি অভিলাষ করেন, তাহাও তৎক্ষণাৎ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।" শ্রীভগবানের এই উক্তির দ্বারা ভক্তগণের কর্ম্ম অকরণ-জনিত প্রত্যবায় পরাহত হইয়াছে।

পূর্ব্বপক্ষী যদি বলেন—যদি ভক্তির দ্বারা ধর্ম্ম সংসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মের ফলও তাঁহারা লাভ করুন, উহার উত্তরে বলিতেছেন—সত্য, যদি কামনা থাকে লাভ করিবেনই, আর যদি নিষ্কাম হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের নৈষ্কর্ম্ম্যই হইবে। শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে—'ভক্তিই ইঁহার (শ্রীভগবানের) ভজন, তাহা ইহলোক ও পরলোকের অভিলাষ বর্জ্জন-পূর্ব্বক শ্রীভগবানে মনঃ সমর্পণরূপ, ইহাই নৈষ্কর্ম্ম্য।' তাহা এইরূপ—যেমন তরুর মূলে জলসেচনের দ্বারা তাহার শাখা-প্রশাখাদিরও জলসেচন কার্য্য হইয়া থাকে, সেইরূপ একমাত্র ভক্তির দ্বারাই সমস্ত ধর্ম্ম সম্যক্‌রূপে সিদ্ধ হয়। অতএব ভক্তগণের ভগবৎ-সম্বন্ধি ভিন্ন অন্য কর্ম্মের অধিকার দূরীকৃত হইল। একাদশ স্কন্ধে শ্রীভগবানও বলিয়াছেন—"নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মসকল তাবৎকাল করিবে, যে পর্য্যন্ত বিরক্তি উপস্থিত না হয়—অথবা আমার কথা-শ্রবণাদিতে যতদিন শ্রদ্ধা সঞ্জাত না হয়।" এবং "যিনি স্বীয় গুণ ও দোষসকল বিদিত হইয়া আমা-কর্ত্তৃক বেদরূপে উপদিষ্ট স্বধর্ম্মসমূহ পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাকে ভজনা করেন, তিনিই সত্তম অর্থাৎ উত্তম ভক্ত বলিয়া কথিত হন।" শ্রীগীতাতেও বলিয়াছেন—"সকল ধর্ম্ম (ও অধর্ম্ম) পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই (শ্রীকৃষ্ণেরই) শরণ গ্রহণ কর।" তাহা হইলে—"যেমন বৃক্ষের মূলে জলসেচন করিলে তাহার স্কন্ধ শাখা উপশাখা প্রভৃতি পুষ্ট হয়, মূলসেক ব্যতিরেকে স্কন্ধ প্রভৃতির এক এক অবয়বে জল দিলে কিছুই হয় না এবং যেমন প্রাণের উপহার অর্থাৎ ভোজন দ্বারা সকল ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি হয়। এক-এক ইন্দ্রিয়ের পৃথক্ অনুলেপনাদি করিলে সকল ইন্দ্রিয়ের পুষ্টি হয় না, তেমনি ভগবান্ অচ্যুতের আরাধনাই সকল দেবতার আরাধনা অর্থাৎ তাহাতেই সকল দেবতার সন্তোষ হয়।"—শ্রীভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধে দেবর্ষি নারদের এই উক্তি অনুসারে—যেরূপ অচ্যুতের পূজনই সকল দেবতা ও পিত্রাদির অর্চ্চনা-রূপ হয়, সেইরূপ এখানে শ্রীহরির সন্তোষণই স্বনুষ্ঠিত ধর্ম্মের সম্যক্ সিদ্ধিরূপ হয়। আরও অচ্যুতের পূজন ও সন্তোষ হইলে দেবতা ও পিত্রাদির পূজনরূপ স্বনুষ্ঠিত ধর্ম্মের সংসিদ্ধি আপনা হইতেই হইয়া থাকে—এই ভাবার্থ। এইরূপ দৃষ্টান্তেও বৃক্ষের মূলে জলসেচনের দ্বারাই শাখা পল্লবাদির জল-সেচন আপনা হইতেই হইয়া যায়—এইরূপ বুঝিতে হইবে। তথাপি প্রাচ্যাদিদেশীয় অনন্য-ভক্তগণেরও কর্ম্মিকুলের সাহচর্য্যে তাহাদের অনুরোধ-বশতঃ যে ঈষৎ কর্ম্মের আচরণ, তাহা কর্ম্মের অকরণই, যেহেতু সেখানে শ্রদ্ধারাহিত্যই রহিয়াছে অর্থাৎ ভক্তগণের তাদৃশ কর্ম্মে কোন শ্রদ্ধা নাই। গীতাতে শ্রীভগবানও বলিয়াছেন—"অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক যে যজ্ঞ, দান ও তপস্যা বা অন্য কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, সে সমস্ত অসৎ বলিয়া কথিত হয়। শ্রদ্ধাবিহীন কার্য্য ইহলোকে বা পরলোকে কোন ফলই দান করিতে পারে না।" এই শ্রীভগবানের উক্তি অনুসারে শ্রদ্ধারহিত কর্ম্ম পর-লোকে বিগুণত্ব-হেতু এবং ইহজগতে অযশস্কর বলিয়া অসৎ এবং নিন্দনীয়॥ ১৩॥

মধ্ব—যস্মাৎ পরমাত্মৈব তত্ত্বম্। তস্মাত্তমেব পশ্যন্তি মুনয়ঃ। আত্মনীশ্বর ইতি ন জীবৈক্যমুচ্যতে। পরেষামপি ব্রহ্মাদীনাং যতোঽবরত্বং স পরাবরঃ। ভেদদৃষ্ট্যাভিমানেনেতি হি কাপিলেয়ে। ব্রহ্মপ্রধান-মুপযান্ত্যগতাভিমানা ইতি চ। বিদ্যাত্মনি ভিদাবোধঃ। যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি। (মু ৩।১।২) অন্যমীশমস্য মহিমানমিতি। (মু ৩।১।১) অনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি। (কঠ ১।৩।১) ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি। (শ্বে ৬। ১৩) একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্॥ সত্যঃ সো অস্য মহিমা গৃণেশবো যজ্ঞেষু বিপ্ররাজ্যে। সত্যমেনমনু বিশ্বে মদন্তি। যত্র পূর্ব্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ। শৃণ্বেবীর উগ্রমুগ্রং দমায়ন্নিত্যাদি চ। মগ্নস্য হি পরেঽজ্ঞানে কিং ন দুঃখতরং ভবেৎ। বহবঃ পুরুষা ব্রহ্মন্নুতাহো এক এব তু। নৈতদিচ্ছন্তি পুরুষমেকং কুরুকুলোদ্বহেতি মোক্ষধর্ম্মে। ভেদ-দৃষ্ট্যাভিমানেন পশ্যন্তো যান্তি তৎপদমিত্যাদি বায়ু-প্রোক্তে। (ব্রঃ সূ ১।২।৩) ওঁ অনুপপত্তেস্তু ন শারীরঃ। (ব্রঃ সূ ১।১।১৮) ভেদ ব্যপদেশাচ্চ। শারীরশ্চোভয়েঽপি হি ভেদেনৈনমধীয়তে। (ব্রঃ সূ ২।৩।২৮) পৃথগুপদেশাদিত্যাদিত্যাদি। সত্যত্বং চ ভেদস্যোক্তং ভাল্লবেয়শ্রুতৌ। স্থাণুর্হোচ্চক্রাম স প্রজাপতিমুবাচ। কোঽসি কোঽহস্থ কঃ স ইতি হোবাচ। যোঽস্মি যোঽস্থ যঃ স ইতি। অথ

হৈনমুপাক্রোশৎ। সত্যংভিদা সত্যংভিদা সত্যং-ভিদেতি, মৈবারুবণ্যো মৈবারুবণ্যো মৈবারুবণ্য ইতীতি। সত্যমেনং। সত্যঃ সো অস্য মহিমেতি চোক্তং॥ মহাসংহিতায়াঞ্চ—

ত্রিবিধং জীবসঙ্ঘঞ্চ পরমাত্মানমব্যয়ম্।
তেষাং ভেদং চ যে সত্যং বিদুর্মোহবিবর্জ্জিতাঃ॥
তে যান্তি পরমং স্থানং বিষ্ণোরেবাচলং ধ্রুবম্।
জীবেশ্বরভিদাং ভ্রান্তিং কেচিদাহুরপণ্ডিতাঃ॥
অনারতং তমো যান্তি পরমাত্মবিনিন্দনাৎ।
পরাধীনশ্চ বদ্ধশ্চ স্বল্পজ্ঞানসুখে হিতঃ॥
অল্পশক্তিঃ সদোষশ্চ জীবাত্মানীদৃশঃ পরঃ।
বদতাং তু তয়োরৈক্যং কিং তেনাদুষ্কৃতং কৃতম্॥
অন্তর্যাম্যৈক্যবাচীনি বচনানীহ যানি তু।
তানি দৃষ্ট্বা ভ্রমন্তীহ দুরাত্মানোহল্পচেতসঃ॥
অস্যস্মি ত্বমহং স্বাত্মেত্যভিধাগোচরো যতঃ।
সর্ব্বান্তরত্বাৎ পুরুষস্ত্বন্তর্য্যামী নিয়াময়ন্॥
অতো ভ্রমন্তি বচনৈরাসুরা মোহতৎপরৈঃ।
তন্মোহনে পরা প্রীতির্দেবানাং পরমস্য চ
অতো মহান্ধকারেষু পতন্ত্যজ্ঞানমোহিতঃ
ইত্যাদি॥ ১৩॥

বিবৃতি—পূর্ব্বেই আমরা জানিয়াছি যে, ঈশ্বর-সেবাবর্জ্জিত ক্রিয়াকলাপে যে ধর্ম্ম উপার্জ্জিত হয়, তাহার ফলস্বরূপ অর্থ এবং অর্থের ফলস্বরূপ কাম বা ঈশ্বরসেবা বর্জ্জিত ইন্দ্রিয়প্রীতি বা ফলভোগ পুনঃ পুনঃ ধর্ম্ম অর্থ কামের চক্রেই আবর্ত্তিত করায়। কর্ম্মবন্ধনমুক্ত অবস্থায় ঐ প্রকার নিজেন্দ্রিয়প্রীতির আবশ্যকতা নাই। কর্ম্মফলভোগ পরিহার করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান ও পরমাত্মসান্নিধ্য হরিসেবা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে। জ্ঞান বা যোগপদ্ধতি সুষ্ঠুতা লাভ করিলে ভগবৎপ্রীতির সহিত বিরোধ করে না, আর যে স্থলে ঈশ্বরসেবার অভাব, সে স্থলে ভগবদ্বিদ্বেষিজনের চেষ্টা আত্মার নিত্যভক্তি হইতে পৃথক্ হইয়া পড়ে। এই কারণে পুরুষগণ বর্ণভেদ ও আশ্রমভেদে যে কোন অবস্থানে অবস্থিত হইয়া ধর্ম্মের সুষ্ঠু আচরণে ফল-স্বরূপ হরিতোষণই স্থির করিবেন। নিরীশ্বর কর্ম্মি-সম্প্রদায় অথবা কৈতবযুক্ত সেশ্বর কর্ম্মিগণ স্ব-স্ব বর্ণ ও আশ্রম ধর্ম্ম হরিতোষণ ব্যতীত সুষ্ঠুভাবে আচরণ করিতে পারেন না॥ ১৩॥

তস্মাদেকেন মনসা ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ ধ্যেয়ঃ পূজ্যশ্চ নিত্যদা॥১৪॥

অন্বয়ঃ—তস্মাৎ (অতএব) সাত্বতাং (ভক্ত-জনানাং, সৎ নিত্যতত্ত্বং ভগবান্ অস্তি এষাং ইতি সত্বন্তঃ তে এব সাত্বতাঃ ভক্তা ইতি) পতিঃ (প্রভুঃ) ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) একেন মনসা (একাগ্রচিত্তেন কর্ম্মজ্ঞানযোগচাঞ্চল্যং পরিত্যজ্য) নিত্যদা (সর্ব্ব-ক্ষণং) শ্রোতব্যঃ (আকর্ণয়িতব্যঃ) কীর্ত্তিতব্যঃ (বর্ণয়িতব্যঃ) ধ্যেয়ঃ (স্মর্ত্তব্যঃ) পূজাশ্চ (সেব্যশ্চ আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যা-সিতব্য ইতি শ্রুতিবচনাৎ)॥ ১৪॥

অনুবাদ—সেই কারণে সর্ব্বক্ষণ একান্তভাবে ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষবাঞ্ছাশূন্য হইয়া ভক্তজনপালক ভগবান্ শ্রীহরির শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ ও পূজা করা কর্ত্তব্য॥ ১৪॥

বিশ্বনাথ—যস্মাদেবং তস্মাদেকেন কর্ম্মজ্ঞানাদ্য-নুতিষ্ঠাশাশূন্যেন॥ ১৪॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যেহেতু শ্রীহরির সন্তোষণ হইলে সমস্ত ধর্ম্মেরই সংসিদ্ধি হয়, অতএব একাগ্র-চিত্তে কর্ম্ম জ্ঞানাদি অনুষ্ঠানের আশাও পরিত্যাগপূর্ব্বক (ভক্তজনপালক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিয়তই শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ ও পূজা করা কর্ত্তব্য)॥ ১৪॥

বিবৃতি—সেই জন্য হরিতোষণকার্য্যে অচঞ্চল-চিত্তে নিত্যধামে অবস্থিত হইয়া শ্রীগুরুমুখ হইতে শ্রীহরিকথা শ্রবণ করিতে হইবে, শ্রুত হরিকথা গান করিতে হইবে এবং শ্রুত ও গীত হরিবিষয়ক স্মরণ করিতে হইবে। তাহা হইলেই সেবকের ভজনীয় বস্তুর পূজারূপ অনুশীলন হইবে॥ ১৪॥

যদনুধ্যাসিনা যুক্তাঃ কর্ম্ম-গ্রন্থিনিবন্ধনম্।
ছিন্দন্তি কোবিদাস্তস্য কো ন কুর্য্যাৎ কথারতিম্॥১৫

অন্বয়ঃ—যদনুধ্যাসিনা (যস্য অনুধ্যা অনুধ্যান-মেব অসিঃ খড়্গঃ তেন যস্য ভগবতঃ ধ্যানরূপ-খড়্গেন) যুক্তাঃ কোবিদাঃ (বিবেকিনঃ) গ্রন্থিনিবন্ধনং (গ্রন্থিমহঙ্কারং নিবধ্নাতি যৎ তৎ) কর্ম্ম ছিন্দন্তি, তস্য (ভগবতঃ) কথারতিং (কথায়াং রুচিং, অত্র

সাপেক্ষত্বেঽপি গমকত্বাৎ সমাসঃ) কঃ ন কুর্য্যাৎ (সর্ব্বেষামেব রতিঃ সঞ্জায়েত) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—বিবেকিগণ যাঁহার অনুস্মরণরূপ খড়্গযুক্ত হইয়া অহঙ্কারজনক ফলভোগময়ী ক্রিয়া ধ্বংস করেন, সেই ভগবানের কথায় কেই বা রুচি-বিশিষ্ট না হন ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ-- ননু চ (ভাঃ ১১।২০।৯) মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্নজায়তে ইতি (ভাঃ ১১।১১।২৩) শ্রদ্ধালুর্মে কথাঃ শৃণ্বন্নিতি (ভাঃ ১১।২০।২৭) জাত-শ্রদ্ধো মৎকথাসু ইত্যাদি ভগবদুক্তেঃ কথায়াং শ্রদ্ধা-বানেব ভক্তাবধিকারীত্যতঃ শ্রদ্ধা কথং স্যাদিত্যতঃ আহ যদন্বিতি। যস্যানুধ্যানমেবাসিঃ খড়্গস্তেন যুক্তাঃ সহিতাঃ জনাঃ গ্রন্থিনিবন্ধনং গ্রন্থিরহঙ্কারো নিবধ্যতে যেন তৎ কর্ম্ম। যদ্বা স্বসঞ্চিতধনেভ্যঃ পৃথক্‌কৃতে কিঞ্চিন্মাত্রমেকৈকদিনভোজনার্থং জনাঃ স্বগ্রন্থৌ নিব-ধ্নন্তি যথা তথৈব গ্রন্থিনিবন্ধনং বর্ত্তমানজন্মভোগ্যং প্রারব্ধং কর্ম্ম তদপি ছিন্দন্তি তস্য কথায়াং রতিং প্রীতিং কো ন কুর্য্যাদিতি তৎকথায়াং প্রীতিরপি সহসা জায়তে কিং পুনরধিকারব্যঞ্জিকা শ্রদ্ধেতি ভাবঃ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—"আমার কথাশ্রবণাদিতে যতদিন শ্রদ্ধার উদয় না হইয়াছে" ও "শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া মঙ্গলকারিণী, জনগণের পাপবিনাশিনী আমার কথা শ্রবণ করিতে করিতে" এবং "আমার কথাতে শ্রদ্ধাযুক্ত ও সকল কর্ম্মে নির্ব্বিণ্ণ (বিরক্ত) হইয়া" — ইত্যাদি একাদশ স্কন্ধে শ্রীভগবানের উক্তি অনুসারে শ্রীহরি-কথাতে শ্রদ্ধাবান্ জনই ভক্তির অধিকারী— ইহা নির্ণীত, অতএব শ্রদ্ধা কিরূপে হয় ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—'যদনুধ্যাসিনা' ইত্যাদি। যাঁহার (ভগবানের) অনুধ্যানই (নিয়ত স্মরণই) অসি অর্থাৎ খড়্গতুল্য, তাহার দ্বারা যুক্ত হইয়া, বিবেকী জনগণ গ্রন্থি-নিবন্ধন কর্ম্ম অর্থাৎ গ্রন্থি অহংকার, যে কর্ম্মের দ্বারা অহংকার নিবদ্ধ হয়, তাদৃশ অহংকার-জনক কর্ম্ম ছেদন করেন। অথবা লোকেরা যেমন স্বসঞ্চিত প্রভৃত ধন হইতে প্রতিদিনের আহারের জন্য কিছুমাত্র গ্রহণ করিয়া নিজ গ্রন্থিতে (বস্ত্রাদির অঞ্চলে) বদ্ধ করেন, সেইরূপ অহংকার-সম্ভূত বর্ত্তমান জন্মের জন্য ভোগ্য যে প্রারব্ধ কর্ম্ম, তাহাও (যাঁহার অনু-স্মরণে) ছেদন করেন, সেই ভগবানের কথাতে কোন্ জন না প্রীতি করিবে ? তাঁহার কথাতে প্রীতিও শীঘ্র উৎপন্ন হয়, আর অধিকারব্যঞ্জিকা শ্রদ্ধার কথা কি বলিব, এই ভাব। [জ্ঞানিগণের মতে—জীবের অপ্রারব্ধ, প্রারব্ধ, সঞ্চিত, ক্রিয়মাণ প্রভৃতি কর্ম্ম-সমূহের মধ্যে প্রারব্ধ ব্যতীত সমস্ত কর্ম্মই জ্ঞানরূপ অগ্নির দ্বারা দগ্ধ হয়, কিন্তু যতক্ষণ দেহ থাকে, জ্ঞানাদির দ্বারা প্রারব্ধ কর্ম্ম ক্ষয় হয় না। কিন্তু ভক্তিবাদিগণের মতে—'কর্ম্মাণি নির্দহন্তি কিন্তু চ ভক্তিভাজাম্'— অর্থাৎ ভক্তির দ্বারাই ভক্তগণের অপ্রারব্ধ, প্রারব্ধ পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্মই শ্রীভগবান্ দগ্ধ করিয়া থাকেন। কারণ ভক্তিদেবী সম্রাজ্ঞীর মত স্বাধীনা, কাজেই ভক্তিদেবীর করুণাতেই ভক্তের প্রারব্ধ পর্য্যন্ত খণ্ডন হইয়া থাকে।] ॥ ১৫ ॥

বিবৃতি—'কোবিদ'-শব্দে বিবেকবান্ ব্যক্তিকেই বুঝায়। দ্বিতীয়াভিনিবেশযুক্ত ব্যক্তিই ভোগী বা নির্ব্বোধ। বিবেকের অভাবে হরিকথা ধ্যানের পরি-বর্ত্তে মায়ার ভোক্তা বলিয়া জীবের অভিমান হয়। উহাই কর্ম্মবন্ধন। যাহারা ভোক্তৃভাব পরিহার করিয়া হরিসেবাময়ী চিন্তা করেন, তাঁহারাই অপ্রাকৃত বিবেক-রূপ খড়্গদ্বারা নিজের ভোক্তৃবুদ্ধিকে ছেদন করেন। ইতর কথায় আসক্তি ছাড়িয়া গেলে হরিকথায় রতির উদয় হয়। নির্ব্বোধ লোকে হরিকথা ছাড়িয়া স্বীয় স্থূল সূক্ষ্ম উপাধি দ্বারা কর্ম্মগ্রন্থিতে আবদ্ধ হয়। তাহারাই হরিকথারতিতে বিতৃষ্ণ ॥ ১৫ ॥

শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য বাসুদেবকথারুচিঃ।
স্যান্মহৎসেবয়া বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থনিষেবণাৎ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—হে বিপ্রাঃ (ব্রাহ্মণাঃ ঋষয়ঃ) পুণ্যতীর্থ-নিষেবণাৎ (গুরোঃ সেবয়া, নিগমাগময়োস্তীর্থমৃষি-জুষ্টজলে গুরাবিত্যমরঃ অথবা প্রভাসাদি-বিষ্ণুতীর্থ-পরিক্রময়া)মহৎ সেবয়া চ (সৎপুরুষাণাং ভক্তানাং সেবয়া চ নিষ্পাপস্য) শ্রদ্দধানস্য (সাধুগুরুশাস্ত্র-বাক্যেষু সুদৃঢ়বিশ্বাসযুক্তস্য) শুশ্রূষোঃ (ভগবৎ কথা-শ্রবণাভিলাষিণঃ) বাসুদেব-কথারুচিঃ (শ্রীহরিকথায়াং আসক্তিঃ) স্যাৎ (ভবিতুং অর্হতি) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—হে শৌনকাদি ঋষিগণ, বিষ্ণুতীর্থ

পরিক্রমা অথবা সদ্‌গুরু সেবাফলে এবং সজ্জন কৃষ্ণ-ভক্ত সেবাদ্বারাই সাধুগুরু শাস্ত্রবাক্যে শ্রদ্ধালু এবং ভগবৎকথা শ্রবণাভিলাষি-জনের শ্রীহরিকথায় আসক্তির উদয় হয় ।। ১৬ ।।

বিশ্বনাথ—তদপি কথায়াং প্রীতিরেবাবির্ভাবে প্রকারং শৃণুতেত্যাহ শুশ্রূষোরিতি। মহৎসেবয়া যাদৃচ্ছিকমহৎকৃপা-জনিতয়া মহতাং সেবয়া শ্রদ্দধানস্য জাতশ্রদ্ধস্য পুংসঃ পুণ্যতীর্থং সদ্‌গুরুস্তস্য নিষেবণং চরণাশ্রয়ণং স্যাৎ। নিদানাগময়োস্তীর্থমৃষিজুষ্টজলে গুরাবিত্যমরঃ। তস্মাচ্চ শুশ্রূষো-স্তস্য বাসুদেবকথাসু রুচিঃ স্যাদিত্যন্বয়ঃ ।। ১৬ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহা হইলেও শ্রীভগবানের কথাতে প্রীতির আবির্ভাবের প্রকার শ্রবণ করুন—এই বিষয়ে বলিতেছেন—'শুশ্রূষোঃ' অর্থাৎ শ্রবণা-ভিলাষীর ইত্যাদি। মহৎসেবার দ্বারা, অর্থাৎ যাদৃচ্ছিক (স্বেচ্ছায় সমাগত) মহতের কৃপাজনিত মহদ্গণের সেবার দ্বারা জাতশ্রদ্ধ (শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইয়াছে, এমন শ্রদ্ধালু) পুরুষের পুণ্যতীর্থ-নিষেবণ অর্থাৎ সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় হইয়া থাকে। অমর-কোষে তীর্থ-শব্দের অর্থ বলা হইয়াছে—'নিদান, আগম, তীর্থ, ঋষিজুষ্ট জল এবং শ্রীগুরুদেব।' সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রয় হইতেই শ্রদ্ধাবান্ জনের বাসুদেবের কথাতে রুচি হয়—এই অন্বয় ।। ১৬ ।।

বিবৃতি—হরিকথায় শ্রদ্ধাবানের রুচি কি প্রকারে উদিত হয়, তন্নিরূপণে শ্রবণকারী বা রুচির গ্রাহকের পক্ষে দুইটী সেব্যবস্তুর সেবা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ভগ-বদ্ভক্তের হৃদয়ই পুণ্যতীর্থ এবং ভগবদ্ভক্তের অধিষ্ঠিতভূমিও পুণ্যতীর্থনামে কথিত হয়। এই দুইপ্রকার তীর্থ হইতে উদ্দীপনযোগে হরিকথায় রুচি হয়। তীর্থসেবা ব্যতীত রুচ্যুৎপত্তির অপর কারণ মহতের সেবা। (ভাঃ ৫।১৮।১২) যস্যাস্তি ভক্তি-র্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ। হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ।।

কৃষ্ণেতর বিষয়বিরক্ত সর্ব্বসদ্‌গুণসম্পন্ন হরিজন-গণই মহান্ কৃষ্ণভজনহীন সঙ্কীর্ণহৃদয় ভোগলুব্ধ জনগণ নিতান্ত সঙ্কীর্ণ ও সাম্প্রদায়িক। সেই সঙ্কীর্ণ-চেতা ব্যক্তিগণ নিজ নিজ সঙ্কীর্ণতা বুঝিতে পারিয়া যাবতীয় সঙ্কীর্ণ-বুদ্ধিজনগণকে সমন্বয় করিতে গিয়া মহত্ত্বের চিত্র অঙ্কন করেন, কিন্তু তাহাতে হরিসেবা না থাকায় তাহা কৃষ্ণেতর বিষয়সেবা মাত্র হইয়া যায়। এই উদারব্রুব কুসাম্প্রদায়িকগণ ক্ষুদ্রের সেবা করিতে করিতে মহৎ হরিজনগণকেও সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক মনে করেন। যে কালে তিনি অসতের সহিত সমন্বয় ভাব পরিত্যাগ করিয়া মহৎ সজ্জনের সহিত সঙ্গ করেন, তৎকালে তাহার অসৎ কুরুচি পরিবর্ত্তিত হইয়া হরিকথায় রুচি হয়। সুমহান্ ভগবানের সেবানিরত হইলেই বদ্ধজীবের ইতর-বিষয়ে রুচিগত সঙ্কীর্ণতা বিদূরিত হয়। মহতের সেবায় জীবের যথেচ্ছাচার জাত তর্কপথ নিরস্ত হয়। তিনি তখন হরিকথাশ্রুতির পথকে গ্রহণ করিয়া কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির আশ্রয় করেন। কীর্ত্তনকারী হরি ও মায়ার সহিত সমন্বয়পন্থা ত্যাগ করিয়া কেবল হরিসেবায় আত্মনিয়োগ করেন ।। ১৬ ।।

শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎ সতাম্ ।।১৭।।

অন্বয়ঃ—পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ (যস্য শ্রবণং কীর্ত্তনং চাপি পাবনং সঃ) সতাং (সাধূনাং) সুহৃৎ (হিতকারী ভগবান্) কৃষ্ণঃ স্বকথাঃ (স্বীয় নামগুণকথাঃ) শৃণ্বতাং (শ্রবণশীলানাং) অন্তঃস্থঃ (হৃদয়স্থঃ সন্ চৈত্ত্যগুরু-রূপেণেত্যর্থঃ) হৃদি (হৃদয়ে যানি) অভদ্রাণি (রাগাদি-বাসনাঃ তানি) বিধুনোতি (নাশয়তি) ।। ১৭ ।।

অনুবাদ—যাঁহার নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন পরম-পাবন এবম্বিধ সাধুদিগের হিতকারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় অপ্রাকৃত কথা বা নামগুণশ্রবণকারী মানবগণের অন্তর্য্যামী চৈত্ত্যগুরুরূপে হৃদয়ের পাপবাসনাসমূহ সমূলে ধ্বংস করেন ।। ১৭ ।।

বিশ্বনাথ—ততশ্চ শৃণ্বতামিতি ক্রমেণ শ্রবণ-কীর্ত্তনে উক্তে। ততশ্চ হৃদি যান্যভদ্রাণি পাপানি তান্যন্তঃস্থঃ সন্ বিধুনোতীতি স্মরণম্ ।। ১৭ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—তারপর (অর্থাৎ শ্রীগুরু-পাদপদ্মের আশ্রয় লাভে শ্রীবাসুদেব-কথাতে রুচি লাভের পর) 'শৃণ্বতাং' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের কথা শ্রবণ-কারী মানবগণের। এখানে ক্রমে শ্রবণ ও কীর্ত্তনের

(অর্থাৎ প্রথমে শ্রবণ ও পরে কীর্ত্তনের) কথা বলা হইয়াছে। তারপর সাধকের হৃদয়ে যে সমস্ত অমঙ্গল (অর্থাৎ অপরাধ-জনিত) পাপবাসনাসমূহ বিদ্যমান, সেইগুলি শ্রীকৃষ্ণ (অন্তর্য্যামিরূপে বা চৈত্যগুরুরূপে) অন্তঃস্থ হইয়া বিধৌত করেন, ইহার দ্বারা স্মরণ অঙ্গের নির্দ্দেশ করা হইল ॥ ১৭ ॥

বিবৃতি—মহৎ সাধুগণের একমাত্র বন্ধু কৃষ্ণ। তিনি যাহার কর্ণে শব্দব্রহ্মরূপে উদিত হইয়া নামব্রহ্মরূপে কীর্ত্তিত হন, তাঁহার হৃদয়ে মায়িক ভোগপর অভদ্রসমূহ কোন ক্রমেই অবস্থান করিতে পারে না। পূর্ব্ব-কথিত হরিস্মরণরূপ খড়্গ ইতর চিন্তাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ভোগময়ী চিন্তার একেবারে ধ্বংস করে। হৃদয় হইতেই ভোগের বাসনা। সেই ভোগপ্রবৃত্তি ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তিকে অনুশীলন করিতে গিয়া বহু অনর্থদ্বারা বিপন্ন হয়। অন্তর্য্যামী কৃষ্ণ শ্রবণ-কীর্ত্তন দ্বারা সেবিত হইলেই জীবের বাহ্য ভোগফল গ্রহণ করিবার পিপাসা থাকে না ॥ ১৭ ॥

নষ্টপ্রায়েষ্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবতসেবয়া।
ভগবত্যুত্তমঃশ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—নিত্যং (সর্ব্বক্ষণং) ভাগবতসেবয়া (ভক্তপরিচর্য্যয়া অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতশ্রবণেন চ) অভদ্রেষু (অনর্থেষু) নষ্ট-প্রায়েষু (বাহুল্যেন নষ্টেষু, ন তু জ্ঞানমিব সম্যগ্ নষ্টেষু ইতি ভক্তের্নিরর্গল-স্বভাবত্ব-মুক্তমিতি শ্রীজীবপাদাঃ) উত্তমঃশ্লোকে (উৎকৃষ্ট যশসি) ভগবতি (শ্রীকৃষ্ণে পুংস ইতি শেষঃ) নৈষ্ঠিকী (বিক্ষেপাভাবাৎ নিশ্চলা) ভক্তিঃ ভবতি ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—সর্ব্বক্ষণ বৈষ্ণব-পরিচর্য্যা ও ভাগবত শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতে করিতে অমঙ্গল অর্থাৎ কষায়-সমূহ ধ্বংসপ্রায় হইলে উত্তমকীর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণে মানবের অচলা ও বিক্ষেপরহিতা ভক্তির উদয় হয় ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—ভাগবতানাং বৈষ্ণবানাং ভাগবতস্য শাস্ত্রস্য চ। নষ্টপ্রায়েষ্বিতি। নামাপরাধলক্ষণস্যাভদ্রস্য **কশ্চন** কশ্চন প্রবলো ভাগঃ ক্ষীণত্বং গচ্ছন্ রতিপর্য্যন্তোঽপি ভবতীতি ভাবঃ। নৈষ্ঠিকী নিষ্ঠা চিত্তৈকাগ্র্যং তাং প্রাপ্তা ॥ ১৮ ॥

—১৬

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভাগবত-সেবয়া' — ইহার অর্থ, ভাগবত বৈষ্ণবগণের এবং শ্রীভাগবত শাস্ত্রের। **'নষ্টপ্রায়েষু'** কথার অর্থ—নামাপরাধ-রূপ অভদ্র অর্থাৎ অনর্থ-সমূহের কোন কোন প্রবল ভাগ ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইয়া রতি-পর্য্যন্তও হইয়া থাকে—এই ভাব। 'নৈষ্ঠিকী'—নিষ্ঠা হইতেছে চিত্তের একাগ্রতা, তাদৃশী অচলা ভক্তির উদয় হয় ॥ ১৮ ॥

বিবৃতি—শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের সেবা দ্বারা, শ্রীমদ্ভাগবত-লিখিত ধর্ম্মানুষ্ঠানকারীর সেবাফলে সকল অহংকার ও কৃষ্ণেতর প্রতীতিরূপ দ্বিতীয়াভিনিবেশ বিগত হইলে সর্ব্বোত্তমপ্রাপ্য নৈষ্ঠিকী ভক্তি অর্থাৎ নিরন্তর ভগবৎসেবা-প্রবৃত্তি উদিত হয়। হরিসেবা-বিরোধী অভদ্র কামনাসমূহ যে পরিমাণে ক্ষীণ হয়, সেই পরিমাণে নৈষ্ঠিকী ভক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। অসৎসঙ্গ-বর্জ্জন ব্যতীত নৈষ্ঠিকী ভক্তির উদয়-সম্ভাবনা নাই। ভোগী কর্ম্মী বা ফল্গুবৈরাগী জ্ঞানীর কুসঙ্গ ভগবদ্ভক্তের সঙ্গক্রমেই ধ্বংস হয়। তখন আর অভক্ত-সঙ্গের কুপ্রবৃত্তি হয় না ॥ ১৮ ॥

তদা রজস্তমোভাবাঃ কামলোভাদয়শ্চ যে।
চেত এতৈরনাবিদ্ধং স্থিতং সত্ত্বে প্রসীদতি ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—তদা (নৈষ্ঠিকভক্ত্যুদয়ে) রজস্তমোভাবাঃ (রজস্তমোগুণজাতাঃ যে তৎপ্রভাবা ভাবাঃ) যে চ কাম লোভাদয়ঃ (সন্তীতি শেষঃ) এতৈঃ অনাবিদ্ধং (অনভিভূতং) চেতঃ (মনঃ) সত্ত্বে (শুদ্ধ-সত্ত্বে) স্থিতং (সৎ) প্রসীদতি (উপশাম্যতি প্রসন্নং ভবতি) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—নৈষ্ঠিকী ভক্তির উদয়ে রজস্তমোগুণ-জাত যে সকল ভাব এবং কামাদি রিপুষট্‌ক বর্ত্তমান ছিল, সেই সকল ভজনবিঘ্নরূপ দুঃসঙ্গে অভিভূত না হইয়া মন শুদ্ধসত্ত্ব-মগ্ন হইয়া উপশম লাভ করে ॥১৯॥

বিশ্বনাথ—রজস্তমোভ্যাং ভাব উৎপত্তির্যেষাং তে বিক্ষেপলয়াদয়ঃ। আদিশব্দাৎ ক্রোধমোহমাৎসর্য্যাণি অনাবিদ্ধং অবিকৃতং ভবতি তেন বিষয়েষ্বরুচ্যা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিষু স্বাদুত্বভাণলক্ষণা রুচির্ভবতীত্যায়াতম্। তেন পূর্ব্বদশায়াং কামলোভাদ্যৈস্তীক্ষ্ণশরায়িতৈরাবিদ্ধং

চেতঃ কথং প্রসীদতু কথং বা কীর্ত্তনাদেঃ সম্যগাস্বাদং লভতাং ন হি ব্যথা জর্জ্জরিতস্যান্নাদিকং সম্যক্ রোচতে ইতি ভাবঃ। ততশ্চ সত্ত্বে শুদ্ধসত্ত্বমূর্ত্তৌ ভগবতি স্থিতং আসক্তম্ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—রজঃ এবং তমোগুণ হইতে উৎপন্ন যে সকল বিক্ষেপ ও লয় অর্থাৎ চঞ্চলতা ও আচ্ছন্নতা প্রভৃতি। 'কাম-লোভাদি' শব্দের আদি-পদের দ্বারা ক্রোধ, মোহ ও মাৎসর্য্য বুঝিতে হইবে। অনাবিদ্ধ বলিতে অবিকৃত হয়। ইহার দ্বারা বিষয়-সমূহে অরুচি এবং শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে মিষ্টতা-বোধ-রূপ রুচির উৎপত্তি হয়—এই ভাব। তাহা হইলে পূর্ব্বদশায় (অর্থাৎ শ্রবণ কীর্ত্তনাদিতে রুচি উৎপত্তির পূর্ব্বে) কাম, লোভাদি-রূপ তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা আবিদ্ধ চিত্ত কি করিয়া উপশম হইবে এবং কি প্রকারেই বা কীর্ত্তনাদির সম্যক্ আস্বাদ লাভ করিবে, যেহেতু ব্যথা-জর্জ্জরিত ব্যক্তির অন্নাদি সম্যক্ রুচিপ্রদ হয় না। সেইজন্য বলিতেছেন—শুদ্ধ সত্ত্বমূর্ত্তি শ্রীভগবানে চিত্ত আসক্ত হইয়া উপশম লাভ করে ॥১৯॥

বিবৃতি—প্রকৃত জগতে রজস্তমোগুণ কামক্রোধ লোভমোহমদমাৎসর্য্য প্রসব করে ও সকল সদ্‌গুণ নষ্ট করে। এই গুণের দ্বারা চালিত হইয়া ভোগের উদ্দেশ্যে যে সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহা অচঞ্চল সত্ত্বগুণ স্থাপন করে না। সত্ত্বগুণপ্রাবল্যে অর্থাৎ জীবের নিত্যানিত্য-বিবেক উদিত হইলে রজস্তমো-গুণের বৃত্তিসমূহ জীবকে আচ্ছন্ন করিতে পারে না। তখন শুদ্ধনির্ম্মল জীবাত্মা দুর্গতি স্বীকার না করিয়া হরিসেবাময়ী চিত্তবৃত্তিতে অবস্থিত হন ॥ ১৯ ॥

এবং প্রসন্নমনসো ভগবদ্ভক্তিযোগতঃ।
ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞানং মুক্তসঙ্গস্য জায়তে ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ— এবং (পূর্ব্বোক্ত-প্রকারেণ) ভগবদ্ভক্তি-যোগতঃ (ভগবদ্ভজন-প্রভাবাৎ) প্রসন্নমনসঃ (প্রশান্ত-চিত্তস্য অতএব) মুক্তসঙ্গস্য (কামাদিবাসনাশূন্যস্য সাধকস্য) ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞানং (ভগবতঃ তত্ত্বস্য সচ্চিদানন্দবিগ্রহত্ব-বিভূচৈতন্যত্বস্য বিজ্ঞানমনুভবঃ সাক্ষাৎকার ইতি শ্রীজীবপাদাঃ জায়তে (ভবতি) ॥২০॥

অনুবাদ—এই প্রকার শান্তচেতা কামাদি বাসনা-শূন্য সাধকের সশক্তিক ভগবজ্‌জ্ঞান বা সাক্ষাদনুভবের উদয় হয় ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—এবমনেন প্রকারেণাসক্তিপূর্ব্বকং প্রতি-ক্ষণং ভগবতঃ কৃষ্ণস্য ভজনং কুর্ব্বতঃ প্রসন্নমনসঃ উৎপন্নরতেরিত্যর্থঃ রত্যা বিনা সর্ব্বথা বিষয়াসং-স্পর্শস্যানুৎপত্তেস্তেন বিনা চ মনঃপ্রসাদাসম্ভবাদিতি। ততশ্চ ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রেমা তস্মাচ্চ ভগবত-স্তত্ত্বস্য স্বরূপগুণলীলৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যস্য বিজ্ঞানমনুভবঃ ইত্যনুভবঃ ইত্যনুসংহিতং ভক্তেঃ ফলমুক্তং (ভাঃ ১।২।৭) জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকমিতি যৎ পূর্ব্বমুক্তং তদিদমেব জ্ঞেয়ং মুক্তসঙ্গস্য উৎপন্ন-বৈরাগ্যস্য ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই প্রকারে আসক্তিপূর্ব্বক প্রতিক্ষণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভজনকারী সাধকের চিত্ত প্রসন্ন হয় অর্থাৎ তাঁহার শ্রীভগবদ্বিষয়ে রতি উৎপন্ন হয়—এই অর্থ। কারণ রতি (ভাব) ব্যতীত সর্ব্বপ্রকারে বিষয়ের সংস্পর্শ-শূন্যতা হয় না, আর বিষয়-বাসনাশূন্য না হইলে মনের প্রসন্নতা অসম্ভব। তারপর (ভাব-ভক্তি উদয়ের পর) শ্রীভগবানে ভক্তিযোগ অর্থাৎ প্রেম উৎপন্ন হয় এবং সেই প্রেম হইতেই ভগবানের তত্ত্বের অর্থাৎ স্বরূপ, গুণ, লীলা, ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের বিজ্ঞান অর্থাৎ অনুভব হইয়া থাকে। এখানে অনুভব—ইহা ভক্তির অনুসংহিত (নির্ধারিত, অব্যভিচারী) ফল বলা হইল। পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে—'ভগবান্ বাসুদেবে ভক্তিযোগ প্রযোজিত হইলে শীঘ্রই বৈরাগ্য ও অহৈতুক জ্ঞান উৎপন্ন হয়'—ইহা তাহাই জানিতে হইবে। 'মুক্ত-সঙ্গস্য'—অর্থ যাঁহার বৈরাগ্য উৎপন্ন হইয়াছে ॥২০॥

বিবৃতি—জীবের অনর্থনিবৃত্ত হইলে নৈষ্ঠিকী ভক্তিতে অবস্থিত হইয়া তিনি ভগবত্তত্ত্বের উপলব্ধি করেন। তখন তাহার চিত্ত ভক্তিযোগক্রমে শোক ও অভাবের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া প্রসন্নচিত্ত হ'ন। গীতা-কথিত—

"ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥"

এই শ্লোকে কর্ম্মবন্ধন ভোগপ্রবৃত্তি হইতে মুক্ত-পুরুষগণই ভগবানে সম্বন্ধজ্ঞানবিশিষ্ট হন। ভগবৎ-সেবাময় রাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাদের চিত্ত ভগ-

বদিতর বস্তুতে আকৃষ্ট হয় না। হরিসেবা কার্য্যে নিরত জন নিত্যানন্দময়। যে কালে নিত্য চিন্ময় ইন্দ্রিয় অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনে প্রীতিস্থাপনে নিযুক্ত হয়, তৎকালে নশ্বর ইন্দ্রিয়ের উপাধিগুলির অধিষ্ঠান দেখা যায় না। হৃষীকেশ প্রত্যেক জীবের সেবনোন্মুখ ইন্দ্রিয়বৃত্তিদ্বারা নিরুপাধিক সেবা গ্রহণ করেন, তদ্দ্বারা জীবের কামতৃপ্তিফলমাত্র লাভ হয় না। চিদিন্দ্রিয়-দ্বারা কৃষ্ণদাসের নিত্যকাল কৃষ্ণসেবা এবং বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে নশ্বর স্বার্থপরতারূপ কাম এক-বৃত্তি নহে। ইন্দ্রিয়তর্পণ ও চিন্ময় ইন্দ্রিয়দ্বারা হরিসেবন পরস্পর সম্পূর্ণ পৃথক্ ব্যাপার। কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছামূলে সেবকের যে নিত্যবৃত্তি ক্রিয়া তাহাই সাক্ষাৎকার। উহার সহিত বহিঃপ্রজ্ঞার প্রতিকূল সম্বন্ধ। সাক্ষাৎকারের অভাবেই বদ্ধজীবের বাহ্যদর্শন ॥ ২০ ॥

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—আত্মনি (স্বরূপভূতে) ঈশ্বরে (ভগবতি তৎস্বরূপে ইত্যর্থঃ) দৃষ্ট (সাক্ষাৎকৃতে স্ফূর্ত্তিং প্রাপ্তে সতি) এব (জ্ঞানানন্তরমেব) অস্য (পুংসঃ) হৃদয়গ্রন্থিঃ (হৃদয়মেব গ্রন্থিঃ চিজ্জড়গ্রন্থনরূপোঽহঙ্কারঃ) ভিদ্যতে (নশ্যতি অতএব) সর্ব্বে সংশয়াঃ (অসম্ভাবনাদিরূপাঃ সন্দেহাঃ) ছিদ্যন্তে (নশ্যন্তি) কর্ম্মাণি (অনারব্ধফলানি) চ ক্ষীয়ন্তে (নশ্যন্তি) ॥২১॥

অনুবাদ—আত্মার আত্মা পরমাত্মা ভগবানের স্বরূপ সাক্ষাৎকারফলে অর্থাৎ আত্মদর্শন হইলেই ভগবৎ-তত্ত্ববেত্তার অহঙ্কাররূপ মনের শৃঙ্খল বিনষ্ট হয়, অসম্ভাবনাদিরূপ সকল সন্দেহরজ্জু ছিন্ন হয় এবং অনারব্ধ ফলসমূহ ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—হৃদয়গ্রন্থিরবিদ্যা ভিদ্যত ইতি কর্ম্ম-কর্ত্তরি প্রয়োগেণাবিদ্যাধ্বংসো ভক্তানামননুসংহিতং ফলং এবমেব ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ অসম্ভাবনাদি-রূপাঃ। আত্মনীতি ঈশ্বর ইত্যস্য বিশেষণং যদ্বা আত্মন্যেব মনস্যেব দৃষ্টে কিং পুনঃ সাক্ষাদ্দৃষ্টে সতীতি স্ফূর্ত্তিসাক্ষাৎকারাবুক্তৌ। সতাং কৃপা মহৎ-সেবা শ্রদ্ধা গুরুপদাশ্রয়ঃ। ভজনেষু স্পৃহা ভক্তি-রনর্থাপগমস্ততঃ। নিষ্ঠা-রুচিরথাসক্তীরতিঃ প্রেমাথ দর্শনম্। হরের্মাধুর্য্যানুভব ইত্যর্থাঃ স্যুশ্চতুর্দ্দশ ॥২১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হৃদয়গ্রন্থি বলিতে অবিদ্যা (অহংকার) ভিদ্যতে অর্থাৎ নষ্ট হয়। এখানে 'ভিদ্যতে'—ইহা কর্ম্মকর্ত্তরি প্রয়োগের দ্বারা ভক্তগণের অবিদ্যা-ধ্বংস আনুষঙ্গিক ফল। এইরূপ অসম্ভা-বনাদিরূপ সকল সংশয় ছিন্ন হয়। 'আত্মনি' এই পদ 'ঈশ্বরে' ইহার বিশেষণ অর্থাৎ আত্মার আত্মা পরমাত্মা ভগবান্ দৃষ্ট হইলে। অথবা আত্মনি অর্থাৎ মনেই দৃষ্ট হইলে (হৃদয়গ্রন্থি ও সকল সংশয় ছিন্ন হয়), আর সাক্ষাৎ দৃষ্ট হইলে কি বক্তব্য ? এখানে মনে স্ফূর্ত্তি ও সাক্ষাৎকার—উভয়ই উক্ত হইল।

এখানে ভক্তগণের চতুর্দ্দশটী অবশ্য প্রয়োজনীয় ভজনাঙ্গের কথা বলা হইয়াছে—(১) সাধুজনের কৃপা, (২) মহতের সেবা, (৩) শ্রদ্ধা, (৪) গুরুপদাশ্রয়, (৫) ভজনে স্পৃহা, (৬) ভক্তি, (৭) অনর্থ-নিবৃত্তি, (৮) নিষ্ঠা, (৯) রুচি, (১০) আসক্তি, (১১) রতি, (১২) প্রেম, (১৩) দর্শন এবং (১৪) শ্রীহরির মাধুর্য্যের অনুভব ॥ ২১ ॥

তথ্য—ভাগবতের একাদশ স্কন্ধ বিংশ অধ্যায় ৩০ শ্লোক ও এই শ্লোক একই। মুণ্ডকোপনিষদে ২।২।৮—"দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে" স্থলে "তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে" মন্ত্রাংশ দৃষ্ট হয় ॥ ২১ ॥

বিবৃতি—অনাত্মায় ঈশ্বর দর্শন বদ্ধজীবের ধর্ম্ম। মায়াবাদিগণ আত্মবস্তুতে ঈশ্বর দর্শনের পরিবর্ত্তে মায়িক বিচিত্রতার অন্তরালে ঈশ্বরত্ব দেখিয়া থাকেন। নির্ব্বিশেষ-বাদ জীবের শেষপ্রাপ্য হইলে বৈকুণ্ঠে ঈশ্বর-দর্শনাভাব ঘটে। ভক্তিমান্ জনগণই শ্রীগুরুপাদাশ্রয় করিয়া থাকেন। শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মকেই আত্মা, স্বীয় নিত্যবৃত্তি ভক্তিবলে নিজের প্রভু বলিয়া অবগত হন। সেই হরিপরিকরবর শ্রীগুরুদেব আত্মধর্ম্মে সর্ব্বদা অবস্থিত। শ্রীগুরুদেব আম্নায় পারম্পর্য্যে স্বয়ং আশ্রয়জাতীয় ঈশ্বরতত্ত্ব হইয়াও বিষয়-জাতীয় ঈশ্বরের সেবক অভিমান করেন। এই উপাস্য ও উপাসকের নিত্যত্বে ঈশ্বরত্বে বৈচিত্র্য সন্দর্শনকারী পরম শ্রেয়ঃ লাভ করেন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে লিখিত আছে,—

"যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥"

শ্রীগুরুকৃপা ব্যতীত শ্রুতির অর্থ অপরে জানিতে পারে না। তর্কপন্থায় অচিন্ত্য অপ্রাকৃত ঈশ্বর-ভাব কখনই প্রকাশিত হয় না। শ্রৌতপন্থায় গুরুকৃপা-বলেই তাহা পাওয়া যায়। মুণ্ডকোপনিষদে কথিত—

"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাং" মন্ত্রানুসারে পরমাত্মা বদ্ধজীবের লভ্য হন না অর্থাৎ ঈশ্বর প্রাকৃতদৃষ্টির মধ্যে আসেন না।

"দ্বা সপর্ণা" প্রভৃতি তিনটী মন্ত্রে ঈশ ও বশ্য, পূজনীয় বস্তু ও ভক্ত এবং তাঁহাদের নিত্যভজনের কথা সুস্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। সেই ভক্তির কথা হৃদয়ঙ্গম না হইলে কেহই বেদার্থ-সংগ্রহে সমর্থ হন না। শ্রীগুরুদেব ও তাঁহার উপাস্য ভগবানে ভক্তি-বিশিষ্ট জনই কর্ম্মফল-ভোগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পান। গুরুকৃষ্ণকৃপা হইতেই ভক্তিলতার বীজ পাওয়া যায়। তৎকালে হৃদয়স্থিত স্থূল সূক্ষ্ম জগতের গ্রন্থি-সমূহ ছিন্নভিন্ন হয়। জীব স্বীয় ঔপাধিক মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন এবং অক্ষজজ্ঞান আর তাঁহাকে প্রতারিত করে না। তৎ-কালে তাঁহার সকল সংশয় বিদূরিত হয় এবং কর্ম্ম-ফলভোগস্পৃহা ক্ষীণ হইয়া পড়ে। বলা বাহুল্য, বদ্ধ-জীবের স্থূল সূক্ষ্ম উপাধিরূপ নিগড়ে আবদ্ধ থাকা কাল পর্য্যন্ত জড়ভোগের অহঙ্কার নষ্ট হয় না, সংশয় ছেদন হয় না, এবং কর্ম্মফলভোগের সমাপ্তি হয় না। যে কালে তিনি ভগবানকে নিজ ঈশ বলিয়া এবং আপনাকে হরিদাস বৈষ্ণব, বা কার্ষ্ণ বলিয়া জানিতে না পারেন, তৎকালাবধি তাঁহার স্থূল সূক্ষ্ম দ্বিবিধ শরীর ও তাহার বৃত্তিসমূহ তাঁহাকে বিপন্ন করিতে থাকে। ভক্তিচক্ষু দ্বারা আশ্রয় জাতীয় সেবক-বেষ্টিত শ্রীশ্যামসুন্দরকে দর্শন করিলে জীবের যাবতীয় মনো-মালিন্য ও হরিভজনের অযোগ্যতা দূরীভূত হয়। হরিসেবা-বর্জ্জিত ব্যক্তি নিজ স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া ভোগী বা ত্যাগী হইয়া পড়েন। বৈষ্ণবের দর্শনে নিত্য সেবা বর্ত্তমান। অবৈষ্ণবগণ ভক্তিবিরহিত হইয়া দৃষ্টিরহিত ও অন্ধ এবং নানা কল্পনার আহ্বান করেন; তাহাতে কর্ম্মফলভোগ, সংশয় ও নানাবিধ তমোভাব বর্ত্তমান থাকে ॥ ২১ ॥

অতো বৈ কবয়ো নিত্যং ভক্তিং পরময়া মুদা।
বাসুদেবে ভগবতি কুর্ব্বন্ত্যাত্মপ্রসাদনীম্ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—অতো (অস্মাৎ কারণাৎ) বৈ (নিশ্চিতং) কবয়ঃ (সুধিয়ঃ) পরময়া মুদা (আত্যন্তিকেন আনন্দেন) ভগবতি বাসুদেবে নিত্যং (সর্ব্বক্ষণং) আত্মপ্রসাদনীং (মনঃশোধনীং) ভক্তিং কুর্ব্বন্তি ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—এই কারণেই পণ্ডিতগণ অতি আনন্দ সহকারে ভগবান্ বাসুদেবের সর্ব্বক্ষণ মনঃশোধনী সেবা করিয়া থাকেন ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—পরময়া মুদেতি। সাধনদশায়ামপি কষ্টাভাব উক্তঃ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পরময়া মুদা' অর্থাৎ অতি-শয় আনন্দ সহকারে, ইহার দ্বারা সাধনদশাতেও কষ্টের অভাব উক্ত হইল। (কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগা-দির মত ভক্তি-সাধনে সাধনকালেও কোন কৃচ্ছ্রতা বা আয়াসের প্রয়োজন নাই। আনন্দ সহকারেই আনন্দময় শ্রীগোবিন্দের সেবা করিতে হয়।) ॥২২॥

সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতের্গুণা-
স্তৈর্যুক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে।
স্থিত্যাদয়ে হরিবিরিঞ্চিহরেতিসংজ্ঞাঃ
শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্বতনোর্নৃণাং স্যুঃ ॥২৩॥

অন্বয়ঃ—সত্ত্বং রজঃ তম ইতি প্রকৃতেঃ (প্রকৃতিজাতাঃ) গুণাঃ, তৈঃ (গুণৈঃ) যুক্তঃ (সমন্বিতঃ গুণাধিষ্ঠাতৃদেবরূপৈঃ) একঃ পরঃ (শ্রেষ্ঠঃ) পুরুষঃ (তুরীয়ো নারায়ণঃ) অস্য (বিশ্বস্য) স্থিত্যাদয়ে (উৎপত্তিপালনলয়ার্থং) হরিবিরিঞ্চিহরেতি সংজ্ঞাঃ (বিষ্ণুব্রহ্মশিবেতি নামানি) ধত্তে (ধরতি)। তত্র (তেষাং মধ্যে) সত্ত্বতনোঃ (সত্ত্ববিগ্রহাৎ বাসুদেবাৎ) শ্রেয়াংসি (শুভফলানি) স্যুঃ (উদ্যন্তি ন ব্রহ্মরুদ্রাভ্যাং ভবন্তি হি) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটী প্রকৃতির গুণ। সেই গুণত্রয়ের অধীশ্বররূপে এক পরমপুরুষ তুরীয় নারায়ণ এই বিশ্বের পালন, উৎপত্তি ও ধ্বংসের নিমিত্ত বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিব এই ত্রিবিধ নাম ধারণ করেন। তাঁহাদিগের মধ্যে সত্ত্ব-

বিগ্রহ বাসুদেব হইতেই শুভফলের উদয় হয় কিন্তু ব্রহ্মা রুদ্র হইতে হয় না ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—এবং কর্ম্মজ্ঞানাদিকমতিক্রম্য ভক্তেরেব যথা কর্ত্তব্যত্বমুক্তম্। তথৈব দেবতান্তরোপাসনামপ্যপহায় ভগবানেবোপাস্য ইত্যুচ্যতে। স চ ভগবানেক এবাপি ক্রীড়য়াবতরন্ননেকোঽপি ভবতি (ভাঃ ১০।৪০। ৭) বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকমিতি দশমাৎ। তস্যাবতারা দ্বিবিধাঃ চিচ্ছক্ত্যা মায়াশক্ত্যা চ। চিচ্ছক্ত্যা মৎস্যকূর্ম্মাদয়ো ভজনীয়া এব। মায়াশক্ত্যা চ যে সত্ত্বরজস্তমোভিবিষ্ণুব্রহ্মরুদ্রাস্তেষু বিষ্ণুরেব ভজনীয় ইত্যাহ সত্ত্বমিতি। ইহ যদ্যপি এক এব পুমান্ আদিপুরুষঃ অস্য বিশ্বস্য স্থিত্যাদয়ে স্থিতিসৃষ্টিলয়ার্থম্। তৈঃ সত্ত্বাদিভির্যুক্ত এব হরিবিরিঞ্চিহরা ইতি সংজ্ঞা ধত্তে। সন্ধিরার্ষঃ। পর ইতি গুণৈর্যুক্তোঽপি অচিন্ত্যশক্ত্যা তেভ্যো বহিঃ পৃথগবস্থিত্যৈব তেষামস্পর্শনাৎ পর অযুক্ত ইত্যর্থঃ। তদপি শ্রেয়াংসি ভক্তানামভীষ্টানি। তত্র তেষু মধ্যে সত্ত্বতনোঃ (ভাঃ ১।২।২৫) ভেজিরে মুনয়োঽথাগ্রে ভগবন্তমধোক্ষজম্। সত্ত্বং বিশুদ্ধং ক্ষেমায় কল্পন্তে যেঽনুতানিহ ইত্যুত্তর শ্লোকদৃষ্ট্যা বিশুদ্ধ সত্ত্বাত্মকশরীরাৎ হরেরেব স্যুঃ। (শ্বে ৬।১১) সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চেতি। সত্ত্বাদয়ো ন সন্তীশে যত্র চ প্রাকৃতা গুণা ইতি (১০।৮৮।৫) হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিবিরোধাৎ। হরৌ মায়াগুণস্য সত্ত্বস্য যুক্তত্বেঽপি তস্যাযোগ এব। সত্ত্বস্য প্রকাশরূপত্বাদৌদাসীন্যাচ্চ তেন সচ্চিদানন্দবস্তুনো মহাপ্রকাশকস্যোপরাগাসম্ভবাৎ প্রাকৃতসত্ত্বস্য ন হি হরিশরীরারম্ভকত্বম্। রজস্তমসোস্তু বিক্ষেপরূপত্বাবরণরূপত্বাভ্যামুপকারকত্বাপকারকত্বাভ্যাঞ্চ তাভ্যামানন্দস্য বিক্ষিপ্তত্বমাবৃতত্বমিত্যুপরাগসংভবাৎ ব্রহ্মরুদ্রয়োরজস্তমস্তনুত্বমেবেতি তয়োঃ সগুণত্বং হরের্নির্গুণত্বং চ যুক্তিসিদ্ধমেব নির্গুণত্বেঽপি প্রাকৃতসত্ত্বস্য প্রকাশরূপেণ তৎসমীপবর্ত্তিতয়া তত্র স্থিতত্বাদ্বিশ্বপালনলক্ষণস্তদ্ধর্ম্ম ঔদাসীন্যেন হরৌ প্রতীয়তে। ন চ তেন তস্য নির্গুণত্বং ব্যাহতমিতি বাচ্যং সংযোগসমবায়সম্বন্ধাভ্যাং প্রাকৃতসত্ত্বস্য তত্রাসম্ভবাৎ। সামীপ্যসম্বন্ধেনৈব তত্র স্থিতত্বাদিতি। স্বভক্তিজ্ঞানস্ফূর্ত্তিসাক্ষাৎকারাদিদানেনৈবাসক্ত্যেব। স্বভক্তপালনং তু স্বরূপভূতস্য শুদ্ধসত্ত্বস্য ধর্ম্মো জ্ঞেয়ঃ। কিঞ্চাত্র। ব্রহ্মণো হিরণ্যগর্ভত্বান্নেতরোঽনুপপত্তেরিতি (ব্র সূ ১। ১।১৭) ন্যায়েন তস্যেশ্বরত্বাভাবাৎ জীবত্বেন তদ্বতি রজসি পরমেশ্বরস্য যোগাৎ তত্রাবেশাদেবাবতারত্বম্। যদুক্তং ব্রহ্মসংহিতায়াং (৫।৫০)—"ভাস্বান্ যথাশ্মসকলেষু নিজেষু তেজঃ স্বীয়ং কিয়ৎ প্রকটয়ত্যপি তদ্বদত্র। ব্রহ্মা য এষ জগদণ্ডবিধানকর্ত্তা গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥" ইতি। শিবস্য তু জীবত্বাভাবাদ্গুণযুক্তেশ্বরত্বমেব। যদুক্তং তত্রৈব (৫।৫১)—"ক্ষীরং যথা দধিবিকারবিশেষযোগাৎ সংজায়তে ন তু ততঃ পৃথগস্তি হেতোঃ। যঃ শম্ভুতামপি তথা সমুপৈতি কার্য্যাদ্গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥" ইত্যতো ব্রহ্মশিবয়োর্মধ্যে শিবস্যেশ্বরত্বমিতি কেচিদাহুঃ কেচিত্তু তৈর্যুক্ত ইতি নিয়ামক-সম্বন্ধেন সংযোগসম্বন্ধেন সামীপ্য-সম্বন্ধেন চ যোগো জ্ঞেয়ঃ। তত্র সত্ত্বাদীনাং নিয়ামকতা-সম্বন্ধেন যোগে সতি পুরুষঃ স্বস্বরূপেণ স্থিতো নির্গুণ এব ভবতি। রজসি তমসি চ সংযোগ-সম্বন্ধেন যোগে স এব পুরুষো ব্রহ্মা রুদ্রশ্চ সগুণ এব ভবতি। সত্ত্বে সামীপ্যসম্বন্ধেন যোগে স এব পুরুষো বিষ্ণুঃ স্বরূপেণ স্থিতো নির্গুণ এব ভবতীত্যাচক্ষতে। অতএব (ভাঃ ১।৪।৫) যোগো নিয়ামকতয়া গুণৈঃ সম্বন্ধ উচ্যতে। অতঃ স্ব তৈর্ন যুজ্যেত তত্র স্বাংশপরস্য যঃ ইতি ভাগবতামৃতকারিকার্থ উপপদ্যত ইতি ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই প্রকার কর্ম্ম, জ্ঞানাদি অতিক্রম করিয়া ভক্তিরই যথাকর্ত্তব্যতা নিরূপিত হইল। সেইরূপ দেবতান্তরের উপাসনাও পরিত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানই একমাত্র উপাস্য—ইহা বলিতেছেন। সেই ভগবান্ এক হইয়াও ক্রীড়ার নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়া অনেক হন। ভাগবতের দশম স্কন্ধে অক্রূর-স্তুতিতে উক্ত হইয়াছে—"অন্যে বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত বৈষ্ণবগণ তোমার কথিত পঞ্চরাত্রাদি বিধানের দ্বারা তন্ময় হইয়া বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ-ভেদে বহুমূর্ত্তি তোমাকে, এক নারায়ণরূপে একমূর্ত্তি তোমারই যজনা করিয়া থাকেন।" সেই ভগবানের চিচ্ছক্তি ও মায়াশক্তির দ্বারা দ্বিবিধ অবতার। চিচ্ছক্তির দ্বারা অবতীর্ণ মৎস্য, কূর্ম্ম প্রভৃতি ভজনীয়ই। এবং মায়াশক্তির দ্বারা সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণে যে বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও রুদ্ররূপ,

তাহাদের মধ্যে বিষ্ণুই ভজনীয়, এইজন্য বলিতেছেন —সত্ত্ব ইত্যাদি।

এখানে যদিও একজনই পুরুষ অর্থাৎ আদি-পুরুষ (নারায়ণ) এই বিশ্বের স্থিতি, সৃষ্টি ও প্রলয়ের নিমিত্ত সেই সত্ত্বাদি গুণের দ্বারা যুক্ত হইয়াই হরি, বিরিঞ্চি (ব্রহ্মা) ও হর—এই ত্রিবিধ নাম ধারণ করেন। (মূলে হরাঃ ইতি হরেতি—এই) সন্ধি আর্ষ-প্রয়োগ। 'পরঃ'—এই শব্দের অর্থ—গুণ-সমূহের দ্বারা যুক্ত হইলেও (তুরীয় পুরুষ নারায়ণ) নিজ অচিন্ত্যশক্তিবলে, সেই সকল (প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ) গুণত্রয়ের বাহিরে পৃথক্‌রূপে অবস্থান করিয়াই তাহাদের অস্পর্শ-হেতু পর অর্থাৎ অযুক্ত, তাহাদের দ্বারা যুক্ত নয়—এই অর্থ। তাহাদের মধ্যে সত্ত্ব-বিগ্রহ (বাসুদেব) হইতেই ভক্তগণের অভিলষিত মঙ্গল হইয়া থাকে। "পুরাকালে মুনিগণ বিশুদ্ধ সত্ত্ব ভগবান্ অধোক্ষজ (অতীন্দ্রিয়) বাসু-দেবের ভজন করিয়াছিলেন এবং যাঁহারা সেই সকল ভজনপরায়ণ মুনিগণের অনুগামী, তাহারাও পরম মঙ্গল লাভ করিয়া থাকেন"—ইত্যাদি পরবর্ত্তী শ্লোকের দৃষ্টিতে বিশুদ্ধ সত্ত্বাত্মক বিগ্রহ শ্রীহরি হইতে জনগণের কল্যাণ হইয়া থাকে।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে উক্ত হইয়াছে—"সাক্ষী (সর্ব্বদ্রষ্টা), চেতনধর্ম্মী, কেবল (উপাধিবর্জ্জিত) নির্গুণ" এবং "সত্ত্বাদি প্রাকৃত গুণসমূহ যে ঈশ্বরে নাই"—ইত্যাদি। শ্রীভাগবতে দশমে বলা হইয়াছে—"প্রকৃতির পর পুরুষ সাক্ষাৎ হরিই নির্গুণ"—ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতির বিরোধ দেখা যাইতেছে, তাহার সমাধান বলিতেছেন—শ্রীহরিতে মায়ার সত্ত্বগুণ যুক্ত হইলেও তাঁহার সহিত অযোগই বুঝিতে হইবে। সত্ত্বের প্রকাশরূপত্ব এবং ঔদাসীন্য-বশতঃ তাহার দ্বারা সচ্চিদানন্দ বস্তু মহাপ্রকাশকের আচ্ছাদন অসম্ভব বলিয়া প্রাকৃত সত্ত্বগুণের দ্বারা শ্রীহরির শরীরের উৎপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু রজোগুণ ও তমোগুণের বিক্ষেপরূপত্ব ও আবরণরূপত্ব দুইটি ধর্ম্ম আছে, তাহার দ্বারা আনন্দের বিক্ষিপ্তত্ব ও আবৃতত্ব হওয়ায় আচ্ছাদন সম্ভব বলিয়া ব্রহ্মা ও রুদ্রের রজঃ ও তমোগুণের শরীরই, এইজন্য তাঁহা-দের সগুণত্ব এবং হরির নির্গুণত্ব যুক্তিসিদ্ধই। হরির নির্গুণত্ব হইলেও প্রাকৃত সত্ত্বের প্রকাশরূপে তৎসমীপে অবস্থিতি-হেতু সেখানে স্থিতত্ব বলিয়া বিশ্বের পালনরূপ ধর্ম্ম ঔদাসীন্যভাবে হরিতে প্রতীত হয়। ইহার দ্বারা তাঁহার নির্গুণত্ব ব্যাহত হইয়াছে —ইহা বলা চলে না, কারণ সংযোগ ও সমবায়-সম্বন্ধে প্রাকৃত সত্ত্বের হরিতে স্থিতি অসম্ভব। সামীপ্য-সম্বন্ধেই সেখানে থাকে। স্বভক্তি, জ্ঞান, স্ফূর্ত্তি ও সাক্ষাৎকারাদি দানেই আসক্তি। কিন্তু স্বভক্তের পালন, স্বরূপভূত শুদ্ধসত্ত্বের ধর্ম্ম জানিতে হইবে।

এখানে ব্রহ্মার হিরণ্যগর্ভত্ব-হেতু 'নেতরোঽনু-পপত্তেঃ' (অর্থাৎ আনন্দময় মান্ত্রবর্ণিক ব্রহ্ম ব্যতীত জীব ঈশ্বর হইতে পারে না, অযৌক্তিক বলিয়া) এই ব্রহ্মসূত্রের ন্যায় অনুসারে ব্রহ্মার ঈশ্বরত্বের অভাব-বশতঃ জীবত্ব-হেতু রজোগুণযুক্ত ব্রহ্মাতে পরমেশ্বরের যোগ বলিয়া সেখানে আবেশ-হেতুই অবতারত্ব। ব্রহ্মসংহিতায় উক্ত হইয়াছে—"সূর্য্য যেমন সূর্য্যকান্ত-মণিসমূহে কিঞ্চিৎ স্বীয় তেজ প্রকটিত করিয়া তাহাকে প্রদীপ্ত করে, সেইরূপ যিনি ব্রহ্মাণ্ডবিধানকর্ত্তা ব্রহ্মাতেও সৃষ্টি-শক্তি প্রদান করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।" কিন্তু শিবের জীবত্বের অভাববশতঃ গুণযুক্ত ঈশ্বরত্বই। যথা ব্রহ্ম-সংহিতায়—"দুগ্ধ যেমন বিকারজনক দ্রব্য অম্লাদি সংযোগে দধিরূপে পরিণত হয়, তদ্রূপ কার্য্যবশতঃ যিনি শম্ভু-রূপ ধারণ করেন, মূলতত্ত্বে কারণ বলিয়া পৃথক্ নহেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি। (এস্থলে দধির দৃষ্টান্ত কার্য্যকারণ-ভাবমাত্রেই জানিতে হইবে, বিকারাংশে নহে, যেহেতু কারণস্বরূপ শ্রীগোবিন্দ অবিকারী)।" ইত্যাদি প্রমাণের দ্বারা ব্রহ্মা ও শিবের মধ্যে কেহ কেহ শিবের ঈশ্বরত্ব বলিয়া থাকেন। কেহ কেহ "তৈর্যুক্তঃ" অর্থাৎ প্রকৃতিজাত সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা যুক্ত—এই কথায় নিয়ামক-সম্বন্ধ, সংযোগ-সম্বন্ধ এবং সামীপ্য-সম্বন্ধের দ্বারা যোগ—ইহা বলেন। এই সকল সত্ত্বাদি গুণ-সমূহের মধ্যে নিয়ামকতা-সম্বন্ধে যোগ হইলে পুরুষ স্ব-স্বরূপে স্থিত হয়ে নির্গুণই হন। রজঃ ও তমো-গুণে সংযোগ-সম্বন্ধের দ্বারা যোগ হইলে সেই পুরুষ ব্রহ্মা ও রুদ্ররূপে সগুণই হন। সত্ত্ব-গুণে সামীপ্য-সম্বন্ধের দ্বারা যোগ হইলে সেই পুরুষ বিষ্ণু, স্বরূপে

স্থিত হইয়া নির্গুণই হন—ইহা বলা হয়। অতএব, "নিয়ামকরূপে যোগই গুণসমূহের দ্বারা সম্বন্ধ বলা হইয়া থাকে। সুতরাং সেই পুরুষ গুণের দ্বারা যুক্ত হন না, পরমপুরুষের স্বাংশই যুক্ত হইয়া থাকে।"—এই ভাগবতামৃতের কারিকার অর্থও যুক্তিযুক্ত ॥২৩॥

তথ্য—তিঁহো ব্রহ্মা হঞা সৃষ্টি করিল সৃজন।
বিষ্ণুরূপ হঞা করে জগৎ পালন ॥
গুণাতীত বিষ্ণুস্পর্শ নাহি মায়াসনে।
রুদ্ররূপ ধরি' করে জগৎ সংহার ॥
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় হয় ইচ্ছায় যাহার।
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তাঁর গুণাবতার।
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ে তিনের অধিকার ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্য ২০শ পরিচ্ছেদে,—
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তিন গুণ-অবতার।
ত্রিগুণাঙ্গীকরি' করে সৃষ্ট্যাদি ব্যবহার।
ভক্তিমিশ্রকৃত-পুণ্যে কোন জীবোত্তম।
রজোগুণে বিভাবিত করি' তার মন ॥
গর্ভোদকশায়ীদ্বারা শক্তি সঞ্চারি'।
ব্যষ্টি সৃষ্টি করে কৃষ্ণ ব্রহ্মা রূপ ধরি' ॥
কোন কল্পে যদি যোগ্য জীব নাহি পায়।
আপনে ঈশ্বর তবে অংশে ব্রহ্মা হয় ॥
নিজাংশকলায় কৃষ্ণ তমো গুণ অঙ্গীকরি'।
সংহারার্থে মায়া-সঙ্গে রুদ্ররূপ ধরি' ॥
মায়া-সঙ্গে বিকারে রুদ্র ভিন্নাভিন্ন রূপ।
জীবতত্ত্ব হয়, নহে কৃষ্ণের স্বরূপ ॥
দুগ্ধ যেন অম্লযোগে দধিরূপ ধরে।
দুগ্ধান্তর বস্তু নহে, দুগ্ধ হৈতে নারে ॥
শিব মায়াশক্তিসঙ্গী তমোগুণাবেশ।
মায়াতীত গুণাতীত বিষ্ণু পরমেশ ॥
পালনার্থে স্বাংশ বিষ্ণুরূপে অবতার।
সত্ত্বগুণ দৃষ্টান্ত তাতে গুণ মায়াপার ॥
স্বরূপৈশ্বর্য্যপূর্ণ কৃষ্ণসমপ্রায়।
কৃষ্ণ অংশী তিহোঁ অংশ বেদে হেন গায় ॥
ব্রহ্মা-শিব-আজ্ঞাকারী ভক্ত-অবতার।
পালনার্থে বিষ্ণু কৃষ্ণের স্বরূপ-আকার ॥ ২৩ ॥

বিবৃতি—বাস্তব বস্তু অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব বিষ্ণু। তাঁহাতেই রজস্তমোগুণাধিকারী প্রকাশদ্বয় অপ্রকাশিত-ভাবে অবস্থিত থাকিলে বিষ্ণু হইতে তাহাদিগের পৃথক্ দর্শন হয় না। বিষ্ণুতত্ত্বের স্বভাবে তিনটী গুণ পৃথক্ দৃষ্ট হয়। উহা বিষ্ণুতত্ত্ব হইতে নিঃসৃত কালের বিভাগ মাত্র। বিষ্ণুই ত্রিকাল সত্য এবং অখণ্ড কাল তাঁহা হইতেই উদ্ভূত। ইনিই পাত্র। তিনি অসীম। সেই অসীম, অখণ্ড, দেশ-কালপাত্র-অনির্দ্দিষ্ট অবস্থায় নির্গুণ অর্থাৎ গুণত্রয়াতীত ও প্রকৃতি হইতে ভিন্ন। তিনিই সত্ত্বতনু অর্থাৎ সকল কারণের কারণ। ব্যক্ত জগতের প্রকৃতি কারণ হইলেও সেই প্রকৃতি যে সত্তায় প্রকাশিত, সেই বস্তুই বিষ্ণু। গুণজাত জগতে সেই বাস্তব বস্তু ও বাস্তব বস্তু হইতে জাত তদ্বিপরীত ধর্ম্মরূপ প্রকৃতিতে গুণের সন্নিবেশ। সেই প্রকৃতিই অচিদ্ জগতে দেশকালপাত্র-ভেদে ত্রিবিধ-বৈচিত্র্যে নশ্বরভাবে অবস্থিত। এক একটী বিভাগ হইতে তাহার অধিকারিসূত্রে বিভিন্ন অধিকার বা বিশেষ লক্ষ্য করিয়া তিনিই ত্রিবিধত্বে দৃষ্ট হন। তিনি কখনই দৃশ্য জাতীয় অচিদ্বস্তু মাত্র নহেন। গুণের অন্তরালে জীবের অবিদ্যা-গ্রস্ত অবস্থা দর্শনে অদ্বয়জ্ঞান বিষ্ণুতত্ত্বদর্শনাভাবেই রজ-স্তমো গুণাধিকারী দেবদ্বয়ের প্রকাশকে বিষ্ণু হইতে সম বা অধিক বলিয়া পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু বিষ্ণুতত্ত্ব অদ্বয়-জ্ঞান বা অসমোর্দ্ধ। ব্রহ্মা হইতে রজোগুণের শক্তি-পরিণাম এবং রুদ্র হইতে তমোগুণজাত শক্তিপরিণাম। এই রজস্তমো-গুণদ্বয় সত্ত্বে অবস্থিত বলিয়া ঐ গুণদ্বয়ের কারণরূপী বিষ্ণু হইতে বিভিন্ন দর্শনদ্বয়কে নিত্যসত্তার বিপরীত-ধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া তাৎকালিক নশ্বর প্রতীতি হয়।

এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব বিষ্ণুর অচিৎ-শক্তির আশ্রয়ে বিজাতীয় শক্তিপরিণামপ্রভাবে গুণত্রয়ের দ্বারা প্রকাশিত। বিষ্ণুর সমজাতীয়ত্বে বিষ্ণুসেবানিরত নিত্যজীবসমূহ বিষ্ণু-মায়ারচিত জগতের সেবা না করিয়া অর্থাৎ কর্ম্মফলভোগে নিজের অস্মিতাকে আবদ্ধ না করিয়া এই প্রপঞ্চে অবস্থান কালেও সত্ত্ব-তনু বিষ্ণুরই সেবা করিয়া থাকেন। এই জন্য বৈষ্ণবগণের উপাস্য বাস্তব বস্তুই জীবের পরমশ্রেয়ঃ সাধ্য বস্তু। বিষ্ণুসেবা পরিহার করিয়া রজস্তমঃ-স্বভাব-বিশিষ্ট বদ্ধজীবের ধারণাই জীবের নশ্বর অস্মিতাকে অবৈষ্ণবাস্তিত্বে স্থাপন করে। উহাই শুদ্ধ-জীবাত্মার ত্রিগুণাত্মক অহঙ্কার। তাদৃশ অহঙ্কার পরিহারপূর্ব্বক বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইলে অলৌকিক

দিব্যজ্ঞানপ্রভাবে বিভিন্ন ধারণাবিশিষ্ট সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া হরিকে আশ্রয় করিতে পারেন। বদ্ধজীবের ধারণায় বিষ্ণু ত্রিতত্ত্বরূপী। মুক্তজীবের অদ্বয়জ্ঞানে তিনি বিষ্ণু। তাঁহাতেই অনন্ত-বৈষ্ণবগণ নিত্যাশ্রিত। তাঁহার সেবাবিমুখ করাইবার জন্য বিক্ষেপাত্মিকা ও আবরণী বৃত্তিদ্বয় জীবকে অভিভূত করে। মায়াধীশ ও মায়াবশ ধর্ম্মদ্বয় ভগবান্ ও ভক্তে যে ভেদ বা বিশেষ স্থাপন করিয়াছে, তাহা শক্তি ও শক্তিমত্তত্ত্বগত বিশেষত্ব। এইজন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীআনন্দতীর্থভগবৎপাদের ভেদ-সিদ্ধান্তকে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত বলিয়াই প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহাতে কেবলাদ্বৈত-পন্থিগণের সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের সঙ্কীর্ণতা অপনোদিত হইয়াছে। অদ্বয়জ্ঞানবিচারে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের ধারণা স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদ-রাহিত্য এবং শ্রীআনন্দ তীর্থ ভগবৎপাদের উপদেশ-প্রণালীতে উহাই অসমোর্দ্ধোদ্দেশক। শ্রীশঙ্কর অধিরোহবাদ অবলম্বন করিয়া তাহাকেই অবরোহবাদ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। তৎপ্রতিকূলে শ্রীমধ্ব ভগবৎপাদ উহাকে তর্কপন্থা বলিয়া শ্রীব্যাসগুরুর আম্নায়পারম্পর্য্যে শক্তিপরিণামবাদকেই স্থাপন করায় কেবল অভেদবাদের সহিত ভেদসিদ্ধান্তে পঞ্চভেদ-বিশেষ স্বীকৃত হওয়ায় বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীর সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়াছেন।

চতুর্দ্দশভুবনে ভ্রমণশীল বিচারে শ্রীশঙ্কর হরি-বিরিঞ্চি-শিবের ভেদদর্শনাভাবে যে সিদ্ধান্তবিরোধ করিয়াছেন তাহা অকৃত্রিম বেদান্তভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতে সুষ্ঠুভাবে নিরাকৃত হইয়াছে। শৈব ও বৈষ্ণবগণের মধ্যে যে বিরোধ তাহার সামঞ্জস্য স্থাপনে কেবলাদ্বৈত-বাদী যে পন্থা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত পন্থানুগমন সাত্বত সম্প্রদায়ের নিত্য ধর্ম্ম। ঐকান্তিক বিষ্ণুভক্তির সহিত বিরোধ করিতে গিয়া সমন্বয়বাদী বিবর্ত্তবাদাবলম্বনে যে ব্যভিচার-পথ গৌণোপাসনায় পঞ্চোপাসনা কল্পনা করেন, তাহা বাস্তব-সত্যাধিকারী বৈদান্তিকগণ সর্ব্বতোভাবে অস্বীকার করেন ॥ ২৩ ॥

পার্থিবাদ্দারুণো ধূমস্তস্মাদগ্নিস্ত্রয়ীময়ঃ।
তমসস্তু রজস্তস্মাৎ সত্ত্বং যদ্ব্রহ্মদর্শনম্ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—(যথা) পার্থিবাৎ (প্রবৃত্তিপ্রকাশরহিতাৎ চেতনধর্ম্মহীনাদিত্যর্থঃ) দারুণঃ (কাষ্ঠাৎ সকাশাৎ) ধূমঃ (প্রবৃত্তিস্বভাবঃ), তস্মাৎ (ধূমাৎ) ত্রয়ীময়ঃ (বেদোক্তকর্ম্ম-প্রচুরঃ ঈষৎকর্ম্মপ্রত্যাসত্তেঃ) অগ্নিঃ (যথা কাষ্ঠাদ্ধূমঃ শ্রেষ্ঠ-স্তস্মাদ্ ধূমাদগ্নিঃ শ্রেষ্ঠঃ তথা) তমসঃ (তমোগুণস্য সকাশাৎ) রজঃ (রজোগুণঃ শ্রেষ্ঠঃ) তস্মাৎ (রজসঃ) সত্ত্বং (সত্ত্ব-গুণঃ শ্রেষ্ঠঃ) যৎ (সত্ত্বং তৎ) ব্রহ্মদর্শনং (সাক্ষাৎ ন তু রজঃ ইব সোপাধিকজ্ঞানহেতুত্বেন কথঞ্চিন্মাত্রং অতঃ হরব্রহ্মাদিষু বিষ্ণোঃ শ্রৈষ্ঠ্যং) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—স্বতঃপ্রবৃত্তি ও প্রকাশ রহিত অর্থাৎ চেতনহীন জড় কাষ্ঠ হইতে প্রবৃত্তিস্বভাবহেতু বস্তুর ঈষৎ প্রকাশক ঈষৎ কর্ম্মসাধক ধূম শ্রেষ্ঠ, আভাস রূপ সেই ধূম হইতে আবার সাক্ষাদ্ভাবে বেদত্রয়যুক্ত ক্রিয়াসাধক এবং বস্তুর প্রকাশক বলিয়া অগ্নিশ্রেষ্ঠ, এবং এইরূপ প্রকাশরহিত ও লয়াত্মক যে তমোগুণ তদপেক্ষা সত্ত্বের সান্নিধ্যহেতু রজোগুণ শ্রেষ্ঠ, সেই সত্ত্বাভাস রাজোগুণ হইতে সাক্ষাৎপ্রকাশক সত্ত্বগুণ শ্রেষ্ঠ; যাহা সত্ত্বগুণ তাহা ব্রহ্মের সাক্ষাদ্রূপ গুণা-বির্ভাব দ্বারস্বরূপ ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—আবরণবিক্ষেপপ্রকাশধর্ম্মাণাং তমো-রজঃ-সত্ত্বানাং যথোত্তরং শ্রৈষ্ঠ্যং তথা সত্যস্য শুদ্ধসত্ত্বে প্রাতি-কূল্যাভাবঞ্চ সদৃষ্টান্তমাহ। পার্থিবাৎ স্বপ্রবৃত্তি-প্রকাশ প্রবৃত্তি-রহিতাৎ দারুণঃ কাষ্ঠাৎ সকাশাৎ ধূমঃ প্রবৃত্তিস্বভাবঃ শ্রেষ্ঠস্তস্মাদপ্যগ্নিঃ প্রবৃত্তিপ্রকাশধর্ম্মকো বেদোক্তকর্ম্মসাধন-ত্বাত্ত্রয়ীময়ঃ। এবং তমসো লয়া-ত্মকত্বাদ্রজো বিক্ষেপকং শ্রেষ্ঠম্। তস্মাদপি সত্ত্বং লয়বিক্ষেপশূন্যং ব্রহ্মদর্শনম্। (গী ১৪।১৭) সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানমিত্যাদেঃ শুদ্ধসত্ত্বে তস্য প্রাতিকূল্যা-ভাবেনোপরাগাভাব উক্তঃ। তেন ব্রহ্মদর্শনে তস্য ব্যবধায়কত্বাভাব এব সাধকত্বমৌপচারিকং ভক্ত্যা বিনা ব্রহ্মদর্শনাসম্ভব ইত্যগ্রিমগ্রন্থে প্রতিপাদনাৎ। এবঞ্চ আনন্দো ব্রহ্মণো রূপমিতি পরমেশ্বরস্যানন্দরূপ-ত্বাৎ। মায়া পরৈত্যভিমুখে চ বিলজ্জমানা ইত্যা-দের্মায়াগুণানাং রজঃসত্ত্বতমসাং পরমেশ্বর-স্পর্শে স্বতঃ সামর্থ্যাভাবাৎ পরমেশ্বরেণৈব স্বেচ্ছয়া তৎস্পর্শে স্বীকৃ-

তেঽপি ব্রহ্মণি বিক্ষেপবিশিষ্টো বিষ্ণৌ প্রকাশ-বিশিষ্টঃ শিবে আবরণবিশিষ্ট আনন্দ ইত্যত আনন্দস্য প্রকাশ-যুক্তত্বে ন ক্ষতিরিতি বিষ্ণুরেবোপাস্য ইতি বিবেকঃ। অত্র দারুণি শুদ্ধতেজস উপলব্ধের্ধূমে তু তদনুপলব্ধে-র্ধূমস্থানীয়াদ্রজসঃ সকাশাৎ দারুস্থানীয়ং তমঃ শ্রেষ্ঠং' তৎকার্য্যসুষুপ্তাবপি কেবলাত্মানুভবাদিতি রজস্তমো-গুণবতোর্ব্রহ্মরুদ্রয়োর্মধ্যে রুদ্র এব শ্রেষ্ঠ ইতি কেচি-দাহুঃ। অতো ভগবদবতারত্বে ত্রয়াণাং সাম্যং গুণো-পরাগানুপরাগাভ্যামসাম্যঞ্চেত্যভেদ-ভেদ-প্রতিপাদকানি পৌরাণিকবাক্যানি সঙ্গমনীয়ানি। অত্রাসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ ইতি শ্রুতেঃ। পরমাত্মা জীবাত্মা চ যদ্যপি স্বরূপতো গুণসঙ্গরহিত এব ভবতি। তদপি পরমাত্মন-শ্চিন্মহোদধিত্বাৎ পরমেশ্বরত্বাৎ স্বাতন্ত্র্যাৎ স্বৈরলীল-ত্বাচ্চ। স্বেচ্ছয়ৈব স্বকর্তৃকেন গুণস্পর্শেন শম্ভুত্বে সতি গুণকার্য্য-ক্রোধাদিমত্ত্বেঽপ্যাত্মারামত্বমসংসারিত্বং স্বাজ্ঞানাপচয়শ্চ ভবতি। জীবাত্মনস্তু চিৎকণত্বাদল্প-প্রকাশকত্বাদীশিতব্যত্বাদ-স্বাতন্ত্র্যাদল্পবলত্বাচ্চ গুণকর্ত্তৃক এব তৎস্পর্শে সতি স্বজ্ঞানলোপঃ সংসারশ্চ ভবতীতি বিবেচনীয়ম্ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আবরণ, বিক্ষেপ ও প্রকাশ-ধর্ম্মবিশিষ্টতমঃ, রজঃ এবং সত্ত্বগুণের মধ্যে যথোত্তর (অর্থাৎ তমো-গুণ হইতে রজোগুণের ও রজোগুণ হইতে সত্ত্বগুণের) শ্রেষ্ঠতা। সেইরূপ বিশুদ্ধসত্ত্বময় সত্য-স্বরূ-পের প্রাতিকূল্যের অভাব দৃষ্টান্তের সহিত বলিতেছেন। স্বতঃপ্রবৃত্তি ও প্রকাশরহিত অর্থাৎ চেতনধর্ম্মহীন জড় কাষ্ঠ হইতে প্রবৃত্তিস্বভাব-বিশিষ্ট ধূম শ্রেষ্ঠ, সেই ধূম হইতেও বেদোক্ত কর্ম্মের সাধকত্ব-হেতু ত্রয়ীময়, প্রবৃত্তি ও প্রকাশ-ধর্ম্মবিশিষ্ট অগ্নি শ্রেষ্ঠ। এইরূপ লয়াত্মক তমোগুণ হইতে বিক্ষেপাত্মক রজোগুণ শ্রেষ্ঠ। সেই রজোগুণ হইতেও লয় ও বিক্ষেপ-শূন্য সত্ত্বগুণ শ্রেষ্ঠ, তাহা হইতে ব্রহ্মদর্শন হইয়া থাকে। গীতায় বলা হইয়াছে—"সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান, রজোগুণ হইতে লোভ এবং তমোগুণ হইতে অজ্ঞান, প্রমাদ ও মোহ উৎপন্ন হইয়া থাকে।" শুদ্ধসত্ত্ব (প্রাকৃত গুণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্) সত্যস্বরূপ শ্রীভগবানের প্রাতিকূল্যের অভাব-হেতু আবরণের অভাব উক্ত হইল। সুতরাং ব্রহ্মদর্শন ব্যাপারে সত্ত্বগুণের আচ্ছাদন-কারকতার অভাবে সাধকত্ব ঔপচারিক অর্থাৎ ঔপাধিক। কিন্তু ভক্তি বিনা ব্রহ্মদর্শন অসম্ভব—ইহা অগ্রিমগ্রন্থে (পরে) প্রতিপাদন করিবেন।

এইপ্রকার "আনন্দই ব্রহ্মের রূপ"—এই শ্রুতি-বাক্যে পরমেশ্বরেরই আনন্দরূপত্ব প্রতিপাদিত হই-য়াছে। শ্রীভাগবতে দ্বিতীয়ে ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে ব্রহ্মার বাক্য—"মুনিগণ যাঁহাকে ব্রহ্ম বলেন, তাহাই সেই ভগবানের রূপ, সর্ব্বদা প্রশান্ত, অভয় এবং ভেদশূন্য, ফলতঃ তাঁহার রূপ বিষয় ও করণ-সম্বন্ধ-শূন্য নির্ম্মল জ্ঞানমাত্র, সেই জ্ঞানও জ্ঞাতার স্বরূপ, কোন প্রকার শব্দব্যাপার তাঁহার বোধক নহে, অপর তাঁহাতে চতুর্ব্বিধ উৎপত্ত্যাদি ক্রিয়াফলও কিছুই নাই, আর মায়াও তাঁহার অভিমুখে অবস্থিতি করিতে লজ্জিতা হইয়া দূরে প্রস্থান করেন।" ইত্যাদি প্রমাণে মায়ার গুণ যে রজঃ, সত্ত্ব ও তমঃ—ইহাদের পর-মেশ্বরের স্পর্শে স্বাভাবিক সামর্থ্যের অভাব-বশতঃ, পরমেশ্বর নিজেই স্বেচ্ছায় তাহাদের স্পর্শ স্বীকার করিলেও ব্রহ্মায় বিক্ষেপ-বিশিষ্ট, বিষ্ণুতে প্রকাশ-বিশিষ্ট এবং শিবে আবরণ বিশিষ্ট আনন্দ রহিয়াছে, এইজন্য আনন্দের প্রকাশ-যুক্তত্বে কোন ক্ষতি নাই, অতএব বিষ্ণুই উপাস্য—ইহা বিবেচনীয়।

এই বিষয়ে কেহ কেহ বলেন—কাষ্ঠে শুদ্ধতেজের উপলব্ধি হয়, কিন্তু ধূমে তাহার অনুপলব্ধি-বশতঃ ধূম-স্থানীয় রজোগুণ হইতে দারু-স্থানীয় তমোগুণের শ্রেষ্ঠত্ব, তাহার কার্য্য সুষুপ্তিতেও কেবল আত্মানুভব-হেতু রজোগুণ ব্রহ্মা এবং তমোগুণ রুদ্রের মধ্যে রুদ্রই শ্রেষ্ঠ। অতএব ভগবানের অবতারত্বে তিন জনের (ব্রহ্মা, রুদ্র ও বিষ্ণুর) সাম্য এবং গুণের দ্বারা আবরণ ও অনাবরণ-বশতঃ অসাম্য—এই অভেদ ও ভেদ-প্রতিপাদক পৌরাণিকগণের বাক্য-সমূহও সঙ্গতি করিতে হইবে। "এই বিষয়ে এই পুরুষই অসঙ্গ (গুণের সহিত সঙ্গ-রহিত)।"—এই শ্রুতিবাক্যবশতঃ যদিও পরমাত্মা এবং জীবাত্মা স্বরূপতঃ গুণসঙ্গ-রহিতই হয়, তথাপি পরমাত্মার চিন্মহোদধিত্ব, পরমেশ্বরত্ব, স্বাতন্ত্র্যত্ব ও স্বেচ্ছালীলা-শীলত্ব-হেতু (ভেদ বুঝিতে হইবে)। স্বেচ্ছায় স্বকর্ত্তৃক গুণস্পর্শ-হেতু শম্ভুত্ব হইলে গুণের কার্য্য

ক্রোধাদিমত্ত্ব থাকিলেও আত্মারামত্ব, অসংসারিত্ব এবং নিজ অজ্ঞানের নাশ হয়। জীবাত্মার কিন্তু চিৎকণত্ব, অল্প-প্রকাশকত্ব, নিয়ম্যত্ব (ব্যাপ্যত্ব), অস্বাতন্ত্র্য ও অল্পবলত্ব-হেতু গুণ-কর্ত্তৃকই তাহার স্পর্শ হইলে নিজ জ্ঞানের লোপ এবং সংসারও হয়—ইহা বিবেচনা করিতে হইবে ॥ ২৪ ॥

মধ্ব—বিষ্ণোরেব ত্রিসংজ্ঞাঃ। বামনে চ—ব্রহ্ম-বিষ্ণ্বীশরূপাণি ত্রীণি বিষ্ণোর্মহাত্মনঃ। ব্রহ্মণি ব্রহ্মরূপশ্চ শিবরূপী শিবে স্থিতঃ ॥ পৃথগেব স্থিতো দেবো বিষ্ণুরূপী জনার্দ্দনঃ। ইতি। ত্রয়োঽপি গুণাঃ বিষ্ণ্বাশ্রয়াঃ। তথাপি সত্ত্বতনৌ জীবে শ্রেয়াংসি স্যুঃ। মেঘরূপত্বাদ্ধূম উত্তমঃ ॥ ২৩-২৪ ॥

তথ্য—পরমাত্ম-সন্দর্ভ ১২-১৩ সংখ্যা শ্লোকদ্বয়ের সংক্ষিপ্ত সার,—

ব্রহ্মদর্শন সাক্ষাত্ত্ব ও অসাক্ষাত্ত্ব-ভেদে দুই প্রকার। অগ্নিস্থানীয় সত্ত্বে সাক্ষাৎ দর্শন, নিরগ্নিক সমিধ্ ও অগ্নিসংযুক্ত ধূমে অসাক্ষাৎ দর্শন। বিষ্ণুদর্শনে সত্ত্বগুণের প্রকাশে শান্ত-স্বচ্ছ-স্বভাবকত্ব। অপর গুণাবতারদ্বয়ে অসাক্ষাত্ত্ব সিদ্ধ। ব্রহ্মা-শিব-রূপদ্বয় বিষ্ণুরই বিভিন্ন রূপ। কিন্তু বিষ্ণু স্বয়ং ঐ রূপদ্বয় হইতে পৃথক্ হইয়া নিত্যকাল অবস্থিত। বিষ্ণু-সূর্য্যের সূর্য্যকান্ত স্থানীয় ব্রহ্মার প্রকাশে বিষ্ণুরই কিঞ্চিৎ প্রকাশ। বিষ্ণু-দুগ্ধের দধিস্থানীয় শিবের প্রকাশ বৈকারিক প্রকাশ। বিষ্ণু-দীপের দশান্তর অপর দীপস্থানীয় বিষ্ণুর অবতার তাঁহারই পূর্ণপ্রকাশ।

ব্রহ্মতত্ত্ব—"ভাস্বান্ যথাশ্মসকলেষু নিজেষু তেজঃ
স্বীয়ং কিয়ৎ প্রকটয়ত্যপি তদ্বদত্র।
ব্রহ্মা য এষ জগদণ্ডবিধানকর্ত্তা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥"

শিবতত্ত্ব—"ক্ষীরং যথা দধিবিকারবিশেষযোগাৎ
সংজায়তে ন তু ততঃ পৃথগস্তি হেতোঃ।
যঃ শম্ভুতামপি তথা সমুপৈতি কার্য্যাদ্
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥"

বিষ্ণুতত্ত্ব—"দীপার্চ্চিরেব হি দশান্তরমভ্যুপেত্য
দীপায়তে বিবৃতহেতু-সমানধর্ম্মা।
যস্তাদৃগেব হি চ বিষ্ণুতয়া বিভাতি
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥"

ভগবৎসন্দর্ভ ১১৭ সংখ্যক শ্লোকের ব্যাখ্যার সংক্ষিপ্ত-সার শক্তিমান্ ভগবানের অন্তরঙ্গা মহাশক্তি এবং বহিরঙ্গা শক্তি। প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত-ভেদে শ্রী, পুষ্টি, বাক্, কান্তি, তুষ্টি, ইলা, জয়া এই সকল শক্তি জাগতী ও ভাগবতী-ভেদে দুই প্রকার। বিদ্যা ও অবিদ্যাশক্তি অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত জগতে দুইপ্রকার বৃত্তিতে অবস্থিত। সন্ধিনীশক্তি যোগমায়া, সম্বিৎই শুদ্ধসত্ত্ব জানিতে হইবে। বাহ্যবস্তুর ভোক্তা ভগবৎ-সেবা হইতে বহুদূরে অবস্থিত। অপ্রাকৃত রাজ্যে অন্তরঙ্গা মহাশক্তি তিনপ্রকার দৃষ্ট হয়। হলাদিনী, সন্ধিনী, সম্বিৎ সচ্চিদানন্দ ভগবানে অবস্থিত। সর্ব্বশক্তিমান্ নির্গুণ বলিয়া তাঁহাতে সুখদুঃখ প্রভৃতি মিশ্রভাব অবস্থান করিতে পারে না। সম্বিৎ বিদ্যাশক্তি, সন্ধিনী বিস্তার-শক্তি, এবং হলাদিনী আহলাদিনী শক্তি। ভগবানে এই শক্তিত্রয় সর্ব্বদা অবস্থিত। জীব তটস্থা শক্তি বলিয়া তাঁহাতে অনুসচ্চিদানন্দবৃত্তি পূর্ণভাবে প্রবল হইতে না পারিয়া গুণত্রয়দ্বারা আচ্ছাদনযোগ্য। সাত্ত্বিকী মনপ্রসাদোত্থা হলাদিনী। বিষয়বিচ্ছিন্ন হইলে তাহাই তাপকরী তামসী। তদুভয়ের সংযোগে বিষয়জনিতা রাজসী। ভগবান্ ত্রিগুণাতীত। জীব ভগবদ্বিমুখ হইলে গুণত্রয়াভিভূত হন। সর্ব্বজ্ঞসূক্তিতে কথিত হইয়াছে যে, ঈশ্বর সচ্চিদানন্দ, তিনি সর্ব্বদা হলাদিনী ও সম্বিৎ-সমন্বিত বিশুদ্ধসত্ত্ববিশিষ্ট এবং জীব ভগবানের অবিদ্যাসংযুক্ত হইয়া ক্লেশে মগ্ন হইবার যোগ্য। যে শক্তিদ্বারা সত্তা ধৃত হয় তাহাই সর্ব্বদেশকালপাত্রকরী সন্ধিনী, যে শক্তিদ্বারা উপলব্ধি ঘটে তাহাই সম্বিৎ, যে শক্তিদ্বারা জ্ঞানের উৎকর্ষক্রমে আনন্দের ধারণা হয় তাহাই হলাদিনী জানিতে হইবে। সেই মূলশক্তির তিনপ্রকারে অবস্থিতি সিদ্ধ হইলে স্বপ্রকাশতা লক্ষণবৃত্তিবিশেষ দ্বারা স্বয়ং স্বরূপ বা স্বরূপশক্তি আবির্ভূত হয়; তাহাই বিশুদ্ধসত্ত্ব। মায়াকর্ত্তৃক স্পর্শাভাবহেতু ইহার বিশুদ্ধসত্ত্বত্ব। বিশুদ্ধসত্ত্ব প্রাকৃত হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। সত্ত্বময়লীলাধিষ্ঠাতৃমূর্ত্তিমান্ বিষ্ণুকেই ভজনশীল কুশলগণ সেবা করেন। তাঁহারা ব্রহ্মা ও রুদ্রের সেবা করেন না। স্বরূপভূত প্রকাশশক্তিই ধাম। প্রাকৃত সত্ত্বগুণ দ্বারাই ভগবদনুভব হয়। তাদৃশ অনুভব অনুমান মাত্র, কখনই সাক্ষাৎকার নহে। 'বিশুদ্ধ সত্ত্ব' বলিতে জাড্যাংশরহিত শুদ্ধসত্ত্বই কথিত হয় ॥ ২৪ ॥

বিবৃতি—অগ্নির পূর্ব্বে নিরগ্নিক কাষ্ঠাবস্থার সমিধ ও প্রজ্জ্বলিত অগ্নির প্রকাশাভাবে ধূম এবং ধূমান্বিত অবস্থার পরে নিত্য প্রজ্জ্বলিত অবস্থাচতুষ্টয়কে গুণজাত জগতে চতুর্ব্বিধ অভিধানে সংজ্ঞিত করা হয়। ধূমকে রজঃ, প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকে সত্ত্ব এবং সমিধকে তমঃ এবং নিত্য প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকে 'নির্গুণ গুণাতীত অবস্থার সহিত উপমা প্রদত্ত হইয়াছে। নিরগ্নিক বা অসৎ-অবস্থাকে বিষ্ণুধর্ম্মের বিপরীত তমঃ বলা হইয়াছে।

নির্ব্বিশেষবাদী তমোধর্ম্মের সহিত সত্ত্বের সমন্বয় আকাঙ্ক্ষা করিয়া অনুভূতিরাহিত্যকে মুক্তি বলেন। উহা দ্বিবিধ—বিষ্ণুসেবাবিমুখ অচিৎ বা জড়সাযুজ্য অবস্থা এবং বিষ্ণুসেবাবিহীন জড়সমন্বয়াবস্থা অর্থাৎ চিৎসাযুজ্য ; জীব তামস মায়াবাদ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া বিশুদ্ধসত্ত্বে সেবাপর হইলেই বৈষ্ণব দর্শন বা সুদর্শনের সাহায্যে বৈষ্ণববিরোধ-প্রতিকূলতা ধ্বংস করিতে সমর্থ হন। সুদর্শনাবতার চক্রস্বদ্বারা যাবতীয় কুদার্শনিকের ভোগপর ও ত্যাগপর চক্ষুর্দ্বয় বিনষ্ট করেন। তখন জীব অবিদ্যা-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া তত্ত্ববাদাচার্য্য আনন্দতীর্থের আনুগত্য করেন। আনন্দতীর্থ ভগবৎপাদের আনুগত্য হইতেই অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্যদাস্য প্রবল হয় ॥ ২৪ ॥

ভেজিরে মুনয়োঽথাগ্রে ভগবন্তমধোক্ষজম্ ।
সত্ত্বং বিশুদ্ধং ক্ষেমায় কল্পন্তে যেঽনু তানিহ ॥২৫॥

অন্বয়ঃ—(অতঃ হেতো) অগ্রে (পুরা) মুনয়ঃ (সত্ত্বগুণা ঋষয়ঃ) বিশুদ্ধং (রজস্তমোনির্ম্মুক্তং) সত্ত্বং (কেবলসত্ত্বময়মূর্ত্তিং) ভগবন্তং অধোক্ষজং (অক্ষজ-জ্ঞানাতীতং অপ্রাকৃত বিষ্ণুং) ভেজিরে (সেবয়ামাসুঃ অতঃ) যে (সুভগাঃ) তান্ (ভজনশীলান্ মুনীন্) অনু (অনুবর্ত্তন্তে তেঽপি) ইহ (সংসারে) ক্ষেমায় (চরম-মঙ্গলায়) কল্পন্তে (ভবন্তি) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—এই কারণে সত্ত্বগুণযুক্ত ঋষিগণ পুরাকালে কেবল সত্ত্বময়মূর্ত্তি অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠাধীশ্বর বিষ্ণুর সেবা করিয়াছিলেন। অতএব এই সংসারে যে সকল সৌভাগ্যবান্ পুরুষ সেই ভজনপর মুনিগণকে অনুবর্ত্তন করেন তাঁহাদেরও অনুষ্ঠান চরমকল্যাণের নিমিত্তই কল্পিত হয় ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—অথ অতএব বিশুদ্ধং সত্ত্বং স্বরূপভূতা চিচ্ছক্তিরেব তন্ময়ং বিদ্যাবিদ্যাভ্যাং ভিন্নঃ ইতি গোপালতাপনীশ্রুতেঃ। ছায়াতপৌ যত্র ন গৃধ্রপক্ষৌ ইতি স্মৃতেশ্চ। সত্যজ্ঞানানন্তানন্দমাত্রৈকরসমূর্ত্তয়ঃ ইতি দশমাচ্চ। বিষ্ণুবপুষো মায়াতীতত্বাৎ মায়াশক্তিবৃত্তি-বিদ্যৈব বিশুদ্ধসত্ত্বশব্দ-বাচ্যেতি ন ব্যাখ্যেয়ম্। যে তান্ মুনীননুবর্ত্তন্তে তে ইহ সংসারে মোক্ষায় কল্পন্তে ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব বিশুদ্ধ সত্ত্ব বলিতে স্বরূপভূতা চিচ্ছক্তিই, তন্ময় অর্থাৎ রজস্তমোনির্ম্মুক্ত কেবল চিন্ময় বিষ্ণুরই পূর্ব্বকালে মুনিগণ সেবা করিতেন। শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—'বিদ্যা ও অবিদ্যার দ্বারা ভিন্ন।' "ছায়াতপৌ যত্র ন গৃধ্রপক্ষৌ"—ইত্যাদি স্মৃতিতে বলা হইয়াছে—বাজপাখীর পত্রপক্ষের ন্যায় জীবাত্মা ও পরমাত্মা ছায়া ও আতপের ন্যায় সম্বন্ধযুক্ত (অর্থাৎ ছায়া ও রৌদ্রের ন্যায় বিভিন্ন, কারণ একজন সংসারী, অপরটি অসংসারী, ছায়াতপের ন্যায় নিত্য-সংযুক্ত। ছায়া বস্তুতঃ রৌদ্রই বটে, তবে উহা আবৃত ও খণ্ডিত। জীবাত্মাও স্বরূপতঃ পরমাত্মাই বটে, তবে দেহ-মনের ক্রিয়াদ্বারা আবৃত হইয়া জীব আপনাকে ছায়ার ন্যায় খণ্ডিত ও পরিচ্ছিন্ন মনে করে। তারপর রৌদ্রকে আশ্রয় করিয়াই ছায়া বর্ত্তমান থাকে, সেইরূপ জীবাত্মাও পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান। রৌদ্র ব্যতীত ছায়ার অস্তিত্ব নাই, সেইরূপ পরমাত্ম-নিরপেক্ষ জীবাত্মারও অস্তিত্ব অসম্ভব)। শ্রীভাগবতে দশমে ব্রহ্মা কৃষ্ণরূপী বৎস ও বালকগণকে দেখিলেন—"সত্য, জ্ঞান, অনন্ত, আনন্দমাত্র বা বিজাতীয় ভেদরহিত ও সদা একমূর্ত্তিধারী বৎস ও পালক-সকলের যে প্রভূত মাহাত্ম্য"—ইত্যাদি।

বিষ্ণু-শরীরের মায়াতীতত্ব বলিয়া মায়াশক্তির বৃত্তিরূপা বিদ্যাই বিশুদ্ধ সত্ত্বশব্দের বাচ্য—এইরূপ ব্যাখ্যা কখনই যুক্তিযুক্ত নহে। (কেবল যে ঋষিগণ সেই বিশুদ্ধ সত্ত্বময় অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠাধীশ্বর বিষ্ণুরই সেবা করিয়াছিলেন, তাহা নহে), যাঁহারা সেই সকল মুনিগণের অনুবর্ত্তন করেন, সেই

সৌভাগ্যবান্ পুরুষগণও এই সংসারে চরমমঙ্গলের জন্য কল্পিত হন ॥ ২৫ ॥

মধ্ব—সাত্ত্বিকানাং বাসুদেবে ভক্তিরুৎপদ্যতে ॥ ২৫ ॥

বিবৃতি—ভোগপর দৃশ্যজগতে বিহরণশীল জীব অবিদ্যাবন্ধনে আংশিক দৃষ্টিবশে ইন্দ্রিয়জজ্ঞান অবলম্বন করিয়া হরিসেবাবিমুখ হইয়াছিলেন। তাহার পূর্ব্বে জড়ভোগে উদাসীন মুনিগণ মায়াবাদী না হইয়া অধোক্ষজ ভগবানের নিত্য সেবা করিতেন। সেই মুনিগণ কর্ম্মভোগপরায়ণ বা ত্যাগপর জ্ঞানিব্রুব ছিলেন না যাঁহারা অধিরোহবাদী প্রত্যক্ষানুমান জ্ঞান-বিড়ম্বিত ফলভোগিগণের অনুগমন করিয়াছেন, তাঁহারা কর্ম্মী ও জ্ঞানী হওয়ায় ঈশবিমুখ ও আত্মঘাতী। কল্যাণের পথ ভক্তি অর্থাৎ অধোক্ষজ-সেবা। নিত্যমুক্ত জীবের অধোক্ষজসেবা ব্যতীত অন্য কোন বৃত্তি নাই। এই জন্য জীবমাত্রেই স্বরূপতঃ বৈষ্ণব। ২৫ ॥

মুমুক্ষবো ঘোররূপান্ হিত্বা ভূতপতীনথ।
নারায়ণকলাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যনসূয়বঃ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—মুমুক্ষবস্তু অন্যান্ ন ভজন্তি অথ (অতএব) ঘোররূপান্ (ভীষণাকৃতীন্) ভূতপতীন্ পিতৃভূতপ্রজেশাদীন্ হিত্বা (পরিত্যজ্য) মুমুক্ষবঃ (অনর্থ-নিবৃত্তিপ্রেপ্সবঃ) অনসূয়বঃ (দেবতান্তরানিন্দকাঃ) শান্তাঃ (অসত্তৃষ্ণাহীনাঃ সন্তঃ) নারায়ণকলাঃ (নারায়ণস্য অবতারান্) ভজন্তি (উপাসতে) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—অতএব ভয়ঙ্করাকৃতি পিতৃভূতপ্রজাপতি প্রভৃতিকে ত্যাগ করিয়া অনর্থনিবৃত্তীচ্ছু অনিন্দক অসত্তৃষ্ণাহীন শান্ত সাধুগণ নারায়ণের অবতারগণের আরাধনা করেন ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—ভূতপতীনিতি। পিতৃপ্রজেশাদীনামপ্যুপলক্ষণম্। অনসূয়বঃ তত্তদ্দেবানিন্দকাঃ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভূতপতীন্'—বলিতে পিতৃ, ভূত ও প্রজাপতিগণকেও বুঝিতে হইবে। অনসূয়া-পরায়ণ বলিতে অন্যদেবতাদের যাঁহারা নিন্দা করেন না ॥ ২৬ ॥

মধ্ব—ভূতেশপ্রজেশাদীন্ ॥ ২৬ ॥

তথ্য—নারায়ণকলা স্বাংশ ও বিভিন্নাংশভেদে দ্বিবিধ। স্বাংশ বিচারে মূলবস্তু বিষ্ণুর সহিত সমান ধর্ম্ম। বিভিন্নাংশে ঈশোন্মুখ অবস্থায় সমানধর্ম্ম ও বিমুখ অবস্থায় প্রতিকূল ধর্ম্ম। তথাপি স্বরূপোপলব্ধিতে সেব্য-সেবকের একতাৎপর্য্য-পরতারূপ সমান ধর্ম্ম। বিষয়াশ্রয়-ভেদে বিষ্ণু-বৈষ্ণবে বৈচিত্র্য ধর্ম্ম সমানধর্ম্মের ব্যাঘাতকারক নহে, যেহেতু নিত্যবৈচিত্র্যে নিত্যভেদ বা বিশেষ বর্ত্তমান ॥ ২৬ ॥

বিবৃতি—ভগবদ্বিমুখ জীবগণ লৌকিক ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির আশায় নানা কামের আবাহন করেন। ঐ কামনা পরিতৃপ্তির জন্য তাঁহাদের চিত্ত অশান্ত হইয়া বাসনা-পূরণকল্পে হরিপ্রেমবিরোধী ভয়ঙ্কর পথের পথিক হন। ঐ সকল কামিগণের তাণ্ডবনৃত্য-প্রাপ্য আনন্দে প্রমত্ত না হইয়া ভোগত্যাগেচ্ছু জনগণ কাহারও হিংসা করেন না। হরিসেবা না করিলেই জীব মৎসর ধর্ম্মাক্রান্ত হইয়া পরহিংসায় ব্যস্ত হন। তৎকালে তাঁহারা ভগবানের অংশকলা প্রকাশমূর্ত্তিসমূহের নিত্যসেবায় রুচিবিশিষ্ট হন না। যাঁহারা ঘোর হিংসা পরিত্যাগ করেন, তাঁহারাই উপাস্যবিচারে ভগবানকেই লাভ করেন। অসূয়া পরবশ জনগণ অধিরোহবাদাবলম্বনে কর্ম্ম ও জ্ঞানপথে বিচরণ করেন আর ভক্তগণ অবতারবাদাশ্রয়ে নির্ম্মৎসরতা ও সাধুতা গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ প্রভৃতি কামনা দ্বারা বঞ্চিত হন না। চতুর্ব্বর্গাভিলাষিজনগণ কখনই হরি-পরায়ণ হইতে পারেন না। অবরোহবাদে যেরূপ গুরু-কৃষ্ণ কৃপারূপ ভক্তি বা শ্রদ্ধারূপিণী অবস্থা বর্ত্তমানা, কর্ম্মীজ্ঞানী ও অন্যাভিলাষীর অধিরোহপথে নশ্বর গুরুব্রুবের আশ্রয়ে সেরূপ শ্রদ্ধালাভ সুকঠিন। কপট ভক্তির সাহায্যেই অসূয়াপরায়ণ যে গুর্ব্বাশ্রয় করেন, তাহাতে কোন সুফলোদয় হয় না। ছলধর্ম্মিগণ কখনই নিষ্কপট নহেন। আরোহবাদীকে শাস্ত্রে যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহাতে শ্রীগুরুপাদপদ্মে অসূয়া পরিহার করিবারই ব্যবস্থা আছে।

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ ॥ ২৬ ॥

রজস্তমঃপ্রকৃতয়ঃ সমশীলা ভজন্তি বৈ।
পিতৃভূতপ্রজেশাদীন্ শ্রিয়ৈশ্বর্য্যপ্রজেপ্সবঃ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—রজস্তমঃ প্রকৃতয়ঃ (রজস্তমসী প্রকৃতিঃ স্বভাবো যেষাং তে) সমশীলাঃ (অতএব পিতৃভূতাদিভিঃ সমং শীলং যেষাং তে হি) শ্রিয়ৈশ্বর্য্যপ্রজেপ্সবঃ (লক্ষ্মী-বিত্ত-পুত্রকামিনঃ সন্তঃ) পিতৃভূতপ্রজেশাদীন্ (তত্তৎফল-প্রদাতৄন্) ভজন্তি (তৈঃ সমশীলত্বাদেব তদ্ভজনে প্রবৃত্তিরিত্যর্থঃ) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—রজস্তমঃস্বভাবযুক্ত সুতরাং পিতৃ-ভূত-প্রজাপতি প্রভৃতি স্ব-স্ব ইষ্টদেবতাগণের সমস্বভাব-বিশিষ্ট জনগণ লক্ষ্মী-বিত্ত-পুত্রকামী হইয়াই ঐ সকল ফলদাতা পিতৃপ্রভৃতি ইতরদেবতাগণকে যজন করেন ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—প্রকৃতিঃ স্বভাবঃ অতএব পিতৃভূতাদিভিঃ সমং শীলং যেষাং তে শ্রিয়েতি সহার্থে তৃতীয়া ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রকৃতি শব্দের অর্থ স্বভাব, অতএব পিতৃ, ভূত, প্রজাপতি প্রভৃতির সহিত সমান স্বভাবযুক্ত যাহারা। 'শ্রিয়া'—শব্দ এখানে সহার্থে তৃতীয়া ॥ ২৭ ॥

তথ্য—ভাগবত দ্বিতীয়স্কন্ধ তৃতীয় অধ্যায় ২-৯ শ্লোক—

ব্রহ্মবর্চ্চ সকামস্তু যজেত ব্রহ্মণঃ পতিম্।
ইন্দ্রমিন্দ্রিয়কামস্তু প্রজাকামঃ প্রজাপতীন্ ॥
দেবীং মায়ান্তু শ্রীকামস্তেজস্কামো বিভাবসুম্।
বসুকামো বসূন্ রুদ্রান্ বীর্য্যকামোঽথ বীর্যবান্ ॥
অন্নাদ্যকামস্ত্বদিতিং স্বর্গকামোঽদিতেঃ সুতান্।
বিশ্বান্ দেবান্ রাজ্যকামঃ সাধ্যান্ সংসাধকো বিশাম্॥
আয়ুষ্কামোঽশ্বিনৌ দেবৌ পুষ্টিকাম ইলাং যজেৎ।
প্রতিষ্ঠাকামঃ পুরুষো রোদসী লোকমাতরৌ ॥
রূপাভিকামো গন্ধর্ব্বান্ স্ত্রীকামোঽপ্সর উর্ব্বশীম্।
আধিপত্যকামঃ সর্ব্বেষাং যজেত পরমেষ্ঠিনম্ ॥
যজ্ঞঃ যজেৎ যশস্কামঃ কোষকামঃ প্রচেতসম্।
বিদ্যাকামস্তু গিরিশং দাম্পত্যার্থ উমাং সতীম্ ॥
ধর্ম্মার্থ উত্তমঃ শ্লোকং তন্তুং তন্বন্ পিতৄন্ যজেৎ।
রক্ষাকামঃ পুণ্যজনানোজস্কামো মরুদ্গণান্ ॥
রাজ্যকামো মনূন্ দেবান্ নির্ঋতিং ত্বভিচরন্ যজেৎ।
কামকামো যজেৎ সোমমকামঃ পুরুষং পরম্ ॥২৭॥

বিবৃতি—মানব স্বীয় রুচির অনুকূল স্বভাবক্রমে বিষ্ণুব্যতীত অন্যান্য দেবতার পূজা করেন। নিজ নিজ বিচারে যেরূপ কামনার উদয় হয়, তত্তৎকাম-পরিতৃপ্তির জন্য উপাস্য বস্তুর বিভিন্নরূপ কল্পিত হয়। দেবগণ তাহাদিগের নিজ নিজ পূজকগণের কামনা পরিতৃপ্ত করান। পঞ্চরাত্রে কথিত হইয়াছে যে, সত্ত্বের সহিত রাজোগুণের মিশ্রণে সূর্য্যোপাসনা, সত্ত্বের সহিত তমোগুণের মিশ্রণে গণেশোপাসনা, রজোগুণের সহিত তমোগুণের মিশ্রণে শক্তির উপাসনা এবং তমোগুণে শিবোপাসনা এবং কেবল রজোগুণে মানবের সর্ব্ব-শ্রেণীর উপাসনাময় রুচি আছে। বিভিন্ন রুচির উপ-যোগিতাক্রমে উপাস্য ও উপাসকের সমশীলতা। সত্ত্বরজোমিশ্র স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তিগণ লৌকিকধর্ম্মকে প্রাপ্য জ্ঞান করেন। সত্ত্বতমঃ স্বভাবে গণেশের উপা-সনায় অর্থপ্রাপ্ত্যাশা, রজস্তমঃস্বভাবে কাম-পরিতৃপ্তির জন্য শক্ত্যুপাসনা এবং তমঃস্বভাবে মোক্ষাকাঙ্ক্ষাবশে শিব উপসনায় রুচি হইয়া থাকে। বিষ্ণুর উপসনায় কোন কামনা নাই। ভোগপর উদ্দেশে কামনার জন্ম হয়। কামদেব বিষ্ণুর উপাসনা করিতে হইলে তাঁহার অভিলাষপূরণরূপ সেবাই জীবের নিত্যধর্ম্ম। নিত্য-ধর্ম্মের বিস্মৃতি হইতেই বিষ্ণুস্বরূপ পরিবর্ত্তন করিয়া নিজকাম-পরিতৃপ্তির জন্য সমশীলদেবতার উপসনায় প্রবৃত্তি ঘটে। ভূতপূজকগণ জীবিতোত্তরকালে ভূত-লোক-প্রাপ্ত হন, পিতৃপূজকগণ পিতৃলোক লাভ করেন, বহুদেবযাজিগণ তত্তৎ দেবলোক লাভ করেন। তাৎ-কালিক বাসনাবশে জীবের ঐ প্রকার নশ্বর গতি লাভ হয়। কৃষ্ণদাস জীবের স্বরূপধর্ম্ম তৎকালে সুপ্ত হওয়ায় জীবোপাধিদ্বয় স্থূলসূক্ষ্মশরীরদ্বারা সুখদুঃখ ভোগ করেন ॥ ২৭ ॥

বাসুদেবপরা বেদা বাসুদেবপরা মখাঃ।
বাসুদেবপরা যোগা বাসুদেবপরা ক্রিয়াঃ ॥
বাসুদেবপরং জ্ঞানং বাসুদেবপরং তপঃ।
বাসুদেবপরো ধর্ম্মো বাসুদেবপরা গতিঃ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—বেদাঃ (কর্ম্মজ্ঞানভক্তিকাণ্ডগতাঃ) বাসুদেবপরাঃ (বাসুদেবঃ পরঃ তাৎপর্য্যগোচরঃ যেষাং তে) মখাঃ (বেদবিহিতাঃ যজ্ঞাঃ) বাসুদেব-পরাঃ (বিষ্ণোঃ যজ্ঞেশ্বরত্বাৎ) যোগাঃ (ভগবৎপ্রাপ্ত্যু-পায়াঃ) বাসুদেবপরাঃ (ভক্তিসচিবত্বেনৈব) ক্রিয়াঃ

(অনুষ্ঠানানি) বাসুদেবপরাঃ (কর্ম্মকাণ্ডীয়ানাং ভগবতি সমর্প্যত্বাৎ কাসাঞ্চিৎ পুনঃ সাক্ষাদ্ভক্তিপরত্বাৎ) জ্ঞানং বাসুদেব পরং (বাসুদেবস্যৈব তল্লক্ষ্যভূতত্বাৎ) তপঃ (বৈরাগ্যং) বাসুদেবপরং (ফল্গুবৈরাগস্য বর্জ্জনীয়ত্বাৎ) ধর্ম্মঃ (দানাদিঃ) বাসুদেবপরঃ তস্যাপি তত্রধীনত্বাৎ তৎপরত্বাং গতিঃ (স্বর্গাদিফলমপি) বাসুদেবপরা (তস্যা অপি তদানন্দাংশপ্রকাশরূপত্বাৎ) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—কর্ম্মজ্ঞানভক্তিকাণ্ডাত্মক বেদচতুষ্টয় বাসুদেব তাৎপর্য্যবিশিষ্ট, বেদোক্ত নিখিল যজ্ঞসমূহ যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুতাৎপর্য্যবিশিষ্ট, যোগশাস্ত্রসমূহ যোগেশ্বরেশ্বর বিষ্ণুতাৎপর্য্যময় এবং যোগশাস্ত্রোক্ত অনুষ্ঠানসমূহও বিষ্ণুভক্তি তাৎপর্য্যময়। এই প্রকার জ্ঞানশাস্ত্র বাসুদেবকেই লক্ষ্য করে, জ্ঞানবৈরাগ্য হরিভক্তি-তাৎপর্য্যময়, দানব্রতাদিবিষয়ক ধর্ম্মশাস্ত্র হরিভক্তিকে উদ্দেশ করে, স্বর্গাদি-লোকলাভজনিত অনিত্য সুখ পরিত্যাগ করিয়া হরিভক্তিরূপ নিত্যানন্দকেই লক্ষ্য করে ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—ননু বেদৈরেব পিত্রাদয়ো ভজনীয়ত্বেনোচ্যন্তে তেষাং কো দোষঃ? তত্রাহ। বাসুদেব এব পরস্তাৎপর্য্যগোচরো যেষাং তে। (ভাঃ ১১।১৪।৩) কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা। ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ ইতি। (ভাঃ ১১।২১।৪২) কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে ইত্যতো (ভাঃ ১১।২১।৪৩) মাং বিধত্তেঽভিধত্তেমাম্ ইত্যাদি ভগবদুক্তেস্তে বেদতাৎপর্য্যমবুদ্ধ্বৈব পিত্রাদীন্ ভজন্তীতি ভাবঃ। ননু বেদানাং মখযোগাদিপরত্বং তত্র তত্র প্রকটং দৃশ্যতে? সত্যং স্বং লোকং ন বিদুস্তে বৈ যত্র দেবো জনার্দ্দনঃ। আহুর্ধূম্রধিয়ো বেদং সকর্ম্মকমতদ্বিদঃ ইতি শ্রীনারদোক্তের্মখযোগাদৌ বেদস্য তাৎপর্য্যাভাবাৎ (ভাঃ ১১।১৪।৩) ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ ইতি ভগবদুক্তেঃ। (ভাঃ ৩।৩৩।৭) তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে ইতি শ্রীদেবহুত্যুক্তেঃ। (ভাঃ ৪।১৩।১৪) যথা তরোর্মূলনিষেচনেন ইতি নারদোক্তেশ্চ বাসুদেব এব তাৎপর্য্যাবগমাচ্চ সর্ব্বৈবদার্থঃ কেবলভগবদ্ভক্তিরেবেতি। যদ্বা মখস্য বাসুদেবভুজাদ্যঙ্গবিভূতীন্দ্রাদিদেবতারাধনময়ত্বেন বাসুদেবপরত্বমাদিভরতচরিতে প্রসিদ্ধম্। যোগস্যাপি ভগবদ্ধ্যানাদিপরত্বং কাপিলেয়ে প্রসিদ্ধম্। কর্ম্মণামপি তৎসমর্পণং বিনা ফলাসিদ্ধেস্তৎপরত্বম্। জ্ঞানতপসোর্ব্রহ্মপরত্বমেব কর্ম্মযোগস্য পূর্ব্বশ্লোকোক্তেঃ ধর্ম্মপদেন পরমধর্ম্মঃ শ্রবণকীর্ত্তনাদির্গতিস্তৎপ্রাপ্যপ্রেমাপবর্গাদিস্তয়োস্ত বাসুদেবপরত্বমেব ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পূর্ব্বপক্ষী যদি বলেন—দেখুন, বেদেই পিত্রাদি ভজনীয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহাদের অর্থাৎ পিত্রাদির উপাসকগণের দোষ কোথায়? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'বাসুদেবপরা' ইত্যাদি। কর্ম্ম এবং জ্ঞান-কাণ্ডাত্মক বেদ-চতুষ্টয় বাসুদেবেই তাৎপর্য্য-বিশিষ্ট। শ্রীভাগবতে একাদশ স্কন্ধে শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলেন—"এই বেদনাম্নী বাণী প্রলয়কালে নষ্ট হইয়াছিল, অনন্তর সৃষ্টির আদিতে আমি প্রজাপতি ব্রহ্মাকে—যাহাতে আমার স্বরূপভূত ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে, সেই বেদবাণী বলিয়াছিলাম।" এবং "কর্ম্মকাণ্ডে বিধিবাক্যের দ্বারা কি প্রকাশ করেন, জ্ঞানকাণ্ডেও নিষেধের জন্য পশ্চাদ্ বক্তব্য কি আশ্রয় করিয়া তর্ক-বিতর্ক করেন—এই বেদবাক্যের তাৎপর্য্য (অভিপ্রায়), জগতে আমি ব্যতীত অন্য কেহ জানে না। আমাকে যজ্ঞরূপ বিধান করেন, আমাকেই সেই সেই দেবতারূপে অভিহিত করেন, আকাশাদি প্রপঞ্চ আমা হইতে পৃথক্ অথবা অভিন্ন—ইহা বিকল্পনা করিয়া নিরাকৃত করেন, তাহাও আমি—আমা হইতে অভিন্ন কিছু নাই—নিখিল বেদের অভিপ্রায় এইরূপই, যেহেতু বেদ পরমার্থরূপ আমাকে আশ্রয় করিয়া কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ প্রভৃতি বিভিন্নতা প্রকাশ করে। মায়ামাত্র ইহা পরিহার-পূর্ব্বক ইহলোকে 'না না কিছু নাই'—এইরূপ প্রতিষেধ করতঃ নিবৃত্তব্যাপার হন।" ইত্যাদি শ্রীভগবানের উক্তি অনুসারে—তাহারা বেদের তাৎপর্য্য না বুঝিয়াই পিত্রাদির ভজন করেন, এই ভাব।

আবার পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন—বেদসমূহের মখ, যোগাদিকারত্ব যেখানে সেখানে প্রকটরূপে দৃষ্ট হয়। তাহার উত্তরে বলিতেছেন—সত্য, "যেখানে ভগবান্ জনার্দ্দন আছেন, সেই স্ব-স্বরূপ লোক যে আত্মতত্ত্ব, তাহা তাঁহারা জানেন না, এইজন্য যাগাদির দ্বারা ধূম্রদৃষ্টি অতত্ত্বজ্ঞগণ বেদকে কর্ম্মপর বলিয়া থাকেন।"

ইত্যাদি শ্রীনারদের উক্তিতে মখ, যোগাদিতে বেদের তাৎপর্য্যের অভাব। "যে বেদবাণীতে আমার স্বরূপ-ভূত ধর্ম্মই আমি ব্রহ্মকল্পাদিতে ব্রহ্মাকে বলিয়াছি।" এই শ্রীভগবানের উক্তি অনুসারে এবং "হে দেব, যে ব্যক্তির জিহ্বাগ্রে তোমার নাম বর্ত্তমান থাকে, সে শ্বপচ হইলেও এই কারণেই পূজ্য হয়, ফলতঃ যে-সকল পুরুষ তোমার নাম গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাঁহারাই তপস্যা করিয়াছেন, তাঁহারাই অগ্নিতে হোম করিয়াছেন, তাঁহারাই সদাচার, তাঁহারাই বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন অর্থাৎ তোমার নাম-কীর্ত্তনেই তপস্যাদি সিদ্ধি হয়, অতএব তোমার নামসংকীর্ত্তন করিয়া পবিত্র হন"—ইত্যাদি শ্রীদেবহূতির উক্তিতে এবং "যেরূপ বৃক্ষের মূলে জলসেচনের দ্বারাই শাখা-প্রশাখাদির পুষ্টি হয়" ইত্যাদি দেবর্ষি নারদের উক্তি অনুসারে বাসুদেবই সকল বেদের তাৎপর্য্য—ইহা অবগত হওয়া যায়। অতএব কেবল ভগবদ্ভক্তিই সর্ব্ব বেদের অর্থ।

অথবা, যজ্ঞাদিতে বাসুদেবের ভুজাদি অঙ্গ বিভূতিরূপ ইন্দ্রাদি দেবতার আরাধনা, উহাও বাসু-দেবপরত্ব---ইহা আদি ভরত মহারাজের চরিত্রে প্রসিদ্ধ। কপিল-দেবহূতি-সংবাদে---যোগের দ্বারা ভগবানের ধ্যানাদি-পরত্ব প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। কর্ম্ম-সকলেরও শ্রীভগবানে সমর্পণ ব্যতীত তাহার ফলের অসিদ্ধি-হেতু, সেই কর্ম্মও ভগবৎপরত্ব। জ্ঞান ও তপস্যার ব্রহ্ম-পরত্বই, কর্ম্মযোগের পূর্ব্বোক্ত শ্লোক অনুসারে ধর্ম্মপদের দ্বারা পরম ধর্ম্ম শ্রবণ-কীর্ত্তনা-দিই। গতি অর্থাৎ সেই পরম ধর্ম্মের প্রাপ্য প্রেম, অপবর্গাদি, এতদুভয়েরও বাসুদেব-পরত্বই ॥২৮॥

বিবৃতি—দৃশ্য জগতে ভিন্ন ভিন্ন বস্তুদর্শনে জীব-গণ অদ্বয়জ্ঞান বাসুদেবকে ছাড়িয়া তদ্ব্যতীত অন্য উদ্দেশে চালিত হওয়ায় বাস্তব সত্যে প্রতিষ্ঠিত হন না। এই জন্যই শ্রীমদ্ভাগবত, বেদচতুষ্টয়, বৈদিক-ক্রিয়া, যজ্ঞসমূহ, যোগাদি ও অপরাপর কর্ম্ম, জ্ঞান, তপস্যা, যাবতীয় ধর্ম্ম ও লক্ষ্যবস্তু সমস্তই বাসুদেবের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হয় বলেন। তবে বাসুদেবকে পরিত্যাগ করিয়া নিরীশ্বর অনুষ্ঠান অনিত্য অজ্ঞান-পুষ্ট ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের ব্যাঘাত কারক। জীব অদ্বয়জ্ঞানে জ্ঞানী হইলেই সমস্ত বৈচিত্র্য চিদ্‌বৈচিত্র্য-পর বুঝিতে পারেন। বাসুদেবাতীত ভেদজ্ঞানই দ্বিতীয়াভিনিবেশ। উহা বাসুদেবেরই মায়া। সেই মায়ায় আবরণী ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিদ্বয় অবস্থিত। রজস্তমোগুণদ্বারা চালিত না হইয়া যদি কেহ বিশুদ্ধ-সত্ত্বে অবস্থান করেন, তাহা হইলে তিনি জানিতে পারিবেন যে জীবের যাবতীয় বৃত্তি বাসুদেবপর। বিষয়মাত্রই বাসুদেব। বাসুদেবসম্বন্ধরহিতআসক্তিই মাধবের আবরণী ও বিক্ষেপাত্মিকা মায়াশক্তি। মায়া-বাদতাৎপর্য্যবিশিষ্ট ব্যক্তি মায়ার কবলে পড়িয়া মায়িক নশ্বর হেয় বিচিত্রতাকে বাসুদেবের একমাত্র বৈচিত্র্য মনে করিয়া ভ্রান্ত হন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া-ছেন—

যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥

জীবের অস্মিতায় অবৈষ্ণবতাই মায়িক অবিদ্যা বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া। ভাগবত পরমহংসগণ বাসুদেবের অদ্বয়জ্ঞান হইতে ভেদ বুদ্ধি করিয়া জড়ভোগে কর্ম্ম-বাদে বা জড়ত্যাগে জ্ঞানবাদে প্রমত্ত হন না। অভক্ত বিপথগামী কর্ম্মী ও জ্ঞানিগণের জন্যই এই শ্লোকদ্বয়ের অবতারণা॥ ২৮॥

স এবেদং সসর্জ্জাগ্রে ভগবানাত্মমায়য়া।
সদসদ্রূপয়া চাসৌ গুণময্যাঽগুণো বিভুঃ॥ ২৯॥
তয়া বিলসিতেষ্বেষু গুণেষু গুণবানিব।
অন্তঃপ্রবিষ্ট আভাতি বিজ্ঞানেন বিজৃম্ভিতঃ ॥৩০॥
যথা হ্যবহিতো বহ্নির্দারুষ্বেকঃ স্বযোনিষু।
নানেব ভাতি বিশ্বাত্মা ভূতেষু চ তথা পুমান্ ॥৩১॥

অন্বয়ঃ—সঃ এব অসৌ (এবম্ভূতঃ) বিভুঃ (পর-মেশ্বরঃ বাসুদেবঃ) ভগবান্ (ভগবতঃ অংশাবতারঃ কারণোদশায়ী প্রথমপুরুষঃ স্বয়ম্) অগুণঃ (গুণাতীতঃ অপি) অগ্রে (পুরা) সদসদ্রূপয়া (কার্য্যকারণাত্মিকয়া) গুণময্যা ত্রিগুণাত্মিকয়া আত্মমায়য়া (বহিরঙ্গয়া স্বশক্ত্যা) ইদং (বিশ্বং) সসর্জ (সৃষ্টবান্)॥ ২৯॥

বিজ্ঞানেন (স্বীয় চিচ্ছক্তিবলেন) বিজৃম্ভিতঃ (অত্যু-র্জ্জিতঃ) তয়া (মায়য়া) বিলাসিতেষু (উদ্ভূতেষু) এষু গুণেষু (আকাশাদিষু) অন্তঃ প্রবিষ্টঃ (অন্তর্য্যামিরূপেণ অনুপ্রবিষ্টঃ সন্ দ্বিতীয় পুরুষঃ গর্ভোদশায়ী) গুণবান্

ইব (মদধীনা এতে গুণা ইত্যভিমানবান্ ইব ন তু বস্তুতস্তথা) আভাতি (প্রকাশতে) ।। ৩০ ।।

যথা স্বযোনিষু (স্বাভিব্যঞ্জকেষু) একঃ বহ্নিঃ হি (এক এব অগ্নিঃ) অবহিতঃ সন্ (নিহিতঃ সন্) নানা ইব (প্রকাশ-তারতম্যেন বিভিন্ন ইব) ভাতি (দীপ্যতি) তথা বিশ্বাত্মা (বিশ্বান্তর্য্যামী) পুমান্ (ক্ষীরোদশায়ী তৃতীয়পুরুষঃ) ভূতেষু (সর্ব্বপ্রাণিষু অন্তর্য্যামিরূপেণ অন্তঃস্থিতঃ সন্) (নানা ইব ভাতি) ।। ৩১ ।।

অনুবাদ—এতাদৃশ পরমেশ্বর কারণোদশায়ী প্রথম পুরুষ স্বয়ং নির্গুণ হইয়াও প্রথমে কার্য্যকারণাত্মিকা ত্রিগুণময়ী স্বীয় বহিরঙ্গাশক্তি মায়াকে ঈক্ষণ করিয়া এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছিলেন ।। ২৯ ।।

সেই ভগবান্ স্বীয় চিচ্ছক্তিবলে নিরতিশয় স্বতন্ত্র অধীশ্বর হইয়াও সেই বহিরঙ্গাশক্তি মায়া হইতে উদ্ভূত বৈচিত্র্যময় জড় এই আকাশাদি প্রপঞ্চময় বিশ্বে অন্তর্য্যামিরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া সগুণের ন্যায় প্রকাশিত হন, কিন্তু বস্তুতঃ তিনি গুণাতীত ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত দ্বিতীয় পুরুষ গর্ভোদশায়ী বস্তু ।। ৩০ ।।

যেরূপ নিজোৎপত্তিস্থল কাষ্ঠসমূহে একই অগ্নি নিহিত থাকিয়া প্রকাশতারতম্যে বিভিন্ন প্রকারেই প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ প্রতিজীবের হৃদয়স্থিত ক্ষীরোদকশায়ী তৃতীয় পুরুষ বিষ্ণু প্রাণিগণের মধ্যে অন্তর্য্যামিরূপে থাকিয়া নানা বৈচিত্র্যময় বিভূতিরূপে প্রকাশিত হন ।। ৩১ ।।

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ যে পিতৃভূতপ্রজেশাদয়ো ভজনীয়াস্তেষামপি স্রষ্টা বাসুদেব এবেতি স সেব্যার্হ ইত্যাহ স এবেতি। সদসদ্রূপয়া কার্য্যকারণাত্মিকয়া স্বয়ন্ত্বগুণঃ ।। ২৯ ।।

সৃজ্যানাং তেষাং স এবান্তর্য্যামীত্যাহ ত্রিভিঃ। গুণেষু গুণোপাধিকজীবেষু তয়া মায়য়া বিলাসবিষয়ীকৃতেষু গুণবানিব গুণসংসর্গবানিব ভাতি ন তু তথা যতো বিজ্ঞানেন চিচ্ছক্ত্যা বিজৃম্ভিতঃ অত্যূর্জ্জিতঃ। ।। ৩০ ।।

অবহিতঃ সদাস্থিতো যথা তথা বিশ্বাত্মা অন্তর্যামী ভূতেষু প্রাণিষু। যদি তেষ্বেবাগ্নির্মথনেন প্রকটীকৃতঃ স্যাৎ তদা তান্যেব দারুণি দহতি এবমেব শ্রবণাদিভিঃ সাধনৈঃ সাক্ষাৎকৃতঃ পরমাত্মা মায়িকমুপাধিং জীবস্য দূরীকরোতীতি ধ্বনিঃ ।। ৩১ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—অপর, যে সকল পিতৃ, ভূত, প্রজাপতি প্রভৃতি ভজনীয়, তাহাদেরও স্রষ্টা বাসুদেবই, অতএব সেই বাসুদেবই একমাত্র সেবার যোগ্য —এইজন্য বলিতেছেন—'স এব'—অর্থাৎ তিনিই ইত্যাদি। সৎ ও অসৎরূপে এই কথার দ্বারা ভগবান্ কার্য্য-কারণাত্মিকা মায়ার দ্বারাই এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছিলেন, নিজে কিন্তু অগুণ অর্থাৎ মায়াগুণের অতীত ।। ২৯ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেইসকল সৃজ্যপদার্থের তিনিই অন্তর্যামী—ইহা বলিতেছেন তিনটি শ্লোকে। বহিরঙ্গা মায়ার দ্বারা বিলাসের বিষয়ীকৃত অর্থাৎ উদ্ভূত গুণসমূহের মধ্যে অর্থাৎ গুণোপাধিক জীবসমূহের মধ্যে গুণ-সংসর্গযুক্তের ন্যায় প্রকাশিত হন, বস্তুতঃ তাহা নহে, যেহেতু বিজ্ঞান অর্থাৎ চিচ্ছক্তির দ্বারা তিনি বিজৃম্ভিত অর্থাৎ নিরতিশয় ঐশ্বর্য্যযুক্ত হইয়া প্রকটিত হন ।। ৩০ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রাণিসমূহের মধ্যে সব সময় অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত। মথনের দ্বারা যদি কাষ্ঠাদিতে অগ্নি প্রকটিত হয়, তাহা হইলে সেই অগ্নি কাষ্ঠগুলিকেই দগ্ধ করে, এইরূপ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তি-সাধনের দ্বারা যদি পরমাত্মা সাক্ষাৎকৃত (দৃষ্ট) হন, তাহা হইলে জীবের মায়িক উপাধিই বিদূরিত করেন, ইহাই এখানে ধ্বনিত হইতেছে ।। ৩১ ।।

মধ্ব—আত্মমায়য়া স্বেচ্ছয়া। সদসদ্রূপয়া প্রকৃত্যা চ। তয়া সদসদ্রূপয়া। বিজ্ঞানেন বিজৃম্ভিতঃ বিজ্ঞানেনৈব সম্পূর্ণ ।। ২৯-৩১ ।।

তথ্য—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদি পঞ্চম পরিচ্ছেদে—

বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ।
দ্বিতীয় চতুর্ব্ব্যূহ এই তুরীয় বিশুদ্ধ ।। ৪১ ।।
বৈকুণ্ঠ বাহিরে সেই জ্যোতির্ম্ময় ধাম।
তাহার বাহিরে কারণার্ণব নাম ।। ৫১ ।।
বৈকুণ্ঠ বেড়িয়া এক আছে জলনিধি।
অনন্ত অপার তার নাহিক অবধি ।। ৫২ ।।
বৈকুণ্ঠের পৃথিব্যাদি সকল চিন্ময়।
মায়িক ভূতের তথি জন্ম নাহি হয় ।। ৫৩ ।।
চিন্ময় জল সেই পরম কারণ।
যার এক কণা গঙ্গা পতিত পাবন ।। ৫৪ ।।

সেই ত' কারণার্ণবে সেই সঙ্কর্ষণ।
আপনার এক অংশে করেন শয়ন ॥ ৫৫ ॥
মহৎস্রষ্টা পুরুষ তিঁহো জগৎকারণ।
আদ্য অবতার করে মায়ার দরশন ॥ ৫৬ ॥
মায়াশক্তি রহে কারণাব্ধির বাহিরে।
কারণ সমুদ্র মায়া পরশিতে নারে ॥ ৫৭ ॥
সেই ত' মায়ার দুইবিধ অবস্থিতি।
জগতের উপাদান প্রধান প্রকৃতি ॥ ৫৮ ॥
মায়া অংশে কহি তারে নিমিত্ত কারণ।
সেহ নহে যাতে কর্ত্তা হেতু নারায়ণ ॥ ৬২ ॥
ঘটের নিমিত্ত হেতু যৈছে কুম্ভকার।
তৈছে জগতের কর্ত্তা পুরুষাবতার ॥ ৬৩ ॥
কৃষ্ণ কর্ত্তা মায়া তাঁর করেন সহায়।
ঘটের কারণ চক্রদণ্ডাদি উপায় ॥ ৬৪ ॥
এক অঙ্গাভাসে করে মায়াতে মিলন।
মায়া হইতে জন্মে তবে ব্রহ্মাণ্ডের গণ ॥ ৬৬ ॥
অগণ্য অনন্ত যত অণ্ড সন্নিবেশ।
ততো রূপে পুরুষ করে সবাতে প্রবেশ ॥ ৬৭ ॥
গর্ভোদ-ক্ষীরোদশায়ী দোহে পুরুষ নাম।
সেই দুই যাঁর অংশ বিষ্ণু বিশ্বধাম ॥ ৭৬ ॥
যদ্যপি কহিয়ে তাঁরে কৃষ্ণের কলা করি।
মৎস্যকূর্ম্মাদ্যবতারের তিঁহো অবতারী ॥ ৭৮ ॥
সৃষ্ট্যাদি নিমিত্তে যেই অংশের অবধান।
সেই ত' অংশেরে কহি অবতার নাম ॥ ৮১ ॥
আদ্যাবতার মহাপুরুষ ভগবান্।
সর্ব্বাবতার বীজ সর্ব্বাশ্রয় ধাম ॥ ৮২ ॥
প্রকৃতি সহিত তাঁর উভয় সম্বন্ধ।
তথাপি প্রকৃতি সহ নাহি স্পর্শ গন্ধ ॥ ৮৬ ॥
সেই ত' পুরুষানন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃজিয়া।
সব অণ্ডে প্রবেশিলা বহু মূর্ত্তি হঞা ॥ ৯৪ ॥
তাহাই প্রকট কৈল বৈকুণ্ঠ নিজ ধাম।
শেষ শয়নজলে করিল বিশ্রাম ॥ ৯৯ ॥
হিরণ্যগর্ভ অন্তর্যামী জগৎ কারণ।
যাঁর অংশ করি করে বিরাট্ কল্পন ॥ ১০৬ ॥
নারায়ণের নাভিনাল মধ্যেতে ধরণী।
ধরণীর মধ্যে সপ্ত সমুদ্রে যে গণি ॥ ১১০ ॥
তাঁহা ক্ষীরোদধি মধ্যে শ্বেতদ্বীপ নাম।
পালয়িতা বিষ্ণু তাঁর সেই নিজ ধাম ॥ ১১১ ॥
সকল জীবের তিঁহো হয়ে অন্তর্য্যামী।
জগৎপালক তিঁহো জগতের স্বামী ॥ ১১২ ॥

ভাগবতে ১।১১।৩৯ শ্লোকেও আছে—

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথাবুদ্ধিস্তদাশ্রয়া ॥ ২৯-৩১ ॥

বিবৃতি—উনত্রিংশৎ শ্লোকে কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুর লীলা বর্ণিত হইয়াছে, ত্রিংশৎ শ্লোকে গর্ভোদশায়ী বিষ্ণুর লীলা এবং একত্রিংশৎ শ্লোকে ক্ষীরোশায়ী বিষ্ণুর লীলা কথিত হইয়াছে। তুরীয় বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চতুর্ব্ব্যূহ দ্বারা প্রাকৃত সৃষ্টি ও অপ্রাকৃত প্রকাশ প্রকটিত। শ্রীসঙ্কর্ষণের কারণবারিতে ঈক্ষণ হইতেই নিমিত্ত ও উপাদানভেদে বৈকুণ্ঠ কারণ ও প্রাকৃত বিশ্বের কারণ অধিষ্ঠিত। তিনি রামনৃসিংহাদি নৈমিত্তিক অবতারাবলীর কারণ। প্রদ্যুম্ন হইতে গর্ভসমুদ্রে অন্তর্য্যামী পরমাত্মা ওতপ্রোতভাবে সমগ্র বিশ্বে ব্যাপক সমষ্টি বিষ্ণু এবং অনিরুদ্ধ হইতে ক্ষীরসমুদ্রে ব্যষ্টিবিষ্ণুরূপে প্রতি প্রাণীতে ব্যষ্টিভাবে অসংখ্য হইয়া অদ্বয়জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত ॥ ২৯-৩১ ॥

অসৌ গুণময়ৈর্ভাবৈর্ভূতসূক্ষ্মেন্দ্রিয়াত্মভিঃ।
স্বনির্ম্মিতেষু নির্ব্বিষ্টো ভুঙ্‌ক্তে ভূতেষু তদ্‌গুণান্ ॥৩২

অন্বয়ঃ—অসৌ (হরিঃ) ভূতসূক্ষ্মেন্দ্রিয়াত্মভিঃ (ভূতসূক্ষ্মাণি বিষয়াঃ চ ইন্দ্রিয়াণি দশেন্দ্রিয়াণি চ আত্মা মনশ্চ তৈঃ) গুণময়ৈঃ (ত্রিগুণাত্মকৈঃ) ভাবৈঃ (বস্তুভিঃ) স্বনির্ম্মিতেষু (নিজোৎপাদিতেষু) ভূতেষু (চতুর্ব্বিধেষু প্রাণিষু) নির্ব্বিষ্টঃ (অন্তঃ প্রবিষ্টঃ সন্) তদ্‌গুণান্ (তত্তদনুরূপান্ বিষয়ান্) ইচ্ছয়া ভুঙ্‌ক্তে ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—সেই বিশ্বাত্মা লীলাময় হরি বিবিধ ব্যূহ বিস্তার করিয়া প্রাণী, সূক্ষ্মবিষয়, ইন্দ্রিয় ও মনরূপ ত্রিগুণময়ভাবসমূহ দ্বারা নিজ সৃষ্ট দেব-নর-তির্য্যগাদি প্রাণিসমূহে অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগের সেই সেই অনুরূপ বিষয় সকল লীলা-ক্রমে ভোগ করান ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—অসৌ বিশ্বাত্মা ভূতসূক্ষ্মাণি বিষয়াশ্চ ইন্দ্রিয়াণি চ আত্মা মনশ্চ তৈর্গুণময়ৈর্ভাবৈঃ। স্বনির্ম্মিতেষু দেবতির্য্যগাদিষু ভূতেষু নির্ব্বিষ্টঃ প্রবিষ্টঃ সন্ তদ্গুণান্ তদনুরূপান্ বিষয়ান্। বৈষয়িকসুখানি ভুঙ্‌ক্তে ইতি জীবানাং ভোক্তৃত্বমন্তর্য্যামিনা বিনা ন সিদ্ধ্যতীতি বা জীবস্য তদীয়তটস্থশক্তিত্বাদ্বা জীবদ্বারা স্বয়মন্তর্য্যামী ভুঙ্‌ক্তে ইতি প্রযুজ্যতে। ভোজয়তি জীবানিতি নিজর্থো বা জ্ঞেয়ঃ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই বিশ্বাত্মা সূক্ষ্মবিষয়, ইন্দ্রিয় ও মনরূপ ত্রিগুণময় ভাবসমূহের দ্বারা স্বনির্ম্মিত দেব, তির্য্যগাদি চতুর্ব্বিধ প্রাণিসমূহে প্রবিষ্ট হইয়া সেই সেই অনুরূপ বিষয়সকল ভোগ করেন। এখানে বৈষয়িক সুখ ভোগ করেন—ইহা বলায় জীবসকলের ভোক্তৃত্ব অন্তর্য্যামী ব্যতীত সিদ্ধ হয় না—ইহা বুঝা গেল। অথবা জীব তাঁহার তটস্থ শক্তিহেতু জীবের দ্বারা স্বয়ং অন্তর্য্যামী ভোগ করেন অর্থাৎ প্রযুক্ত করেন। অথবা জীবগণকে তিনি ভোগ করান, এই নিজন্ত-প্রয়োগের অর্থ জানিতে হইবে ॥ ৩২ ॥

মধ্ব—তদ্গুণানেব ভুঙ্‌ক্তে ন দোষান্। সর্ব্বত্র সারভুগ্দেবোনাসারং স কদাচনেতিবামনপুরাণে। অনশ্নন্ নিত্য শুভাপেক্ষয়া। পরবশত্বাপেক্ষয়া ক্লিপ্ত্যপেক্ষয়া চ। অক্লিপ্ত্যা চ স্বতন্ত্রত্বাদশুভস্য চ বর্জ্জনাৎ। অভোক্তা শুভভোক্তৃত্বাদ্ভোক্তেত্যেব চ তং বিদুঃ। অন্যূনানধিকত্বাচ্চ পূর্ণঃ স্বানন্দভোজনাৎ। বিরাগাচ্চ পরস্যাস্য ভোক্তৃত্বপ্রতিষেধনমিতি স্কান্দে ॥ ৩২ ॥

বিবৃতি—ব্রহ্মবাদিগণ বলেন, ব্রহ্ম হইতেই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কোন বস্তু জগতের কারণ নহে। সেই পরমাত্মার মায়া তাহার শক্তিপ্রভাবে সৃষ্টি করিতে সমর্থা। মায়াবাদিগণ বলেন, প্রকৃতি হইতেই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। প্রকৃতিবাদী প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধগণ দৃশ্যজগৎকে প্রাকৃত বলিবার পরিবর্ত্তে ব্যবহারিক বা নিঃশক্তিক ব্রহ্মে বিলীন মনে করেন। ব্রহ্ম হইতে প্রকৃতির বিশেষত্ব নিরূপণ করিতে গিয়া জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা ত্রিবিধ বিভাগে অদ্বয়জ্ঞান বিভক্ত হইয়া পড়ে, এজন্য বিবর্ত্তবাদ আশ্রয় ব্যতীত মায়াবাদীর নিকট সৃষ্টির অন্য কারণ প্রতিভাত হয় না। প্রকৃতিকে ব্রহ্মবাদিগণ অজাগলস্তন বলিয়া তাহার কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করেন না। পরন্তু ব্রহ্মেতর শক্তি শক্তিমান্ হইতেই শক্তিত্ব লাভ করিয়াছেন। ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। সেই উপাদান কারণ ভগবানের ইচ্ছাশক্তি প্রভাবে প্রকৃতিতে ন্যস্ত হইয়াছে মাত্র। ব্রহ্মবিদ্‌গণ উদাহরণ স্থলে বলিয়াছেন—

"লৌহ যৈছে অগ্নিশক্ত্যে করয়ে জারণ।"

সেইরূপ প্রকৃতি শক্তিমত্তত্ত্ব ভগবান হইতেই শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন। প্রকৃতির উপাদান কারকত্বে স্বকীয়া স্বতন্ত্রতা নাই। প্রকৃতি পুরুষযোগ বা উপাদান ও নিমিত্ত কারণ হইতেই কার্য্যের উৎপত্তি।

ব্রহ্মসূত্রের ৬ষ্ঠপাদের শেষভাগে যে উৎপত্ত্যসম্ভবাধিকরণ আলোচিত হইয়াছে, উহা ব্রহ্মবাদের বিরোধী বা স্বতন্ত্র শক্তিবাদ নিরসনোদ্দেশেই লিখিত। বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চতুর্ব্ব্যূহ পর পর ব্যূহ হইতে সৃষ্ট হইয়াছে, এইরূপ পঞ্চরাত্রে লিখিত আছে। যাঁহারা বলিয়াছেন সেই মতবাদিদিগকে নিরাস করিবার জন্যই উৎপত্ত্যসম্ভবাদিকরণ লিখিত আছে। সেই ভ্রান্ত মতবাদিগণ মনে করেন, পঞ্চরাত্রে বাসুদেব হইতে যে সঙ্কর্ষণ উদ্ভূত হন তিনি জীবতত্ত্ব। সেই জীবতত্ত্ব সঙ্কর্ষণ হইতে মনস্তত্ত্ব প্রদ্যুম্ন উদ্ভূত হইয়াছেন। মনস্তত্ত্ব প্রদ্যুম্ন হইতে অহঙ্কার তত্ত্ব অনিরুদ্ধ সৃষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু বিষ্ণুর চতুর্ব্ব্যূহ, একটী অপরের সৃষ্ট নহে।

বিষ্ণুপুরাণ বলেন—

আদ্যন্ত মহতঃ স্রষ্টৃদ্বিতীয়ন্ত্বণ্ডসংস্থিতম্।
তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং যানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে ॥

পুরুষাবতারগণ সঙ্কর্ষণবৈভব হইতে নিত্যকাল প্রকটমান। কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু বৈকুণ্ঠ ও ব্রহ্মাণ্ডের কারণ। তিনি জীবতত্ত্বের মূল কারণ, সেব্য মহাবিষ্ণু। তিনি স্বয়ং জীব নহেন। জীবের স্বরূপে জড়ত্বের পরিবর্ত্তে অণুচেতনধর্ম্ম বর্ত্তমান থাকায় ভগবানের তটস্থ শক্তি জীব, তাঁহার কালের অধীন সৃষ্ট বস্তুমাত্র নহেন। চেতনবস্তু নিত্যসিদ্ধ, স্বতঃ প্রকাশবিশিষ্ট। মন ও অহঙ্কার প্রভৃতি প্রাপঞ্চিক ইন্দ্রিয়গুলি প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ বিষ্ণুর সহিত একবস্তু নহেন। দীপ হইতে অন্য দীপ প্রজ্বলিত হয়, এবং পরবর্ত্তী দীপে পূর্ব্বদীপের ন্যায় সমান ধর্ম্মের অবস্থান, সেইরূপ চতুর্ব্ব্যূহ অর্থাৎ কারণ, গর্ভ ও ক্ষীর সমুদ্রত্রয়ে অবস্থিত ভগবদ্ব্যূহগণের পুরুষাবতার সকলেই বিষ্ণু-

তত্ত্ব। উৎপত্তিযোগ্যতা তাঁহাদের প্রতি আরোপ করা যায় না। এই বিষ্ণুব্যূহচতুষ্টয় জানিতে পারিলেই জীব সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয় অবগত হইয়া প্রাকৃতভোগময় বদ্ধ জগতের তত্ত্ব অবগত হন ॥ ৩২ ॥

ভাবয়ত্যেষ সত্ত্বেন লোকান্ বৈ লোকভাবনঃ।
লীলাবতারানুরতো দেবতির্য্যঙ্‌নরাদিষু ॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মসূত্রভাষ্যে শ্রীমদ্ভাগবত-মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং প্রথমস্কন্ধে নৈমিষীয়োপাখ্যানে শ্রীভগবদনুভাববর্ণনং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—এষঃ (স এব) লোকভাবনঃ (লোকান্ ভাবয়তি পালয়তীতি লোককর্ত্তা বিষ্ণুঃ) দেবতির্য্যঙ্‌-নরাদিষু (বিবিধপ্রাণিষু) লীলাবতারানুরতঃ (যে লীলাবতারাস্তেষু অনুরক্তঃ সন্) সত্ত্বেন (সত্ত্বগুণেন) লোকান্ (ভূতান্) ভাবয়তি (পালয়তি) ॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীভাগবত প্রথমস্কন্ধ দ্বিতীয়াধ্যায়স্যান্বয়ঃ সমাপ্তঃ।

অনুবাদ—সেই লোককর্ত্তা ভগবান্ বিষ্ণু দেবাদি-যোনিতে যে যে লীলাবতার প্রকট করিয়াছেন তাহাতে অনুরক্ত হইয়া সত্ত্বগুণের দ্বারাই প্রাণিসমূহ পালন করেন ॥ ৩৩ ॥

ইতি প্রথম স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—এবমন্তর্য্যামিনঃ প্রতিযোনি-নানাত্বেন নানাত্বমৌপাধিকমুক্তম্। ভগবতস্তু বিনৈবোপাধিং নিত্যয়ৈব লীলয়া স্বরূপেণৈব নানাত্বমাহ। ভাবয়তি পালয়তীতি। যদ্বা লোকান্ ভাববতঃ স্বপ্রেমযুক্তান্ করোতীতি। সর্ব্বাবতারসাধারণপ্রয়োজনম্। লোক-ভাবনঃ যতো লোককর্ত্তা ॥ ৩৩ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাঃ ভক্তচেতসাম্।
দ্বিতীয়ঃ প্রথমেঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি **শ্রীবিশ্বনাথ** চক্রবর্ত্তিঠক্কুরকৃতা শ্রীভাগবত-প্রথম-**স্কন্ধ-দ্বিতীয়ো**ঽধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইপ্রকার অন্তর্য্যামীর দেব, তির্য্যগ্ প্রভৃতি নানা যোনিতে নানারূপে প্রকাশ ঔপাধিক বলা হইল। কিন্তু শ্রীভগবানের উপাধি বিনাই নিত্য লীলার দ্বারা নিজ-স্বরূপেই নানারূপত্ব বলিতেছেন। 'ভাবয়তি'—শব্দের অর্থ পালন করেন। অথবা লোকসকলকে 'ভাবয়তঃ' অর্থাৎ স্বপ্রেমযুক্ত করেন। ইহা সকল অবতারের সাধারণ প্রয়োজন, যেহেতু তিনি লোককর্ত্তা অর্থাৎ সমস্ত জীবের পালন-কর্ত্তা ॥ ৩৩ ॥

ইতি ভক্ত-মানসের আহলাদিনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার সজ্জন-সম্মত প্রথম স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায় সম্পূর্ণ।

ইতি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি—ঠাকুর কৃত শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ের সারার্থ-দর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১।২ ॥

শ্রীমধ্ব

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-প্রথমস্কন্ধতাৎপর্য্যে শ্রীমদানন্দতীর্থ-ভগবৎপাদাচার্য্য-বিরচিতে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

তথ্য

ইতি প্রথমস্কন্ধ দ্বিতীয় অধ্যায়ের তথ্য সমাপ্ত।

বিবৃতি—বৈকুণ্ঠে চতুর্ব্ব্যূহ লীলা বিস্তার করিয়া ভগবান্ বাসুদেব সঙ্কর্ষণরূপের অংশ আদি পুরুষাব-তার দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি ও নৈমিত্তিক অবতারাবলীর দ্বারা স্বর্লোকস্থিত দেবগণকে এবং ভূলোকস্থিত মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি প্রাণিগণের মধ্যে তাঁহার নিত্যলীলা অবতারণ করাইয়া তাহাদিগকে রজস্তমোগুণক্রিয়া হইতে মুক্ত করিয়া বিশুদ্ধসত্ত্বে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করান। এই নৈমিত্তিক লীলাবতারসমূহই হরি-বিমুখবদ্ধজীবের অধোগতি রহিত করিয়া উন্নত স্বরূপগত স্বীয় বৃত্তিরূপ নিত্যদাস্যে নিযুক্ত করেন। বাস্তবসত্যবস্তু জগতে অবতাররূপে আবির্ভূত হইয়া মায়িক জীবকে বৈকুণ্ঠবিচিত্রতা প্রদর্শন করান। প্রপঞ্চে লীলাবতারের শুভাগমন লোকমঙ্গলের জন্য। বদ্ধ-জীবগণ প্রথমদৃষ্টিতে ভগবান্‌কে তাহাদের ন্যায় মায়াবদ্ধ বস্তুজ্ঞানে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক তাঁহার অজ্ঞাত সেবা করিতে আরম্ভ করিলে ক্রমশঃ সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত হইয়া নিত্যসেবায় ব্যাপৃত হন। গীতায় কথিত—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্ ।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥

এই শ্লোক ব্যতীত অন্যান্য বহু শ্লোকে ভগবদবতা-রের তাৎপর্য্য বর্ণিত আছে ॥ ৩৩ ॥

ইতি প্রথমস্কন্ধ দ্বিতীয় অধ্যায়ের
বিবৃতি সমাপ্ত ।

ইতি শ্রীভাগবতপ্রথমস্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ের
শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত ।
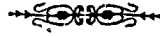
তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

শ্রীসূত উবাচ—

জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্ মহদাদিভিঃ ।
সম্ভূতং ষোড়শকলমাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া ॥ ১ ॥

শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য

তৃতীয় অধ্যায়ের কথাসার ।

তৃতীয় অধ্যায়ে পুরুষাদি অবতার-কথা ও তাঁহাদের চরিত্রবর্ণনাদিদ্বারা অবতারকথা-প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন ।

ভগবান্ লোকসৃষ্টিবাসনায় প্রথমে মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্রসম্ভূত একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাভূত— এই ষোড়শ-অংশ-যুক্ত প্রথম-পুরুষ-রূপ বিরাট্‌মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিলেন । তিনি হিরণ্যগর্ভরূপে যোগ-নিদ্রা অবলম্বন করিয়া গর্ভবারিতে শয়ন করিলে তাঁহার নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মার জন্ম হয় । তাঁহার অবয়বসংস্থানে বিরাট্ বিশ্ব কল্পিত, তিনি শুদ্ধসত্ত্ব । তাঁহার বিশ্বরূপ অসংখ্য পদ উরু, ভুজ, মুখ, শির, কর্ণ, নেত্র, নাসা, মৌলি ও অম্বর সুশোভিত । দিব্য-চক্ষু দ্বারা তাহা দেখা যায় । ঐ বিশ্বরূপই বিবিধ অবতারের লয় এবং উদ্ভবক্ষেত্র । তাঁহার অংশ ব্রহ্মা ও তদংশ অর্থাৎ কলা প্রজাপতি প্রভৃতি হইতে দেবাদি সর্গ সৃষ্ট হয় । তিনি চতুঃসনাদি কুমার, বরাহ, নারদ, নরনারায়ণ ঋষি, কপিল, দত্তাত্রেয়, যজ্ঞ, ঋষভ, পৃথু, মৎস্য, কূর্ম্ম, ধন্বন্তরি, মোহিনী, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, বেদব্যাস, রাম, রামকৃষ্ণ, বুদ্ধ এবং কল্কিরূপে অবতীর্ণ হন । শ্রীহরির এইরূপ অসংখ্য অবতার । মহাতেজা ঋষিগণ, মনুগণ, দেবগণ, মানবগণ ও প্রজাপতিগণ সকলেই তাঁহার অংশেরই বহু বিভক্ত অংশ । বিষ্ণুর এই অবতারগণ অসুর-নিপীড়িত লোকসমূহের সুখবিধান করেন । শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ংরূপ ভগবান্ । তাঁহার রূপ প্রাকৃত নহে, পরন্তু সচ্চিদানন্দময় । বিশ্বরূপ তাঁহার স্থূলরূপ । ভক্তি-বিজ্ঞানোদ্ভাসিত নেত্রে তাঁহার দিব্যরূপ দর্শন লাভ হয় । তাঁহার জন্ম ও কর্ম্ম নাই । তিনি সর্ব্বথা স্বাধীন, স্বতন্ত্র স্বেচ্ছাক্রমে লীলাময় । বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কর্ত্তা হইলেও সেই সব কার্য্যে তিনি আদৌ লিপ্ত নহেন । কেবল অন্তর্য্যামিরূপে ভোক্তা । জীবের তাদৃশী সামর্থ্যাভাবহেতু ভগবানে ও জীবে ভেদ । যিনি নিষ্কপটচিত্তে তাঁহার চরণ ভজন করেন, তিনি তাঁহার লীলাভিনয় বুঝিয়া মহিমা জানিতে পারেন । ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অপ্রকট হইলে কলিকালে অজ্ঞানান্ধজনগণের নিকট এই শ্রীমদ্ ভাগবতসূর্য্য উদিত হন । ইনি সর্ব্ববেদতুল্য, ইহাতে চরম কল্যাণের কথা এবং সকল বেদ ও ইতিহাসাদি শাস্ত্রের সারকথা আছে । নির্ব্বিণ্ণ হইয়া গঙ্গাতটে প্রায়োপবিষ্ট মহারাজ পরীক্ষিৎকে শ্রীশুকদেব এই ভাগবতকথামৃত রস পান করাইয়াছিলেন । তৎকালে আমি তথায় উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার অনুগ্রহবলে যেমন অধ্যয়ন করিয়াছি, আপনাদিগের নিকটও তদ্রূপ যথাবুদ্ধি কীর্ত্তন করিব ।

অন্বয়ঃ—ভগবান্ (শ্রীহরিঃ) আদৌ (সর্ব্ব-প্রথমং) লোকসিসৃক্ষয়া (লোকন্ স্রষ্টুমিচ্ছয়া) মহদাদিভিঃ (মহদহঙ্কার পঞ্চতন্মাত্রৈঃ) সম্ভূতং (সুনিষ্পন্নং) ষোড়শকলং (একাদশেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ মহাভূতানি ইতি ষোড়শকলা অংশা যস্মিন্ তৎ)

পৌরুষং রূপং (বিরাড়্ জীবান্তর্য্যামিকারণার্ণবশায়ি-প্রথমপুরুষ-সংজ্ঞকং তস্যাকারং বা) জগৃহে (ধারয়ামাস) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ শ্রীহরি লোকসৃষ্টির জন্য সর্ব্বপ্রথমে বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং পঞ্চতন্মাত্রসম্ভূত একাদশেন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাভূত এই ষোড়শ পদার্থ যাহাতে অংশরূপে বর্ত্তমান, সেই কারণার্ণবশায়িরূপ প্রথম পুরুষ বা বিরাট্ নামক রূপ ধারণ করিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—অবতারকথা ব্রূহীত্যস্যোত্তরতয়োচ্যতে। ভগবান্ জন্মকর্ম্মভ্যাং তৃতীয়েনৈকমূর্ত্তিমান্ ॥

পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে লীলাবতারানুরত ইত্যুক্তম্। তত্র কাস্তস্য লীলাঃ কে বা অবতারা ইত্যপেক্ষায়াং প্রথমং পুরুষাবতারমাহ জগৃহ ইতি পঞ্চভিঃ। পৌরুষং পুরুষাকারং পুরুষসংজ্ঞং বা। ননু জগৃহে ইতি চেদুচ্যতে তর্হি তদ্রূপং পূর্ব্বং নাসীদিত্যবগত্যা তদ্রূপস্যানিত্যত্বং প্রসক্তমিত্যত আহ। সম্যগ্ভূতং পরমসত্যং পূর্ব্বপূর্ব্বমপি সদৈব স্বরূপেণ স্থিতমেব তৎ জগৃতে লোকসৃষ্ট্যার্থমুপাদত্ত গ্রহণস্য বিদ্যামানবস্তু-বিষয়ত্বাৎ। ঘটস্যাবিদ্যমানত্বে ঘটং জগ্রাহেতি প্রয়োগাদর্শনাচ্চ। রাজা সেনান্যং দিগ্বিজিগীষয়া স্বসঙ্গে জগ্রাহেতিবৎ। যুক্তেক্ষ্মাদাবৃতে ভূতং প্রাণ্যতীতে সমে ত্রিষ্বিত্যমরঃ। উত্তরত্রাপি স এব প্রথমং দেব ইত্যাদৌ সর্ব্বত্র সম্ভূতমিতি পদমনুবর্ত্তনীয়ম্। মহদাদিভির্মহত্তত্ত্বাহঙ্কারাদিভির্লোকানাং সমষ্টি-ব্যষ্টীনাং ভুবনানাং বা যা স্রষ্টুমিচ্ছা তয়া ষোড়শৈব কলা যস্মিন্নিতি রাকাচন্দ্রমিব মৎস্যকূর্ম্মাদ্যবতারানপেক্ষ্য পরিপূর্ণমিত্যর্থঃ। কলা তু ষোড়শো ভাগ ইত্যভিধানাৎ অত্র যোঽয়ং ভগবান্ স পরব্যোমাধিনাথঃ তেন গৃহীতং যৎ ষোড়শকলং রূপং স মহাবিষ্ণুঃ প্রকৃতীক্ষণকর্ত্তা সঙ্কর্ষণাংশঃ কারণার্ণবশায়ী প্রথমঃ পুরুষো ভাগবতামৃতোক্তযুক্ত্যা জ্ঞেয়ঃ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অবতারকথা বলুন'—শৌনকাদি মুনিগণের এই প্রশ্নের উত্তরদান-প্রসঙ্গে একমূর্ত্তিমান্ শ্রীভগবানের অবতার ও কর্ম্মসমূহ এই তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত হইতেছেন। পূর্ব্ব অধ্যায়ের অন্তে 'লীলাবতারসমূহে অনুরক্ত হইয়া'—ইহা বলা হইয়াছে। সেই বিষয়ে শ্রীভগবানের লীলাসমূহ কি এবং তাঁহার অবতারগণ কে—এই অপেক্ষায় প্রথম পুরুষাবতারের কথা বলিতেছেন—'জগৃহে' অর্থাৎ গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই পাঁচটি শ্লোকে। পৌরুষ রূপ বলিতে পুরুষ আকৃতি অথবা পুরুষ-সংজ্ঞ। পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন—'জগৃহে'—গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা বলায় সেই রূপ পূর্ব্বে ছিলেন না, ইহা বুঝায়; তাহা হইলে সেই রূপের অনিত্যত্ব প্রসক্ত হইতেছে। তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'সম্ভূতং' অর্থাৎ সম্যক্-রূপে নিষ্পন্ন, পরমসত্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পেও সর্ব্বদা নিজ স্বরূপে স্থিতই সেই রূপ লোকসৃষ্টির নিমিত্ত গ্রহণ করিলেন। বিদ্যমান বস্তু-বিষয়েই গ্রহণ সম্ভব হয়। ঘট না থাকিলে ঘট গ্রহণ করিয়াছিলেন—এইরূপ প্রয়োগ দৃষ্ট হয় না। সেইরূপ রাজা দিগ্বিজয়ের ইচ্ছায় নিজসঙ্গে সেনানীদের গ্রহণ করিলেন—এই বাক্যে বিদ্যমান সেনানীদের তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন ইহা বুঝায়। অমরকোষে ভূত শব্দের অর্থ করা হইয়াছে—ভূত, যুক্ত (ন্যায্য), ক্ষ্মাদি অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম—পঞ্চ মহাভূত, ঋত (সত্য), প্রাণ্যতীত অর্থাৎ মৃত প্রাণী, প্রাণী, অতীত, পিশাচ, নৃশংস ইত্যাদি। পরবর্ত্তী 'স এব প্রথমং দেবঃ'—ইত্যাদি শ্লোকসমূহেও সর্ব্বত্র 'সম্ভূত'—এই পদের অনুবর্ত্তন করিতে হইবে। মহদাদি বলিতে মহৎ, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্রের সহিত বুঝিতে হইবে। 'লোকসৃষ্টির ইচ্ছায়'—অর্থাৎ সমষ্টি ব্যষ্টি লোকসমূহের অথবা ভুবনসমূহের সৃষ্টি করিবার যে ইচ্ছা, তাহার সহিত। 'ষোড়শকল রূপ'—বলিতে ষোড়শ কলা যাঁহাতে, ষোড়শকলাবিশিষ্ট রাকাচন্দ্রের ন্যায় মৎস্য, কূর্ম্মাদি অবতারের অপেক্ষায় পরিপূর্ণ এই অর্থ। এখানে যিনি ভগবান্, তিনি পরব্যোমাধিপতি, তাঁহা কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে যে ষোড়শকলা-বিশিষ্ট রূপ, তিনি মহাবিষ্ণু, প্রকৃতির ঈক্ষণকর্ত্তা সঙ্কর্ষণের অংশ কারণার্ণবশায়ী প্রথম পুরুষ—ইহা শ্রীভাগবতামৃতের উক্তি অনুসারে জানিতে হইবে ॥১॥

মধ্ব—ব্যক্ত্যপেক্ষয়া জগৃহ ইতি। তথা হি তন্ত্রভাগবতে—

অহেয়মনুপাদেয়ং যদ্রূপং নিত্যমব্যয়ম্।
স এবাপেক্ষ্য রূপাণাং ব্যক্তিমেব জনার্দ্দনঃ ॥

অগৃহ্ণাদ্ব্যসৃজচ্চেতি কৃষ্ণরামাদিকাং তনুম্।
পঠ্যতে ভগবানীশো মূঢ়বুদ্ধিব্যপেক্ষয়া ॥
তমসাদ্যুপগূঢ়স্য যত্তমঃ পানমীশিতুঃ।
এতৎপুরুষরূপস্য গ্রহণং সমুদীর্য্যতে ॥

কৃষ্ণরামাদিরূপাণাং লোকব্যক্তিমপেক্ষয়া। ইতি। মহদাদিভিঃ। সম্ভূতম্ অন্তর্গত মহদাদি। ন মহদাদি শরীরম্। ষোড়শকলম্। যস্মিন্নেতাঃ ষোড়শকলাঃ প্রভবন্তীতি শ্রুতি ॥

যৎকিঞ্চিদিহ লোকে বৈ দেহবদ্ধং বিশাংপতে।
সর্ব্বং পঞ্চভিরাবিষ্টং ভূতৈরীশ্বরবুদ্ধিজৈঃ ॥
ঈশ্বরো হি মহদ্ভূতং প্রভুর্নারায়ণো বিরাট্।
ভূতান্তরাত্মা বিজ্ঞেয়ঃ সগুণো নির্গুণোঽপি চ ॥

ভূতপ্রলয়মব্যক্তং শুশ্রুষুর্নৃপ-সত্তমেতি মোক্ষধর্ম্মে। নাসীদহোনরাত্রিরাসীন্নাসদাসীত্তন্মহদ্বপুস্তদাভবদ্বিশ্বরূপং সা বিশ্বরূপস্য রজনীতি ভাল্লবেয়শ্রুতিঃ।

ন তস্য প্রাকৃতা মূর্ত্তির্মাংসমেদোঽস্থিসম্ভবা।
ন যোগিত্বাদীশ্বরত্বাৎ সত্যরূপোঽচ্যুতো বিভুঃ।

ইতি বারাহে।

সর্ব্বে নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ দেহাস্তস্য পরাত্মনঃ।
হানোপাদান-রহিতা নৈব প্রকৃতিজাঃ কৃচিৎ ॥
পরমানন্দসন্দোহা জ্ঞানমাত্রাশ্চ সর্ব্বশঃ।
সর্ব্বে সর্ব্বগুণৈঃ পূর্ণাঃ সর্ব্বে ভেদবিবর্জ্জিতাঃ ॥
অন্যূনানধিকাশ্চৈব গুণৈঃ সর্ব্বৈশ্চ সর্ব্বতঃ।
দেহিদেহভিদা চৈব নেশ্বরে বিদ্যতে কৃচিৎ ॥
তৎস্বীকারাদিশব্দস্তু হস্তস্বীকারবৎ স্মৃতঃ।
বৈলক্ষণ্যান্ন বা তত্র জ্ঞানমাত্রার্থমীরিতম্ ॥
কেবলৈশ্বর্য্য-সংযোগাদীশ্বরঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
জাতো গতস্ত্বিদং রূপং তদিত্যাদি ব্যবক্ষতে ॥

ইতি মহাবারাহে। একমেবাদ্বিতীয়ং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন। এবং ধর্ম্মান্ পৃথক্ পশ্যন্নিত্যাদি চ। তস্যৈবাস্থূলত্বাদ্বৈশ্বর্য্যযোগাৎ। তথা চ কৌর্ম্মে—

অস্থূলশ্চানণুশ্চৈব স্থূলোঽণুশ্চৈব সর্ব্বতঃ।
অবর্ণঃ সর্ব্বতঃ প্রোক্তঃ শ্যামো রক্তান্তলোচনঃ ॥
ঐশ্বর্য্যযোগাদ্ভগবান্বিরুদ্ধার্থোঽভিধীয়তে।
তথাপি দোষাঃ পরমে নৈবাহার্য্যাঃ কথঞ্চন।
গুণাবিরুদ্ধা অপি তু সমাহার্য্যাশ্চ সর্ব্বত ॥ইতি॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে চ।

গুণাঃ সর্ব্বেঽপি যুজ্যতে হ্যৈশ্বর্য্যাৎ পুরুষোত্তমে।
দোষাঃ কথঞ্চিন্নৈবাত্র যুজ্যন্তে পরমো হি সঃ ॥
গুণদোষৌ মায়য়ৈব কেচিদাহুরপণ্ডিতাঃ।
ন তত্র মায়া-মায়াবী তদীয়ৌ তৌ কুতো হ্যতঃ।
তস্মান্ন-মায়য়া সর্ব্বং সর্ব্বমৈশ্বর্য্যসম্ভবম্।
অমায়ো হীশ্বরো যস্মাত্তস্মাত্তং
পরমং বিদুঃ ॥ ইতি ॥ ১ ॥

তথ্য—ষোড়শকলম্ একাদশেন্দ্রিয়াণি পঞ্চমহাভূতানি ইতি, ষোড়শকলা অংশা যস্মিন্ তৎ (শ্রীধরঃ)।

শ্রীমদ্ভাগবত ২।৪।২৩ "ভুংক্তে গুণান্ ষোড়শ-ষোড়শাত্মকঃ" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধর বলেন, "যঃ পুরুষঃ একাদশেন্দ্রিয়পঞ্চমহাভূতরূপান্ ষোড়শ-গুণান্ কলাঃ ভুংক্তে প্রকাশয়তি পালয়তীতি বা, তত্র হেতুঃ যতঃ ষোড়শনামাত্মা চেতয়িতা। ন তু অত্র জীবত্বমুচ্যতে।"

প্রশ্নোপনিষৎ ৬ষ্ঠ প্রশ্ন ১।২।৫।৬ দ্রষ্টব্য। শ্রীমদ্ভাগবত ২।৯।১৭ শ্লোকের টীকায় শ্রীধর বলিয়াছেন,—

"ষোড়শ একাদশেন্দ্রিয় পঞ্চমহাভূতাখ্যাঃ।" ঐ শ্লোকের শ্রীজীবপাদ শ্রীভগবৎসন্দর্ভে "চণ্ডাদিষোড়শ-শক্তি" বর্ণনে পাদ্মোত্তর খণ্ড উদ্ধার করিয়াছেন— "চণ্ডাদিদ্বারপালৈস্তু কুমুদাদ্যৈঃ সুরক্ষিতাঃ। ইতি। তে চ, চণ্ডপ্রচণ্ডৌ প্রাগ্দ্বারে যাম্যে ভদ্রসুভদ্রকৌ। বারুণ্যাং জয়বিজয়ৌ সৌম্যে ধাতৃবিধাতরৌ। কুমুদঃ কুমুদাক্ষশ্চ পুণ্ডরীকোঽথ বামনঃ। শঙ্কুকর্ণঃ সর্ব্বনেত্রঃ সুমুখঃ সুপ্রতিষ্ঠিতঃ। এতে দিক্পতয়ঃ প্রোক্তাঃ পুর্য্যামত্র শুভাননে। ইতি। কুমুদাদয়স্তু দ্বৌ দ্বৌ আগ্নেয়াদি দিক্পতয় ইতি শেষঃ।"

ভগবৎসন্দর্ভ ১১৭ সংখ্যা—"শ্রিয়া পুষ্ট্যা গিরা কান্ত্যা কীর্ত্ত্যা তুষ্ট্যেলয়োর্জয়া। বিদ্যয়াঽবিদ্যয়া শক্ত্যা মায়য়া চ নিষেবিতম্। সন্ধিনী সম্বিৎ হলাদিনী ভক্ত্যাধার শক্তিমূর্ত্তি বিমলা জয়া যোগা প্রহ্বীশানানুগ্রহাদয়শ্চ জ্ঞেয়াঃ। ততঃ শ্রিয়েত্যাদৌ শক্তিবৃত্তিরূপয়া মায়াবৃত্তিরূপয়া চেতি সর্ব্বত্র জ্ঞেয়ম্। তত্র পূর্ব্বস্যাঃ ভেদঃ শ্রীর্ভাগবতী সম্পৎ। উত্তরস্যা ভেদঃ। শ্রীর্জাগতী সম্পৎ। তত্র ইলাভূস্তদুপলক্ষণত্বেন লীলা অপি। অত্র সন্ধিন্যেব সত্যা, জয়ৈবোৎকর্ষিণী, যোগৈব

যোগমায়া, সম্বিদেব জ্ঞানাজ্ঞানশক্তিঃ শুদ্ধসত্ত্বঞ্চেতি জ্ঞেয়ম। প্রহ্বীবিচিত্রানন্তসামর্থ্যহেতুঃ, ঈশানা সর্ব্বাধিকারিতা শক্তিহেতুঃ। ১। শ্রী, ২। ভূ, ৩। লীলা, ৪। কান্তি, ৫। কীর্ত্তি, ৬। তুষ্টি, ৭। গীঃ, ৮। পুষ্টি, ৯। সত্যা, ১০। জ্ঞানাজ্ঞানা, ১১। জয়া উৎকর্ষিণী, ১২। বিমলা, ১৩। যোগমায়া, ১৪। প্রহ্বী, ১৫। ঈশানা, ১৬। অনুগ্রহা ॥

শব্দের বিভিন্নার্থ।

সম্ভূতং—১। সুনিষ্পন্নং (শ্রীধরঃ)
২। মিলিতং (ক্রমসন্দর্ভঃ)
৩। পরমসত্যং (বিশ্বনাথঃ)

জগৃহে—১। প্রাকৃত প্রলয়ে স্বস্মিন্ লীনং সৎ-প্রকটতয়া স্বীকৃতবান্ (ক্রমসন্দর্ভঃ)।

২। সদা স্বরূপে স্থিতরূপ লোকসৃষ্টিজন্য সঙ্গে লইয়া ছিলেন, গ্রহণ বিদ্যমানবস্তু সম্বন্ধে উক্ত, সেরূপ পূর্ব্বে ছিল না এরূপ আশঙ্কা করিতে হইবে না। (বিশ্বনাথ) ॥ ১ ॥

বিবৃতি—দিব্যলোক ও দেবীধামে চতুর্দ্দশ ভুবন মধ্যে জীবসমূহ বাস করেন। দেবীধামে গুণত্রয় বর্ত্তমান ; যেখানে গুণের সমাবেশ সেইখানেই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কথা। দিব্য অপ্রাকৃত লোক নিত্যকাল প্রকটিত। তথায় ভগবান ও ভক্তগণ নিত্যকাল সেব্য সেবকভাবে অবস্থিত। নশ্বর চতুর্দ্দশ ভুবন কালপ্রভাবে উদিত হইয়া কিছুকাল অবস্থান পূর্ব্বক পুনরায় বিশেষ ধর্ম্ম রহিত হয়। ভগবান্ লোকসৃষ্টিমানসে যে আগমাপায়ী ভোগপর জীবগণের বদ্ধাবস্থায় বিচরণ করাইবার জন্য লোকসমূহ সৃষ্টি করেন তাহাতে ভগবানের পুরুষাকার প্রযত্ন ও উপাদানের কথা বিশদ্ভাবে না বলিলে জীবের বোধগম্য হয় না। কার্য্যকারণময় জগতে কারণসূত্রে ভগবান্ ত্রিবিধ পুরুষাবতাররূপে প্রকাশিত। আদি পুরুষাবতার মহত্তত্ত্বের সৃষ্টিকর্ত্তা। দ্বিতীয় পুরুষাবতার ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপক অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত এবং তৃতীয় পুরুষাবতার ব্যষ্টি-বিষ্ণু প্রতি জীবহৃদয়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিরাজমান থাকিয়া বিভিন্ন লীলা করেন। দেবীধামকে প্রাকৃত বৈভব বলে। সেই প্রাকৃত বৈভবে ভগবানের অবতরণকে অবতার বলে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি ৫ম ৮১ সংখ্যায় লিখিত আছে যে—

সৃষ্ট্যাদি নিমিত্তে যেই অংশের অবধান।
সেই ত' অংশেরে কহি অবতার নাম ॥
বলরামের একস্বরূপ মহা-সঙ্কর্ষণ।
তাঁর অংশ পুরুষ হয় কলায় গণন।
মহৎস্রষ্টা পুরুষ তিঁহো জগৎকারণ ॥
গর্ভোদক্ষীরোদশায়ী দোঁহে পুরুষ নাম।
সেই যার অংশ বিষ্ণু তেঁই বিশ্বধাম ॥

প্রাকৃত জগৎ সৃষ্টি করিবার উদ্দেশে পুরুষাবতার-ত্রয়ের বিভিন্ন লীলা পরিলক্ষিত হয়। পুরুষাবতার-ভগবানের সহিত সমানধর্ম্মা। আদি পুরুষাবতার নিমিত্ত ও উপাদানাদি মহত্তত্ত্ব ষোলকলা-বিশিষ্ট হইয়া আবির্ভূত হন। প্রাকৃত জগতের সৃষ্টবস্তুর ন্যায় তাঁহার শরীর পঞ্চমহাভূত গঠিত, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ-কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মনসংযুক্ত নহে। প্রাকৃত জগতের ঐ ষোড়শটী সৃষ্টি করিবার উদ্দেশে কার্য্যের কারণরূপে তাঁহার সূক্ষ্ম অধিষ্ঠান। এই সূক্ষ্ম অধিষ্ঠানও প্রাকৃত সৃষ্টির অন্তর্গত নহে। নিত্য ষোড়শকল ভগবানের প্রাকৃত-বৈভবে অবতরণোপযোগী অপ্রাকৃত প্রাকট্যের সহিত জড়জগৎ সৃষ্টির সম্বন্ধ থাকিলেও তাঁহার প্রাকৃত স্পর্শদোষ থাকিতে পারে না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি ৫ম ৮৫।৮৬ সংখ্যায় লিখিত আছে—

যদ্যপি সর্ব্বাশ্রয় তিঁহো তাঁহাতে সংসার।
অন্তরাত্মারূপে তিঁহো জগৎ-আধার ॥
প্রকৃতি-সহিতে তাঁর উভয় সম্বন্ধ।
তথাপি প্রকৃতি-সহ নাহি স্পর্শ-গন্ধ ॥

'সম্ভূত'-শব্দদ্বারা পূর্ব্বে ছিল না, কালে উদ্ভূত হইয়াছে —এরূপ জানিতে হইবে না। 'সম্ভূত'-শব্দের অর্থ—সুনিষ্পন্ন, মিলিত ও পরম সত্য। প্রাকৃত প্রলয়েও তত্তৎ বিচিত্রতা স্বীয় লীলার অন্তর্ভুক্ত থাকিলেও প্রকটকালে তাহার স্বীকার ॥ ১ ॥

———

যস্যাম্ভসি শয়ানস্য যোগনিদ্রাং বিতন্বতঃ।
নাভিহ্রদাম্বুজাদাসীদ্ব্রহ্মা বিশ্বসৃজাম্পতিঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—অম্ভসি (একার্ণবে গর্ভোদকে) শয়ানস্য (বিশ্রান্তস্য) (তত্র) যোগনিদ্রাং (যোগঃ সমাধিস্তদ্রূপাং নিদ্রাং) বিতন্বতঃ (বিস্তারয়তঃ) (যস্য দ্বিতীয়পুরুষ-রূপস্য) নাভিহ্রদাম্বুজাৎ (নাভিসরোরুহাৎ) বিশ্বসৃজাং

পতিঃ (প্রজাপতিপতিঃ ব্রহ্মা) আসীৎ (অভূৎ) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—গর্ভোদকে শয়ন করিয়া যোগনিদ্রা বিস্তার করিলে শ্রীহরির সেই দ্বিতীয় পুরুষরূপের নাভি সরোবরোদ্ভূত পদ্ম হইতে প্রজাপতিনাথ বিরিঞ্চ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—যস্য পুরুষস্য অন্তসি স্বরোমকূপস্থ-ব্রহ্মাণ্ডান্তরে একৈকপ্রকাশেন প্রবিশ্য স্বসৃষ্টে গর্ভোদে শয়ানস্য যোগঃ সমাধিস্তদ্রূপাং নিদ্রাং বিস্তারয়তঃ। যস্য নাভিহ্রদাম্বুজস্য অবয়বানাং সংস্থানৈঃ প্রদেশ-বিশেষৈর্লোকবিস্তরঃ পাতালাদিসত্যান্তভুবনবিন্যাসঃ ইত্যয়ং পদ্মনাভোঽনিরুদ্ধাংশো গর্ভোদশায়ী দ্বিতীয়ো জ্ঞেয়ঃ। যস্তু পূর্ব্বাধ্যায়ে হরিবিরিঞ্চিহরেতি সংজ্ঞা ইত্যত্র হরিরিতি পঠিতঃ। স ক্ষীরোদশায়ী অনিরুদ্ধাংশস্তৃতীয়ঃ পুরুষো জ্ঞেয় ইতি পুরুষত্রয়ম্। অত্র প্রথমঃ প্রকৃতিরন্তর্যামী। দ্বিতীয়ঃ সমষ্টিবিরাজঃ। তৃতীয়ো ব্যষ্টীনামিতি। ত্রয় এবাংশেনান্তর্য্যামিনঃ। তদুক্তং (বিষ্ণুপুরাণে)—"একন্তু মহতঃ স্রষ্টু দ্বিতীয়ং ত্বণ্ডসংস্থিতম্। তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে ॥" ইতি। এবঞ্চৈতৎ প্রকরণব্যঞ্জিতা মহাবিষ্ণোর্লীলাকথা-পরিপাটী চেয়ম্। যদৈব তস্য পুনরপি প্রদেশবিশেষে শয়নেচ্ছা অজনিষ্ট তদা কারণার্ণবে শয়ান এব স্বনিশ্বাসনিষ্ক্রমণপ্রথমক্ষণে স্বশক্তিং মায়ামৈক্ষিষ্ট। তয়া চ তদিঙ্গিতজ্ঞয়া তদিচ্ছাবলাল্লব্ধসামর্থ্যয়া মহত্তত্ত্বাদি-তত্ত্বানি স্বত এব নিষ্কাস্য ব্রহ্মাণ্ডং তৈঃ সৃষ্ট্বা স্বপ্রভু-বিজ্ঞাপ্যতে স্ম—হে নাথ শয়িতুমাগচ্ছেতি ততোঽসৌ তত্র গত্বা নিমেষমাত্রং শয়িত্বা যদৈব পুনরাগতবান্ তদৈব তদ্‌ব্রহ্মাণ্ডং শয়নমন্দিরং নির্ম্মাল্যমিব মায়য়ৈব সা দূরীচকার। পুনরপি নবীনমন্দিরে তং শায়য়িতু-মেবঞ্চ ব্রহ্মণঃ পরার্দ্ধদ্বয়ং গচ্ছতি স্ম। যদুক্তং তৃতীয়ে নিমেষ উপচার্য্যত ইতি ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যাঁহার অর্থাৎ (দ্বিতীয়) **পুরুষের**, জলমধ্যে বলিতে নিজ রোমকূপস্থিত ব্রহ্মাণ্ডান্তরে এক একটি প্রকাশের দ্বারা প্রবেশ করিয়া **স্বসৃষ্ট গর্ভোদকে শয়ান পুরুষের**, যিনি যোগনিদ্রা **বিস্তার করিয়াছেন**, যোগ বলিতে সমাধি, তদ্রূপা নিদ্রা **অর্থাৎ সমাধিরূপ নিদ্রায় যিনি শয়ান**। যাঁহার নাভি-**হ্রদ হইতে উদ্ভূত** কমলের অবয়বসমূহের সংস্থান-**বিশেষ দ্বারা** অর্থাৎ পাদাদি-সন্নিবেশক্রমে লোক-বিস্তারকারী পাতালাদি সত্যলোক পর্য্যন্ত ভুবনসমূহের বিন্যাস হইয়াছে—ইনি পদ্মনাভ অনিরুদ্ধের অংশ গর্ভোদকশায়ী দ্বিতীয় পুরুষ অবতার জানিতে হইবে। পূর্ব্ব অধ্যায়ে 'হরি-বিরিঞ্চি-হরেতি সংজ্ঞা'—এই শ্লোকে যে হরির কথা বলা হইয়াছে, তিনি ক্ষীরোদ-শায়ী অনিরুদ্ধের অংশ তৃতীয় পুরুষ জানিতে হইবে, এই তিন পুরুষ অবতার। এখানে প্রথম পুরুষ (কারণার্ণবশায়ী) প্রকৃতির অন্তর্য্যামী, দ্বিতীয় পুরুষ (গর্ভোদশায়ী) সমষ্টিতে (ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী) বিরাজমান, তৃতীয় পুরুষ ব্যষ্টিতে (প্রতি জীবহৃদয়ে) বিরাজ-মান—তিনজনই অংশেতে অন্তর্য্যামী। তাহাই বিষ্ণু-পুরাণে উক্ত হইয়াছে—"মহতের (মহত্তত্ত্বের) স্রষ্টা (কারণার্ণবশায়ী) একজন, দ্বিতীয় (গর্ভোদক-শায়ী) অণ্ড-সংস্থিত (ব্রহ্মাণ্ড-মধ্যে শয়ান), তৃতীয় (ক্ষীরো-দক-শায়ী) সকল প্রাণীর অভ্যন্তরে অবস্থিত—এই তিনজনকে জানিয়া (জীব) মুক্ত হয়।"

প্রকরণ অনুসারে প্রকাশিত মহাবিষ্ণুর লীলা-কথার পরিপাটী এই প্রকার—যখনই তাঁহার (সেই মহাবিষ্ণুর) পুনরায় প্রদেশবিশেষে শয়নের ইচ্ছার উদ্ভব হইয়াছিল, তখন কারণার্ণবে শয়ান থাকিয়াই স্বনিশ্বাস-নিষ্ক্রমণের প্রথম ক্ষণে নিজশক্তি মায়ার প্রতি ঈক্ষণ করিলেন। তাঁহার ইঙ্গিতজ্ঞা সেই মায়াও তাঁহার ইচ্ছা-শক্তিতে সামর্থ্য লাভ করিয়া মহত্তত্ত্বাদি তত্ত্বসমূহ স্বাভাবিকভাবেই বাহির করিয়া তাহাদের দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করতঃ নিজপ্রভুকে নিবেদন করি-লেন—'হে নাথ, শয়ন করিতে আসুন'। তারপর তিনি সে স্থানে গমনপূর্ব্বক নিমেষমাত্র কাল শয়ন করিয়া যখনই পুনরায় আগমন করিলেন, তখনই সেই ব্রহ্মাণ্ডরূপ শয়নমন্দির নির্ম্মাল্যের ন্যায় (অর্থাৎ প্রসাদী নির্ম্মাল্য যেমন অপসারিত করা হয়, তদ্রূপ) সেই ভগবানের মায়াশক্তি মায়ার দ্বারাই দূরীকৃত করিলেন; পুনরায় নবীন মন্দিরে নিজপ্রভুকে শয়ন করানোর জন্যই। এই প্রকারে ব্রহ্মার দ্বিপরার্দ্ধ কাল অতীত হইল। শ্রীভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধেও উক্ত হইয়াছে—'ভগবানের নিমেষকালই ব্রহ্মার দ্বি-পরার্দ্ধ কাল বলিয়া উপচারিত হইয়াছে' ইত্যাদি ॥ ২ ॥

তথ্য—শ্রীস্বরূপগোস্বামি-কড়চাধৃত শ্লোক।

যস্যাংশাংশঃ শ্রীল গর্ভোদশায়ী যন্নাভ্যব্জং লোকসং-

ঘাতনালম্। লোকস্রষ্টুঃ সূতিকাধামধাতুস্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আদি ৫ম—

সর্ব্ব অবতার বীজ জগৎ-কারণ ॥ ১০১ ॥
তাঁর নাভিপদ্ম হৈতে উঠিল একপদ্ম।
সেই পদ্মে হৈল ব্রহ্মার জন্ম সদ্ম ॥ ১০২ ॥
সেই পদ্মনালে হৈল চৌদ্দ ভুবন।
তিঁহো ব্রহ্মা হৈঞা সৃষ্টি করিল সৃজন ॥ ১০৩ ॥

মহাভারত-মোক্ষধর্ম্ম-নারায়ণীয়ে—

অনিরুদ্ধাত্তথা ব্রহ্মা তন্নাভিকমলোদ্ভবঃ।
ব্রহ্মণঃ সর্ব্বভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ ॥
পরমাত্মেতি যং প্রাহুঃ সাংখ্যযোগবিদো জনাঃ।
মহাপুরুষসংজ্ঞাং স লভতে স্বেন কর্ম্মণা ॥
তস্মাৎ প্রসূতমব্যক্তং প্রধানং তদ্বিদুর্বুধাঃ।
অব্যক্তাদ্ব্যক্তমুৎপন্নং লোক সৃষ্ট্যর্থমীশ্বরাৎ ॥
অনিরুদ্ধো হি লোকেষু মহানাম্নেতি কথ্যতে।
যোঽসৌ ব্যক্তত্বমাপন্নো নির্ম্মমে চ পিতামহম্ ॥২॥

যস্যাবয়বসংস্থানৈঃ কল্পিতো লোকবিস্তরঃ।
তদ্বৈ ভগবতো রূপং বিশুদ্ধং সত্ত্বমূর্জ্জিতম্ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—যস্য (ভগবতো হরেঃ) অবয়বসংস্থানৈঃ (সাক্ষাৎ পাদাদিসন্নিবেশক্রমেণ) লোকবিস্তরঃ (লোকবিস্তারকারী প্রপঞ্চঃ) কল্পিতঃ (রচিতঃ) তৎ (তস্য) বৈ (নিশ্চয়ার্থে) ভগবতঃ (শ্রীহরেঃ) বিশুদ্ধং (রজ-আদ্যসংভিন্নং) উর্জ্জিতং (নিরতিশয়ং) সত্ত্বং রূপং (সত্ত্বাত্মকাকারঃ) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—কারণোদশায়ী শ্রীহরি হইতে পাতালাদি শ্রীচরণাদি সন্নিবেশক্রমে লোকবিস্তারকারী বিরাট্‌রূপ প্রপঞ্চ কল্পিত হইয়াছে সেই ভগবান্ শ্রীহরির রজস্তমো হীন . সত্ত্বরূপ সুতরাং তাহাই নিরতিশয় অপ্রাকৃত শুদ্ধরূপ ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—তন্মূর্ত্তীনামপ্রাকৃতত্বমাহ। বিশুদ্ধং রজ আদ্যমিশ্রং অতএবোর্জ্জিতং শ্রেষ্ঠং অপ্রাকৃতং সচ্চিদানন্দঘনমিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ— শ্রীভগবানের এইসকল পুরুষাবতারবর্গের মূর্তিসমূহের অপ্রাকৃতত্ব বলিতেছেন 'বিশুদ্ধং'। বিশুদ্ধ বলিতে প্রাকৃত রজঃ আদি গুণের দ্বারা অমিশ্রিত, অতএব নিরতিশয় শ্রেষ্ঠ, অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহ—এই অর্থ ॥ ৩ ॥

মধ্ব—যস্যাবয়বসংস্থানৈঃ। নাভ্যা আসীদন্তরিক্ষমিত্যাদি। সত্ত্বং সাধুগুণত্বং জ্ঞানবলরূপঞ্চ। বলজ্ঞানসমাহারঃ সত্ত্বমিত্যভিধীয়ত ইতি মাৎস্যে ॥৩॥

তথ্য—চৈঃ চঃ আদি ৫ম ১০৬।

হিরণ্যগর্ভ অন্তর্য্যামী জগৎকারণ।
যাঁর অংশ করি' করে বিরাট্ কল্পন ॥৩॥

বিবৃতি—গর্ভোদশায়ীর বিরাট্ আকাররূপ প্রপঞ্চ নবীন উপাসকগণের মনঃ স্থৈর্য্যের উদ্দেশ্যে কল্পিত। বিরাট্‌রূপ ভগবানের বাস্তব অঙ্গ নহে। পাতালাদি অবর লোকসমূহ বিরাটের পদাদির কল্পনা। ভূমা বস্তুর ধারণা করিতে গিয়া নব্যগণ অবয়ব সংস্থানমূলে যে বিরাটের আকার কল্পনা করেন তাহাতে জাড্যাংশ পরিত্যক্ত হয় নাই। ভগবানের স্বরূপে তাদৃশ জড় ধারণার কিছু মাত্র অবকাশ নাই। জীবের জড় ধারণায় ভোগ্যবিচার সংশ্লিষ্ট। ভগবৎস্বরূপের তাহা কোনদিন অন্তর্ভুক্ত নহে। শক্তি ও স্বরূপের অভেদহেতু ভগবানের পৌরুষ-রূপ চির বিশুদ্ধ। সেইরূপ পরমানন্দ ও সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্। জড়ের ন্যায় দুর্ব্বল নহে ॥ ৩ ॥

পশ্যন্ত্যদোরূপমদভ্রচক্ষুষা
সহস্রপাদোরুভুজাননাদ্ভুতম্।
সহস্রমূর্দ্ধশ্রবণাক্ষিনাসিকং
সহস্রমৌল্যম্বরকুণ্ডলোল্লসৎ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—(যোগিনঃ) অদভ্রচক্ষুষা (অদভ্রং অনল্পং জ্ঞানাত্মকং যচ্চক্ষুস্তেন) সহস্রপাদোরুভুজাননাদ্ভুতং (সহস্রং অপরিমিতানি যানি চরণানি উরবঃ ভুজাঃ আননানি চ তৈরদ্ভুতং পরমচমৎকারং) সহস্রমূর্দ্ধশ্রবণাক্ষিনাসিকং (সহস্রং অসংখ্যাঃ মূর্দ্ধানঃ শ্রবণানি অক্ষীণি নাসিকাশ্চ যস্মিন্ তৎ) সহস্রমৌল্যম্বরকুণ্ডলোল্লসৎ (সহস্রং অনন্তাঃ মৌলয়ঃ অম্বরাণি কুণ্ডলানি তৈরুল্লসৎ শোভমানং) অদঃ রূপং (পৌরুষরূপং) পশ্যতি (প্রত্যক্ষং কুর্ব্বন্তি) ॥৪॥

অনুবাদ—যোগিগণ অশেষ বিজ্ঞানচক্ষুদ্বারা পরমচমৎকার অসংখ্য হস্তপদমুখযুক্ত অসংখ্য শিরঃ কর্ণ চক্ষু নাসাযুক্ত অসংখ্য মস্তক মুকুট কুণ্ডল পরিশোভিত ভগবান্ শ্রীহরির এই পৌরুষরূপ দেখেন ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—এতচ্চ ভক্তিসিদ্ধানাং প্রত্যক্ষমিত্যাহ পশ্যন্তীতি। অদভ্রমনল্পং অপ্রাকৃতং যচ্চক্ষুস্তেন ॥৪॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই রূপই ভক্তির দ্বারা সিদ্ধ সাধকগণের প্রত্যক্ষ দৃশ্য—তাহাই বলিতেছেন—'পশ্যন্তি' অর্থাৎ দেখিয়া থাকেন ইত্যাদি। অদভ্র চক্ষুঃ—বলিতে অনল্প জ্ঞানাত্মক অপ্রাকৃত যে চক্ষুঃ, তাহার দ্বারা (ভক্তগণ ভক্তিতে দর্শন করিয়া থাকেন) ॥ ৪ ॥

তথ্য—চৈঃ চঃ আদি ৫ম ১০০।

সহস্র মস্তক তাঁর সহস্র বদন।
সহস্র চরণ হস্ত সহস্র নয়ন ॥ ৪ ॥

বিবৃতি—গর্ভোদশায়ী পুরুষের নিত্য আকার বর্ণনের উদ্দেশ্যেই চতুর্থ শ্লোকের অবতারণা। অনন্য ভক্তিচক্ষে পুরুষের বাস্তব নিত্যরূপ দৃষ্ট হয়। জড়-বিচার প্রবল থাকিলে ভগবানের স্বরূপদর্শনাভাবে বিরাট্ প্রভৃতি কাল্পনিক রূপদর্শনের অবকাশ হয়। শ্রীমদ্ভাগবত তৃতীয়-স্কন্ধের অষ্টমাধ্যায়ে কিরীট সাহস্রহিরণ্যাখ্য ৩০শ শ্লোকে বিদুর মৈত্রেয় সংবাদে এবং নবমস্কন্ধ চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে সহস্র শিরসঃ পুংসো নাভিহ্রদসরোরুহাৎ। জাতস্যাসীৎ সুতো ধাতুরত্রিঃ পিতৃসমো গুণৈঃ। দ্বিতীয় শ্লোকে গর্ভোদকের নিত্য-রূপের কথা বর্ণিত আছে ॥ ৪ ॥

এতন্নানাবতারাণাং নিধানং বীজমব্যয়ম্।
যস্যাংশাংশেন সৃজ্যন্তে দেবতির্য্যঙ্নরাদয়ঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—এতৎ (পূর্ব্বোক্তং আদিনারায়ণরূপং) নানাবতারাণাং (বিষ্ণোরসংখ্যাবতারাণাং) নিধানং (নিধীয়তেঽস্মিন্ ইতি আশ্রয়ং কার্য্যাবসানে প্রবেশ-স্থানং) অব্যয়ং (অক্ষয়ং) বীজং চ (উদগমস্থানং) যস্যাংশাংশেন (যস্যাংশো ব্রহ্মা তস্যাংশো মরীচ্যা-দিস্তেন) দেবতির্য্যঙ্নরাদয়ঃ (সর্ব্বপ্রাণিনঃ) সৃজ্যন্তে (উৎপাদ্যন্তে) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—উল্লিখিত কারণোদশায়ী রূপই লীলা-বসানে নানাবতারের প্রবেশস্থলী অক্ষয় এবং উদ্গম-স্থান। যাঁহার অংশ ব্রহ্মা এবং ব্রহ্মাংশ মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণ, দেবনরতির্য্যক্ প্রাণি সকল সৃষ্টি করেন ॥৫॥

বিশ্বনাথ—ষোড়শকলত্বেন যৎ পূর্ণত্বমুক্তং তদ্দর্শ-য়তি এতদিতি। বীজত্বেঽপি নান্যবীজতুল্যং কিন্তু নিধানং নিধিরংশীভূতমিত্যর্থঃ। বক্ষ্যমাণা অবতারা এতস্যাংশা ইতি ভাবঃ। ন ব্যতীত্যব্যয়ং নিত্যং যস্যাংশো ব্রহ্মা তস্যাংশো মরীচ্যাদি স্তেনেতি। দেবাদয়ো বিভূতয় উক্তাঃ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ষোড়শকলত্ব-রূপে যে পূর্ণত্ব বলা হইয়াছে, তাহা দেখাইতেছেন—'এতৎ' অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত আদি নারায়ণ রূপ ইত্যাদি। বীজ অর্থাৎ ইনিই সমস্ত কিছুর উদ্গম-স্থান, বীজ (কারণ) হইলেও প্রাকৃত অন্য বীজের তুল্য নহে, কিন্তু নিধান অর্থাৎ সকলের আশ্রয়, কার্য্যাবসানে প্রবেশস্থান, ইনি সকলের অংশী-স্বরূপ। বক্ষ্যমাণ অবতারসকল ইঁহারই অংশ—এই ভাব। অব্যয় বলিতে যাহার ব্যয় হয় না, (অক্ষয়) নিত্য। যাঁহার অংশ ব্রহ্মা, সেই ব্রহ্মার অংশ মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণ, যাঁহাদের দ্বারা দেব, তির্য্যক্, নরাদি সকল প্রাণী সৃষ্ট হই-য়াছে। দেবতাগণ তাঁহার বিভূতি-রূপ—ইহা বলা হইল ॥ ৫ ॥

মধ্ব—নিধানং অত্রৈকীভবন্ত্যন্তত ইতি। অংশাং-শেন সামর্থ্যৈকদেশেন ॥ ব্রাহ্মে চ যচ্ছক্ত্যেকাংশ-সম্ভূতং জগদেতচ্চরাচরমিতি ॥ ৫ ॥

তথ্য—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি পঞ্চম ৯৬-১০২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। নানাবতার—

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আদি ১ম।)

"ঈশ্বরের অবতার এ তিন প্রকার।
অংশ-অবতার আর গুণ-অবতার ॥ ৬৫ ॥
শক্ত্যাবেশ-অবতার তৃতীয় এমত।
অংশ-অবতার পুরুষ মৎস্যাদিক যত ॥ ৬৬ ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তিন গুণাবতারে গণি।
শক্ত্যাবেশাবতার পৃথু ব্যাস মুনি ॥ ৬৭ ॥

(চৈঃ চঃ, মধ্য ২০শ।)

"অবতার হয় কৃষ্ণের ষড়্‌বিধ প্রকার।
পুরুষাবতার এক লীলাবতার আর ॥ ২৪৫ ॥

গুণাবতার আর মন্বন্তরাবতার।
যুগাবতার আর শক্ত্যাবেশাবতার ॥ ২৪৬ ॥

পুরুষাবতার—তিনপ্রকার, সঙ্কর্ষণ হইতে কারণার্ণব, গর্ভোদক ও ক্ষীরোদকশায়ী।

গুণাবতার—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই ত্রিবিধ।

লীলাবতার—মৎস্যাদি।

মন্বন্তরাবতার—চতুর্দ্দশ সংখ্যক ; ১। যজ্ঞ, ২। বিভু, ৩। সত্যসেন, ৪। হরি, ৫। বৈকুণ্ঠ, ৬। অজিত, ৭। বামন, ৮। সার্ব্বভৌম, ৯। ঋষভ, ১০। বিশ্বক্সেন, ১১। ধর্ম্মসেতু, ১২। সুধামা, ১৩। যোগেশ্বর, ১৪। বৃহদ্ভানু।

যুগাবতার—চতুর্ব্বিধ ; শুক্ল, রক্ত, কৃষ্ণ, পীত।

শক্ত্যাবেশাবতার—পৃথু, ব্যাস, পরশুরাম, বুদ্ধ ॥ ৫ ॥

বিবৃতি—চতুর্ব্ব্যূহের সঙ্কর্ষণ দ্বিতীয় বূহ। তিনি বৈভব প্রকাশরূপ। তাঁহার অংশ কারণশায়ী মহাবিষ্ণু এবং অংশাংশ গর্ভোদশায়ী মহাবিষ্ণু। বৈভব প্রকাশ সঙ্কর্ষণ হইতে কারণার্ণবশায়ী, তিনি যাবতীয় নৈমিত্তিক অবতারগণের উদ্গম স্থান। তিনি অনপক্ষয়। সেই তুরীয় বস্তুই সূর্য্য হইতে নিঃসৃত রশ্মির আশ্রয় স্থল ভাস্কর এবং সাগরগণের আশ্রয়-স্থলপ্রতিম আকার সমুদ্র। এই জন্যই তিনি নিধান। এই বস্তুর অংশের অংশ অর্থাৎ কলা গর্ভোদকশায়ি-কর্ত্তৃক-দেব-নর পক্ষী প্রভৃতি ব্রহ্মার যোগে সৃষ্ট হয়। সঙ্কর্ষণ বৈভব প্রকাশ হইতেই বিষ্ণুর নৈমিত্তিক অবতারসমূহ এবং বৈকুণ্ঠ ও প্রপঞ্চগণ উদিত হইয়াছে। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" শ্রুতির কথিত জন্মের কারণ-স্বরূপ বীজ, স্থিতির কারণ অব্যয় ও ভঙ্গের কারণ নিধান ॥ ৫ ॥

স এব প্রথমং দেবঃ কৌমারং সর্গমাশ্রিতঃ।
চচার দুশ্চরং ব্রহ্মা ব্রহ্মচর্য্যমখণ্ডিতম্ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—স এব দেবঃ (য এব পৌরুষং রূপং জগৃহে স এব ভগবান্ বিষ্ণুঃ) প্রথমং (প্রথম-দ্বিতীয়াদি শব্দা নির্দ্দেশমাত্রবিবক্ষয়া) কৌমারং (সনকাদি কুমার- চতুষ্টয়রূপং) স্বর্গং (অবতারং) আশ্রিতঃ (গৃহীতঃ সন্) ব্রহ্মা (ব্রাহ্মণঃ) (ভূত্বা) দুশ্চরং (দুষ্করং) অখণ্ডিতং (অস্খলিতং) ব্রহ্মচর্য্যং চচার (পালয়ামাস) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—সেই বিষ্ণু প্রথমে সনক, সনাতন, সনন্দন এবং সনৎকুমার এই কুমার চতুষ্টয়রূপে প্রাদুর্ভূত হন এবং ব্রহ্মজ্ঞ হইয়া দুষ্কর অস্খলিত অপতিত ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—সনৎকুমারাদ্যবতারং তচ্চরিতং চাহ স এবেতি। যস্যাংশাংশেন দেবাদয়ঃ সৃজ্যন্তে স এব পদ্মনাভ ইত্যর্থঃ কৌমারং সর্গমাশ্রিতঃ। কুমারেষু প্রাদুর্ভাবং প্রাপ্তঃ সন্ ব্রহ্মা ব্রাহ্মণো ভূত্বা ব্রহ্মচর্য্যং চচার স্বয়মাচরণ লোকেষু প্রচারয়ামাসেত্যর্থঃ। প্রথম-দ্বিতীয়াদিশব্দা নির্দ্দেশমাত্রাপেক্ষয়া ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ— সনৎকুমারাদি (সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমার—এই চার সন-সংজ্ঞক) অবতার এবং তাঁহাদের চরিত বলিতেছেন—'স এবেতি'—তিনিই অর্থাৎ যিনি পৌরুষরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই ভগবান্ বিষ্ণু। যাঁহার অংশের অংশের দ্বারা (কলার দ্বারা) দেবাদি সৃষ্ট হইয়াছেন, তিনিই পদ্মনাভ ভগবান্ এই অর্থ। কৌমার সর্গ (সৃষ্টি) আশ্রয় করিয়া, কুমারগণের ভিতর প্রাদুর্ভাব প্রাপ্ত হইয়া, ব্রহ্মা অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হইয়া ব্রহ্মচর্য্য ব্রত আচরণ করিয়াছিলেন অর্থাৎ নিজে আচরণ করিয়া লোকে প্রচার করিয়াছিলেন। এখানে প্রথম, দ্বিতীয় প্রভৃতি শব্দ নির্দ্দেশমাত্র অপেক্ষায় বলা হইয়াছে ॥৬॥

মধ্ব—কুমারো নাম ভগবান্ স্বয়ং স্বস্মাদজায়ত।
দিদেশ ব্রহ্মণে ব্রহ্ম ব্রহ্মচর্য্যস্থিতো বিভুঃ ॥
যস্মাৎ সনৎকুমারশ্চ ব্রহ্মচর্য্যমপালয়ৎ।
যঃ স্থাণোঃ স্থাণুতাং প্রাদাদ্ভগবানব্যয়ো হরিঃ ॥
ইতি ব্রাহ্মে ॥ ৬ ॥

তথ্য—কৌমার—চতুঃসনঃ—সনক, সনন্দন, সনাতন, সনৎকুমার। শ্রীমদ্ভাগবত ৩য় স্কন্ধ দ্বাদশ অধ্যায়ে ইঁহাদের জন্মকথা উল্লিখিত আছে ॥ ৬ ॥

দ্বিতীয়ন্তু ভবায়াস্য রসাতলগতাং মহীম্।
উদ্ধরিষ্যন্নুপাদত্ত যজ্ঞেশঃ শৌকরং বপুঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—(স এব ভগবান্) যজ্ঞেশঃ (যজ্ঞেশ্বরো বিষ্ণুঃ) অস্য (বিশ্বস্য) ভবায় (উদ্ভবায়) রসাতলগতাং

(রসাতলপ্রাপ্তাং) মহীং (পৃথিবীং) উদ্ধরিষ্যন্ (উদ্ধর্ত্তু-মিচ্ছন্) দ্বিতীয়ং শৌকরং বপুঃ (বরাহরূপং) উপাদত্ত (দধৌ) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—এই বিশ্বের সৃষ্টি অথবা মঙ্গলের জন্য রসাতলপ্রাপ্ত পৃথিবীকে উদ্ধার করিতে ইচ্ছুক হইয়া সেই যজ্ঞাধিদেব যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণু দ্বিতীয় অবতার বরাহ-রূপ ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—ভবায় ক্ষেমায় উদ্ধরিষ্যন্নিতি কর্ম্মোক্তিঃ এবং সর্ব্বত্রাবতারস্তৎকর্ম্ম চোক্তমিত্যনুসন্ধেয়ম্ ॥৭॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই বিশ্বের মঙ্গলের জন্য রসাতলগতা পৃথিবীকে উদ্ধার করিতে ইচ্ছা করিয়া—ইহা বরাহ-রূপ দ্বিতীয় অবতারের কর্ম্ম বলা হইল। এইরূপ সর্ব্বত্র অবতার এবং তাহাদের কর্ম্ম উক্ত হইয়াছে—ইহা অনুসন্ধান করিতে হইবে ॥ ৭ ॥

তথ্য—শৌকরবপু—ভগবানের বরাহাবতারের কথা শ্রীমদ্ভাগবত ৩য় স্কন্ধে ১৮ অধ্যায়ে আছে ॥ ৭ ॥

তৃতীয়মৃষিসর্গং বৈ দেবর্ষিত্বমুপেত্য সঃ।
তন্ত্রং সাত্বতমাচষ্ট নৈষ্কর্ম্ম্যং কর্ম্মণাং যতঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—স বৈ (ভগবান্ বিষ্ণুঃ) তৃতীয়ং ঋষিসর্গং (আর্য্যাবতারং) (তত্রাপি) দেবর্ষিত্বং উপেত্য (দেবর্ষি-শ্রীনারদরূপং ধৃত্বা) সাত্বতং (বৈষ্ণবং) তন্ত্রং (পঞ্চরাত্রাগমং) আচষ্ট (উক্তবান্) যতঃ (পঞ্চরাত্রতন্ত্রাৎ) কর্ম্মণাং (ফলাভিসন্ধিলক্ষণানাং ক্রিয়াণাং) নৈষ্কর্ম্ম্যং (নির্গতং কর্ম্মত্বং বন্ধহেতুত্বং যেভ্যস্তানি নিষ্কর্ম্মাণি তেষাং ভাবো নৈষ্কর্ম্ম্যং কর্ম্মণামেব মোচকত্বং ভবতীতি শেষঃ) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—সেই ভগবান্ বিষ্ণু তৃতীয়াবতার মুনি-গণের মধ্যে প্রাদুর্ভূত দেবর্ষিরূপ প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ শ্রীনারদরূপে বৈষ্ণব পঞ্চরাত্রাগম ব্যাখ্যা করিয়া-ছিলেন। সেই পঞ্চরাত্রের উক্তি হইতে বর্ণাশ্রমানু-ষ্ঠানগুলির কর্ম্মবন্ধমোচন-কারণ হয় ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—ঋষিষু সর্গং প্রাদুর্ভাবং উপেত্য তত্র চ দেবর্ষিত্বং নারদত্বমুপেত্যেত্যর্থঃ। সাত্বতং পঞ্চ-রাত্রাগমং যতস্তন্ত্রাৎ কর্ম্মণাং তত্রোক্তানাং ভগবদ্ধ-র্ম্মাণাং নৈষ্কর্ম্ম্যং কর্ম্মবন্ধ-মোচকত্বম্ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তৃতীয় অবতারে ঋষিগণের মধ্যে প্রাদুর্ভাব লাভ করিয়া এবং তাঁহাদের মধ্যে দেবর্ষি শ্রীনারদ-রূপ ধারণ করিয়া—এই অর্থ। সাত্বত তন্ত্র বলিতে বৈষ্ণব পঞ্চরাত্রাগম, যে তন্ত্র হইতে সেখানে উক্ত কর্ম্মসমূহের মধ্যে ভগবদ্ধর্ম্ম-সকলের নৈষ্কর্ম্ম্য এবং কর্ম্মের বন্ধন-মোচকত্ব নিরূপিত হই-য়াছে ॥ ৮ ॥

মধ্ব—অবতারস্তৃতীয়োঽস্য দেবর্ষিঃ প্রথিতো দিবি। মহিদাসস্তৈতরেয়ো যস্তন্ত্রং নারদেঽবদৎ ॥ ইতি চ ॥ ৮ ॥

তথ্য—নারদ—ইঁহার পূর্ব্ববৃত্তান্ত শ্রীমদ্ভাগবতে ১ম স্কন্ধে ৬ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে ॥ ৮ ॥

তূর্য্যে ধর্ম্মকলাসর্গে নরনারায়ণাবৃষী।
ভূত্বাত্মোপশমোপেতমকরোদ্দুশ্চরং তপঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—তূর্য্যে (চতুর্থে অবতারে) ধর্ম্মকলাসর্গে (ধর্ম্মস্য কলা অংশঃ ভার্য্যেত্যর্থঃ তস্যাঃ সর্গে গর্ভে) নরনারায়ণৌ ঋষী ভূত্বা (দ্বাভ্যামেকাবতারত্বং দর্শয়তি) আত্মোপশমোপেতং (আত্মনঃ উপশমঃ প্রসাদঃ তেন উপেতং যুক্তং) দুশ্চরং (অতি কঠোরং দুষ্করং) তপঃ অকরোৎ (অনুষ্ঠিতবান্) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—চতুর্থ অবতারে ধর্ম্মের কলা অর্থাৎ ভার্য্যা মূর্ত্তির গর্ভে নরনারায়ণ ঋষিদ্বয়রূপে প্রকট হইয়া আত্মপ্রসন্নতাবিধায়ক দুষ্কর তপস্যা আচরণ করিয়াছিলেন ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—তূর্য্যে চতুর্থেঽবতারে ধর্ম্মস্য কলা অংশঃ। ভার্য্যেত্যর্থঃ অর্দ্ধো বা এষ আত্মনো যৎ পত্নীতি শ্রুতেঃ। তস্যাং সর্গে প্রাদুর্ভাবে ঋষী ভূত্বেতি দ্বাভ্যামেকাবতারং দর্শয়তি ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—চতুর্থ অবতারে ধর্ম্মের কলা (অর্থাৎ অর্দ্ধাঙ্গিনী) ভার্য্যার গর্ভে নর ও নারায়ণ ঋষিদ্বয়রূপে প্রকট হইয়াছিলেন। এখানে ধর্ম্মের কলা অর্থাৎ অংশ বলিতে ভার্য্যা অর্থ করিয়াছেন, কারণ শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—যাহা আত্মার অর্দ্ধ, তাহা পত্নী বলিয়া খ্যাত। ধর্ম্মের সেই পত্নীর (মূর্ত্তির) গর্ভে ঋষিদ্বয়রূপে আবির্ভূত হইয়া—এই কথার দ্বারা দুইজনের এক অবতারত্ব গণনা করা হইয়াছে ॥৯॥

মধ্ব—ধর্ম্মকলা সর্গঃ ধর্ম্মস্বাংশাবতারঃ।
লোকদৃষ্ট্যাশ্রমোপেতম্ ॥ ৯ ॥

তথ্য—নরনারায়ণ—ইহাঁদের বৃত্তান্ত কালিকা-পুরাণ (৩০শ অধ্যায়) প্রভৃতিতে উল্লিখিত আছে ॥ ৯ ॥

পঞ্চমঃ কপিলো নাম সিদ্ধেশঃ কালবিপ্লুতম্।
প্রোবাচাসুরয়ে সাংখ্যং তত্ত্বগ্রামবিনির্ণয়ম্ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—পঞ্চমঃ কপিলো নাম সিদ্ধেশঃ (সিদ্ধি-যুক্তানাং শ্রেষ্ঠঃ) ভূত্বা কালবিপ্লুতং (কালেন দূষিতং) তত্ত্বগ্রামবিনির্ণয়ং (তত্ত্বানাং গ্রামস্য সংঘস্য বিনির্ণয়ো যস্মিন্ তৎ) সাংখ্যং (সাঙ্খ্যশাস্ত্রং) আসুরয়ে (এত ন্নাম্নে ব্রাহ্মণায়) প্রোবাচ (কথিতবান্) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—পঞ্চম অবতারে কপিলনামক ঋষিশ্রেষ্ঠ হইয়া কালবশে বিনষ্টপ্রায় তত্ত্বসমূহ ব্যাখ্যারূপ সাংখ্যদর্শন আসুরিনামক ব্রাহ্মণকে বলিয়াছিলেন ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—আসুরয়ে তন্নাম্নে ব্রাহ্মণায় ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পঞ্চম অবতারে কপিলরূপে অবতীর্ণ হইয়া আসুরিকে সাংখ্যশাস্ত্র বলিয়াছিলেন। এখানে আসুরি বলিতে তন্নামক ব্রাহ্মণ ॥ ১০ ॥

মধ্ব—তন্ত্র সাংখ্যম্। বেদানুসারি। পাদ্মে চ—
কপিলো বাসুদেবাখ্যস্তন্ত্রং সাংখ্যং জগাদ হ।
ব্রহ্মাদিভ্যশ্চ দেবেভ্যো ভৃগ্বাদিভ্যস্তথৈব চ॥
তথৈবাসুরয়ে সর্ব্ববেদার্থৈরুপবৃংহিতম্।
সর্ব্ববেদবিরুদ্ধং চ কপিলোহন্যো জগাদ হ॥
সাংখ্যমাসুরয়েঽন্যস্মৈকুতর্কপরিবৃংহিতম্ ইতি চ ॥ ১০ ॥

তথ্য—কপিল—ইঁহার কথা শ্রীমদ্ভাগবত ৩য় স্কন্ধ ২৪-৩৩ অধ্যায়ে বর্ণিত ॥ ১০ ॥

ষষ্ঠমত্রেরপত্যত্বং বৃতঃ প্রাপ্তোঽনসূয়য়া।
আন্বীক্ষিকীমলর্কায় প্রহলাদাদিভ্য উচিবান্ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—অনসূয়য়া (অত্রিভার্য্যয়া) বৃতঃ (মৎ-সদৃশা পত্যমিষেণ প্রার্থিতঃ সন্) ষষ্ঠং অত্রেঃ অপত্যত্বং (পুত্রত্বং) প্রাপ্তঃ (দত্তাত্রেয়রূপেণাবতীর্ণঃ সন্) অলর্কায় প্রহলাদাদিভ্যশ্চ (আদিপদাৎ যদু-হৈহয়াদি-ভ্যশ্চ) আন্বীক্ষিকীং (আত্মবিদ্যাং) উচিবান্ (কথয়া-মাস) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—অত্রিপত্নী কর্ত্তৃক যাচিতা হইয়া ষষ্ঠ-অবতারে অত্রি ঋষির দত্তাত্রেয় নামক পুত্ররূপে প্রকট হইয়া অলর্কনামক ব্রাহ্মণকে এবং প্রহলাদ ও হৈহয়াদি রাজগণকে আত্মবিদ্যা উপদেশ করিয়াছিলেন ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—অনসূয়য়া-অত্রেঃ পত্ন্যা বৃতঃ সন্নপত্য-ত্বং প্রাপ্তঃ। যদুক্তং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে পতিব্রতোপাখ্যানে। অনসূয়ব্রবীন্নত্বা দেবান্ ব্রহ্মেশকেশবান্। যূয়ং যদি প্রসন্না মে বরার্হা যদি চাপ্যহম্। প্রসাদাভিমুখাঃ সর্ব্বে মম পুত্রত্বমেষ্যথেতি। আন্বীক্ষিকীমাত্মবিদ্যাং প্রহলা-দাদিভ্যশ্চ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ষষ্ঠ অবতারে অত্রির পত্নী অনসূয়া কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া (দত্তাত্রেয় নামক) পুত্ররূপে অবতীর্ণ হন। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে পতিব্রতো-পাখ্যানে উক্ত হইয়াছে—'ব্রহ্মা, মহেশ্বর ও কেশব—এই দেবত্রয়কে প্রণাম করিয়া অনসূয়া বলিলেন—আপনারা যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন এবং আমি যদি বর-প্রাপ্তির যোগ্যা হই, তাহা হইলে প্রসন্নাভিমুখে আপনারা সকলে আমার পুত্রত্বরূপে আগমন করুন'। এখানে আন্বিক্ষিকী বলিতে আত্ম-বিদ্যা। প্রহলাদাদিকে বলিয়াছিলেন (আদি পদের দ্বারা যদু, হৈহয় প্রভৃতিকে জানিতে হইবে) ॥১১॥

মধ্ব—আন্বীক্ষিকীং তত্ত্ববিদ্যাং। আন্বীক্ষিকী কুতর্কাখ্যা তথৈবান্বীক্ষিকী পরেতি মাৎস্যে ॥ ১১ ॥

তথ্য—দত্তাত্রেয়। যে সময়ে শূলবিদ্ধ অণীমাণ্ডব্য ঋষির অভিশাপে সূর্য্যোদয়ে কুষ্ঠী ব্রাহ্মণের প্রাণবিয়োগের আশঙ্কা হয়, তখন তাঁহার পতিব্রতা ভার্য্যা "সূর্য্যের আর উদয় হইবে না" এই কথা বলায় আর সূর্য্যোদয় হয় নাই। তখন ব্রহ্মাদি দেবগণ মহর্ষি অত্রির মহাসাধ্বী সহধর্ম্মিণী অনসূয়া দেবীর সাহায্যে ঐ পতিব্রতাকে আশ্বাস দিয়া সূর্য্যোদয়ের আদেশ লইয়া সৃষ্টি রক্ষা করেন। বরগ্রহণ কারণ জন্য যাচিত হইয়া দেবী "ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব যেন আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন" এই বর চাহেন। ব্রহ্মাদি সেই বরই দেন। যথাকালে অনসূয়া গর্ভে ব্রহ্মা সোমরূপে বিষ্ণু দত্তাত্রেয়রূপে ও শিব দুর্ব্বাসারূপে জন্মগ্রহণ করেন।

হৈহয়পতি অত্রির অবমাননা করিতে প্রবৃত্ত হইলে ভগবান্ দত্তাত্রেয় সপ্তমদিবসে মাতৃকুক্ষি হইতে নির্গত হইয়াছিলেন। তিনি অনেক দৈত্যের দলন ও শিষ্টের পালন করিতেন। এক সময়ে জম্ভাসুরের সহিত যুদ্ধে পরাজিত দেবগণের সাহায্য করিয়া তাহাদিগকে জয়ী করেন। তিনি মহাযোগী। অলর্ক প্রভৃতি রাজর্ষি তাঁহার নিকট যোগোপদেশ লাভ করিতেন। (ব্রহ্মাণ্ড ও আদিত্যপুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ ১৫-১৯ অঃ) ইঁহার পুত্রের নাম নিমি— "দত্তাত্রেয়স্য পুত্রোঽভূৎ নিমির্নাম তপোধন" (ভারত, অণু, ৯১ অঃ)। ইনি বিদেহরাজ নিমি হইতে পৃথক্। বিষ্ণুর অবতার হইলেও দত্তাত্রেয়ের মত বৈষ্ণবমত নহে। তিনি বুদ্ধদেবের ন্যায় স্বতন্ত্র মত প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন ॥ ১১ ॥

ততঃ সপ্তম আকূত্যাং রুচের্যজ্ঞোঽভ্যজায়ত।
স যামাদ্যৈঃ সুরগণৈরপাৎ স্বায়ম্ভুবান্তরম্ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ সপ্তমে রুচেঃ আকূত্যাং যজ্ঞঃ অভ্যজায়ত (জাতবান্) স যামাদ্যৈঃ (স্বস্যৈব পুত্রা যামা নাম দেবাঃ তদাদ্যৈঃ সহ) সুরগণৈঃ (দেবৈঃ সার্দ্ধং) স্বায়ম্ভুবান্তরং অপাৎ (স্বয়মিন্দ্রো ভূত্বা স্বায়ম্ভুবমন্বন্তরং পালিতবান্) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—তৎপর সপ্তম অবতারে রুচিনামক ব্রাহ্মণ হইতে আকূতিনামক পত্নীর গর্ভে সেই ভগবান্ যজ্ঞরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সেই যজ্ঞরূপী হরি সপুত্র যামনামক দেবাদিপ্রমুখ দেবতাগণের সহিত স্বায়ম্ভুব-নামক মন্বন্তর পালন করিয়াছিলেন ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—স যজ্ঞঃ যামাদ্যৈঃ স্বস্যৈব পুত্রা যামা নাম দেবাস্তদাদ্যৈঃ সহ স্বায়ম্ভুবং মন্বন্তরং পালিতবান্ তদা স্বয়মিন্দ্রোঽভূদিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই যজ্ঞ যাম আদি যাঁহাদের, অর্থাৎ নিজ-পুত্র যামাদি দেবতা, তাঁহাদের সহিত স্বায়ম্ভুব মন্বন্তর পালন করিয়াছিলেন, তখন নিজে ইন্দ্র হইয়াছিলেন—এই অর্থ ॥ ১২ ॥

তথ্য—যজ্ঞ—ইঁহার কথা ভাগবত ৪র্থ স্কন্ধ ১ম অধ্যায়ে আছে ॥ ১২ ॥

অষ্টমে মেরুদেব্যান্তু নাভের্জাত উরুক্রমঃ।
দর্শয়ন্ বর্ত্ম ধীরাণাং সর্ব্বাশ্রমনমস্কৃতম্ ॥১৩॥

অন্বয়ঃ—অষ্টমে তু (অষ্টমাবতারে) নাভেঃ (আগ্নীধ্রপুত্রাৎ) মেরুদেব্যাং (নাভিপত্ন্যা মেরুদেব্যা গর্ভে) উরুক্রমঃ (বিষ্ণুঃ) (ঋষভো ভূত্বা) সর্ব্বাশ্রমনমস্কৃতং (অন্ত্যাশ্রমং পারমহংস্যং) বর্ত্ম (মার্গং) ধীরাণাং (বুদ্ধিমতাং) দর্শয়ন্ (উপাদিশন্) জাতঃ (অবতীর্ণঃ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—অষ্টম অবতারে ঋষভনামক বিষ্ণু সর্ব্বাশ্রমপূজ্য পারমহংস্য পন্থা প্রশান্তদিগকে দেখাইয়া আগ্নীধ্র পুত্র নাভি হইতে তৎপত্নী মেরুদেবীর গর্ভে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—নাভেরাগ্নীধ্র পুত্রাদৃষভো জাতঃ ॥১৩॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আগ্নীধ্র-পুত্র নাভি হইতে ভগবান্ ঋষভদেব জন্মগ্রহণ করেন ॥ ১৩ ॥

তথ্য—ঋষভের কথা ভাগবত ৫ম স্কন্ধ, ৩-৬ অধ্যায়ে আছে ॥ ১৩ ॥

ঋষিভির্যাচিতো ভেজে নবমং পার্থিবং বপুঃ।
দুগ্ধেমামোষধীর্ব্বিপ্রাস্তেনায়ং স উশত্তমঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—বিপ্রাঃ (হে ঋষয়ঃ) ঋষিভির্যাচিতঃ (প্রার্থিতঃ সন্) নবমং (নবমাবতারং) পার্থিবং (পৃথুরূপং) বপুঃ (রাজদেহং) ভেজে (দধে)। ঔষধীঃ (তা ইত্যুপলক্ষণং) ইমাং (পৃথ্বীং সর্ব্বাণি বস্তূনি) দুগ্ধ (অদুগ্ধ অড়াগমাভাবস্ত্বার্ষ্যঃ) তেন (পৃথ্বীদোহনেন) সোঽয়ং (অবতারঃ) উশত্তমঃ (কমনীয়তমঃ) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—হে বিপ্রগণ, মুনিগণকর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া নবম অবতারে পৃথুরূপ রাজদেহ ধারণ করিলেন। এই পৃথিবীর ওষধিসঙ্কুল সমুদয়বস্তুকে দোহন করিয়াছিলেন। পৃথিবীদোহনফলে সেই ভগবদবতার পরম-কমনীয় হইয়াছিলেন ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—পার্থিবং বপুঃ রাজদেহং পৃথুরূপং পার্থবমিতি পাঠে পৃথুসম্বন্ধি। ওষধীরিত্যুপলক্ষণং ইমাং পৃথ্বীং সর্ব্বাণি বস্তূনি দুগ্ধ অড়াগমাভাব আর্ষ্যঃ তেন হেতুনা সোঽয়মবতার উশত্তমঃ কমনীয়তমঃ বশকান্তাবিত্যেতস্মাৎ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পার্থিব বপু বলিতে পৃথু-রূপ রাজদেহ। পার্থবং—এই পাঠে পৃথু-সম্বন্ধি অর্থ। ওষধিসকল—ইহা উপলক্ষণ, এই পৃথিবী এবং তাহার সমস্ত বস্তুই দোহন করিয়াছিলেন। 'দুগ্ধ'—দোহন করিয়াছিলেন। 'অদুগ্ধ'-শব্দের এখানে অড়াগমাভাব আর্ষ-প্রয়োগ। সেইহেতু অর্থাৎ পৃথিবী-দোহন হেতু এই অবতার উশত্তম অর্থাৎ কমনীয়তম। বশ্ ধাতুর কান্তি অর্থ, (বশ্+অৎ (শতৃ)—ক—উশৎ শব্দ) তাহার উত্তরে তম-প্রত্যয়যোগে উশত্তম পদ হইয়াছে ॥ ১৪ ॥

মধ্ব—পৃথুশরীরাবিষ্টরূপম্। আবিবেশ পৃথুং দেবঃ শঙ্খী চক্রী চতুর্ভুজ ইতি পাদ্মে। উশ ইচ্ছায়াং সত্যকামঃ ॥ ১৪ ॥

তথ্য—পৃথু—ভাগবত ৪র্থ স্কন্ধ, ১৫-২৩ অধ্যায়ে ইঁহার কথা আছে। উশত্তম শব্দে সত্যকাম শ্রেষ্ঠ ॥ ১১ ॥

রূপং স জগৃহে মাৎস্যং চাক্ষুষোদধিসংপ্লবে।
নাব্যারোপ্য মহীময্যামপাদ্বৈবস্বতং মনুম্ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—স এব ভগবান্ চাক্ষুষোদধি-সংপ্লবে (চাক্ষুষে মন্বন্তরে য উদধীনাং সংপ্লবঃ সংশ্লেষ-তস্মিন্) মাৎস্যং রূপং (মৎস্যাবতারং) জগৃহে (ধৃতবান্) মহীময্যাং নাবি (নৌকারূপায়াং মহ্যাং) বৈবস্বতং মনুং আরোপ্য চ (উত্থাপ্য) অপাৎ (রক্ষিতবান্) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—দশম অবতারে সেই ভগবান্ চাক্ষুষ মন্বন্তরে সাগরপ্লাবনে মৎস্যাবতার স্বীকার করিয়াছিলেন। নৌরূপী পৃথিবীতে সূর্য্যপুত্র মনুকে রক্ষা করিয়াছিলেন ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—চাক্ষুষে মন্বন্তরে য উদধিসংপ্লবস্তস্মিন্ চাক্ষুষান্তরসংপ্লব ইতি চ পাঠঃ। মহীময্যাং নাবি নৌকারূপায়াং মহ্যামিত্যর্থঃ অপাৎ রক্ষিতবান্ বৈবস্বত ইতি ভাবিনী সংজ্ঞা। যদ্যপি মন্বন্তরাবসানে প্রলয়ো নাস্তি তথাপি কেনচিৎ কৌতুকেন সত্যব্রতায় মায়া দর্শিতা যথা মার্কণ্ডেয়ায়েতি শ্রীধরস্বামিপাদাঃ। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে তু। মন্বন্তরে পরিক্ষীণে কীদৃশী দ্বিজ জায়তে—ইত্যাদি বজ্র প্রশ্নান্তে মার্কণ্ডেয়োত্তরম্। ঊর্ম্মিমালী মহাবেগঃ সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি। ভূর্লোকমাশ্রিতং সর্ব্বং তদা নশ্যতি যাদব। ন বিনশ্যন্তি রাজেন্দ্র বিশ্রুতাঃ কুলপর্ব্বতাঃ। নৌর্ভূত্বা তু মহী দেবীত্যাদি। এবমেব মন্বন্তরে তু সংহার ইত্যাদি প্রকরণমত এব ভাগবতামৃতে প্রতিমন্বন্তরান্ত এব প্রলয় উক্তঃ। শ্রীহরিবংশে তদীয়টীকাসু চ। তদপ্যত্র চাক্ষুষ এবোক্তিঃ সত্যব্রতস্য মনোর্ম্মৎস্যদেবপরমভক্তত্বাদ্ভক্তোৎকর্ষাদেব ভগবৎপ্রাদুর্ভাবস্যাপ্যুৎকর্ষাৎ ভক্তেচ্ছোপাত্তদেহায়েত্যাদিভির্যুক্তিসিদ্ধাৎ সর্ব্বমন্বন্তরাণ্যেবোপলক্ষয়তি ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—চাক্ষুষ মন্বন্তরে যে সাগর-প্লাবন হইয়াছিল, তখন। 'চাক্ষুষান্তর-সংপ্লবে'—এই পাঠে চাক্ষুষ মন্বন্তরের মধ্যে যে সাগরসমূহের প্লাবন হইয়াছিল, এই অর্থ। মহীময়ী নৌবাতে বলিতে নৌকারূপা পৃথিবীতে এই অর্থ। 'অপাৎ'-অর্থ রক্ষা করিয়াছিলেন। বৈবস্বত (সূর্য্যপুত্র) মনুকে—ইহা ভাবিনী সংজ্ঞা অর্থাৎ পরবর্ত্তীকালে সূর্য্যপুত্র বিবস্বান্ মনু হইবেন।

যদিও মন্বন্তরের অবসানে প্রলয় হয় না, তথাপি কোন কৌতুকবশতঃ শ্রীভগবান্ সত্যব্রত মুনিকে মায়া দেখাইয়াছিলেন, যেমন মার্কণ্ডেয় ঋষির প্রার্থনায় তাঁহাকে মায়া দর্শন করাইয়াছিলেন—ইহা শ্রীধর স্বামিপাদের উক্তি। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে উক্ত হইয়াছে—'হে দ্বিজ, মন্বন্তর পরিক্ষীণ হইলে কিরূপ অবস্থা হয়'—ইত্যাদি মহারাজ বজ্রের প্রশ্নে মার্কণ্ডেয় ঋষির উত্তর—"তরঙ্গসঙ্কুল মহাবেগবান্ সমুদ্র সমস্ত কিছু আবৃত করিয়া অবস্থান করে। হে যাদব (যদুকুল-নন্দন বজ্র), তখন ভূলোকস্থিত সর্ব্ব বস্তু বিনাশপ্রাপ্ত হয়। হে রাজেন্দ্র, কেবল বিশ্রুত কুলপর্ব্বত-সমূহ বিনষ্ট হয় না। পৃথিবীদেবী নৌ-রূপী হইয়া" ইত্যাদি। এই প্রকারই মন্বন্তরে সংহার হইয়া থাকে—ইত্যাদি প্রকরণগত অর্থ। অতএব শ্রীভাগবতামৃতে—'প্রতি মন্বন্তরের অন্তেই প্রলয় হয়' বলা হইয়াছে এবং শ্রীহরিবংশে ও তাঁহার টীকাসমূহেও ঐরূপ উক্তি আছে। আর, এখানে কেবল চাক্ষুষ মন্বন্তরে সমুদ্র-প্লাবনের কথা বলার কারণ—সত্যব্রত মনু ভগবান্ মৎস্যদেবের পরম ভক্ত বলিয়া এবং ভক্তের উৎকর্ষেই শ্রীভগবানের প্রাদুর্ভাবেরও উৎকর্ষ-হেতু।

শ্রীভাগবতে ভূমিদেবীর উক্তিতে দৃষ্ট হয়, "হে পরমাত্মন্, আপনি ভক্তগণের ইচ্ছানুরূপ বিগ্রহ ধারণে জগতে আবির্ভূত হইয়া থাকেন, আপনাকে প্রণাম করি।" ইত্যাদি যুক্তিসিদ্ধ-বশতঃ উপলক্ষণের দ্বারা সর্ব্ব মন্বন্তরের অন্তেই সমুদ্র-প্লাবন হয় বুঝিতে হইবে ॥ ১৫ ॥

তথ্য—মৎস্য—ভাগবত ৮ম স্কন্ধ, ২৪শ অধ্যায়ে এই অবতার প্রসঙ্গ। চাক্ষুষ মন্বন্তরে যে সমুদ্রবিপ্লব হয় আহাতেই এই অবতার। শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তর প্রথম কাণ্ডে—

মন্বন্তরে পরিক্ষীণে কীদৃশী দ্বিজ জায়ত ইতি শ্রীবজ্রপ্রশ্নস্য মন্বন্তরে পরিক্ষীণে ইত্যাদি মার্কণ্ডেয় দত্তোত্তরে—

উর্ম্মিমালী মহাবেগঃ সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।
ভূর্লোকমাশ্রিতং সর্ব্বং তদা নশ্যতি যাদব ॥
ন বিনশ্যন্তি রাজেন্দ্র ! বিশ্রুতাঃ কুলপর্ব্বতাঃ।
নৌর্ভূত্বা তু মহীদেবী ইত্যাদি ॥

শ্রীহরিবংশে ও তাহার টীকাতেও এই সব বৃত্তান্ত আছে ॥ ১৫ ॥

সুরাসুরাণামুদধিং মথ্নতাং মন্দরাচলম্।
দধ্রে কমঠরূপেণ পৃষ্ঠ একাদশে বিভুঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—বিভুঃ (ভগবান্ হরিঃ) একাদশে (তৎসংখ্যকাবতারে) কমঠরূপেণ (কূর্ম্মদেহং ধৃত্বা ইত্যর্থঃ) উদধিং মথ্নতাং (সমুদ্রমন্থনকারিণাং) সুরাসুরাণাং (দেবাসুরাণাং) মন্দরাচলং (মন্দরপর্ব্বতং) পৃষ্ঠে দধ্রে (দধার) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—একাদশ অবতারে শ্রীভগবান্ শ্রীহরি কূর্ম্মরূপে সমুদ্রমন্থনশীল দেবদানবদিগের নিমিত্ত মন্দরনামক পর্ব্বত স্বীয় পৃষ্ঠে ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—সুরাসুরাণামমৃতোৎপাদনার্থমিতি শেষঃ। কমঠরূপেণ কচ্ছপরূপেণ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেবতা ও দানবগণের সমুদ্র মন্থন অমৃত উৎপাদনের নিমিত্তই। 'কমঠরূপেণ'—অর্থ কচ্ছপ রূপ ধারণ করিয়া ॥ ১৬ ॥

তথ্য—সমুদ্রমন্থনকালে ভগবান্ বিষ্ণু কূর্ম্মরূপ ধারণ করিয়া মন্দরপর্ব্বত পৃষ্ঠে ধারণ করিয়াছিলেন। ইঁহার কথা ইঁহার কথিক কূর্ম্মপুরাণের প্রারম্ভে বর্ণিত।

ধান্বন্তরং দ্বাদশমং ত্রয়োদশমমেব চ।
অপায়য়ৎ সুরানন্যান্মোহিন্যা মোহয়ন্ স্ত্রিয়া ॥১৭॥

অন্বয়ঃ—(স ভগবান্) দ্বাদশম্ আর্ষপ্রয়োগঃ (দ্বাদশম্) ধান্বন্তরং (ধন্বন্তরিরূপং স্বীকৃত্য অমৃতমানীয় ইতি শেষঃ) ত্রয়োদশমম্ এব চ (আর্ষপ্রয়োগঃ ত্রয়োদশাবতারং মোহিনীরূপং চ ধৃত্বা ইতি শেষঃ) মোহিন্যা স্ত্রিয়া (মোহিন্যা মূর্ত্ত্যা) অন্যান্ (অসুরান্) মোহয়ন্ (মোহং প্রাপয়ন্) সুরান্ (দেবান্ সুধাং ইত্যধ্যাহারঃ) অপায়য়ৎ (অসুরান বঞ্চয়িত্বা দেবেভ্যঃ সুধাং দত্তবানিত্যর্থঃ) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—সেই ভগবান্ শ্রীহরি দ্বাদশ অবতারে ধন্বন্তরিরূপ ধারণ করিয়া সমুদ্র হইতে অমৃতহস্তে উত্থিত হইয়াছিলেন এবং ত্রয়োদশাবতারে মোহিনীরূপে অসুরদিগকে বঞ্চনা করিয়া দেবতাদিগকে সুধা পান করাইয়াছিলেন ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—ধান্বন্তরং ধন্বন্তর্য্যবতারস্বরূপং দ্বাদশমং ভবতীত্যন্বয়ঃ। সুধাকলসানয়নঃ চাস্য কর্ম্ম জ্ঞেয়ম্। দ্বাদশমমাদিপ্রয়োগস্ত্বার্ষঃ। ত্রয়োদশমং রূপং বিভ্রৎসুরানপায়য়ৎ সুধামিতি শেষঃ কেন রূপেণ মোহিন্যা স্ত্রিয়া অন্যানসুরান্ মোহয়ন্ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ধান্বন্তরং'—ধন্বন্তরির অবতার শ্রীভগবানের দ্বাদশ অবতার এবং সুধাকলস (অমৃত-ভাণ্ড) আনয়ন ইঁহার কর্ম্ম জানিতে হইবে। 'দ্বাদশম্' ইত্যাদি স্থলে অম্ আদির প্রয়োগ আর্ষ। ত্রয়োদশ রূপ ধারণ করিয়া দেবগণকে অমৃত পান করাইয়াছিলেন। কোন্ রূপে? স্ত্রীমূর্ত্তি মোহিনীরূপের দ্বারা অন্যান্য অসুরদের বিমোহিত করিতে করিতে (দেবতাদের সুধাপান করাইয়াছিলেন—এই অর্থ) ॥ ১৭ ॥

তথ্য—ধন্বন্তরি ও মোহিনী—এই দুই অবতারের কথা ভাগবত ৮ম স্কন্ধ, ৮ম-৯ম অধ্যায়ে বর্ণিত ॥১৭॥

চতুর্দ্দশং নারসিংহং বিভ্রদ্দৈত্যেন্দ্রমূর্জ্জিতম্ ।
দদার করজৈরূরাবেরকাং কটকৃদ্‌যথা ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—চতুর্দ্দশং (চতুর্দ্দশাবতারং) নারসিংহং (নৃসিংহরূপং) বিভ্রৎ (ধারয়ন্) কটকৃৎ (কটকারকঃ) এরকাং যথা (অগ্রন্থি তৃণবিশেষমিব) উর্জ্জিতং (বলবন্তং অতীবভয়ঙ্করং) দৈত্যেন্দ্রং (দৈত্যরাজং হিরণ্যকশিপুং উরৌ স্বকীয় উরুদেশে নিধায়) করজৈঃ (নখৈঃ) দদার (বিদারিতবান্) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—চতুর্দ্দশাবতারে নৃসিংহরূপধারণ করিয়া উৎকট মদমত্ত অসুররাজ হিরণ্যকশিপুকে উরুতে স্থাপন করিয়া কটনির্ম্মাতা যেরূপ এরকা বিদীর্ণ করে, তদ্রূপ নখের দ্বারা বিদীর্ণ করিয়াছিলেন ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—এরকানির্গ্রন্থিতৃণবিশেষঃ ॥ ১৮ ।

টীকার বঙ্গানুবাদ—এরকা-শব্দের অর্থ গ্রন্থিহীন (নির্গ্রন্থি) তৃণবিশেষ ॥ ১৮ ॥

তথ্য—নারসিংহ-ভাগবত সপ্তম স্কন্ধ ৮-১০ম অধ্যায়ে বর্ণিত ॥ ১৮ ॥

পঞ্চদশং বামনকং কৃত্বাগাদধ্বরং বলেঃ ।
পদত্রয়ং যাচমানঃ প্রত্যাদিৎসুস্ত্রিপিষ্টপম্ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—পঞ্চদশং (পঞ্চদশাবতারং) বামনকং (দুষ্টানাং মদং বাময়তি ইতি হ্রস্বং বা রূপং) কৃত্বা (ধৃত্বা) ত্রিপিষ্টপং (স্বর্গাদি ত্রিভুবনং) প্রত্যাদিৎসুঃ (ইন্দ্রায় দাতুং আচ্ছিদ্য গ্রহীতুং ইচ্ছুঃ) পদত্রয়ং যাচমানঃ (প্রার্থয়ন্) বলেঃ (বলিরাজস্য) অধ্বরং (যজ্ঞং যজ্ঞস্থানং ইত্যর্থঃ) অগাৎ (গতবান্) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—সেই ভগবান্ শ্রীহরি বলিকে ছলনা করিয়া দেবতাগণকে স্বর্গ প্রতিদান করিতে ইচ্ছুক হইয়া পঞ্চদশাবতারে বামনরূপ ধারণপূর্ব্বক ত্রিপাদভূমি যাচঞা করিতে দৈত্যরাজ বলির যজ্ঞে গমন করিয়াছিলেন ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—প্রত্যাদিৎসুস্তস্মাদাচ্ছিদ্য গ্রহীতুমিচ্ছুঃ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রত্যাদিৎসুঃ—বলিতে দেবগণকে স্বর্গরাজ্য প্রদানের জন্য বলি-মহারাজের নিকট হইতে ছলপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক ॥ ১৯ ॥

তথ্য—বামন—এই অবতার বৃত্তান্ত ভাগবত ৮ম স্কন্ধ ১৭-২৩শ অধ্যায়ে বিবৃত ॥ ১৯ ॥

অবতারে ষোড়শমে পশ্যন্ ব্রহ্মদ্রুহো নৃপান্ ।
ত্রিঃসপ্তকৃত্বঃ কুপিতো নিঃক্ষত্রামকরোন্মহীম্ ॥২০॥

অন্বয়ঃ—ষোড়শমে (ষোড়শাবতারে আর্ষঃ প্রয়োগঃ পরশুরামরূপেণ) নৃপান্ ব্রহ্মদ্রুহঃ (ধর্ম্মাচারপরাঙ্মুখান্ দেবদ্বিজবিরোধিনঃ) পশ্যন্ (দৃষ্ট্বা) কুপিতঃ (সন্) মহীং (পৃথিবীং) ত্রিঃসপ্তকৃত্বঃ (একবিংশতিবারান্) নিঃক্ষত্রাং (ক্ষত্রিয়শূন্যাং) অকরোৎ (কৃতবান্) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ বিষ্ণু ষোড়শ অবতারে পরশুরামরূপে অবতীর্ণ হইয়া ক্ষত্রিয়রাজগণকে দেবদ্বিজবিদ্বেষী দেখিয়া তাহাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া পৃথিবীকে একবিংশতিবার ক্ষত্রিয়শূন্যা করিয়াছিলেন ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—সপ্তকৃত্বঃ সপ্তবারান্ । কীদৃশান্-ত্রিঃ ত্রিগুণিতান্ অত্র সপ্তকৃত্ব ইতি কৃত্বঃ সুচাভিহিতায়া অভ্যাবৃত্তিক্রিয়ায়াঃ পুনরভ্যাবৃত্তিগণনে ন সুচ্‌প্রত্যয়ঃ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সপ্তকৃত্বঃ অর্থ সপ্তবার । কিরূপ ? তিনগুণিত সপ্তবার অর্থাৎ একবিংশতিবার । ত্রিঃ—এখানে অভ্যাবৃত্তিক্রিয়ায় একবার সুচ্ প্রত্যয় হইয়াছে, আবার সপ্তকৃত্বঃ—এই পদে আর সুচ্ প্রত্যয় হইবে না । ('সংখ্যায়াঃ ক্রিয়াভ্যাবৃত্তি-গণনে কৃত্বসুচ্'—এই সূত্রে ক্রিয়ার অভ্যাবৃত্তি-গণন, অর্থাৎ কতবার সেই ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইল, তাহার গণনা বুঝাইলে সংখ্যাবাচক প্রাতিপদিকের উত্তর কৃত্বসুচ্ প্রত্যয় হয় ; উচ্ ইৎ, কৃত্বস্ থাকে, এবং 'দ্বি-ত্রি-চতুর্ভ্যঃ সুচ্'—অর্থাৎ দ্বি, ত্রি, চতুর্—এই তিন প্রাতিপদিকের উত্তর সুচ্ হয়, উচ্ ইৎ, স্ থাকে । যেমন ত্রীন্ বারান্ ত্রিঃ ।) ॥ ২০ ॥

তথ্য—পরশুরাম কথা ভাগবত ৯ম স্কন্ধ ১৫-১৬শ অধ্যায়ে আছে ॥ ২০ ॥

ততঃ সপ্তদশে জাতঃ সত্যবত্যাং পরাশরাৎ।
চক্রে বেদতরোঃ শাখা দৃষ্ট্বা পুংসোহল্পমেধসঃ ॥২১

অন্বয়ঃ—ততঃ সপ্তদশে (সপ্তদশাবতারে) পরাশরাৎ সত্যবত্যাং জাতঃ (সন্ ব্যাসো ভূত্বা) পুংসঃ (লোকান্) অল্পমেধসঃ (অল্পপ্রজ্ঞান্ দৃষ্ট্বা) (অবলোক্য) (তদনুগ্রহার্থং) বেদতরোঃ (বেদরূপকল্পবৃক্ষস্য) শাখাঃ চক্রে (কৃতবান্) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—তৎপরে ভগবান্ শ্রীহরি সপ্তদশাবতারে মানবকুলকে অল্পপ্রজ্ঞ দেখিয়া পরাশর হইতে সত্যবতীর গর্ভে কৃষ্ণদ্বৈপায়নরূপে অবতীর্ণ হইয়া মানবের কল্যাণের নিমিত্ত বেদবৃক্ষের বিভিন্ন শাখা বিস্তার করিয়াছিলেন ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—অল্পমেধসোহল্পজ্ঞান্ চক্রে ব্যাসঃ ॥২১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অল্পমেধসঃ'—অর্থ অল্পপ্রজ্ঞ মানবগণকে (দেখিয়া)। চক্রে—করিয়াছিলেন, কর্ত্তা—কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব ॥ ২১ ॥

মধ্ব—রামাৎ পূর্ব্বমপ্যস্তি ব্যাসাবতারঃ। তৃতীয়ং যুগমারভ্য ব্যাসো বহুষু জগ্মিবানিতি কৌর্ম্মে ॥ ২১ ॥

তথ্য—সত্যবতী ও ব্যাসের বৃত্তান্ত মহাভারত আদিপর্ব্বে ৬২ অধ্যায়ে প্রাপ্তব্য ॥ ২১ ॥

নরদেবত্বমাপন্নঃ সুরকার্য্যচিকীর্ষয়া।
সমুদ্রনিগ্রহাদীনি চক্রে বীর্য্যাণ্যতঃ পরম্ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—অতঃপরং (অষ্টাদশাবতারে) সুরকার্য্যচিকীর্ষয়া (রাক্ষসাদিনিধনরূপদেবকার্য্যসাধনার্থং) নরদেবত্বং আপন্নঃ (নরশ্রেষ্ঠরামত্বং প্রাপ্তঃ তদ্রূপেণাবতীর্ণঃ সন্ ইতি যাবৎ) সমুদ্রনিগ্রহাদীনি (সমুদ্রবন্ধনং রাবণাদি-বধরূপাণি) বীর্য্যাণি (বীরকার্য্যাণি) চক্রে (কৃতবান্) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ— অষ্টাদশাবতারে ভগবান্ শ্রীহরি দেবকার্য্যসাধনেচ্ছায় দাশরথি রামরূপ গ্রহণ করিয়া সমুদ্রবন্ধন, রাবণ সংহার এবং মায়া-সীতা উদ্ধাররূপ বহুকর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—নরদেবত্বং শ্রীরামত্বং সমুদ্রনিগ্রহাদীনি সমুদ্রনিগ্রহস্যৈবাদ্যাপি সেতুবন্ধরূপেণ দৃশ্যমানত্বাৎ তত্রৈব চ মহৈশ্বর্য্যাবিষ্কারাচ্চ তস্যৈব প্রাধান্যেন নির্দ্দেশঃ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নরদেবত্ব'—বলিতে নরশ্রেষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া। সমুদ্র-নিগ্রহাদি—(এখানে আদি-পদে সমুদ্র-বন্ধন, রাবণ-বধ,* মায়া-সীতা উদ্ধার প্রভৃতি বুঝাইলেও মুখ্যরূপে সমুদ্র-নিগ্রহ বলিবার কারণ) অদ্যাপি সেতুবন্ধ-রূপে দৃশ্যমান বলিয়া এবং সেখানেই মহান্ ঐশ্বর্য্য আবিষ্কার-হেতু সেই সমুদ্র-নিগ্রহেরই প্রাধান্যরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে ॥ ২২ ॥

তথ্য—রামবৃত্তান্ত ভাগবত ৯ম স্কন্ধ ১০-১১শ অধ্যায়ে আছে ॥ ২২ ॥

একোনবিংশে বিংশতিমে বৃষ্ণিষু প্রাপ্য জন্মনী।
রামকৃষ্ণাবিতি ভুবো ভগবানহরদ্ভরম্ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—একোনবিংশে বিংশতিমে (তত্তৎ সংখ্যকাবতারয়ো তকারলোপশ্ছন্দোনুরোধেন) ভগবান্ (বিশ্বপাতা হরিঃ) বৃষ্ণিসু (যদুবংশীয়রাজসু মধ্যে) রামকৃষ্ণৌ ইতি (নামনী) জন্মনী প্রাপ্য (স্বেচ্ছয়া স্বীকৃত্য) ভুবঃ (পৃথিব্যাঃ) ভারং অহরৎ (কংসাদি-নিধনেন পৃথিবীভারং হৃতবানিত্যর্থঃ) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—উনবিংশ ও বিংশ অবতারদ্বয়ে ভগবান্ শ্রীহরি যদুকুলে রাম ও কৃষ্ণনামদ্বয় গ্রহণ করিয়া জগতের ভারহরণ করিয়াছিলেন ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—বিংশতিতম ইতি বক্তব্যে তকার-লোপশ্ছন্দোনুরোধেন। রামকৃষ্ণাবিতি। নামভ্যামিত্যর্থঃ জন্মনী প্রাদুর্ভাবদ্বয়ং প্রাপ্যেত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বিংশতিতমে—ইহা বলিতে তকারের লোপ ছন্দের অনুরোধে। রাম ও কৃষ্ণ—এই দুই নামে প্রাদুর্ভাবদ্বয় প্রাপ্ত হইয়া—এই অর্থ ॥ ২৩ ॥

মধ্ব— আবেশো বলভদ্রে।
শঙ্খচক্রভৃদীশেশঃ শ্বেতবর্ণো মহাভুজঃ।
আবিষ্টঃ শ্বেতকেশাত্মা শেষাংশং রোহিণীসুতম্ ॥
ইতি মহাবারাহে ॥ ২৩ ॥

তথ্য—কৃষ্ণবলরাম কথা শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধে বিবৃত ॥ ২৩ ॥

ততঃ কলৌ সংপ্রবৃত্তে সংমোহায় সুরদ্বিষাম্ ।
বুদ্ধো নাম্নাঞ্জনসুতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি ॥২৪॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (তদনন্তরং) কলৌ সংপ্রবৃত্তে (কলিকালে সম্যগুপস্থিতে) সুরদ্বিষাং (দেবদ্বেষিনাং অধার্ম্মিকাণাং) সংমোহায় কীকটেষু (গয়াপ্রদেশেষু) নাম্না বুদ্ধঃ (বুদ্ধ ইতি নাম্না বিখ্যাতঃ) অঞ্জনসুতঃ (অঞ্জনাগর্ভজাতঃ) ভবিষ্যতি (অবতাররূপেন আবির্ভবিষ্যতীত্যর্থঃ) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—তৎপরে একবিংশাবতারে কলিযুগ সমাগত হইলে দেববিদ্বেষী তামসিক লোকসমূহের সম্মোহনের নিমিত্ত বুদ্ধ এই নামে অঞ্জন (অজিন ?) পুত্ররূপে-গয়া প্রদেশে অবতীর্ণ হইবেন ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—অঞ্জনসুতোঽজিনসুতশ্চেতি পাঠদ্বয়ং কীকটেষু মধ্যে গয়াপ্রদেশে ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অঞ্জনসুত (অঞ্জনা-গর্ভজাত) এবং অজিন-সুত—এই দুইটি পাঠ দৃষ্ট হয়। কীকটের মধ্যে বলিতে গয়া-প্রদেশে ॥ ২৪ ॥

মধ্ব—মোহনার্থং দানবানাং বালরূপী পথিস্থিতঃ ।
পুত্রং তং কল্পয়ামাস মূঢ়বুদ্ধির্জিনঃ স্বয়ম্ ॥
ততঃ সংমোহয়ামাস জিনাদ্যানসুরাংশকান্ ।
ভগবান্বাগ্‌ভিরুগ্রাভিরহিংসা বাচিভির্হরিঃ ॥
ইতি ব্রহ্মাণ্ডে ॥ ২৪ ॥

তথ্য—বুদ্ধ—দশাবতার বর্ণনে ইঁহার উল্লেখ আছে, যথা—"মৎস্যঃ কূর্ম্মো বরাহশ্চ নৃসিংহো বামনস্তথা। রামো রামশ্চ রামশ্চ বুদ্ধঃ কল্কী চ তে দশ ॥"

সাহিত্য দর্পণকারও একটী দশাবতার শ্লোকে উদ্ধার করিয়াছেন, তাহার শেষচরণে বুদ্ধ ও কল্কির কথা আছে।

শ্রীজয়দেবেরও দশাবতারবর্ণনে তাহার ৯ম শ্লোক—'নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহশ্রুতিজাতং সদয়হৃদয় দর্শিত-পশুঘাতম্। কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে ॥'

বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয় অংশের ১৭-১৮শ অধ্যায়ে বুদ্ধ মায়ামোহ-নামে অভিহিত। অগ্নিপুরাণ, বায়ুপুরাণ, স্কন্দ প্রভৃতি পুরাণেও বুদ্ধের অল্পবিস্তর উল্লেখ আছে।

অমরকোষ প্রথম অধ্যায়ে বুদ্ধের বিশেষ উল্লেখ আছে। আর বৌদ্ধ সাহিত্যে ললিত বিস্তরাদি গ্রন্থে তাঁহার সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আছে ॥ ২৪ ॥

অথাসৌ যুগসন্ধ্যায়াং দস্যুপ্রায়েষু রাজসু ।
জনিতা বিষ্ণুযশসো নাম্না কল্কির্জ্জগৎপতিঃ ॥২৫॥

অন্বয়ঃ—অথ যুগসন্ধ্যায়াং (কলেরন্তে) রাজসু দস্যুপ্রায়েষু (নৃপতিষু অধর্ম্মচারিষু অসৎসু) অসৌ জগৎপতিঃ (ভগবান্) নাম্না কল্কিঃ (কল্কিরিতি নাম্না খ্যাতঃ) বিষ্ণুযশসঃ (তন্নামকব্রাহ্মণাৎ সকাশাৎ) জনিতা (জনিষ্যতে) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর দ্বাবিংশাবতারে যুগসন্ধিকালে অর্থাৎ কলির অন্তে নৃপতিগণ দস্যুপ্রায় হইলে ঐ জগন্নাথ বিষ্ণু কল্কিনামে খ্যাত হইয়া বিষ্ণুযশা নামক ব্রাহ্মণ হইতে অবতীর্ণ হইবেন ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—বিষ্ণুযশসো ব্রাহ্মণাৎ সকাশাৎ ॥২৫॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিষ্ণুযশসঃ'—বলিতে বিষ্ণু-যশাঃ নামক ব্রাহ্মণ হইতে ॥ ২৫ ॥

তথ্য—কল্কিবৃত্তান্ত ভাগবত ১২শ স্কন্ধ ২য় অধ্যায়ে আছে ॥ ২৫ ॥

অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ ।
যথাবিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ ॥২৬॥

অন্বয়ঃ—হে দ্বিজাঃ অবিদাসিনঃ (উপক্ষয়শূন্যাৎ) সরসঃ (সরোবরাৎ তৎ সকাশাৎ) যথা সহস্রশঃ (অসংখ্যেয়াঃ) কুল্যাঃ (অল্পপ্রবাহাঃ) স্যুঃ হি (তথাহি) সত্ত্বনিধেঃ (সত্ত্বাম্বুধেঃ) হরেঃ (বিরাড়্-রূপিণো ভগবতঃ) অসংখ্যেয়াঃ (সংখ্যাতীতাঃ) অবতারাঃ স্যুঃ (ভবেয়ু) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—হে শৌনকাদি ঋষিগণ, যেরূপ অক্ষয় সরোবর হইতে সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র প্রবাহসমূহ নির্গত হয় তদ্রূপ সত্ত্বসাগর শ্রীহরি হইতে অসংখ্য অবতার-সমূহ প্রকটিত হন ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—হয়গ্রীবহংসাদ্যনুক্তসর্ব্বসংগ্রহার্থমাহ অবতারা ইতি অসংখ্যেয়ত্বে হেতুঃ সত্ত্বানাং শুদ্ধসত্ত্ব-চিদানন্দানাং নিধেঃ সেবধিরূপস্য তত্র দৃষ্টান্তঃ যথেতি। অবিদাসিনঃ অপক্ষয়শূন্যাৎ দস্যু অপক্ষয় ইত্যস্মাৎ সরসঃ সকাশাৎ কুল্যাস্তৎস্বভাবকৃতা নির্ঝরা অবিদাসিন্যঃ সহস্রশঃ স্যুঃ অসংখ্যাতা ইতি শ্লেষৈণৈতে পুরুষাদ্যা এবাবতারাঃ খ্যাতাঃ অন্যে তু ন সম্যক্ খ্যাতা বর্ত্তন্ত এবেতি জ্ঞাপ্যতে। যদুক্তং

প্রহলাদেন। (ভাঃ ৭।৯।৩৮) ইত্থং নৃতির্য্যগৃষি-দেবঝসাবতারৈর্লোকান্ বিভাবয়সি হংসি জগৎ-প্রতীপান্। ধর্ম্মং মহাপুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তং ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বম্ ইতি ছন্নত্বাদেবা-সংখ্যাতা ইত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হয়গ্রীব, হংসাদি অনুক্ত অবতারবৃন্দের গ্রহণের জন্য বলিতেছেন—অবতার-সমূহ অসংখ্য। অসংখ্যেয়ত্বের কারণ—হরি সত্ত্ব-নিধি অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্ব, চিৎ এবং আনন্দের নিধি (রত্নাকর সমুদ্রতুল্য)। সেই বিষয়ে দৃষ্টান্ত—'অবিদাসিনঃ সরসঃ'—অপক্ষয়শূন্য (অর্থাৎ যাহার জল কখন ক্ষয় হয় না, সবসময় পূর্ণই থাকে, এমন) সরোবর হইতে অসংখ্য জলপ্রবাহ নির্ঝর প্রভৃতি যেমন নির্গত হয়, তদ্রূপ সত্ত্বসমুদ্র শ্রীহরি হইতে অসংখ্য অবতারসকলের আবির্ভাব হইয়াছে। 'অবিদাসিনঃ'—ইহা অপক্ষয় অর্থে দস্ ধাতু হইতে বিদাসিন্ পদের নঞ্ প্রত্যয় করিয়া অবিদাসিন্ শব্দের পঞ্চমীর একবচন, সরসঃ ইহার বিশেষণ। শ্লেষোক্তির দ্বারা পুরুষাদিই অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ, অপর প্রকাশ সমূহ সেইরূপ সম্যক্ প্রসিদ্ধ নহে—ইহা জানাই-তেছেন। শ্রীভাগবতে শ্রীপ্রহলাদ মহারাজ যেমন বলিয়াছেন—"হে মহাপুরুষ, আপনি মানুষমূর্ত্তি, তির্য্যক্, ঋষি, দেবতা, মৎস্যমূর্ত্তি প্রভৃতি অবতাররূপে অনুকূল-জনের পালন ও প্রতিকূলগণের বিনাশ করিয়া যুগানুরূপ ধর্ম্মের সংরক্ষণ করিয়া থাকেন। কলি-যুগে সেই অবতারমূর্ত্তি প্রকাশ না করিয়া (স্বয়ং অবতারীরূপে) নিজের রূপ আচ্ছন্ন করিয়া রাখেন। এইজন্য আপনার এক নাম 'ত্রিযুগ'।" তিন যুগে যুগাবতার প্রকাশিত, কলিযুগে আচ্ছাদিত, এজন্য 'ত্রিযুগ' বলিয়া প্রসিদ্ধি। (এই আচ্ছাদন শ্রীগৌরাঙ্গে হলাদিনী-শক্তি শ্রীরাধার রূপ ও ভাবের দ্বারা হই-য়াছে)। ছন্নত্ব-হেতুই অসংখ্যাত—এই অর্থ ॥২৬॥

মধ্ব—বিদাসিনঃ উন্নতাৎ ভিন্নাদ্বা।

ত্রিবিধাঃ পুরুষা লোকে নীচমধ্যবিদাসিন ইতি ব্রাহ্মে।
চতুর্দ্ধা বর্ণরূপেণ জগদেতদ্বিদাসিতমিতি চ ॥ ২৬ ॥

তথ্য—লঘু ভাগবতামৃতে যুগাবতারপ্রকরণে ১০ম অধ্যায়

হরিস্বরূপরূপা যে পরাবস্থেভ্য উনকাঃ।
শক্তীনাং তারতম্যেন ক্রমাত্তে তত্তদাখ্যকাঃ ॥
প্রাভবশ্চ দ্বিধা তত্র দৃশ্যন্তে শাস্ত্রদৃষ্টিতঃ।
একে নাতিচিরব্যক্তা নাতিবিস্তৃতকীর্ত্তয়ঃ ॥
তে মোহিনী চ হংসশ্চ শুক্লাদ্যাশ্চ যুগানুগাঃ।
অপরে শাস্ত্রকর্ত্তারঃ প্রায়ঃ স্যুর্মুনিচেষ্টিতাঃ ॥
ধন্বন্তর্য্যৃষভৌ ব্যাসো দত্তশ্চ কপিলশ্চ তে।
অথ স্যুর্বৈভবাবস্থাস্তে চ কূর্ম্মো ঝষাধিপঃ ॥
নারায়ণো নরসখঃ শ্রীবরাহ-হয়াননৌ।
পৃশ্নিগর্ভঃ প্রলম্বঘ্নো যজ্ঞাদ্যাশ্চ চতুর্দ্দশ ॥
ইত্যমী বৈভবাবস্থা একবিংশতিরীরিতাঃ ॥

যাঁহারা হরির স্বরূপ-রূপবিশিষ্ট এবং পরাবস্থা হইতে ন্যূন, তাঁহারা শক্তির তারতম্য বশতঃ প্রাভব ও বৈভব সংজ্ঞা লাভ করেন। শাস্ত্রদৃষ্টিতে প্রাভব দুই প্রকার। এক প্রকার প্রাভব চিরস্থায়ী ও অতিবিস্তৃত কীর্ত্তিশূন্য ; প্রথম প্রাভব মোহিনী হংস এবং যুগানুগত শুক্ল প্রভৃতি। দ্বিতীয় প্রাভব শাস্ত্র-কর্ত্তা মুনিগণ, ধন্বন্তরি, ঋষভ, ব্যাস, দত্তাত্রেয় ও কপিল। বৈভবাবস্থ অবতার সকল যথা—১। কূর্ম্ম, ২। মৎস্য, ৩। নারায়ণ, ৪। বরাহ, ৫। হয়গ্রীব, ৬। পৃশ্নিগর্ভ, ৭। প্রলম্বঘ্ন বলদেব, ৮। যজ্ঞ, ৯। বিভু, ১০। সত্যসেন, ১১। হরি, ১২। বৈকুণ্ঠ, ১৩। অজিত, ১৪। বামন, ১৫। সার্ব্বভৌম, ১৬। ঋষভ, ১৭। বিষ্বক্সেন, ১৮। ধর্ম্মসেতু, ১৯। সুধামা, ২০। যোগেশ্বর, ২১। বৃহদ্ভানু—এই একুশটী।

প্রাচীন কারিকাতেও অবতারগণের সম্বন্ধে যাহা লিপিবদ্ধ আছে, তাহা এই—

১। নৃসিংহ, জামদগ্ন্য, কল্কি ও পুরুষ—ইঁহারা ঐশ্বর্য্যের প্রকাশক অবতার।

২। নারদ, ব্যাস, বরাহ ও বুদ্ধ—ইঁহারা ধর্ম্ম-সমূহের প্রকাশক অবতার।

৩। রাম, ধন্বন্তরি, যজ্ঞ, পৃথু, বলরাম, মোহিনী, এবং বামন—ইঁহারা শ্রী, অর্থাৎ সৌন্দর্য্য প্রধান।

৪। দত্তাত্রেয়, মৎস্য, চতুঃসন ও কপিল—ইঁহারা জ্ঞানপ্রদর্শক অবতার।

৫। নারায়ণ, নর, কূর্ম্ম ও ঋষভ—ইঁহারা বৈরাগ্য প্রদর্শক অবতার।

স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণষড়ৈশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের মহানিধি

এবং তাঁহাতেই নিখিল অবতারাবলী ও শক্তিনিচয় অন্তর্ভূত আছে।

শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ ২৬ সংখ্যায় শ্রীজীবপাদাঃ। অথ শ্রীহয়গ্রীবহরিহংসপৃশ্নিগর্ভবিভুসত্যসেন-বৈকুণ্ঠাজিত-সার্ব্বভৌম-বিষ্বক্‌সেনধর্ম্মসেতুসুধামযোগেশ্বরবৃহদ্ভান্বাদীনাং শুক্লাদীনাঞ্চানুক্তানাং সংগ্রহার্থমাহ অবতারা হীতি।

সকল সম্ভবে তাঁতে যাতে অবতারী।
অবতারীর দেহে সব অবতারের স্থিতি।
কৃষ্ণকে কহয়ে কেহ নরনারায়ণ।
কেহো কহে কৃষ্ণ হয় সাক্ষাৎ বামন ॥ ১২৯ ॥
কেহো কহে কৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ী অবতার।
অসম্ভব নহে সত্য বচন সবার ॥ ১৩০ ॥
কেহো কহে পরব্যোমে নারায়ণ করি।
(চৈঃ চঃ আদি ৫ম)।

ঋষয়ো মনবো দেবা মনুপুত্রা মহৌজসঃ।
কলাঃ সর্ব্বে হরেরেব সপ্রজাপতয়ঃ স্মৃতাঃ ॥২৭॥

অন্বয়ঃ—সপ্রজাপতয়ঃ (প্রজাপতিভিঃ সহিতাঃ) ঋষয়ঃ (মুনিবৃন্দাঃ) মনবঃ দেবাঃ মহৌজসঃ (অতি-পরাক্রান্তাঃ) মনুপুত্রাঃ (মানবাশ্চ) সর্ব্বে এব হরেঃ কলাঃ স্মৃতাঃ (অংশস্বরূপাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—প্রজাপতিগণ, মহাবীর্য্যশালী মুনিগণ, মনুগণ, দেবতাবৃন্দ এবং মানবগণ সকলেই শ্রীহরির অংশ, বিভূতি বলিয়া কথিত আছেন ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—অবতারানুক্ত্বা বিভূতিরাহ ঋষয় ইতি ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অবতারসমূহের কথা বলিয়া শ্রীহরির বিভূতি বলিতেছেন—ঋষিগণ ইত্যাদি শ্লোকে ॥ ২৭ ॥

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—এতে (পূর্ব্বোক্তাঃ ব্রহ্মাদয়ঃ) পুংসঃ (পরমেশ্বরস্য) অংশকলাঃ (কেচিৎ অংশাঃ কেচিৎ কলাঃ বিভূতয়ঃ যথোপযোগং জ্ঞানক্রিয়াশক্ত্যাবেশাৎ অবতীর্ণাঃ সন্তঃ) ইন্দ্রারিব্যাকুলং (সুরদ্বেষি-দৈত্যৈরুপদ্রুতং) লোকং (ভুবনং) যুগেযুগে (প্রতিযুগং) মৃড়য়ন্তি (সুখিনং কুর্ব্বন্তি) তু (কিন্তু) কৃষ্ণঃ স্বয়ং ভগবান্ (ন তু কৃষ্ণোঽপি ভগবতোঽংশাবতারঃ আবিষ্কৃতসর্ব্বশক্তিত্বাৎ) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—কিন্তু উপরি উক্ত অবতারগণের কেহ কেহ পুরুষোত্তম শ্রীহরির স্বয়ং অংশ, কেহ কেহ অংশাবেশ অবতার এবং অংশের অংশবিভূতির অবতার। এই সকল অবতার প্রতিযুগে যখনই জগৎ দৈত্য-পীড়িত হয়, তখনই দৈত্যোপদ্রুত জগৎকে নিরুদ্বেগ করেন। কিন্তু ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ সাক্ষাৎ, স্বয়ংরূপ বিষ্ণুপরতত্ত্ব ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—নন্বেষাং সর্ব্বেষাং তুল্যত্বমেব বা অস্তি বা তারতম্যমিত্যপেক্ষায়ামাহ এতে চেতি। এতে পূর্ব্বোক্তাঃ চশব্দাদনুক্তশ্চ পুংসঃ প্রথমনির্দ্দিষ্টস্য পুরুষস্য অংশকলাঃ কেচিদংশাঃ মৎস্যকূর্ম্মবরাহাদ্যাঃ কেচিৎ কলাঃ কুমারনারদাদয়ঃ আবেশা যদুক্তং ভাগবতামৃতে। জ্ঞানশক্ত্যাদিকলয়া যত্রাবিষ্টো জনার্দ্দনঃ। ত আবেশো নিগদ্যন্তে জীবা এব মহত্তমাঃ। বৈকুণ্ঠেঽপি যথা শেষো নারদঃ সনকাদয় ইতি। তথা পাদ্মে। আবিষ্টোঽভূৎ কুমারেষু নারদে চ হরির্বিভুঃ। তথা তত্রৈব। আবিবেশ পৃথুং দেবঃ শঙ্খী চক্রী চতুর্ভুজ ইতি। এতত্তে কথিতং দেবি জামদগ্নের্মহাত্মনঃ। শক্ত্যাবেশাবতারস্য চরিতং শার্ঙ্গিণঃ প্রভোরিতি। কলেরন্তে চ সংপ্রাপ্তে কল্কিনং ব্রহ্মবাদিনম্। অনুপ্রবিশ্য কুরুতে বাসুদেবো জগৎস্থিতিমিতি। তত্র কুমারনারদাদিষু জ্ঞানভক্তিশক্ত্যংশাবেশঃ। পৃথাদিষু ক্রিয়া শক্ত্যংশাবেশঃ। তে চাবেশা মহাশক্ত্যা অল্পশক্ত্যা চেতি। দ্বিবিধাঃ প্রথমাঃ কুমারনারদাদ্যা অবতার শব্দেনোচ্যন্তে। দ্বিতীয়াঃ মরীচিমন্বাদ্যাঃ বিভূতিশব্দেনেতি ভেদো জ্ঞেয়ঃ। ইহ যো বিংশতিতমাবতারত্বেন কথিতঃ স কৃষ্ণস্তু ভগবান্ ন ত্বংশঃ ন চাংশী পুরুষঃ কিন্তু ভগবান্। জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্ মহদাদিভিরিতি (ভাঃ ১।৩।১) পদ্যোক্তঃ যঃ পুরুষস্যাবতারী ভগবান্ স এবেত্যর্থঃ। অনুবাদমনুক্ত্বৈব ন বিধেয়মুদীরয়েদিতি দর্শনাৎ কৃষ্ণস্যৈব ভগবল্লক্ষণো ধর্ম্মঃ সাধ্যতে ন তু ভগবতঃ কৃষ্ণত্বং তেন কৃষ্ণ এব ভগবান্ মূলভূত ইতি। এতদেব পুনঃ

স্পষ্টীকুর্ব্বন্নাহ স্বয়মিতি। তেন পুরুষাবতারিণৌ ভগবতো মহানারায়ণাদপি কৃষ্ণস্যোৎকর্ষঃ সাধিতঃ। অতএব ছান্দোগ্যে পঞ্চমপ্রপাঠকে। জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম যৎ প্রাণা আদিত্যা ইত্যাদ্যুক্তা পশ্চাদুপসংহৃতং কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায়েত্যাদিনা। তেনাত্র পুরুষাদিভ্যোঽপি শ্রেষ্ঠো দেবকীপুত্র এব জ্ঞেয়ঃ। তদপ্যবতারমধ্যে তস্য গণনম্। ভূর্লোকস্থমথুরাদি-ধামবিলাসিত্বান্নরলীলত্বাৎ প্রাপঞ্চিকলোকেষু করুণাধি-ক্যাদাবির্ভাবতিরোভাবাভ্যাঞ্চ তথা চ গোপালতাপনী শ্রুতিঃ। স হোবাচাব্জযোনিরবতারাণাং মধ্যে শ্রেষ্ঠোঽ-বতারঃ কো ভবিতা যেন লোকাস্তুষ্যন্তি দেবাস্তুণ্টা ভবন্তি। যং স্মৃত্বা মুক্তা অস্মাৎ সংসারাৎ তরন্তীতি। ননু তত্রাংশেনাবতীর্ণস্য বিষ্ণোর্বীর্য্যাণি শংস ন ইতি। (ভাঃ ১০।২।৪১) দিষ্টাম্ব তে কুক্ষিগতঃ পরঃ পুমানংশেন সাক্ষাদ্ভগবান্ ভবায় নঃ ইতি। (ভাঃ ৪।১।৫৯) তাবিমৌ বৈ ভগবতো হরেরংশাবিহাগতৌ-ইত্যাদি বহুবাক্যবিরোধে কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিত্যে-কেনৈব বাক্যেন কৃষ্ণস্য পূর্ণত্বং কথং ব্যবতিষ্ঠতাম্। অত্রোচ্যতে। শ্রীভাগবতশাস্ত্রারম্ভে জন্মগুহ্যাধ্যায়োঽয়ং সর্ব্বভগবদবতারবাক্যানাং সূচকত্বাৎ সূত্রম্। তত্র চৈতে চাংশ কলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিতি পরিভাষাসূত্রম্। যত্র যত্রাবতারাঃ শ্রূয়ন্তে তত্রান্যান্ পুরুষাংশত্বেন জানীয়াৎ কৃষ্ণস্তু স্বয়ং ভগবত্ত্বেনেতি। প্রতিজ্ঞারূপমিদং সর্ব্বত্রোপতিষ্ঠতে। পরিভাষা হ্যেক-দেশস্থা সকলং শাস্ত্রমভিপ্রকাশয়তি যথা বেশ্মপ্রদীপ ইতি প্রাঞ্চঃ। সা চ শাস্ত্রে সকৃদেব পঠ্যতে নত্বভ্যাসে-নেতি বাক্যানাং কোটিরপি অনেনৈকেনাপি মহারাজ-চক্রবর্ত্তিনেব শাসনীয়া ভবেদিত্যেতদ্বিরুদ্ধায়মানানাং তেষাং বাক্যানামেতদনুগুণার্থতৈব তত্র তত্র ব্যাখ্যেয়া। কিঞ্চ তেষাং বাক্যানাং প্রাকরণিকত্বেন দুর্ব্বলত্বাৎ অস্য তু শ্রুতিরূপত্বেন প্রাবল্যাৎ। শ্রুতিলিঙ্গবাক্যপ্রক-রণস্থানসমাখ্যানাং সমবায়ে পারদৌর্বল্যমর্থবিপ্রকর্ষা-দিতি ন্যায়েন তান্যেবার্থান্তরতয়া সঙ্গমনীয়নি। ন তু তদনুরোধেনৈতদিত্যতঃ শ্রীধরস্বামিপাদৈরপি তত্র তত্র তথৈব সমাহিতমিতি। ননু মৎস্যকূর্ম্মাদ্যবতারাণাং কৃষ্ণস্য চ দ্বিভুজত্বচতুর্ভুজত্ববালত্বকিশোরত্বাদ্যা-কারাণাঞ্চ সর্ব্বেষাং নিত্যত্বশ্রবণাৎ অনেকেশ্বরত্বপ্রসক্তিঃ মৈবং। বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকমিতি দশমাদ্যথা একস্যৈব জীবস্য কালভেদেনাল্পশক্তিকবহুশক্তিকত্বেন নশ্বরস্বভি-ন্নবিগ্রহধারিত্বং প্রতীয়তে। এবমেকস্যৈবেশ্বরস্য সর্ব্ব ব্যাপকস্যাচিন্ত্যশক্ত্যা যৌগপদ্যেনৈবানন্ত্যনিত্যস্ব-ভিন্ন বিগ্রহধারিত্বম্। জীবানামনন্তানামানন্ত্য ঈশ্বরস্যৈক-সৈবানন্ত্যমিতি জীবদৃষ্ট্যেব তদ্বিলক্ষণ ঈশ্বরশ্চ প্রত্যে-তব্য ইতি। নন্বানন্দ মাত্রস্য চিদ্বস্তুনো ব্যাপকস্য পরমেশ্বরস্য কিং নামাংশিত্বমংশত্বং বা পরিচ্ছিন্নস্যৈব বস্তুনো ভাগবিভাগাদিসম্ভবাৎ। যদুক্তং মহাবারাহে— সর্ব্বে নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ দেহাস্তস্য পরাত্মনঃ। হানো-পাদানরহিতা নৈব প্রকৃতিজাঃ কৃচিৎ। পরমানন্দ সন্দোহাজ্জ্ঞানমাত্রাশ্চ সর্ব্বতঃ। সর্ব্বে সর্ব্বগুণৈঃ পূর্ণাঃ সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতা ইতি। সত্যং তদপি তস্য মাধুর্য্যৈশ্বর্য্যকারুণ্যাদিশক্তিপ্রাকট্যতারতম্যেনৈবাংশত্ব-পূর্ণত্বব্যবস্থা। আবির্ভাবিতপূর্ণসর্ব্বশক্তিত্বং পূর্ণত্বম্। আবির্ভাবিতযথাপ্রয়োজনাল্পশক্তিত্বমংশত্বম্। যদুক্তং ভাগবতামৃতে—শক্তের্ব্যক্তিস্তথাব্যক্তিস্তারতম্যস্য কারণ-মিতিঃ। শক্তিঃ সমাপি পূর্য্যাদিদাতে দীপাগ্নিপুঞ্জয়োঃ। শীতাদ্যার্ত্তিক্ষয়ে চাগ্নিপুঞ্জাদেব সুখং ভবেৎ ইতি। এবঞ্চ পূর্ণত্বাংশত্বাভ্যামুৎকর্ষাপকর্ষৌ মহানুভাবমুনি-নামপ্যনুভবসিদ্ধৌ জ্ঞেয়ৌ। যথা তৃতীয়ে—(ভাঃ ৩।৮।৩) আসীনমুর্ব্ব্যাং ভগবন্তমাদ্যং সঙ্কর্ষণং দেবম-কুণ্ঠধিষ্ণ্যম্। বিবিৎসবস্তত্ত্বমতঃ পরস, কুমারমুখ্যা মুনয়োঽন্বপৃচ্ছন্। স্বমেব ধিষ্ণ্যং বহুমানয়ন্তং যদ্বা-সুদেবাভিধমামনন্তীতি। অতশ্চিদ্বস্তুনঃ পরমেশ্বর-স্যাংশাংশিত্বভেদো ন বিরুদ্ধঃ। যদুক্তং বারাহে— স্বাংশশ্চাথ বিভিন্নাংশ ইতি দ্বেধাংশ ইষ্যতে ইত্যাদি তত্র মৎস্যাদীনামবতারত্বেন সর্ব্বজ্ঞত্বসর্ব্বশক্তিত্বে-ঽপি যথোপযোগমেব জ্ঞানক্রিয়াশক্ত্যাবিষ্করণম্। কুমারনারদাদিষ্বাধিকারিকেষু যথোপযোগমংশকলা-বেশঃ। ইতি শ্রীধরস্বামিপাদাঃ। অত্র প্রাচাং কারি-কাঃ। নৃসিংহো জামদগ্ন্যশ্চ কল্কিঃ পুরুষ এব চ। ভগবত্ত্বে চ তত্রাদেরৈশ্বর্য্যস্য প্রকাশকাঃ। নারদোঽথ তথা ব্যাসো বরাহো বুদ্ধ এব চ। ধর্ম্মাণামেব বৈবি-ধ্যাদমী ধর্ম্মপ্রদর্শকাঃ। রামো ধন্বন্তরির্যজ্ঞঃ পৃথুঃ কীর্ত্তিপ্রদর্শিনঃ। বলরামো মোহিনী চ বামনঃ শ্রীপ্রধানকাঃ। শ্রীরত্র সৌন্দর্য্যম্। দত্তাত্রেয়শ্চ মৎস্যশ্চ কুমারঃ কপিলস্তথা। জ্ঞানপ্রদর্শকা এতে বিজ্ঞাতব্যা মনীষিভিঃ। নারায়ণো নরশ্চেতি কূর্ম্মশ্চ ঋষভস্তথা।

বৈরাগ্যদর্শিনো জ্ঞেয়াস্তত্তৎকর্ম্মানুসারতঃ। কৃষ্ণ পূর্ণ-ষড়ৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যাণাং মহোদধিঃ। অন্তর্ভূতসমস্তাবতারো নিখিলশক্তিমানিতি। সর্ব্বেষাং সাধারণপ্রয়োজনমাহ—ইন্দ্রারয়োঽসুরাস্তৈস্তন্মতৈশ্চ ব্যাকুলমুপদ্রুতং লোকং মৃড়য়ন্তি সুখিনং কুর্ব্বন্তি। যুগে যুগে তত্তৎসময়ে॥২৮॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—এই 'সকল অবতারবৃন্দের তুল্যত্বই অথবা তারতম্য রহিয়াছে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—'এতে চ' ইত্যাদি। ইহারা অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত অবতারসমূহ, 'চ'-শব্দের দ্বারা যাহা অনুক্ত রহিয়াছে, তাহারাও। 'পুংসঃ'—বলিতে প্রথম-নির্দ্দিষ্ট পুরুষের (পরমেশ্বরের) অংশ-কলাঃ—অর্থাৎ কেহ কেহ অংশ মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ প্রভৃতি, কেহ কেহ কলা (অংশের অংশ) সনকাদি কুমার-গণ, শ্রীনারদ প্রভৃতি আবেশ অবতার। শ্রীভাগবতা-মৃতে উক্ত হইয়াছে—"যেখানে জনার্দ্দন জ্ঞান, শক্তি প্রভৃতি কলায় আবিষ্ট হন, সেই মহত্তম জীবগণই আবেশ বলিয়া কথিত হন। বৈকুণ্ঠধামেও যেরূপ শেষ, নারদ, সনকাদি।" সেইরূপ পাদ্মেও উক্ত হই-য়াছে—"বিভু শ্রীহরি কুমারগণে ও শ্রীনারদে আবিষ্ট হইয়াছিলেন।" সেখানেই (পাদ্মে) বলা হইয়াছে—"শঙ্খ ও চক্রধারী চতুর্ভুজ দেব (নারায়ণ) পৃথুতে আবিষ্ট হইলেন।" ইতি। "হে দেবি! প্রভু শার্ঙ্গ-ধন্বা শ্রীভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার জমদগ্নি-পুত্র মহাত্মা পরশুরামের এই চরিত্র তোমার নিকট কথিত হইল।" ইতি। "এবং কলির অন্ত্য উপস্থিত হইলে ভগবান্ শ্রীবাসুদেব ব্রহ্মবাদী শ্রীকল্কিতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া জগতের পালন করিয়া থাকেন।" ইতি। সেখানে কুমার, নারদ প্রভৃতিতে জ্ঞান ও ভক্তি-শক্তির অংশাবেশ। পৃথু প্রভৃতিতে ক্রিয়াশক্তির অংশাবেশ। সেই আবেশসকলও মহাশক্তি ও অল্পশক্তির প্রকাশে দ্বিবিধ, প্রথম কুমার, নারদাদি অবতার শব্দের দ্বারা কথিত হয়, দ্বিতীয় মরীচি, মনু প্রভৃতি (অল্পশক্তির প্রকাশে) বিভূতি শব্দের দ্বারা উক্ত হয়—এই ভেদ জানিতে হইবে।

এখানে যে বিংশতিতম অবতারত্বরূপে কথিত হইল, কিন্তু 'শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্'—তিনি অংশও নন এবং অংশী পুরুষও নহেন, কিন্তু ভগবান্। "ভগবান্ (শ্রীহরি) মহদাদি তত্ত্বসমূহের দ্বারা পৌরুষ রূপ (প্রথম পুরুষাবতার) গ্রহণ করিয়াছিলেন" ইত্যাদি পদ্যোক্ত যিনি পুরুষের অবতারী, ভগবান্ তিনিই, এই অর্থ। "অনুবাদ (সকলের জ্ঞাত ও স্পষ্ট বিষয়) না বলিয়া বিধেয় (অজ্ঞাত বিষয়) উচ্চারণ করিবে না"—এই ন্যায়ানুসারে শ্রীকৃষ্ণেরই ভগবল্লক্ষণ ধর্ম্ম সাধিত হইতেছে, কিন্তু ভগবানের কৃষ্ণত্ব নহে, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণই মূলভূত ভগবান্। (এখানে শ্রীকৃষ্ণ অনুবাদ, স্বয়ং ভগবান্ বিধেয়)। ইহাই পুনরায় স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন—স্বয়ং এই পদের দ্বারা। অতএব পুরুষসকলের অবতারী ভগ-বান্ মহানারায়ণ হইতেও শ্রীকৃষ্ণের উৎকর্ষ সাধিত হইল। অতএব ছান্দোগ্যে পঞ্চম প্রপাঠকে—"পুরুষই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সমস্ত কিছুই ব্রহ্ম, প্রাণসমূহ আদিত্যগণ"—ইত্যাদি উক্তির পর উপসংহার করিলেন—"দেবকীপুত্র শ্রীকৃষ্ণকে (নমস্কার)।" ইত্যাদির দ্বারা। সুতরাং এখানে পুরুষাদি হইতেও দেবকীপুত্র শ্রীকৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ জানিতে হইবে। তথাপি অবতারমধ্যে তাঁহার গণনা—ভূর্লোকস্থ মথুরাদি ধামে বিলসিত হইয়া নর-লীলা করিতেছেন বলিয়া এবং প্রাপঞ্চিক লোকে করু-ণার আধিক্যবশতঃ আবির্ভাব ও তিরোভাব-হেতু। সেইরূপ গোপালতাপনী শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—"তিনি বলিলেন—পদ্মযোনি ব্রহ্মার (ব্রহ্মাণ্ডে) অব-তার-সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অবতার কে হইবেন? যাঁহার দ্বারা লোকসমূহ তুষ্ট হইবে এবং দেবগণ সন্তুষ্ট হইবেন এবং যাঁহাকে স্মরণ করিয়া এই সংসার (জন্ম-মৃত্যু-প্রবাহ) হইতে মুক্তগণ উত্তীর্ণ হইবেন।" ইতি।

যদি পূর্ব্বপক্ষী বলেন—শ্রীভাগবতের বহুস্থানে বলা হইয়াছে—"অংশে অবতীর্ণ বিষ্ণুর বীর্য্যসমূহ বলুন" ইতি। "হে মাতঃ, সৌভাগ্যক্রমেই আমাদিগের মঙ্গলের নিমিত্ত পরমপুরুষ শ্রীভগবান্ অংশের সহিত আপনার গর্ভে প্রবেশ করিয়াছেন।" ইতি। "ভগবান্ শ্রীহরির অংশভূত সেই নর ও নারায়ণ ঋষিই ভূভার হরণের নিমিত্ত দ্বাপরের শেষভাগে যদুকুলশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ ও কুরুকুল-প্রবীর অর্জ্জুনরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন (অর্থাৎ নর-অংশ অর্জ্জুন এবং নারায়ণ-অংশ কৃষ্ণ)।"—ইত্যাদি বহু বাক্যের বিরোধে "কৃষ্ণই স্বয়ংভগবান্"—এই একটিমাত্র বাক্যের দ্বারাই

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণত্ব কি প্রকারে ব্যবস্থিত হইতেছে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—শ্রীভাগবত শাস্ত্রের আরম্ভে এই জন্মগুহ্য অধ্যায় সকল ভগবদবতার-বাক্যসমূহের সূচক বলিয়া উহা সূত্র-রূপ। আর "এই সমস্ত অবতারবৃন্দ পুরুষের অংশ-কলা (কেহ অংশ, কেহ কলা), কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্"—ইহা পরিভাষা-সূত্র। যেখানে যেখানে অবতারের কথা শোনা যায়, সেখানে (কৃষ্ণভিন্ন) অন্যদের পুরুষের অংশরূপ, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ংভগবান্-রূপে জানিতে হইবে। ইহা (শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্) প্রতিজ্ঞারূপ, সর্ব্বত্র বিরাজমান। তাহাই পরিভাষা, যাহা একদেশে অবস্থান করিয়া সমগ্র শাস্ত্রকে সর্ব্বতোভাবে প্রকাশ করিতেছে, যদ্রূপ গৃহাভ্যন্তরস্থিত প্রদীপ সমগ্র গৃহকেই আলোকিত করে। এবং সেই পরিভাষা শাস্ত্রে এক-বারমাত্রই পাঠ করা হয়, কিন্তু অভ্যাস-সূত্রের মত বার বার পাঠ করা হয় না। অতএব মহারাজ-চক্রবর্ত্তির ন্যায় এই একটিমাত্র (কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্—এই পরিভাষা-সূত্র) বাক্যই কোটি কোটি বচন-সমূহকে শাসন করিয়া থাকেন। এইজন্য আপাততঃ বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীত সেই সকল বাক্যের ইহার আনুগত্যেই সেখানে সেখানে ব্যাখ্যা করিতে হইবে। আরও, সেই বাক্যসমূহের প্রাকরণিকত্ব-হেতু দুর্ব্বলত্ব, কিন্তু (কৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্) এই বাক্যের শ্রুতিরূপত্ব বলিয়া প্রাবল্য জানিতে হইবে। শ্রুতি (অর্থাৎ নিজার্থ-প্রতিপাদনে পদান্তরের অপেক্ষা-রহিত শব্দ), লিঙ্গ (জ্ঞাপক চিহ্ন), বাক্য (যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা ও আসত্তিযুক্ত পদসমূহ), প্রকরণ (অঙ্গাঙ্গিতে অভিপ্রেত পরস্পরের আকাঙ্ক্ষা), স্থান (সাকাঙ্ক্ষ ক্রম) এবং সমাখ্যা (যৌগিক শব্দ)—এই সকলের মধ্যে অর্থের বিপ্রকর্ষতাবশতঃ ক্রমান্বয়ে পরবর্ত্তী শব্দের দৌর্ব্বল্যই প্রকাশ পায়—এই ন্যায় অনুসারে সেই সমস্ত বাক্যেরই অন্য অর্থে এক-বাক্যতা করিতে হইবে। কিন্তু উহাদের অনুরোধে এই বাক্যের (অর্থাৎ কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্—ইহার) নহে—এইজন্য শ্রীধর স্বামিপাদও সেখানে সেখানে সেইরূপই সমাধান করিয়াছেন।

যদি বলেন—মৎস্য, কূর্ম্মাদি অবতারসমূহের এবং শ্রীকৃষ্ণেরও দ্বিভুজত্ব, চতুর্ভুজত্ব, বালত্ব, কিশোরত্বাদি সমস্ত আকারের নিত্যত্ব-শ্রবণহেতু অনেক ঈশ্বরত্ব-প্রসক্তি হয়। উহার উত্তরে বলিতেছেন—'মৈবং'—না, এইরূপ কখনই নহে। শ্রীভাগবতে দশম স্কন্ধে উক্ত হইয়াছে—'তিনি বহুমূর্ত্তিতে প্রকটিত হইলেও একই মূর্ত্তি' ইত্যাদি। যেরূপ একই জীবের কালভেদে অল্পশক্তিক ও বহুশক্তিকত্বহেতু নশ্বর নিজ হইতে অভিন্ন শরীরধারিত্বই প্রতীত হয় (অর্থাৎ বাল্যে অল্পশক্তি, যৌবনে শক্তির প্রাচুর্য্য প্রকাশিত হইলেও একই শরীর-ধারী ব্যক্তি), সেইরূপ একই সর্ব্বব্যাপক ঈশ্বরের অচিন্ত্য শক্তি-প্রভাবে যুগপৎ (সমকালেই) অনন্ত নিত্য স্বীয় স্বরূপ হইতে অভিন্ন বিগ্রহ-ধারিত্ব। জীব অনন্ত (বহু) বলিয়া তাহার আনন্ত্য, কিন্তু একই ঈশ্বরের অনন্তত্ব (নিত্য ও বহু-রূপে প্রকটিত)—এইরূপ জীব-দৃষ্টিতে জীব হইতে ঈশ্বরের বৈলক্ষণ্য (পার্থক্য) বুঝিতে হইবে।

পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন—দেখুন, আনন্দমাত্র, চিদ্-বস্তু, সর্ব্বব্যাপক পরমেশ্বরের কিরূপে অংশিত্ব বা অংশত্ব হইতে পারে? কারণ পরিচ্ছিন্ন বস্তুরই ভাগ বা বিভাগাদি সম্ভব হয়। মহাবরাহপুরাণেও উক্ত হইয়াছে—"সেই পরমাত্মার (পরমেশ্বরের) সমস্ত দেহই নিত্য, শাশ্বত এবং হানোপাদান-রহিত (ক্ষয় ও বৃদ্ধি-শূন্য), উহা কখনই প্রকৃতি-সম্ভূত নহে। পরমানন্দ-সমূহ বলিয়া সর্ব্বতোভাবে জ্ঞানমাত্রই। সর্ব্ব শ্রীবিগ্রহই সমস্ত গুণে পরিপূর্ণ এবং সকল দোষ-বিবর্জ্জিত।" ইত্যাদি। ইহার উত্তরে বলিতেছেন—সত্য, তথাপি মাধুর্য্য, ঐশ্বর্য্য, কারুণ্যাদি শক্তির প্রাকট্যের (প্রকাশের) তারতম্য-হেতুই অংশত্ব ও পূর্ণত্ব বিবিধ অবস্থা। যে স্বরূপে পূর্ণ সর্ব্বশক্তির আবির্ভাব হইয়াছে, তাহাই পূর্ণত্ব। আর, যে স্বরূপে প্রয়োজন অনুসারে অল্পশক্তির প্রকাশ, তাহা অংশত্ব। যেরূপ শ্রীভাগবতামৃতে উক্ত হইয়াছে—"শক্তির প্রকাশ এবং অপ্রকাশ—ইহাই তারতম্যের কারণ।" ইতি। "যেরূপ নগরী প্রভৃতির দহন-কার্য্যে দীপ ও অগ্নি-পুঞ্জের শক্তি সমান হইলেও শীতাদির আর্ত্তি-নাশে অগ্নিপুঞ্জ হইতেই সুখ হইয়া থাকে।" ইতি।

এইরূপ পূর্ণত্ব ও অংশত্বের কারণে উৎকর্ষ ও অপকর্ষ (অর্থাৎ পূর্ণত্বে উৎকর্ষ এবং অংশত্বে অপ-কর্ষ) মহানুভাব মুনিগণেরও অনুভব-সিদ্ধ জানিতে হইবে। যেমন শ্রীভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে মৈত্রেয় মুনির

বাক্যে—"হে বিদুর, কোন এক সময় সনৎকুমার প্রভৃতি পর-তত্ত্বজিজ্ঞাসু ঋষিগণ পাতালতলে অধ্যাসীন, অপ্রতিহতজ্ঞান এবং অকুণ্ঠ-সত্ত্বসম্পন্ন-আদিপুরুষ ভগবান্ সঙ্কর্ষণকে এই বিষয়ই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ঋষিগণ বাসুদেব-শব্দের দ্বারা যাঁহাকে বর্ণনা করিয়া থাকেন, তৎকালে সঙ্কর্ষণদেব ধ্যানপথ দ্বারা নিজের আশ্রয়স্বরূপ পরমানন্দ (সেই বাসুদেবেরই) অনুভব করিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট-জ্ঞানে তাঁহার পূজা করিতেছিলেন। তখন তাঁহার নয়নপদ্ম প্রত্যগাত্মা বাসুদেবে ধৃত ছিল" ইত্যাদি। অতএব চিদ্বস্তু পরমেশ্বরের অংশ, অংশিত্ব ভেদ বিরুদ্ধ নহে। বরাহপুরাণেও উক্ত হইয়াছে—"স্বাংশ এবং বিভিন্নাংশ, এই দ্বিবিধ ভেদ অভিলষিত।" ইত্যাদি। আরও—"মৎস্যাদির অবতারত্ব-রূপে সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বশক্তিত্ব থাকিলেও যথাযুক্ত (অর্থাৎ যখন যেরূপ প্রয়োজন) জ্ঞান, ক্রিয়া ও শক্তির আবিষ্কার। কুমার (সনকাদি চতুঃসন), নারদাদি আধিকারিক-সকলে যথোপযোগ অংশ ও কলার আবেশ।"—ইতি শ্রীধরস্বামিপাদ।

এই বিষয়ে প্রাচীন কারিকা—"নৃসিংহ, জমদগ্নি-পুত্র পরশুরাম, কল্কি এবং পুরুষ, ইঁহাদের ভগবত্ত্বা থাকিলেও ঐশ্বর্য্যের প্রকাশক। নারদ, ব্যাস, বরাহ ও বুদ্ধ—ধর্ম্মসমূহের বহুত্ববশতঃ ইঁহারা ধর্ম্ম-প্রদর্শক। (দাশরথী) রামচন্দ্র, ধন্বন্তরি, যজ্ঞ ও পৃথু—ইঁহারা কীর্ত্তি-প্রদর্শক। (রোহিণী-নন্দন) বলরাম, মোহিনী ও বামনদেব—ইঁহারা শ্রী-প্রধানক। এখানে শ্রী বলিতে সৌন্দর্য্য। দত্তাত্রেয়, মৎস্য, কুমার এবং কপিলদেব—মনীষিগণ ইঁহাদের জ্ঞান-প্রদর্শক বলিয়াই জানেন। নারায়ণ, নর, কূর্ম্ম এবং ঋষভদেব—তাঁহাদের কর্ম্মানুসারে বৈরাগ্য-প্রদর্শক বলিয়া জানিতে হইবে। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ ষড়ৈশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের মহোদধি। তাঁহাতে সমস্ত অবতারবৃন্দ অন্তর্ভূত এবং তিনি নিখিল শক্তিযুক্ত।" সর্ব্ব অবতার-সমূহের অবতরণের সাধারণ প্রয়োজন বলিতেছেন—দেবশত্রু অসুরগণ ও তাহাদের মতের দ্বারা উপদ্রুত লোকসমূহের সুখ-বিধায়ক। যুগে যুগে বলিতে সেই সেই সময়ে ॥ ২৮ ॥

মধ্ব—এতে প্রোক্তাঃ অবতারাঃ মূলরূপী কৃষ্ণঃ স্বয়মেব। জীবাস্তৎ প্রতিবিম্বাংশা বরাহাদ্যাঃ স্বয়ং হরিঃ। দৃশ্যন্তে বহুধা বিষ্ণুরৈশ্বর্য্যাদিক এব তু ॥
ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে ॥ ২৮ ॥

তথ্য—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি ২য় পরিচ্ছেদে

সব অবতারের করি সামান্য লক্ষণ।
তা'র মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্রের করিল গণন ॥ ৬৮ ॥
তবে সূত গোসাঞিমনে পাঞা বড় ভয়।
যাঁ'র যে লক্ষণ, তাহা করিল নিশ্চয় ॥
অবতার সব—পুরুষের কলা-অংশ।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ সর্ব্ব-অবতংস ॥
পূর্ব্বপক্ষ কহে—তোমার ভাল ত' ব্যাখ্যান।
পরব্যোমে নারায়ণ স্বয়ং ভগবান্ ॥
তেঁহ আসি কৃষ্ণরূপে করেন অবতার।
এই অর্থ শ্লোকে দেখি—কি আর বিচার ॥
তারে কহে—কেনে কর কুতর্কানুমান।
শাস্ত্রবিরুদ্ধার্থ কভু না হয় প্রমাণ ॥

(যথা আলঙ্কারিক ন্যায়ের একাদশীতত্ত্বে ১৩ অঙ্ক)

অনুবাদমনুক্ত্বা তু ন বিধেয়মুদীরয়েৎ।
ন হ্যলব্ধাস্পদং কিঞ্চিৎ কুত্রচিৎ প্রতিতিষ্ঠতি ॥
অনুবাদ না কহিয়া না কহি বিধেয়।
আগে অনুবাদ কহি পশ্চাৎ বিধেয় ॥
বিধেয় কহিয়ে তারে যে বস্তু অজ্ঞাত।
অনুবাদ কহি তারে যেই হয় জ্ঞাত ॥
যৈছে কহি—এই বিপ্র পরম পণ্ডিত।
বিপ্র—অনুবাদ, ইহার বিধেয়—পাণ্ডিত্য ॥
বিপ্র বলি' জানি তার পাণ্ডিত্য অজ্ঞাত।
অতএব বিপ্র আগে, পাণ্ডিত্য পশ্চাৎ ॥
তৈছে ইঁহ অবতার, সব তাঁর জ্ঞাত।
কার অবতার—এই বস্তু অবিজ্ঞাত ॥
এতে-শব্দে অবতারের আগে অনুবাদ।
পুরুষের অংশ পাছে বিধেয় সংবাদ ॥
তৈছে কৃষ্ণ অবতার-ভিতরে হৈল জ্ঞাত।
তাঁহার বিশেষ জ্ঞান সেই অবিজ্ঞাত ॥
অতএব 'কৃষ্ণ'-শব্দ আগে অনুবাদ।
স্বয়ং ভগবত্তা পিছে বিধেয় সংবাদ ॥
কৃষ্ণের-স্বয়ং ভগবত্তা—ইহা হৈল সাধ্য।

স্বয়ং ভগবানের কৃষ্ণত্ব হৈল বাধ্য ॥
কৃষ্ণ যদি অংশ হৈত, অংশী নারায়ণ।
তবে বিপরীত হৈত সূতের বচন ॥
নারায়ণ অংশী যেই স্বয়ং-ভগবান্।
তেঁহ শ্রীকৃষ্ণ—ঐছে করিত ব্যাখ্যান ॥
ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব।
আর্ষ-বিজ্ঞবাক্যে নাহি দোষ এই সব ॥
বিরুদ্ধার্থ কহ তুমি কহিতে কর রোষ।
তোমার অর্থে অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ দোষ ॥
যাঁর ভগবত্তা হৈতে অন্যের ভগবত্তা।
স্বয়ং ভগবান্-শব্দের তাহাতেই সত্তা ॥
দীপ হৈতে যৈছে বহু দীপের জ্বলন।
মূল এক দীপ তাহা করিয়ে গণন ॥
তৈছে সব অবতারের কৃষ্ণ সে কারণ ॥ ৯০ ॥

ঐ আদি ৫ম পরিচ্ছেদ—

সর্ব্ব অবতারী কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাঁহার দ্বিতীয় দেহ শ্রীবলরাম ॥
অংশের অংশ যেই, কলা তার নাম।
গোবিন্দের প্রতিমূর্ত্তি শ্রীবলরাম ॥ ৭৩ ॥
তাঁর এক স্বরূপ—শ্রীমহাসঙ্কর্ষণ।
তাঁর অংশ পুরুষ হয় কলাতে গণন ॥ ৭৪ ॥
যাহাকে ত' কলা কহি, তিঁহো মহাবিষ্ণু।
মহাপুরুষাবতারী, সেহো সর্ব্বজিষ্ণু ॥ ৭৫ ॥
যদ্যপি কহিয়ে তাঁরে কৃষ্ণের কলা করি।
মৎস্যকূর্ম্মাদ্যবতারের তিঁহো অবতারী ॥৭৮॥
সেই পুরুষ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্ত্তা।
নানা অবতার, করে জগতের ভর্ত্তা ॥
সকল সম্ভবে তাঁতে, যাতে অবতারী ॥ ১২৭ ॥
অবতার অবতারী—অভেদ যে জানে।
পূর্ব্বে যৈছে কৃষ্ণকে কেহো কাহো করি মানে
কৃষ্ণ যবে অবতরে সর্ব্বাংশ আশ্রয়।
সর্ব্বাংশ আসি তবে কৃষ্ণতে মিলয় ॥ ১৩১ ॥
আপনাকে ভৃত্য করি কৃষ্ণে প্রভু জানে।
কৃষ্ণের কলার কলা আপনাকে মানে ॥১৩৭॥
একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য ॥১৪২

ঐ মধ্য ৯ম পরিচ্ছেদে

প্রভু কহে,—ভট্ট তুমি না করিও সংশয়।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ এই ত' নিশ্চয় ॥ ১৪১ ॥
তুমি যে পড়িলা শ্লোক, সে হয় প্রমাণ।
সেই শ্লোকে আইসে কৃষ্ণ—স্বয়ং ভগবান্ ॥১৪৫

ঐ মধ্য ২০শ পরিচ্ছেদে

কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার শুন সনাতন।
অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ১৫২ ॥
সর্ব্ব-আদি সর্ব্ব-অংশী, কিশোর-শেখর।
চিদানন্দ-দেহ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বেশ্বর ॥ ১৫৩ ॥
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, গোবিন্দ পর নাম।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ যাঁর গোলোক—নিত্যধাম ॥১৫৫

গীতা ৪।৭-৮

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ২৮ ॥

বিবৃতি—অলঙ্কার শাস্ত্রে যে বাক্যাংশটী সকলের জ্ঞাত ও স্পষ্ট, তাহাকে অনুবাদ কহে, এবং যে বাক্যাংশকে পরে স্থাপিত বা প্রমাণিত করিতে হইবে, সেই অজ্ঞাত বাক্যাংশকে বিধেয় কহে। পূর্ব্বে অনুবাদ কহিয়া পশ্চাৎ বিধেয় বলাই নিয়ম। নতুবা অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ দোষ হয় অর্থাৎ অনুবাদ না বলিয়া বিধেয় অগ্রে বলিলে ঐ দোষ হয়।

"এতে চাংশকলাঃ" এই শ্লোকে পূর্ব্বকথিত কৃষ্ণেরই এই অবতার সকল পুরুষের কলা ও অংশ ইহা সকলের পরিজ্ঞাত বিষয় সুতরাং এই বাক্য অনুবাদ। সেই কৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান্—তাহাই পশ্চাৎ সাধনযোগ্য সুতরাং বিধেয়।

যদি কৃষ্ণ অংশ এবং নারায়ণ অংশী হইতেন, তাহা হইলে "স্বয়ং ভগবান্" এই কথাটী বিধেয় না হইয়া অনুবাদ অর্থাৎ সকলের জ্ঞাত বিষয় হইত এবং স্বয়ং ভগবান্ যে কৃষ্ণ, তাহা প্রমাণ করিতে হইত বলিয়া বিধেয়রূপে লিখিত হইত। সুতরাং সূতের বাক্য বিপরীত হইত। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্ ও মূলভূত অবতারী, আর সকল বিষ্ণুতত্ত্ব তাঁহারই অবতার ॥২৮॥

———

জন্মগুহ্যং ভগবতো য এতৎ প্রযতো নরঃ।
সায়ং প্রাতর্গৃণন্ ভক্ত্যা দুঃখগ্রামাদ্বিমুচ্যতে ॥২৯॥

অন্বয়ঃ—যঃ নরঃ (লোকঃ) প্রযতঃ (শুচিঃ সন্) ভগবতঃ এতৎ গুহ্যং (অতিরহস্যং) জন্ম (জন্মবৃত্তান্তং) সায়ং প্রাতঃ গৃণন্ (উচ্চারয়ন্ তিষ্ঠতীতি শেষঃ) (সঃ) দুঃখগ্রামাৎ (দুঃখাকরাৎ সংসারাৎ) বিমুচ্যতে (বিমুক্তো ভবতি) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—যে মানব শুচি হইয়া ঐ প্রকার ভগবান্ শ্রীহরির অতিরহস্যপূর্ণ প্রকট অর্থাৎ অবতার কথা প্রাতে ও সন্ধ্যায় ভক্তিপূর্ব্বক কীর্ত্তন করিয়া থাকেন তিনি ক্লেশজনক সংসার হইতে বিমুক্ত হন ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—এতৎকীর্ত্তনফলমাহ জন্মেতি গুহ্যমতিরহস্যং যো গৃণন্ কীর্ত্তয়ন্ ভবেৎ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ইহার কীর্ত্তনের ফল বলিতেছেন—জন্মগুহ্য ইত্যাদি শ্লোকে। গুহ্য বলিতে অতিরহস্য-পূর্ণ (জন্মবৃত্তান্ত) যিনি কীর্ত্তন করিয়া থাকেন ॥ ২৯ ॥

এতদ্রূপং ভগবতো হ্যরূপস্য চিদাত্মনঃ।
মায়াগুণৈর্বিরচিতং মহদাদিভিরাত্মনি ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—অরূপস্য চিদাত্মনঃ (রূপগুণবিবর্জ্জিতস্য চিদেকরসস্য হরেঃ জীবস্য বা) এতৎ (স্থূলং বিরাট্) রূপং (শরীরং ভগবতো মহদাদিভিঃ মায়াগুণৈঃ (ভগবতো মায়া তস্যা গুণৈঃ মহত্তত্ত্বাদি পঞ্চবিংশতিতত্ত্বৈঃ) আত্মনি (জীবে) বিরচিতং (আত্মস্থানেকৃতমিত্যর্থঃ) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—প্রাকৃতরূপ রহিত অর্থাৎ অপ্রাকৃতরূপ চিদেকরস পরমাত্মার এই প্রাকৃত অতএব অনিত্য স্থূলরূপ মহদহঙ্কার পঞ্চতন্মাত্রাদিরূপ বহিরঙ্গা শক্তিপ্রসূত গুণসমূহ দ্বারা জীব-দেহ নির্ম্মিত হইয়াছিল ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—ননু পাতালমেতস্য হি পাদমূলমিত্যাদিনা দ্বিতীয়স্কন্ধাদৌ যোঽয়ং বিরাড়্রূপী ভগবান্ প্রথমমুপাস্যত্বেনোক্তঃ। স কথমবতারমধ্যে ন গণিত স্তত্রাহ। এতৎ সমষ্টিব্যষ্টিবিরাড়াত্মকং জগচ্চিদাত্মনশ্চিন্ময়বিগ্রহস্য অতএবারূপস্য প্রাকৃতরূপরহিতস্য ভগবতো রূপং স্থূলশরীরং কিন্তু মায়াগুণৈর্মহত্তত্ত্বাদিভিঃ পৃথিব্যন্তৈস্তত্ত্বৈর্বিরচিতং আত্মনি স্বস্মিন্নেতদন্তর্যামিন্যধিষ্ঠানে স্থিতমিত্যর্থঃ। অতো বিশুদ্ধ সত্ত্বরূপমৎস্যকূর্ম্মাদ্যবতারমধ্যে মায়িকরূপী বিরাড়েষ ন পঠিত ইতি ভাবঃ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—'পাতালতল ইঁহার পাদমূল' ইত্যাদির দ্বারা দ্বিতীয় স্কন্ধাদিতে যে বিরাড়্-রূপী ভগবান্ প্রথম উপাস্যত্ব-রূপে উক্ত হইয়াছেন, তাঁহাকে কিজন্য অবতারমধ্যে গণনা করা হইল না? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—এই সমষ্টি (সমুদয়), ব্যষ্টি (একদেশ), বিরাড়াত্মক জগৎ চিদাত্মার রূপ। চিদাত্মা বলিতে চিন্ময়-বিগ্রহ, প্রাকৃতরূপ-রহিত ভগবানের রূপ অর্থাৎ স্থূল শরীর। কিন্তু উহা মায়ার গুণ যে মহত্তত্ত্বাদি পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব, তাহার দ্বারা বিরচিত। আত্মাতে অর্থাৎ নিজ অন্তর্য্যামি-রূপ অধিষ্ঠানে স্থিত—এই অর্থ। অতএব বিশুদ্ধ সত্ত্বরূপ মৎস্য, কূর্ম প্রভৃতি অবতার-গণ-মধ্যে মায়িকরূপী এই বিরাট্ পঠিত হন নাই—এই ভাব ॥ ৩০ ॥

মধ্ব—এতজ্জড়রূপং।

নারায়ণ বরাহাদ্যাঃ পরমং রূপমীশিতুঃ।
জৈবং তু প্রতিবিম্বাখ্যং জড়মারোপিতং হরেঃ।
এবং হি ত্রিবিধং তস্য রূপং বিষ্ণোর্মহাত্মনঃ ॥
ইতি পাদ্মে ॥ ৩০ ॥

বিবৃতি—ভগবান্ জড়রূপরহিত। তিনি অবিমিশ্র চিন্ময় বস্তু। তিনি জীবাত্মার সহিত মায়াগুণদ্বারা এই ভোগ্য জগৎ রচনা করিয়া তাহাতে বদ্ধজীবকে আসক্ত করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং অনাসক্ত হইয়া জড়জগতের সহিত কোন সম্বন্ধে আসক্তি বিশিষ্ট হন নাই। "মায়াধীশ, মায়াবশ—ঈশ্বরে জীবে ভেদ।" গুণমায়ার সহিত জীব মায়ার সম্বন্ধ। মায়াধীশ গুণজাত জগতে আবদ্ধ হন না ॥ ৩০ ॥

যথা নভসি মেঘৌঘো রেণুর্বা পার্থিবোঽনিলে।
এবং দ্রষ্টরি দৃশ্যত্বমারোপিতমবুদ্ধিভিঃ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—অবুদ্ধিভিঃ (অজ্ঞৈঃ) যথা নভসি (আকাশে) মেঘৌঘঃ (মেঘসমূহঃ আরোপিতঃ যথা বা) পার্থিবো রেণুঃ (পৃথিবীগত ধূসরত্বাদি) অনিলে

(রূপহীনো বায়ৌ আরোপিতঃ) এবং (তথা তৈঃ) দ্রষ্টরি (সর্ব্বদর্শিনি আত্মনি) দৃশ্যত্বং (দৃশ্যত্বাদি ধর্ম্মকং শরীরং) আরোপিতম্ ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—যেরূপ অজ্ঞ মূঢ় ব্যক্তিগণ বায়ু আশ্রিত মেঘরাশির অস্তিত্ব আকাশে আরোপ করেন অথবা যেরূপ পৃথ্বীস্থিত ধূলিগত ধূসরত্বাদি বায়ুতে আরোপ করেন, সেইরূপ ঐ প্রকার মূঢ় বিবর্ত্তবাদিগণ সর্ব্ব-দর্শী সচ্চিদানন্দ ভগবানে দৃশ্যধর্ম্মাত্মক অচিৎ শরীর আরোপ করেন ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—কস্মিন্ কিমিবেত্যত আহ। যথা নভসি আকাশে মেঘসমূহঃ। অনিলে চ পৃথ্বীবিকারো রেণুস্তথৈব আত্মনি। এতদ্বিরাড়্রূপমিতি পূর্ব্বেণৈবা-ন্বয়। তেন মঞ্চস্থ পুরুষৌ যথা মঞ্চ উচ্যতে। তথা ভগবতি স্থিতো বিরাড়পি ভগবানুচ্যতে ইত্যর্থঃ। এব-মেবাধিষ্ঠিতধর্ম্মো দৃশ্যত্বমপি দ্রষ্টরি ভগবত্যদৃশ্যেঽপি আরোপিতমিত্যর্থঃ অবুদ্ধিভিঃ অল্পবুদ্ধিভিঃ। যথা অদৃশ্যয়োরপি নভোঽনিলয়োর্নীলং নভ ইতি ধূসরোঽ-নিল ইতি মেঘরেণুধর্ম্মো নীলিম ধূসরত্বলক্ষণং দৃশ্যত্বমারোপিতং ততশ্চ ভগবানয়ং বিরাট্‌দৃশ্যঃ প্রথমদশাস্থৈর্যোগিভিরারাধ্য ইত্যুপপন্নম্ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কোন স্থানে কাহার ন্যায়— এই অপেক্ষায় বলিতেছেন—যেমন আকাশে মেঘসমূহ এবং বায়ুতে পৃথিবীর বিকার রেণু (ধূসরত্বাদি) আরোপিত হয়, তদ্রূপ আত্মাতে এই বিরাড়্রূপ আরোপিত হয়, ইহা পূর্ব্বের সহিত অন্বয় করিতে হইবে। অতএব মঞ্চস্থ পুরুষ যেরূপ মঞ্চ বলিয়া কথিত হয়, সেইরূপ ভগবানে স্থিত বিরাট্‌ও ভগবান্ বলিয়া উক্ত হয়—এই অর্থ। এইরূপ—অধিষ্ঠিত ধর্ম্ম যে দৃশ্যত্ব, তাহাও দ্রষ্টা অদৃশ্য ভগবানে (দৃশ্যত্ব-রূপে) আরোপিত হইয়াছে—এই অর্থ। অবুদ্ধি বলিতে অল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন জনগণ কর্ত্তৃক (আরোপিত হইয়াছে)। যেমন অদৃশ্য আকাশ ও বায়ুতে নীল আকাশ, ধূসর বায়ু—এখানে নীলিমত্ব ও ধূসরত্বরূপ মেঘ ও পার্থিব ধূলিকণার দৃশ্যত্ব ধর্ম্ম অদৃশ্য বস্তুতে আরোপিত হইয়াছে। সেইরূপ এই বিরাট্-রূপী ভগবান্ দৃশ্য, প্রথমদশাস্থ যোগিগণ কর্ত্তৃক আরাধ্য— ইহা যুক্তিযুক্ত ॥ ৩১ ॥

মধ্ব—দৃশ্যত্বং জড়রূপত্বম্।

অবিজ্ঞায় পরংদেহমানন্দাত্মানমব্যয়ম্।
আরোপয়ন্তি জনিমৎপঞ্চভূতাত্মকং জড়ম্ ॥

ইতি স্কান্দে ॥ ৩১ ॥

বিবৃতি—আত্মবস্তু দ্রষ্টা। তাহা ভোগময় দর্শনে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হইতে পারে না। যে সকল মূঢ়ব্যক্তি দ্রষ্টাকে দৃশ্যজ্ঞানে পার্থিব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু মাত্র মনে করেন, তাহারা বায়ুর আশ্রিত মেঘসমূহকে অথবা ধূলিকণাকে আকাশে আশ্রিত জ্ঞান করেন। বস্তুতঃ মেঘ বা ধূলিকে বায়ুর বা আকাশের আরোপ করা নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয়। ভগবানের নিত্য রূপের পরিচয় জড়েন্দ্রিয়-দ্বারা পাওয়া যায় না। জড়েন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিশ্বকে ভগবানের বাস্তবরূপ জ্ঞান করা আকাশাশ্রিত মনে করিয়া বায়ু সম্বন্ধযুক্ত মেঘ ও ধূলির সহিত সমান অর্থাৎ তাদৃশী ধারণায় বাস্তব সত্য নাই। জীবাত্মায় অবিদ্যা গ্রস্ত স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধির ধারণা মূঢ়তার পরিচয়। আত্মবস্তু কখনই অনাত্ম প্রতীতির সহিত এক নহে, মূঢ়তাবশতঃই তাহাদের সমন্বয় কল্পিত হয় ॥ ৩১ ॥

অতঃ পরং যদব্যক্তমব্যূঢ়গুণবৃংহিতম্।
অদৃষ্টাশ্রুতবস্তুত্বাৎ স জীবো যৎপুনর্ভবঃ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—অতঃপরং (অস্মাৎ স্থূলরূপাদন্যং) যৎ অব্যূঢ়গুণবৃংহিতং (ব্যূঢ়ঃ করচরণাদিপরিণামঃ তদ্রহিতাঃ অব্যূঢ়া যে গুণাঃ তৈঃ বৃংহিতং রচিতং আকারবিশেষরহিতমিত্যর্থঃ) অদৃষ্টাশ্রুতবস্তুত্বাৎ (আকারাদি বিশেষাভাবাৎ যৎ ন দৃশ্যতে অবাঙমন-সোগোচরত্বাৎ নৈব শ্রূয়তে এবম্ভূতং) যৎ অব্যক্তং (সূক্ষ্মস্বরূপং রূপমারোপিতমিত্যনুষঙ্গঃ) সঃ পুনর্ভবো জীবঃ (জন্মাদ্যাশ্রয়ো জীবোপাধিকো জীবাত্মা ইত্যর্থঃ) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—এই প্রাকৃত জড় স্থূলরূপ হইতে পৃথক্ যাহা ব্যূঢ় অর্থাৎ হস্ত পদাদিতে পরিণত অব্যূঢ় অর্থাৎ অপরিণত যে সকল গুণ তৎসমুদয় কর্ত্তৃক বৃংহিত অর্থাৎ রচিত আকার বিশেষ রহিত সুতরাং যাহাকে পূর্ব্বে দেখা যায় নাই এবং যাহার বিষয় শুনা যায় নাই এরূপ সূক্ষ্মরূপ বিশিষ্ট তাহার পুনর্ভব অর্থাৎ পুন-র্জন্মাদি লাভে যোগ্য জীবোপাধি সূক্ষ্ম লিঙ্গদেহ ॥৩২॥

বিশ্বনাথ—যথা স্থূলং রূপং ভগবদ্রূপত্বেনোক্তমপি যোগিভিরুপাস্যমপি মায়াগুণৈর্ব্বিরচিতং তথৈব সূক্ষ্মমপি রূপং অমূনী ভগবদ্রূপে ইত্যনেন ভগবদ্রূপত্বেন প্রযুক্তমপি কর্ণৌ দিশঃ শ্রোত্রমমুষ্য শব্দ ইতি। সর্ব্বাত্মনোহন্তঃকরণং গিরিত্রমিত্যাদ্যুক্তের্যোগিভিরুপাস্যমপি মায়িক মেবেত্যাহ। অতঃ স্থূলাদন্যৎ। অব্যক্তং সূক্ষ্মং তত্র হেতুঃ অব্যূঢ়াঃ করচরণাদিত্বেনাপরিণতা যে গুণাস্তৈর্বৃংহিতং রচিতং আকারবিশেষরহিতমিত্যর্থঃ। এতদেব কুতস্তত্রাহ অদৃষ্টাশ্রুতবস্তুত্বাৎ। যচ্চাকারবিশেষবদ্বস্তু তদস্মদাদিবদ্দৃশ্যতে শ্রূয়তে বা ইন্দ্রাদিবৎ ইদং তু ন তথা (ননু তস্য সত্ত্বে কিং প্রমাণং তত্রাহ। স জীবঃ জীবোপাধিঃ জীবো জীবেন নির্ম্মুক্তো জীবো জীবং বিহায় চেত্যাদৌ জীবোপাধৌ লিঙ্গদেহে জীবশব্দপ্রয়োগাৎ জীবোপাধিতয়া কল্প্যত ইত্যর্থঃ। ননু স্থূলমেব ভোগায়তনত্বাৎ জীবস্যোপাধিরস্তু কিমন্যকল্পনয়া ইত্যত আহ যদ্‌যস্মাৎ সূক্ষ্মাৎ পুনর্ভবঃ পুনঃ পুনর্জ্জন্ম উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাং তেন বিনা অসম্ভবাদিতি ভাবঃ। তেন চ সমষ্টিব্যষ্টিবিরাজাং জীবত্বাত্তৎস্থূলসূক্ষ্ময়ো রূপয়োর্ম্মায়িকত্বাৎ তত্র চেশ্বরত্বমারোপিতমেব ন তু সাহজিকমিতি ভাবঃ। যদুক্তং (ভাঃ ১১।১৫।১৭ স্বামিটীকা)। বিরাট্ হিরণ্যগর্ভশ্চ কারণং চেত্যুপাধয়ঃ। ঈশস্য যত্ত্রিভির্হীনং তুরীয়ং তৎপ্রচক্ষ্যতে ইতি। অত্রাপি বক্ষ্যতে (ভাঃ ২।১০।২৫) অমুনী ভগবদ্রূপে ময়া তে হ্যনুবর্ণিতে। উভে অপি ন গৃহ্ণন্তি মায়াসৃষ্টে বিপশ্চিত ইতি ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যেরূপ স্থূল রূপ (প্রাকৃত জড় বিরাট্ রূপ) ভগবানের রূপ বলিয়া উক্ত হইলেও এবং যোগিগণ কর্ত্তৃক উপাস্য হইলেও মায়ার গুণসমূহের দ্বারা বিরচিত, সেইরূপ সূক্ষ্মরূপও "স্থূল ও সূক্ষ্ম—এই দুইটি ভগবানের রূপ"—ইহার দ্বারা ভগবানের রূপ বলিয়া প্রযুক্ত হইলেও,—"দিক্‌সমূহ কর্ণদ্বয়, শব্দ ইঁহার শ্রোত্র" ইতি, "পর্ব্বতসমূহ সর্ব্বাত্মার অন্তঃকরণ" ইত্যাদি শ্রীভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধে বিরাড়্-রূপের বর্ণনায় উক্তি-হেতু যোগিগণের উপাস্য হইলেও উহা মায়িকই অর্থাৎ মায়ার গুণদ্বারা বিরচিত। এইজন্য বলিতেছেন—এই স্থূলরূপ হইতে অন্য অব্যক্ত সূক্ষ্মস্বরূপ, তাহার হেতু অব্যূঢ় অর্থাৎ কর-চরণাদিরূপে অপরিণত যে গুণসমূহ, তাহাদের *দ্বারা বৃংহিত অর্থাৎ রচিত,* আকারবিশেষ-রহিত এই অর্থ। ইহাই বা কি করিয়া বলিতেছেন, তাহার উত্তরে বলিতেছেন—অদৃষ্ট এবং অশ্রুত বস্তু বলিয়া। যাহা আকার-বিশেষের ন্যায় বস্তু, তাহা আমাদের ন্যায় দৃষ্ট হয় অথবা ইন্দ্রাদির ন্যায় শ্রুত হয়, কিন্তু ইহা (সূক্ষ্মরূপ) সেইরূপ নহে। যদি বলেন—তাহার সত্ত্বে (বিদ্যামানতায়) কি প্রমাণ ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—তাহা জীব অর্থাৎ জীবোপাধি, "জীব (প্রাণী) জীবের দ্বারা (অর্থাৎ জীবোপাধি লিঙ্গদেহের দ্বারা) নির্ম্মুক্ত, জীব জীব পরিত্যাগ করিয়া (অর্থাৎ সূক্ষ্মদেহ পরিত্যাগ করিয়া)" ইত্যাদি উক্তিতে জীবের উপাধি লিঙ্গদেহে জীব-শব্দের প্রয়োগ-হেতু (সূক্ষ্মরূপের বিদ্যমানতার প্রমাণ রহিয়াছে), জীব বলিতে জীবের উপাধিরূপে কল্পিত (জীবাত্মা)—এই অর্থ।

যদি পূর্ব্বপক্ষী বলেন—দেখুন, স্থূল রূপই ভোগায়তন (যাহার দ্বারা ভোগ করা যায়) বলিয়া জীবের উপাধি হউক, অন্য কল্পনার কি প্রয়োজন ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—যেহেতু সূক্ষ্মদেহ হইতে পুনঃ পুনঃ জন্ম, উৎক্রান্তি ও যাতায়াত হইয়া থাকে, সূক্ষ্মদেহ ব্যতীত উহা অসম্ভব, (অর্থাৎ জীবাত্মা সূক্ষ্মশরীর লিঙ্গদেহের দ্বারা জন্ম লাভ করে এবং উহার দ্বারা এক যোনি হইতে অপর যোনিতে গমন করিয়া থাকে) সেইহেতু সমষ্টি, ব্যষ্টি বিরাট্‌রূপসমূহের জীবত্ব বলিয়া সেই স্থূল ও সূক্ষ্মরূপদ্বয়ের মায়িকত্ব-হেতু সেখানেও ঈশ্বরত্ব আরোপিতই, কিন্তু স্বাভাবিক নহে—এই ভাব। (অর্থাৎ স্থূল, সূক্ষ্ম দ্বিবিধ সমষ্টিকে বিরাট্ ও হিরণ্যগর্ভ নামে এবং ইহার ব্যষ্টিকে জীবের স্থূল দেহ ও সূক্ষ্ম দেহ বলা হয়। গর্ভোদকশায়ীর সূক্ষ্ম দেহকে জীবশব্দ প্রয়োগহেতু, উহাই জীবের স্ব-সূক্ষ্মদেহের সূক্ষ্ম কল্পনার সমষ্টি বলিয়া কল্পিত।) শ্রীভাগবতের একাদশ স্কন্ধের পঞ্চদশ অধ্যায়ে "নারায়ণে তুরীয়াখ্যে —অর্থাৎ ভগবৎ-শব্দিত, জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়-রহিত, তুরীয়-নামক নারায়ণ আমাতে মন সমাধান করিয়া আমার ধর্ম্মযুক্ত যোগী গুণকার্য্যে অনাসক্তিরূপা বশিতা-নাম্নী সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া

থাকেন”—এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধর স্বামিপাদ বলিয়াছেন—“বিরাট্, হিরণ্যগর্ভ এবং কারণ (করণার্ণব-শায়ী) —ইঁহারা ঈশ্বরের উপাধি, যাহা এই তিনটির হীন (রহিত), তাহাকে তুরীয় বলা হয়।” ইতি। এই শ্রীভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধে দশম অধ্যায়ে শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—“হে রাজন্, ভগবানে এই যে স্থূল ও সূক্ষ্ম—দুই প্রকার রূপ আরোপিত হইয়া থাকে, তদুভয়ই তোমার নিকট বর্ণন করিলাম, কিন্তু ঐ রূপই মায়া-কল্পিত, এই নিমিত্ত পণ্ডিতগণ তাহা বস্তুতঃ অঙ্গীকার করেন না।” ইতি ॥ ৩২ ॥

মধ্ব—অতঃপরং জড়েশ্বরয়োঃ পরম্। অব্যূঢ় গুণবৃংহিতম্।

অনাদিকালে কদাচিদপ্যনবগতসত্ত্বাদিগুণবৃংহিতম্।
অদৃষ্টাশ্রুত-বস্তুত্বাৎ পুনর্ভবঃ ॥ ৩২ ॥

বিবৃতি—পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে নির্ব্বোধগণ যে প্রকার ভগবচ্ছরীরে স্থূলত্ব আরোপ করেন, এবং তাদৃশ আরোপ সাক্ষী ভগবদ্‌বস্তুতে ইন্দ্রিয় দৃশ্যজ্ঞান উদিত হইয়া তাহা বহিঃপ্রজ্ঞা-গ্রাহ্য ভূমা বস্তুতে জড়গত ধারণাক্রমে বিরাট্ বুদ্ধি হয়, তদ্রূপ এই স্থূল দৃশ্য বিরাট্ ব্যতীত যোগিগণ স্থূল দৃষ্টি পরিহার করিয়া সূক্ষ্ম দৃষ্টির দ্বারা সেই বস্তুকে হিরণ্যগর্ভরূপে দর্শন করেন। সেই সূক্ষ্মদর্শনে জাড্যাংশের স্থূলতা ন্যূন হওয়ায় তাহা বহিঃপ্রজ্ঞার চক্ষু বা কর্ণ দ্বারা দর্শন ও শ্রবণে যোগ্যতালাভ না করায় এবং যাহার অপ্রকাশিত কর-চরণাদি ত্রিগুণ-রচিত স্থূলভাবে প্রকাশিত না হওয়ায় তাহাই জীবরূপ উপাধি। গর্ভোদকশায়ীর স্থূক্ষ্ম দেহকে জীবশব্দ প্রয়োগহেতু উহাই জীবের স্ব-সূক্ষ্মদেহের সূক্ষ্ম কল্পনার সমষ্টি বলিয়া কল্পিত। এই স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাদান হইতেই জীবাত্মার স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধি লাভরূপ পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণাদি আগমাপায়ী ধর্ম্মসমূহ আরোপিত হয়। এই স্থূল সূক্ষ্ম বিবিধ সমষ্টিকে বিরাট্ ও হিরণ্যগর্ভ নামে এবং ইহার ব্যষ্টিকে জীবের স্থূল দেহ ও সূক্ষ্ম দেহ বলা হয়।

শ্রীরামানুজাচার্য্য এই দুইটী শ্লোকের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়াই বদ্ধজীবগণকে বিজাতীয় গৌণ জগৎ ভগবানের স্থূলমূর্ত্তি এবং সূক্ষ্ম জগৎ বা জীবজগৎকেই ভগবানের সূক্ষ্ম সমষ্টি বলিয়াছেন। এইরূপ উক্তি বদ্ধজীবের ধারণার অনুকূলে উদাহরণস্বরূপে গৃহীত হয়। এই উভয় প্রকার ধারণাই মায়াগুণ-বিরচিত ॥ ৩২ ॥

যত্রেমে সদসদ্রূপে প্রতিষিদ্ধে স্বসম্বিদা।
অবিদ্যয়াত্মনি কৃতে ইতি তদ্‌ব্রহ্ম-দর্শনম্ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—যত্র (যদা) অবিদ্যয়া (অজ্ঞানেন) আত্মনি (পরমাত্মনি) কৃতে (কল্পিতে) ইমে সদসদ্রূপে (স্থূলসূক্ষ্মরূপে) স্ব-সংবিদা (স্বরূপ সম্যগ্ জ্ঞানেন ইতি) (পূর্ব্বোক্ত প্রকারেণ) প্রতিষিদ্ধে (নিবারিতে ভবতঃ) তৎ (তদা জীবঃ) দর্শনং (জ্ঞানৈক-স্বরূপং) ব্রহ্ম (অচিন্মুক্তং ব্রহ্মভূতং ভবতি) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—যখন স্বরূপের সম্যক্ জ্ঞানপ্রভাবে অজ্ঞান দ্বারা পরমাত্মার কল্পিত এই কার্য্যাকারণরূপ নিরাকৃত হয় তখন জীব জ্ঞানৈকস্বরূপ ব্রহ্ম অর্থাৎ চিদানন্দময় ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—নন্বেবং চেদিদং সর্ব্বং বস্তুতো মায়া-দর্শনমেব ব্রহ্মদর্শনং কিং তদিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ। যত্র ভগবতি ইমে সদসদ্রূপে উক্তলক্ষণে মায়িকে স্থূল-সূক্ষ্মরূপে প্রতিষিদ্ধে ভবতঃ। তেনামায়িকন্তু রূপং তস্য ন প্রতিষিদ্ধমিতি ভাবঃ। কেন স্বেষাং ভক্তানাং সংবিদা অনুভবেন। তে কথং ভগবতি ন স্তু ইত্যত আহ। অবিদ্যয়া আত্মনি জীবে এব কৃতে অধ্যাস্তে ন ত্বীশ্বরে। যদুক্তম্। দেহাহঙ্কারণাদ্দেহাধ্যাসো জীবে হ্যবিদ্যয়া। ন তথা জগদধ্যাসঃ পর-মাত্মনি যুজ্যতে ইতি। তৎ ততশ্চ তস্য ব্রহ্মণো দর্শনং সাক্ষাৎকারঃ স্যাৎ। যদ্যেষা মায়া দেবী উপরতা স্যাৎ। তথা বৈশারদী বিশারদো ভক্তানাং হিতে নিপুণো ভগবানেব তদীয়া মতির্ম্মাময়ং পশ্যত্বিতি কৃপাময়ী তদিচ্ছা যদি প্রবৃত্তা স্যাৎ। তদৈব নান্যথা। (মু ৩।২।৩ ক ২।২৩) যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বামিতি শ্রুতেঃ। যদ্বা বৈশারদী ভগবদ্বিষয়িণী মতিঃ পুরুষস্য স্যাৎ ॥ ৩৩॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি এইরূপই হয়, তাহা হইলে সব কিছুই বস্তুতঃ মায়া-দর্শনই, তবে ব্রহ্ম-

দর্শন কি ? এই আকাঙ্ক্ষায় বলিতেছেন—যত্র অর্থাৎ যে ভগবানে সৎ ও অসৎরূপ পূর্ব্বোক্ত-লক্ষণ মায়িক স্থূল ও সূক্ষ্ম রূপদ্বয় প্রতিষিদ্ধ (নিষিদ্ধ) হইয়া থাকে। ইহার দ্বারা তাঁহার অমায়িক (মায়ার স্পর্শ-রহিত) রূপ কিন্তু প্রতিষিদ্ধ হন না—এই ভাব। কি প্রকারে প্রতিষিদ্ধ হয় ? নিজ ভক্তগণের অনুভবের দ্বারা। সেই স্থূল ও সূক্ষ্ম রূপদ্বয় কিজন্য ভগবানে থাকে না ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—অবিদ্যার দ্বারা জীবেই কল্পিত হয়, কিন্তু ঈশ্বরে নহে। যেরূপ উক্ত হইয়াছে—"অবিদ্যার দ্বারা দেহে অহংকার-বশতঃ (অর্থাৎ দেহে আমি, আমার ইত্যাদি অভিমানহেতু) জীবেরই দেহে অধ্যাস (যে বস্তু যাহা নহে, তাহাকে তাহাই মনে করা অধ্যাস, যেমন দেহাদিতে আত্ম-বুদ্ধি জীবের অধ্যাস) হয়, সেইরূপ জগতেরও অধ্যাস হইয়া থাকে, কিন্তু পরমাত্মাতে তদ্রূপ অধ্যাস হয় না।" ইতি। তারপর অর্থাৎ দেহাধ্যাস অপগত হইলে জীবের ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। যদি এই দেবী (সংসার-চক্রের দ্বারা ক্রীড়াকারিণী) মায়া উপরতা হন, (যদি শব্দ এখানে নিশ্চয়ার্থে, অর্থাৎ মায়া উপরতা হইলে), তখন বৈশারদী মতি হইয়া থাকে। বিশারদ বলিতে ভক্তগণের হিতে নিপুণ শ্রীভগবানই, তদীয়া মতি বৈশারদী মতি, অর্থাৎ আমাকে এই জীব দর্শন করুক—এইরূপ কৃপাময়ী ভগবানের ইচ্ছা যদি প্রবৃত্তা হয়, তখনই জীবের অধ্যাস অপগত হইয়া ব্রহ্মদর্শন হয়, অন্য কোন প্রকারে হয় না। মুণ্ডক উপনিষদে উক্ত হইয়াছে—"উত্তমরূপে বেদ অধ্যয়ন দ্বারা এই আত্মাকে লাভ করা যায় না। মেধা বা গ্রন্থের অর্থাবধারণ দ্বারা অথবা বহু শাস্ত্রশ্রবণ দ্বারাও ইঁহাকে লাভ করা যায় না। এই আত্মা যাঁহাকে বরণ করেন (যোগ্য বলিয়া গ্রহণ করেন), তিনিই ইঁহাকে লাভ করেন, তাঁহার নিকট এই আত্মা স্বীয় স্বরূপ ও মহিমা প্রকাশিত করেন।" ইতি। অথবা বৈশারদী অর্থ ভগবদ্বিষয়িণী মতি পুরুষের হইয়া থাকে ॥ ৩৩ ॥

মধ্ব—অবিদ্যয়া জীবকৃতে পরমেশ্বরে।
প্রতিষিদ্ধে ইতি ব্রহ্মদর্শনম্ ॥ ৩৩ ॥

বিবৃতি—জীব যে সময়ে অবিদ্যাবন্ধনে আবদ্ধ হন, তৎকালে তাঁহার স্বরূপজ্ঞানের অভাব হয়। যখন তিনি স্বীয় স্বরূপজ্ঞানে উদ্বুদ্ধ হইয়া এই স্থূল সূক্ষ্ম ভগবদ্ রূপের নশ্বর প্রতীতিদ্বয়ের হস্ত হইতে মুক্ত হন, তখনই তিনি নিজ স্বরূপ ও ভগবৎস্বরূপের নিত্যত্ব উপলব্ধি করেন। তৎকালে জড়রূপের সত্তা ও অসত্তা তাঁহার স্বরূপজ্ঞানের ব্যাঘাত করে না। জীব বদ্ধভাব বা বিরূপ জ্ঞানে প্রতারিত না হইলেই তাহার মায়াবাদ কাটিয়া যায়। তিনি তখন ব্রহ্মবিদ্ বা আত্মবিদের শরণাগত হন।

"আদ্যন্তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ন্ত্বণ্ডসংস্থিতম্।
তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং যানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে ॥"

কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদকশায়ী ও ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুত্রয়ের দর্শনলাভেই জীবের বিরূপজ্ঞান তিরোহিত হইলে তিনি জীবন্মুক্ত হন। তৎকালেই তিনি অবিদ্যাবন্ধনজনিত অক্ষজজ্ঞানের ভোগপরতা হইতে বিমুক্ত হন। জীবের ব্রহ্মদর্শন ঘটিলেই ভগবৎসম্বন্ধ-জ্ঞান হইতে স্বাভাবিকী ভক্তিবৃত্তি উদিতা হন। তখন সাক্ষী, কেবল, নির্গুণ ও চেতা এই ধর্ম্মচতুষ্টয়ে ভগবদুপলব্ধি করিয়া বিরূপ অক্ষজদর্শনপ্রভাবে ভগবান্‌কে দ্রষ্টা ব্যতীত দৃশ্য বলিয়া বুঝিতে হয় না। জীবাত্মার নিত্য সেবাবৃত্তির উদয়ে চিদ্‌বিলাসবিচিত্রতা-দর্শনরূপ অদ্বয়জ্ঞানে অবস্থিত হইলে ব্রহ্মেতর ভোগ্য-ভাব সূর্য্যোদয়ে কুজ্‌ঝটিকার ন্যায় বিলীন হয় ॥৩৩॥

যদ্যেষোপরতা দেবী মায়া বৈশারদী মতিঃ।
সম্পন্ন এবেতি বিদুর্মহিম্নি স্বে মহীয়তে ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—যদি (ভগবৎকৃপয়া) এষা বৈশারদী (বিশারদঃ সর্ব্বজ্ঞঃ ঈশ্বরঃ তদীয়া) দেবী (সংসার-রূপচক্রেণ ক্রীড়ন্তি) মতিঃ (বুদ্ধিরূপা) মায়া উপরতা (ভগবজ্‌জ্ঞানবলেন সা অবিদ্যা মতির্যদি বিদ্যারূপেণ পরিণতা ভবতি, তদা সদসদ্রূপং জীবোপাধিং দগ্ধা নিরিন্ধনাগ্নিবৎ স্বয়মেবোপরমেদিত্যর্থঃ) (তদা) সম্পন্নঃ এব (ব্রহ্মরূপং প্রাপ্তঃ সন্নেব) স্বে মহিম্নি (পরমানন্দ-স্বরূপে) মহীয়তে (পূজ্যতে বিরাজতে ইত্যর্থঃ) ইতি বিদুঃ (তত্ত্বজ্ঞাঃ জানন্তি) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—যদি এই ঈশ্বরী দৈবী অবিদ্যারূপা মায়া উপরতা হয়েন, তাহা হইলে জীব উপাধিরহিত

হইয়া নিজ পরমানন্দস্বরূপে বিরাজ করেন ইহা তত্ত্বজ্ঞগণ অবগত আছেন।

বিশ্বনাথ—সম্পন্ন এব তন্মতিমানেব পুরুষঃ সম্পন্নোহন্যস্তু দরিদ্র ইত্যর্থঃ। বিদুস্তত্ত্বজ্ঞাঃ স্বে মহিম্নি স্বীয়ে মাহাত্ম্যে বর্ত্তমানঃ স মহীয়তে পূজ্যতে। অন্যথা স্বমাহাত্ম্যাদ্ভ্রষ্টঃ স নিন্দ্যত ইতি ভাবঃ ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সম্পন্ন এব'—ভগবৎ কৃপায় অবিদ্যারূপা মায়া উপরতা হইলে জীব সম্পত্তিযুক্ত (ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট) হয় অর্থাৎ শ্রীভগবানে মতিযুক্ত পুরুষই সমৃদ্ধিমান্ হয়, অপরে দরিদ্রই থাকে, এই অর্থ। তত্ত্বজ্ঞগণ ইহা জানেন যে নিজ মাহাত্ম্যে বর্ত্তমান পুরুষই পূজ্য হন, অন্যথা স্বমহিমা হইতে ভ্রষ্ট হইলে তিনি নিন্দনীয় হন—এই ভাব ॥ ৩৪ ॥

মধ্ব—বিশারদঃ পরমেশ্বরঃ। তন্মতির্মায়া। যদা ন এনং শোচয়ামীতি উপরতা তদা সম্পন্ন এব ॥ ৩৪ ॥

বিবৃতি—জীবাত্মা মায়াদেবীর দ্বিবিধা বৃত্তিদ্বারা বিক্ষিপ্ত ও আবৃত হইলে, তাঁহার মায়িক দর্শন হয়। সেই ভোগময়ী দৃষ্টি অপনোদিত হইলে চিন্ময়ী বিদ্যাশক্তিপ্রভাবে জড়ীয় সদসৎ উপাধিদ্বয়, কাষ্ঠের অভাবে যেরূপ অগ্নির দহনপ্রভাবের অবকাশ থাকে না, সেই প্রকার মায়িক দর্শন হইতে বিরাম লাভ করে। ব্রহ্মবিদ্‌গণ অবিদ্যামুক্ত অবস্থায় স্বীয় মহিমা অবগত হইয়া সকলের পূজালাভে সমর্থ হন। স্বরূপ-জ্ঞানের অভাবে স্বীয় মহিমাজ্ঞান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ভোগী জীব বলিয়া তখন আর নিন্দিত হন না ॥৩৪॥

এবং জন্মানি কর্ম্মাণি হ্যকর্ত্তুরজনস্য চ।
বর্ণয়ন্তিস্ম কবয়ো বেদগুহ্যানি হৃৎপতেঃ ॥৩৫॥

অন্বয়ঃ—(যথা জীবস্য জন্মাদি মায়া এবমীশ্বরস্যাপি ন) এবং (জীববৎ) অকর্ত্তুঃ (নির্ব্বিকারস্য) অজনস্য জন্মাদি রহিতস্য) হৃৎপতেঃ (অন্তর্য্যামিনো ভগবতঃ) বেদগুহ্যানি (বেদেষু রহস্যত্বেন সংবৃতানি) জন্মানি (আবির্ভাবাদীনি) কর্ম্মাণি (লীলারহস্যাদীনি) কবয়ঃ (পণ্ডিতাঃ) বর্ণয়ন্তি স্ম (কীর্ত্তয়ন্তি স্ম) ॥৩৫॥

অনুবাদ—জীবের জন্মাদি যেরূপ মায়াকল্পিত তদ্রূপ যাঁহার আবির্ভাবলীলাদি মায়াতীত এবম্বিধ প্রাকৃত ক্রিয়া বিকারহীন জন্মাদিরহিত অন্তর্য্যামী বিষ্ণুর বেদগুহ্য লীলা চেষ্টাসমূহ ও আবির্ভাবাদি রসিকগণ নিশ্চয়ই কীর্ত্তন করিয়া থাকেন ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—এবমনেনোক্তলক্ষণপ্রকারেণ মায়িক-শরীরদ্বয় প্রতিষেধেনত্যর্থঃ। অজনস্য জন্মানি অজায়মানো বহুধাভিজায়ত ইতি শ্রুতেঃ। অকর্ত্তুঃ কর্ম্মাণি (শ্বে ৬।৮) ন চাস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ইত্যাদৌ স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চেতি শ্রুতেঃ। ননু জীবস্যাপি বস্তুতোঽজনস্যৈবাকর্ত্তুরের জন্মানি কর্ম্মাণি দৃশ্যন্তে। সত্যম্। তস্য তানি মায়াসম্বন্ধেন অস্য তু মায়াপ্রতিষেধেনেত্যেষ এব ভেদ ইত্যাহ। বেদেষু বেদৈর্ব্বা গুহ্যানি রহস্যত্বেন পরমোপাদেয়ত্বেন চ সংবৃত্য স্থাপিতানি তাত্ত্বিকানি। জীবস্য তু তানি মায়িকত্বেন হেয়ান্যবাস্তবানীত্যর্থঃ। যদুক্তং গীতোপনিষদা (৪।৯)। জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ইতি। হৃৎপতেরন্তর্য্যামিনঃ ততো বিরাড়্‌রূপস্যৈবং-ভূতত্বাভাবাদবতারমধ্যে তস্য ন গণনেতি প্রকরণার্থঃ ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'এবম্'—এইরূপে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে মায়িক (স্থূল ও সূক্ষ্ম) শরীর-দ্বয়ের প্রতিষেধের দ্বারা—এই অর্থ। অজন অর্থাৎ যাঁহার জন্ম হয় না, তাঁহারও জন্মসমূহ, শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—"অজ হইয়াও তিনি বহুরূপে জন্ম গ্রহণ করেন অর্থাৎ আবির্ভূত হন।" যিনি অকর্ত্তা, তাঁহারও কর্ম্ম-সমূহ। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বলা হইয়াছে—"সেই পরমেশ্বরের কার্য্য (শরীর) নাই, করণ (ইন্দ্রিয়ও) নাই; তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠও কেহ নাই। তাঁহার নানা প্রকার শ্রেষ্ঠ শক্তি, স্বরূপভূত জ্ঞানরূপ শক্তি এবং ক্রিয়াশক্তির বিষয় শ্রুতিতেও কীর্ত্তিত হইয়াছে।" যদি বলেন—বস্তুতঃ জীবও জন্মগ্রহণ করে না, কোন কার্য্যও করে না, তথাপি তাহার জন্ম ও কর্ম্মসমূহ দৃষ্ট হয়। তাহার উত্তরে বলিতেছেন—সত্য, সেই জীবের জন্ম ও কর্ম্মসমূহ মায়ার সম্বন্ধের দ্বারা হইয়া থাকে, কিন্তু এই পরমেশ্বরের মায়ার প্রতিষেধের দ্বারা—ইহাই উভয়ের প্রভেদ। তাহাই বলিতেছেন—বেদ-

সকলে অথবা বেদসমূহের দ্বারা যাঁহার জন্ম, কর্ম্ম-সকল গুহ্যরূপে অর্থাৎ অতিরহস্যত্ব এবং পরম উপাদেয়ত্বরূপে সম্যক্ আবৃত করিয়া স্থাপিত হইয়াছে, ইহা তাত্ত্বিকই। কিন্তু জীবের সেই সকল জন্ম ও কর্ম্মগুলি মায়িক বলিয়া হেয় এবং অবাস্তব—এই অর্থ। তাহাই শ্রীগীতোপনিষদে উক্ত হইয়াছে—"হে অর্জ্জুন, যিনি আমার এই প্রকারে দিব্য জন্ম ও অলৌকিক কর্ম্মবৃত্তান্ত স্বরূপতঃ জানেন, তিনি দেহ ত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করেন না, এবং আমাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।" হৃৎপতির অর্থ অন্তর্য্যামীর। সুতরাং বিরাড়্রূপের এবম্ভূতত্বের অভাব-বশতঃ অর্থাৎ তাঁহার জন্ম-কর্ম্ম অপ্রাকৃত না হওয়ায় অবতার-মধ্যে তাঁহার গণনা করা হয় নাই—ইহা প্রকরণগত অর্থ ॥ ৩৫ ॥

মধ্ব—অপ্রিয়ত্বাৎ স্বতন্ত্রত্বাৎ ফলানাঞ্চ বিবর্জ্জনাৎ।

ক্রিয়ায়াশ্চ স্বরূপত্বাদকর্ত্তেতি চ তং বিদুঃ ॥
কর্ত্তৃত্বং ভ্রান্তিজং প্রাহুরতত্ত্বাবিদো জনাঃ।
ঐশ্বর্য্যজং তু কর্ত্তৃত্বং সম্যক্‌তত্ত্ববেদিনঃ ॥
ইতি পাদ্মে ॥ ৩৫ ॥

তথ্য—ভা ১।৮।৩০। গীতা ৪।৯ শ্লোক।

ভগবদুক্তি—হে অর্জ্জুন, যিনি তত্ত্বতঃ আমার অপ্রাকৃত জন্ম ও লীলা অবগত হন, তিনি দেহ-ত্যাগান্তে পুনর্জ্জন্ম লাভ না করিয়া আমাকেই প্রাপ্ত হন ॥ ৩৫ ॥

বিবৃতি—বাহ্যজগতে দৃশ্য ইন্দ্রিয়দ্বারা অন্তর্য্যামী ভগবানের কোন কর্ম্ম বা তাঁহার আবির্ভাব দৃষ্ট হয় না। ভক্তগণই ভগবানে নৈষ্কর্ম্ম্য ও জড় ভোক্তৃত্ব আরোপ করেন না। তাঁহারা বেদগোপ্য রহস্যময় ভগবানের নিত্য আবির্ভাব ও লীলারই কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। জীব অক্ষজজ্ঞানে ভগবানের আবির্ভাব ও উরুক্রমের কীর্ত্তিসমূহকে জড়ান্তর্গত নশ্বর ব্যাপার মনে করিয়া বিবর্ত্তাশ্রয় করেন। তাদৃশ অক্ষজজ্ঞান অধোক্ষজবস্তুর অনুশীলন নহে, ভক্ত কবিগণেরই ইহা বর্ণনা করিবার অধিকার। অবিদ্যাগ্রস্ত জীব আত্মবিৎ কবিগণের বর্ণিত ভগবদাবির্ভাব ও লীলাদির কথা বুঝিতে অসমর্থ। তাহারা জড়াকার শূন্য, জড়ক্রিয়া-রহিত প্রভৃতি দৃশ্যধর্ম্ম আরোপ করিয়া সাক্ষী, কেবল, নির্গুণ ও চেতার নিত্য চিদবিলাসবৈচিত্র্যদর্শনে অধিকার পায় না। ভগবানের মায়াসম্বন্ধ না থাকায় জীবের ন্যায় মায়িক হেয় এবং অবাস্তবত্ব ভগবত্তাকে স্পর্শ করে না। বিরাট্‌রূপের জন্মকর্ম্ম অপ্রাকৃত না হওয়ায় উহা নিত্যরূপের অবতার বলিয়া স্বীকার করা যায় না ॥ ৩৫ ॥

স বা ইদং বিশ্বমমোঘলীলঃ
সৃজত্যবত্যত্তি ন সজ্জতেঽস্মিন্।
ভূতেষু চান্তর্হিত আত্মতন্ত্রঃ
ষাড়্‌গিকং জিঘ্রতি ষড়্‌গুণেশঃ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—অমোঘলীলঃ (সত্যসঙ্কল্পঃ) ভূতেষু (প্রাণিষু) অন্তর্হিতঃ (অন্তর্য্যামিত্বেন সর্ব্বত্র বিরাজিতঃ) আত্মতন্ত্রঃ (সর্ব্বথা স্বাধীনঃ) ষড়্‌গুণেশঃ (ষড়েন্দ্রিয়-নিয়ন্তা হৃষীকেশঃ) স বৈ (স এব ভগবান্ হরিঃ) ইদং বিশ্বং সৃজতি (উৎপাদয়তি) অবতি (সর্ব্বথা পালয়তি) অত্তি চ (ভক্ষয়তি কালক্রমেণ বিনাশয়তি চ) অস্মিন্ (সৃষ্ট্যাদৌ) ন সজ্জতে (জীববৎ নৈবা-সক্তো ভবতি) (পরন্তু) ষাড়্‌বর্গিকং (ইন্দ্রিয়ষড়্‌-বর্গবিষয়ং) জিঘ্রতি (দূরাদেব গন্ধবৎ গৃহ্ণাতি ন তু সজ্জতে) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—অলৌকিক লীলাময় সেই ভগবান্ বিষ্ণু এই বিশ্ব সৃষ্টি করেন, পালন করেন এবং ধ্বংস করেন। তিনি প্রাণিসকলের মধ্যে অন্তর্য্যামিরূপে বিরাজিত ও স্বতন্ত্র থাকিয়া ষড়্ ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকল গন্ধগ্রহণবৎ সংস্পর্শ করিতেছেন। কিন্তু ষড়ে-ন্দ্রিয়নিয়ন্তা হৃষীকেশ এই সকল কার্য্যে আসক্ত হন না ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—ভগবতস্তুন্যান্যপি ততো বৈলক্ষণ্যানি বহূনি সন্তি তত্র প্রথমং নিরঙ্কুশমৈশ্বর্য্যমাহ স বা ইতি। ষাড়্‌গিকমিন্দ্রিয়ষড়্‌গবিষয়ং জিঘ্রতি দূরাদেব গন্ধ-বদ্‌গৃহ্ণাতি ন তু সজ্জত ইত্যর্থঃ। কুতঃ ষড়্‌গুণেশঃ ষড়িন্দ্রিয়নিয়ন্তা। যদ্বা ষড়্‌ভির্গুণৈর্ভগশব্দবাচ্যৈরৈশ্বর্য্যাদ্যৈরীশঃ অতঃ ষড়ৈশ্বর্য্য বর্গোত্থং সুখমনুভবতি ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীভগবানের কিন্তু সেই জীব হইতে অন্য বহু বৈলক্ষণ্য রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে প্রথমে নিরঙ্কুশ ঐশ্বর্য্য বলিতেছেন—'স বা ইতি।' ষাড়্বর্গিক বলিতে (রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ ও চিন্তা—এই) ষড়্বর্গের বিষয়-সকল গন্ধের মত দূর হইতে গ্রহণ করিতেছেন, কিন্তু তাহাতে আসক্ত (লিপ্ত) হন না। যেহেতু তিনি ছয়টি ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা। অথবা ষড়্গুণেশ বলিতে ভগ-শব্দ বাচ্য ঐশ্বর্য্যাদি (সমগ্র ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য) ছয়টি গুণের তিনি অধীশ্বর, অতএব ষড়ৈশ্বর্য্য-বর্গোত্থিত সুখ অনুভব করেন ॥ ৩৬ ॥

তথ্য—ভাঃ ১৫।৬ শ্লোক। গী ৪।১৪—

ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্ম্মভির্ন স বধ্যতে ॥

অমোঘলীলঃ—অমোঘা বিতথা লীলা যস্য সঃ অমোঘপদেন নির্ব্বিঘ্নসমাপ্তিঃ (বীররাঘব)। অব্যর্থ-লীলঃ।

ষড়্গুণেশঃ—১। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য এই ছয়টী ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা, ২। রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ ও চিন্তা এই ষড়্বর্গের অতীত, ৩। যিনি অপহতপাপ্মা, বিজর, বিমৃত্যু, বিশোক, অবিজিঘৎস ও অপিপাস (ছান্দোগ্য)। ৪। "অস্তি, জায়তে, বর্দ্ধতে, পরিণমতে, অপক্ষীয়তে, বিনশ্যতি ইতি গুণবিকারলাভঃ জড়দ্রব্যাণাম্॥" ৫। ১১।১১।৩১ শ্লোকের শ্রীধর টীকা—ক্ষুৎপিপাসে শোকমোহৌ জরা-মৃত্যু ষড়ূর্ম্ময়ঃ। এতে জিতা যেন সঃ।

৬। সমগ্র ঐশ্বর্য্য, বীর্য, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই ছয় গুণের তিনি অধীশ্বর ॥ ৩৬ ॥

বিবৃতি—মায়াধীশ ভগবান্ স্বীয় প্রাকৃত নশ্বর সৃষ্টির মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, পরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশরূপ ষড়্গুণের বাধ্য হন না। বদ্ধজীবগণ জগতে অপর বস্তুর দর্শনের ন্যায় ভগবান্‌কে দৃষ্টি করিতে গিয়া মূঢ়তা লাভ করেন। ভগবান্ ও জীবের মধ্যে পার্থক্য এই যে, ঈশ্বর বস্তু সৃষ্টি, স্থিতি ও ভঙ্গের কারণ, জীব বস্তু প্রকৃতিস্থ হইলে জন্ম, স্থিতি ও বিনাশের যোগ্যতা লাভ করেন। আবার ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন ভগবানের সেবাপ্রভাবে তিনিও অদ্বয়জ্ঞানে জ্ঞানী হইয়া ষড়্রিপুর ঘ্রাণগ্রহণলীলার অভিনয় সত্ত্বেও হরির উদ্দেশ্যে কায়মনোবাক্য নিযুক্ত করায় জীবন্মুক্ত হইয়া পরিলক্ষিত হন। জীবন্মুক্ত-গণের উপাস্যবস্তু ভগবানের জীবন্মুক্তগণই অত্যন্ত প্রিয় সেবক। জীবন্মুক্তগণের আশ্রয়িতব্য বিষয়রূপে ভগবান্ যে সকল প্রাপঞ্চিক দৃশ্যবস্তুপ্রতিম পদার্থ ঘ্রাণ করেন তাহাতে তাঁর বদ্ধজীবের ন্যায় দ্বিতীয়াভিনিবেশ নাই। যে সকল হরিবিমুখ জীব ঈশ্বরবস্তুকে ভোগ-ময় দর্শনে ভোগ্য দৃশ্যজ্ঞান করিয়া নিজস্বরূপ বিস্মৃত হন, তাঁহাদিগকে ঈশসাম্য বা ঈশসাযুজ্য প্রভৃতি অমঙ্গলজনক তর্কের মধ্যে প্রবেশ করিতে হয় ॥৩৬॥

ন চাস্য কশ্চিন্নিপুণেন ধাতু-
রবৈতি জন্তুঃ কুমনীষ ঊতীঃ।
নামানি রূপাণি মনোবচোভিঃ
সংতন্বতো নটচর্য্যামিবাজ্ঞঃ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—অজ্ঞঃ (মূর্খঃ) জন্তুঃ (জনঃ) নটচর্য্যাং (নাট্যকারস্য সঙ্কেতং) ইব (যথা নাটকানভিজ্ঞঃ পুরুষঃ নটস্য সঙ্কেতং কিমপি ন জানাতি তথা ইতি যাবৎ) কুমনীষঃ (কুবুদ্ধিঃ) কশ্চিৎ (কোঽপি জন্তুঃ) ধাতুঃ (জগদ্বিধাতুঃ) মনোবচোভিঃ নামানি রূপাণি সংতন্বতঃ (মনসা রূপাণি বচসা নামানি সম্যগ্ বিস্তারয়তঃ) অস্য (ঈশ্বরস্য) ঊতীঃ (লীলাঃ) নিপুণেন (তর্কাদিকৌশলেন) ন অবৈতি (নৈব জানাতি) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—অভিনয়ানভিজ্ঞ ব্যক্তি যেরূপ নাট্য-কৌশল জানে না তদ্রূপ কোন কুবুদ্ধি জীবই মন ও বাক্যাদির সংযোগে বুদ্ধি কুতর্কাদি কৌশলদ্বারা নাম-রূপাদি বিস্তারিত এই জগদ্বিধাতার লীলা অবগত হয় না ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—জ্ঞানাদ্যগম্যত্বমাহ ন চেতি। নিপুণেন জ্ঞানযোগাদিনৈপুণ্যেন ঊতীর্লীলাঃ নামানি রূপাণি মনোবচোবৃত্তিভির্নাবৈতি মনোবচসোরগম্যত্বাদিতি ভাবঃ। কুমনীষ ইতি জন্তুরিতি। যো হি ভক্তিহীনো জ্ঞানী নামরূপবদ্বস্তুমাত্রমেব মিথ্যেত্যাচষ্টে তং প্রত্যয়মাক্ষেপঃ। সন্তন্বতঃ অবতীর্য্যাবতীর্য্য কৃপয়া তানি বিস্তারয়তঃ। অজ্ঞানে দৃষ্টান্তঃ নটস্য চর্য্যাং পাণ্যাদিভিরভিনীয়মানস্য গীতপদার্থস্য চন্দ্রকমলাদে-

নাম-রূপাদিপ্রদর্শনাং যথা অজ্ঞো নাবৈতি। অতো নাস্বাদং লভতে ততশ্চ রসমমূলকং ব্রূতে বিজ্ঞঃ। সভ্যস্তু সকলসহৃদয়সাক্ষিকং রসং সাক্ষাদেবানুভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—জ্ঞানাদির অগম্যত্ব বলিতেছেন—'ন চ'—ইত্যাদি শ্লোকে। নিপুণ অর্থাৎ জ্ঞান, যোগাদির নৈপুণ্যের দ্বারা ভগবানের লীলাসমূহ, তাঁহার নাম, রূপ প্রভৃতি মনঃ ও বাক্যের বৃত্তির সহকারে জানিতে সমর্থ হয় না, যেহেতু তিনি মনঃ ও বাক্যের অগম্য—এই ভাব। কুমনীষ অর্থাৎ কুবুদ্ধি-সম্পন্ন জন্তু অর্থাৎ মূঢ় জন—ইহা যিনি ভক্তি-হীন জ্ঞানী—'নাম ও রূপের ন্যায় বস্তু মাত্রই মিথ্যা' —ইহা বলিয়া থাকেন, তাঁহার প্রতি আক্ষেপ। 'সন্তন্বতঃ—যুগে যুগে (বারবার) অবতীর্ণ হইয়া কৃপাপূর্ব্বক যিনি অপ্রাকৃত নাম ও রূপ বিস্তার করিতেছেন, তাঁহার (লীলা অবগত হইতে সক্ষম হন না)। অজ্ঞানে দৃষ্টান্ত—নটের (অভিনেতার) চর্য্যা (আচরণীয় সঙ্কেত) অর্থাৎ করাদি-সঞ্চালনের দ্বারা অভিনীয়মান গীতপদার্থের চন্দ্র, কমলাদির প্রদর্শন-রূপ সঙ্কেত, যেরূপ নাটক বিষয়ে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি বুঝিতে পারে না। অতএব তাঁহারা আস্বাদন করিতে পারেন না, সেইজন্য তথাকথিত ভক্তিহীন বিজ্ঞ ব্যক্তি বলেন—'রস অমূলক'। কিন্তু ভক্ত সভ্য, সকল সহৃদয় সামাজিক জনের হৃদয়ের সাক্ষিক (অনুভবরূপ) রস সাক্ষাতেই অনুভব করিয়া থাকেন—এই অর্থ ॥ ৩৭ ॥

বিবৃতি—ভগবান্ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া যে গোলোক বৈকুণ্ঠস্থ লীলা প্রচার করেন, তাহা ইন্দ্রিয়-পরায়ণ কর্ম্মী অথবা কুতার্কিক শুষ্কজ্ঞানী স্ব-স্ব জাড্য ও প্রতিভা দ্বারা বুঝিতে অসমর্থ। ভগবানের নাম-রূপবিশিষ্ট লীলা মনোবাক্যের দ্বারা গোচরীভূত হয় না। কর্ম্মী ভগবানের লীলাকে স্বীয় তাৎকালিক নশ্বর অনুষ্ঠানের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর মনে করেন। মায়াবাদী চিদ্‌বিলাসবৈচিত্র্যের উপলব্ধিরহিত হইয়া অচিদ্‌বিচিত্রতার সহিত উহার সমন্বয় করায় লীলা-প্রবেশে অসমর্থ ॥ ৩৭ ॥

স বেদ ধাতুঃ পদবীং পরস্য
দুরন্তবীর্য্যস্য রথাঙ্গপাণেঃ।
যোঽমায়য়া সন্ততয়ানুবৃত্ত্যা
ভজেত তৎপাদসরোজগন্ধম্ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ (যো জনঃ) অমায়য়া (অকুটিল-ভাবেন) সন্ততয়া (নিরন্তরয়া অত্যাদরয়া ইত্যর্থঃ) অনুবৃত্ত্যা (আনুকূল্যেন) তৎপাদসরোজগন্ধং (ভগবৎ-পাদপদ্ম-সৌরভং) ভজেত (সেবেত) সঃ (স এব ভক্তঃ) দুরন্তবীর্য্যস্য (উরুক্রমস্য) পরস্য ধাতুঃ (সর্ব্বশ্রেষ্ঠস্য বিধাতুঃ আদি দেবস্য বিষ্ণোরিতি বা) রথাঙ্গপাণেঃ (চক্রপাণেঃ) পদবীং (মাহাত্ম্যং) বেদ (কথঞ্চিৎ জানাতি) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—যিনি নিরন্তর নিষ্কপটে আনুকূল্যে তাঁহার পাদপদ্মগন্ধ ভজন করেন, তিনিই অলৌকিক লীলাময় পরমেশ্বর বিধাতা চক্রপাণির তত্ত্ব জানিতে পারেন ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—ভক্তিগম্যত্বমাহ স বেদেতি ॥ ৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভক্তিগম্যত্ব বলিতেছেন—'স বেদ' ইত্যাদি শ্লোকে ॥ ৩৮ ॥

তথ্য—অমায়া—চতুর্ব্বর্গপ্রাপ্তির উদ্দেশে স্থূল সূক্ষ্মশরীরদ্বয়ে অস্মিতার উপলব্ধিতে যে ভোগবৃত্তির উদয় হয়, উহাই মায়া, তাহার বিপরীত অমায়া অর্থাৎ হরিসেবা ভক্তি। অক্ষজজ্ঞানপ্রাবল্যে মায়াবৃত্তি-প্রভাবে বদ্ধজীবের অনর্থ। অধোক্ষজসেবাই সর্ব্বানর্থ-বিনাশিনী।

সন্ততা—নিষ্ঠা, নৈরন্তর্য্য, অবিক্ষিপ্ত সাতত্য, অনবধান রাহিত্য, দ্বিতীয়াভিনিবেশশূন্যতা।

অনুবৃত্তি—আনুকূল্য, ভক্তিপ্রতিকূল-ভাববর্জ্জিতা নিষ্ঠা। বিষয়ের পশ্চাতে আশ্রয়ের চেষ্টা বা শুদ্ধ-সেবাপ্রবৃত্তি। জীবের নশ্বর উপাধিদ্বয়ে তাৎকালিক ভোগপিপাসাই প্রতিকূলা বৃত্তি। ভাবোদয়ে প্রাতিকূল্য-বর্জ্জন বা দুঃসঙ্গ ত্যাগই অনুবৃত্তি। প্রতিকূলা বৃত্তি অভাবোখ্যা ॥ ৩৮ ॥

বিবৃতি—পূর্ব্বের শ্লোক-কথিত কর্ম্মী বা জ্ঞানী ভগবল্লীলা বুঝিতে অসমর্থ, কিন্তু ভগবদ্ভক্ত তাঁহাদের ন্যায় অভক্ত না হওয়ায় তিনি পরতত্ত্বের বিচিত্রবিলাস দর্শন করিতে সমর্থ। ভগবান্ চক্রপাণি কর্ম্মী ও জ্ঞানীর কুতর্ক-কুজ্‌ঝটিকা ভেদ পূর্ব্বক জীবের সংশয়

মেঘ দূরীভূত করিয়া তাঁহার অলৌকিক লীলাসমূহ প্রদর্শন করেন। তিনি হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপুর হননলীলাদ্বয় প্রকাশ করিয়া অক্ষজজ্ঞানাবলম্বি-জনের বিচারে অতিপরাক্রমশীল লীলা প্রকাশক বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছেন। ভক্তবৎসল ভগবানের প্রচণ্ড সংহার-লীলা এবং ভগবদনুগত ভক্তগণের অভক্তি-মত—গ্রাহরূপ নক্রমকরাদির হস্ত হইতে যিনি সুদর্শন চক্র দ্বারা পরিত্রাণ করিয়া লীলাপ্রদর্শন করেন সেইলীলাসমূহ প্রেমনয়নেই জানিতে পারা যায়। ভক্ত স্বীয় অক্ষজজ্ঞানে ভোগতৎপর না হইয়া নিরন্তর বৈকুণ্ঠ-সেবাবৃত্তিক্রমে ভগবৎ-পাদপদ্মসৌরভের ঘ্রাণ-রূপ স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়া সেবোন্মুখ হইলে তিনি ভগবানের লীলা-প্রবেশে কোন প্রকার কুণ্ঠাভাব পোষণ করেন না ।। ৩৮ ।।

অথেহ ধন্যা ভগবন্ত ইত্থং
যদ্বাসুদেবেঽখিললোকনাথে।
কুর্ব্বন্তি সর্ব্বাত্মকমাত্মভাবং
ন যত্র ভূয়ঃ পরিবর্ত্ত উগ্রঃ ।। ৩৯ ।।

অন্বয়ঃ—অথ (যতঃ ভক্ত এব ভগবত্তত্ত্বং জানাতি অতঃ ইত্যর্থঃ) ইহ (জগতি) ভগবন্তঃ (সর্ব্বজ্ঞা ভবন্তঃ) ধন্যাঃ (কৃতার্থাঃ কুতঃ) যৎ (যতঃ) ইত্থং (পূর্ব্বোক্তপ্রশ্নৈঃ) অখিললোকনাথে (সর্ব্বেশ্বরে) ভগবতি (বাসুদেব বিষ্ণৌ) সর্ব্বাত্মকং (ঐকান্তিকং) আত্মভাবং (মনোবৃত্তিং) কুর্ব্বন্তি। (যতঃ ভগবল্লীলা-রহস্যশ্রবণোৎকণ্ঠিতাঃ ভবন্তি অতো ধন্যা ইতি সরলার্থঃ) যত্র (যস্মিন্ ভগবদ্ভাবে উদিতে সতি) ভূয়ঃ (পুনরপি) উগ্রঃ (গর্ভবাসাদিদুঃখরূপঃ) পরিবর্ত্তঃ (জন্মমরণাদ্যাবর্ত্তঃ) ন (ন ভবতি) ।। ৩৯ ।।

অনুবাদ—হে ভগবত্তত্ত্বজ্ঞ মহাত্মগণ! আপনারাই এ জগতে কৃতার্থ, যেহেতু এইরূপ প্রশ্নসমূহ দ্বারা সমগ্র ভুবনপতি বাসুদেবে ঐকান্তিক মনোবৃত্তি প্রকাশ করিতেছেন। এইরূপ নিশ্চল ভাব হইলে পুন পুনঃ গর্ভবাসাদিদুঃখরূপ ভয়ঙ্কর জন্মমরণমালা হয় না ।। ৩৯ ।।

বিশ্বনাথ—ভক্তিবিহীনা বয়মেবাক্ষেপবিষয়ীভূতা ভবামেতি বিষীদতঃ শৌনকাদীনাহ অথেহেতি। ভগবন্তঃ সর্ব্বজ্ঞাঃ বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাঞ্চ স বাচ্যো ভগবানিতি বৈষ্ণবনিরুক্তেঃ সর্ব্বাত্মকমৈকান্তিকং আত্মনো মনসো ভাবং যত্র সতি পরিবর্ত্তো জন্মমরণাদ্যাবর্ত্তঃ ।। ৩৯ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভক্তি-বিহীন আমরা আক্ষেপের বিষয়ীভূত হইয়াছি'—এইরূপ বিষাদ-প্রাপ্ত শৌনকাদি মুনিগণের প্রতি বলিতেছেন—'অথেহ' অর্থাৎ ভগবত্তত্ত্বজ্ঞ আপনারাই এই জগতে ধন্য ইত্যাদি। 'ভগবন্তঃ'—এখানে ভগবান্ শব্দের অর্থ সর্ব্বজ্ঞ, 'যিনি বিদ্যা ও অবিদ্যা জানেন, তিনি ভগবান্ শব্দের দ্বারা বাচ্য'—এই বৈষ্ণব শাস্ত্রের নিরুক্তি-হেতু। সর্ব্বাত্মক বলিতে ঐকান্তিক, আত্মভাব—মনের ভাব (বাসুদেবে ঐকান্তিক মনোবৃত্তি) হইলে আর জন্ম-মরণাদিরূপ আবর্ত্তন হয় না ।। ৩৯ ।।

বিবৃতি—হে শৌনকাদি ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞগণ, আপনারা অখিল লোকপতি ভগবান বাসুদেবের বিষয় অবগত হইবার কৌতূহল প্রকাশ করিয়া ধন্য। আপনারা ঐকান্তিক মনের ভাববলে হরিকথা-শ্রবণে চেষ্টাশীল। তাদৃশভাব উদিত হইলে আর স্থূলসূক্ষ্মাত্মক শরীরদ্বয় লাভ করিয়া জন্মমরণাদির বশীভূত হইতে হয় না। যাঁহারা বাসুদেবের কথায় ঐকান্তিক মানসভাব প্রবল করেন না, তাঁহারা দরিদ্র ও অধন্য, তাহাদেরই বাসনাপ্রভাবে জগতে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া ক্লেশ পাইতে হয় ।। ৩৯ ।।

ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্।
উত্তমঃশ্লোকচরিতং চকার ভগবানৃষিঃ ।।
নিঃশ্রেয়সায় লোকস্য ধন্যং স্বস্ত্যয়নং মহৎ ।।৪০।।

অন্বয়ঃ—ভগবানৃষিঃ (বেদব্যাসঃ) লোকস্য নিঃশ্রেয়সায় (লোকস্য শ্রেষ্ঠহিতার্থং) ধন্যং মহৎ (অতিবিস্তীর্ণং) স্বস্ত্যয়নং (মঙ্গলসাধকং) উত্তমঃশ্লোকচরিতং (ভগবল্লীলাগুণবর্ণনপ্রধানং) ব্রহ্মসম্মিতং (সর্ব্ববেদতুল্যং) ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং চকার (কৃতবান্) ।। ৪০ ।।

অনুবাদ—ভগবান্ বেদব্যাস শান্তিপ্রদ কল্যাণ সাধক ভগবল্লীলা কথাময় সর্ব্ববেদতুল্য এই শ্রীমদ্ভা-

গবত নামক মহাপুরাণ জগতের পরম মঙ্গলের নিমিত্ত রচনা করিয়াছেন ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ—সূত কিমিদমপূর্ব্বমশ্রুতচরং শাস্ত্রং কথয়সীতি তত্রাহ উদমিতি। ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণস্তত্তুল্যাম্। ঋষির্ব্যাসঃ ॥ ৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হে সূত! ইহা কিরূপ অপূর্ব্ব অশ্রুতচর (অনির্ব্বচনীয়) শাস্ত্রের কথা বলিতেছ—এই আকাঙ্ক্ষায় বলিতেছেন—এই ভাগবত পুরাণ বেদতুল্য ইত্যাদি। 'ব্রহ্ম-সম্মিত'—ব্রহ্ম বলিতে শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার সদৃশ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-প্রতিনিধি এই শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র। এখানে ভগবান্ ঋষি বলিতে শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব ॥ ৪০ ॥

তথ্য—ভাঃ ২।১।৮ শ্লোকেও প্রথম চরণ দৃষ্ট হয়। ধন্য—সর্ব্বপুরুষার্থাবহ। স্বস্ত্যয়ন—সর্ব্ব-মঙ্গলাবহ। মহৎ—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মসম্মিত—শ্রীকৃষ্ণ-তুল্য ॥ ৪০ ॥

তদিদং গ্রাহয়ামাস সুতমাত্মবতাম্বরম্।
সর্ব্ববেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতম্ ॥৪১॥

অন্বয়ঃ—তৎ (তদনন্তরং) ইদং সর্ব্ববেদেতিহা-সানাং সমুদ্ধৃতং (সংগৃহীতং) সারং সারং (শ্রেষ্ঠতমং শ্রীমদ্ভাগবতং) আত্মবতাং বরং (ধীরাণাং মুখ্যং) সুতং নিজতনয়ং শুকদেবং) গ্রাহয়ামাস (অধ্যাপয়ামাস) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—তৎপরে সকল বেদ ও ইতিহাসের সারসমূহ সংগ্রহ করিয়া এই শ্রীমদ্ভাগবত ধীরগণের শ্রেষ্ঠ স্বপুত্র শ্রীশুকদেবকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ—দধিমথনাদুদ্ভূতং নবনীতমিব যদ্বেদা-দীনাং সারং সারং বস্তু তদেবেদং শ্রীভাগবতাখ্যং স্নেহেন সুতং শুকং গ্রাহয়ামাস। বেদাদিদধিমথনশ্রমং চ সফলীচকারেতি ভাবঃ। আত্মবতাং বরমিতি তাদৃ-শোঽপি সুতঃ স্বাদাধিক্যেনৈবেদং লোভাদ্গৃহ্ণাতি স্মেতিভাবঃ ॥ ৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দধি মন্থন থেকে উদ্ভূত নবনীতের ন্যায় যাহা সমস্ত বেদাদি শাস্ত্রের সার সার বস্তু, তাহাই এই শ্রীভাগবত নামক শাস্ত্র স্নেহপূর্ব্বক ব্যাসদেব নিজ পুত্র শুকদেবকে গ্রহণ (অধ্যাপন) করাইয়াছিলেন এবং বেদাদিরূপ দধি-মন্থনের শ্রম সফল করিয়াছিলেন—এই ভাব। আত্মবান্ অর্থাৎ ধীরগণের মধ্যে মুখ্য, তাদৃশ পুত্র শুকদেবও স্বাদের আধিক্য-বশতঃ লোভহেতু ইহা (এই শ্রীভাগবত শাস্ত্র) গ্রহণ করিয়াছিলেন—এই ভাব ॥ ৪১ ॥

স তু সংশ্রাবয়ামাস মহারাজং পরীক্ষিতম্।
প্রায়োপবিষ্টং গঙ্গায়াং পরীতং পরমর্ষিভিঃ ॥৪২॥

অন্বয়ঃ—স তু (আত্মবতাং বরঃ শুকঃ) গঙ্গায়াং (গঙ্গাতীরে) প্রায়োপবিষ্টং (প্রায়েণ মৃত্যুপর্য্যন্তানশনেন উপবিষ্টং পরমবিরক্তং) পরমর্ষিভিঃ (মুনিভিঃ) পরী-তং (পরিবৃতং) মহারাজং পরীক্ষিতং সংশ্রাবয়ামাস (তং প্রতি কথায়ামাস) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—সেই শুকদেব পুনরায় মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত গঙ্গাতীরে পরম বৈরাগ্যহেতু আমরণ অন-শনোপবিষ্ট মহারাজ পরীক্ষিৎকে এই শ্রীমদ্ভাগবত সংকীর্ত্তন করিয়া শ্রবণ করাইয়াছিলেন ॥ ৪২ ॥

বিশ্বনাথ—প্রায়োপবিষ্টং প্রায়ো মৃত্যুপর্য্যন্তানশনং তং ব্যাপ্য কৃতোপবেশং গোদোহনমাস্ত ইতিবৎ। প্রায়ো মরণানশনে মৃত্যৌ বাহুল্যতুল্যয়োরিতি মেদিনী ॥৪২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই শুকদেবও গঙ্গাতীরে প্রায়োপবিষ্ট মহারাজ পরীক্ষিৎকে এই শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করাইয়াছিলেন। এখানে 'প্রায়োপবিষ্ট'—শব্দের অর্থ—প্রায়ঃ শব্দে মৃত্যু পর্য্যন্ত অনশন, সেই কাল পর্য্যন্ত যিনি উপবেশন করিয়াছেন। কৃতোপ-বেশং-শব্দ 'গোদোহম্ আস্তে' গো-দোহন-কাল পর্য্যন্ত অবস্থান করেন—এই শব্দের মত। মেদিনীকোষে উক্ত আছে—মরণ-পর্য্যন্ত অনশন, মৃত্যু, বাহুল্য এবং তুল্য অর্থে প্রায় শব্দ ব্যবহৃত হয় ॥ ৪২ ॥

কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ।
কলৌ নষ্টদৃশামেষঃ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ ॥৪৩॥

অন্বয়ঃ—ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ (ভাগবতৈঃ সার্দ্ধং) কৃষ্ণে স্বধামোপগতে (লীলাং সমাপ্য নিজধামোপগতে সতি) অধুনা কলৌ (সম্প্রতি কলিযুগে) নষ্টদৃশাং

(অজ্ঞানাং অভক্তানাং সম্বন্ধে) এষঃ পুরাণার্কঃ (সূর্য্যবৎ অন্ধকার বিনাশকঃ অয়ং শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থঃ) উদিতঃ ।। ৪৩ ।।

অনুবাদ—ধর্ম্মসংস্থাপক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ লীলা সম্বরণ করিয়া ধর্ম্ম ও তত্ত্বজ্ঞানের সহিত নিজধামে গমন করিলে বর্ত্তমান কলিকালে তত্ত্বদর্শনাক্ষম অর্থাৎ অজ্ঞানান্ধ লোকদিগকে দিব্যজ্ঞানালোক প্রদান করিবার জন্য এই শ্রীমদ্ভাগবতরূপ পুরাণ সূর্য্যের উদয় হইয়াছে ।। ৪৩ ।।

বিশ্বনাথ—কিং বহুনা যদ্যুষ্মাভিঃ পৃষ্টং ধর্ম্মঃ কং শরণং গত ইতি তদিদমেব বুদ্ধস্বেত্যাহ কৃষ্ণে ইতি। স্বধাম্নো দ্বারকাতঃ সকাশাৎ উপ-সমীপং প্রভাসং গতে ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ ষড়্ভিরৈশ্বর্য্যৈঃ সহ তত্রান্তর্দধানে সতীত্যর্থঃ। তল্লীলায়া ভক্তক্ষোভকারিত্বাৎ স্পষ্টতয়ানুক্তিঃ। নষ্টদৃশাং লুপ্তজ্ঞানানাং জনানাং অত্র দৃক্পদেন তত্র চৈকদেশান্তে দৃষ্টিঃ প্রনষ্টা তমসি প্রবিষ্টেতি প্রযুক্তেন কৃষ্ণস্য সূর্য্যত্বম্। মথুরায়া উদয়শৈলত্বম্। প্রভাসস্য অস্তাচলত্বম্। শিষ্টানাং চক্রবাকত্বম্। দুষ্টানাং নীহারত্বম্। পাপানাং তমস্ত্বম্। ভক্তানাং কমলবনত্বঞ্চ বোধিতম্। অতস্তৃতীয়ে (ভাঃ ৩।২।৭)। কৃষ্ণদ্যুমনি নিম্লোচে ইতি সূর্য্যতয়া স্পষ্টোক্তিঃ। এষ পুরাণার্ক ইতি কৃষ্ণসূর্য্যোহস্তমিতে সতি পুরাণসূর্য্যোঽয়মুদিত ইতি সূর্য্যস্য প্রতিমূর্ত্তিঃ সূর্য্য এব ভবেদিতি ভাবঃ ।। ৪৩ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—অধিক কি, আপনারা যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—'ধর্ম্ম কাহার শরণ গ্রহণ করিয়াছে'—তাহা ইহাই, আপনারা অবগত হউন—তাহা বলিতেছেন—'কৃষ্ণে' ইত্যাদি শ্লোকে। শ্রীকৃষ্ণ নিজ ধাম দ্বারকা হইতে তাহার নিকটে প্রভাসে গমন করিলে, ধর্ম্ম, জ্ঞানাদি ষড়্বিধ ঐশ্বর্য্যের সহিত, সেখানে অন্তর্হিত হইলে—এই অর্থ। ভক্তজনের ক্ষোভজনক বলিয়া সেই অন্তর্দ্ধান-লীলার স্পষ্টরূপে কথন হয় নাই। নষ্টদৃক্ অর্থাৎ লুপ্ত-জ্ঞান-সম্পন্ন জন-সমূহের, এখানে দৃক্-পদের দ্বারা সেই একদেশান্তে দৃষ্টি প্রনষ্ট হইয়াছে অর্থাৎ অন্ধকারে প্রবিষ্ট হইয়াছে—এই প্রয়োগের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সূর্য্যত্ব বোঝান হইয়াছে। মথুরার উদয়শৈলত্ব, প্রভাসের অস্তাচলত্ব, শিষ্টগণের চক্রবাকত্ব, দুষ্টগণের নীহারত্ব, পাপসমূহের অন্ধকারত্ব এবং ভক্তবৃন্দের কমল-বনত্ব বোধিত হইয়াছে। অতএব শ্রীভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে বিদুরের প্রশ্নে শ্রীউদ্ধবের উক্তি—"অহে বিদুর! শ্রীকৃষ্ণরূপ দিবাকর অস্তগত হওয়ায় আমাদিগের গৃহসকল বিগতশ্রী ও কালরূপ মহাসর্পে গিলিত হইয়াছে, ইহাতে তোমার জিজ্ঞাসিত বন্ধুদিগের কুশল কি বলিব ?"—এখানে শ্রীকৃষ্ণের সূর্য্যরূপে স্পষ্ট উক্তি। এই পুরাণার্ক—এই বাক্যে কৃষ্ণরূপ সূর্য্য অস্তমিত হইলে এই (শ্রীভাগবত-রূপ) পুরাণ-সূর্য্য এখন উদিত হইতেছেন। ইহার দ্বারা সূর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি সূর্য্যই হইয়া থাকে—এই ভাব ।। ৪৩ ।।

মধ্ব—ধর্ম্মঃ কং শরণং গত ইত্যস্য তমেব ব্যাসরূপিণমিতি পরিহার উচ্যতে। ইদং ভাগবতমিত্যাদিনা ।। ৪৩ ।।

তত্র কীর্ত্তয়তো বিপ্রা বিপ্রর্ষের্ভূরিতেজসঃ।
অহঞ্চাধ্যগমং তত্র নিবিষ্টস্তদনুগ্রহাৎ।
সোঽহং বঃ শ্রাবয়িষ্যামি যথাধীতং যথামতি ।।৪৪।।

ইতি শ্রীব্রহ্মসূত্রভাষ্যে শ্রীমদ্ভাগবত-মহাপুরাণে
পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
প্রথমস্কন্ধে নৈমিষীয়োপাখ্যানে জন্ম-
গুহ্যং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ।।৩।।

অন্বয়ঃ—হে বিপ্রাঃ! তদনুগ্রহাৎ (তস্য বিপ্রর্ষেঃ কৃপয়া) তত্র (পরীক্ষিৎ-প্রশ্নসময়ে) কীর্ত্তয়তঃ (কথয়তঃ) ভূরিতেজসঃ (তেজস্বিনঃ) বিপ্রর্ষেঃ (শুকমুনেঃ সকাশাৎ) তত্র (কীর্ত্তনে) নিবিষ্টঃ (শুশ্রূষমাণঃ) অহং অধ্যগমং (জ্ঞাতবান্) সঃ অহং (অধীত ভাগবতশাস্ত্রঃ অহং ইত্যর্থঃ) যথাধীতং (অধ্যয়নানুরূপং) যথামতি (জ্ঞানানুসারেণ) বঃ (যুষ্মান্) শ্রাবয়িষ্যামি (কথয়িষ্যামি) ।। ৪৪ ।।

ইতি শ্রীভাগবত প্রথমস্কন্ধ তৃতীয়াধ্যায়স্যান্বয়ঃ সমাপ্তঃ।

অনুবাদ—হে শৌনকাদি ব্রাহ্মণগণ, সেই পরীক্ষিতের সভায় আমি উপবিষ্ট থাকিয়া কীর্ত্তন সময়ে মহাবীর্য্যশালী মুনিশ্রেষ্ঠ শ্রীশুকদেবের শ্রীমুখ হইতে তাঁহার কৃপাপ্রভাবে জানিয়াছি। সেই কীর্ত্তন শুনিয়া এখন পুনরায় আমি আপনাদিগকে শ্রীগুরু শ্রীশুক-

দেবের নিকট যেরূপ শুনিয়াছি ও যেরূপ উপলব্ধি করিয়াছি তদ্রূপ কীর্ত্তন করিব ॥ ৪৪ ॥

ইতি প্রথমস্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—তত্র সভায়াং কীর্ত্তয়তো বিপ্রর্ষেঃ শুকদেবাৎ সকাশাৎ অধ্যাগমং ইদং শাস্ত্রমধিগতবানস্মি তস্যানুগ্রহমবাপ্য তত্র সভৈকদেশে নিবিষ্ট এতাং বক্ষত্যাসৌ সূত ইতি দ্বাদশোক্তেঃ। যথাধীতং ন তু স্বকপোলকল্পিতং তত্রাপি যথামতি স্ববুদ্ধ্যা যাবদবধৃতং তাবদেব সর্ব্বমর্থজাতং তু স এব শুকদেবো বেদেতি ভাবঃ ॥ ৪৪ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
তৃতীয়ঃ প্রথমেঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গঃ সতাম্ ॥৩॥
ইতি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠক্কুরকৃতা শ্রীভাগবত-প্রথমস্কন্ধ-তৃতীয়োঽধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই মহারাজ পরীক্ষিতের সভায় (শ্রীভাগবত কথা) কীর্ত্তনকারী বিপ্রর্ষি শ্রীশুকদেবের নিকট হইতে এই শাস্ত্র আমি অধিগত করিয়াছি অর্থাৎ তাঁহার অনুগ্রহ লাভ করিয়া সেই সভার একদেশে নিবিষ্ট হইয়া আমি ইহা লাভ করিয়াছি। শ্রীভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধে শ্রীশুকদেবও শক্তিসঞ্চারপূর্ব্বক বলিয়াছেন— "হে কুরুপ্রধান! এই যে সম্মুখে সূত বসিয়া আছেন, তিনিই নৈমিষারণ্যে দীর্ঘকালব্যাপী যজ্ঞে শৌনকপ্রমুখ মুনিগণ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহাদের নিকট এই ভাগবতী সংহিতা বর্ণনা করিবেন।" 'যথাধীতং' অর্থাৎ তাঁহার নিকট অধ্যয়ন-রূপ এই শাস্ত্র, কিন্তু স্বকপোলকল্পিত নহে, তাহাতে আবার যথামতি অর্থাৎ নিজ বুদ্ধিতে যতখানি ধারণ করিতে পারিয়াছি, তাহাই আপনাদের নিকট কীর্ত্তন করিব। সমস্ত অর্থজাত সেই শ্রীশুকদেবই জানেন—এই ভাব ॥ ৪৪ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থ-দর্শিনী'—টীকার সাধুজন-সম্মত প্রথম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত হইল ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত শ্রীভাগবতের **প্রথম স্কন্ধের** তৃতীয় অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার **বঙ্গানুবাদ** সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

শ্রীমধ্ব

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-প্রথমস্কন্ধতাৎপর্য্যে শ্রীমদানন্দতীর্থ ভগবৎপাদাচার্য্য-বিরচিতে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ইতি শ্রীভাগবত প্রথমস্কন্ধ তৃতীয় অধ্যায়ের তথ্য সমাপ্ত।

বিবৃতি—শ্রীকৃষ্ণ অধোক্ষজ বস্তু। তিনি সম্বিদ্-শক্তিমান্ কেবল অদ্বয়জ্ঞান। তাঁহাতেই সকল নিত্য ধর্ম্ম আশ্রিত। তিনি আনন্দের একমাত্র সংবেত্তা। সেই অধোক্ষজ বস্তু প্রাপঞ্চিক দৃষ্টির বহির্ভূত হইলে কলিহত জীবগণ অক্ষজদর্শনে ভোগময় অন্ধকারে নিপতিত হইয়াছিল। তাহাদের অক্ষজ তর্কপ্রবৃত্তিরূপ অন্ধকার অপনোদনকল্পে কৃষ্ণ প্রাকট্যরূপ এই শ্রীভাগবতসূর্য্য উদিত হইয়াছেন। এই পুরাণসূর্য্যের সহিত মতভেদ করিয়া যে সকল অক্ষজজ্ঞানী অপরোক্ষের নামে অদ্বয়জ্ঞানকে জড়তাৎপর্য্যপর করিয়াছেন, তাঁহাদের তিমিরান্ধনয়নে এই পুরাণ-সূর্য্যের আলোক প্রবেশ করিলেই তাঁহারা পেচকের ধর্ম্ম পরিহার করিতে সমর্থ হইবেন। অক্ষজজ্ঞানে ভোগময় ধর্ম্মার্থকামের উদয় এবং অপবর্গবিচারে স্বগত সজাতীয় বিজাতীয় ভেদরহিত নির্ব্বিশেষই অদ্বয়জ্ঞানের ছলনায় লক্ষিত হয়। ঐ সকল আনুমানিক তর্কপন্থা শ্রুতিবিরুদ্ধ। তার্কিকগণের অধিরোহবাদ "জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য" শ্লোকে, "যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ' শ্লোকে, ও "শ্রেয়ঃ সৃতিং ভক্তিমুদস্য" শ্লোকে নিরসন করিয়া, "তথা ন তে মাধব" শ্লোক ও "তত্তেঽনুকম্পাং" শ্লোক দ্বারা শ্রুতির পথ অবতার-বাদ-সূর্য্য এই পুরাণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। বাসুদেব হইতে নিত্যলীলাময় অবতারের প্রপঞ্চে আবির্ভাব, উহাই নিরস্তকুহক সত্য। বাসুদেবের মায়া যে সকল অনিত্য কল্পনাপ্রসূত নশ্বর দেবাদর্শের সন্ধান পান, সেইগুলি অবতীর্ণ সত্য নহে ॥ ৪৪ ॥

ইতি প্রথমস্কন্ধ তৃতীয় অধ্যায়ের বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীভাগবত প্রথমস্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ের শ্রীগৌড়ীয়ভাষ্য সমাপ্ত।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশৌনক উবাচ

ইতি ব্রুবাণং সংস্তূয় মুনীনাং দীর্ঘসত্রিণাম্ ।
বৃদ্ধঃ কুলপতিঃ সূতং বহ্বৃচঃ শৌনকোঽব্রবীৎ ॥১॥

শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য

চতুর্থ অধ্যায়ের কথাসার

মহর্ষি বেদব্যাসের বহু তপস্যানুষ্ঠান ও শাস্ত্রপ্রণয়নাদি সত্ত্বেও চিত্তের অপ্রসন্নতাই যে তাঁহার ভাগবতারম্ভের কারণ, তাহা চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

মহাত্মা সূত এইরূপ বলিতে আরম্ভ করিলে বৃদ্ধকুলপতি শৌনকঋষি তাঁহাকে এই প্রশ্নগুলি করিলেন—"হে সূত, কখন, কোথায় এবং কেন এই ভাগবতী সংহিতার আবির্ভাব হয় এবং কাঁহার প্রেরণায় শ্রীব্যাসদেব ইহা রচনা করেন? তাঁহার পুত্র মহাভাগবত শ্রীশুকদেব সর্ব্বদা উদ্বুদ্ধ-স্বরূপ, মহাযোগী ও বিদ্বৎসন্ন্যাসী ছিলেন। কি স্ত্রী কি পুরুষ কোন বস্তুতেই তাঁহার ভোগমূলক ভেদজ্ঞান ছিল না। তিনি উন্মত্ত, জড় ও মূকের ন্যায় বিচরণ করিতে করিতে পাপী সংসারিলোকের গৃহ পবিত্র করিবার জন্যই গোদোহনকালমাত্র তাহাদের গৃহে অবস্থান করিতেন। অতএব তাঁহার সহিত রাজর্ষি পরীক্ষিতের এতদীর্ঘকালব্যাপী এমন কি আলাপ হইয়াছিল—যাহার ফলে এই সাত্বতী শ্রুতি আবির্ভূত হইয়াছেন? আর সেই রাজর্ষি পরীক্ষিতেরও পরমাশ্চর্য্য জন্ম কর্ম্ম সমূহ বর্ণন করুন। কেনই বা তিনি গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশন করিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া স্বদেহ ত্যাগ করিলেন। অপেনি শ্রেষ্ঠবক্তা, আমাদিগকে সেই সমুদয় কীর্ত্তন করুন।"

সূত তদুত্তরে কহিতে লাগিলেন—"দ্বাপরযুগ উপস্থিত হইলে মহর্ষি ব্যাসদেব পরাশরের ঔরসে উপরিচরবসুকন্যা সত্যবতীর গর্ভে শ্রীহরির অংশে অবতীর্ণ হন। একদা সেই ভূতভবিষ্যৎবেত্তা মুনিবর উপলব্ধি করিলেন যে কালবশে পৃথিবীতে যুগধর্ম্মের ব্যাভিচার এবং মানুষের দেহের অসামর্থ্যের সঙ্গে সঙ্গে ধৈর্য্য, বুদ্ধি ও আয়ুর হ্রাস এবং পরমার্থে অশ্রদ্ধা উপস্থিত হইয়াছে। অতএব যাহাতে সকল বর্ণাশ্রমেরই উপকার হয়, তজ্জন্য চিন্তা করিতে করিতে, বৈদিক যজ্ঞাদি কর্ম্মদ্বারা মানুষ শুদ্ধ হইতে পারে, স্থির করিয়া শ্রীব্যাসদেব একমাত্র বেদকেই ঋক্, সাম, যজু ও অথর্ব্ব এই চারিভাগে বিভক্ত করিলেন। ইহা ছাড়া পুরাণ ও ইতিহাস পঞ্চম বেদনামে বিখ্যাত হইল। তন্মধ্যে পৈলমুনি ঋগ্বেদে, জৈমিনী ঋষি সামবেদে, বৈশম্পায়ন ঋষি যজুর্বেদে এবং সুমন্তুমুনি অথর্ব্ববেদে আর আমার পিতা রোমহর্ষণ পুরাণ ও ইতিহাসে প্রাজ্ঞ হইলেন। তাঁহারা আবার স্ব স্ব বেদাদি বহু অংশে বিভক্ত করাইয়া স্ব-স্ব শিষ্য প্রশিষ্যাদি দ্বারা বিস্তৃত করাইয়াছেন। নির্ব্বোধ লোক যাহাতে ধারণা করিতে পারে, তজ্জন্য দয়াপরবশ হইয়া শ্রীব্যাসদেব ঐরূপ বিধান করিলেন। সংস্কারহীন স্ত্রী, শূদ্র ও সংস্কারচ্যুত পতিত দ্বিজগণ বেদশ্রবণে অনধিকারী বলিয়া তাহাদেরও কল্যাণের নিমিত্ত মহাভারতাদি রচনা করিলেন।

এইরূপ দিবারাত্র লোকমঙ্গলের জন্য চেষ্টা করিয়াও তিনি আত্মপ্রসাদ লাভে বঞ্চিত হইলেন। একদিন তিনি অপ্রসন্নচিত্তে সরস্বতীতীরে বসিয়া মনে মনে তর্ক করিতে লাগিলেন—'আমি ধর্ম্ম সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠান ও আচরণ করিয়াছি। মহাভারতাদি রচনা করিয়া অধিকার বিভাগক্রমে স্ত্রী শূদ্রাদিরও ধর্ম্ম লিপিবদ্ধ করিয়াছি, আমি নিজে প্রাজ্ঞ তবে কেন মনে শান্তিলাভ করিতে পারিতেছি না? অথবা পরমহংস ও ভগবান্ অধোক্ষজের প্রীতিকর ভাগবতধর্ম্মের কথা সবিশেষ কীর্ত্তন করি নাই বলিয়াই কি চিত্তে এই অশান্তি উপস্থিত হইল?'

এইরূপ দুঃখিত মনে বসিয়া আছেন, এমন সময় তাঁহার গুরুদেব দেবর্ষি শ্রীনারদ সেই সারস্বত আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। সর্ব্বগুরু শ্রীগুরুদেবকে দর্শন করিবামাত্র শ্রীব্যাসদেব তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্থান পূর্ব্বক যথাবিধি পূজা করিলেন।

অন্বয়ঃ—দীর্ঘসত্রিণাং মুনীনাং (মধ্যে একেন বক্তব্যে যঃ) বৃদ্ধঃ (বহুদর্শী প্রাচীনঃ) কুলপতিঃ (বৃদ্ধেষ্বপি বহুষু যঃ গণমুখ্যঃ) বহ্বৃচঃ (তেষ্বপি বহুষু যঃ সর্ব্ববেদজ্ঞঃ) শৌনকঃ ইতি ব্রুবাণং (সোঽহং বঃ শ্রাবয়িষ্যামি যথাধীতং যথামতি ইত্যাদি বাক্যং কথয়ন্তং) সূতং সংস্তূয় সম্বর্দ্ধ্য অব্রবীৎ (উবাচ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—সূত এইরূপ বলিলে তাঁহাকে সমাদর করিয়া বহুকালব্যাপি যজ্ঞকার্য্যে দীক্ষিত ঋষিগণের মধ্যে দলশ্রেষ্ঠ প্রবীণ ঋগ্বেদী শৌনকমুনি বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—তুর্য্যেঽস্য শাস্ত্রবর্য্যস্য বক্তুঃ শ্রোতুশ্চ সর্ব্বতঃ।
শ্রৈষ্ঠ্যং ব্যাসপ্রসাদশ্চ কথ্যতে যদ্বিনৈব হি ॥

বৃদ্ধো বয়সা কুলপতিরিতি কুলেন চ বহ্বৃচ ইতি বেদাভ্যাসোত্থেন জ্ঞানেন চেতি শৌনক এব প্রশ্নকর্ত্তৃত্বেন তৈর্ব্যবস্থাপিত ইতি ভাবঃ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই চতুর্থ অধ্যায়ে সর্ব্বশাস্ত্রশ্রেষ্ঠ শ্রীমদ্ভাগবতের বক্তা ও শ্রোতার সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠতা এবং যাহা ব্যতিরেকে শ্রীব্যাসদেবের চিত্তের অপ্রসন্নতা বর্ণিত হইতেছেন ॥

বয়সে বৃদ্ধ, কুলের মধ্যে যিনি মুখ্য এবং বেদাভ্যাসোত্থ জ্ঞানে প্রবীণ ঋগ্বেদী শৌনক মুনিই সমস্তমুনিগণের দ্বারা প্রশ্ন-কর্ত্তারূপে নিরূপিত হইয়াছিলেন—এই ভাব ॥ ১ ॥

তথ্য—**কুলপতিঃ**—

মুনীনাং দশসাহস্রং যোঽন্নদানাদিপোষণাৎ।
অধ্যাপয়তি বিপ্রর্ষিরসৌ কুলপতিঃ স্মৃতঃ ॥ ১ ॥

সূত সূত মহাভাগ বদ নো বদতাম্বর।
কথাং ভাগবতীং পুণ্যাং যদাহ ভগবাঞ্ছুকঃ ॥২॥

অন্বয়ঃ—হে সূত সূত, (হর্ষাতিরেকাদ্ দ্বিরুক্তিঃ) হে মহাভাগ, (হে সৌভাগ্যশালিন্ সৌভাগ্যমৃতে কোঽপি ন শাস্ত্রার্থমবগচ্ছতি) হে বদতাম্বর (বাগ্মিশ্রেষ্ঠ এতেনাপি বৈশিষ্ট্যং দর্শয়তি) ভগবান্ (যোগৈশ্বর্য্যশালী) শুকঃ যৎ (যাং কথাং) আহ (উবাচ) নঃ (অস্মভ্যং তাং) পুণ্যাং (পবিত্রাং) ভাগবতীং (ভগবৎ-সম্বন্ধিনীং) কথাং বদ (কথয়) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—শ্রীশৌনক—কহিলেন হে সূত হে পরমভাগ্যবান্, আপনি বাগ্মিশ্রেষ্ঠ, অতএব ভগবান্ শ্রীশুকদেব যে পবিত্র ভগবৎসম্বন্ধিনী কথা বলিয়াছেন সেই ভগবৎকথা আমাদিগকে বলুন ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—সূত সূতেতি হর্ষেণ দ্বিরুক্তিং যৎ যাম্ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সূত, সূত—ইহা হর্ষে দ্বিরুক্তি। যৎ বলিতে 'যাম্ ভাগবতীং কথাম্'—কথার বিশেষণ বলিয়া স্ত্রীলিঙ্গে যাম্ হইবে ॥ ২ ॥

কস্মিন্ যুগে প্রবৃত্তেয়ং স্থানে বা কেন হেতুনা।
কুতঃ সঞ্চোদিতঃ কৃষ্ণঃ কৃতবান্ সংহিতাং মুনিঃ ॥৩

অন্বয়ঃ—কস্মিন্ যুগে (কালে কস্মিন্) বা স্থানে কেন হেতুনা (কারণেন মহাভারতাদিধর্ম্মশাস্ত্রাণি কৃতবতো ব্যাসস্য পুনরেতৎ সংহিতা-করণে কিং কারণমিত্যর্থঃ) ইয়ং (সংহিতা) প্রবৃত্তা (উদ্ভূতা) মুনিঃ কৃষ্ণঃ (কৃষ্ণদ্বৈপায়নো ব্যাসঃ) কুতঃ (কেন সার্ব্ববিভক্তিকস্তসি) সঞ্চোদিতঃ (প্রবর্ত্তিতঃ সন্) সংহিতাং (শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণং) কৃতবান্ (চকার) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—হে সূত! কোন্ যুগে, কোন্ স্থানে মহাভারতাদি ধর্ম্মশাস্ত্র রচনা করিয়াও কি কারণেই বা এই পারমহংসী সংহিতা আরম্ভ করিয়াছিলেন? কাঁহা কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়া কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ঋষি এই ভাগবতী সংহিতা রচনা করেন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—কুত ইতি সার্ব্ববিভক্তিকস্তসিঃ কেনেত্যর্থঃ কৃষ্ণো ব্যাসঃ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কুতঃ'— এখানে 'সার্ব্ববিভক্তিভ্যস্তসিঃ—অর্থাৎ কেবল পঞ্চমীতে নহে, কিন্তু সমস্ত বিভক্তিতেই তস্-প্রত্যয় হইতে পারে, এই ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে তৃতীয় স্থানে তস্-প্রত্যয় হইয়াছে, অতএব 'কেন' অর্থাৎ কাহার দ্বারা 'সঞ্চোদিত' প্রবর্ত্তিত হইয়া—এই অর্থ। 'মুনিঃ কৃষ্ণঃ' —কৃষ্ণ এখানে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব ॥ ৩ ॥

তস্য পুত্রো মহাযোগী সমদৃঙ্‌নির্ব্বিকল্পকঃ।
একান্তমতিরুন্নিদ্রো গূঢ়ো মূঢ় ইবেয়তে ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—তস্য (ব্যাসস্য) পুত্রঃ (তনয়ঃ) মহাযোগী (সংযমী) সমদৃক্ (ব্রহ্মজ্ঞানী অতঃ) নির্ব্বিকল্পঃ (নিরস্তভেদঃ) একান্তমতিঃ (একস্মিন্ এব অন্তঃ সমাপ্তির্যস্যাঃ তথাভূতা মতির্যস্য সঃ স্থিরচিত্তঃ যতঃ) উন্নিদ্রঃ (যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী ইতি স্মৃতেঃ মায়াশয়নাদুদ্বুদ্ধঃ অতএব) গূঢ়ঃ (অপ্রকটঃ) মূঢ় ইব ইয়তে (প্রতীয়তে) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—সেই ব্যাসনন্দন শুকদেব মহাজ্ঞানী ব্রহ্মদর্শী, অতএব ভেদজ্ঞানরহিত ব্রহ্মৈকচিত্ত মায়াভিনিবেশরূপ নিদ্রারহিত অর্থাৎ উদ্বুদ্ধস্বরূপ ছিলেন, অতএব অজ্ঞাত পরিচয় হওয়ায় লোকে তাঁহাকে বাতুল বা জড়ের ন্যায় বোধ করিত ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—নির্ব্বিকল্পকঃ নির্ভেদজ্ঞানবান্ একস্মিন্নেবান্তঃ সমাপ্তির্যস্যাঃ সা মতির্যস্য সঃ। নিদ্রা অবিদ্যা তস্যাঃ সকাশাদুদ্গতঃ। যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমীতি (গীঃ ২।৬৯) স্মৃতেঃ ইয়তে প্রতীয়তে ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নির্ব্বিকল্পক বলিতে ভেদজ্ঞান-রহিত, একান্তমতি শব্দে একমাত্র স্থানেই (ব্রহ্মেই) যাহা সমাপ্তি লাভ করিয়াছে, তাদৃশী মতি যাঁহার অর্থাৎ যিনি স্থিরচিত্ত। উন্নিদ্র-পদে নিদ্রা অবিদ্যা, তাহা হইতে উদ্গত অর্থাৎ মায়াশয়ন হইতে যিনি উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন। শ্রীগীতায় উক্ত হইয়াছে—"আত্মসাক্ষাৎকাররূপ প্রজ্ঞা অজ্ঞানী পুরুষগণের পক্ষে রাত্রিস্বরূপ। ঈদৃশ রাত্রিতে সংযতেন্দ্রিয়গণ জাগ্রত থাকেন এবং যে অবিদ্যায় অজ্ঞানী পুরুষগণ জাগ্রত, আত্মসাক্ষাৎকারবান্ স্থিতপ্রজ্ঞের সেই অবিদ্যা রাত্রিস্বরূপ।" 'ইয়তে' বলিতে প্রতীত হয় অর্থাৎ সাধারণ লোকে তাঁহাকে জড়ের ন্যায় বোধ করিত ॥ ৪ ॥

মধ্ব—শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু। নির্ব্বিকল্পকঃ। মদীয়ং ত্বদীয়মিতি ভেদমপহায় সর্ব্বমীশ্বরাধীনমিতি স্থিতঃ।

সাম্যমীশ্বররূপেষু সর্ব্বত্র তদধীনতাম্।
পশ্যতি জ্ঞানসম্পত্ত্যা বিনিদ্রো
যঃ স যোগবিদিতি ব্রাহ্মে ॥ ৪ ॥

বিবৃতি—শ্রীব্যাসতনয় শুকদেব হঠযোগী বা রাজযোগী না হইয়া ভক্তিযোগী হওয়ায় তিনিই মহাযোগী। ভজনের উপযোগী মানবমাত্রের মধ্যে উচ্চাবচ ভাবদর্শন রহিত বলিয়া গীতোক্ত 'বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি। শুনি চৈব শ্বপাকে চ পাণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ' ॥ বাক্যমতে শুকদেব সমদর্শী। শ্বপাক বিদ্যাবিনয়-হীন বলিয়াই অস্পৃশ্য কুক্কুরভোজী। শ্রবণ যোগ্যতাক্রমে তিনিই আবার বিদ্যাবিনয়গুণে বিভূষিত হইয়া ব্রাহ্মণ। শুকদেব সূতাদিকে শ্রীমদ্ভাগবতের আচার্য্যপদে বরণ করিতে পরাঙমুখ নহেন বলিয়া নির্ব্বিকল্প। তিনি জড়ীয় দেহে আত্মদৃষ্টি-রহিত বলিয়া পুরুষাভিমানে যোষিৎসঙ্গে উদাসীন। ভগবানে ঐকান্তিক ভজন নিষ্ঠা প্রবল বলিয়া তিনি জড়ের ভোগবুদ্ধিরহিত পরমহংস। ইন্দ্রিয়পরা প্রত্যক্ষবাদরূপা নিদ্রা পরবশ না হইয়া কৃষ্ণসেবোন্মুখ। তিনি অব্যক্তলিঙ্গ বলিয়া প্রত্যক্ষবাদী তাঁহাকে জ্ঞানহীন মনে করেন ॥ ৪ ॥

দৃষ্ট্বানুযান্তমৃষিমাত্মজমপ্যনগ্নং
দেব্যো হ্রিয়া পরিদধুর্ন সুতস্য চিত্রম্।
তদ্বীক্ষ্য পৃচ্ছতি মুনৌ জগদুস্তবাস্তি
স্ত্রীপুংভিদা ন তু সুতস্য বিবিক্তদৃষ্টেঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—(নির্ব্বিকল্পত্বং প্রপঞ্চয়তি) দেব্যঃ (জলে ক্রীড়ন্ত্যোঽপ্সরসঃ) আত্মজং (ব্যাসস্য নিজপুত্রং প্রব্রজন্তং নগ্নং শুকং) অনুযান্তং (অনুগচ্ছন্তং) ঋষিং (বেদব্যাসং) অনগ্নমপি (পরিহিতবাসসমপি) দৃষ্ট্বা হ্রিয়া (লজ্জয়া) পরিচ্ছিন্ন বত্যঃ (বাসাংসি পরিহিতবত্যঃ) সুতস্য (নগ্নস্য পুরতঃ গচ্ছতঃ পুত্রস্য তু হ্রিয়া) ন (নৈব বাসাংসি পরিদধুঃ) তৎচিত্রং (আশ্চর্য্যং) বীক্ষ্য (অবলোক্য) মুনৌ (ব্যাসে) পৃচ্ছতি (সতি) (তাঃ) জগদুঃ (কথয়ামাসুঃ) (হে মুনে) তব স্ত্রীপুংভিদা (ইয়ং স্ত্রী অয়ং পুমান্ ইতি ভেদঃ) অস্তি (কিন্তু) বিবিক্তদৃষ্টেঃ (পূতাদৃষ্টির্যস্য তস্য নির্গতভেদদর্শনস্য) সুতস্য ন তু (ভেদমতির্নাস্তি ইতিঃ) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—পুত্র শুকদেব নগ্নাবস্থায় যখন প্রব্রজ্যায় গমন করিতেছিলেন তখন পশ্চাদ্গামী পিতা ব্যাসদেবকে পরিহিত-বসন দেখিয়াও জলক্রীড়ারত অপ্সরোগণ লজ্জায় বস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন। সেই

আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিয়া ব্যাসদেব তাহাদিগকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সেই অপ্সরোগণ তাঁহাকে উত্তর দিয়াছিলেন যে, আপনার স্ত্রীপুরুষ ভেদজ্ঞান বর্ত্তমান ; কিন্তু ভেদদৃষ্টিহীন আপনার পুত্র শুকদেবের তাহা নাই ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—নির্ব্বিকল্পকত্বং প্রমাণয়তি দৃষ্ট্বেতি। আত্মজং শুকং প্রব্রজ্য যান্তমনুজাতং ঋষিং ব্যাসং অনগ্নমপি দৃষ্ট্বা দেব্যো জলক্রীড়নাদুত্থিতা লজ্জয়া পরিদধুঃ স্ব-স্ব বস্ত্রাণীত্যর্থঃ ন তু সুতস্য শুকস্য দর্শনে। তচ্চিত্রং অহো যুবানং তত্রাপি নগ্নং সর্ব্বত্র স্পষ্টং বিলোকয়ন্তং মৎপুত্রং বীক্ষ্য এতা ন লজ্জিতাঃ। মাং তু বৃদ্ধং সবসনং ইতো যুবতয়ঃ খেলন্তীতি তদ্দিশি দৃশমপ্যদদানং বিলোক্য লজ্জন্তে স্ম। তদিমা এব আর্জবেন কারণং পৃচ্ছামীতি মুনৌ পৃচ্ছতি সতি জগদুঃ ইয়ং স্ত্রী অয়ং পুমানিতি তব স্ত্রীপুংভিদা অস্তি ন তু তব সুতস্য। ননু কথমেতজ্ জ্ঞাতং তত্রাহুঃ। বিবিক্তা পূতা দৃষ্টির্যস্য তস্যেতি বয়ং যুবতিজনাঃ কলাভিজ্ঞাঃ স্ত্রীপুংসয়োর্নয়নদর্শনেনৈব তদন্তস্তত্ত্বং সর্ব্বং জ্ঞাতুং প্রভবাম ইতি ভাবঃ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নির্ব্বিকল্পত্ব অর্থাৎ ভেদজ্ঞান-রহিতত্ব প্রমাণ করিতেছেন—'দৃষ্ট্বা' ইত্যাদি শ্লোকে। শ্রীভগবানে সর্ব্বস্ব সমর্পণপূর্ব্বক প্রব্রজ্যায় গমনকারী নিজপুত্র শুকদেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমনকারী ঋষি ব্যাসদেবকে অনগ্ন (পরিহিতবসন) দেখিয়াও দেবী অপ্সরাগণ জলক্রীড়া হইতে উত্থিত হইয়া লজ্জায় নিজ নিজ বসন পরিধান করিয়াছিলেন—এই অর্থ, কিন্তু পুত্র শুকদেবের দর্শনে তাঁহারা জল হইতে উঠিয়া বস্ত্র পরিধান করেন নাই। অহো, ইহা অতীব আশ্চর্য্য! পুত্র যুবা, তাহাতে আবার নগ্ন, দেহের সর্ব্বস্থান স্পষ্টরূপে লক্ষিত হইতেছে, এইরূপ আমার পুত্রকে দেখিয়া এই যুবতী রমণীগণ লজ্জিতা হইলেন না, কিন্তু বৃদ্ধ, পরিহিত-বস্ত্র, যেদিকে যুবতীগণ খেলা করিতেছেন, সেই দিকে দৃষ্টিও নিক্ষেপ করি নাই, এমন আমাকে দেখিয়া এই রমণীগণ লজ্জিতা হইলেন। অতএব সরল মনে ইঁহাদিগকে কারণ জিজ্ঞাসা করি—এই ভাবিয়া ব্যাসদেব তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা বলিলেন—হে মহামুনে! এই জন স্ত্রী, এই জন পুরুষ—এইরূপ স্ত্রী-পুরুষের ভেদজ্ঞান আপনার রহিয়াছে, কিন্তু আপনার পুত্রের সেইরূপ কোন ভেদজ্ঞান নাই। যদি জিজ্ঞাসা করি, কি করিয়া ইহা জানিলে? তাহার উত্তরে তাঁহারা বলিতেছেন, আপনার পুত্র বিবিক্ত অর্থাৎ পবিত্র দৃষ্টি সম্পন্ন (ভেদদর্শন তাঁহার নাই)। আমরা যুবতিজন কলাভিজ্ঞ, স্ত্রী-পুরুষের নয়ন দর্শনেই তাহাদের অন্তরের সকল তত্ত্ব জানিতে সমর্থ—এই ভাব ॥ ৫ ॥

বিবৃতি—বিদ্বৎসন্ন্যাসী আকুমারব্রতী, শ্রীশুকদেব অপ্রাকৃত দৃষ্টিবিশিষ্ট ছিলেন। তাঁহার পরিধেয় বসন ছিল না। হৃদয়ে কামনার অভাবে বাহ্য জগতের কামোপকরণগুলি তাঁহার চিত্তাকর্ষণে সমর্থ হয় নাই। পরিহিতবাস ব্যাস পরিণতবয়স্ক হইলেও তাঁহার দর্শনে দেবীগণ লজ্জাবিশিষ্টা হইয়াছিলেন। পার্থিব অধিষ্ঠানে স্ত্রীপুরুষভেদরূপ হেয়তা উৎপাদন করে। অদ্বয়জ্ঞানে বিষয়ভ্রম বিবেকের মধ্যে কোন প্রকার অনুপাদেয়তা নাই। সেইজন্য হরিরসপ্রমত্ত কৃষ্ণসেবোন্মুখ শুকের পারমহংস্য অনুষ্ঠানে ভোগময় দৃষ্টি ছিল না। প্রত্যক্ষজ্ঞানে ভোগিগণ ভক্তের বিষয়-স্বীকার সন্দর্শন করিয়া আত্মবৎ মনে করায় তাহাদের ভক্তে বিবর্ত্তবুদ্ধি হয়। তাহার ফলে অপরাধ ব্যতীত আর কিছুই লাভ হয় না। সেই জন্যই শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন—

"দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈর্বপুষশ্চ দোষৈ-
র্ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ ॥" ॥৫॥

কথমালক্ষিতঃ পৌরৈঃ সংপ্রাপ্তঃ কুরুজাঙ্গলান্।
উন্মত্তমূকজড়বদ্বিচরন্ গজসাহ্বয়ে ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—(প্রথমং) কুরুজাঙ্গলান্ (কুরূন্ জাঙ্গলনামকদেশবিশেষাংশ্চ) সংপ্রাপ্তঃ (ততঃ) গজসাহ্বয়ে (গজেন সহিত আহ্বয়ো নাম যস্য তস্মিন্ হস্তিনাপুরে হস্তীনামরাজা তেন নির্ম্মিতত্বাৎ) উন্মত্তঃ মূকজড়বৎ বিচরন্ (ভ্রমন্ সঃ শুকদেবঃ) কথং পৌরৈঃ (পুরবাসিজনৈঃ) আলক্ষিতঃ (পরিজ্ঞাতঃ) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—এই ভাবে সেই শুকদেব প্রথমে কুরু ও জাঙ্গল প্রদেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তৎপর হস্তিনাপুরে কখনও পাগলের ন্যায় কখনও নির্ব্বাক্ হইয়া কখনও মূঢ়ের ন্যায় ভ্রমণ করিতেছিলেন। সেই হস্তিনাপুরবাসিগণ কি প্রকারে তাঁহাকে চিনিয়াছিল ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ— কুরুজাঙ্গলান্ দেশবিশেষান্ গজেন সহ আহ্বয়ো নাম যস্য তস্মিন্ হস্তিনাপুরে বিচরন্ ॥৬॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কুরু এবং জাঙ্গল—দেশ-বিশেষের নাম। গজসাহ্বয়ে অর্থাৎ গজের সহিত যাহার নাম, সেখানে হস্তিনাপুরে (হস্তী নামক রাজা সেই পুরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া স্ব-নামে পুরীর নাম হস্তিনাপুর), বিচরণ করিতে করিতে ॥৬॥

তথ্য—কুরুজাঙ্গল। কুরু অর্থাৎ কুরুক্ষেত্র, স্যমন্তপঞ্চক (মনু)

জাঙ্গল—অল্পোদকতৃণো যস্তু প্রবাতঃ প্রচুরাতপঃ।
স জ্ঞেয়ো জাঙ্গলো দেশো বহুধান্যাদিসংযুতঃ ॥

উন্মত্তজড়বৎ— ভাঃ ১।১৯।২৫

"তত্রাভবদ্ভগবান্ ব্যাসপুত্রো
যদৃচ্ছয়া গামটমানোঽনপেক্ষঃ।
অলক্ষ্যলিঙ্গো নিজলাভতুষ্টো
বৃতশ্চ বালৈরবধূতবেশঃ ॥"

গজসাহ্বয়—হস্তিনামক রাজনির্ম্মিত নগর। উহা হস্তিনাপুর নামে খ্যাত; বর্ত্তমান দিল্লী নগরীর সমীপবর্ত্তী ॥ ৬ ॥

কথং বা পাণ্ডবেয়স্য রাজর্ষের্মুনিনা সহ।
সংবাদঃ সমভূত্তাত যত্রৈষা সাত্বতী শ্রুতিঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—হে তাত, (পিতঃ শ্রবণগুরুত্বাৎ) কথং বা (কেন প্রকারেণ বা) মুনিনা (এবং ভূতেন শুকদেবেন) সহ (সার্দ্ধং) পাণ্ডবেয়স্য (পাণ্ডু-বংশোদ্ভবস্য) রাজর্ষেঃ (পরীক্ষিতঃ) সংবাদঃ (আলাপনং) সমভূৎ (সঞ্জাতঃ) যত্র (যস্মিন্ সংবাদে) এষা সাত্বতী (ভাগবতী) শ্রুতিঃ (সংহিতা প্রকাশিতা ইতি যাবৎ) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—হে তাত, কিরূপেই বা এতাদৃশ ভেদ-জ্ঞানরহিত মহামুনি শুকদেবের সহিত পাণ্ডববংশীয় রাজর্ষি পরীক্ষিতের কথাবার্ত্তা হইল, যে আলাপ-ফলে এই ভাগবতী সংহিতা প্রকট হইলেন ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—পাণ্ডবেয়স্য পরীক্ষিতঃ মুনিনা শুকেন শ্রুতিঃ সংহিতা ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পাণ্ডবেয়স্য' অর্থাৎ পাণ্ডু-বংশোদ্ভূত পরীক্ষিতের, মুনি শুকদেবের সহিত (আলাপ হইয়াছিল)। শ্রুতি বলিতে (বেদ-সার) সংহিতা ॥ ৭ ॥

তথ্য—সাত্বতী শ্রুতি। শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থ পারম-হংসী সংহিতা, সাত্বত সংহিতা, বৈয়াসকী বা শুক-গীতা ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য বা সাত্বতী শ্রুতি নামেও কথিত হয়। যেরূপ মহাভারতের অন্তর্গত ভগবদ্‌গীতাকে গীতোপনিষৎ বলা হয়, তদ্রূপ শ্রীমদ্ভাগবতও ভাগ-বতোপনিষৎ নামে উক্ত হয় ॥ ৭ ॥

স গোদোহনমাত্রং হি গৃহেষু গৃহমেধিনাম্।
অবেক্ষতে মহাভাগস্তীর্থীকুর্ব্বংস্তদাশ্রমম্ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—স মহাভাগঃ মুনিঃ (শুকদেবঃ) গৃহমেধিনাং (গৃহস্থানাং) আশ্রমং (আলয়ং) তীর্থীকুর্ব্বন্ (আগমনেন পবিত্রী কুর্ব্বন্ ন তু ভিক্ষার্থং) গোদোহনমাত্রং (গোদোহনপরিমাণ-কালমাত্রং) অবেক্ষতে হি (প্রতীক্ষতে ন তু বহুক্ষণম্) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—এই পরম ভাগ্যবান্ শুকদেব গৃহব্রত-গণের ঘরে ঘরে গমন করিয়া তাহাদের আশ্রম, কেবল পবিত্র করিবার অভিলাষেই ভিক্ষাসংগ্রহ ছলে গোদোহন কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতেন ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—শুকস্য তেন সহ বহুকালাবস্থিতিরেত-দ্ব্যাখ্যানুরোধেনৈব সংভবেন্নান্যথেত্যাহ স গোদোহন-মাত্রং কালং ভিক্ষামিষেণ প্রতীক্ষতে বস্তুতস্তু তেষা-মাশ্রমং তীর্থীকুর্ব্বন্। তত্রত্য জীবমাত্রেভ্যোঽপি সদ্-গতিং প্রদাতুমিতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই ব্যাখ্যার অনুরোধেই মহারাজ পরীক্ষিতের সহিত শ্রীল শুকদেবের বহুকাল অবস্থিতির সম্ভাবনা, তাহা না হইলে এই শ্রীভাগবত-সংহিতা কি করিয়া প্রকাশিত হইলেন, এইজন্য বলিতেছেন—তিনি গো-দোহনমাত্র (অর্থাৎ গাভী দোহনের জন্য যতটুকু সময়ের প্রয়োজন) কাল

ভিক্ষার ছলে গৃহস্থের গৃহ-সমীপে অপেক্ষা করিতেন, বস্তুতঃ তাহাদের আশ্রমকে পবিত্র করিবার জন্যই তাঁহার অবস্থিতি। সেখানকার (মায়াবদ্ধ) জীব-গণের সদ্‌গতি প্রদানের জন্যই তাঁহার (গৃহস্থের গৃহে) গমন—এই ভাব ॥ ৮ ॥

তথ্য—গোদোহনমাত্রং হারীত সংহিতায় চতুর্থ অধ্যায়ে ৫৫ ও পরবর্ত্তী শ্লোকে—

বৈশ্বদেবং ততঃ কুর্য্যাদ্বলিকর্ম্মবিধানতঃ।
গোদোহমাত্রমাকাঙ্ক্ষেদতিথিং প্রতি বৈ গৃহী॥

দেখা যায় যে, গৃহস্থ নিজগৃহে বিষ্ণুর অর্চ্চন করিয়া বলিকর্ম্মবিধানানুসারে বৈশ্বদেবকে বলি দিবে। যে সময়ের মধ্যে গো-দোহন হইতে পারে তৎকালাবধি অতিথির অপেক্ষা করিবে। পরিব্রাজক ব্রহ্মচারী ভিক্ষুককে অনিবেদিত ব্যঞ্জনসমন্বিত অন্নযুক্ত ভিক্ষা দিবে। বৈশ্বদেব বলি সমাপ্ত না হইতেই যদি ভিক্ষু উপস্থিত হন, তবে বৈশ্বদেবের অন্নাদি তুলিয়া লইয়া স্বতন্ত্র অন্ন তাঁহাকে দিয়া পরিত্যাগ করিবে। সেই জন্য সন্নাসী গৃহে উপস্থিত হইলে সমাহিত হইয়া তাঁহাকে ভিক্ষা দিবে এবং সন্ন্যাসিগণ বিষ্ণুস্বরূপ এই-রূপ নিঃসন্দেহ ভাবনা করিবে।

ভিক্ষাই ব্রাহ্মণের একমাত্র বৃত্তি হইলেও কর্ম্ম-কাণ্ডাশ্রিত সকাম ব্রাহ্মণ গৃহস্থের নিকট হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া **স্বীয়** উদর ও সংসার ভরণপোষণাদি-দ্বারা নিজেন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধন করেন এবং অতিথি ও পুণ্যকর্ম্ম করিয়া স্বর্গাদি লোকই লাভ করেন পরন্তু তদ্দ্বারা তাহারা ভববন্ধনমোচন বা উদ্ধার-সাধন হইতে পারে না। কিন্তু শুকদেবসদৃশ একান্তভাবে ভগবদাশ্রিত নিষ্কিঞ্চন মহীয়ান্ পরমহংসগণ ভবকূপ-নিমগ্ন সংসারী গৃহমেধিগণের গৃহে দুগ্ধদোহনকালে গমন করিয়া, যে ভিক্ষা গ্রহণাভিনয় প্রদর্শন করেন, তাহা কেবল অশেষ দুষ্কৃতিশালী অনাদিবহির্ম্মুখ **বিষয়িগণের** দ্রব্যসমূহের কিঞ্চিদংশমাত্র গ্রহণপূর্ব্বক **সকল বিষয়ের** একমাত্র ভোক্তা ভগবানকে সমর্পণ **করতঃ** তাহাদের জন্ম-জন্মান্তরীণ পুঞ্জীভূত দুর্গতি মোচন **করিয়া সুকৃতি** উৎপাদনরূপ তাঁহাদের অমন্দো-দয়া **দয়ার প্রকাশ** ব্যতীত আর কিছুই নহে। "মহা-ন্তের স্বভাব এই তারিতে পামর। নিজ কার্য্য নাই তবু যান তার ঘর॥" **দুগ্ধ** উদরপোষণরূপ ইন্দ্রিয়-তর্পণের নিমিত্ত তাঁহারা কখনই কোথায়ও যান না। ভগবানই ভিখারীবেশী ভক্তরূপে ঐরূপ ভিক্ষাগ্রহণ ছলে দুষ্কৃতিশালী জীবকে উদ্ধার করেন। শাস্ত্রেও আছে যে, ভক্তমুখেই ভগবান্ ভোজন করেন।

শ্রীধরস্বামী বলেন, শ্রীশুকদেব গো-দুগ্ধ ভিক্ষা করিবার জন্য গৃহস্থের গৃহে উপস্থিত হইতেন না। কথাটী খুবই সত্য। ভাগবত পরমহংসগণ গৃহস্থের গৃহ হইতে যে ভিক্ষা সংগ্রহ করেন, তাহা তাঁহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণ জন্য নহে, পরন্তু তাহা তাঁহাদের ভগবৎ-সেবার উপকরণমাত্র। ভগবৎপ্রসাদ গ্রহণ সাধারণ ভোগী ব্রাহ্মণ বা কর্ম্মিসন্ন্যাসীর ভোজনের সমজাতীয় নহে। এ জন্যই শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদ শুকদেবের ভিক্ষাকে ছলভিক্ষা বলিয়াছেন। গৃহব্রতগণের অজ্ঞাত সুকৃতি লাভ করাইবার জন্য তাঁহাদের একমাত্র প্রচেষ্টা ॥৮॥

অভিমন্যুসুতং সূত প্রাহুর্ভাগবতোত্তমম্।
তস্য জন্ম মহাশ্চর্য্যং কর্ম্মাণি চ গৃণীহি নঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—হে সূত, অভিমন্যুসুতং (পরীক্ষিতং) ভাগবতোত্তমং (মহাভাগবতং) প্রাহুঃ (কথয়ন্তি মুনয়ঃ ইতি শেষঃ) তস্য মহাশ্চর্য্যং (অতীববিস্ময়জনকং) জন্ম (উৎপত্তিং) কর্ম্মাণি চ (ক্রিয়াঃ চ) নঃ (অস্মভ্যং) গৃণীহি (কথয়) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—হে সূত, অভিমন্যু-পুত্র পরীক্ষিৎকে মহাভাগবত বলিয়া লোকে বলিয়া থাকে, সেই রাজা পরীক্ষিতের অত্যাশ্চর্য্য জন্ম ও কর্ম্মসমূহ আমাদিগকে বলুন্ ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—গৃণীহি কথয় ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গৃণীহি'—অর্থ বলুন ॥ ৯ ॥

স সম্রাট্ কস্য বা হেতোঃ পাণ্ডূনাং মানবর্দ্ধনঃ।
প্রায়োপবিষ্টো গঙ্গায়ামনাদৃত্যাধিরাট্‌শ্রিয়ম্ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—কস্য বা হেতোঃ (কস্মাৎ কারণাৎ বেতি বিতর্কে) পাণ্ডূনাং মানবর্দ্ধনঃ (পাণ্ডুকুলললামঃ) সঃ (পরীক্ষিৎ) অধিরাট্-শ্রিয়ং (অধিরাজাং সম্পদম্) অনাদৃত্য গঙ্গায়াং (গঙ্গাতীরে) প্রায়োপবিষ্টঃ (অনশনব্রতাবলম্বী বভূব) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—পাণ্ডুবংশের গৌরব সেই রাজাধিরাজ পরীক্ষিৎ কি কারণে রাজ্যলক্ষ্মী উপেক্ষা করিয়া গঙ্গাতীরে অনশনব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—অধিকৃত্য রাজন্তীত্যধিরাজো যুধিষ্ঠিরাদ্যাস্তেষামপি শ্রিয়ং প্রাপ্তামনাদৃত্য ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অধিরাট্ (ক্বিবন্ত-প্রয়োগ); ঐশ্বর্য্য অধিকার করিয়া যিনি বিরাজিত, (অধিরাজঃ) যুধিষ্ঠিরাদির সম্পদও প্রাপ্ত হইয়া, তাহাও অনাদর করিয়া (কিজন্য গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশন করিয়াছিলেন) ॥ ১০ ॥

নমন্তি যৎপাদনিকেতমাত্মনঃ
শিবায় হানীয় ধনানি শত্রবঃ ।
কথং স বীরঃ শ্রিয়মঙ্গ দুস্ত্যজাং
যুবৈষতোৎস্রষ্টুমহো সহাসুভিঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—অঙ্গ (হে সূত) শত্রবঃ (বিপক্ষীয়াঃ) আত্মনঃ (স্বস্য) শিবায় (মঙ্গলায়) ধনানি আনীয় (উপায়নীকৃত্বা) যৎপাদনিকেতং (যস্য পরীক্ষিতশ্চরণপীঠং) নমন্তি হ (স্ফুটং প্রণমন্তি) অহো (আশ্চর্য্যং) যুবা (তরুণ এব) বীরঃ সঃ (প্রবলপরাক্রান্তঃ পরিক্ষিৎ) কথং দুস্ত্যজাং (ত্যক্তুমশক্যাং) শ্রিয়ং (রাজলক্ষ্মীং) অসুভিঃ (প্রাণৈঃ) সহ উৎস্রষ্টুং (ত্যক্তুম্) ঐষত (ঐচ্ছৎ আর্ষপ্রয়োগঃ) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—হে সূত, বিপক্ষগণ আপনাদের মঙ্গলের নিমিত্ত ধনরত্ন প্রভৃতি উপহার আনয়ন করিয়া যাঁহার পাদপীঠে প্রণাম করিতেন, সেই মহাবীর রাজা পরীক্ষিৎ তরুণ যৌবনকালেই প্রাণের সঙ্গে সঙ্গে দুষ্পরিহার্য্য রাজ্যলক্ষ্মীকে কি কারণে পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—পাদনিকেতং পাদপীঠং হ স্ফুটং যুবা ন তু বৃদ্ধঃ ঐষত ঐচ্ছৎ অসুভিঃ প্রাণৈরপি সহ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পাদনিকেতং'—বলিতে পাদপীঠ, হ শব্দের অর্থ স্পষ্ট। যুবা, কিন্তু বৃদ্ধ নহে। ঐষত—ঐচ্ছৎ ইচ্ছা করিয়াছিলেন। (আত্মনেপদ প্রয়োগ আর্ষ)। অসুভিঃ—অর্থ প্রাণের সহিত ॥১১॥

শিবায় লোকস্য ভবায় ভূতয়ে
য উত্তমঃশ্লোকপরায়ণাঃ জনাঃ ।
জীবন্তি নাত্মার্থমসৌ পরাশ্রয়ং
মুমোচ নির্ব্বিদ্য কুতঃ কলেবরম্ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—যে জনাঃ উত্তমঃশ্লোকপরায়ণাঃ (ভগবদ্ভক্তাঃ) (তে) লোকস্য (ভুবনস্য) শিবায় (সুখায়) ভবায় (সমৃদ্ধ্যৈ) ভূতয়ে (ঐশ্বর্য্যায় চ) জীবন্তি (প্রাণান্ ধারয়ন্তি) ন তু আত্মার্থং (পরোপকারায় সতাং হি জীবনং ন তু আত্মকৃতে) অসৌ রাজা (পরীক্ষিৎ) নির্ব্বিদ্য (বিরজ্য বৈরাগ্যমবলম্ব্য) কুতঃ (কস্মাৎ কারণাৎ) পরাশ্রয়ং (পরেষামাশ্রয়ং) কলেবরং (দেহং) মুমোচ (ত্যক্তবান্) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—যে সকল ব্যক্তি ভগবৎপরায়ণ তাঁহারা বিশ্বের সুখসমৃদ্ধি এবং ঐশ্বর্য্যের নিমিত্তই জীবন ধারণ করেন স্বার্থ সিদ্ধির জন্য নহে। তাঁহা হইলে ঐ রাজা পরীক্ষিৎ বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া প্রজাবর্গের আশ্রয়স্বরূপ স্বীয় দেহ কি নিমিত্ত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—লোকস্য শিবায় মঙ্গলায় তদেব দ্বিধা-ভূতং বিবৃণোতি। ভবায় ভবঃ সংসারস্তন্নিবৃত্ত্যৈ মশকায় ধূম ইতি বৎ। যদ্বা ভবং সংহর্ত্তুং ক্রিয়ার্থোপপদস্যেত্যাদিনা চতুর্থী। ভূতয়ে সম্পত্ত্যৈ পরাশ্রয়ং পরেষামুকারি। ন হি পরোপজীব্যং বস্তু নির্ব্বিদ্যাপি ত্যক্তুমুচিতমিতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—লোকস্য—জগতের এবং তত্রস্থ প্রাণিগণের মঙ্গলের নিমিত্ত, তাহাই দুই প্রকারে প্রকাশ করিতেছেন। 'ভবায়'—সমৃদ্ধির জন্য, ভব শব্দের অর্থ সংসার (জন্ম-মরণাদি পুনঃ পুনঃ গতাগতি), তাহার নিবৃত্তির জন্য। এখানে ভব-শব্দের চতুর্থী বিভক্তি (ভবায়) হইয়াছে—('নিবৃত্তৌ নিবর্ত্তনীয়াৎ'—এই সূত্র অনুসারে, অর্থাৎ নিবৃত্তি বুঝাইলে, নিবর্ত্তনীয়ের, যাহা বা যাহাকে নিবৃত্ত করিতে হইবে তাহার উত্তর চতুর্থী বিভক্তি হয়।) যেমন মশকায় ধূমঃ—মশক নিবৃত্তির জন্য ধূম। অথবা 'ভবং সংহর্ত্তুং—সংসারকে সংহার করিবার জন্য, এখানে 'ক্রিয়ার্থোপপদস্য চ কর্ম্মণি স্থানিনঃ'—(অর্থাৎ যদি কোনও তুমন্তক্রিয়া উহ্য থাকে, তবে সেই তুমন্ত ক্রিয়ার কর্ম্মকারকে চতুর্থী বিভক্তি হয়)

এই সূত্র অনুসারে সংহর্ত্তুং—এই তুমন্ত ক্রিয়ার কর্ম্ম যে ভব, তাহার উত্তর চতুর্থী ভবায় হইয়াছে। 'ভূতয়ে' অর্থাৎ সম্পত্তি, ঐশ্বর্য্যের জন্য। 'পরাশ্রয়'—বলিতে অপরের উপকারের জন্য (যে দেহ)। পরোপজীব্য বস্তু অর্থাৎ যে বস্তুর দ্বারা অপরে জীবন ধারণ করে, তাদৃশ বস্তু (রাজদেহ), নির্ব্বিণ্ণ হইয়াও পরিত্যাগ করা উচিত নহে—এই ভাব ॥ ১২ ॥

তৎ সর্ব্বং নঃ সমাচক্ষ্ব পৃষ্টো যদিহ কিঞ্চন।
মন্যে ত্বাং বিষয়ে বাচাং স্নাতমন্যত্র ছান্দসাৎ ॥১৩॥

অন্বয়ঃ—ইহ (অস্মিন্ বিষয়ে) ত্বং যৎ কিঞ্চন পৃষ্টঃ (জিজ্ঞাসিতঃ অসি) তৎ সর্ব্বং নঃ (অস্মভ্যং) সমাচক্ষ্ব (কথয়) (যস্মাৎ) ছান্দসাৎ (বৈদিকাৎ) অন্যত্র (বেদং বিনা অন্যস্মিন্ শাস্ত্রে ইতি যাবৎ) বাচাং বিষয়ে (গিরাং গোচরে অর্থে) ত্বাং (ভবন্তং) স্নাতং (পারংগতং) মন্যে ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—উল্লিখিত বিষয় সম্বন্ধে আপনাকে যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করিয়াছি তৎসমুদয় আমাদিগকে বলুন, যেহেতু বলিবার যোগ্য বিষয়সমূহের মধ্যে কর্ম্মকাণ্ড-প্রতিপাদক অপর শাস্ত্র ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত পর-শাস্ত্রাদিতে আপনাকে পারঙ্গত বলিয়া মনে করি ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—স্নাতং পারগং বক্তুমতিসমর্থমিত্যর্থঃ। ছান্দসাৎ বৈদিকাদ্বাক্যাদন্যত্র তত্রানধিকারাদিত্যর্থঃ। ন চৈবং সূতাধিকারাদ্বেদেভ্যোঽস্য শাস্ত্রস্য ন্যূনত্বমাশঙ্ক্যং সকল-নিগমবল্লীসৎফলে ভগবন্নাম্নি সর্ব্বেষামধিকারাৎ। (ভাঃ ১।১।৩) নিগমকল্পতরোঃ ফলমিত্যখিলশ্রুতিসারমিত্যত্রৈবোক্তেঃ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্নাত' শব্দের অর্থ পারঙ্গত বলিতে অতিশয় সমর্থ—এই অর্থ। 'ছান্দস' অর্থাৎ বৈদিক বাক্য ব্যতীত অন্যত্র, বেদে অনধিকার-হেতু। এই বলিয়া ইহা কখনই আশঙ্কা করা উচিত নহে যে শ্রীভাগবত-কথনে সূতের অধিকার-হেতু বেদ অপেক্ষা—এই শ্রীভাগবত শাস্ত্রের ন্যূনত্ব। 'সকল নিগম-বল্লীর সৎফল শ্রীভগবানের নামে সকলেরই অধিকার রহিয়াছে। শ্রীভাগবতেই বলা হইয়াছে—'বেদ-রূপ কল্পবৃক্ষের ফল এই শ্রীমদ্‌ভাগবত।' এবং 'সমগ্র শ্রুতির (বেদের) সার—এই ভাগবত'। (পুরাণ ও ইতিহাস—বেদই, এইজন্য শ্রীভাগবত বক্তার বেদাদিতেও অধিকার রহিয়াছে। প্রণবময় বেদে স্বরাদির পার্থক্য—এই ভেদ থাকিলেও বিশিষ্ট একার্থ-প্রতিপাদক পদকদম্বের অপৌরুষেয়ত্ব-হেতু অভেদ নির্ণীত হইয়াছে। 'ঋতে ছান্দসাৎ'—শ্রীশৌনক মুনির এই বাক্যের তাৎপর্য্য—বৈদিক স্বর ও ক্রিয়াকাণ্ডে আমরাই নিপুণ, যে বিষয়ে আমাদের ন্যূনতা, সেই শ্রীকৃষ্ণ-কথামৃতই তুমি আমাদের পান করাও এবং তুমি তাহাতেই যোগ্য অধিকারী।) ॥ ১৩ ॥

তথ্য—ছান্দসাৎ অন্যত্র বাচাং বিষয়ে স্নাতং—তত্ত্বসন্দর্ভে ১২, ১৩ ও ১৫ সংখ্যায় শ্রীজীবপাদের উক্তি—

"তত্র চ বেদশব্দস্য সম্প্রতি দুষ্পারত্বাদ্ দুরধিগমার্থত্বাচ্চ তদর্থ-নির্ণায়কানাং মুনীনামপি পরস্পর-বিরোধাদ্ বেদরূপো বেদার্থ-নির্ণায়কশ্চেতিহাস-পুরাণাত্মকঃ শব্দ এব বিচারণীয়ঃ। তত্র চ যো বা বেদশব্দো নাত্মবিদিতঃ সোঽপি তদ্‌দৃষ্ট্যানুমেয় এবেতি সম্প্রতি তস্যৈব প্রমোৎপাদকত্বং স্থিতম্। তথাহি মহাভারতে (আদি ১।২৬৭) "ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ" * * * বিশিষ্টৈকার্থ-প্রতিপাদক-পদকদম্বস্যাপৌরুষেয়ত্বাদভেদেঽপি স্বর-ক্রম-ভেদাদ্ ভেদনির্দ্দেশোঽপ্যুপপদ্যতে। ঋগাদিভিঃ সমমনয়োরপৌরুষেয়ত্বেনাভেদো মাধ্যন্দিন-শ্রুতাবেব ব্যজ্যতে (বৃঃ আঃ ২।৪।১০, মৈত্রী উ ৬।৩২) * * * অতএবাস্য মহতো ভূতস্যেত্যাদাবিতিহাসপুরাণয়োশ্চতুর্ণামেবান্তর্ভূততত্ত্বকল্পনায়া প্রসিদ্ধপ্রত্যাখ্যানং নিরস্তম্। * * * তদেবমিতিহাস-পুরাণয়োর্বেদত্বং সিদ্ধম্। তথাপি সূতাদীনামধিকারঃ সকলনিগমবল্লীসৎফল শ্রীকৃষ্ণনামবৎ। যথা চোক্তং বিষ্ণুধর্ম্মে—

"ঋগ্বেদোঽথ যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽপ্যথর্ব্বণঃ।
অধীতাস্তেন যেনোক্তং হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্ ॥"

স্কান্দে প্রভাসখণ্ডেও—

"যো বেদ চতুরো বেদান্ সাঙ্গোপনিষদো দ্বিজঃ।
পুরাণং নৈব জানাতি ন চ স্যাদ্বিচক্ষণঃ ॥"

মাধ্বভাষ্যধৃত ব্যোমসংহিতা বচনেও—

"অন্ত্যজা অপি যে ভক্তা নামজ্ঞানাধিকারিণঃ।
স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং তন্ত্রজ্ঞানেঽধিকারিতা ॥

ত্রৈবর্ণিকানাং বেদোক্তং সম্যগ্ ভক্তিমতাং হরৌ।
আহুরপ্যুত্তমস্ত্রীণামধিকারন্ত বৈদিকে ॥"

শ্রীশুকদেবের ন্যায় ভাগবত পরমহংসগণের শ্রীমুখে কীর্ত্তন, শ্রবণ ও সেবা দ্বারাই দিব্যজ্ঞান লাভহেতুই শ্রীসূতের ব্রাহ্মণগণেরও গুরুত্বে অধিকার, ভাঃ ১।১৮।১৮ সূতোক্তি—

"অহো বয়ং জন্মভৃতোহদ্য হাস্ম-
বৃদ্ধানুবৃত্ত্যাপি বিলোমজাতাঃ।
দৌষ্কুল্যমাধিং বিধুনোতি শীঘ্রং
মহত্তমানামভিধানযোগঃ ॥"

শ্রীসূতের পিতা রোমহর্ষণেরও বহু ব্রাহ্মণ শিষ্য ছিল, ভাঃ ১২।৭।৫-৭ শ্রীসূতোক্তি—

"ত্রয্যারুণিঃ কশ্যপশ্চ সাবর্ণিরকৃতব্রণঃ।
বৈশম্পায়নহারীতৌ ষড়্ বৈ পৌরাণিকা ইমে ॥
অধীয়ন্ত ব্যাসশিষ্যাৎ সংহিতাং মৎপিতুর্মুখাৎ।
একৈকামহমেতেষাং শিষ্যঃ সর্ব্বাঃ সমধ্যগাম্ ॥
কশ্যপোহহঞ্চ সাবর্ণী রামশিষ্যোঽকৃতব্রণঃ ॥
অধীমহি ব্যাসশিষ্যাচ্চত্বারো মূলসংহিতাঃ ॥"

কূর্ম্মপুরাণে ১৩ অধ্যায়ে শ্রীসূতোক্তি যথা—

"বেণপুত্রস্য বিততে পুরা পৈতামহে মখে।
সূতঃ পৌরাণিকো জজ্ঞে মায়ারূপঃ স্বয়ং হরিঃ ॥
প্রবক্তা সর্ব্বশাস্ত্রাণাং ধর্ম্মজ্ঞো গুণবৎসলঃ।
তং মাং বিত্থ মুনিশ্রেষ্ঠাঃ পূর্ব্বোদ্ভূতং সনাতনম্ ॥
এতস্মিন্নন্তরে ব্যাসঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ স্বয়ম্।
শ্রাবয়ামাস সম্প্রীত্যা পুরাণং পুরুষোত্তমঃ ॥
মদন্বয়ে চ যে পুত্রাঃ সম্ভূতা বেদবর্জ্জিতাঃ।
তেষাং পুরাণবক্তৃত্বং বৃত্তিরাসীদজাজ্ঞয়া" ॥ ১৩ ॥

বিবৃতি—শ্রীশৌনকাদি ঋষিগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শৌনক। তিনি নিরবচ্ছিন্ন সংস্কার সম্পন্ন শৌক্র-ব্রাহ্মণকুলের অধস্তন নহেন। তাঁহার অনুগত ঋষিগণ সকলেই যে নিরবচ্ছিন্ন সংস্কার সম্পন্ন ব্রাহ্মণকুলে জাত, এরূপ প্রমাণিত হয় না। কিন্তু শৌনক সর্ব্বসংস্কারবিশিষ্ট হওয়ায় তাঁহার পূর্ব্ব কুলপরিচয় ছন্দশাস্ত্রে অধিকারের প্রতিবন্ধক হয় নাই। লোমহর্ষণপুত্র সূত শৌক্র সূতজাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সূতজাতির উৎপত্তি বিষয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে ক্ষত্রিয় ঔরসে ব্রাহ্মণীগর্ভজাত সন্তানকে বুঝায়। লোমহর্ষণ সূত ধর্ম্মশাস্ত্রের বিহিত অশ্বসারথ্য পরিহার করিয়া পঞ্চম বেদ-পুরাণ ইতিহাসাদিতে পারদর্শী হইয়াছিলেন। অশ্ব-সারথীর পুত্ররূপে আমরা উগ্রশ্রবাঃ সূতকে লাভ করি নাই, পরন্তু শ্রীশুকদেবের পরমভাগবত শিষ্যরূপে পাইতেছি। সূতজাতির অশ্বসারথ্য উগ্রশ্রবার পিতা লোমহর্ষণের বৃত্তি ছিল না। অপর সূতজাতীয় অশ্ব-সারথীগণের সহিত সমবৃত্তিজীবী না হওয়ায় লোমহর্ষণের বৃত্তব্রাহ্মণতার কোন ব্যাঘাত ছিল না। শৌনকাদি ঋষির ন্যায় লোমহর্ষণের নিরবচ্ছিন্ন দশসংস্কারে সংস্কৃত থাকার কোন প্রমাণ ইতিহাসে লিপিবদ্ধ নাই। উগ্রশ্রবার প্রতি শৌনকাদি ঋষিগণের উক্তি হইতে আমরা ইতঃপূর্ব্বেই জানিয়াছি যে, তিনি যাবতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। সেই ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহে অধিকার লাভের পর যে, তিনি অসংস্কৃত ছিলেন, ইহাও বুঝা যায় না। পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষায় শ্রীশুকদেবের নিকট দিব্যজ্ঞান লাভ করায় তাঁহার সংস্কারের কোন অভাব ছিল না। তিনি অসংস্কৃত পাপী শূদ্রের ন্যায় অবস্থিত হইলে কখনই তাঁহার নিকট শৌনকাদি ব্রাহ্মণগণ শিষ্যত্ব স্বীকার করিতেন না। তবে শৌনকাদি ঋষিগণের বাক্য হইতে জানা যায় যে, ব্যাসাসনোপবিষ্ট শ্রীসূতগোস্বামীর তৎকালে কোন বর্ণচিহ্ন ছিল না। বর্ণচিহ্ন পরমহংসগণের অনেক সময় থাকে না। তাহাতে প্রত্যক্ষবাদিগণ ভ্রমক্রমে তাঁহাদিগকে পূর্ব্ববর্ণের পরিচয়ে ভ্রান্তিময় ধারণা করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃত-প্রস্তাবে ভাগবত পরমহংসের ঐ প্রকার চাতুর্বর্ণ্যাভিমানের কোন একটী না থাকায় অনভিজ্ঞ অক্ষজ দ্রষ্টা তাহাদিগকে পূর্ব্ববর্ণদ্বারা অভিহিত করেন। ভাগবত পরমহংসগণ চাতুর্ব্বর্ণ্যের শিরোদেশে অবস্থিত, অত্যুৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ হইলেও তাঁহারা আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ বলেন না অর্থাৎ ভাগবত পরমহংসগণ ব্রাহ্মণব্রুব নহেন। সেইজন্য শৌক্রব্রাহ্মণব্রুবগণ অনেক সময়, বৈষ্ণবগণ ব্রাহ্মণব্রুব বলিয়া পরিচয় না দেওয়ায় তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিতেও কুণ্ঠিত হন।

এই শ্লোকে ছন্দঃশাস্ত্রে সূতের পারদর্শিতা নাই বলিয়া যে উক্তি দেখা যায়, তাহা অক্ষজজ্ঞানবাদীর অনভিজ্ঞতা মূলে অথবা স্বরূপপ্লুতাদি বৈশিষ্ট্যময় বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের অভাবজ্ঞাপক জানিতে হইবে। উপাসনা-কাণ্ডে বৈদিক অধিকারে শ্রীসূত গোস্বামীর

কোন দিনই অনধিকার ছিল না। তিনি অক্ষর তত্ত্ববিৎ। ক্ষর বস্তু প্রতিপাদনকল্পে যে কর্ম্মকাণ্ডে বেদপ্রবৃত্তি, তাহা ভাগবতগণ কোন কালেই গ্রহণযোগ্য মনে করেন না। পরন্তু পরমার্থোপযোগী বৈদিক অনুষ্ঠানসমূহ পঞ্চরাত্র ও পুরাণাদিতে যাহা বিস্তৃত হইয়াছে, তাদৃশ পারমার্থিক কল্পশাস্ত্রানুসারে ব্যবহার-জগতে শিষ্টাচার প্রবর্ত্তন করেন। কর্ম্ম-কাণ্ডের রুচিবিশিষ্ট বেদশাখা তাহাদিগের বিচারানু-কূলে গৃহ্যসূত্রাদিকেই শ্রেষ্ঠজ্ঞান করিয়া গৃহ্যবিস্তার বা ভাগবতী ক্রিয়াকে প্রকৃতপ্রস্তাবে সুষ্ঠুভাবে দেখিতে পান না। শাখাভেদে বেদশাস্ত্র কর্ম্মী ও জ্ঞানিগণের হস্তে যেরূপভাবে পরিচালিত হয়, নিত্য ভগবদ্ভক্ত-গণের অনুষ্ঠান তাদৃশ নহে। সেইজন্য কর্ম্মমার্গীয় ছন্দঃশাস্ত্র ও তদনুকূল ভোগপর ব্যবহারকে শ্রীসূত গোস্বামীর ন্যায় ভাগবত আদর করেন নাই বলিয়াও শ্রীসূত গোস্বামীর সম্বন্ধে অক্ষজবিচারে ঐ প্রকার উক্তি অযুক্ত নহে। শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত শ্রীসূতের উক্তি-সমূহ তাঁহার বেদশাস্ত্রে অধিকারের কোনপ্রকার ন্যূনতা জ্ঞাপক নহে। স্ত্রী, শূদ্র ও অন্ত্যজজাতির বেদ-শাস্ত্রে যোগ্যতার অভাব। এই অভাব নিবারণের জন্যই পঞ্চমবেদ পুরাণ পঞ্চরাত্রাদির প্রাকট্য। পঞ্চ-রাত্র ও পুরাণ প্রভৃতি অনধিকারীকেই অধিকার প্রদান করে। অধিকার লাভ করিলে তাহাদের ভক্তির অন্তর্গত বা ভক্ত্যঙ্গের অন্যতম হরিসেবানুকূল লৌকিকী ও বৈদিকী ক্রিয়া ভক্তের অধিকারাতীত ব্যাপার নহে। সুতরাং স্বরপ্লুতাদি বৈশিষ্ট্যময় বৈদিক হইতে শ্রীমদ্ভাগবতগণ ন্যূনাধিকারী—এরূপ আশঙ্কা করিতে হইবে না। ভাগবতগণ কর্ম্মকাণ্ডের আদর করেন না, নিম্নাধিকারীর জনই তাদৃশ কর্ম্ম-কাণ্ড বেদশাস্ত্রে অঙ্গীভূত হইয়াছে বলিয়া থাকেন। অক্ষজবাদী কর্ম্মকাণ্ডকে আশ্রয় করিয়া নিজ নিজ শাখারূঢ় আচার্য্যগণকে বহুমানন করিতে গিয়া ভাগ-বতবৈষ্ণবগণের পরমোচ্চপদবীকে লৌকিক বিচারে খর্ব্ব করেন। শৌক্রজন্মবিচার অপেক্ষা বৃত্তগত বিচা-রের উৎকর্ষ সর্ব্ববাদিসম্মত। সর্ব্বসাধারণের বৃত্তগত অধিকারবিচারে নৈপুণ্য না থাকায় স্থূলদৃষ্টিতে শৌক্রবিচার মূর্খ ও অনভিজ্ঞ সমাজে বিস্তৃতিলাভ করিয়াছে। ভারতীয় বিদ্বৎসমাজ যে সময়ে উদার ও সমদর্শী হইতে পারিবেন, তৎকালে বৃত্তগত বর্ণ-নির্ণয়ের সৌন্দর্য্য সর্ব্বসাধারণের গোচরীভূত হইবে ॥ ১৩ ॥

শ্রীসূত উবাচ

দ্বাপরে সমনুপ্রাপ্তে তৃতীয়যুগপর্য্যয়ে।
জাতঃ পরাশরাদ্যোগী বাসব্যাং কলয়া হরেঃ ॥১৪॥

অন্বয়ঃ—তৃতীয়ে যুগপর্য্যয়ে (যুগ পরিবর্ত্তনে দ্বাপরে) সমনুপ্রাপ্তে (সমুপস্থিতে সতি) হরেঃ কলয়া (বিষ্ণোরংশেন) পরাশরাৎ (পরাশরমুনেঃ) বাসব্যাং (উপরিচরবসোর্বীর্য্যাজ্জাতায়াং সত্যবত্যাং) যোগী (পরমজ্ঞানী ব্যাসঃ) জাতঃ (সমুৎপন্নঃ) ॥১৪॥

অনুবাদ—শ্রীসূত কহিলেন,—তৃতীয় যুগ পরি-বর্ত্তনের সময় দ্বাপরযুগ প্রবৃত্ত হইলে পরাশরের ঔরসে উপরিচরবসুর কন্যা সত্যবতীর গর্ভে বিষ্ণুর অংশাংশে মহাজ্ঞানী কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস জন্মগ্রহণ করিয়া-ছিলেন ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—কস্মিন্ যুগ ইত্যাদি প্রশ্নানামুত্তরং বক্তুং ব্যাসজন্মকর্ম্মাণ্যপি সংক্ষেপেণাহ। দ্বাপরে ইতি যুগানাং সত্যাদীনাং বহূনাং পর্য্যয়োঽতিক্রমো যত্র তস্মিন্। পর্য্যয়োঽতিক্রমস্তস্মিন্নতিপাত উপাত্যয় ইত্যমরঃ। বহুযুগাতিক্রমে যদ্দ্বাপরং তস্মিন্ তচ্চ কৃষ্ণাবতারসম্বন্ধ্যেব জ্ঞেয়ম্। তদবতারশ্চ বৈবস্বত-মন্বন্তরীয়াষ্টাবিংশতিতমে দ্বাপরে ব্যাখ্যাস্যতে। কীদৃশে তৃতীয়ে সন্ধ্যারূপযুগরূপসন্ধ্যাংশরূপাণীতি সর্ব্বযুগানি ত্রিরূপাণি ভবন্ত্যতস্তৃতীয়ে সন্ধ্যাংশরূপে। বাসব্যাং উপরিচরস্য বসোর্বীর্য্যাজ্জাতায়াং সত্য-বত্যাম ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কোন যুগে' ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর দান প্রসঙ্গে ব্যাসের জন্ম ও কর্ম্মসমূহও সংক্ষেপে বলিতেছেন—দ্বাপরে ইত্যাদি। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—এইরূপ বহুযুগের পর্য্যায় অর্থাৎ অতিক্রম যেখানে। পর্য্যায় বলিতে পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি। অমরকোষে উক্ত হইয়াছে—"পর্য্যায়, অতিক্রম, অতিপাত, উপাত্যয়।" বহুযুগের অতিক্রমে

যে দ্বাপর, তাহাতে এবং তাহা শ্রীকৃষ্ণাবতার-সম্বন্ধীই জানিতে হইবে। তাঁহার অবতার বৈবস্বত মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশতি দ্বাপরে—ইহা পরে বলিবেন। কীদৃশ *দ্বাপরে—তৃতীয়ে; সন্ধ্যারূপ, যুগরূপ এবং সন্ধ্যাংশ-রূপ*—সমস্ত যুগই এই তিন প্রকার হইয়া থাকে, অতএব তৃতীয় সন্ধ্যাংশরূপ অর্থাৎ দ্বাপরের সন্ধ্যাংশ-রূপ শেষ ভাগে। বাসবীতে বলিতে উপরিচর-বসুর বীর্য্য হইতে জাত কন্যা সত্যবতীর গর্ভে ॥ ১৪ ॥

মধ্ব—তৃতীয়ে দ্বাপরযুগ-পর্য্যবসানে প্রাপ্তে সতি ॥ ১৪ ॥

তথ্য—তত্ত্বসন্দর্ভ ২৬ সংখ্যাধৃত স্কন্দপুরাণ বচন—

নারায়ণাদ্বিনিষ্পন্নং জ্ঞানং কৃতযুগেস্থিতম্।
কিঞ্চিত্তদন্যথা জাতং ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽখিলম্ ॥
গৌতমস্য ঋষেঃ শাপাজ্‌জ্ঞানেত্বজ্ঞানতাং গতে।
সঙ্কীর্ণবুদ্ধয়ো দেবা ব্রহ্মরুদ্রপুরঃসরাঃ ॥
শরণ্যং শরণং জগ্মুর্নারায়ণমনাময়ম্।
তৈর্বিজ্ঞাপিতকার্য্যস্তু ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ ॥
অবতীর্ণো মহাযোগী সত্যবত্যাং পরাশরাৎ।
উৎসন্নান্ ভগবান্ বেদানুজ্জহার হরিঃ স্বয়ং ॥
ব্যাসচিত্তস্থিতাকাশাদবচ্ছিন্নানি কানিচিৎ।
অন্যে ব্যবহরন্ত্যেতানুরীকৃত্য গৃহাদিব ॥

বিষ্ণুপুরাণ ৩ অঃ ৪-২ পরাশরবাক্য—

ততোঽত্র মৎসুতো ব্যাস অষ্টাবিংশতিমেঽন্তরে।
কৃষ্ণদ্বৈপায়নং ব্যাসং বিদ্ধি নারায়ণং প্রভুম্।
কোঽন্যো হি ভুবি মৈত্রেয় মহাভারতকৃদ্ভবেৎ ॥

ভাঃ ১২।৬।৪৮-৪৯ শ্রীসূতোক্তি—

"অস্মিন্নপ্যন্তরে ব্রহ্মন্ ভগবান্ লোকভাবনঃ।
ব্রহ্মেশাদ্যৈর্লোকপালৈর্যাচিতো ধর্ম্মগুপ্তয়ে ॥
পরাশরাৎ সত্যবত্যামংশাংশকলয়া বিভুঃ।"

"দ্বাপরে অষ্টাবিংশে ভবিত্রীত্বং দ্বাপরে মৎস্য-যোনিষু ॥"—ইতি হরিবংশে সত্যবতীজন্মস্মরণাৎ তত্রৈব অষ্টাবতারানুক্তা।

নবমো দ্বাপরে বিষ্ণুরষ্টাবিংশে পুরাভবৎ।
বেদব্যাসস্তথাজজ্ঞে জাতুকর্ণ্য পুরস্কৃতঃ ॥ (সিদ্ধান্ত-প্রদীপ)।

তৃতীয়ে যুগপর্য্যয়ে—যুগস্য দ্বাপরস্য ত্রেতান্তরঃ দিব্যসংবৎসরশতদ্বয়াত্মকঃ প্রথমঃ পর্য্যায়ঃ, দ্বিসহস্র-দিব্যসংবৎসরাত্মকঃ দ্বিতীয়ঃ পর্য্যয়ঃ, দ্বিসংবৎসর-শতদ্বয়াত্মকঃ চরমভাগঃ তৃতীয়ঃ পর্য্যয়ঃ সন্ধ্যাংশ-লক্ষণঃ সন্নিহিতঃ কালস্তস্মিন্।—(সিদ্ধান্তপ্রদীপ)

বাসব্যাং—উপরিচর বসুর বৃত্তান্ত মহাভারত *আদি পর্ব্ব ৬৩ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।*

হরেঃ কলয়া—মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ৩৪৭ অধ্যায় দ্রষ্টব্য ॥ ১৪ ॥

স কদাচিৎ সরস্বত্যা উপস্পৃশ্য জলং শুচিঃ।
বিবিক্ত এক আসীন উদিতে রবিমণ্ডলে ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ (ব্যাসঃ) কদাচিৎ (একদা) রবিমণ্ডলে (সূর্য্যে) উদিতে (সতি) সরস্বত্যাঃ (নদ্যাঃ) জলং উপস্পৃশ্য (জলে স্নানাদিকং কৃত্বা) শুচিঃ (পবিত্রঃ সন্) বিবিক্তে (চিত্তৈকাগ্র্যসাধন-যোগ্যে দেশে নির্জ্জনে বদরিকাশ্রমে ইতি যাবৎ) একঃ (একাকী) আসীনঃ (উপবিষ্টো বভূব) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—সেই পরাশর-তনয় ব্যাসদেব কোনও এক সময়ে সূর্য্যোদয়ের পর সরস্বতী নদীর জলে স্নানাদি সমাপন করিয়া পবিত্র হইয়া বিজন বদরিকা-শ্রমে একমনে উপবিষ্ট ছিলেন ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—উপস্পৃশ্য আচম্য সর্ব্ববর্ণাশ্রমাণাং যদ্ধিতং তদ্দধ্যাবিতি চতুর্থেনান্বয়ঃ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'উপস্পৃশ্য' (অর্থাৎ সরস্বতী নদীর জলে) স্নানাদি সমাপন করিয়া। সকল বর্ণ ও আশ্রমের যাহা হিতকর, তাহা চিন্তা করিতেছিলেন—ইহা চতুর্থ শ্লোক হইতে অন্বয় করিতে হইবে ॥১৫॥

তথ্য—সরস্বতী—বদরিকাশ্রম বা শম্যাপ্রাস নামেও সরস্বতীতটস্থিত আশ্রম কথিত হইত ॥ ১৫ ॥

পরাবরজ্ঞঃ স ঋষিঃ কালেনাব্যক্তরংহসা।
যুগধর্ম্মব্যতিকরং প্রাপ্তং ভুবি যুগে যুগে ॥ ১৬ ॥
ভৌতিকানাঞ্চ ভাবানাং শক্তিহ্রাসঞ্চ তৎকৃতম্।
অশ্রদ্দধানান্ নিঃসত্ত্বান্ দুর্মেধান্ হ্রসিতায়ুষঃ ॥১৭॥
দুর্ভগাংশ্চ জনান্ বীক্ষ্য মুনির্দিব্যেন চক্ষুষা।
সর্ব্ববর্ণাশ্রমাণাং যদ্দধ্যৌ হিতমমোঘদৃক্ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—পরাবরজ্ঞঃ (অতীতানাগতবিৎ ত্রি-কালজ্ঞঃ) সঃ অমোঘদৃক্ (সর্ব্বজ্ঞান-সম্পন্নঃ) ঋষিঃ

(বেদব্যাসঃ) যুগে যুগে ভুবি (পৃথিব্যাং) অব্যক্ত-রংহসা (অব্যক্তং রংহো বেগঃ যস্য তেন দুর্জ্ঞেয়েন) কালেন প্রাপ্তং (কালবশেন সমুপস্থিতং) যুগধর্ম্ম-ব্যতিকরং (যুগধর্ম্মস্য সঙ্করং) বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) (তথা) ভৌতিকানাং ভাবানাং চ (শরীরাদীনাঞ্চ) তৎকৃতং (কালকৃতং) শক্তিহ্রাসঞ্চ (ক্ষয়ঞ্চ) (তথা) অশ্রদ্দধানান্ (শ্রদ্ধাবিরহিতান্) নিঃসত্ত্বান্ (ধৈর্য্য-শূন্যান্) দুর্ম্মেধান্ (মন্দমতীন্) হ্রসিতায়ুষঃ (নষ্ট-তেজসঃ) (তথা) দুর্ভগাংশ্চ (মন্দভাগ্যাংশ্চ) জনান্ (লোকান্) দিব্যেন চক্ষুষা (অমোঘদৃশা) বীক্ষ্য (বিজ্ঞায়) সর্ব্ববর্ণাশ্রমাণাং যৎ হিতং (মঙ্গলজনকং) (তৎ) দধ্যৌ (চিন্তয়ামাস) ॥ ১৬-১৮ ॥

অনুবাদ—ভূত-ভবিষ্যদ্‌বেত্তা সর্ব্বজ্ঞান সম্পন্ন সেই ব্যাসদেব দিব্যচক্ষুদ্বারা প্রতিযুগে কালের গূঢ়বেগ বশতঃ পৃথিবীতে যুগধর্ম্মের বিপর্য্যয় উপস্থিত দেখিয়া এবং সেই কালপ্রভাবে পাঞ্চভৌতিক বস্তু অর্থাৎ দেহাদির সামর্থ্যক্ষয় দেখিয়া এবং মানবগণকে শ্রদ্ধা-হীন, অধৈর্য্য, মন্দমতি, অল্পায়ুঃ ভাগ্যহীন দর্শন করিয়া যাহা সকল বর্ণ ও সকল আশ্রমের মঙ্গলপ্রদ, তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ১৬-১৮ ॥

বিশ্বনাথ—পরাবরজ্ঞঃ অতীতানাগতবিজ্ঞঃ যুগ-ধর্ম্মাণাং ব্যতিকরং কালেন নাশম্। ভৌতিকানাং শরীরাদীনাং তৎকৃতং কালকৃতং নিঃসত্ত্বান্ রজস্তমো-ময়ান্ ॥ ১৬-১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পরাবরজ্ঞ অর্থাৎ অতীত ও অনাগত বিষয়ে বিজ্ঞ। যুগধর্ম্মসমূহের ব্যতিকর অর্থাৎ কালক্রমে ধর্ম্মের বিপর্য্যয়। কালপ্রভাবে শরীরাদির সামর্থ্য ক্ষয়। নিঃসত্ত্ব অর্থাৎ সত্ত্বগুণের হ্রাসে কেবল রজঃ ও তমোগুণান্বিত জনগণকে (দিব্যচক্ষুতে দর্শন করিয়া) ॥ ১৬-১৮ ॥

মধ্ব—নিত্যজ্ঞানস্য চিদ্দৃষ্টির্লোকদৃষ্টিব্যাপেক্ষয়া।
সর্ব্বজ্ঞোঽপ্যজ্ঞবদ্দেবঃ সর্ব্বশক্তিরশক্তবৎ ॥
প্রত্যাপশ্যতি লোকানামজ্ঞানং মোহনায় চ।
ইতি কৌর্ম্মে ॥ ১৬-১৮ ॥

তথ্য—ঋষি—নিখিলনিগমদ্রষ্টা (বীররাঘব)। **পরাবরজ্ঞ**—১। অতীতানাগতবিৎ (শ্রীধর), ২। প্রকৃতিপুরুষেশ্বররূপোৎকৃষ্টাপকৃষ্ট—তত্ত্বযাথাত্ম্যদর্শী (বীররাঘব), ৩। কালত্রয়জ্ঞানী (বিজয়ধ্বজ ও শ্রীজীব), ৪। পরে কালাদয়ঃ অবরে অস্মদাদয়ঃ করিষ্যমাণেঽর্থে কালাদীনাং প্রতিবন্ধকভাবং প্রাণিনাং তথাদৃষ্টং চ জ্ঞাতবানিত্যর্থঃ (বল্লভ) ॥ ১৬-১৮ ॥

**চাতুর্হোত্রং কর্ম্মশুদ্ধং প্রজানাং বীক্ষ্য বৈদিকম্।
ব্যদধাদ্‌যজ্ঞসন্তত্যৈ বেদমেকং চতুর্ব্বিধম্ ॥ ১৯ ॥**

অন্বয়ঃ—(সঃ মুনিঃ) প্রজানাং (লোকানাং) চাতুর্হোত্রং (হোত্রোপলক্ষিতাশ্চত্বার ঋত্বিজঃ পুরোহিতাঃ তৈরনুষ্ঠেয়ং) বৈদিকং কর্ম্ম (বেদবিহিতং যজ্ঞাদি-কার্য্যং) শুদ্ধং (শুদ্ধিকরং) বীক্ষ্য (বিজ্ঞায়) যজ্ঞসন্তত্যৈ (যজ্ঞানামবিচ্ছেদায়) একং বেদং চতু-র্ব্বিধং (চতুর্ধাবিভক্তং) ব্যদধাৎ (চকার) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—সেই বেদব্যাস হোতা, উদ্‌গাতা, অধ্বর্য্যু ও ব্রহ্মা নামক ঋগাদি বেদচতুষ্টয়ের ঋত্বিক্ দ্বারা অনুষ্ঠেয় বৈদিকযজ্ঞাদি কর্ম্ম লোকের শুদ্ধিকর দেখিতে পাইয়া অবিচ্ছেদে যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য এক বেদকে চারিভাগে বিভাগ করিলেন ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—ততশ্চ জ্ঞানযোগভক্ত্যযোগ্যানাং সর্ব্বা-সাং প্রজানাং কর্ম্মৈব শুদ্ধং শুদ্ধিকরং কীদৃশং হোতা উদ্‌গাতা অধ্বর্য্যুর্ব্রহ্মেতি চত্বারোঽপি হোতারস্তৈর্নি-র্বৃত্তং চাতুর্হোত্রং যজ্ঞানাং সন্তত্যৈ অবিচ্ছেদায় ॥১৯॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তারপর জ্ঞান, যোগ ও ভক্তিসাধনে অযোগ্য সকল লোকদের একমাত্র কর্ম্মই শুদ্ধিকর হইবে। কিরূপ কর্ম্ম, তাহা বলিতেছেন—হোতা, উদ্‌গাতা, অধ্বর্য্যু এবং ব্রহ্মা এই চারিজন হোতা অর্থাৎ ঋত্বিক্ (পুরোহিত), তাহাদের দ্বারা অনুষ্ঠেয় যে চাতুর্হোত্র বৈদিক যজ্ঞাদি কর্ম্ম। যজ্ঞ-সকলের অবিচ্ছেদের জন্য (অর্থাৎ অবিচ্ছেদে যজ্ঞা-নুষ্ঠানের জন্য ॥ ১৯ ॥

তথ্য—চাতুর্হোত্র—ভাঃ ৩।১২।৩৫ শ্লোক। তত্ত্ব-সন্দর্ভ ধৃত বায়ুপুরাণে সূতবাক্য—
"এক আসীদ্ যজুর্ব্বেদস্তং চতুর্দ্ধা ব্যকল্পয়ৎ।
চাতুর্হোত্রমভূৎ তস্মিংস্তেন যজ্ঞমকল্পয়ৎ ॥
আধ্বর্য্যবং যজুর্ভিস্তু ঋগ্‌ভির্হোত্রমথৈব চ।
ঔদ্‌গাত্রং সামভিশ্চৈব ব্রহ্মত্বঞ্চাপ্যথর্ব্বভিঃ ॥
মৎস্যপুরাণ-বাক্যও যথা—
"ব্রহ্মোদ্‌গাতা হোতাধ্বর্য্যুশ্চত্বারো যজ্ঞবাহকাঃ।"

হোতা, উদ্গাতা, অধ্বর্য্যু ও ব্রহ্মা এই চারিজন যজ্ঞসম্পাদক ঋত্বিক্ নামে কথিত। ইঁহাদের অনুষ্ঠেয় কর্ম্মই চাতুর্হোত্র। যজুর্ব্বেদ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বেদ বলিয়া তৎসহ অন্যান্য বেদের ঐক্য স্থির করিয়া তাহা হইতেই বেদ বিভাগের কথা বলিয়াছেন। প্রথমে এই যজুর্ব্বেদ হইতেই চাতুর্হোত্র কর্ম্ম সম্পন্ন হইত। পরে ঋগ্‌বেদাধ্যায়ী হোতার হোত্র অর্থাৎ হোমাদি যজ্ঞালঙ্কার-কর্ম্ম, সামবেদাধ্যায়ী উদ্গাতার ঔদ্গাত্র অর্থাৎ যজ্ঞের বৈগুণ্যনাশক যজ্ঞেশ্বর শ্রীবিষ্ণুর মাহাত্ম্যকীর্ত্তনাদিরূপ কর্ম্ম, যজুর্বেদাধ্যায়ী অধ্বর্য্যুর আধ্বর্য্যব অর্থাৎ বেদিনির্ম্মাণাদিরূপ যজ্ঞসম্পাদনাত্মক কর্ম্ম এবং অথর্ব্ববেদাধ্যায়ী ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব অর্থাৎ যজ্ঞের ত্রুটি-সংশোধন ও পর্য্যবেক্ষণাদিরূপ কর্ম্ম ঋগাদি চারিবেদে পৃথক্ পৃথক্‌রূপে সন্নিবিষ্ট হয়। ভাগবত ১২।৬।৪৪ শ্লোক এবং মহাভারত অশ্বমেধপর্ব্ব ২৫শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। চারিবেদ বিভাগ—ভাঃ ১২।৬।৪৯—শ্লোক "অবতীর্ণো মহাভাগ বেদং চক্রে চতুর্ব্বিধম্।" এবং মহাভারত আদি পর্ব্ব ৬০ অধ্যায় ৫ম শ্লোক—"বিব্যাসৈকং চতুর্দ্ধা যো বেদং বেদবিদাং বরঃ ॥" ১৯ ॥

ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বাখ্যা বেদাশ্চত্বার উদ্ধৃতাঃ।
ইতিহাসপুরাণঞ্চ পঞ্চমো বেদ উচ্যতে ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বাখ্যাঃ (তত্তন্নামানঃ) চত্বারঃ বেদাঃ উদ্ধৃতাঃ (পৃথক্ কৃতাঃ) ইতিহাস-পুরাণঞ্চ পঞ্চমো বেদ উচ্যতে (বেদাদিত্বাৎ বেদ এব তত্তচ্চতুর্ভ্যঃ পৃথক্‌ত্বেন পঞ্চমঃ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব নামক চারিবেদ পৃথক্ করিলেন এবং ইতিহাস ও পুরাণ পঞ্চম-বেদ বলিয়া কথিত হইল ॥ ২০ ॥

তথ্য—বেদ—বেদয়তি ধর্ম্মং ইতি ব্রহ্ম চ বেদঃ নিরুক্তিঃ।

বেদান্ত-মতে—

"ধর্ম্ম-ব্রহ্মপ্রতিপাদকমপৌরুষেয়বাক্যং বেদঃ।"

পুরাণকর্ত্তা বলেন—

"ব্রহ্মমুখনির্গতধর্ম্মজ্ঞাপকশাস্ত্রং বেদঃ।"

ন্যায়-শাস্ত্রমতে—

"মীনশরীরাবচ্ছেদেন ভগবদ্বাক্যং বেদঃ।"

ভাঃ ৩।১২।৩৭ শ্রীমৈত্রেয়োক্তি—

ঋগ্ যজুঃ সামাথর্ব্বাখ্যান্ বেদান্ পূর্ব্বাদিভি মুর্খৈঃ।
শাস্ত্রমিজ্যাং স্তুতিস্তোমং প্রায়শ্চিত্তং ব্যধাৎ ক্রমাৎ॥
আয়ুর্ব্বেদং ধনুর্ব্বেদং গান্ধর্ব্বং বেদমাত্মনঃ।
স্থাপত্যঞ্চাসৃজদ্বেদং ক্রমাৎ পূর্ব্বাদিভির্মুখৈঃ ॥

ভাঃ ১২।৬।৫০ শ্রীসূতোক্তি—

ঋগথর্ব্বযজুঃসাম্নাং রাশীনুদ্ধৃত্য বর্গশঃ।
চতস্রঃ সংহিতাশ্চক্রে মন্ত্রৈর্মণিগণা ইব ॥

পুরাণ ও ইতিহাস—তত্ত্বসন্দর্ভ ১২-১৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। মহাভারত আদি ১।২৬৭ ও মনুসংহিতায়—

"ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ"

অন্যত্র—"পূরণাৎ পুরাণম্।" বৃঃ আঃ ২।৪।১০ এবং মৈত্রী উ ৬।৩২ মন্ত্র—

"এবং বা অরেহস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিত-মেতদৃযদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোহথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণম্।

সাম-কৌথুমীশাখায় ছান্দোগ্যোপনিষদে (৩।১৫।৭)

"ঋগ্বেদং ভগবোহধ্যেমি যজুর্ব্বেদং সামবেদমাথ-র্ব্বণং চতুর্থমিতিহাসং পুরাণং পঞ্চমং বেদাণাং বেদম্।"

ভাঃ ৩।১২।৩৯ শ্লোকে শ্রীমৈত্রেয়োক্তি—

"ইতিহাসপুরাণানি পঞ্চমং বেদমীশ্বর।
সর্ব্বেভ্য এব বক্ত্রেভ্যঃ সসৃজে সর্ব্বদর্শনঃ ॥"

বায়ুপুরাণে সূতবাক্য—

ইতিহাস-পুরাণানাং বক্তারং সম্যগেব হি।
মাঞ্চৈব প্রতিজগ্রাহ ভগবানীশ্বরঃ প্রভুঃ ॥
আখ্যানৈশ্চাপ্যুপাখ্যানৈর্গাথাভির্দ্বিজসত্তমাঃ।
পুরাণসংহিতাশ্চক্রে পুরাণার্থবিশারদঃ ॥
যচ্ছিষ্টং তু যজুর্ব্বেদ ইতি শাস্ত্রার্থনির্ণয়ঃ ॥

মৎস্যপুরাণ ৫৩।৮-১২

চতুর্লক্ষপ্রমাণেন দ্বাপরে দ্বাপরে সদা।
তদষ্টাদশধা কৃত্বা ভূর্লোকেহস্মিন্ প্রভাষ্যতে ॥
অদ্যাপ্যমর্ত্ত্যলোকে তু শতকোটীপ্রবিস্তরম্।
তদর্থোহত্র চতুর্লক্ষঃ সংক্ষেপেণ নিবেশিতঃ॥

বিষ্ণুপুরাণ ৩ অং ৬ অঃ ১৬ শ্লোক—
আখ্যানৈশ্চাপ্যুপাখ্যানৈর্গাথাভিঃ কল্পশুদ্ধিভিঃ।
পুরাণসংহিতাশ্চক্রে পুরাণার্থবিশারদঃ॥
শিবপুরাণের বায়বীয়সংহিতা ১।২৩-২৪
"সংক্ষিপ্য চতুরো বেদাংশ্চতুর্ধাব্যভজৎ প্রভুঃ।
ব্যস্তবেদতয়া খ্যাতো বেদব্যাস ইতি স্মৃতঃ॥
পুরাণমপি সংক্ষিপ্তং চতুর্লক্ষপ্রমাণতঃ।
অদ্যাপ্যমর্ত্ত্যলোকে তু শতকোটীপ্রবিস্তরম্॥
নারদীয়ে—
বেদার্থাদধিকং মন্যে পুরাণার্থং বরাননে।
বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ সর্ব্বে পুরাণে নাত্র সংশয়ঃ॥
পুরাণমন্যথা কৃত্বা তির্য্যগ্‌যোনিমবাপ্নুয়াৎ।
সুদান্তোঽপি সুশান্তোঽপি ন গতিং কৃচিদাপ্নুয়াৎ॥"
স্কান্দে প্রভাসখণ্ডে—
বেদবন্নিশ্চলং মন্যে পুরাণার্থং দ্বিজোত্তমাঃ।
বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ সর্ব্বে পুরাণে নাত্র সংশয়ঃ॥
বিভেদত্যল্পশ্রুতাদ্বেদো মাময়ং চালয়িষ্যতি।
ইতিহাসপুরাণৈস্তু নিশ্চলোঽয়ং কৃতং পুরা॥
যন্ন দৃষ্টং হি বেদেষু তদ্দৃষ্টং স্মৃতিষু দ্বিজাঃ।
উভয়োর্যন্ন দৃষ্টং হি তৎপুরাণৈঃ প্রগীয়তে॥
পুরাণের সংখ্যা অষ্টাদশ ভাঃ ১২।৭।২২-২৪
এবং লক্ষণ লক্ষ্যাণি পুরাণানি পুরাবিদঃ।
মুনয়োঽষ্টাদশ প্রাহুঃ ক্ষুল্লকানি মহান্তি চ॥
ব্রাহ্মং পাদ্মং বৈষ্ণবঞ্চ শৈবং লৈঙ্গং সগারুড়ম্।
নারদীয়ং ভাগবতমাগ্নেয়ং স্কান্দসংজ্ঞিতম্॥
ভবিষ্যং ব্রহ্মবৈবর্ত্তং মার্কণ্ডেয়ং সবামনম্।
বারাহং মাৎস্যং কৌর্ম্মঞ্চ ব্রহ্মাণ্ডাখ্যামিতি ত্রিষট্॥ ২০॥

তত্রর্গ্বেদধরঃ পৈলঃ সামগো জৈমিনিঃ কবিঃ।
বৈশম্পায়ন এবৈকো নিষ্ণাতো যজুষাং মুনিঃ॥২১॥
অথর্ব্বাঙ্গিরসামাসীৎ সুমন্তুর্দ্দারুণো মুনিঃ।
ইতিহাসপুরাণানাং পিতা মে রোমহর্ষণঃ॥ ২২॥

অন্বয়ঃ—তত্র (তেষু পঞ্চসু বেদেষু মধ্যে) এক এব পৈলঃ (তদাখ্যো মুনিঃ) ঋগ্বেদধরঃ (ঋগ্‌বেদজ্ঞঃ) (তথা) কবিঃ জৈমিনিঃ সামগঃ (সামবেদজ্ঞঃ) উত (তথা) বৈশম্পায়নঃ (তদাখ্যো মুনিঃ) যজুষাং নিষ্ণাতঃ (যজুর্ব্বেদানাং পারংগতঃ যজুর্ব্বেদজ্ঞঃ ইত্যর্থঃ) (তথা) দারুণঃ (অথর্ব্ব বেদোক্তাভিচারাদি প্রবৃত্তঃ) সুমন্তুঃ মুনিঃ (তন্নামা ঋষিঃ) অথর্ব্বাঙ্গিরসাং (অথর্ব্ববেদনাং নিষ্ণাতঃ) মে পিতা রোমহর্ষণঃ ইতিহাসপুরাণানাং নিষ্ণাতঃ (পারংগতঃ) আসীৎ॥ ২১-২২॥

অনুবাদ—সেই চারিবেদের মধ্যে একাকী পৈল ঋষিই ঋগ্বেদবেত্তা, স্তবগানকারী জৈমিনি কবি সামবেদবিৎ আর বৈশম্পায়ন ঋষি যজুর্ব্বেদে পারঙ্গত এবং অথর্ব্ব বেদোক্ত অভিচার-ক্রিয়াদিতে প্রবৃত্তিবশতঃ নিষ্ঠুর-স্বভাব সুমন্তুমুনি অথর্ব্ববেদে এবং আমার পিতা লোমহর্ষণ ইতিহাস ও পুরাণসমূহে পারঙ্গত ছিলেন॥ ২১-২২॥

বিশ্বনাথ—দারুণঃ অভিচারাদিপ্রবৃত্তেঃ॥২১-২২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দারুণঃ'—বলিতে অথর্ব্ব বেদোক্ত আভিচারিক কর্ম্মাদিতে প্রবৃত্তি-বশতঃ নিষ্ঠুর স্বভাব-সম্পন্ন (সুমন্তু মুনি)॥ ২১-২২॥

তথ্য—কূর্ম্মপুরাণ ৪৯ অধ্যায়ে লোমহর্ষণ-বাক্যং—
একবিংশতিভেদেন ঋগ্বেদং কৃতবান্ পুরা।
শাখানান্তু শতেনাথ যজুর্ব্বেদমথাকরোৎ॥
সামবেদং সহস্রেণ শাখানাঞ্চ বিভেদতঃ।
অথর্ব্বাণমথো বেদং বিভেদ নবকেন তু॥
ঋগ্বেদশ্রাবকং পৈলং প্রজগ্রাহ মহামুনিঃ।
যজুর্ব্বেদপ্রবক্তারং বৈশম্পায়নমেব চ॥
জৈমিনিং সামবেদস্য শ্রাবকং সোঽন্বপদ্যত।
তথৈবাথর্ব্ববেদস্য সুমন্তুমৃষিসত্তমম্॥
ইতিহাসপুরাণানি প্রবক্তুং মামচোদয়ৎ॥
ভাঃ ১২।৬।৫২-৫৩ শ্রীউগ্রশ্রবাসূতবচন—
"পৈলায় সংহিতামাদ্যাং বহ্বৃচাখ্যামুবাচ হ।
বৈশম্পায়নসংজ্ঞায় নিগদাখ্যং যজুর্গণম্॥
সাম্নাং জৈমিনয়ে প্রাহ তথা ছান্দোগ সংহিতাম্।
অথর্ব্বাঙ্গিরসীং নাম স্বশিষ্যায় সুমন্তবে॥
বিষ্ণুপুরাণ ৩ অংশ ৬ অঃ ১৭ শ্লোক—
প্রখ্যাতো ব্যাসশিষ্যোঽভূৎ সূতো বৈ লোমহর্ষণঃ।
পুরাণসংহিতাং তস্মৈ দদৌ ব্যাসো মহামুনিঃ॥ ২১-২২॥

ত এত ঋষয়ো বেদং স্বং স্বং ব্যস্যন্ননেকধা।
শিষ্যৈঃ প্রশিষ্যৈস্তচ্ছিষ্যৈর্বেদাস্তে শাখিনোঽভবন্ ॥২৩॥

অন্বয়ঃ—তে (পূর্ব্বোক্তাঃ পৈলাদয়ঃ) স্বং স্বং বেদং অনেকধা (বহুপ্রকারেণ) ব্যস্যন্ (বিভক্তবন্তঃ) তে (বিভক্তাঃ) বেদাঃ শিষ্যৈঃ প্রশিষ্যৈঃ তচ্ছিষ্যৈঃ (শিষ্যপারম্পর্য্যেণ) শাখিনঃ (শাখাবন্তঃ) অভবন্ (সঞ্জাতাঃ) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—উল্লিখিত পৈলাদি ঋষিগণ নিজ নিজ অধীত-বেদ অনেক প্রকারে বিভাগ করিয়াছেন, সেই বিভক্ত বেদসমূহ শিষ্য-প্রশিষ্য পরম্পরাক্রমে বহু শাখায় বিভক্ত হইয়াছে ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—ব্যস্যন্ বিভক্তবন্তঃ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ব্যস্যন্' অর্থাৎ বিভাগ করিয়াছিলেন ॥ ২৩ ॥

তথ্য—ব্যস্যন্—

বুধ্যমানঃ সদা হ্যর্থং গ্রন্থার্থং কৃৎস্নশোনৃপ।
ব্রাহ্মণাদিষু সর্ব্বেষু গ্রন্থার্থং চার্পয়েন্নৃপ ॥
য এবং বাচয়েদ্বিদ্বান্ স বিপ্রো ব্যাস উচ্যতে ॥

মৎস্যপুরাণে শ্রীভগবদুক্তি—

"কালেনাগ্রহণং মত্বা পুরাণস্য দ্বিজোত্তমাঃ।
ব্যাসরূপমহং কৃত্বা সংহরামি যুগে যুগে ॥"

বিষ্ণুপুরাণ ৩ অং ৪-২ পরাশরবাক্য—

"যথাত্র তেন বৈ ব্যস্তা বেদব্যাসেন ধীমতা।
বেদাস্তথা সমস্তৈস্তৈর্ব্যাসৈরন্যৈস্তথা ময়া ॥
তদনেনৈব ব্যাসানাং শাখাভেদান্ দ্বিজোত্তম।
চতুর্যুগেষু রচিতান্ সমস্তেষ্ববধারয় ॥"

ব্যাসশিষ্যপ্রশিষ্যাদিক্রমে বহু শাখা বিস্তারের বিষয় ভাঃ ১২।৬।৫৪-৬৬, ৭৩-৮০, ১২।৭।১-৭ শ্লোক-সমূহ দ্রষ্টব্য ॥ ২৩ ॥

ত এব বেদা দুর্ম্মেধৈর্ধার্য্যন্তে পুরুষৈর্যথা।
এবঞ্চকার ভগবান্ ব্যাসঃ কৃপণবৎসলঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—দুর্মেধৈঃ (মন্দবুদ্ধিভিঃ) পুরুষৈঃ তে এব (যে পূর্ব্বমতিমেধাবিভিঃ ধার্য্যন্তেস্ম তে) বেদাঃ যথা (যেন প্রকারেণ) ধার্য্যন্তে (অভ্যস্যন্তে) কৃপণ-বৎসলঃ (দীনেষু দয়ালুঃ) ভগবান্ ব্যাসঃ এবং (তথা) চকার (কৃতবান্) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—স্বল্পবুদ্ধি লোকেও যাহাতে কেবলমাত্র মেধাবিগণের বোদ্ধব্য সেই সকল বিভক্ত বেদসমূহ বুঝিতে পারে, দীনবৎসল, কৃপালু ভগবান্ বেদব্যাস সেইরূপে বেদ বিভাগ করিলেন ॥ ২৪ ॥

স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা।
কর্ম্মশ্রেয়সি মূঢ়ানাং শ্রেয়ঃ এবং ভবেদিহ।
ইতি ভারতমাখ্যানং কৃপয়া মুনিনা কৃতম্ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ— স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং (স্ত্রীশূদ্রাদীনাং ত্রৈবর্ণিকেষু যে অধমাঃ তেষাঞ্চ) ত্রয়ী (বেদত্রয়ং) ন শ্রুতিগোচরা (নৈব শ্রবণযোগ্যা) (অতঃ) ইহ (জগতি) কর্ম্ম-শ্রেয়সি (কর্ম্মরূপে শ্রেয়সাধনে) মূঢ়ানাং (জ্ঞানহীনানাং) এবং (অনেনৈব প্রকারেণ) শ্রেয়ঃ (মঙ্গলং) ভবেৎ ইতি (এবং নিশ্চিত্য) মুনিনা (ব্যাসেন) ভারতং (ভারতাখ্যং) আখ্যানং কৃতং (বিরচিতং) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—স্ত্রী, শূদ্র ও সাবিত্রী পতিত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকুলোৎপন্ন ব্যক্তিগণের বেদত্রয়ের শ্রবণে অধিকার নাই, অতএব এই সংসারে বেদোক্ত শুভ-কর্ম্মসমূহে অজ্ঞলোকগণের কি প্রকারে কল্যাণ হইবে এই ভাবিয়া মহর্ষি বেদব্যাস কৃপা করিয়া মহাভারত ইতিহাস রচনা করিলেন ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—দ্বিজবন্ধবঃ ত্রৈবর্ণিকেষু হীনাঃ কর্ম্ম-রূপে শ্রেয়সি শ্রেয়ঃ সাধনে ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দ্বিজবন্ধু বলিতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই তিন বর্ণের মধ্যে যাহারা হীন। 'কর্ম্ম-শ্রেয়সি'—অর্থ কর্ম্মরূপ যে শ্রেয়ঃ সাধন, তাহাতে (মঙ্গলময় কর্ম্মে) ॥ ২৫ ॥

মধ্ব—ভারতং ব্রাহ্মণাদীনাং বেদার্থপরিবৃত্তয়ে।
ত এব বেদাস্ত্বন্যেষাং ত্বেতদ্বৈ কস্যচিৎসুখম্ ॥
ইতি স্কান্দে ॥ ২৫ ॥

তথ্য—মাধ্বভাষ্যধৃত ব্যোমসংহিতাবচন—

"অন্ত্যজা অপি যে ভক্তা নাম জ্ঞানাধিকারিণঃ।
স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং তন্ত্রজ্ঞানেঽধিকারিতা ॥" ২৫॥

এবং প্রবৃত্তস্য সদা ভূতানাং শ্রেয়সি দ্বিজাঃ ।
সর্ব্বাত্মকেনাপি যদা নাতুষ্যদ্ধৃদয়ং ততঃ ॥ ২৬ ॥
নাতিপ্রসীদদ্ধৃদয়ঃ সরস্বত্যাস্তটে শুচৌ ।
বিতর্কয়ন্ বিবিক্তস্থ ইদঞ্চোবাচ ধর্ম্মবিৎ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—হে দ্বিজাঃ এবং (বেদবিভাগেন) সদা-ভূতানাং (প্রাণিনাং) শ্রেয়সি (হিতে) প্রবৃত্তস্য (উদ্‌যুক্তস্য ব্যাসস্য) সর্ব্বাত্মকেনাপি (অনেকোদ্দেশ-বতা অপি) হৃদয়ং (অন্তঃকরণং) যদা ন অতুষ্যৎ (সন্তুষ্টং ন অভবৎ) ততঃ (তদা) নাতিপ্রসীদদ্ধৃ-দয়ঃ (নাতি প্রসীদৎ হৃদয়ং যস্য সঃ অপ্রসন্নমনাঃ) ধর্ম্মবিৎ (ধর্ম্মজ্ঞঃ স ব্যাসঃ) শুচৌ সরস্বত্যাঃ তটে (সরস্বতী নদী তীরে) বিবিক্তস্থঃ (একাকী স্থিতঃ) বিতর্কয়ন্ (চিত্তাপ্রসাদে হেতুং চিন্তয়ন্) ইদং (বক্ষ্য-মাণ প্রকারং) প্রোবাচ (স্বগতং উচ্চারয়ামাস) ॥ ২৬-২৭ ॥

অনুবাদ—হে শৌনকাদি ঋষিগণ, এই প্রকারে প্রাণিগণের হিতসাধনে সর্ব্বদা রত থাকিয়া ব্যাস-দেবের মন যখন বিবিধ উদ্দেশে বহু কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারাও সন্তোষ লাভ করিল না, তখন ধর্ম্মজ্ঞ ব্যাস অতিশয় অপ্রসন্ন মনে সরস্বতী নদীর তীরে নির্জ্জনে অর্থাৎ একাকী পবিত্র হইয়া মনের অপ্রসন্নতা-কারণ চিন্তা করিতে করিতে নিজে নিজে এই কথা বলিতে লাগিলেন ॥ ২৬-২৭ ॥

বিশ্বনাথ—সর্ব্বাত্মকেন সর্ব্বাত্মনা স্বার্থে কঃ । ন অতিশয়েন প্রসীদদ্ধৃদয়ং যস্য সঃ চিত্তাপ্রসত্তৌ হেতুং বিতর্কয়ন্ উবাচ স্বগতম্ ॥ ২৬-২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সর্ব্বাত্মকেন' বলিতে সর্ব্ব-তোভাবে অর্থাৎ অনেক উদ্দেশে বহু কর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারাও । 'সর্ব্বাত্মক' শব্দ স্বার্থে ক-প্রত্যয় হইয়াছে । অতিশয়রূপে যাঁহার হৃদয় প্রসন্ন হয় নাই, তিনি (ব্যাস) । চিত্তের অপ্রসন্নতার কারণ অন্বেষণ করিতে করিতে নিজের মনে মনে বলিলেন ॥২৬-২৭॥

মধ্ব—অতোষো অনলং বুদ্ধিঃ । শ্রুত্বা কথাং ন তুষ্যামি হরেরব্যক্তকর্ম্মণ ইতি মাৎস্য । অপ্রমাদশ্চ স এব । কঃ প্রসন্নো ভবেদ্দিব্যাং কথাং শৃণ্বন্ হরেঃ পরামিতি চ ॥ ২৬-২৭ ॥

তথ্য—নাতিপ্রসীদদ্ধৃদয়ঃ—ব্যাসচিত্তের অপ্রসাদের কারণ পরবর্ত্তী ১।৫।৮ শ্লোকে শ্রীনারদের উক্তিতে দ্রষ্টব্য ॥ ২৬-২৭ ॥

ধৃতব্রতেন হি ময়া ছন্দাংসি গুরবোঽগ্নয়ঃ ।
মানিতা নির্ব্ব্যলীকেন গৃহীতঞ্চানুশাসনম্ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—নির্ব্ব্যলীকেন (নিষ্কপটবুদ্ধ্যা ধৃতব্রতেন ব্রতধারিণা) ময়া ছন্দাংসি (বেদাঃ) গুরবঃ (গুরুজনাঃ) অগ্নয়ঃ চ মানিতাঃ (পূজিতাঃ তেষাং) অনুশাসনং (আজ্ঞা চ) গৃহীতং (প্রতিপালিতং) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—আমি নিষ্কপটে ব্রত ধারণ করিয়া নিশ্চয়ই বেদ, গুরুবর্গ ও অগ্নিকে পূজা করিয়াছি এবং তাঁহাদের আজ্ঞাও পালন করিয়াছি ॥ ২৮ ॥

মধ্ব—আচারোপেক্ষয়া ধৃতব্রতত্বাদি পরিপূর্ণস্য ॥ ২৮ ॥

ভারতব্যপদেশেন হ্যাম্নায়ার্থঃ প্রদর্শিতঃ ।
দৃশ্যতে যত্র ধর্ম্মাদি স্ত্রীশূদ্রাদিভিরপ্যুত ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—ভারতব্যপদেশেন (মহাভারতচ্ছলেন) হি আম্নায়ার্থঃ (বেদার্থঃ) প্রদর্শিতঃ (স্ফুটীকৃতঃ) যত্র (ভারতে) স্ত্রীশূদ্রাদিভিরপি উত (কিমন্যৈঃ) ধর্ম্মাদিঃ (চতুর্ব্বর্গ-সাধকং কর্ম্ম) দৃশ্যতে (সম্যগ্‌জ্ঞায়তে) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—আরও মহাভারতরচনাচ্ছলে গুরুশিষ্য পরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত বেদার্থ প্রকাশিত করিয়াছি, সেই মহাভারতে অন্যের কথা দূরে থাকুক্ এমন কি স্ত্রীশূদ্রাদিও ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গসাধক ধর্ম্ম দেখিতে পায় ॥ ২৯ ॥

তথ্য—ভারতে আম্নায়ার্থ—

আম্নায়তে সম্যগভ্যস্যতে আ + ম্না—কর্ম্মণি ঘঞ্ অথবা আম্নায়তে উপদিশ্যতে ধর্ম্মোঽনেনেতি আম্নায়ঃ । আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্যমতদর্থা-নাম্ (পূর্ব্বমীমাংসা ১।২।১) ।

আম্নায় পুনর্মন্ত্রাশ্চ ব্রাহ্মণানি চ (অথর্ব্ববেদ, কৌশিকসূত্র) ।

"সমাম্নায়েষু বেদঞ্চ বেদাঙ্গানি চ" (নিরুক্ত—১।৬।৫)। বিষ্ণুপুরাণে—

"ভারতব্যপদেশেন হ্যাম্নায়ার্থঃ প্রদর্শিতঃ।
বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ সর্ব্বে পুরাণে নাত্র সংশয়ঃ ॥"

ভবিষ্যপুরাণে—

"কার্ষ্ণঞ্চ পঞ্চমং বেদং যন্মহাভারতং স্মৃতম্"

অন্যত্র—

"অষ্টাদশপুরাণানি কৃত্বা সত্যবতীসুতঃ।
ভারতাখ্যানমখিলং চক্রে তদুপবৃংহিতম্ ॥"
"নির্ণয়ঃ সর্ব্বশাস্ত্রাণাং ভারতং পরিকীর্ত্তিতম্।
ভারতং সর্ব্ববেদাশ্চ তুলামারোপিতাঃ পুরা ॥
দেবৈর্ব্রহ্মাদিভিঃ সর্ব্বৈর্ঋষিভিশ্চ সমন্বিতৈঃ।
ব্যাসস্যৈবাজ্ঞয়া তত্র ত্বতিরিচ্যত ভারতম্ ॥
মহত্ত্বাদ্ভারবত্ত্বাচ্চ মহাভারতমুচ্যতে ॥" ২৯ ॥

**তথাপি বত মে দৈহ্যো হ্যাত্মা চৈবাত্মনা বিভুঃ।
অসম্পন্ন ইবাভাতি ব্রহ্মবর্চ্চস্যসত্তমঃ ॥ ৩০ ॥**

অন্বয়ঃ—বত (অহো আশ্চর্য্যং) তথাপি (ভারতাদিপ্রণয়নেনাপি) মে দৈহ্যঃ (দেহে ভবঃ) বিভুঃ (পরিপূর্ণঃ) এব চ আত্মা (জীবাত্মা) ব্রহ্মবর্চ্চস্যসত্তমঃ(ব্রহ্মণঃ বেদস্য শ্রবণাধ্যাপনোৎকর্ষজং তেজং তত্র সাধবঃ ব্রহ্মবর্চ্চস্যাঃ তেষু সত্তমঃ অতিশ্রেষ্ঠোঽপি) আত্মনা (স্বেন রূপেণ) অসম্পন্নঃ (তাদাত্ম্যমপ্রাপ্তঃ) ইব আভাতি (বিরাজতে) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—কিন্তু হায়, বেদবিভাগ ও মহাভারত রচনা করিয়াও দেহস্থিত আমার আত্মা অর্থাৎ জীবাত্মা বস্তুতঃ পরিপূর্ণই এবং অতিশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন হইয়াও স্বরূপতঃ যেন অভাবগ্রস্ত বা অপূর্ণের ন্যায় প্রকাশিত হইতেছে ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—দৈহ্যঃ দেহস্থঃ আত্মনা স্বরূপেণ বিভুস্তপোজ্ঞানাদিভিঃ পরিপূর্ণোঽপি অসম্পন্ন ইব অপূর্ণ ইব ন কেবলমসম্পন্ন ইব কিন্তু ব্রহ্মবর্চ্চসং বেদশ্রবণাধ্যাপনোৎকর্ষজং তেজস্তদ্বানপি অসত্তম ইব। উশত্তম ইতি পাঠে কমনীয়তমোঽপি তথা সমাসান্তাভাবে মত্বর্থীয়বিন্প্রত্যয়েন ব্রহ্মবর্চ্চস্বী অসত্তম ইতি উশত্তম ইত্যাভ্যাং বকারবৎ সংযোগেন পাঠদ্বয়ম্ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কিন্তু দেহস্থিত আমার আত্মা (জীবাত্মা) বস্তুতঃ স্বরূপে বিভু (পরিপূর্ণ), তাহাতে তপস্যা ও জ্ঞানাদির দ্বারা আমি পরিপূর্ণ হইয়াও অপূর্ণের মত বোধ করিতেছি। কেবল অপূর্ণই নহে, কিন্তু ব্রহ্মবর্চ্চস অর্থাৎ বেদের শ্রবণ, অধ্যাপনাদির দ্বারা উৎকর্ষজাত যে তেজঃ, তদ্বিশিষ্ট হইয়াও যেন সর্ব্বাপেক্ষা হীনরূপে প্রকাশিত হইতেছে। উশত্তম—এই পাঠে কমনীয়তম অর্থাৎ রমণীয়, স্পৃহনীয়তম হইয়াও এই অর্থ। সেইরূপ সমাসান্তাভাবে মত্বর্থীয় বিন্ প্রত্যয়ের দ্বারা ব্রহ্মবর্চস্বী (ব্রহ্মতেজঃ সম্পন্ন) অসত্তম এবং উশত্তম—এই দুই স্থানে ব-কার সংযোগে পাঠদ্বয় রহিয়াছে ॥ ২৮-৩০ ॥

মধ্ব—দৈহ্যঃ দেহরূপঃ। আত্মনা বিভুঃ। স্বতএব ব্যাপ্তঃ।

তস্য সর্ব্বাবতারেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন।
দেহদেহিবিভেদশ্চ ন পরে বিদ্যতে ক্বচিৎ ॥
সর্ব্বেঽবতারা ব্যাপ্তাশ্চ সর্ব্বে সূক্ষ্মাশ্চ তত্ত্বতঃ।
ঐশ্বর্য্যযোগাদ্ভগবান্ ক্রীড়ত্যেবং জনার্দ্দনঃ ॥

ইতি মহাসংহিতায়াম্। অবতার প্রয়োজনাসম্পত্ত্যা সম্পন্ন ইব। ব্রহ্মবর্চ্চসংযুক্তানামুত্তমঃ ॥৩০॥

তথ্য—ব্রহ্মবর্চ্চস্যসত্তম—ব্রহ্মবর্চ্চসং ব্রহ্মণঃ বেদস্য শ্রবণাধ্যাপনোৎকর্ষজং তেজঃ তত্র সাধবো ব্রহ্মবর্চ্চস্যাঃ তেষু সত্তমঃ অতিশ্রেষ্ঠোঽপি। যদ্বা ন কেবলমসম্পন্নঃ ইবাভাতি প্রত্যুত ব্রহ্মবর্চ্চসী ব্রহ্মবর্চ্চস্বানপি অসত্তম ইবাভাতি। ব্রহ্মবর্চ্চস্যুত্তম ইতি পাঠে কমনীয়তমোঽপি (শ্রীধরঃ)।

ব্রহ্মবর্চ্চসি কৃতস্বাধ্যায়নিমিত্তে তেজসি সমাসান্তবিধেয়নিত্যত্বাৎ ব্রহ্মহস্তিভ্যাং বর্চ্চসঃ (৫।৪।৭৬) ইত্যজভাবঃ উশত্তমঃ শুদ্ধতমোঽপ্যসম্পন্ন ইবাসমৃদ্ধ ইবাভাতি অসত্তম ইতি পাঠে ব্রহ্মবর্চ্চস্যরহিত ইবাভাতি যথাঽসত্তমঃ অসজ্জনতম ইবাভাতি তদ্বৎ (বীররাঘবঃ)।

ব্রহ্মবর্চ্চসি সত্তমঃ বৃত্তাধ্যয়নসম্পন্নানাং মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইত্যন্বয়। ব্রহ্মবর্চ্চস্যসত্তম ইতি পাঠেঽপ্যয়মেবার্থঃ (বিজয়ধ্বজঃ)।

বস্তুতো ব্রহ্মবর্চ্চস্বী প্রতীতিরসত্তম ইতি। পাঠান্তরে তু ব্রহ্মবর্চ্চস্যেন সত্তমঃ ব্রাহ্মণানাং হি ব্রহ্মবর্চ্চস্যমেব ফলং (বল্লভঃ)।

ব্রহ্মবর্চ্চসি শব্দব্রহ্ম-শ্রবণাধ্যয়নোৎকর্ষজে তেজসি

উশত্তমঃ কমনীয়তমোঽপি আত্মনা স্বয়ম্ সম্পন্নঃ অসমৃদ্ধ ইবাভাতি ব্রহ্মহস্তিভ্যাং বর্চ্চস ইত্যজভাবঃ সমাসান্তবিধেরনিত্যত্বাৎ। (সিদ্ধান্তপ্রদীপঃ) ॥ ৩০ ॥

কিম্বা ভাগবতা ধর্ম্মা ন প্রায়েণ নিরূপিতাঃ।
প্রিয়াঃ পরমহংসানাং ত এব হ্যচ্যুতপ্রিয়াঃ ॥৩১॥

অন্বয়ঃ—কিম্বা (অথবা কিং ময়া) পরমহংসানাং (বর্ণাশ্রমাতীত ভগবদ্ভক্তানাং) প্রিয়াঃ (প্রীতিকরাঃ) ভাগবতাঃ ধর্ম্মাঃ প্রায়েণ (ভূয়স্ত্বেন) ন নিরূপিতাঃ (নৈব প্রকটিতাঃ) হি (যস্মাৎ) তে এব (ধর্ম্মাঃ) অচ্যুতপ্রিয়াঃ (ভগবৎপ্রীতিকরাঃ ভবন্তীতি শেষঃ) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—অথবা পরমহংসগণের অর্থাৎ ত্যক্ত-বর্ণাশ্রম, চারিবর্ণাশ্রমীর গুরু মহাভাগবত বৈষ্ণবগণের প্রিয় যে ভাগবতধর্ম্ম অর্থাৎ হরিভক্ত্যনুষ্ঠানসমূহ তাহা আমি পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করি নাই। যেহেতু সেই নিত্যভাগবতধর্ম্মই নিত্য ভগবান্ বিষ্ণুর সাক্ষাৎ প্রিয় ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—অসম্পত্তৌ হেতুং স্বয়মেবাশঙ্কতে কিম্বেতি। প্রায়েণ ভূয়স্ত্বেন ত এব পরমহংসা এব অত্র ভাগবতধর্ম্মপদেন জ্ঞানং ব্যাখ্যাতুং ন শক্যতে। কিন্তু ভক্তিরেব (ভাঃ ১।৫।১১) নামান্যনন্তস্য যশোঙ্কিতানীতি। (ভাঃ ১।৫।৮) ভবতানুদিতপ্রায়ং যশো ভগবতোঽমলমিত্যাদেঃ ততশ্চ পরমহংসপদেন ভক্তা এবোচ্যন্তে ন তু জ্ঞানিনঃ। অতঃ পারমহংসী সংহিতেয়ং শ্রীভাগবতমিতি জ্ঞানিভিরত্র স্বত্বং নারোপণীয়ম্ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অসম্পন্নের কারণ নিজেই আশঙ্কা করিতেছেন—অথবা পুনঃ পুনঃ প্রভূতরূপে পরমহংসগণের প্রিয় ভাগবত ধর্ম্ম নিরূপিত (প্রকটিত) হয় নাই। সেই পরমহংসগণই (বর্ণাশ্রমের অতীত ভগবদ্-ভক্তগণই) ভগবান্ অচ্যুতের প্রিয়। এখানে ভাগবতধর্ম্ম—এই পদের দ্বারা জ্ঞানকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নহে, কিন্তু ভাগবত-ধর্ম্ম বলিতে ভক্তিই। শ্রীমদ্ভাগবতে পরবর্ত্তী অধ্যায়ে দেবর্ষি নারদের উক্তি—"সেই বাগ্বিসর্গ অর্থাৎ বাক্যপ্রয়োগ জনসমূহের পাপনাশক হয়, যাহাতে অপশব্দ অর্থাৎ অসংস্কৃত পদবিন্যাস থাকিলেও প্রতিশ্লোকে অনন্ত ভগবানের যশঃপ্রকাশক নাম সকল বিন্যস্ত থাকে। যে নাম-সকল সাধুগণ শ্রবণ, কথন ও স্বয়ং কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। হে বেদব্যাস, তুমি ভগবানের নির্ম্মল যশ প্রায় বর্ণন কর নাই, ভগবানের যশোবর্ণন ব্যতিরেকে কেবল ধর্ম্মাদি আচরণ করিলে তাঁহার (শ্রীভগবানের) পরিতোষ হয় না, অতএব ভগবদ্-যশোবর্ণন বিনা যে ধর্ম্মাদি-জ্ঞান, তাহাই তোমার ন্যূনতা।" সুতরাং এখানে পরমহংস এই পদের দ্বারা ভক্তগণকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, কিন্তু জ্ঞানিগণ নহেন। এই জন্যই এই শ্রীভাগবত পারমহংসী সংহিতা বলিয়া কথিত হইয়াছে। এখানে (এই শ্রীভাগবতে) জ্ঞানিগণের কোন স্বত্ব আরোপিত হইতে পারে না ॥ ৩১ ॥

মধ্ব—পুনরপেক্ষিতত্বান্ন প্রায়েণ হি নিরূপিতাঃ।
যথা তু ভারতে দেবো ন তথান্যেষু কেষুচিৎ।
উচ্যতে ন তথাপীশং জানন্ত্যজ্ঞা জনার্দ্দনম্ ॥
ইতি স্কান্দে ॥ ৩১ ॥

বিবৃতি—সর্ব্ব জীবে দয়া করিবার জন্য বালিশে উপদেশ, বিদ্বেষিজনে উপেক্ষা, ভগবদ্ ভক্তে মিত্রতা এবং ভগবানে প্রীতি ভাগবতধর্ম্মাধিকারীর মধ্যমাধিকারের কৃত্য। আমি ত্রৈবর্ণিকের জন্য বেদের বিভাগ এবং তদিতর সামাজিকগণের জন্য পুরাণ ও ইতিহাস প্রভৃতিতে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের সকল প্রকার উপদেশ লিখিয়া বিদ্বেষিকে উপেক্ষা এবং অনভিজ্ঞ জনে দয়া করিয়াছি, কিন্তু বৈষ্ণবে মিত্রতা ও ভগবানে প্রীতির সুষ্ঠুতায় মনোযোগ দিতে না পারিয়াই কি আত্মধর্ম্ম বা ভাগবত-ধর্ম্ম বর্ণনে পশ্চাৎপদ হইয়াছি? তাহা না হইলে আমার আত্মবৃত্তিতেই বা প্রসন্নতা লক্ষ্য করিতেছি না কেন? বোধ করি, মহাভাগবত পরমহংসগণের প্রিয় ভাগবতধর্ম্ম সুষ্ঠুভাবে নিরূপিত করিতে না পারায় ভগবান্ আমার প্রতি প্রসন্ন হইতেছেন না। সাধারণ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম এবং তদতিরিক্ত ভাগবত পারমহংস্য ধর্ম্মের মধ্যে যে ভেদ আছে, তাহা নির্দ্দেশ করিতে না পারায় আমার আত্মবৃত্তি ভক্তির উদয় হইতেছে না। এবম্বিধ সঙ্কল্প বিকল্পের

ফলে ভাগবতধর্ম্মের বিশেষত্ব বিষয়ে ব্যাসের হৃদয়ে জিজ্ঞাসার উদয় হইল। অক্ষজ জ্ঞানাবলম্বি জনসাধারণের হিতাকাঙ্ক্ষা ভাগবতধর্ম্মের অনেকটা অনুকূল হইলেও তাহা অসম্পূর্ণ এবং তদুভয়ের মধ্যে ভেদ অবস্থান করে। ভক্ত ও অভক্ত পরিচয়ভেদে তাহাদিগের ধারণাগত ভেদ আছে। অধোক্ষজ-সেবা হেতুমূলে জাত নহে ও তাহা কোনও প্রকারে বাধাপ্রাপ্ত হয় না। যে সকল ধর্ম্মহেতুমূলে জাত, সেগুলি দ্বারা অধোক্ষজসেবার কোন কথা বুঝিতে পারা যায় না। সুতরাং কামনাবশে চতুর্ব্বর্গের মধ্যে আবদ্ধ থাকায় ব্যবধানযুক্ত। সেই জন্যই আত্মায় প্রসন্নতার অভাব। অধোক্ষজ-সেবা এবং অক্ষজজ্ঞানে কামপরবশ হইয়া ইন্দ্রিয়তর্পণ এই উভয়ের মধ্যে যে নিত্য ভেদ বর্ত্তমান, সেই বিশেষত্ব উপলব্ধি না করিয়াই আমি অক্ষজবাদিগণের জন্য অহংগ্রহোপাসনা এবং ভোগিগণের জন্য ত্রিবর্গকেই ফলরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছি। তাহাতে জীবকুলের প্রতি আমার দয়াপ্রকাশের অভাব আছে। অধিকারভেদে আমি মায়াবাদীকে নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানে নিযুক্ত করিয়া এবং ভোগিগণকে আমি স্থূল সূক্ষ্ম উপাধি দ্বারা ইন্দ্রিয়তর্পণ কার্য্যে নিযুক্ত করার উপদেশ দিয়া হরিবিদ্বেষিগণের সঙ্গত্যাগ করিয়াছি মাত্র। কিন্তু তাহাদিগের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করি নাই। আসুরিক বুদ্ধিপ্রভাবে প্রমত্তজনগণকে জড়ভোগ ও জড়ত্যাগে প্রমত্ত করাইবারই সুযোগ দিয়াছি। আমার এই কার্য্যে জীবের অধিকারের প্রতি দৃষ্টি ছিল। ভগবৎপ্রেমের প্রবল বন্যায় ঐ দুইশ্রেণীর বিদ্বেষীকে বালিশ জ্ঞানে তাহাদিগকে আত্মবৃত্তি ভাগবতধর্ম্মের উপদেশ দেওয়া হয় নাই। তজ্জন্যই আমার চিত্তের এই অপ্রসন্নতা ॥ ৩১ ॥

তস্যৈবং খিলমাত্মানং মন্যমানস্য খিদ্যতঃ।
কৃষ্ণস্য নারদোঽভ্যাগাদাশ্রমং প্রাগুদাহৃতম্ ॥৩২॥

অন্বয়ঃ—এবং (এবম্প্রকারেণ) আত্মানং (জীবং) খিলং (ন্যূনং) মন্যমানস্য (ধ্যায়তঃ) খিদ্যতঃ (খেদং প্রাপ্নুবতঃ) তস্য কৃষ্ণস্য (কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-ব্যাসস্য) প্রাগুদাহৃতং আশ্রমং (পূর্ব্ববর্ণিতং সরস্বতীতীরস্থং বদরিকাশ্রমং) নারদঃ (দেবর্ষিঃ) অভ্যাগাৎ (আগতো বভূব) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—এইরূপ ভাবে আপনাকে অভাবগ্রস্ত মনে করিয়া খেদ করিতে থাকিলে সেই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ঋষির পূর্ব্ববর্ণিত সরস্বতী তীরবর্ত্তী আশ্রমে দেবর্ষি নারদ উপস্থিত হইলেন ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—খিলং ন্যূনং কৃষ্ণস্য ব্যাসস্যাশ্রমং প্রাগুদাহৃতং সরস্বতীতটস্থম্। অত্র ভগবদবতারত্বাদসম্ভাবিনাবপ্যসর্ব্বজ্ঞতা চিত্তাপ্রসাদাদৌ ব্যাসস্য স্বয়ং ভগবতা শ্রীকৃষ্ণেনৈব স্বসদৃশস্য সর্ব্বশাস্ত্রশিরোমণেঃ শ্রীভাগবতস্য প্রাদুর্ভাবার্থমেব বলাদুপপাদিতাবিত্যবসীয়তে। যথা ব্রহ্মমোহনপ্রস্তাবে স্বলীলাসৌন্দর্য্যার্থং বলদেবস্যাপি অসর্ব্বজ্ঞতা কল্পিতা নারদোপদেশাৎ প্রাদুর্ভূতে চ সতি যস্মিন্ (ভাঃ ১১।২০।৩০) সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসেতি। (ভাঃ ৪।৩১।১২) কিম্বা যোগেন সাংখ্যেন ন্যায়স্বাধ্যায়য়োরপি। কিম্বা শ্রেয়োভিরন্যৈশ্চ ন যত্রাত্মপ্রদো হরিরিতি বাক্যাভ্যাং সর্ব্বপুরুষার্থমুখ্যো মোক্ষোঽপি ভক্ত্যৈব লভ্যতে ন তু সাধনান্তরেণেতি সর্ব্বশাস্ত্রবিলক্ষণোঽর্থঃ সর্ব্বৈরেব দৃষ্টো ভবতীতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই প্রকারে নিজেকে হীন মনে করিয়া বিষণ্ণ কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের পূর্ব্ববর্ণিত (সরস্বতী নদীর তটস্থ বদরিকা) আশ্রমে (দেবর্ষি নারদ আসিয়া উপস্থিত হইলেন)। এখানে—ব্যাসদেব শ্রীভগবানের অবতার, এইজন্য তাঁহার অসর্ব্বজ্ঞতা ও চিত্তের অপ্রসন্নতাদি অসম্ভব হইলেও স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃকই স্ব-সদৃশ সর্ব্বশাস্ত্রশিরোমণি শ্রীভাগবতের প্রাদুর্ভাবের নিমিত্তই বলপূর্ব্বক তাঁহার অসর্ব্বজ্ঞতা ও চিত্তের অপ্রসন্নতা উৎপন্ন করিয়াছেন—ইহাই সঙ্গত। যেরূপ ব্রহ্মমোহন-প্রসঙ্গে নিজের (শ্রীকৃষ্ণের) তাদৃশ লীলাসৌন্দর্য্যের প্রকাশনের জন্য শ্রীবলদেবেরও অসর্ব্বজ্ঞতা কল্পিত হইয়াছে। শ্রীনারদের উপদেশে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাসের চিত্তে আবির্ভূত হইয়াছিল।

শ্রীভাগবতে একাদশ স্কন্ধে উদ্ধবের নিকট শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"যাহা যজ্ঞাদি কর্ম্মসমূহ, তপস্যা, বৈরাগ্য, যোগ, দান-ধর্ম্ম, অন্য মঙ্গলজনক কার্য্যসকলের দ্বারা প্রাপ্ত হয়—আমার ভক্ত কেবল আমার ভক্তিযোগের

দ্বারাই সেই সকল এবং স্বর্গ ও মোক্ষ, অধিক কি, যদি আমার বৈকুণ্ঠও অভিলাষ করেন, তখন তাহাও তৎক্ষণাৎ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।" চতুর্থ স্কন্ধে প্রচেতাগণের নিকট শ্রীদেবর্ষি নারদও বলিয়াছেন—"অষ্টাঙ্গ যোগ, সাংখ্য (আত্মা অনাত্মাবিবেক-জ্ঞান), সন্ন্যাস, ব্রহ্মচর্য্য ব্রতপালন এবং অন্যান্য পুণ্য কর্ম্মেরই বা কি ফল, যদি না এই সকলের দ্বারা আত্মপ্রদ শ্রীহরি আরাধিত হন ?"—এই দুইটী বাক্যের দ্বারা সকল পুরুষার্থের মধ্যে মুখ্য মোক্ষও একমাত্র ভক্তির দ্বারাই লভ্য হয়, কিন্তু অন্য কোন সাধনের দ্বারা নহে, ইহা সকল শাস্ত্র হইতে বিলক্ষণ। অনন্তর সকলের দ্বারাই দৃষ্ট হইবে—ইহা জানা যায়॥ ৩২॥

মধ্ব—খেদো অনলং বুদ্ধিঃ।

অতুষ্টিরপ্রসাদশ্চ খেদো তৃপ্তিস্তথৈব চ।
অনলত্বং বদন্ত্যেতে সর্ব্বে পর্য্যায়বাচকাঃ॥
ইতি ব্রাহ্মে। মন্যমানস্য স্বেচ্ছয়া॥ ৩২॥

তমভিজ্ঞায় সহসা প্রত্যুত্থায়াগতং মুনিঃ।
পূজয়ামাস বিধিবন্নারদং সুরপূজিতম্॥ ৩৩॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে
পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
প্রথমস্কন্ধে নারদাগমনং নাম
চতুর্থোঽধ্যায়ঃ॥ ৪॥

অন্বয়ঃ—মুনিঃ (ব্যাসঃ) সুরপূজিতং (দেববন্দিতং) তং নারদং আগতং (উপস্থিতং) অভিজ্ঞায় (জ্ঞাত্বা) সহসা (শীঘ্রং) প্রত্যুত্থায় (আসনাদুত্থিতঃ সন্) বিধিবৎ (যথাবিধি) পূজয়ামাস (অপূজয়ৎ)॥ ৩৩॥

ইতি প্রথম স্কন্ধে চতুর্থোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ সমাপ্ত।

অনুবাদ—দেববন্দিত সেই দেবর্ষি নারদকে সমাগত জানিয়া তৎক্ষণাৎ আসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া স্বীয় গুরুর ন্যায় যথাবিধি পূজা করিলেন। ॥ ৩৩॥

ইতি প্রথম স্কন্ধে চতুর্থ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—বিধিবৎ বিধিং ব্রহ্মাণমিব। ইব বদ্বাচসাদৃশ্যে ইত্যভিধানম্। অত্র বৎশব্দেন সহ সমাসঃ॥ ৩৩॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
চতুর্থঃ প্রথমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্॥ ৪॥

ইতি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠক্কুরকৃতা শ্রীভাগবত-প্রথম-স্কন্ধ। চতুর্থোঽধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—এখানে 'বিধিবৎ' বলিতে—বিধি অর্থাৎ ব্রহ্মার মত দেবর্ষি নারদকে ব্যাসদেব পূজা করিলেন। অভিধানে উক্ত হইয়াছে—"বৎ, বা, যথা, তথা, এব, এবম্, ইব—শব্দ সাদৃশ্যে।" বিবিবৎ—এখানে বৎ-শব্দের সহিত সমাস হইয়াছে। ॥ ৩৩॥

ইতি ভক্তমানসের আনন্দদায়িনী 'সারার্থ-দর্শিনী'
টীকার সজ্জন-সম্মত প্রথম স্কন্ধের
চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত সারার্থ-দর্শিনী টীকার প্রথম স্কন্ধে চতুর্থ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত॥ ১।৪॥

শ্রীমধ্ব—ইতি শ্রীমদ্ভাগবত প্রথমস্কন্ধতাৎপর্য্যে শ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎপাদাচার্য্য বিরচিত চতুর্থোঽধ্যায়ঃ॥

তথ্য—ইতি প্রথম স্কন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ের তথ্য সমাপ্ত।

বিবৃতি—ইতি প্রথমস্কন্ধ চতুর্থ অধ্যায়ের বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীভাগবত প্রথমস্কন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ের
শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীসূত উবাচ—

অথ তং সুখমাসীন উপাসীনং বৃহচ্ছ্রবাঃ।
দেবর্ষিঃ প্রাহ বিপ্রর্ষিং বীণাপাণিঃ স্ময়ন্নিব ॥ ১ ॥

শ্রীগৌড়ীয়-ভাষ্য

পঞ্চম অধ্যায়ের কথাসার

পঞ্চম অধ্যায়ে শ্রীনারদ শ্রীব্যাসের চিত্ত প্রসন্ন করিবার জন্য কর্ম্মজ্ঞানপ্রতিপাদক সকল ধর্ম্মাপেক্ষা হরিকীর্ত্তনমূলক ভক্তিধর্ম্মেরই গৌরব উপদেশ করিতেছেন।

শ্রীনারদ গোস্বামী সমীপবর্ত্তী শ্রীব্যাসদেবকে কুশলাদি জিজ্ঞাসার পর ভারত রচনা ও ব্রহ্মসূত্রাদি বিচার সত্ত্বেও তাঁহাকে অকৃতার্থের ন্যায় শোক করিতে দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীব্যাস আত্মপ্রসাদ ও ন্যূনতার কারণনির্ণয়ে স্বীয় অসামর্থ্য জ্ঞাপন করিয়া অন্তর্য্যামী পরব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুদেব শ্রীনারদের নিকটেই পুনরায় উহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় শ্রীনারদ কহিলেন, 'হে মহর্ষে, আপনি শ্রীহরির নির্ম্মল লীলা সুষ্ঠুরূপে কীর্ত্তন করেন নাই বলিয়া তাঁহার অসন্তোষহেতু আপনার সমস্ত ধর্ম্মজ্ঞানাদি নিরর্থক হইয়াছে। বিশেষতঃ চতুর্ব্বর্গের বিষয় যত অধিক কীর্ত্তন করিয়াছেন, ভগবান্ বাসুদেবের মহিমা তদ্রূপ কীর্ত্তন করেন নাই। হরিতাৎপর্য্য সিদ্ধান্তরসহীন বাক্যসমূহ বিচিত্রপদসম্পন্ন হইলেও ভগবদিতর বিষয় কথা বলিয়া তাহাতে কামুকলোকেই প্রীত হয় জানিয়া শুদ্ধসত্ত্ব যতি বা বৈষ্ণবগণ কখনও তাহা আদর করেন না। ভগবদ্ভক্তিসিদ্ধান্তপ্রধান-বাক্যের পদ-চাতুর্য্য না থাকিলেও হরিনামভজন-তাৎপর্য্যহেতু উহাতেই সমস্ত লোকের অমঙ্গল বিনষ্ট হয়। নির্ব্বি-শেষ ব্রহ্মজ্ঞান অচ্যুতভক্তিবিবর্জ্জিত হইলে এবং সর্ব্বত্র দুঃখপ্রদকর্ম্ম নিষ্কাম হইলেও পরমেশ্বর বিষ্ণুতে সমর্পিত না হওয়ায় উভয়ই নিষ্ফল। অতএব আপনি ভক্তিসমাহিত-চিত্তে শ্রীহরির চরিত কীর্ত্তন করুন। শ্রীহরির লীলাব্যতীত ভেদদর্শনহেতুই বুদ্ধি চঞ্চলা ও অস্থিরা হয়। বিশেষতঃ সকাম ধর্ম্মে স্বাভাবিক অনুরক্তজনগণকে হরিকথা কীর্ত্তন ত্যাগ করিয়া মহাভারতাদিতে যে চতুর্ব্বর্গধর্ম্মানুষ্ঠানের কথা উপদেশ করিয়াছেন, তাহা কেবল তুচ্ছ নহে, পক্ষান্তরে বিরুদ্ধ এবং আপনার পক্ষে মহা অন্যায় হইয়াছে, কেননা আপনার বাক্যে চতুর্ব্বর্গাদি সকাম ধর্ম্মকেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বিশ্বাস করিয়া ধর্ম্মের বিষয়ে অন্য কোন তত্ত্ববিৎ আচার্য্যের নিষেধ আর তাহারা গ্রাহ্য করিবে না। নিবৃত্তিমার্গাবলম্বী বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই নিত্য বাসুদেব-স্বরূপ জানিয়া ভজন করিতে পারেন; নির্ব্বোধ প্রবৃত্তি-মার্গরত ব্যক্তি তাহাতে অসমর্থ, অতএব ত্রিগুণচালিত দেহাত্মবুদ্ধিসম্পন্নজনগণকেও ভগবানের লীলাকথা প্রদর্শন করুন। আর ধর্ম্মার্থকামাদি ত্রৈবর্গিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ভক্ত্যঙ্গ সাধন করিতে করিতে অসিদ্ধাবস্থায়ও যদি মৃত্যু বা পতন হয়, তথাপি ঐ অনিত্য স্বধর্ম্মত্যাগ নিমিত্ত তাঁহার কোন প্রকার অনর্থের বা অসুবিধার আশঙ্কা নাই। দুঃখ যেমন প্রার্থনা না করিলেও বিনা চেষ্টায় আসে, তদ্রূপ উচ্চাবচ সকল লোকেই বিষয়সুখাদি লাভ হইলেও উহা আগমাপায়ী, এতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অতি দুর্লভ নিত্য পরমার্থের জন্যই চেষ্টা করিবেন। ভক্তিশূন্য কর্ম্মী বা জ্ঞানীই সংসার লাভ করে, কিন্তু ভক্ত যে কোন অবস্থায় থাকুন না কেন, তিনি ভগবানের পাদপদ্ম-মধু একবার পান করিয়া আর তাহা পরি-ত্যাগপূর্ব্বক বিষয়বিষ রসপানে সংসার আবাহন করেন না। এই বিশ্ব ও জীব যে ভগবান্ বিষ্ণু হইতে ভেদাভেদ প্রকাশ তাহা আপনি শ্রুতিপ্রমাণবলে জানেন। আপনি স্বয়ং ঈশ্বরের শক্ত্যাবেশাবতার, অতএব শ্রীহরির অদ্ভুতলীলাচরিত আপনি বর্ণন করুন। ভগবৎকথা কীর্ত্তনই যাবতীয় তপস্যা, স্বাধ্যায়, যজ্ঞ, মন্ত্রপাঠ ও দানাদির ফল।

এক্ষণে আমার নিজ বৃত্তান্ত বর্ণন দ্বারা সাধুসঙ্গ প্রভাবে হরিকথা শ্রবণফল বলিতেছি। পূর্ব্বজন্মে আমি বেদার্থবেত্তা ভক্তিযোগী মুনিগণের এক পরি-চারিকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। তাঁহারা চাতুর্ম্মাস্য উপলক্ষে বর্ষাকালে একত্র বাস করিতে

ইচ্ছা করিলে আমি তাঁহাদের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইয়া অচঞ্চলচিত্তে সেবা করিতে লাগিলাম। একবার তাঁহাদের উচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদ সেবনফলে আমার সমস্ত পাপ দূরীভূত ও চিত্তমাজ্জিত হইয়া ভাগবতধর্ম্মে রুচি জন্মিল। তাঁহাদের হরিকথাগান শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণফলে আমার শ্রীহরিতে রুচি বৃদ্ধি হইল। তৎফলে আমি নিজ শুদ্ধস্বরূপ ও অবিদ্যাভিনিবেশজাত স্থূল ও সূক্ষ্মদেহবিবেক লাভ করিলাম। এইরূপে বর্ষা ও শরৎ ঋতুতে অনুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন শ্রবণফলে আমার শুদ্ধভক্তির উদয় ও সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হইল। পরে স্থানান্তরে গমনোদ্যত হইলে সেই দীনবৎসল মুনিগণ আমাকে সাক্ষাৎ ভগবন্নারায়ণ-কথিত গুহ্যতম তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করিলেন। তদ্দ্বারা ভগবচ্ছক্তিস্বরূপজ্ঞান লাভ করিয়াছি। ইহা জানিলেই জীব বিষ্ণুর পরমপদ লাভ করে। ভোক্তৃভাব ত্যাগ করিয়া ভগবদ্দাস বুদ্ধিতে অর্থাৎ ভগবদুদ্দেশে অনুষ্ঠিত হইলেই সেই কার্য্যসমূহে ত্রিতাপ ধ্বংস হয়। ভক্তিযোগাধীন জ্ঞান হরিতোষণোদ্দেশে অনুষ্ঠিত কর্ম্মেরই অব্যভিচারি ফল। আমি পঞ্চরাত্রবক্তা শ্রীনারায়ণ হইতে এই জন্মে প্রণবমন্ত্র লাভ করি। যিনি বাসুদেবাদি চতুর্ব্যূহের নামাত্মক মন্ত্রদ্বারা অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দবিগ্রহ বিষ্ণুকে উপাসনা করেন, তাঁহারই সমদর্শন বা অধোক্ষজদর্শন। ভগবান্ শ্রীনারায়ণ আমাকে নিজ নিগম পঞ্চরাত্রানুষ্ঠানরত জানিয়া জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য ও রতি প্রদান করিলেন। আপনিও শ্রীহরির চরিতকথা বর্ণন করুন, তদ্দ্বারাই তত্ত্ব জিজ্ঞাসার সকল মীমাংসা লাভ হয় আর তদ্ব্যতীত পুনঃ পুনঃ ত্রিতাপক্লিষ্ট জীবের শান্তি বা আত্মপ্রসাদলাভের অন্য উপায় নাই।

অন্বয়ঃ—সূত উবাচ (কথয়ামাস)। অথ (অনন্তরং) সুখং আসীনঃ (স্বাচ্ছন্দ্যেন উপবিষ্টঃ) বৃহচ্ছ্রবাঃ (মহাযশাঃ) বীণাপাণিঃ (বীণা হস্তে ধৃক্) দেবর্ষিঃ (নারদঃ) স্ময়ন্নিব (ঈষদ্ধসন্নিব) উপাসীনং (সমীপে সমুপবিষ্টং) তং বিপ্রর্ষিং (বেদব্যাসং) প্রাহ (উবাচ)॥ ১॥

অনুবাদ—অনন্তর মহাযশঃশালী বীণাপাণি দেবর্ষি নারদ সুখে উপবেশন করিয়া নিকটে উপবিষ্ট সেই ব্রাহ্মণ ঋষি বেদব্যাসকে ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন॥ ১॥

বিশ্বনাথ

পঞ্চমে জ্ঞানকর্ম্মাদের্বৈয়র্থ্যমুপপাদয়ন্।
ভক্তিং কীর্ত্তনমুখ্যাঙ্গাং নারদস্তমুপাদিশৎ॥

উপাসীনমাতিথ্যার্থমাসনার্ঘ্যপাদ্যাদিভিঃ উপাসনাং কুর্ব্বন্তমেবাহ। স্ময়ন্নিব ওষ্ঠাধরাভ্যাং স্মিতং নিষ্ক্রময়ন্নিব সর্ব্বজ্ঞ তয়া তং প্রত্যন্তঃপ্রসাদম্। নানাপ্রশ্নকৌতুকার্থমবহিত্থয়া গোপয়িতুমশক্নুবন্নিত্যর্থঃ॥ ১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই পঞ্চম অধ্যায়ে দেবর্ষি নারদ ব্যাসদেবকে জ্ঞান ও কর্ম্মাদির বিফলতা প্রদর্শন করতঃ কীর্ত্তনই যাঁহার মুখ্য অঙ্গ, সেই ভক্তির উপদেশ করিলেন॥

'উপাসীনং' অর্থাৎ নিকটে উপবিষ্ট, আতিথেয়তার জন্য আসন, অর্ঘ্য, পাদ্যাদির দ্বারা পূজা করিতেছেন যে বেদব্যাস, তাঁহাকে বলিলেন। 'স্ময়ন্নিব'—স্মিত হাস্য করিতে করিতেই যেন। মনে হইতেছে, ওষ্ঠ ও অধর হইতে মৃদুমন্দ হাস্য বিকাশ করিতেছেন এবং সর্ব্বজ্ঞ-হেতু তাঁহার প্রতি অন্তরের প্রসন্নতা বিস্তার করিতেছেন। নানা প্রশ্ন কৌতুকের নিমিত্ত অবহিত্থার দ্বারা (মনের ভাব) গোপন করিতে অসমর্থ হইয়া স্মিত হাস্য করিয়াছিলেন—এই অর্থ॥ ১॥

শ্রীনারদ উবাচ—

পারাশর্য্য মহাভাগ ভবতঃ কচ্চিদাত্মনা।
পরিতুষ্যতি শারীর আত্মা মানস এব বা॥ ২॥

অন্বয়ঃ—নারদ উবাচ। হে মহাভাগ (সুভগ) পারাশর্য্য (পরাশরতনয় ব্যাস) ভবতঃ শারীরো মানস এব বা আত্মা আত্মনা (শরীরাভিমানী আত্মা শরীরেণ মনোভিমানী আত্মা মনসা বা) পরিতুষ্যতি কচ্চিৎ (প্রসন্নো বর্ত্ততে কিং ন বা)॥ ২॥

অনুবাদ—হে মহাত্মা পরাশর-নন্দন, আপনার শরীরাভিমানী অথবা মনোভিমানী আত্মা যথাক্রমে শরীর ও মনের দ্বারা সন্তুষ্ট আছে ত'? ২॥

বিশ্বনাথ—শারীরঃ শরীরাভিমানী আত্মা। আত্মনা তেন শরীরেণ কিং তুষ্যতি। মানস আত্মা মনোঽভি-

মানী তেন মনসা কচ্চিদিতি প্রশ্নে কিং পরিতুষ্যতি নো বা। পারাশর্য্যেতি মহাভাগেত্যাভ্যাং পৈতৃকস্বীয়-মহাপ্রভাববতোহপি কোহয়ং বিষাদ ইতি বিস্ময়ো ব্যঞ্জিতঃ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শারীর বলিতে শরীরাভিমানী আত্মা। আত্মার সহিত অর্থাৎ সেই শরীরের সহিত আত্মা তুষ্ট আছে ত? আর, 'মানস আত্মা' অর্থাৎ মনের অভিমানী আত্মা সেই মনের সহিত পরিতুষ্ট রহিয়াছে ত? 'কচ্চিৎ'—শব্দ প্রশ্নার্থে। 'পারাশর্য্য' (অর্থাৎ মহামুনি পরাশরের পুত্র) এবং 'মহাভাগ' (মহাভাগ্যবান্)—এই দুইটি সম্বোধনের দ্বারা পৈতৃক স্বীয় মহাপ্রভাবশালী তোমার এই বিষণ্ণতা কেন? এই বিস্ময় এখানে ব্যঞ্জিত হইয়াছে ॥ ২ ॥

মধ্ব—শারীর-মানসয়োরভেদাদুভয়থাপি যুজ্যতে। স্বতন্ত্রত্বাদাত্মনৈব হ্যলং বুদ্ধিঃ ॥ ২ ॥

তথ্য—পারাশর্য্য—পরাশরস্তুতিবৈষ্ণবস্তৎপুত্রং কথং ভগবন্মার্গে সন্দিগ্ধ ইতি পিতৃনাম্না সম্বোধনেন তদুদ্বোধিতম্ (বল্লভঃ)।

শারীর ও মানস আত্মা—১। শরীরাভিমানী তেন শরীরেণ, মনোহভিমানী তেন মনসা (শ্রীধর); ২। শরীর আত্মা ক্ষেত্রজ্ঞঃ মানসঃ মনঃ সম্বন্ধো মনঃ করণকঃ সমনস্কঃ (বীররাঘব); ৩। ভগবতঃ শারীরঃ মানসো বা শরীর রূপো বা ভেদাভাবাদেব মুক্তিঃ (বিজয়ধ্বজ); ৪। শরীরাধিষ্ঠাতা মানসো মনোনিয়ন্তাত্মাত্মনা স্বতঃ (সিদ্ধান্তপ্রদীপ) ॥ ২ ॥

বিবৃতি—প্রপঞ্চে জীবের অধিষ্ঠানে স্থূল শরীর ও সূক্ষ্ম মনকে আত্মা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে ঐ দুইটী অনাত্ম-প্রতীতি নির্ম্মল আত্ম-প্রতীতি হইতে ভিন্ন। আত্ম-প্রতীতিতে হরিসেবা নিত্যকাল বর্ত্তমান। হরি সচ্চিদানন্দ বস্তু। যে জীবাত্মা সচ্চিদানন্দে অবস্থিত, তাঁহার হরিতে উন্মুখতা বশতঃ অনাত্ম-প্রতীতির অভাব। স্থূলদেহ ও সূক্ষ্ম মনোদ্বারা বাহ্য জগতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ও চিন্তা জীবাত্মার সচ্চিদানন্দ-প্রতীতি হইতে পৃথক্ করাইয়া দেয়। কৃষ্ণেতর-প্রতীতি যাহাকে দ্বিতীয়াভিনিবেশ বলে, তাহার উদয়ে জীব অভয় পাদপদ্ম-সেবা বঞ্চিত হন এবং ভীতি-ধর্ম্ম দেহ ও মনের বৈক্লব্য উপস্থিত করায়। যে জন্য ভীতি, তাহা প্রকাশিত হইলে দেহ ও মন শোকের বশীভূত হয়। ভয় ও শোকের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য অনাত্ম-প্রতীতির চেষ্টা হইতে কামনার সূত্রপাত হয়। বদ্ধ-প্রতীতির বৃত্তিসমূহ কামনাজাত ও নশ্বর। জীবাত্মা হরিসেবনোন্মুখ হইলে শোক, মোহ ও ভয়ের হস্ত হইতে ক্লেশলাভ করে না। শ্রীগুরু নারদ স্বীয় শিষ্য শ্রীব্যাসকে উদ্দেশ করিয়াই অক্ষজ ধারণা-বিশিষ্ট বদ্ধজীবোচিত ব্যক্তি-নির্দ্দেশে দৈহিক ও মানসিক কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। ভগবৎসেবাময়ী আত্ম-প্রতীতিতে কোন অনুপাদেয়তা অবস্থান করে না। বদ্ধজীবের শ্রেয়োলাভের জন্যই শ্রীগুরুবৈষ্ণবের শিষ্যসঙ্গ। শিষ্যের গুরুসেবাপ্রবৃত্তি সমৃদ্ধ হইলে কোনপ্রকার কৃষ্ণতত্ত্ববিজ্ঞানের অভাব থাকে না ॥ ২ ॥

জিজ্ঞাসিতং সুসম্পন্নমপি তে মহদদ্ভুতম্ ।
কৃতবান্ ভারতং যস্ত্বং সর্ব্বার্থপরিবৃংহিতম্ ॥৩॥

অন্বয়ঃ—যস্ত্বং মহদদ্ভুতং (অতি বিস্তারিতং গূঢ়ার্থঞ্চ) সর্ব্বার্থ পরিবৃংহিতং (সর্ব্বৈরর্থৈর্ধর্ম্মাদিভিঃ পরিপূর্ণং) ভারতং (মহাভারতং) কৃতবান্ (এবম্ভূতস্য) তে (তব ত্বয়া ইত্যর্থঃ) জিজ্ঞাসিতং (জ্ঞাতুমিষ্টং ধর্ম্মাদি যৎ তৎ সর্ব্বং) সুসম্পন্নমপি (সম্যগ জ্ঞাতমনুষ্ঠিতঞ্চ) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—ধর্ম্মাদি যে কিছু জানিবার আপনার ইচ্ছা ছিল সেই সমুদয় আপনি সম্যগ্ জ্ঞাত হইয়াছেন এবং অনুষ্ঠানও করিয়াছেন যেহেতু আপনি পরমাশ্চর্য্য ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ কথা পরিপূর্ণ মহাভারত রচনা করিয়াছেন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—ন চ তব শাস্ত্রজ্ঞানং কিঞ্চিদপেক্ষিতব্যং তদলব্ধিমূলকোহয়ং বিষাদ ইতি বাচ্যম্। যতো জিজ্ঞাসিত-মিত্যাদি ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তোমার শাস্ত্রজ্ঞানের কোন অপেক্ষা নাই, যাহার অপ্রাপ্তির নিমিত্ত তোমার এই বিষাদ—ইহা বলা চলে না। যেহেতু তোমার জিজ্ঞাসিত সমস্ত বিষয়ই সুসম্পন্ন (সম্যক্ জ্ঞাত ও অনুষ্ঠিত) হইয়াছে—ইত্যাদি ॥ ৩ ॥

তথ্য—সর্ব্বার্থপরিবৃংহিতং—১। সর্ব্বৈরর্থৈর্ধর্ম্মাদিভিঃ পরিবৃংহিতং পরিপূর্ণং (শ্রীধর); ২। মহা-

ভারত আদি পর্ব্ব ৬২ অঃ ৫৩ শ্লোকে জনমেজয়ের প্রতি বৈশম্পায়নোক্তি—

—"ধর্ম্মে চার্থে চ কামে চ মোক্ষে চ ভরতর্ষভ।
যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি ন তৎ কুচিৎ ॥"

ইতি তন্ত্রৈবোক্তেঃ সর্ব্বৈঃ সাঙ্গোপাঙ্গৈর্ধর্ম্মাদিভিরর্থৈঃ পরিবৃংহিতং পূর্ণম্ (সিদ্ধান্তপ্রদীপ)।

শ্রীজীবপাদ বলেন, মৎস্যপুরাণে "সত্যবতীসুত ব্যাসদেব অষ্টাদশ পুরাণ রচনার পর পুরাণার্থ পরিপূর্ণ মহাভারত রচনা করেন," এই বচন তৃতীয় শ্লোকের বিরোধী শোনা যায়। অতঃপর "তিনি ভাগবতী সংহিতা রচনা করিয়া নিরৃত্তিমার্গরত আত্মজ শুককে পাঠ করাইয়াছিলেন" এই ভাঃ ১।৭।৮ শ্লোক বচনে তাহার সমাধান দেখা যায়। প্রথমতঃ সামান্যভাবে রচনা করিয়া শ্রীনারদোপদেশের পর তাঁহার সম্মতিক্রমে বিশেষভাবে রচনা করেন ॥ ৩ ॥

জিজ্ঞাসিতমধীতঞ্চ ব্রহ্ম যত্তৎ সনাতনম্।
তথাপি শোচস্যাত্মানমকৃতার্থ ইব প্রভো ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—(কিঞ্চ) যৎ সনাতনং (নিত্যং পরং) ব্রহ্ম তচ্চ জিজ্ঞাসিতং (বিচারিতং) অধীতঞ্চ (অধিগতং প্রাপ্তঞ্চ) (হে) প্রভো তথাপি অকৃতার্থ ইব (অকৃতকার্য্য ইব) আত্মানং শোচসি (অনুতাপং করোষি কিমর্থমিতি শেষঃ) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—আরও হে তত্ত্ববিৎ নিত্য যে পরব্রহ্মস্বরূপ তাহাও আপনি বিচার করিয়া প্রাপ্ত হইয়াছেন। তথাপি আপনাকে বিফল মনোরথ জ্ঞানে কি জন্য শোক করিতেছেন ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—ন চানুভবজ্ঞানমপেক্ষিতব্যং ইত্যপি বাচ্যঃ যতঃ সনাতনং নিত্যং ব্রহ্ম ব্যাপকং নির্ব্বিশেষস্বরূপং যত্তদপি জিজ্ঞাসিতং বেদান্তসূত্রকরণৈর্ব্বিচারিতম্। ন কেবলং জিজ্ঞাসিতমেব অপি তু অধীতমবগতমনুভবগোচরীকৃতমিত্যর্থঃ। অত্র অধীতং অধিগতং প্রাপ্তমিত্যর্থঃ ইতি শ্রীস্বামিচরণাঃ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অনুভূতিরূপ জ্ঞানের অপেক্ষা রহিয়াছে—ইহাও বলিতে পার না, যেহেতু যাহা নিত্য ব্যাপক নির্ব্বিশেষ-স্বরূপ ব্রহ্ম, তাহাও তুমি বেদান্তসূত্র করণের দ্বারা বিচার করিয়াছ। কেবল যে বিচারই করিয়াছ, তাহা নহে, কিন্তু অধিগত করিয়াছ অর্থাৎ অনুভবের গোচরীকৃত করিয়াছ। এখানে শ্রীধর স্বামিপাদ 'অধীত'—শব্দের অর্থ করিয়াছেন—অধিগত অর্থাৎ নিজের আয়ত্তের মধ্যে প্রাপ্ত ॥ ৪ ॥

মধ্ব—শোচসি প্রকাশয়সি। অজস্রেণ শোচিষাশোশুচান ইতি হি শ্রুতিঃ ॥ ৪ ॥

তথ্য—১। বিচারিতমিতি বা পূর্ব্বোত্তর-মীমাংসয়োঃ প্রণয়নাপ্রণয়নাভ্যাম্ (বীররাঘব); ২। বেদাত্মকং শব্দব্রহ্ম তদপি জিজ্ঞাসিতং বিচারিতং (বিজয়ধ্বজ); ৩। ব্রহ্ম পরব্রহ্মবেদশ্চ তত্রৈকং জিজ্ঞাসিতমপরমধীতং চকারাদধ্যাপিতং ধর্ম্মশ্চ জৈমিনেরপি তদুক্তার্থপরিবন্ধনাৎ অথবা প্রথম জিজ্ঞাসা ব্রহ্মবিষয়িণী, দ্বিতীয়া বেদস্য যত্তদিতি অতিপ্রসিদ্ধং সনাতনমবিকৃতং ব্রহ্মশব্দেন বৃহত্ত্বমেবোক্তং ফলবিপর্য্যয়েণ দূষয়তি তথাপীতি "তরতি শোকমাত্মবিৎ" ইতি শ্রুতেঃ "অনীহয়া শোচতি মুহ্যমানঃ" ইতি চ জ্ঞানধর্ম্ম-সম্পত্তৌ শোকাভাবঃ শ্রুতিসিদ্ধঃ স চানুভবেন বাধ্যতে। ন চায়ং শোকো লৌকিক ইত্যাহ অকৃতার্থ ইবেতি। যথা জিজ্ঞাস্যদ্বয়াভাবে অসিদ্ধ পুরুষার্থস্য শোকঃ তথাসম্পন্নদশায়ামপীতি অত্রোত্তরকথন-সামর্থ্যং তবাস্তীত্যত আহ প্রভো ইতি (বল্লভ); ৪। ব্রহ্ম বেদরূপং তৎ ত্বয়া শব্দতোঽধীতমর্থতশ্চ জিজ্ঞাসিতম্ (সিদ্ধান্তপ্রদীপ)।

প্রভো—শ্রীগুরুদেব নারদ শিষ্য শ্রীব্যাসকে 'প্রভু' সম্বোধনে যে বাক্য বলিয়াছেন, তাহাতে শিষ্যের দিব্যজ্ঞানলাভের কথা পাওয়া যায়। যিনি দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তিনি তাঁহার অধীনস্থ দেহ ও মনকে কৃষ্ণোন্মুখতার জন্য অনুগ্রহ এবং হরিবিমুখতার জন্য নিগ্রহ করিতে সমর্থ। যিনি নিগ্রহ ও অনুগ্রহ করিতে সমর্থ তিনি সমগ্র অন্তর্বাহ্য জগতের প্রভুত্ব লাভ করিয়াছেন, সেরূপ অবস্থায় তাঁহার স্থূলসূক্ষ্মদেহের বৃত্তি প্রবল হইতে পারে না। স্থূলসূক্ষ্ম জগৎদর্শনকারী ইন্দ্রিয়তর্পণে ব্যস্ত থাকায় তাহার ক্লেশ বা অশান্তি। গোস্বামীতে এবম্প্রকার অশান্তি সম্ভবপর নহে। নির্ব্বিষয় বৈষ্ণবকে 'গোস্বামী', 'প্রভু' প্রভৃতি সম্বোধন দোষবহ নহে। জগতের উচ্চাবচভাবে যে বৈষম্য বা অবরতা উৎপন্ন করে, ভক্তিরাজ্যে সেইরূপ অনুপাদেয় ও অপ্রিয় নশ্বর ভাব নাই, দিব্যজ্ঞানের

উদয়ে ব্যাসের জগদ্‌গুরুত্ব ও হরির আবেশাবতারত্ব বিচার করিলে এবং শ্রীনারদের মহাভাগবতত্বে ঐ প্রকার উক্তির সামঞ্জস্য আছে।

ব্রহ্ম—তত্ত্ববিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব। বৃহত্ত্ব ও পালন শক্তি দ্বয়ের প্রকাশহেতু ব্রহ্মের নির্দ্দেশে প্রকৃতির সহিত বৈশিষ্ট্য নির্দ্দিষ্ট হয়। এই বিশেষকে অপ্রাকৃত ভেদ বলা হয়। প্রাকৃত ভেদ বিশেষ বিকারযুক্ত বলিয়া কালক্ষোভ্য। প্রকৃতির অতীতরাজ্যে। অখণ্ডকাল বর্ত্তমান থাকিয়া যে বিশেষ ও নিত্যভেদ প্রকটিত করায়, তাহাতে প্রাকৃত বিচার কার্য্যে লাগে না। ব্রহ্মের যে প্রকৃতি ব্রহ্ম হইতে পৃথক হইয়া ব্রহ্মদর্শন বিমুখ করাইয়া অপ্রকাশিত ভাবের পোষণ করে, তাহাই অব্যক্ত বা প্রকৃতি শব্দবাচ্য। যাঁহারা ব্রহ্ম-দর্শনের অভাবে ব্রহ্মপ্রকৃতিকেই ব্রহ্ম বলিয়া ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের বিচার্য্য বস্তু বলিয়া মনে করেন এবং তাহার ভোক্তা হইয়া ব্রহ্মকে ভোগ্য দৃশ্যাদি-জাতীয় জ্ঞান করেন, তাঁহারা আপনাদিগকে বিষয়ীসজ্জায় কৃষ্ণেতর স্বভাবময়ী প্রকৃতিকে নিজের আশ্রিত বা ভোগ্য জ্ঞান করেন। যে সময়ে জীব আপনাকে প্রপঞ্চে বিষয় জ্ঞান করিয়া ব্রহ্মকে দৃশ্যজাতীয় আশ্রয় মনে করে, তৎকালে তাহার হরিদাস্য বিস্মৃতি বা ব্রহ্মেতর প্রকৃতিদর্শন। প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলিকে ভোগ্যজ্ঞান জীবের নিত্য প্রকাশ ধর্ম্ম হইতে বঞ্চিত করাইয়া আবরণী ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিতে স্থাপিত করে। তখনই জীব আপনাকে ত্রিগুণাত্মক মনে করিয়া মায়াবাদী এবং তাহা হইতেও বঞ্চিত হইয়া বদ্ধজীব ইন্দ্রিয়তর্পণরত ভোক্তা মনে করেন। মায়াবাদী ব্রহ্ম ও প্রকৃতিকে জড়দ্রব্যদ্বয় মনে করিয়া উভয়ের সমন্বয় প্রয়াস করেন ॥ ৪ ॥

শ্রীব্যাস উবাচ—

অস্ত্যেব মে সর্ব্বমিদং ত্বয়োক্তং
তথাপি নাত্মা পরিতুষ্যতে মে।
তন্মূলমব্যক্তমগাধবোধং
পৃচ্ছামহে ত্বাত্মভবাত্মভূতম্ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—ব্যাস উবাচ (আহ)। ত্বয়া (ভবতা) উক্তং (কথিতং সর্ব্বার্থ-পরিবৃংহিত-ভারতাদি রচন-সামর্থ্যাদিকং) মে (মম) অস্তি এব (সত্যং) তথাপি মে আত্মা (শারীরো মানসশ্চ আত্মা) ন পরিতুষ্যতে (নৈব নির্বৃতিমাপ্নোতি) অতঃ হে (নারদ) অগাধবোধং (অগাধঃ অতিগভীরঃ বোধো যস্য তং পরমজ্ঞানিনং) আত্ম-ভবাত্মভূতং (আত্মভবঃ ব্রহ্মা তস্য আত্মনো দেহাদুদ্ভূতং ব্রহ্মতনয়ং) ত্বা (ত্বাং) অব্যক্তং (অস্ফুটং) তন্মূলং (তস্যাপরিতোষস্য মূলং কারণং) পৃচ্ছামঃ (জিজ্ঞাসামহে) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীব্যাসদেব কহিলেন, আপনি যাহা বলিলেন আমার সেই সব সামর্থ্য আছে সত্য তথাপি আমার শরীর ও মন প্রসন্ন হইতেছে না। হে দেবর্ষি নারদ, আপনি স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার আত্মজ, অতএব অতি গম্ভীর-বুদ্ধি আপনাকেই আমার এই অপ্রসন্নতার গূঢ় কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছি ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—তস্যাপরিতোষস্য মূলঃ কারণং অব্যক্তমস্মাভির্দুর্জ্ঞেয়ং ত্বাং বয়ং পৃচ্ছাম অত্র হে ইতি সম্বোধনেন ন চাহমভিজানামীতি বাচ্যম্। যত আত্ম-ভবো ব্রহ্মা তস্যাত্মনো দেহাৎ ভূতং জাতমিতি পৈতৃক-প্রভাবঃ। অগাধবোধ ইতি স্বীয়শ্চ প্রভাবস্তজ্জ্ঞানে কারণমস্ত্যেবেতি ভাবঃ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই অপরিতোষের অব্যক্ত কারণ আমাদের দুর্জ্ঞেয়, অতএব আপনাকে আমরা জিজ্ঞাসা করিতেছি। এখানে 'পৃচ্ছামঃ, হে'—এই পাঠে হে—ইহা সম্বোধনে। (পৃচ্ছামঃ ও পৃচ্ছামহে —পরস্মৈপদী (পৃচ্ছামঃ) এবং আত্মনেপদী (পৃচ্ছা-মহে)—ইহাদের অর্থগত সামান্য পার্থক্য রহিয়াছে—পৃচ্ছামঃ—সকলের জন্য জিজ্ঞাসা করিতেছি, আর পৃচ্ছামহে—আমার জন্যই জিজ্ঞাসা করিতেছি—এই অর্থ)। হে নারদ, আমি ইহার গূঢ় কারণ জানি না। যেহেতু আপনি ব্রহ্মাত্মজ ও অগাধবোধ-সম্পন্ন, অতএব আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। আত্মভব ব্রহ্মা, তাঁহার দেহ হইতে জাত—ইহা পৈতৃক-প্রভাব এবং অগাধবোধ—ইহা আপনার স্বীয় প্রভাব, অতএব আমার চিত্তের অপ্রসন্নতার হেতু জানার কারণ আপ-নাতে রহিয়াছে—এই ভাব ॥ ৫ ॥

মধ্ব—জ্ঞানশক্তিস্বরূপোঽপি হ্যজ্ঞাশক্তং বদে-দ্ধরিঃ।

অজ্ঞানাং মোহনায়েশস্তেন মুহ্যন্তি মোহিতাঃ ॥
ইতি পাদ্মে ॥ ৫ ॥

তথ্য—অগাধবোধম্— ১। অগাধোঽতিগম্ভীরো বোধো যস্য তং ত্বাং (শ্রীধর); ২। অপার-জ্ঞানং সর্ব্বজ্ঞম্ (বীররাঘব); ৩। অপরিমিত-জ্ঞানং প্রশ্নোত্তরবচন সামর্থ্যম্ (বিজয়ধ্বজ); ৪। অগাধং প্রমাণাগম্যং তত্রাপি প্রমেয়বলাদ্বোধঃ (বল্লভ)।

আত্মভবাত্মভূতং—১। আত্মভবো ব্রহ্মা তস্যাত্মনো দেহাদুদ্ভূতং (শ্রীধর); ২। ব্রহ্মণঃ শরীরাদুৎসঙ্গাদুদ্ভূতং (বীররাঘব); ৩। আত্মনো বিষ্ণোর্ভবতীত্যাত্মভবো ব্রহ্মা তস্যাত্মনঃ শরীরাদুদ্ভূতঃ উৎপন্নঃ ব্রহ্মপুত্রঃ আত্মনি ভবতীতি বা (বিজয়ধ্বজ); ৪। আত্মা নারায়ণঃ তদ্ভবো ব্রহ্মা তস্যাত্মনো দেহাজ্জাতং বা হে ভগবদতার আত্মবিৎ "ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি" ইতি শ্রুতেঃ আত্মৈব জাতঃ অসাধনসম্বন্ধো বা সূচিতঃ ভগবৎসেবকং বা ভূতানি বিষ্ণোঃ সুরিপূজিতানীতি বাক্যাৎ (বল্লভ)।

শ্রীব্যাসদেবের অসন্তোষ সম্বন্ধে শ্রীবিজয়ধ্বজ বলেন যে,—শ্রীহরির অবতার শ্রীব্যাস নারদকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া স্বয়ং অপরিমিত জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও দুষ্ট জনগণের মোহনের নিমিত্তই অজ্ঞের ন্যায় স্বীয় অসন্তোষের কারণ শ্রীনারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বস্তুতঃ তিনি অজ্ঞানবশতঃ কখনই ঐরূপ প্রশ্ন করেন নাই; এই মহা বিশেষত্ব বিশেষভাবে জ্ঞাতব্য। পৃচ্ছ্-ধাতুর আত্মনেপদপ্রয়োগ দ্বারা নারদের জ্ঞান গণ্ডুষ-জলপরিমিত এবং ব্যাসের জ্ঞান প্রলয়-সমুদ্রের ন্যায় অপরিমিত—এই তাৎপর্য্য শব্দজ্ঞগণ আদর করেন না।

শ্রীধর স্বামিপাদ বলেন, শরীরাভিমানী ও মনোভিমানী আত্মাই তাঁহার অসন্তোষের মূল কারণ ॥ ৫ ॥

বিবৃতি—যে সকল বদ্ধজীব দেহদ্বয়ে আত্মবুদ্ধি করেন, তাঁহাদের পক্ষ অবলম্বনপূর্ব্বক শিষ্যরূপ ব্যাস শ্রীগুরুদেবের নিকট বিশৃঙ্খল অক্ষজজ্ঞানপূর্ণ ক্লেশের কথা নিবেদন করিতেছেন। জগদ্গুরু শ্রীচৈতন্যদেবও একদিন কাশীবাসী সন্ন্যাসিগণের নিকট নিজ দৈন্য জ্ঞাপন করিতে করিতে শ্রীগুরুতত্ত্বের পূজা করিয়াছিলেন। শ্রীগুরুতত্ত্ব আশ্রয়জাতীয় ভগবত্ত্বায় অধিষ্ঠিত হইলেও তিনিও উপাস্যতত্ত্ব। শ্রীসনাতন গোস্বামীর 'কে আমি, আমারে কেন জারে তাপত্রয়' প্রভৃতি প্রশ্নজিজ্ঞাসার ন্যায় ব্যাসানুগত জনগণের শ্রীগুরুদেবের নিকট স্ব-স্ব দৈন্য ও মঙ্গলপ্রার্থনা শ্রৌতমতের বিশেষত্ব ও রহস্য। গুর্ব্ববজ্ঞাকারী তর্কপথাশ্রিত অধিরোহবাদী গুরুদেবকে যে প্রকার বিপথগামী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, বৈয়াসিক গুরুদাসগণের সেরূপ বিচার নহে ॥ ৫ ॥

স বৈ ভবান্ বেদ সমস্তগুহ্য-
মুপাসিতো যৎ পুরুষঃ পুরাণঃ।
পরাবরেশো মনসৈব বিশ্বং
সৃজত্যবত্যত্তি গুণৈরসঙ্গঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ (ব্রহ্মতনয়ঃ) ভবান্ সমস্তগুহ্যং (নিখিলগূঢ়রহস্যং) বৈ (নিশ্চিতং) বেদ (জানাতি) যৎ (যস্মাৎ) পুরাণঃ পুরুষঃ (আদিপুরুষৌ বিষ্ণুঃ) উপাসিতঃ (ভবতা আরাধিতঃ যঃ) পরাবরেশঃ (কার্য্য-কারণ-নিয়ন্তা) অনঙ্গঃ (অনাসক্তঃ সন্) মনসা এব (ইচ্ছামাত্রেণৈব) গুণৈঃ (কৃত্বা) বিশ্বং সৃজতি অবতি (পালয়তি) অত্তি (কালেন লয়ং গময়তি) চ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—এইরূপে আপনি সকল গূঢ়রহস্যই অবশ্য জানেন যেহেতু যিনি বিশ্বের কার্য্যকারণনিয়ন্তা, স্বয়ং অনাসক্ত অর্থাৎ নির্ব্বিকার হইয়া সঙ্কল্পমাত্রেই ত্রিবিধ গুণদ্বারা এই বিশ্বের সৃষ্টি, পালন ও ধ্বংস করেন সেই আদিপুরুষ বিষ্ণুকে আপনি উপাসনা করেন ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—ত্বয়া যৎ পুরাণঃ পুরুষ উপাসিতঃ তেন পরাশরপুত্রত্বেন মহাভাগত্বেন চতুর্ব্বেদজ্ঞত্বেন ব্রহ্মানুভবিত্বেন চ ত্বয়াহমুক্তস্ত্বং তু ব্রহ্মণঃ পুত্রোঽগাধবোধং সর্ব্বজ্ঞো ভগবদুপাসক ইতি মত্তঃ সর্ব্বথৈবাতিতরামেব বিশিষ্ট ইতি ভাবঃ। পরাবরেশ ইত্যাদি-বিশেষণকঃ স বৈ নিশ্চিতং ভবানেব তব ভগবদবতারত্বাদতো ভবান্ সমস্তানাং সমস্তঞ্চ গুহ্যং বেদ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আপনা কর্ত্তৃক যেহেতু পুরাণ-পুরুষ উপাসিত হইয়াছেন, সেইহেতু (আপনি নিখিল গূঢ়রহস্য অবগত আছেন)। আপনি আমাকে

পরাশরপুত্রত্ব, মহাভাগত্ব, চতুর্ব্বেদজ্ঞত্ব এবং ব্রহ্মানুভবিত্ব-রূপে বলিয়াছেন, কিন্তু আপনি ব্রহ্মার পুত্র, অগাধবোধ-সম্পন্ন সর্ব্বজ্ঞ এবং শ্রীভগবানের উপাসক বলিয়া আমা অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে অতিশয় বিশিষ্ট —এই ভাব। শ্রীভগবানের অবতারত্ব-হেতু পরাবরেশ ইত্যাদি বিশেষণ-বিশিষ্ট নিশ্চিত আপনিই, অতএব আপনি সকলের সমস্ত গূঢ় রহস্য জানেন ॥ ৬ ॥

তথ্য—পরবর্ত্তী দুইটী শ্লোকে শ্রীনারদের অগাধ বুদ্ধির বর্ণন করিতেছেন এবং 'পরাবরেশ' শব্দে কার্য্য কারণনিয়ন্তা (শ্রীধর) ; ২। 'পুরাণ'—সর্ব্বজগৎ-কারণভূত, সর্ব্বজ্ঞ পরমপুরুষ (বীররাঘব); জগদুৎপত্তির পূর্ব্বেও যিনি বর্ত্তমান (বিজয়ধ্বজ); পুরুষোত্তম (বল্লভ) ; 'পরাবরেশ' শব্দে মুক্তামুক্ত প্রপঞ্চদ্বয়ের ঈশ্বর (বিজয়ধ্বজ) এবং যে সর্ব্বনিয়ন্তা নারায়ণ হইতে ব্রহ্মাদি দেবগণ নিকৃষ্ট (বীররাঘব) ॥ ৬ ॥

বিবৃতি—শ্রীব্যাস স্বীয় গুরুদেবকে অধোক্ষজ-সেবা-নিরত বলিয়াই জানেন। অধোক্ষজ বিষ্ণুই নিত্য অধোক্ষজগণের নিত্যসেব্য। প্রপঞ্চাগত স্বর্গস্থ দেবগণ বিষ্ণুদাস বৈষ্ণব। তাঁহারা সকলেই জগতে জীবসমূহকে অব্যভিচারিণী ভক্তিতে অবস্থিত হইবারই পরামর্শ দিয়া থাকেন। তবে যে সকল বদ্ধ ভোগী জীব বৈষ্ণবগণকে বিষ্ণুসদৃশ উপলব্ধি করিয়াও স্ব-স্ব কামনার বশবর্ত্তী হইয়া বিভিন্ন দেবরূপে নির্ম্মাণ করেন, তাঁহারা বিষ্ণুসেবাচ্যুত হইয়া অবৈধভাবে স্ব স্ব কামনার তৃপ্তি-স্থলে পূজা প্রভৃতি শব্দ অন্যায়পূর্ব্বক প্রয়োগ করেন। শ্রীগুরুদেব কামদেব বিষ্ণুরই কামনাপূরণকারিণী সেবা ব্যতীত নিজেন্দ্রিয়-তর্পণপরতায় ব্যস্ত থাকেন না। মায়ামোহিত জীব ভোগ বা ত্যাগকেই পরমার্থ-জ্ঞানে অনর্থের হস্তে নিষ্পেষিত হন। ঐকান্তিকী বিষ্ণুভক্তিতেই জীবের চরমকল্যাণ লাভ হয়। গুরু-স্বরূপ বর্ণনে ইহাই ব্যাসের উক্তি ॥ ৬ ॥

ত্বং পর্য্যটন্নর্ক ইব ত্রিলোকী-
মন্তশ্চরো বায়ুরিবাত্মসাক্ষী।
পরাবরে ব্রহ্মণি ধর্ম্মতোব্রতৈঃ
স্নাতস্য মে ন্যূনমলং বিচক্ষ্ব ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—ত্বং ত্রিলোকীং (ত্রিভুবনং) পর্যটন্ (পরিভ্রমন্) অর্ক ইব (সূর্য্য ইব সর্ব্বদর্শী) বায়ুরিব (প্রাণবায়ুরিব সর্ব্বপ্রাণিনাং) অন্তশ্চরঃ (সন্) আত্মসাক্ষী (বুদ্ধিবৃত্তিজ্ঞঃ) (অতঃ) পরাবরে ব্রহ্মণি (পরমে ব্রহ্মণি বেদাখ্যে চ) ধর্ম্মতঃ (যোগেন) ব্রতৈঃ (স্বাধ্যায়-নিয়মৈঃ) স্নাতস্য (নিষ্ণাতস্য) মে অলং (অত্যর্থং) (যৎ) ন্যূনং (নিশ্চিতং) তদ্বিচক্ষ্ব (বিচারয়) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—আরও আপনি ত্রৈলোক্য পরিভ্রমণ করিয়া সূর্য্যের ন্যায় সর্ব্বদর্শী। আপনি যোগবল-প্রভাবে প্রাণবায়ুর ন্যায় সকল প্রাণীর অন্তঃকরণে বিচরণ করিয়া বুদ্ধিবৃত্তি জানিতে পারিতেছেন, অতএব যোগবলে পরমব্রহ্ম এবং স্বাধ্যায়-নিয়মাদি অর্থাৎ ব্রতাধ্যয়নাদি দ্বারা বেদনামক অবর ব্রহ্মে আমি পারঙ্গত হইলেও আমার এত অধিক অভাব বোধ হইতেছে কেন তাহার কারণ বিচার করিয়া বলুন ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—সর্ব্বলোকহিতার্থমেব পুরাণপুরুষস্তদ্রূপেণাবতীর্ণস্তন্মমাদ্য হিতং কুরুষ্বেত্যাহ। ত্রিলোকীং পর্য্যটন্। অর্ক ইব সর্ব্বদর্শী বায়ুরিবান্তশ্চর আত্মেব সাক্ষী বুদ্ধিবৃত্তিজ্ঞঃ। অতঃ পরে ব্রহ্মণি ধর্ম্মতঃ যোগেন নিষ্ণাতস্য তদুক্তং যাজ্ঞবল্ক্যেন (১।৮)। ইজ্যাচার-দমহিংসা-দান-স্বাধ্যায়-কর্ম্মণাম্। অয়ন্তু পরমো ধর্ম্মো যদ্যোগেনাত্মদর্শনমিতি। অবরে চ ব্রহ্মণি বেদাখ্যে ব্রতৈঃ স্বাধ্যায়নিয়মৈঃ নিষ্ণাতস্য অমলত্যর্থং যন্ন্যূনং তদ্বিচক্ষ্ব বিতর্কয় ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সর্ব্ব লোকের হিতের নিমিত্ত পুরাণপুরুষ সেইরূপে অবতীর্ণ আপনি, অতএব আজ আমার মঙ্গল-বিধান করুন—ইহা বলিতেছেন—ত্রিভুবন পর্য্যটন করিতে করিতে। আপনি সূর্য্যের ন্যায় সর্ব্বদর্শী, প্রাণবায়ুর মত সকলের অন্তরে বিচরণশীল এবং আত্মার ন্যায় সাক্ষী অর্থাৎ সর্ব্বজীবের বুদ্ধিবৃত্তির জ্ঞাতা। অতএব পরমব্রহ্মে ধর্ম্মতঃ অর্থাৎ যোগবলে 'নিষ্ণাতস্য' (কুশলী আমার)। যাজ্ঞবল্ক্য ঋষিও তাহাই বলিয়াছেন—"ইজ্যা (যজ্ঞ), আচার (সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান), দম (অন্তরিন্দ্রিয়ের সংযম), (দয়া), হিংসা, (দান), আদান (প্রতিগ্রহ) এবং স্বাধ্যায় (বেদের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা)—এই কর্ম্মসমূহের মধ্যে ইহাই পরম (শ্রেষ্ঠ) ধর্ম্ম—যাহা

যোগবলে আত্ম-দর্শন।" ইতি। (যোগবলে পরব্রহ্মে) এবং বেদে স্বাধ্যায় নিয়মাদি অর্থাৎ ব্রতাধ্যয়নাদির দ্বারা আমি অতিশয় পারঙ্গত হইলেও আমার যাহা ন্যূনতা (চিত্তের অসন্তোষের কারণ), তাহা আপনি বিচার করিয়া বলুন ॥ ৭ ॥

তথ্য—আপনি সূর্য্যের ন্যায় সর্ব্বদর্শী ও আত্মসাক্ষী বা বুদ্ধিবৃত্তিজ্ঞ। আমি পরাবর ব্রহ্মে স্নাত অর্থাৎ ধর্ম্ম বা যোগবলে পরব্রহ্মে নিষ্ঠাযুক্ত এবং ব্রত-স্বাধ্যায়-নিয়মাদিদ্বারা অবর-ব্রহ্ম বেদে পারঙ্গত (শ্রীধর)। ২। সূর্য্যের ন্যায় বহিঃস্থিত-বস্তু-দ্রষ্টা এবঃ জ্ঞানপ্রসারহেতু সকলের অন্তরে বিচরণকারী ও আত্মসাক্ষী অর্থাৎ অন্তঃকরণের দ্রষ্টা বা হৃদ্‌গতার্থ-বেদী। আমি পরব্রহ্ম এবং বেদনামক ব্রহ্মে নিবৃত্তি-ধর্ম্মবলে স্নাত বা পারঙ্গত অর্থাৎ আমার ধর্ম্মব্রত সমাপ্ত হইয়াছে (বীররাঘব); ৩। ভগবৎপ্রসাদ-জনিত সর্ব্বত্র আপনার সূর্য্যের ন্যায় অব্যাহতগতি এবং যোগপ্রভাবে সর্ব্বপ্রাণীর শরীরাভ্যন্তরে বিচরণ-ক্ষমতাহেতু আপনি আমার অসন্তোষের হেতু জানেন। আত্মসাক্ষী—সর্ব্বজীবের বুদ্ধিবর্ত্তি বৃত্তজ্ঞ। পরব্রহ্মে ও তৎপ্রতিপাদক শব্দব্রহ্মে বেদোক্ত ধর্ম্মানুদ্বারা এবং লোক-মোহের জন্য অনুষ্ঠিত ব্রতাদি দ্বারা কৃতকৃত্য (বিজয়ধ্বজ)। ৪। নারদের স্বাভাবিক সামর্থ্যের হেতু বলিতেছেন। অন্তরে ও বাহিরে সকল বস্তুর পরিজ্ঞানের নিমিত্ত যোগবলে অন্তরে প্রবেশ ও জ্ঞান-বলে সর্ব্বসাক্ষিস্বরূপ। আমি যথাক্রমে ধর্ম্মানুষ্ঠানহেতু বেদান্তপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মে এবং যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানহেতু বেদে নিষ্ণাত (বল্লভ)। ৫। আপনি সূর্য্যের ন্যায় শরীররূপ আত্মদ্রষ্টা অর্থাৎ বাহ্যেন্দ্রিয় বৃত্তিদ্রষ্টা এবং অন্তঃ-করণবৃত্তিদ্রষ্টা। আমি নিবৃত্তিধর্ম্মবলে পরব্রহ্মে অধ্যয়নার্থক নিয়মাদি দ্বারা শব্দব্রহ্মে অবগাহন করি-য়াছি (সিদ্ধান্তপ্রদীপ) ॥ ৭ ॥

বিবৃতি—শ্রীব্যাসের উক্তি হইতে জানা যায় যে, সাধক শিষ্য ও গুরুদেবের মধ্যে পার্থক্য আছে। সাধনকালে অনর্থের নিবৃত্তি এবং নিত্যভাবের আং-শিক উন্মেষ। সাধনদশার অতীতকালে মহাভাগবতের পরমার্থে অবস্থানহেতু অনর্থ হইতে পতিতকে উত্তোলন করিবার অধিকার বর্ত্তমান। শিষ্যের পতিত্যলীলার অভিনয় ও অসমর্থতা ব্যাসের নিজ উক্তিতে পরিস্ফুট ॥ ৭ ॥

শ্রীনারদ উবাচ।

ভবতানুদিতপ্রায়ং যশো ভগবতোঽমলম্।
যেনৈবাসৌ ন তুষ্যেত মন্যে তদ্দর্শনং খিলম্ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—নারদ উবাচ। ভবতা (ত্বয়া) ভগ-বতঃ (হরেঃ) অমলং যশঃ (নির্ম্মললীলাগুণং) অনুদিতপ্রায়ং (প্রায়েণ অনুক্তং) যেন (ধর্ম্মাদিজ্ঞানেন) অসৌ (ভগবান্) ন তুষ্যেত (ন প্রীতো ভবতি) তদ্দর্শ-নং (তজ্জ্ঞানং তচ্ছাস্ত্রং) খিলং (ন্যূনং) মন্যে (সম্ভাবয়ামি) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—শ্রীনারদ কহিলেন, হে মহর্ষে, আপনি শ্রীহরির পূতলীলা মহিমা স্পষ্টভাবে কীর্ত্তন করেন নাই। সেই ভগবৎকথা কীর্ত্তন ব্যতীত যে ধর্ম্মাদি জ্ঞানের অনুশীলনে ভগবান্ শ্রীহরির সন্তোষ হয় না, সেই জ্ঞানকেই অপূর্ণ হেয় বা অভাবযুক্ত মনে করি ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—অনুদিতপ্রায়ং অনুক্তপ্রায়ম্। ভগবতো যশঃ সর্ব্বস্বরূপেভ্যো ভগবৎস্বরূপস্যোৎকর্ষঃ সর্ব্বোৎ-কর্ষ-দ্যোতিনী তস্য লীলা ভক্তিশ্চ। ননু ময়া ব্রহ্ম-মীমাংসাশাস্ত্রং বেদান্তদর্শনং কৃতং তত্রাহ যেনেতি তদ্দ-র্শনং দর্শনশাস্ত্রমপি খিলং ন্যূনমেব মন্যে তদ্দর্শনকর্ত্তু-রেব তবাপি চিত্তাপ্রসাদশ্চেৎ তর্হি অধীত্যাধীত্য তদ্দ-র্শনাভ্যাসীনামপি কথং চিত্তং প্রসীদত্বিত্যত্র ভবানেব প্রমাণমিতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীনারদ বলিলেন—তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহা অনুক্তপ্রায় অর্থাৎ না বলার মতই, যেহেতু ভগবানের যশঃ অর্থাৎ সর্ব্বস্বরূপ হইতে শ্রীভগবৎ-স্বরূপের উৎকর্ষ, তাঁহার সর্ব্বোৎ-কর্ষপ্রকাশিনী লীলা এবং ভক্তির (কথা তুমি বিশেষ-ভাবে বল নাই)। যদি বলেন—ব্রহ্ম-মীমাংসাশাস্ত্র বেদান্তদর্শন আমা কর্ত্তৃক বিরচিত হইয়াছে, তাহার উত্তরে বলিতেছেন—যাহার দ্বারা সেই ভগবান্ তুষ্ট হন না, সেই দর্শনশাস্ত্রও হেয় (অপূর্ণ, নিষ্ফল) বলিয়াই মনে করি। সেই দর্শন-প্রণেতা তোমারই যদি চিত্তের অপ্রসন্নতা হয়, তাহা হইলে পুনঃ পুনঃ

অধ্যয়ন করিয়া সেই দর্শনশাস্ত্রের অভ্যাস-কারীদের কি করিয়া চিত্তের প্রসন্নতা হইবে ? এই বিষয়ে তুমিই প্রমাণ—এই ভাব ॥ ৮ ॥

তথ্য—অনুদিতপ্রায়—অনুক্তপ্রায়, খিল—ন্যূন (শ্রীধর)। ২। ভগবানের যশোবর্ণনহীন বলিয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াও পূর্ণতত্ত্ব ভগবানের আবির্ভাব নাই বলিয়া আপনার দর্শন ন্যূন (শ্রীজীব)। ৩। ভাঃ ১।৪।৩০ শ্লোকে "কিংবা ভাগবতা ধর্ম্মা" ব্যাসের এই স্বগতবচন সার্থক করিয়াই দুইটী শ্লোকে ব্যাসের অসন্তোষের হেতু বলিতেছেন। অমল অর্থাৎ শ্রবণ ও কীর্ত্তনকারিগণের অখিল দুরিতবিনাশী। অসৌ শব্দে জীবাত্মা। ভগবৎস্বরূপগুণবিভূতির যথাযজ্ঞানপূর্ব্বক ভগবদ্দর্শন। তোমার কথায় প্রধানতঃ তাহার বর্ণনের অভাব (বীররাঘব)। ৪। নারদও সর্ব্বজ্ঞ ব্যাসের হৃদিস্থিত অভিপ্রায় জানিয়া তাঁহাকে অনুগ্রহ করিতে ইচ্ছুক হইয়া অবতার প্রয়োজন বলিতেছেন। আপনি যে শাস্ত্রে ভগবানের যশ বহুলভাবে প্রতিপাদন করেন নাই, সেইজন্য সেই শাস্ত্র অসম্পূর্ণ (বিজয়ধ্বজ)। যেমন দীপসূর্য্যাদি ব্যতীত অগ্নিহোত্রাদির বহিঃপ্রকাশ হয় না, তদ্রূপ ভগবদ্‌যশ কীর্ত্তন বিনা অন্তঃপ্রকাশ হয় না; আর জ্ঞানাদিদ্বারা ভগবদীয় ধর্ম্মাদি প্রকাশ যোগ্য নহে, ঐ সকল যে বিষয়কে ব্যাপিয়া অবস্থান করে, তাহা জ্ঞানাদিদ্বারা প্রকাশিত হয় না। যদিও মহাভারতে বিশেষতঃ গীতায় ভগবদ্‌যশঃ প্রতিপাদিত হইয়াছে, তথাপি ভগবদিতর কথার পরিশিষ্টরূপে প্রতিপাদনহেতু মোহনলীলাময় হৃদয়ে ঐরূপ আবেশ হওয়ায় পূর্ব্বকাণ্ডের অবশেষ উত্তর-কাণ্ড নিরূপণ দ্বারা বেদান্তাদি সহ স্বতন্ত্রভাবে যেমন ব্রহ্ম প্রতিপাদিত হইয়াছে, তদ্রূপ গীতাদিতে ভগবানের যশঃও তাহাই বর্ণন করিয়াছেন (বল্লভ)। ৫। কীর্ত্তন-কারী ও শ্রোতা উভয়েরই মলবিনাশকারী ভগবদ্‌যশ আপনি প্রায়ই বর্ণন করেন নাই। সেইজন্য আপনার দর্শন অসম্পূর্ণ (সিদ্ধান্তপ্রদীপ) ॥ ৮ ॥

বিবৃতি—জীবের জ্ঞান ও ভগবানের সম্বিদ্‌বৃত্তির যেখানে বৈষম্য সেইখানে নিত্য শুদ্ধ পূর্ণ ও মুক্ত অপ্রতিহত ভগবজ্‌জ্ঞানের অভাব আছে। জীব অনুকূল সেবাপ্রবৃত্তিক্রমে ভগবানের সন্তোষবিধান করিতে পারেন। গুরুকৃপা হইতেই সেই বৃত্তি জীবহৃদয়ে উন্মেষিত হয়। শ্রীগুরুদেবই বদ্ধজীবের তমসাচ্ছন্ন হৃদয়ে ভগবজ্‌জ্ঞানালোক প্রদানপূর্ব্বক জীবকে সেবোন্মুখ করান। ভগবৎসেবা ব্যতীত জৈবজ্ঞানে ভোগময়ী প্রবৃত্তি প্রবলা। তাহাতে ভগবানের প্রীতি নাই ॥ ৮ ॥

যথা ধর্ম্মাদয়শ্চার্থা মুনিবর্য্যানুকীর্ত্তিতাঃ।
ন তথা বাসুদেবস্য মহিমা হ্যনুবর্ণিতঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) মুনিবর্য্য (ভবতা) যথা (যেন প্রকারেণ) ধর্ম্মাদয়ঃ অর্থাশ্চ (পুরুষার্থা ধর্ম্মাদিচতুর্বর্গাঃ এব) কীর্ত্তিতাঃ (প্রতিপাদিতাঃ) তথা (তেন প্রকারেণ প্রাধান্যেন) বাসুদেবস্য মহিমা (মাহাত্ম্যং) ন হি অনুবর্ণিতঃ (উক্তঃ) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—হে ঋষিবর, আপনি সেই সকল গ্রন্থাদিতে ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ প্রধান-পুরুষার্থ রূপে যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন ভগবান্ বাসুদেবের যশঃ কথা সেইরূপ মুখ্যভাবে নিশ্চয়ই কীর্ত্তন করেন নাই ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—ননু পুরাণেষু পাদ্মাদিষু ভগবদ্‌যশো বর্ণিতমেবেতি তত্রাহ যথেতি। চকারোঽপ্যর্থে, ধর্ম্মাদয়োঽপি বাসুদেবমহিমতোঽতিনিকৃষ্টা অপি যথা অর্থা অনুকীর্ত্তিতাঃ পুরুষার্থত্বেনোক্তাঃ তথাবাসুদেবস্য মহিমা ন বর্ণিতঃ। পুরুষার্থশিরোমণিরপি পুরুষার্থত্বেনাপি ন বর্ণিতঃ। বর্ণিতোঽপি ভূরিশস্তত্র তত্র তন্মহিমা অন্ততো মোক্ষসাধনত্বেনোক্তঃ। অতোঽত্যাদরণীয়স্য বস্তুনঃ আদরাভাবশ্চিত্তস্যাপ্রসাদমপি কিং ন করোত্বিতি ভাবঃ। ননু অন্যত্র পুণ্যতীর্থেষু মুক্তিরেব মহাফলম্। মুক্তেঃ প্রার্থ্যা হরের্ভক্তির্মথুরায়াঞ্চ লভ্যত ইতি(গী ১৮।৫) ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি। সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরামিত্যাদিভিস্তত্র তত্র কুচিন্মোক্ষোপর্য্যপি ভক্তিরুক্তেত্যত আহ অন্বিতি। অন্বনু পৌনঃ-পুন্যেন ন বর্ণিতঃ (ব্র সূ ১।১।১৩) আনন্দময়োঽভ্যাসাদিত্যত্র অভ্যাসস্যৈব শাস্ত্রতাৎপর্য্যজ্ঞাপকত্বেনোক্তত্বাৎ অতো ভগবন্মহিম্ন এব ফলত্বেনোৎকর্ষে পৌনঃ পুন্যেন স্পষ্টতয়া যদা বর্ণয়িস্যসি তদৈব তে চিত্ত প্রসাদো ভাবীতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—পাদ্মাদি পুরাণসমূহে ভগবানের যশ বর্ণিত হইয়াছে, তাহার উত্তরে

বলিতেছেন—'যথেতি' অর্থাৎ যে প্রকারে ইত্যাদি। এখানে চ-কার অপি (ও) অর্থে ; অর্থাৎ ধর্ম্মাদিও। বাসুদেবের মহিমা হইতে অতিনিকৃষ্ট ধর্ম্মাদিও যে প্রকারে পুরুষার্থরূপে পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করিয়াছ, সেইরূপ প্রাধান্যভাবে বাসুদেবের মহিমা বর্ণিত হয় নাই। যে ভগবানের মহিমা পুরুষার্থের শিরোমণি (অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চতুর্ব্বর্গ পুরুষার্থের উপরি বিরাজমান যে পুরুষার্থ, জীবের চরম ও পরম প্রয়োজন), তাহা পুরুষার্থরূপেও বর্ণিত হয় নাই। সেই সেই শাস্ত্রে ভগবানের মহিমা বার বার বর্ণিত হইলেও পরিশেষে উহা মোক্ষের সাধনত্বরূপেই উক্ত হইয়াছে, অতএব অতি আদরণীয় বস্তুর আদরের অভাব চিত্তের অপ্রসন্নতা কিজন্য আনয়ন করিবে না ?—এই ভাব।

যদি বলেন—"অন্য পুণ্যতীর্থসমূহে মুক্তিই মহাফল। মুক্তগণের প্রার্থনীয়া যে শ্রীহরির ভক্তি, তাহা মথুরাতেই লভ্য হয়।" এবং শ্রীগীতাতেও—"যিনি ব্রহ্মে অবস্থিত ও প্রসন্নচিত্ত, যিনি শোকে উদ্বিগ্ন হন না ও কোন প্রকার আকাঙ্ক্ষা করেন না এবং যিনি সর্ব্বভূতে সমদর্শী, তিনিই আমার পরাভক্তি লাভ করিয়া থাকেন।" ইত্যাদি বহু স্থানে, কোথায়ও মোক্ষের উপরেও ভক্তি উক্ত হইয়াছে, ইহার উত্তরে বলিতেছেন—'অনু' ইতি ; অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ বর্ণিত হয় নাই। ব্রহ্মসূত্রে 'আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ'—(অর্থাৎ ব্রহ্মের অনুশীলন করিলে, নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের সঞ্চার হয়, এইজন্য তাঁহার নাম আনন্দময়।) এখানে অভ্যাসেরই (পুনঃ পুনঃ অনুশীলনেরই) শাস্ত্র-তাৎপর্য্য-জ্ঞাপকত্বরূপে বলা হইয়াছে, অতএব শ্রীভগবানের মহিমারই ফলত্বরূপে উৎকর্ষ হইলে, পুনঃ পুনঃ স্পষ্টভাবে যখন বর্ণনা করিবে, তখনই তোমার চিত্তের প্রসন্নতা হইবে—এই ভাব ॥ ৯ ॥

মধ্ব—ধর্ম্মাদীনামল্পকথনেন পূর্ত্তিঃ। ন বাসুদেবমহিম্নোঽতি কথিতস্যাপি ॥ ৯ ॥

তথ্য—'চ'-শব্দে ধর্ম্মাদি সাধনসমূহ। ধর্ম্মাদির ন্যায় বাসুদেব মহিমা মুখ্যভাবে কথিত হয় নাই (শ্রীধর)। ২। এই শ্লোকে পূর্ব্বশ্লোকের 'ভবতানুদিতপ্রায়ং' পদের 'প্রায়'-শব্দের অভিপ্রায় বর্ণিত (বীররাঘব)। ৩। সূর্য্যোদয় বাঞ্ছাকারিজনের নিকট খদ্যোতের উদয়ের ন্যায় সাধুগণের তাহাতে অধিকতৎপরতা না থাকায় ধর্ম্মাদির অল্পকথনেই পূর্ত্তি, কিন্তু বাসুদেব মহিমা ভারতাদি শাস্ত্রে অধিক বর্ণিত হইলেও উহাতে সাধুগণের অত্যধিক আহ্লাদহেতু তৃপ্তি বর্দ্ধিত হয় ইহাই হি শব্দের তাৎপর্য্য (বিজয়ধ্বজ)। ৪। ভারতাদিতে বহু সহস্র শ্লোকে ভগবানের বিষয় কথিত হইলেও পূর্ব্বশ্লোক কথিত 'অনুদিতপ্রায়' পদের উক্তির কারণ এই শ্লোকে নির্দ্দিষ্ট। প্রকরণাভাবে প্রকরণে বিধেয় বন্ধ এই ন্যায়ানুসারে অনুশাসনাদি পর্ব্বে ভগবদ্ধর্ম্মাদির পরমধর্ম্মত্ব প্রকৃতপক্ষে বাসুদেব মহিমাপর না হওয়ায় উহাতে চতুর্ব্বর্গাদির কথা যেমন প্রকরণভেদে কথিত, ভগবন্মহিমা তদ্রূপ প্রকরণ-ভেদে প্রতিপন্ন হয় নাই (বল্লভ) ॥ ৯ ॥

বিবৃতি—ভগবানের লীলাবর্ণনে জীবের চরমকল্যাণ লাভ ঘটে। ভগবৎলীলাবিমুখ জীব নিজ স্বরূপবিস্মৃতিবশে ভোগময়ী ভূমিকায় ধর্ম্মার্থকাম সংগ্রহে তৎপর হন। ত্যাগময়ী বিরক্তিতে তাঁহাদের মোক্ষাকাঙ্খা প্রবলা হয়। বদ্ধজীব অভাবের বশবর্ত্তী হইয়াই ইন্দ্রিয়পরায়ণ হন অথবা ভোগরহিত হইয়া নির্ব্বেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানে ব্যস্ত হন। এই চতুর্ব্বর্গ জীবাত্মার নিত্যস্বরূপলাভের অন্তরায় মাত্র। শ্রীব্যাসের ভুক্তিমুক্তি বর্ণন জীবের প্রতি করুণার লক্ষণ নহে। সেজন্য জীবে দয়ার অভাবে যাবতীয় ভুক্তি-মুক্তিকামীর চিত্ত হরিসেবার পরিবর্ত্তে অশান্তিতে পর্য্যবসিত হয়। ব্যাসের চতুর্ব্বর্গপ্রশংসিনী চেষ্টা অশান্তির হেতু এবং তাহার পরিবর্ত্তে পঞ্চম পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেমাই বদ্ধজীবের একমাত্র মঙ্গলোপায় ইহার প্রদর্শনই শ্রীব্যাস-নারদ-সংবাদ। শ্রীগুরুদেব শ্রৌতপথে ভগবানের কথা শিষ্যের হৃদয়ে প্রতিফলিত করেন, সেই শ্রুতবাক্য কীর্ত্তন করিলেই জীবের পরম শুভোদয় হয় ॥ ৯ ॥

ন যদ্বচশ্চিত্রপদং হরের্যশো
জগৎপবিত্রং প্রগৃণীত কর্হিচিৎ।
তদ্বায়সং তীর্থমুশন্তি মানসা
ন যত্র হংসা নিরমন্ত্যুশিক্ক্ষয়াঃ ॥১০॥

অন্বয়ঃ—চিত্রপদং (শোভনশব্দবিন্যাসবদপি) যৎ বচঃ (বাক্যং) হরেঃ (ভগবতঃ) জগৎপবিত্রং (জগৎপাবনং) যশঃ (লীলাগুণাদিকং) কর্হিচিৎ (কদাপি) ন প্রগৃণীত (ন কীর্ত্তয়েৎ) তৎ (তদ্বচঃ) বায়সং তীর্থং (কাকক্রীড়াস্থানমুচ্ছিষ্টগর্ত্তং) উশন্তি (মন্যন্তে সাধব ইতি শেষঃ) যত্র (যস্মিন্ বাক্যে) উশিক্ক্ষয়াঃ (উশিক্ কমনীয়ং ব্রহ্ম ক্ষয়ো নিবাসো যেষাং ত আত্মজ্ঞানিনো ভক্তাঃ) মানসাঃ (মনস্বিনঃ) হংসাঃ (পরমহংসাঃ সাধবঃ) ন নিরমন্তি (নিতরাং রমন্তে পরস্মৈপদমার্ষম্) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—যে বাক্য বা গ্রন্থ বিচিত্র পদালঙ্কৃত হইয়াও ভুবন-পাবন বাসুদেব-মহিমা কখনও কীর্ত্তন করে না, জ্ঞানিগণ সেই বাক্যকে কাকতীর্থ অর্থাৎ কাকতুল্য কামিগণের রতিস্থান বলিয়া মনে করেন, কেননা তাহাতে সত্ত্বপ্রধান মনে স্থিতিশীল এবং উশিক্ অর্থাৎ কমনীয় ব্রহ্মে যাহাদের ক্ষয় অর্থাৎ নিবাস তাদৃশ ব্রহ্মে বিচরণশীল যতিগণ আনন্দিত হন না। অর্থাৎ মানস সরোবরের কোমলপদ্ম বনবাসী রাজ-হংসসমূহ যেমন কাকক্রীড়াস্থল বিচিত্র অন্নাদি পূর্ণ উচ্ছিষ্ট গর্ত্তে কখনও উল্লসিত হয় না, তদ্রূপ ভক্তগণ শব্দ বিচারাড়ম্বরপূর্ণ হইলে ও হরিকথারসহীন বাক্য বা গ্রন্থকে শুষ্কবোধে পরিত্যাগ করেন ইহাই তাৎ-পর্য্যার্থ ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—বাসুদেবমহিমবর্ণনাভাবে কবিকৃতি-মাত্রস্যৈব জুগুপ্সিতত্বমেবাহ ন যদিতি। যদ্বচঃ কর্ত্তৃচি-ত্রাণি গুণালঙ্কারযুক্তানি পদানি যত্র তৎ শ্লেষেণ চিত্রস্য বিস্ময়স্য স্থান মপি হরের্যশো ন প্রগৃণীত। কীদৃশং জগদপি পবিত্রয়তীতি তৎ স্বশ্রোতৃবক্ত্রাদ্যাত্মকং সর্ব্বং জগদপি পুনাতি কিং পুনঃ স্বমিতি। জীবনতুল্যেন তদ্যশসা বিনা কবিবচোঽলঙ্কারাদিযুক্তং মৃতশরীর-মিবাপবিত্রং ভবতীতি ভাবঃ। তদ্বায়সং তীর্থং উচ্ছিষ্টাবিচিত্রান্নাদিযুক্তং গর্ত্তবিশেষং কাকতুল্যানাং কামিনামভিলষণীয়ত্বাৎ। উশন্তি মন্যন্তে কুতঃ মানসা মানসসরোবরস্থা হংসাঃ পক্ষে মানসা হরের্মনসি স্থিতা ভক্তা যত্র ন নিতরাং রমন্তে ন সর্ব্বথৈব রমন্ত ইত্যর্থঃ। (ভাঃ ৯।৪।৬৮) সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ং ত্বহং ইতি ভগবদুক্তেঃ। যদ্বা, মানং তদ্বচস আদরং অরমণাৎ স্যন্তি নাশয়ন্তি। যদ্বা, মান-সাঃ সনকাদয়ঃ ইত্যুশন্তীত্যস্য কর্ত্তৃপদং যতঃ উশিক্ কমনীয়ং সরো ভগবদ্ধাম চ ক্ষয়ো নিবাসো যেষাং তে। অত্র বচঃ শব্দেন বাক্যে অভিধীয়মানে। (ভাঃ ৯।৪।১) নাভাগো নভগাপত্যং যং ততং ভ্রাতরং কবিম্। যবিষ্ঠং ব্যভজন্ দায়ং ব্রহ্মচারিণমাগত-মিত্যাদীনাং শ্রীভাগবতীয়ানামপি পৃথগ্বাক্যানাং বায়স-তীর্থত্বং প্রসজ্জেত। শাস্ত্রেঽভিধীয়মানে ব্যাসাদিকৃতেষু পুরাণাদিষু ন কুত্রাপি হরিযশঃ সামান্যাভাব ইতি ন কস্যাপি বায়সতীর্থত্বং স্যাৎ। তস্মাৎ (ভাঃ ১২।১২।৬৬) কলিমলসংহতিকালনোঽখিলেশো হরি-রিতরত্র ন গীয়তে হ্যভীক্ষ্ণম্। ইহ তু পুনর্ভগবানশেষ-মূর্ত্তিঃ পরিপঠিতোঽনুপদং কথাপ্রসঙ্গৈরিতি দ্বাদশোক্তে-রত্র বচঃশব্দেনোত্তরত্র বাগ্বিসর্গপদেন চ কথাপ্রসঙ্গ এবোচ্যতে। এবঞ্চ সত্যত্রত্যানি সর্গাণ্যেবোপাখ্যানানি হরিযশোঽলঙ্কৃতান্যেব। অন্যত্র পুরাণাদৌ বহূন্যেবাখ্যা-নানি হরিযশোরহিতানি বায়সতীর্থান্যেবেতি সঙ্গতিঃ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীবাসুদেবের মহিমা-বর্ণনের অভাবে কবির বিরচিত কাব্যমাত্রেরই নিন্দনীয়ত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন—'ন যদ্ বচঃ' ইত্যাদি শ্লোকে। গুণ, অলঙ্কারযুক্ত বাক্য, শ্লেষোক্তির দ্বারা বিস্ময়ের স্থান হইয়াও যদি শ্রীহরির যশঃ কীর্ত্তন না করে, (তবে তাহা কাকতীর্থ-তুল্য)। কিরূপ—যশঃ ? তাহা বলিতেছেন—যাহা জগৎকেও পবিত্র করিতে-ছেন, নিজের শ্রোতা, বক্তাদিরূপ সকল জগৎও পবিত্র করিতেছেন, আর নিজ আত্মাকে পবিত্র করিবেন, ইহাতে অধিক কি ? প্রাণহীন মৃত শরীর যেমন অপবিত্র, তদ্রূপ জীবনতুল্য শ্রীভগবানের যশঃ ব্যতি-রেকে, অলঙ্কারাদি-যুক্ত কবির বাক্য মৃতশরীরের ন্যায় অপবিত্র হয়—এই ভাব। তাহা কাকতীর্থ-সদৃশ, কাক যেমন বিচিত্র উচ্ছিষ্ট অন্নাদিযুক্ত গর্ত্ত-বিশেষের অভিলাষ করে, সেইরূপ সেই সকল বিচিত্র পদালঙ্কারাদিযুক্ত বাক্যসমূহ কাক-সদৃশ কামিজনেরই স্পৃহণীয় হয়।

'উশন্তি'—শব্দের অর্থ মনে করেন, কিজন্য তাদৃশ উন্নতমানের শব্দালঙ্কারাদি-সৌষ্ঠব-বিশিষ্ট গ্রন্থ-সমূহকে কাকতীর্থ মনে করেন ? তাহা বলিতেছেন —'মানসাঃ' অর্থাৎ মানস-সরোবরের রাজহংসগণ

সেই সরোবরের পদ্ম-মধুই পান করে, উচ্ছিষ্ট অন্নাদি নহে। পক্ষে (হংস-সদৃশ সারাসার-বিবেকী) 'মানসাঃ' অর্থাৎ হরির মনে স্থিত ভক্তগণ সর্ব্বপ্রকারেই তাহাতে আনন্দ উপলব্ধি করেন না। ভক্তগণ যে শ্রীভগবানের মনে অবস্থিত, তাহা শ্রীভাগবতে দুর্ব্বাসার প্রতি ভগবানের বাক্যে দৃষ্ট হয়—"সাধুগণই আমার হৃদয় এবং আমিও সাধুগণের হৃদয়-স্বরূপ, অতএব তাঁহারা আমা-ভিন্ন কিছুই জানেন না এবং আমিও সাধুগণ ব্যতীত কিছুই কিঞ্চিন্মাত্রও জানি না।" অথবা—'মানং স্যন্তি নাশয়ন্তি ইতি মানসাঃ', মান বলিতে আদর, সেইসকল কবি-কৃত বাক্যে নিরানন্দ-বশতঃ তাহা যাহারা অনাদর করেন। কিংবা—'মানসাঃ'—বলিতে সনকাদি মুনিগণ তাহা অভিলাষ করেন না, যেহেতু কমনীয় সরোবর-সদৃশ যে ভগবদ্ধাম, সেই স্থানেই তাঁহাদের নিবাস।

যদি বলেন—"মনু-পুত্র নভগের পুত্রের নাম নাভাগ। তিনি দীর্ঘকাল গুরুকুলবাসী হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদরগণ তাঁহাকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী মনে করিয়া তাঁহাকে বাদ দিয়াই অপর সকলে পিতার সম্পত্তি ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন। তারপর নাভাগ গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে জ্যেষ্ঠ সহোদরগণ জ্ঞানী কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে প্রাপ্য ভাগরূপে পিতাকেই দান করিলেন।" ইত্যাদি শ্রীভাগবতের পৃথক্ বাক্যসমূহের কাকতীর্থত্ব হউক। তাহার উত্তরে বলিতেছেন—শাস্ত্রে অভিধীয়মান ব্যাসাদি-কৃত পুরাণাদিতে কোথাও সামগ্র্যভাবে শ্রীহরি-যশের অভাব নাই, অতএব সেখানে কোন বাক্যেরই বায়স-তীর্থত্ব হইতে পারে না। অতএব—"কালকলুষ-রাশির বিনাশক সর্ব্বেশ্বর শ্রীহরি অন্যান্য শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ গীত হন নাই, কিন্তু এই পুরাণ-সংহিতাতে কথাপ্রসঙ্গে প্রতিপদে অশেষ-মূর্ত্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সম্যক্‌ভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছেন।" ইত্যাদি শ্রীভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধের উক্তি অনুসারে এখানে 'বচঃ' শব্দের এবং পরবর্ত্তী 'বাদ্বিসর্গ'—পদের দ্বারা কথা-প্রসঙ্গই বলা হইয়াছে। এইরূপ হইলে এই শ্রীভাগবতের সর্গ-(সৃষ্টিতত্ত্ব)-উপাখ্যানগুলি শ্রীহরির যশে অলঙ্কৃতই। অন্যান্য পুরাণাদিতে বহু আখ্যানসমূহ হরি-যশঃ-রহিত, সেইগুলি কাক-তীর্থই, ইহাই সঙ্গতি ॥ ১০ ॥

মধ্ব—বায়সং তীর্থং। বয়োমাত্রানুজীবিশাস্ত্রম্ ॥ ১০ ॥

তথ্য—ভাঃ ১২।১২।৫১ সংখ্যায় এই শ্লোকটী পাওয়া যায়।

১। বাসুদেব ব্যতিরিক্ত অন্য বিষয় ও বাক্-চাতুর্য্য জড় বিষয়জ্ঞানের ন্যায় অপূর্ণ (শ্রীধর)। ২। যাহাতে ভগবৎসম্বন্ধমাত্র নাই, তাহা নিশ্চয়ই অতিনিন্দিত (শ্রীজীব)। ৩। ভাগবতধর্ম্মপ্রতিপাদক প্রবন্ধেরই পরমহংসগণ আদর করেন, তজ্জন্য এই শ্লোকোক্তি (বীররাঘব)। ৪। সজ্জনগণ আদর করেন না বলিয়াই ধর্ম্মাদি বিষয়ক মধু-পুষ্পিত বাক্যের অল্পকথনেই পূর্ত্তি (বিজয়ধ্বজ)। ৫। চতুর্ব্বর্গাদি প্রতিপাদক বিচিত্র বাক্যাদির নিষ্ফলতার কারণ এই শ্লোকে বর্ণিত (বল্লভ)। ৬। বাসুদেবেতর বিষয় শাস্ত্র হইলেও উহা ন্যূন বা অপূর্ণ (সিদ্ধান্তপ্রদীপ)। উশিক্‌ক্ষয়াঃ—১। 'উশিক্'-শব্দে কমনীয় ব্রহ্ম, 'ক্ষয়'-শব্দে নিবাস যাঁহাদের তাঁহারা (শ্রীধর)। ২। কমনীয় নিবাস, কমনীয় অর্থাৎ নিরতিশয় প্রিয় ব্রহ্মই যাঁহাদের আশ্রয় (বীররাঘব)। ৩। শুদ্ধস্থান যাঁহাদের তাঁহারা (বিজয়ধ্বজ)। কমনীয় ভগবদ্‌যশঃ-প্রতিপাদক শাস্ত্রই যাঁহাদের রমণস্থান, সেই বিবেকিগণ (সিদ্ধান্তপ্রদীপ)।

বায়সং তীর্থং—১। কাকতুল্য কামিগণের রতিস্থান (শ্রীধর), ২। কামুকগণের অনুভবযোগ্য (বীররাঘব), ৩। বয়োমাত্রানুজীবিতার্থ শাস্ত্র (বিজয়ধ্বজ), ৪। বায়সগুণযুক্ত কামিগণের রতিস্থান (সিদ্ধান্তপ্রদীপ)।

মানসাঃ হংসাঃ—১। সত্ত্বপ্রধান মনে বিচরণশীল যতিগণ (শ্রীধর)। ২। ব্রহ্মানন্দানুভাবিক বিশুদ্ধান্তঃকরণ পরমহংসগণ (বীররাঘব)। ৩। প্রেক্ষণশীল পরমহংসগণ অথবা ব্রহ্মার মানসজাত সনকাদি নির্লেপগণ (বিজয়ধ্বজ)। ৪। যাঁহারা দেহ ব্যতিরিক্ত মনে অবস্থান করেন, ক্ষীর-নীর বিবেকী সারগ্রাহিগণ (বল্লভ)। ৫। বিবেকিগণ (সিদ্ধান্তপ্রদীপ) ॥ ১০ ॥

বিবৃতি—প্রাকৃত ভোগময়রাজ্যে বদ্ধজীবগণ কাব্যামোদী হইয়া ইন্দ্রিয়তর্পণ-পর গ্রন্থাদির পঠন-পাঠনাদি করিয়া থাকেন। ভগবদ্রসনিপুণ কবিগণ ঐ

সকল জড় কাব্যকে নশ্বর হরিসেবাবিমুখ চেষ্টামাত্র জানিয়া নিত্যকাল বিরক্তি প্রদর্শন করেন। প্রমত্ত পশু-স্বভাববিশিষ্ট মানবগণ নিত্য হরিকথা পরিত্যাগ করিয়া নিজ-বিনাশী অসৎ তাণ্ডব-নৃত্যে ধাবমান হন। উহা সদসৎ বিচারজ্ঞগণ কখনই আদর করেন না ॥ ১০ ॥

তদ্বাগ্বিসর্গো জনতাঘবিপ্লবো
যস্মিন্ প্রতিশ্লোকমবদ্ধবত্যপি।
নামান্যনন্তস্য যশোঙ্কিতানি যৎ
শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্তি সাধবঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—প্রতিশ্লোকং (শ্লোকে শ্লোকে) অবদ্ধবত্যপি (অপশব্দাদিযুক্তেহপি) যস্মিন্ (গ্রন্থে) অনন্তস্য (ভগবতো বাসুদেবস্য) যশোহঙ্কিতানি (যশসা অঙ্কিতানি) নামানি (সন্তীতি শেষঃ) তদ্বাগ্বিসর্গঃ (স চাসৌ বাচঃ প্রয়োগঃ) জনতাঘবিপ্লবঃ (জনানাং সমূহঃ জনতা তস্যা অঘং পাপং বিপ্লাবয়তি নাশয়তি) যৎ (লীলাগুণাদিকং) সাধবঃ (ভক্তাঃ) শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্তি (বক্তরি সতি আকর্ণয়ন্তি শ্রোতরি সতি কীর্ত্তয়ন্তি অন্যদা তু স্বয়মেব গায়ন্তি) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—যে বাক্যে বা গ্রন্থে ভগবান্ অনন্তদেবের মহিমাপর নামসমূহ বর্ণিত আছে তাহার প্রতি শ্লোক অপশব্দাদিযুক্ত হইলেও অর্থাৎ প্রসাদগুণ না থাকিলেও সেই বাগ্বিন্যাস লোকের পাপ বিনাশ করে, কেননা সেই নামসমূহ সাধুগণ বক্তা থাকিলে শ্রবণ করেন, কেহ না থাকিলে নিজেই গান করেন এবং শ্রোতা থাকিলে কীর্ত্তন করেন ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—ব্যতিরেকেণোক্ত্বা অন্বয়েনাহ তদ্বাগিতি। স চাসৌ বাগ্বিসর্গো বাচঃপ্রয়োগশ্চেতি সঃ জনতায়াঃ জনসমূহস্যাঘং বিপ্লাবয়তি নাশয়তীতি সঃ প্রতিশ্লোকমবদ্ধবত্যপি বন্ধনোহপি গাঢ়ঃ শিথিলো বা ক্বাপি শ্লোকে যত্র নাস্তি কিং পুনরলঙ্কারাদিরিত্যর্থঃ। অপশব্দবত্যপীতি স্বামিচরণাঃ তথাভূতেহপি তত্র বাগ্বিসর্গে উপাখ্যানে নামানি সন্তি। কিঞ্চ যদযদেবোপাখ্যানং শৃণ্বন্তি শ্রুত্বাপি পুনর্গায়ন্তি গীত্বাপি পুনর্গৃণন্তি ন তু তৃপ্যন্তীতি ভাবঃ। যদ্বা বক্তরি সতি শৃণ্বন্তি শ্রোতরি সতি গৃণন্তি অন্যদা স্বয়ং গায়ন্তি ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ব্যতিরেকভাবে বলিয়া এখন অন্বয়মুখে বলিতেছেন—'তদ্বাক্' ইতি। সেই হরি-কথা-যুক্ত বাক্য এবং বাক্যের প্রয়োগ—জনসমূহের পাপরাশি বিপ্লাবিত করে অর্থাৎ বিনষ্ট করে। তাহার প্রতিশ্লোক অসম্বদ্ধ কিংবা দৃঢ় বা শিথিলবন্ধন-যুক্ত অথবা কোথায় তাহাও নাই এবং অলংকারাদি যদি না থাকে, তথাপি (পাপবিনাশক)। শ্রীধর স্বামিপাদ বলেন—যদি অপশব্দাদির দ্বারা যুক্ত তথা-ভূত বাক্যবিন্যাসে, উপাখ্যানেও শ্রীভগবানের নামাদি বর্ণিত হয়, (তাহা হইলেও উহা সর্ব্বজীবের নিখিল পাপ-বিনাশক।) আরও, ভক্তগণ ভগবৎ-কথান্বিত যে যে উপাখ্যান শ্রবণ করেন, শ্রবণ করিয়াও আবার গান করেন, গান করিয়াও আবার কীর্ত্তন করেন, তথাপি তাঁহাদের তৃপ্তি হয় না (অর্থাৎ অলং-বুদ্ধি আসে না, আরও শ্রবণাদির আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক হয়)। অথবা বক্তা থাকিলে শ্রবণ করেন, শ্রোতা থাকিলে কীর্ত্তন করেন, অন্য সময়ে নিজেই গান করেন ॥১১॥

তথ্য—ভাঃ ১২।১২।৫২ সংখ্যায়ও এই শ্লোকটী দৃষ্ট হয়।

১। ভগবদ্যশঃ প্রধানবাক্য পদচাতুর্য্যবিনাও অতি পবিত্র। তাহা অপশব্দাদিযুক্ত হইলেও তাহাতে যে বিষ্ণুনামসমূহ আছে, তাহা মহসাধুগণ বক্তা থাকিলে শ্রবণ করেন, শ্রোতা থাকিলে কীর্ত্তন করেন, অন্য সময়ে নিজেরাই তাহা গান কীর্ত্তন করেন (শ্রীধর, বীররাঘব, বল্লভ, সিদ্ধান্তপ্রদীপ)। ২। ভগবন্মাহাত্ম্যপূর্ণ বাক্য বৈচিত্র্যতারহিত এমন কি তাহার শব্দ বা অর্থ কোন দোষদুষ্ট হইলেও অতীব উপাদেয়। ত্রিবর্গসাধনপ্রতিপাদক অনুপাদেয় বলিয়া নিন্দা করিয়া ভগবদ্যশঃ প্রতিপাদক বাক্যেরই উপাদেয়ত্ব বর্ণিত (বীররাঘব)। ৩। বাসুদেবের মহিমা অত্যধিক কথিত হইলেও তাহাতে তৃপ্তি হয় না, কেন না, শুকাদি পরম ভাগবতগণ তাহা শ্রবণ কীর্ত্তন করেন। অত-এব লোকের পাপবিনাশক ও সজ্জনানুমোদিত বলিয়া বাসুদেবের মাহাত্ম্য প্রতিপাদকশাস্ত্রই শাস্ত্র। তাহাই শাস্ত্র-প্রণেতৃগণ রচনা করিবেন; অন্য শাস্ত্ররচনা নিষ্প্রয়োজন (বিজয়ধ্বজ)। ৪। ভগবন্নামশ্রবণাদি পূর্ব্বোক্ত হংসাদিসাধুগণেরই কৃত্য। ভগবৎসম্বন্ধি ধর্ম্মসমূহ ভগবানের সহিত অভিন্ন বলিয়া যেমন যে

কোন স্থানে ভগবান্ অবতীর্ণ হইলে তাঁহাকে সেবা করিতে হয়, তদ্রূপ যে কোন স্থানে তাদৃশ ভগবন্নাম কীর্ত্তিত হন তাহা শ্রোতব্য (বল্লভ)। ৫। পূর্ব্বে বাসুদেবেতর প্রতিপাদক কথা বিচিত্রপদযুক্ত হইলেও তাহা অনুপাদেয় কথিত হইয়াছে আর বাসুদেব প্রধান বাক্য পদচাতুর্য্যবর্জ্জিত হইলেও মহা আদরণীয় ও উপাদেয় (সিদ্ধান্তপ্রদীপ)। ৬। পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে ব্যতিরেক ভাবে ভগবন্মাহাত্ম্য বলিয়া এই শ্লোকে অন্বয়ভাবে বলিতেছেন। অহো শ্রীহরির নামাভাস-মাত্রেই লোকের সর্ব্ব অনর্থ বিনাশ সিদ্ধ হওয়ায় তাঁহার নামের না জানি কত মাহাত্ম্য। কেননা অতি অল্পকথাযুক্ত হইলেও তাঁহার যশঃ পূর্ব্বকথিত কৈতবহীন সাধুগণ পরমানন্দের আবেশ বশতঃ শ্রবণাদিদ্বারা নানাভাবে অনুশীলন করেন (শ্রীজীব)।

বাগ্‌বিসর্গঃ ১। বাক্যপ্রয়োগ (শ্রীধর ও শ্রীজীব)। ২। বাক্যরচনারূপ প্রবন্ধ (বীররাঘব)। ৩। বিশিষ্ট রচনা বিশেষ (বিজয়ধ্বজ)।

অবদ্ধবতি—১। অপশব্দাদিযুক্ত (শ্রীধর), ২। যৎকিঞ্চিৎ প্রতীত সাঙ্কেতাদিত্বাদসম্যগর্থ-বোধকে (শ্রীজীব) ৩। শব্দতোঽর্থতশ্চ দোষবতি (বীররাঘব) ৪। শাব্দিকৈর্জুগুপ্সিতে দেশকালগুণৈঃ (বিজয়ধ্বজ) ৫। ভাষা গ্রন্থ শ্লোকেষু ব্যাকরণদুষ্টস্য প্রয়োগঃ অবদ্ধস্থানার্থং বা অর্দ্ধপ্রয়োগঃ অভ্যুপগমেন (বল্লভ) দোষযুক্তে (সিদ্ধান্তপ্রদীপ)।

জনতাঘবিপ্লবঃ—১। জনসমূহস্য অঘং বিপ্লাবয়তি নাশয়তীতি তথা (শ্রীধর, বীররাঘব, বিজয়ধ্বজ, বল্লভ, শুক) ২। জনতা জনানাং সমূহঃ গ্রামজনবন্ধুভ্যস্তল্ (পা ৪।২।৪৩) (বীররাঘব) ॥ ১১ ॥

বিবৃতি—জড়চিত্তোন্মাদিবাক্যসমূহবিবর্জ্জিত হরিনাম সকলমঙ্গল বিধান করেন। সুর, মান, লয়, তান প্রভৃতি সাহিত্যের বিবিধ অলঙ্কারবর্জ্জিত ভাষায়ও ভগবানের নাম জড়ভোগ বিনাশ করিয়া অপূর্ব্ব আনন্দবিধান করিতে সমর্থ। সাধুর মুখে বিগীত হরিনামই সর্ব্বশুভোদয়ের কারণ আর হরিবিমুখ-ব্যক্তির জড়বিষয়িণী ভাষা বা আলঙ্কারিক কৃতিত্বের মূল্য কিছুই নাই, তাহাতে ভগবদ্রস-রসিকের হৃদয়ে বৈরস্য উৎপন্ন করে ॥ ১১ ॥

নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে
ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—নিরঞ্জনং (উপাধি-নিবর্ত্তকং নির্ম্মলমিতি যাবৎ) নৈষ্কর্ম্ম্যমপি (কর্ম্মবাসনা-শূন্যত্বমপি) জ্ঞানং অচ্যুতভাববর্জ্জিতং চেৎ (অচ্যুতে হরৌ ভাবো ভক্তিঃ তদ্রহিতং যদি) অলং (অত্যর্থং) ন শোভতে (সম্যক্ অপরোক্ষায় ন কল্পতে) শশ্বৎ (নিরন্তরং সাধনকালে ফলকালে চ) (অতএব) অভদ্রং (দুঃখরূপং) যচ্চ অকারণং কর্ম্ম (কাম্যং যদপ্যকাম্যং তচ্চাপি কর্ম্ম) ঈশ্বরে (ভগবতি) ন অর্পিতং (অনর্পিতং সৎ) কুতঃ (শোভতে নৈব হীতি যাবৎ) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্ম নিষ্কর্ম্ম তাহার একাকার হেতু নিষ্কর্ম্মতার ভাবই নৈষ্কর্ম্ম্য। কামনাময় কর্ম্মহীন ব্রহ্মজ্ঞান উপাধি-নিবর্ত্তক হইলেও অচ্যুতভাব অর্থাৎ ভক্তিবিরহিত হইলে অধিক শোভা পায় না, তখন সাধন ও সিদ্ধকালে দুঃখরূপ, কাম্যকর্ম্ম এবং অকাম্য কর্ম্মও যদি ভগবানে সমর্পিত না হয় তাহা হইলে উহা আবার কি প্রকারে শোভা পায় অর্থাৎ তাহা যে শোভা পায় না তাহা বলা বাহুল্য, কেননা উহা বহির্ম্মুখী ও সত্ত্ব-শোধক ভাবহীন ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—ন কেবলং বচোমাত্রমেব ভক্তিরহিতং ব্যর্থমপি তু শ্রৌতবচসাপি প্রতিপাদ্যমপরোক্ষং জ্ঞানমপি ভক্তিরহিতং ব্যর্থং কিমুত পরোক্ষং জ্ঞানং কিমুততরাং নিষ্কামকর্ম্ম কিমুততমাং সকামকর্ম্মব্যর্থমিত্যাহ নৈষ্কর্ম্ম্যমিতি। নৈষ্কর্ম্ম্যরূপং অচ্যুতে ভাবশ্চিদানন্দবিগ্রহত্বভাবনয়া যা ভক্তিস্তদ্বর্জিতম্। চেজ্‌জ্ঞানং ন শোভতে তেন তস্মিন্ মায়াশবলতালক্ষণাপকর্ষভাবনয়া ভক্তিসত্ত্বেঽপি মোক্ষসাধকং ন ভবতীত্যর্থঃ। কীদৃশং অলং অতিশয়েন নিরঞ্জনং অঞ্জনমুপাধিরবিদ্যা তদ্রহিতমপরোক্ষমপি কিং পুনঃ পরোক্ষমিত্যর্থঃ। ন চ বাচ্যমুপাধ্যভাবে মোক্ষস্যাসম্ভাবনা নাস্তীতি। ভগবতোঽচিন্ত্যশক্ত্যা নষ্টস্যাপ্যুপাধেঃ পুনঃ পুনঃ প্ররোহাৎ। তথা হি বাসনাভাষ্যধৃতং পরিশিষ্টবচনম্। জীবন্মুক্তা অপি পুনর্বন্ধনং যান্তি কর্ম্মভিঃ।

যদ্যচিন্ত্যমহাশক্তৌ ভগবত্য-পরাধিন ইতি। তত্রৈবান্যত্র চ। জীবন্মুক্তা প্রপদ্যন্তে কুচিৎ সংসারবাসনাম্। যোগিনো ন বিলিপ্যন্তে কর্ম্মভির্ভগবৎপরা ইতি। তথা (গী ৪।৩৭) জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতেহর্জ্জুনেতি জ্ঞানকার্য্যং নৈষ্কর্ম্ম্যমপি ন শোভতে। তথাহি রথযাত্রা-প্রসঙ্গে বিষ্ণুভক্তিচন্দ্রোদয়ধৃতং পুরাণান্তর-বচনম্। নানুব্রজতি যো মোহাদ্ব্রজন্তম্ জগদীশ্বরম্। জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাপি স ভবেদ্ ব্রহ্মরাক্ষস ইতি। অতএবাগ্রে বক্ষ্যতে (ভাঃ ১০।২।৩২)। আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোহনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয় ইতি। জ্ঞানস্যাপ্যচ্যুতভাববর্জিতত্বে তস্মিন্ ভগবতি মায়াময়ত্বভাবনাদিলক্ষণোহপরাধো দুর্নিবার এব এবঞ্চ যদি তাদৃশ ভক্তিহীনং জ্ঞানমপি বিফলং তদা কুতঃপুনঃ শশ্বৎ ফলকালে সাধনকালে অভদ্রং দুঃখরূপং কর্ম্মপ্রবৃত্তিপরং তদপ্যকারণং নিবৃত্তিপরঞ্চ কর্ম্ম ঈশ্বরে অনর্পিতং সৎ ন শোভতে সাফল্যায় ন ভবতীতি ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কেবল ভক্তিরহিত বাক্যমাত্রই ব্যর্থ, তাহা নহে, শ্রৌতবাক্যের দ্বারা প্রতিপাদ্য অপরোক্ষ (প্রত্যক্ষ) জ্ঞানও যদি ভক্তিবিরহিত হয়, তাহাও ব্যর্থ, আর পরোক্ষ (অপ্রত্যক্ষ) জ্ঞান, কিংবা নিষ্কাম কর্ম্ম, অথবা সকাম কর্ম্ম যে ভক্তিরহিত হইলে অতিশয় ব্যর্থ, তাহাই বলিতেছেন—'নৈষ্কর্ম্ম্যম্'—ইত্যাদি শ্লোকে। নৈষ্কর্ম্ম্যরূপ অর্থাৎ কর্ম্মবাসনাশূন্য জ্ঞানও যদি অচ্যুত শ্রীহরিতে ভাববর্জ্জিত হয়, তার্থাৎ ভাব বলিতে চিদানন্দ-বিগ্রহত্বরূপে ভাবনার দ্বারা যে ভক্তি, তদ্বর্জ্জিত হয়, তাদৃশ জ্ঞানও শোভা পায় না। সুতরাং তাঁহাতে মায়াশবলতালক্ষণ অপকর্ষ ভাবনার দ্বারা ভক্তিসত্ত্বেও মোক্ষের সাধক হয় না। কিরূপ জ্ঞান ? অতিশয়রূপে নিরঞ্জন জ্ঞানও শোভা পায় না। নিরঞ্জন বলিতে—অঞ্জন শব্দের অর্থ উপাধি, অবিদ্যা, সেই অবিদ্যা-রহিত অপরোক্ষ (প্রত্যক্ষ) জ্ঞানও শোভিত হয় না, আর পরোক্ষ জ্ঞান যে শোভা পায় না—এ বিষয়ে বক্তব্য কি ?

ইহা বলা সঙ্গত নহে যে উপাধির (অবিদ্যার) অভাবে মোক্ষের অসম্ভাবনা নাই ; কারণ শ্রীভগবানের অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে নষ্ট উপাধিরও পুনঃ পুনঃ প্ররোহ হইয়া থাকে। বাসনাভাষ্য-ধৃত পরিশিষ্টবচনে উক্ত হইয়াছে—"যদি অচিন্ত্য মহাশক্তি-বিশিষ্ট শ্রীভগবানে অপরাধী হয়, তাহা হইলে জীবন্মুক্তগণও কর্ম্মের দ্বারা বন্ধন-প্রাপ্ত হয়।" ইতি। সেখানেই অন্যত্র বলা হইয়াছে—"জীবন্মুক্তগণও কখন কখন সংসার-বাসনায় আবদ্ধ হন, কিন্তু ভগবানের ভজনপরায়ণ ভক্তযোগিগণ কখনও কর্ম্মের দ্বারা সংসারবাসনায় বিলিপ্ত হন না।" ইতি। সেইরূপ শ্রীগীতাতে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"হে অর্জ্জুন! যেমন প্রজ্বলিত অগ্নি কাষ্ঠরাশিকে ভস্মীভূত করে, সেইরূপ আত্মজ্ঞান-স্বরূপ অগ্নি (প্রারব্ধ কর্ম্মফল ব্যতীত) সকল কর্ম্মসমূহকে ভস্মসাৎ করিয়া থাকে।" ইত্যাদি প্রমাণের দ্বারা জ্ঞানের কার্য্য নৈষ্কর্ম্ম্যও শোভিত হয় না—এই অর্থ। সেইরূপ রথযাত্রা-প্রসঙ্গে বিষ্ণুভক্তি-চন্দ্রোদয়-ধৃত পুরাণান্তরের বচন—"জগদীশ্বরের যাত্রাকালে মোহবশতঃ যিনি তাঁহার (সেই জগদীশ্বরের) অনুগমন না করেন, তিনি জ্ঞানাগ্নির দ্বারা দগ্ধকর্ম্মা হইলেও (শ্রীভগবানে অপরাধের ফলে) ব্রহ্মরাক্ষস হইয়া জন্মলাভ করেন।" অতএব অগ্রে (দশম স্কন্ধে গর্ভস্তুতিতে) বলিবেন—"হে অরবিন্দাক্ষ, যাহারা আপনাতে ভক্তি স্থাপন না করিয়া নিজেকে বিমুক্তমানী বলিয়া অভিমান করে, আপনাতে ভক্তির অভাব-প্রযুক্ত মলিনচিত্ত সেই সকল মানব অতিকষ্টে বিষয়সুখ পরিত্যাগপূর্ব্বক তপস্যাদি সাধনদ্বারা মোক্ষ-সন্নিহিত সৎকুলে জন্মাদি পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াও ভবদীয় পাদপদ্মের অনাদর করিয়া তাহা হইতে অধঃপতিত হইয়া থাকে।" [মায়াবাদিগণ ব্রহ্মকে মায়াতীত বলিয়া, 'মায়োপহিত-চৈতন্যঃ ঈশ্বরঃ'—অর্থাৎ মায়ার দ্বারা উপহিত-চৈতন্য ঈশ্বরকে মায়াসঙ্গী এবং ঈশ্বরের অবতারসমূহের দেহকে মায়িক, জীব ও জগৎকে মায়ানিৰ্ম্মিত এবং জীবের গঠনে মায়া আছে বলেন। মুক্তজীবের সহিত ব্রহ্মকে 'অভেদ' বলিয়া, মায়াতীত ভগবত্তায়, ভগবদ্ধামে, ভগবদ্ভক্তিতে ও ভক্তে মায়া আছে বলেন—ইহাতে তাঁহারা শ্রীভগবানের নিকটে মহাপরাধী হন।]

তাদৃশ নৈষ্কর্ম্ম্য, নিরঞ্জন জ্ঞানেরও অচ্যুতভাববর্জ্জিতত্ব-হেতু সেই ভগবানে মায়াময়ত্ব ভাবনাদিরূপ অপরাধ দুর্নিবারই। এইরূপ যদি তাদৃশ ভক্তিহীন জ্ঞানও বিফল হয়, তাহা হইলে কর্ম্ম কি করিয়া সফল

হইবে ? যে কর্ম্ম নিরন্তর ফলকালে, সাধনকালেও দুঃখরূপ প্রবৃত্তিপর এবং অকারণ অর্থাৎ নিবৃত্তিপর কর্ম্মও যদি ঈশ্বরে অর্পিত না হয়, তাহা হইলে ঐ উভয় কর্ম্মই বিফলের নিমিত্ত হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

মধ্ব—পরোক্ষ-জ্ঞানং ন শোভতে। অপরোক্ষ-জ্ঞানং ন ভক্ত্যা বিনোৎপদ্যতে। (শ্বে ৬।২৩) যস্য দেবে পরাভক্তিঃ। (কঠ ২।২৩, মু ৩।২।৩) যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ। (ভাগবতে) যদ্বাসুদেবশরণাবিদুরঞ্জসৈবেত্যাদেঃ ॥ ১২ ॥

তথ্য—ভাগবত ১২।১২।৫৩ সংখ্যায়ও এই শ্লোক দৃষ্ট। ১। ভক্তিহীন কর্ম্ম যে বৃথা, তাহাতে সন্দেহ নাই। নিরুপাধিজ্ঞানই যখন বিষ্ণুভক্তিবিহীন হইলে তত অধিক শোভা পায় না, তখন সাধন ও ফল এই উভয়কালে দুঃখরূপ কর্ম্ম, নিষ্কাম হইলেও ভগবানে সমর্পিত না হইলে ভগবদ্বহির্ম্মুখ ও সত্ত্বশোধকভাবহীন-হেতু কেন শোভা পাইবে ? (শ্রীধর) ২। ভগবন্মাহাত্ম্যবর্ণনোপলক্ষিত ভক্তি হইতে ব্রহ্মজ্ঞানই যখন নিকৃষ্ট, তখন সকাম ও নিষ্কাম কর্ম্ম উভয়ই যে তদপেক্ষা নিকৃষ্ট তাহাতে সন্দেহ কি অর্থাৎ তাহা বলাই বাহুল্য (শ্রীজীব)।

নৈষ্কর্ম্ম্য—১। নিষ্কর্ম্ম ব্রহ্ম তদেকাকারত্বাৎ নিষ্কর্ম্মতারূপং নৈষ্কর্ম্ম্যং (শ্রীধর), ২। নির্গতং কর্ম্মণো নিষ্কর্ম্ম, নিষ্কর্ম্মৈব নৈষ্কর্ম্ম্যং স্বার্থেঽপ্যঞ্ কর্ম্মণো বহির্ভূতং কর্ম্মেতরদাত্মযাথাত্ম্যোপাসনাত্মকজ্ঞানং (বীররাঘব), ৩। স্বতো নৈষ্কর্ম্মণো মুক্তেঃ সাধনং (বিজয়ধ্বজ), ৪। সাংখ্যং বৈদিকং বা (বল্লভ), ৫। নির্গতানি কর্ম্মাণি যতস্তন্নিষ্কর্ম্ম তদেব নৈষ্কর্ম্ম্যং (সিদ্ধান্তপ্রদীপ)।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্য ২২শ পরিচ্ছেদে ১৭-১৮

"কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয় প্রধান।
ভক্তিমুখনিরীক্ষক কর্ম্মযোগ জ্ঞান ॥
এই সব সাধনের অতি তুচ্ছ ফল।
কৃষ্ণভক্তি বিনা তাহা দিতে নারে বল ॥"

নিরঞ্জনং—১। অজ্যতেঽনেনেত্যঞ্জনমুপাধিস্তন্নিবর্ত্তকং নিরঞ্জনং (শ্রীধর) ; ২। রাগদ্বেষাদ্যঞ্জনরহিতং রাগাদিভিরনুপ্লুতং (বীর রাঘব) ; ৩। বিষয়সম্মার্জ্জন মলরহিতং (বিজয়ধ্বজ) ; ৪। রাগদ্বেষাদিদোষশূন্যং (সিদ্ধান্তপ্রদীপ)।

অলং—অত্যর্থং, সম্যক্ (শ্রীধর)।
শশ্বৎ—সাধনকালে ফলকালে চ (শ্রীধর)।
অভদ্রং—দুঃখরূপম্ (শ্রীধর)।
অকারণং—নিষ্কামম্ ॥ ১২ ॥

বিবৃতি—জীবের ভোগবাসনা হইতে কর্ম্মফলভোগের চেষ্টা। তাহার বিপরীত ভাবই নৈষ্কর্ম্ম্য অর্থাৎ আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা এবং প্রীতিবাঞ্ছারহিত তটস্থ নির্ব্বিশেষ ভাব নৈষ্কর্ম্ম্যে ফলভোগবাসনারহিত হইলে কেবল চেতনধর্ম্ম অবস্থান করে। তাহা যদি হরিসেবার কার্য্যে না লাগে, তাহা হইলে উহা সম্পূর্ণ নিরর্থক। শ্রীমদ্ভাগবতের ৩।২৩।৫৬

"নেহ যৎ কর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ ॥"

এই কথাবর্ণনপ্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে। যে কর্ম্ম ধর্ম্মের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হয় না, যে ধর্ম্মার্থকাম বিরাগপর জ্ঞানের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হয় না, যে বৈরাগ্যপূর্ণ সম্বিৎবিকাশ ভগবৎ পাদপদ্ম সেবায় নিযুক্ত হয় না, তাহাই জড় বা অচিৎ জীবন-রহিত—প্রাকৃত মাত্র। সর্ব্বাত্মা অচ্যুত হইতে চ্যুত হইয়া তাদৃশ নৈষ্কর্ম্ম্যজ্ঞান কোন সুফল প্রসব করে না। গোময় যেরূপ পবিত্রতা সাধন করে, ষণ্ডবিষ্ঠা সেরূপ করে না ; তদ্রূপ কর্ম্মবীরগণের অনুষ্ঠিত নশ্বর কর্ম্ম নিজ আসুরিক বৃত্তির চরিতার্থতা সম্পন্ন করিলেও তাহা ভগবদ্বিমুখ চেষ্টা হওয়ায় নিত্যান্ত অকিঞ্চিৎকর। সেই জন্য কাল তাহাকে বিনাশ করিয়া তিন খণ্ডে বিভক্ত করে। হরিসেবা-কর্ম্ম বা হরি-সেবন-জ্ঞান নিত্য অখণ্ডরূপে বর্ত্তমান। নিত্য হরিসেবা ছাড়িয়া যে জীব নশ্বরভোগ প্রবৃত্তিতে ধাবিত হন, তাঁহার সেই অসজ্জ্ঞান কখনই চরম মঙ্গল সাধন করিতে সমর্থ হয় না। সচ্চিদানন্দ বস্তু-বর্জ্জিত অসৎ অচিৎ নিরানন্দময় ত্রিগুণভূমিকায় কর্ম্ম ও জ্ঞানবৃত্তিদ্বয় জীবকে ঈশসেবাবিমুখ করায়। ঈশবৈমুখ্যই জীবের যাবতীয় অশুভ আনয়ন করে। সেই ঈশবৈমুখ্য-প্রকাশ নৈষ্কর্ম্ম্যজ্ঞান ভগবানের উদ্দেশে হরিসেবায় নিযুক্ত না হওয়া কাল পর্য্যন্ত তাহা পঞ্চম পুরুষার্থ হরিপ্রেমা উৎপন্ন করিতে সমর্থ হয় না ॥ ১২ ॥

———

অথো মহাভাগ ভবানমোঘদৃক্
শুচিশ্রবাঃ সত্যরতো ধৃতব্রতঃ।
উরুক্রমস্যাখিলবন্ধমুক্তয়ে
সমাধিনানুস্মর তদ্বিচেষ্টিতম্ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—অথো (অতঃ কারণাৎ) অমোঘদৃক্ (অমোঘা যথার্থা দৃক্ ধীর্য্যস্য সঃ) শুচিশ্রবাঃ (শুচি শুদ্ধং শ্রবো যশো যস্য সঃ) সত্যরতঃ (সত্যে নিষ্ঠা-যুক্তঃ) ধৃতব্রতঃ (ধৃতানি ব্রতানি যেন সঃ) ভবান্ (এবং মহাগুরুত্বাবৎ) অখিলবন্ধ মুক্তয়ে (নিখিল-বন্ধন-মোচনার্থং) উরুক্রমস্য (হরেঃ) তদ্বিচেষ্টিতং (বিবিধং চেষ্টিতং লীলাদিকং) সমাধিনা (চিত্তৈ-কাগ্র্যেণ) অনুস্মর (স্মৃত্বা বর্ণয় ইত্যর্থঃ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—অতএব হে মহাত্মন্ বেদব্যাস, যেহেতু আপনি যথার্থ ধীসম্পন্ন পবিত্র হরিকথা শ্রবণরত-সত্যনিষ্ঠ ও নিয়মপরায়ণ অতএব সকল লোকের মায়াবন্ধন বিমোচনের জন্য আপনি ভগবান্ উরুক্রমের বিবিধ লীলাচেষ্টা সমাধি অবলম্বনপূর্ব্বক ধ্যান করিয়া বর্ণন করুন্ ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—সত্যং তর্হ্যচ্যুতে ভাব এব সর্ব্বোৎকৃষ্টত্বেন তবাভিমতঃ স চ তন্নামলীলাকীর্ত্তনশ্রবণাদিভিরেব ভবতি। তত্র নাম রামকৃষ্ণেত্যাদি প্রসিদ্ধমেব। লীলা কীদৃশী তবাভিমতা তামুপদিশেত্যপেক্ষায়ামাহ অথো ইতি। অমোঘদৃক্ অব্যর্থজ্ঞানঃ শুচিঃ শুদ্ধং শ্রবো যশো যস্য তথাভূতো ভবান্ ভবতি অতঃ সত্যরতো দৃঢ়ব্রতঃ সন্। অখিলানাং জীবানাং অখিলস্য বন্ধস্য বা মুক্তয়ে। তস্য বিবিধং চেষ্টিতং লীলাম্। সমাধিনা চিত্তৈকাগ্র্যেণ স্মর। লীলা হি ভক্তিমতি শুদ্ধে চিত্তে স্বয়মেব স্ফুরতি তস্যাঃ স্বপ্রকাশত্বাদনন্তত্বাদতি-রহস্যত্বাদন্যথা কেনাপি বক্তুং গৃহীতুং চাশক্যত্বাদিতি ভাবঃ। স্মৃত্যা চ বর্ণয়। তদেবামোঘ-দৃক্ত্বং শুদ্ধ-যশস্ত্বং অন্যথা নৈবেতি ভাবঃ। যদ্বা অমোঘে দৃশৌ নেত্রে যস্য শুচিনী শ্রবসী কর্ণৌ যস্যেতি কাচিল্লীলা নেত্রাভ্যাং দৃষ্টা কাচিৎ কর্ণাভ্যাং শ্রুতা চ তথা সত্য রত ইতি ধৃতব্রত ইতি আসক্তিনিশ্চয়সূচিতাভ্যাং মনোবুদ্ধিভ্যামপি কাচিদতিরহস্য অদৃষ্টাশ্রুতাপ্যব-কলিতৈব সা সা সংপ্রতি চিত্তৈকাগ্র্যেণ স্মর্য্যতাং স্মৃত্বা চ বর্ণ্যতাম্ অত্রানুস্মরেতি মধ্যমপুরুষো বাক্যভেদাৎ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সত্য, তাহা হইলে অচ্যুত শ্রীহরিতে ভাবই সর্ব্বোৎকৃষ্টরূপে আপনার অভিমত এবং সেই ভাব শ্রীভগবানের নাম, লীলা, কীর্ত্তন, শ্রবণাদির দ্বারাই হইয়া থাকে। তন্মধ্যে নাম—রাম, কৃষ্ণ ইত্যাদি প্রসিদ্ধই রহিয়াছে। আপনার অভিমতা লীলা কি প্রকার, তাহা উপদেশ করুন—এই অপেক্ষায় বলিতেছেন—'অথো ইতি'। অমোঘদৃক্ অর্থাৎ অব্যর্থজ্ঞান-সম্পন্ন, 'শুচিশ্রবাঃ' বলিতে শুদ্ধ যশ যাঁহার অর্থাৎ পবিত্রযশস্বী, অতএব সত্যনিষ্ঠ ও দৃঢ়ব্রত হইয়া, অখিল জীবসমূহের অথবা অখিল বন্ধনের মুক্তির জন্য সেই অচ্যুত ভগবানের বিবিধ চেষ্টিত অর্থাৎ লীলা সমাধির দ্বারা অর্থাৎ চিত্তের একাগ্রতার দ্বারা স্মরণ কর। শ্রীভগবানের লীলা ভক্তিযুক্ত শুদ্ধ চিত্তে নিজেই প্রকাশিত হন, তাঁহার (সেই লীলার) স্বপ্রকাশত্ব, অনন্তত্ব ও অতিরহস্যত্ব-হেতু, অন্যথা কেহই কোন প্রকারেই তাহা বলিতে বা গ্রহণ করিতে অসমর্থ—এই ভাব। এবং স্মরণ করিয়া বর্ণনা কর, তাহা হইলেই অব্যর্থদৃষ্টিত্ব ও পবিত্র যশস্বিত্ব সম্ভব, অন্যথা কোন প্রকারেই নহে—এই ভাব। অথবা অব্যর্থ নয়নদ্বয় এবং পবিত্র কর্ণ-যুগল যাঁহার— এই কথার দ্বারা কোন কোন লীলা তাদৃশ নেত্রদ্বয়ের গোচরীভূতা এবং কোন কোন লীলা তাদৃশ কর্ণযুগলের শ্রুতিগোচরা হইয়া থাকে। সেই-রূপ 'সত্যরতঃ' ও 'ধৃতব্রতঃ'—এই দুইটি পদে আসক্তি ও নিশ্চয়তা সূচিত হওয়ায় মনঃ ও বুদ্ধির সহযোগেও কোন অতিরহস্যপূর্ণ অদৃষ্ট ও অশ্রুত-পূর্ব্ব লীলা অনুভূতির বিষয়ও হইয়া থাকেন। সেই সেই লীলা সম্প্রতি স্মরণ কর এবং স্মরণ করিয়া বর্ণনা কর। এখানে বাক্যভেদ-বশতঃ 'অনুস্মর'—ইহা মধ্যম পুরুষের প্রয়োগ হইয়াছে। (তাৎপর্য্য এই যে—বিশুদ্ধ চিত্তে শ্রীভগবানের লীলা নিজেই ভক্তজনের স্মৃতিপথে প্রকাশিতা হন, উহা নিজের চেষ্টায় স্মরণ করা যায় না। এখানে অনুস্মরণ কর পৃথক্ বলার উদ্দেশ্য স্মরণের নিমিত্ত একাগ্রচিত্ত হইলে লীলা ভক্তি-বিভাবিত চিত্তে স্বয়ংই প্রকাশিতা হইবেন।) ॥ ১৩ ॥

মধ্ব—শুচিশ্রবাঃ বিষ্ণুঃ। সমাধিনা সমাধিভাষয়া। স্মরণং গ্রন্থকৃতিঃ। স্মরন্তি চেত্যাদেঃ ॥ ১৩ ॥

তথ্য—যেহেতু ভক্তিশূন্য জ্ঞান, বাক্‌চাতুর্য্য, কর্ম্ম-কৌশলাদি সবই ব্যর্থ অতএব শ্রীহরির চরিতকথাই বর্ণন করুন্। অমোঘদৃক্—যথার্থ বুদ্ধি (শ্রীধরঃ) ॥ ১৩ ॥

বিবৃতি—অক্ষজজ্ঞানে নিপুণ হইয়া বদ্ধজীবগণ নানাপ্রকার কর্ম্মফল ও কাল্পনিক নির্ব্বেদ ব্রহ্মানুসন্ধানে ব্যস্ত হন। কিন্তু শ্রীচৈতন্য-চরণাশ্রিত জনগণ তাদৃশ চতুর্ব্বর্গাভিলাষকে প্রয়োজন বলিয়া না জানিয়া যে অনন্ত কল্যাণ লাভ করেন, তাহা বৈষ্ণব গুরুর কীর্ত্তিত বৈষ্ণবচিত্তে শ্রুত ভক্ত্যুন্মুখী চেষ্টাবিশেষ। শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী-পাদ বলেন যে, শ্রীগৌরহরির কৃপা-কটাক্ষ বৈভববিশিষ্ট জনগণের অতুলনীয় পদবী সকল অধিষ্ঠানে অবস্থিত জীবগণের সর্ব্বতোভাবে প্রার্থনীয়। যোগমার্গরত জনগণের ধর্ম্মমেঘের সঞ্চারে নিত্যসমাধিতে যে কৈবল্য এবং অশেষ যন্ত্রণাযুক্ত নরকবাস এই উভয়েই ভক্তের বিচারে সমদৃষ্টিতে পরিলক্ষিত হয়। সৎকর্ম্মপ্রাপ্যফল সূক্ষ্মেন্দ্রিয় তর্পণপর ত্রিদশপুরবাস এবং মিথ্যাপুষ্পিত বাক্যরূপ ফলশ্রুতি এই উভয়ই ভগবদ্ভক্তের সমপ্রতীতি। কৃত্রিম অষ্টাঙ্গ-যোগাদি চেষ্টা, অকিঞ্চিৎকর মুক্তি বাসনায় রাজ-যোগপ্রয়াস এবং তৎফলে ইন্দ্রিয়তর্পণ-প্রয়াস-বর্জ্জনোদ্দেশে স্বতন্ত্র চেষ্টা করিতে হয় না, তাহা ভক্তে আনুষঙ্গিক ফলরূপে স্বতঃই উদিত হয়। ত্রিবিধ দুঃখপূর্ণ জগতে অভিনিবিষ্ট হইয়া আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়োপদ্রুতবুদ্ধি ভক্তে সমূলে উৎপাটিত হয় এবং তিনি তৎকালে ভূলোককে গোলোক দর্শন করেন। নশ্বর অনিত্য আধিকারিক দেবতার পদবী হইতে আরম্ভ করিয়া কৃমিকীট পর্য্যন্ত হরিবিমুখ অধিষ্ঠান-সমূহকে তুল্য জ্ঞান করেন।

কৃষ্ণ কথা ব্যতীত ইতর কথা অনিত্য, জড়ভোগাবৃত ও অনেক সময় নিরানন্দময়। ভগবদিতর কথা বলিতে গেলে তৎফলে বুভুক্ষু জীব স্বীয় ভোগ এবং মুমুক্ষু জীব নিজাস্তিত্ব বিনাশ করেন। নিত্য ভোক্তা কৃষ্ণের দাস জীবের ভোগ্যসামগ্রী উপকরণাদি-বিবেক উদিত না হইলে অনিত্য বস্তুগুলিতে বদ্ধজীব রতি-বিশিষ্ট হন। তাহা অস্থায়ী ভাব মাত্র ॥ ১৩ ॥

ততোঽন্যথা কিঞ্চন যদ্বিবক্ষতঃ
পৃথগ্‌দৃশস্তৎকৃতরূপনামভিঃ।
ন কর্হিচিৎ ক্বাপি চ দুঃস্থিতা মতি-
র্লভেত বাতাহত-নৌরিবাস্পদম্ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ পৃথগ্‌দৃশঃ (তস্মাৎ উরুক্রম-বিচেষ্টিতাৎ অন্যথা দর্শকস্য) (অতএব) অন্যথা (প্রকারান্তরেণ) যৎ কিঞ্চন (কিঞ্চিদর্থান্তরং) বিবক্ষিতঃ (বর্ণয়তঃ জনস্য) তৎকৃত নামরূপভিঃ (তয়া বিবক্ষয়া কৃতৈঃ স্ফুরিতৈঃ রূপৈঃ নামভিশ্চ) দুঃস্থিতা (অনবস্থিতা বিক্ষিপ্তা সতী) মতিঃ (বুদ্ধিঃ) বাতাহত নৌরিব (প্রবলাবায়ুবেগেন আঘূর্ণিতাঃ নৌকা ইব) কর্হিচিৎ (কদাপি) ক্বাপি চ (কস্মিন্নপি বিষয়ে) আস্পদং (আশ্রয়ং) ন লভতে ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—সেই ভগবান্ উরুক্রমের লীলাচেষ্টা হইতে ভিন্নদর্শী হইয়া অর্থাৎ ভগবন্মহিমাবর্ণনের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া অন্য প্রকারে যে কোন ভগবদ্বহির্ম্মুখ বিষয়ান্তর বর্ণন করিতে ইচ্ছা করিলে তখন যে নাম ও রূপ বক্তব্য-স্বরূপে স্ফুরিত হয় সেগুলি দ্বারা বিক্ষিপ্তা হইয়া বুদ্ধি বায়ু বেগে ঘূর্ণায়মান নৌকার ন্যায় কখনও স্থিরভাবে থাকিতে পারে না ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—অন্বয়েনোক্ত্বা ব্যতিরেকেণাহ তত ইতি। তত উরুক্রমচেষ্টিতাৎ অন্যথা যৎকিঞ্চনাপি কিং পুনর্বহু-বিবক্ষিতঃ বক্তুমিচ্ছতোঽপি। কিং পুনর্ব্বদতোঽপি কিং পুনস্তন্মুখাৎ শ্রুত্বা তদনুতিষ্ঠতঃ সর্ব্বত্র হেতুঃ পৃথগ্‌দৃশঃ। তচ্চেষ্টিতাৎ পৃথগ্বস্তুন্যেব দৃক্ দৃষ্টিস্তাৎপর্য্যং যস্য তস্য। অতস্তৎকৃতে রূপে-নিরূপণীয়ৈরর্থৈর্নামভিস্তদ্বাচকৈঃ শব্দৈশ্চ দুঃস্থিতা অনবস্থিতা মতিঃ কদাচিদপি কালে ক্বাপি দেশে আস্পদং স্থানং বাতাহত-নৌরিবেতি বাতেন ঘূর্ণয়িত্বা নানাস্থানং নীত্বা আহতা ব্যাহতাস্ততো নিমজ্জত এব যথা তথা তৈর্জ্ঞানকর্ম্ম-কাব্য-কৌশলাদিভিরিতি ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অন্বয়মুখে বর্ণনা করিয়া এখন ব্যতিরেকভাবে বলিতেছেন—“তত ইতি”। তাহা হইতে অর্থাৎ উরুক্রম ভগবানের লীলাদি হইতে অন্য যে কোন বিষয় সামান্যভাবে বলিতে ইচ্ছুক হইলেও, আর অধিক বলিতে ইচ্ছাকারী জনের কথা কি? আর, তাদৃশ ভগবৎকথা ব্যতিরিক্ত কথা বলিতেছে যে জন, তাহার, পুনরায় তাহার মুখ হইতে

শ্রবণ করিয়া সেইরূপ (ভগবদ্বহির্ম্মুখ বিষয়ান্তর) অনুষ্ঠানকারীর (মতি বিক্ষিপ্ত হইয়া কোথাও স্থির হইতে পারে না)। সর্ব্বত্র কারণ—পৃথক্-দৃশঃ অর্থাৎ ভগবানের লীলাদি হইতে পৃথক্-বস্তুতেই যাহার দৃষ্টি (তাৎপর্য্য) নিবদ্ধ রহিয়াছে। অতএব সেইরূপ (অন্য কথার) বিবক্ষা-বশতঃ নিরূপণীয় নাম এবং তদ্বাচক শব্দসমূহের দ্বারা দুঃস্থিতা অর্থাৎ অনবস্থিতা মতি বাতাহত নৌকার মত কোনও কালে, কোনও দেশে স্থান লাভ করিতে (স্থির হইতে) পারে না। যেমন বায়ুবেগে ঘূর্ণনের দ্বারা নানা স্থানে নয়ন-পূর্ব্বক ভগ্নপ্রায় নৌকা পরিশেষে নিমজ্জিতই হয়, সেইরূপ তাদৃশ জ্ঞান, কর্ম্ম, কাব্য-কৌশলাদির দ্বারা বিক্ষিপ্তা বুদ্ধি কোথাও স্থির হইতে পারে না।।১৪

তথ্য—ভক্তি হইতে পৃথক্ চেষ্টার দোষের কথা বর্ণিত হইতেছে (শ্রীধর)। গীতা ২।৪১ শ্লোক—

"ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্ ।।" ১৪ ।।

বিবৃতি—ভগবানের লীলাবর্ণনে ভগবদিতর কথার সমাবেশ হইলে সে গুলির শ্রবণকীর্ত্তনে জীব নিত্য চিদানন্দ হইতে বিক্ষিপ্ত হন। অদ্বয়জ্ঞান ভগবদ্বস্তুতে বিশ্বের অন্য বস্তুর সাম্য করিতে গিয়া জীবের যে ভেদ জ্ঞান হয়, তাহা অদ্বয়জ্ঞান নহে। অপর ভগবদিতর বস্তুপ্রতীতি অনর্থের পরিচায়ক মনোধর্ম্ম। মনোধর্ম্মের বশীভূত হইয়া অদ্বয়জ্ঞানপ্রতীতি কৃষ্ণলীলা আবৃত হইয়া ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ প্রভৃতি কামনাকে ফলরূপে আনয়ন করে, তাহাতে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়। ভোগময়ী প্রতীতি কখনই অদ্বয়জ্ঞানের ধারণা করিতে সমর্থ হয় না ।। ১৪ ।।

**জুগুপ্সিতং ধর্ম্মকৃতেঽনুশাসতঃ
স্বভাবরক্তস্য মহান্ ব্যতিক্রমঃ।
যদ্বাক্যতো ধর্ম্ম ইতীতরঃ স্থিতো
ন মন্যতে তস্য নিবারণং জনঃ ।। ১৫ ।।**

অন্বয়ঃ—স্বভাবরক্তস্য (প্রকৃত্যা এব বিষয়াসক্তচিত্তস্য পুরুষস্য) ধর্ম্মকৃতে (ধর্ম্মার্থং) জুগুপ্সিতং (নিন্দ্যং কাম্য-কর্ম্মাণি) অনুশাসতঃ (উপদিশতঃ তব) মহান্ ব্যতিক্রমঃ (অয়ম্ অন্যায়ঃ) যদ্বাক্যতঃ (যস্য তব বাক্যাৎ অয়মেব মুখ্যঃ) ধর্ম্ম ইতি স্থিতঃ (তবানুশাসনাৎ নিশ্চিতঃ সন্ ইত্যর্থঃ) ইতরঃ (প্রাকৃতঃ) জনঃ তস্য (কাম্যকর্ম্মাদেঃ) নিবারণং (নিষেধং) ন মন্যতে (ন স্বীকরোতি) ।। ১৫ ।।

অনুবাদ—স্বভাবতঃ নিন্দ্য কাম্যকর্ম্মাদিতে রক্ত অর্থাৎ অনুরাগী বা আসক্ত ব্যক্তির ধর্ম্মের জন্য আপনি যে নিন্দ্য কাম্যকর্ম্মাদির বিধি দিয়াছেন তাহাতে আপনার মহা অন্যায় হইয়াছে কেননা আপনার বাক্যে উহাই মুখ্যধর্ম্ম এই স্থির করিয়া প্রাকৃত লোক অন্য কোন তত্ত্বজ্ঞ কর্ত্তৃক তদনুষ্ঠান হইতে নিবৃত্তির উপদেশ প্রাপ্ত হইলেও তাহা মানে না, বা নিজে বুঝে না ।।১৫।।

বিশ্বনাথ—ননু ময়া ভগবদ্‌যশ এব গ্রাহয়িতুং ভারতাদিশাস্ত্রং কৃতং কিন্তু কামিলোকানাং ভগবদ্ভক্তিমনিচ্ছূনাং শাস্ত্রে প্রবর্ত্তনার্থমেব প্রথমং গ্রাম্যসুখপ্রক্ষেপো দত্তঃ। ন তু মে তত্র তাৎপর্য্যম্। (ভাঃ ৩।৫।১২) মুনিবিবক্ষুভগবদ্‌গুণানাং সখাপি তে ভারতমাহ কৃষ্ণঃ। যস্মিন্নৃণাং গ্রাম্যসুখানুবাদৈর্মতির্গৃহীতানু হরেঃ কথায়ামিতি বিদুরোক্তিরেব প্রমাণমিতি চেৎ সত্যম্। উপকারে প্রবৃত্তাৎ ত্বত্ত এব লোকানামপ্রকার এবাভূদিত্যাহ জুগুপ্সিতমিতি। ধর্ম্মকৃতে বিদুরোক্তন্যায়েন ভগবদ্ধর্ম্মগ্রহণার্থমেব জুগুপ্সিতং অনুশাসতঃ কাম্যধর্ম্মানুপদিশতস্ত্বত্তঃ সকাশাদেব স্বভাবরক্তস্য বিষয়েষূৎপত্তিত এব রাগিণো লোকস্য মহান্ ব্যতিক্রমঃ উপপ্লবো জাতঃ। কুত ইত্যত আহ যদ্বাক্যতো বেদব্যাসবাক্যতো ধর্ম্ম ইতি ইতরঃ প্রাকৃতো জনঃ দেবান্ পিতৃন্ সমভ্যর্চ্চ্য খাদন্ মাংস ন দোষভাগিত্যাদি বিধাবেব স্থিতঃ তস্য ধর্ম্মস্য নিবারণং (গী ১৮।৬৬) সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজেত্যাদিবাক্যেন ক্রিয়মাণং ন মন্যতে কিন্তু প্রবৃত্তিমার্গানধিকৃতবিষয়মেতদ্বাক্যমিতি কল্পয়তি। তদুক্তং মতান্তরোপন্যাসে ভট্টৈঃ। তত্রৈবং শক্যতে বক্তুং যেঽন্যে পঙ্গ্বাদয়ো নরাঃ গৃহস্থত্বং ন শক্যন্তে কর্ত্তুং তেষাময়ং বিধিঃ। নৈষ্ঠিকব্রহ্মচর্য্যং বা পরিব্রাজকতাথবা। তৈরবশ্যং গৃহীতব্যা তেনাদাবেতদুচ্যত ইত্যাদি ।।১৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—আমি ভগবানের যশই গ্রহণ করাইবার জন্য মহাভারতাদি শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছি, কিন্তু ভগবদ্ভক্তি গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক কামী জনগণের শাস্ত্রে প্রবর্ত্তনের জন্যই

প্রথমে গ্রাম্য-সুখরূপ প্রক্ষেপ দিয়াছি। কিন্তু আমার সেখানে অন্য কোন তাৎপর্য্য (পৃথক্ উদ্দেশ্য) নাই। শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে—"হে মহাত্মন্! আপনার সখা মহর্ষি বেদব্যাসও ভগবানের গুণবর্ণন-মানসেই মহাভারত রচনা করেন, তাহাতে অর্থ-কামাদির বর্ণন আছে সত্য, কিন্তু তাহার তাৎপর্য্য এই যে—গ্রাম্য সুখানুবাদ দ্বারা বিষয়লুব্ধ মনুষ্য-দিগের মতি ভগবানের কথায় নীত হইয়াছে।" শ্রীমৈত্রেয়ের প্রতি শ্রীবিদুরের এই উক্তিই প্রমাণ। ইহার উত্তরে বলিতেছেন—সত্য, উপকারে প্রবৃত্ত তোমা হইতে লোকসকলের অপকারই হইয়াছে, উহাই 'জুগুপ্সিতম্' ইত্যাদি শ্লোকে বলিতেছেন। 'ধর্ম্মকৃতে' অর্থাৎ বিদুরের উক্তি অনুসারে ভগবদ্ধর্ম্ম গ্রহণ করানোর জন্যই জুগুপ্সিত অর্থাৎ নিন্দ্যনীয় কাম্য ধর্ম্মাদি উপদেশকারী তোমার নিকট হইতেই (অর্থাৎ তোমার উপদেশ-বলেই) স্বভাব-রক্ত অর্থাৎ জন্ম হইতেই প্রাকৃত গ্রাম্য বিষয়সমূহে অনুরাগী জন-গণের মহান্ বিপ্লব উৎপন্ন হইয়াছে।

কি করিয়া (জনগণের অন্যায় করিয়াছি)? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—যাহার বাক্যে অর্থাৎ বেদব্যাসের বাক্য-প্রমাণবশতঃ প্রাকৃত জনগণ প্রকৃত তাৎপর্য্য না বুঝিয়া নিন্দ্যনীয় কাম্যাদি কর্ম্মকেই ধর্ম্ম বলিয়া বুঝিয়াছে। "দেবতা ও পিতৃগণকে সম্যক্-রূপে অর্চ্চনা করিয়া মাংস ভক্ষণ করিলে দোষভাগী হইতে হয় না"—ইত্যাদি বাক্যকে স্বভাবতঃ বিষয়-লোলুপ প্রাকৃত মনুষ্যগণ বিধিবাক্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। শ্রীগীতাতে—"সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের) শরণ গ্রহণ কর (অর্থাৎ আমার ভক্তির দ্বারাই সমস্ত কিছু হইবে এই দৃঢ় বিশ্বাসপূর্ব্বক বিধির কৈঙ্কর্য্য পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার শরণাগত হও)।" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা সেই কাম্য ধর্ম্মাদির নিবারণ করিলেও বিষয়লুব্ধ জনগণ তাহা গ্রহণ করিতেছে না, কিন্তু এই বাক্য প্রবৃত্তিমার্গের অধিকৃত বিষয় নহে বলিয়া কল্পনা করিতেছে। তাহাই মতান্তর উপন্যাসের দ্বারা পূজ-নীয় ভট্ট বলিয়াছেন—"অপর যে সকল পঙ্গু প্রভৃতি নরগণ, তাহারাই এইরূপ বলিতে পারে। যাহারা গৃহস্থ ধর্ম্ম পালন করিতে সমর্থ নহে, তাহাদের এই-প্রকার বিধান। নৈষ্ঠিক ব্রত, ব্রহ্মচর্য্য অথবা পরিব্রাজকতা—তাহাদের অবশ্য গ্রহণ করা উচিৎ, যাহার দ্বারা এইরূপ (নিবৃত্তি ধর্ম্মের কথা) বলা যায়।" ইত্যাদি॥ ১৫॥

মধ্ব—প্রবৃত্তিধর্ম্মকৃতে॥ ১৫॥

তথ্য—১। শ্রীহরির মাহাত্ম্য ব্যতীত মহাভারতা-দিতে যে ধর্ম্মাদির বর্ণন করা হইয়াছে, তাহা যে অকিঞ্চিৎকর তাহা কথিত হইয়াছে। এই শ্লোকে উহা যে অধিকন্তু বিরুদ্ধই হইয়াছে, তাহাই শ্রীনারদ বলিতেছেন, (শ্রীধর); ২। শ্রীহরির মহিমাকে গৌণ-ভাবে বর্ণন করিয়া মহাভারতাদিতে যে নিন্দ্য কাম্যকর্ম্মাদির প্রচুর বর্ণন করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা অজ্ঞলোকের কেবল উহাতেই নিষ্ঠা উৎপন্ন হইয়াছে। আপনার শিষ্য জৈমিন্যাদির তাদৃশ অজ্ঞলোকের উপরই প্রতিপত্তি দেখা যায়, অতএব প্রবৃত্তধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া (ভাঃ ১০।১।৪ শ্লোক কথিত) সকল জীবের একমাত্র কাম্য ভগবদ্‌গুণ-মাহাত্ম্যই বর্ণন করুন। গীতার ৩।২৬ "ন বুদ্ধিভেদং" শ্লোকে অজ্ঞান কর্ম্মি-গণকে জ্ঞানের কথা বলিয়া বুদ্ধিভেদ উৎপাদন করিতে নিষেধ করা হইয়াছে, কিন্তু ভগবদ্ধর্ম্ম মহিমাবর্ণন নিষিদ্ধ হয় নাই। শ্রীঅজিতও তাহাই ভাঃ ৬।৯।৫০ শ্লোকে বলিয়াছেন, কেননা, তাদৃশ উপদেশে সকলেরই পরমবিশ্বাস অধিষ্ঠিত (শ্রীজীব)॥ ১৫॥

বিবৃতি—শ্রীব্যাসের লিখিত মহাভারত ও পুরাণা-দিতে যে সকল কর্ম্মকাণ্ডীয় ফলকামবিষয়ের প্রস্তাবনা আছে, তদ্দ্বারা ইতর লোকসমূহ বৈতানিক কর্ম্মকাণ্ডে প্রবিষ্ট হইবে। এক্ষেত্রে শ্রীব্যাসের প্রকৃষ্ট জীব-দয়ার অভাব। শ্রীব্যাসের তাদৃশ লেখনী হইতে বদ্ধজীব-কুল স্বীয় স্থূলসূক্ষ্ম উপাধিচালিত হইয়া হরিবিমুখ-তাকেই প্রয়োজন জ্ঞান করিয়া বিপথগামী হইবে। আত্মার নিত্য ধর্ম্ম ভক্তিযোগবঞ্চিত হইলে জীবগণের নিত্য মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। শ্রীব্যাসদেব কিছু কর্ম্মী, জ্ঞানী বা যোগিগুরু নহেন, তিনি সনাতন বৈদিক ধর্ম্মের প্রচারক। সুতরাং তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়া মূঢ়-লোক কর্ম্ম ও জ্ঞান কাণ্ডে প্রবৃত্ত হইবে। পরি-শেষে নানা যোনি ভ্রমণ করিয়া নিজের সর্ব্বনাশ সাধন করিবে। বুভুক্ষা ও মুমুক্ষা বৃত্তিদ্বয় বদ্ধজীবের পথ-ভ্রষ্ট হইবার দুইটী নিদর্শন। উহারা বিষভাণ্ড বলিয়া

বর্ণিত হইয়াছে। ঐ বৃত্তিদ্বয়ের হস্তে নিত্য শুদ্ধভক্তি উন্মূলিত হয়, উহারা কখনই ভক্তির সহায় নহে। উহাদিগকে পরিহার করিলেই জীবের আত্মবৃত্তি ভক্তি উদিতা হন এবং তাহার ফলে কর্ম্ম ও জ্ঞানের প্রয়োজন-সিদ্ধি অনায়াসে করতলগত হয় ॥ ১৫ ॥

বিচক্ষণোঽস্যার্হতি বেদিতুং বিভো-
রনন্তপারস্য নিবৃত্তিতঃ সুখম্।
প্রবর্ত্তমানস্য গুণৈরনাত্মন-
স্ততো ভবান্ দর্শয় চেষ্টিতং বিভো ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—বিচক্ষণঃ (অতিনিপুণঃ কশ্চিদেব) নিবৃত্তিতঃ (সর্ব্বক্রিয়া নিবৃত্ত্যা) অস্য অনন্তপারস্য (অপরিসীমরূপস্য) বিভোঃ (সর্ব্বব্যাপিনঃ হরেঃ) সুখং (নির্ব্বিকল্পকসুখাত্মকং স্বরূপং) বেদিতুং (জ্ঞাতুম্) অর্হতি (ন পুনরবিচক্ষণঃ প্রবৃত্তিস্বভাব ইত্যর্থঃ) (ততঃ কারণাৎ) হে বিভো (সর্ব্বজ্ঞ) ভবান্ অনাত্মনঃ (দেহাভিমানিনঃ অতএব) গুণৈঃ (সত্ত্বাদিভিঃ) প্রবর্ত্তমানস্য (পরিচালিতজনস্য সম্বন্ধে) বিভোঃ চেষ্টিতং (লীলাগুণং) দর্শয় (প্রকাশয় মধ্যম আর্ষঃ) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—অতিনিপুণ কোন কোন ব্যক্তি সর্ব্বক্রিয়া পরিত্যাগ করিয়া এই দেশকাল সীমাতীত সর্ব্বব্যাপী ভগবান্ শ্রীহরির সেবা-সুখাত্মক আনন্দ বা নিত্যানন্দস্বরূপ জানিতে সমর্থ হন; কিন্তু অবিবেকী প্রবৃত্তি-স্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তি উহা জানিতে পারে নাই। সেই জন্য হে সর্ব্বজ্ঞ, আপনি সত্ত্বাদি ত্রিবিধগুণ দ্বারা চালিত দেহাভিমানিজনকে ভগবানের লীলা দেখান ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ তদপি ত্বং ধর্ম্মান্তরং বিনিন্দ্য ভগবদ্‌যশ এব বর্ণয়েত্যাহ বিচক্ষণ ইতি। ইতরঃ প্রাকৃতো বিবেকশূন্যো জনঃ স্থিত ইত্যুক্তম্। বিচক্ষণঃ বিবেকী জনস্তু অস্য বিভোঃ সুখং নিবৃত্তিতঃ তদিতর-গ্রাম্যসুখনিবৃত্ত্যা বেদিতুমর্হতি তত্র হেতুরনন্তপারস্য ন অন্তঃ কালতঃ পারঞ্চ প্রমাণতো যস্য তস্য তেন সান্তাদল্প-প্রমাণাচ্চ বিষয়সুখান্নিবৃত্য অনন্তমপারপ্রমাণঞ্চ বিভোঃ সুখং বিদিত্বা তদর্থং ভক্তিমেব কর্ত্তুমর্হতীতি ভাবঃ। ততশ্চ বিচক্ষণজনস্য ভক্তৌ প্রবৃত্তিমালোক্য (গী ৩।২১) যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জন ইতি ন্যায়েনাবিচক্ষণোঽপি তত্রৈব প্রবর্ত্তেত ইত্যতস্তদর্থমপি ভগবচ্চরিত্রং বর্ণয়েত্যাহ গুণৈঃ প্রবর্ত্তমানস্য অতএবানাত্মনো বুদ্ধিবিবেকশূন্যস্য জনস্য বন্ধবিমুক্তয়ে চেষ্টিতং লীলাং দর্শয়। হে বিভো, অত্র সমর্থ যতোঽসাবপি সর্ব্বতো নিবৃত্য শুদ্ধাং ভক্তিং কৃত্বা তদীয়ং সুখং লভতামিতি ভাবঃ। যদ্বা এবমবতারণীয়ম্। ননু যদি নিবারণং জনো ন মন্যতে তর্হ্যধুনাপি ত্বদুপদেশেনাপ্যারব্ধেন তত্তৎসর্ব্বমত-নিবর্ত্তকভক্তিমাত্রপ্রবর্ত্তকেন শাস্ত্রেণালম্। মৈবং। ন হ্যস্মিন্ জগতি সর্ব্বএবাবিবেকিনো বিবেকিনোঽপি সন্তীত্যাহ বিচক্ষণ ইতি। বিভোঃ কথং ভূতস্য অনন্তপারস্য। তত্র কালতোঽন্তাভাবমাহ। প্রকর্ষেণাধুনাপি বর্ত্তমানস্য তেন তস্য তচ্চেষ্টিতস্য ভূত-পূর্ব্বমাত্রত্বং ন জ্ঞেয়মিতি ভাবঃ। প্রমাণতোঽন্তভাবমাহ গুণৈঃ সত্ত্বাদিভির্ন ভবত্যাত্মা দেহো যস্য চিদানন্দময়বিগ্রহস্যেত্যর্থঃ। নহি ঘন চিদ্বস্তু কেনাপি প্রমাতুং শক্যতে ইতি ভাবঃ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, তুমি (ভাগবতধর্ম্ম ভিন্ন) অন্য সেই কাম্যাদি কর্ম্মরূপ ধর্ম্মকে বিশেষরূপে নিন্দা করিয়া শ্রীভগবানের যশঃই বর্ণনা কর—ইহাই বলিতেছেন—বিচক্ষণ ইত্যাদি শ্লোকে। ইতর (অন্য) প্রাকৃত বিবেকশূন্য জন (তোমার কথিত কাম্যাদি কর্ম্মকেই ধর্ম্ম বলিয়া) নিশ্চিত করিয়াছে; ইহা বলা হইয়াছে। কিন্তু বিচক্ষণ অর্থাৎ বিবেকী জন এই বিভু (সর্ব্বব্যাপক) শ্রীহরির সুখ (নিত্য আনন্দময়স্বরূপ) প্রাকৃত গ্রাম্য সুখের নিবৃত্তির দ্বারা জানিতে সক্ষম হইয়া থাকেন। তাহার কারণ—সেই ভগবান্ অনন্ত-পার অর্থাৎ কাল হইতে যাঁহার বিনাশ নাই এবং পরিমাণতঃ যাঁহার পার নাই অর্থাৎ যিনি অপরিসীমরূপ, সেই বিভু শ্রীহরির লীলাগুণ প্রদর্শন করাও। তাহা হইলে বিনাশী এবং অতিতুচ্ছ সামান্য সীমাবদ্ধ বিষয়সুখ হইতে নিবৃত্ত হইয়া এবং অনন্ত অপরিসীম শ্রীভগবানের নিত্য পরমানন্দ অবগত হইয়া তাঁহার নিমিত্ত বিবেকী জন ভক্তির আচরণ করিতে যোগ্য হইবেন—এই ভাব। তাহার পর বিচক্ষণ জনের ভক্তিতে প্রবৃত্তি অবলোকন করতঃ "শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যেরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন,

অন্যান্য সাধারণ ব্যক্তিও তাঁহার অনুসরণ করিয়া থাকে।" ইত্যাদি শ্রীগীতার প্রমাণ-বলে অবিচক্ষণ অল্পজ্ঞ ব্যক্তিও তাহাতেই (সেই ভক্তি-ধর্ম্মে) প্রবর্ত্তিত হইবেন—সুতরাং তাহার জন্যও ভগবানের চরিত্র বর্ণনা কর। ইহাই বলিতেছেন—সত্ত্বাদি (আদি-পদে রজঃ, তমঃ) গুণের দ্বারা প্রবর্ত্তমান, অতএব "অনাত্মনঃ' অর্থাৎ দেহাভিমানী বুদ্ধি-বিবেকশূন্য জনের বন্ধন বিমুক্তির জন্য ভগবানের লীলা দর্শন করাও। হে বিভো, অর্থাৎ এই বিষয়ে তুমি সমর্থ, যাহাতে সেই ব্যক্তি সর্ব্ববিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া শুদ্ধা ভক্তির আচরণ করতঃ তদীয় সুখ লাভ করিতে পারে —এই ভাব।

অথবা, এইরূপ অভিপ্রায়—দেখুন, যদি নিবারণ করিলে লোকে না মান্য (গ্রহণ) করে, তাহা হইলে সম্প্রতিকালেও তোমার উপদেশের দ্বারা আরব্ধ সেই সেই সর্ব্বমতের নিবর্ত্তক ভক্তিমাত্র প্রবর্ত্তকরূপ শাস্ত্রে কি প্রয়োজন ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—'নৈবং'—না, এইরূপ কখনই হয় না। এই জগতে সমস্ত ব্যক্তিই অবিবেকী নহে, বিবেকী জনগণও রহিয়াছেন, এইজন্য বলিতেছেন—'বিচক্ষণ' ইতি। বিভুর বলিতে কিরূপ বিভুর ? অনন্তপার অর্থাৎ কালতঃ কালক্রমে যাঁহার অন্তাভাব অর্থাৎ বিনাশ নাই। প্রকৃষ্টরূপে এখনও যিনি বর্ত্তমান, তাঁহার। ইহার দ্বারা তাঁহার চেষ্টিত অর্থাৎ লীলাসমূহের ভূতপূর্ব্বমাত্রত্ব অর্থাৎ পূর্ব্বকালেই তিনি লীলা করিয়াছিলেন, এখন তাঁহার চেষ্টিত (ক্রীড়া, লীলা) নাই, তাহা নহে—ইহা জানিতে হইবে। পরিমাণগতও অন্তাভাব (অর্থাৎ অপরিসীমত্ব) বলিতেছেন—সত্ত্বাদি গুণের দ্বারা যাঁহার দেহ নহে, অর্থাৎ চিদানন্দময় বিগ্রহের—এই অর্থ। ঘনীভূত চিন্ময় বস্তুকে কোন কিছুর দ্বারাই পরিমাণ করিতে পারা যায় না (অর্থাৎ অসীম অনন্ত চিদানন্দময় শ্রীভগবানের লীলা কেহই কোনকালে ইয়ত্তা করিতে সমর্থ নহে, অতএব নিত্য নব নবায়মান সেই লীলা বর্ণনা কর)—এই ভাব ॥ ১৬ ॥

মধ্ব—অনন্তপারস্য বিভোঃ সকাশাৎ যৎ সুখম্ ॥ ১৬ ॥

তথ্য—১। প্রবৃত্তিমার্গ নিন্দিত এবং নিবৃত্তিমার্গে সর্ব্বক্রিয়াত্যাগদ্বারাই পরমেশ্বরসম্বন্ধি সুখস্বরূপ অনুভূত হইলেও প্রবৃত্তিমার্গাবলম্বি-জনগণের মঙ্গলের জনই ভগবদ্ যশোবর্ণন আবশ্যক (শ্রীধর) ২। এই শ্লোকে শ্রীনারদ ব্যাসকে স্পষ্টভাবে ভগবন্মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে বলিতেছেন। আপনি বিচক্ষণ হইয়া ভগবৎ-সম্বন্ধি সেবা-সুখের বিষয় জানেন, সুতরাং পারমার্থিক বুদ্ধিহীন জনগণের মঙ্গলের নিমিত্ত শ্রীহরির লীলা বর্ণন করুন, তাহারাও হরিগুণগান করিবে, কেননা, ভাঃ ১০।১।৪ শ্লোকে মুক্ত, মুমুক্ষু, বিষয়ী সকলেই আনায়াসেই সেই হরিগুণ বর্ণনসুখ লাভ করিতে পারেন।

অনাত্মনঃ—১। দেহাদিতে আত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট (শ্রীধর) ২। পারমার্থিক বুদ্ধিহীন (শ্রীজীব) ॥১৬॥

বিবৃতি—অক্ষজজ্ঞান দ্বারা জীবের ইন্দ্রিয়তর্পণ হয়। শ্রীগুরুর মুখ হইতে অধোক্ষজ লীলা শ্রবণ করিলে ইন্দ্রিয় সকল আত্মধর্ম্মের অনুগত হয়। শ্রীগুরুকৃপাবলেই জীবের ইন্দ্রিয়তর্পণাশা বাধাপ্রাপ্ত হয়। কৃপালব্ধ জীব বৈকুণ্ঠজ্ঞানে বিভাবিত হইয়া অধোক্ষজ সেবানিপুণ হন। তাঁহার দেহদ্বয়ের স্মৃতি ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া মায়িক দৃশ্য জগৎ দর্শনের পরিবর্ত্তে সাক্ষাৎ নিত্য বৈকুণ্ঠপ্রতীতির উদয় হয়।

স্থূল ও সূক্ষ্মদেহ সর্ব্বদাই ভোগতৎপর। ভগবান্ কামদেবের নিত্য কামনা পূরণ করিবার জন্য সেবক ও উপকরণ সম্প্রদায় সর্ব্বদা নিজ নিজ বৃত্তিতে ও সেবাধিকারে ব্যস্ত। সেই স্বপ্রকাশবৃত্তি আবরণী ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তির অন্তরালে বাধাপ্রাপ্ত হয় ॥ ১৬ ॥

ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরে-
র্ভজন্নপক্বোঽথ পতেত্ততো যদি।
যত্র ক্ব বাভদ্রমভূদমুষ্য কিং
কো বার্থ আপ্তো ভজতাং স্বধর্ম্মতঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—স্বধর্ম্মং (বর্ণাশ্রম ধর্ম্মং) ত্যক্ত্বা (বিহায়) হরেঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) চরণাম্বুজং (পাদপদ্মং) ভজন্ (সেবমানঃ জনঃ) অপক্বঃ (অকৃতার্থঃ) অথ (অনন্তরং) ততঃ (তস্মাৎ) যত্র ক্ব বা (যস্মিন্ কস্মিন্নপি কালে) যদি পতেৎ (ভ্রংশেৎ ম্রিয়েত বা)

(তর্হি) অমুষ্য অভদ্রং (অমঙ্গলং) অভূৎ কিং ? (নৈব ইতি ভাবঃ) (পরন্তু) অভজতাং (কৃষ্ণভজন-রহিতানাং তৈরিত্যর্থঃ) স্বধর্ম্মতঃ (স্বধর্ম্মানুষ্ঠানেন) কঃ বা অর্থঃ আপ্তঃ (কিমপি প্রয়োজনং ন সিধ্যতি)

অনুবাদ—নিত্য নিমিত্তিক কর্ম্ম অথবা বর্ণাশ্রম পালন পরিত্যাগ করিয়া হরিপাদপদ্ম ভজন করিতে করিতে পরে অসিদ্ধাবস্থায়ও যদি ভজন হইতে কোন প্রকারে ভ্রষ্ট অথবা মৃত্যু হয় তথাপি কর্ম্মে অনধিকার হেতু আশঙ্কা করিতে হইবে না। যেহেতু, যে কোন অবস্থায় এমন কি নীচযোনিতেও থাকুন্ না কেন, সেই ভক্তিরসিকের কখনও কোন অমঙ্গল হয় কি ? অর্থাৎ সেবাবাঞ্ছা থাকায় তাঁহার কোনও অমঙ্গল হয় না পরন্তু ভজনহীন ব্যক্তিগণের ভক্তিশূন্য স্বধর্ম্ম পালনের দ্বারা কোন্ প্রয়োজনই বা সিদ্ধ হয় ? ॥১৭॥

বিশ্বনাথ—ননু (গী ৩।২৬) ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদ-জ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্। যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্নিতি শ্রীগীতোপনিষদ্বাক্যেন কর্ম্মত্যাজনং নিষিদ্ধং সত্যং তজ্জ্ঞানোপদেষ্টৃবিষয়-মেব জ্ঞানস্যান্তঃকরণশুদ্ধ্যধীনত্বাৎ। তচ্ছুদ্ধেস্তু নিষ্কামকর্ম্মাধীনত্বাৎ। ভক্তেস্তু স্বতঃ প্রাবল্যাদন্তঃ-করণশুদ্ধিপর্য্যন্তানপেক্ষত্বাৎ। ন ভক্ত্যুপদেষ্টৃ-বিষয়ম্। যদুক্তং শ্রীমদজিতেন (ভাঃ ৬।৯।৫০)। স্বয়ং নিঃশ্রেয়সং বিদ্বান্ বক্ত্যজ্ঞায় কর্ম্ম হি। ন রাতি রোগি-ণোঽপথ্যং বাঞ্ছতোঽপি ভিষক্তম ইতি তস্মাৎ (গী ১৮।৬৬) সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজেতি। (ভাঃ ১১।১১।৩২) ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তম ইত্যাদি ভগবদ্বাক্য-বলান্নিত্যনৈমিত্তিকস্বধর্ম্মনিষ্ঠায়া অপি ত্যাজনয়ৈব কেবলৈব হরিভক্তিরূপদেষ্টব্যেত্যাশয়েনাহ ত্যক্ত্বেতি। ক্ত্বাপ্রত্যয়েন ভজনারম্ভদশায়ামপি কর্ম্মানুবৃত্তির্নিষিদ্ধা স্বধর্ম্মং ত্যক্ত্বা যো ভজন্ স্যাদমুষ্যাভদ্রং তাবন্ন ভবে-দেব। (ভাঃ ১১।৫।৪১) দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৄণা-মিত্যাদেঃ যদি পুনরপক্বো ভগবৎপ্রাপ্ত্যযোগ্যো ম্রিয়েত জীবন্নেব বা কথঞ্চিদন্যাসক্তস্ততো ভজনাৎ দুরাচার-তয়া বা পতেৎ তদপি কর্ম্মত্যাগনিমিত্তমভদ্রং ন ভবেদেব ভক্তিবাসনায়াস্ত্বনুচ্ছিত্তিধর্ম্মত্বাৎ সূক্ষ্মরূপেণ তদাপি সত্ত্বাৎ কর্ম্মানধিকারাদিত্যাহ। যত্র ক্ব বা জন্মনি কিং অভদ্রং অভূন্নাভূদেব। বাশব্দস্য কটা-ক্ষার্থকত্বাৎ তুষ্যতু দুর্জ্জন ইতি ন্যায়েনৈব পাতাভ্যুপ-গমঃ ন তু বস্তুতঃ পাতস্তদ্ধেতুকং নীচযোনিত্বঞ্চ। (ভাঃ ১১।২৯।২০) ন হ্যঙ্গোপক্রমে ধ্বংসো মদ্ধর্ম্ম-স্যোদ্ধবাণ্বপীতি শ্রীভগবদ্বাক্যাদমোঘভক্ত্যঙ্কুরস্যাবশ্য-ভাব্যপত্রপুষ্পফলাদিত্বাদিতি ভাবঃ। অত্র ভবেদিত্য-নুক্ত্বা ভূতনির্দ্দেশো বাদিনঃ প্রত্যাক্ষেপং সূচয়তি। অভজতাং অভজদ্ভিস্তু স্বধর্ম্মতঃ কো বা অর্থ আপ্তো ন কোঽপীত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—"বিদ্বান্ পুরুষ কর্ম্মে আসক্ত অজ্ঞানী ব্যক্তিদিগের কখনও বুদ্ধিভেদ করিবেন না। বরং তিনি স্বয়ং আদরপূর্ব্বক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া তাহাদিগকে কর্ম্মমার্গে নিযুক্ত রাখি-বেন। বুদ্ধিভেদ জন্মাইলে কর্ম্মে শ্রদ্ধার নিবৃত্তি এবং জ্ঞানেরও অনুৎপত্তি-বশতঃ তাহাদের উভয়ই ভ্রংশ হইবে।"—এই শ্রীগীতোপনিষদের বাক্য অনুসারে কর্ম্মত্যাগ করান নিষিদ্ধ। ইহার উত্তরে বলিতেছেন —সত্য, কিন্তু উহা জ্ঞানের উপদেষ্টৃ-বিষয়কই, যেহেতু জ্ঞান অন্তঃকরণ শুদ্ধির অধীন এবং সেই বুদ্ধিও নিষ্কাম কর্ম্মের অধীন। ভক্তির কিন্তু স্বাভা-বিক প্রাবল্যহেতু অন্তঃকরণের শুদ্ধি পর্য্যন্তের কোন অপেক্ষা নাই। যেহেতু শ্রীভাগবতে ষষ্ঠ স্কন্ধে শ্রীমদ্ অজিত (শ্রীকৃষ্ণ) কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে—"যিনি নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ পরমানন্দ-প্রাপ্তিসাধন ভগবদ্ভজন অবগত আছেন, তিনি কখনও অজ্ঞ লোককে সংসার-বন্ধনের কারণস্বরূপ প্রবৃত্তিমার্গের উপদেশ দান করিতে পারেন না, যেহেতু রোগী অপথ্য সেবনে ইচ্ছুক হইলেও সুচিকিৎসক কখনও তাহা দান করেন না।" অতএব "সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার (শ্রীকৃষ্ণের) শরণ গ্রহণ কর।" এবং শ্রীভাগবতে একাদশ স্কন্ধে উদ্ধবের প্রতি— "যিনি স্বীয় গুণ ও দোষসকল বিদিত হইয়া আমা কর্ত্তৃক (বেদরূপে) উপদিষ্ট ও সমস্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক আমাকে ভজনা করেন, তিনিই সত্তম অর্থাৎ উত্তম ভক্ত বলিয়া কথিত হন।" ইত্যাদি শ্রীভগ-বানের বাক্য-বলে নিত্য, নৈমিত্তিক, স্বধর্ম্ম নিষ্ঠা হইতেও ত্যাগ করাইয়া কেবলা (নিরুপাধিকী) হরি-ভক্তিই উপদেশ করা কর্ত্তব্য—এই আশয়ে বলিতেছেন —'ত্যক্ত্বা' অর্থাৎ ত্যাগ করিয়া ইত্যাদি।

এখানে 'ত্ত্বাচ্'-প্রত্যয়ের দ্বারা ভজনারম্ভ দশাতেই কর্ম্মানুবৃত্তি নিষিদ্ধ হইল। স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া যিনি ভজন করিতেছেন, তাঁহার কখনই অভদ্র (অমঙ্গল) হইতেই পারে না। শ্রীভাগবতের একাদশ স্কন্ধে শ্রীকরভাজনের উক্তিতে দেখা যায়—"হে রাজন্, যে ব্যক্তি কর্ত্তৃত্বের মূল কারণ অহঙ্কার-তত্ত্ব (অভিমানকে) বিসর্জ্জন করিয়া, সংসার-ভয়হারী শরণাগত-পালক মোক্ষদাতা ভগবান্ মুকুন্দের শরণ সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করেন, তিনি দেবতা, ঋষি, সাধারণ প্রাণী ও আত্মীয় স্বজন-বর্গের নিকট কর্ত্তব্য-পাশে বদ্ধ হন না, সুতরাং পঞ্চযজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে তাঁহাকে নিযুক্ত থাকিতেও হয় না। জ্ঞান ও ভক্তির মাহাত্ম্যে তাঁহাকে কাহারও নিকট ঋণী থাকিতে হয় না।" ইত্যাদি। আর যদি অপক্ব অর্থাৎ ভগবৎ-প্রাপ্তির অযোগ্য হইয়া মারা যায়, অথবা জীবিত অবস্থাতেই কোনরূপে অন্য বস্তুতে আসক্ত হয়, কিংবা সেই ভজন হইতে দুরাচার-বশতঃ পতিত হয়, তাহা হইলেও কর্ম্মত্যাগ-নিমিত্ত অমঙ্গল হইতেই পারে না, কারণ ভক্তি-বাসনার উচ্ছেদ-রাহিত্য ধর্ম্ম-বশতঃ (অর্থাৎ ভক্তির বাসনা কখনই উচ্ছেদ হয় না), সূক্ষ্মরূপে তৎকালেও বর্ত্তমান থাকায় কর্ম্মে অনধিকার-হেতু (ভজনে প্রবৃত্ত জনের অমঙ্গল হইতে পারে না)। তাহাই বলিতেছেন—'যত্র ক্ব বা' অর্থাৎ এইজন্মে না হউক, অন্য যে কোন জন্মে তাহার অমঙ্গল হয় কি? কখনই কোন জন্মেই তাহার অমঙ্গল হয় না।

এখানে 'বা'-শব্দ কটাক্ষ অর্থে প্রয়োগ-হেতু 'তুষ্যতু দুর্জ্জনঃ' অর্থাৎ দুষ্টলোক তুষ্ট হউক—এই ন্যায় অনুসারেই পতন স্বীকার করা হইয়াছে, কিন্তু বাস্তবিক পতন বা পতন-হেতু নীচ-যোনিত্ব প্রাপ্তি সম্ভব নহে। শ্রীভাগবতে একাদশ স্কন্ধে উদ্ধবের নিকট—"হে প্রিয় উদ্ধব, নিষ্কাম ভাগবত ধর্ম্মের উপক্রমে (আরম্ভে) কোনরূপ বৈগুণ্য ঘটিবার সম্ভাবনা নাই, কারণ এই ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে কোনরূপ কামনা নাই, ইহা গুণের অতীত; সুতরাং ইহার যতটুকুই অনুষ্ঠিত হউক না, তদংশের ধ্বংস নাই, তাহা আমিই ব্যবস্থা করিয়াছি।" ইত্যাদি শ্রীভগবানের বাক্য-হেতু অমোঘ (যাহা নিষ্ফল হয় না, অব্যর্থ) ভক্ত্যঙ্কুরের পত্র, পুষ্প, ফলাদির অবশ্যভাবত্ব (অর্থাৎ কোন না কোন কালে অবশ্যই ফলপ্রদত্ব) রহিয়াছে—এই ভাব। এখানে 'ভবেৎ'—হইবে, ইহা না বলিয়া 'অভূৎ'—হইয়াছিল, এই ভূতকালের নির্দ্দেশ বাদিগণের প্রতি আক্ষেপ সূচনা করিতেছে। অভজনকারীর (ভক্তিশূন্য) স্বধর্ম্ম অনুষ্ঠানে কি প্রয়োজনই বা সিদ্ধ হয়? অর্থাৎ হরিভক্তি ব্যতীত স্বধর্ম্ম পালনেও কোনই ফল হয় না—এই অর্থ ॥১৭॥

তথ্য—১। পূর্ব্বে কাম্যকর্ম্মাদি অনর্থহেতু বলিয়া সে সকল পরিত্যাগপূর্ব্বক হরিলীলাই বর্ণন কর্ত্তব্য, বলা হইয়াছে; এক্ষণে নিত্যনৈমিত্তিক স্বধর্ম্মনিষ্ঠাকেও অনাদর করিয়া হরিভক্তিই উপদেশ করা কর্ত্তব্য এই অভিপ্রায়ে বর্ত্তমান শ্লোকের অবতারণা (শ্রীধর)। ২। এক্ষণে স্বধর্ম্ম-পরিত্যাগ করিয়াও হরিভজন হইলে দোষ হয় না, বলিবার জন্য এই শ্লোকোক্তি। ভাঃ ১১।৫।৪১ শ্লোকার্থানুসারে সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগকারী মুকুন্দের শরণাগত ভক্তের কোনও অনিষ্ট হয় না। যদি কোন ক্রমে আয়ুক্ষয়-হেতু ভগবৎ-প্রাপ্তির অযোগ্যতা অথবা চিত্রকেতুর ন্যায় অপরাধহেতু দেহান্তরপ্রাপ্তি ঘটে, বা ভরতের ন্যায় তাঁহার নিজ দেহেই অন্যের আবেশ হয়, তাহা হইলে হরিভজনের অভাব কালেও যে স্বধর্ম্মত্যাগ হয়, তাহাতেও অমঙ্গল হয় না, কেননা ভক্তিবাসনায় নিরবচ্ছিন্ন ধর্ম্ম বর্ত্তমান। সেই জন্য যে কোন অবস্থায়ই ভক্তের কোন অনর্থ থাকে না। (শ্রীজীব)।

বিবৃতি—কর্ম্মকাণ্ডের বিচার অবলম্বন করিয়া যে বর্ণ ধর্ম্ম ও আশ্রম ধর্ম্ম পালিত হয় তদ্দ্বারা নশ্বর জগতের নীতিমাত্রই অনুসৃত হয়। বর্ণাশ্রম নীতির উন্নত প্রদেশে যে হরিসেবার নিত্য চেষ্টা অবস্থিত, তাহা যদি ভাগ্যক্রমে জীবের লভ্য হয়, তাহা হইলে তিনি সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা ভগবানের সেবায় উন্মুখ হন। তৎকালে ইন্দ্রিয় সকল বাহ্যবিষয় গ্রহণ এবং ইন্দ্রিয়পতি বহির্বিষয়-ভোক্তার অভিমানের পরিবর্ত্তে স্বরূপতঃ হরিসেবকাভিমানী হন। প্রপঞ্চে থাকাকালে দুর্ভাগ্যক্রমে যদি কোন ব্যক্তি আত্মবৃত্তি ভক্তিতে প্রবিষ্ট হইয়াও পতিত হন, তাহা হইলে তাঁহার আর অধিক কি দুর্গতি ঘটিল? বর্ণাশ্রমধর্ম্মের লভ্য পুণ্য ও বিশৃঙ্খলতাহেতু পাপ উভয়ই কর্ম্মফল প্রাপ্য নশ্বর

প্রয়োজন মাত্র। প্রয়োজনবোধেই সেই পাপপুণ্যময় স্থূলসূক্ষ্মদেহ স্বীকার করেন। কিন্তু যদি ভগবদ্ভক্তি প্রবলা হয়, তাহা হইলে যাবতীয় নশ্বর ক্লেশ বা সুখের হস্ত হইতে নিত্যকালের জন্য অবসর লাভ ঘটে। যদি কেহ বলেন, বর্ণাশ্রমের সুষ্ঠু আচরণে জীবের যে মঙ্গল লভ্য হইত, ভক্তিবিচ্যুত ব্যক্তির তাহাও লাভ ঘটিবে না, তৎপ্রতিকূলেই বলিতেছেন ঐ উভয় প্রকারে অর্থাৎ ভক্তিবর্জ্জিত হইলে এবং বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পালিত হইলে কিছুই লাভ বা ক্ষতি নাই। ঔপাধিক লাভ স্বপ্নদর্শনের ন্যায় অকিঞ্চিৎকর তাহা লাভ মনে করা অজ্ঞতার পরিচয় মাত্র।

ভাঃ ১১।১১।৩২ শ্লোক—

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ॥

ভাঃ ১১।৫।৩ শ্লোক—

"ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ॥"

গীতা ১৮।৬৭ শ্লোক—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ২২শ পরিচ্ছেদ—

চারিবর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিতে সে রৌরবে পড়ি মজে॥ ১৭॥

তস্যৈব হেতোঃ প্রযতেত কোবিদো
ন লভ্যতে যদ্ভ্রমতামুপর্য্যধঃ।
তল্লভ্যতে দুঃখবদন্যতঃ সুখং
কালেন সর্ব্বত্র গভীররংহসা॥ ১৮॥

অন্বয়ঃ—উপরি (ব্রহ্মলোকপর্য্যন্তং) অধঃ (স্থাবরপর্য্যন্তঞ্চ) ভ্রমতাং (অত্র বিবক্ষয়া ষষ্ঠী ভ্রমদ্ভিঃ জীবৈঃ) যৎ সুখং লভ্যতে (নৈব প্রাপ্যতে) কোবিদঃ (বিবেকী) তস্যৈব (তাদৃশস্য সুখস্যৈব) হেতোঃ (তদর্থং) প্রযতেত (যত্নং কুর্য্যাৎ) তৎ (তু) সুখং (বিষয়-সুখং) গভীর-রংহসা কালেন (প্রবল-কালবশাৎ) দুঃখবৎ (অপ্রার্থিতানি দুঃখানি যথৈবায়ান্তি দেহিনাম্) অন্যতঃ (অন্যস্মাৎ) সর্ব্বত্র (সর্ব্বাসু অবস্থাসু নরকাদবপি) লভ্যতে॥ ১৮॥

অনুবাদ—বর ব্রহ্মলোক, অবর স্থাবর লোক পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়াও যে নিত্য সুখ পাওয়া যায় না তাহারই নিমিত্ত বিবেকী ব্যক্তি প্রযত্ন করিবেন পরন্তু গভীর বেগশালী কালপ্রভাবে সেই বিষয়-সুখ দুঃখের ন্যায় চেষ্টা ব্যতীত প্রাক্তন কর্ম্মবশতঃই সকল অবস্থায় এমন কি নরকাদিতে পাওয়া যায়॥ ১৮॥

বিশ্বনাথ—ননু কর্ম্মণা পিতৃলোক ইতি। অপাম-সোমমমৃতা অভূমেত্যাদয়ঃ শ্রুতয়োঽদৃষ্টস্বর্গাদিসুখে তথা কৃষিবাণিজ্যাদয়ো দৃষ্টে চ সুখে জনান্ প্রবর্ত্তয়ন্তে তত্তৎ সুখমনপেক্ষ্য স্বধর্ম্মং ত্যক্ত্বা কথং ভক্তৌ জনাঃ প্রবর্ত্তন্তামিতি চেৎ সত্যং কোবিদস্তু নৈব তৈঃ প্রতারিতঃ স্যাদিত্যত আহ তস্যৈবেতি। কোবিদো বিবেকী তস্যৈব হেতোঃ প্রযতেত প্রযত্নং কুর্য্যাৎ। যদ্বস্তু উপরি ব্রহ্মলোক-পর্য্যন্তং অধঃ স্থাবরপর্য্যন্তঞ্চ ভ্রমতাং ভ্রমদ্ভির্জীবৈর্ন লভ্যতে তত্তু বিষয়সুখমন্যতঃ প্রাচীন-কর্ম্মত এব সর্ব্বত্র নারকশূকরজন্মাদাবপি লভ্যতে দুঃখবৎ। যথা দুঃখং প্রযত্নং বিনাপি লভ্যতে। তদুক্তং, অপ্রার্থিতানি দুঃখানি যথৈবায়ান্তি দেহিনাম্। সুখান্যপি তথা মন্যে দৈবমত্রাতিরিচ্যত ইতি॥১৮॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি পূর্ব্বপক্ষী বলেন—"স্বধর্ম্মরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে পিতৃলোক প্রাপ্তি" ইত্যাদি এবং "আমরা সোম (সোমরস) পান করিব এবং অমৃত (অমর) হইব"—ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণে অদৃষ্ট স্বর্গাদি-সুখে, সেইরূপ কৃষি, বাণিজ্যাদি কর্ম্ম প্রত্যক্ষ দৃষ্ট সুখে জনগণকে প্রবর্ত্তিত করে, সেই সেই (দৃষ্ট ও অদৃষ্ট) সুখের অপেক্ষা না করিয়া স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কিজন্য ভক্তিতে (ভক্তিধর্ম্মে) জন-গণ প্রবর্ত্তিত হইবে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—সত্য, কিন্তু বিবেকী জন ঐসকল বাক্যের দ্বারা কখনই প্রতারিত হইবেন না, এইজন্য বলিতেছেন—'তস্যৈব' ইত্যাদি। কোবিদ অর্থাৎ বিবেকী জন সেই সুখের নিমিত্তই প্রযত্ন করিবেন, যাহা উপরে ব্রহ্মলোক (সত্যলোক) পর্য্যন্ত এবং নিম্নে স্থাবর যোনি পর্য্যন্ত ভ্রমণকারী জীবের দ্বারা কখনই লভ্য হয় না। আর সেই বিষয়সুখ প্রাচীন কর্ম্মফল-বশতঃ সর্ব্বত্র নারকীয় শূকরাদি জন্মেও লভ্য হয়, দুঃখবৎ অর্থাৎ কর্ম্মফল-বশতঃ যেমন দুঃখ বিনা-প্রযত্নেই ভোগ করিতে হয়, সেইরূপ প্রাক্তন কর্ম্মফল-বশতঃ সর্ব্বত্রই প্রাকৃত বিষয়সুখের ভোগ হইয়া থাকে। সেইজন্য উক্ত

হইয়াছে—"দেহধারী জীবগণের নিকট দুঃখসমূহ না চাহিলেও যেমন আসে, সুখও সেইরূপ না চাহিলেও প্রাপ্ত হওয়া যায়, কারণ এই বিষয়ে দৈবই (নিজ নিজ প্রাক্তন কর্ম্মফলই) একমাত্র হেতু।" ইতি ॥১৮

তথ্য—১। "কর্ম্মণা পিতৃলোক" এই শ্রুতি প্রমাণবলে স্বধর্ম্মরূপ কর্ম্ম হইতে পিতৃলোক প্রাপ্তি ঘটে, কিন্তু আব্রহ্ম-স্তম্ব পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিলেও কুত্রাপি যাহা পাওয়া যায় না, সেই পরমার্থের জন্যই যত্ন করা কর্ত্তব্য, কেননা, দুঃখ যেমন বিনা যত্নেই লাভ হয়, তদ্রূপ বিষয়সুখও নিজকৃত পূর্ব্ব কর্ম্মফলে স্বর্গ নরকাদি সর্ব্বত্রই পাওয়া যায় (শ্রীধর)। ২। স্বধর্ম্মরূপ কর্ম্মদ্বারা যে অর্থ বা ফল, তাহা অর্থাভাস, অর্থ নহে, সেই জন্য ঐহিক নশ্বর ফলের জন্য কর্ম্ম করা অনুচিত (শ্রীজীব)।

কোবিদ—বিবেকী (শ্রীধর)।

ভ্রমতাং—সম্বন্ধমাত্রবিবক্ষয়া ষষ্ঠী বিভক্তি (শ্রীধর)। উপর্য্যধঃ—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ ও সত্য—এই সাতটী ব্যাহৃতি বর বা উর্দ্ধলোক এবং তল, অতল, বিতল, নিতল, তলাতল, মহাতল ও সুতল—এই সাতটী অবর বা নিম্নলোক। কাল—পূর্ব্বকর্ম্ম-ভোগাবসর (শ্রীজীব) ॥ ১৮ ॥

বিবৃতি—চতুর্দ্দশ ভুবনে উচ্চাবচভাবে অবস্থিত দুঃখাভাবরূপ সুখ ক্ষণভঙ্গুর অর্থাৎ নিত্য নহে। ফলকামী জীব স্ব-স্ব কর্ম্মফলে উন্নতলোকলভ্য সুবিধা পাইয়া থাকেন সত্য, কিন্তু তাহা স্থায়ী নহে। কালের প্রবল গতিতে অনিবার্য্য সুখদুঃখাদি আপনা হইতেই ফলকামীর ভাগ্য নির্দ্দেশ করে। ফলদাতৃত্ব জীবের আয়ত্ব নহে। এজন্য হেতুমূলে অস্থায়িসুখান্বেষণ ছাড়িয়া আত্মার নিত্যধর্ম্ম হরিসেবনসুখের জন্যই যত্ন করা বুদ্ধিমান্ জনের কর্ত্তব্য। যে সুখদুঃখ নিবারণ করা জীবের চেষ্টাসাধ্য নহে, তাহার জন্য যত্ন করা বালচাপল্য মাত্র ॥ ১৮ ॥

ন বৈ জনো জাতু কথঞ্চনাব্রজে-
ন্মুকুন্দসেব্যন্যবদঙ্গ সংসৃতিম্।
স্মরন্মুকুন্দাঙ্‌ঘ্র্যুপগূহনং পুন-
র্বিহাতুমিচ্ছেন্ন রসগ্রহো জনঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—অঙ্গ (অহো সম্বোধনে "অঙ্গ হে হৈ ভোঃ" ইত্যমরঃ) মুকুন্দসেবী (ভগবদুপাসকঃ) জনঃ অন্যবৎ (কেবল-কর্ম্মনিষ্ঠবৎ) জাতু (কদাচিৎ) কথঞ্চন (কুযোনিং গতোঽপি) সংসৃতিং (সংসারং) ন বৈ আব্রজেৎ (নৈব আবিশেৎ) রসগ্রহঃ (রসনীয়ে আগ্রহো যস্য সঃ ভগবদ্ভাবুকঃ) জনঃ মুকুন্দাঙ্‌ঘ্র্যুপগূহনং (ভগবৎপাদপদ্মস্য আলিঙ্গনং) পুনঃ স্মরন্ (চিন্তয়ন্নপি) বিহাতুং ন ইচ্ছেৎ ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—অহো! ভক্তিশূন্য কর্ম্মী যেমন সংসার লাভ করে, হরিপাদপদ্ম-সেবাপর ব্যক্তি কখনও কোন কারণে কুযোনি প্রাপ্ত হইলে তদ্রূপ সংসারে নিশ্চয়ই প্রবেশ করেন না, কেন না রসগৃহীত অর্থাৎ রসবশীকৃত বা রসস্বরূপ ভগবানে আগ্রহপরায়ণ রসিক ব্যক্তি বারংবার ভগবৎপাদপদ্মালিঙ্গন স্মরণ করিয়া তাহা আর পরিত্যাগ করিতে অভিলাষ করেন না ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—যদুক্তং যত্র ক্ব বাভদ্রমিতি তদুপপাদয়তি ন বা ইতি। মুকুন্দসেবী জনঃ জাতু কদাচিদপি কথঞ্চন দুরভিনিবেশাদিবশাদপি। অন্যবৎ কর্ম্মিজনাদিবৎ কর্ম্মফলভোগময়ীং সংসৃতিং নাব্রজেৎ। তস্য ভগবদুখশুভাশুভফলভোগবত্ত্বাৎ তদুখশুভাশুভয়োঃ কর্ম্মজন্যত্বাভাবাদিতি ভাবঃ। (ভাঃ ১০।৮৭।৪০) ত্বদবগমী ন বেত্তি ভবদুখশুভাশুভয়োর্গুণবিগুণান্বয়ানিতি শ্রুত্যুক্তেঃ ন কর্ম্মবন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে ইতি পাদ্মোক্তেশ্চ। ততশ্চ পূর্ব্বাভ্যাসাদেব মুকুন্দস্যাঙ্ঘ্র্যারুপগূহনং মনসা পরিষ্বঙ্গং স্মরন্ পুণস্ত্যক্তুং ন ইচ্ছেৎ অত্রাঙ্ঘ্রী স্মরন্নিত্যনুক্ত্বা তদুপগূহনমিতি পুনরিতি পাদাভ্যাং একদ্বিত্রিবারং স্বেচ্ছয়ৈব দুরভিনিবেশবশাদ্ভজনং ত্যক্ত্বাপি কিয়তঃ সময়াদনন্তরং স্বপূর্ব্বাপরদশয়োস্তৎস্মরণ-সুখমস্মরণদুঃখঞ্চ স্মৃত্বা কৃতানুতাপো হন্ত হন্ত দুর্ব্বুদ্ধিরহং কিমকরবং ভবতু নামাতঃ পরং তু ন প্রভোর্ভজনং হাস্যামীতি পুনরপি ভজনমারভত এবেত্যর্থঃ। অত্র বিজহ্যাদিত্যনুক্ত্বা বিহাতুং নেচ্ছেদিত্যনেন তস্য গর্ব্বরাহিত্যং সূচিতং ভজনং ন হাস্যামীতীচ্ছামাত্রং ময়া ক্রিয়তে তন্নির্ব্বাহস্ত্বীশ্বরস্যৈব পাণাবিতি তদাশয়ঃ। তত্র হেতুঃ। রসে গ্রহ আগ্রহো যস্য রস এব গ্রহ ইব যং ন ত্যজতীতি বা। অয়মর্থঃ ভজনমেব নিষ্ঠারুচ্যাসক্ত্যন্তে রতি-

দশায়াং সাক্ষাদেব রসো ভবেদতো ভজনস্য প্রথমারম্ভদিনেঽপি প্রচ্ছন্নতয়া রসাংশত্বমস্ত্যেব। যদুক্তং। (ভাঃ ১১।২।৪২) ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরিত্যত্র তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসমিতি স চ স্বাদবিশেষো ভক্তেন দুস্ত্যজস্তেন চ ভক্ত ইতি। ততশ্চ ভজনস্যাবিচ্ছেদে উৎপদ্যমানে ভজনীয়স্য মুকুন্দস্যাচিরাদেব প্রাপ্তিরিত্যত্র কঃ সন্দেহ ইতি ভাবঃ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পূর্ব্বে 'যত্র ক্ব বাভদ্রম্' অর্থাৎ শ্রীহরির চরণকমল ভজনকারী ব্যক্তির কি কোন জন্মেও অমঙ্গল হইতে পারে ?—ইত্যাদি যাহা বলিয়াছেন—তাহাই প্রতিপন্ন করিতেছেন—'ন বা' ইত্যাদি শ্লোকে। মুকুন্দের সেবাপরায়ণ ভক্তজন কোন সময়েও কোন প্রকারেও দুষ্ট অভিনিবেশবশতঃও অন্য কর্ম্মি-জনাদির ন্যায় কর্ম্মফল-হেতু ভোগময় সংসারে প্রবেশ করেন না। ভক্তজনের শ্রীভগবানের ইচ্ছায় শুভ বা অশুভ ফলভোগ হইয়া থাকে। ভগবদুখ শুভ ও অশুভফলের কর্ম্মজন্যত্বের অভাব-হেতু (অন্য কর্ম্মিজনের ন্যায় ভক্তের সংসারভোগ হয় না)—এই ভাব। শ্রীভাগবতে শ্রুতিগণ বলিয়াছেন—"হে সর্ব্বেশ্বর, যিনি ভবদীয় পরমার্থস্বরূপের অবধারণ করিয়াছেন, তিনি জ্ঞানদশাতে কর্ম্মফল-প্রদাতা ঈশ্বর আপনা হইতে উত্থিত অর্থাৎ ফলজননের জন্য সমুপস্থিত প্রাচীন পুণ্য-পাপাত্মক কর্ম্মের শুভাশুভ ফল সুখ-দুঃখাদিতে কখনই অভিভূত হন না এবং দেহাভিমানী ব্যক্তিগণের পক্ষে অবশ্য অনুসরণীয় বিধি-নিষেধরূপা বেদ-বাণীর সম্বন্ধে কখন তাঁহাদিগকে ব্যাকুল হইতে হয় না, অথবা লোকনিন্দা ও প্রশংসার সম্পর্ক রাখিতে হয় না। কারণ প্রতিযুগে সগুণ মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইয়া আপনি জীবোদ্ধারের অভিপ্রায়ে যে সকল উপদেশলহরী প্রদান করিয়াছেন, গুরুপরম্পরায় সেই সমস্ত উপদেশ-বাক্য শ্রেষ্ঠ মানবগণের মুখে শ্রবণপূর্ব্বক তিনি হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন, আপনি তাদৃশ ব্যক্তিগণকে মোক্ষ-প্রদানে কৃতার্থ করিয়া থাকেন।" এবং পদ্মপুরাণেও উক্ত হইয়াছে—"বৈষ্ণবগণের কর্ম্মবন্ধনরূপ জন্ম হয় না।"

তারপর পূর্ব্বের অভ্যাস-বশতঃ শ্রীমুকুন্দের চরণযুগলের আলিঙ্গন মনে মনে স্মরণ করিয়া পুনরায় ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন না। এখানে 'অঙ্ঘ্রী স্মরন্'—অর্থাৎ চরণযুগল স্মরণ করিয়া, ইহা না বলিয়া 'তাহার আলিঙ্গন' এবং 'পুনরায়'—ইহা বলায়, চরণযুগল হইতে একবার, দুইবার, তিনবার—স্বেচ্ছায় দুরভিনিবেশ-বশতঃ ভজন পরিত্যাগ করিয়াও কিছুকাল পরে নিজের পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী দশার তাহার (শ্রীচরণযুগলের) স্মরণ-জনিত সুখ এবং বিস্মরণজনিত দুঃখ মনে করিয়া অনুতপ্ত হইয়া—'হায়! হায়! দুর্ব্বুদ্ধি আমি, এখন কি করিব ? যাহা হউক, ইহার পর কিন্তু আর প্রভুর ভজন পরিত্যাগ করিব না'—এইরূপ স্থির করিয়া পুনরায় ভজন আরম্ভ করিয়া থাকেন—এই অর্থ। এখানে 'বিজহ্যাৎ' ইহা না বলিয়া 'বিহাতুং ন ইচ্ছেৎ'—ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন না—এইরূপ বলায়, তাঁহার গর্ব্বরাহিত্য সূচিত হইয়াছে ; 'ভজন আমি ত্যাগ করিব না'—এই ইচ্ছামাত্রই আমি করিতেছি, তাহার নির্ব্বাহ (সম্পন্ন করান) কিন্তু ঈশ্বরের হস্তে, ইহা তাঁহার আশয় (হৃদ্গত ভাব)। তাহার কারণ—'রসগ্রহঃ' অর্থাৎ রসে (রস-স্বরূপ শ্রীগোবিন্দে) আগ্রহ যাঁহার, অথবা রসই গ্রহের ন্যায় যাঁহাকে ত্যাগ করে না।

এই অভিপ্রায়—ভজনই নিষ্ঠা, রুচি এবং আসক্তির পরে রতিদশাতে (ভাব-অবস্থায়) সাক্ষাৎরূপে রস হইয়া থাকে, অতএব ভজনের প্রথম আরম্ভের দিনেও প্রচ্ছন্নরূপে রসাংশত্ব থাকেই। যেরূপ শ্রীভাগবতে একাদশ স্কন্ধে যোগীন্দ্র কবি-মহারাজের উক্তিতে দৃষ্ট হয়—"যেমন ভোজনকালে প্রতিগ্রাসেই মনের তুষ্টি, দেহের পুষ্টি ও ক্ষুন্নিবৃত্তি ক্রমশঃই হইয়া থাকে, সেইরূপ অনন্যশরণে ভগবানে নির্ভর করতঃ শ্রবণাদি ভাগবত ধর্ম্মের অনুশীলনে ভক্তের প্রেমলক্ষণা ভক্তি, ভগবৎ-স্বরূপের উপলব্ধি এবং ধন-পুত্র-কলত্রাদি বিষয়ে বৈরাগ্য—এই তিনটীই ভজনের সমকালেই ক্রম অনুসারে উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে।" সেই রস আস্বাদন-বিশেষ, ভক্তের পক্ষে তাহা দুস্ত্যজ এবং রসময় গোবিন্দ কর্ত্তৃকও ভক্ত দুস্ত্যজ। তারপর ভজনের অবিচ্ছিন্নতা উৎপন্ন হইলে, ভজনীয় মুকুন্দের অচিরেই প্রাপ্তি হইবে, এই বিষয়ে কি সন্দেহ ? এই ভাব ॥ ১৯ ॥

তথ্য—১। পূর্ব্বে যে 'ভক্তের কোন অসুবিধা হয়

না' কথিত হইয়াছে, তাহা এই শ্লোকে প্রতিপাদন করিতেছেন (শ্রীধর)। ২। কৃষ্ণভক্ত সংসার যাতনা ভোগ করে না সত্য' তাহা হইলে সংসার ধ্বংসই কি পুরুষার্থ ? এই আশঙ্কায়, ভগবদ্ভক্ত সংসার ভোগ না করিলেও তাহাতে যে বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান তাহা বলিবার জন্য এই শ্লোকের অবতারণা (শ্রীজীব)

উপগূহন—আলিঙ্গন (শ্রীধর)।

রসগ্রহ—১। রস বা আনন্দবশীকৃত, অথবা আনন্দে আগ্রহপরায়ণ (শ্রীধর), ২। ভক্তিরসগ্রহ (শ্রীজীব)।

—ভাঃ ১১।২।৫৩ শ্লোক—

ত্রিভুবনবিভবহেতবেঽপ্যকুণ্ঠ-
স্মৃতিরজিতাত্মসুরাদিভির্বিমৃগ্যাৎ।
ন চলতি ভগবৎপদারবিন্দা-
ল্লবনিমিষার্দ্ধমপি যঃ স বৈষ্ণবাগ্র্যঃ ॥

ভাঃ ১১।১।১৪ শ্লোকও দ্রষ্টব্য। গীতা ৬।৪৩-৪৪
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন।
পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব ক্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ ॥ ১৯ ॥

বিবৃতি—গৃহব্রতগণের সংসার প্রার্থনা। হরিজনগণের হরিভক্তিরস ব্যতীত অন্য কোনও বাসনা নাই। হরিজনগণ সংসারে দৃষ্ট হইলেও তাঁহারা গৃহব্রতের ন্যায় সুখদুঃখভোগের জন্য ব্যস্ত নহেন। সাংসারিক সুখদুঃখ ভোগে সর্ব্বদা উদাসীন থাকিয়া তাঁহাদের চেষ্টাসমূহ ভগবৎসেবার উদ্দেশে সর্ব্বদা নিযুক্ত। জড়রসভোগে অভাব, শোক ও মোহ বর্ত্তমান। চিন্ময় রস পরম উপাদেয়, অভাববর্জ্জিত ও নিত্যকাল অধিষ্ঠিত। ভগবান, ভক্তি ও ভক্ত নিত্য। গৃহব্রত, সংসার ও সুখদুঃখফলাদি অনিত্য। তজ্জন্য সাংসারিক সুখদুঃখ ভক্তের অপ্রয়োজনীয় ॥ ১৯ ॥

**ইদং হি বিশ্বং ভগবানিবেতরো
যতো জগৎস্থাননিরোধসম্ভবাঃ।
তদ্ধি স্বয়ং বেদ ভবাংস্তথাপি তে
প্রাদেশমাত্রং ভবতঃ প্রদর্শিতম্ ॥ ২০ ॥**

অন্বয়ঃ—ইদং হি বিশ্বং ভগবানিব (ভগবতঃ অংশস্বরূপমেব ঈশ্বরাৎ প্রপঞ্চো ন পৃথক্) (পরন্তু সঃ ভগবান্) ইতরঃ (অস্মাৎ প্রপঞ্চাৎ পৃথক্) যতঃ (যস্মাৎ ভগবতঃ) জগৎস্থাননিরোধসম্ভবাঃ (জগতঃ সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়াদয়ঃ ভবন্তি) তৎ হি (তদেব লীলাদিকং) স্বয়মেব ভবান্ বেদ (জানাতি) তথাপি ভবতঃ প্রাদেশমাত্রং (একদেশমাত্রং) তে প্রদর্শিতম্ (ময়া প্রকটিতম্) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—যাহা হইতে অর্থাৎ যাহার শক্তি হইতে বিশ্বের স্থিতি, প্রলয় এবং সৃষ্টি হইতেছে এই বিশ্ব প্রপঞ্চ সেই ভগবান্ হইতে অভিন্ন হইলেও ভগবান্ এই প্রপঞ্চ বিশ্ব হইতে পৃথক্ অথবা জড় বা অচেতন হইতে যাহাকে পৃথক্ বলিয়া বোধ হয় সেই চেতন জীবও ভগবদিতর নহে অর্থাৎ ভগবান এক অদ্বিতীয় তত্ত্ব বলিয়া চেতনাচেতন প্রপঞ্চের বহুত্বাভাব অর্থাৎ তদ্ব্যতিরিক্ত হইয়া অবস্থান নাই। শ্রুতিপ্রমাণবলে আপনি নিজেই তাহা জানেন তৎসত্ত্বেও আপনাকে একদেশ মাত্র প্রকাশ করিলাম ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—এবং ভক্তিমুপদিশ্য ভজনীয়েশ্বরস্যেতাবদেব জ্ঞানং ভক্তেঃ প্রথমমপেক্ষিতব্যমিতি তদুপদিশতি। ইদং দৃশ্যমানং বিশ্বং ভগবানিব সদিব চেতনমিব আনন্দরূপমিব ন তু সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দরূপো ভগবানেবেত্যর্থঃ। ভগবতঃ সত্ত্বাদীনাং সার্ব্বকালিকত্বাৎ বিশ্বস্য সত্ত্বাদীনাঞ্চ কুচিৎকালিকত্বাদিতি ভাবঃ। যতোঽসৌ ভগবানিতরঃ অস্মাদ্বিশ্বস্মাদন্যঃ। কথং বিশ্বং ভগবানিব কথং ভগবান্ বিশ্বস্মাদিতরস্তত্রাহ। যত ইতি। যস্মান্মায়াশক্তিমতো ভগবতঃ সকাশাজ্জগতঃ স্থাননিরোধসম্ভবা ইতি বিশ্বস্য কার্য্যরূপত্বাৎ কেনচিদংশেনৈব তদ্রূপত্বং নিরূপ্যতে ভগবতস্তৎকারণত্বাৎ তদিতরত্বমিত্যতঃ (ছা ৩।১৪।১) সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মেত্যাদি শ্রুতিভিরপি ব্রহ্মকার্য্যত্বাদেব ব্রহ্মত্বাতিদেশো জ্ঞাপ্যতে। তৎ সর্ব্বং ভবান্ ভগবতোঽবতারত্বাৎ স্বয়ং বেদ তদপ্যাচার্য্যবান্ পুরুষো বেদেতি ন্যায়েন প্রাদেশমাত্রং দিঙ্মাত্রং কোটীপরার্দ্ধাদপ্যধিকপ্রমাণস্য ভগবতস্তদীয়ায়া ভক্তেশ্চ তদৈশ্বর্য্যজ্ঞানস্য চ প্রাদেশমাত্রং দশাঙ্গুলমাত্রং প্রদর্শিতম্। প্রাদেশতালগোকর্ণাস্তর্জন্যাদিযুতে ততে ইত্যমরঃ ॥২০॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইপ্রকার ভক্তির উপদেশ প্রদান করিয়া ভজনীয় ঈশ্বরের এইরূপই জ্ঞান ভক্তজনের প্রথম অপেক্ষার বিষয় বলিয়া তাহা উপদেশ করিতেছেন—এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব ভগবানের মত,

সত্ত্বার মত, চেতনের মত, আনন্দ-রূপের মত, কিন্তু সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দরূপ ভগবানই—এই অর্থ নহে। শ্রীভগবানের (বিশুদ্ধ) সত্ত্বাদির সার্ব্বকালিকত্ব (নিত্য স্থায়িত্ব)-হেতু এবং বিশ্বের (প্রাকৃত মায়িক) সত্ত্বাদির কুচিৎ-কালিকত্ব (কিছুকাল স্থায়িত্ব)-হেতু—এই ভাব। যেহেতু সেই ভগবান্ 'ইতরঃ' অর্থাৎ এই বিশ্ব হইতে অন্য (পৃথক্)। কি প্রকারে বিশ্ব ভগবানের মত এবং কি প্রকারে ভগবান্ বিশ্ব হইতে পৃথক্, তাহা বলিতেছেন—'যতঃ' অর্থাৎ যে মায়া-শক্তিবিশিষ্ট শ্রীভগবান্ হইতে এই জগতের স্থিতি, প্রলয় এবং উৎপত্তি হইয়া থাকে। বিশ্ব তাঁহার কার্য্যরূপ বলিয়া কোন অংশে তদ্রূপত্ব বলা হয় এবং ভগবান্ এই বিশ্বের কারণ বলিয়া তাহা হইতে ভগবানের পৃথক্ত্ব। এইজন্য 'এই সমস্তই ব্রহ্ম'—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যেও ব্রহ্মের কার্য্যত্ব-হেতুই জগতে ব্রহ্মত্বের অতিদেশ হইয়াছে—ইহাই জানাইতেছে। (অতিদেশ বলিতে অন্য ধর্ম্মের অন্যত্র আরোপ। ব্রহ্মের ধর্ম্ম জগতে আরোপিত হইয়াছে। জগৎ ব্রহ্ম বা ভগবানের মত বলিতে—ভগবান্ সর্ব্বকারণ-কারণ বলিয়া তাঁহার মায়ার কার্য্যরূপ বিশ্ব, জীব সমস্তই তদ্রূপে আরোপিত হয় মাত্র। কিন্তু অনন্ত সচ্চিদানন্দময় মায়াধীশ সর্ব্বশক্তিমান্ স্বতন্ত্র ভগবান্ ও জড় জগৎ বা তাঁহার তটস্থা শক্তি জীব—কখনই এক নহে। বিভুত্ব, অংশত্ব, ব্যাপকত্ব, ব্যাপ্যত্ব, নশ্বরত্ব প্রভৃতি বহু অংশে ভেদ রহিয়াছে।)

তুমি ভগবানের অবতার বলিয়া সে সমস্তই তোমার বিদিত রহিয়াছে। তথাপি 'আচার্য্যবান্ পুরুষ জানেন'—এই ন্যায় অনুসারে প্রাদেশমাত্র অর্থাৎ দিঙমাত্র প্রদর্শন করিলাম। কোটী পরার্দ্ধ হইতেও অধিক পরিমাণ শ্রীভগবানের, তাঁহার ভক্তির এবং তাঁহার ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের প্রাদেশমাত্র অর্থাৎ দশাঙ্গুল-পরিমাণ মাত্র প্রদর্শিত হইল। অমরকোষে উক্ত হইয়াছে—"প্রাদেশ-তাল—গোকর্ণাস্তর্জন্যাদি - যুতে ততে।"—অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী বিস্তার করিলে মধ্যস্থিত পরিমাণকে প্রাদেশ, অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমা বিস্তার করিলে ইহার মধ্যস্থিত পরিমাণকে তাল, অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা বিস্তার করিলে উহার মধ্যস্থিত স্থানকে গোকর্ণ এবং অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠা বিস্তার করিলে ইহার মধ্যস্থিত স্থানকে বিতস্তি এবং ঐ বিতস্তিকে দ্বাদশাঙ্গুল বলে ॥ ২০ ॥

মধ্ব—ইতরোহপি ভগবান্ বিশ্বমিব স্বাতন্ত্র্যাৎ ॥ ২০ ॥

তথ্য—১। মুখ্যভাবে শ্রীহরির লীলাই কীর্ত্তন করিবার জন্য শ্রীব্যাসকে বলা হইয়াছে। সেই কথায় ভগবান্ কে ও তাঁহার লীলা কি ? ইহা বলিবার জন্য এই শ্লোকের অবতারণা (শ্রীধর)।

স্থাননিরোধসম্ভব—স্থিতিলয়োদ্ভব।

২। শ্রুতিতে আছে, 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এবং ব্রহ্ম ভগবানেরই এক রূপবিশেষ। তাহা হইলে কেন ভগবানের এতাদৃশ ঈশ্বরত্ব, তদুত্তরে এই শ্লোকোক্তি। এই বিশ্ব ভগবানের ন্যায় প্রতীত হয়, কিন্তু ভগবদভিন্ন নহে, কেননা তিনি বিশ্ব হইতে পৃথক্। বিশ্ব ভগবানের ন্যায় কেন প্রতীত হয়, কেনই বা ভগবান্ বিশ্ব হইতে পৃথক্, তদুত্তরে বিশ্ব তাঁহার কার্য্য হওয়ায় অংশ দ্বারাই ভগবদ্রূপ নিরূপিত হয় কিন্তু ভগবান্ বিশ্বের কারণ হওয়ায় তাঁহারই পরমতা বা ঈশ্বরত্ব। অন্য শ্রুতিতে আছে, "তাঁহার সমান বা অধিকও দেখা যায় না।" এই বিষয়ে সম্প্রতি আপনার এই অসন্তোষই প্রমাণ। আমি আপনাকে যৎকিঞ্চিৎ অর্থাৎ একদেশমাত্র উপদেশ করিলাম (শ্রীজীব) ॥ ২০ ॥

বিবৃতি—ভগবান্ হইতে এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব উদ্ভূত হইয়াছে, ভগবান্ হইতে তটস্থাখ্য জীব আবির্ভূত হইয়াছে। ভগবান্ই জীব ও বিশ্বের কারণ। বিশ্ব ও জীব ভগবৎকারণের কার্য্য এরূপ বিচার করিলে ভগবান্ হইতে তাহাদিগের অনন্যত্ব সিদ্ধ হয়। এতদুভয় কার্য্যরূপে গৃহীত হইলে ভগবান্ হইতে তাহাদিগের অনন্যত্ব সিদ্ধ। এই জন্য সমস্তই ব্রহ্ম, চেতন ও অচেতন, সকল উপলব্ধিই ব্রহ্মময় এরূপ শ্রুতিতে বর্ণিত আছে। শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে পার্থক্য নাই, তাহাদের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। শক্তি ও শক্তিমানের প্রতীতিদ্বয় এক নহে। বাস্তব বস্তুর সংখ্যাগত পার্থক্য না থাকিলেও তাহাদের বিশেষগত নিত্যভেদ অবশ্যই জ্ঞাতব্য। শক্তিমৎ তত্ত্ব অদ্বয়জ্ঞান, শক্তিতত্ত্বে নানা বৈচিত্র্য থাকায় তাহার অদ্বয়জ্ঞানের সহিত পৃথক্ বস্তুরূপে ভেদ দৃষ্টি হয় না।

এই জন্যই এখানে ভগবানকে পরতত্ত্ব ও কারণরূপে বর্ণন করিয়া বিশ্ব ও জীব ভগবদংশস্বরূপ বলিবার উদ্দেশে ভগবৎ প্রতিম কিন্তু ভগবান্ নহেন, বলা হইয়াছে। প্রাকৃত বিশ্ব ভগবানের তুল্য বা অধিক নহে। জীবও ভগবানের তুল্য বা অধিক হইতে পারেন না। উহারা উভয়েই ভগবানের আশ্রিত। ভগবানের সহিত জীবের কারণবিচারে তুল্যত্ব স্থির হইলেও বিভুত্ব ও অণুত্ব-বিচারে তাঁহাদিগের মধ্যে বৈষম্য নিত্যাবস্থিত। সমগ্র বিশ্ব ও বিশ্বসম্বন্ধি জৈবজ্ঞান ভগবৎ-প্রতীতির তুল্য বা অধিক নহে। শক্তিপরিণত বিজাতীয় জগৎ ও শক্তিপরিণত সজাতীয় জীব ভগবৎসদৃশ হইলেও ভগবান্ নহেন। কার্য্য-কারণ ও শক্তি-শক্তিমানের বৈচিত্র্যে উদাসীন হইয়া কেহ যেন বিশ্ব ও জীব ভগবান্ হইতে উদিত বলিয়া জীব ও বিশ্বকে ভগবান্ মনে না করেন। তাহারা ভগবান্ হইতে পৃথক্ নহেন। তাঁহাদের অধিষ্ঠানে কেবল ভগবত্তা নাই। ভগবানের সহিত জীবের বা এই বিশ্বের তুল্যত্ব বা আধিক্য হইতে পারে না। তাহার প্রমাণ-স্বরূপ বলিতেছেন—তুমি সর্ব্বজ্ঞ হইলেও তোমার অপরিতোষ ভাবই ইহার প্রমাণ ॥ ২০ ॥

ত্বমাত্মনাত্মানমবেহ্যমোঘদৃক্
পরস্য পুংসঃ পরমাত্মনঃ কলাম্।
অজং প্রজাতং জগতঃ শিবায় ত-
ন্মহানুভাবাভ্যুদয়োঽধিগণ্যতাম্ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—হে অমোঘদৃক্! (সত্যদর্শন! ত্বং) আত্মনা (স্বয়মেব) আত্মানং পরস্য পুংসঃ পরমাত্মনঃ (পরাৎপর-পরমেশ্বর-আদিপুরুষস্য) কলাং (অংশ-স্বরূপং সন্তং) জগতঃ (বিশ্বস্য) শিবায় (মঙ্গলায়) অজং (জন্মরহিতং) প্রজাতং অবেহি (জানীহি) তৎ (তস্মাৎ) মহানুভাবাভ্যুদয়ঃ (মহানুভাবস্য হরেঃ অভ্যুদয়ঃ পরাক্রমঃ) অধিগণ্যতাম্ (অধিকং নিরূপ্যতাং) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—হে সর্ব্বদর্শিন্, আপনি পরমাত্মা পরম-পুরুষ শ্রীহরির অংশ হওয়ায়, জন্মরহিত হইয়াও জগতের মঙ্গলের জন্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন ইহা স্বয়ং অবগত হউন্। অতএব সকল অবতার অপেক্ষা প্রভাবশালী শ্রীহরির অভ্যুদয় অর্থাৎ লীলা-পরাক্রম বিশেষভাবে নিরূপণ করুন ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—স্বয়ং বেদেতি যদুক্তং তদুপপাদয়তি ত্বমিতি। হে অমোঘজ্ঞান! তৎ তস্মাৎ মহানুভাবস্য হরেরভ্যুদয়ঃ পরমমঙ্গলং যশঃ অধিকং গণ্যতাং নিরূপ্যতাম্ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তুমি নিজে জান'—ইহা যে বলিয়াছেন—তাহাই প্রতিপাদন করিতেছেন—'ত্বমিতি'-শ্লোকে। হে অমোঘজ্ঞান! অর্থাৎ যাঁহার জ্ঞান কখনই নিষ্ফল হয় না, সত্যদর্শন, সেইহেতু মহানুভাব (সকল অবতার হইতে প্রভাবশালী) শ্রীহরির অভ্যুদয় অর্থাৎ পরমমঙ্গল যশঃ অধিকরূপে নিরূপণ কর ॥ ২১ ॥

তথ্য—১। "আচার্য্যপদাশ্রিত ব্যক্তিই তাঁহাকে জানেন" ইত্যাদি শ্রুতিমন্ত্রে আচার্য্য পদাশ্রয় কর্ত্তব্য, আপনি ঈশ্বরের অবতার হওয়ায় অন্য লোকের ন্যায় আপনার আচার্য্যের মুখাপেক্ষা করিতে হইবে না (শ্রীধর)।

২। পূর্ব্বোক্ত উপদেশই বিশেষভাবে এই শ্লোকে বলিতেছেন। আপনি নিজেই আপনাকে পরম পুরুষের অংশভূত, এবং জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত অজ হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের প্রপঞ্চে প্রাকট্য অবগত হউন। এই দুইটী বিষয় জানিয়া সকল অবতারী হইতে যাঁহার অধিক প্রভাব প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই শ্রীকৃষ্ণের লীলা প্রচুর-রূপে নিরূপণ করুন। স্বয়ং ঈশ্বর হইয়াও নিজ অজ্ঞানরূপা মায়া আর প্রদর্শন করিবেন না (শ্রীজীব)।

অভ্যুদয়—১। পরাক্রম (শ্রীধর), ২। লীলা (শ্রীজীব)। অধিগণ্যতাং—অধিকরূপে নিরূপণ করুন (শ্রীধর ও শ্রীজীব) ॥ ২১ ॥

বিবৃতি—ভগবদংশ ভক্তাবতারগণ পৃথিবীতে ক্ষণকাল স্থায়ী সুখদুঃখভোগলাভের উদ্দেশে আগমন করেন না। তাঁহারা কর্ম্মফলভোগ মানবগণের মঙ্গলের জন্য প্রপঞ্চে আগমন করেন। শ্রীহরির অবতার বা হরিজনাবতারের প্রপঞ্চে আগমন হরিলীলাবৈচিত্র্য কীর্ত্তনের জন্য ॥ ২১ ॥

ইদং হি পুংসস্তপসঃ শ্রুতস্য বা
স্বিষ্টস্য সূক্তস্য চ বুদ্ধদত্তয়োঃ।
অবিচ্যুতোঽর্থঃ কবিভির্নিরূপিতো
যদুত্তমঃশ্লোকগুণানুবর্ণনম্ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—যৎ উত্তমঃশ্লোক-গুণানুবর্ণনং (ভগবতঃ গুণকীর্ত্তনং) ইদং হি পুংসঃ (লোকস্য) তপসঃ (তপশ্চরণস্য) শ্রুতস্য (বেদাধ্যয়নস্য) স্বিষ্টস্য বা (স্বনুষ্ঠিতস্য যজ্ঞস্য চ) সূক্তস্য (সুষ্ঠুভাবেন কথিতস্য) বুদ্ধদত্তয়োঃ চ (জ্ঞানস্য দানস্য চ) অবিচ্যুতঃ (নিত্যঃ) অর্থঃ (ফলং) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ শ্রীহরির যে গুণকীর্ত্তন তাহাই পুরুষের তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত যজ্ঞ, সুষ্ঠুভাবে উচ্চারিত বেদমন্ত্র ব্রহ্মজ্ঞান ও দানের অচ্যুত অর্থাৎ নিত্য ফল ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—তদেবং ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য ভক্ত্যৈব কৃতার্থী-ভবতীত্যুক্তং ইদানীং কস্যচিদ্ভক্তস্য কেষুচিদ্ধর্ম্মেষু যদি স্পৃহা স্যাৎ তদা তে ধর্ম্মা অপি ভক্ত্যৈব ভবন্তীত্যাহ ইদং হীতি। পুংসস্তপ আদীনাং অবিচ্যুতোঽব্যভিচারী। অর্থো হেতুঃ ইদং উত্তমঃশ্লোক-গুণানুবর্ণনমেব নিরূপিতঃ। অর্থো বিষয়ানর্থয়োর্ধন-কারণবস্তুনি। অভিধেয়ে চ শব্দানাং নিবৃত্তৌ চ প্রয়োজন ইতি মেদিনী (ভাঃ ১১৷২০৷৩২) যৎ কর্ম্মভির্যৎ তপসা ইত্যাদি ভগবদ্বাক্যাদ্ভক্ত্যা তপআদিফলানামপি সিদ্ধির্ভবেৎ কিং পুনস্তেষাম্। স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ। সর্ব্বে বিধি-নিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ ইত্যাদি পাদ্মবাক্যতঃ সর্ব্বেষামপি ধর্ম্মাণাং কিংপুনস্তপআদিমাত্রাণামিতি। যদ্বা তপস ইতি তপঃ শ্রুতাদিবিধায়কশ্রুতিবাক্যানাং ভগবদ্ভক্তিবিধান এব তাৎপর্য্যাৎ হরিকীর্ত্তনমেবা-বিচ্যুতোঽভিধেয়ঃ (ভাঃ ১১৷১৪৷৩) ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মক ইতি ভগবদুক্তেঃ সর্ব্বশাস্ত্রবাক্যানাং শ্রীভগবত্যেব তাৎপর্য্যমিতি শ্রীমধুসূদনসরস্বতীব্যাখ্যানাচ্চ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র ভক্তির দ্বারাই জীব কৃতকার্য্য (সিদ্ধমনোরথ) হইয়া থাকে—ইহা উক্ত হইয়াছে, এখন কোন ভক্তের কোন কোন ধর্ম্মবিষয়ে যদি স্পৃহা থাকে, তাহা হইলে সেই ধর্ম্মসকলও একমাত্র ভক্তির দ্বারাই (পৃথক্‌ভাবে সেই সেই ধর্ম্মাদির অনুষ্ঠানের দ্বারা নহে) সিদ্ধ হয়—তাহা বলিতেছেন, 'ইদং হি' অর্থাৎ নিশ্চিত ইহাই (উত্তমঃশ্লোকের গুণানুবর্ণনই)। পুরুষের তপস্যাদির (তপস্যা, বেদ অধ্যয়ন, সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত যজ্ঞ, জ্ঞান ও দানাদির) অবিচ্যুত অর্থাৎ অব্যভিচারী হেতু এই উত্তমঃশ্লোক শ্রীভগবানের গুণানুবর্ণনই (মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক) নিরূপিত হইয়াছে। মেদিনী অভিধানে অর্থ-শব্দের নিরুক্তিতে বলা হইয়াছে—"অর্থ, বিষয়, অনর্থ, ধনের নিমিত্ত বস্তু, অভিধেয়, শব্দসমূহের নিবৃত্তি এবং প্রয়োজন।" শ্রীভাগবতে একাদশ স্কন্ধে—"যাহা যজ্ঞাদি কর্ম্মসমূহ, তপস্যা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, যোগ, দান-ধর্ম্ম ও অন্য মঙ্গলজনক কার্য্যসকলের দ্বারা প্রাপ্ত হয়, আমার ভক্ত আমার ভক্তিযোগের দ্বারাই তৎক্ষণাৎ তাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।"—ইত্যাদি শ্রীভগবানের বাক্য অনুসারে একমাত্র ভক্তির দ্বারাই তপস্যাদির ফলসমূহেরও সিদ্ধি হয়, আর তপস্যাদির সিদ্ধির বিষয়ে কি বক্তব্য? "সতত (নিরন্তর) বিষ্ণুর স্মরণ করা উচিৎ, কখনও বিস্মরণ হওয়া উচিৎ নহে। সমস্ত বিধি ও নিষেধ এই দুইটিরই (বিষ্ণুর স্মরণ ও বিস্মরণ—এই দুইটির) কিঙ্কর (অর্থাৎ বিষ্ণুর স্মরণের জন্যই সমস্ত বিধান এবং তাঁহার যাহাতে বিস্মরণ না হয়, তাহার জন্য সকল নিষেধ-বচন শাস্ত্রে নিরূপিত হইয়াছে)"—এই পদ্মপুরাণের বাক্য অনুসারে সমস্ত ধর্ম্মেরই (ভক্তির দ্বারা সিদ্ধি), আর কেবল তপস্যাদির কথা কি? অথবা 'তপসঃ' অর্থাৎ তপস্যাচরণ, বেদ অধ্যয়নাদি বিধায়ক শ্রুতিবাক্যসমূহের শ্রীভগবানের ভক্তি-বিধানেই তাৎপর্য্যহেতু শ্রীহরিকীর্ত্তনই অবিচ্যুত অর্থ অর্থাৎ অভিধেয় (প্রতিপাদ্য বিষয়)। শ্রীভাগবতে একাদশ স্কন্ধে "বেদনিরূপিতা এই বাণী পূর্ব্বকালে প্রলয়ে নষ্ট হইয়াছিল, যে বেদবাণীতে মদাত্মক অর্থাৎ মৎস্বরূপভূত ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে, আমি পুনরায় সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মাকে তাহা বলিয়াছিলাম।" ইত্যাদি শ্রীভগবানের উক্তি অনুসারে সমস্ত শাস্ত্র-বাক্যের শ্রীভগবানেই তাৎপর্য্য—ইহা শ্রীমধুসূদন সরস্বতীপাদের ব্যাখ্যা হইতে জানা যায় ॥ ২২ ॥

তথ্য—ভগবানের লীলা বর্ণন দ্বারাই তপস্যাদি সমস্তই তোমার সফল হইবে তজ্জন্য এই শ্লোকোক্তি। শ্রুত, স্বিষ্ট, সূক্ত, বুদ্ধ, দত্ত—বেদশ্রবণ, সুষ্ঠু ও অনুষ্ঠিত যজ্ঞ, সুষ্ঠু মন্ত্রপাঠ, ব্রহ্মজ্ঞান ও দান। ভাবে নিষ্ঠা' (ক্ত) প্রত্যয় (শ্রীধর) ॥ ২২ ॥

বিবৃতি—যাবতীয় শুভকর্ম্মের শেষ ফল হরিকীর্ত্তন। শুভকর্ম্মসমূহ নশ্বর, হরিসেবা নিত্য। হরিকীর্ত্তন হরিসেবনেরই মুখ্য অঙ্গবিশেষ। জ্ঞান ও দানের অপতিত ফলই হরিকীর্ত্তন ॥ ২২ ॥

অহং পুরাতীতভবেঽভবং মুনে
দাস্যাশ্চ কস্যাশ্চন বেদবাদিনাম্‌ ।
নিরূপিতো বালক এব যোগিনাম্‌
শুশ্রূষণে প্রাবৃষি নির্ব্বিবিক্ষতাম্‌ ॥২৩॥

অন্বয়ঃ—হে মুনে, অহং পুরা (পূর্ব্বকল্পে) অতীতভবে (পূর্ব্বজন্মনি) বেদবাদিনাং (বেদজ্ঞানাং ঋষীণাং) কস্যাশ্চন দাস্যাঃ (সকাশাৎ) অভবম্‌ (জাতোঽস্মি) বালক এব প্রাবৃষি (বর্ষোপলক্ষিতে চাতুর্ম্মাস্যে নির্ব্বিবিক্ষতাং (নির্ব্বেশম্‌ একত্রবাসং কর্ত্তুমিচ্ছতাং) যোগিনাং শুশ্রূষণে (সেবায়াং) নিরূপিতঃ (নিযুক্তঃ আসমিতি শেষঃ) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—হে মহর্ষে! আমি পূর্ব্বকল্পে পূর্ব্বজন্মে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের কোনও এক দাসীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম। বর্ষাকালে চাতুর্ম্মাস্য ব্রতোপলক্ষে কোথায়ও একত্র বাস করিতে ইচ্ছুক যোগিগণের শুশ্রূষার নিমিত্ত বালক হইলেও আমি নিযুক্ত ছিলাম ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—যাদৃচ্ছিকী ভগবদ্ভক্তকৃপৈব শুদ্ধায়া উক্তলক্ষণায়া ভক্তের্হেতুর্নান্যত্তপআদিকমিতি বক্তুং স্বপূর্ব্ববৃত্তান্তমাহ অহমিতি। পুরা পূর্ব্বকল্পে অতীতভবে পূর্ব্বজন্মনি বেদবাদিনাং কস্যাশ্চন দাস্যাঃ সকাশাদভবং জাতোঽস্মি প্রাবৃষি বর্ষাকালে নির্বিবিক্ষতাং নির্ব্বেশং একত্রবাসং কর্ত্তুমিচ্ছতাং যোগিনাং তত্রান্বহং কৃষ্ণকথাঃ প্রগায়তামিত্যগ্রে বক্ষ্যমাণত্বাদ্ভক্তিযোগবতাং শুশ্রূষণে নিরূপিতঃ নিযুক্তোঽস্মি ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যাদৃচ্ছিকী ভগবদ্ভক্তের কৃপাই পূর্ব্বোক্ত-লক্ষণা শুদ্ধা ভক্তির হেতু, অন্য কোন তপস্যাদি নহে—ইহা বলিবার জন্য দেবর্ষি নারদ নিজের পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত বলিতেছেন—'অহম্‌' ইত্যাদি শ্লোকে। পূর্ব্বে অর্থাৎ পূর্ব্বকল্পে পূর্ব্বজন্মে বেদবাদী (বেদজ্ঞ) ঋষিগণের কোন দাসীর গর্ভে আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। বর্ষাকালে (চাতুর্ম্মাস্য ব্রত উপলক্ষ্যে) একত্র বাস করিতে ইচ্ছুক যোগিগণের অর্থাৎ 'সেখানে প্রতিদিন কৃষ্ণকথা কীর্ত্তনকারিগণের' —ইত্যাদি অগ্রে বক্ষ্যমাণ বাক্য অনুসারে ভক্তযোগিগণের শুশ্রূষার নিমিত্ত (বালক হইলেও) আমি নিযুক্ত হইয়াছিলাম ॥ ২৩ ॥

তথ্য—নিজ বৃত্তান্ত দ্বারা সৎসঙ্গ হইতে হরিকথা শ্রবণফল বর্ণন করিতেছেন (শ্রীধর) ॥ ২৩ ॥

তে ময্যপেতাখিলচাপলেঽর্ভকে
দান্তেঽধৃতক্রীড়নকেঽনুবর্ত্তিনি ।
চক্রুঃ কৃপাং যদ্যপি তুল্যদর্শনাঃ
শুশ্রূষমাণে মুনয়োঽল্পভাষিণি ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—তে মুনয়ঃ যদ্যপি তুল্য-দর্শনাঃ (সর্ব্বত্র সমদৃষ্টয়ঃ) (তথাপি) অপেতাখিল-চাপলে (গতানি সকলানি চাপলনি যস্মাৎ তস্মিন্‌) দান্তে (নিয়তেন্দ্রিয়ে) অধৃতক্রীড়নকে (ত্যক্ত-ক্রীড়া-সাধনকে) অনুবর্ত্তিনি (অনুকূলে) অল্পভাষিণি (মিতবাক্যে) শুশ্রূষমাণে (সেবারতে) অর্ভকে (বালকে) ময়ি কৃপাং চক্রুঃ ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—আমি সর্ব্ববিধ বালসুলভ চাপল্য এবং বালক্রীড়া পরিত্যাগপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়দমন করিয়া সংযত-বাক্‌ হইয়া অর্থাৎ প্রগল্‌ভতা ত্যাগ করিয়া আজ্ঞানুবর্ত্তী অনুচর রূপে তাঁহাদিগের শুশ্রূষা করিতে থাকিলে আমার ন্যায় বালকের প্রতি সেই ঋষিগণ সর্ব্বত্র সমদর্শী হইলেও কৃপা করিয়াছিলেন ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—দান্তে নিয়তেন্দ্রিয়ে অধৃতক্রীড়নকে বাল্যোচিতং ক্রীড়নমপ্যকুর্ব্বতি। যদ্যপি তে তুল্যদর্শনাঃ সুশীলেষু দুঃশীলেষু চ সৎকুর্ব্বৎসু তিরস্কুর্ব্বৎসু চ সদাচারেষু দুরাচারেষু চ জগজ্জনেষু যদ্যপি সমদৃষ্টয়ঃ কো বা তেষামনুগ্রাহ্যঃ কো বা নিগ্রাহ্যস্তদপি

ময়ি কৃপাং চক্রুঃ সর্ব্বত্র সাম্যেঽপি মহৎসু ভরতপ্রহলাদাদিষু কৃপায়া বৈষম্যদর্শনাদিতি ভাবঃ। অত্র মৎসৌশীল্যানুবৃত্ত্যাদিকমনপেক্ষ্যৈব প্রথমং কৃপাং চক্রুঃ। ততশ্চ তৎকৃপাজন্যসৌশীল্যানুবৃত্ত্যাদিকং পুনরপি তেষাং কৃপাতিশয়স্যৈব কারণমভূদিতি তেষাং নিরুপাধিকরণত্বমপ্যবশ্যমেব ব্যাখ্যেয়ম্। তে যদ্যপি তুল্যদর্শনাস্তদপি অচাপল্যাদিগুণবিশিষ্টে ময়ি কৃপাঞ্চক্রুরিতি ব্যাখ্যানে গুণদোষদর্শনপ্রসক্ত্যা তেষাং তুল্যদর্শনত্বং ব্যাহন্যেত। প্রথমকৃপায়াশ্চ নিরুপাধিত্বং ন স্যাদিতি ন তথা ব্যাখ্যেয়ম্। কৃপা হি দ্বিবিধা গুণময়ী নির্গুণা চ। তত্রাদ্যা সর্ব্বেষাং সাংসারিকাণামপি সর্ব্বত্র গুণোপাধিকা যথাসংভবং ভবেৎ গুণাপায়ে তদপায়শ্চ দোষে দ্বেষাদয়শ্চ। দ্বিতীয়া তু নিস্তীর্ণসংসারাণাং তাদৃশানাং পরমভক্তিমতাং নিরুপাধিকৈব সর্ব্বত্র সাম্যেন মায়িকমপি গুণমনপেক্ষ্য (ভাঃ ১০।২০।৩৪) গিরয়ো মুমুচুস্তোয়ং কৃচিন্ন মুমুচুঃ শিবম্। যথা জ্ঞানামৃতং কালে জ্ঞানিনো দদতে নবেতি শুকোক্তন্যায়েন কদাচিৎ কমপি জনং বিষয়ীকরোতি সাহ্যন্তঃকরণস্য গুণকৃতায়াঃ কঠোরতায়া ভগবদ্ভক্ত্যৈব ধ্বংসে সতি তয়ৈব দ্রবীভাবমাপাদিতে তত্রৈবান্তঃকরণে আবির্ভবেৎ যদুক্তং (ভঃ রঃ-সিঃ পূর্ব্ব ৩ ল ১) রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্যকৃদসৌ ভাব উচ্যত ইতি। এবং সতাং কৃপা মহৎসেবা শ্রদ্ধা গুরুপাদাশ্রয় ইতি ভূমিকা-চতুষ্টয়ং সূচিতম্ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দান্তে অর্থাৎ সংযতেন্দ্রিয় এবং বালকোচিত ক্রীড়াপর্য্যন্ত পরিত্যাগকারী আমাকে। যদিও সেই মুনিগণ 'তুল্যদর্শনাঃ' অর্থাৎ সুশীল এবং দুঃশীল, সৎকারী ও তিরস্কারী এবং সদাচার-সম্পন্ন ও দুরাচার-সম্পন্ন সমস্ত জগজ্জনের প্রতিই সমদৃষ্টি-সম্পন্ন, তাঁহাদের অনুগ্রাহ্য বা নিগ্রাহ্য কেহই নাই, তথাপি আমাকে কৃপা করিয়াছিলেন। সর্ব্বত্র সাম্যভাব থাকিলেও মহাত্মা ভরত ও প্রহলাদাদিতে যেরূপ কৃপার বৈষম্য দেখা যায়—এই ভাব। এখানে আমার সৎ-স্বভাব ও অনুবৃত্তি অর্থাৎ আজ্ঞানুবর্ত্তিত্বাদির অপেক্ষা না করিয়া প্রথমে কৃপাই করিয়াছিলেন। এবং তারপর সেই কৃপাজন্য আমার সৌশীল্য ও আজ্ঞানুবর্ত্তিত্বাদি পুনরায় তাঁহাদের কৃপাতিশয়েরই কারণ হইয়াছিল—ইহা তাঁহাদের নিরুপাধিকী কৃপা অবশ্যই ব্যাখ্যা করিতে হইবে। তাঁহারা যদিও সমদর্শী ছিলেন, তথাপি অচাপল্যাদি গুণবিশিষ্ট আমার প্রতি কৃপাই করিয়াছিলেন—এইরূপ ব্যাখ্যা করিলে গুণ ও দোষ দর্শনের প্রসক্তিবশতঃ তাঁহাদের তুল্যদর্শনত্বের ব্যাঘাত হইবে। প্রথম কৃপায় নিরুপাধিত্ব ছিল না, এইরূপ ব্যাখ্যা করিতেও পারা যায় না।

কৃপা দুই প্রকার—গুণময়ী (অর্থাৎ কোন গুণকে অপেক্ষা করিয়া যে কৃপার সঞ্চার হয়) ও নির্গুণা (অহৈতুকী কৃপা)। উভয়ের মধ্যে প্রথম গুণময়ী কৃপা সমস্ত সাংসারিক জনগণেরও সর্বত্র গুণকে লক্ষ্য করিয়া যথাসম্ভব হইয়া থাকে, গুণ চলিয়া গেলে সেই করুণারও অভাব এবং দোষ দৃষ্ট হইলে দ্বেষাদির উদ্ভব হয়। দ্বিতীয়া (নির্গুণা কৃপা) সংসার-ত্যাগী তাদৃশ পরম ভক্তিমান্ ভক্ত-জনগণের নিরুপাধিকীই, সর্ব্বত্র সমান-দৃষ্টিতে মায়িক গুণকে অপেক্ষা না করিয়া হইয়া থাকে। শ্রীভাগবতে দশমে—"জ্ঞানিগণ যেরূপ যথাসময়ে (কোন অধিকারী জনে) জ্ঞানামৃত উপদেশ করিয়া থাকেন, নারদ, ভরত ও প্রহলাদাদি ভক্তগণ যেরূপে যথাকালে ব্যাধ, রহুগণ ও দৈত্যবালক প্রভৃতির প্রতি ভগবত্ত্ব উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, অন্য কাহাকেও প্রদান করেন নাই, তদ্রূপ পর্ব্বত-সমূহ কোন স্থানে নির্ম্মল সলিল বর্ষণ করিতে লাগিল, কোথাও বা কিছুই বর্ষণ করিল না।" এই শুকদেবের উক্তি অনুসারে কদাচিৎ কোন জনকে বিষয় করিয়া সেই কৃপা অন্তঃকরণের গুণকৃত কঠোরতা ভগবদ্ভক্তির দ্বারাই বিনষ্ট এবং দ্রবীভাবাপন্ন হইলে, তাদৃশ অন্তঃকরণে আবির্ভূতা অর্থাৎ প্রকাশ পাইয়া থাকে। যেরূপ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পূর্ব্বলহরীতে উক্ত হইয়াছে—"সেই পূর্ব্বোক্ত সাধনভক্তি রুচি (অর্থাৎ ভগবৎ-প্রাপ্তির অভিলাষ, সাধক-কর্ত্তৃক আনুকূল্যাভিলাষ ও সৌহার্দ্যাভিলাষ) দ্বারা চিত্তের আর্দ্রতা (স্নিগ্ধতা) সম্পাদন করিলে ভাব (ভক্তি) হয়।" ইতি। এই প্রকারে এখানে সাধুগণের কৃপা, মহতের সেবা, শ্রদ্ধা ও শ্রীগুরুপাদাশ্রয়—ভজনক্রমের এই ভূমিকা-চতুষ্টয় সূচিত হইল ॥২৪॥

বিবৃতি—শ্রৌতপন্থায় শ্রবণকারীর সকল যোগ্যতাই শ্রীনারদে প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি তার্কিক

ও অন্যান্য চঞ্চলতার বশীভূত ছিলেন না এবং প্রাকৃত কোন বিষয়ে মত্ততা তাঁহাকে আক্রমণ করে নাই। উহাই পরে তাঁহার হরিভক্তির যোগ্যতা সম্পাদন করিয়াছিল।

সাধুগণ সমদর্শী হইলেও মধ্যমাধিকারে ভগবানে প্রীতি, ভগবদ্ভক্তে মিত্রতা, অনভিজ্ঞ বা বালিশ জনে দয়া ও বিদ্বেষীর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন। তাহাতে তাঁহাদের সমদর্শিতার ব্যাঘাত হয় না। ঐ প্রকার বিভিন্ন ব্যবহার করিতে করিতে সাধু ও অসাধু উভয়েরই মঙ্গল লাভ ঘটে। অধিকারবিপর্য্যয়ে কুফল হইবার সম্ভাবনা। শ্রীনারদও তৎকালে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি অবলম্বন করায় তুল্যদর্শী সাধুগণ তাঁহাকে বিদ্বেষের পাত্র জানিতে পারেন নাই, সুতরাং তাঁহার সাধুগণের কৃপালাভ করার যোগ্যতা ছিল ॥ ২৪ ॥

উচ্ছিষ্টলেপাননুমোদিতো দ্বিজৈঃ
সকৃৎ স্ম ভুঞ্জে তদপাস্তকিল্বিষঃ।
এবং প্রবৃত্তস্য বিশুদ্ধচেতস-
স্তদ্ধর্ম্ম এবাত্মরুচিঃ প্রজায়তে ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—(অহং) দ্বিজৈঃ অনুমোদিতঃ (আদিষ্টঃ সন্) উচ্ছিষ্ট লেপান্ (ভিক্ষাপাত্র লগ্নান্ ভোজনাবশিষ্টান্) সকৃৎ (একবারং) ভুঞ্জেস্ম (অখাদং) তদপাস্ত-কিল্বিষঃ (তেন ভোজনেন নির্গত-পাপঃ জাতোঽস্মি) এবং প্রবৃত্তস্য (উচ্ছিষ্টভক্ষণাদিকং কুর্ব্বতঃ) বিশুদ্ধচেতসঃ (নির্ম্মলান্তঃকরণস্য মম) তদ্ধর্ম্মে এব (তেষাং ধর্ম্মে ভগবদ্ভজনে এব) আত্ম-রুচিঃ (মনসঃ ইচ্ছা) প্রজায়তে (ভবতি স্ম) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—আমি সেই ব্রাহ্মণগণের অনুজ্ঞাক্রমে তাঁহাদিগের ভিক্ষাপাত্র সংলগ্ন উচ্ছিষ্ট অন্ন একবার মাত্র ভোজন করিয়াছিলাম তৎফলে আমার পাপ দূর হইয়াছিল। আমার চিত্ত মার্জ্জিত হইলে পরমেশ্বর ভজনে মনের রুচি হইল ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—ততশ্চ উচ্ছিষ্টস্য লেপান্ তেষাং ভোজনপাত্রে লগ্নানোদনান্ সকৃদেকবারং ভুঞ্জেস্ম কীদৃশঃ দ্বিজৈস্তৈস্তদর্থং ময়া প্রার্থিতৈরনুমোদিতঃ দত্তানুজ্ঞঃ তেনৈব অপাস্তানি বিনষ্টানি কিল্বিষাণি ভক্তিপ্রতিবন্ধকা অনর্থা যস্য সঃ ততশ্চ নিত্যমেব ভুক্ততদুচ্ছিষ্টস্য মম শ্রবণকীর্ত্তনস্মরণাত্মিকা ভক্তির-নায়াসেনৈবাভবদিত্যাহ। এবং প্রবৃত্তস্যান্যস্যাপি জনস্য ভক্তানামুচ্ছিষ্টং যো ভুঙ্ক্তে তস্য তেষামেব ধর্ম্মে শ্রবণকীর্ত্তনাদাবাত্মনো মনসো রুচিঃ প্রকর্ষেণা-বশ্যমেব জায়তে এবং (ভাঃ ১।২।২১ নিজকৃত টীকা) ভজনেষু স্পৃহা ভক্তিরনর্থাপগমস্ততঃ নিষ্ঠা রুচিরিতি পঞ্চ ভূমিকা অনেন শ্লোকার্থেন সূচিতা জ্ঞেয়াঃ ॥২৫॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তারপর উচ্ছিষ্টের লেপ বলিতে সেই শ্রীকৃষ্ণপ্রেমী ব্রাহ্মণগণের ভোজন-পাত্রে লগ্ন যে ওদন (ভোজনাবশিষ্ট অন্নাদি), তাহাই একবার ভোজন করিতাম। কিরূপ ? আমার প্রার্থনানুযায়ী সেই ব্রাহ্মণগণের দ্বারা অনুমোদিত হইয়া অর্থাৎ তাঁহাদের আজ্ঞাক্রমে পাত্রসংলগ্ন উচ্ছিষ্ট অন্ন একবার মাত্র ভোজন করিতাম। সেই উচ্ছিষ্ট ভোজনের ফলেই আমার সমস্ত পাপ অর্থাৎ ভক্তির প্রতিবন্ধক অনর্থসমূহ বিনষ্ট হইয়াছিল। তারপর প্রতিদিনই সেই উচ্ছিষ্ট ভোজনকারী আমার (শ্রীকৃষ্ণ-কথা) শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণাত্মিকা ভক্তি অনায়াসেই উদিত হইয়াছিল। এইরূপ উচ্ছিষ্ট ভোজনে প্রবৃত্ত আমার মত অন্য জনেরও অর্থাৎ যিনি ভক্তগণের উচ্ছিষ্ট ভোজন করেন (বা করিবেন), তাহাদেরও শ্রবণকীর্ত্তনাদি ধর্ম্মে আত্মরুচি অর্থাৎ মনের রুচি প্রকর্ষরূপে অবশ্যই উৎপন্ন হইবে। এইপ্রকারে ক্রমশঃ শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে স্পৃহা, ভক্তি, অনর্থ-নিবৃত্তি, তারপর নিষ্ঠা এবং রুচি—এই পঞ্চভূমিকা এই শ্লোকের অর্থের দ্বারা সূচিত হইয়াছে—ইহা জানিতে হইবে ॥ ২৫ ॥

তথ্য—বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট মহিমা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্য ১৬ অধ্যায়ে এরূপ বর্ণিত আছে—

বর্ষান্তরে আইলা সব গৌড়ের ভক্তগণ।
তাঁ-সবার সঙ্গে আইল কালিদাস নাম ॥
রঘুনাথ দাসের তেঁহ হয় জ্ঞাতি-খুড়া।
বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট খাইতে তেঁহ হৈল বুড়া ॥
গৌড়দেশে হয় যত বৈষ্ণবের গণ।
সবার উচ্ছিষ্ট তেঁহ করিলা ভোজন ॥
উত্তম বস্তু ভেট লঞা তাঁর ঠাঞি যায় ॥

তাঁর ঠাঞি শেষ-পাত্র লয়েন মাগিয়া।
এই মত তাঁর উচ্ছিষ্ট খায় লুকাইয়া॥
এই মত যত বৈষ্ণব বৈসে গৌড়দেশে।
কালিদাস ঐছে সবার নিল অবশেষে॥
সেই কালিদাস যবে নীলাচলে আইলা।
মহাপ্রভু তাঁর উপর মহাকৃপা কৈলা॥
সর্ব্বজ্ঞ-শিরোমণি চৈতন্য ঈশ্বর।
বৈষ্ণবে তাঁহার বিশ্বাস জানেন অন্তর॥
সেই গুণ লঞা প্রভু তাঁরে তুষ্ট হৈল।
অন্যের দুর্লভ প্রসাদ তাঁহারে করিল॥
প্রভুর ইঙ্গিতে গোবিন্দ সব জানে।
কালিদাসেরে দিল প্রভুর শেষপাত্র দানে॥
বৈষ্ণবের শেষ-ভক্ষণের এতেক মহিমা।
কালিদাসে পাওয়াইল প্রভুর কৃপা-সীমা॥
তাতে 'বৈষ্ণবের ঝুটা' খাও ছাড়ি' ঘৃণালাজ।
যাহা হৈতে পাইবে বাঞ্ছিত সব কাজ॥
কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় 'মহাপ্রসাদ' নাম।
'ভক্তশেষ' হৈলে মহা-মহাপ্রসাদাখ্যান॥
ভক্তপদধূলি আর ভক্তপদ-জল।
ভক্তভুক্ত-শেষ এই—তিন সাধনের বল॥
এই তিন সেবা হৈতে কৃষ্ণ-প্রেমা হয়।
পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয়॥
তাতে বার বার কহি,—শুন ভক্তগণ।
বিশ্বাস করিয়া কর এ তিন সেবন॥
তিন হৈতে কৃষ্ণনাম প্রেমের উল্লাস॥ ২৫॥

তত্রান্বহং কৃষ্ণকথাঃ প্রগায়তা-
মনুগ্রহেণাশৃণবং মনোহরাঃ।
তাঃ শ্রদ্ধয়া মেঽনুপদং বিশৃণ্বতঃ
প্রিয়শ্রবস্যঙ্গ মমাভবদ্রতিঃ॥ ২৬॥

অন্বয়ঃ—অঙ্গ (হে মুনে) তত্র (তস্মিন্ স্থানে) অন্বহং (প্রতিদিনং) মনোহরাঃ (হৃদ্রসায়নাঃ) কৃষ্ণকথাঃ প্রগায়তাং (কীর্ত্তয়তাং ঋষীণাং সকাশাৎ) অনুগ্রহেণ (মাং প্রতি তেষাং কৃপয়া) (অহং) অশৃণবম্ (তাঃ শ্রুতবানস্মি) মে (মমৈব স্বতঃসিদ্ধয়া) শ্রদ্ধয়া (অত্যাদরেণ) অনুপদং (প্রতিপদং) বিশৃণ্বতঃ (আকর্ণয়তঃ) মম প্রিয়শ্রবসি (প্রিয়ং শ্রবো যশো যস্য তস্মিন্ ভগবতি) রতি (প্রীতিঃ) অভবৎ॥ ২৬॥

অনুবাদ—হে সূত, সেই স্থানে ঋষিগণ প্রত্যহ চিত্তোন্মাদ হরিলীলাগুণ গান করিতেন। তাঁহাদিগের অনুগ্রহে আমি তাহা শ্রবণ করিতাম। এইরূপে প্রত্যেক পদ, শ্রদ্ধার সহিত শুনিতে শুনিতে উত্তমশ্লোক শ্রীহরিতে আমার প্রীতির উদয় হইল॥ ২৬॥

বিশ্বনাথ—তাঃ শ্রদ্ধয়েতি। শ্রদ্ধাপদেনাসক্তির্দশমী ভূমিকা। অনুপদং প্রতিক্ষণং প্রতি সুপ্তিঙন্তং পদং বা মে মম প্রিয়ং শ্রবো যশো যস্য তস্মিন্ প্রিয়শ্রবসি কৃষ্ণে মম রতিরভূদিত্যতো মমেত্যাস্যাপৌনরুক্ত্যং কৃষ্ণে রতিরিত্যেকাদশী॥ ২৬॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই মনোহর শ্রীকৃষ্ণকথা তাঁহাদের অনুগ্রহে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ করিতাম। এখানে শ্রদ্ধা-পদের দ্বারা ভজনক্রমের দশমী ভূমিকা 'আসক্তি' বলা হইয়াছে। 'অনুপদ' বলিতে প্রতিক্ষণ। অথবা প্রতি-পদ বলিতে প্রত্যেক পদ শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করিতাম। পদ বলিতে 'সুপ্ তিঙন্তং পদম্'—ব্যাকরণ-গত সুপ্ প্রত্যয়ান্ত ও তিঙ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দকে পদ বলে। প্রিয় যশ যাঁহার, সেই 'প্রিয়শ্রবসি' অর্থাৎ প্রিয় শ্রীকৃষ্ণে আমার রতি হইয়াছিল। ইহার দ্বারা 'মম'—আমার—এই পদের অপৌনরুক্ত্য। কৃষ্ণে রতি—ইহা ভজন ক্রমের একাদশ ভূমিকা॥ ২৬॥

বিবৃতি—সাধনভক্ত্যঙ্গ শ্রবণাখ্যাভক্তির অনুবর্ত্তিতায় অল্পদিনের মধ্যেই শ্রীনারদ জাতরতি ভক্ত হইলেন। শ্রবণেচ্ছুর সকল যোগ্যতা ঘটনাক্রমে তাঁহাতে অধিষ্ঠিত ছিল। বিষয়বিরক্ত হরিপরায়ণ কীর্ত্তনকারিগণ তাঁহার নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। শ্রবণ ও কীর্ত্তন-ফলেই জীবের চরম কল্যাণ লীলাস্মরণাদির সম্ভাবনা হয়। শ্রবণকীর্ত্তনের অভাবে সম্বন্ধজ্ঞান সমৃদ্ধ না হইলে জীব হরিলীলার পরিবর্ত্তে মায়িক ভোগ্য ঘটনাবলীকে স্মরণের বিষয় মনে করে। তাহা অপূর্ণ ও নশ্বর। ভাবাঙ্কুর প্রাপ্তি পথে ঐ গুলি ব্যাঘাত॥ ২৬॥

তস্মিংস্তদা লব্ধরুচের্মহামতে
প্রিয়শ্রবস্যস্খলিতা মতির্মম।
যয়াহমেতৎ সদসৎ স্বমায়য়া
পশ্যে ময়ি ব্রহ্মণি কল্পিতং পরে ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) মহামতে, তদা (তস্মিন্) প্রিয়শ্রবসি (ভগবতি) লব্ধরুচেঃ (জাতশ্রদ্ধস্য) মম অস্খলিতা (অপ্রতিহতা নিশ্চলা) মতিঃ (রুচিঃ অভবৎ) যয়া (মত্যা) অহং পরে (প্রপঞ্চাতীতে) ব্রহ্মণি (ব্রহ্মরূপে) ময়ি স্বমায়য়া (স্বাবিদ্যয়া) কল্পিতং (বিরচিতং) এতৎ সদসৎ (স্থূলং সূক্ষ্মঞ্চ এতৎ শরীরং) পশ্যে (পশ্যামি) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—হে মতিমন্, তৎপর সেই উত্তমশ্লোক ভগবানে রুচির উদয় হইলে আমার অচলা বুদ্ধি হইল। সেই বুদ্ধিপ্রভাবে আমি প্রপঞ্চাতীত শুদ্ধস্বরূপ আমাতে এই স্থূল সূক্ষ্ম শরীর স্বীয় অবিদ্যাক্রমে বিরচিত হইয়াছে তৎক্ষণাৎ দেখিতে পাইলাম ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—লব্ধরুচের্লব্ধাস্বাদবিশেষস্য স্খলনশূন্যা মতিরভূৎ। স্বমায়য়া হেতুনা ময়ি বর্ত্তমানং যদেতৎ স্থূলং সূক্ষ্মং চ শরীরং তৎ যয়া মত্যা পরে ব্রহ্মণি শ্রীকৃষ্ণে বিষয়ে এব কল্পিতং পশ্যে পশ্যামি কল্পিতং ক্৯প্তীকৃতং স্থাপিতমিতি যাবৎ। তথাহি স্থূলং শরীরং ভগবজ্জলকলসবহনদণ্ডবৎ প্রণত্যাদৌ ন তু স্বীয়ে ব্যবহারিকে ক্বাপি কৃত্যে। সূক্ষ্মং শ্রবণনয়নমনোবুদ্ধ্যাদিকং তদীয়গুণরূপমাধুর্য্যাস্বাদাবেব কল্পিতং ন তু বৈষয়িকে ক্বাপি স্বভোগ্যে বস্তুনি ইতি। পশ্যে ইতি যৎ পূর্ব্বং বহ্বায়াসেনাপি ভগবতি ক্লিপ্তং নাসীৎ তদেব মনোনয়নাদিকং রতৌ জাতায়াং স্বং স্বং বহুকালাভ্যস্তমপি বিষয়ং ত্যক্ত্বা তত্রৈব ক্লিপ্তমিতি সাক্ষাদনুভবামীত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'লব্ধরুচেঃ'—লব্ধ হইয়াছে রুচি যাহা কর্ত্তৃক, সেই আমার, রুচি বলিতে আস্বাদবিশেষ। অস্খলিতা অর্থাৎ স্খলনশূন্যা নিশ্চলা মতি হইয়াছিল। 'স্বমায়য়া'—নিজের অবিদ্যা-বশতঃ (শুদ্ধসত্ত্ব) আমাতে বর্ত্তমান যে এই স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর, তাহা যে মতির দ্বারা পর-ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়েই কল্পিত—ইহা আমি দেখিতে পাইলাম। কল্পিত শব্দের অর্থ স্থাপিত অর্থাৎ তখন আমার স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের সেবায় স্থাপিত—ইহা জানিলাম। আমার এই স্থূল শরীর শ্রীভগবানের সেবার নিমিত্ত জলকলস বহন ও দণ্ডবৎ প্রণতি প্রভৃতি কার্য্যের জন্যই, কিন্তু নিজের ব্যবহারিক কোন কার্য্যের জন্য নহে। সূক্ষ্ম শরীর—কর্ণ, নেত্র, মনঃ, বুদ্ধি প্রভৃতি তাঁহার গুণ, রূপ, মাধুর্য্যের আস্বাদনেই স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু নিজের ভোগ্য কোন বৈষয়িক বস্তুতে নহে। 'পশ্যে'—দেখিতে পাইলাম, ইহা বলার উদ্দেশ্য—পূর্ব্বে বহু আয়াসের দ্বারাও যে মন-নয়নাদি শ্রীভগবানে স্থাপিত হয় নাই, রতি উৎপন্ন হইবার পর তাহাই (মন, নয়ন প্রভৃতি) বহুকালের অভ্যস্ত বিষয়ও পরিত্যাগ করিয়া সেই ভগবানেই স্থাপিত হইয়াছে—ইহা সাক্ষাৎ অনুভব করিলাম—এই অর্থ ॥ ২৭ ॥

মধ্ব—ময়ি স্থিতে ব্রহ্মণি। স্বীয়তামত্রেতীশ্বরেচ্ছয়া পরিকল্পিতম্ ॥ ২৭ ॥

বিবৃতি—যে কালে স্থূল ও সূক্ষ্মদেহে আমিত্ব বোধ থাকে, তৎকালে আমরা চতুর্দ্দশভুবনে ফল ভোগের আশায় ভ্রমণ করি। সৎসঙ্গপ্রভাবে জীবের আত্মার নির্ম্মলবৃত্তি উন্মেষিত হইলে হরিসেবার উপযোগী নিত্যচিন্ময় ইন্দ্রিয়সমূহ কৃষ্ণোন্মুখ হয়। স্থায়িভাব রতি আত্মবৃত্তিতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া পাঁচ প্রকার আশ্রয়ের আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণরূপ বিষয়ের সেবায় নিত্যকাল উদ্বুদ্ধ হয়। তৎকালেই তাঁহার ভোগময় জড়দর্শনাদির সম্ভাবনা থাকে না, অথবা ভোগ্যবস্তু দৃশ্যজগতপ্রতীতি প্রবল হয় না, সুতরাং অবিদ্যাজাত স্থূল ও সূক্ষ্মোপাধি বিগত হইলে নিজ ভোক্তৃত্বের অবকাশ থাকে না, শ্রীনারদেরও তাহাই হইয়াছিল ॥ ২৭ ॥

ইত্থং শরৎপ্রাবৃষিকাবৃতু হরে-
র্বিশৃণ্বতো মেহনুসবং যশোহমলম্।
সংকীর্ত্ত্যমানং মুনিভির্ম্মহাত্মভি-
র্ভক্তিঃ প্রবৃত্তাত্মরজস্তমোপহা ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—ইত্থং (এবং সতি) শরৎপ্রাবৃষিকৌ (দ্বৌ ঋতু ব্যাপ্য) মহাত্মভিঃ (মুনিভিঃ) সংকীর্ত্ত্যমানং (গীয়মানং) হরেঃ অমলং (নির্ম্মলং) যশঃ (লীলাদিকং) অনুসবং (ত্রিকালং নিরন্তরমিতি

যাবৎ) বিশৃণ্বতঃ (আকর্ণয়তঃ) মে আত্মরজস্ত-মোপহা (নিজরজস্তমোনিবর্ত্তকা) ভক্তিঃ প্রবৃত্তা (সঞ্জাতা) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—এইরূপে শরৎ ও বর্ষা এই দুই ঋতু অর্থাৎ চারিমাস কাল মহাত্মা ঋষিগণের মুখে প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যায় কীর্ত্তিত শ্রীহরির নির্ম্মল লীলাযশঃ বিশেষ-ভাবে শ্রবণ করিয়া আমার মনে রজস্তমোগুণ-বিনাশিনী ভক্তি প্রকাশিত হইল ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ— ঋতু ঋতুদ্বয়ং ব্যাপ্য। অনুসবং প্রতি-সময়ং ভক্তিঃ প্রেমা। আত্মনাং জীবমাত্রাণামপি রজস্তমসী অপ হন্তীতি সা। তদা তাং ভগবদ্ভক্তিং দৃষ্টবতামন্যেষামপি রজস্তমসোর্নাশোঽভূদিত্যর্থঃ ভূমিকেয়ং দ্বাদশী। ততো দর্শনসাক্ষান্মাধুর্য্যানুভবা-বুত্তরাধ্যায়ে বক্ষ্যেতে ॥ ২৮ ॥

'ঋতু'—বলিতে (শরৎ ও বর্ষা এই) ঋতুদ্বয় ব্যাপিয়া। 'অনুসবং'—অর্থাৎ প্রতিসময় (তাঁহাদের মুখোচ্চারিত শ্রীহরির নির্ম্মল যশ শ্রবণ করিয়া আমার রজস্তমোগুণ-বিনাশিনী ভক্তির উদয় হইল)। 'আত্মরজস্তমোপহা'—এখানে আত্মা বলিতে সকল জীবমাত্রেরই রজঃ ও তমঃ গুণ বিনাশ করে যে ভক্তি, (ইহা ভক্তির বিশেষণ)। তখন সেই ভগবদ্ভক্তি দর্শনকারী অন্য ব্যক্তিদেরও রজঃ ও তমঃ গুণের নাশ হইয়াছিল (হয়) — এই অর্থ। ইহা ভজন-ক্রমের দ্বাদশ ভূমিকা। তারপর দর্শন ও সাক্ষাৎ মাধুর্য্যের অনুভব—ইহা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বলিবেন ॥ ২৮ ॥

তথ্য—এইরূপে শুদ্ধ 'ত্বং' পদার্থ অর্থাৎ জীব-স্বরূপ জানিবার পর দেহাদির ক্রিয়া চিত্তবিক্ষেপ নিবৃত্ত হইলে তাহার কারণভূত রজঃ ও তমোভাবের বিনা-শিনী দৃঢ়া ভক্তির উদয় হইল (শ্রীধর)।

প্রথমে সাধুসঙ্গে কৃপালাভ ও তাঁহাদের সেবন (২৪ শ্লোক) তাঁহাদের উচ্ছিষ্টলেপন ও গ্রহণরূপ ভজনদ্বারা কিল্বিষ অর্থাৎ অনর্থনিবৃত্তি। ভজনপ্রবৃত্তি অর্থাৎ অনুশীলনক্রমে চিত্তশুদ্ধি বা নিষ্ঠা ও রুচি (২৫ শ্লোক) পরে কৃষ্ণকথা শ্রবণানুশীলনফলে শ্রদ্ধা অর্থাৎ আসক্তি ও স্থায়ীভাব বা রতি (২৬ শ্লোক) পরে অনুক্ষণ হরিকথা সঙ্কীর্ত্তন-শ্রবণফলে রতিবৃদ্ধি-ক্রমে রজস্তমোপহা প্রেমভক্তির উদয় (২৮ শ্লোক)।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূর্ব্ববিভাগ ভাবভক্তিলহরী—

সাধনাভিনিবেশেন কৃষ্ণতদ্ভক্তয়োস্তথা।
প্রসাদেনাতিধন্যানাং ভাবো দ্বেধাভিজায়তে ॥
আদ্যস্তু প্রায়িকস্তত্র দ্বিতীয়ো বিরলোদয়ঃ।

তত্র সাধনাভিনিবেশজঃ—

বৈধী-রাগানুগা-মার্গভেদেন পরিকীর্ত্তিতঃ।
দ্বিবিধঃ খলু ভাবোঽত্র সাধনাভিনিবেশজঃ।
সাধনাভিনিবেশস্তু তত্র নিষ্পাদয়ন্ রুচিম্।
হরাবাসক্তিমুৎপাদ্য রতিং সংজনয়ত্যসৌ ॥

তত্রাদ্যো যথা— ভাঃ ১।৫।২৬

রত্যা তু ভাব এবাত্র ন তু প্রেমাভিধীয়তে।
মম ভক্তিঃ প্রবৃত্তেতি বক্ষ্যতে স যদগ্রতঃ ॥

ঐ পূর্ব্ববিভাগ—প্রেমভক্তিলহরী—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ ॥

শ্রীচরিতামৃতে মধ্য ২৩শ পঃ ৯-১৩ সংখ্যা

কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয় ॥
সাধুসঙ্গ হইতে হয় শ্রবণ কীর্ত্তন।
সাধন-ভক্ত্যে হয় সর্ব্বানর্থ-নিবর্ত্তন ॥
অনর্থনিবৃত্তি হইলে ভক্ত্যে নিষ্ঠা হয়।
নিষ্ঠা হইতে শ্রবণাদ্যে রুচি উপজয় ॥
রুচি হইতে হয় তবে আসক্তি প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণে প্রীত্যঙ্কুর ॥
সেই রতি গাঢ় হইলে ধরে প্রেম নাম।
সেই প্রেমা প্রয়োজন সর্ব্বানন্দধাম ॥

ঐ মধ্য ২২শ পঃ ১০২, ১০৪-১০৫—

এবে সাধনভক্তিলক্ষণ শুন সনাতন।
যাহা হৈতে পায় কৃষ্ণপ্রেম মহাধন ॥
শ্রবণাদি ক্রিয়া তার স্বরূপ লক্ষণ।
তটস্থ লক্ষণে উপজয় প্রেমধন ॥
নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয় ॥

শ্রীধর বলেন—

"অত্র চ প্রথমং মহৎসেবা, ততস্তৎকৃপা, ততস্তদ্ধর্ম্মশ্রদ্ধা, ততো ভগবৎকথা শ্রবণং, ততো ভগবতী

রতিঃ, তয়া চ দেহদ্বয়বিবেকাত্মজ্ঞানং, ততো দৃঢ়া ভক্তিঃ, ততো ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানং, ততস্তৎকৃপয়া সর্ব্বজ্ঞত্বাদিভগবদ্‌গুণাবির্ভাব ইতি ক্রমো দর্শিতঃ।"

শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদ বলেন—

সতাং কৃপা মহৎসেবা শ্রদ্ধা গুরুপদাশ্রয়ঃ।
ভজনেষু স্পৃহা ভক্তিরনর্থাপগমস্ততঃ।
নিষ্ঠারুচিরথাসক্তিরতিঃ প্রেমাথ দর্শনম্।
হরের্মাধুর্য্যানুভব ইত্যর্থাঃ স্যুশ্চতুর্দ্দশ ॥ ২৮ ॥

বিবৃতি—সাধনভক্তিতে পারঙ্গত হইলে জীবের পরা ভক্তি বা প্রেমভক্তির উদয় হয়। পঞ্চরাত্রে—

সুরর্ষে বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া।
সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা যয়া ভক্তিঃ পরা ভবেৎ ॥২৮॥

তস্যৈবং মেঽনুরক্তস্য প্রশ্রিতস্য হতৈনসঃ।
শ্রদ্দধানস্য বালস্য দান্তস্যানুচরস্য চ ॥ ২৯ ॥
জ্ঞানং গুহ্যতমং যত্তৎ সাক্ষাদ্ভগবতোদিতম্।
অন্ববোচন্ গমিষ্যন্তঃ কৃপয়া দীনবৎসলাঃ ॥৩০॥

অন্বয়ঃ—এবম্ অনুরক্তস্য (ভক্তিমতঃ) প্রশ্রিতস্য (বিনীতস্য) হতৈনসঃ (নিষ্পাপস্য) শ্রদ্দধানস্য (তদ্বাক্যেষু বিশ্বাসযুক্তস্য) দান্তস্য (সংযতেন্দ্রিয়স্য) অনুচরস্য (অনুগতস্য) বালস্য চ মে দীনবৎসলাঃ (কৃপাশীলা মুনয়ঃ) গমিষ্যন্তঃ (যাস্যন্তঃ) কৃপয়া সাক্ষাৎ ভগবতা উদিতং (কথিতং ভাগবতং) গুহ্যতমং (অতীবগুহ্যং) যজ্জ্ঞানং (ঈশ্বরজ্ঞানং) তৎ অন্ববোচন্ (উপদিষ্টবন্তঃ) ॥ ২৯-৩০ ॥

অনুবাদ—এই প্রকারে অনুরাগের সহিত বিনীতভাবে নিষ্পাপ-মনে শ্রদ্ধান্বিত এবং সংযতহৃদয়ে তাঁহাদের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া সেবা করিতে থাকিলে তাদৃশ বালক হইলেও আমাকে সেই দীনবৎসল মুনিগণ যখন স্থানান্তরে গমনোদ্যত হইয়াছিলেন তখন সাধন স্বরূপ গুহ্য ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞান, গুহ্যতর নৈষ্কর্ম্ম্য রূপ আত্ম বা ব্রহ্মজ্ঞান এবং তদপেক্ষাও পরম রহস্যময় সর্ব্বাপেক্ষা গুহ্যতম ভগবজ্জ্ঞান সাক্ষাৎ ভগবৎকর্ত্তৃক ব্রহ্মা, উদ্ধব ও অর্জ্জুনের নিকট প্রকটিত একমাত্র ভক্তিতাৎপর্য্যবিশিষ্ট সেই ভাগবতের ধর্ম্ম কৃপা করিয়া উপদেশ করিয়াছিলেন ॥ ২৯-৩০ ॥

বিশ্বনাথ—তস্যৈবংভূতস্য মে মম উৎপন্নপ্রেমভক্তেঃ সাক্ষাদ্ভগবতা দেবকীনন্দনেন উদিতং জ্ঞায়তেঽনেনেতি জ্ঞানং জ্ঞানশাস্ত্রং তচ্চ কেবলজ্ঞানপ্রধানাৎ ভক্তিমিশ্রজ্ঞানপ্রধানং শাস্ত্রগুহ্যং ততোঽপি জ্ঞানমিশ্রভক্তিপ্রধানং গুহ্যতরং ততোঽপি কেবলভক্তিপ্রধানং গুহ্যতমং যদুদ্ধবং ব্রহ্মাণঞ্চ প্রতি শ্রীভাগবতম্ অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীগীতাভিধং চ। গমিষ্যন্তঃ শ্বো বয়ং যাস্যাম ইতি বিভাব্য অন্ববোচন্ উপদিষ্টবন্তঃ ॥ ২৯-৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তস্য'—অর্থাৎ এইরূপ উৎপন্ন প্রেমভক্তি-সম্পন্ন আমার (আমাকে, সেই মুনিগণ যাইবার সময় শ্রীভগবৎ-কথিত শ্রীভাগবত উপদেশ করিয়াছিলেন)। 'সাক্ষাদ্ভগবতোদিতম্' — অর্থাৎ সাক্ষাৎ ভগবান্ দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক কথিত যে জ্ঞান; যাহার দ্বারা জানা যায়, তাহা জ্ঞান অর্থাৎ জ্ঞানশাস্ত্র কেবল জ্ঞানপ্রধান-হেতু। ভক্তিমিশ্র-জ্ঞানপ্রধান শাস্ত্র—গুহ্য, তাহা হইতেও জ্ঞান-মিশ্র ভক্তিপ্রধান গুহ্যতর, তাহা হইতেও কেবল ভক্তি-প্রধান গুহ্যতম, যাহা শ্রীউদ্ধব ও ব্রহ্মার নিকট শ্রীভগবান্ বলিয়াছিলেন, তাহাই শ্রীভাগবত। শ্রীমদ্ অর্জ্জুনের প্রতি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা শ্রীগীতা নামক। আগামী পরশ্ব আমরা যাইব—এইরূপ বিবেচনা করিয়া গমনকালে সেই মুনিগণ (আমাকে এই সকল) বলিয়াছিলেন অর্থাৎ উপদেশ করিয়াছিলেন ॥ ২৯-৩০ ॥

তথ্য—গুহ্যতমং সাধনভূতধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞানং গুহ্যং, তৎসাধ্যং বিবিক্তাত্মজ্ঞানং গুহ্যতরং, তৎপ্রাপ্যেশ্বরজ্ঞানং গুহ্যতমং (শ্রীধর), ২। জ্ঞানবিজ্ঞানাদিসংবলিতং চতুঃশ্লোকী রূপমিত্যর্থঃ। তস্য রহস্যাখ্যভক্ত্যেকতাৎপর্য্যাদিতি ভাবঃ। পুরা ময়া প্রোক্তমজায়েত্যাদিকং স্মারয়তি। ব্রহ্মজ্ঞানাদপি রহস্যতমম্ (শ্রীজীব) ॥ ৩০ ॥

যেনৈবাহং ভগবতো বাসুদেবস্য বেধসঃ।
মায়ানুভাবমবিদং যেন গচ্ছন্তি তৎপদম্ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—যেন (গুহ্যতমভগবত্তত্ত্বজ্ঞানেন) এবং

অহং বেধসঃ (বিধাতুঃ) ভগবতঃ বাসুদেবস্য মায়ানুভাবং (মায়াকার্যম্) অবিদং (জ্ঞাতবান্) যেন (জ্ঞানেন) তৎপদং (তস্য বিষ্ণোঃ পরমং পদং) গচ্ছন্তি (প্রাপ্নুবন্তি) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—সেই পরমগুহ্য ভগবজ্জ্ঞান-প্রভাবেই আমি বিশ্ববিধাতা ভগবান্ বাসুদেবের চিচ্ছক্তি বা স্বরূপ-শক্তি-বৈভব জানিতে পারিয়াছি। তৎপ্রভাবেই আবার জীবগণ সেই বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হন ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—যেনৈব শ্রীভাগবতেন ভগবতো মায়য়াশ্চিচ্ছক্তেরৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যজ্ঞানস্য কৃপাশক্তেস্ত্রিগুণমায়াশক্তেশ্চ অনুভাবং কার্য্যং প্রভাবং বা অবিদং জ্ঞাতবানস্মি। ত্রিগুণাত্মিকাথ জ্ঞানঞ্চ বিষ্ণুশক্তিস্তথৈব চ। মায়াশব্দেন ভণ্যন্তে শব্দতত্ত্বার্থবেদিভিরিতি শব্দমহোদধিঃ। মায়া চ বয়ুনং জ্ঞানমিতি নির্ঘণ্টুঃ। মায়া স্যাচ্ছাম্বরীবুদ্ধ্যোরিতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ। মায়া দম্ভে কৃপায়াঞ্চেতি বিশ্বঃ। অতএব স্বরূপভূতয়া নিত্যশক্ত্যা মায়াখ্যয়া যুতঃ। অতো মায়াময়ং বিষ্ণুং প্রবদন্তি সনাতনমিতি মাধ্বভাষ্য প্রমাণিতা শ্রুতিশ্চ। এবমগ্রিমেষু গ্রন্থেষ্বপি মায়াশব্দেন যথাসম্ভবং চিচ্ছক্তি ত্রিগুণশক্ত্যাদয়ো বাচনীয়াঃ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যে শ্রীভাগবতের জ্ঞানপ্রভাবেই শ্রীভগবানের চিচ্ছক্তি-রূপিণী মায়ার ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যজ্ঞানের, কৃপাশক্তি এবং ত্রিগুণ-ময়ী মায়াশক্তির অনুভাব অর্থাৎ কার্য্য অথবা প্রভাব আমি বিদিত হইয়াছি। 'মায়া'—শব্দের বিবিধ অর্থ বলিতেছেন—শব্দমহোদধি অভিধানে উক্ত হইয়াছে—"শব্দতত্ত্বার্থ-বিদ্গণ মায়া-শব্দের অর্থ বলিয়াছেন—ত্রিগুণাত্মিকা মায়া, জ্ঞান এবং বিষ্ণুভক্তি।" নির্ঘন্টু অভিধান বলেন—"মায়া, বয়ুন (অন্তর্দৃষ্টি) ও জ্ঞান।" ইতি। ত্রিকাণ্ডশেষে উক্ত—"মায়া, শাম্বরী (ইন্দ্রজালাদি) বুদ্ধি।" ইতি। বিশ্বকোষে বলা হইয়াছে—"মায়া, দম্ভ এবং কৃপা।" ইতি। অতএব স্বরূপভূতা নিত্যশক্তি যে মায়া, তাহার দ্বারা যুক্ত। সেইজন্য মাধ্বভাষ্য-প্রমাণিত শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—"মায়াময় বিষ্ণুকে সনাতন অর্থাৎ নিত্য বলা হয়।" ইতি। এই প্রকার অগ্রিম গ্রন্থেও মায়া-শব্দের দ্বারা যথাসম্ভব চিচ্ছক্তি, ত্রিগুণাত্মিকা শক্তি প্রভৃতি অর্থ বলা হইবে ॥ ৩১ ॥

তথ্য—১। সেই জ্ঞান পূর্ব্বোক্ত জীবস্বরূপজ্ঞান ও বিজ্ঞানদ্বারা প্রদর্শন করিতেছেন (শ্রীধর)।

'মায়া' শব্দ চিচ্ছক্তি বাচক হইলেই উপাদেয়ত্ব। 'গচ্ছন্তি' শব্দে পরম প্রীতি বশতঃ সাক্ষাৎ করেন। কারণ নারদ পরবর্ত্তী ৩৯ শ্লোকে ভগবৎপ্রেম লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার নারদত্ব প্রাপ্তিতে ভগবদ্দর্শনফলের পরাকাষ্ঠা দেখা যায় (শ্রীজীব) ॥ ৩১ ॥

এতৎ সংসূচিতং ব্রহ্মংস্তাপত্রয়চিকিৎসিতম্।
যদীশ্বরে ভগবতি কর্ম্ম ব্রহ্মণি ভাবিতম্ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—হে ব্রহ্মন্! ঈশ্বরে (সর্ব্বনিয়ন্তরি) ব্রহ্মণি (পূর্ণরূপে পরমাত্মনি) ভগবতি ভাবিতং (সমর্পিতং) যৎ কর্ম্ম তৎ তাপত্রয়-চিকিৎসিতং (তাপত্রয়স্য আধ্যাত্মিকাদের্ভেষজং তন্নিবর্ত্তকং) সংসূচিতম্ (শাস্ত্রজ্ঞৈঃ কথিতং) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—হে ব্রহ্মজ্ঞ, সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বর ভগবানে যে কর্ম্ম সমর্পিত হয় এতাদৃশ কর্ম্মই আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক এই ত্রিবিধতাপ নিবর্ত্তক বা উপশম-কারক বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—এবঞ্চ শুদ্ধাং নির্গুণাং ভক্তিং ময়ি প্রেমপর্য্যন্তাং প্রবর্ত্ত্য অনুভাব্য চ ভক্তেঃ সাক্ষাদ্বাচক ভগবদুক্তং শ্রীভাগবতশাস্ত্রং চোপদিশ্য জ্ঞানকারণং জ্ঞানঞ্চ মোক্ষপ্রয়োজনকমজিজ্ঞাসবেঽপি মহ্যম্। সংপ্রতি বালস্যাস্য বয়োবৃদ্ধাবায়ত্যাং কদাচিৎ জিজ্ঞাসা জনিষ্যতে বেতি বিভাব্য নৈরপেক্ষ্যার্থং ভঙ্গ্যা জ্ঞাপিতমিত্যাহ এতদিতি। সংসূচিতং ন তু সাক্ষাদুক্তং মৎপ্রয়োজনাভাবদিতি ভাবঃ। কিন্তৎ তাপত্রয়স্যাধ্যাত্মিকাদেশ্চিকিৎসিতং ভেষজং নিবর্ত্তকম্। তদেব কিং যৎ স্বস্বভাবানুসারেণ ঈশ্বরে পরমাত্মনি বা ভগবতি ষড়ৈশ্বর্য্যবতি বা ব্রহ্মণি তদীয়নির্ব্বিশেষস্বরূপে বা কর্ম্মভাবিতং সমর্পিতম্ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই প্রকারে শুদ্ধা, নির্গুণা, প্রেমাবধি ভক্তি আমাতে প্রবর্ত্তন ও অনুভব (উপলব্ধি, সাক্ষাৎকার) করাইয়া এবং ভক্তির সাক্ষাদ্বাচক ভগবদুক্ত শ্রীভাগবত শাস্ত্র উপদেশপূর্ব্বক (আমি)

জিজ্ঞাসা না করিলেও আমাকে মোক্ষপ্রয়োজনক জ্ঞান-কারণ জ্ঞানও উপদেশ করিয়াছিলেন। 'এখন এই বালক, ইহার বয়োবৃদ্ধি-কালে কোন সময় জিজ্ঞাসার উদয় হইতে পারে'—এই বিবেচনা করিয়া নিরপেক্ষ-ভাবে ভঙ্গীর দ্বারা জানাইয়াছিলেন—ইহাই বলিতে-ছেন, 'এতদ্' ইত্যাদি শ্লোকে। সম্যক্-রূপে সূচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু আমার প্রয়োজনের অভাব-বশতঃ সাক্ষাৎ-রূপে বলেন নাই, এই ভাব। তাহা কি? তাপত্রয়ের (আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক—এই ত্রিবিধ তাপের) ঔষধরূপ নিবর্ত্তক। তাহা কি? নিজ নিজ ভাব অনুসারে (যোগিগণের) ঈশ্বরে অর্থাৎ পরমাত্মায়, (ভক্তগণের) ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্যযুক্ত শ্রীভগবানে এবং (জ্ঞানিগণের) তাঁহার নির্বিশেষ-স্বরূপ ব্রহ্মে যে কর্ম্ম সমর্পিত হয়, তাহাই (ত্রিবিধ তাপের উপশম-কারক)॥ ৩২॥

তথ্য—১। এই শ্লোকে সেই সাধনধর্ম্মরহস্য সূচিত হইয়াছে। 'চিকিৎসিত' শব্দে ভেষজ বা ঔষধ অর্থাৎ তাহার নিবর্ত্তক, অতএব সত্ত্বশোধক। 'ব্রহ্ম'-শব্দে অপ্রচ্যুতপূর্ণরূপ (শ্রীধর)। ২। পূর্ব্বে নিজ-বৃত্তান্ত বর্ণন-দ্বারা ভগবদ্‌যশঃশ্রবণেই পরম শ্রেয়োলাভ কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে পূর্ব্বেই যে তপস্যাদির ফলরূপ ভগবদ্‌গুণানুবর্ণন কথিত হইয়াছে তাহা তত্তৎকর্ম্মাসক্ত জনগণের পরে লাভ হইবে। অতঃপর তাহাই প্রতিপন্ন করিবার জন্য সামান্যভাবে ভগ-বানের ব্রহ্ম প্রভৃতি ত্রিবিধ আবির্ভাবে ভগবৎসমর্পিত-কর্ম্মের মাহাত্ম্যে তিনটী শ্লোকে বর্ণন করিতেছেন। (শ্রীজীব)॥ ৩২॥

আময়ো যশ্চ ভূতানাং জায়তে যেন সুব্রত।
তদেব হ্যাময়ং দ্রব্যং ন পুনাতি চিকিৎসিতম্॥৩৩॥

অন্বয়ঃ—হে সুব্রত, যেন (দ্রব্যেণ) ভূতানাং (প্রাণিনাং যঃ) আময়ঃ (রোগঃ) জায়তে (সম্ভবতি) তৎ এব (দ্রব্যং) (তং) আময়ং ন হি পুনাতি (কিন্তু) চিকিৎসিতং (দ্রব্যান্তরেণ ভাবিতং সৎ) পুনাত্যেব ॥ ৩৩॥

অনুবাদ—হে ভগবন্নিষ্ঠ-ব্যাসদেব! যে যে দ্রব্য ভোজনে প্রাণিগণের যে যে রোগ জন্মে কেবল সেই সব রোগোৎপাদক দ্রব্য সেবন করিলে কখনও সেই সেই রোগের উপশম হয় না কিন্তু ঐ সব ঘৃতাদি রোগজনক দ্রব্য অন্যদ্রব্য বা ঔষধের সহিত রসায়ন-যোগে মিশ্রিত হইলে তৎসেবনফলেই সেই রোগ নিবৃত্ত হয়॥ ৩৩॥

বিশ্বনাথ—ননু সংসারহেতোঃ কর্ম্মণঃ কথং তাপত্রয়নিবর্ত্তকত্বং সত্যং সামগ্রীভেদেন ঘটত ইতি সদৃষ্টান্তমাহ দ্বাভ্যাম্। য আময়ো রোগঃ যেন ঘৃতা-দিনা জায়তে তদেব ঘৃতাদিদ্রব্যং চিকিৎসিত.মৌষ-ধান্তরবাসিতং সৎ আময়ং ন পুনাতি ন রক্ষতি নাশয়-তীতি যাবৎ পুনাতিরত্র রক্ষণার্থকো জ্ঞেয়ঃ॥ ৩৩॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, সংসা-রের মূল (হেতু) যে কর্ম্ম, তাহা হইতে কি করিয়া তাপত্রয়ের নিবর্ত্তন হইতে পারে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—সত্য, সামগ্রীভেদের দ্বারা তাহা সংঘটিত হইতে পারে, তাহাই দৃষ্টান্তের সহিত দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন। যে রোগ, যে ঘৃতাদি দ্রব্য ভোজনে উৎপন্ন হয়, সেই ঘৃতাদি দ্রব্য যদি দ্রব্যান্তর অথবা ঔষধাদি সহযোগে বাসিত অর্থাৎ রসায়ন-যোগে মিশ্রিত হয়, তাহা হইলে সেই রোগ বিনাশ-প্রাপ্ত হয়। এখানে 'পুনাতি'—পদ রক্ষণার্থক জানিতে হইবে। 'আময়ং ন পুনাতি'—অর্থ রোগকে রক্ষা করে না অর্থাৎ বিনাশ করে॥ ৩৩॥

বিবৃতি—অনর্থদ্বারা অনর্থের নিবৃত্তি হয় না। যাহাতে অনর্থ ঘটে, তদ্দ্বারা তাহাকে অনর্থের উপশম-কারক বলা যাইতে পারে না। কর্ম্মফলভোগ-পিপাসা কর্ম্মফল-ভোগ-দ্বারা কখনই প্রশমিত হয় না। নাম-ভজন-বিচারে যে অপরাধ ঘটে, তাহা হইতে অপরাধ-যুক্ত নামের পুনঃ পুনঃ উচ্চারণেও মুক্ত হওয়া যায় না, কিন্তু অপরাধবর্জ্জিত অবস্থায় অবিশ্রান্ত নাম করিলে অপরাধ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। নামসাধনে অপরাধ ও নামোচ্চারণকালে নিরপরাধ এই অবস্থাদ্বয় এক নহে। অপরাধকালে নামগ্রহণ সেবার বিরুদ্ধ আচরণ অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে কখনই নাম-সাধন বলা যাইতে পারে না। অপরাধ প্রশমিত হইবার সম্ভাবনা নাই। নামাপরাধ কিছু নাম নহে। অপরাধ বিমুক্ত অবস্থায় সম্বন্ধজ্ঞান প্রবল। সম্বন্ধজ্ঞান প্রবল হইলে আর অনর্থ থাকিতে পারে

না। অনর্থ কখনও অনর্থ-নাশের কারণ হইতে পারে না, তবে অনর্থ থাকাকালে অনর্থের অবকাশ না দিলেই পূর্ব্ব অনর্থ বিনষ্ট হয়। অভক্তি ফল-ভোগমূলক কর্ম্ম বা জ্ঞান কখনই ভক্তির কারণ নহে বা হরিবিমুখতাদ্বারা কখনই হরিতে উন্মুখতা লাভ করা যায় না ॥ ৩৩ ॥

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের এই উক্তির সহিত এই শ্লোকের সৌসাদৃশ্য বর্ত্তমান, মনুষ্যের কর্ম্ম বা দ্বিতীয়াভিনিবেশ হইতে বিমুক্ত হইবার কৃত্রিম চেষ্টা কখনই প্রকৃত প্রস্তাবে সুফল উৎপাদন করাইতে পারিবে না। কর্ম্ম বা হঠযোগপথ সংসারে পুনরাবৃত্ত করায় ॥ ৩৪ ॥

এবং নৃণাং ক্রিয়াযোগাঃ সর্ব্বে সংসৃতিহেতবঃ।
ত এবাত্মবিনাশায় কল্পন্তে কল্পিতাঃ পরে ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—এবং নৃণাং (নরাণাং) সর্ব্বে ক্রিয়াযোগাঃ (শাস্ত্রবিহিত-কাম্যকর্ম্মাদয়ঃ) সংসৃতিহেতবঃ (সংসার-বন্ধনায় ভবন্তি) (কিন্তু) তে এব (ক্রিয়াযোগাঃ) পরে (পরমেশ্বরে) কল্পিতাঃ (অর্পিতাঃ সন্তঃ) আত্মবিনাশায় (কর্ম্মনিবৃত্তয়ে) কল্পন্তে (সমর্থা ভবন্তি) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—এইরূপে মানবগণের নৈমিত্তিক কাম্য-কর্ম্মসমূহ সংসারবন্ধন বা যোনিভ্রমণের কারণ কিন্তু সেই সকল কর্ম্মই ঈশ্বরে সমর্পিত হইলে ভগবদ্বিমুখ অহং বুদ্ধি বিনাশে সমর্থ হয় ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—ক্রিয়াযোগাঃ কর্ম্মযোগাঃ সর্ব্বে নিত্যাঃ কাম্যাঃ নৈমিত্তিকাশ্চ নিষ্কামাঃ পরমেশ্বরে কল্পিতাঃ সমর্পিতাঃ সন্তঃ আত্মবিনাশায় কর্ম্ম নিবৃত্তয়ে কল্পন্তে সমর্থা ভবন্তি ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ— 'ক্রিয়াযোগাঃ' — বলিতে (সংসার-বন্ধনের হেতু-স্বরূপ) সমস্ত নিত্য, কাম্য, নৈমিত্তিক শাস্ত্র-বিহিত কর্ম্মসমূহ কামনাশূন্য হইয়া পরমেশ্বর শ্রীভগবানে সমর্পিত হইলে, তাহাই আত্ম-বিনাশ অর্থাৎ কর্ম্ম-নিবৃত্তির জন্য সমর্থ হয়। (যে কর্ম্মসকল স্ব-সুখ-বাসনায় অনুষ্ঠিত হইলে বন্ধনের কারণ হয়, তাহাই শ্রীভগবৎসেবার উদ্দেশ্যে শ্রীভগবানে সমর্পিত হইলে, কর্ম্ম-জনিত অনর্থ-সকল বিনষ্ট করে—এই ভাব।) ॥ ৩৪ ॥

তথ্য—'আত্ম'-শব্দে এখানে কর্ম্মোৎপন্ন অনর্থ (শ্রীজীব) ॥ ৩৪ ॥

বিবৃতি—কর্ম্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ড, কেবল বিষের ভাণ্ড, অমৃত বলিয়া যেবা খায়। নানা যোনি ভ্রমি মরে, কদর্য্য ভক্ষণ করে, তার জন্ম অধঃপাতে যায় ॥

যদত্র ক্রিয়তে কর্ম্ম ভগবৎপরিতোষণম্।
জ্ঞানং যত্তদধীনং হি ভক্তিযোগসমন্বিতম্ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—অত্র ভগবৎ-পরিতোষণং (ভগবৎ-প্রীত্যর্থমনুষ্ঠিতং) যৎ কর্ম্ম ক্রিয়তে তদধীনং (ভগবত্তুষ্টিকর্ম্মবশং) হি যজ্‌জ্ঞানং (ভগবজ্‌জ্ঞানং) তৎ ভক্তিযোগসমন্বিতং (ভক্তিযোগাদেব ভবতি) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ ভগবানের সন্তোষের নিমিত্ত যে যে কর্ম্ম এই সংসারে অনুষ্ঠিত হয়, শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপ ভক্তিযুক্ত যে ভাগবতজ্ঞান, সেই জ্ঞান নিশ্চয়ই সেই ভগবৎসন্তোষজনককর্ম্মের অব্যভিচারি ফল ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—তদেবেশ্বরার্পিতং কর্ম্ম সত্ত্বশোধকত্বাৎ জ্ঞানসাধনম্। ভবতীত্যাহ ভগবদর্পিতত্বাৎ ভগবৎ-পরিতোষণং নিষ্কামং যৎ কর্ম্ম তদধীনং জ্ঞানং তজ্জন্যত্বাদিত্যর্থঃ। কীদৃশং যদ্ভক্তিযোগসমন্বিতং অন্যস্য ভক্তিরহিতস্য জ্ঞানস্য তু মোক্ষসাধকত্বাশক্তেঃ (ভাঃ ১৷৫৷১২) নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুত-ভাববর্জ্জিতমিত্যাদিনা তিরস্কার এব দৃষ্টাঃ ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই ঈশ্বরে অর্পিত কর্ম্ম সত্ত্ব-শোধকত্ব-হেতু জ্ঞান-সাধন হয়, তাহাই বলিতেছেন—'যদত্র' ইত্যাদি শ্লোকে। শ্রীভগবানে অর্পিত হওয়ার জন্য ভগবৎ-পরিতোষণ-রূপ যে নিষ্কাম কর্ম্ম, তাহার অধীন জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহার জন্যত্ব-হেতু—এই অর্থ। কি প্রকার জ্ঞান? তাহা বলিতেছেন—যাহা ভক্তিযোগ-সমন্বিত (অর্থাৎ শ্রবণ কীর্ত্তনাদিরূপ ভক্তিযুক্ত যে ভাগবত-জ্ঞান)। কিন্তু ভক্তিরহিত অন্য জ্ঞানের মোক্ষ-সাধকত্বের সামর্থ্য নাই। "নৈষ্কর্ম্ম্য নিরঞ্জন জ্ঞানও যদি অচ্যুতভাব-বর্জিত হয়, তাহা শোভা পায় না"—ইত্যাদি শ্রীভাগবতের বাক্যে ভক্তিহীন জ্ঞানের তিরস্কারই দৃষ্ট হয় ॥ ৩৫ ॥

তথ্য—১। জ্ঞানদ্বারা অজ্ঞানলব্ধ কর্ম্ম নাশ হয় এবং সেই জ্ঞান ভক্তিযোগ হইতে উৎপন্ন হয়; তাহা হইলে কর্ম্মদ্বারা কিরূপে কর্ম্মনাশ হয়, তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, ভগবৎ-পরিতোষণ-ক্রিয়াদি কর্ম্ম নহে, উহাই ভক্তি (শ্রীধর)। ২। অনন্তর ভগবৎ-সন্তোষাত্মক মাহাত্ম্য বলিতেছেন 'ভক্তিযোগ'—কীর্ত্তন-স্মরণাদিরূপ। 'জ্ঞান'—ভাগবত, ভগবতসম্বন্ধি। অধীন—অব্যভিচারি ফল (শ্রীজীব)॥ ৩৫ ॥

কুর্ব্বাণা যত্র কর্ম্মাণি ভগবচ্ছিক্ষয়াঽসকৃৎ।
গৃণন্তি গুণনামানি কৃষ্ণস্যানুস্মরন্তি চ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়—যত্র (যদা) ভগবচ্ছিক্ষয়া (যৎ করোষি যদশ্নাসীতি গীতায়াং সাক্ষাদ্ভগবদুক্তয়া রীত্যা) কর্ম্মাণি কুর্ব্বাণাঃ (ভবন্তি) (তদা) কৃষ্ণস্য গুণ-নামানি অসকৃৎ (বারংবারং) গৃণন্তি (কীর্ত্তয়ন্তি) অনুস্মরন্তি চ (চিন্তয়ন্তি চ)॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—যে কালে মানবগণ (হে অর্জ্জুন, যাহা কিছু কর সমস্তই আমাকে অর্পণ কর) ইত্যাদি ভগবৎ শিক্ষানুসারে কর্ম্মসমূহ করিতে উদ্যত হন, সেই কালে তাঁহারা পুনঃ পুনঃ কৃষ্ণের গুণ ও নাম-সমূহ কীর্ত্তন করেন এবং চিন্তা করেন॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—এবং ভক্তিমিশ্রেণ কর্ম্মণা ভক্তিমিশ্রং জ্ঞানং মোক্ষসাধনং ভবতীতি উক্তম্। ইদানীং ভক্তি-মিশ্র নিষ্কামকর্ম্মবতাং তাদৃশভক্তসঙ্গ-ভাগ্যেন কেষা-ঞ্চিৎ কদাচিৎ কর্ম্মমিশ্রা ভক্তিরপি ভবেদিত্যাহ কুর্ব্বাণা ইতি। যত্র ভক্তিমিশ্রকর্ম্মণি স্থিতা অকস্মাদ্ভক্তসঙ্গ-ভাগ্যেন ভগবচ্ছিক্ষয়া কর্ম্মাণি কুর্ব্বাণাঃ সন্তঃ কেচিৎ কৃষ্ণস্য গুণনামানি গৃণন্তি স্মরন্তি চ কীর্ত্তনস্মরণাদ্যা-ত্মিকাং ভক্তিং কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ। ভগবচ্ছিক্ষা চেয়ম্। (গী ৯।২৭) যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ। যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুস্ব মদর্পণমিতি। শিক্ষায়াশ্চাস্যা ভক্তিপ্রকরণপঠিতত্বাৎ ন কর্ম্মিবিষয়তয়া ব্যাখ্যা যুক্তা। কর্ম্মিণো হি কর্ম্মবৈফল্যাভাবার্থং বৈদিকমেব কর্ম্মার্পয়তি। ভক্তাস্তু ভগবৎস্বামিকত্বে-নৈরাত্মানং জানন্তঃ স্বকর্ত্তব্যং বৈদিকং লৌকিকং দৈহিকং চ কর্ম্ম স্বপ্রভুপ্রবর্ত্ত্যমানং প্রতিযন্তঃ সর্ব্বমেব তস্মিন্ সমর্পয়ন্তীতি মহান্ ভেদঃ। অতএবাত্র যদ-শ্নাসীত্যুপন্যস্তং এবমেব তত্র শ্রীরামানজাচার্য্যচরণৈরপি ব্যাখ্যাতম্। অত্র কুর্ব্বাণা ইতি বর্ত্তমাননির্দ্দেশাৎ। ভক্তিং কুর্ব্বন্তীত্যাখ্যাতক্রিয়ায়া মুখ্যত্বাচ্চেয়ং কর্ম্ম-যোগসহিতা ভক্তিরিত্যতো ভক্তেরস্যাঃ কর্ম্মমিশ্রতা জ্ঞেয়া। কর্ম্মমিশ্রয়া ভক্ত্যা সাধ্যা জ্ঞানমিশ্রতয়া চ সাধ্যা মুক্তিসহিতা ভগবদ্রতিঃ শান্তভক্তিনাম্নী (ভাঃ ১।৭।১০) আত্মারামাশ্চ মুনয় ইত্যাদের্জ্ঞেয়া ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই প্রকারে ভক্তিমিশ্র কর্ম্মের দ্বারা ভক্তিমিশ্র জ্ঞান মোক্ষের সাধন হয়—ইহা বলা হইল। এখন ভক্তিমিশ্র নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠানকারী তাদৃশ ভক্তসঙ্গের সৌভাগ্যবশতঃ কাহারও কখনও কর্ম্মমিশ্রা ভক্তিও হইয়া থাকে—ইহাই বলিতেছেন—'কুর্ব্বাণাঃ'—ইত্যাদি শ্লোকে। সেই ভক্তিমিশ্র কর্ম্মে অবস্থিত হইয়া অকস্মাৎ ভক্ত-সঙ্গের সৌভাগ্যবলে, শ্রীভগবানের শিক্ষা (উপদেশ) অনুসারে কর্ম্মসমূহ করিতে করিতে কেহ কেহ শ্রীকৃষ্ণের গুণ ও নাম-সকল গ্রহণ এবং স্মরণ করিয়া থাকেন, অর্থাৎ কীর্ত্তন, স্মরণাত্মিকা ভক্তি করেন—এই অর্থ। শ্রীভগবানের শিক্ষা (উপদেশ) এইরূপ, যথা শ্রীগীতাতে—"হে কৌন্তেয়! তুমি যাহা কিছু কর—ভোজন কর বা হোম কর, দান কর বা তপস্যা কর, সমস্তই আমাতে অর্পণ করিবে।" (এখানে শ্রীধর-স্বামিপাদ বলেন—অর্পণ বলিতে—পত্র, পুষ্পাদিও অথবা যজ্ঞের নিমিত্ত পশু, সোমাদি দ্রব্য আমার নিমিত্ত নানা উদ্যম-সহকারে সংগ্রহ করিয়া সমর্পণ করিতে হইবে, তাহা নহে। তবে তুমি স্বভাবতঃ অথবা শাস্ত্রানুযায়ী যে কোন কর্ম্মাদি করিয়া থাক, সে সকলই যাহাতে আমাতে সমর্পিত হয়, সেইরূপ কর)।

এই শিক্ষা (শ্রীভগবানের উক্তি) ভক্তি-প্রকরণে পঠিত হওয়ায় কর্ম্মিগণের বিষয়রূপে ব্যাখ্যা করা যুক্তিযুক্ত নহে। কর্ম্মিগণ কর্ম্মের যাহাতে বিফলতা না হয়, সেইজন্য কেবল বৈদিকই কর্ম্ম (ভগবানে) অর্পণ করেন। কিন্তু ভক্তগণ—'ভগবানই আমার প্রভু'—এইভাবে নিজেকে জানিয়া, নিজের যাহা কিছু কর্ত্তব্য—বৈদিক, লৌকিক এবং দৈহিক কর্ম্মও আমার প্রভুই আমাকে প্রবর্ত্তিত করাইতেছেন—এই জ্ঞানে সমস্ত কিছু কর্ম্মই সেই নিজ প্রভু শ্রীভগবানে

সমর্পণ করিয়া থাকেন—এই মহান্ ভেদ (পার্থক্য)। অতএব এখানে যাহা কিছু ভক্ষণ কর ইত্যাদি—ভক্তের ন্যায় সমর্পণ করিতে হইবে, এইরূপ শ্রীরামানুজ আচার্য্যপাদও সেখানে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এখানে 'কুর্বাণাঃ'—ইহা বর্ত্তমান-কালে (শতৃ-প্রত্যয়) নির্দ্দেশ-বশতঃ (ঐরূপ ভাবে শ্রীভগবচ্চরণে আত্ম-সমর্পণপূর্ব্বক সমস্ত কিছুই তাঁহাতে সমর্পণ করিতে হইবে—ইহা বুঝা গেল)। 'ভক্তিং কুর্ব্বন্তি'—অর্থাৎ ভক্তি করিতেছে—এই আখ্যাত-ক্রিয়ার মুখ্যত্ব-হেতু—ইহা কর্ম্মযোগ-সহিতা ভক্তি, অতএব এই ভক্তির কর্ম্মমিশ্রতা জানা গেল। কর্ম্মমিশ্র ভক্তির দ্বারা সাধ্যা এবং জ্ঞানমিশ্রিত ভক্তির দ্বারা সাধ্যা মুক্তির সহিত ভগবদ্রতি শান্ত-ভক্তি নাম্নী—ইহা শ্রীভাগবতের "আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ—অর্থাৎ আত্মারাম মুনিসকলের কোন প্রকার হৃদয়গ্রন্থি না থাকিলেও তাঁহারাও উরুক্রম শ্রীকৃষ্ণে ফলাভিসন্ধি-রহিতা ভক্তি করিয়া থাকেন, হরির তাদৃশ অসাধারণ গুণ যে, মুক্ত অমুক্ত সকলেই তদর্থ সমুৎসুক হয়েন"—ইত্যাদি সূত গোস্বামীর উক্তিতে জানিতে হইবে। ॥ ৩৬ ॥

তথ্য—ভগবদর্পিত কর্ম্ম পরে ভক্তির উদয় করায়—ইহা সজ্জনের আচরণ দ্বারা দেখাইতেছেন (শ্রীধর)।

ভগবচ্ছিক্ষা—গী ৯।২৭

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুস্ব মদর্পণম্ ॥"

"ভগবদ্ভক্তগণ শ্রীশৌনকাদির ন্যায় ভগবৎসন্তোষের জন্য কর্ম্ম করিতে করিতে স্বাভাবিক রুচিক্রমে বারংবার ভগবানের নামাদি কীর্ত্তন করেন (শ্রীজীব) ॥ ৩৬ ॥

ওঁ নমো ভগবতে (তুভ্যং) বাসুদেবায় ধীমহি।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—ওঁ বাসুদেবায় প্রদ্যুম্নায় সঙ্কর্ষণায় অনিরুদ্ধায় ভগবতে তুভ্যং (হে কৃষ্ণ এবম্ভূতায় চতুর্ব্যূহাত্মকায়) তে নমঃ ধীমহি (মনসা নমনং কুর্ব্বীমহি) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—প্রণবস্বরূপ হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি প্রণব, তুমি বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চতুর্ব্ব্যূহাত্মক; তোমাকে মনের দ্বারা নমস্কার ও ধ্যান করি ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—তদেবং ভক্তিরহিতানাং জ্ঞানকর্ম্মাদীনাং (ভাঃ ১৫।১২) নৈষ্কর্ম্ম্যেত্যাদিনা নিন্দয়া সর্ব্বথা হেয়ত্বমুক্ত্বা ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মমিত্যাদি (ভাঃ ১৫।১৭-১৯) শ্লোকত্রয্যা পরমোপাদেয়াং শুদ্ধাং নির্গুণাং ভক্তিং স্তুত্বা অহং পুরাতীতভবে ইত্যাদি (ভাঃ ১৫।২৩-২৮) শ্লোকষট্কেন তস্যা এব ভক্তেরাবির্ভাবপ্রকারং প্রেমপর্য্যন্তাং বৃদ্ধিঞ্চোক্ত্বা অধিকারিবিশেষে পুনরুপাদেয়ং ভক্তিমিশ্রং জ্ঞানং ততোঽধিকাং কর্ম্মমিশ্রাং ভক্তিঞ্চোক্ত্বা ইদানীং (ভাঃ ১।১।৮) ব্রূয়ুঃ স্নিগ্ধস্য শিষ্যস্য গুরবো গুহ্যমপ্যুতেত্যুক্তেঃ শ্রীগুরুভ্যঃ প্রাপ্তং স্বমন্ত্রমপি তমুপদিদিক্ষুস্তত্র শ্রদ্ধামুৎপাদয়ন্নাহ দ্বাভ্যাং ওঁ নম ইতি। ত্রয়স্ত্রিংশদক্ষরাত্মকো মন্ত্রশ্চতুর্ব্ব্যূহাত্মকো ভগবানত্র দেবতা সঙ্কষণাদি, ক্রমবিপর্য্যয়েণ নির্দ্দেশস্তু শ্রীকৃষ্ণচতুর্ব্ব্যূহত্বং বোধয়তি তৎপুত্রপৌত্রত্বেন প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধয়োস্তন্নিকটপাঠাৎ। যদ্বা, প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধসঙ্কর্ষণানাং ক্রমেণ সৃষ্টিস্থিতিসংহারকারণত্বাত্তথোক্তিঃ। নমো ধীমহি নমস্কারং ধ্যায়েম মনসা নমনং কুর্ব্বীমহীত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—(এখন পূর্ব্বোক্ত শ্লোক-সমূহের বিশ্লেষণ-পূর্ব্বক আস্বাদন করিতেছেন)। ভক্তিরহিত জ্ঞান ও কর্ম্মাদির 'নৈষ্কর্ম্য নিরঞ্জন জ্ঞানও শোভা পায় না'—ইত্যাদি শ্লোকে নিন্দার দ্বারা সর্ব্ব-প্রকারে উহার হেয়ত্ব বলিয়া, স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া হরির চরণাম্বুজ সেবা করিতে করিতে'—ইত্যাদি তিনটি শ্লোকের দ্বারা পরম উপাদেয়া শুদ্ধা নির্গুণা ভক্তির স্তুতি করিলেন। তারপর 'আমি পূর্ব্বকল্পে পূর্ব্বজন্মে কোন দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া' ইত্যাদি ছয়টি শ্লোকে নিজের পূর্ব্বজন্ম-বৃত্তান্ত বর্ণনার দ্বারা সেই ভক্তির আবির্ভাব-প্রকার এবং প্রেম-পর্য্যন্ত বৃদ্ধি বলিয়া, অধিকারি বিশেষে পুনরায় উপাদেয় ভক্তিমিশ্র জ্ঞান এবং তাহা হইতে অধিক কর্ম্ম-মিশ্রা ভক্তির কথা বর্ণন-পূর্ব্বক এখন 'শ্রীগুরুগণ স্নিগ্ধ শিষ্যের নিকট অতিগূঢ় রহস্যও বলিয়া থাকেন'—ইত্যাদি উক্তির দ্বারা শ্রীগুরুবর্গ হইতে প্রাপ্ত নিজ

মন্ত্রও তাঁহাকে (ব্যাসদেবকে) উপদেশ করিবার ইচ্ছায়, সেখানে শ্রদ্ধা উৎপাদন করিতে করিতে—'ওঁ নমঃ'—ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে মন্ত্র বলিতেছেন। ইহা ত্রয়স্ত্রিংশৎ (তেত্রিশ) অক্ষরাত্মক মন্ত্র, চতুর্ব্যূহাত্মক ভগবান্ এখানের দেবতা, কিন্তু সঙ্কর্ষণাদি ক্রম-বিপর্য্যয়রূপে নির্দ্দেশ—শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ব্যূহত্ব জানাইতেছেন, তাঁহার পুত্র-পৌত্রত্বরূপে প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের তাঁহার নিকটে পাঠ-বশতঃ। অথবা প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ ও সঙ্কর্ষণ—ইঁহারা ক্রমানুযায়ী সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের কারণ বলিয়া ঐরূপ উক্তি। 'নমো ধীমহি'—আমরা নমস্কার ধ্যান করিতেছি অর্থাৎ মনে মনে নমস্কার করিতেছি—এই অর্থ ॥৩৭॥

তথ্য—ভাঃ ১১৷৫৷২৮ শ্লোকেও এই মন্ত্র দেখা যায়। শ্রীচরিতামৃতে মধ্য ২০শ পঃ ৩৩৭ সংখ্যা

এই মন্ত্রে দ্বাপরে করে কৃষ্ণার্চ্চন।
কলিযুগের ধর্ম্ম—কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন ॥

পঞ্চরাত্রবক্তা শ্রীনারায়ণ হইতে এই জন্মে শ্রীনারদ যে প্রণবমন্ত্র লাভ করিয়াছেন, তাহা শ্রীব্যাসকে উপদেশ করিতেছেন। সঙ্কর্ষণাদি ক্রমবিপর্য্যয় দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ব্যূহত্ব বুঝাইতেছেন। তাঁহার পুত্র প্রদ্যুম্ন, পৌত্র অনিরুদ্ধ যথাক্রমে তাঁহার নিকটবর্ত্তী। বাম ও দক্ষিণের মধ্যে বাসুদেব সঙ্কর্ষণকে জানিতে হইবে। অনিরুদ্ধ বাসুদেবের বামে অবস্থিত (শ্রীজীব) ॥ ৩৭ ॥

বিবৃতি—শ্রীমদ্ভাগবত পঞ্চরাত্র কথিত চতুর্ব্যূহের এই মন্ত্রকে বৈদিক মন্ত্র বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন। বেদবিরোধিগণ স্বীয় রুচিবশে পঞ্চরাত্রকে বেদের সহিত পৃথক্ বলিয়া স্থাপন করেন কিন্তু পঞ্চরাত্র বেদের বিস্তার গ্রন্থ। এই কথাই শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বীকার করিয়াছেন। যাঁহারা পাঞ্চরাত্রিক প্রথাকে অবৈদিক বলিবার দুঃসাহস করেন তাঁহারা প্রচ্ছন্নবৌদ্ধ। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য "উৎপত্ত্যসম্ভবাধিকরণে" বাসুদেবকে সঙ্কর্ষণের জনক, সঙ্কর্ষণকে প্রদ্যুম্নের জনক ও প্রদ্যুম্নকে অনিরুদ্ধের জনক বলিয়া যে পঞ্চরাত্রোক্ত বিচার উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা অসাত্বত। ঐ চতুর্ব্যূহ চারিমূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়াও এক অদ্বয়জ্ঞান বাসুদেবই, কেহ কাহারও জনক নহে। মায়াবাদিগণের বিচারে সঙ্কর্ষণ জীবতত্ত্ব, প্রদ্যুম্ন অহঙ্কারতত্ত্ব ও অনিরুদ্ধ মনস্তত্ত্ব বলিয়া উল্লিখিত হন। কিন্তু তাঁহারা ঐ সকল তত্ত্ব না হইয়া ঐ সকল তত্ত্বেরই মূল কারণ। এই চতুর্ব্যূহ সমানধর্ম্মা—দীপ হইতে অপর দীপের প্রকাশের ন্যায়। তবে তাঁহাদিগের লীলাগত পরস্পর বৈচিত্র্য আছে।

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য আরও বলেন, বেদ হইতে শাণ্ডিল্য ঋষি অধিক উপকার পান নাই। পঞ্চরাত্র হইতে বিশেষ লাভবান্ হইয়াছেন, সুতরাং পঞ্চরাত্র অবৈদিক। প্রকৃত প্রস্তাবে ঐরূপ লেখনীতে পঞ্চরাত্রের অবৈদিকতা প্রমাণিত হয় না। পঞ্চরাত্র বেদ বিস্তৃতি মাত্র, বেদ বিরোধী নহে। শাণ্ডিল্য ঋষির পাঞ্চরাত্রিক অভিজ্ঞতা অধিকতর সুবিধাজনক বলায় বেদের মৌলিকতাই তাঁহার উক্তি দ্বারা স্বীকৃত হয়। তবে তদ্দ্বারা পঞ্চরাত্রের উপযোগিতার অধিক্যই জানা যায়।

এই চতুর্ব্যূহ হইতেই পুরুষাবতারগণের দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হয় ও বৈকুণ্ঠের বৈচিত্র্য সম্পাদিত হয়। যাঁহারা এই পুরুষাবতার তত্ত্ব ও তন্মূলভূত চতুর্ব্যূহ তত্ত্ব অবগত আছেন, তাঁহারাই মায়াবন্ধন হইতে মুক্ত হন। প্রাকৃতিক দৃশ্য জগৎ তাঁহাদিগকে হরি বিস্মরণ করাইতে পারে না।

দুগ্ধ হইতে ঘৃত হয়, দুগ্ধ অপেক্ষা ঘৃতের উপযোগিতা অধিক বলিলে দুগ্ধের মৌলিকতার হানি করা হয় না ॥ ৩৭ ॥

ইতি মূর্ত্ত্যভিধানেন মন্ত্রমূর্ত্তিমমূর্ত্তিকম্।
যজতে যজ্ঞপুরুষং স সম্যগ্দর্শনঃ পুমান্ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—(যঃ) ইতি মূর্ত্ত্যভিধানেন (বাসুদেবাদীনাং চতুর্ণাং নামচতুষ্টয়সমন্বিতেন মন্ত্রেণ) মন্ত্রমূর্ত্তিং (মন্ত্রস্বরূপং) অমূর্ত্তিকং (মন্ত্রোক্তব্যতিরিক্তমূর্ত্তিশূন্যং) যজ্ঞপুরুষং (সর্ব্বদেবপূজ্যং আদিপুরুষং) যজতে স পুমান্ সম্যগ্ দর্শনঃ (প্রকৃতজ্ঞানবান্) ভবতি ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—এইরূপ বাসুদেবাদি চারিমূর্ত্তির নামাত্মক মন্ত্র দ্বারা যিনি মন্ত্রোক্তচিন্ময়রূপী অথবা প্রাকৃতমূর্ত্তিরহিত যজ্ঞেশ্বরকে পূজা করেন সে ব্যক্তি সর্ব্বভূতে শ্রীভগবদ্দর্শনহেতু সমদৃক্ ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—ইতি মূর্ত্তীনাং বাসুদেবাদীনাং অভিধানেন নামচতুষ্টয়েন যজতে পঞ্চরাত্রোক্তবিধিনা বাসুদেবায় নমঃ প্রদ্যুম্নায় নম ইত্যেবং ষোড়শোপচারৈর্যঃ পূজয়েৎ মন্ত্রমূর্ত্তিং মন্ত্রধ্যানোক্তমূর্ত্তিং মন্ত্রেণৈব জপিতেনাবির্ভবতি মূর্ত্তিঃ শরীরং যস্যেতি বা। অমূর্ত্তিকং প্রাকৃতমূর্ত্তিরহিতং অকঠিনং কৃপার্দ্রমিতি বা। মূর্ত্তিঃ কাঠিন্যকায়য়োরিত্যমরঃ। যজ্ঞ-পুরুষং যজনীয়ং পুরুষং স সম্যগ্ দর্শনঃ তং দৃষ্ট্বা অন্যোঽপি কৃতার্থা ভবন্তীত্যর্থঃ। যদ্বা দর্শনং জ্ঞানম্। যদ্বা দৃশ্যতে অনেনেতি দর্শনং শাস্ত্রং ভক্তিপ্রতিপাদকং পঞ্চরাত্রাদি সম্যক্ ধন্যমাত্মপ্রসাদকত্বাৎ। ন তু (ভাঃ ১।৫।৮) যেনৈবাসৌ ন তুষ্যতে মন্যে তদ্দর্শনং খিলমিত্যুক্তলক্ষণং ভক্তিরহিতং শাস্ত্রমেব খিলমিত্যর্থঃ। ততশ্চ কৃতবেদান্তদর্শনস্যাপি তবায়মাত্মা ন বৈ পরিতুষ্টঃ মম তু কৃতপঞ্চরাত্রশাস্ত্রস্যাত্মা সদা প্রসন্ন এবেতি ভাবঃ ॥ ৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইরূপ বাসুদেবাদি মূর্ত্তিসমূহের অভিধান অর্থাৎ চারিটির নাম উল্লেখপূর্ব্বক যিনি যজনা (পূজা) করেন। পঞ্চরাত্রোক্ত বিধির দ্বারা 'বাসুদেবায় নমঃ'—বাসুদেবকে নমস্কার, 'প্রদ্যুম্নায় নমঃ'—প্রদ্যুম্নকে নমস্কার করিতেছি, এইরূপে ষোড়শ উপচারের দ্বারা যিনি পূজা করেন। মন্ত্রমূর্ত্তি—বলিতে মন্ত্র-ধ্যানে উক্ত যে মূর্ত্তি, অথবা মন্ত্রের দ্বারাই জপ্য হইয়া যাঁহার মূর্ত্তি (শরীর) আবির্ভূত হন। অমূর্ত্তিক-বলিতে প্রাকৃত মূর্ত্তি-রহিত অকঠিন অথবা কৃপায় দ্রবীভূত। অমরকোষে মূর্ত্তি-শব্দের অর্থ করা হইয়াছে—"মূর্ত্তি, কাঠিন্য (দৃঢ়তা) ও কায় (শরীর)।" 'যজ্ঞপুরুষ' বলিতে যজনীয় পুরুষ অর্থাৎ যে শ্রীবিগ্রহকে পূজা করা হইতেছে। (মন্ত্রস্বরূপ মূর্ত্তি অথবা অমূর্ত্তিক যজ্ঞপুরুষের যিনি অর্চনা করেন), তিনি সম্যক্‌দর্শন অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞানবান্ হন, তাঁহাকে দেখিয়া অন্যেও কৃতার্থ হইয়া থাকেন —এই অর্থ। অথবা, দর্শন বলিতে—যাহার দ্বারা দেখা যায়, শাস্ত্র, ভক্তি-প্রতিপাদক পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্রই সম্যক্ অর্থাৎ আত্মপ্রসাদকত্ব-হেতু ধন্য। "যে ধর্ম্মাদি জ্ঞানের দ্বারা সেই ভগবান্ প্রীত হন না, সেই জ্ঞান বা সেই শাস্ত্র অপূর্ণ বলিয়া মনে করি।"—এই পূর্ব্বোক্ত দেবর্ষি নারদের উক্তির দ্বারা ভক্তিরহিত শাস্ত্রই খিল অর্থাৎ ন্যূন। সুতরাং বেদান্তদর্শন প্রণয়ন করিয়াও তোমার এই আত্মা পরিতুষ্ট হয় নাই, কিন্তু পঞ্চরাত্র শাস্ত্র প্রণয়নের দ্বারা আমার আত্মা সর্ব্বদা প্রসন্নই রহিয়াছে, এই ভাব ॥ ৩৮ ॥

তথ্য—অমূর্ত্তিক—প্রাকৃত মূর্ত্তিরহিত। ভগবদাবির্ভাব হইলেই দর্শনের সুষ্ঠুতা, নতুবা ব্রহ্মদর্শনের ন্যায় অপূর্ণ (শ্রীজীব) ॥ ৩৮ ॥

বিবৃতি—দাসীগর্ভজাত নারদ বৈদিক সংস্কারে সংস্কৃত না হইয়াও প্রণব সংযুক্ত মন্ত্র ঋষিগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়া সেই মন্ত্রে পূজাধিকার লাভ করিয়া মন্ত্রমূর্ত্তিক দেবের উপাসনা করেন। এই বার্য্যে—

স্বাহা-প্রণবসংযুক্তং শূদ্রে মন্ত্রং দদদ্দ্বিজঃ।
শূদ্রো নিরয়মাপ্নোতি দ্বিজশ্চাণ্ডালতাং ব্রজেৎ ॥

এই স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণগণের বিচারে পারমার্থিক ব্রাহ্মণগণের পাতিত্য ঘটে নাই এবং নারদের দাসীগর্ভজ জন্মে বৈদিক অযোগ্যতা ঘটে নাই। শ্রীনারদের নিকট হইতেই এই মন্ত্র শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস লাভ করিয়াছিলেন—এই কথা টীকাকার আচার্য্যগণের লেখায় ও মূলশ্লোকে উদাহৃত আছে।

যাঁহারা পঞ্চরাত্রোক্ত অধোক্ষজ সেবা বিচার বুঝেন না, তাঁহারাই অক্ষজ দর্শনের বশীভূত হইয়া প্রকৃত শ্রৌত পথ স্বীকার করেন না—তাঁহারা অবৈদিক বৌদ্ধ তাঁহাদেরই খিল বা অসম্যগ্‌দর্শন ॥ ৩৮ ॥

ইমং স্বনিগমং ব্রহ্মন্নবেত্য মদনুষ্ঠিতম্।
অদান্মে জ্ঞানমৈশ্বর্য্যং স্বস্মিন্ ভাবঞ্চ কেশবঃ ॥৩৯॥

অন্বয়ঃ—হে ব্রহ্মন্! কেশবঃ (হরিঃ) ইমং (পূর্ব্বোক্তপ্রকারং) স্বনিগমং (স্বোপদেশং) মদনুষ্ঠিতং (ময়া সম্যক্ প্রতিপালিতং) অবেত্য (জ্ঞাত্বা) মে (মহ্যং) জ্ঞানং (ঈশ্বরজ্ঞানং) ঐশ্বর্য্যং (ভক্তিযোগৈশ্বর্য্যং) স্বস্মিন্ ভাবঞ্চ (প্রীতিঞ্চ) অদাৎ (দত্তবান্) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—হে ব্রহ্মন্, এই অন্তরঙ্গাবাণী আমি পালন করিয়াছি জানিয়া ভগবান্ শ্রীহরি আমাকে স্বীয় অনুভব ও অণিমাদি ঐশ্বর্য্য এবং পরে তৎ

সমুদয়ে অনাসক্তিহেতু প্রেম প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—স্বনিগমং নিজান্তরঙ্গবেদোক্তং জ্ঞানং প্রথমতঃ স্বানুভবং তত ঐশ্বর্য্যং স্বাণিমাদিরূপং ততস্তত্র মমানাসক্তিমভিপ্রেত্য ভাবং স্বমহাপ্রেমাণঞ্চ অদাৎ ততশ্চ মহ্যমপীমং মন্ত্রং কৃপয়োপদিশেতি প্রার্থিতেন শ্রীনারদেন ব্যাসস্তমেব মন্ত্রমুপদিষ্ট ইতি সুধীভির্বোদ্ধব্যম্ ॥ ৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্বনিগম'—বলিতে নিজের অন্তরঙ্গ বেদোক্ত জ্ঞান। প্রথমতঃ স্বানুভব (যাহার দ্বারা ভগবানকে অনুভব করা যায়, তাদৃশ নিজ অনুভব), তারপর নিজ অণিমাদি-রূপ ঐশ্বর্য্য, অনন্তর সেখানে (সেই ঐশ্বর্য্যাদিতে) আমার অনাসক্তি বোধ-করতঃ ভাব অর্থাৎ নিজ মহাপ্রেম প্রদান করিয়াছিলেন। অতএব 'আমাকেও এই মন্ত্র কৃপাপূর্ব্বক উপদেশ করুন'—এইরূপ (ব্যাস-কর্ত্তৃক) প্রার্থিত হইয়া শ্রীনারদ সেই মন্ত্রই ব্যাসদেবকে উপদেশ করিয়াছিলেন, ইহা বিদ্বদ্গণের বোদ্ধব্য ॥৩৯॥

তথ্য—১। এইরূপে ভজন করিতে থাকিলে আমাকে শ্রীহরি নিজসদৃশ জ্ঞানাদি দিয়াছিলেন (শ্রীধর)। ২। 'স্বনিগম'—নিজ অন্তরঙ্গ পরমবেদ (পঞ্চরাত্র)। মহাভারত মোক্ষ-ধর্ম্ম-পর্ব্ব ৩৪৫ অধ্যায় ও ২।২।৪৩ ব্রহ্মসূত্রের শ্রীরামানুজপাদকৃত শ্রীভাষ্য দ্রষ্টব্য। প্রথমতঃ 'জ্ঞান' অর্থাৎ পরেশানুভব, পরে নিজ অণিমাদিরূপ ঐশ্বর্য্য, তৎপরে ঐশ্বর্য্যাদিতে অনাসক্তি দেখিয়া নিজের মহাপ্রেম দিয়াছিলেন (শ্রীজীব) ॥ ৩৯ ॥

ত্বমপ্যদভ্রশ্রুত-বিশ্রুতং বিভোঃ
সমাপ্যতে যেন বিদাং বুভুৎসিতম্।
প্রখ্যাহি দুঃখৈর্মুহুরর্দ্দিতাত্মনাং
সংক্লেশনির্ব্বাণমুশন্তি নান্যথা ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং প্রথমস্কন্ধে ব্যাস-নারদসংবাদো নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

—৩১

অন্বয়ঃ—(হে) অদভ্র-শ্রুত! (অনল্পং শ্রুতং যস্য সঃ সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ! ত্বমপি বিভোঃ (বিষ্ণোঃ) বিশ্রুতং (যশঃ) প্রখ্যাহি (কথয়) যেন (বিশ্রুতেন বুদ্ধেন) বিদাং (বিদুষাং) বুভুৎসিতং (বোদ্ধুমিচ্ছা) সমাপ্যতে (সম্পূর্ণং জায়তে) দুঃখৈঃ (আধ্যাত্মিকাদি-ত্রিবিধদুঃখৈঃ) অর্দ্দিতাত্মনাং (পীড়িতানাং জনানাং) সংক্লেশনির্ব্বাণং (দুঃখ-শান্তিং) অন্যথা (প্রকারান্তরেণ) ন উশন্তি (পণ্ডিতা ন মন্যন্তে) ॥ ৪০ ॥

ইতি প্রথমস্কন্ধ-পঞ্চমাধ্যায়স্যান্বয়ঃ সমাপ্তঃ।

অনুবাদ—হে সর্ব্ববেদশাস্ত্রজ্ঞ মহর্ষে, তুমিও সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণুর সেই যশঃ প্রকৃষ্টরূপে কীর্ত্তন কর, যাহা জানিলে বিদ্বদ্গণের জিজ্ঞাসা সমাপ্ত হয় অর্থাৎ যাহা জানিলে তাঁহারা সমস্তই জানিতে পারেন। কেননা মুনিগণ বলেন যে, পুনঃ পুনঃ ত্রিবিধ দুঃখে তাপিত মানবগণের সংসার ক্লেশ শান্তির অন্য উপায় নাই ॥ ৪০ ॥

ইতি প্রথম স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—হে অদভ্রশ্রুত! অনল্পবেদশাস্ত্রজ্ঞ হে সর্ব্বজ্ঞেত্যর্থঃ। বিভোর্বিশ্রুতং যশঃ প্রখ্যাহি কথয় যেন বিশ্রুতেন বুদ্ধেন বিদাং বিদুষাং বুভুৎসিতং বোদ্ধুমিচ্ছা সমাপ্যতে তদ্যশোঽমৃতস্বাদনিমগ্নানাং সদা তদেকভক্তিমতাং জ্ঞানায় স্পৃহৈব ন ভবেদিত্যর্থঃ। অন্যথা প্রকারান্তরেণ দুঃখৈঃ পীড়িতানাং জীবানাং ক্লেশশান্তিং ন উশন্তি ন মন্যন্তে বিবেকিনঃ ॥ ৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হে অদভ্রশ্রুত! অদভ্র বলিতে অনল্প, বহু বেদ-শাস্ত্র যিনি জানেন, হে সর্ব্বজ্ঞ—এই অর্থ। বিভু সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণুর বিশ্রুত যশঃ প্রকৃষ্টরূপে কীর্ত্তন কর, যাহা জানিলে বিদ্বদ্-গণের জানিবার ইচ্ছা সমাপ্ত হয়। আর, সেই যশঃ-রূপ অমৃতের আস্বাদনে সদা নিমগ্ন তাঁহার একান্ত ভক্তিমান্ ভক্তগণের জ্ঞানের স্পৃহাই হয় না—এই অর্থ। অন্যথা অন্য কোন উপায়েই দুঃখ-সমূহে নিপীড়িত জীবগণের ক্লেশ-শান্তি হয় না বলিয়া বিবেকিগণ—মনে করেন ॥ ৪০ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্ ।
প্রথমে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥৫॥
ইতি শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিঠক্কুর কৃতা শ্রীভাগবতপ্রথম-
স্কন্ধপঞ্চমোঽধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী
টীকা সমাপ্তা ।

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দ-দায়িনী 'সারার্থ-দর্শিনী'—টীকার প্রথম স্কন্ধে সাধু-সম্মত পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ইতি শ্রীভাগবতের প্রথম স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ের শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

মধ্ব—ত্বমীশ্বরোঽপি ॥ ৪০ ॥
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতপ্রথমস্কন্ধতাৎপর্য্যে শ্রীমদানন্দ-
তীর্থভগবৎপাদাচার্য্যবিরচিতে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥

তথ্য—১। এই কারণে আপনিও তদনুরূপ আচরণ করুন। অদভ্র—প্রচুর। শ্রুত—বেদ। বিশ্রুত—যশ। বিদাং—বিদ্বদ্‌গণের। বুভুৎসিতং—বুঝিবার ইচ্ছা (শ্রীধর) এইরূপে ভগবদ্‌গুণ শ্রবণ-কীর্ত্তন দ্বারা আমার ভগবৎপ্রেম লাভ পর্য্যন্ত সমস্তই তপস্যাদির পরম ফল বলিয়া আপনিও আমার ন্যায় ভগবদ্‌গুণ বর্ণন করিতে আরম্ভ করুন। (শ্রীজীব) ॥ ৪০ ॥

ইতি প্রথম স্কন্ধের পঞ্চমাধ্যায়ের তথ্য সমাপ্ত।

বিবৃতি—মুক্তপুরুষগণেরই ভগবানের রূপ-গুণ-লীলা-কীর্ত্তন। বদ্ধজীবগণ কখনই ভগবানের রূপ-গুণ-লীলা কীর্ত্তন করিতে পারেন না। ব্রহ্মজ্ঞগণের হরিসেবাই একমাত্র কৃত্য। তাঁহারা অবিদ্যাগ্রস্ত হইয়া ব্যবহারিক জগতে স্ব-স্ব শ্রেষ্ঠতা স্থাপনে যত্ন করেন না। অনভিজ্ঞ ব্রাহ্মণব্রুবগণের ন্যায় অচ্যুতাত্ম ব্রহ্মজ্ঞ ভগবৎসেবা ব্যতীত অন্য কোন কার্য্য করেন না।

ভগবান্ শ্রীহরির কীর্ত্তন হইলেই জীবের যাবতীয় জিজ্ঞাসার সদুত্তর-প্রাপ্তি ঘটে। হরিকথা কীর্ত্তনের দুর্ভিক্ষেই জীবের নানাপ্রকার তর্কমূলক বাদবিসংবাদ ও সন্দেহাদি উপস্থিত হয়। বিষ্ণুধর্ম্মেও তাহাই কথিত হইয়াছে।

ঋগ্বেদোঽথ যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽপ্যথর্ব্বণঃ।
অধীতাস্তেন যেনোক্তং হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্ ॥ ৪০ ॥
ইতি প্রথমস্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ের বিবৃতি সমাপ্ত।

**ইতি শ্রীমদ্ভাগবত প্রথমস্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ের
শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত।**
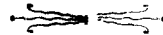
ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

**শ্রীসূত উবাচ—
এবং নিশম্য ভগবান্ দেবর্ষের্জন্ম কর্ম্ম চ।
ভূয়ঃ পপ্রচ্ছ তং ব্রহ্মন্ ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ ॥ ১ ॥**

শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য

ষষ্ঠ অধ্যায়ের কথাসার

ষষ্ঠ অধ্যায়ে শ্রীহরিকথাকীর্ত্তন-মাহাত্ম্যে শ্রীবেদ-ব্যাসের প্রত্যয় উৎপাদন করাইবার জন্য শ্রীনারদ কৃষ্ণসংকীর্ত্তনজনিত স্বীয় পূর্ব্বজন্মলব্ধ সৌভাগ্য বর্ণন করিতেছেন।

শ্রীসূত শৌনককে কহিলেন, হে ব্রহ্মন, শ্রীনারদের মুখে তাঁহার জন্ম ও কর্ম্ম শ্রবণ করিয়া ভগবান্ ব্যাসদেব পুনরায় দেবর্ষির পরবর্ত্তিকালের আচরণ ও জাতিস্মরতা-বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীনারদ কহিলেন,—'কালবশে একদিন আমার জননী সর্প-দংশনে ইহলোক ত্যাগ করেন। ঐ ঘটনাকে আমার প্রতি ভগবানের অনুগ্রহ জানিয়া আমি গৃহ ত্যাগ করিলাম। অতঃপর বহুদেশ ভ্রমণ করিতে করিতে এক বৃক্ষতলে উপনীত হইয়া পরমাত্মা শ্রীহরিকে ধ্যানযোগে দেখিতে পাইলাম। তিনি সুমধুর বাক্যে

আমাকে কহিলেন, 'তুমি এই জন্মে আর আমাকে দেখিতে পাইবে না, আমার প্রতি তোমার অনুরাগ-বৃদ্ধির জন্যই তোমাকে দেখা দিলাম। তুমি আরও কিছুদিন সাধুসেবাদ্বারা বুদ্ধি দৃঢ়া করিয়া এই দেহ-ত্যাগান্তে আমার পার্ষদত্বলাভ করিলে তোমার বুদ্ধি নিশ্চলা হইবে এবং তুমি জাতিস্মর হইবে।' এই বলিয়া তিনি অন্তর্হিত হইলে আমি লজ্জা ত্যাগপূর্ব্বক অমানী মানদ হইয়া হরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে পৃথিবী পর্য্যটন ও মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

ত্রৈলোক্য-ধ্বংসের পর ভগবান্ নারায়ণ একার্ণব-জলে শয়ন করিলে আমি ভগবানের দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করি। প্রলয়াবসানে তিনি পুনরায় সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিলে, মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণের সহিত আমিও তাঁহার ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে জন্মগ্রহণ করিলাম। তদবধি ভগবৎকৃপায় আমি এই দেবদত্ত বীণায় হরিগুণ গান করিতে করিতে ত্রিভুবন পরিভ্রমণ করিয়া থাকি। তৎকালে আমি আমার হৃদয়ে ভগবৎসাক্ষাৎকার লাভ করি। বাস্তবিকপক্ষে, একমাত্র হরিলীলা-কীর্ত্তনদ্বারাই ভবসিন্ধু পার হওয়া যায় এবং মন নিগৃহীত হয়।'

এই বলিয়া শ্রীনারদ শ্রীব্যাসের সহিত সম্ভাষণা-নন্তর বীণা-যন্ত্রে হরিগুণ গান করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন।

অন্বয়ঃ—সূত উবাচ। হে ব্রহ্মন্, ভগবান্ (যোগৈশ্বর্য্যশালী) সত্যবতীসুতঃ ব্যাসঃ এবং (পূর্ব্বাধ্যায়বর্ণিতঃ) দেবর্ষেঃ (নারদস্য) জন্ম (জন্মবিবরণং) কর্ম্ম চ (কার্য্যঞ্চ) নিশম্য (শ্রুত্বা) ভূয়ঃ (পুনরপি) তং (নারদং) পপ্রচ্ছ (জিজ্ঞাসিত-বান্)॥ ১॥

অনুবাদ—শ্রীসূত কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! দেবর্ষি নারদের এতাদৃশ জন্ম ও কর্ম্মবৃত্তান্ত সাদরে শ্রবণ করিয়া সত্যবতী তনয় ভগবান্ বেদব্যাস শ্রীনারদকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন॥ ১॥

বিশ্বনাথ—

ষষ্ঠে গত্বা বনং কৃষ্ণদর্শনং তদ্বচঃশ্রুতিঃ।
তদ্দত্তচিন্ময়তনোর্নারদেনাপ্তিরুচ্যতে॥ ১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই ষষ্ঠ অধ্যায়ে নারদ কর্ত্তৃক বনে গমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণদর্শন, তাঁহার (অশরীরী) বাণী শ্রবণ এবং তাঁহার প্রদত্ত চিন্ময় তনুর প্রাপ্তি বলা হইয়াছে॥ ১॥

শ্রীব্যাস উবাচ—

ভিক্ষুভির্বিপ্রবসিতে বিজ্ঞানাদেষ্টৃভিস্তব।
বর্ত্তমানো বয়স্যাদ্যে ততঃ কিমকরোদ্ভবান্॥ ২॥

অন্বয়ঃ—শ্রীব্যাস উবাচ। তব বিজ্ঞানাদেষ্টৃভিঃ (উপদেশকর্ত্তৃভিঃ) ভিক্ষুভিঃ (পরিব্রাজকাশ্রম-বাসিভিঃ) বিপ্রবসিতে (দূরদেশগমনে কৃতে সতি) (ততঃ) ভবান্ আদ্যে (প্রথমে) বয়সি (বাল্যে) বর্ত্তমানঃ (স্থিতঃ সন্) কিং অকরোৎ (কিং কৃতবান্)॥ ২॥

অনুবাদ—শ্রীব্যাস কহিলেন হে দেবর্ষে, আপনার সেই গুহ্য ভগবজ্জ্ঞান বিষয়ে উপদেশদাতা পরি-ব্রাজকগণ দূরদেশে গমন করিলে পর প্রথম বয়সে তদানীন্তন বাল্যাবস্থায় আপনি কি করিয়াছিলেন॥২॥

বিশ্বনাথ—বিপ্রবসিতে তস্মাৎ প্রবাসতো বিচ্যুতে সংপ্রসারণাভাব আর্ষঃ। কিমকরোদিতি ত্বচ্ছিষ্যোঽহ-মপি তথা চিকীর্ষামীতি ভাবঃ॥ ২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—জ্ঞানোপদেষ্টা সেই পরি-ব্রাজকগণ সেই প্রবাস হইতে বিচ্যুত হইলে অর্থাৎ দূরদেশে গমন করিলে। 'বিপ্রবসিতে'—এই পদে সম্প্রসারণের অভাব—আর্ষ প্রয়োগ হইয়াছে। আপনি বাল্যাবস্থায় কি করিয়াছিলেন? দেবর্ষি নারদকে ব্যাসদেবের এই প্রশ্ন করিবার অভিপ্রায়—আপনার শিষ্য আমিও সেইরূপ করিবার অভিলাষ করি॥২॥

তথ্য—নিজেও তাদৃশ হরিকীর্ত্তনে অভিলাষী হইয়া শ্রীব্যাসদেব শ্রীনারদকে এক্ষণে তাঁহার গুরূ-পদেশ লাভের পরবর্ত্তী চরিত্রের কথা তিনটী শ্লোকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। বিপ্রবসিতে—১। দূরদেশ গমন করিলে (শ্রীধর); ২। বিশেষরূপে প্রবাসে থাকিলে (শ্রীজীব)॥ ২॥

স্বায়ম্ভুব কয়া বৃত্ত্যা বর্ত্তিতং তে পরং বয়ঃ।
কথং বেদমুদস্রাক্ষীঃ কালে প্রাপ্তে কলেবরম্॥৩॥

অন্বয়ঃ—(হে) স্বায়ম্ভুব ! (ব্রহ্মপুত্র) তে পরং বয়ঃ (উত্তরমায়ুঃ) কয়া বৃত্ত্যা (কেন প্রকারেণ) বর্ত্তিতং (নীতং), কালেপ্রাপ্তে ইদং (দাসীপুত্রভূতং কলেবরং) কথং বা উদস্রাক্ষীঃ (উৎসৃষ্টবানসি) ॥৩॥

অনুবাদ—হে ব্রহ্মনন্দন, আপনি আয়ুষ্কালের অবশিষ্টভাগ কোন্ কার্য্যে ব্যয় করিয়াছিলেন ? কালবশে বার্দ্ধক্য আসিলে কিরূপেই বা সেই দাসী গর্ভজাত দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—ইদং দাসীপুত্রভূতং কলেবরং কথং উৎসৃষ্টবানসি ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই দাসীপুত্রভূত অর্থাৎ দাসীর গর্ভজাত দেহ কি প্রকারে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

প্রাক্‌কল্পবিষয়ামেতাং স্মৃতিং তে মুনিসত্তম ।
ন হ্যেষ ব্যবধাৎ কাল এষ সর্ব্বনিরাকৃতিঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—হে মুনিসত্তম ! এষঃ কালঃ (কল্পান্ত-লক্ষণঃ সময়ঃ) কথং তে (তব) প্রাক্‌কল্পবিষয়াং (পূর্ব্বকল্প-সম্বন্ধিনীং) এতাং (পূর্ব্বোক্তাং) স্মৃতিং ন ব্যবধাৎ (ব্যবধাৎ খণ্ডিতবান্ অড়াগমাভাবস্ত্বার্ষঃ) হি (যতঃ) এষঃ (কালঃ) সর্ব্বনিরাকৃতিঃ (সর্ব্বস্য বিষয়স্য অপলাপো যস্মাৎ সঃ সর্ব্বনাশী) ॥

অনুবাদ—হে মুনিশ্রেষ্ঠ, কেনই বা এই কল্পান্ত-স্থায়িকাল আপনার পূর্ব্ব জন্মান্তরীণ এই স্মৃতিশক্তি খণ্ডন করিতে পারে নাই। কারণ এই কালপ্রভাবে সকল বস্তুরই বিলোপ সাধন ঘটে ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—ন ব্যবধাৎ ব্যবধায় ন খণ্ডিতবান্ অড়াগমাভাব আর্ষঃ নিরাকৃতির্ব্বিনাশঃ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কল্পান্তলক্ষণ কাল কিজন্য আপনার পূর্ব্বকল্প-সম্বন্ধিনী স্মৃতি খণ্ডন করেন নাই। ব্যবধাৎ—এই পদে অড়াগমের অভাব—আর্ষ প্রয়োগ। সর্ব্বনিরাকৃতি বলিতে সমস্ত কিছুর বিনাশ হয় যাহাতে, সেই কাল ॥ ৪ ॥

তথ্য—সর্ব্বনিরাকৃতি—সকলের অপলাপ অর্থাৎ লয়কারী (শ্রীধর) ॥ ৪ ॥

শ্রীনারদ উবাচ—

ভিক্ষুভির্বিপ্রবসিতে বিজ্ঞানাদেষ্টৃভির্মম ।
বর্ত্তমানো বয়স্যাদ্যে তত এতদকারষম্ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীনারদ উবাচ (কথয়ামাস)। মম বিজ্ঞানাদেষ্টৃভিঃ (মম উপদেশকর্ত্তৃভিঃ) ভিক্ষুভিঃ (পরিব্রাজকৈঃ) বিপ্রবসিতে (দূরদেশগমনে কৃতে সতি) আদ্যে বয়সি (বাল্যবয়সি) বর্ত্তমানঃ (স্থিতঃ অহং) ততঃ (তদনন্তরং) এতৎ (বক্ষ্যমাণ-প্রকারং) অকারষম্ (অকার্ষং কৃতবান্) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীনারদ কহিলেন, আমার ভগবজ্-জ্ঞানবিষয়ে উপদেশদাতা সন্ন্যাসিবৃন্দ দেশান্তরে গমন করিলে প্রথম বয়সে (বাল্যাবস্থায়) আমি এইরূপ কর্ম্ম করিয়াছিলাম ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—অকারষমিতি রেফষকারবিশ্লেষঃ ছন্দোহনুরোধেন। যদুক্তম্। মূর্দ্ধরেফারিকল্প্যন্তে ছন্দোভঙ্গভয়াদিহেতি ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অকারষম্—(করিয়াছিলাম)। অকার্ষম্—এই স্থলে রেফ এবং ষ-কারের বিশ্লেষ—ইহা ছন্দের অনুরোধে করা হইয়াছে। এইরূপ উক্ত আছে—ছন্দোভঙ্গের ভয়ে মূর্দ্ধ রেফ (´) বিকল্পে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

একাত্মজা মে জননী যোষিন্মূঢ়া চ কিঙ্করী ।
ময্যাত্মজেঽনন্যগতৌ চক্রে স্নেহানুবন্ধনম্ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—একাত্মজা (এক এবাহমাত্মজো যস্যাঃ সা মদেকপুত্রা) যোষিৎ মূঢ়া চ (অবলা সরলা চ অতঃ স্নেহশীলা) কিঙ্করী (পরিচারিকা অনাথা) মে জননী (মম মাতা) অনন্যগতৌ (অন্য রক্ষক-হীনে) আত্মজে (তনয়ে) ময়ি স্নেহানুবন্ধনং (সম-ধিকস্নেহং) চক্রে (কৃতবতী) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—আমার মাতা একে অবলা স্ত্রীজাতি, স্বভাবতঃ বুদ্ধিহীনা ও পরাধীনা দাসী, তাহাতে আবার আমিই তাঁহার একমাত্র পুত্র, সুতরাং তিনি আমার অন্যগতি নাই দেখিয়া আমাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—একাঽহমেবাত্মজো যস্যাঃ সা ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'একাত্মজা' বলিতে একমাত্র আমিই আত্মজ পুত্র যাঁহার—সেই আমার জননী ॥ ৬ ॥

তথ্য—কিছুকাল যে তথায় মাতৃস্নেহবদ্ধ হইয়া বাস করিয়াছিলেন, তাহা তিনটী শ্লোকে বলিতেছেন (শ্রীধর) ॥ ৬ ॥

সাস্বতন্ত্রা ন কল্পাসীদ্‌যোগক্ষেমং মমেচ্ছতী।
ঈশস্য হি বশে লোকো যোষা দারুময়ী যথা ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—সা (জননী) অস্বতন্ত্রা (পরাধীনা কিঙ্করী) (অতঃ) মম যোগক্ষেমং (অলভ্যস্য লাভঃ যোগঃ লব্ধস্য পরিপালনং ক্ষেম তৎ রক্ষণা-বেক্ষণং) ইচ্ছতী (বাঞ্ছন্তী অপি) ন কল্পা (সমর্থা) আসীৎ, (যতঃ) দারুময়ী যোষা যথা (কাষ্ঠনির্ম্মিতা স্ত্রীরূপা পুত্তলিকা যথা প্রবর্ত্তকেন চালিতা তথা) লোকঃ ঈশস্য হি (ঈশ্বরস্যৈব) বশে (অধীনতায়াং বর্ত্তমানঃ তিষ্ঠতীতিশেষঃ, নিজেচ্ছয়া কিমপি কর্ত্তুং ন শক্নোতীত্যর্থঃ) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—আমার সেই জননী পরাধীনা ছিলেন, সুতরাং আমার রক্ষণ প্রতিপালন করিতে ইচ্ছা করিলেও সমর্থা ছিলেন না। কেননা কাষ্ঠনির্ম্মিতা স্ত্রীমূর্ত্তি পুত্তলী যেমন পরবশ হওয়ায় কুহকের অধীন তদ্রূপ প্রাণিমাত্রেই ঈশ্বরেচ্ছার বশীভূত ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—অস্বতন্ত্রা অতো ন কল্পা ন সমর্থা ॥৭॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অস্বতন্ত্রা অর্থাৎ পরাধীনা, এতএব নিজের ইচ্ছা থাকিলেও কিছুই করিতে সমর্থা ছিলেন না ॥ ৭ ॥

অহঞ্চ তদ্‌ব্রহ্মকুলে উষিবাংস্তদপেক্ষয়া।
দিগ্দেশকালাব্যুৎপন্নো বালকঃ পঞ্চহায়নঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—দিগ্‌দেশকালাব্যুৎপন্নঃ (দিগ্‌দেশকালেষু অনভিজ্ঞঃ) পঞ্চহায়নঃ (পঞ্চবর্ষঃ) বালকশ্চ অহং তদপেক্ষয়া (মাতুঃ স্নেহানুবন্ধস্য অপেক্ষয়া কদা বিরমেদিতি প্রতীক্ষয়া) তদ্ব্রহ্মকুলে উষিবান্ (বাসমকুর্ব্বন্) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—আমি দিগ্‌দেশকালে অনভিজ্ঞ পঞ্চম-বর্ষীয় বালক ছিলাম। মাতার স্নেহপাশে আবদ্ধ হইয়া অর্থাৎ কবে তাঁহার স্নেহ পাশ হইতে মুক্ত হইব এই প্রতীক্ষা করিয়া আমি সেই ব্রাহ্মণকুলে বাস করিতে লাগিলাম ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—তদপেক্ষয়া তৎকর্ত্রীকা যা অপেক্ষা তয়া সা মাং ন ত্যজতীত্যহমপ্যবসমিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহার অপেক্ষায় বলিতে মাতা কর্ত্তৃক যে অপেক্ষা অর্থাৎ মাতার স্নেহানুবন্ধের কখন বিরাম হইবে এই প্রতীক্ষায়। জননী আমাকে ত্যাগ করিতেন না—এইজন্য আমিও সেই বিপ্রগৃহে বাস করিতে লাগিলাম—এই অর্থ ॥ ৮ ॥

তথ্য—আমার মাতা আমাকে স্নেহ করিতেন এবং আমিও দিগ্‌দেশাদি বিষয়ে অনভিজ্ঞ বলিয়া তথায় বাস করিতে থাকিলাম। পঞ্চহায়ন পঞ্চবর্ষ (শ্রীধর) ॥ ৮ ॥

একদা নির্গতাং গেহাদ্দুহন্তীং নিশি গাং পথি।
সর্পোঽদশৎ পদাস্পৃষ্টঃ কৃপণাং কালচোদিতঃ ॥৯॥

অন্বয়ঃ—একদা নিশি (রাত্রৌ) গাং দুহন্তীং (দোগ্ধুং) গেহাৎ নির্গতাং (গৃহাদ্বিনির্গতাং) কৃপণাং (দীনাং মে জননীং) পথি (মার্গে) কালচোদিতঃ (কালপ্রেরিতঃ) সর্পঃ (ভুজঙ্গমঃ) পদাস্পৃষ্টঃ (পাদেনাক্রান্তঃ সন্) অদশৎ (অখাদৎ) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—একদিন রাত্রিকালে গোদোহন করিবার জন্য বহির্গতা হইলে আমার দুঃখিনী মাতাকে এক কাল প্রেরিত সর্প পদাহত হইয়া পথি মধ্যে দংশন করিল ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—দুহন্তীং দোগ্ধুম্ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দুহন্তীং বলিতে দোগ্ধুম্ অর্থাৎ গাভী দোহন করিবার জন্য ॥ ৯ ॥

তদা তদহমীশস্য ভক্তানাং শমভীপ্সতঃ।
অনুগ্রহং মন্যমানঃ প্রাতিষ্ঠং দিশমুত্তরাম্ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—তদা (মতুর্মরণসময়ে) অহং তৎ (মাতুঃ মরণং) ভক্তানাং শং (কল্যাণং) অভীপ্সতঃ

(ইচ্ছতঃ) ঈশস্য (ভগবতো হরেঃ) অনুগ্রহং (কৃপাং) মন্যমানঃ (সন্) (মাতুর্মরণং মম মঙ্গল-জনকমেব ইদানীং গমনবাধা কাপি ন বর্ত্ততে ইতি নিশ্চিত্য) উত্তরাং দিশং প্রাতিষ্ঠম্ (উত্তরাভিমুখং প্রস্থিতবান্) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—তৎকালে তাঁহার মৃত্যুকে ভক্তজন-মঙ্গলেচ্ছু ভগবানেরই কৃপা মনে করিয়া আমি উত্তর-দিকে প্রস্থান করিলাম ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—তন্মাতুর্মরণং ঈশস্য ময্যনুগ্রহং মন্যমানঃ প্রাতিষ্ঠং অকৃততৎসাম্পরায়িকবিধিরেব গতবান্ পরস্মৈপদমার্ষম্ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহা অর্থাৎ মাতার মরণকে আমার প্রতি ঈশ্বরের অনুগ্রহ মনে করিয়া উত্তর দিকে গমন করিলাম। মাতার ঔর্দ্ধ্বদেহিক কার্য্যাদি না করিয়া গমন করিয়াছিলাম। 'প্রাতিষ্ঠম্'—এই পরস্মৈপদ আর্ষ-প্রয়োগ। ('সমবপ্রবিভ্যঃ স্থঃ' এই সূত্র অনুসারে—সম্, অব, প্র ও বি-পূর্ব্বক স্থা ধাতুর আত্মনেপদ হয়) ॥ ১০ ॥

তথ্য—শমভীপ্সন্—কল্যাণেচ্ছু (শ্রীধর) ॥১০॥

স্ফীতান্ জনপদাংস্তত্র পুরগ্রামব্রজাকরান্ ।
খেটখর্ব্বটবাটীশ্চ বনান্যুপবনানি চ ॥ ১১ ॥
চিত্রধাতুবিচিত্রাদ্রীনিভভগ্নভুজদ্রুমান্ ।
জলাশয়াঞ্ছিবজলান্নলিনীঃ সুরসেবিতাঃ ॥ ১২ ॥
চিত্রস্বনৈঃ পত্ররথৈর্বিভ্রমদ্ভ্রমরশ্রিয়ঃ ।
নলবেণুশরস্তম্বকুশকীচকগহ্বরম্ ॥ ১৩ ॥
এক এবাতিযাতোঽহমদ্রাক্ষং বিপিনং মহৎ ।
ঘোরং প্রতিভয়াকারং ব্যালোলূকশিবাজিরম্ ॥১৪॥

অন্বয়ঃ—তত্র (তস্যাং দিশি) অহং এক এব (নিঃসহায় একাকী ইত্যর্থঃ) স্ফীতান্ (সমৃদ্ধান্) জনপদান্ (দেশান্) পুরগ্রামব্রজাকরান্ (পুরাণি রাজধান্যঃ গ্রামাঃ বহুলোকনিবাসস্থানানি ব্রজাঃ গোকুলানি আকরাঃ রত্নাদ্যুৎপত্তিস্থানানি তান্) খেটখর্ব্বটবাটীশ্চ (খেটাঃ কর্ষকগ্রামাঃ খর্ব্বটাঃ গিরিতটগ্রামাঃ বাট্যঃ পুষ্পাদীনাং বাটীকাঃ তাশ্চ তথা) বনানি উপবনানি চ (স্বতঃসিদ্ধানাং রোপিতানাঞ্চ বৃক্ষাণাং সমূহাঃ) ইভভগ্নভুজদ্রুমান্ (হস্তিভিঃ ভগ্নাঃ শাখাঃ যেষাং তে বৃক্ষাঃ তান্) চিত্রধাতুবিচিত্রাদ্রীন্ (নানাবিধ-সুবর্ণ-রজতাদি-ধাতুযুক্ত-সুন্দরপর্ব্বতান্) শিবজলান্ (পবিত্র-সলিলান্) জলাশয়ান্ (তথা) চিত্রস্বনৈঃ (সুমধুররবৈঃ) পত্ররথৈঃ (পক্ষিভিঃ) বিভ্রমদ্ভ্রমরশ্রিয়ঃ (ভ্রমদ্ভিঃ ভ্রমরৈঃ শোভাঃ যাসাং তাঃ) সুরসেবিতাঃ (দেববৃন্দ-পালিতাঃ) নলিনীঃ (পদ্মযুক্তসরসীশ্চ) অতিযাতঃ (সমদৃষ্টিত্বাদতিক্রম্য গতঃ) নলবেণুশরস্তম্বকুশকীচকগহ্বরং (তত্তন্নামকৈঃ গুল্মাদিভিঃ গহনং) ঘোরং (দুঃসহং) প্রতিভয়াকারং (অতীবভয়ঙ্কররূপং) ব্যালোলূকশিবাজিরং (সর্পপেচকশৃগালাদীনাং ক্রীড়াস্থানং) মহৎ বিপিনং (মহারণ্যং) অদ্রাক্ষম্ (দৃষ্টবান্) ॥ ১১-১৪ ॥

অনুবাদ—আমি একাকীই সেই উত্তরদিকে দ্রুত গমন করিতে করিতে বহু সমৃদ্ধদেশ, রাজধানী, বিপ্রশূদ্রাদির বসতিস্থল, গোপপল্লী, রত্নাদির উৎপত্তি-স্থান, কৃষকপল্লী, গিরিতটবর্ত্তী গ্রাম, পুষ্পকুঞ্জ, বন ও উপবন, সুবর্ণরজতাদি বিবিধধাতুরঞ্জিত পর্ব্বত, হস্তিশুণ্ডভগ্নশাখবৃক্ষ, পুণ্যতোয় হ্রদ, বিবিধরবকারী পক্ষিগণের কূজনধ্বনিতে আকৃষ্ট ইতস্ততঃ বিচরণশীল ভ্রমরদল-পরিশোভিত দেববৃন্দের আবাসস্থল, পদ্মশোভিত সরোবর, নল, বেণু, শর, স্তম্ব, প্রভৃতি বিবিধ গুল্মে পরিপূর্ণ বিপুল ব্যবধানময় গর্ভযুক্ত বেণু প্রভৃতি দ্বারা দুর্গম, দুঃসহ, অতীব ভয়ঙ্কর—সর্প, পেচক ও শিবাগণের ক্রীড়াস্থল মহারণ্য দেখিতে পাইলাম ॥১১-১৪ ॥

বিশ্বনাথ—জনপদাদীনতিক্রম্য যাতঃ সন মহদ্বিপিনমদ্রাক্ষমিতি চতুর্থেনান্বয়ঃ। তত্র পুরাণি রাজধান্যঃ গ্রামা ভৃগুপ্রোক্তাঃ। বিপ্রাশ্চ বিপ্রভৃত্যাশ্চ যত্র চৈব বসন্তি তে। স তু গ্রাম ইতি প্রোক্তঃ শূদ্রাণাং বাস এব চেতি। ব্রজা গোকুলানি আকরা রত্নাদ্যুৎপত্তিস্থানানি খেটাঃ কর্ষকগ্রামাঃ খর্ব্বটা গিরিতটগ্রামাঃ ভৃগুপ্রোক্তা বা। একতো যত্র তু গ্রামো নগরঞ্চৈকতঃ স্থিতম্। মিশ্রন্তু খর্ব্বটং নাম নদীগিরিসমাশ্রয়মিতি। বাট্যঃ পূগপুষ্পবাটিকাঃ। বনানি স্বতঃসিদ্ধবৃক্ষ-সমূহাঃ। উপবনানি রোপিতবৃক্ষসঙ্ঘাঃ। চিত্রৈর্ধাতুভিঃ সুবর্ণরজতাদ্যৈঃ বিচিত্রান্ অদ্রীন্ ইভৈর্ভগ্না ভুজাঃ শাখা যেষাং তে দ্রুমা যেষু তান্ নলিনীঃ সরসীঃ কীদৃশীঃ পত্ররথৈঃ পক্ষিভির্হেতুভূতৈর্বিভ্রমদ্ভিঃ

প্রবুদ্ধ্য ইতস্ততশ্চলদ্ভির্ভ্রমরৈঃ শ্রীঃ শোভা যাসাং তাঃ অতিযাতঃ অতিক্রম্য যাতঃ সন্ নলাদিভির্গহ্বরং বিপিনমদ্রাক্ষমিত্যন্বয়ঃ। স্তম্বো গুচ্ছস্তৃণাদিনঃ। বেণবঃ কীচকাস্তে সুর্য্যে স্বনন্ত্যনিলোদ্ধতা ইত্যমরঃ। ঘোরং দুষ্প্রেক্ষ্যং যতঃ প্রতিভয়াকারং ভয়ঙ্কররূপং ব্যালাদীনাং অজীরং ক্রীড়াস্থানং তেষু তেষু বহু-বিস্ময়াস্পদেষু ভীত্যাস্পদেষু চ দৃষ্টেষ্বপি ন মে বিস্ময়ো নাপি ভীতিরভুৎ মন্মনসস্তদা ভগবন্মাধুর্য্যা-স্বাদমাত্রাবিষ্টত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ১১-১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—জনপদাদি অতিক্রম করিয়া যাইতে যাইতে 'একটি মহৎ বন দেখিয়াছিলাম'—এই চতুর্থ শ্লোকের সঙ্গে অন্বয় হইবে। সেখানে পুর বলিতে রাজধানী-সমূহ। গ্রাম বলিতে ভৃগু-প্রোক্ত স্থানসকল। "যেখানে বিপ্রগণ ও বিপ্রভৃত্যগণ বাস করেন, তাহাকে গ্রাম বলা হইয়াছে এবং সেখানে শূদ্রগণেরও বসতি রহিয়াছে।" ইতি। ব্রজ বলিতে গোকুল অর্থাৎ গোপগণের নিবাসস্থল। আকর বলিতে রত্নাদির উৎপত্তি-স্থান। খেট কৃষকপল্লী, খর্ব্বট বলিতে পর্ব্বত ও নদীর তটবর্ত্তী গ্রাম, কিংবা ভৃগুপ্রোক্ত স্থানসমূহ—"যাহার একদিকে গ্রাম এবং অপর দিকে নগর অবস্থিত। মধ্যস্থলের নাম খর্ব্বট, যাহা নদী ও পর্ব্বতকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে।" ইতি। বাটী বলিতে পূগ (সুপারি) ও পুষ্পের কুঞ্জ। বন বলিতে যেখানে স্বাভাবিক বৃক্ষসমূহ বিদ্যমান, উপবন বলিতে রোপিত বৃক্ষসকল যেখানে রহিয়াছে। 'চিত্রধাতু-বিচিত্রাদ্রীন্'—বলিতে নানা বর্ণের স্বর্ণ-রজতাদি ধাতু সমূহের দ্বারা রঞ্জিত পর্ব্বত সকল। যাদের শাখাগুলি হস্তিগণের দ্বারা ভগ্ন হইয়াছে, এমন বৃক্ষসকল। সুরসেবিত সরোবর-সমূহ, কি প্রকার, তাহা বলিতেছেন—বিবিধ রবকারী পক্ষিগণের কূজন-ধ্বনিতে জাগরিত হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণশীল ভ্রমরগণের দ্বারা যাহাদের শোভা বর্দ্ধিত হইয়াছে। এই সকল অতিক্রম করিয়া যাইতে যাইতে নলাদির দ্বারা পরিপূর্ণ গহন বন দেখিতে পাইলাম। স্তম্ব গুচ্ছ-তৃণাদি। 'যে সকল সচ্ছিদ্র বাঁশ বায়ু-দ্বারা পূরিত হইয়া শব্দ করে, তাহাকে কীচক বলে'—অমরকোষ অভিধানে ইহা উক্ত হইয়াছে। ঘোর বলিতে দুষ্প্রেক্ষ্য, যেহেতু ভয়ঙ্কর-রূপ সর্পাদির ক্রীড়াস্থান সেখানে রহিয়াছে। বহু বিস্ময়কর ও ভীতিজনক বস্তু দৃষ্ট হইলেও আমার কোন বিস্ময় অথবা ভয়ও হয় নাই, যেহেতু আমার মন তখন শ্রীভগবানের মাধুর্য্য আস্বাদনেই আবিষ্ট ছিল—এই ভাব ॥ ১১-১৪ ॥

মধ্ব—মৃগয়াজীবিনাং খেটো বাটীপুষ্পোজীবিনাম্।
গ্রামো বহুজনাকীর্ণো রাজরাজাশ্রয়ং পুরম্ ॥
জলস্থলায়তে স্ফীতং পত্তনং কীর্ত্ত্যতে বুধৈঃ ॥
—ইতি স্কান্দে ॥ ১১-১৪ ॥

তথ্য—পুর—রাজধানী। গ্রাম—
বিপ্রাশ্চ বিপ্রভৃত্যাশ্চ যত্র চৈব বসন্তি তে।
স তু গ্রাম ইতি প্রোক্তঃ শূদ্রাণাং বাস এব চ ॥
ব্রজ—গোকুল। আকর—রত্নাদির উৎপত্তিস্থান। খেট—কর্ষক গ্রাম। খর্ব্বট—গিরিতটবর্ত্তী গ্রাম।
একতো যত্র তু গ্রামো নগরং চৈকতঃ স্থিতম্।
মিশ্রন্তু খর্ব্বটং নাম নদীগিরি-সমাশ্রয়ম্ ॥
বাটী—গুবাক বৃক্ষ প্রভৃতির বাটিকা। বন—স্বয়ং উৎপন্ন বৃক্ষসমূহ। উপবন—রোপিত বৃক্ষ-সমূহ। চিত্রধাতু—রজতকাঞ্চন। ইভ—হস্তী। ভুজ—শাখা। দ্রুম—বৃক্ষ। শিব—নির্ম্মল। নলিনী—সরসী। সুরসেবিত—দেববিহারস্থল। চিত্রসন—চমৎকার রবকারী। পত্ররথ—পক্ষী। বিভ্রমদ্-ভ্রমরশ্রী—পক্ষিগণের কূজনে প্রবুদ্ধ হইয়া ইতস্ততঃ উড্ডীয়মান ভ্রমরকুলের শোভাযুক্ত। কীচক—বিপুল-ব্যবধানময় গর্ভযুক্ত বংশবিশেষ। এই জাতীয় বাঁশে বাতাস হইলে শব্দ বাহির হয়। গহ্বর—দুর্গ। অতিযাত—অতিক্রম করিয়া উপস্থিত। ঘোর—দুঃসহ। প্রতিভয়াকার—ভয়ঙ্কর। ব্যালোলুক-শিবা-জির—সর্প-পেচক-শৃগালাদির ক্রীড়াস্থান (শ্রীধর) ॥ ১১-১৪ ॥

পরিশ্রান্তেন্দ্রিয়াত্মাহং তৃট্পরীতো বুভুক্ষিতঃ।
স্নাত্বা পীত্বা হ্রদে নদ্যা উপস্পৃষ্টো গতশ্রমঃ ॥১৫॥

অন্বয়ঃ—পরিশ্রান্তেন্দ্রিয়াত্মা (পথগমনক্লান্তদেহঃ) তৃট্পরীতঃ (তৃষ্ণার্ত্তঃ) বুভুক্ষিতঃ (ক্ষুধার্ত্তশ্চ) অহং নদ্যাঃ হ্রদে (গিরিনদীগহ্বরে) স্নাত্বা পীত্বা উপস্পৃষ্টঃ

(আচান্তঃ) (অতএব) গতশ্রমঃ (বিগতপরিশ্রমোহভবম্) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—পথভ্রমণে আমার দেহ ও ইন্দ্রিয় ক্লান্ত হওয়ায় তৃষ্ণার্ত্ত ও ক্ষুধিত হইয়া নদীর জলে স্নান, জলপান এবং আচমন করিবার পর আমার শ্রান্তি দূর হইল ॥ ১৫ ॥

তথ্য—আত্মা—দেহ। তৃট্‌পরীত—তৃষ্ণার্ত্ত। উপস্পৃষ্ট—আচমন করিয়া (শ্রীধর) ॥ ১৫ ॥

তস্মিন্নির্ম্মনুজেঽরণ্যে পিপ্পলোপস্থ আশ্রিতঃ।
আত্মনাত্মস্থমাত্মানং যথাশ্রুতমচিন্তয়ম্ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—নির্ম্মনুজে (নির্জ্জনে) তস্মিন্ অরণ্যে (কাননে) পিপ্পলোপস্থে (অশ্বত্থবৃক্ষমূলে) আশ্রিতঃ (উপবিষ্টঃ সন্) আত্মনা (বুদ্ধ্যা) আত্মস্থং (স্বহৃদয়স্থিতং) আত্মানং (অন্তর্য্যামিরূপেণাবস্থিতং পরমেশ্বরং) যথাশ্রুতং (পূর্ব্বোক্তোপদেশানুসারেণ) অচিন্তয়ম্ (চিন্তিতবান্) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—অতঃপর সেই বিজন কাননে একটী অশ্বত্থবৃক্ষের মূলে উপবেশন করিয়া আত্মবুদ্ধিদ্বারা হৃদিস্থিত অন্তর্য্যামী পরমাত্মাকে, আমার উপদেষ্টৃগণের মুখে যেমন শ্রবণ করিয়াছিলাম, তদ্রূপ চিন্তা করিতে লাগিলাম ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—পিপ্পলোপস্থে অশ্বত্থমূলে আশ্রিতঃ উপবিষ্টঃ আত্মনা বুদ্ধ্যা আত্মস্থং উৎপন্নপ্রেমত্বান্মনস্যবিচ্ছেদেনৈব কৃতবাসং আত্মানং পরমাত্মানম্। তত্রাপি যথাশ্রুতং মন্ত্রোপদিষ্টধ্যানমনতিক্রম্য অচিন্তয়ম্ ॥১৬

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই বনমধ্যে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের মূলে উপবিষ্ট হইয়া বুদ্ধির দ্বারা হৃদয়স্থিত পরমাত্মাকে, যিনি প্রেম উৎপন্ন হওয়ায় আমার মনে অবিচ্ছেদেই অবস্থান করিতেছিলেন, (সেই পরমাত্মাকে) আমার উপদেষ্টৃগণের নিকট যেরূপ শ্রবণ করিয়াছিলাম, সেই মন্ত্রোপদিষ্ট ধ্যান অনুসারেই আমি চিন্তা করিতে লাগিলাম ॥ ১৬ ॥

তথ্য—নির্ম্মনুজ—জনমানবহীনা। পিপ্পলোপস্থে—অশ্বত্থমূলে। আত্মনা—বুদ্ধিদ্বারা। আত্মস্থ—হৃদিস্থ। আত্মানং—পরমাত্মাকে (শ্রীধর)। যথাশ্রুতং—শ্রৌতপথে ॥ ১৬ ॥

ধ্যায়তশ্চরণাম্ভোজং ভাবনির্জ্জিতচেতসা।
ঔৎকণ্ঠ্যাশ্রুকলাক্ষস্য হৃদ্যাসীন্মে শনৈর্হরিঃ ॥১৭॥

অন্বয়ঃ—ভাবনির্জ্জিতচেতসা (প্রবলভক্তিভাবেন বশীকৃতেন মনসা) চরণাম্ভোজং (বিষ্ণোঃ পাদপদ্মং) ধ্যায়তঃ (চিন্তয়তঃ) ঔৎকণ্ঠ্যাশ্রুকলাক্ষস্য (দর্শনলালসয়া বিগলিতনয়নসলিলস্য) মে হৃদি (চিত্তে) হরিঃ (ইষ্টদেবো বিষ্ণুঃ) শনৈঃ (ক্রমশঃ) আসীৎ (আবির্ব্বভূব ধ্যানানুরূপং ভগবতো রূপং হৃদি দৃষ্টবানিত্যর্থঃ) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—ভক্তিশুদ্ধহৃদয়ে শ্রীহরির পাদপদ্ম ধ্যান করিতে করিতে যখন তীব্র-ব্যাকুলতা-হেতু চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইল, তখন আমার শুদ্ধহৃদয়ে শ্রীহরি ক্রমশঃ প্রকট হইলেন ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—ভাবনির্জ্জিতেন প্রেমবশীকৃতেন চেতসা মনসা হৃদি মনস্যেব ধ্যায়তো মম হরিঃ শনৈঃ ক্রমেণাসীৎ আগত্যাগ্রে বভূব। যদ্বা শনৈরিতিপ্রথমং হৃদ্যাবির্বভূব। ততো হৃদ্‌বৃত্তিষু তিসৃষু নাসিকাশ্রোত্রচক্ষুষ্বপি সাঙ্গসৌরভ্যনূপুর-সৌস্বর্য্য-শ্রীমুখসৌন্দর্য্যগ্রহণার্থমাবির্বভূব কীদৃশস্য মম ঔৎকণ্ঠ্যেন অশ্রূণি কলয়তো ধারয়তোঽক্ষিণী যস্য তস্য ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রেমে বশীকৃত মনের দ্বারা (বিষ্ণুর পাদপদ্ম) ধ্যানকারী আমার হৃদয়াভ্যন্তরে শ্রীহরি ক্রমশঃ আসিয়া অগ্রে অবস্থান করিয়াছিলেন। অথবা, শনৈঃ ধীরে ধীরে প্রথমে হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তারপর আমার নাসিকা, শ্রোত্র ও চক্ষুঃ—এই তিনটি হৃদ্‌বৃত্তি-সমূহে স্বীয় অঙ্গসৌরভ্য, নূপুরের সুমধুর স্বর এবং শ্রীমুখের সৌন্দর্য্য গ্রহণ করাইবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কিরূপ আমার—যাহার অশ্রুদ্বয় হইতে ঔৎকণ্ঠ্য-বশতঃ অশ্রুধারা নির্গত হইতেছিল ॥ ১৭ ॥

তথ্য—চরণাম্ভোজং—পাদপদ্মম্। ভাবনির্জ্জিতচেতসা—ভক্তিবশীভূতচিত্তে। ঔৎকণ্ঠ্যাশ্রুকলাক্ষ—ব্যগ্রতা বশতঃ যাহার চক্ষু অশ্রুবিন্দুপূর্ণ (শ্রীধর)। হৃদয়ে স্বয়ংই আবির্ভূত হইলেন (শ্রীজীব) ॥১৭॥

প্রেমাতিভরনির্ভিন্নপুলকাঙ্গোঽতিনির্বৃতঃ।
আনন্দসংপ্লবে লীনো নাপশ্যমুভয়ং মুনে ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—হে মুনে ! প্রেমাতিভরনির্ভিন্নপুলকাঙ্গঃ (অতিশয়প্রেমবশাৎ পুলকিতশরীরঃ) অতিনির্বৃতঃ (নিরতিশয় সুখমনুভবন্) (অহং) আনন্দসংপ্লবে (পরমানন্দসাগরে) লীনঃ (নিমগ্নঃ সন্) উভয়ং (আত্মানং পরঞ্চ) ন অপশ্যম্ (ভগবদ্দর্শনাৎ আনন্দে নিমগ্নঃ অহং আত্মানং পরমেশ্বরঞ্চ নানুভবিতুং সমর্থঃ ইতি ভাবঃ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—হে মহর্ষি বেদব্যাস, গভীর প্রেমভরে আমার শরীর পুলকরোমাঞ্চিত এবং নিরতিশয় সুখ অনুভব হওয়াতে পরমানন্দস্রোতে মগ্ন হইয়া আপনাকে বা শ্রীহরিকে প্রত্যক্ষ করিলাম না ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ— প্রেম্নোঽতিভরেণ অত্যাধিক্যেন নির্ভিন্নানি অতিভিন্নানি পুলকযুক্তানি চ অঙ্গানি যস্য সঃ। প্রেমরূপাণ্যেব সর্ব্বাণ্যঙ্গানি তদানীমভবন্নিত্যর্থঃ। যদ্বা নিঃশেষেণ ভিন্নানি বিদীর্ণানীব বোঢ়ুমসামর্থ্যাদেবেতি ভাবঃ। আনন্দসংপ্লবে লীনো লব্ধানন্দমূর্চ্ছ ইত্যর্থঃ। উভয়ং আত্মানং পরঞ্চ নাপশ্যম্ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রেমের অত্যাধিক্য-হেতু আমার অঙ্গসকল অতিভিন্ন ও পুলকযুক্ত হইয়াছিল। তৎকালে সমস্ত অঙ্গই প্রেমরূপ হইয়াছিল—এই অর্থ। অথবা—ধারণ করিতে অসামর্থ্য-বশতঃই অঙ্গগুলি যেন নিঃশেষে বিদীর্ণ হইয়াছিল, এই ভাব। আনন্দপ্লাবনে লীন অর্থাৎ আনন্দ-লাভে মূর্চ্ছিত হইয়াছিলাম—এই অর্থ। তখন উভয়কে অর্থাৎ নিজেকে ও পরমেশ্বরকে দেখিতে পাইলাম না। [শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্য বলিয়াছেন—উভয় বলিতে দ্বিতীয় কিছু দেখি নাই, তৎকালে কেবল সেই পরমেশ্বরকেই দেখিয়াছিলাম] ॥ ১৮ ॥

মধ্ব—উভয়ং দ্বিতীয়ং নাপশ্যং তমেবাপশ্যম্ ॥১৮

তথ্য—প্রেমাতিভর নির্ভিন্নপুলকাঙ্গ—প্রেমাতিশয্যবশতঃ যাহার শরীর পুলকবিকসিত। অতিনির্বৃত—অত্যন্ত সন্তুষ্ট বা আনন্দিত। আনন্দ সংপ্লবে লীন—আনন্দবন্যায় ডুবিয়া গিয়া (শ্রীধর) ॥ ১৮ ॥

রূপং ভগবতো যত্তন্মনঃকান্তং শুচাপহম্ ।
অপশ্যন্ সহসোত্তস্থে বৈক্লব্যাদ্দুর্ম্মনা ইব ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—ভগবতঃ (হরেঃ) যৎ মনঃকান্তং (মনসঃ অভীষ্টং) শুচাপহং (শোকনাশনং) রূপং সহসা (ঝটিতি) তৎ (রূপং) অপশ্যন্ (ন পশ্যন্—অবলোকয়ন্ অহং) বৈক্লব্যাৎ (বিরহদুঃখাৎ) দুর্ম্মনা ইব (উৎকণ্ঠিত চিত্ত ইব) উত্তস্থে (ব্যুত্থিতবানস্মি) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ শ্রীহরির সেই মনোমোহন অশোকরূপ হঠাৎ দেখিতে না পাওয়ায় প্রাপ্তনিধি হারাইলে লোকে যেমন দুঃখিত ও চিন্তিত হয় তেমনি ব্যাকুল-হৃদয়ে সেই বিহ্বল অবস্থা হইতে জাগরিত হইলাম ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ— পুনশ্চ সহসৈব তদ্রূপং অপশ্যন্ উত্তস্থে উত্থিতোঽস্মি। যথা প্রাপ্ত্যচ্যুতনিধির্জ্জনো দুর্ম্মনা ভবতি অথৈবেত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পুনরায় অকস্মাৎ সেই রূপ না দেখিয়া উত্থিত হইলাম। যেমন প্রাপ্ত-নিধি হারাইলে লোকে দুর্ম্মনা হয়, সেইরূপ—এই অর্থ ॥১৯॥

তথ্য—মনঃকান্তং—মনোঽভীষ্ট। শুচাপহ—শোক নাশন (শ্রীধর)। বৈক্লব্য—ব্যাকুলতা। দুর্ম্মনা—উদ্বিগ্নচিত্ত ॥ ১৯ ॥

দিদৃক্ষুস্তদহং ভূয়ঃ প্রণিধায় মনো হৃদি ।
বীক্ষমাণোঽপি নাপশ্যমবিতৃপ্ত ইবাতুরঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—অহং ভূয়ঃ (পুনরপি) তৎ (ভগবতোরূপং) দিদৃক্ষুঃ (দ্রষ্টুমিচ্ছুঃ) হৃদি (আত্মনি) মনঃ (চিত্তং) প্রণিধায় (স্থিরীকৃত্য) বীক্ষমাণঃ অপি (পশ্যন্নপি) ন অপশ্যম্ (অতঃ) অবিতৃপ্তঃ (অসন্তুষ্টঃ) আতুর ইব (কাতরঃ ইব অভবমিতি শেষঃ) ॥২০॥

অনুবাদ—পুনর্ব্বার ভগবানের সেইরূপ দর্শনেচ্ছায় হৃদয়ে মন সমাহিত করিয়া দেখিবার জন্য যত্ন করিয়াও আমি আর দেখিতে পাইলাম না, তজ্জন্য অতৃপ্ত হইয়া কাতর হইয়া পড়িলাম ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—প্রণিধায় স্থিরীকৃত্য ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ— 'প্রণিধায়'—অর্থ স্থির করিয়া ॥ ২০ ॥

তথ্য—প্রণিধায়—স্থির করিয়া (শ্রীধর) ॥ ২০ ॥

এবং যতন্তং বিজনে মামাহাগোচরো গিরাং ।
গম্ভীরশ্লক্ষ্ণয়া বাচা শুচঃ প্রশময়ন্নিব ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—বিজনে (নির্জ্জনে বনে) এবং যতন্তং (পুনঃ পুনঃ ভগবন্তং দ্রষ্টুং যতমানং) মাং গিরাং (বাচাং) অগোচরঃ (বচনস্য অবিষয়ীভূতঃ ঈশ্বরঃ) গম্ভীরশ্লক্ষ্ণয়া (স্নেহসম্বলিতয়া) বাচা (বাক্যেন) শুচঃ (মম শোকান্) প্রশময়ন্নিব (দূরীকুর্ব্বন্নিব) আহ (উবাচ) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—এইভাবে নির্জ্জন বনে বসিয়া যখন ভগবদ্দর্শনের জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিতেছিলাম, তখন আমাকে বাক্যের অগোচর ভগবান্ শ্রীহরি গভীর স্নেহমধুর বাক্যে তাঁহার অদর্শনজনিত বিরহ-শোক যেন দূরীভূত করিয়াই বলিতে লাগিলেন ॥২১॥

বিশ্বনাথ—গিরাং অগোচরঃ (তৈঃ আঃ বঃ ৪।৯) যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে ইতি শ্রুতেঃ। সর্ব্বেরেব বচন-গোচরীকর্ত্তুমশক্যোঽপি ভগবান্মামাহ। স্বীয়বচন-সৌস্বর্য্যং শ্রবণাভ্যাং মামনুভাবয়ামাস। এবং নারদস্য বৈধভক্তিমত্ত্বাদ্ভগবৎসৌরভ্যসৌন্দর্য্যসৌস্বর্য্যাণাং ত্রয়াণা-মেব মাধুর্য্যাণামনুভবঃ সাধকদেহে অন্যেষাং সর্ব্বেষান্তু তন্মাধুর্য্যাণাং সিদ্ধদেহ এব ভাবী জ্ঞেয়ঃ। শুচস্ত-দ্দর্শনোদ্ভূত-দুঃখশোকান্ প্রশময়ন্ দূরীকুর্ব্বন্। অত্র বিয়োগোৎকণ্ঠ্যবতঃ প্রেম্নঃ সর্ব্বথা তৃপ্ত্যভাবধর্ম্মত্বা-দিবশব্দঃ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গিরাং অগোচরঃ' —বাক্যের অগোচর (ভগবান্)। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—"যে ব্রহ্মকে না পাইয়া অর্থাৎ যাঁহাকে প্রকাশ করিতে বা বিষয়ীভূত করিতে অসমর্থ হইয়া বাক্য ও মন তাঁহা হইতে নিবৃত্ত হয়, সেই ব্রহ্মের উপলব্ধি-জনিত আনন্দ যিনি জানেন, তিনি কোনও কিছু হইতেই ভয় পান না অর্থাৎ তাঁহার ভয়ের সকল কারণ বিনষ্ট হয়।" কেহই তাঁহাকে বচনের বিষয়ীভূত করিতে সমর্থ না হইলেও, (সেই বাক্যের অগোচর) ভগবান্ বলিলেন। স্বীয় বচনের মধুর স্বর-ধ্বনি কর্ণদ্বয়ের দ্বারা আমাকে অনুভব করাইলেন। এই প্রকার শ্রীনারদের বৈধীভক্তিমত্ত্ব-হেতু শ্রীভগবানের সৌরভ্য, সৌন্দর্য্য এবং সৌস্বর্য্য—এই তিনটিরই মাধুর্য্যের অনুভব হইয়াছিল, কিন্তু অপর সকলের ভগবানের মাধুর্য্যের অনুভব সিদ্ধদেহেই হইয়া থাকে, ইহা জানিতে হইবে। 'শুচঃ' বলিতে শ্রীভগবানের অদর্শন-জনিত দুঃখ ও শোকসমূহ দূরীভূত করিতে করিতেই যেন। এখানে বিয়োগে উৎকণ্ঠাবান্ প্রেমের সর্ব্বপ্রকারে তৃপ্তির অভাব-ধর্ম্মত্বহেতু ইব-শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে ॥ ২১ ॥

তথ্য—গিরাং—বাক্যের (শ্রীধর), শ্লক্ষ্ণ—স্নিগ্ধ, মধুর ॥ ২১ ॥

হন্তাস্মিন্ জন্মনি ভবান্ মা মাং দ্রষ্টুমিহার্হতি ।
অবিপক্বকষায়াণাং দুর্দ্দর্শোঽহং কুযোগিনাম্ ॥২২॥

অন্বয়ঃ—হন্ত ! (ভো অনুকম্পিত মুনে) ভবান্ অস্মিন্ জন্মনি মা (মাং) দ্রষ্টুং (প্রত্যক্ষীকর্ত্তুং) মা অর্হতি (ন যোগ্যো ভবতি যতঃ) অবিপক্বকষায়া-ণাং (অবিপক্বাঃ অদগ্ধাঃ কষায়া মলাঃ কামাদয়ো যেষাং তেষাং) কুযোগিনাং (অনিষ্পন্নযোগানাং সম্বন্ধে) অহং দুর্দ্দর্শঃ (দ্রষ্টুমশক্যঃ) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—বৎস, এই জন্মে সংসারে তুমি আর আমার দর্শন পাইতে সমর্থ হইবে না, কেন না, যাহা-দের কামাদিমল দগ্ধ হয় নাই, সেই অসিদ্ধ অনর্থযুক্ত জনগণ আমাকে সহজে দর্শন করিতে পায় না ॥২২॥

বিশ্বনাথ—কিমাহেত্যত আহ। হন্তেতি সানু-কম্পসম্বোধনং অস্মিন্ জন্মনি সাধকদেহে মা ইতি মাং দ্রষ্টুং নার্হতি। ন বিপক্বাঃ ন দগ্ধাঃ কষায়া মলাঃ কামাদয়ো যেষাং তেষাং কুযোগিনাং অহং দুর্দ্দর্শঃ অদৃশ্যঃ তুভ্যং তু দর্শনং দত্তমেবেতি ত্বং তু কুযোগী ন ভবসীতি ভাবঃ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—(শ্রীভগবান্) কি বলিলেন ? তাহাই বলিতেছেন—'হন্ত' ইত্যাদি শ্লোকে। 'হন্ত'-শব্দ এখানে অনুকম্পার সহিত সম্বোধন অর্থাৎ হায় বৎস ! এই জন্মে এই সাধকদেহে আমাকে আর দেখিতে সমর্থ হইবে না। যাহাদের কামাদি কষায় অর্থাৎ মল-সকল দগ্ধ হয় নাই, সেই সমস্ত কুযোগি-দের (যাহাদের যোগ নিষ্পন্ন হয় নাই) আমি দুর্দ্দর্শ, অদৃশ্য অর্থাৎ তাহাদের আমি দৃষ্টির বিষয়ীভূত হই না। কিন্তু তোমাকে যে দর্শন দিলাম, তাহার কারণ —তুমি কুযোগী নও—এই ভাব ॥ ২২ ॥

তথ্য—অবিপক্ব কষায়—কামাদি মল যাঁহাদের দগ্ধ হয় নাই। কুযোগী—যাঁহাদের যোগ নিষ্পন্ন হয় নাই (শ্রীধর)। পূর্ব্ব ৫ম অধ্যায়ের ২৮ শ্লোকে কথিত তোমার রজস্তমোবিনাশিনী প্রেমভক্তি উদয় হইলেও আর আমার দেখা পাইবে না বলিয়া খেদে 'হন্ত' শব্দ উৎকণ্ঠা-বর্দ্ধনের নিমিত্ত। এ স্থলে 'কষায়' শব্দে সাত্ত্বিক বনবাসাদিতে আগ্রহরূপ ফল্গুবৈরাগ্য (শ্রীজীব)॥ ২২॥

সকৃদ্‌যদ্দর্শিতং রূপমেতৎ কামায় তেঽনঘ।
মৎকামঃ শনকৈঃ সাধুঃ সর্ব্বান্ মুঞ্চতি
হৃচ্ছয়ান্॥ ২৩॥

অন্বয়ঃ—অনঘ! (হে নিষ্পাপ) সকৃৎ (একবারং) তে (তুভ্যং) যৎরূপং দর্শিতং এতৎ (দর্শনদানং) কামায় (ময়ি অনুরাগায়) (যতঃ) মৎকামঃ (ময়ি অনুরক্তঃ পুমান্) সাধুঃ (ভক্তঃ) শনকৈঃ (ক্রমশঃ) হৃচ্ছয়ান্ (কামান্) মুঞ্চতি (ত্যজতি)॥২৩॥

অনুবাদ—হে নিষ্পাপ, তবে যে একবার তোমাকে আমার রূপ দেখাইয়াছি তাহা আমার প্রতি তোমার অনুরাগ বৃদ্ধির জন্যই; যেহেতু আমাতে অনুরাগবিশিষ্ট হইলেই সাধুপুরুষ ক্রমে ক্রমে হৃদয়স্থ কামসমূহ পরিত্যাগ করিতে পারেন॥ ২৩॥

বিশ্বনাথ—তর্হি হাহা পুনরপ্যেকবারং দর্শনং দেহি ইত্যত আহ সকৃদিতি। এতদেকবারদর্শনং তে কামায় ত্বন্মনোরথং সাধয়িতুং যোগ্যমিত্যর্থঃ। ন তু মুহুর্দ্দর্শনম্। ঔৎকণ্ঠস্যানতিবৃদ্ধ্যা প্রেম্নোঽপ্যনতিবৃদ্ধেস্তস্য তারুণ্যং ন স্যাদিতি ভাবঃ। অতএব জাতপ্রেম্নে ভক্তায় সাধকদেহে একবারমেব দর্শনং দদামীতি মম নিয়মঃ। যথা সাধকদেহে বালভূতঃ প্রেমা বিয়োগৌৎকণ্ঠ্যেন লব্ধাতিবৃদ্ধিঃ সিদ্ধদেহে তরুণঃ সন্ স্বাধারং ভক্তং মুহুরপি মাং দর্শয়তি সাক্ষাৎ সেবয়তি চেতি স্বভক্তমনোরথপূর্তিপ্রকারমহমেব জানামি ন তু মে স্বভক্ত ইতি ভাবঃ। মৎকামঃ যো হি মাং কাময়তে মাত্রং মদ্দর্শনালাভেঽপীত্যর্থঃ। হৃচ্ছয়ান্ বিষয়বাসনাঃ অত্রাপি সর্ব্বান্ মোক্ষ্যসি হৃচ্ছয়ানিত্যুক্তের্নারদং প্রতি নেদং বাক্যং কিন্তু স্বভক্তেঃ স্বভাবং ত্বং জ্ঞাপয়ামাসেত্যেবাত্র তত্ত্বং সর্ব্বমিদং দৈন্যবর্দ্ধনার্থমিত্যেকে॥ ২৩॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহা হইলে হায়! হায়! পুনরায় একবারও দর্শন দিন, ইহার অপেক্ষায় বলিতেছেন—'সকৃৎ' ইতি। এই একবার আমার দর্শনই তোমার মনোরথ সাধনের যোগ্য হইবে অর্থাৎ আমার একবার দর্শনেই তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে—এই অর্থ। কিন্তু বার বার দর্শনের প্রয়োজন নাই। উৎকণ্ঠার অতিশয় বৃদ্ধি না হইলে, প্রেমেরও অতিশয় বৃদ্ধি হয় না এবং তাহা হইলে প্রেমের তারুণ্য হয় না—এই ভাব। অতএব জাত-প্রেমী ভক্তকে সাধকদেহে একবারই আমি দর্শন প্রদান করি—ইহাই আমার নিয়ম। যেমন সাধকদেহে বালভূত (বাল্যাবস্থায় অবস্থিত) প্রেম বিয়োগের উৎকণ্ঠাবশতঃ অতিশয় বৃদ্ধি লাভ করিয়া, সিদ্ধদেহে তরুণ (তরুণ অবস্থায় পরিণত) হইয়া নিজের আধার ভক্তকে (সেই প্রেম) বার বার আমার দর্শন প্রদান করাইয়া থাকে এবং সাক্ষাৎ সেবা করায়—এই স্বভক্তের মনোরথ পরিপূরণের প্রকার কেবল আমিই জানি, কিন্তু আমার নিজ ভক্ত জানেন না—এই ভাব। মৎকাম অর্থাৎ আমাতে অনুরক্ত যে জন কেবলমাত্র আমারই কামনা করে, আমার দর্শন লাভ না করিলেও—এই অর্থ। সেইব্যক্তি হৃচ্ছয় অর্থাৎ বিষয়-বাসনা ক্রমশঃ পরিত্যাগ করিতে পারেন। এখানেও 'সর্ব্বান্ মোক্ষ্যসি হৃচ্ছয়ান্'—অর্থাৎ সমস্ত বিষয়বাসনা তুমি পরিত্যাগ করিবে—ইহা না বলায়, এই বাক্য নারদের প্রতি নহে; কিন্তু স্বভক্তির স্বভাব (প্রভাব) ভগবান্ তাঁহাকে (নারদকে) জানাইয়াছিলেন—ইহাই এখানে তত্ত্ব (বাস্তবিক অর্থ)। কেহ কেহ বলেন—এই সমস্তই দৈন্য বর্দ্ধনের নিমিত্ত॥ ২৩॥

তথ্য—তাহা হইলে কেন দেখা দিলেন? তদুত্তরে এই শ্লোকোক্তি। কামায়—অনুরাগের নিমিত্ত। তোমার নিজ কামনার কোন প্রয়োজন নাই, তজ্জন্যই পরবর্ত্তী শ্লোকার্দ্ধ। হৃচ্ছয়—কাম (শ্রীধর), কৃষ্ণেতর বাসনা (শ্রীজীব)॥ ২৩॥

সৎসেবয়া দীর্ঘয়াপি জাতা ময়ি দৃঢ়া মতিঃ।
হিত্বাবদ্যামিমং লোকং গন্তা মজ্জনতামসি ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—অদীর্ঘয়াপি (অত্যল্পকালব্যাপিন্যাপি) সৎসেবয়া (সাধুপরিচর্য্যয়া) ময়ি (বাসুদেবে) (তব) (নিশ্চলা ভক্তিঃ) জাতা (সমুদ্ভূতা) (অতস্ত্বং) অবদ্যং (দাসীগর্ভজনিতত্বাৎ নিন্দ্যং) ইমং লোকং (বর্ত্তমানং দেহং) হিত্বা (ত্যক্ত্বা) মজ্জনতাং (মৎ-পার্ষদতাং) গন্তা অসি (গমিষ্যসি) অচিরাদেব ত্বং মৎসমীপং গমিষ্যসীতি সরলার্থঃ ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—অতি অল্পকালমাত্র অনুষ্ঠান করিলেও তুমি যে সাধুসেবা করিয়াছ, তদ্দ্বারাই আমার প্রতি তোমার অচলাবুদ্ধির উদয় হইয়াছে, অতএব তুমি দাসীগর্ভজাত তোমার এই পাপযোনি দেহ পরিত্যাগ করিয়া আমার নিজজনত্ব অর্থাৎ পার্ষদত্ব প্রাপ্ত হইবে ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—অদীর্ঘয়া অল্পয়াপি অবদ্যং নিন্দ্য-লোকং সাংসারিকজনাবাসং ত্রিভুবনমেব ত্যক্ত্বা মজ্জনতাং মৎপার্ষদত্বং গমিষ্যসি ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অদীর্ঘয়াপি'—অর্থাৎ অতি অল্পকালেও (সাধু পরিচর্য্যার ফলে) এই নিন্দনীয় লোক সাংসারিক জনের আবাস-স্থল ত্রিভুবনই পরিত্যাগ করিয়া সজ্জনতা অর্থাৎ আমার পার্ষদত্ব লাভ করিবে ॥ ২৪ ॥

তথ্য—১। অদীর্ঘয়া—অবিলম্বে। অবদ্য—নিন্দ্য। মজ্জনতা—আমার পার্ষদত্ব (শ্রীধর)। ২। মতি অর্থাৎ অস্খলিতা মতি। তৎফলেই পার্ষদত্ব (শ্রীজীব) ॥ ২৪ ॥

মতির্ময়ি নিবদ্ধেয়ং ন বিপদ্যেত কর্হিচিৎ।
প্রজাসর্গনিরোধেঽপি স্মৃতিশ্চ মদনুগ্রহাৎ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—ময়ি নিবদ্ধা (সেবা-সমর্পিতা) ইয়ং (তে) মতিঃ কর্হিচিৎ (কদাপি) ন বিপদ্যেত (বিলুপ্তা ন ভবেৎ) প্রজাসর্গনিরোধেঽপি (প্রজানাং সৃষ্টৌ সংহারেঽপি সৃষ্টিধ্বংসেঽপি ইত্যর্থঃ) (তে) স্মৃতিশ্চ (পূর্ব্বকল্পস্মরণঞ্চ) মদনুগ্রহাৎ (মম কৃপয়া) ন বিপদ্যেত ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—তোমার এই যে মদাশ্রিতা বুদ্ধি তাহা কখনও বিলুপ্ত হইবে না এবং আমার কৃপা প্রভাবে প্রজাসৃষ্টি এবং প্রলয়েও তোমার জন্মান্তরীণ স্মৃতি ভ্রষ্ট হইবে না ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—ন বিপদ্যেত যতো ময়ি নিবদ্ধা স্থাপিতা প্রেম্ণৈবেত্যর্থঃ। মম নিত্যত্বাৎ মতিরপি নিত্যৈবেত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তোমার এই মতি কখনই বিলুপ্ত হইবে না, কারণ উহা আমাতে নিবদ্ধ অর্থাৎ স্থাপিত রহিয়াছে, প্রেমের দ্বারাই উহা স্থাপিত —এই অর্থ। আমি নিত্য বলিয়া আমাতে আশ্রিত তোমার এই মতিও নিত্যই—এই অর্থ ॥ ২৫ ॥

তথ্য—সর্গনিরোধে—সৃষ্টি ও প্রলয়ে বা সৃষ্টির লয়ে (শ্রীধর)। ২। যদি পরে সেবা-বুদ্ধি নষ্ট হইয়া যায়, তবে কি কর্ত্তব্য ? তদুত্তরে এই শ্লোক। মতির কথা কি বলিব, তোমার এই জন্মের স্মৃতি পর্য্যন্ত অটুট থাকিবে (শ্রীজীব) ॥ ২৫ ॥

এতাবদুক্ত্বোপররাম তন্মহদ্-
ভূতং নভোলিঙ্গমলিঙ্গমীশ্বরম্।
অহঞ্চ তস্মৈ মহতাং মহীয়সে
শীর্ষ্ণাবনামং বিদধেঽনুকম্পিতঃ ॥২৬॥

অন্বয়ঃ—এতাবৎ উক্ত্বা (ইতি কথয়িত্বা) নভো-লিঙ্গং (নভসি আকাশে লিঙ্গং মূর্ত্তির্যস্য তৎ) অলিঙ্গং (সন্নিহিতমপি যৎ ন লিঙ্গ্যতে তৎ অদৃশ্যং) তৎ (প্রসিদ্ধং) ঈশ্বরং (সর্ব্বনিয়ন্তৃ) মহদ্ভূতং (অত্যাশ্চর্য্যং পরং ব্রহ্ম) উপররাম (ব্যরমৎ) অহং চ তেন অনু-কম্পিতঃ (অনুগৃহীতঃ সন্) মহতাং মহীয়সে (মহত্তমায়) তস্মৈ (ব্রহ্মণে) শীর্ষ্ণা (শিরসা) অব-নামং (প্রণামং) বিদধে (কৃতবান্) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—এই পর্য্যন্ত বলিয়া সেই সর্ব্বব্যাপী অশরীরী সর্ব্বনিয়ন্তা বিভুচৈতন্য শ্রীহরি বিরত হই-লেন। তাঁহার কৃপায় আমিও মহৎ হইতে মহীয়ান্ সেই ভগবান্‌কে মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম করি-লাম ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—মহদ্ভূতমিতি ক্লীবলিঙ্গং ভগবন্নাম (বৃঃ আ ২।৪।১০) অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদৃ-

যদৃগ্বেদ ইত্যাদি শ্রুতেঃ। তেন যস্য নিঃশ্বসিতমেব চত্বারো বেদাস্তস্য বচনং ততোঽপ্যতিপ্রমাণমিতি ভাবঃ ঈশ্বরং। অতিনিকৃষ্টায় দাসীপুত্রায়াপি মহ্যং তথা বরপ্রদানং যদিদমপি তস্যৈকমীশ্বরত্বমিতি ভাবঃ। নভসি আকাশ এব লিঙ্গং চিহ্নং শ্রীমুখ-বচনরূপং যস্য তৎ যতো ন লিঙ্গ্যতে ন লক্ষ্যতে চক্ষুর্ভ্যামদৃষ্টত্বাদলিঙ্গম্ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মহদ্ভূতং'—ইহা ক্লীবলিঙ্গ নির্দ্দেশ করায় এখানে 'মহদ্ভূত'—শ্রীভগবানের একটি নাম। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—"যেমন আর্দ্র কাষ্ঠ দ্বারা প্রজ্জ্বলিত অগ্নি হইতে পৃথক্ পৃথক্ ধূম নির্গত হয়, তদ্রূপ, অয়ি মৈত্রেয়ি! এই মহদ্ ভূতের নিঃশ্বাসের ন্যায় বিনির্গত যাহা, তাহাই ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, ইতিহাস, পুরাণ, বিদ্যা (সঙ্গীত ও কলাবিদ্যা), উপনিষদ্-সমূহ, শ্লোকসমূহ, সূত্র-সমূহ, অনুব্যাখ্যান-সমূহ (ব্রাহ্মণের অংশ বিশেষ), ব্যাখ্যান-সমূহ—এই সকলই ইঁহারই নিঃশ্বাস।" অতএব যাঁহার নিঃশ্বাসই চারি বেদ-রূপে প্রমাণ, তাঁহার বচন তাহা (বেদ) অপেক্ষাও অতি প্রমাণ—এই ভাব। সেই মহদ্ভূতই ঈশ্বর, সর্ব্বনিয়ামক। অতি নিকৃষ্ট দাসীপুত্র আমাকে যে সেইরূপ বর-প্রদান, ইহাও তাঁহার একটি ঈশ্বরত্ব (স্বতন্ত্রতা)—এই ভাব। আকাশেই যাঁহার শ্রীমুখোচ্চারিত বচন-রূপ চিহ্ন রহিয়াছে, তাহা (নভোলিঙ্গ), যেহেতু তাহা লক্ষ্য করা যায় না; নেত্রদ্বয়ের দ্বারা অদৃষ্ট বলিয়া তিনি অলিঙ্গ ॥ ২৬ ॥

তথ্য—মহদ্ভূতং—শ্রুতিতে আছে, 'এই মহাভূতের নিশ্বাসই ঋগ্বেদাদি; তিনি ঈশ্বর অর্থাৎ সর্ব্বনিয়ন্তা।' নভোলিঙ্গ—আকাশে যাঁহার মূর্ত্তি (অদৃশ্যশরীরী)। অলিঙ্গ—নিকটে থাকিলেও যাঁহাকে চেনা যায় না। অবনাম—প্রণাম (শ্রীধর) ॥ ২৬ ॥

বিবৃতি—শ্রীনারদ যে ভগবদ্দর্শন করিলেন, সেই ভগবান্ সর্ব্বব্যাপী, অশরীরী, সর্ব্বনিয়ন্তা ও বিভুচিদ্ বস্তু। সেই ভগবানের রূপ ও পাদপদ্ম শ্রীনারদের অনুভবের বিষয় হইয়াছিল। লীলাময় ভগবান্ বিষ্ণু বৈকুণ্ঠে সার্দ্ধ দুইটী রসে আশ্রয়জাতীয় রসিকগণের সেব্য। তিনি বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই চতুর্ব্ব্যূহ বিশিষ্ট হইয়া তুরীয় লোকে নিত্য অধিষ্ঠিত। তাঁহার বৈভবপ্রকাশ শ্রীসঙ্কর্ষণরূপ হইতে কারণ, গর্ভ ও ক্ষীর-বারিতে তিনটী পুরুষাবতাররূপ প্রকটিত। পুরুষাবতারের মহাবিষ্ণুরূপ ও মহাবিষ্ণুর পাদপদ্ম নিত্য বর্ত্তমান। তবে, সেই-গুলি অক্ষজজ্ঞানের সর্ব্বক্ষণ গম্যবস্তু নহেন। যে কালে অক্ষজ-জ্ঞান প্রবল ও তাদৃশ পরিভাষায় সেই বস্তুর সংজ্ঞা প্রদত্ত হয়, তখনই ঐ মহাবিষ্ণু সর্ব্বব্যাপী, অশরীরী, সর্ব্বনিয়ন্তা, বিভুচিৎ প্রভৃতি সংজ্ঞা-দ্বারা অভিহিত হন। নারদের উপলব্ধির বিষয় হইতে যে বস্তু উপরত হইলেন, তাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড় শরীর মাত্র নহে। সাধকের বাহ্যদশায় পুরুষাবতারের দর্শন সর্ব্বক্ষণ সম্ভবপর হয় না। চতুর্ব্ব্যূহের বদ্ধজগতের সহিত সম্বন্ধ পুরুষাবতারত্রয়ে প্রকটিত। আবার তাদৃশ সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়াও বিষ্ণুতত্ত্ব নিত্যকাল মায়াধীশ। 'মূঢ় ব্যক্তিগণ আমার পরম ভাব না জানিয়া, আমার মহেশ্বর তত্ত্বকে কর্ম্মফলবাধ্য মানুষী তনু বলিয়া ধারণা করে।' তাদৃশ ধারণা পুরুষাবতারত্রয়ের উপলব্ধি হইতে সম্যগ্‌রূপে বিনষ্ট হয়। শ্রীনারদের ঋষিগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত মন্ত্রদ্বারা দীক্ষালাভ ঘটিলে সেই দিব্যজ্ঞান-প্রভাবে স্বীয় চিন্ময় অনুভূতিতে তিনি বাহ্যদশা ক্ষণকালের জন্য অতিক্রম করিয়াছিলেন। তখন তিনি পুরুষাবতার-স্বরূপ অবগত হইয়া বিষ্ণুতত্ত্ব দর্শন করেন। বিষ্ণু-তত্ত্বদর্শনে দ্বিতীয়াভিনিবেশের অভাবহেতু অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব দ্বিতীয়বার দর্শনীয়বস্তু বা ভেদ-বুদ্ধিতে ইন্দ্রিয়-তর্পণের বস্তুবিশেষ নহেন—এইরূপ বলিতে গিয়াই তাঁহার দ্বিতীয়বার দর্শন সম্ভবপর নহে, শুনিতে পাইয়াছিলেন। ভগবান্ যে দর্শন দেন, তাহা তাঁহার নিজ স্বতন্ত্র ইচ্ছা। "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাং" এই শ্রুতিবাক্যেই ভক্তের প্রতি ভগবানের অনুগ্রহ। শ্রীনারদের ভগবদ্দর্শন-লাভকে কেহ যেন জড়েন্দ্রিয়গ্রাহ্য ইন্দ্রিয়তর্পণমাত্র মনে না করেন, এই জন্যই এই শ্লোকে অশরীরী প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য বা ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে ॥ ২৬ ॥

নামান্যনন্তস্য হতত্রপঃ পঠন্
গুহ্যানি ভদ্রাণি কৃতানি চ স্মরন্।

গাং পর্য্যটংস্তুষ্টমনা গতস্পৃহঃ
কালং প্রতীক্ষন্নমদো বিমৎসরঃ ॥২৭॥

অন্বয়ঃ—অহং হতত্রপঃ (ত্যক্তলজ্জঃ) অনন্তস্য (হরেঃ) নামানি পঠন্ (অনবরতং গৃণন্) গুহ্যানি (গোপ্যানি) ভদ্রাণি (মঙ্গলময়ানি) কৃতানি চ (লীলা কার্য্যাণি চ) স্মরন্ (চিন্তয়ন্ ন তু প্রকাশয়ন্) তুষ্টমনাঃ (প্রহৃষ্টচিত্তঃ) গাং পর্য্যটন্ (পৃথিবীং বিচরন্) কালং (বস্তুসিদ্ধি সময়ং) প্রতীক্ষন্ (অবেক্ষমানঃ সন্) গতস্পৃহঃ (বিষয়বাঞ্ছাশূন্যঃ) অমদঃ (অমানী) বিমৎসরশ্চ (মানদঃ, ঈর্ষাহীনঃ জাতঃ অস্মি ইতি শেষঃ) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর আমি লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া অনন্তদেবের নামসমূহ অনবরত উচ্চারণ এবং রহস্যময় শুভ ভগবল্লীলাচেষ্টাসমূহ স্মরণ করিতে করিতে পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলাম এবং সন্তুষ্টচিত্তে সকল প্রকার বাঞ্ছা ত্যাগ করিয়া নিরহঙ্কার ও মাৎসর্য্যহীন হইলাম ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—কৃতানি চরিতানি কালং প্রতীক্ষন্ স কালো মে কদা ভবিষ্যতি যত্র তৎপার্ষদতাং যাস্যামীতি ভগবৎপার্ষদো ভবিষ্যামি কোহন্যো বরাকো মৎসম ইত্যেবং মদমৎসরৌ মম নাভূতাম্ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কৃতানি' বলিতে শ্রীভগবানের মঙ্গলপ্রদ চরিত্র-সমূহ। কালের প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম অর্থাৎ সেই সময় আমার কখন আসিবে, যখন আমি ভগবানের পার্ষদত্ব লাভ করিব। আমি শ্রীভগবানের পার্ষদ হইব, অপর কোন ক্ষুদ্র ব্যক্তি আমার সমান আছে—এইরূপ গর্ব্ব ও মাৎসর্য্য আমার ছিল না, (অর্থাৎ সেই কালের প্রতীক্ষা করিয়া শ্রীভগবানের নামসমূহ অনবরত গ্রহণ এবং তাঁহার লীলাসমূহ স্মরণ করিতে করিতে আমি নিরহঙ্কার ও মাৎসর্য্য-শূন্য হইয়াছিলাম) ॥ ২৭ ॥

তথ্য—পঠন্—অনবরত উচ্চারণ করিতে করিতে। হতত্রপ লজ্জা ত্যাগ করিয়া (শ্রীধর)। ভগবানের গূঢ় যে সর্ব্বোত্তম ক্রিয়া অর্থাৎ প্রেয়সীগণের সহিত প্রেমপরিপাটীময় লীলাসমূহ, তাহা সাধারণ-সমক্ষে প্রকাশ না করিয়া, আমার যেমন অধিকার তদনুরূপ স্মরণ করিতে করিতে (শ্রীজীব)।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্য ২২শ পরিচ্ছেদে—

বাহ্য অভ্যন্তর ইহার দুইত সাধন।
বাহ্যে সাধকদেহে করি শ্রবণকীর্ত্তন ॥
মনে নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রিদিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন ॥
নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছে ত' লাগিয়া।
নিরন্তর সেবা করে, অন্তর্মনা হঞা ॥ ২৭ ॥

বিবৃতি—ভগবানের নামকীর্ত্তন এবং ভগবানের মঙ্গলময় রহস্যাত্মক লীলাস্মরণ কার্য্যে ব্রতী হইয়া শ্রীনারদ বস্তুসিদ্ধির অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি অমানী এবং মানদ হইয়া নামকীর্ত্তনকালে কাহাকেও লজ্জা করিতেন না। নামনামী অভিন্ন, এইরূপ উপলব্ধি হইলে জীবের লজ্জা থাকে না।

পরিবদতু জনো যথা তথা বা
ননু মুখরো ন বয়ং বিচারয়ামঃ।
হরিরসমদিরামদাতিমত্তা ভুবি
বিলুঠাম নটাম নির্ব্বিশামঃ ॥

এইরূপ ভক্তের ভাব নারদে প্রকাশিত হইয়াছিল। ভগবানের লীলা জীবের পরম মঙ্গলকারিণী ও পরম গোপনীয়া অর্থাৎ দুর্জ্ঞেয়া। সেই সকল লীলা বহির্ম্মুখের কর্ণে যাহাতে প্রবিষ্ট না হইয়া মুক্তপুরুষগণের নিত্য চিন্তনীয় হয় সেই জন্য ভগবল্লীলাস্মরণাদি। কীর্ত্তনীয়নাম সেবার বস্তু। স্মরণীয় লীলা সকলের শ্রবণীয় নহে বলিয়া সাধারণতঃ মুক্ত বৈষ্ণবগণ শ্রদ্দধানের নিকটই নাম কীর্ত্তনাঙ্গ ভক্তির অনুশীলন করেন এবং অনর্থমুক্ত অন্তরঙ্গ ভক্তগণের নিকট লীলা কীর্ত্তন করেন। জাতরতি ভক্তের নিকট শ্রুত লীলাকথা অনর্থমুক্ত হৃদয়ে স্মৃতিপথে উদিত হয়। বহিরঙ্গ ভক্তগণ ঐ সকল কথা স্মরণকালে শুনিতে পান না।

ভগবানের নাম যেরূপভাবে লইলে নামে প্রেমোদয় হয় তাহার লক্ষণ শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীদামোদরস্বরূপ ও শ্রীরামানন্দ রায়কে বলিয়াছেন—

উত্তম হঞা বৈষ্ণব হ'বে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান ॥
এই মত হঞা যেই কৃষ্ণনাম লয়।
শ্রীকৃষ্ণচরণে তাঁর প্রেম উপজয় ॥
প্রেমের স্বভাব যাঁহা প্রেমের সম্বন্ধ।
সেই মানে কৃষ্ণে মোর নাহি ভক্তিগন্ধ ॥

এইরূপ অমানী ও মানদ হইয়া শ্রীনারদ নামগান করিয়াছিলেন। স্মরণাঙ্গভক্তি শ্রবণ-কীর্ত্তনাধীন। অনবধান রহিত হইয়া শ্রীহরি কীর্ত্তিত হইলেই স্মরণের সুষ্ঠুতা হয়। স্মরণকালে ভগবান্ স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া উচ্চারণকারীর হৃদয়ে প্রবিষ্ট হন। কৃত্রিম জড়ীয় ভোগচিন্তা স্মরণশব্দবাচ্য নহে। সুষ্ঠু নামকীর্ত্তন-প্রভাবেই রূপগুণলীলাত্মক স্মৃতি মুক্ত-ভক্তের চিন্ময় হৃদয়াকাশে উদিত হন। ভাঃ ২।৮।৪ শ্লোকে নিত্যশ্রদ্ধার সহিত নামশ্রবণকীর্ত্তনকারীর হৃদয়ে অল্পকালের মধ্যেই ভগবানের উদয় হয়, লিখিত আছে। হৃদয়ে মাৎসর্য্য থাকা কালে হিংসাময় কর্ম্মভূমিতে আসক্তি ন্যূন হয় না। হরি-ভজনকারীর হৃদয়বৃন্দাবনে সর্ব্বসিদ্ধিদ ভগবান্ উদিত হইয়া জীবের দ্বিতীয়াভিনিবেশের অবকাশ দেন না ।। ২৭ ।।

এবং কৃষ্ণমতের্ব্রহ্মন্নাসক্তস্যামলাত্মনঃ ।
কালঃ প্রাদুরভূৎ কালে তড়িৎ সৌদামনী যথা ।।২৮।।

অন্বয়ঃ—(হে) ব্রহ্মন্, এবং (পূর্ব্বোক্ত প্রকারেণ) কৃষ্ণমতেঃ (ভগবতি শ্রীকৃষ্ণে সেবা-রত-চিত্তস্য) আসক্তস্য (লব্ধানুরাগস্য) অমলাত্মনঃ (নির্ম্মলান্তঃকরণস্য) (মম) কালে (স্বাবসরে) সৌদামনী তড়িৎ যথা (বিস্ফুরিতা বিদ্যুদিব) কালঃ (প্রপঞ্চত্যাগ-সময়ঃ) প্রাদুরভূৎ (আবির্বভূব) ।।২৮।।

অনুবাদ—হে ব্রহ্মজ্ঞ ! এইরূপে কৃষ্ণতাৎপর্য্য-বিশিষ্ট এবং কৃষ্ণে অনুরাগী হইয়া আমার অন্তঃ-করণ শুদ্ধ অর্থাৎ স্বরূপসিদ্ধি লাভ করিল। এই অবসরে আকাশে বিদ্যুৎ চমকের ন্যায় আমার মৃত্যু হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হইল ।। ২৮ ।।

বিশ্বনাথ—কালে মম স্থূলদেহ ভঙ্গ সময়ে কালঃ প্রাদুরভূৎ যং কালং প্রতীক্ষমাণঃ পূর্ব্বং চিরাদভূবং স ইত্যর্থঃ। রাজ্ঞো গমনসময়ে তস্য গমনসময়-মিতিবৎ। বুদ্ধির্হি ভগবতি অভেদেঽপি ভেদং জনয়তীত্যনুন্যাসঃ কালয়োস্তয়োরকস্মাদ্‌যুগপদেবা-ধারাধেয়ভাবেন প্রাদুর্ভাবে দৃষ্টান্তঃ। তড়িতি বিদ্যুতি সৌদামনী যথা। একস্যাং সৌদামিন্যাং তথৈবান্যা সৌদামিনী কদাচিদ্‌যথা ভবতি তথৈব মম পাঞ্চ-ভৌতিকদেহভঙ্গকালে এব পার্ষদদেহপ্রাপ্তিকালোঽ-ভূদিত্যর্থঃ ।। ২৮ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—কালে অর্থাৎ আমার স্থূল-দেহ ভঙ্গের সময়ে সেই কাল আসিয়া উপস্থিত হইল, যে কালের প্রতীক্ষা করিয়া আমি পূর্ব্বে এতদিন অবস্থান করিতেছিলাম। রাজার গমন সময়ে তাহার গমন-সময়, এই বাক্য-প্রয়োগের মত। ভগবদ্বি-ষয়িণী বুদ্ধি অভেদেও ভেদ উৎপন্ন করায়—ইহা যুক্তিযুক্ত। সেই দুইটি কালের (অর্থাৎ স্থূলদেহ বিনাশের কাল ও ভগবৎ-পার্ষদত্ব-প্রাপ্তির কাল) অকস্মাৎ একসঙ্গে আধার ও আধেয়ভাবে প্রাদুর্ভাবের দৃষ্টান্ত—যেমন বিদ্যুতে সৌদামনীর প্রকাশ। সৌদামনী বলিতে মালার আকার-বিশিষ্ট অথবা সুদামা নামক স্ফটিকময় পর্ব্বতের প্রান্তভাগে অব-স্থানহেতু অত্যুজ্জ্বল বিদ্যুৎ। একটি সৌদামনীতে অন্য একটি সৌদামনী যেমন কদাচিৎ বিস্ফুরিত হয়, সেইরূপ আমার পাঞ্চভৌতিক দেহের বিনাশের কালেই পার্ষদ দেহ প্রাপ্তির কাল উপস্থিত হইয়াছিল —এই অর্থ ।। ২৮ ।।

তথ্য—১। অকস্মাৎ মৃত্যুর প্রাদুর্ভাবে তড়িতের দৃষ্টান্ত। সৌদামনী—শব্দার্থ বিশেষভাবে দেখাইবার জন্য এই বিশেষণটী। সুদামা অর্থাৎ মালা আছে বলিয়া সৌদামনী মালাকার, অথবা সুদামা নামক স্ফটিকময় পর্ব্বতের প্রান্তভাগে অবস্থানহেতু তথায় বিদ্যুৎ অতীব বিকসিত হয়, তৎসদৃশ অথবা "তড়ি-দন্তিকবজ্রয়োঃ" এই নিরুক্তি অনুসারে বজ্রের সন্নি-হিত বস্তু (শ্রীধর)। ২। অনাবৃষ্টিশেষে অর্থাৎ বৃষ্টির প্রারম্ভে যেমন বিদ্যুদ্‌বিকাশ হয়। গো-বলী-বর্দ্দ ন্যায়ানুসারে প্রাকৃত লোকের ন্যায় শ্রীনারদের মৃত্যুলাভে অনধিকার দেখাইবার নিমিত্ত এই শব্দ (শ্রীজীব)। ['গোবলীবর্দ্দ-ন্যায়'— 'বলীবর্দ্দ'-শব্দে বৃষভ বুঝাইলেও 'গো'-শব্দদ্বারা বৃষভকে আরও দৃঢ় ও স্পষ্টভাবে বুঝায়। যে স্থলে একটী শব্দের প্রয়োগে কোন অর্থ বুঝাইলেও সেই অর্থ আরও স্পষ্ট বা শীঘ্র বুঝাইবার জন্য আর একটী পর্য্যায়-শব্দ তৎসহ ব্যবহৃত হয়, সে স্থলে এই ন্যায়ের প্রয়োগ] ।। ২৮ ।।

প্রযুজ্যমানে ময়ি তাং শুদ্ধাং ভাগবতীং তনুম্।
আরব্ধকর্ম্মনির্ব্বাণো ন্যপতৎ পাঞ্চভৌতিকঃ ॥২৯॥

অন্বয়ঃ—(হে মুনে) তাং (হিত্বাবদ্যমিমং লোকং গন্তা মজ্জনতামসীতি ভগবৎ-প্রতিশ্রুতাং) শুদ্ধাং (সত্ত্বময়ীং) ভাগবতীং (ভগবৎপার্ষদরূপাং) তনুং (শরীরং প্রতি) ময়ি প্রযুজ্যমানে (শ্রীভগবতা এব নীয়মানে সতি) আরব্ধকর্ম্মনির্ব্বাণঃ (প্রারব্ধ-কর্ম্মধ্বংসঃ) পাঞ্চভৌতিকঃ (ক্ষিত্যপ্তেজোমরুদাদি-পঞ্চভূতসমুৎপন্নঃ) (দেহঃ) ন্যপতৎ (পতিতো বভূব) অনেন পার্ষদতনূনামকর্ম্মারব্ধত্বং নিত্যত্বং শুদ্ধত্বং চ সূচিতম্ ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীহরির প্রতিশ্রুত আমি সেই শুদ্ধ-সত্ত্বময় অপ্রাকৃত চিন্ময় ভগবৎপার্ষদোচিত শরীর ভগবৎকৃপায় লাভ করিতে উপযুক্ত হইলে প্রারব্ধকর্ম্ম নির্ব্বাণ অর্থাৎ ধ্বংস হওয়ায় আমার পঞ্চভূতাত্মক শরীরের পতন হইল ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—তাং পূর্ব্বোক্তাং হিত্বাবদ্যমিমং লোকং গন্তা মজ্জনতামসীতি (ভাঃ ১।৬।২৪) ভগবতা প্রতি-শ্রুতাং শুদ্ধাং শুদ্ধসত্ত্বময়ীং যতো ভাগবতীং ন তু মায়িকীং তনুং প্রতি ময়ি প্রযুজ্যমানে ভগবতৈব নীয়মানে সতি মম পাঞ্চভৌতিকো দেহো ন্যপতৎ। গোষু দুহ্যমানাসু গত ইতি দোহনগমনয়োরিব মম ভৌতিকদেহত্যাগচিন্ময়দেহপ্রাপ্ত্যোস্তুল্যকালত্বমেবাভূদি-ত্যর্থঃ। হিত্বাবদ্যমিমং লোকমিতি ভগবদুক্তৌ ক্ত্বা-প্রত্যয়স্তুল্যকাল এব। যদুক্তম্। কৃচিত্তুল্যকালেঽপি উপবিশ্য ভুঙ্‌ক্তে ঋণংকৃত্য পততি চক্ষুঃ সংমীল্য হসতি মুখং ব্যাদায় স্বপিতীত্যাদিকমুপসংখ্যেয়মিতি ভাষাবৃত্তৌ অনেন পার্ষদতনূনামকর্ম্মারব্ধত্বং শুদ্ধত্বং নিত্যত্বমিত্যাদি সূচিতমিতি শ্রীধরস্বামিচরণাঃ। অত্রা-রব্ধানাং কর্ম্মণাং তাপকত্বাদগ্নিতুল্যানাং নির্ব্বাণো নাশো যত্র স ইতি বহুব্রীহিণা ন কেবলং তদানীমেব প্রারব্ধনাশ ইতি লভ্যতে দেহপাতাৎ পূর্ব্বকালেঽপি তন্নাশে তৎপ্রয়োগসিদ্ধেঃ ন চ জাতপ্রেম্নো ভক্তস্যাপি প্রারব্ধং তিষ্ঠতীতি শুদ্ধভক্তানাং মতং সাধনদশায়া-মেব তন্নাশাৎ। যদ্বক্ষ্যতে প্রিয়ব্রতকথায়াং (ভাঃ ৫।১।৩৫)। নৈবংবিধঃ পুরুষকার উরুক্রমস্য পুং-সাং তদঙ্ঘ্রিরজসা জিতষড়্‌গুণানাম্। চিত্রং বিদূর-বিগতঃ সকৃদাদদীত যন্নামধেয়মধুনা স জহাতি তন্বমিতি। অস্যার্থঃ। এবংবিধং পৌরুষং ন চিত্রং। চিত্রম্ খল্বেতদেব কিং তদিত্যত আহ বিদূরবিগতোঽন্ত্যজোঽপি যন্নামধেয়ং সকৃদাদদীত যঃ সঃ। অধুনা নামগ্রহণসমকাল এব তন্বং তনুং জহাতি। অত্র নামগ্রহণসমকালে তনুত্যাগাদর্শনাৎ তন্বারম্ভকং প্রারব্ধকর্ম্মৈব তনুশব্দেন লভ্যতে ইত্যেকে প্রাহুরপরে তু ভক্তিসম্পর্কাৎ স্পর্শমণিন্যায়েন ত্রিগুণ-ময়ীতনুরেব ত্রিগুণাতীতা ভবতি ধ্রুবাদৌ তথা দর্শনা-দত্র তস্যাস্ত্রৈগুণ্যত্যাগ এব তনুত্যাগ উচ্যতে। এতচ্চ রাসারম্ভে (ভাঃ ১০।২৯।১১) জহুর্গুণময়ং দেহ-মিত্যত্র প্রপঞ্চয়িষ্যতে। কৃচিত্তু মতান্তরোৎখাতা-ভাবার্থং স্বভক্তানাং দেহত্যাগোঽপি ভগবতা দর্শ্যত ইত্যাহুঃ যথা জাতপ্রেম্নোঽপি নারদস্য দেহত্যাগস্ত-দপি প্রারব্ধকর্ম্মনাশে ভক্ত্যারম্ভ এব ব্যাখ্যেয়ো যদুক্তং শ্রীরূপগোস্বামিচরণৈঃ নামাষ্টকে। "যদ্‌ব্রহ্ম সাক্ষাৎ-কৃতিনিষ্ঠয়াপি বিনাশমায়াতি বিনা ন ভোগৈঃ। অপৈতি নামস্ফুরণেন তত্তে প্রারব্ধকর্ম্মেতি বিরৌতি বেদঃ" ইতি। প্রারব্ধনাশ এব দেহপাত ইত্যভিপ্রায়ে প্রারব্ধকর্ম্মনির্ব্বাণে ন্যপতৎ পাঞ্চভৌতিক ইতি সপ্ত-ম্যন্তমেব পদং প্রযুজ্যতে ইত্যবধেয়ম্। তদপ্রযুজ্য বহুব্রীহিপ্রয়োগেণ ভক্তানাং প্রারব্ধকর্ম্মনির্ব্বাণাধি-করণীভূত এব দেহঃ পতেন্ন তু ততোঽন্য ইতি জ্ঞাপিতম্ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পূর্ব্বোক্ত 'এই নিন্দনীয় লোক পরিত্যাগ করিয়া আমার পার্ষদত্ব লাভ করিবে'—শ্রীভগবানের প্রতিশ্রুত শুদ্ধসত্ত্বময় (ভগবৎ পার্ষদরূপ দেহ লাভ করিতে উপযুক্ত হইলে), সেই দেহ অপ্রাকৃত চিন্ময়, যেহেতু ভাগবতী তনু অর্থাৎ ভগবৎ পার্ষদত্ব লাভের উপযুক্ত শরীর, কিন্তু উহা মায়িক শরীর নহে। 'ময়ি প্রযুজ্যমানে'—আমাতে প্রযুজ্য হইলে অর্থাৎ শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃকই সেই দেহ প্রাপণ করাইলে, আমার পাঞ্চভৌতিক দেহের পতন হইল। 'গোষু দুহ্যমানাসু গতঃ'—অর্থাৎ গো-দোহন-কালে গমন করিয়াছিলেন, এই বাক্যে যখন গাভীর দোহন হইতেছে, তখনই গমন করিয়াছিলেন—এই-রূপ দোহন ও গমনের ন্যায় আমার ভৌতিক দেহ ত্যাগ এবং চিন্ময় দেহ প্রাপ্তি একই কালে হইয়াছিল—এই অর্থ। 'এই নিন্দনীয় লোক পরিত্যাগ

করিয়া'—এই ভগবদুক্তিতে ক্ত্বা-প্রত্যয় তুল্যকালেই হইয়াছে। (এখানে 'হিত্বা'—ইহা 'ওহাক্ ত্যাগে'—এই হা-ধাতুর উত্তর ক্ত্বাচ্-প্রত্যয় হইয়াছে। সাধারণতঃ 'সমানকর্ত্তৃকয়োঃ পূর্ব্বকালে'—এই সূত্র অনুসারে একাধিক ক্রিয়ার এক কর্ত্তা হইলে পূর্ব্বকালীন ক্রিয়াবোধক ধাতুর উত্তর ক্ত্বাচ্ প্রত্যয় হয়। তুল্যকালেও ক্ত্বাচ্-প্রত্যয় হয়, তাহার প্রমাণ দিতেছেন)—ভাষাবৃত্তিতে বলা হইয়াছে—'কৃচিত্তুল্যকালেঽপি'—অর্থাৎ কখন কখন তুল্যকালেও ক্ত্বাচ্ প্রত্যয় হয়। যেমন—'উপবিশ্য ভুঙ্ক্তে'—উপবেশন করিয়া ভোজন করিতেছেন, 'ঝণৎকৃত্য পততি'—থালাটি ঝণৎকার করিয়া পড়িল, 'চক্ষুঃ সংমীল্য হসতি'—চোখ বন্ধ করিয়া হাসিতেছে, 'মুখং ব্যাদায় স্বপিতি'—মুখ খুলিয়া (হাঁ করিয়া) ঘুমাইতেছে—ইত্যাদি প্রয়োগে তুল্যকালে ক্ত্বাচ্ স্থানে ল্যপ্ প্রত্যয় হইয়াছে।

শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদ বলেন—ইহার দ্বারা শ্রীভগবানের পার্ষদগণের শরীর-সমূহ অকর্ম্মারব্ধত্ব (অর্থাৎ জীবের মত তাঁহাদের দেহ কর্ম্মফল-বশতঃ উৎপন্ন হয় নাই), শুদ্ধত্ব এবং নিত্যত্ব ইত্যাদি সূচিত হইল। 'আরব্ধকর্ম্ম-নির্ব্বাণঃ'—ইহার অর্থ—আরব্ধ (প্রারব্ধ) কর্ম্মসমূহের তাপকত্ব-হেতু অগ্নিতুল্যত্ব, তাহার নির্ব্বাণ অর্থাৎ নাশ হইয়াছে যেখানে, সেই দেহ—এই বহুব্রীহি সমাসের দ্বারা কেবল তৎকালেই প্রারব্ধনাশ হইয়াছে, ইহা নহে ; দেহপতনের পূর্ব্বকালেও প্রারব্ধ নাশ হইলে ঐরূপ প্রয়োগ সিদ্ধি হয়। শুদ্ধ ভক্তগণের মতে—জাতপ্রেমী ভক্তেরও প্রারব্ধ থাকে না, সাধন দশাতেই তাহার (সেই প্রারব্ধ কর্ম্মের) নাশ হইয়া থাকে—এই হেতু। যেমন শ্রীভাগবতে পঞ্চম স্কন্ধে প্রিয়ব্রত মহারাজের আখ্যানে বলা হইবে—"হে রাজন্, যে সকল পুরুষ ভগবানের ভক্ত এবং ভগবানের চরণরেণু-দ্বারা ইন্দ্রিয়-জয় করিয়াছেন, তাঁহাদের এই প্রকার পুরুষকার অসম্ভব নহে, যেহেতু অন্ত্যজ (চণ্ডাল) ব্যক্তিও ভগবানের নাম একবার মাত্র উচ্চারণ করিলে সংসার-বন্ধ (পাঠান্তরে তনু) হইতে মুক্ত হয়।" এই শ্লোকের অর্থ—এইরূপ পুরুষকার আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু আশ্চর্য্য ইহাই—কি তাহা ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'বিদূরবিগতঃ' অর্থাৎ অন্ত্যজও (চণ্ডালও), যিনি একবার মাত্রও ভগবানের নাম গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি অধুনা অর্থাৎ নাম-গ্রহণের সমকালেই (আরব্ধ) তনু ত্যাগ করেন। এখানে নামগ্রহণের সমকালে তনুত্যাগের অদর্শন-হেতু, দেহধারণের আরম্ভক প্রারব্ধ কর্ম্মই তনু-শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে—ইহা কেহ কেহ বলেন। কিন্তু অন্যান্য ভক্তজন বলেন—শ্রীভক্তিদেবীর সম্পর্ক-হেতু স্পর্শমণি-ন্যায় অনুসারে (যেমন স্পর্শমণি লৌহাকেও স্পর্শমাত্র সুবর্ণে পরিণত করে, সেইরূপ) ত্রিগুণময়ী (প্রাকৃত সত্ত্ব, রজঃ ও তমোময়ী) তনুই ত্রিগুণাতীতা হইয়া থাকে। ধ্রুব প্রভৃতিতে সেইরূপ দর্শনহেতু, এখানে সেই শরীরের ত্রৈগুণ্যের ত্যাগই তনু-ত্যাগ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ইহা রাসারম্ভে (শ্রীভাগবতে দশমে) 'জহুর্গুণময়ং দেহং'—অর্থাৎ অন্তর্গৃহগতা কোন কোন গোপরামা শ্রীকৃষ্ণকেই জারবুদ্ধিতেও ধ্যান করিয়া সদ্যই বন্ধনমুক্ত হইয়া গুণময় দেহ পরিত্যাগ করিলেন—ইত্যাদি স্থলে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইবে।

কিন্তু কোথাও মতান্তরের উৎখাতের অভাবের জন্য বলা হইয়াছে—স্বভক্তগণের দেহত্যাগও শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়া থাকে, যেমন জাতপ্রেমী (সঞ্জাতপ্রেমা অর্থাৎ যাঁহার প্রেম উৎপন্ন হইয়াছে) নারদের দেহত্যাগ, তাহাও ভক্তির প্রারম্ভেই প্রারব্ধ কর্ম্মের নাশ হইলেও শ্রীভগবদিচ্ছায় পরবর্ত্তীকালে দেহত্যাগ হইয়াছিল। যেরূপ শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ নামাষ্টকে বলিয়াছেন—"ভোগ ব্যতিরেকে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের নিষ্ঠার দ্বারাও যাহা বিনষ্ট হয় না, বেদে যাহা প্রারব্ধ-কর্ম্ম বলিয়া উদ্ঘোষিত হইয়াছে, তাহা (প্রারব্ধ কর্ম্ম), হে ভগবন্, তোমার নামস্মরণ মাত্রেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়।" যদি প্রারব্ধ কর্ম্ম নাশ হইলেই দেহের পতন হয়—এই অভিপ্রায় হইত, তাহা হইলে "প্রারব্ধকর্ম্ম-নির্ব্বাণে ন্যপতৎ পাঞ্চভৌতিকঃ" অর্থাৎ প্রারব্ধকর্ম্মের নাশ হইলে পাঞ্চভৌতিক দেহের পতন হইল—এইরূপ সপ্তম্যন্তই পদ প্রযুক্ত হইত, ইহা অবধারণ করিতে হইবে। তাহা (অর্থাৎ সপ্তম্যন্তপদ) প্রয়োগ না করিয়া বহুব্রীহি-

সমাস প্রয়োগের দ্বারা (অর্থাৎ যে দেহের প্রারব্ধ কর্ম্ম বিনষ্টই ছিল, সেই পাঞ্চভৌতিক দেহের পতন হইল)—ভক্তগণের প্রারব্ধ কর্ম্মের নির্ব্বাণাধিকরণী-ভূত (যে দেহের প্রারব্ধ কর্ম্ম বিনষ্ট হইয়াছে সেই) দেহই পতিত হইল, কিন্তু তাহা ব্যতীত অন্য কিছু নহে—ইহাই জানাইতেছে ।। ২৯ ।।

তথ্য—১। পূর্ব্বকথিত ২৪ শ্লোকার্দ্ধে 'প্রযুজ্যমানে' শব্দের অর্থ নিহিত। ভাগবতী—ভগবৎ-পার্ষদরূপা, শুদ্ধসত্ত্বময়ী। আরব্ধকর্ম্মসমাপ্তি ও পঞ্চভূতাত্মক দেহের পতন দ্বারা পার্ষদদেহের প্রারব্ধ-কর্ম্মভোগশূন্যতা, নিত্যত্ব ও শুদ্ধত্ব সূচিত (শ্রীধর)। ২। ভাগবতী অর্থাৎ ভগবদঙ্গজ্যোতির অংশরূপা শুদ্ধা প্রকৃতিস্পর্শশূন্যা। দেহত্যাগ দ্বারা প্রাক্তন লিঙ্গশরীর ভঙ্গও লক্ষিত। তাদৃশ ভগবন্নিষ্ঠ দেহে লিঙ্গদেহের প্রারব্ধকর্ম্মপর্য্যন্তই অবস্থিতি (শ্রীজীব) ।। ২৯ ।।

বিবৃতি—জাতরতি ভক্তের কৃষ্ণসেবাপ্রবৃত্তি নির্ম্মল হওয়ায় তিনি সর্ব্বদা হরিগুণগান এবং হরিলীলা-চিন্তাপর হন। ইহাকেই জীবের স্বরূপপ্রাপ্তি বা জীবদ্দশায় ভোগপিপাসা মুক্তি বলা হয়। স্বরূপ-সিদ্ধিক্রমে অর্থাৎ অস্মিতায় বিষ্ণুসেবার উদয়ে বাহ্য-জগতে ইন্দ্রিয়চালনার অবকাশ হয় না। যাঁহারা বাহ্যজগতের ভোক্তৃত্ব ভাবের পরিবর্ত্তে কৃষ্ণসেবৈক-চিত্ত, তাঁহাদের কার্য্যাবলী ভোগী জীবগণ প্রকৃত প্রস্তাবে বুঝিতে পারেন না। ভোগবাসনা নির্ম্মুক্ত হৃদয় যে প্রকারে হরিসেবা করেন, তাহাতে হরি-সম্বন্ধিবস্তুর সন্ধান না পাইলে কর্ম্মফলভোগী ফল্গু-বৈরাগ্যের বশবর্ত্তী হইয়া ভক্তের ক্রিয়ামুদ্রা বুঝিতে পারেন না। ভগবদ্ভক্ত আপনার হরিসেবা-প্রবৃত্তিতে অবস্থিত হইয়া বস্তুসিদ্ধিকালের পূর্ব্বপর্য্যন্ত নূতন বাসনা স্বীকার করেন না। প্রাক্তন আরব্ধ ক্রিয়া তাঁহার স্বরূপসিদ্ধির ব্যাঘাত করে না। বদ্ধজীবের তাদৃশ স্বরূপসিদ্ধ-ভক্তদর্শনে নানাবিধ অপরাধ উপস্থিত হয়। সেই জন্য শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ তৎকৃত 'উপদেশামৃতে' লিখিয়াছেন—

"ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ।"

গীতাতে লিখিয়াছেন—"ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।" লব্ধস্বরূপ ভক্ত নিরুপাধিক হইয়া স্থূল প্রাপঞ্চিক শরীর ত্যাগ করেন। তৎকালে তাঁহার চিদানন্দস্বরূপ, ভোগময় কর্ম্মের আবাহন করে না। স্বরূপসিদ্ধ ভক্তের ভগবানের সেবোপযোগী উপকরণ-রূপ স্বীয় চিন্ময়ী প্রতীতিকেই শুদ্ধা ভাগবতীতনু বলে ।। ২৯ ।।

কল্পান্ত ইদমাদায় শয়ানেঽম্ভস্যুদন্বতঃ।
শিশয়িষোরনুপ্রাণং বিবিশেঽন্তরহং বিভোঃ ॥৩০॥

অন্বয়ঃ—কল্পান্তে (কল্পাবসানে) ইদং (ত্রৈলোক্যং) আদায় (উপসংহৃত্য) উদন্বতঃ (একার্ণবস্য) অম্ভসি (সলিলে) শয়ানে (বিশ্রান্তে শ্রীনারায়ণে) অহং শিশয়িষোঃ (শয়নং কর্ত্তুমিচ্ছোঃ) বিভোঃ (ব্রহ্মণঃ) অনুপ্রাণং (নিশ্বাসেন সহ ইতি যাবৎ) অন্তঃ (শ্রীনারায়ণস্য কুক্ষিমধ্যে) বিবিশে (প্রবিষ্ট অভবমিতি শেষঃ) ।। ৩০ ।।

অনুবাদ—কল্পশেষে এই বিশ্ব ধ্বংস করিয়া একার্ণবের জলে শ্রীনারায়ণ যখন শয়ন করিলেন তখন শয়নাভিলাষী ভগবানের মধ্যে তাঁহার নিশ্বাসের সহিত আমি প্রবেশ করিলাম ।। ৩০ ।।

বিশ্বনাথ—ননু তব নিত্যতনুত্বে কথমস্মিন্ কল্পে স্বায়ম্ভুবে মন্বন্তরে উৎসঙ্গান্নারদো জজ্ঞে ইতি ব্রহ্মণঃ সকাশাৎ তব জন্মপ্রসিদ্ধিঃ সত্যং নিত্যতনোরেব ভগবতো লীলাবিশেষার্থং দেবক্যাদিগর্ভে প্রবেশ ইব মমাপি ব্রহ্মপুত্রত্বলীলার্থং পূর্ব্বকল্পান্ত এব ব্রহ্মশরীরে প্রবেশোঽভূদিত্যাহ কল্পান্ত ইতি। ইদং ত্রৈলোক্যমাদায় উপসংহৃত্য উদন্বতঃ একার্ণবস্যাম্ভসি শয়ানে শ্রীনারায়ণে শিশয়িষোঃ শয়নং কর্ত্তুমিচ্ছোর্বিভোর্ব্রহ্মণঃ অন্তর্মধ্যং অনুপ্রাণং বিবিশে প্রবিষ্টোঽহম্। ততোঽবতীর্য্য বিশ্বাত্মা দেহমাবিশ্য চক্রিণঃ। অবাপ বৈষ্ণবীং নিদ্রামেকীভূয়াথ বিষ্ণুনেতি কূর্ম্মোক্তেঃ। স্বায়নেঽম্ভসীতি পাঠে স্বস্যাধিকরণেঽম্ভসীতি নারায়ণেঽম্ভসীত নারায়ণেনাভেদ-বিবক্ষয়েতি মন্তব্যম্ ।। ৩০ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—তোমার দেহ নিত্য হইলে, কি প্রকারে এই কল্পে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে "ব্রহ্মার ক্রোড় হইতে নারদ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন"

—এই বাক্যে ব্রহ্মার নিকট হইতে তোমার জন্মের প্রসিদ্ধি রহিয়াছে। ইহার উত্তরে বলিতেছেন—সত্য, নিত্যতনু শ্রীভগবানের লীলা বিশেষের নিমিত্ত দেবকী প্রভৃতির গর্ভে প্রবেশের ন্যায় আমারও ব্রহ্মার পুত্র-রূপ লীলার নিমিত্ত পূর্ব্বকল্পান্তেই ব্রহ্মার শরীরে প্রবেশ হইয়াছিল। ইহাই 'কল্পান্তে'—ইত্যাদি শ্লোকে উক্ত হইতেছে। এই ত্রিলোক উপসংহার করিয়া একার্ণব সমুদ্রের জলে শ্রীনারায়ণ শয়ন করিলে তখন শয়ন করিতে ইচ্ছুক ভগবানের অন্তরে তাঁহার নিশ্বাস-যোগে আমি প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম। কূর্ম্মপুরাণে উক্ত আছে—"তারপর অবতীর্ণ হইয়া বিশ্বাত্মা চক্রীর (চক্রধারী নারায়ণের) দেহে প্রবিষ্ট হইলেন। অনন্তর বিষ্ণুর সহিত একত্র মিলিত হইয়া বৈষ্ণবী নিদ্রা প্রাপ্ত হইলেন।" 'স্বায়নেঽন্তসি'—এই পাঠে—স্বায়নে বলিতে নিজের আশ্রয়স্থল জলাশয়ে, অর্থাৎ নিজের অধিকরণ যে জলাশয়, তাহাতে—এখানে নারায়ণের সহিত জলের অভেদ বিবক্ষা করা হইয়াছে —ইহা মনে করিতে হইবে ॥ ৩০ ॥

তথ্য—ইদং—ত্রৈলোক্য। আদায়—উপসংহার করিয়া। উদন্বৎ—একার্ণব সাগর। শিশয়িষু—শয়নেচ্ছু। বিভু—ব্রহ্ম। অনুপ্রাণং—নিশ্বাসের সহিত।

ততোঽবতীর্য্য বিশ্বাত্মা দেহমাবিশ্য চক্রিণঃ।
অবাপ বৈষ্ণবীং নিদ্রামেকীভূয়াথ বিষ্ণুনা ॥
ইতি কৌর্ম্মে ॥ ৩০ ॥

সহস্রযুগপর্য্যন্ত উত্থায়েদং সিসৃক্ষতঃ।
মরীচিমিশ্রা ঋষয়ঃ প্রাণেভ্যোঽহঞ্চ জজ্ঞিরে ॥৩১॥

অন্বয়ঃ—সহস্রযুগপর্য্যন্তে (তৎসংখ্যক-যুগান্তে) উত্থায় (পুনঃ সৃষ্টিপ্রকাশ-লীলার্থং উত্থিতো ভূত্বা) ইদং (বিশ্বং) সিসৃক্ষতঃ (স্রষ্টুমিচ্ছতঃ ব্রহ্মণঃ) প্রাণেভ্যঃ (ইন্দ্রিয়েভ্যঃ) অহং মরীচিমিশ্রাঃ ঋষয়শ্চ (মরীচি-প্রমুখাঃ মুনয়শ্চ) জজ্ঞিরে (সম্ভূতাঃ অভবন্) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—এইরূপে সহস্রমহাযুগ অতীত হইলে ভগবান্ পুনরায় উত্থিত হইয়া এই বিশ্ব সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহার ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে আমি এবং মরীচি প্রমুখ ঋষিগণ আবির্ভূত হইয়াছিলাম ॥৩১॥

বিশ্বনাথ—সহস্রযুগস্য পর্য্যন্তে পরিসমাপ্তৌ পূর্ব্ব-কল্পান্তে এতৎকল্পাদাবিত্যর্থঃ। মরীচিমিশ্রা মরীচাদ্যাঃ প্রাণেভ্যঃ ইন্দ্রিয়েভ্যঃ জজ্ঞিমহ ইতি বক্তব্যে জজ্ঞিরে ইত্যার্ষম্ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সহস্র যুগের পরিসমাপ্তিতে অর্থাৎ পূর্ব্বকল্পের শেষে, এই কল্পের আদিতে—এই অর্থ। 'মরীচিমিশ্রাঃ' বলিতে মরীচি প্রভৃতি (ঋষিগণ এবং আমি শ্রীভগবানের) ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে আবির্ভূত হইয়াছিলাম। এখানে 'জজ্ঞিমহে' এই উত্তম পুরুষের প্রয়োগের স্থলে, 'জজ্ঞিরে'—এই প্রথম পুরুষের প্রয়োগ—আর্ষ অর্থাৎ ঋষিপ্রোক্ত ॥ ৩১ ॥

তথ্য—প্রাণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহ। মরীচি-মিশ্র—মরীচি-প্রমুখ (শ্রীধর)। এখানে 'যুগ'-শব্দে চতুর্যুগ। 'জজ্ঞিরে'—'জজ্ঞিমহে' ক্রিয়ার আর্ষপ্রয়োগ। ব্রাহ্মকল্পের অনুবর্ত্তনে মরীচি প্রভৃতির যেমন সম্প্রতি সুপ্ত প্রবুদ্ধতাই জন্ম তদ্রূপ জানিতে হইবে। এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, সকল বৈকুণ্ঠে এবং সর্ব্বকালেই শ্রীনারদের নিত্যতা শ্রুত, কিন্তু যদি তাহা নাও ঘটে, তথাপি নিত্য শ্রীনারদ-সারূপ্যাদি প্রাপ্ত কোন জীব-বিশেষকে অবলম্বন করিয়া উহা ঘটে (শ্রীজীব)।

ব্রহ্মার দিবাভাগ এক কল্পপরিমিত সময়। নিশা-ভাগও তৎপরিমিত কাল। নিশারম্ভে প্রাকৃত সৃষ্টি অব্যক্ততা লাভ করে। পুনরায় নিশাবসানে কল্পক্ষয়ে পুনঃ প্রবৃত্তি হয়। ব্রহ্মার দিবাভাগ সহস্র মহাযুগ। এক এক মহাযুগে ৪৩২০০০০ সৌর বর্ষ। ১৪টী মন্বন্তরে এক কল্প হয়। প্রত্যেক মন্বন্তরে ৭১ মহা-যুগ কাল অবস্থিত। পঞ্চদশ যুগসন্ধিসহিত চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে সহস্র মহাযুগ পরিমিত কাল ॥ ৩১ ॥

অন্তর্বহিশ্চ লোকাংস্ত্রীন্ পর্য্যেম্যস্কন্দিতব্রতঃ।
অনুগ্রহান্মহাবিষ্ণোরবিঘাতগতিঃ ক্বচিৎ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—মহাবিষ্ণোঃ (শ্রীহরেঃ) অনুগ্রহাৎ (কৃপয়া) অস্কন্দিতব্রতঃ (অখণ্ডিত ব্রহ্মচর্য্যঃ) (অহং) ক্বচিৎ (কুত্রাপি) অবিঘাতগতিঃ (অপ্রতিহত-গমনঃ সর্ব্বগঃ সন্ ইতি যাবৎ) ত্রীন্ লোকান্ (ত্রিভুবনং)

অন্তর্বহিশ্চ (বৈকুণ্ঠস্য বহিরভ্যন্তরে উভয়ত্র) পর্য্যেমি (পর্য্যটামি) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ মহাবিষ্ণুর কৃপায় অস্খলিত ব্রহ্মচর্য্যব্রত ধারণ করিয়া এবং কোথাও গতিরুদ্ধ না হওয়ায় আমি বৈকুণ্ঠের অন্তরে ও বাহিরে বিচরণ করি ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—ন চ মরীচ্যাদয়ঃ প্রাকৃতাঃ স্বস্বকর্ম্ম-পতিতাঃ ইবাহং ক্বাপি কর্ম্মণি নাপি সনকাদ্যা ইব জ্ঞানেঽপি নিযুক্তঃ কিং ত্বহং প্রবৃত্তিনিবৃত্তিধর্ম্মাতীতো হরিং ভজন্নেব স্বচ্ছন্দেন বর্ত্তে ইত্যাহ অন্তরিতি। যে কর্ম্মিণস্তে বহির্ন যান্তি অশক্তেঃ তপ আদিভির্ব্রহ্ম-লোকং গতা অন্তর্ন যান্তি কর্ম্মবন্ধভীতেঃ। অহন্তু অখণ্ডিতস্বভক্তিনিষ্ঠঃ সন্নন্তর্বহিশ্চ পর্য্যেমি পর্য্যটামি। যদ্বা বহির্ব্রহ্মাণ্ডাৎ মহাবৈকুণ্ঠেঽপি অতএবোক্তং নার-সিংহে। সনকাদ্যা নিবৃত্তাখ্যে তে চ ধর্ম্মে নিয়ো-জিতাঃ। প্রবৃত্তাখ্যে মরীচ্যাদ্যা মুক্তৈকং নারদং মুনিমিতি ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রাকৃত স্ব-স্ব কর্ম্মে নিপতিত মরীচি প্রভৃতির ন্যায় আমি কোন কর্ম্মে লিপ্ত হই নাই, অথবা সনকাদির মত জ্ঞানেও নিযুক্ত হই নাই, কিন্তু আমি (নারদ) প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয় ধর্ম্মের অতীত হইয়া শ্রীহরির ভজন করিতে করিতে নিজের ইচ্ছানুসারে অবস্থান করি—ইহাই বলিতেছেন, 'অন্তর'—ইত্যাদি শ্লোকে। যাহারা কর্মী, তাহারা অসমর্থবশতঃ (ব্রহ্মাণ্ডলোকের) বাহিরে যাইতে পারেন না, আর জ্ঞানিগণ তপস্যাদির দ্বারা ব্রহ্মলোকে গেলেও তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন না কর্ম্ম-বন্ধনের ভীতিবশতঃ। কিন্তু আমি অখণ্ডিত (নিশ্চল) স্বভক্তি-নিষ্ঠ হইয়া ব্রহ্মলোকের অন্তরে ও বাহিরে পর্য্যটন করিয়া থাকি। অথবা ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে মহাবৈকুণ্ঠেও বিচরণ করি। অতএব নারসিংহে (নৃসিংহ তাপনীতে) উক্ত হইয়াছে—"সনকাদি নিবৃত্তাখ্য ধর্ম্মে নিয়োজিত, মরীচি প্রভৃতি প্রবৃত্তি-ধর্ম্মে নিযুক্ত, কিন্তু মুক্তি-পথে একমাত্র নারদ মুনিকে জানিবে।" ॥ ৩২ ॥

তথ্য—কর্ম্মিগণ ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে যায় না, জ্ঞানি-গণ তপস্যাদি দ্বারা ব্রহ্মলোকে গেলেও তদভ্যন্তরে গমন করেন না, কিন্তু আমি ভগবদনুগ্রহে অখণ্ডিত ব্রহ্মচর্য্যব্রত ধারণ করিয়া বৈকুণ্ঠের অন্তরে ও বাহিরে সর্ব্বত্রই যাই। অবিঘাত—অপ্রতিহত (শ্রীধর)। অস্কন্দিতব্রত—নিশ্চল ভগবৎসেবার নিয়ম পালন-পূর্ব্বক, কুচিৎ অর্থাৎ বৈকুণ্ঠাদিতেও (শ্রীজীব) ॥৩২॥

দেবদত্তামিমাং বীণাং স্বরব্রহ্মবিভূষিতাম্।
মূর্চ্ছয়িত্বা হরিকথাং গায়মানশ্চরাম্যহম্ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—অহং স্বরব্রহ্ম-বিভূষিতাং (স্বরাঃ নিষা-দর্ষভ-গান্ধার-ষড়জ-মধ্যম-ধৈবতাঃ পঞ্চমশ্চ ইতি সপ্ত তে এব ব্রহ্ম তেন বিভূষিতাং সংযুক্তাং স্বতঃসিদ্ধ-সপ্তস্বরাং) দেবদত্তাং (ভগবৎপ্রদত্তাং) ইমাং বীণাং মূর্চ্ছয়িত্বা (মূর্চ্ছনালাপবতীং কৃত্বা) হরিকথাং গায়-মানঃ (হরের্লীলাদিকং কীর্ত্তয়ন্) চরামি (ত্রিভুবনং পর্য্যটামি) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—আমি ঈশ্বরপ্রদত্ত সপ্তস্বরে স্বাভাবিক ঝঙ্কৃত এই বীণা মূর্চ্ছনা দ্বারা আলাপ করিতে করিতে হরিনাম-গুণ-কীর্ত্তন করিয়া (ত্রিভুবনে) পরিভ্রমণ করি ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—স্বর্গাপবর্গবিলক্ষণা সর্ব্বৈরন্যৈর্দুর্ল্লভা মম ভোগসামগ্রী তু সদা সর্ব্বত্রেত্যাহ দ্বাভ্যাম্। দেবেন শ্রীকৃষ্ণেন দত্তাং লিঙ্গপুরাণে তেনৈব স্বয়ং তস্য বীণা-গ্রাহণং হি প্রসিদ্ধম্। স্বরাঃ ষড়্জাদয়ঃ এব ব্রহ্ম স্ফোরকত্বাদ্‌ব্রহ্মমূর্চ্ছয়িত্বা মূর্চ্ছনালাপবতীং কৃত্বা ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—স্বর্গ ও অপবর্গ হইতে বিলক্ষণ, অন্য সকলের দুর্ল্লভ, আমার ভোগ-সমগ্রী কিন্তু সর্ব্বকালে সর্ব্বস্থানেই লভ্য—তাহাই দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন। 'দেবদত্তা বীণা'—এখানে দেব বলিতে শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহা-কর্ত্তৃক প্রদত্তা বীণা। লিঙ্গপুরাণে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে যে শ্রীকৃষ্ণ নিজেই তাঁহাকে (নারদকে) বীণা প্রদান করিয়া-ছিলেন। 'স্বরব্রহ্ম'—বলিতে স্বর ও ষড়্‌জাদি সমস্তই ব্রহ্ম, ব্রহ্মের বা বেদের স্ফোরকত্ব অর্থাৎ অভিব্যঞ্জক বলিয়া উঁহারা ব্রহ্ম। 'মূর্চ্ছয়িত্বা'—অর্থ মূর্চ্ছনা আলাপ করিয়া ॥ ৩৩ ॥

তথ্য—ঈশ্বরাজ্ঞায় লোক-মঙ্গলের জন্যই যে তিনি ভ্রমণ করেন, তাহা চারিটী শ্লোকে বলিতেছেন। স্বর

—উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত—এই তিন প্রকার কণ্ঠ-ধ্বনি। ষড়্‌জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ এই সপ্তস্বর। ব্রহ্মের বা বেদের অভিব্যঞ্জক বলিয়া উহারা ব্রহ্ম। সেই বীণাই স্বতঃসিদ্ধ সপ্তস্বরা। মূর্চ্ছয়িত্বা অর্থাৎ মূর্চ্ছনা আলাপ করিয়া (শ্রীধর)। 'দেব'-শব্দে শ্রীকৃষ্ণ। লিঙ্গপুরাণে উপরিভাগে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের তাঁহাকে বীণা-প্রদানের কথা প্রসিদ্ধ আছে; এস্থলে স্বরের ব্রহ্মত্বের কারণ এই যে, শ্রীনারদের বীণা-যন্ত্রে স্বরসমূহ বিন্যস্ত হইলে উহাদিগের সহসা শ্রীকৃষ্ণ-স্ফূর্ত্তি-প্রাপ্তির সামর্থ্য ঘটে, কেননা (ভাঃ ৬।৫।২২ শ্লোকানুসারে) তিনি স্বরব্রহ্মে হৃষীকেশের পাদপদ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করিতেন। 'দেবদত্ত' শব্দ বীণা-লাভরূপ উপকারের স্মরণবাচক (শ্রীজীব) ॥৩৩॥

প্রগায়তঃ স্ববীর্য্যাণি তীর্থপাদঃ প্রিয়শ্রবাঃ।
আহূত ইব মে শীঘ্রং দর্শনং যাতি চেতসি ॥৩৪॥

অন্বয়ঃ—তীর্থপাদঃ (উত্তমঃশ্লোকঃ) প্রিয়শ্রবাঃ (পুণ্যশ্লোকঃ হরিঃ) স্ববীর্য্যাণি (নিজলীলাচেষ্টিতানি) প্রগায়তঃ (সংকীর্ত্তয়তঃ) মে চেতসি (হৃদি) আহূত ইব (সম্বোধিত ইব) শীঘ্রং (সঙ্কীর্ত্তন-সমকালমেব) দর্শনং যাতি (মমদৃষ্টিপথং আয়াতি এব ইতি) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—তীর্থপাদ উত্তমঃশ্লোক শ্রীহরি, তাঁহার নিজলীলাচেষ্টাসমূহ প্রকৃষ্টরূপে গান করিবার সময় আমার হৃদয়মধ্যে যেন আহূত হইয়াই তৎক্ষণাৎ দর্শন দেন ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—প্রিয়শ্রবা ইতি। স্বযশঃপ্রিয়ত্বাদ্‌যত্র যত্র যশোগানং তত্রায়াতি তীর্থপাদ ইতি যত্রায়াতি তত্তীর্থং ভবতি আহূত ইব আহ্বানং বিনাপীতি ভগবতো ভক্তিবশ্যত্বমুক্তম্ ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রিয়শ্রবাঃ' ইতি—স্বযশঃ নিজের প্রীতির বিষয় বলিয়া যেখানে যেখানে (ভগবানের) যশোগান হয়, সেখানে সেখানে ভগবান্ শ্রীহরি আগমন করেন। তীর্থপাদ বলিতে তিনি যেখানে আগমন করেন, তাহাই তীর্থরূপে পরিণত হয়। 'আহূত ইব'—আহূত হইয়াই যেন অর্থাৎ আহ্বান বিনাও (যেখানে ভগবানের শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন হন, সেখানে বিনা আহ্বানে ভগবান্ শ্রীহরি আগমন করেন)—ইহাতে ভগবানের ভক্তি-বশ্যত্ব বলা হইল ॥ ৩৪ ॥

তথ্য—এই শ্লোকে নিজ প্রয়োজনের কথা বলিতেছেন (শ্রীধর)। 'আমা হইতে সকলের দুঃখ না হইয়া সুখ হউক' এই দয়াশীলতার জন্য তাঁহার প্রিয়-শ্রবা নাম। তাঁহার সেই রূপেই নারদের চিত্তে দর্শন-লাভ (শ্রীজীব) ॥ ৩৪ ॥

এতদ্ধ্যাতুরচিত্তানাং মাত্রাস্পর্শেচ্ছয়া মুহুঃ।
ভবসিন্ধুপ্লবো দৃষ্টো হরিচর্য্যানুবর্ণনম্ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—মুহুঃ (নিরন্তরং) মাত্রাস্পর্শেচ্ছয়া (মাত্রাঃ বিষয়াঃ তেষাং স্পর্শাঃ ভোগাঃ তেষাং ইচ্ছয়া বিষয়ভোগ-লালসয়া) আতুর-চিত্তানাং (আতুরাণি চিত্তানি যেষাং তেষাং কামক্লিষ্টচেতসাং) এতৎ হরিচর্য্যানুবর্ণনং হি (হরি-গুণচরিতানুকীর্ত্তনমেব) ভবসিন্ধুপ্লবঃ (সংসারসাগরোত্তরণোপায়ঃ পোতঃ) দৃষ্টঃ (ন কেবলং শ্রুতঃ অপি তু সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষীকৃত ইতি ভাবঃ) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—সতত বিষয়ভোগ বাসনা দ্বারা যাহাদের চিত্ত ব্যাকুল হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে এই হরিচরিত-কথা-কীর্ত্তনই ভবসাগর পার হইবার একমাত্র উপায় —ইহা প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ সকলভাবেই দেখা গিয়াছে ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—প্রকরণার্থমুপসংহরতি এতদিতি। মাত্রা বিষয়াস্তেষাং স্পর্শা ভোগাস্তদিচ্ছয়া ব্যাকুলচিত্তানাং যো ভবসিন্ধুস্তস্য প্লবঃ পোতঃ দৃষ্টঃ ময়া সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষীকৃতঃ নাত্র প্রমাণাপেক্ষেতি ভাবঃ। এতদেব হি হরিচরিতস্যানুবর্ণনম্। অত্র সর্ব্বত্রৈব বহ্বঙ্গায়া অপি ভক্তেঃ কীর্ত্তনস্য মুখ্যত্বাৎ কীর্ত্তনোপলক্ষিতা সর্ব্বৈরেব ভক্তির্জ্ঞেয়া ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রকরণার্থ উপসংহার করিতেছেন—'এতদ্' ইত্যাদি শ্লোকে। মাত্রা অর্থ বিষয়, তাহাদের স্পর্শ অর্থাৎ ভোগসমূহ, উহাদের ইচ্ছায়, অর্থাৎ বিষয়ভোগের বাসনায় যাহাদের চিত্ত ব্যাকুল হইয়াছে, তাহাদের নিকট যে সংসার-সমুদ্র, তাহা উত্তীর্ণ হইবার প্লব (পোত) আমা কর্ত্তৃক দৃষ্ট

হইয়াছে অর্থাৎ আমি প্রত্যক্ষরূপে দর্শন করিয়াছি, এই বিষয়ে কোন প্রমাণের অপেক্ষা নাই, এই ভাব। সেই প্লবই হইতেছে—হরিচরিতের অনুবর্ণন। (বিষয় লালসায় উদ্বিগ্নচিত্ত সংসার-সমুদ্রে নিমজ্জমান জীবের পক্ষে তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইবার একমাত্র উপায়ই শ্রীহরির চরিতাবলীর নিরন্তর শ্রবণ ও কীর্ত্তন)। এখানে সর্ব্বত্রই বহু অঙ্গবিশিষ্টা ভক্তির কীর্ত্তনই মুখ্য অঙ্গ বলিয়া, কীর্ত্তনোপলক্ষিতা অন্যান্য ভক্তির অঙ্গও সকলের জানা উচিত ॥ ৩৫ ॥

তথ্য—এই শ্লোকে বদ্ধজীবের পরম কর্ত্তব্যের কথা বলিতেছেন। মাত্রা—বিষয়। স্পর্শ—ভোগ। হরিকথাকীর্ত্তন-মাহাত্ম্য যে কেবল শ্রুতিপ্রমাণবলেই জানা যায়, তাহা নহে, অন্বয়ব্যতিরেকভাবেও দেখা গিয়াছে (শ্রীধর) ॥ ৩৫ ॥

বিবৃতি—বদ্ধজীব নিজের দুইপ্রকার দেহের আশ্রয়ে সংসারে ডুবিয়া যান। সেই আসক্তি হইতে পরিত্রাণের একমাত্র উপায়ই হরিলীলা-গান। হরিলীলা-গানদ্বারাই জীব বিষয়সাগরে নিমজ্জন হইতে রক্ষা পান। ভগবান্ অধোক্ষজ হরি জীবের ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বিষয় না হওয়ায় হরিলীলা-কথনে ও শ্রবণে জীবের কোন অমঙ্গল হয় না, পক্ষান্তরে তাহাতে জীবের দেহোপাধিদ্বয়ের ভোগ্য বিষয় অভাবে দেহীর নিত্যসেবা-প্রবৃত্তি উদিতা হয়। সেবাকালে সেব্য-বস্তুকে ভোগ্যবস্তু বলিয়া মনে করিতে হয় না।

"আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম ॥"

নিরুপাধিক জীবের ভোগময় জগতে আত্মীয়-প্রতীতি নাই ॥ ৩৫ ॥

**যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বত্তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি ॥ ৩৬ ॥**

অন্বয়ঃ—মুহুঃ (নিরন্তরং) কামলোভহতঃ (ইন্দ্রিয়তর্পণলালসা-রতঃ) আত্মা (মনঃ) যদ্বৎ (যথা) মুকুন্দসেবয়া (শ্রীকৃষ্ণ-ভজনেন) অদ্ধা (সাক্ষাদেব) শাম্যতি (সুপ্রসীদতি) যমাদিভিঃ (যম-নিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যানসমাধ্যাদিভিঃ) যোগপথৈঃ (অষ্টাঙ্গযোগমার্গৈঃ) ন তথা (অদ্ধা শাম্যতীতি শেষঃ) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ নিরন্তর কামলোভাদি-রিপুবশীভূত অশান্ত মন মুকুন্দসেবাদ্বারা যেমন সাক্ষাৎ নিগৃহীত হয়, যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগমার্গ অবলম্বন করিলে তেমন নিরুদ্ধ বা শান্ত হয় না ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—ভক্তিসদ্ভাব এব নিস্তার ইতি নির্দ্ধারেঽপি যথা কেবলয়া ভক্ত্যা আত্মা সাক্ষাৎ শাম্যতি ন তথা ভক্তিমিশ্রৈর্যোগজ্ঞানাদিভিরিত্যাহ। যমাদিভিস্তথা ন শাম্যতি যদ্বন্মুকুন্দসেবয়া অদ্ধা সাক্ষাদেব। অত্র (ভাঃ ১০।১৪।৬) পুরেহ ভূমন্নিত্যাদিনা (ভাঃ ১৫।১২) নৈষ্কর্ম্ম্যেত্যাদিনা চ যোগাদীনাং ভক্তিরাহিত্যে বৈয়র্থ্যা-ভক্তিমিশ্রৈরেব যমাদিভিরিতি লভ্যতে। অতস্তৈরাত্মা যদ্যপি শাম্যতি তদপি যদ্বন্মুকুন্দসেবয়া যমাদিবিনা-ভূতত্বাৎ কেবলয়েত্যর্থঃ। অত্র (ভাঃ ১৫।৮) ভব-তানুদিতপ্রায়মিত্যাদিনা তথাত্মাদ্ধা ন শাম্যতীত্যন্তেন গ্রন্থেন ভক্তেরেব নিস্তারোপায়ত্বেনোক্তেঽপি তস্যাস্ত্রে-বিধ্যং দৃশ্যতে কেবলত্বং প্রাধান্যং গুণভাবশ্চ (ভাঃ ১।৫।১৭) ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মমিত্যাদিষু। (ভাঃ ১৫।২৩) অহং পুরাতীতভব ইত্যাদিষু চ কেবলত্বম্। (ভাঃ ১৫।৩৬) কুর্ব্বাণা যত্র কর্ম্মাণি ভগবচ্ছিক্ষয়াসকৃৎ। গৃণন্তি গুণনামানি কৃষ্ণস্যানুস্মরন্তি চেত্যাদিষু প্রাধান্যম্। (ভাঃ ১৫।৩৫) যদত্র ক্রিয়তে কর্ম্ম ভগবৎ-পরিতোষণম্। জ্ঞানং যত্তদধীনং হি ভক্তিযোগসমন্বিতমিত্যত্র গুণভাবঃ। তত্র কেবলত্বে নিষ্কামাধিকারিণো ভক্তি-রনন্যা শুদ্ধা নির্গুণা উত্তমা অকিঞ্চনেত্যাদি নাম্নী প্রেমফলা ভবতি। প্রাধান্যে কর্ম্মমিশ্রা জ্ঞানমিশ্রা যোগ-মিশ্রেত্যাদিনাম্নী ভক্তিঃ শান্তাধিকারিণো রতিফলা কস্যচিন্মোক্ষফলাপি ভবতি। দাস্যাদিভাববৎ সাধু-সঙ্গবশাৎ কস্যচিৎ দাস্যাদ্যভিলাষিণো ভক্তেরতি-প্রাধান্যে সত্যৈশ্বর্য্যপ্রধানদাস্যাদিভাবপ্রদা প্রেমফলাপি ভবতি। গুণভাবে তু স্বীয়ং নামফলং চাপ্রকাশয়ন্তী কর্ম্মজ্ঞানযোগাদীনাং তয়া বিনা প্রতি স্বফলং সম্যক্ সাধয়িতুমসমর্থানাং তত্র সাহায্যমাত্রং কুর্ব্বতী স্বয়ং তটস্থেব ভবতি ততশ্চ ভক্তিমিশ্রং কর্ম্ম জ্ঞানং যোগশ্চ মোক্ষং সাধয়তীত্যতোঽত্র শাস্ত্রে ভক্তিস্ত্রিবিধৈব। কেবলা প্রধানীভূতা চেত্যেতৎ সর্ব্বং নারদেনোপদিষ্টো ব্যাসো দ্বাদশসু স্কন্ধেষু প্রপঞ্চয়িষ্যতীতি জ্ঞেয়ম্ ॥৩৬॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভক্তিযুক্ত হইলেই নিস্তার হয় —ইহা নির্দ্ধারিত হইলেও যেরূপ কেবলা (অহৈতুকী, নিরুপাধিকী) ভক্তির দ্বারা (জীবের) আত্মা সাক্ষাৎরূপে প্রসন্ন হয়, সেইরূপ ভক্তিমিশ্র যোগ, জ্ঞানাদির দ্বারা নহে (অর্থাৎ সম্যক্ প্রসন্ন হয় না), তাহাই বলিতেছেন—যমাদির দ্বারা (অর্থাৎ যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি প্রভৃতি অষ্টাঙ্গ যোগ মার্গের দ্বারা) সেইরূপ প্রসন্ন হয় না, যেরূপ মুকুন্দ-সেবার দ্বারা সাক্ষাৎই সুপ্রসন্ন হয়। এই ভাগবতে শ্রীদশমে—'পুরেহ ভূমন্ বহবোঽপি যোগিনঃ' (অর্থাৎ হে ভূমন্, হে অচ্যুত, এই সংসারে অনেকানেক মনুষ্য বহুকাল যোগসাধনে যোগী হইয়াও যোগ-দ্বারা জ্ঞানলাভ করিতে না পারিয়া, সেই কেবলযোগ নিষ্ফল বিবেচনায়, আপনাতে লৌকিকী ও বৈদিকী কর্ম্মসমূহ অর্পণ ও চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতি নানাবিধ ভবদীয় কথা শ্রবণ বা আদরজনিত লব্ধ জ্ঞানমিশ্র ভক্তির দ্বারাই আপনাকে বিদিত হইয়া পরমসুখে সংসার-নিবৃত্তিপূর্ব্বক আপনার সাম্যরূপা গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন) ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা এবং এই প্রথম স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে 'নৈষ্কর্ম্যমপ্যচ্যুত-ভাববর্জ্জিতং'—(অর্থাৎ অচ্যুতভাব বর্জ্জিত নৈষ্কর্ম্য নিরঞ্জন জ্ঞানও শোভা পায় না) ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা ভক্তিরহিত যোগাদির বৈয়র্থ্য-হেতু এখানে ভক্তিমিশ্র যমাদি যোগমার্গ বুঝিতে হইবে। অতএব সেই ভক্তিমিশ্র যমাদি যোগপথের দ্বারা যদিও আত্মা প্রশমিত হয়, তথাপি যমাদি ব্যতি-রেকেই কেবলমাত্র মুকুন্দসেবার দ্বারা যেরূপ সুপ্রসন্ন হয়, সেইরূপ (অন্য সাধনের দ্বারা) হয় না—এই অর্থ।

এই ভাগবতে প্রথম স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে 'ভবতানুদিতপ্রায়ং'—অর্থাৎ তুমি ভগবানের নির্ম্মল যশ প্রায় বর্ণন কর নাই—এখান হইতে 'তথাত্মাদ্ধা ন শাম্যতি'—অর্থাৎ যমাদি যোগমার্গের দ্বারা সেইরূপ সাক্ষাৎরূপে আত্মা সুপ্রসন্ন হয় না—এই শ্লোক পর্য্যন্ত দেবর্ষি নারদের কথনের দ্বারা ভক্তিই নিস্তারের উপায়রূপে গৃহীত হইলেও, সেই ভক্তির ত্রৈবিধ্য দৃষ্ট হয়—কেবলত্ব, প্রাধান্য এবং গুণভাব। প্রথম স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে—'ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং'—(অর্থাৎ স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক হরিচরণারবিন্দ ভজন করিতে করিতে কোন ব্যক্তি যদি অপক্ক দশাতেই তাহা হইতে ভ্রষ্ট অথবা মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, তথাপি তাহার কি কখন স্বধর্ম্মত্যাগ-নিমিত্ত অমঙ্গল অর্থাৎ নীচযোনি প্রভৃতিতে জন্ম হয়? কদাপি হয় না। আর হরি-চরণারবিন্দের ভজন ব্যতিরেকে কেবল স্বধর্ম্ম-পালন-দ্বারা কোন্ ব্যক্তিই বা অর্থ, কোন প্রয়োজন লাভ করিয়াছে?) ইত্যাদি শ্লোকে এবং 'অহং পুরাতীত-ভবে' (অর্থাৎ আমি পূর্ব্বকল্পে পূর্ব্বজন্মে ইত্যাদি দেবর্ষি নারদের জন্ম বৃত্তান্ত পর্য্যন্ত) ইত্যাদি শ্লোক-সমূহে—ভক্তির কেবলত্ব (অর্থাৎ কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদির মিশ্রণ ব্যতিরেকে শুদ্ধ নিরূপাধিক) দেখান হইয়াছে। 'কুর্ব্বাণা যত্র কর্ম্মাণি' (অর্থাৎ জীব-সকল যৎকালে ভগবৎ শিক্ষায় তাঁহার উপদেশ অনুসারে কর্ম্মসকল করে, তৎকালে অনুরাগী হইয়া শ্রীকৃষ্ণের গুণ ও নামাদি কীর্ত্তন এবং স্মরণ করিয়া থাকে)—ইত্যাদি শ্লোকে—ভক্তির প্রাধান্য বর্ণিত হইয়াছে। 'যদত্র ক্রিয়তে কর্ম্ম'—অর্থাৎ এই সংসারে ভগবৎ-পরিতোষণ নিমিত্ত যে কর্ম্ম কৃত হয়, ভক্তিযোগ-সমন্বিত জ্ঞান তাহার অধীন অর্থাৎ ভগবত্তুষ্টিজনক কর্ম্ম-দ্বারা ভক্তি হয় এবং ভক্তি হইলেই জ্ঞান জন্মে—এখানে ভক্তির গুণ-ভাব (অর্থাৎ ভক্তিদেবী এখানে মিশ্রিতা, গৌণী)।

ইহাদের মধ্যে কেবলত্ব (অর্থাৎ কেবলা ভক্তি) হইলে, নিষ্কাম অধিকারিগণের ভক্তি—অনন্যা, শুদ্ধা, নির্গুণা, উত্তমা, অকিঞ্চনা ইত্যাদি নাম ধারণ করিয়া প্রেমফল লাভ করেন। প্রাধান্য হইলে কর্ম্মমিশ্রা, জ্ঞানমিশ্রা, যোগমিশ্রা ইত্যাদি নাম্নী ভক্তি শান্ত অধিকারীর রতিফল এবং কাহারও মোক্ষফলও প্রদাতা হন। দাস্য প্রভৃতি ভাবের ন্যায় সাধু-সঙ্গ-বশতঃ কোন দাস্যাদি অভিলাষীর ভক্তি অতি-প্রাধান্য হইলে ঐশ্বর্য্যপ্রধান দাস্যাদি ভাব-প্রদ প্রেমফলও লভ্য হয়, কিন্তু গুণভাবে সেই ভক্তি নিজ নাম এবং ফল প্রকাশ না করিয়া, কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগাদির সেই ভক্তি বিনা নিজ ফল সম্যক্‌রূপে সাধন করিতে অসামর্থ্যবশতঃ, সেখানে সাহায্যমাত্র করতঃ স্বয়ং ভক্তিদেবী তটস্থা হইয়া থাকেন এবং তারপর ভক্তি-মিশ্র কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ মোক্ষের সাধন করেন।

অতএব এই শাস্ত্রে ভক্তি দ্বিবিধা—কেবলা এবং প্রধানীভূতা। এই সমস্তই শ্রীনারদের দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া শ্রীব্যাসদেব শ্রীভাগবতের দ্বাদশটি স্কন্ধে বিস্তৃত-ভাবে প্রকাশ করিবেন—ইহা জানিতে হইবে ।। ৩৬ ।।

তথ্য—পূর্ব্বোক্ত ধারণা অনুভবের দ্বারা দৃঢ় করিতেছেন। অদ্ধা—সাক্ষাদ্‌ভাবে। ভগবানের নাম-গুণ-বর্ণন দূরে থাকুক, যে কোন প্রকার ভগবৎ-সেবামাত্রেই মন প্রশমিত হয় (শ্রীধর)।

অষ্টাঙ্গ যোগ—যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহার-ধারণাধ্যানসমাধয়োঽষ্টাবঙ্গানি (পতঞ্জলি)।

১। যম—অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহা যমাঃ।

২। নিয়ম—শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণি-ধানানি নিয়মাঃ।

৩। আসন—তত্র স্থিরমাসনম্।

৪। প্রাণায়াম—তস্মিন্ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতি-বিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ।

৫। প্রত্যাহার—স্ববিষয়সম্প্রয়োগে চিত্তস্বরূপানু-কার ইন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহারঃ।

৬। ধারণা—দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা।

৭। ধ্যান—তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্।

৮। সমাধি—তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্য-মিব সমাধিঃ ।। ৩৬ ।।

বিবৃতি—বদ্ধজীব মৎসরতাক্রমে কাম-ক্রোধ-লোভাদির ক্রীড়াপুত্তলী। কামাদির হস্তে তাঁহার স্বতন্ত্রতা বিকৃত হওয়ায় ইহ জগতে বাস করা তাঁহার পক্ষে বড়ই ক্লেশকর হইয়াছে। সেইজন্য যোগিগণ চিত্তবৃত্তিনিরোধের জন্য যে অষ্টাঙ্গ-যোগপন্থা বলেন, তাহার অনুগমন করিবার জন্য অনেকের প্রবৃত্তি হয়, কিন্তু যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগসাধন-পথে অভীষ্ট-লাভের পূর্ব্বেই কামাদিবৃত্তিসকল পুনঃ পুনঃ বিঘ্ন উপস্থিত করাইয়া সিদ্ধির ব্যাঘাত করে। মুকুন্দের সেবা করিবার কালে সেইরূপ কোন প্রতিবন্ধক আসিয়া কিছুই করিতে পারে না। মুকুন্দ পূর্ণ, শুদ্ধ, মুক্ত ও নিত্য বস্তু। তাঁহার পরিচর্য্যা নিত্য, মুক্ত, পূর্ণ ও শুদ্ধ ব্যতীত অন্য প্রকার বিভিন্ন ভাবে সম্পা-দিত হইতে পারে না। অর্থাৎ অনিত্য, অশুদ্ধ, অপূর্ণ ও সাপেক্ষ ধর্ম্মের বশবর্ত্তিতায় মুকুন্দ-সেবা সম্ভবপর নহে। অষ্টাঙ্গ-যোগাদির পন্থায় ঐ অভাবগুলি সর্ব্বতোভাবে বিদ্যমান। কেননা অসুবিধা-নিরাকরণ জন্য যে সকল সাধনের প্রস্তাব যোগিগণ করিয়া থাকেন তাদৃশ সাধনকালে সেই অসুবিধার ফলে জীবের ফলপ্রাপ্তি দুঃসাধ্য, কিন্তু মুকুন্দসেবোপকরণ, সেবাকারী ও সেব্য কেহই কোন প্রকার বিঘ্নের অন্তর্গত নহেন বলিয়া অভীষ্ট-সিদ্ধির ব্যাঘাত নাই অর্থাৎ মুকুন্দসেবা হইতে মুকুন্দ ব্যতীত অন্যবস্তু-সেবারূপ অনর্থের বিদ্যমানতা নাই।

অসংযত ব্যক্তি অষ্টাঙ্গ-যোগের 'যম' পদ্ধতি অবলম্বন করেন। অনিয়ত ব্যক্তি 'নিয়মে' বাধ্য হন। যথোপযোগী 'আসনে'র অভাবে চিত্তবৈক্লব্য ঘটে। ভোগবাসনা বা ইচ্ছারূপ পূরক, অনিচ্ছারূপ রেচক ও বাসনোপযোগী কুম্ভক পরিহার করিয়া অষ্টাঙ্গ-যোগের 'প্রাণায়াম' রিপুচরিতার্থতায় পর্য্যবসিত হই-বার যোগ্য। ঈশপ্রতিকূল ভোগ্যবস্তু সংগ্রহ হইতে অবসর পাইবার জন্য 'প্রত্যাহারে'র ব্যবস্থা। প্রতি-কূল-পরিহার-রূপ উপবাসাদি সময় সময় সাধককে বিপন্ন করিয়া ফেলে। ধ্যাতা, ধ্যান ও ধ্যেয় বস্তুর নশ্বর উপলব্ধিতে খণ্ডিত কাল 'ধ্যান'-সাধনের উদ্দেশ্য ফলবান্ হইতে দেয় না। 'ধারণা' ও সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক চঞ্চল মনের দ্বারা সার্ব্বকালিক বৃত্তির অভাব উৎপন্ন করে। 'সমাধি'র কৈবল্য-ভাব চিদ্‌বিলাস-বৈচিত্র্যের অভাবহেতু ইতর কামোপাস্য অবস্থাবিশেষ। এই সকল কারণে যোগ-সাধনের অষ্টাঙ্গ নানাপ্রকারে বিপন্ন। মুকুন্দপাদপদ্ম অভয়, অশোক, নিস্পৃহ, অপরিভবযোগ্য ও অলোভনীয়। হরিসম্বন্ধি বস্তু বিঘ্ন-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় সকল সময়েই মুকুন্দ-তাবকগণকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করেন। মুকুন্দ-সেবকের অনুষ্ঠানসমূহের নিত্যতায় কেহই বিঘ্ন সাধন করিতে পারে না। অনাত্ম স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ কাল-ক্ষোভ্য হওয়ায় উপাধিক অনিত্য সাধনপ্রণালীর চরম মঙ্গল সাধন করিতে সমর্থ নহে। হরিসেবক, হরি-সেবা ও হরি—ত্রিবিধ বিচিত্রতায় বৈকুণ্ঠ বস্তু; মায়িক ভোক্তা, ভোগ্য ও ভোগের অন্যতম ব্যাপার নহে। হরিবিস্মৃতিফলেই জীবের সেবাপ্রবৃত্তি পরি-বর্ত্তিত হইয়া সুখদুঃখে নিযুক্ত হয়। তাহাতে নিত্যত্ব, অপক্ষয়-রহিত জ্ঞান ও আনন্দ নাই। যে স্থলে উপায়

ও উপেয়ে ভেদ বর্ত্তমান, তথায় বিঘ্নের সম্ভাবনা আছে। ভগবদ্ভক্তিতে উপায় ও উপেয় স্বতন্ত্র নহে।

ভক্তিব্যতীত অন্য প্রস্তাবিত সাধন-প্রক্রিয়া জীবের অনর্থ নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হয় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, এক হিংস্রজন্তুসমাকুল অরণ্যাভ্যন্তরে জনৈক মানব প্রবিষ্ট হইয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে, বৃক্ষ হইতে যষ্টি সংগ্রহপূর্ব্বক পশুকুলকে বিতাড়িত করিতে পারিলেই তিনি নির্ভয়ে বনবাসী হইতে পারেন। তাদৃশ যষ্টি-সংগ্রহ করিতে গিয়া তাঁহাকে হিংস্র পশুগণ আক্রমণ করিল। ফলে, তাঁহার পঞ্চত্ব লাভ ঘটিল, প্রস্তাবিত অভীষ্ট সিদ্ধির কিছুই হইল না। যষ্টি-সংগ্রহের চেষ্টাও তাহার সাধন-ফল উৎপন্ন করিবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে বিফল-মনোরথ করাইল। সাধনকালে রক্ষকের অভাবে যে ফললাভের অসুবিধা ঘটিল, তাহা দীনবৎসল ভগবানের চরণসেবা-পরিহারের জন্য। ইহা তাঁহার মৃত্যুকালে সুস্পষ্ট উপলব্ধি ঘটিল। যদি তিনি সংরক্ষিত হইয়া ভগবদাশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক সাধনে প্রবৃত্ত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার ঐ প্রকার বিপদ ঘটিত না ॥ ৩৬ ॥

সর্ব্বং তদিদমাখ্যাতং যৎ পৃষ্টোঽহং ত্বয়ানঘ।
জন্মকর্ম্মরহস্যং মে ভবতশ্চাত্মতোষণম্ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) অনঘ ! (নিষ্পাপ) ত্বয়া অহং যৎ পৃষ্টঃ (যদেব জিজ্ঞাসিতঃ) তদিদং মে (মম) জন্মকর্ম্মরহস্যং (প্রাকট্যং ক্রিয়া-কলাপাদিকঞ্চ) ভবতঃ আত্মতোষণং (তব মনঃ পরিতোষণকারণঞ্চ) আখ্যাতম্ (বিবৃতং) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—হে নিষ্পাপ ! আপনি আমাকে যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমার সেই জন্মকর্ম্মাদি গুহ্য ব্যাপার এবং আপনার চিত্তবিনোদনের কারণ সমস্ত কথাই আমি বলিলাম ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—সর্ব্বং ভক্তেরাবির্ভাবপ্রকারো বৃদ্ধিঃ ফলং তদ্বতো জনস্য চেষ্টাপ্রারব্ধকর্ম্মনাশঃ সাধক-দেহত্যাগপ্রকারোঽকর্ম্মারব্ধচিন্ময়দেহপ্রাপ্তিশ্চ রহস্যং বেদান্তদর্শিভিরপ্যগম্যম্ ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সর্ব্বং'—সমস্ত কথাই বলিলাম, অর্থাৎ ভক্তির আবির্ভাবের প্রকার, তাহার বৃদ্ধি, ফল, ভক্তিমান্ জনের চেষ্টা, প্রারব্ধ কর্ম্মের নাশ, সাধক দেহ ত্যাগের প্রকার এবং অকর্ম্মারব্ধ (যাহা কর্ম্মফলের দ্বারা আরব্ধ হয় না) চিন্ময় দেহের প্রাপ্তি। আমার জন্ম-কর্ম্মের রহস্য বেদান্ত-দর্শিগণেরও অগম্য ॥ ৩৭ ॥

শ্রীসূত উবাচ—

এবং সম্ভাষ্য ভগবান্নারদো বাসবীসুতম্।
আমন্ত্র্য বীণাং রণয়ন্ যযৌ যাদৃচ্ছিকো মুনিঃ ॥৩৮॥

অন্বয়ঃ—সূত উবাচ (কথয়ামাস)। যাদৃচ্ছিকঃ (স্বপ্রয়োজনসঙ্কল্পশূন্যঃ) ভগবান্ (যোগৈশ্বর্য্যশালী) মুনিঃ নারদঃ এবং (এবং প্রকারেণ) বাসবীসুতং (সত্য-বতীপুত্রবেদব্যাসং) সম্ভাষ্য (কথয়িত্বা) আমন্ত্র্য চ (গমনার্থং অনুমোদনঞ্চ গৃহীত্বা ইত্যর্থঃ) বীণাং রণয়ন্ (নিজসপ্তস্বরাং বাদয়ন্) যযৌ (গতবান্) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—শ্রীসূত কহিলেন,—এইরূপে মহর্ষি বেদব্যাসকে সম্ভাষণ ও আমন্ত্রণপূর্ব্বক যথেচ্ছাবিহারী মহাযোগী দেবর্ষি নারদ বীণা বাদন করিয়া হরিগুণ-গান করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—আমন্ত্র্য অনুজ্ঞাপ্য যদৃচ্ছয়া চরতীতি যাদৃচ্ছিকঃ হেতুশূন্যগমনাদিক্রিয় ইত্যর্থঃ তেন চ ভক্তির্যাদৃচ্ছিকী ভক্তোঽপি যাদৃচ্ছিকস্তৎসঙ্গোঽপি ব্যাসস্য যাদৃচ্ছিক ইতি ভক্তিমতাং যাদৃচ্ছিকত্রয়ী জীবাতু ॥ ৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আমন্ত্র্য' অর্থাৎ গমনের অনুমোদন গ্রহণ করিয়া। নিজের ইচ্ছাবশতঃ যিনি বিচরণ করেন, তিনি যাদৃচ্ছিক, প্রয়োজনশূন্য যাঁহার গমনাদি ক্রিয়া—এই অর্থ। অতএব ভক্তি যাদৃচ্ছিকী, ভক্তও যাদৃচ্ছিক, ব্যাসদেবের সেই ভক্ত-সঙ্গও যাদৃচ্ছিক—এইরূপ ভক্তিমান্দের যাদৃচ্ছিক-ত্রয়ী (পূর্ব্বোক্ত তিনটি যাদৃচ্ছিক) 'জীবাতু'—জীবিত থাকুন অর্থাৎ বিরাজমান হউন ॥ ৩৮ ॥

তথ্য—আমন্ত্র্য—অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া। যাদৃচ্ছিক—নিজপ্রয়োজনশূন্য (শ্রীধর)॥ ৩৮॥

অহো দেবর্ষির্ধন্যোঽয়ং যঃ কীর্ত্তিং শার্ঙ্গধন্বনঃ।
গায়ন্মাদ্যন্নিদং তন্ত্র্যা রময়ত্যাতুরং জগৎ॥ ৩৯॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে
পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
প্রথমস্কন্ধে ব্যাস-নারদসংবাদো
নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ॥ ৬॥

অন্বয়ঃ— অহো! অয়ং দেবর্ষিঃ (শ্রীনারদঃ) ধন্যঃ (সৌভাগ্যবান্), যৎ (যতঃ) শার্ঙ্গধন্বনঃ (চক্রপাণেঃ হরেঃ) কীর্ত্তিং (যশঃ) তন্ত্র্যা (বীণয়া) গায়ন্ (কীর্ত্তয়ন্) মাদ্যন্ (হৃষ্যন্) ইদং আতুরং (বিষয়ভোগার্ত্তং) জগৎ (বিশ্বং) রময়তি (আনন্দয়তি)॥ ৩৯॥

ইতি প্রথম-স্কন্ধে ষষ্ঠোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ সমাপ্তঃ।

অনুবাদ— আহা! এই শ্রীহরিকীর্ত্তনরত নারদ মুনিই ভাগ্যবান্, যেহেতু তিনি ভগবান্ চক্রপানির যশোগুণ স্বীয় বীণাযন্ত্রে গান করিতে করিতে হৃষ্টচিত্তে এই বিষয়ভোগতপ্ত বিশ্বকে সর্ব্বদা কৃষ্ণপ্রেমানন্দ প্রদান করিয়া সুখী করেন॥ ৩৯॥

ইতি প্রথমস্কন্ধের ষষ্ঠ অধ্যায়ের
অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—অতো বিস্ময়ং প্রকাশয়ন্নাহ অতো ইতি। তন্ত্র্যা বীণয়া॥ ৩৯॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন—অহো! এই দেবর্ষি ধন্য ইত্যাদি। 'তন্ত্র্যা'—অর্থাৎ বীণা-যন্ত্রের সাহায্যে॥ ৩৯॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
ষষ্ঠোঽয়ং প্রথমেঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্॥৬॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দবর্দ্ধিনী 'সারার্থ-দর্শিনী'—টীকার সজ্জন-সম্মত প্রথম স্কন্ধের ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত হইল॥ ৬॥

ইতি শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিঠক্কুরকৃত-শ্রীভাগবত প্রথম-স্কন্ধষষ্ঠোঽধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী
টীকা সমাপ্তা।

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত শ্রীভাগবতের প্রথম স্কন্ধের ষষ্ঠ অধ্যায়ের 'সারার্থ-দর্শিনী'—টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত॥ ১৬॥

শ্রীমধ্ব।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত প্রথমস্কন্ধ তাৎপর্য্যে শ্রীমদানন্দ তীর্থ-ভগবৎ পাদাচার্য্য বিরচিতে
ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

তথ্য—এই শ্লোকে হরিকথাকীর্ত্তনকারীর ভাগ্যের প্রশংসা করিতেছেন (শ্রীধর)।

"আপনি আচরি' ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়।
আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়।"
—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

ইতি প্রথমস্কন্ধ ষষ্ঠ অধ্যায়ের তথ্য সমাপ্ত।

বিবৃতি।

"নারদমুনি, বাজায় বীণা, রাধিকারমণ নামে।
নাম অমনি, উদিত হয়, ভক্ত-গীত সামে॥
অমিয়-ধারা, বরিষে ঘন, শ্রবণযুগলে গিয়া।
ভকত জন, সঘনে নাচে, ভরিয়া আপন হিয়া॥
মাধুরী-পুর, আসব পশি, মাতায় জগত জনে।
কেহ বা কাঁদে, কেহ বা নাচে, কেহ মাতে মনে মনে॥
পঞ্চবদন, নারদে ধরি, প্রেমের সঘন রোল।
কমলাসন, নাচিয়া বলে, বল বল হরি বোল॥
সহস্রানন, পরম সুখে, হরি হরি বলি' গায়।
নাম-প্রভাবে, মাতিল বিশ্ব, নাম-রস সবে পায়॥
শ্রীকৃষ্ণনাম, রসনে স্ফুরি, পুরা'ল আমার আশ।
শ্রীরূপ-পদে, যাচয়ে ইহা, ভকতিবিনোদ দাস॥
—ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদকৃত-গীতাবলী॥ ৩৯॥

ইতি প্রথমস্কন্ধের ষষ্ঠ অধ্যায়ের বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত প্রথমস্কন্ধের ষষ্ঠ অধ্যায়ের
শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত॥ ৬॥
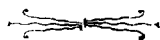
সপ্তমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশৌনক উবাচ—

নির্গতে নারদে সূত ভগবান্ বাদরায়ণঃ।
শ্রুতবাংস্তদভিপ্রেতং ততঃ কিমকরোদ্বিভুঃ ॥ ১ ॥

শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য

সপ্তম অধ্যায়ের কথাসার

সপ্তম অধ্যায়ে শ্রীভাগবত-শ্রোতা রাজর্ষি পরীক্ষিতের জন্ম-বৃত্তান্ত বলিতে গিয়া নিদ্রিত বালকবধ-হেতু অশ্বত্থামার দণ্ড বর্ণিত হইতেছে।

শ্রীনারদের প্রস্থানানন্তর ব্যাসদেবের পরবর্ত্তী কার্য্যাদি-সম্বন্ধে শৌনক জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীসূত বলিতে লাগিলেন—'সরস্বতী নদীতটবর্ত্তী শম্যাপ্রাস-নামক বদরিকাশ্রম-ধামে শ্রীব্যাসদেব শ্রীনারদের শিক্ষানুসারে শুদ্ধভক্তিযোগ-সমাহিত নির্ম্মলচিত্তে স্বরূপ-শক্তিসম্পন্ন পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে তৎপরাঙ্মুখী বহিরঙ্গা-মায়াশক্তিকে এবং স্বরূপতঃ চিন্ময় কৃষ্ণদাস জীব মায়ামুগ্ধতাক্রমে আপনাকে জড়ভোক্তা মনে করিয়া যে অনর্থের আবাহন করেন, অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিযোগ অবলম্বন করিলে তাঁহার সেই অনর্থের উপশম হয়, দেখিতে পাইলেন। জড়মুগ্ধ লোক এই ভক্তিযোগ-বিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ বলিয়া সেই ভগবত্তত্ত্ববিৎ পরম কারুণিক শ্রীব্যাসদেব লোকের মঙ্গলের নিমিত্ত এই সাত্বত-সংহিতা রচনা করিলেন। শরণাগত হইয়া একমাত্র ভাগবত শ্রবণ করিলেই জীবের পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণে প্রেমভক্তি উদিত হয়। এই ভাগবত রচনা করিয়া তিনি প্রথমে শ্রীশুকদেবকে অধ্যয়ন করাইলেন। বাস্তবিক শ্রীহরির এমনই মাহাত্ম্য যে পরম মুক্ত আত্মারাম মুনিগণও তাঁহাকে অহৈতুকী সেবা করেন। এই জন্যই সর্ব্ববৈষ্ণবপ্রিয় শ্রীশুকদেব কৃষ্ণনামগুণে একান্ত আকৃষ্ট হইয়া এই মহাসংহিতা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

অতঃপর শ্রীসূত রাজর্ষি পরীক্ষিতের জন্ম, কর্ম্ম ও দেহত্যাগ এবং পাণ্ডবগণের মহাপ্রস্থান-বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে গিয়া কহিলেন—ভীমনিক্ষিপ্ত গদাঘাতে দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ-হেতু প্রভুপ্রিয়চিকীর্ষু অশ্বত্থামা-কর্ত্তৃক রাত্রিকালে নিদ্রিত দ্রৌপদেয়গণের হত্যা-সংবাদ-শ্রবণে পাঞ্চালী বিলাপ করিতে থাকিলে, তাহার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য পার্থকে পশ্চাদ্ধাবিত হইতে দেখিয়া অশ্বত্থামা আত্মরক্ষার্থে ব্রহ্মাস্ত্র ত্যাগ করিলে অর্জ্জুন বিপদভঞ্জন বাসুদেবের শরণাপন্ন হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহার উপদেশানুসারে নিজ ব্রহ্মাস্ত্রদ্বারা উভয় অস্ত্রের প্রতিসংহার করিবার পর ভগবৎ-কর্ত্তৃক তাঁহার প্রাণ হনন-কার্য্যে উত্তেজিত হইলেও তাহা না করিয়া অর্জ্জুন অশ্বত্থামাকে রজ্জুবদ্ধ করিয়া দ্রৌপদী-সমীপে উপনীত করাইলেন। গুরু-পুত্রের তাদৃশ অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া দ্রৌপদী তাঁহাকে পুনরায় পীড়ন করিতে নিষেধ করিলে ধর্ম্মরাজ-প্রমুখ সকলেই তাহা অনুমোদন করিলেন। কিন্তু ভীমসেন তাহার হত্যার পক্ষপাতী হওয়ায় ভগবান্ বাসুদেব সখা অর্জ্জুনকে বলিলেন যে, আততায়ীর বিনাশ কর্ত্তব্য হইলেও অশ্বত্থামা ব্রহ্মবন্ধু সুতরাং হন্তব্য নহে, অতএব দ্রৌপদীর সম্মুখে উচ্চারিত প্রতিজ্ঞা পালিত হয় অথচ হত্যা না হয়, এই উভয় সত্য পালন কর। শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায়ক্রমে অর্জ্জুন তৎক্ষণাৎ খড়্গদ্বারা অশ্বত্থামার মস্তকস্থিত মণি ও কেশ কাটিয়া ফেলিয়া তাঁহাকে শিবির হইতে অপসারিত করিলেন। অতঃ-পর সকলে মিলিয়া মৃত স্বজনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করিলেন।

অন্বয়ঃ—শৌনক উবাচ। হে সূত, নারদে নির্গতে (এবমুক্ত্বা গতে সতি) তদভিপ্রেতং (নারদাভিমতং) শ্রুতবান্ (আকর্ণিতঃ) বিভুঃ ভগবান্ বাদরায়ণঃ (বেদব্যাসঃ) ততঃ (তদনন্তরং) কিম্ অকরোৎ (কিমনুষ্ঠিতবান্) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশৌনক কহিলেন, হে সূত! দেবর্ষি নারদ প্রস্থান করিলে তাঁহার অভিপ্রায় শ্রবণ করিবার পর ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞ ব্যাসদেব কি করিয়াছিলেন ॥১॥

বিশ্বনাথ

সপ্তমে সর্ব্বশাস্ত্রার্থং সমাধৌ ব্যাস ঐক্ষত।
ব্রহ্মাস্ত্রস্যোপসংহারো দ্রৌণের্দণ্ডশ্চ কথ্যতে ॥১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই সপ্তম অধ্যায়ে শ্রীব্যাসদেব সর্ব্বশাস্ত্রের একমাত্র প্রয়োজন (সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিযোগ) সমাধিতে দর্শন (অর্থাৎ উপলব্ধি) করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের নির্দ্দেশে অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক অশ্বত্থামা-নিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্রের উপসংহার এবং তাহার দণ্ড বর্ণিত হইয়াছে ॥ ১ ॥

শ্রীসূত উবাচ—

ব্রহ্মনদ্যাং সরস্বত্যামাশ্রমঃ পশ্চিমে তটে।
শম্যাপ্রাস ইতি প্রোক্ত ঋষীণাং সত্রবর্দ্ধনঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—ব্রহ্মনদ্যাং (ব্রহ্মদেবতায়াং ব্রাহ্মণৈরন্বিতায়াং বা) সরস্বত্যাং পশ্চিমে তটে ঋষীণাং (মুনীনাং) সত্রবর্দ্ধনঃ (যঃ কর্ম্ম বর্দ্ধয়তি সঃ) শম্যাপ্রাসঃ ইতি প্রোক্তঃ (ইতি নাম্না খ্যাতঃ যঃ) আশ্রমঃ (বর্ত্ততে) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—শ্রীসূত কহিলেন, ব্রাহ্মণ পরিবৃত সরস্বতী নদীর পশ্চিমতীরে তাপসগণের যজ্ঞ সম্পাদনের উপযুক্ত শম্যাপ্রাস নামক কথিত এক আশ্রম আছে ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—ব্রহ্মনদ্যাং বেদানাং বিপ্রাণাং তপসাং পরমেশ্বরস্য বা সম্বন্ধিন্যাং নদ্যাম্। বেদস্তত্ত্বং তপো ব্রহ্ম ব্রহ্মা বিপ্রঃ প্রজাপতিরিত্যমরঃ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ব্রহ্মনদী'—বলিতে বেদসমূহ, বিপ্রগণ, তপস্যাসকল বা পরমেশ্বর-সম্বন্ধিনী যে নদী, সেই সরস্বতী নদীর পশ্চিম তটে। অমরকোষে উক্ত আছে—"বেদ, তত্ত্ব, তপস্যা, ব্রহ্ম, ব্রহ্মা, বিপ্র ও প্রজাপতি"—এই সকল ব্রহ্ম-শব্দের অর্থ ॥ ২ ॥

মধ্ব—শম্যাং প্রাস্য তত্র শালাং কৃত্বা যত্র যজ্ঞঃ ক্রিয়তে স শম্যাপ্রাসঃ ॥ ২ ॥

তস্মিন্ স্ব আশ্রমে ব্যাসো বদরীষণ্ডমণ্ডিতে।
আসীনোঽপ উপস্পৃশ্য প্রণিদধ্যৌ মনঃ স্বয়ম্ ॥৩॥

অন্বয়ঃ—বদরীষণ্ডমণ্ডিতে (বদরীণাং ষণ্ডেন সমূহেন পরিবেষ্টিতে) তস্মিন্ স্বে (স্বকীয়ে) আশ্রমে আসীনঃ (উপবিষ্টঃ) ব্যাসঃ অপঃ (বারীণি) উপস্পৃশ্য (আচম্য) স্বয়ং (আত্মনা) মনঃ প্রণিদধ্যৌ (স্থিরীচকার) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—বদরীবৃক্ষসমূহে পরিশোভিত সেই নিজ আশ্রমে ব্যাসদেব উপবেশন করতঃ জলস্পর্শ অর্থাৎ আচমনান্তে জড়প্রক্রিয়ার সাহায্য ব্যতিরেকে নারদোপদেশ মতে সমাধিদ্বারা মনঃ স্থির করতঃ ধ্যান করিতে লাগিলেন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—মনঃ মনসা প্রণিদধ্যাবিতি সমাধিনানুস্মর তদ্বিচেষ্টিতমিতি (ভাঃ ১।৫।১৩) নারদোপদেশাৎ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মনঃ প্রণিদধ্যৌ'—বলিতে মনের দ্বারা সমাধিতে মনঃ স্থির করিলেন। 'সমাধির (অর্থাৎ একাগ্রতার) দ্বারা উরুক্রম ভগবানের লীলা স্মরণপূর্ব্বক বর্ণন কর।'—এই পূর্ব্বোক্ত শ্রীনারদের উপদেশ অনুসারে ॥ ৩ ॥

ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—ভক্তিযোগেন (প্রবলভক্তিভাবেন) অমলে (সুনির্ম্মলে) মনসি (চিত্তে) সম্যক্ প্রণিহিতে (নিশ্চলে) (ব্যাসঃ) পূর্ণং (সর্ব্বশক্তি-সমন্বিতং পূর্ব্বমিতি বা পাঠঃ) পুরুষং (ঈশ্বরং) তদপাশ্রয়াং (অপকর্ষেণ তদধীনাং) মায়াঞ্চ (বহিরঙ্গাং শক্তিঞ্চ) অপশ্যৎ (অবলোকিতবান্) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—ভক্তিযোগপ্রভাবে শুদ্ধীভূত মন সম্যগ্রূপে সমাহিত হইলে ব্যাসদেব কান্তি, অংশ ও স্বরূপশক্তি-সমন্বিত শ্রীকৃষ্ণকে এবং তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে গর্হিতভাবে আশ্রিত মায়াকে দর্শন করিলেন ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—প্রণিহিতে নিশ্চলে অত্র হেতুঃ ভক্তিযোগেনামলে পুরুষং পুরুষাকারং পূর্ণং শ্রীকৃষ্ণমিত্যর্থঃ কৃষ্ণে পরমপুরুষে (ভাঃ ১।৭।৭) ইত্যগ্রিমোক্তেঃ। পূর্ব্বমিতিপাঠে পূর্ব্বমেবাহমিহাসমিতি তৎপুরুষস্য পুরুষত্বমিতি শ্রৌতনির্ব্বচনবিশেষপুরস্কারেণ চ স এবোচ্যতে। পূর্ণমিতি পদেন তস্য স্বরূপভূতাং চিচ্ছক্তিং অংশকলাবতারান্। পূর্ত্তিলিঙ্গেন ব্রহ্ম চ অপশ্যদিতি গম্যতে। পূর্ণং চন্দ্রমপশ্যদিত্যুক্তেশ্চন্দ্রস্য কান্তেরংশকলানাঞ্চ পূর্ত্তেশ্চ দর্শনং স্বত এব ভবেদি-

ত্যর্থঃ। কিন্তু তস্য বহিরঙ্গায়াঃ শক্তের্মায়ায়াস্তদ্বিপরীতধর্ম্মবত্যাস্তদ্দর্শনেন দর্শনং ন ভবতীতি তাং পৃথগুল্লিখতি মায়াং চেতি। অস্য অপ অপরঃ পশ্চিমভাগ এব আশ্রয়ো যস্যাস্তাং (ভাঃ ২।৫।১৩) বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়েত্যনেন তস্যা ভগবৎপৃষ্ঠদেশাশ্রয়ত্বেনোক্তেঃ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—চিত্ত নিশ্চল হইলে, ইহার হেতু—ভক্তিযোগের দ্বারা সুনির্ম্মল চিত্তে পুরুষাকার পরিপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়াছিলেন। এখানে 'পূর্ণ পুরুষ' বলিতে যে শ্রীকৃষ্ণই—তাহা পরবর্ত্তী সপ্তম শ্লোকে 'কৃষ্ণে পরমপুরুষে' অর্থাৎ এই সংহিতা শ্রবণ করিলে পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণে শোক, মোহ, ভয়নাশিনী ভক্তি উৎপন্না হয়—এখানে বলা হইয়াছে। 'পূর্ব্বং পুরুষং'—এই পাঠে 'পূর্ব্বে আমিই একাকী বিদ্যমান ছিলাম'—এই শ্রুতিবাক্য অনুসারে সেই পুরুষেরই পুরুষত্ব—এই শ্রৌত-নির্ব্বচন-বিশেষের দ্বারা সেই পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণকেই বলা হইয়াছে। 'পূর্ণ'—এই পদের দ্বারা তাঁহার স্বরূপভূতা চিচ্ছক্তি, অংশ-কলাসহ অবতারবৃন্দ এবং পূর্ণ-স্বরূপে ব্রহ্মও দেখিয়াছিলেন—ইহা অবগত হওয়া যায়। 'পূর্ণ চন্দ্র দেখিয়াছিলেন'—ইহা বলিলে যেমন চন্দ্রের কান্তি, অংশ, কলা সমস্তই পূর্ণরূপে দর্শন স্বাভাবিকভাবেই হয়, সেইরূপ এখানেও বুঝিতে হইবে। কিন্তু তাঁহার বিপরীত ধর্ম্মবিশিষ্টা বহিরঙ্গা-শক্তি মায়ার দর্শন শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনের দ্বারা হয় না—এইজন্য তাহা পৃথক্‌রূপে উল্লেখ করিতেছেন—'মায়াং চেতি' অর্থাৎ মায়াকেও দেখিয়াছিলেন। 'তদপাশ্রয়াং'—বলিতে সেই পূর্ণ পুরুষের অপ অর্থাৎ অপর পশ্চিমভাগে যার আশ্রয়, সেই মায়াকে। শ্রীভাগবতে দ্বিতীয় স্কন্ধে ব্রহ্মার উক্তিতে দেখা যায়—"ঐ মায়া 'এই মদীয় প্রভু আমার কপটতা জানেন' এই বলিয়া তাঁহার দৃষ্টিপথে থাকিতে লজ্জিতা হয়, সুতরাং তাঁহার উপরে নিজের কার্য্য করিতে পারে না, কেবল আমাদের মত দুর্ব্বুদ্ধি লোকদিগকেই মোহিত করে এবং দুর্ব্বোধদের জ্ঞান অবিদ্যাতে আচ্ছন্ন হওয়ায় তাহারাই 'আমি, আমার'—এইরূপ আত্মশ্লাঘা করিয়া থাকে।"—ইহার দ্বারা সেই বহিরঙ্গা মায়ার শ্রীভগবানের পৃষ্ঠদেশে আশ্রয়ত্বরূপে বলা হইল ॥ ৪ ॥

মধ্ব—ভক্তিযোগেন সম্যক্‌প্রণিহিতে লোকানাং মনসি ॥ ৪ ॥

বিবৃতি—এই শ্লোকচতুষ্টয়ে বৈষ্ণব-দর্শনের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। অবৈষ্ণব দার্শনিকগণ যেরূপ অনর্থযুক্ত অক্ষজজ্ঞান অবলম্বন করিয়া দ্বিতীয়াভিনিবেশরূপ সাধনবলে তত্ত্ববস্তুর দর্শন প্রয়াস করেন, ইহা সেইরূপ অস্থায়িদর্শনমাত্র নহে।

কর্ম্মযোগাবলম্বী নিজ অনিত্য-সুখৈষণা-প্রভাবে যে সাধন করিয়া থাকেন, উহা নশ্বর ব্রতাদিপর হঠযোগ। নির্ব্বেদ-ব্রহ্মানুসন্ধিৎসু দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শনের একত্ব সম্মিলিত বিচারে যে অভেদ দর্শন বা দর্শনাভাব অবলম্বন করেন, তাহা জ্ঞানযোগ বা রাজযোগ-শব্দবাচ্য। তাঁহাদের বিচারে তৎকালে মন অমল সমাধি প্রাপ্ত হয়। তবে সে স্থলে দ্রষ্টার অভাব-বর্ণনে ছান্দোগ্য বলেন—"কেন কং বিজানীয়াৎ।" ভক্তিযোগে সেরূপ নশ্বর ভোগ-প্রবৃত্তি বা অবস্থান্তর ত্যাগ-প্রবৃত্তির অধিষ্ঠান নাই। জ্ঞানযোগের প্রারম্ভে আত্যন্তিক ক্লেশ ও ঐকান্তিক ক্লেশের ভীষণ দর্শন তাঁহাকে ভোগভূমিতে অগ্রসর হইতে না দিয়া একেবারে স্তব্ধ করে। তাঁহার উদ্দেশ্যানুকূলে কাল্পনিক-রুচি-বিরোধ-জ্ঞান পরিহার করিতে গিয়া নিত্যসত্যে উপলব্ধিকে কাল্পনিক বিচারাধীন করিয়া ফেলেন। বুভুক্ষা ও মুমুক্ষা যেখানে কর্ম্মযোগ বা জ্ঞানযোগের পরিচালিকা তথায় নিত্যবোধের অভাব, কেবল চেতনের অভাব ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের অভাব। তজ্জন্য কর্ম্মী ও জ্ঞানিসূত্রে ভোগ ও ত্যাগ-অবলম্বনে সকামতাৎপর্য্যপরতা প্রবল হওয়ায় সম্যক্ সমাধির সম্ভবনা নাই। ভক্তিযোগবিধানে ভজনীয় বস্তু নিত্য, ভক্ত নিত্য, ভক্তের ভজন নিত্য। ভক্তিই আত্মার নিত্যা বৃত্তি, ভক্তস্বরূপে নিত্য সেবা ব্যতীত অন্য কোন বৃত্তি নাই। তদভাবেই সেবাবৃত্তি রহিত হইয়া জীব তমোগুণ-প্রভাবে অথবা সত্ত্বরজো-বিলীন তমোগুণে মায়াবাদ অবলম্বন করিয়া মুক্ত কল্পনা অথবা রজোগুণপ্রাবল্যে সত্ত্বতমো ভাবদ্বয় অব্যক্ত রাখিয়া স্বর্গাদি ফলভোগ-বাসনায় যত্নবিশিষ্ট হইলে নশ্বর অনর্থ বা অনাত্মবৃত্তি প্রবলা বলা যাইতে পারে। কর্ম্মীর দর্শন, অন্যাভিলাষীর দর্শন নানা প্রকার মলযুক্ত এবং তাহাতে প্রকৃত সমাধি অসম্ভব। জ্ঞানীর ইতর ধারণা প্রবল না

থাকিলে তাঁহার সমাধির পূর্ব্ব ও পরাবস্থার বৈশিষ্ট্য থাকে না। এই অবস্থাদ্বয়ের দ্বৈতজ্ঞান কখনই অদ্বয়-জ্ঞানের সহিত একবস্তু নহে। জ্ঞানীর ভোগময়দর্শনা-ভাব, ইন্দ্রিয়রাহিত্য প্রভৃতি প্রাকৃত দৃগ্-দৃশ্য-দর্শনের অধিষ্ঠান ধ্বংস করে। ভোগী কর্ম্মী বা অন্যাভিলাষী ভক্তিযোগের অভাবে অনাত্ম নশ্বর প্রতীতির আশ্রয় করিয়া নিত্য সত্য কেবল চেতন ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ না পাইয়া অভক্তিযোগেই দ্বিতীয়াভিনিবেশ আনয়ন করেন। নিত্য ভজনীয় সচ্চিদানন্দ বস্তুর সহিত অণুসম্বিৎ নিত্যানন্দ বস্তুর নিত্য সেবনপ্রথাই চঞ্চল মনের অনুপাদেয়তা মার্জ্জিত করিয়া ভক্তচিত্তে সমাধি আনয়ন করে। এই নিত্য সেবোন্মুখতা ইন্দ্রিয়জ ভোগ বা নিরিন্দ্রিয় ত্যাগের সাহায্য গ্রহণ না করায় নির্ম্মল আত্মার নিত্য সেবাপ্রবৃত্তিক্রমেই তদীয় সুদর্শন প্রভাবে পূর্ণ পুরুষ দর্শন করেন। 'পূর্ণ পুরুষ'-শব্দে তাঁহার সর্ব্বাবতার সহ একমাত্র ভগবানকেই লক্ষ্য করে। ভগবানের অংশ 'মায়াধিষ্ঠাতৃ' পুরুষ পরমাত্মা এবং ভগবানের নির্ব্বিশেষ আবির্ভাব মায়া-তিরিক্ত ব্রহ্মবস্তু, ভগবদন্তর্ভাবাধিষ্ঠান মাত্র বলিয়া তাঁহাদিগের ভগবত্তা হইতে যে যে বৈশিষ্ট্য তাহাও তদন্তর্গত ও অসম্যক্। সেই জন্য 'পূর্ণ পুরুষ'-শব্দে সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানকেই বুঝাইতেছে। নিরাকার ব্রহ্ম বা ব্যাপক ভূমা পরমাত্মা পূর্ণ পুরুষের আংশিক প্রকাশ বা অসম্যক্ আবির্ভাব কান্তি মাত্র পূর্ণ পুরুষ ভগবানের পরমাত্মপ্রতীতিতে মায়াশক্তিপ্রচুর শক্তিমত্তার অধিষ্ঠানের সহিত মায়াধীশত্ব বর্ত্তমান। জড়নির্ব্বিশেষ রহিত ত্রিগুণাতীত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম ভগ-বত্তার অসম্যক্ প্রকাশ বিশেষ কান্তি। সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের অসংখ্য প্রকাশমূর্ত্তির সহিত স্বয়ংপ্রকাশ-মূর্ত্তি রাম ও সেই মূর্ত্তির মূলকারণ স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ-কেই শ্রীব্যাসদেব ভক্তিযোগদ্বারা দর্শন করিয়াছিলেন। সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের সাধারণতঃ ত্রিবিধ শক্তি—স্বরূপ-শক্তি অন্তরঙ্গা, ইহা জীবের ভোগময় অক্ষজ নশ্বর জ্ঞানে উপলব্ধ হইবার বিষয় নহে। তদ্বিপরীত বহিরঙ্গা বা মায়াশক্তি। এই মায়াশক্তি জীবের হরি-সেবা প্রবৃত্তি আবৃত করিয়া আত্মার নিত্যাবৃত্তি ভক্তি হইতে জীবকে বিক্ষিপ্ত করে। যেখানে মায়াশক্তি স্বরূপে উদ্ভাসিতা তথায় তিনি প্রকাশময়ী, আর যেখানে তিনি আবরণী ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিদ্বয়ের পরিচালনা করেন, সেখানে তাহার রজস্তমোগুণদ্বয় সৃষ্ট হয়। গুণান্তর্গত অণুচেতন অর্থাৎ জীবনীশক্তি বিশিষ্ট অনুচিদ্ বস্তুকে গুণাভিমানী রূপে পাইলেই তিনি জীবকে আবৃত করেন ও ভগবৎসেবাবিমুখ করিয়া বিক্ষিপ্ত করেন। এই কার্য্যদ্বয় ভগবানের প্রীতিপদ না হইলেও মায়া বা ভগবদ্‌বহিরঙ্গা শক্তি এই সেবা করিয়া থাকেন। যে সকল জীবের হরিবিমুখতায় যোগ্যতা, মায়া তাহাদেরই ভোগ্যা হইয়া বহু মূর্ত্তিতে প্রকাশিতা হন। মায়া বা বহিরঙ্গা শক্তির শক্তিমৎ তত্ত্ব ভগবান্ হইতে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। তিনি ভগ-বানেই আশ্রিতা, তবে সেবোন্মুখ জীব যেরূপ মুখ্য সেবানিরত হইয়া আদরের সহিত অবস্থিত, বহিরঙ্গা মায়াশক্তি সেই প্রকার নহেন। ভগবানের প্রিয় জীব-গণকে ভগবান্ হইতে বিক্ষিপ্ত করিয়া আবৃত করেন বলিয়া ভগবান্ বহিরঙ্গা শক্তিকে সর্ব্ব প্রধানা শক্তি-পদবীতে স্থান না দিয়া অপকৃষ্ট ভাবে আশ্রয় দিয়া থাকেন। ভগবদাশ্রয়বিচ্যুতা হইবার তাঁহার যোগ্যতা নাই। এজন্য তাঁহাকে অপকৃষ্ট ভাবে আশ্রিত থাকিতে হয়। ভগবদাশ্রিত জীবন নিত্য দাসগণ ভগবৎসেবায় শ্লথ হওয়ায় এই অপকৃষ্টাশ্রিতা মায়া ভগবানের সেবা কামনায় বদ্ধযোগ্যজীবকে মোহন করেন। মোহিত জীব আপনাকে মায়ার ত্রিবিধ সন্ততি গুণত্রয়কে নিজত্ববোধে অঙ্গীকার করিয়া সেই গুণের পরিচয়ে পরিচিত হইতে ব্যগ্র হন।

সেই জীব নিজে কাহারও অপকারী না হওয়ায় মায়া অপেক্ষা সচেষ্ট হইলেও সেব্য ঈশ্বরের পরিচর্য্যা না করিয়া আপনাকে ঈশ্বরবুদ্ধিপূর্ব্বক মায়ার কিঙ্কর অর্থাৎ ভগবান্ হইতে বিক্ষিপ্ত ও আবৃত হন—ইহাই ভক্তিবিচ্যুত হরিবিমুখ জীবের মায়ার অনুসরণ বা ভগবানের স্বয়ংরূপ দর্শনের অভাব।

যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগপথ অনাত্ম প্রাকৃত বিচারাভিমানীর ভজনরহিত সংযোগপ্রয়াস। তাহা নির্হেতুক ও অপ্রতিহত ভক্তিযোগের বিপরীত। সেই জন্য অনাত্মধর্ম্মবশে জীব হরিসেবাবিমুখ হইয়া ইন্দ্রিয়তর্পণাদি অনর্থের হস্তে ক্রীড়াপুত্তলী হইয়া যান, কিন্তু তাঁহার অধোক্ষজ পূর্ণ পুরুষের সেবাপ্রবৃত্তি প্রবলা হইলে অনাত্ম ভোগবাসনা তাঁহাকে ভোগে

নিযুক্ত করে না, অধিকন্তু— অধোক্ষজে ভক্তি প্রেমাখ্য স্বীয় ফল প্রয়োজনরূপে প্রদান করেন। কর্ম্মযোগে অক্ষজ জ্ঞান, জ্ঞানযোগে নিরক্ষজজ্ঞান বা জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতৃরাহিত্য এবং ভক্তিযোগে অধোক্ষজ-সেবা-জ্ঞান ভগবানের সম্বিৎশক্তির বিভিন্ন-প্রকার। অক্ষজ-জ্ঞানে নশ্বর ইন্দ্রিয়ভোগ, নিরক্ষজ-জ্ঞানে বোধরাহিত্য ও বোধসাহিত্য সম্মেলনে স্বাদহীনতা আর অধোক্ষজ বস্তুর চিন্ময় ইন্দ্রিয়ের রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শরূপ নিত্য-চিদ্বিলাস উপকরণ অধোক্ষজ-রাজ্যে সেব্যসেবকভাবে জড়েন্দ্রিয়ের নশ্বর ভোগের ধিক্কারী। অক্ষজ ও অধোক্ষজবিচার, কাম ও প্রেম—এই পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রয়োজনদ্বয়ের সাধক।

এই শ্লোকসমূহে নির্ম্মুক্ত নারদের শিষ্য ব্যাস শ্রীগুরু-সেবা-প্রভাবে সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্ত হইয়া পাঁচটী তত্ত্ব দর্শন করিলেন—ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম্ম এই পঞ্চতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় জ্ঞান অর্থাৎ অর্থপঞ্চক-জ্ঞান সুষ্ঠুভাবে লাভ করিলেন। পাঞ্চরাত্রিক শ্রীনারদের কৃপায় শ্রীব্যাসদেবে আর অর্থপঞ্চক-জ্ঞানের অভাব রহিল না। শ্রীব্যাসানুগত সম্প্রদায়ের বিচার মতে জীবের অসংখ্যত্ব, তাহার বদ্ধ ও মুক্ত অবস্থাদ্বয়, তাহার প্রভু ঈশ্বর ভগবান্ এবং সেই ঈশসেবাবিমুখ ধর্ম্মে স্বীয় মায়িক প্রভুত্ব, খণ্ডকালানুভূতিতে জীবের নশ্বর কর্ম্মপ্রবৃত্তি এবং অখণ্ডপ্রতীতিতে ভগবদ্দাস্য ও কর্ম্মের ক্ষয় এবং স্বরূপের পুনঃ প্রাপ্তি প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। জীবের চেতনধর্ম্মের যে কর্ত্তৃত্ব এবং জীবের অণুত্বপ্রযুক্ত মায়াকর্ত্তৃক অভিভাব্যত্ব এবং উহার প্রয়োজন-বিরোধিতা—এই সকল কথা সুষ্ঠু-ভাবে বিচারিত হইয়াছে। অধোক্ষজ-বস্তুর সেবা ব্যতীত জীবের অন্যবিধ চেষ্টা প্রয়োজন-সিদ্ধির ব্যাঘাতকারক অর্থাৎ কালক্ষোভ্য ধর্ম্ম-বশতঃ কাম-ক্রোধাদির দাস্যে খণ্ড কালের বাধ্য হইতে হয়। জীবের স্বরূপগত-ধর্ম্ম প্রকটিত হইলে সেবার উন্মুখ-তাক্রমে খণ্ড কালাভ্যন্তরীণ কর্ম্মবিপাক স্থায়িভাবে ক্লেশ দিতে অসমর্থ হয়। ঈশবিমুখ জীবগণ কর্ম্ম-ফলভোগে ব্যস্ত থাকায় বৈষ্ণবদর্শনে পারঙ্গত না হইয়া ভগবদ্‌বস্তুকে জড়ভোগ্যজ্ঞানে ইন্দ্রিয়পরবশ হয়। শ্রীব্যাস অনভিজ্ঞজনে কৃপা করিবার মানসে স্বীয় সশক্তিক কৃষ্ণোপলব্ধি সাত্বতসংহিতা এই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন শ্রবণ করিলে শ্রীকৃষ্ণে পরমপুরুষ বোধ এবং তাঁহার প্রতি শ্রবণকারীর শোকমোহভয়নাশিনী নিত্যা সেবা-প্রবৃত্তির উদয় হয়। শ্রীকৃষ্ণ অধোক্ষজ বস্তু ও সর্ব্বে-শ্বরেশ্বর। তাঁহার সেবায় শোক নাই। তিনি অভয় এবং আমাদিগের চরমকল্যাণপ্রদ। ভক্তিহীনজনগণ অনর্থ যুক্ত হইয়া শোক, মোহ ও কৃষ্ণেতর বস্তুর অভিনিবেশক্রমে ভীতিবশে ভজনরহিত হন। এই শ্লোকসমূহে বিম্ব-প্রতি-বিম্ববাদ, চিজ্জড়সমন্বয়বাদ, অজ্ঞেয়তাবাদ, সন্দেহবাদ, নাস্তিকবাদ, পরিচ্ছিন্নবাদ, একজীব-বাদ, বিবর্ত্তবাদ, ব্রহ্ম-জীবাভেদ-বাদ প্রভৃতি নানাপ্রকার কাল্পনিক মতবাদসমূহ নিরস্ত হইয়াছে। শ্রীরামানুজের "বেদান্ততত্ত্বসার" গ্রন্থে শ্রীভাষ্যে, শ্রীবল-দেবের গোবিন্দভাষ্যে ও শ্রীজীবের ষট্‌সন্দর্ভের স্থানে স্থানে এই বিচার-সৌষ্ঠব বিশেষভাবে অভিব্যঞ্জিত আছে।

অবরোহবাদী বা বিষ্ণুর অবতার-শ্রবণে সৌভাগ্য-বান্ ব্যক্তি বহির্জগতের ভোক্তৃত্বাভিমান বা অহঙ্কার পরিহার করিয়া শ্রৌতপথ গ্রহণ করিয়া লাভবান্ হন। শ্রীব্যাস-তনয় আকুমার ব্রহ্মচারী বিষয়ভোগবিরত জাতরতি শ্রীশুকদেবের বাহ্যপ্রতীতি রহিত হওয়া কালে শ্রীগুরু ব্যাসের নিকট হইতে শ্রীমদ্‌ভাগবত-শ্রবণের অধিকার হইয়াছিল। কৃষ্ণেতর বিষয়ভোগ নিরস্ত হওয়ায় তিনি তাঁহার প্রপঞ্চে বিচরণকালের শেষদিন পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা করিয়াছিলেন। মুক্তগণের শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ব্যতীত আর অন্য কোন কৃত্য নাই। জড়ভোগরত ব্যক্তিগণ শ্রীমদ্ভাগবত-মহিমা শ্রবণ করিলে তাহাদের নশ্বর ভোগাসক্তি নিত্যকালের জন্য স্তব্ধ হইবে। মুক্ত পুরুষগণই হরিসেবায় অধিকারী ॥৪॥

যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—যয়া (মায়য়া) সম্মোহিতঃ (স্বরূপা-বরণেন বিক্ষিপ্তঃ) জীবঃ পরঃ অপি (গুণত্রয়াদ্ব্যতি-রিক্তোঽপি) আত্মানং (স্বং) ত্রিগুণাত্মকং (ত্রিগুণ-যুক্তং) মনুতে (জানাতি) তৎকৃতং (ত্রিগুণত্বাভি-

মানকৃতং) অনর্থঞ্চ (কর্তৃত্বাদিঞ্চ প্রাপ্নোতি) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—সেই মায়ার দ্বারা জীবের স্বরূপ আবৃত ও বিক্ষিপ্ত হইয়া জীব, সত্ত্ব রজস্তম এই ত্রিগুণাত্মক জড়াতীত হইয়াও আপনাকে জড় দেহ, মন ও বুদ্ধি জ্ঞান করে। তাদৃশ ত্রিগুণাত্মক অভিমানজাত কর্তৃত্বাদিমূলে সংসার বাসনা লাভ করে ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—ননু ভগবদ্রূপগুণলীলামাধুর্য্যবর্ণনার্থং ভগবদ্দর্শনমপেক্ষণীয়মেব ব্যাসস্য মায়াদর্শনং কিমর্থং তত্রাহ যয়া সম্মোহিত ইতি অয়মর্থঃ। যদর্থং শ্রীভাগবতমারিপ্সিতং স জীবো মায়ারোগগ্রস্তঃ কথং স্বয়ং স্বাদয়তু তন্মাধুর্য্যং অতস্তস্য রোগদর্শনং বিনা চিকিৎসা ন ভবতি তয়া চ বিনা রোগিণস্তস্য কথমৌষধপথ্যয়োর্ব্যবস্থেতি মায়াজীবাবপি দ্রষ্টুমবশ্যমেবাপেক্ষণীয়াবিতি। যয়া সংমোহিতঃ স্বরূপাবরণবিক্ষেপাভ্যাং ভ্রমিতঃ পরোঽপি তস্যা মায়ায়া গুণত্রয়াতিরিক্তোঽপি তৎকৃতং গুণকৃতং অনর্থং তদভিমানেন প্রাপ্নোতি ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, শ্রীভগবানের রূপ, গুণ, লীলা-মাধুর্য্য বর্ণনের নিমিত্ত ভগবানের দর্শন অপেক্ষণীয়ই, কিন্তু ব্যাসদেবের মায়াদর্শন কিজন্য ? তাহার অপেক্ষায় বলিতেছেন—'যয়া সম্মোহিতঃ' অর্থাৎ যে মায়ার দ্বারা সম্মোহিত হইয়া জীব নিজেকে ত্রিগুণ-যুক্ত মনে করে। ইহার এইরূপ অর্থ—যাহার জন্য (যে জীবের জন্য) শ্রীভাগবতের আরম্ভের অভিলাষ, সেই জীব মায়া-রোগগ্রস্ত, কি প্রকারে তাঁহার (শ্রীভগবানের) মাধুর্য্য নিজে আস্বাদন করিবে ? অতএব তাহার রোগ-দর্শন ব্যতীত চিকিৎসা হইবে না, আর চিকিৎসা ব্যতিরেকে সেই রোগীর কি করিয়া ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা হইবে ? এইজন্য মায়া ও জীবেরও দর্শন অবশ্যই অপেক্ষণীয়। যে মায়ার দ্বারা জীব সম্যক্‌রূপে মোহিত হইয়া অর্থাৎ স্বরূপের আবরণ ও বিক্ষেপের (নিত্য কৃষ্ণদাসত্বরূপ নিজ স্বরূপের আচ্ছাদনে মায়ার দাসত্বের) দ্বারা ভ্রাম্যমাণ হইতেছে। যদিও সেই জীব স্বরূপতঃ সেই মায়ার গুণত্রয়ের অতিরিক্ত, তথাপি মায়ার (সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ) গুণের দ্বারা বিরচিত অনর্থ তাহার অভিমানের দ্বারা প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—অধোক্ষজে (ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীতে ভগবতি) অনর্থোপশমং (অনর্থস্য উপশমঃ যেন স তং) সাক্ষাৎ ভক্তিযোগং (প্রবল-প্রেমভাবং চ অপশ্যৎ) (এতৎ সর্ব্বং স্বয়ং দৃষ্ট্বা) বিদ্বান্ (অভিজ্ঞো ব্যাসঃ) অজানতঃ (ভগবদ্ভক্তিভাবমলভতঃ) লোকস্য (জীবস্য অর্থে) সাত্বতসংহিতাং (শ্রীমদ্ভাগবতাখ্যং বৈষ্ণবশাস্ত্রং) চক্রে (কৃতবান্) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত বিষ্ণুতে অব্যবহিত ভক্তি অনুষ্ঠিত হইলে সংসারভোগদুঃখ নিবৃত্ত হয়, দর্শন করিলেন। এই সমুদায় দর্শন করিয়া সর্ব্বজ্ঞ বেদব্যাস এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ লোকের মঙ্গলের নিমিত্ত শ্রীমদ্ভাগবত-নামক পারমহংসী সংহিতা রচনা করিলেন ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—তস্য যদৌষধং তদপি দৃষ্টমিত্যাহ অনর্থমুপশময়তি যস্তং ভক্তিযোগঞ্চাপশ্যৎ। অত্র দর্শনেঽয়ং ক্রমো জ্ঞেয়ঃ। প্রথমং ভগবন্তমপশ্যৎ। পূর্ণেতিপদপ্রয়োগাদংশান্ বিনা কথং পূর্ণত্বমিতি তদংশান্ পুরুষাবতারগুণাবতারাদীন্ অপশ্যৎ। পূর্ত্তিমত্ত্বং পূর্ণত্বমিতি পূর্ত্তিরূপং ব্রহ্ম অপশ্যৎ, তৎকান্তিভূতাং বিমলোৎকর্ষিণ্যাদ্যনেক-প্রভেদবতীং চিচ্ছক্তিং অপশ্যৎ। পৃষ্ঠে বহিরঙ্গাং মায়াশক্তিমপশ্যৎ; তয়া মোহিতাং জীবশক্তিং তদনন্তরমপশ্যৎ; তস্যাস্তন্মোহনিবর্ত্তিকাং সর্ব্বতোঽপি মহতীং চিচ্ছক্তিমুখ্যাং ভক্তিরূপাং শক্তিমনুগ্রহাশক্তিবিলাসভূতাং ভগবতোঽপি বশয়িত্রীং ভগবত্যেবাপশ্যৎ তদেতৎ সর্ব্বং স্বয়ং দৃষ্ট্বা অজানতো লোকস্যার্থে সাত্বতসংহিতাং এতাং সর্ব্বতত্ত্বপ্রকাশিকাং শ্রীভাগবতাখ্যাং চক্রে। ঈশঃ স্বতন্ত্রশ্চিৎসিন্ধুঃ সর্ব্বব্যাপ্যেক এব হি। জীবোঽধীনশ্চিৎকণোঽপি স্বোপাধির্ব্যাপিশক্তিকঃ। অনেকোঽবিদ্যয়োপাত্তস্ত্যক্তাবিদ্যোঽপি কর্হিচিৎ। মায়াত্বচিৎপ্রধানঞ্চাবিদ্যাবিদ্যেতি সা ত্রিধা। ঈশ্বরজীবমায়াজগতাং স্বরূপশক্তের্ভক্তেশ্চ স্বরূপলক্ষণপ্রামাণাদিকং বেদস্তুতিব্যাখ্যায়াং ব্যক্তীভবিষ্যতি ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই মায়ারোগগ্রস্ত জীবের যাহা ঔষধ, তাহাও দেখিয়াছিলেন; ইহাই বলিতেছেন —'অনর্থোপশমং', অর্থাৎ অনর্থকে বিনাশ করেন

যিনি, সেই ভক্তিযোগও দেখিয়াছিলেন। এখানে দর্শনের এই ক্রম—প্রথমে শ্রীভগবান্‌কে দেখিলেন। পূর্ণ—এই পদ-প্রয়োগহেতু অংশ ব্যতিরেকে কিপ্রকারে পূর্ণত্ব হইবে, এইজন্য তাঁহার অংশসমূহ পুরুষাবতার ও গুণাবতারাদি দর্শন করিলেন। পূর্তিমত্ত্ব, পূর্ণত্ব—ইহা পূর্ণরূপ ব্রহ্ম দেখিলেন, তারপর তাঁহার কান্তি-স্বরূপা, বিমলা, উৎকর্ষিণী প্রভৃতি অনেক প্রভেদবতী চিৎ-শক্তি দর্শন করিলেন। পরে তাঁহার পৃষ্ঠদেশে বহিরঙ্গা মায়াশক্তি এবং তাহার দ্বারা মোহিতা জীব-শক্তিকে দেখিলেন। তাঁরপর সেই জীবের মোহ-নিবর্ত্তিকা সর্ব্বাপেক্ষা মহতী চিচ্ছক্তিমুখ্যা ভক্তিরূপা শক্তি, যাহা কৃপাশক্তি-বিলাসভূতা ভগবানেরও বশ-কারিণী, তাহা (সেই ভক্তিরূপা শক্তি) শ্রীভগবানেই দেখিলেন। তারপর এই সমস্ত নিজে দেখিয়া অজ্ঞ লোকসকলের নিমিত্ত সাত্বতসংহিতা, এই সর্ব্বতত্ত্ব-প্রকাশিকা শ্রীভাগবত-নামক সংহিতা প্রকাশ করিলেন। স্বতন্ত্র, চিৎসমুদ্র, সর্ব্বব্যাপী একজনই ঈশ্বর। আর জীব হইতেছে—তাঁহার অধীন, অণু-চিৎকণ, স্বোপাধি ও বাপ্য-শক্তিক এবং (জীব) অনেক, অবিদ্যার দ্বারা গৃহীত এবং কোথাও অবিদ্যা-রহিতও রহিয়াছে। কিন্তু মায়া অচিৎ-প্রধানা, অবিদ্যা এবং বিদ্যারূপা ত্রিবিধা। ঈশ্বর, জীব, মায়া, জগৎ, স্বরূপ-শক্তি এবং ভক্তির স্বরূপ-লক্ষণ ও প্রমাণাদি বেদ-স্তুতির ব্যাখ্যায় (দশমের সপ্তাশী অধ্যায়ে) প্রকাশিত হইবেন ॥ ৬ ॥

যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপূরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসঃ শোকমোহভয়াপহা ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—যস্যাং (শ্রীমদ্ভাগবতসংহিতায়াং) শ্রূয়মাণায়াং (কিং পুনঃ আদরেণ শ্রুতায়াং সত্যাং) পুংসঃ (লোকস্য) পরম-পুরুষে (আদি-পুরুষে) কৃষ্ণে শোকমোহভয়াপহা (শোকাদিনাশিনী) ভক্তিঃ উৎপদ্যতে (জায়তে) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—যে পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গেই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শোক-মোহ-ভয়নাশিনী ভক্তির উদয় হয় ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—সংহিতায়াঃ প্রেমসাধনত্বমাহ। যস্যাং শ্রূয়মাণায়ামেব কিং পুনঃ শ্রুতায়াং কিন্তরাং কীর্ত্ত্য-মানায়াং কিন্তমাম্ কীর্ত্তিতায়াম্। ভক্তিঃ প্রেমা (ভাঃ ১।১।২) ঈশ্বরঃ সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিরি-ত্যুক্তেরীশ্বরাবরোধস্য ফলস্য প্রেম্ন এব লিঙ্গত্বাৎ ভক্তানামনন্তসংহিতফলং সংসারনিবৃত্তিঃ সা চ ভক্তা-নামেব ভবতীত্যাহ শোকেত্যাদি ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই শ্রীমদ্ভাগবত সংহিতার প্রেমসাধনত্ব বলিতেছেন—যাহাতে শ্রূয়মাণ অর্থাৎ শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গেই পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের ভক্তির উদয় হয়। আর যদি শ্রুত হয়, তাহার কথা কি বলিব ? তাহা অপেক্ষা যদি কীর্ত্ত্যমান হয় এবং তাহা অপেক্ষাও যদি কীর্ত্তিত হয়, তাহার ফল কি বলিব ? শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি উৎপন্ন হয়—এখানে ভক্তি শব্দের অর্থ প্রেম। শ্রীভাগবতের প্রথম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে উক্ত হইয়াছে—"সুকৃতি শুশ্রূষুগণের হৃদয়ে ঈশ্বর সদ্যই অবরুদ্ধ হন।" এখানে ঈশ্বরা-বরোধরূপ ফল প্রেমেরই চিহ্ন বলিয়া, ইহা ভক্তগণের অব্যবহিত ফল এবং ভক্তগণের সংসার-নিবৃত্তি (সেই প্রেমের আনুষঙ্গিক ফল-রূপে) হইয়া থাকে, এইজন্য বলিতেছেন—শোক, মোহ ও ভয়-নাশিনী ॥ ৭ ॥

স সংহিতাং ভাগবতীং কৃত্বানুক্রম্য চাত্মজম্।
শুকমধ্যাপয়ামাস নিবৃত্তিনিরতং মুনিম্ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ (মুনিঃ বেদব্যাসঃ) ভাগবতীং সংহিতাং (শ্রীমদ্ভাগবতং) কৃত্বা (বিরচয্য) অনুক্রম্য চ (শোধয়িত্বা চ) নিবৃত্তিনিরতং (নিতরাং আসক্তি-রহিতং) আত্মজং মুনিং (নিজতনয়ং) শুকং (শ্রীশুকদেবং) অধ্যাপয়ামাস (শিক্ষয়ামাস) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—সেই মহর্ষি বেদব্যাস এই পারমহংস্য-সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত প্রণয়ন এবং ক্রমবিধান করিয়া বিষয়সক্তি অর্থাৎ ভোগতৃষ্ণাবিরহিত ভগবন্মননরত স্বীয়পুত্র শ্রীশুকদেবকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন ॥৮॥

বিশ্বনাথ—অথ তস্যৈব প্রয়োজনস্য প্রেম্ণো ব্রহ্মা-নন্দানুভবাদপি পরমত্বমনুভূতবানেব যতস্তাদৃশং শুক-মপি প্রেমানন্দস্য বৈশিষ্ট্যোপলম্ভনায় তামধ্যাপয়ামাস

লোকে হি স্বাদিতাপূর্ব্বমিষ্টবস্তুকঃ পিত্রাদিরবশ্যমেব পুত্রাদিকং তত্তদাস্বাদয়িতুং প্রযততে ইত্যাহ স সংহিতামিতি কৃত্বানুক্রম্য চেতি প্রথমতঃ স্বয়ং সংক্ষিপ্তভক্তিকং কৃত্বা পশ্চান্নারদোপদেশাদনুক্রমেণ শ্রীভগবদ্ভক্ত্যেক প্রধানতয়া অনুক্রম্য সংশোধ্যেত্যর্থঃ। স চ নারদোপদেশঃ শ্রীকৃষ্ণান্তর্দ্ধানানন্তরং পরীক্ষিৎকর্ত্তৃককলিনিগ্রহাৎ পূর্ব্বং জ্ঞেয়স্তদৈব কলিনা স্বাধিকারারম্ভে স্বপ্রাবল্যপ্রকটনাৎ ধার্ম্মিকাণামপি শাস্ত্রদর্শিনামপ্যধর্ম্মে প্রবৃত্তেঃ। যত এব ব্যাসস্য চিত্তাপ্রসাদঃ। যদুক্তং (ভাঃ ১৫।১৫) জুগুপ্সিতং ধর্ম্মকৃতেহনুশাসত ইত্যত্র ন মন্যতে তথ্য নিবারণং জন ইতি। কলিযুগাৎ পূর্ব্বমেব চিত্তাপ্রসাদে ন মৎস্যত ইতি প্রযুজ্যেত অতস্তদৈব পূর্ব্বনির্ম্মিতস্যৈব শ্রীভাগবতস্যানুক্রমণং যদুক্তং (ভাঃ ১৩।৪৩) কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ইত্যত্র পুরাণার্কোহধুনোদিত ইতি অত এবেদং শ্রীমদ্ভাগবতং ভাগবতানন্তরং যদত্র শ্রূয়তে যচ্চান্যত্র অষ্টাদশপুরাণানন্তরং ভাগবতমিতি তদ্দ্বয়মপি সঙ্গতং স্যাৎ। নিবৃত্তিনিরতং ব্রহ্মানুভবিনমপি ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অনন্তর শ্রীবেদব্যাস সেই প্রয়োজন-রূপ প্রেমের ব্রহ্মানন্দের অনুভব হইতেও পরমত্ব (শ্রেষ্ঠত্ব) অনুভব করিয়াছিলেন, যেহেতু তাদৃশ (নির্গুণ ব্রহ্মে একনিষ্ঠ) শুকদেবকেও প্রেমানন্দের বৈশিষ্ট্য দর্শন করাইবার জন্য তাঁহাকে এই শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। এই সংসারে দেখা যায়—পিত্রাদি কোন অপূর্ব্ব মিষ্ট বস্তু আস্বাদন করিলে, অবশ্যই পুত্রাদিকে সেই সেই বস্তুর আস্বাদন করাইতে যত্নবান্ হন, এই জন্য বলিতেছেন—তিনি (বেদব্যাস) এই ভাগবত-সংহিতা প্রণয়ন এবং সংশোধন করিয়া, অর্থাৎ প্রথমতঃ স্বয়ং সংক্ষিপ্তভাবে ভক্তিযুক্ত করতঃ পশ্চাৎ শ্রীনারদের উপদেশ অনুসারে শ্রীভগবদ্ভক্তিরই একমাত্র প্রাধান্যরূপে ক্রমবিধানপূর্ব্বক সংশোধন করিয়া—(শ্রীশুকদেবকে অধ্যয়ন করাইলেন) এই অর্থ।

শ্রীবেদব্যাসের প্রতি শ্রীনারদের সেই উপদেশ শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানের পর এবং শ্রীপরীক্ষিৎ কর্ত্তৃক কলি-নিগ্রহের পূর্ব্বে জানিতে হইবে, তৎকালেই কলি-কর্ত্তৃক স্বাধিকার আরম্ভ ও স্বপ্রাবল্য প্রকটন-হেতু ধার্ম্মিকগণের এবং শাস্ত্রদর্শিগণেরও অধর্ম্মে প্রবৃত্তি দৃষ্ট হইয়াছিল। যে-কারণে ব্যাসদেবের চিত্তের অপ্রসন্নতা। যেহেতু শ্রীভাগবতে প্রথম স্কন্ধে পঞ্চম অধ্যায়ে শ্রীনারদ কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে—"স্বভাবতঃ কাম্য-কর্ম্মাদিতে অনুরাগী পুরুষের পক্ষে তুমি নিন্দনীয় কাম্য-কর্ম্মাদি ধর্ম্মার্থে অনুশাসন করিয়াছ, ইহাতে তোমার মহা অন্যায় হইয়াছে, কারণ তোমার বাক্যে বিশ্বাস করিয়া ইতর ব্যক্তিগণ কাম্য-কর্ম্মাদিকেই মুখ্য ধর্ম্মরূপে স্থির করিয়াছে, এখন তত্ত্বজ্ঞের নিবারণ (বা তুমি স্বয়ং নিবারণ করিলেও) আর মান্য করিতেছে না।" এখানে কলিযুগের পূর্ব্বেই ব্যাসদেবের চিত্তের অপ্রসন্নতা হইলে মূল শ্লোকে 'ন মন্যতে'—এই বর্ত্তমান কালের ক্রিয়ার পরিবর্ত্তে 'ন মংস্যতে' অর্থাৎ নিবারণ মানিবে না, এইরূপ ভবিষ্যৎকালের প্রয়োগ হইত। অতএব সেই পূর্ব্ব-নির্ম্মিত শ্রীভাগবতেরই অনুক্রমণ (পরিশোধন) বুঝিতে হইবে, যেহেতু শ্রীভাগবতে উক্ত হইয়াছে—"কৃষ্ণে স্বধামোপগতে" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ স্বধামে গমন করিলে, এখানেই "পুরাণার্কোহধুনোদিতঃ" অর্থাৎ পুরাতন সূর্য্য এখন উদিত হইতেছে। ইতি। অতএব এই শ্রীমদ্ভাগবত মহাভারতের পরে বিরচিত, ইহা যাহা শোনা যায় এবং অন্যত্র অষ্টাদশ পুরাণের পরে ভাগবত—এই দুইটি বাক্যই সঙ্গত হইবে। 'নিবৃত্তি-নিরতং' বলিতে ব্রহ্মানুভবী শ্রীশুকদেবকেও অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন,—এই অর্থ ॥ ৮ ॥

শ্রীশৌনক উবাচ—

স বৈ নিবৃত্তিনিরতঃ সর্ব্বত্রোপেক্ষকো মুনিঃ।
কস্য বা বৃহতীমেতামাত্মারামঃ সমভ্যসৎ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশৌনক উবাচ, স বৈ (সোঽপি) নিবৃত্তিনিরতঃ (নিস্পৃহঃ) সর্ব্বত্র উপেক্ষকঃ (বিগত-বিষয়ভোগাভিলাষঃ) আত্মারামঃ মুনিঃ (শ্রীশুকদেবঃ) কস্য বা (হেতো) (কিমর্থং) এতাং বৃহতীং (বিততাং শ্রীমদ্ভাগবতসংহিতাং) সমভ্যসৎ (অধীতবান্) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীশৌনক জিজ্ঞাসা করিলেন—হে সূত, সেই শুকদেব পরম নির্ব্বিণ্ণ, সর্ব্বত্রোপেক্ষাশীল

অর্থাৎ বীতস্পৃহ, ব্রহ্মানন্দনিমগ্ন এবং ব্রহ্মচিন্তারত ছিলেন। তিনি কি নিমিত্তই বা এই বিস্তৃত ভাগবত সম্যগ্‌রূপে অভ্যাস করিয়াছিলেন ? ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—কস্য বা হেতোঃ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কস্য বা' অর্থাৎ কি নিমিত্তই বা ॥ ৯ ॥

শ্রীসূত উবাচ—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—সূত উবাচ, আত্মারামাঃ (আত্মনি এব রমণশীলাঃ তত্ত্বজ্ঞাঃ) নির্গ্রন্থাঃ (গ্রন্থেভ্যো নির্গতাঃ পরমতত্ত্বলাভাৎ শাস্ত্রচর্চ্চাপরাঙ্মুখাঃ অথবা নিবৃত্তা গ্রন্থা হৃদয় গ্রন্থয়ঃ ক্রোধাহঙ্কারশূন্যা ইতি যাবৎ) অপি মুনয়ঃ উরুক্রমে (শ্রীকৃষ্ণে) অহৈতুকীং (নিষ্কামাং) ভক্তিং কুর্ব্বন্তি (যতঃ) হরিঃ ইত্থম্ভূতগুণঃ (ইত্থং আত্মারামাণামপি চিত্তাকর্ষকঃ গুণো যস্য তথাভূতঃ) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—শ্রীসূত কহিলেন,—ব্রহ্মানন্দ সুখমগ্ন এবং ব্রহ্মচিন্তারত মুনিগণ ক্রোধাহঙ্কারমুক্ত হইয়াও অমিতবিক্রম শ্রীহরির ফলাভিসন্ধানরহিত নিষ্কাম সেবা করিয়া থাকেন, কেননা ভগবান্ শ্রীহরি এতাদৃশ গুণসম্পন্ন যে তিনি আত্মারামগণকেও আকর্ষণ করিয়া থাকেন ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—নির্গ্রন্থা জিজ্ঞাসিতগ্রন্থেভ্যো নির্গতাঃ। যদুক্তম্। (গী ২।৫২) যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি। তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ইতি। যদ্বা গ্রন্থিরেব গ্রন্থঃ নির্গতাহঙ্কারগ্রন্থয়ঃ। যদুক্তং (ভাঃ ১।২।২১) ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিরিতি। যদ্বা বিধিনিষেধগ্রন্থাতীতাঃ। যদুক্তং (ভাঃ ১১।১৮।২৮) চরেদবিধিগোচর ইতি। তথাভূতা অপি অহৈতুকীং ফলাভিসন্ধিরহিতাং ভক্তিং কুর্ব্বন্তি। ভক্ত্যা জ্ঞানং জ্ঞানাততোঽপি ভক্তিরিত্যুরুঃ শ্রেষ্ঠ এব ক্রমো যস্মাৎ তস্মিন্। ননুম্মুক্তিঃ মুক্তানাং কিং ভক্ত্যা নির্গ্রন্থানাং কিং ভক্তিগ্রন্থেন শ্রীভাগবতেন নিরভিমানানাং কিং পুনঃ সেব্যসেবকলক্ষণেনাভিমানেন বিধিনিষেধাতীতানাং কিং পুনঃ শ্রীভাগবতোক্তেন ভক্তেৰ্বিধিনেত্যাদি সর্ব্বাক্ষেপপরিহারার্থমাহ। ইত্থংভূতঃ আত্মারামাণামপ্যাকর্ষণশীলো গুণো যস্য সঃ। তেন মূলত এব ভক্তিপ্রাধান্যাভ্যাসেন বা মদ্‌গুণানুভব এষামস্ত্বিতি সনকাদিষু ভগবৎকৃপয়ৈব শ্রীকৃষ্ণগুণানুভবো মৎসুতস্যাস্ত্বিতি শ্রীশুকে ব্যাসস্যেব ভগবতো ভক্তানাং বা কৃপয়া যৈরাত্মারামৈস্তদ্‌গুণানুভবযোগ্যতা লব্ধা ত' এবাহৈতুকীং ভক্তিং কুর্ব্বন্তি অন্যে আত্মারাম সাযুজ্যার্থাং ভক্তিং কুর্ব্বন্তীত্যহৈতুকীপদব্যাবৃত্তিরনুসন্ধেয়া। যদুক্তং (গী ১৮।৫৪) ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি। সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥, (গী ১৮।৫৬) ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ। ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরমিতি ॥১০॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নির্গ্রন্থাঃ'—বলিতে শাস্ত্র আলোচনা হইতে বিরত। যেরূপ শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতায় উক্ত হইয়াছে—"যে সময়ে তোমার বুদ্ধি মোহকলিল অর্থাৎ মোহাত্মক অবিবেকরূপ কালুষ্য পরিত্যাগ করিবে, সেই সময়ে তুমি শ্রোতব্য ও শ্রুত কর্ম্মফলে বৈরাগ্য বুদ্ধি প্রাপ্ত হইবে অর্থাৎ তখন শ্রোতব্য ও শ্রুত বিষয় তোমার নিষ্ফল প্রতিপন্ন হইবে।" অথবা গ্রন্থিই গ্রন্থ, অহংকার-রূপ গ্রন্থি-সমূহ যাঁহাদের নির্গত হইয়াছে, তাঁহারা নির্গ্রন্থাঃ। যেমন শ্রীভাগবতে উক্ত হইয়াছে—"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ" ইত্যাদি—অর্থাৎ ভগবত্তত্ত্বের জ্ঞান হইলে আত্মস্বরূপ ঈশ্বর সাক্ষাৎকার হয়, তাহার পর অহংকার-রূপ হৃদয়গ্রন্থি আপনা হইতেই ভঙ্গ হইয়া যায় এবং অসম্ভাবনাদি-রূপ সকল সংশয় ছিন্ন হয়, আর, জন্মান্তরীয় সুকৃতি-দুষ্কৃতি-নিবন্ধন অপ্রারব্ধ কর্ম্মসকল—যাহা উত্তরকালে ভোগ করিতে হইবে, তৎসমুদয়ও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ আর ভোগ করিতে হয় না। এইজন্য পণ্ডিতগণ পরম আনন্দ-সহকারে ভগবান্ বাসুদেবে মনঃশোধনী ভক্তি সর্ব্বদাই করিয়া থাকেন। অথবা বিধি-নিষেধ-রূপ বন্ধন হইতে মুক্ত যাঁহারা। যেমন শ্রীভাগবতের একাদশ স্কন্ধে শ্রীভগবানের উক্তিতে দেখা যায়—"চরেদবিধি-গোচরঃ", অর্থাৎ ইহ ও পরলোকের বিষয়সমূহে বিরক্ত, অতএব মোক্ষেও আসক্তিশূন্য জ্ঞাননিষ্ঠ অথবা আমার ভক্ত, যেহেতু আমার বিধি-নিষেধের অধীন হন না, তজ্জন্য ত্রিদণ্ড-

সহিত আশ্রম-ধর্ম্ম ও শাস্ত্রবিধিতে আসক্তি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক যথাসুখে বিচরণ করিবেন। তথাভূত হইলেও তাঁহারা অহৈতুকী অর্থাৎ ফলাভিসন্ধি-রহিত ভক্তির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। 'উরুক্রমে'—ভক্তির দ্বারা জ্ঞান লাভ হয়, জ্ঞান হইতে মুক্তি হয়, তাহা হইতেও (সেই মুক্তি হইতেও) ভক্তি উরু অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, এই-রূপ ক্রম যাহা হইতে লব্ধ হয়, সেই অমিতবিক্রম শ্রীভগবানে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন।

যদি পূর্ব্বপক্ষী বলেন—দেখুন, যাহারা মুক্ত, তাঁহাদের ভক্তির কি প্রয়োজন? শাস্ত্র-পর্য্যালোচনা হইতে নিবৃত্ত যাঁহারা, সেই নির্গ্রন্থদিগের ভক্তিগ্রন্থ শ্রীভাগবতের কি অপেক্ষা? নিরভিমানিগণের আবার সেব্য-সেবক-লক্ষণ অভিমানের কি প্রয়োজন? আর, বিধি-নিষেধের অতীত যাঁহারা, তাঁহাদের আবার শ্রীভাগবতোক্ত ভক্তির বিধির দ্বারা কি প্রয়োজন? এই সকল আক্ষেপের পরিহারের নিমিত্ত বলিতেছেন —"ইত্থম্ভূতগুণো হরিঃ",—ইত্থম্ভূত অর্থাৎ এইরূপ আত্মারামগণেরও আকর্ষণশীল গুণ যাঁহার, সেই শ্রীহরি। অতএব প্রথম হইতেই ভক্তির প্রাধান্য-রূপে অভ্যাসের দ্বারা, অথবা আমার গুণের অনুভব ইঁহাদের হউক—এইরূপ সনকাদির প্রতি শ্রীভগবানের কৃপার দ্বারাই, কিংবা শ্রীকৃষ্ণগুণের অনুভব আমার পুত্রের হউক—এইরূপ শ্রীশুকের প্রতি ব্যাসদেবের করুণাবশতঃ, শ্রীভগবানের কিংবা ভক্তগণের কৃপা-হেতুক যে আত্মারামগণের শ্রীভগবদ্‌গুণের অনুভবের যোগ্যতা লব্ধ হইয়াছে, তাঁহারাই অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন। অপর আত্মারামগণ সাযুজ্য প্রাপ্তির নিমিত্ত ভক্তি করেন, এইরূপ অহৈতুকী পদের ব্যাবৃত্তি অনুসন্ধান করিতে হইবে। যেমন শ্রীভগ-বদ্‌গীতায় উক্ত হইয়াছে—"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা", অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মে অবস্থিত ও প্রসন্নচিত্ত, যিনি শোকে উদ্বিগ্ন হন না ও কোন প্রকার আকাঙ্ক্ষা করেন না, এবং যিনি সর্ব্বভূতে সমদর্শী, তিনিই আমার পরা ভক্তি লাভ করিয়া থাকেন। এবং "ভক্ত্যা মামভি-জানাতি"—অর্থাৎ তারপর সেই পরা ভক্তির দ্বারাই সাধক প্রকৃত প্রস্তাবে আমার সচ্চিদানন্দ স্বরূপ বিদিত হইয়া পরিণামে আমাতেই প্রবেশ করেন॥১০॥

তথ্য—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য ২৪শ পঃ—

একাদশ পদ এই শ্লোকে সুনির্ম্মল।
পৃথক্ পৃথক্ নানার্থপদে করে ঝলমল॥ ১০॥
আত্মা-শব্দে ব্রহ্ম, দেহ, মন যত্ন, ধৃতি।
বুদ্ধি, স্বভাব এই সাত অর্থ প্রাপ্তি॥ ১১॥

[বিশ্বপ্রকাশে]

আত্মা-দেহ-মনোব্রহ্মস্বভাবধৃতিবুদ্ধিষু প্রযত্নে চ॥
এই সাতে রমে যে সে আত্মারামগণ।
আত্মারামগণের আগে করিয়ে গণন॥ ১৩॥
মুন্যাদি-শব্দের অর্থ শুন সনাতন।
পৃথক্ পৃথক্ অর্থ করি' পাছে করিব মিলন॥ ১৪॥
মুনি-শব্দে মননশীল আর কহে মৌনী।
তপস্বী ব্রতী যতি আর ঋষি মুনি॥ ১৫॥
নির্গ্রন্থ-শব্দে কহে অবিদ্যা-গ্রন্থিহীন।
বিধি-নিষেধ-বেদশাস্ত্র-জ্ঞানাদি-বিহীন॥ ১৬॥
মূর্খ-নীচ-ম্লেচ্ছ-আদি শাস্ত্ররিক্তগণ।
ধনসঞ্চয়ী নির্গ্রন্থ আর যে নির্ধন॥ ১৭॥
নির্নিশ্চয়ে নিষ্ক্রমার্থে নির্নির্ম্মাণ-নিষেধয়োঃ।
গ্রন্থো ধনেঽথ সন্দর্ভে বর্ণসংগ্রহণেঽপি চ॥ ১৮॥
উরুক্রম-শব্দে কহে বড় যার ক্রম।
ক্রম-শব্দে কহে এই পাদ-বিক্ষেপণ॥ ১৯॥
শক্তি কম্পযুক্ত পরিপাটী, শক্ত্যে আক্রমণ।
চরণ-চালনে কাঁপাইল ত্রিভুবন॥ ২০॥
বিভুরূপে ব্যাপে, শক্ত্যে ধারণ পোষণ।
মাধুর্য্যশক্ত্যে গোলোক, ঐশ্বর্য্যে পরব্যোম॥ ২২॥
মায়াশক্ত্যে ব্রহ্মাণ্ডাদি পরিপাটী সৃজন।
উরুক্রম-শব্দের এই অর্থ-নিরূপণ॥ ২৩॥
ক্রমঃশক্তৌ পারিপাট্যং ক্রমশ্চালনকম্পয়োঃ॥২৪॥
কুর্ব্বন্তি পদ এই পরস্মৈপদ হয়।
কৃষ্ণসুখ-নিমিত্ত ভজন তাৎপর্য্যক হয়॥ ২৫॥

[পাণিনিঃ]

স্বরিতঞিতঃ কর্ত্রাভিপ্রায়ে ক্রিয়াফলে॥ ২৬॥
হেতু-শব্দে কহে ভুক্তি-আদি বাঞ্ছান্তরে।
ভুক্তি, সিদ্ধি, মুক্তি মুখ্য এ তিন প্রকারে॥ ২৭॥
এক ভুক্তি কহে ভোগ অনন্ত প্রকার।
সিদ্ধি অষ্টাদশ, মুক্তি পঞ্চবিধাকার॥ ২৮।
এই যাঁহা নাহি সেই ভক্তি অহৈতুকী।
যাহা হইতে বশ হয় শ্রীকৃষ্ণ কৌতুকী॥ ২৯॥

ভক্তি-শব্দের অর্থ হয় দশবিধাকার ।
এক সাধন, প্রেমভক্তি নব প্রকার ।। ৩০ ।।
রতিলক্ষণা প্রেমলক্ষণা ইত্যাদি প্রচার ।
ভাবরূপা মহাভাবলক্ষণরূপা আর ।। ৩১ ।।
শান্ত-ভক্তের রতি বাড়ে প্রেম পর্য্যন্ত ।
দাস্য-ভক্তের রতি হয় রাগদশা অন্ত ।। ৩২ ।।
সখাগণের রতি অনুরাগ পর্য্যন্ত ।
পিতৃমাতৃ-স্নেহ-আদি অনুরাগ অন্ত ।। ৩৩ ।।
কান্তাগণের রতিপ্রায় মহাভাব সীমা ।
ভক্তি-শব্দে কহিল এই অর্থের মহিমা ।। ৩৪ ।।
ইত্থংভূতগুণঃ'-শব্দের শুনহ ব্যাখ্যান ।
ইত্থং-শব্দের ভিন্ন অর্থ-গুণ-শব্দের আন ।। ৩৫ ।।
ইত্থম্ভূত-শব্দের অর্থ পূর্ণানন্দময় ।
যার আগে ব্রহ্মানন্দ তৃণপ্রায় হয় ।। ৩৬ ।।
সর্ব্বাকর্ষক সর্ব্বাহলাদক মহারসায়ন ।
আপনার বলে করে সর্ব্ববিস্মারণ ।। ৩৮ ।।
ভুক্তিসুখ মুক্তি সিদ্ধি ছাড়য় যার গন্ধে ।
অলৌকিক শক্তি গুণে কৃষ্ণকৃপায় বান্ধে ।। ৩৯ ।।
শাস্ত্রযুক্তি নাহি ইঁহা, সিদ্ধান্ত বিচার ।
এই স্বভাব গুণে যাতে মাধুর্য্যের সার ।। ৪০ ।।
গুণ-শব্দের অর্থ—গুণ কৃষ্ণের অনন্ত ।
সৎচিদ্ রূপে, গুণে সর্ব্বপূর্ণানন্দ ।। ৪১ ।।
ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-কারুণ্যে স্বরূপপূর্ণতা ।
ভক্তবাৎসল্যে আত্মা পর্য্যন্ত বদান্যতা ।। ৪২ ।।
অলৌকিক রূপ রস সৌরভাদি গুণ ।
কারো মন কোন গুণে করে আকর্ষণ ।। ৪৩ ।।
সনকাদির মন হরিল সৌরভাদি গুণে ।
শুকদেবের মন হরিল লীলা-শ্রবণে ।। ৪৪ ।।
তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-
কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ ।। ৪৫ ।।
পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈর্গুণ্যে উত্তমঃশ্লোকলীলয়া ।
গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্ ।। ৪৬ ।।
—শ্রীমদ্ভাগবত ৩।১৫।৪৩ ও ২।১।৯
শ্রীঅঙ্গ-রূপে হরে গোপিকার মন ।
রূপ-গুণ-শ্রবণে রুক্মিণ্যাদি আকর্ষণ ।। ৪৭ ।।
বংশীগীতে হরে কৃষ্ণ লক্ষ্ম্যাদির মন ।
যোগ্যভাবে জগতের যত যুবতীর গণ ।। ৫০ ।।
গুরুতুল্য স্ত্রীগণের বাৎসল্যে আকর্ষণ ।
দাস্যসখ্যাদিভাবে পুরুষাদিগণ ।। ৫৩ ।।
পক্ষী মৃগ বৃক্ষলতা চেতনাচেতন ।
প্রেমে মত্ত করি' আকর্ষয়ে কৃষ্ণগুণ ।। ৫৪ ।।
হরি-শব্দে নানার্থ দুই মুখ্যতম ।
সর্ব্ব অমঙ্গল হরে, প্রেম দিয়া হরে মন ।। ৫৬ ।।
যৈছে তৈছে যোহি কোহি করয়ে স্মরণ ।
চারিবিধ তাপ তার করে সংহরণ ।। ৫৭ ।।
তবে করে ভক্তিবাধক কর্ম্ম অবিদ্যা-নাশ ।
শ্রবণাদ্যের ফল প্রেমা করয়ে প্রকাশ ।। ৫৯ ।।
নিজগুণে তবে হরে দেহেন্দ্রিয়-মন ।
ঐছে কৃপালু কৃষ্ণ ঐছে তাঁর গুণ ।। ৬০ ।।
চারি পুরুষার্থ ছাড়ায়, হরে সবার মন ।
হরি-শব্দের এই মুখ্য করিল লক্ষণ ।। ৬১ ।।
অপি চ দুই শব্দ তাতে অব্যয় হয় ।
যেই অর্থ লাগাইয়ে সেই অর্থ হয় ।। ৬২ ।।
তথাপি চকারের কহে মুখ্য অর্থ সাত ।
অপি-শব্দে মুখ্য অর্থ সাত বিখ্যাত ।। ৬৩ ।।
[বিশ্বপ্রকাশে]
চান্বাচয়ে সমাহারেঽন্যোন্যার্থে চ সমুচ্চয়ে ।
যত্নান্তরে তথা পাদপূরণেঽপ্যবধারণে ।।
অপি সম্ভাবনা-প্রশ্ন-শঙ্কা-গর্হা-সমুচ্চয়ে ।
তথাযুক্তপদার্থেষু কামাচার ক্রিয়াসু চ ।। ৬৫ ।।
এই ত' একাদশ পদের অর্থ-নির্ণয় ।
এবে শ্লোকার্থ করি যথা যে লাগয় ।। ৬৬ ।।
ব্রহ্মশব্দের অর্থ—তত্ত্ব সর্ব্ব বৃহত্তম ।
স্বরূপ-ঐশ্বর্য্য করি' নাহি যার সম ।। ৬৭ ।।
[বিষ্ণুপুরাণে ১।১২।৫৭]
বৃহত্ত্বাদ্‌বৃংহণত্বাচ্চ তদ্‌ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ ।
[ভাঃ ১১।২।৪৪ শ্লোকব্যাখ্যায় শ্রীধরধৃত তন্ত্রবাক্য]
আততত্বাচ্চ মাতৃত্বাদাত্মা হি পরমো হরিঃ ।
সেই ব্রহ্মশব্দে কহে স্বয়ং ভগবান্ ।
অদ্বিতীয় জ্ঞান যাহা বিনা নাহি আন ।। ৭০ ।।
সেই অদ্বয়তত্ত্ব কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ ।
তিনকাল সত্য তিঁহো শাস্ত্রপ্রমাণ ।। ৭২ ।।
আত্মা-শব্দে কহে কৃষ্ণ বৃহত্ত্বস্বরূপ ।
সর্ব্বব্যাপক সর্ব্বসাক্ষী পরমস্বরূপ ।। ৭৪ ।।

ব্রহ্ম-আত্মা-শব্দে যদি কৃষ্ণেরে কহয়।
রূঢ়ি-বৃত্ত্যে নির্ব্বিশেষ অন্তর্য্যামী কয় ।। ৭৯ ।।
জ্ঞানমার্গে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম প্রকাশে।
যোগমার্গে অন্তর্য্যামী স্বরূপেতে ভাসে ।। ৮০ ।।
রাগভক্তি বিধিভক্তি হয় দুইরূপ।
স্বয়ং ভগবত্ত্বা-প্রকাশ দুই ত' স্বরূপ ।। ৮১ ।।
রাগভক্ত্যে ব্রজে স্বয়ং ভগবান পায়।
বিধিভক্ত্যে পার্ষদ-দেহে বৈকুণ্ঠকে যায় ।। ৮২ ।।
সেই উপাসক হয় ত্রিবিধ-প্রকার।
অকাম, মোক্ষকাম, সর্ব্বকাম আর ।। ৮৫ ।।
বুদ্ধিমান্-অর্থ যদি বিচারজ্ঞ হয়।
নিজকাম লাগি' তবে কৃষ্ণেরে ভজয় ।। ৮৭ ।।
ভক্তিবিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল ।। ৮৮ ।।
অজাগলস্তন ন্যায় অন্য সাধন।
অতএব হরি ভজে বুদ্ধিমান্ জন ।। ৮৯ ।।
আর্ত্ত অর্থার্থী দুই সকাম ভিতরে গণি।
জিজ্ঞাসু জ্ঞানী দুই মোহকামী মানি ।। ৯১ ।।
এই চারি সুকৃতি হয় মহাভাগ্যবান্।
তত্তৎ-কামাদি ছাড়ি' হয় শুদ্ধ ভক্তিমান্ ।। ৯২ ।।
সাধুসঙ্গ-কৃপা কিম্বা কৃষ্ণের কৃপায়।
কামাদি দুঃসঙ্গ ছাড়ি' শুদ্ধভক্তি পায় ।। ৯৩ ।।

[ভাঃ ১।১০।১১]

সৎসঙ্গান্মুক্ত-দুঃসঙ্গো হাতুং নোৎসহতে বুধঃ।
কীর্ত্ত্যমানং যশো যস্য সকৃদাকর্ণ্যরোচনম্ ।।

সৎসঙ্গক্রমে দুঃসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক পণ্ডিতব্যক্তি যাঁহার কীর্ত্ত্যমান্, রুচিকর যশ একবার শুনিয়া কখনও পরিত্যাগ করিতে পারেন না।

দুঃসঙ্গ কহিয়ে কৈতব, আত্মবঞ্চনা।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি বিনা অন্য কামনা ।। ৯৫ ।।
প্র-শব্দে—মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব-প্রধান।
এই শ্লোকে শ্রীধরস্বামী করিয়াছে ব্যাখ্যান ।। ৯৭ ।।
শ্লোক ব্যাখ্যা লাগি' এই করিলুঁ আভাস।
এবে করি শ্লোকের মূলার্থ-প্রকাশ ।। ১০২ ।।
জ্ঞানমার্গে উপাসক—দুই ত' প্রকার।
কেবল ব্রহ্মোপাসক, মোক্ষাকাঙ্ক্ষী আর ।। ১০৩ ।।
কেবল ব্রহ্মোপাসক তিন ভেদ হয়।
সাধক, ব্রহ্মময়, আর প্রাপ্ত-ব্রহ্মলয় ।। ১০৪ ।।
ভক্তি বিনা কেবল জ্ঞানে মুক্তি নাহি হয়।
ভক্তি সাধন করে যেই প্রাপ্ত-ব্রহ্মময় ।। ১০৫ ।।
ভক্তির স্বভাব,—ব্রহ্ম হৈতে করে আকর্ষণ।
দিব্য দেহ দিয়া করায় কৃষ্ণের ভজন ।। ১০৬ ।।
ভক্তদেহ পাইলে হয় গুণের স্মরণ।
গুণাকৃষ্ট হঞা করে নির্ম্মল ভজন ।। ১০৭ ।।
জন্ম হৈতে শুক-সনকাদি ব্রহ্মময়।
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হঞা কৃষ্ণেরে ভজয় ।। ১০৯ ।।
সনকাদ্যের কৃষ্ণকৃপায় সৌরভে হরে মন।
গুণাকৃষ্ট হঞা করে নির্ম্মলভজন ।। ১১০ ।।
ব্যাসকৃপায় শুকদেবের লীলাদি-স্মরণ।
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হঞা করেন ভজন ।। ১১২ ।।

[ভাগবতে ১।৭।১১]

হরের্গুণাক্ষিপ্তমতির্ভগবান্ বাদরায়ণিঃ।
অধ্যগান্মহাদাখ্যানং নিত্যং বিষ্ণুজনপ্রিয়ঃ ।।

নব-যোগীশ্বর জন্ম হৈতে সাধকজ্ঞানী।
বিধি-শিব-নারদ-মুখে কৃষ্ণগুণ শুনি' ।। ১১৪ ।।
গুণাকৃষ্ট হঞা করে কৃষ্ণের ভজন।
একাদশ-স্কন্ধে তাঁর ভক্তিবিবরণ ।। ১১৫ ।।
মোক্ষাকাঙ্ক্ষী জ্ঞানী হয় তিন প্রকার।
মুমুক্ষু, জীবন্মুক্ত, প্রাপ্তস্বরূপ আর ।। ১১৭ ।।
মুমুক্ষু অনেক জগতে সংসারী জন।
মুক্তি লাগি' ভক্ত্যে করে কৃষ্ণের ভজন ।। ১১৮ ।।
সেই সবের সাধুসঙ্গে গুণ স্ফুরায়।
কৃষ্ণভজন করায়, মুমুক্ষা ছাড়ায় ।। ১২০ ।।
নারদের সঙ্গে শৌনকাদি মুনিগণ।
মুমুক্ষা ছাড়িয়া কৈল কৃষ্ণের ভজন ।। ১২২ ।।
কৃষ্ণের দর্শনে, কারো কৃষ্ণের কৃপায়।
মুমুক্ষা ছাড়িয়া গুণে ভজে তাঁর পায় ।। ১২৩ ।।
জীবন্মুক্ত অনেক সেই, দুই ভেদ জানি।
ভক্ত্যে জীবন্মুক্ত, জ্ঞানে জীবন্মুক্ত মানি ।। ১২৩ ।।
ভক্ত্যে জীবন্মুক্ত গুণাকৃষ্ট হঞা কৃষ্ণ ভজে।
শুষ্কজ্ঞানে জীবন্মুক্ত অপরাধে অধোমজে ।। ১২৬ ।।

[শ্রীভাগবতে ১০।২।২৬]

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃত-যুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ।

[শ্রীগীতায়াং ১৮।৫৪]
ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥
শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে—
অদ্বৈতবীথীপথিকৈরুপাস্যাঃ
স্বানন্দসিংহাসনলব্ধদীক্ষাঃ।
শঠেন কেনাপি বয়ং হঠেন
দাসীকৃতা গোপবধূবিটেন ॥
ভক্তিবলে প্রাপ্তস্বরূপ দিব্যদেহ পায়।
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হঞা ভজে কৃষ্ণ পায় ॥ ১৩০ ॥
[শ্রীমদ্ভাগবতে ২।১০।৬]
নিরোধোঽস্যানু শয়নমাত্মনঃ সহ শক্তিভিঃ।
মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ ॥
কৃষ্ণবহির্ম্মুখ-দোষ মায়া হৈতে হয়।
কৃষ্ণোন্মুখী ভক্তি হৈতে মায়া-মুক্তি হয় ॥ ১৩২ ॥
[শ্রীমদ্ভাগবতে ১১।২।৩৫ [
ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদিত্যাদি ॥ ১৩৩ ॥
[গীতা ৭।১৪]
দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥১৩৪॥
ভক্তি বিনা মুক্তি নাহি, ভক্ত্যে মুক্তি হয়।
তবে মুক্তি পাইলে অবশ্য কৃষ্ণ ভজয় ॥ ১৩৫ ॥
শ্রেয়ঃ সৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবল-বোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্ ॥ (ভাঃ ১০।১৪।৪)
[ভগবৎসন্দর্ভে ধৃতসর্ব্বজ্ঞশ্রুতিঃ]
মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে ॥
এই ছয় আত্মারাম কৃষ্ণেরে ভজয়।
পৃথক্ পৃথক্ চ-কারে ইহা 'অপি'র অর্থ কয় ॥১৪০॥
'আত্মারামাশ্চ অপি' করে কৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তি।
'মুনয়ঃ সন্তং' ইতি কৃষ্ণমননে আসক্তি ॥ ১৪১ ॥
'নির্গ্রন্থাঃ'—অবিদ্যাহীন, কেহ—বিধিহীন।
যাহাঁ যেই যুক্ত, সেই অর্থের অধীন ॥ ১৪২ ॥
'চ'-শব্দে করি যদি ইতরেতর অর্থ।
আর এক অর্থ কহে পরম সমর্থ ॥ ১৪৩ ॥
'আত্মারামাশ্চ' 'আত্মারামাশ্চ' করি' বার ছয়।
পঞ্চ আত্মারাম, ছয়ে চ-কারে লুপ্ত হয় ॥ ১৪৪ ॥
এক 'আত্মারামঃ'-শব্দ অবশেষ রহে।
এক 'আত্মারামঃ'-শব্দে ছয় জন কহে ॥ ১৪৫ ॥
(বিশ্বপ্রকাশে)
'স্বরূপাণামেকশেষ একবিভক্তৌ'উক্তার্থানামপ্রয়োগঃ।
রামাশ্চ রামাশ্চ রামাশ্চ রামা ইতি বৎ ॥
তবে যে চ-কার, সেই 'সমুচ্চয়' কয়।
'আত্মারামাশ্চ মুনয়শ্চ' কৃষ্ণেরে ভজয় ॥ ১৪৭ ॥
'নির্গ্রন্থা অপি'র এই অপি—সম্ভাবনে।
এই সাত অর্থ প্রথম করিলুঁ ব্যাখ্যানে ॥ ১৪৮ ॥
অন্তর্য্যামী-উপাসকে 'আত্মারাম' কয়।
সেই আত্মারাম যোগীর দুই ভেদ হয় ॥ ১৪৯ ॥
সগর্ভ, নিগর্ভ,—এই হয় দুই ভেদ।
এক এক তিন ভেদে ছয় বিভেদ ॥ ১৫০ ॥
(শ্রীমদ্ভাগবতে ২য় স্কন্ধে ২য় অ, ৮ম শ্লোক)
কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে
প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তম্।
চতুর্ভুজং কঞ্জরথাঙ্গশঙ্খ-
গদাধরং ধারণয়া স্মরন্তি ॥ ১৫১ ॥
(তত্রৈব ৩য় স্কন্ধে ২৮ অ, ৩৪ শ্লোকে)
এবং হরৌ ভগবতি প্রতিলব্ধভাবো
ভক্ত্যা দ্রবদ্ধৃদয় উৎপুলকঃ প্রমোদাৎ।
ঔৎকণ্ঠ্যবাষ্পকলয়া মুহুরর্দ্দ্যমান-
স্তচ্চাপি চিত্তবড়িশং শনকৈর্বিযুঙ্‌ক্তে ॥ ১৫২ ॥
যোগারুরুক্ষু, যোগারূঢ়, প্রাপ্তসিদ্ধি আর।
এই তিন ভেদে হয় ছয় প্রকার ॥ ১৫৩ ॥
(শ্রীভগবদ্‌গীতায়াং ৬অ, ৩-৪ শ্লোকঃ)
আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥ ১৫৪ ॥
যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্জতে।
সর্ব্বসংকল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে ॥ ১৫৫ ॥
এই ছয় যোগী সাধুসঙ্গাদি হেতু পাঞা।
কৃষ্ণ ভজে কৃষ্ণগুণে আকৃষ্ট হইয়া ॥ ১৫৬ ॥
চ-শব্দে অপির অর্থ ইহাও কহয়।
মুনি নির্গ্রন্থ শব্দের পূর্ব্ববৎ অর্থ হয় ॥ ১৫৭ ॥
উরুক্রমে অহৈতুকী কাহাঁ কোন অর্থ।
এই তের অর্থ কহিলু পরম সমর্থ ॥ ১৫৮ ॥
এই সব শান্ত যবে ভজে ভগবান্।
শান্ত ভক্ত করি' তবে কহি তার নাম ॥ ১৫৯ ॥

'আত্মা'-শব্দে মন কহে, মনে যেই রমে।
সাধুসঙ্গে সেই ভজে শ্রীকৃষ্ণচরণে ॥ ১৬০ ॥
(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে, ৮৭ অ, ১৮ শ্লোকে)
উদরমুপাসতে য ঋষিবর্ত্মসু কূর্পদৃশঃ
পরিসরপদ্ধতিং হৃদয়মারুণয়োর্দহরম্।
তত উদগাদনন্ত তব ধাম শিরঃ পরমং
পুনরিহ যৎ সমেত্য ন পতন্তি কৃতান্তমুখে ॥ ১৬১ ॥
এই কৃষ্ণ গুণাকৃষ্ট মহামুনি হঞা।
অহৈতুকী ভক্তি করে নির্গ্রন্থ হঞা ॥ ১৬২ ॥
'আত্মা'-শব্দে 'যত্ন' কহে যত্ন করিয়া।
'মুনয়োঽপি' কৃষ্ণে ভজে নির্গ্রন্থ হঞা ॥ ১৬৩ ॥
তস্যৈব হেতোঃ প্রযতেত কোবিদো
ন লভ্যতে যদ্ভ্রমতামুপর্য্যধঃ।
তল্লভ্যতে দুঃখবদন্যতঃ সুখং
কালেন সর্ব্বত্র গভীররংহসা ॥ (ভাঃ ১।৫।১৮)
'চ'-শব্দে অপি-অর্থে 'অপি'—অবধারণে।
যত্নাগ্রহ বিনা ভক্তি না জন্মায় প্রেমে ॥ ১৬৬ ॥
'আত্মা'-শব্দে ধৃতি কহে ধৈর্য্যে যেই রমে।
ধৈর্য্যবন্ত এবে হঞা করয়ে ভজনে ॥ ১৬৯ ॥
'মুনি'-শব্দে পক্ষী, ভৃঙ্গ ; নির্গ্রন্থে—মূর্খজন।
কৃষ্ণকৃপায় সাধুকৃপায় দুহাঁর ভজন ॥ ১৭০ ॥
কিম্বা ধৃতি-শব্দে নিজ পূর্ণতাদি-জ্ঞান কয়।
দুঃখাভাবে উত্তমপ্রাপ্ত্যে মহাপূর্ণ হয় ॥ ১৭৫ ॥
কৃষ্ণভক্ত—দুঃখহীন, বাঞ্ছান্তর-হীন।
কৃষ্ণপ্রেমসেবা-পূর্ণানন্দ প্রবীণ ॥ ১৭৭ ॥
'চ'—অবধারণে, ইহা অপি—সমুচ্চয়ে।
ধৃতিমন্ত হঞা ভজে পক্ষী-মূর্খ-চয়ে ॥ ১৮০ ॥
'আত্ম'-শব্দে বুদ্ধি কহে বুদ্ধিবিশেষ।
সামান্যবুদ্ধিযুক্ত যত জীব অশেষ ॥ ১৮১ ॥
বুদ্ধ্যে রমে আত্মারাম—দুই ত' প্রকার।
পণ্ডিত মুনিগণ, নির্গ্রন্থ মূর্খ আর ॥ ১৮২ ॥
কৃষ্ণকৃপায় সাধুসঙ্গে রতি-বুদ্ধি পায়।
সব ছাড়ি' কৃষ্ণভক্তি শুদ্ধবুদ্ধ্যে পায় ॥ ১৮৩ ॥
'আত্মা'-শব্দে স্বভাব কহে, তাতে যেই রমে।
আত্মারাম জীব যত স্থাবর-জঙ্গমে ॥ ১৯৬ ॥
জীবের স্বভাব—কৃষ্ণে দাস-অভিমান।
দেহে আত্ম-জ্ঞানে আচ্ছাদিত সেই জ্ঞান ॥ ১৯৭ ॥
'চ'-শব্দে এব, অপি-শব্দ সমুচ্চয়ে।
'আত্মারামা এব' হঞা শ্রীকৃষ্ণ ভজয়ে ॥ ১৯৮ ॥
এই জীব—সনকাদি সব মুনিজন।
নির্গ্রন্থ—মূর্খ, নীচ, স্থাবর-জঙ্গম ॥ ১৯৯ ॥
ব্যাস-শুক-সনকাদির প্রসিদ্ধ ভজন।
নির্গ্রন্থ স্থাবরাদির শুন বিবরণ ॥ ২০০ ॥
কৃষ্ণকৃপাদি-হেতু হৈতে সবার উদয়।
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হঞা তাঁহারে ভজয় ॥ ২০১ ॥
আগে তের অর্থ করিলুঁ, আর ছয় এই।
ঊনবিংশতি অর্থ হইল মিলি' এই দুই ॥ ২০৬ ॥
এই ঊনিশ অর্থ করিলুঁ, আগে শুন আর।
'আত্মা'-শব্দে দেহ কহে, চারি অর্থ তার ॥ ২০৭ ॥
দেহারামী দেহে ভজে দেহোপাধি-ব্রহ্ম।
সৎসঙ্গে সেহ করে কৃষ্ণের ভজন ॥ ২০৮ ॥
দেহারামী—কর্ম্মনিষ্ঠ যাজ্ঞিকাদি জন।
সৎসঙ্গে কর্ম্ম ত্যজি' করয়ে ভজন ॥ ২১০ ॥
তপস্বী প্রভৃতি যত দেহারামী হয়।
সাধুসঙ্গে তপ ছাড়ি' শ্রীকৃষ্ণ ভজয় ॥ ২১২ ॥
দেহরামী, সর্ব্বকাম, সব আত্মারাম।
কৃষ্ণকৃপায় কৃষ্ণ ভজে ছাড়ি' সব কাম ॥ ২১৫ ॥
এই চারি অর্থ সহ হইল তেইশ অর্থ।
আর তিন অর্থ শুন পরম সমর্থ ॥ ২১৬ ॥
'চ'-শব্দে সমুচ্চয়ে, আর অর্থ কয়।
'আত্মারামাশ্চ মুনয়শ্চ' কৃষ্ণেরে ভজয় ॥ ২১৭ ॥
'নির্গ্রন্থাঃ' হইয়া, ইঁহা অপি—নির্দ্ধারণে।
'রামশ্চ কৃষ্ণশ্চ' যথা বিহরয়ে বনে ॥ ২১৮ ॥
'চ'-শব্দে অন্বাচয়ে অর্থ কহে আর।
'বটো, ভিক্ষামট, গাঞ্চানয়' যৈছে প্রকার ॥ ২১৯ ॥
কৃষ্ণমননে মুনি কৃষ্ণে সর্ব্বদা ভজয়।
'আত্মারামা অপি' ভজে,—গৌণ অর্থ কয় ॥ ২২০ ॥
'চ'-এবার্থে মুনয় এব কৃষ্ণ ভজয়।
আত্মারাম অপি, অপি গর্হা অর্থ কয় ॥ ২২১ ॥
নির্গ্রন্থ হঞা এই দুহাঁর বিশেষণ।
আর অর্থ শুন, যৈছে সাধুর সঙ্গম ॥ ২২২ ॥
নির্গ্রন্থ-শব্দে কহে তবে ব্যাধ নির্দ্ধন।
সাধুসঙ্গে সেই করে শ্রীকৃষ্ণ-ভজন ॥ ২২৩ ॥
'কৃষ্ণারামাশ্চ' এব কৃষ্ণ-মনন।
ব্যাধ হঞা হয় পূজ্য ভাগবতোত্তম ॥ ২২৪ ॥
এই আর তিন অর্থ গণনাতে পাইল।

এই দুই অর্থ মিলি' ছাব্বিশ অর্থ কৈল ।। ২৭৯ ।।
আর অর্থ শুন, যাহা—অর্থের ভাণ্ডার ।
স্থূলে দুই অর্থ, সূক্ষ্মে বত্রিশ প্রকার ।। ২৮০ ।।
আত্মা-শব্দে কহে সর্ব্ববিধ ভগবান্ ।
এক স্বয়ং ভগবান্, আর ভগবানাখ্যান ।। ২৮১ ।।
তাঁতে রমে যেই, সেই সব আত্মারাম ।
বিধিভক্ত, রাগভক্ত,—দুইবিধ নাম ।। ২৮২ ।।
বিধিমার্গে ভক্তে ষোড়শ ভেদ প্রচার ।। ২৮৭ ।।
রাগমার্গে ঐছে ভক্ত ষোড়শ বিভেদ ।
দুই মার্গে আত্মারামের বত্রিশ বিভেদ ।। ২৮৮ ।।
মুনি, নির্গ্রন্থ, চ, অপি,—চারি শব্দের অর্থ ।
যাঁহা যেই লাগে, তাহা করিয়ে সমর্থ ।। ২৮৯ ।।
বত্রিশে ছাব্বিশে মিলি' অষ্টপঞ্চাশ ।
আর এক ভেদ শুন অর্থের প্রকাশ ।। ২৯০ ।।
ইতরেতর 'চ' দিয়া সমাস করিয়ে ।
আটান্নবার আত্মারাম নাম লইয়ে ।। ২৯১ ।।
'আত্মারামাশ্চ আত্মারামাশ্চ' আটান্নবার ।
শেষে সব লোপ করি' রাখি একবার ।। ২৯২ ।।

(পাণিনিঃ)
স্বরূপাণামেকশেষ একবিভক্তৌ উক্তার্থানাম-
প্রয়োগ ইতি ।।

আটান্নবারে আত্মারাম, সব লোপ হয় ।
এক আত্মারাম-শব্দে আটান্ন অর্থ কয় ।। ২৯৪ ।।

(পাণিনিঃ)—উক্তার্থানামপ্রয়োগঃ ইত্যাদি ।।
অশ্বত্থবৃক্ষাশ্চ বটবৃক্ষাশ্চ কপিত্থবৃক্ষাশ্চ
আম্রবৃক্ষাশ্চ বৃক্ষাঃ ।। ২৯৫ ।।

'অস্মিন্ বনে বৃক্ষাঃ ফলন্তি' যৈছে হয় ।
তৈছে সব আত্মারাম কৃষ্ণে ভক্তি করয় ।। ২০৬ ।।
'আত্মারামাশ্চ' সমুচ্চয়ে কহিয়ে চ-কার ।
'মুনয়শ্চ' ভক্তি করে—এই অর্থ তার ।। ২৯৭ ।।
'নির্গ্রন্থা এব' হঞা, অপি—নির্দ্ধারণে ।
এই উনষষ্টি প্রকার অর্থ করিলুঁ ব্যাখ্যানে ।। ২৯৮ ।।
সর্ব্ব সমুচ্চয়ে এক আর অর্থ হয় ।
'আত্মারামাশ্চ মুনয়শ্চ নির্গ্রন্থাশ্চ' ভজয় ।। ২৯৯ ।।
অপি-শব্দে—অবধারণে, সেই চারি বার ।
চারিশব্দ সঙ্গে 'এব' করিব উচ্চার ।। ৩০০ ।।
উরুক্রম এব ভক্তিমেব অহৈতুকীমেব
কুর্ব্বন্ত্যেব ।। ৩০১ ।।

এইত' কহিলুঁ শ্লোকের ষষ্টি সংখ্যকার্থ ।
এক অর্থ শুন আর প্রমাণে সমর্থ ।। ৩০২ ।।
আত্মা-শব্দে কহে 'ক্ষেত্রজ্ঞ জীব'-লক্ষণ ।
ব্রহ্মাদি কীট পর্য্যন্ত—তাঁর শক্তিতে গণন ।। ৩০৫ ।।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধুসঙ্গ পায় ।
সব ত্যজি' তবে তিঁহো কৃষ্ণেরে ভজয় ।। ৩০৬ ।।
ষাটি-অর্থ কহিলুঁ, সব—কৃষ্ণের ভজনে ।
সেই অর্থ হয়, এই সব উদাহরণে ।। ৩০৭ ।।
একষষ্টি অর্থ এবে স্ফুরিল তোমা-সঙ্গে ।
তোমার ভক্তিবশে উঠে অর্থের তরঙ্গে ।। ৩০৮ ।।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

'আত্মারাম' পর্য্যন্ত করে ঈশ্বর ভজন ।
ঐছে, অচিন্ত্য ভগবানের গুণগণ ।। ১৮৫ ।।
শুনি, ভট্টাচার্য্য কহে,—শুন মহাশয় ।
এই শ্লোকের অর্থ শুনিতে বাঞ্ছা হয় ।। ১৮৭ ।।
প্রভু কহে,—তুমি কি অর্থ কর, তাহা শুনি' ।
পাছে আমি করিব অর্থ, যেবা কিছু জানি ।। ১৮৮ ।।
শুনি' ভট্টাচার্য্য শ্লোক করিল ব্যাখ্যান ।
তর্কশাস্ত্র-মত উঠায় বিবিধ বিধান ।। ১৮৯ ।।
নববিধ অর্থ কৈল শাস্ত্রমত লঞা ।
শুনি' প্রভু কহে কিছু ঈষৎ হাসিয়া ।। ১৯০ ।।
ভট্টাচার্য্য জানি, তুমি—সাক্ষাৎ বৃহস্পতি ।
শাস্ত্রব্যাখ্যা করিতে ঐছে কারো নাহি শক্তি ।। ১৯১ ।।
কিন্তু তুমি অর্থ কৈলে পাণ্ডিত্য-প্রতিভায় ।
ইহা বই শ্লোকের আছে আর অভিপ্রায় ।। ১৯২ ।।
ভট্টাচার্য্যের প্রার্থনাতে প্রভু ব্যাখ্যা কৈল ।
তাঁর নব-অর্থ মধ্যে এক না ছুঁইল ।। ১৯৩ ।।
আত্মারামাশ্চ শ্লোকে একাদশ পদ হয় ।
পৃথক্ পৃথক্ কৈল পদের অর্থ নিশ্চয় ।। ১৯৪ ।।
তত্তৎপদ-প্রাধান্যে আত্মারাম মিলাইয়া ।
অষ্টাদশ অর্থ কৈল অভিপ্রায় লঞা ।।
ভগবান্, তাঁর শক্তি, তাঁর গুণগণ ।
অচিন্ত্য প্রভাব তিনের না যায় কথন ।। ১৯৬ ।।
অন্য যত সাধ্য সাধন করি' আচ্ছাদন ।
এই তিনে হরে সিদ্ধ সাধকের মন ।। ১৯৭ ।।
সনকাদি শুকদেব তাহাতে প্রমাণ ।
এই মত নানা অর্থ করেন ব্যাখ্যান ।। ১৯৮ ।।

হরেগু র্ণাক্ষিপ্তমতির্ভগবান্ বাদরায়ণিঃ ।
অধ্যগান্মহদাখ্যানং নিত্যং বিষ্ণুজনপ্রিয়ঃ ।। ১১ ।।

অন্বয়ঃ—ভগবান্ (যোগৈশ্বর্য্যশালী) নিত্যং বিষ্ণুজনপ্রিয়ঃ (বিষ্ণুজনাঃ প্রিয়াঃ যস্য সঃ) বাদ-রায়ণিঃ (ব্যাসতনয়ঃ শুকঃ) হরেগু র্ণাক্ষিপ্তমতিঃ (হরিগুণানুবাদাকৃষ্টচিত্তঃ সন্) মহৎ আখ্যানং (ইদং ভাগবতং মহাপুরাণং) অধ্যগাৎ (অধীতবান্) ।। ১১ ।।

অনুবাদ—মহাযোগী ব্যাসনন্দন শ্রীশুকদেবের চিত্ত হরিগুণাকৃষ্ট হওয়ায় এই ভাগবত পুরাণ বিস্তৃতায়তন হইলেও তাহা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এই ব্যাখ্যাদি-প্রসঙ্গে তিনি নিত্যকাল বৈষ্ণবগণের সঙ্গকামী হওয়ায় প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন ।। ১১ ।।

বিশ্বনাথ—নারদকৃপয়া ব্যাসস্যৈব ব্যাসকৃপয়া শুকস্যাপি তদ্‌গুণমাধুর্য্যানুভবো বিশেষত এবাভূদি-ত্যাহ হরেরিতি। হরেগু র্ণেন আক্ষিপ্তা আক্ষেপবিষয়ী-কৃতা মতির্ব্রহ্মানুভবো যেন সঃ ধিঙ্মে মতিং যত ঈদৃশে ভগবদ্‌গুণমাধুর্য্যে সত্যপি এতাবান্ কালো ব্রহ্মানুভবেন ময়া বৃথৈব যাপিত ইতি। ততশ্চ তৎ-কথাসৌহার্দ্দেন বিষ্ণুজনা এব ন তু কেবলা আত্মারামাঃ প্রিয়া যস্য সঃ ষষ্ঠীসমাসো বা। অত্র ব্যাস এব ভগবদ্‌গুণাভিব্যঞ্জকান্ শ্রীভাগবতীয়ান্ কাংশ্চন শ্লোকান্ লোকদ্বারা বিবিক্তারণ্যে সদা সমাধিস্থমপি শুকং শ্রাবয়ামাস। ততস্তচ্ছক্ত্যৈব ভগ্নসমাধিস্তন্মা-ধূর্য্যাকৃষ্টচিত্তস্তাদৃশং সমাধিমপ্যাক্ষিপ্য সর্ব্বজ্ঞতয়া তান্ শ্লোকান্ শ্রীভাগবতীয়ান্ জ্ঞাত্বা তৎপ্রকাশকঞ্চ স্বপিতরং জ্ঞাত্বা তদন্তিকমাগত্য শ্রীভাগবতমধ্যৈষ্টেতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তানুসারেণ কথা জ্ঞেয়া। তদেবং ব্যাস শুকৌ পিতাপুত্রৌ ব্রহ্মানুভবিচূড়ামণী অপি বিজিত্য ভক্তিরে-কচ্ছত্রামিব সর্ব্বজগতীং চক্রে। তদপি যে তাং তথা ন মন্যন্তে কুপথগামিনশ্চৌরা যমেনৈব দণ্ড্যা ইতি ।।১১

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীনারদের কৃপাবশতঃ শ্রীব্যাসদেবের এবং শ্রীব্যাসদেবের কৃপায় শ্রীশুকেরও শ্রীভগবানের গুণ-মাধুর্য্যের অনুভব বিশেষরূপেই হইয়াছিল, তাহা বলিতেছেন—'হরেঃ' ইত্যাদি শ্লোকে। শ্রীহরির গুণের দ্বারা আক্ষিপ্তা অর্থাৎ আক্ষেপের বিষয়ীভূতা ব্রহ্মানুভব-রূপা মতি যাঁহার, তিনি (শ্রীশুকদেব)। হায়! ধিক্ আমার মতিকে, যেহেতু ঈদৃশ শ্রীভগবানের গুণ-মাধুর্য্য থাকিতেও এত-কাল ব্রহ্মানুভবে আমি বৃথাই অতিবাহিত করিয়াছি। তারপর শ্রীকৃষ্ণ-কথার সৌহার্দ্দে বিষ্ণুজনগণই (বৈষ্ণবগণই) তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় হইয়াছিলেন, কিন্তু কেবল আত্মারামগণ নহেন, অথবা ষষ্ঠীসমাসে—বৈষ্ণবগণের অতিশয় প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। ব্যাস-দেবই শ্রীভগবানের গুণাভিব্যঞ্জক শ্রীভাগবতীয় কয়েকটি শ্লোক লোকের দ্বারা (কাঠুরিয়াগণের দ্বারা) নির্জ্জন বিপিনমধ্যে সদা সমাধি-মগ্ন শুকদেবকে শুনাইয়াছিলেন। তারপর তাহার (ভগবদ্‌গুণাভি-ব্যঞ্জক কথার) শক্তিতেই শ্রীশুকের সমাধিভঙ্গ হয় এবং তাহার মাধুর্য্যে আকৃষ্টচিত্ত হইয়া সেইরূপ সমাধিরও দোষোদ্‌ঘাটন-পূর্ব্বক সর্ব্বজ্ঞহেতু সেই শ্লোকসমূহ শ্রীভাগবতীয় এবং তাহার প্রকাশক নিজ পিতাকে জানিয়া তাঁহার নিকট আগমন করতঃ শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন—এখানে ব্রহ্ম-বৈবর্ত্তপুরাণ অনুসারে এই কথা জানিতে হইবে। সুতরাং এইভাবে শ্রীভক্তিদেবী, ব্রহ্মানুভবিগণের শ্রেষ্ঠ ব্যাস ও শুকদেব পিতা-পুত্র উভয়কেই জয় করিয়া সমস্ত জগৎ একচ্ছত্র সম্রাজ্য করিয়াছিলেন। তথাপি যাহারা সেই ভক্তিদেবীকে মান্য করে না, তাহারা কুপথগামী এবং তস্কর, যমরাজের তাহারা দণ্ডনীয় ।। ১১ ।।

পরীক্ষিতোঽথ রাজর্ষের্জন্মকর্ম্মবিলাপনম্ ।
সংস্থাঞ্চ পাণ্ডুপুত্রাণাং বক্ষ্যে কৃষ্ণকথোদয়ম্ ।।১২।।

অন্বয়ঃ—অথ রাজর্ষেঃ (পরীক্ষিতঃ) জন্ম (জন্মবৃত্তান্তং) কর্ম্ম (অনুষ্ঠিতকার্য্যাবলীং) বিলাপনং (মুক্তিং মৃত্যুং বা) পাণ্ডুপুত্রাণাং (পাণ্ডবানাং) সংস্থাঞ্চ (মহাপ্রস্থানঞ্চ) কৃষ্ণকথোদয়ং (শ্রীকৃষ্ণকথানামুদয়ো যথা ভবতি তথা) বক্ষ্যে (কথয়িষ্যামি) ।। ১২ ।।

অনুবাদ—অতঃপর এক্ষণে মুখ্যভাবে কৃষ্ণকথাই যাহাতে উদিত হয়, সেইরূপ ভাবে আমি রাজর্ষি পরী-ক্ষিতের জন্ম ও কর্ম্ম-বৃত্তান্ত এবং দেহত্যাগ বা মুক্তি-বৃত্তান্ত এবং পাণ্ডবগণের মহাপ্রস্থান বর্ণন করিব ।।১২

বিশ্বনাথ—এতেন তস্য পুত্রো মহাযোগীত্যাদিনা শুকস্য ব্যাখ্যানে প্রবৃত্তিঃ কথমিতি যৎ পৃষ্টং তস্যো-

তরমুক্তং যদন্যৎ পৃষ্টং পরীক্ষিতঃ প্রায়োপবেশেন শ্রবণং কথমিতি তস্য জন্ম মহাশ্চর্য্যমিত্যাদিনা তস্যোত্তরমাহ পরীক্ষিত ইতি। বিলাপনং মৃত্যুং যদ্বা লপের্ণ্যন্তাল্লুটা শ্রীভাগবতকথাবাচনমিত্যর্থঃ। সংস্থাং মহাপ্রস্থানং কৃষ্ণকথানামুদয়ো যত্র তদ্‌যথা স্যাদিতি শ্রীভাগবতস্য তত্রৈব তাৎপর্য্যাৎ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ইহার দ্বারা 'তাহার পুত্র মহাযোগী'—ইত্যাদির দ্বারা শুকদেবের ব্যাখ্যানে প্রবৃত্তি কিপ্রকারে হইয়াছিল—এইরূপ জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হইল এবং অন্য যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—মহারাজ পরীক্ষিতের প্রায়োপবেশন-(আমৃত্যু উপবেশন)-দ্বারা কি করিয়া ভাগবতী কথা শ্রবণ হইয়াছিল, তাঁহার জন্ম মহাশ্চর্য্য ইত্যাদির দ্বারা, তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'পরীক্ষিতঃ' ইতি। রাজর্ষি পরীক্ষিতের জন্ম, কর্ম্ম ও মুক্তি প্রভৃতির কথা আমি বলিব, যাহাতে শ্রীকৃষ্ণ-কথা উদিত হইয়াছে। 'বিলাপন'—শব্দের অর্থ মৃত্যু, অথবা—লপ্ ধাতু বলা অর্থে ণিজন্ত ল্যুট্ প্রত্যয় করিয়া শ্রীভাগবতের কথাবাচন এই অর্থ। (ভাববাচ্যে ধাতুর উত্তর ল্যুট্ (অনট্) হয়। যু যাকে এবং যু স্থানে অন হয়। ল্যুট্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ ক্লীবলিঙ্গ, যেমন—গমনং, ভোজনং, শয়নং ইত্যাদি। এখানে কথন অর্থে লপ্ ধাতু ণিচ্ করিয়া লাপয়তি-কথা বলাইতেছে এই অর্থে—ল্যুট্ প্রত্যয় হইয়া লাপনং, বিলাপনং অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকথা বলান অর্থ)। সংস্থা—বলিতে পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরাদির মহাপ্রস্থান। কৃষ্ণকথোদয়ম্—শ্রীকৃষ্ণকথার উদয় যেখানে, যেভাবে শ্রীকৃষ্ণকথার প্রসঙ্গ আসে, সেইরূপে, কারণ সেই শ্রীকৃষ্ণকথাতেই শ্রীভাগবতের তাৎপর্য্য ॥ ১২ ॥

যদা মৃধে কৌরবসৃঞ্জয়ানাং
বীরেষ্বথো বীরগতিং গতেষু।
বৃকোদরাবিদ্ধগদাভিমর্ষ-
ভগ্নোরুদণ্ডে ধৃতরাষ্ট্রপুত্রে ॥ ১৩ ॥
ভর্ত্তুঃ প্রিয়ং দ্রৌণিরিতি স্ম পশ্যন্।
কৃষ্ণাসুতানাং স্বপতাং শিরাংসি।
উপাহরদ্বিপ্রিয়মেব তস্য
জুগুপ্সিতং কর্ম্ম বিগর্হয়ন্তি ॥ ১৪ ॥
মাতা সুতানাং নিধনঃ শিশূনাং
নিশম্য ঘোরং পরিতপ্যমানা।
তদারুদৎ বাষ্পকলাকুলাক্ষী
তাং সান্ত্বয়ন্নাহ কিরীটমালী ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—যদা (যস্মিন্ সময়ে) কৌরবসৃঞ্জয়ানাং (কুরুসৈন্যানাং সঞ্জয়বংশজেন ধৃষ্টদ্যুম্নেন রক্ষিতানাং পাণ্ডবসৈন্যানাঞ্চ ইতি যাবৎ) মৃধে (যুদ্ধে) বীরেষু (সৈন্যেষু) বীরগতিং (বীরাণাং যুদ্ধধর্ম্মত্বাৎ স্বর্গং) গতেষু (প্রাপ্তেষু) অথো (তদনন্তরং) ধৃতরাষ্ট্রপুত্রে (দুর্য্যোধনে) বৃকোদরাবিদ্ধগদাভিমর্ষভগ্নোরুদণ্ডে (ভীমাক্ষিপ্ত গদাঘাতেন ভগ্নৌ উরুদণ্ডৌ যস্য তথাভূতে সতি) দ্রৌণিঃ (দ্রোণপুত্রঃ অশ্বত্থামা) ভর্ত্তুঃ (দুর্য্যোধনস্য) প্রিয়ং (দুর্য্যোধনস্য অভিমতং স্যাৎ) ইতি স্ম পশ্যন্ (ইতি মত্বা) স্বপতাং (নিদ্রিতানাং) কৃষ্ণাসুতানাং (দ্রৌপদীপুত্রাণাং) শিরাংসি উপাহরৎ (মস্তকানি ছিত্ত্বা দুর্য্যোধন-সমীপে সমর্পিতবান্) (অপ্যেতৎ) তস্য (দুর্য্যোধনস্য) বিপ্রিয়ম্ (অনভিমতম্) এব আসীৎ সর্ব্বে এতৎ বিগর্হয়ন্তি (নিন্দন্তি এব) তদা (তস্মিন্ সময়ে) মাতা (জননী দ্রৌপদী) শিশূনাং সুতানাং (বালকপুত্রাণাং) নিধনং (বিনাশং) নিশম্য (শ্রুত্বা) ঘোরং (দুঃসহং যথা স্যাৎ তথা) পরিতপ্যমানা (শোককাতরা) বাষ্পকলাকুলাক্ষী (বাষ্পস্য কলাভিঃ বিন্দুভিঃ আকুলে ব্যাপ্তে অক্ষিণী যস্যাঃ সা অশ্রুপূর্ণনয়না সতী) অরুদৎ (রুরোদ) তাং (দ্রৌপদীং) সান্ত্বয়ন্ (প্রবোধয়ন্) কিরীটমালী (অর্জ্জুনঃ) আহ (উবাচ) ॥ ১৩-১৫ ॥

অনুবাদ—যখন কৌরব এবং পাঞ্চাল-ধৃষ্টদ্যুম্ন-পরিচালিত পাণ্ডবগণের যুদ্ধে বীরগণ স্বর্গধাম লাভ করিলেন এবং পরে দুর্য্যোধনের উরুদেশ ভীমসেনের নিক্ষিপ্ত গদাঘাতে ভগ্ন হইলে অশ্বত্থামা তাঁহার পালনকর্ত্তা দুর্য্যোধনেরও যে বস্তুতঃ অনভিপ্রেত, অতএব নিতান্ত অপ্রকাশ্য ও ঘৃণিত ভীষণ পাপকার্য্য—যাহাকে সকলেই নিন্দা করিয়া থাকেন, তাহা বোধ হয় দুর্য্যোধনের প্রিয় হইবে—এই বিবেচনা করিয়া নিদ্রিত দ্রৌপদীপুত্রগণকে হত্যা করিয়া মস্তকগুলিকে উপহার প্রদান করিল। তখন শিশুগণের মাতা দ্রৌপদী স্বীয়

শিশুপুত্রগণের হত্যার কথা শ্রবণ করিয়া দুঃসহ শোকতাপে জর্জ্জরিত এবং নেত্রযুগল অশ্রুবিন্দুতে অভিষিক্ত হওয়ায় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। এমতাবস্থায় কৃষ্ণাকে সান্ত্বনা দিতে দিতে কিরীটী অর্জ্জুন বলিতে লাগিলেন ॥ ১৩-১৫ ॥

বিশ্বনাথ— তত্র গর্ভস্থ এব পরীক্ষিৎ শ্রীকৃষ্ণদর্শনং প্রাপেতি বক্তুং কথাং প্রস্তৌতি। যদা দ্রৌণিরশ্বত্থামা কৃষ্ণাসুতানাং দ্রৌপদীপুত্রাণাং শিরাংস্যুপাহরৎ তদা তন্মাতা অরুদদিতি তৃতীয়েণান্বয়ঃ। কৌরবাঃ দুর্য্যোধনাদ্যাঃ সৃঞ্জয়বংশোদ্ভবস্য ধৃষ্টদ্যুম্নস্য পাণ্ডবসেনাপতিত্বাৎ সৃঞ্জয়পদেন পাণ্ডবা লক্ষ্যন্তে। বীরগতিং ভীষ্মোক্তযুক্ত্যা মোক্ষং স্বর্গঞ্চ। বৃকোদরেণ আবিদ্ধায়াঃ ক্ষিপ্তায়াঃ গদায়াঃ অভিমর্ষেণ ঘাতেন। ভর্ত্তুর্দ্দুর্য্যোধনস্য এবং প্রিয়ং স্যাদিতি পশ্যন্ বস্তুতস্তু তস্য দুর্য্যোধনস্য বিপ্রিয়মেব তৎ প্রথমং শত্রুবধশ্রবণেন হর্ষোদয়াৎ পশ্চাৎ স্পর্শেন ভীমাদীনাং স্বশত্রুণামবধজ্ঞানাৎ বালবধাচ্চ কুরুবংশলোপশ্রবণাচ্চ বিষাদোৎপত্তের্হর্ষবিষাদাভ্যাঞ্চ তন্মৃত্যুপ্রাপ্তেরিতি ভাবঃ। অতএবাহ জুগুপ্সিতমিতি। কিরীটাগ্রাণাং বহুত্বাৎ কিরীটস্থা মালা বা যস্যাস্তি স কিরীটমালী অর্জ্জুনঃ ॥ ১৩-১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মাতৃগর্ভে অবস্থিত হইয়াই শ্রীপরীক্ষিৎ শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—ইহা বলিবার জন্য পূর্ব্ববৃত্তান্ত কহিতেছেন—যদা, যখন দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা নিদ্রিত দ্রৌপদী-পুত্রগণের মস্তক ছিন্ন করিয়া দুর্য্যোধনের নিকট সমর্পণ করিয়াছিলেন, তখন তাহাদের জননী (দ্রৌপদী) রোদন করিয়াছিলেন—এই তৃতীয় শ্লোকের সহিত অন্বয় হইবে। কৌরবগণ বলিতে দুর্য্যোধনাদি, সৃঞ্জয়-বংশোদ্ভব ধৃষ্টদ্যুম্ন পাণ্ডবগণের সেনাপতি ছিলেন বলিয়া—এখানে সৃঞ্জয় পদের দ্বারা পাণ্ডবগণকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। বীরগতি বলিতে শ্রীভীষ্মদেবের উক্তি অনুসারে মোক্ষ এবং স্বর্গ। বৃকোদর ভীমসেনের দ্বারা নিক্ষিপ্ত গদার আঘাতে ভগ্নোরুদণ্ড প্রভু দুর্য্যোধনের এইরূপে প্রিয় হইবে মনে করিয়া, বস্তুতঃ তাহা দুর্য্যোধনের বিপ্রিয় কার্য্যই হইয়াছিল, কারণ প্রথমতঃ শত্রু-বধ (পঞ্চ পাণ্ডবের নিধন) শ্রবণে হর্ষের উদয়, পরে স্পর্শের দ্বারা নিজশত্রু ভীমাদির অবধ-জ্ঞান, বালক-বধ এবং কুরু-বংশের লোপ শ্রবণহেতু বিষাদের উৎপত্তি এবং এই হর্ষ ও বিষাদে তাহার (দুর্য্যোধনের) মৃত্যু-প্রাপ্তি—এই ভাব। এইজন্যই বলিলেন—'জুগুপ্সিতং' অর্থাৎ সকলের নিন্দনীয় নৃশংস পাপকার্য্য। কিরীটের অগ্রভাগের বহুত্ব বলিয়া অথবা কিরীটে (মস্তকস্থিত মুকুটে) যাঁহার মালা রহিয়াছে, তিনি কিরীটমালী অর্জ্জুন ॥ ১৩-১৫ ॥

মধ্ব—স্বাত্মন এব বিপ্রিয়ং ন ভর্ত্তুঃ। প্রয়োজনাভাবাৎ বিপ্রিয়মিব চ তস্য প্রিয়মিতিহি প্রস্তাপোক্তম্ ॥ ১৪ ॥

মধ্ব—স্বপ্নোহয়ম্।

পার্থানুযাতমাত্মানং দ্রৌণিঃ স্বপ্নে দদর্শহ।
বন্ধনং চাত্মনস্তত্র দ্রৌপদ্যা চৈব মোক্ষণমিতি স্কান্দে ॥
তস্মান্নৈষীকাবরোধঃ ॥ ১৫ ॥

তদা শুচস্তে প্রমৃজামি ভদ্রে
যদ্‌ব্রহ্মবন্ধোঃ শির আততায়িনঃ।
গাণ্ডীবমুক্তৈর্বিশিখৈরুপাহরে
ত্বাক্রম্য যৎ স্নাস্যসি দগ্ধপুত্রা ॥১৬॥

অন্বয়ঃ—ভদ্রে! (হে কল্যাণি!) তদা (তস্মিন্ সময়ে) তে (তব) শুচঃ (শোকাশ্রূণি) প্রমৃজামি (পরিমার্জ্জয়ামি) যৎ (যদা) আততায়িনঃ (ষড়্‌বিধাততায়িনামন্যতমস্য শস্ত্রপাণেঃ পুত্রহন্তুরিতি যাবৎ) ব্রহ্মবন্ধোঃ (ব্রাহ্মণাধমস্য) শিরঃ (মস্তকং) গাণ্ডীবমুক্তৈঃ (ধনুষঃ বিক্ষিপ্তৈঃ) বিশিখৈঃ (বাণৈঃ) উপাহরে (ত্বৎসমীপং আনয়ামি) যৎ তু (শিরঃ) আক্রম্য (আসনং বিধায়) দগ্ধপুত্রা (পুত্রাণাং দাহসংস্কারকৃতবতী সতী ত্বং) স্নাস্যসি (স্নানং করিষ্যসি) ॥১৬॥

অনুবাদ—হে শুভে! যখন গাণ্ডীবধনু-নিক্ষিপ্ত বাণসমূহদ্বারা শস্ত্রপাণি পুত্রহন্তা ব্রাহ্মণাধম অশ্বত্থামার মস্তকচ্ছেদন করিয়া তোমাকে উপহার প্রদান করিব আর তুমি সেই মস্তকে আসন স্থাপন করিয়া পুত্রগণের দাহান্তে স্নান করিবে তখন তোমার শোকাশ্রু মার্জ্জন করিয়া দিব ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—শুচঃ শোকান্ যৎ যদা ব্রহ্মবন্ধোর্ব্রাহ্মণাধমস্যাততায়িনঃ শস্ত্রপাণেঃ। অগ্নিদো গরদশ্চৈব

শস্ত্রপাণির্দ্ধনাপহঃ। ক্ষেত্রদারাপহারী চ ষড়েতে আততায়িন ইতি স্মরণাৎ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'শুচঃ' বলিতে শোকসমূহ (অথবা শোকাশ্রু), অপনোদন করিব, যখন ব্রাহ্মণাধম আততায়ী শস্ত্রপাণির (অশ্বত্থামার মস্তক তোমাকে উপহার দিব)। অগ্নিদ, বিষপ্রদানকারী, শস্ত্রপাণি, ধনাপহারক, পরের সম্পত্তি ও স্ত্রী অপহরণকারী—এই ছয় জন আততায়ী বলিয়া স্মৃত হইয়াছে ॥১৬॥

ইতি প্রিয়াং বল্গুবিচিত্রজল্পৈঃ
সঃ সান্ত্বয়িত্বাচ্যুতমিত্রসূতঃ।
অন্বাদ্রবৎ দংশিত উগ্রধন্বা
কপিধ্বজো গুরুপুত্রং রথেন ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—অচ্যুতমিত্রসূতঃ (অচ্যুতঃ শ্রীকৃষ্ণ এব মিত্রং বন্ধুঃ সূতঃ সারথির্যস্য) উগ্রধন্বা (গৃহীত-ভীষণচাপঃ) সঃ কপিধ্বজঃ (কপির্হনুমান্ ধ্বজে যস্য সঃ অর্জ্জুনঃ) ইতি (পূর্ব্বোক্তপ্রকারৈঃ) বল্গু বিচিত্র জল্পৈঃ (বল্গবো রম্যা বিচিত্রা জল্পাভাষণানি তৈঃ) প্রিয়াং (দ্রৌপদীং) সান্ত্বয়িত্বা (প্রবোধ্য) দংশিতঃ (বদ্ধকবচঃ সন্) রথেন গুরুপুত্রং (অশ্বত্থামানং) অন্বাদ্রবৎ (অন্বধাবৎ) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—এইরূপে বিবিধ মনোহর বাক্যে কান্তা কৃষ্ণাকে সান্ত্বনা করিয়া—শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার একাধারে বন্ধু ও সারথি, সেই কপিকেতন অর্জ্জুন প্রচণ্ড গাণ্ডীবধনু ধারণ এবং বর্ম্ম কবচ পরিধানপূর্ব্বক রথে আরোহণ করিয়া দ্রোণতনয় অশ্বত্থামার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—অচ্যুত এব মিত্রং সূতশ্চ যস্য সঃ দংশিতো বদ্ধকবচঃ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অচ্যুতমিত্রসূতঃ'—বলিতে অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণই যাঁহার মিত্র ও রথের সারথি, সেই অর্জ্জুন। দংশিতঃ—বর্ম্ম, কবচ বন্ধন করিয়া ॥১৭॥

তমাপতন্তং স বিলোক্য দূরাৎ
কুমারহোদ্বিগ্নমনা রথেন।
পরাদ্রবৎ প্রাণপরীপ্সুরুর্ব্ব্যাম্
যাবদ্গমং রুদ্রভয়াদ্যথা কঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—কুমারহা সঃ (বালঘাতী সঃ অশ্বত্থামা) দূরাৎ তং (অর্জ্জুনং) আপাতন্তং (আধাবন্তং) বিলোক্য (দৃষ্ট্বা) উদ্বিগ্নমনাঃ (কম্পিতহৃদয়ঃ সন্) প্রাণপরীপ্সুঃ (প্রাণান্ লব্ধুমিচ্ছুঃ) রুদ্রভয়াৎ কঃ যথা (ব্রহ্মা মৃগো ভূত্বা সুতাং জভিতুং উদ্যতঃ সন্ শিবভয়াৎ যথা পলায়তে স্ম তথা ইতি যাবৎ) যাবদগমং (যাবৎগমনশক্তিঃ তাবৎ) উর্ব্ব্যাং (পৃথিব্যাং) পরাদ্রবৎ (অধাবৎ) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—সেই বালঘাতী অশ্বত্থামা দূর হইতে অর্জ্জুনকে রথারূঢ় হইয়া ধাবমান হইতে দেখিয়া মহেশ্বরের ভয়ে স্বকন্যাভিমর্ষণকারী ব্রহ্মার মৃগরূপ ধারণ করিয়া পলায়নের ন্যায় কম্পিতহৃদয়ে প্রাণরক্ষাভিলাষে যথাশক্তি পদব্রজে পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—কো ব্রহ্মা মৃগো ভূত্বা সুতাং জভিতুমুদ্যতঃ সন্ রুদ্রস্য ভয়াৎ যথা পলায়তে স্ম। অর্ক-ইতি পাঠে বামনপুরাণকথা জ্ঞেয়া। তথাহি—বিদ্যুন্মালী রাক্ষসঃ শৈবঃ শিবদত্তেন সৌবর্ণেন বিমানেন অর্কস্য পৃষ্টতো ভ্রাম্যন্ বিমানদীপ্ত্যা রাত্রিং বিলোপিতবান্ ততঃ কুপিতোঽর্কো নিজতেজোভির্দ্রাবয়িত্বা তদ্বিমানং পাতয়ন্ তদৈবায়াতস্য রুদ্রস্য ভয়াৎ ততঃ পলায়মানঃ পতন্ বারাণস্যাং লোলার্কো বভূবেতি ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কঃ'—এখানে ক-শব্দের অর্থ ব্রহ্মা। ব্রহ্মা মৃগরূপ ধারণ করতঃ নিজকন্যার অভিমর্ষণে উদ্যত হইলে, যেমন রুদ্রের ভয়ে পলায়ন করিয়াছিলেন। 'অর্কঃ'—এই পাঠে বামনপুরাণের কথা জানিতে হইবে। যথা, শিবভক্ত বিদ্যুন্মালী নামক কোন রাক্ষস শিব-প্রদত্ত সুবর্ণময় বিমানে আরোহণ-পূর্ব্বক সূর্য্যদেবের পৃষ্ঠদেশে ভ্রমণ করতঃ বিমানের দীপ্তিতে রাত্রির (অন্ধকারের) বিলোপ সাধন করিয়াছিল। তাহাতে সূর্য্যদেব ক্রুদ্ধ হইয়া নিজ তেজোরাশির দ্বারা বিতাড়ন-পূর্ব্বক সেই বিমান নিপাতিত করিলে, তৎক্ষণাৎ সমায়াত শ্রীরুদ্রদেবের ভয়ে সেখান হইতে পলায়ন করতঃ পতিত হইয়া বারাণসীতে লোলার্ক নামে খ্যাত হইয়াছিলেন ॥১৮॥

যদা শরণমাত্মানমৈক্ষত শ্রান্তবাজিনম্ ।
অস্ত্রং ব্রহ্মশিরো মেনে আত্মত্রাণং দ্বিজাত্মজঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—দ্বিজাত্মজঃ (ব্রাহ্মণতনয়ঃ অশ্বত্থামা) শান্তবাজিনং (পরিশ্রান্তবাহনং অতঃ পলায়িতুমক্ষমং) আত্মানং যদা (যস্মিন্ সময়ে) অশরণং (রক্ষক-রহিতং) ঐক্ষত (দৃষ্টবান্) তদা ব্রহ্মশিরঃ অস্ত্রং (ব্রহ্মাস্ত্রং) আত্মত্রাণং (নিজরক্ষকং) মেনে (নিশ্চয়ামাস) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—কিন্তু যখন সেই ব্রাহ্মণকুমার আপনাকে রক্ষকহীন এবং স্বীয় অশ্বগণকে ক্লান্ত দেখিতে পাইল, তখন সেই অবোধ বিপ্র ব্রহ্মাস্ত্রকেই আপনার উদ্ধারের উপায় বলিয়া মনে করিল ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—অশরণং রক্ষকরহিতং আত্মত্রাণং আত্মরক্ষোপায়ং দ্বিজাত্মজ ইত্যদীর্ঘদর্শিত্বং সূচিতম্ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অশরণং'-বলিতে (নিজেকে) রক্ষকরহিত। আত্মত্রাণ—নিজের রক্ষার উপায়-রূপ। দ্বিজাত্মজ—ব্রাহ্মণ-তনয় বলায় অদীর্ঘদর্শিত্ব সূচিত হইয়াছে ॥ ১৯ ॥

অথোপস্পৃশ্য সলিলং সন্দধে তৎ সমাহিতঃ ।
অজানন্নপি সংহারং প্রাণকৃচ্ছ্র উপস্থিতে ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—অথ (সঃ) প্রাণকৃচ্ছ্রে (জীবন-সঙ্কটে) উপস্থিতে (আগতে সতি) সংহারং (উপসংহারং সংযমনং) অজানন্নপি (অজ্ঞাত্বাপি) সলিলং উপস্পৃশ্য (আচম্য) সমাহিতঃ (কৃতধ্যানঃ সন্) তৎ (ব্রহ্মাস্ত্রং) সন্দধে (নিচিক্ষেপ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—অনন্তর জীবন-সঙ্কটকাল সমাগত দেখিয়া সেই অশ্বত্থামা ব্রহ্মাস্ত্রের সংবরণ-কৌশল না জানিয়াও আচমনপূর্ব্বক ধ্যানান্তে ব্রহ্মাস্ত্র সন্ধান করিল ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—সমাহিতঃ কৃতধ্যানঃ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সমাহিতঃ'—বলিতে ধ্যান করিয়া ॥ ২০ ॥

ততঃ প্রাদুষ্কৃতং তেজঃ প্রচণ্ডং সর্ব্বতো দিশম্ ।
প্রাণাপদমভিপ্রেক্ষ্য বিষ্ণুং জিষ্ণুরুবাচ হ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (তস্মাৎ অস্ত্রাৎ) সর্ব্বতঃ দিশং (সর্ব্বাসুদিক্ষু) প্রাদুষ্কৃতং (প্রকটীভূতং) তেজঃ প্রাণাপদঞ্চ (জীবনসঙ্কটঞ্চ) অভিপ্রেক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) জিষ্ণুঃ (অর্জ্জুনঃ) বিষ্ণুং (শ্রীকৃষ্ণং) উবাচ হ (কথয়ামাস) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—তখন সেই অস্ত্র হইতে ভয়ঙ্কর অগ্নি দশদিকে বহির্গত হইতেছে এবং মৃত্যুর সম্ভাবনা আছে সন্দর্শন করিয়া অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন ॥ ২১ ॥

অর্জ্জুন উবাচ—

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবাহো ভক্তানামভয়ঙ্কর ।
ত্বমেকো দহ্যমানানামপবর্গোঽসি সংসৃতেঃ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—অর্জ্জুন উবাচ। হে কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণ (ভয়েন দ্বিরুক্তিঃ) হে মহাবাহো (উরুক্রম), হে ভক্তানামভয়ঙ্কর (হে ভক্তত্রাণ), ত্বং একঃ (ত্বমেব নান্যঃ) সংসৃতেঃ (সংসারকারণাৎ) দহ্যমানাং (ত্রিতাপতাপিতানাং জনানাং সম্বন্ধে তস্যাঃ সংসৃতেঃ) অপবর্গঃ (অপবর্জ্জয়িতা নাশকঃ) অসি (ভবসি) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—অর্জ্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ হে কৃষ্ণ, হে মহাবাহো, হে ভক্তের অভয়দাতা হরি, তুমিই একমাত্র ত্রিতাপদগ্ধ জনগণের সংসার-তাপবিনাশ কারক ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—অপবর্গো মোক্ষরূপোঽসি তেনাস্মাকং সংসৃতের্মোক্ষমপি দাস্যসি কিমুতাস্মাদগ্নেস্ত্রাণমাত্রমিতি ভাবঃ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অপবর্গঃ'—বলিতে তুমি মোক্ষরূপ (ত্রাণকর্ত্তা), অতএব আমাদের সংসারের মোক্ষও তুমিই দান করিয়া থাক, আর এই সামান্য অগ্নি হইতে ত্রাণমাত্র করিবে, ইহা আর কি বক্তব্য ॥ ২২ ॥

বিবৃতি—এই সংসারে ত্রিতাপজ্বালায় দহ্যমান জীবগণের তুমিই একমাত্র অপবর্গ। যাহাতে অশুভ নাশ হয় তাহাই অপবর্গ। জীব স্থূল সূক্ষ্ম উপাধি-দ্বারা নানা প্রকার অকল্যাণের মধ্যে মগ্ন হন। ভগবান্ই জীবগণের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া তাহাদের

সেবোন্মুখ চিত্তবৃত্তি প্রদানপূর্ব্বক স্বয়ং সেবা গ্রহণ করিলে তাহাদের নশ্বর ভোগ-প্রবৃত্তি অথবা নিজ বিনাশ-প্রবৃত্তি হ্রাস হয়। অভক্তগণ দ্বিতীয়াভিনিবেশ ক্রমে সংসারে ক্লেশ পান অথবা মুমুক্ষু আত্মবিনাশ করেন—এই দুই প্রকার ভয়ঙ্কর ফল কখনই লভ্য হয় না। ভক্তগণের যাবতীয় ত্রিতাপ-জনিত *অভদ্র হইতে ভগবান্ রক্ষা করেন ॥ ২২ ॥*

ত্বমাদ্যঃ পুরুষঃ সাক্ষাদীশ্বরঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
মায়াং ব্যুদস্য চিচ্ছক্ত্যা কৈবল্যে স্থিত আত্মনি ॥২৩॥

অন্বয়ঃ—প্রকৃতেঃ পরঃ (গুণাতীতঃ) আদ্যঃ (সর্ব্বকারণকারণং) সাক্ষাৎ ঈশ্বরঃ পুরুষঃ ত্বং চিচ্ছক্ত্যা (নিজস্বরূপভূতয়া বিদ্যাশক্ত্যা) মায়াং (অবিদ্যাং) ব্যুদস্য (অভিভূয়) কৈবল্যে (কেবলানুভবানন্দস্বরূপে) আত্মনি স্থিতঃ (অতঃ অবিকারী) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—তুমিই কারণ, তুমিই প্রকৃতির অতীত পুরুষ, তুমিই সাক্ষাৎ ঈশ্বর, অতএব নির্লিপ্ত বা অবিকারী। তুমি স্বরূপশক্তিপ্রভাবে বহিরঙ্গা মায়াশক্তিকে দূরে রাখিয়া কেবল স্ব-স্বরূপে অবস্থান কর ॥ ২৩॥

বিশ্বনাথ—ননু ত্বন্মাতুলেয়োঽহং ত্বৎসম এব মৈবং বাদীরিত্যাহ ত্বমিতি। ননু ত্বং প্রকৃতেঃ পর ইতি কিং প্রকৃতিশব্দেনাবিদ্যাং মায়াং বা ব্রূষে তত্রাহ। চিচ্ছক্ত্যা স্বরূপভূতয়া শক্ত্যা সুভগয়া পট্টমহিষ্যেব মায়াং বিদ্যাবিদ্যেতি বৃত্তিদ্বয়বতীং দুর্ভগামিব স্বশক্তিত্বাৎ প্রাপ্তাং ব্যুদস্য দূরীকৃত্য তয়া শক্ত্যা সহিত এব ত্বং আত্মনি স্বচিন্ময়স্বরূপে স্থিতঃ। ননু চিচ্ছক্ত্যেত্যস্যাঃ কারণত্বেন মত্তো ভিন্নতয়া স্থিতত্বং কথং মমাত্মনি স্থিতত্বমিত্যত আহ কৈবল্য ইতি। কেবলস্য ভাবঃ কৈবল্যং—অস্মিন্ ইতি তয়া সহিতত্বেঽপি তব কৈবল্যমেব তস্যাঃ স্বরূপশক্তিত্বাৎ তস্মিংশ্চ সতি ত্বমাত্মনি স্থিতো বস্তুত এবেতি ভাবঃ। অতঃ স্বরূপভূতা চিচ্ছক্তিঃ সা ত্বত্তঃ সদা অভিন্নৈব ত্বদ্দেহেন্দ্রিয়পরিকরাদিরূপেণ তিষ্ঠতি পরাস্য শক্তির্বহুধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চেতি (শ্বেঃ উঃ ৬।৮) শ্রুতেঃ। মায়া তু ছায়ৈব ত্বৎস্বরূপত্বাৎ জ্ঞানাজ্ঞানগুণময়জগদ্রূপেণ বর্ত্তত ইতি ত্বত্তো ভেদ এব তস্যা মায়ায়াস্তুচ্ছক্তিত্বাৎ কুচিদভেদোঽপীতি ভিন্নাভিন্নরূপা সা শক্তিরিত্যর্থঃ। মায়ৈব শক্তিরেকা নান্যেতি মতং পরাস্তমেব ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—আমি তোমার মাতুল, তোমার সমানই। না, এইরূপ বলিতে পার *না, এইজন্য বলিতেছেন—'ত্বম্' ইতি। যদি বলেন*—তুমি আমাকে প্রকৃতির পর বলিয়াছ, এখানে প্রকৃতি-শব্দের দ্বারা অবিদ্যা বা মায়া—কি বলতে চাও? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—চিচ্ছক্তির দ্বারা অর্থাৎ তোমার সৌভাগ্যবতী পট্টমহিষীর ন্যায় স্বরূপভূতা শক্তির দ্বারা, বিদ্যা ও অবিদ্যা এই দুই বৃত্তিযুক্তা, দুর্ভাগার মত নিজশক্তি-হেতু সমীপে প্রাপ্তা মায়াকে দূরে রাখিয়া, সেই স্বরূপভূতা শক্তির সহিতই তুমি নিজ চিন্ময়-স্বরূপে অবস্থান করিতেছ। যদি বলেন—দেখুন, চিচ্ছক্তির দ্বারা—ইহা বলায় উহা কারণ-হেতু আমা হইতে ভিন্নরূপে তাহার অবস্থিতি হয়, কিজন্য আমার আত্মাতে স্থিত, ইহা বলিতেছ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'কৈবল্যে' ইতি। কেবলের ভাব কৈবল্য, তাহা যাহাতে আছে, সেই তোমাতে। নিজ স্বরূপভূতা সেই শক্তির সহিত যুক্ত হইলেও তোমার কৈবল্যই (একমাত্রত্বই), তাহা তোমার স্বরূপশক্তি বলিয়া তোমাতে থাকিলেও, তুমি তোমার আত্মাতেই বস্তুতঃ অবস্থান করিয়া থাক—এই ভাব। অতএব স্বরূপভূতা বলিয়া সেই শক্তি তোমা-হইতে সর্ব্বদা অভিন্নাই, তোমার দেহ, ইন্দ্রিয়, পরিকরাদিরূপে তোমাতে অবস্থান করে। এইজন্য শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—"তাঁহার (সেই পরমেশ্বরের) বিবিধ পরা (শ্রেষ্ঠা) শক্তি স্বাভাবিকী (স্বরূপভূতা) জ্ঞানরূপ শক্তি ও বল-ক্রিয়া শক্তি শোনা যায়।" কিন্তু মায়া (বহিরঙ্গা) তোমার স্বরূপভূতা নয় বলিয়া ছায়ারূপাই, জ্ঞান ও অজ্ঞান গুণময় জগৎ-রূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে—এই অংশে তোমা হতে ভেদই, আবার সেই মায়া তোমার শক্তি বলিয়া কোথাও অভেদও—অতএব ভিন্ন ও অভিন্ন-রূপা সেই শক্তি, এই অর্থ। 'মায়াই একমাত্র শক্তি, অন্য কেহ নহে'—এই মতবাদ পরাস্তই হইল ॥ ২৩ ॥

বিবৃতি—মায়িক জগতে ভগবানের ত্রিগুণাত্মিকা

মায়াশক্তি জীবকে সংসারভোগে প্রমত্ত করায়। জীব তাহাদিগের ভোক্তৃসূত্রে নশ্বর সংসারে ক্লেশ পান। এই অপরা শক্তি ব্যতীত ভগবানের পরা বিলক্ষণা চিচ্ছক্তি আছে। তদ্দ্বারা জীবের ভোগপ্রবৃত্তি বিনষ্ট হইয়া সেবার উন্মুখতা হয়। ভগবান্ মায়াধীশ বস্তু। তিনি অন্তর্য্যামিসূত্রে প্রাকৃত বাহ্যবস্তুসমূহের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াও বাহ্যবস্তুর সহিত সঙ্গরহিত। তাঁহার স্বরূপশক্তিপ্রভাবে মায়ানাম্নী আভাসশক্তিকে দূরে অবস্থান করাইয়া তাঁহার স্বরূপশক্তির দ্বারা কেবল অনুভবানন্দ অনুভূত শুদ্ধসত্তাস্বরূপে তিনি নিত্যাবস্থিত। সেখানে ত্রিগুণযুক্ত মায়ার অধিকার নাই। ভগবানের বিহারভূমি বৈকুণ্ঠে মায়ার প্রবেশাধিকার নাই অর্থাৎ তথায় কালগত বৈষম্যের অনুপাদেয়তা, নশ্বরধর্ম্ম, পরিচ্ছিন্নভাব প্রভৃতি অবরতা, প্রবেশ করিতে পারে না। ভগবান্ স্বয়ং চিন্ময়স্বরূপপ্রভাবে অচিন্ময়ী মায়াশক্তিকে কালাধীন করিয়া স্বয়ং মোক্ষপদ বৈকুণ্ঠে চিদ্বিলাস-বিচিত্রতা প্রকট করাইয়া বিরাজমান। তথায় কেবলা ভক্তি অবলম্বনপূর্ব্বক নিরুপাধিক সেবকমণ্ডলী নিত্যকাল সেবা করিতে থাকেন। সেই সেবা গ্রহণতৎপর হইয়া ভগবান্ প্রাপঞ্চিক ত্রিগুণবিচিত্রতার বাধ্য হন না। বদ্ধজীব সেবাবিমুখ হইয়াই অচিদ্ বস্তুর ভোক্তৃরূপে প্রমত্ত হওয়ায় কেবলা ভক্তির পরিবর্ত্তে মিশ্রা ভক্তি আশ্রয় করিয়া সংসার ভোগ বা মায়াবাদ স্বীকার করেন ॥ ২৩ ॥

———

স এব জীবলোকস্য মায়ামোহিতচেতসঃ।
বিধৎসে স্বেন বীর্য্যেণ শ্রেয়ো ধর্ম্মাদিলক্ষণম্ ॥২৪॥

অন্বয়ঃ—সঃ এব (মায়ামভিভূয় স্থিতঃ ত্বং) স্বেন বীর্য্যেণ (স্বকীয় প্রভাবেন) মায়ামোহিতচেতসঃ (মায়াভিভূতস্য) জীবলোকস্য (জনস্য) ধর্ম্মাদিলক্ষণং শ্রেয়ঃ (ধর্ম্মার্থকামরূপং ত্রৈবর্গিকমঙ্গলমপি) বিধৎসে (প্রযচ্ছসি) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—মায়াকে দূর করিয়া অবস্থিত হইলেও সেই তুমি স্বীয় শক্তিপ্রভাবে মায়াভিভূত জীবগণের ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ নামক চতুর্ব্বর্গরূপ মঙ্গল বিধান কর ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—স এব কৈবল্যে স্থিত এব ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স এব'—অর্থাৎ সেই তুমি স্বরূপভূতা শক্তির দ্বারা মায়াকে অভিভূত করিয়া কৈবল্যে অবস্থান করিলেও ॥ ২৪ ॥

বিবৃতি—হরিসেবাবিমুখ ভোগতৎপর জীবগণ শক্তিমান্ ভগবানের দ্বারা ধর্ম্মার্থকামরূপ ফললাভ করেন। কিন্তু কৃষ্ণভক্ত বদ্ধজীবের ন্যায় নশ্বর ভোগে প্রবৃত্ত হন না! যাঁহারা ভগবৎ সেবোন্মুখ, তাঁহারাও বিষ্ণুমায়ায় মূঢ়তা লাভ না করিয়া ভগবানের সেবায়ই তৎপর হন ॥ ২৪ ॥

———

তথায়ঞ্চাবতারস্তে ভুবো ভারজিহীর্ষয়া।
স্বানাঞ্চানন্যভাবানামনুধ্যানায় চাসকৃৎ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—তথা চ (পূর্ব্ববৎ) তে অয়ং অবতারঃ (কৃষ্ণাবতারঃ) ভুবঃ (পৃথিব্যাঃ) ভারজিহীর্ষয়া (ভারহরণার্থং) স্বানাং (জ্ঞাতীনাং) অনন্যভাবানাঞ্চ (একান্তভক্তানাং) অসকৃৎ (সদা) অনুধ্যানায় চ (ধ্যানার্থঞ্চ ভবতি ইতি শেষঃ) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবতারের ন্যায় তোমার এই বর্ত্তমান কৃষ্ণরূপে অবতারও পৃথিবীর ভারহরণেচ্ছায়, স্বজনগণের এবং একান্ত ভক্তগণের নিরন্তর ভজন-সুখের নিমিত্তই প্রকটিত হইয়াছেন ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—তথা তেনৈব প্রকারেণ ব্যুদস্তমায়ঃ স্বচিন্ময়স্বরূপেণ অয়মবতারঃ প্রাপঞ্চিকলোকে প্রাকট্যম্ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তথা—অর্থাৎ সেই প্রকারেই মায়াকে অপসারিত করিয়া নিজ চিন্ময়-স্বরূপের দ্বারা এই তোমার অবতার, অর্থাৎ প্রাপঞ্চিকলোকে (চিন্ময় বিগ্রহেই) তোমার প্রাকট্য ॥ ২৫ ॥

———

কিমিদং স্বিৎ কুতো বেতি দেবদেব ন বেদ্ম্যহং।
সর্ব্বতোমুখমায়াতি তেজঃ পরমদারুণম্ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) দেবদেব (পরমেশ্বর), ইদং (পরিদৃশ্যমানং) সর্ব্বতোমুখং (দিগ্‌ব্যাপি) পরমদারুণং (অতীব ভয়ঙ্করং) তেজঃ কিং স্বিৎ কুতো

বা ইতি অহং ন বেদ্মি (কিমাত্মকমিদং কস্মাৎ স্থানাদ্বা আগতং নৈব জানামি) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—হে দেবাদিদেব ভগবন্, এই যে সমীপস্থ সর্ব্বব্যাপী অগ্নি দেখিতেছি, ইহা কি বস্তু মনে হয়, কোথা হইতেই বা আসিতেছে, আমি ইহার কিছুই অবগত নহি ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—এবং স্তুত্বা প্রস্তুতং বিজ্ঞাপয়তি কিমিদমিতি ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইরূপ স্তুতি করিয়া প্রস্তুত (প্রকরণোচিত, প্রকৃত যাহা জিজ্ঞাস্য) বিজ্ঞাপন করিতেছেন—ইহা কি ? ইত্যাদি ॥ ২৬ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

বেত্থেদং দ্রোণপুত্রস্য ব্রহ্মমস্ত্রং প্রদর্শিতম্ ।
নৈবাসৌ বেদ সংহারং প্রাণবাধে উপস্থিতে ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ (বাসুদেবঃ) উবাচ । (হে অর্জ্জুন), ইদং দ্রোণপুত্রস্য (অশ্বত্থাম্নঃ) ব্রাহ্মমস্ত্রং প্রাণবাধে (জীবন সঙ্কটে) উপস্থিতে (প্রাপ্তে সতি তেন) প্রদর্শিতং (কেবলং নিক্ষিপ্তং) অসৌ (অশ্বত্থামা) সংহারং (অস্য অস্ত্রস্য প্রতিসংহারং) নৈব বেদ (ন জানাতি, ন তৎ প্রয়োগ কুশলঃ) (এতচ্চ ত্বং) বেত্থ (জানাসি, ত্বং তু সম্যক্ প্রয়োগজ্ঞঃ) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে অর্জ্জুন, ইহা অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র । সে জীবন-সঙ্কট আসন্ন দেখিয়া উহা নিক্ষেপ করিয়াছে। কিন্তু সে এই অস্ত্রের উপসংহার আদৌ জানে না, তুমি কিন্তু তাহা অবগত আছ ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—প্রদর্শিতমিতি । দৃষ্টৈব কিং ন পরিচিনোষি কিং মাং পৃচ্ছসীতি ভাবঃ । সংহারমস্যোপসংহারং ন বেদ তর্হি কথমেতৎ প্রযুক্তবানিত্যত আহ প্রাণবাধ ইতি ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রদর্শিতম্ ইতি'—কেবল নিক্ষিপ্তই হইয়াছে। দেখিয়াও কি চিনিতে পারিতেছ না ? যেজন্য আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ ?—এই ভাব। সেই অশ্বত্থামা এই ব্রহ্মাস্ত্রের উপসংহার (নিবৃত্তি-করণ) জানে না। যদি বল, তাহা হইলে কিজন্য ইহা প্রয়োগ করিয়াছে ? তাহা বলিতেছেন—'প্রাণবাধে' অর্থাৎ প্রাণ-সঙ্কট উপস্থিত হইলে ॥২৭॥

ন হ্যস্যান্যতমং কিঞ্চিদস্ত্রং প্রত্যবকর্শনম্ ।
জহ্যস্ত্রতেজ উন্নদ্ধমস্ত্রজ্ঞোহ্যস্ত্রতেজসা ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—অস্য (ব্রহ্মাস্ত্রস্য) প্রত্যবকর্শনং (কৃশত্বকরং নিবর্ত্তকং) অন্যতমং (অন্যপ্রকারং) কিঞ্চিৎ অস্ত্রং ন হি (নৈব বর্ত্ততে)। কিন্তু অস্ত্রজ্ঞঃ (প্রয়োগ-প্রশমনকুশলঃ ত্বং) অসি (ভবসি অতঃ) উন্নদ্ধং (উৎকটং ইদং) অস্ত্রতেজঃ (ব্রহ্মাস্ত্রতেজঃ) অস্ত্রতেজসা (ব্রহ্মাস্ত্রতেজসৈব) জহি (ঘাতয়) ॥২৮॥

অনুবাদ—অন্য কোনও অস্ত্র দ্বারা এই ব্রহ্মাস্ত্র নিবারিত হইবে না। কিন্তু তুমি অস্ত্রজ্ঞ, অতএব স্বীয় অস্ত্রতেজোদ্বারা এই উৎকট ব্রহ্মাস্ত্রের তেজ সংহার কর ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—তর্হি বারুণাস্ত্রাদিনা বহ্নিমুপশমামীতি চেত্তত্রাহ নহ্যস্যেতি প্রত্যবকর্শনং নিবর্ত্তকং তস্মাত্ত্বং অস্ত্রতেজসা স্বপ্রযুক্তব্রহ্মাস্ত্রতেজসৈব ব্রহ্মাস্ত্রতেজো জহি যতো অস্ত্রজ্ঞোঽসি ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহা হইলে বারুণ্য অস্ত্রাদির দ্বারা এই অগ্নির উপশম করি, ইহার উত্তরে বলিতেছেন—'ন হ্যস্য' ইতি। এই ব্রহ্মাস্ত্রের নিবর্ত্তক অন্য কোন অস্ত্র নাই, অতএব তুমি স্বপ্রযুক্ত ব্রহ্মাস্ত্রের তেজের দ্বারাই এই ব্রহ্মাস্ত্রের তেজ বিনাশ কর, যেহেতু তুমি অস্ত্রজ্ঞ অর্থাৎ ইহার প্রয়োগ ও প্রশমন-বিষয়ে কুশল ॥ ২৮ ॥

শ্রীসূত উবাচ—

শ্রুত্বা ভগবতা প্রোক্তং ফাল্গুনঃ পরবীরহা ।
স্পৃষ্ট্বাপস্তং পরিক্রম্য ব্রাহ্মং ব্রাহ্মায় সন্দধে ॥২৯॥

অন্বয়ঃ—শ্রীসূত উবাচ। পরবীরহা (পরে শত্রবঃ তে এব বীরাঃ তান্ হন্তি ইতি বিপক্ষঘাতী) ফাল্গুনঃ (অর্জ্জুনঃ) ভগবতা (শ্রীকৃষ্ণেন) প্রোক্তং (কথিতং বচঃ) শ্রুত্বা (আকর্ণ্য) অপঃ স্পৃষ্ট্বা (আচম্য) তং (শ্রীকৃষ্ণং) পরিক্রম্য (প্রদক্ষিণীকৃত্য)

ব্রাহ্মায় (ব্রহ্মাস্ত্রং নিবর্ত্তয়িতুং) ব্রাহ্মং (ব্রহ্মাস্ত্রং) সন্দধে (সন্ধানমকরোৎ) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীসূত কহিলেন, শত্রুবীর-নিধনকারী অর্জ্জুন ভগবানের সেই কথা শ্রবণ করিয়া আচমনান্তে শ্রীকৃষ্ণকে প্রদক্ষিণ করিয়া সেই ব্রহ্মাস্ত্র নিবারণ করিবার জন্য স্বীয় ব্রহ্মাস্ত্র সন্ধান করিলেন ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—তং শ্রীকৃষ্ণং ব্রাহ্মায় ব্রহ্মাস্ত্রং নিবর্ত্তয়িতুম্ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে পরিক্রমা করিয়া, ব্রহ্মাস্ত্র নিবারণ করিবার নিমিত্ত স্বীয় ব্রহ্মাস্ত্রের প্রয়োগ করিলেন ॥ ২৯ ॥

সংহত্যান্যোন্যমুভয়োস্তেজসী শরসম্বৃতে ।
আবৃত্য রোদসী খঞ্চ ববৃধাতেঽর্কবহ্নিবৎ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ) উভয়োঃ (ব্রহ্মাস্ত্রয়োঃ) শর-সংবৃতে (বাণৈঃ সংবেষ্টিতে) তেজসী অন্যোন্যং (পরস্পরং) সংহত্য (মিলিত্বা) রোদসী (দ্যাবা-পৃথিব্যৌ) খঞ্চ (অন্তরীক্ষঞ্চ) আবৃত্য (আচ্ছাদ্য) অর্কবহ্নিবৎ (যথা প্রলয়ে সঙ্কর্ষণমুখাগ্নিঃ উপরিস্থিতঃ সূর্য্যশ্চ মিলিত্বা বর্দ্ধেতে তদ্বৎ) ববৃধাতে (অবর্দ্ধেতাম্) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর শরজালে সংবেষ্টিত দুই ব্রহ্মাস্ত্রের তেজোরাশি প্রলয়কালে সঙ্কর্ষণ-মুখাগ্নি এবং উপরিস্থিত সূর্য্যের ন্যায় পরস্পর মিলিত হইয়া স্বর্গ, মর্ত্ত্য এবং অন্তরীক্ষ লোক আচ্ছন্ন করিয়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—উভয়োর্ব্রহ্মাস্ত্রয়োস্তেজসী শরৈঃ সংবৃতে সংবেষ্টিতে পরস্পরং মিলিত্বা ববৃধাতে রোদসী দ্যাবা-পৃথিব্যৌ যথা প্রলয়ে সঙ্কর্ষণমুখাগ্নিঃ উপরিস্থিতোঽর্কশ্চ তাবিব ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—উভয় ব্রহ্মাস্ত্রের তেজোরাশি শরজালে সংবেষ্টিত অর্থাৎ পরস্পর মিলিত হইয়া দ্যুলোক ও ভূলোক আচ্ছন্ন করিয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল, যেমন প্রলয়কালে সঙ্কর্ষণের মুখাগ্নি ও উপরিস্থিত সূর্য্য উভয়ে মিলিত হইয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সেইরূপ ॥ ৩০ ॥

দৃষ্ট্বাস্ত্রতেজস্তু তয়োস্ত্রীঁল্লোকান্ প্রদহন্মহৎ ।
দহ্যমানাঃ প্রজাঃ সর্ব্বাঃ সাম্বর্ত্তকমমংসত ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ) দহ্যমানাঃ (উত্তাপিতাঃ) সর্ব্বাঃ প্রজাঃ (সর্ব্বে লোকাঃ) তয়োঃ (দ্রৌণি-ফাল্গুনয়োঃ) মহৎ (অতীবভয়ঙ্করং) অস্ত্রতেজঃ তু ত্রীন্ লোকান্ (ত্রিভুবনং) প্রদহৎ (দহনপরং) দৃষ্ট্বা (অবলোক্য) সাংবর্ত্তকং (প্রলয়াগ্নিং) অমংসত (মেনিরে) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—অর্জ্জুন ও অশ্বত্থামার সেই অতি ভীষণ ব্রহ্মাস্ত্রদ্বয়ের তেজোরাশি ত্রিভুবন দগ্ধ করিতেছে দেখিয়া সকল জীবই (সেই তেজে উত্তপ্ত হইয়া) যেন প্রলয়াগ্নি উপস্থিত হইয়াছে, মনে করিল ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ— তয়োর্দ্রৌণ্যর্জ্জুনয়োঃ সাম্বর্ত্তকং প্রলয়াগ্নিম্ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অশ্বত্থামা ও অর্জ্জুনের সেই দুই ব্রহ্মাস্ত্র। সাম্বর্ত্তক—অর্থ প্রলয়কালীন অগ্নি ॥৩১

প্রজোপদ্রবমালক্ষ্য লোকব্যতিকরঞ্চ তম্ ।
মতঞ্চ বাসুদেবস্য সংজহারার্জ্জুনো দ্বয়ম্ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—অর্জ্জুনঃ তং প্রজোপদ্রবং (প্রজানাং বিপদং) লোকব্যতিকরঞ্চ (লোকানাং ব্যত্যয়ং নাশঞ্চ) বাসুদেবস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) মতং চ (অভিপ্রায়ঞ্চ) আলক্ষ্য (জ্ঞাত্বা) দ্বয়ং (ব্রহ্মাস্ত্রদ্বয়ং) সংজহার (উপসংহৃতবান্) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—প্রজাগণের সমূহ বিপদ্ ও লোক-সকলের বিনাশ এবং শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া মহাবীর পার্থ সেই উভয় ব্রহ্মাস্ত্রের উপসংহার করিলেন ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—লোকানাং ভূরাদীনাং ব্যতিকরং নাশম্ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—লোক-ব্যতিকরং—বলিতে পৃথিব্যাদি লোকসমূহের বিনাশ ॥ ৩২ ॥

তত আসাদ্য তরসা দারুণং গৌতমীসুতম্ ।
ববন্ধামর্ষতাম্রাক্ষঃ পশুং রসনয়া যথা ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (তদনন্তরং) অমর্ষতাম্রাক্ষঃ

(ক্রোধেন তাম্রে আরক্তে নেত্রে যস্য সঃ অর্জ্জুনঃ) তরসা (অতিবেগেন) দারুণং (সুপ্তবালকহননাৎ নির্দ্দয়ং) গৌতমীসুতং (গৌতমবংশজাতা গৌতমী কৃপী ; তস্যাঃ সুতং অশ্বত্থামানং) আসাদ্য (ধৃত্বা) রসনয়া (রজ্জ্বা) পশুং যথা (যাজ্ঞিকপশুমিব) ববন্ধ (সংযমিতবান্) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর অর্জ্জুন ক্রোধভরে আরক্ত-লোচনে গৌতমবংশজাতা কৃপীর পুত্র নৃশংস অশ্বত্থামাকে বলপূর্ব্বক আক্রমণ করিয়া যাজ্ঞিক যেমন রজ্জুদ্বারা যজ্ঞীয় পশু বন্ধন করে, তদ্রূপ বন্ধন করিলেন ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—গৌতমবংশজা গৌতমী—কৃপী ; তস্যা সুতম্ ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গৌতমীসুতং'—গৌতমবংশজাতা গৌতমী, কৃপী (কৃপাচার্য্যের ভগিনী), তাহার পুত্রকে (অশ্বত্থামাকে) ॥ ৩৩ ॥

শিবিরায় নিনীষন্তং রজ্জ্বা বধ্বা রিপুং বলাৎ ।
প্রাহার্জ্জুনং প্রকুপিতো ভগবানম্বুজেক্ষণঃ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—(তদনন্তরং) রিপুং (শত্রুং অশ্বত্থামানং ইতি যাবৎ) বলাৎ রজ্জ্বা বধ্বা (তরসা পাশেন সংযম্য) শিবিরায় (রাজনিবেশায়) নিনীষন্তং (নেতুমিচ্ছন্তং অর্জ্জুনং) অম্বুজেক্ষণঃ (পদ্মলোচনঃ) ভগবান্ প্রকুপিতঃ (ক্রুদ্ধইব) প্রাহ (উবাচ) ॥৩৪॥

অনুবাদ—শত্রু অশ্বত্থামাকে এইরূপে রজ্জুদ্বারা বলপূর্ব্বক বন্ধন করিয়া শিবিরে লইয়া যাইতে দেখিয়া পদ্মপলাশলোচন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যেন ক্রুদ্ধ হইয়াই অর্জ্জুনকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—শোকরোষাদিযুক্তস্যাপ্যর্জ্জুনস্য লোকে ধর্ম্মনিষ্ঠা-খ্যাপনায় প্রকর্ষেণাহ পঞ্চশ্লোকীং অরুণেক্ষণ ইত্যনুক্ত্বা অম্বুজেক্ষণ ইত্যুক্তে বহিরেব প্রকুপিত ইতি গম্যতে ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অর্জ্জুন শোক ও ক্রোধাদিযুক্ত হইলেও লোকে তাঁহার ধর্ম্ম-নিষ্ঠা খ্যাপনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ উৎকর্ষের সহিত পাঁচটি শ্লোক বলিতেছেন। এই জন্য 'অরুণেক্ষণঃ' অর্থাৎ রক্তবর্ণ-চক্ষুঃ ইহা না বলিয়া 'অম্বুজেক্ষণঃ' পদ্মপলাশলোচন শ্রীকৃষ্ণ—এই উক্তিতে বাহিরেই তিনি কোপ প্রকাশ করিয়াছিলেন, ইহা বুঝা যায় ॥ ৩৪ ॥

মৈনং পার্থার্হসি ত্রাতুং ব্রহ্মবন্ধুমিমং জহি ।
যোঽসাবনাগসঃ সুপ্তানবধীন্নিশি বালকান্ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—হে পার্থ, যঃ অসৌ (অশ্বত্থামা) নিশি (রাত্রৌ) সুপ্তান্ (নিদ্রিতান্) অনাগসঃ (নিরপরাধিনঃ) বালকান্ অবধীৎ (নিহতবান্) এনং (ইমং) ত্রাতুং (রক্ষিতুং) মা অর্হসি (মা রক্ষ ইত্যর্থঃ) ইমং ব্রহ্মবন্ধুং (ব্রাহ্মণাধমং) জহি (নাশয়) ॥৩৫॥

অনুবাদ—হে পার্থ! যে অশ্বত্থামা নিরপরাধ নিদ্রিত শিশুদিগকে রাত্রিকালে হত্যা করিয়াছে, এই সেই ব্রাহ্মণাধমকে ছাড়িয়া দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে, ইহাকে বধ কর ॥ ৩৫ ॥

মত্তং প্রমত্তমুন্মত্তং সুপ্তং বালং স্ত্রিয়ং জড়ম্ ।
প্রপন্নং বিরথং ভীতং ন রিপুং হন্তি ধর্ম্মবিৎ ॥৩৬॥

অন্বয়ঃ—ধর্ম্মবিৎ (ধার্ম্মিকো জনঃ) মত্তং (মদ্যাদিপানোন্মত্তং) প্রমত্তং (অনবহিতং) উন্মত্তং গ্রহবাতাদ্যভিভূতং) জড়ং (অনুদ্যমং) প্রপন্নং (শরণাগতং) বিরথং (ভগ্নরথং) ভীতং (ভয়যুক্তং) স্ত্রিয়ং রিপুং (শত্রুমপি) ন হন্তি (নাশয়তি) ॥৩৬॥

অনুবাদ—মদ্যপানমত্ত, অন্যমনস্ক, গ্রহ, বায়ু প্রভৃতি দ্বারা আক্রান্ত, নিদ্রিত, নিশ্চেষ্ট, শরণাগত, ভগ্নরথ, ভয়ার্ত্ত বালক বা স্ত্রীলোক শত্রু হইলেও ধার্ম্মিক ব্যক্তি তাহাকে বধ করেন না ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—মত্তং মদ্যাদিনা প্রমত্তমনবহিতং উন্মত্তং গ্রহবাতাদিনা ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মদ্যাদি পানের দ্বারা মত্ত, প্রমত্ত বলিতে অনবহিত অর্থাৎ অসাবধান এবং উন্মত্ত বলিতে গ্রহ, বায়ু প্রভৃতির দ্বারা অভিভূত ॥ ৩৬ ॥

স্বপ্রাণান্ যঃ পরপ্রাণৈঃ প্রপুষ্ণাত্যঘৃণঃ খলঃ ।
তদ্বধস্তস্য হি শ্রেয়ো যদ্দোষাদ্‌যাত্যধঃ পুমান্ ॥৩৭॥

অন্বয়ঃ—যঃ অঘৃণঃ (নির্দ্দয়ঃ) খলঃ (ক্রূরঃ)

পরপ্রাণৈঃ (অন্যং হত্বা ইত্যর্থঃ) স্বপ্রাণান্ (নিজ-জীবনং) প্রপুষ্ণাতি (পরিপোষয়তি) তদ্বধঃ হি (তস্য দণ্ডরূপং হননমেব) তস্য শ্রেয়ঃ (মঙ্গলং পুরুষার্থঃ) যৎ (যতঃ) দোষাৎ (দণ্ডপ্রায়শ্চিত্ত-রহিতাৎ পাপাৎ) পুমান্ (মনুষ্যঃ) অধঃ (নরকং) যাতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—যে নির্ঘৃণ ক্রূর ব্যক্তি পরের প্রাণ বধ করিয়া নিজপ্রাণ পরিপোষণ করে, তাহার নিধন-দণ্ডই তাহার পক্ষে মঙ্গল, যেহেতু প্রায়শ্চিত্তহীন পাপফলেই সেই মানব অধোলোক প্রাপ্ত হয় ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—তদ্বধো দণ্ডরূপস্তস্যৈব শ্রেয়ঃ। তথা চ স্মরন্তি—রাজভির্ধৃতদণ্ডাশ্চ কৃত্বা পাপানি মানবাঃ। বিধূতকল্মষা যান্তি স্বর্গং সুকৃতিনো যথেতি। অন্যথা যদ্‌যতো দোষাৎ ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দণ্ডরূপ তাহার বধ, তাহার পক্ষেই মঙ্গলজনক। সেইরূপ স্মৃত হইয়াছে—"মানবগণ পাপাদি কার্য্য করিয়া যদি নৃপতিগণের দ্বারা ধৃত ও দণ্ডিত হয়, তাহা হইলে তাহারা পাপ ক্ষালন হওয়ায় সুকৃতি জনের ন্যায় স্বর্গলোকে গমন করেন।" অন্যথা সেই লোক দণ্ড ও প্রায়শ্চিত্ত-রহিত পাপের ফলে অধোলোক (নরক) প্রাপ্ত হয় ॥ ৩৭ ॥

প্রতিশ্রুতঞ্চ ভবতা পাঞ্চাল্যৈ শৃণ্বতো মম।
আহরিষ্যে শিরস্তস্য যস্তে মানিনি পুত্রহা ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—শৃণ্বতো মম (মৎসমক্ষে) ভবতা পাঞ্চাল্যৈ (দ্রৌপদ্যৈ) প্রতিশ্রুতং (প্রতিজ্ঞাতং), (হে) মানিনি, যঃ তে পুত্রহা (তব তনয়হন্তা) (অহং) তস্য শিরঃ (মস্তকং) আহরিষ্যে (তুভ্যং উপহরিষ্যামি) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—হে অর্জ্জুন! আমি শুনিয়াছি, তুমি দ্রৌপদীর নিকটে এই বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছ যে, হে মানিনি, যে অশ্বত্থামা তোমার পুত্রগণকে হত্যা করিয়াছে আমি তাহার মস্তক তোমাকে উপহার প্রদান করিব ॥ ৩৮ ॥

তদসৌ বধ্যতাং পাপ আততায্যাত্মবন্ধুহা।
ভর্ত্তুশ্চ বিপ্রিয়ং বীর কৃতবান্ কুলপাংশনঃ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—হে বীর, তৎ (তস্মাৎ) আততায়ী (শস্ত্রপাণিঃ) আত্মবন্ধুহা (তব নিজপুত্রহন্তা) অসৌ পাপ (দুরাত্মা) বধ্যতাং (হন্যতাং), কুলপাংসনঃ (ব্রাহ্মণকুলাঙ্গারঃ) (অসৌ) ভর্ত্তুশ্চ (তস্য স্বামিনো দুর্য্যোধনস্য চ) বিপ্রিয়ং (অনভিমতং) কৃতবান্ (আচরিতবান্) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—অতএব হে শূর! এই শস্ত্রপাণি স্বজনহন্তা পাপিষ্ঠ কুলাঙ্গার আবার স্বীয় স্বামী দুর্য্যোধনেরও অনভিপ্রেত কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়াছে, সুতরাং এই অশ্বত্থামাকে বধ কর ॥ ৩৯ ॥

শ্রীসূত উবাচ—

এবং পরীক্ষতা ধর্ম্মং পার্থঃ কৃষ্ণেন চোদিতঃ।
নৈচ্ছদ্ধন্তুং গুরুসুতং যদ্যপ্যাত্মহনং মহান্ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—সূত উবাচ—পার্থঃ (অর্জ্জুনঃ) এবং (পূর্ব্বোক্ত-প্রকারেণ) ধর্ম্মং পরীক্ষতা কৃষ্ণেন চোদিতঃ (যদ্যপি অনুরুদ্ধঃ তথাপিঃ) আত্মহনং (স্বপুত্রহন্তারং) গুরুসুতং (গুরুপুত্রং) হন্তুং ন ঐচ্ছৎ (ন অভিলষিতবান্) যৎ (যতঃ অসৌ অর্জ্জুনঃ) মহান্ (মহাত্মা) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—এইরূপে অর্জ্জুনের ধর্ম্মনিষ্ঠা পরীক্ষা করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ যদিও তাঁহাকে উত্তেজিত করিতে থাকিলেন, তথাপি মহাত্মা অর্জ্জুন নিজ মহত্ত্ব-হেতু পুত্রহন্তা হইলেও গুরুপুত্র অশ্বত্থামাকে হত্যা করিতে ইচ্ছা করিলেন না ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ—ধর্ম্মং পরীক্ষমাণেন যদ্যপি চোদিতঃ তথাপি হন্তুং নৈচ্ছৎ আত্মহনং পুত্রহন্তারমপি। যতো মহান্ কৃষ্ণস্য স্বভাবাভিজ্ঞঃ তস্য চায়ং স্বভাবঃ স্বয়ং সর্ব্বজ্ঞোঽপি ধর্ম্মাদিনিষ্ঠাখ্যাপনায় তদ্বতো ভক্তান্ পরীক্ষত ইতি তত্র (ভাঃ ১।৭।৩৫) মৈনং পার্থার্হসি ত্রাতুমিত্যাদিনা বীররৌদ্ররসং প্রদর্শ্য ধর্ম্মবন্তমর্জ্জুনং যথা পরীক্ষতে স্ম তথা ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণং স্ত্রীণাং পরো-ধর্ম্ম ইত্যাদিনা ভবতীনাং বিয়োগো মে নহি সর্ব্বাত্মনা ইত্যাদিনা অহং হি সর্ব্বভূতানামাদিরন্তোঽন্তরং বহি-রিত্যাদিনা চ কর্ম্মজ্ঞানযোগৌ প্রদর্শ্য প্রেমবতীর্গোপীঃ।

বরঞ্চ যৎ কঞ্চন মানবেন্দ্র বৃণীস্বেত্যাদিনা বরং বৃণীস্ব ভদ্রং তে কামপূরোঽস্ম্যহমিত্যাদিনা চ ভোগৈশ্বর্য্যাদীন্ প্রদর্শ্য ভক্তিমতঃ পৃথুপ্রহলাদাদীন্ দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তীত্যাদিনা অন্যানপি ভক্তান্ পরিক্ষাঞ্চকারৈবেতি তদীয়সিদ্ধভক্তা অপি তথা পরীক্ষন্তে। তথাহি শুক এবং ষষ্ঠস্কন্ধে পাপনিস্তারার্থঃ পৃষ্টঃ প্রায়শ্চিত্তমাত্রমুক্ত্বা পরীক্ষিতঃ সিদ্ধান্তাভিজ্ঞতাং নবমে শ্রীকৃষ্ণলীলাং সংক্ষেপেণোক্ত্বা লীলৌৎসুক্যম্ দ্বাদশে ব্রহ্মজ্ঞানমুপক্ষিপ্য ভক্তিনিষ্ঠাং পরীক্ষাং চক্রে ইতি। ন তত্র তত্র স্পষ্টেঽর্থে তাৎপর্য্যম্ ॥ ৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ধর্ম্ম পরীক্ষা করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক যদিও অর্জ্জুন প্রেরিত হইলেন, তথাপি পুত্রহন্তা অশ্বত্থামাকে বধ করিতে ইচ্ছা করিলেন না। যেহেতু তিনি মহান্ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের স্বভাব জানেন। তাঁহার (সেই শ্রীকৃষ্ণের) এইরূপ স্বভাব—তিনি স্বয়ং সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও ভক্তের ধর্ম্মাদি-নিষ্ঠা প্রখ্যাপনের জন্য ধার্ম্মিক ভক্তগণের পরীক্ষা করিয়া থাকেন। এখানে "হে পার্থ! এই অশ্বত্থামাকে রক্ষা করা তোমার উচিত নহে"—ইত্যাদির দ্বারা বীর ও রৌদ্র রসের প্রদর্শন করিয়া ধার্ম্মিক অর্জ্জুনকে যেমন পরীক্ষা করিয়াছিলেন, সেইরূপ রাসারম্ভে তাঁহার বেণুনাদে আকৃষ্টা কৃষ্ণগতপ্রাণা স্বপ্রেয়সী-বৃন্দকে প্রত্যাখ্যান-ভঙ্গিতে বলিলেন—"নিষ্কপটে পতির শুশ্রূষা করাই পতিব্রতা রমণীগণের পরম ধর্ম্ম" ইত্যাদি; আবার উদ্ধবের দ্বারা ব্রজে কৃষ্ণবিরহাতুরা তন্মনস্কা তদ্গতচেষ্টা গোপরামাদের নিকট শ্রীকৃষ্ণ সন্দেশ প্রেরণ করিলেন—"হে গোপাঙ্গনাগণ! তোমাদের সহিত কখনই আমার সর্ব্বাত্ম-রূপে বিয়োগ হয় না।" ইত্যাদি। পুনরায় প্রভাস-তীর্থে গোপজনের সহিত মিলনকালে স্বপ্রেয়সীগণকে নিভৃতে লইয়া গিয়া আলিঙ্গনাদির দ্বারা তুষ্ট করিয়া বলিলেন—"আমিই সকল প্রাণীর আদি, অন্ত, মধ্য ও বাহির, আমাকে ভক্তি করিলেই অমৃতত্ব প্রাপ্তির নিমিত্ত হয়" ইত্যাদি কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগ প্রদর্শন করাইয়া প্রেমবতী গোপীগণকে পরীক্ষা করিলেন।

সেইরূপ পৃথু মহারাজকে বলিলেন—"হে মানবেন্দ্র! আমার নিকট হইতে কোন বর প্রার্থনা কর, যেহেতু আমি তোমার গুণ ও স্বভাবে বশীভূত হইয়াছি। তাহা ব্যতিরেকে যজ্ঞ, তপস্যা বা যোগাদির দ্বারা আমি সুলভ নহি, কারণ আমি সমচিত্তবর্ত্তী অর্থাৎ যাঁহাদের সমচিত্ত, তাঁহাদের অন্তরে অবস্থান করাই আমার স্বভাব।" ইত্যাদি। এবং প্রহলাদ মহারাজকে বলিলেন—"হে সৌম্য প্রহলাদ! তোমার মঙ্গল হউক, হে অসুরোত্তম! আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি। তোমার অভিমত বর প্রার্থনা কর, যেহেতু আমি সকল জীবগণের কামপূরক (বাঞ্ছাপূর্ত্তিকারী)।" ইত্যাদির দ্বারা ভোগ ও ঐশ্বর্য্যাদি প্রদর্শন করাইয়া ভক্তিমান্ পৃথু ও প্রহলাদাদির পরীক্ষা করিয়াছিলেন। এইরূপ "সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্যাদি দান করিলেও আমার সেবা ব্যতীত আমার ভক্ত কিছুই গ্রহণ করেন না"—ইত্যাদির দ্বারা অন্যান্য ভক্তগণকেও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পরীক্ষা করিয়া থাকেন। কেবল ভগবানই নহেন, তাঁহার সিদ্ধভক্তগণও সেইরূপ পরীক্ষা করেন। যেমন শ্রীশুকদেব ষষ্ঠ স্কন্ধে পাপনিস্তারার্থ জিজ্ঞাসিত হইয়া প্রায়শ্চিত্তমাত্র বলিয়া মহারাজ পরীক্ষিতের সিদ্ধান্তে অভিজ্ঞতা, নবম স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণলীলা সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া তাঁহার লীলাবিষয়ে ঔৎসুক্য, এবং দ্বাদশ স্কন্ধে ব্রহ্মজ্ঞানের সূচনা করিয়া তাঁহার ভক্তি-নিষ্ঠা পরীক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই সকল স্থানে স্পষ্ট অর্থে (অর্থাৎ এখানে যেমন অর্জ্জুনের ধর্ম্ম-নিষ্ঠা পরীক্ষা করিবার জন্য—এইরূপ উল্লেখ রহিয়াছে, সেই সমস্ত স্থানে তদ্রূপ) উল্লেখ না থাকিলেও তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে ॥ ৪০ ॥

অথোপেত্য স্বশিবিরং গোবিন্দপ্রিয়সারথিঃ।
ন্যবেদয়ত্তং প্রিয়ায়ৈ শোচন্ত্যাআত্মজান্ হতান্ ॥৪১॥

অন্বয়ঃ—অথ গোবিন্দপ্রিয়সারথিঃ (গোবিন্দঃ প্রিয়ঃ সখা সারথিঃ সূতশ্চ যস্য সঃ অর্জ্জুনঃ) স্বশিবিরং (নিজমন্দিরং) উপেত্য (আগত্য) হতান্ (বিনষ্টান্) আত্মজান্ (পুত্রান্) শোচন্ত্যৈ (বিলপন্ত্যৈ) প্রিয়ায়ৈ (দ্রৌপদ্যৈ) তং (দ্রৌণিং) ন্যবেদয়ৎ (সমর্পিতবান্) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীকৃষ্ণকে যিনি সখা ও সারথিরূপে বরণ করিয়াছিলেন, সেই অর্জ্জুন নিজ

শিবিরে উপস্থিত হইয়া নিহতপুত্রশোকমগ্না পত্নী দ্রৌপদীর সমীপে অশ্বত্থামাকে তাদৃশ অবস্থায় সমর্পণ করিলেন ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ—ন্যবেদয়ং অয়ং তে পুত্রহন্তা আনীত ইত্যুক্তবান্ ॥ ৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রিয়া দ্রৌপদীকে নিবেদন করিলেন—অর্থাৎ এই তোমার পুত্রহন্তা এখানে আনীত হইয়াছে—এইরূপ বলিলেন ॥ ৪১ ॥

তথাহৃতং পশুবৎ পাশবদ্ধ-
মবাঙ্মুখং কর্ম্মজুগুপ্সিতেন ।
নিরীক্ষ্য কৃষ্ণাপকৃতং গুরোঃ সুতং
বামস্বভাবা কৃপয়া ননাম চ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ—বামস্বভাবা (শোভন-চরিত্রা) কৃষ্ণা (দ্রৌপদী) তথা আহৃতং (পরিভবেন আনীতং) পশুবৎ পাশবদ্ধং (যজ্ঞীয়পশুবৎ রজ্জু-সংযুতং) কর্ম্ম-জুগুপ্সিতেন (কর্ম্মণো দোষেণ) অবাঙ্মুখং (অধোবদনং) অপকৃতং (অপকারিণং) গুরোঃ সুতং (গুরুপুত্রং) কৃপয়া নিরীক্ষ্য (অবলোক্য) ননাম চ (প্রণামং চকার) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—পশুর ন্যায় তাদৃশ রজ্জুবদ্ধ হইয়া অসম্মানের সহিত আনীত নিজ নিন্দ্য কর্ম্মদোষে মৌনী ও অধোবদন-অবস্থায় অপকর্ম্মকারী গুরুপুত্রকে দয়ার্দ্র চিত্তে অবলোকন করিয়া শোভনচরিতা দ্রৌপদী সসম্ভ্রমে প্রণাম করিলেন ॥ ৪২ ॥

বিশ্বনাথ—তথা তেন প্রকারেণ আহৃতমানীতং কর্ম্মজুগুপ্সিতেন কর্ম্মণো জুগুপ্সয়া অপকৃতমিতি ক্বিবন্তং অপকারিণং কৃপয়া নিরীক্ষ্য বামঃ শোভনঃ ননাম চ ॥ ৪২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তথা'—অর্থাৎ সেই প্রকারে (পাশবদ্ধ অবস্থায়) আনীত। 'কর্ম্মজুগুপ্সিতেন' বলিতে কর্ম্মের নিন্দায় (অর্থাৎ শিশুহত্যারূপ নিন্দনীয় কর্ম্মের দোষে অধোবদন)। 'অপকৃতং'—ইহা ক্বিবন্ত-প্রয়োগ (ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া অপকৃৎ-শব্দের দ্বিতীয়ার একবচন, 'গুরোঃ সুতং' ইহার বিশেষণ), অপকারীকে কৃপাদৃষ্টিতে দেখিয়া শোভন-স্বভাবা দ্রৌপদী নমস্কার করিলেন ॥ ৪২ ॥

উবাচ চাসহন্ত্যস্য বন্ধনানয়নং সতী ।
মুচ্যতাং মুচ্যতামেষ ব্রাহ্মণো নিতরাং গুরুঃ ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ঃ—সতী (পতিপরায়ণা দ্রৌপদী) (গুরু-পুত্রস্য) বন্ধনানয়নং (বন্ধনেন আনয়নং) অসহন্তী (অসহমানা সতী) এষঃ (অশ্বত্থামা) মুচ্যতাং মুচ্যতাং (উদ্বেগে দ্বিরুক্তিঃ) (যতঃ) ব্রাহ্মণঃ নিতরাং (সর্ব্বথা) গুরুঃ (পূজ্যতমঃ) ইতি উবাচ চ (কথয়ামাস) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—সেই অশ্বত্থামাকে বন্ধনপূর্ব্বক আনয়ন দর্শনে অসহিষ্ণু হইয়া সাধ্বী দৌপদী সসম্ভ্রমে বলিয়া উঠিলেন, ইহাকে আপনি মুক্ত করুন্, কেননা ব্রাহ্মণ সকল সময়েই অবশ্য পূজার্হ ॥ ৪৩ ॥

বিশ্বনাথ—উবাচ চেতি চকারাভ্যাং সংভ্রমঃ সূচিতঃ। সতী তদ্বন্ধনাসহত্বাদিয়ং ভগবতা ধার্ম্মিকত্বে পরিক্ষিতাদর্জ্জুনাদপি সাধুত্ববতীত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ননাম চ উবাচ চ'—নমস্কার করিলেন এবং বলিলেন, এখানে দুইটি 'চ-কার'-প্রয়োগের দ্বারা (দ্রৌপদীর) সংভ্রম সূচিত হইয়াছে। 'সতী'—সাধ্বী, গুরুপুত্রের তাদৃশ বন্ধন অসহনশীলতার নিমিত্ত ইনি ভগবান্ কর্ত্তৃক ধার্ম্মিকত্ব-বিষয়ে পরীক্ষিত অর্জ্জুন অপেক্ষাও সাধুত্ববতী, এই অর্থ ॥ ৪৩ ॥

সরহস্যো ধনুর্ব্বেদঃ সবিসর্গোপসংযমঃ ।
অস্ত্রগ্রামশ্চ ভবতা শিক্ষিতো যদনুগ্রহাৎ ॥ ৪৪ ॥
স এব দ্রোণঃ প্রজারূপেণ ভগবান্ বর্ত্ততে ।
তস্যাত্মনোঽর্দ্ধং পত্ন্যাস্তে নান্বগাদ্বীরসূঃ কৃপী ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়ঃ—ভবতা যদনুগ্রহাৎ (যস্য দ্রোণাচার্য্যস্য অনু গ্রহাৎ কৃপয়া) সরহস্যঃ (গোপ্যমন্ত্রসহিতঃ) ধনুর্ব্বেদঃ (ধনুর্ব্বিদ্যা) (তথা) সবিসর্গোপসংযমঃ (অস্ত্রপ্রয়োগোপসংহারাভ্যাং সহিতঃ) অস্ত্রগ্রামশ্চ (অস্ত্রসমূহশ্চ) শিক্ষিতঃ (সম্যগবগতঃ) স ভগবান্ দ্রোণঃ (দ্রোণাচার্য্যঃ) এব প্রজারূপেণ বর্ত্ততে (পুত্র-রূপেণ তিষ্ঠতি "আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ" ইত্যাদি শ্রবণাৎ) তস্য (গুরোঃ দ্রোণাচার্য্যস্য) আত্মনঃ অর্দ্ধং (দেহস্যার্দ্ধং অর্দ্ধাঙ্গী) পত্নী কৃপী বীরসূঃ (বীরপুত্রবতী

সতী) (ভর্ত্তারং) ন অন্বগাৎ (নানুসরতিস্ম অতঃ সা) আস্তে (জীবতি) ॥ ৪৪-৪৫ ॥

অনুবাদ—হে নাথ, যাঁহার অনুগ্রহে আপনি গোপনীয় মন্ত্রের সহিত ধনুর্ব্বিদ্যায় এবং প্রয়োগ ও উপসংহার-কৌশলের সহিত সমস্ত অস্ত্রে শিক্ষালাভ করিয়াছেন, সেই ভগবান্ দ্রোণাচার্য্য স্বীয় পুত্র এই অশ্বত্থামারূপেই বিদ্যমান। তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গিনী স্ত্রী গৌতমীও জীবিতা আছেন, যেহেতু বীরপুত্র-প্রসবিনী বলিয়া তিনি মৃতভর্ত্তার সহমৃতা হন নাই ॥ ৪৪-৪৫ ॥

বিশ্বনাথ—সরহস্যঃ গোপ্যমন্ত্রসহিতঃ বিসর্গোপসংহারাভ্যাং সহিত ইতি যদি ব্রহ্মাস্ত্রস্য বিসর্গোপসংযমাবেতৎ পিতুঃ সকাশান্নাজ্ঞাস্যস্তদা কথমিমং বধ্বা ত্বমানেষ্য ইত্যকৃতজ্ঞতা ধ্বনিতা।

প্রজারূপেণ আত্মা বৈ জায়তে পুত্র ইতি ন্যায়েন আত্মনো দেহস্যার্দ্ধং কৃপী পত্নী অর্দ্ধো বা এষ আত্মা যৎ পত্নীতি শ্রুতেঃ। অতএব ভর্ত্তারং নান্বগাৎ যতো বীরসূঃ ॥ ৪৪-৪৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সরহস্য অর্থাৎ গোপনীয় মন্ত্রের সহিত, 'সবিসর্গোপসংযমঃ'—অর্থাৎ অস্ত্রের প্রয়োগ ও উপসংহারের সহিত। ব্রহ্মাস্ত্রের প্রয়োগ ও উপসংহার যদি ইঁহার পিতার নিকট হইতে না জানিতে, তাহা হইলে কি করিয়া তুমি ইঁহাকে বন্ধন করিয়া আনিতে? এখানে অর্জ্জুনের অকৃতজ্ঞতা ধ্বনিত হইয়াছে।

সেই দ্রোণাচার্য্যই প্রজারূপে অর্থাৎ পুত্ররূপে অশ্বত্থামাতে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, 'আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ' অর্থাৎ আত্মাই পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে—এই ন্যায় অনুসারে। 'আত্মনোঽর্দ্ধং'—আত্মা অর্থাৎ দেহের অর্দ্ধ (দ্রোণাচার্য্যের) পত্নী কৃপী। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—"অর্দ্ধো বা এষ আত্মা যৎ পত্নী"—অর্থাৎ যিনি পত্নী, তিনি এই আত্মার অর্দ্ধ, (পত্নীর সহিতই জীব পূর্ণ হয়, এইজন্য শ্রুতিতে সপত্নীক যজ্ঞাদিতে আহুতি প্রদানের নির্দ্দেশ রহিয়াছে)। অতএব ইনি (কৃপী) স্বামীর (দ্রোণাচার্য্যের মৃত্যুর পর, তাঁহার) সহ-মরণে যান নাই, কারণ ইনি বীর-প্রসবিনী অর্থাৎ পুত্রবতী ছিলেন ॥ ৪৪-৪৫ ॥

তদ্ধর্ম্মজ্ঞ মহাভাগ ভবদ্ভির্গৌরবং কুলম্।
বৃজিনং নার্হতি প্রাপ্তুং পূজ্যং বন্দ্যমভীক্ষ্ণশঃ ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ধর্ম্মজ্ঞ (ধার্ম্মিক), মহাভাগ (ভাগ্যবন্), তৎ (তস্মাৎ) অভীক্ষ্ণশঃ (সর্ব্বদা) পূজ্যং (সর্ব্বেষাং পূজনীয়ং) বন্দ্যং (প্রশংসনীয়ং) গৌরবং (গুরোঃ সম্বন্ধি) কুলং (বংশঃ) ভবদ্ভিঃ (যুষ্মাভিঃ) বৃজিনং (দুঃখং) প্রাপ্তং ন অর্হতি ॥৪৫॥

অনুবাদ—হে ধর্ম্মবিৎ, হে মহাযশস্বিন্! আপনাদের পুনঃ পুনঃ পূজ্য এবং বন্দনার যোগ্য গুরুকুল যেন দুঃখ প্রাপ্ত না হয় ॥ ৪৬ ॥

বিশ্বনাথ—গৌরবং গুরোঃ সম্বন্ধিকুলং কর্ত্তৃ। ভবদ্ভিঃ করণৈঃ বৃজিনং দুঃখং প্রাপ্তুং নার্হতি যতঃ পূজ্যমিতি ॥ ৪৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গৌরবং কুলং'—গুরু-সম্বন্ধি কুল অর্থাৎ গুরু-বংশ, ইহাই কর্ত্তৃ-পদ। 'ভবদ্ভিঃ'—আপনাদের দ্বারা, ইহা করণে তৃতীয়া। বৃজিন বলিতে দুঃখ, প্রাপ্ত হইবার যোগ্য না হয়, যেহেতু পূজ্য (গুরু-বংশ) ॥ ৪৬ ॥

মা রোদীদস্য জননী গৌতমী পতিদেবতা।
যথাহং মৃতবৎসার্ত্তা রোদিম্যশ্রুমুখী মুহুঃ ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়ঃ—যথা (যদ্বৎ) মৃতবৎসা (মৃতপুত্রা) আর্ত্তা (দুঃখিতা) অশ্রুমুখী অহং মুহুঃ (বারং বারং) রোদিমি (ক্রন্দামি) (তথা) অস্য জননী পতিদেবতা (পতিপরায়ণা) গৌতমী (গৌতমতনয়া কৃপী) মা রোদীৎ অস্যাঃ পুত্রনিধনেন দুঃখিতা মা ভবতু) ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—আমি যেরূপ পুত্রহারা শোকার্ত্তা হইয়া মুখমণ্ডল অশ্রুসিক্ত করতঃ পুনঃ পুনঃ রোদন করিতেছি, এই অশ্বত্থামার মাতা পতিব্রতা কৃপী যেন তদ্রূপ রোদন না করেন ॥ ৪৭ ॥

বিশ্বনাথ—মা রোদীৎ মা রোদিতু ॥ ৪৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মা অরোদীৎ'—রোদন না করুন। (এখানে বিধিলিঙ্ অর্থে লুঙের প্রয়োগ হইয়াছে) ॥ ৪৭ ॥

যৈঃ কোপিতং ব্রহ্মকুলং রাজন্যৈরজিতাত্মভিঃ।
তৎকুলং প্রদহত্যাশু সানুবন্ধং শুচার্পিতম্ ॥ ৪৮ ॥

অন্বয়ঃ—অজিতাত্মভিঃ (ক্রোধনশীলৈঃ) যৈঃ রাজন্যৈঃ (ক্ষত্রিয়ৈঃ) ব্রহ্মকুলং (ব্রাহ্মণবংশঃ) কোপিতং (বর্দ্ধিতকোপং সৎ) সানুবন্ধং (সপরিবারং) শুচার্পিতং (শোকেন ব্যাপ্তং) তৎকুলং (তেষাং রাজন্যানাং) আশুপ্রদহতি (বিনাশয়তি) ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ—অসংযতমনা যে সকল ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ-কুলের ক্রোধ জন্মায়, সেই ক্রুদ্ধ ব্রহ্মকুল সেই ক্ষত্রিয়-বংশকে সপরিবারে শোকে নিমজ্জিত করিয়া শীঘ্র নষ্ট করে ॥ ৪৮ ॥

বিশ্বনাথ—সানুবন্ধং সপরিবারং শুচার্পিতং শুচে-ত্যস্য টাবন্তত্বাৎ শুচায়ামর্পিতং শোকব্যাপ্তং তৎ কুলং কর্ম্ম প্রদহতি ব্রহ্মকুলমেব কর্ত্তৃ ॥ ৪৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সানুবন্ধং'—বলিতে পরি-করগণের সহিত (শোকনিমগ্ন ক্ষত্রিয়কুল)। 'শুচা-র্পিতং'—শুচা—ইহা টাবন্ত-প্রত্যয়, 'শুচায়াম্ অর্পিতং' —শোকে ব্যাপ্ত যাহা, সেই ক্ষত্রিয়গণের কুল, ইহা কর্ম্ম। প্রদহতি—দগ্ধ করে, এখানে ব্রহ্মকুলই হই-তেছে কর্ত্তৃপদ ॥ ৪৮ ॥

শ্রীসূত উবাচ—

ধর্ম্ম্যং ন্যায্যং সকরুণং নির্ব্ব্যলীকং সমং মহৎ।
রাজা ধর্ম্মসুতোঃ রাজ্ঞ্যাঃ প্রত্যনন্দদ্বচো দ্বিজাঃ ॥৪৯॥

অন্বয়ঃ—সূত উবাচ। (হে) দ্বিজাঃ! (শৌন-কাদয়ঃ), রাজা ধর্ম্মসুতঃ (ধর্ম্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ) রাজ্ঞ্যাঃ (দ্রৌপদ্যাঃ) ধর্ম্ম্যং (ধর্ম্মাদনপেতং) ন্যায্যং (ন্যায়াদনপেতং) সকরুণং (সদয়ং) নির্ব্ব্যলীকং (নিষ্কপটং) সমং (সমগুণযুক্তং) মহৎ (অত্যু-দারং) বচঃ (বাক্যং) প্রত্যনন্দৎ (অনুমোদিত-বান্) ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীসূত কহিলেন, হে দ্বিজগণ, ধর্ম্মপুত্র মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজ্ঞী দ্রৌপদীর ঐরূপ ধর্ম্মানু-মোদিত ন্যায়সম্মত করুণাপূর্ণ নিষ্কপট সাম্যসূচক বাক্য অনুমোদন করিলেন ॥ ৪৯ ॥

বিশ্বনাথ—ধর্ম্ম্যমিত্যাদিবচসঃ ষড়্গুণাঃ পূর্ব্ব-শ্লোকষট্‌কৈর্দ্রষ্টব্যাঃ। তত্র ধর্ম্ম্যং ধর্ম্মাদনপেতং মুচ্যতাং মুচ্যতামিতি। ন্যায্যং ন্যায়াদনপেতং সরহস্য ইত্যাদি। সকরুণং তস্যাত্মনোঽর্দ্ধমিতি। নির্ব্ব্যলীকং তদ্ধর্ম্মজ্ঞেতি। সমং মা রোদীদিতি দুঃখসাম্যোক্তেঃ। মহৎ যৈঃ কোপিতমিতি নিষ্ঠুরোক্ত্যা হিতোপদেশাৎ ॥ ৪৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ— 'ধর্ম্ম্যম্'—ধর্ম্মানুমোদিত ইত্যাদি বাক্যসমূহের ছয়টি গুণ—পূর্ব্বোক্ত ছয়টি শ্লোকে দ্রষ্টব্য। 'মুচ্যতাম্, মুচ্যতাম্'—পরিত্যাগ কর, পরিত্যাগ কর—এই শ্লোকে ধর্ম্ম্যং অর্থাৎ ধর্ম্ম হইতে অবিচ্যুত। 'সরহস্য ধনুর্ব্বেদ'—ইত্যাদি শ্লোকে ন্যায্যং অর্থাৎ ন্যায়-সম্মত। 'তাঁহার আত্মার অর্দ্ধ' ইত্যাদি শ্লোকে—সকরুণং অর্থাৎ করুণাপূর্ণ। 'তদ্ধর্ম্মজ্ঞ'—হে ধর্ম্মজ্ঞ! ইত্যাদি শ্লোকে নির্ব্ব্যলীকং, অর্থাৎ কপটতাশূন্য। 'মারোদীৎ'—এই শ্লোকে রোদন না করুন অর্থাৎ মৃতপুত্রা আমি যেমন শোকে অশ্রুবর্ষণ করিতেছি, সেইরূপ গৌতমী কৃপীও যেন পুত্রহারা হইয়া শোকে অশ্রুবর্ষণ না করেন—এখানে নিজ দুঃখের সহিত সাম্য উক্তিতে ইহা 'সমং' অর্থাৎ সাম্যসূচক। 'যৈঃ কোপিতং'—যে ক্ষত্রিয়গণের দ্বারা ব্রহ্মকুল কোপিত হয়—এই নিষ্ঠুর বচনে হিত উপ-দেশ করায় এখানে দ্রৌপদীর মহত্বপূর্ণ অতি উদার বাক্য প্রকাশ পাইয়াছে ॥ ৪৯ ॥

নকুলঃ সহদেবশ্চ যুযুধানো ধনঞ্জয়ঃ।
ভগবান্ দেবকীপুত্রো যে চান্যে যাশ্চ যোষিতঃ ॥৫০॥

অন্বয়ঃ—নকুলঃ সহদেবঃ যুযুধানঃ (সাত্যকিঃ) ধনঞ্জয়ঃ (অর্জ্জুনঃ) ভগবান্ দেবকীপুত্রঃ (বাসুদেবঃ) যে চ অন্যে (পুরুষাঃ) যাঃ চ যোষিতঃ (স্ত্রিয়ঃ সর্ব্বা এব তথা অকুর্ব্বন্) ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ—নকুলঃ, সহদেব, সাত্যকি, অর্জ্জুন, ভগবান্ বাসুদেব এবং অন্যান্য যে সকল পুরুষ সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন সকলেই এবং যে সকল নারী তথায় বর্ত্তমান ছিলেন, তাঁহারাও সকলেই দ্রৌপদীর ঐ কথায় সেরূপ অনুমোদন করিলেন ॥ ৫০ ॥

বিশ্বনাথ—নকুলাদয়শ্চ প্রত্যনন্দন্ যুযুধানঃ সাত্যকিঃ ॥ ৫০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নকুল প্রভৃতি সকলেই সেই

দ্রৌপদীর বাক্যের সানন্দে অনুমোদন করিলেন। যুযুধান—বলিতে সাত্যকি ॥ ৫০ ॥

তত্রাহামর্ষিতো ভীমস্তস্য শ্রেয়ান্ বধঃ স্মৃতঃ।
ন ভর্ত্তুর্নাত্মনশ্চার্থে যোঽহন্ সুপ্তান্ শিশূন্ বৃথা ॥৫১॥

অন্বয়ঃ—তত্র (তস্মিন্ সময়ে) অমর্ষিতঃ (ক্রুদ্ধঃ) ভীম আহ (উবাচ) যঃ (দ্রৌণিঃ) ন ভর্ত্তুঃ ন চ আত্মনঃ অর্থে (ন স্বাম্যর্থং ন বা আত্মার্থঞ্চ নিষ্প্রয়োজনমিত্যর্থঃ) সুপ্তান্ (নিদ্রিতান্) শিশূন (বালকান্) বৃথা (নিরর্থকং) অহন্ (জঘান) তস্য বধঃ শ্রেয়ান্ (অন্যথা তস্য নরকপাতপ্রসঙ্গাৎ) ॥৫১॥

অনুবাদ—তৎকালে ভীমসেন ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতে লাগিলেন, এই দুর্ম্মতি অশ্বত্থামা নিজ প্রভু দুর্য্যোধনের বা নিজের উভয়ের কাহারও প্রয়োজন সিদ্ধ না করিয়া অকারণে নিদ্রিত শিশুগণকে হত্যা করিয়াছে—এই পাপিষ্ঠের নিধনই মঙ্গল বলিয়া বিহিত, অন্যথা নিশ্চয়ই নরকপাত হইবে ॥ ৫১ ॥

নিশম্য ভীমগদিতং দ্রৌপদ্যাশ্চ চতুর্ভুজঃ।
আলোক্য বদনং সখ্যুরিদমাহ হসন্নিব ॥ ৫২ ॥

অন্বয়ঃ—ভীমগদিতং (ভীমকথিতং বচঃ) দ্রৌপদ্যাশ্চ (দ্রৌপদীকথিতঞ্চ বাক্যং) নিশম্য (শ্রুত্বা) চতুর্ভুজঃ (উভয়োঃ সংবরণায় আবিষ্কৃত-চতুর্ভুজঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) সখ্যুঃ (সন্দিহানস্য অর্জ্জুনস্য) বদনং (মুখং) আলোক্য (দৃষ্ট্বা) হসন্নিব (ঈষৎ হাস্যমুখ ইব) ইদং (বক্ষ্যমাণপ্রকারং) আহ (উবাচ) ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ—এইরূপে ভীমসেনের কথিত বাক্য এবং দ্রৌপদীর উক্তি-সমূহ শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সহসা চতুর্ভুজ রূপ ধারণ করিয়া সন্দিগ্ধমনা সখা অর্জ্জুনের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া হাসিতে হাসিতে এই কথা বলিতে লাগিলেন ॥ ৫২ ॥

বিশ্বনাথ—চতুর্ভুজ ইতি ভীমে তং হন্তুং প্রবৃত্তে দ্রৌপদ্যাঞ্চ তন্নিবারণে প্রবৃত্তায়ামুভয়োর্বারণার্থং ভুজ-চতুষ্টয়ং প্রকটয়ামাসেতি ভাবঃ। হসন্নিবেতি সখে ত্বদ্বুদ্ধেরদ্য সূক্ষ্মত্বং পরীক্ষিষ্যে ইত্যেতদ্ব্যঞ্জকং স্মিত-মাত্রমাবিষ্কুর্ব্বন্ন তু হাস্যমিত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'চতুর্ভুজঃ'—চতুর্বাহুযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ। ভীম যদি ক্রুদ্ধ হইয়া অশ্বত্থামাকে বধ করিতে প্রবৃত্ত হন এবং দ্রৌপদীও তাহা নিবারণ করিতে প্রবৃত্তা হন, তাহা হইলে উভয়ের বারণের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ এখানে চতুর্ব্বাহু প্রকাশ করিয়াছিলেন—এই ভাব। 'হসন্নিব' অর্থাৎ হাসিতে হাসিতেই যেন, ইহার উদ্দেশ্য—'সখে অর্জ্জুন! আজ তোমার বুদ্ধির সূক্ষ্মত্ব (গভীরতা) পরীক্ষা করিব'—এই ভাবব্যঞ্জক স্মিতমাত্রই আবিষ্কার করিয়াছিলেন, কিন্তু সত্যই শ্রীকৃষ্ণ হাস্য করেন নাই—এই অর্থ ॥ ৫২ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—
ব্রহ্মবন্ধুর্ন হন্তব্য আততায়ী বধার্হণঃ।
ময়ৈবোভয়মাম্নাতং পরিপাহ্যনুশাসনম্ ॥ ৫৩ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) উবাচ (কথয়া-মাস)—ব্রহ্মবন্ধুঃ (কুকার্য্যকারী অপি ব্রাহ্মণঃ) ন হন্তব্যঃ (নৈব হননীয়ঃ) আততায়ী (শস্ত্রপাণিঃ ধনপ্রাণহারী) বধার্হণঃ (বধ্যঃ) ময়া (শাস্ত্রকৃতা) আম্নাতং (ব্রাহ্মণো ন হন্তব্য ইতি, জিঘাংসন্তং জিঘাংসীয়াদিতি চ কথিতং) উভয়ং এব (দ্বিবিধমেব) অনুশাসনং (শাস্ত্রশাসনং) পরিপাহি (প্রতিপালয়) ॥ ৫৩ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, ব্রাহ্মণ অধম হইলেও বধ্য নহে। পক্ষান্তরে, শস্ত্রপাণি প্রাণঘাতক বধযোগ্য; শাস্ত্রাকাররূপে আমার ব্যবস্থাপিত যে বিধানদ্বয় চলিয়া আসিতেছে, পরস্পর বিভিন্ন হইলেও সেই দুইটী বিধি তুমি পরিপালন কর ॥ ৫৩ ॥

বিশ্বনাথ—ব্রাহ্মণো ন হন্তব্য ইতি আততায়িন-মায়ান্তমপি বেদান্তপারগঃ। জিঘাংসন্তং জিঘাংসীয়ান্ন দোষো মনুরব্রবীদিতি উভয়মেবাম্নাতং আম্নায়কৃতা ময়ৈবানুজ্ঞাতং শাসনং পরিপালয়। তেন ব্রাহ্মণত্বং বর্ত্তত এব। ইদানীং শস্ত্রপাণিত্বাভাবাৎ আততায়িত্বং ন বর্ত্ততে ইত্যশ্বত্থামা ন হন্তব্য ইতি মম মতং, যত্তু ব্রহ্মবন্ধুমিমং জহীতি পূর্ব্বমুক্তং তৎ তব ধর্ম্ম-

পরীক্ষার্থমেব তত্রাপি ব্রহ্মবন্ধুমিমং মা জহি ভ্রাতুমর্হসি। তথা বিরথং ভীতং রিপুং ধর্ম্মবিন্ন হন্তীতি তথা তদ্বধস্তস্য হি শ্রেয় ইতি ন তু বধকর্ত্তুরিতি তথা তদসৌ বধ্যতাং বন্ধনবিষয়ীভূতঃ ক্রিয়তামিতি তত্র বাস্তবোহর্থোহপি ময়ার্পিত ইতি ॥ ৫৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ব্রহ্মবন্ধুঃ' অর্থাৎ ব্রাহ্মণ অধম হইলেও বধের যোগ্য নহে—এই বাক্য এবং "হত্যার উদ্দেশ্যে আগত আততায়ীকে বেদান্ত-পারঙ্গম ব্যক্তিও হিংসা (বধ) করিবেন, ইহাতে কোন দোষ নাই—ইহা মনু বলিয়াছেন"—এই উভয় বাক্যই শাস্ত্রকার-রূপে আমারই ব্যবস্থাপিত। অতএব আমার এই দ্বিবিধ অনুশাসন তুমি পালন কর। এখানে শ্রীকৃষ্ণের গূঢ়ার্থপূর্ণ বাক্যের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য্যের বিশ্লেষণ করিতেছেন—এখনও অশ্বত্থামাতে ব্রাহ্মণত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে। সম্প্রতি শস্ত্রপাণিত্বের অভাবে তাঁহাতে আততায়িত্ব নাই—অতএব অশ্বত্থামা বধের যোগ্য নহে, ইহা আমার মত। পূর্ব্বে যে 'ব্রহ্মবন্ধু ইহাকে বধ কর'—ইত্যাদি কথা বলিয়াছি, তাহা তোমার ধর্ম্ম পরীক্ষার নিমিত্তই, সেখানেও 'মৈনং পার্থার্হসি'—এই ইঙ্গিতে—এই ব্রাহ্মণ অধম হইলেও ইঁহাকে বধ করিও না, বরং রক্ষা করাই যোগ্য। সেইরূপ "বিরথ, ভীত, শত্রুকে ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি হত্যা করেন না"—এই বাক্য, তদ্রূপ "হত্যাকারীর বধরূপ দণ্ড তাহারই মঙ্গলের জন্য" এই বাক্যে সেই হত্যাকারী ব্যক্তিকে যিনি বধ করিবেন, তাহা তাহার মঙ্গলের জন্য নহে। এইরূপ 'তদসৌ বধ্যতাম্'—অতএব সেই ব্যক্তিকে বন্ধনের বিষয়ীভূত কর অর্থাৎ তাহাকে বন্ধন কর—সেখানে এই বাস্তব অর্থও আমি ইঙ্গিত করিয়াছি ॥ ৫৩ ॥

কুরু প্রতিশ্রুতং সত্যং যত্তৎ সান্ত্বয়তা প্রিয়াম্।
প্রিয়ঞ্চ ভীমসেনস্য পাঞ্চাল্যা মহ্যমেব চ ॥ ৫৪ ॥

অন্বয়ঃ—প্রিয়াং (দ্রৌপদীং) সান্ত্বয়তা (প্রবোধয়তা ত্বয়া) যৎ প্রতিশ্রুতং (প্রতিজ্ঞাতং হননং) তৎ সত্যং (যথার্থং) কুরু, (বধেন) ভীমসেনস্য চ প্রিয়ং, (অবধেন) পাঞ্চাল্যাঃ (দ্রৌপদ্যাশ্চ) প্রিয়ং (দ্বয়েন) মহ্যমেব চ (শ্রীকৃষ্ণস্য চ প্রিয়ং কুরু) ॥ ৫৪ ॥

অনুবাদ—হে সখে, শোকার্ত্তা পত্নী দ্রৌপদীকে সান্ত্বনা প্রদান করিতে করিতে তুমি পুত্রহন্তার মস্তক উপহার প্রদান করিবে বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, তাহা যথার্থ পালন কর। বধ করিয়া ভীমের এবং বধ না করিয়া দৌপদীর এবং বধ ও অবধ এই দুই বিধি রক্ষাপূর্ব্বক স্বীয় প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া আমার ও সকলেরই প্রিয় কার্য্য সাধন কর ॥ ৫৪ ॥

বিশ্বনাথ—ত্বয়া যৎ প্রতিশ্রুতং প্রতিজ্ঞাতং আহরিষ্যে শিরস্তস্যেতি তদস্য শিরশ্ছেদং বধং কুরু। তমেব ভীমসেনস্য প্রিয়ং কুরু। পাঞ্চাল্যাঃ প্রিয়মবধং চ মহ্যং মম চ তদাদীনাং মৎপ্রিয়ত্বাদুভয়মপি প্রিয়ং কুরু ॥ ৫৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ 'আমি সেই পুত্রহন্তার মস্তক তোমাকে উপহার দিব'—এইরূপ শোকাতুরা দ্রৌপদীর সান্ত্বনাকালে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছ, তাহা, অতএব ইঁহার শিরচ্ছেদ-রূপ বধ কর। তাহাতে ভীমসেনের প্রিয় কার্য্য করা হইবে। পাঞ্চালীর প্রিয় কার্য্য অবধ অর্থাৎ বধ না করা এবং আমারও। এই সমস্তই আমার প্রিয় বলিয়া উভয় (বধ ও অবধ) প্রিয় কার্য্যই কর ॥ ৫৪ ॥

শ্রীসূত উবাচ—

অর্জ্জুনঃ সহসাজ্ঞায় হরের্হার্দ্দমথাসিনা।
মণিং জহার মূর্দ্ধন্যং দ্বিজস্য সহমূর্দ্ধজম্ ॥ ৫৫ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীসূত উবাচ—অথ (অনন্তরং) অর্জ্জুনং সহসা (শীঘ্রং) হরেঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) হার্দ্দং (অভিপ্রায়ং) আজ্ঞায় (জ্ঞাত্বা) অসিনা (খড়্গেন) দ্বিজস্য (অশ্বত্থাম্নঃ) সহমূর্দ্ধজং (সকেশং) মূর্দ্ধনং (মস্তকে জাতং) মণিং জহার (হৃতবান্) ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীসূত কহিলেন, অনন্তর হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় অর্থাৎ এই ব্যক্তির বধ ও অবধসাধনে কি প্রকারে সমর্থ হইবে জানিতে পারিয়া মহাবীর ধনঞ্জয় খড়্গদ্বারা ব্রহ্মবন্ধু অশ্বত্থামার কেশের সহিত মস্তকজাত মণি আহরণ করিলেন অর্থাৎ ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৫৫ ॥

বিশ্বনাথ—হার্দ্দমভিপ্রায়ং আজ্ঞায় জ্ঞাত্বেতি আহরিষ্যে শিরস্তস্যেতি ময়া প্রতিজ্ঞাতোহস্য শিরশ্ছেদ

এব। কুরু প্রতিশ্রুতং সত্যমিতি বদতা ভগবতাপ্যভিপ্রেতঃ পুনশ্চ পাঞ্চাল্যাঃ প্রিয়ং কুর্ব্বিতি বদতা শিরসো ন ছেদশ্ছ বিহিতঃ। ন হ্যশক্যমুভয়ং বিদধ্যাৎ অতএব ময়া কর্ত্তব্যমিতি নিশ্চিত্যেত্যর্থঃ। মূর্দ্ধন্যং মূর্দ্ধ্নিণভবং মূর্দ্ধজাঃ কেশাস্তৈঃ সহিতং চিচ্ছেদ। তেন শিরস্থমপি বস্তুলক্ষণয়া শিরঃশব্দেনোচ্যতে ইতি শিরশ্ছেদ এব। অভিধয়া তু ন শিরশ্ছেদ ইত্যশ্বত্থাম্নো বধোঽবধশ্চ কৃত ইত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'হার্দ্দ' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া (অর্জ্জুন অস্ত্রের দ্বারা অশ্বত্থামার মস্তকস্থিত মণি কেশের সহিত ছেদন করিলেন)। হার্দ্দ কি তাহা বলিতেছেন—'তাঁহার মস্তক আমি উপহার দিব'—এইরূপ আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, তাহাতে ইঁহার (অশ্বত্থামার) শিরশ্ছেদই বুঝায় এবং 'তোমার প্রতিশ্রুতি সত্য কর'—ইহা বলায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরও ইহা অভিপ্রেত, পুনরায় 'পাঞ্চালীর প্রিয় কর'—ইহা বলায় মস্তকের ছেদন বিহিত হয় নাই। বধ ও অবধ—এই দুইটি পরস্পর বিরুদ্ধ ও অশক্য কার্য্য কি করিয়া সম্ভব ? ইহার সমাধান বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় হৃদ্গত করিয়া অর্জ্জুন কর্ত্তব্য স্থির করতঃ—'সহমূর্দ্ধজং'—অর্থাৎ মস্তকে জাত যাহা মূর্দ্ধজাঃ কেশসমূহ, তাহার সহিত মস্তকস্থিত মণি ছেদন করিলেন। ইহার দ্বারা শিরস্থিত হইলেও বস্তুলক্ষণার দ্বারা মস্তকস্থিত কেশসমূহকে শিরঃ-শব্দেই বলা হয়, অতএব কেশের ছেদনে শিরশ্ছেদই হইল। অভিধা বৃত্তির দ্বারা কিন্তু যথার্থ শিরশ্ছেদ হইল না, অতএব অশ্বত্থামার বধ ও অবধ—এই দুইটিই করা হইল—এই অর্থ ॥ ৫৫ ॥

বিমুচ্য রসনাবদ্ধং বালহত্যাহতপ্রভম্।
তেজসা মণিনা হীনং শিবিরান্নিরযাপয়ৎ ॥ ৫৬ ॥

অন্বয়ঃ—(অর্জ্জুনঃ) রসনাবধং (রজ্জুসংযতং) বালহত্যাহত প্রভং (বালকহননরূপান্মহাপাতকাদ্ধেতোর্নিষ্প্রভং) তেজসা (ব্রহ্মতেজসা) মণিনা (শিরোমণিনা চ) হীনং (রহিতং অশ্বত্থামানং) বিমুচ্য (বন্ধনাৎ মোচয়িত্বা) শিবিরাৎ নিরযাপয়ৎ (নিঃসারিতবান্) ॥ ৫৬ ॥

অনুবাদ—পূর্ব্বেই অশ্বত্থামা নিদ্রিত বালকবধহেতু নিস্তেজ ও স্তব্ধ হইয়াছিল, এক্ষণে আবার ব্রহ্মতেজ ও মণিবিহীন হইয়া পড়িয়াছে দেখিয়া সেই রজ্জুবদ্ধ অশ্বত্থামাকে বন্ধনমুক্ত করিয়া অর্জ্জুন শিবির হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন ॥ ৫৬ ॥

বপনং দ্রবিণাদানং স্থানান্নির্যাপণং তথা।
এষ হি ব্রহ্মবন্ধূনাং বধো নান্যোঽস্তি দৈহিকঃ ॥৫৭॥

অন্বয়ঃ—বপনং (শিরোমুণ্ডনং) দ্রবিণাদানং (ধনগ্রহণং) তথা স্থানান্নির্যাপণং (বহিষ্কারশ্চ) এষঃ হি ব্রহ্মবন্ধূনাং (ব্রাহ্মণাধমানাং) বধঃ (বিনাশবজ্জ্ঞেয়), অন্যঃ (অন্যপ্রকারঃ) দৈহিকঃ (শিরশ্ছেদনরূপঃ কায়িকদণ্ডঃ) ন অস্তি (ন শাস্ত্রসম্মতঃ) ॥৫৭॥

অনুবাদ—মস্তকমুণ্ডন, ধন-প্রতিগ্রহণ এবং স্বস্থান হইতে নির্ব্বাসন এই কয় প্রকারেই ব্রাহ্মণাধমদিগের হত্যা করিবার উপায়। এতদ্ব্যতীত মস্তকচ্ছেদনাদি অন্যপ্রকার শারীরিক বধশাস্তি নাই ॥ ৫৭ ॥

বিশ্বনাথ—তেন শাস্ত্রোক্তং ধর্ম্মমেব কৃতবানিত্যাহ বপনং শিরোমুণ্ডনম্ ॥ ৫৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ইহার দ্বারা শাস্ত্রের উক্তি অনুসারে ধর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিলেন—ইহা বলিতেছেন—'বপনং' অর্থাৎ মস্তকমুণ্ডন ইত্যাদি ॥ ৫৭ ॥

পুত্রশোকাতুরাঃ সর্ব্বে পাণ্ডবাঃ সহ কৃষ্ণয়া।
স্বানাং মৃতানাং যৎকৃত্যং চক্রুর্নির্হরণাদিকম্ ॥৫৮॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে
পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
প্রথমস্কন্ধে দ্রৌণিদণ্ডো নাম
সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—কৃষ্ণয়া (দ্রৌপদ্যা) সহ পুত্রশোকাতুরাঃ সর্ব্বে পাণ্ডবাঃ মৃতানাং (বিনষ্টানাং) স্বানাং (আত্মীয়ানাং) নির্হরণাদিকং (দাহার্থং নয়নাদিকং ঔর্দ্ধ্বদৈহিকং) যৎ কৃত্যং (করণীয়ং তৎ) চক্রুঃ (সম্পাদয়ামাসুঃ) ॥ ৫৮ ॥

ইতি প্রথমস্কন্ধ-সপ্তমাধ্যায়স্যান্বয়ঃ সমাপ্তঃ।

অনুবাদ—তদনন্তর পুত্রশোকে কাতর হইয়া

পঞ্চ পাণ্ডব সকলেই দ্রৌপদীর সহিত নিহত স্বজনগণের দাহার্থে শব-বহনাদি যে সমস্ত ঔর্দ্ধ্বদৈহিক কার্য্য ছিল, সেই সমুদয় সম্পন্ন করিলেন ॥ ৫৮ ॥

ইতি প্রথমস্কন্ধে সপ্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—নির্হরণং দাহার্থং নয়নম্ ॥ ৫৮ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
প্রথমে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥ ৭ ॥

ইতি শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিঠক্কুরকৃতা-শ্রীভাগবত-প্রথম-স্কন্ধ-সপ্তমোঽধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নির্হরণং' বলিতে দাহার্থে নয়নাদি ঔর্দ্ধ্বদৈহিক কার্য্যসমূহ ॥ ৫৮ ॥

ইতি ভক্তমানসের আহ্লাদিনী 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার সাধু-সম্মত প্রথম স্কন্ধের সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার প্রথম স্কন্ধের সপ্তম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১।৭ ॥

শ্রীমধ্ব—ইতি শ্রীভাগবত-প্রথমস্কন্ধতাৎপর্য্যে শ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎপাদাচার্য্যবিরচিতে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

তথ্য—ইতি প্রথমস্কন্ধ-সপ্তম-অধ্যায়ের তথ্য সমাপ্ত।

বিবৃতি—ইতি প্রথমস্কন্ধ-সপ্তম-অধ্যায়ের বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীভাগবত-প্রথমস্কন্ধের সপ্তম অধ্যায়ের শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীসূত উবাচ—

অথ তে সম্পরেতানাং স্বানামুদকমিচ্ছতাম্।
দাতুং সকৃষ্ণা গঙ্গায়াং পুরস্কৃত্য যযুঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ১ ॥

শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য

অষ্টম অধ্যায়ের কথাসার

সূত কহিলেন, অনন্তর পাণ্ডবগণের গঙ্গাজলে স্নান ও মৃত জ্ঞাতিবর্গের উদ্দেশে জলদান-কার্য্যাদি সমাপ্ত হইলে শ্রীকৃষ্ণ সকলকে সান্ত্বনা করিলেন। এইরূপে তিনি ধর্ম্মরাজের শত্রু নাশপূর্ব্বক তৎকর্ত্তৃক তিনটী অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করাইয়া তাঁহার খ্যাতি বিস্তার করিয়াছিলেন। পরে দ্বারকাগমনাভিলাষী হইয়া সকলকে অভিনন্দন করিয়া স্বয়ং প্রত্যভিনন্দিত হইয়া রথে আরোহণ করিবেন, এমন সময়ে অভিমন্যুপত্নী উত্তরা অশ্বত্থামার নিক্ষিপ্ত শরক্লিষ্ট হইয়া ভয়বিহ্বল-হৃদয়ে তাঁহার নিকটে বেগে আগমন করিলেন। অশ্বত্থামার পৃথিবীকে পাণ্ডবশূন্য করিবার এই প্রয়াস দেখিয়া ভগবান্ যোগমায়া প্রভাবে উত্তরার গর্ভ আবৃত করিয়া বৈষ্ণবাস্ত্র-সুদর্শন-তেজোদ্বারা সেই অস্ত্র সংহার করিলেন। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ প্রস্থানোদ্যত হইলে কুন্তীদেবী তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন—"হে কৃষ্ণ, তুমি অপ্রাকৃত, সকলের আদি এবং পরমেশ্বর। তুমি অন্তর্য্যামী, মায়াদ্বারা লোকচক্ষু আবৃত করিয়া বর্ত্তমান। তুমি অপরিচ্ছিন্ন এবং ইন্দ্রিয়জজ্ঞানলভ্য নহ, পরমহংসগণও কেবল ব্রহ্মজ্ঞানপ্রভাবে তোমাকে দেখিতে পায় না, সুতরাং দেহ ও মনোঽভিমানিগণ কি প্রকারে তোমার দর্শন করিতে সমর্থ হইবে? তুমি বাসুদেব, তুমি দেবকীনন্দন, তুমি নন্দগোপ-কুমার, তুমি গোবিন্দ, তোমাকে বার বার প্রণাম।"

সূত কহিলেন, ভগবান্ বাসুদেব কুন্তীদেবীর স্তবে তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর প্রদানপূর্ব্বক প্রস্থানোদ্যত হইলে রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাকে নিবারণ করিলেন। ধর্ম্মরাজ জ্ঞাতি ও বান্ধব-নিধনহেতু নিতান্ত শোক-পরবশ হওয়ায় পরমজ্ঞানী ব্যাস ও শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বিবিধ আখ্যান দ্বারা প্রবোধিত করিলেও তিনি সান্ত্বনা না পাইয়া "আমি মহাপাপ করিয়াছি, কোন পুণ্যকর্ম্ম বা ধর্ম্ম-ক্রিয়া দ্বারাই আমার এই জ্ঞাতিবধজনিত পাপ দূর হইবে না, এবং পঙ্কদ্বারা পঙ্কিল জল অথবা

সুরাদ্বারা সুরাঘটিত অশুচিতা যেমন দূর হয় না, তদ্রূপ অশ্বমেধাদি বৃহৎ বা ক্ষুদ্র কর্ম্মকাণ্ডমূলক কোন ক্রিয়া দ্বারাই কোন পাপ দূর হয় না" বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন।

অন্বয়ঃ—সূত উবাচ। অথ (অনন্তরং) তে (পাণ্ডবাঃ) সম্পরেতানাং (মৃতানাং) উদকমিচ্ছতাং (তর্পণজলাভিলাষিণাং) স্বানাং (আত্মীয়ানাং) গঙ্গায়াং উদকং (তর্পণাঞ্জলিং) দাতুং সকৃষ্ণাঃ (দ্রৌপদ্যা সহিতাঃ) স্ত্রিয়ঃ (স্ত্রীঃ) পুরস্কৃত্য (অগ্রতঃ কৃত্বা) যযুঃ (গতবন্তঃ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—অনন্তর পাণ্ডবগণ পরলোকগত আত্মীয়-স্বজনগণের উদ্দেশ্যে তর্পণ করিবার নিমিত্ত (শাস্ত্র-বিধানে) দ্রৌপদীর সহিত স্ত্রীগণকে অগ্রে করিয়া গঙ্গাতীরে গমন করিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ

পুনর্ব্রহ্মাস্ত্রতোঽরক্ষত্তান্ গর্ভে চ পরীক্ষিতম্।
কৃষ্ণস্ততশ্চ পৃথয়া রাজ্ঞঃ শোকস্তথাষ্টমে ॥
স্ত্রিয়ঃ পুরস্কৃত্যেতি। তস্মিন্ কার্য্যে স্ত্রীপুরঃ-
সরত্ববিধানাৎ ॥ ১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই অষ্টম অধ্যায়ে পুনরায় ব্রহ্মাস্ত্র হইতে পাণ্ডবদের ও গর্ভস্থিত পরীক্ষিতের রক্ষাবিধান করিয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকুন্তীদেবী কর্ত্তৃক স্তুত হইলেন, তারপর মহারাজ যুধিষ্ঠিরের শোক বর্ণিত হইয়াছে ॥

স্ত্রীগণকে অগ্রে করিয়া গঙ্গাতীরে গমন করিলেন, সেই কার্য্যে স্ত্রীগণকে অগ্রে রাখাই বিধান-হেতু ॥১॥

তে নিনীয়োদকং সর্ব্বে বিলপ্য চ ভৃশং পুনঃ।
আপ্লুতা হরিপাদাব্জরজঃপূতসরিজ্জলে ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—তে সর্ব্বে (সকৃষ্ণাঃ পাণ্ডবাঃ) উদকং (নিবাপং) নিনীয় (দত্বা) ভৃশং (অতিশয়ং) বিলপ্য চ (বিলাপং কৃত্বা চ) পুনঃ (ভূয়ঃ) হরিপাদাব্জ-রজঃপূতসরিজ্জলে (হরিপাদপদ্মধূলিভিঃ পূতা যা সরিৎ গঙ্গা তস্যা জলে) আপ্লুতাঃ (স্নাতাঃ) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—তাহারা সকলেই স্নানান্তে জলাঞ্জলি প্রদান করিয়া অর্থাৎ তর্পণান্তে অত্যন্ত বিলাপ করিয়া পুনরায় হরিপাদপদ্মধূলিপবিত্রা গঙ্গার জলে স্নান করিলেন ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—নিনীয় দত্বা ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নিনীয়'—অর্থ (জলাঞ্জলি) প্রদান করিয়া ॥ ২ ॥

তত্রাসীনং কুরুপতিং ধৃতরাষ্ট্রং সহানুজম্।
গান্ধারীং পুত্রশোকার্ত্তাং পৃথাং কৃষ্ণাঞ্চ মাধবঃ ॥ ৩ ॥
সান্ত্বয়ামাস মুনিভির্হতবন্ধূন্ শুচার্পিতান্।
ভূতেষু কালস্য গতিং দর্শয়ন্নপ্রতিক্রিয়াম্ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—মাধবঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) মুনিভিঃ (ঋষিভিঃ-সহ) তত্র (তস্মিন্ গঙ্গাতীরে) আসীনং (উপবিষ্টং) সহানুজং (ভীমাদিভিঃ সহিতং) কুরুপতিং (যুধি-ষ্ঠিরং তথা) ধৃতরাষ্ট্রং পুত্রশোকার্ত্তাং (তনয়বিরহ-কাতরাং) গান্ধারীং (দুর্য্যোধনমাতরং পৃথাং (কুন্তীং) কৃষ্ণাং (দ্রৌপদীঞ্চ) হতবন্ধূন্ (বিগতবান্ধবান্) শুচার্পিতান্ (শোককাতরান্ সর্ব্বান্) মুনিভিঃ (ঋষিভিঃ সহ) ভূতেষু (জন্তুষু) কালস্য গতিং (কালচক্রং) অপ্রতিক্রিয়াং (দুরতিক্রমণীয়াং) দর্শয়ন্ (প্রকটয়ন্) সান্ত্বয়ামাস (প্রবোধিতবান্) ॥৩-৪॥

অনুবাদ—সেই গঙ্গাতীরে ভীমাদি ভ্রাতৃগণের সহিত উপবিষ্ট মহারাজ যুধিষ্ঠির, দুর্য্যোধনাদির পিতা ধৃতরাষ্ট্র, পুত্রশোককাতরা দুর্য্যোধনাদির মাতা গান্ধারী, পাণ্ডবজননী কুন্তী এবং পাণ্ডবপত্নী দ্রৌপদী, ইঁহারা বন্ধুবান্ধবগণের নিধনহেতু শোকে অভিভূত হইয়া পড়িলেন, তদ্দর্শনে তাঁহাদের সকলকেই শ্রীকৃষ্ণ মুনিগণের সহিত একযোগে, প্রাণিগণের উপর কালের অপ্রতিহতা গতির কথা বুঝাইয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন ॥ ৩-৪ ॥

বিশ্বনাথ—কুরুপতিং যুধিষ্ঠিরং সহানুজং ভীমাদিসহিতং মুনিভিঃ সহিতঃ ॥ ৩-৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অনুজ ভীমাদির সহিত কুরুপতি যুধিষ্ঠিরকে শ্রীকৃষ্ণ মুনিগণের সাহচর্য্যে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন ॥ ৩-৪ ॥

সাধয়িত্বাজাতশত্রোঃ স্বরাজ্যং কিতবৈর্হৃতম্।
ঘাতয়িত্বাঽসতো রাজ্ঞঃ কচস্পর্শক্ষতায়ুষঃ ॥ ৫ ॥

যাজয়িত্বাশ্বমেধৈস্তং ত্রিভিরুত্তমকল্পকৈঃ।
তদ্‌যশঃ পাবনং দিক্ষু শতমন্যোরিবাতনোৎ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—(সঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) কচস্পর্শক্ষতায়ুষঃ (দ্রৌপদী কেশগ্রহণাদিনা ক্ষতং নষ্টং আয়ুর্যেষাং তান্) অসতঃ (দুষ্টান্) রাজ্ঞঃ (নৃপতীন্) ঘাতয়িত্বা (বিনাশয়িত্বা) কিতবৈঃ (ধূর্ত্তৈঃ) হৃতং (অপহৃতং) অজাতশত্রোঃ (যুধিষ্ঠিরস্য) স্বরাজ্যং সাধয়িত্বা (বিধায়) (তং যুধিষ্ঠিরং) উত্তমকল্পকৈঃ (উৎকৃষ্ট-বিধানৈঃ) ত্রিভিঃ অশ্বমেধৈঃ যাজয়িত্বা শতমন্যোঃ ইব (শতক্রতোঃ ইন্দ্রস্যেব) পাবনং (অতি পবিত্রং) তদ্‌যশঃ (যুধিষ্ঠিরস্য খ্যাতিং) দিক্ষু (সর্ব্বাসু দিক্ষু) অতনোৎ (বিস্তারিতবান্) ॥ ৫-৬ ॥

অনুবাদ—এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ অজাতবৈরী রাজা যুধিষ্ঠিরকে দুর্য্যোধনাদি ধূর্ত্ত রাজগণকর্ত্তৃক অপহৃত তাঁহার সেই নিজ পৈত্রিক রাজ্যে পুনঃস্থাপিত করতঃ দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণদোষে নষ্টায়ু অসাধু রাজগণের বিনাশ সাধনপূর্ব্বক মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে উৎকৃষ্ট-কল্প তিনটী অশ্বমেধ যজ্ঞে দীক্ষিত করাইয়া ইন্দ্রের ন্যায় তাঁহার পবিত্র যশোরাশি চতুর্দ্দিকে বিস্তার করিলেন ॥ ৫-৬ ॥

বিশ্বনাথ—দ্রৌপদ্যাঃ কচগ্রহণাদিনা ক্ষতমায়ুর্যেষাং তান্। যাজয়িত্বেত্যাদি ভাবিকথাসংক্ষেপঃ ॥ ৫-৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণাদির দ্বারা যে সমস্ত রাজন্যবর্গের পরমায়ুঃ নিঃশেষ হইয়াছিল, তাহাদিগকে (বিনাশ করাইয়া)। মহা-রাজ যুধিষ্ঠিরকে তিনটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করাইয়া—ইহা পরবর্ত্তী কালের কথা-সংক্ষেপ ॥ ৫-৬ ॥

আমন্ত্র্য পাণ্ডুপুত্রাংশ্চ শৈনেয়োদ্ধবসংযুতঃ।
দ্বৈপায়নাদিভির্বিপ্রৈঃ পূজিতৈঃ প্রতিপূজিতঃ ॥ ৭ ॥
গন্তুং কৃতমতির্ব্রহ্মন্ দ্বারকাং রথমাস্থিতঃ।
উপলেভেঽভিধাবন্তীমুত্তরাং ভয়বিহ্বলাম্ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—ব্রহ্মন্ (হে শৌনক), (ততঃ) শৈনেয়োদ্ধবসংযুতঃ (শিনের্নপ্তা শৈনেয়ঃ সাত্যকিঃ তেন উদ্ধবেন চ সহিতঃ) (শ্রীকৃষ্ণঃ) পাণ্ডুপুত্রান্ আমন্ত্র্য (সম্ভাষ্য) পূজিতৈঃ (অভিবাদিতৈঃ) দ্বৈপায়নাদিভিঃ বিপ্রৈঃ প্রতিপূজিতঃ (প্রত্যভিবাদিতঃ) দ্বারকাং গন্তুং কৃতমতিঃ (সঃ কৃষ্ণঃ) রথং আস্থিতঃ (সন্) ভয়বিহ্বলাং (ভয়কাতরাং) অভিধাবন্তীং (অভিমুখং ধাবন্তীং) উত্তরাং (পরীক্ষিন্মাতরং) উপলেভে (দদর্শ) ॥ ৭-৮ ॥

অনুবাদ—হে ব্রহ্মন্, তদনন্তর দ্বারকায় গমন করিতে অভিলাষী হইয়া শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণকে যথা-যোগ্য সম্ভাষণপূর্ব্বক বেদব্যাস প্রভৃতি মুনিগণকে পূজা করিলে সেই ঋষিগণ পুনর্ব্বার তাঁহাকে প্রতিপূজা করিলেন। পরে শিনিপৌত্র সাত্যকি এবং উদ্ধবের সহিত রথে আরোহণ করিয়াছেন, এমন সময় অভিমন্যুপত্নী উত্তরা ভয়ব্যাকুলা হইয়া তাঁহার অভি-মুখে দ্রুতবেগে আসিতেছেন দেখিতে পাইলেন ॥৭-৮॥

বিশ্বনাথ—শৈনেয়ঃ শিনের্নপ্তা সাত্যকিঃ ॥ ৭-৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শৈনেয়—শিনির পৌত্র সাত্যকি ॥ ৭-৮ ॥

পাহি পাহি মহাযোগিন্ দেবদেব জগৎপতে।
নান্যং ত্বদভয়ং পশ্যে যত্র মৃত্যুঃ পরস্পরম্ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) মহাযোগিন্ দেবদেব, জগৎপতে, পাহি পাহি (রক্ষ রক্ষ ভয়ে দ্বিরুক্তিঃ) যত্র (লোকে) পরস্পরং (অন্যোহন্যং) মৃত্যুঃ (ভবতি তত্র) ত্বৎ (ত্বত্তঃ) অন্যং (অপরং) অভয়ং (ভয়রহিতং) ন পশ্যে (নৈব জানামি) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—হে পরম জ্ঞানিপুরুষ, হে দেবতার দেবতা, হে বিশ্বস্বামিন্, আমায় রক্ষা করুন্, আমায় রক্ষা করুন্। এই মর্ত্ত্যলোকে—যেস্থলে এক বস্তু অপর বস্তুর বিনাশের কারণ, এই সংসারে আপনি ব্যতীত অন্য কোন বস্তুকে অভয়প্রদ দর্শন করি না, অর্থাৎ আপনি ব্যতীত প্রার্থনা বা স্তবের যোগ্য বিষয় অপর কোন বস্তুই নাই ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—ত্বত্তোহন্যং অভয়ং ন পশ্যামি পরস্পরং একস্য মৃত্যুরন্যস্তস্য মৃত্যুরপরস্তস্যাপ্যন্য ইত্যেবম্ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তোমা ব্যতীত অন্য কাহাকেও অভয়প্রদ দেখি না, কারণ এই জগতে পরস্পর একে অপরের মৃত্যুস্বরূপ, একজন একজনকে হত্যা করিতেছে, তাহাকে আবার অপর একজন হত্যা

করিতেছে, তাহাকে আবার অপরে—এইরূপ ॥ ৯ ॥

অভিদ্রবতি মামীশ শরস্তপ্তায়সো বিভো ।
কামং দহতু মাং নাথ মা মে গর্ভোনিপাত্যতাম্ ॥১০॥

অন্বয়ঃ—(হে) ঈশ (হে বিভো) তপ্তায়সঃ (উত্তপ্তং লৌহময়শল্যং যস্য সঃ) শরঃ মাং অভিদ্রবতি (মম অভিমুখং আয়াতি), হে নাথ, মাং কামং (যথেষ্টং) দহতু (কিন্তু) মে গর্ভ (মম উদরস্থ তনয়ঃ) মা নিপাত্যতাম্ (মৈব বিনশ্যতাম্) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—হে পরমেশ্বর, হে সর্ব্বব্যাপিন্, দেখুন, উত্তপ্ত লৌহশল্যযুক্ত ঐ ব্রহ্মাস্ত্র পীড়ন করিবার জন্য আমার অভিমুখে বেগে আসিতেছে। হে নাথ, উহা আমাকে ইচ্ছামত দগ্ধ করুক্ ক্ষতি নাই, কিন্তু অমার গর্ভস্থ সন্তানটীকে যেন নষ্ট না করে ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—নন্বভিমন্যুনা তেন পত্যা বিনাপি জীবিতং প্রার্থয়সে ন লজ্জসে তত্রাহ কামমিতি ॥১০॥

টীকার বঙ্গানুবাদ— দেখ, তোমার পতি অভিমন্যু ব্যতীতই তুমি জীবিত থাকিতে প্রার্থনা করিতেছ, তাহাতে তোমার লজ্জা হইতেছে না ? এইজন্য বলিতেছেন—কামমিতি, অর্থাৎ আমাকে যথেচ্ছরূপে দগ্ধ করুক, কিন্তু আমার গর্ভস্থ সন্তানটি যেন নষ্ট না হয় ॥ ১০ ॥

শ্রীসূত উবাচ—

উপধার্য্য বচস্তস্যা ভগবান্ ভক্তবৎসলঃ ।
অপাণ্ডবমিদং কর্ত্তুং দ্রৌণেরস্ত্রমবুধ্যত ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীসূত উবাচ। ভক্তবৎসলঃ (ভক্তাভীষ্টপ্রদঃ) ভগবান্ (হরিঃ) তস্যাঃ (উত্তরায়াঃ) বচঃ (বাক্যং) উপধার্য্য (সম্যক্ বিচার্য্য) ইদং (বিশ্বং) অপাণ্ডবং (পাণ্ডবশূন্যং) কর্ত্তুং (সম্পাদয়িতুং) (নিক্ষিপ্তং) দ্রৌণেঃ (পরাভবেন অতিকুপিতস্য দ্রোণপুত্রস্য) অস্ত্রং (ব্রহ্মাস্ত্রং) অবুধ্যত (জ্ঞাতবান্) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—শ্রীসূত কহিলেন,—প্রপন্নপালক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উত্তরার সেই বাক্য অবধারণ করিয়া পরাজিত ক্রুদ্ধ অশ্বত্থামা এই বিশ্ব পাণ্ডবশূন্য করিবার জন্য প্রবৃত্ত হইয়া ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছে, ইহা সম্যক্ বুঝিতে পারিলেন ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—ইদং বিশ্বমপাণ্ডবং কর্ত্তুং প্রবৃত্তস্য দ্রৌণেঃ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ— এই বিশ্ব পাণ্ডবশূন্য করিবার জন্য প্রবৃত্ত দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র—ইহা শ্রীকৃষ্ণ বুঝিতে পারিলেন ॥ ১১ ॥

তর্হ্যেবাথ মুনিশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবাঃ পঞ্চশায়কান্ ।
আত্মনোঽভিমুখান্ দীপ্তানালক্ষ্যাস্ত্রাণ্যুপাদদুঃ ॥১২॥

অন্বয়ঃ—(হে) মুনিশ্রেষ্ঠ। (শৌনক) অথ (অনন্তরং) তর্হি এব (তস্মিন্নেব সময়ে) পাণ্ডবাঃ দীপ্তান্ পঞ্চশায়কান্ (পঞ্চশরান্) আত্মনঃ অভিমুখান্ (স্বেষাং সমীপাগতান্) আলক্ষ্য (অবলোক্য) অস্ত্রাণি (তন্নিবারকাস্ত্রাণি) উপাদদুঃ (গৃহীতবন্তঃ) ॥১২॥

অনুবাদ—হে মুনিশ্রেষ্ঠ, অনন্তর ঠিক সেই সময়েই জ্বলন্ত পাঁচটী বাণ আপনাদের অভিমুখে আসিতেছে দেখিতে পাইয়া পাণ্ডবগণ নিজ নিজ অস্ত্র গ্রহণ করিলেন ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—পাণ্ডবা ইতি। যো যো হি পাণ্ডবংশজঃ স এব পশ্যতি নান্য ইতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পাণ্ডবা ইতি—অর্থাৎ তৎকালেই পাণ্ডবগণ নিজ নিজ অভিমুখে সমাগত প্রদীপ্ত পাঁচটি বাণ দেখিতে পাইলেন। যাঁহারা যাঁহারা পাণ্ডব-বংশ জাত, তাঁহারাই কেবল দেখিতেছে, অপর কেহ নহে, ইহা বোদ্ধব্য ॥ ১২ ॥

ব্যসনং বীক্ষ্য তত্তেষামনন্যবিষয়াত্মনাম্ ।
সুদর্শনেন স্বাস্ত্রেণ স্বানাং রক্ষাং ব্যধাদ্বিভুঃ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—বিভুঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) অনন্যবিষয়াত্মনাং (স্বৈকনিষ্ঠানাং) তেষাং (পাণ্ডবানাং) তৎ ব্যসনং (দুষ্পরিহরাং বিপদং) বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) স্বাস্ত্রেণ (নিজাস্ত্রেণ) সুদর্শনেন স্বানাং (আত্মীয়ানাং) রক্ষাং ব্যধাৎ (চকার) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—অন্যান্য অস্ত্রাদির অনিবার্য্য সেই

ব্রহ্মাস্ত্রঘটিত দুস্তর বিপদ দেখিয়া সর্ব্বব্যাপী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজের সুদর্শন অস্ত্রদ্বারা একান্তভাবে কৃষ্ণগত-প্রাণ আত্মীয় পাণ্ডবগণের রক্ষা বিধান করিলেন ।।১৩।।

বিশ্বনাথ—ব্রহ্মাস্ত্রস্যাস্ত্রান্তরৈরনিবার্য্যত্বাৎ তথা একেন ব্রহ্মাস্ত্রেণ পূর্ব্ববদর্জ্জুনপ্রযুক্তেনাপি প্রতিজনাভিমুখমাগতস্য পৃথক্ পৃথক্ ব্রহ্মাস্ত্রস্য দুর্নিবারত্বাৎ তৎপ্রয়োগাদিকালবিলম্বাসহত্বাচ্চ ব্যসনং দুষ্পরিহারং বীক্ষ্য বিচার্য্য ন্যস্তশস্ত্রোঽপি সুদর্শনেনেত্যাদি তেন স্বপ্রতিজ্ঞাভঙ্গেনাপি ভক্তবাৎসল্যনামানমসাধারণং স্বধর্ম্মং ররক্ষেতি ভাবঃ ।। ১৩ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—অন্য অস্ত্রের দ্বারা ব্রহ্মাস্ত্র অনিবার্য্য বলিয়া, সেইরূপ পূর্ব্বের ন্যায় অর্জ্জুন-প্রযুক্ত একটি ব্রহ্মাস্ত্রের দ্বারাও প্রতিজনের অভিমুখে আগত (শর-রূপী) পৃথক্ পৃথক্ ব্রহ্মাস্ত্রের নিবারণ অসম্ভব-হেতু এবং তৎপ্রয়োগাদির কাল-বিলম্ব অসহনীয়-বশতঃ, সেইরূপ বিপদ্ দুষ্পরিহার বিচার করিয়া ন্যস্তশস্ত্র হইলেও শ্রীকৃষ্ণ নিজ অস্ত্র সুদর্শনের দ্বারা আত্মীয় পাণ্ডবদের রক্ষা বিধান করিলেন। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ অস্ত্র-ধারণ করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, এখানে সুদর্শন-প্রয়োগের দ্বারা স্ব-প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইলেও ভক্তবাৎসল্য নামক অসাধারণ স্বধর্ম্ম তিনি রক্ষা করিলেন—এই ভাব ।। ১৩ ।।

অন্তঃস্থঃ সর্ব্বভূতানামাত্মা যোগেশ্বরো হরিঃ ।
স্বমায়য়াবৃণোদ্গর্ভং বৈরাট্যাঃ কুরুতন্তবে ।। ১৪ ।।

অন্বয়ঃ—সর্ব্বভূতানাং (নিখিল-জীবানাং) আত্মা (অন্তর্য্যামী) যোগেশ্বরঃ (বহিঃস্থোঽপি প্রবেশসমর্থঃ) হরিঃ কুরুতন্তবে (কুরুকুলজাতানাং পাণ্ডবানাং সন্তানায়) বৈরাট্যাঃ (উত্তরায়াঃ) অন্তঃস্থঃ (সন্) স্বমায়য়া (নিজযোগমায়য়া) গর্ভং আবৃণোৎ (আচ্ছাদিতবান্) ।। ১৪ ।।

অনুবাদ—সকল প্রাণীর অন্তর্য্যামী পরমাত্মা ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ শ্রীহরি কুরুবংশজাত পাণ্ডবগণের বংশ-রক্ষার নিমিত্ত বিরাটনন্দিনী উত্তরার উদরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া নিজ যোগমায়ার দ্বারা গর্ভ আবৃত করিলেন ।। ১৪ ।।

বিশ্বনাথ—অন্তঃস্থ ইতি বৈরাট্যা অপি অন্তর্য্যামিরূপেণ স্থিতোঽপি যোগেশ্বরঃ যোগবলেন হরিরিতি কৃষ্ণরূপেণ প্রবিশ্য গর্ভমাবৃণোৎ আবৃত্য স্থিতো ররক্ষেত্যর্থঃ। স্বমায়য়া যোগমায়য়েতি বৈরাট্যা তু তথাভূতত্বেনাবিজ্ঞাত ইত্যর্থঃ। কুরূণাং তন্তবে সন্তানায়। পাণ্ডবা অপি কুরুবংশজা এবেত্যেবমুক্তম্ ।। ১৪ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অন্তঃস্থঃ'—অর্থাৎ বিরাট-নন্দিনী উত্তরার অন্তরে অন্তর্য্যামিরূপে স্থিত হইলেও যোগবলে শ্রীহরি কৃষ্ণরূপে প্রবেশ করিয়া গর্ভ আবরণ-করতঃ অবস্থিত হইয়া রক্ষা করিয়াছিলেন—এই অর্থ। স্বমায়ার দ্বারা অর্থাৎ নিজ যোগমায়ার দ্বারা, কিন্তু উত্তরার এই সমস্তই অবিজ্ঞাত ছিল—এই অর্থ। 'কুরু-তন্তবে'—বলিতে কুরু-বংশের সন্তান রক্ষার নিমিত্ত। পাণ্ডবগণও কুরুবংশ-জাতই—এইজন্য এইরূপ উক্ত হইয়াছে ।। ১৪ ।।

যদ্যপ্যস্ত্রং ব্রহ্মশিরস্ত্বমোঘং চাপ্রতিক্রিয়ম্ ।
বৈষ্ণবং তেজ আসাদ্য সমশাম্যদ্ভৃগূদ্বহ ।। ১৫ ।।

অন্বয়ঃ—হে ভৃগূদ্বহ (হে শৌনক), যদ্যপি ব্রহ্মশিরঃ অস্ত্রং (ব্রহ্মাস্ত্রং) অমোঘং (অব্যর্থং) অপ্রতিক্রিয়ং (দুষ্পরিহরং) (তথাপি) তু বৈষ্ণবং (বিষ্ণোঃ সম্বন্ধি) তেজঃ আসাদ্য (প্রাপ্য) সমশাম্যৎ (সংশান্তমাসীৎ) ।। ১৫ ।।

অনুবাদ—হে ভার্গব শৌনক, যদিও ব্রহ্মাস্ত্র অব্যর্থ এবং অনিবার্য্য, তথাপি বৈষ্ণবতেজোদ্বারা প্রতিরুদ্ধ হওয়ায় উহা সম্যক্‌রূপে শান্ত হইল ।। ১৫ ।।

মা মংস্থা হ্যেতদাশ্চর্য্যং সর্ব্বাশ্চর্য্যময়েঽচ্যুতে ।
য ইদং মায়য়া দেব্যা সৃজত্যবতি হন্ত্যজঃ ।। ১৬ ।।

অন্বয়ঃ—যঃ অজঃ (আদিপুরুষঃ) দেব্যা মায়য়া ইদং (জগৎ) সৃজতি (জনয়তি) অবতি (প্রতিপালয়তি) হন্তি (সংহরতি চ) (তস্মিন্) সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ে (অদ্ভুতবীর্য্যে) অচ্যুতে (শ্রীকৃষ্ণে) এতৎ (ব্রহ্মাস্ত্র-সংযমনং) আশ্চর্য্যং (অত্যদ্ভুতং) মা মংস্থাঃ (ন মন্যস্ব) ।। ১৬ ।।

অনুবাদ—হে ব্রহ্মন্, যে জন্মাদিরহিত পরম পুরুষ

বিষ্ণু নিজ বহিরঙ্গা মায়াশক্তিদ্বারা এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংস করেন, অচিন্ত্যশক্তিমত্তাহেতু পরম-চমৎকারলীলাময় সেই অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে এই ব্রহ্মাস্ত্র-প্রশমন-কার্য্য বিস্ময়কর মনে করিবেন না ॥ ১৬ ॥

ব্রহ্মতেজোবিনির্ম্মুক্তৈরাত্মজৈঃ সহ কৃষ্ণয়া।
প্রয়াণাভিমুখং কৃষ্ণমিদমাহ পৃথা সতী ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ— সতী (সাধ্বী) পৃথা (কুন্তী) ব্রহ্ম-তেজোবিনির্ম্মুক্তৈঃ (ব্রহ্মাস্ত্রাৎ সুরক্ষিতৈঃ) আত্মজৈঃ (তনয়ৈঃ যুধিষ্ঠিরাদিভিঃ) কৃষ্ণয়া চ সহ (মিলিত্বা) প্রয়াণাভিমুখং (দ্বারকাং গন্তুং উদ্যতং) কৃষ্ণং ইদং (বক্ষ্যমাণং বচঃ) আহ (উবাচ) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাভিমুখে গমনোদ্যত হইলে সাধ্বী কুন্তী ব্রহ্মাস্ত্রতেজ হইতে মুক্ত পুত্রগণ ও দ্রৌপদীর সহিত একযোগে তাঁহাকে এইভাবে স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—কৃষ্ণয়া দ্রৌপদ্যা সহ সতী বৈষ্ণবী ॥১৭

টীকার বঙ্গানুবাদ—কৃষ্ণা বলিতে দ্রৌপদীর সহিত, সতী (সাধ্বী) বৈষ্ণবী ॥ ১৭ ॥

শ্রীকুন্ত্যুবাচ—

নমস্যে পুরুষং ত্বাদ্যমীশ্বরং প্রকৃতেঃ পরম্।
অলক্ষ্যং সর্ব্বভূতানামন্তর্ব্বহিরবস্থিতম্ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীকুন্তী উবাচ। আদ্যং পুরুষং (সর্ব্বেষামাদিভূতং) প্রকৃতেঃ পরং (অপ্রাকৃত-তত্ত্বং) ঈশ্বরং (সর্ব্বনিয়ন্তারং) সর্ব্বভূতানাং অন্তর্ব্বহিঃ (পূর্ণত্বেন) অবস্থিতং (তথাপি) অলক্ষ্যং (দুর্জ্ঞেয়ং) ত্বা (ত্বাং) নমস্যে (নমস্করোমি) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—কুন্তী কহিলেন, হে কৃষ্ণ, তুমি কনিষ্ঠ হইলেও আদিপুরুষ। কেননা, তুমি মায়াতীত তত্ত্ব, তুমি মায়ার নিয়ন্তা, অতএব তুমি সকল প্রাণীর অন্তরে ও বাহিরে পূর্ণস্বরূপে অবস্থিত, তথাপি তুমি ইন্দ্রিয়াদির অগম্য বস্তু, তোমাকে প্রণাম করি ॥১৮॥

বিশ্বনাথ—জ্ঞাততাৎকালিকশ্রীকৃষ্ণসর্ব্বকৃত্যা কুন্তী হৃদ্যুদিতস্য তন্মহৈশ্বর্য্যস্য বেগং সোঢ়ুমপারয়ন্তীতি স্তৌতি নমস্যেতি। কিং ভ্রাত্রেয়ং মাং নমস্যসি তত্রাহ পুরুষম্। ননু পুরুষ এবাস্মি কোঽত্র সন্দেহস্তত্রাহ আদ্যম্। ননু দেহানামেবাগমাপায়িত্বং পুরুষো জীবস্ত্বাদ্য এব সর্ব্বস্তত্রাহ ঈশ্বরম্। ননু স্বর্গে ইন্দ্র-চন্দ্রাদ্যা ভূমৌ রাজানোঽপি ঈশ্বরা উচ্যন্তে, তত্রাহ প্রকৃতেঃ পরম্। কিমহমন্তর্য্যামী পুরুষঃ। ন অলক্ষ্যম্। অন্তর্য্যামী বুদ্ধ্যাদিপ্রকাশলক্ষ্য এব। কিং ব্রহ্ম। ন অন্তর্ব্বহিশ্চ অবস্থিতম্। যস্মাদন্তরুত্তরা-গর্ভস্থো বালকঞ্চ রক্ষিতবানসি বহিশ্চাস্মাংশ্চ রক্ষন্ সমীপে তিষ্ঠসীতি ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তৎকালীন শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত কার্য্য বিদিত হইয়া শ্রীকুন্তীদেবী হৃদয়ে উদিত তাঁহার মহান্ ঐশ্বর্য্যের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া স্তব করিতেছেন—'নমস্যে ইতি' অর্থাৎ তোমাকে নমস্কার করিতেছি। যদি শ্রীকৃষ্ণ বলেন—আমি তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র, তোমার কনিষ্ঠ, আমাকে কিজন্য প্রণাম করিতেছ ? তাহাতে বলিতেছেন—'পুরুষং'। যদি বলেন—আমি তো পুরুষই, এই বিষয়ে সন্দেহ কি ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'আদ্যম্' অর্থাৎ তুমিই আদি পুরুষ। যদি বলেন—দেহ-সকলেরই উৎপত্তি ও বিনাশ রহিয়াছে, পুরুষ অর্থাৎ জীব আদ্যই, তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'ঈশ্বরম্' অর্থাৎ সর্ব্বনিয়ন্তা। দেখুন, স্বর্গে ইন্দ্র, চন্দ্র প্রভৃতি এবং পৃথিবীতে রাজগণও ঈশ্বর-শব্দে কথিত হইয়া থাকেন। তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'প্রকৃতেঃ পরম্'—অর্থাৎ প্রকৃতি হইতেও তুমি পৃথক্ শ্রেষ্ঠ পুরুষ। যদি বলেন—আমি কি অন্তর্যামী পুরুষ ? না, তুমি অলক্ষ্য অর্থাৎ দুর্জ্ঞেয়, কিন্তু অন্তর্য্যামী বুদ্ধি প্রভৃতির প্রকাশের দ্বারা লক্ষ্যই অর্থাৎ তাহার বিষয়ীভূত। তাহা হইলে আমি কি ব্রহ্ম ? না, তুমি অন্তরে ও বাহিরেও অবস্থিত, যেহেতু অন্তরে উত্তরার গর্ভে অবস্থিত হইয়া বালককে রক্ষা করিয়াছ, আবার বাহিরেও আমাদের রক্ষা করিয়া আমাদের নিকটেই অবস্থান করিতেছ ॥ ১৮ ॥

মায়াজবনিকাচ্ছন্নমজ্ঞাধোক্ষজমব্যয়ম্ ।
ন লক্ষ্যসে মূঢ়দৃশা নটো নাট্যধরো যথা ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—অজ্ঞা (ভক্তিযোগানভিজ্ঞা অহং) মায়া জবনিকাচ্ছন্নং (মায়া এব জবনিকা তিরস্করিণীরূপা তয়া আচ্ছন্নং) অধোক্ষজং (অধঃ কৃতং অক্ষজং ইন্দ্রিয়জং জ্ঞানং যেন সঃ তং অজ্ঞেয়তত্ত্বং) অব্যয়ং (অপরিচ্ছিন্নং ত্বাং নমস্যে ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ) (ত্বং) নাট্যধরঃ নটঃ যথা (জবনিকামধ্যস্থঃ নাটকাভিনেতা পুরুষ ইব) মূঢ়দৃশা (দেহাভিমানিনা পুংসা) ন লক্ষ্যসে (ন জ্ঞায়সে) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—হে বাসুদেব, তুমি মায়ারূপা অবগুণ্ঠনে আচ্ছাদিত, ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত, অপরিছিন্ন, অচ্যুত, অতএব তোমাকে ভক্তিযোগে অনভিজ্ঞা আমি কেবল নমস্কার করি, কেননা গান-নৃত্য-তালাদিবিশিষ্ট অভিনয়কারীকে যেমন মুগ্ধ দ্রষ্টা চিনিতে পারে না, তদ্রূপ তুমি দেহাভিমানীর দৃষ্টিগোচর হও না ॥১৯॥

বিশ্বনাথ—কিং ত্বং পরিচ্ছিন্নোঽসি ব্যাপকো বেতি ত্বামহং জ্ঞাতুং ন শক্নোমীত্যাহ। মায়ৈব জবনিকা তিরস্করিণী তয়া আচ্ছন্নম্। ননু কিং মায়া মামাবৃণোতি তত্রাহ অজ্ঞা মেঘাচ্ছন্নং সূর্য্যমহং ন পশ্যামীতিবন্মায়য়া মদ্দৃষ্ট্যাচ্ছাদনাৎ ত্বামপ্যাচ্ছন্নং পশ্যামীত্যর্থঃ। যতোঽধোক্ষজং অধঃস্থিতমক্ষজং জ্ঞানং যস্যেতি ঐন্দ্রিয়কং জ্ঞানং যস্যাধঃস্থিতমেব যন্ন দ্রষ্টুং প্রভবতীত্যহমৈন্দ্রিয়কজ্ঞানবতী অজ্ঞৈব চ মাদৃশনিকৃষ্টজনাজ্ঞেয়ত্বে তব ন কাপি ক্ষতিরিত্যাহ অব্যয়মিতি। ননু মাং সাক্ষাৎ পশ্যসি স্তৌষি প্রকৃতেঃ পরত্বেন জানাসি তদপ্যজ্ঞাসীত্যাত্মানং কিমিতি নিন্দসি ইত্যত আহ ন লক্ষ্যস ইতি। নাট্যধরঃ গীয়মানগীতপদার্থাভিনয়রসানুরূপনৃত্যতালাদিবিশিষ্টো নটো মূঢ়দৃশা সঙ্গীতশাস্ত্রানভিজ্ঞেন নটোঽয়ং নটতীত্যেবং দৃষ্টোঽপি যথা ন লক্ষ্যতে ন জ্ঞাততত্ত্বো ভবতি তথৈব ত্বং ময়া দৃষ্টোঽপি ন লক্ষ্যসে ইতি তথেত্যস্য পূর্ব্বেণৈবান্বয়ঃ। পাণ্ডবান্ স্বভক্তান্ পালয়ন্নপি সর্ব্বন্তর্য্যাম্যপি মুহুরপ্যশ্বত্থামাদীন্ পাণ্ডববধার্থমস্ত্রং গ্রাহয়সি স্বয়ং ন্যস্তশস্ত্রোঽপি অস্ত্রং গৃহ্ণাসি শিষ্টপালনপ্রবৃত্তোঽপি ভীষ্মাদীন্ সংহারয়সি দ্রৌপদীসুভদ্রয়োরতিস্নিহ্যন্নপি তৎপুত্রান্ ঘাতয়সীত্যেবমাদিকা তব লীলা কিন্তত্ত্বেত্যহং ন জানামীতি ভাবঃ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তুমি কি পরিচ্ছন্ন অথবা ব্যাপক ? তাহা আমি জানিতে সমর্থ নই, ইহাই বলিতেছেন—'মায়া' ইত্যাদির দ্বারা। মায়াই হইতেছে জবনিকা অর্থাৎ তিরস্করণী, তাহার দ্বারা তুমি আচ্ছন্ন। যদি বলেন—তাহা হইলে কি মায়া আমাকে আবৃত করে ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'অজ্ঞা' অর্থাৎ আমি অনভিজ্ঞা, যেমন মেঘাচ্ছন্ন সূর্য্যকে আমি দেখিতে পাই না (বস্তুতঃ মেঘ সূর্য্যকে আচ্ছন্ন করে না, আচ্ছন্ন করে আমাদের দৃষ্টিকে), তদ্রূপ মায়ার দ্বারা আমার দৃষ্টি আচ্ছন্ন হওয়ায় তোমাকেও আচ্ছন্ন বলিয়া দেখিতেছি—এই অর্থ। যেহেতু তুমি অধোক্ষজ অর্থাৎ অক্ষজ (প্রাকৃত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-জাত) জ্ঞান যেখানে অধঃস্থিত হইয়াছে। ঐন্দ্রয়িক জ্ঞান যাহার নিম্নেই অবস্থান করিতেছে, যেহেতু তোমাকে দেখিতে (জানিতে) আমি সমর্থা নহি, অতএব ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান-সম্পন্না আমি অজ্ঞাই (অর্থাৎ তোমার বিষয়ে অনভিজ্ঞাই)। আর, আমার মত নিকৃষ্ট জনের অজ্ঞেয়ত্বে তোমার কোন ক্ষতি নাই, ইহাই বলিতেছেন—'অব্যয়ম্ ইতি', তুমি অব্যয় (ব্যয়-রহিত, অচ্যুত)।

যদি বলেন—তুমি আমাকে সাক্ষাৎ দেখিতেছ, স্তুতি করিতেছ, প্রকৃতির পর-রূপে জান, তথাপি তুমি অজ্ঞা—এই বলিয়া নিজেকে কিজন্য নিন্দা করিতেছ ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'ন লক্ষ্যসে'—তুমি লক্ষিত অর্থাৎ জ্ঞাত হও না। নাট্যধর অর্থাৎ গীয়মান গীত-পদার্থের অভিনয়-রসের অনুরূপ নৃত্য-তালাদিবিশিষ্ট নট (নাটকাভিনেতা পুরুষ) মূঢ়দৃষ্টি-সম্পন্ন অর্থাৎ সঙ্গীতশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ জনের দ্বারা 'এই নট (অভিনেতা) নৃত্য করিতেছে'—এইরূপ দৃষ্ট হইলেও যেমন লক্ষিত হয় না অর্থাৎ তাহার তত্ত্ব জানিতে পারে না, সেইরূপ তুমি আমার দ্বারা দৃষ্ট হইলেও তোমার তত্ত্ব আমার জ্ঞাত নহে। তুমি নিজভক্ত পাণ্ডবদের পালন করিয়াও, সর্ব্বান্তর্য্যামী হইয়াও, আবার পাণ্ডবদের বধের নিমিত্ত অশ্বত্থামাদিগকে অস্ত্র ধারণ করাইতেছ, নিজে অস্ত্র ত্যাগ করিয়াও অস্ত্র গ্রহণ করিতেছ, শিষ্টজনের পালনে প্রবৃত্ত হইয়াও (শিষ্ট) ভীষ্ম প্রভৃতির সংহার করাইতেছ, দ্রৌপদী ও সুভদ্রার প্রতি অতি স্নেহশীল

হইয়াও তাহাদের পুত্রগণকে নিধন করাইতেছ—এই-রূপ তোমার লীলা কি জাতীয় তত্ত্ববিশিষ্টা, তাহা আমি জানি না, এই ভাব ।। ১৯ ।।

বিবৃতি—শ্রীকুন্তী দেবী অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের স্তব বর্ণন করিতে গিয়া বলিতেছেন,—"কৃষ্ণ তুমি আদি পুরুষ, তোমার জনকজননীসূত্রে কোন প্রাকৃত বস্তু না থাকায় তুমি প্রকৃতির পরপারে অবস্থিত অর্থাৎ কালাভ্যন্তরে তোমার জন্ম, স্থিতি ও লয় নাই। তুমি নিত্য অবস্থিত অপ্রাকৃত আদি পুরুষ। তুমি জড়া প্রকৃতি মাত্র নহ। ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি হইতে দৃশ্যাদৃশ্য জগৎ প্রসূত, সেইরূপ দ্রষ্টার দৃশ্য বস্তু না হওয়ায় তুমি অধোক্ষজ ধর্ম্মবিশিষ্ট অর্থাৎ প্রাকৃত ইন্দ্রিয়দ্বারা কাহারও ভোগ্যবস্তু নহ। আমার ন্যায় মূর্খব্যক্তি ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানে তোমার অব্যয় ইন্দ্রিয়াতীত নিত্য অধিষ্ঠান বুঝিতে পারে না। প্রাকৃত ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানে তুমি দৃষ্ট হও না, তথাপি সকল প্রাণীর ভিতরে বাহিরে তুমিই অধিষ্ঠিত। বাহ্যাভ্যন্তরে দৃশ্য জগৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলিয়া তুমি সেব্যরূপে অবস্থিত হওয়ায় তোমাকে ভোগ্যদর্শনে দেখিতে পাওয়া যায় না। যেরূপ নট কোন ব্যক্তির অভিনয় করিতে গিয়া ভিন্ন ভিন্ন পোষাক ও ভিন্ন ভিন্ন ভাবাদি প্রকাশ করে, আর তাহাকে অভিনয়ের দ্রষ্টৃবর্গ চিনিতে পারে না, সেইরূপ ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানে যে বাহ্যাভ্যন্তর প্রতীতি হয়, তাদৃশ অনুভূতিদ্বারা তুমি গোচরীভূত হও না। তোমার মায়ার আবরণী শক্তি তোমার স্বরূপ দর্শনে বাধা উৎপন্ন করে, তাহাতেই জীবসমূহ সত্য স্বরূপ দর্শনে অকৃতকার্য্য হইয়া আপনাকে ভোক্তা অভিমান করে ।। ১৮-১৯ ।।

তথা পরমহংসানাং মুনিনামমলাত্মনাম্ ।
ভক্তিযোগবিধানার্থং কথং পশ্যেমহি স্ত্রিয়ঃ ।। ২০ ।।

অন্বয়ঃ মুনীনাং (মননশীলানাং) অমলাত্মনাং (নিবৃত্তরাগাদীনাং) পরমহংসানাং (আত্মানাত্মবিবেকিনাং অপি) তথা (তেন নিজ মহিমা ন লক্ষ্যসে) ভক্তিযোগবিধানার্থং (ভক্তিযোগং কারয়িতুং অবতীর্ণং ত্বাং) স্ত্রিয়ঃ (বিমুগ্ধাঃ বয়ং) কথং হি (কেন প্রকারেণ) পশ্যেম (জ্ঞাতুং শক্তাঃ নহীত্যর্থঃ) ।। ২০ ।।

অনুবাদ—আত্মানাত্ম বিবেকী মননশীল নিবৃত্তরাগ পুরুষগণও তোমাকে তোমার মহিমাপ্রভাবহেতু দৃষ্টি-গোচর করিতে পারেন না, অতএব নিজের প্রতি ভক্তি করাইবার জন্য অবতীর্ণ তোমাকে আমাদের ন্যায় স্ত্রীজাতি কিপ্রকারে দর্শন করিতে পারিবে ? ।। ২০ ।।

বিশ্বনাথ—স্ত্রীজাতের্মম কা বার্ত্তা সর্ব্বজ্ঞা মুনয়ঃ পরমহংসা অপি যল্লীলামাধুর্য্যেণাকৃষ্টাঃ ভজন্ত্যেব তদ্ভজনতত্ত্বমপ্যবিদ্বাংসো লীলালাস্যং কিং জ্ঞাস্যন্তীত্যাহ পরমেতি। অমলাত্মনাং গুণময়মালিন্যান্নিষ্ক্রান্তানাং জীবন্মুক্তানামিত্যর্থঃ। তেষামপি ভক্তিযোগবিধানং অর্থঃ প্রয়োজনং যস্য তম্। যদুক্তং (ভাঃ ১।৭।১০) আত্মারামাশ্চেত্যাদৌ কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিতি ।।২০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—আমি স্ত্রীজাতি, আমার কি কথা (অর্থাৎ আমি ত' অতি সামান্য একজন স্ত্রীলোকমাত্র, তোমার তত্ত্ব আমি কি বুঝিব ?) সর্ব্বজ্ঞ মুনিগণ, পরমহংসগণও যাঁহার লীলামাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া ভজনই করেন, কিন্তু তাঁহার ভজন-তত্ত্বও জানিতে পারেন না, আর তাঁহার লীলা-লাস্য কি জানিবেন ? —এইজন্য বলিতেছেন—'পরমেতি'। অমলাত্মা অর্থাৎ গুণময় মালিন্য হইতে নিষ্ক্রান্ত জীবন্মুক্তগণের—এই অর্থ। তাঁহাদেরও ভক্তিযোগ করাইবার জন্য অবতীর্ণ তোমাকে আমি কি করিয়া জানিতে পারি ? যেরূপ উক্ত হইয়াছে—"আত্মারাম নির্গ্রন্থ মুনিগণ উরুক্রম শ্রীভগবানে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন। শ্রীহরির এইরূপই গুণ" ।।২০।।

মধ্ব—ভক্তিযোগবিধানবিষয়ম্ ।। ২০ ।।

বিবৃতি—রজস্তমোগুণাতীত বাহ্যদর্শনে অলুব্ধ পরমহংসগণও তোমার সেবা করিতে সমর্থ হন না, সুতরাং আমরা ইন্দ্রিয়জজ্ঞানপরায়ণ অশিক্ষিতা স্ত্রীগণ কি প্রকারে তোমার সেবাবিধান করিবার জন্য তোমাকে দেখিতে পাইব ? ভাগবত পরমহংসগণ তোমার লীলামাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া তোমাকে ভজন করেন। সকল পরমহংসগণেরই তুমি যখন সেবা গ্রহণ কর না, তখন আমাদের তাহাতে ত' কোন প্রকার যোগ্যতাই থাকিতে পারে না ।। ২০ ।।

কৃষ্ণায় বাসুদেবায় দেবকীনন্দনায় চ।
নন্দগোপকুমারায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—কৃষ্ণায় বাসুদেবায় (বসতি সর্ব্বত্র অথবা বাসয়তি সর্ব্বং আত্মকুক্ষিমধ্যে ইতি বাসুদেবঃ তস্মৈ সর্ব্বব্যাপিনে ইত্যর্থঃ) দেবকীনন্দনায় (দেবকী-পুত্রায়) নন্দগোপকুমারায় গোবিন্দায় চ নমঃ নমঃ (কেবলং পুনঃ পুনঃ নমস্করোমি) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—হে কৃষ্ণ, সকল অবতার অপেক্ষা তুমি কৃষ্ণই অতিশ্রেষ্ঠ, আবার এই অবতারের তুমি যাঁহা-দিগকে নিজ সম্পর্কে প্রীতিমান ও কৃতার্থ করিয়াছ তন্মধ্যে আমার ভ্রাতা বসুদেবই অতিধন্য, কেননা তাঁহাকে পিতৃত্বে বরণ করায় তোমার নাম বাসুদেব। পিতা বসুদেব অপেক্ষা অধিকতর স্নেহবৎসলা ও ধন্যা মাতা দেবকীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে অধিকতর ধন্য ও সমৃদ্ধিমতী করিয়াছ, এজন্য তুমি দেবকীনন্দন ; তদপেক্ষা অধিকতর মধুর স্নেহবৎসল গোপরাজ নন্দ ধন্য, কেননা তিনিই তোমার কৌমার-লীলা-মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়াছেন, অতএব তুমি নন্দরাজকুমার ; তদপেক্ষা অধিকতর প্রীতিমতী রাজ্ঞী যশোদা ধন্যা, এজন্য তুমি যশোদানন্দন ; তোমার কৌমারলীলা অপেক্ষা ব্রজের কৈশোরলীলা-মাধুর্য্য শ্রেষ্ঠ, কেননা তুমি তোমার কৈশোর-লীলায় সকলের সকল ইন্দ্রিয় আকর্ষণ করিয়া আনন্দ উপভোগ কর, এজন্য তুমি গোবিন্দ। তোমায় বারংবার প্রণাম করি ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—অতঃ সর্ব্বাবতারেষু মধ্যে ত্বমেবাতি-শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ কৃষ্ণায়েতি। তত্রাপি যাংস্ত্বং স্বীকরোষি তেষ্বপি প্রেমবৎসু ধন্যেষু মধ্যে মদ্ভ্রাতা অতিধন্যো যস্তে পিতেত্যাহ বাসুদেবায়েতি। ততোঽপি অধিক-প্রেমবতী দেবকী ধন্যা যা তে মাতেত্যাহ দেবকীং নন্দয়সি তদীয়গর্ভে স্থিত্যা তাং সর্ব্বতোঽপি সমৃদ্ধি-মতীং করোষীত্যর্থঃ। ততোপ্যধিকপ্রেমবান্ নন্দো ধন্য ইত্যাহ নন্দগোপস্য কুমারায় কৌমার-লীলামাধুর্য্যং স এবাস্বাদয়ামাসেতি ভাবঃ। ততোঽপি প্রেমবতী ধন্যা যশোদেত্যগ্রিমশ্লোকে বক্ষ্যতে। কৌমারলীলা-তোঽপি ব্রজস্থস্য তব কৈশোরলীলামাধুর্য্যমধিকমিত্যাহ গোবিন্দায়েতি। কৈশোরারম্ভ এবাভিষেকানন্তরং গোবিন্দনামখ্যাতেঃ তদৈব গাঃ সর্ব্বেষাং সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি বিন্দসি আকৃষ্য প্রাপ্নোসীত্যর্থঃ। অসাধারণ্যেন তদা-স্বাদকজনাস্তু রহস্যত্বেন স্বীয়রসাস্বাদনানৌচিত্যেন চ নোট্টঙ্কিতাঃ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব সকল অবতারের মধ্যে তুমিই অতিশয় শ্রেষ্ঠ ইহাই বলিতেছেন—'কৃষ্ণায়' ইত্যাদি শ্লোকে। সেখানেও তুমি যাঁহাদের স্বীকার করিয়াছ, সেই প্রেমবান্ ধন্য ব্যক্তিদের মধ্যেও আমার ভ্রাতা (বসুদেব) অতিধন্য, যিনি তোমার পিতা, এইজন্য বলিলেন—'বাসুদেবায়', সেই বসুদেব-নন্দনকে আমি প্রণাম করি। তাঁহা হইতেও অধিক প্রেমবতী দেবকী ধন্যা, যিনি তোমার মাতা, এইজন্য বলিলেন—'দেবকীনন্দনায়' অর্থাৎ দেবকীকে আনন্দিত করিতেছ, তাঁহার গর্ভে অবস্থিতির দ্বারা তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে সমৃদ্ধিমতী করিতেছ—এই অর্থ। তাঁহা হইতেও অধিক প্রেমবান্ শ্রীনন্দ মহারাজ ধন্য, এই জন্য বলিলেন—'নন্দগোপ-কুমারায়' অর্থাৎ নন্দগোপের কুমার (তোমাকে আমি নমস্কার করি), তোমার কৌমার লীলার মাধুর্য্য তিনি আস্বাদন করিয়াছেন—এই ভাব। তাঁহা অপেক্ষাও প্রেমবতী ধন্যা মা যশোদা—ইহা পরবর্ত্তী শ্লোকে বলিবেন। কৌমার লীলা হইতেও ব্রজস্থিত তোমার কৈশোর-লীলার মাধুর্য্য অধিক—ইহাই বলিতেছেন, 'গোবিন্দায়' ইতি। কৈশোরের আরম্ভেই (দেবরাজ ইন্দ্র ও সুরভি-কর্ত্তৃক) তোমার অভিষেকের অনন্তর 'গোবিন্দ' এই নামের খ্যাতি, তখন হইতেই 'গাঃ' অর্থাৎ সকলের সকল ইন্দ্রিয় 'বিন্দসি' অর্থাৎ আকর্ষণ করিয়া প্রাপ্ত হইতেছে—এই অর্থ। কিন্তু অসাধারণ্যরূপে তাঁহার আস্বাদক যে সকল জন (অর্থাৎ পরম প্রেমবতী অধিরূঢ় মহাভাববতী শ্রীরাধিকা প্রভৃতি), অতিরহস্যহেতু এবং নিজের (মাতৃস্থানীয়া কুন্তীদেবীর) আস্বাদনের অনৌচিত্য-বশতঃ এখানে উল্লেখ হয় নাই ॥ ২১ ॥

নমঃ পঙ্কজনাভায় নমঃ পঙ্কজমালিনে।
নমঃ পঙ্কজনেত্রায় নমস্তে পঙ্কজাঙ্ঘ্রয়ে ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—পঙ্কজনাভায় (পঙ্কজং নাভৌ যস্য তস্মৈ) নমঃ পঙ্কজমালিনে (পঙ্কজানাং মালা অস্তি

যস্য তস্মৈ) নমঃ পঙ্কজনেত্রায় (পঙ্কজবৎ প্রসন্নে নেত্রে যস্য তস্মৈ) নমঃ পঙ্কজাঙ্ঘ্রয়ে (পঙ্কজাঙ্কিতৌ অঙ্ঘ্রী যস্য তস্মৈ) তে (তুভ্যং) নমঃ ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—তোমার নাভিদেশে পদ্ম, গলদেশে পদ্মের মালা, নয়নযুগল পদ্মের ন্যায় প্রসন্ন, পাদদ্বয় পদ্মাঙ্কিত, অতএব তোমাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—অহন্তু তেষাং মধ্যে ন গণনীয়া তদপি মন্নেত্রসুখদোঽসীত্যাহ নমঃ পঙ্কজেতি। তব নাভিমালানেত্রাদিষু পতিতা মে দৃষ্টিঃ সুখশীতলী ভবতীতি ভাবঃ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদিও আমি তাঁহাদের মধ্যে গণনীয়া নহি, তথাপি তুমি আমার নেত্রের সুখপ্রদ, তাহাই বলিতেছেন 'নমঃ পঙ্কজ' ইত্যাদি। তোমার নাভি, মালা, নেত্রাদিতে পতিত আমার দৃষ্টি সুশীতল হইতেছে, এই ভাব ॥ ২২ ॥

যথা হৃষীকেশ খলেন দেবকী
কংসেন রুদ্ধাতিচিরং শুচার্পিতা।
বিমোচিতাহঞ্চ সহাত্মজা বিভো
ত্বয়ৈব নাথেন মুহুর্বিপদ্‌গণাৎ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—বিভো হৃষীকেশ! (হে সর্ব্বশক্তিমন্ ইন্দ্রিয়পতে) খলেন (নৃশংসেন) কংসেন (কংসাসুরেণ) অতিচিরং (বহুকালং) রুদ্ধা শুচার্পিতা (শোকাভিভূতা) দেবকী যথা (ত্বয়া) বিমোচিতা (তথা) সহাত্মজা (সপুত্রা) অহঞ্চ (অহমপি) নাথেন (প্রতিপালকেন ত্বয়া) মুহুঃ (বারংবারং) বিপদ্‌গণাৎ (বিপৎ সমূহাৎ বিমোচিতা) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—হে ইন্দ্রিয়াধিপতে, যেরূপ তোমার মাতা দেবকীকে ক্রূর কংস বহুকাল যাবৎ কারারুদ্ধ করায় তিনি শোকে অভিভূত হইলে তুমি তাঁহাকে কারামুক্ত করিয়াছিলে তদ্রূপ হে সর্ব্বব্যাপিন্ বিষ্ণো, পুত্র পাণ্ডবগণের সহিত আমার তুমি রক্ষক বা পালকরূপে বিপদ্‌রাশি হইতে বার বার মুক্ত করিয়াছ ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চাহমতিদীনা ত্বয়া মাতেব পালিতেত্যাহ যথেতি। হে হৃষীকেশেতি মদন্তঃকরণং ত্বমেব জানাসীতি ভাবঃ। অহঞ্চ তথা মোচিতা কিন্তু সহাত্মজেতি ময়ি বিশেষেণ তব দয়া তত্র হেতুঃ শুচার্পিতা শুচায়াং শোক এব মৎকর্ম্মণা অহমর্পিতা ইতি তস্যাঃ সকাশাদপ্যহমতি দুঃখিনীত্যর্থঃ। কিঞ্চ ত্বয়ৈব নাথেনেতি তস্যাস্তু নাথো বাসুদেবো বিদ্যতে ইত্যপত্যান্তরোৎপত্তিসংভাবনায়া বিদ্যমানত্বাৎ ত্বঞ্চাপত্যচূড়ামণিরভূরেব কিমন্যৈরপালিতৈর্নিকৃষ্টৈঃ ষড়্-গর্ব্ভৈরিতি ভাবঃ। কিঞ্চাহং মুহুঃ পুনঃ পুনরপি যো বিপদাং গণস্তস্মান্মোচিতা সা তু সকৃদেব কংসহেতুকো যো বিপদ্‌গন্ধ এব তস্মাদেব মোচিতা তত্রাপি মদগর্ভে পরমেশ্বরো জনিষ্যত ইতি মনোঽনুলাপসুখাভিমানবত্যাঃ কুতো বিপদ্‌গন্ধোঽপি তদনন্তরং বিপৎ কাপি তস্যা নাভূদেবেতি। অহমেব সর্ব্বতোঽপ্যতিদীনেতি ময়ি তব দীনবন্ধুত্বাদেব দয়া ন ত্বহং দেবকীব ত্বয়ি প্রেমবতী ভাগ্যবতী বেতি ভাবঃ ॥২৩॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আর, আমি অতি দীন হইলেও তোমা কর্ত্তৃক মাতার মত পালিত হইয়াছি—ইহা বলিতেছেন—'যথা' ইত্যাদি শ্লোকে। হে হৃষীকেশ! (হৃষীক ইন্দ্রিয়সমূহের যিনি ঈশ, নিয়ামক), আমার অন্তঃকরণ তুমিই জান—এই ভাব। (যেমন তোমার মাতা দেবকী খল কংস কর্ত্তৃক দীর্ঘকাল কারারুদ্ধ হইলে, শোকাভিভূতা তাঁহাকে তুমিই মুক্ত করিয়াছ), সেইরূপ আমিও তোমা কর্ত্তৃক মুক্ত হইয়াছি, কিন্তু আমি একাকী নহি, পুত্রগণের সহিতই, ইহাতে আমার প্রতি তোমার বিশেষ দয়া, তাহার কারণ, আমার কর্ম্মবশতঃ আমি শোকে অর্পিতা হইয়াছিলাম, (ওখানে কিন্তু খল কংস তাঁহাকে রুদ্ধ করিয়াছিল), এই জন্য সেই দেবকী হইতেও আমি অধিক দুঃখিনী—এই অর্থ। আরও, তুমিই আমার নাথ অর্থাৎ রক্ষকরূপে (আমাকে বিপৎসমূহ হইতে বার বার রক্ষা করিয়াছ)। কিন্তু তাঁহার (দেবকীর) রক্ষক তাঁহার স্বামী বসুদেব বিদ্যমান, এইজন্য অন্য পুত্রের উৎপত্তির সংভাবনা থাকায় এবং তুমিই পুত্র-চূড়ামণি হইয়াছ, অতএব অন্য অপালিত নিকৃষ্ট ছয়টি গর্ভের কি প্রয়োজন? এই ভাব।

আরও, আমি মুহুঃ বার বার যে বিপৎসমূহের গণ (রাশি), তাহা হইতে মুক্ত হইয়াছি, কিন্তু সেই দেবকী একবারই কংস-নিমিত্ত যে বিপদের গন্ধই,

তাহা হইতেই মুক্ত হইয়াছে। সেখানেও 'আমার গর্ভে পরমেশ্বর জন্মগ্রহণ করিবেন'—ইহা বার বার মনে উদিত হওয়ার সুখাভিমানবতী তাঁহার বিপদের গন্ধও কোথায়? অর্থাৎ তাহার পর তাঁহার কোন বিপদই ছিল না। কিন্তু আমি সর্ব্বতোভাবে অতি দীনা, এই জন্য তুমি দীনবন্ধু বলিয়া আমার প্রতি তোমার দয়া, কিন্তু আমি দেবকীর মত তোমাতে প্রেমবতী অথবা ভাগ্যবতী নই—এই ভাব ॥ ২৩ ॥

বিষান্মহাগ্নেঃ পুরুষাদদর্শনা-
দসৎসভায়া বনবাসকৃচ্ছ্রতঃ।
মৃধে মৃধেঽনেকমহারথাস্ত্রতো
দ্রৌণ্যস্ত্রতশ্চাস্ম হরেঽভিরক্ষিতাঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) হরে! বিষাৎ (ভীমস্য বিষ-মোদকদানাৎ) মহাগ্নেঃ (জতুগৃহদাহাৎ) পুরুষাদ-দর্শনাৎ (পুরুষাদাঃ হিড়িম্বাদয়ো রাক্ষসাঃ তেষাং দর্শনাৎ) অসৎসভায়াঃ (দ্যূতস্থানাৎ) (তথা) মৃধে মৃধে (পুনঃ পুনঃ সংগ্রামেষু) মহারথাস্ত্রতঃ (ভীষ্মা-দীনাং অস্ত্রসমূহাৎ) দ্রৌণ্যস্ত্রতঃ চ (ইদানীং অশ্ব-ত্থাম্নঃ ব্রহ্মাস্ত্রাৎ চ ত্বয়া বয়ং) অভিরক্ষিতাঃ (অভিতঃ রক্ষিতাঃ) অস্মঃ (অভবামঃ) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—হে শ্রীহরি, তুমি আমাদিগকে বিষ মিশ্রিত মোদকজনিত মৃত্যু হইতে, জতুগৃহদাহ এবং হিড়িম্বাদি রাক্ষসগণের নেত্রপথ হইতে, দ্যুতস্থান এবং বনবাসরূপ কষ্ট হইতে ও প্রত্যেক যুদ্ধেই ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি বহু মহারথীর প্রাণঘাতী অস্ত্রসমূহ এবং সম্প্রতি অশ্বত্থামার এই ব্রহ্মাস্ত্র হইতে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিয়াছ ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—বিপদগণমেব দর্শয়তি। বিষাদ্ভীমস্য বিষমোদকদানাৎ মহাগ্নের্জতুগৃহদাহাৎ পুরুষাদা হিড়িম্বাদয়ো রাক্ষসাঃ অসৎসভায়া দ্যূতস্থানাৎ ॥২৪॥

টীকার বাঙ্গনুবাদ—বিপৎসমূহই দেখাইতেছেন। বিষ হইতে অর্থাৎ ভীমকে বিষ-মিশ্রিত মোদক দান হইতে, মহাগ্নি অর্থাৎ জতুগৃহ-দাহ হইতে, পুরুষাদ মানুষ-ভক্ষক হিড়িম্ব প্রভৃতি রাক্ষসগণ হইতে, অসৎ-সভা অর্থাৎ দ্যূতক্রীড়ার স্থান হইতে ॥ ২৪ ॥

বিপদঃ সন্তু তাঃ শশ্বত্তত্র তত্র জগদ্গুরো।
ভবতো দর্শনং যৎ স্যাদপুনর্ভবদর্শনম্ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—জগদ্গুরো! (হে শ্রীকৃষ্ণ) তত্র তত্র (তস্মিন্ তস্মিন্ বিষয়ে) অস্মাকং তাঃ (পূর্ব্বোক্তাঃ) বিপদঃ শশ্বৎ (বারম্বারং) সন্তু (আগচ্ছন্তু ইতি যাবৎ) যৎ (যাসু বিপৎসু) অপুনর্ভবদর্শনং (নাস্তি পুনরপি ভবদর্শনং যস্মাৎ তৎ) ভবতঃ (তব) দর্শনং (সাক্ষাৎকারঃ) স্যাৎ (ভবেৎ) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—হে বিশ্বপতি কৃষ্ণ, যে সব বিপদ্ উপস্থিত হইলে আমাদের ভাগ্যে পুনর্জন্মরহিতকারক অর্থাৎ মোক্ষপ্রদ তোমার দুর্ল্লভ দর্শন লাভ ঘটে, আমাদিগের সেই সমস্ত বিপদ্ পূর্ব্বোক্ত বিচিত্র অবস্থানিচয়ের মধ্যে চিরদিনই যেন উপস্থিত হয় ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ তা বিপদ এব মে সম্পদ এবেত্যাহ—বিপদ ইতি। হে জগতাং গুরো হিত-কারিত্বেন সকৃপোত্থবিপদঞ্জনপ্রদানেন সম্পৎপ্রমাদ-ঘূর্ণাধ্বংসিন্, যদ্যাসু বিপৎসু ভবতো দর্শনং কীদৃশং নাস্তি পুনরপি ভবস্য সংসারদুঃখস্য দর্শনং যতঃ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আর, সেই সকল বিপদ্-গুলিই আমার সম্পদই—ইহা বলিতেছেন, 'বিপদঃ' ইতি। হে জগৎগুরো! হিতকারিত্ব-রূপে নিজের কৃপা হইতে উত্থিত বিপদ্-রূপ অঞ্জনপ্রদানের দ্বারা হে সম্পৎরূপ প্রমাদের ঘূর্ণাবর্ত্ত-ধ্বংসকারিন্, যে যে বিপৎসমূহে তোমার দর্শন লাভ হয়। কি প্রকার দর্শন? অপুনর্ভব-দর্শন অর্থাৎ যে তোমার দর্শন হইতে পুনরায় সংসার দুঃখের দর্শন হয় না (অর্থাৎ তোমার দর্শনলাভে জীবের আর বার বার জন্মগ্রহণ করিতে হয় না) ॥ ২৫ ॥

মধ্ব—অপুনর্ভবং দর্শয়তি ॥ ২৫ ॥

বিবৃতি—প্রাকৃতভোগপরায়ণ ব্যক্তিগণ ইন্দ্রিয়-তর্পণে বাধাপ্রাপ্ত হইলেই আপনাদিগকে বিপদ্গ্রস্ত মনে করেন। ভয়, শোক, এষণা প্রভৃতি বৃত্তিসমূহ জীবকে বিপথগামী করিয়া সংসারে উন্নতি করিবার জন্য প্রবৃত্ত করায়; সেই সকল তাহাদের অক্ষজ-জ্ঞানের ফলমাত্র। আমি কিন্তু তাদৃশ ভোগময় বিচার অনুমোদন করি না। প্রাকৃত দৃশ্য জগতে

ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে দেখিতে গিয়া আমাদের স্বরূপ আবৃত্ত হয়। তখন অপ্রয়োজনীয় নশ্বর বস্তুলাভের আশায় আমরা একেবারে আবদ্ধ হইয়া পড়ি। কিন্তু অধোক্ষজ পরমপুরুষ তুমি দৃগ্‌গোচর হইলে তুমি ব্যতীত অন্য প্রকার বন্ধন আমাদিগকে আবদ্ধ করিতে সমর্থ হয় না। তোমার দর্শনে পৃথিবীর যাবতীয় নশ্বর ইন্দ্রিয়তৃপ্তি হইতে মুক্ত হই। তোমার সেবা ব্যতীত ভববন্ধ-মোচনের আর অন্য উপায় নাই ॥ ২৫ ॥

জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রীভিরেধমানমদঃ পুমান্‌।
নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চনগোচরম্‌ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রীভিঃ (সৎকুলোৎপত্তি-বিত্তবিদ্যারূপৈঃ) এধমানমদঃ (বর্দ্ধিতোঽহঙ্কারঃ) পুমান্‌ (জনঃ) অকিঞ্চনগোচরং (নাস্তি ত্বদন্যৎ কিমপি যেষাং তে জড়াভিমানশূন্যা ভক্তাস্তেষামেব বিষয়ভূতং) ত্বাং (শ্রীকৃষ্ণং) অভিধাতুং (হে কৃষ্ণ গোবিন্দেতি বক্তুমপি) ন অর্হতি (শক্নোতি) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—হে কৃষ্ণ! সৎকুল, ধন, বিদ্যা ও রূপাদি লাভে যাহার অহঙ্কার বর্দ্ধিত হইয়াছে সেই ব্যক্তি নিরভিমান নিষ্কাম ভক্তের লভ্য তোমার শ্রীকৃষ্ণ, গোবিন্দ ইত্যাদি শুদ্ধনাম কখনও কীর্ত্তন করিতে নিশ্চয়ই সমর্থ হয় না ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—লোকে সম্পদ এব বিপদ ইত্যাহ জন্মেতি। অভিধাতুং কৃষ্ণগোবিন্দেত্যভিধানমপি বক্তুম্‌ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই জগতে সম্পদই বিপৎ—ইহা বলিতেছেন, 'জন্ম' ইত্যাদি শ্লোকে। তোমার শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ ইত্যাদি নামও উচ্চারণ করিতে সমর্থ হয় না ॥ ২৬ ॥

বিবৃতি—প্রাকৃত জীবসমূহ আভিজাত্য, প্রভুত্ব, বিদ্যার প্রতিভা ও সৌন্দর্য্য প্রভৃতির বর্দ্ধনকল্পে প্রমত্ত হয়। সেই সকলে বাগ্‌বেগগ্রস্ত হইয়া তোমার নাম কীর্ত্তনে যোগ্যতা লাভ করে না। যাহার কিছু ভোগ-বাসনা আছে, তুমি এরূপ ব্যক্তির অনুভবনীয় হও না। জীবের চিত্তবৃত্তি ভোগে আবদ্ধ হইলে ভোগ ও ত্যাগাতীত রাজ্যের কোন সন্ধানই সে পায় না, সুতরাং শ্রীভগবানের নামগ্রহণ প্রভৃতি সেবায় তাহাদের যোগ্যতা সম্ভবপর নহে। আভিজাত্যাদি ভোগের উপাদানসমূহ প্রবল থাকিলে অধোক্ষজ ভগবদ্‌বস্তুকেও ভোগ্যজগতের অন্যতম জ্ঞান হয়। কিন্তু মায়িক বস্তু ও বৈকুণ্ঠ পরস্পর নিত্যকাল বিভিন্ন। ভোগ-ভূমিকায় ভগবদ্বস্তুর সন্ধান পাওয়া যায় না, ভোগ্য-বস্তুসকলকেই প্রয়োজনীয় বোধ হয়। বৈকুণ্ঠ বস্তুর নাম-রূপ-গুণ-লীলা অভিন্ন, মায়িক বস্তুতে ঐগুলি পৃথক্‌ পৃথক্‌। সেই জন্য বৈকুণ্ঠকে মায়িকবস্তুর অন্যতম জ্ঞান আভিজাত্যাদি লোলুপ ব্যক্তির পক্ষে স্বাভাবিক ॥ ২৬ ॥

নমোঽকিঞ্চনবিত্তায় নিবৃত্তগুণবৃত্তয়ে।
আত্মারামায় শান্তায় কৈবল্যপতয়ে নমঃ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—অকিঞ্চনবিত্তায় (বিত্তং সর্ব্বস্বং যস্য তস্মৈ ভক্তবৎসলায় ইত্যর্থঃ) নিবৃত্তগুণবৃত্তয়ে (নিবৃত্তাঃ নিরস্তাঃ গুণবৃত্তয়ঃ ধর্ম্মার্থকামবিষয়া যস্মাৎ তস্মৈ নির্গুণায় ইতি যাবৎ) (অতঃ) আত্মা-রামায় (পূর্ণানন্দস্বরূপায়) শান্তায় (রাগাদিরহিতায়) কৈবল্যপতয়ে (মুক্তিং দাতুং সমর্থায় তুভ্যং) নমঃ ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—নিষ্কিঞ্চন ভক্তগণই তোমার সর্ব্বস্ব ; তুমি ধর্ম্মার্থকামমোক্ষবাঞ্ছারূপ বিষয়ে বীতস্পৃহ, কেননা তুমি স্বতঃই আনন্দভোক্তা, অতএব তুমি কেবল রাগাদি কামনা রহিত নও, পরন্তু মোক্ষ-প্রদাতা ; অতএব তোমাকে বারম্বার প্রণাম করি ॥২৭॥

বিশ্বনাথ—অকিঞ্চনা ন বিদ্যতে কিঞ্চিন্মাত্রং প্রাকৃতং বস্তু অপি তু ত্বল্লক্ষণং পূর্ণচিদানন্দস্বরূপং বস্তুস্তি যেষাং তে একান্তভক্তা এব বিত্তানি ধনানীবাতি-প্রেমাস্পদানি সর্ব্বতঃ সংগোপনীয়াশ্চ যস্য তস্মৈ তেষাং বিত্তায়েতি বা নন্বকিঞ্চনা দরিদ্রা উচ্যন্তে সত্যম্‌। ভগবদ্ভক্তানাং মায়াগুণবৃত্ত্যুত্থাঃ সম্পদো ন ভবন্তীত্যাহ। নিবৃত্তাঃ গুণবৃত্তয়ো বিষয়ভোগা যস্মাৎ তস্মৈ। অকিঞ্চনভক্তেষ্বেবাসক্তিমুক্ত্বা অন্যেষু ত্বৌদাসীন্যমাহ আত্মারামায়েতি। ভক্তানামপরাধে সত্যপি ন ত্বং কুপ্যসীত্যাহ শান্তায় স্বভক্তে স্বনুগ্রহায়। মুমুক্ষুভক্তেষূপকারকত্বমাহ কৈবল্যেতি ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ— 'অকিঞ্চন-বিত্তায়' অর্থাৎ অকিঞ্চনগণ যাঁহার বিত্ত-স্বরূপ, সেই তোমাকে নমস্কার করি। অকিঞ্চন বলিতে যাঁহাদের কিছু-মাত্রও প্রাকৃত বস্তু নাই, কিন্তু পরিপূর্ণ চিদানন্দ-স্বরূপ তোমার মত বস্তু যাঁহাদের রহিয়াছে, তাঁহারা অকিঞ্চন অর্থাৎ তোমার একান্ত ভক্তগণ, তাঁহারাই যাঁহার নিকট ধনের মত অতি প্রেমাস্পদ এবং সর্ব্বদিক্ হইতে সংগোপনীয়, সেই তোমাকে নমস্কার করিতেছি। অথবা, অকিঞ্চনগণের বিত্ত-স্বরূপ তোমাকে নমস্কার করি। যদি বলেন—দেখুন, অকিঞ্চনগণ দরিদ্র বলিয়া উক্ত হয়, তাহার উত্তরে বলিতেছেন—সত্য, ভগবদ্ভক্তগণের মায়ার গুণবৃত্তির দ্বারা উত্থিত সম্পৎসকল হয় না, ইহাই বলিতেছেন— 'নিবৃত্ত-গুণবৃত্তয়ে' যাঁহা হইতে গুণ-বৃত্তিসমূহ যে বিষয়ভোগ, তাহা নিবৃত্ত হয়, সেই তোমাকে নমস্কার। অকিঞ্চন ভক্তগণেই শ্রীভগবানের আসক্তি বলিয়া, অন্যের প্রতি ঔদাসীন্য বলিতেছেন—'আত্মারামায়' অর্থাৎ অন্যের প্রতি তুমি পূর্ণানন্দ-স্বরূপ, (সেই তোমাকে প্রণাম করি)। তোমার ভক্তগণের অপরাধ হইলেও তুমি ক্রুদ্ধ হও না—তাহাই বলিতেছেন, শান্তায় অর্থাৎ স্বভক্তগণের প্রতি তুমি অনুকম্পাশীল। কিন্তু মুমুক্ষু ভক্তগণের প্রতি উপকারকত্ব-মাত্র, ইহাই বলিতেছেন—'কৈবল্যপতয়ে' অর্থাৎ মোক্ষপ্রদাতা তোমাকে নমস্কার করি ॥ ২৭ ॥

বিবৃতি—কৃষ্ণেতর বস্তুতে বস্তু বা সম্পদ্জ্ঞান হইতে জীবের জড় জগতে 'আমি আমার' বুদ্ধি হয়। হরিসেবোন্মুখ বুদ্ধিতে চতুর্দ্দশভুবন দেবীধামের কোন সম্পৎ জীবস্বরূপ আবরণ করিতে সমর্থ হয় না, তখনই জীব কৃষ্ণসম্পৎ প্রাপ্ত্যাশায় কৃষ্ণেতর কোন বস্তুতে অহংমমতাভাবের আরোপ করে না। কৃষ্ণ অকিঞ্চনগণেরই একমাত্র সম্পৎ। তাঁহারাই কৃষ্ণের একমাত্র সম্পৎ। শ্রীভগবান্ বদ্ধজীবের ন্যায় বিষয় ভোগ করেন না। বদ্ধজীব তাঁহাকে বিষয়জ্ঞানেও ভোগ করিতে সমর্থ হয় না অর্থাৎ তিনি ইন্দ্রিয়-তর্পণের বস্তুবিশেষ নহেন। তিনি চিন্ময় বিষয়েরই একমাত্র ভোক্তা —চিন্ময়স্বরূপলব্ধ জীবের একমাত্র সেব্য। ভগবানের কেবলানুভূতিবিষয়ে প্রাকৃত বিচারে নানাপ্রকার মতবাদ উত্থাপিত হইয়াছে; নির্ব্বিশেষকে কেহ কেহ কৈবল্য বলিয়া ধারণা করেন, আবার কেবলা ভক্তিদ্বারা কেবল ভক্তের একমাত্র ভজনীয় বস্তুবিচারে তিনি কৈবল্যপতি। নির্ব্বিশেষ-বিচারে নির্ব্বিশিষ্ট ভাবের প্রদাতা। তাদৃশ আত্ম-বঞ্চিত জীবগণকে কৈবল্যপতি কখনই নির্ব্বিশিষ্ট হইতে দেন না, তথাপি যোগপন্থিগণের মধ্যে ধর্ম্ম-মেঘের সঞ্চারে যে কৈবল্যভাবের কথা প্রচারিত আছে, তাহা মূঢ়বুদ্ধি অতৃপ্ত জীবগণের জন্য। প্রকৃত প্রস্তাবে কৈবল্যপতি অবিমিশ্রাভক্তিফলে স্বীয় প্রেমসেবা প্রদান করিয়া থাকেন। একান্ত ভক্তগণই ভগবন্নিষ্ঠ। ভগবদ্ভক্তগণই আত্মারাম। তাঁহাদেরই ভজনীয় ও সেব্যবস্তু কৃষ্ণ শান্ত ও আত্মারাম। কৃষ্ণ ও তদ্ভক্ত কখনই অনাত্মবস্তুতে ক্রীড়াবিশিষ্ট নহেন ॥ ২৭ ॥

মন্যে ত্বাং কালমীশানমনাদিনিধনং বিভুম্।
সমং চরন্তং সর্ব্বত্র ভূতানাং যন্মিথঃ কলিঃ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ— ত্বাং ঈশানং (নিয়ন্তারং) অনাদি-নিধনং (আদ্যন্তশূন্যং) বিভুং (প্রভুং) সর্ব্বত্র সমং (তুল্যরূপেণ) চরন্তং (বর্ত্তমানং) কালং (ন তু কেবলং দেবকীপুত্রং) মন্যে (সম্ভাবয়ামি) যৎ (যতঃ ত্বত্তঃ নিমিত্তভূতাদ্) ভূতানাং (প্রাণিনাং) মিথঃ (পরস্পরং) কলিঃ (কলহঃ ভবতীতি শেষঃ) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—হে কৃষ্ণ! তুমি সকলেরই কালস্বরূপ, শুধু দেবকীপুত্র নহ; কারণ তুমি সকলের নিয়ন্তা, তোমার কোন আদি বা অন্ত নাই; তুমি প্রভু, তোমার সর্ব্বত্র সমভাবে অবস্থিতি; যেহেতু পার্থসারথি হইলেও তোমাকে নিমিত্তস্বরূপ করিয়া প্রাণিগণই পরস্পর কলহ করিয়া থাকে বস্তুতঃ তোমাতে স্বরূপতঃ বৈষম্য নাই ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—ভক্তাপরাধিষু সংহারকত্বমাহ কাল-মিতি। নত্বাসক্ত্যৌদাসীন্যোপকারকত্বাপকারকত্বৈরপি ত্বয়ি বৈষম্যমিত্যাহ সমমিতি। যদ্ যত্র মিথঃ কলিঃ কলহঃ ঈশ্বরো দুঃখদঃ সুখদঃ সমো বিষমো নির্ঘৃণঃ সঘৃণ ইত্যাদি ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভক্তাপরাধীর সংহারকত্ব বলিতেছেন—'কালম্' ইতি। কিন্তু আসক্তি, ঔদাসীন্য, উপকারকত্ব বা অপকারকত্বের দ্বারাও তোমাতে কোন

বৈষম্য নাই, তাহাই বলিতেছেন—'সমং' অর্থাৎ তুমি তুল্যরূপ। তোমাকে নিমিত্ত করিয়া প্রাণিগণ পরস্পর কলহ করিয়া থাকে। তুমি ঈশ্বর, দুঃখদ, সুখদ, সম, বিষম, অকরুণ, সকরুণ ইত্যাদি কলহ ॥ ২৮ ॥

মধ্ব—তত্তদ্যোগ্যতয়া সমত্বম্ ॥ ২৮ ॥

বিবৃতি—ভগবদ্বস্তুকে জড়ের অন্যতম জ্ঞানে মানবগণ তাঁহাকে কালাধীন মনে করেন। ভগবান্‌কে অপরের অনুগ্রহাধীন মনে করেন। জড়বস্তুর অন্যতমজ্ঞানে তোমাতেও পক্ষপাত আছে, মনে করেন। তুমি অধোক্ষজ আত্মবস্তু, তাহা না বুঝিতে পারিয়া জগতে নানাপ্রকার মতবাদ স্থান পাইয়াছে ॥ ২৮ ॥

———

ন বেদ কশ্চিদ্ভগবংশ্চিকীর্ষিতং
তবেহমানস্য নৃণাং বিড়ম্বনম্।
ন যস্য কশ্চিদ্দয়িতোঽস্তি কর্হিচিদ্
দ্বেষ্যশ্চ যস্মিন্ বিষমা মতির্নৃণাম্ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ভগবন্! নৃণাং বিড়ম্বনং ঈহমানস্য (কুর্ব্বতঃ) তব (অনুকরণং) চিকীর্ষিতং (অভপ্সিতং) কশ্চিৎ (কোঽপি জনঃ) ন বেদ (নৈব জানাতি) যস্য (তব) কর্হিচিৎ (কদাপি) কশ্চিৎ (কোঽপি) দয়িতঃ (প্রিয়ঃ) দ্বেষ্যশ্চ (শত্রুরপি) ন অস্তি যস্মিন্ (ত্বয়ি) নৃণাং (মনুষ্যাণাং) মতিঃ (বুদ্ধিঃ) বিষমা (অনুগ্রহনিগ্রহরূপা ভবতি) ॥২৯॥

অনুবাদ—হে ঈশ্বর, তোমার কোনকালে কেহই প্রিয় মিত্র অথবা অপ্রিয় শত্রু নাই। অতএব তুমি মানবগণের লৌকিকী লীলানুকরণে উদ্যত হইয়া যাহা সম্পাদন করিতে অভিলাষ কর, তোমার সেই অভীপ্সিত বিষয় কেহই জানিতে পারে না। তোমাতে মানবগণ অনুগ্রহ নিগ্রহরূপ বিপর্য্যয় বুদ্ধি করিয়া থাকে ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—ননু তত্র কলহে তত্ত্বনিশ্চায়কঃ কো ভবেৎ তত্র ন কোঽপীত্যাহ ন বেদেতি দ্বাভ্যাম্। নৃণাং শাস্ত্রবিবাদিনাং তেষাং বিড়ম্বনং জ্ঞানবৈফল্যং ঈহমানস্য ইচ্ছতঃ। যদ্বা রামকৃষ্ণাদ্যবতারে স্বীয়েন নরত্বেন নৃণাং নরমাত্রাণামেব বিড়ম্বনং ঈহমানস্য তাদৃশসৌন্দর্য্যসাদ্গুণ্যেচরিত্রাদ্যদর্শনাদন্যেন বা বিড়ম্বিতা এবং ভবন্তীতি ভাবঃ। নৃণাং নরমাত্রাণাং বিষমা মতিরিতি যথা সূর্য্যস্য সূর্য্যকান্তশিলায়াং স্বতুল্যধর্ম্মত্বপ্রদানেনাসক্তৌ অন্ধেষু ঔদাসীন্যে চক্রবাকেষূপকারিত্বে ঘূকতস্করান্ধকারাদিষ্বপকারিত্বে লক্ষ্যমাণেঽপি ন তস্য বৈষম্যং কিন্তু তত্র তত্র বস্তুসাদ্গুণ্যবৈগুণ্যাদেব কারণমিতি বোধ্যম্ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—সেই কলহে তত্ত্ব নির্দ্ধারণকারী বিচারক কে হইবে? তাহার উত্তর দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন—কেহই তোমাকে জানিতে পারে না। সেই সমস্ত শাস্ত্র-বিবাদী ব্যক্তিগণের বিড়ম্বনামাত্র, তাহাদের জ্ঞানের বিফলতাই লাভ হয়। 'ঈহমানস্য' অর্থাৎ কার্য্য করিতে অভিলাষী তোমার। অথবা, শ্রীবলরাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি অবতারে স্বীয় নরাকৃতি-রূপে নরলোকের অনুকরণ করিতে ইচ্ছুক তোমার তাদৃশ সৌন্দর্য্য, সাদ্গুণ্য, চরিত্রাদির অদর্শন-হেতু অন্য জন এইপ্রকার বিড়ম্বিত হইতেছে—এই ভাব। তোমার লীলাদি দর্শন করিয়া মানবমাত্রের বিষমা মতি অর্থাৎ তাহাদের বুদ্ধির বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে। যেমন সূর্য্যের সূর্য্যকান্ত শিলাতে স্বতুল্য ধর্ম্মত্ব-প্রদান-হেতু সেখানে অভিনিবেশ-বশতঃ অন্ধ, ঔদাসীন্য ও চক্রবাক্ পক্ষিগণের উপকারিত্ব এবং পেচক, তস্কর, অন্ধকারাদিতে অপকারিত্ব লক্ষ্যমাণ হইলেও বস্তুতঃ সূর্য্যের কোন বৈষম্য নাই, কিন্তু সেখানে সেখানে বস্তুর সাদ্গুণ্য ও বৈগুণ্য হইতেই বৈষম্যের কারণ উপলব্ধি হয়, ইহা বোদ্ধব্য ॥ ২৯ ॥

———

জন্ম কর্ম্ম চ বিশ্বাত্মন্নজস্যাকর্ত্তুরাত্মনঃ।
তির্য্যঙ্‌নৃষিষু যাদঃসু তদত্যন্তবিড়ম্বনম্ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) বিশ্বাত্মন্! অজস্য (জন্মরহিতস্য) অকর্ত্তুঃ (কর্ত্তৃত্বাভিমানশূন্যস্য) আত্মনঃ (পরমাত্মনঃ তে) তির্য্যঙ্‌নৃষিষু যাদঃসু (বরাহাদিরূপেণ পশুষু রামাদিরূপেণ নরেষু নরনারায়ণাদিরূপেণ ঋষিষু মৎস্যাদিরূপেণ জল জন্তুষু) (যৎ) জন্ম (অবতারঃ) কর্ম্ম (লীলা) চ তৎ অত্যন্তং বিড়ম্বনং (অত্যাশ্চর্য্যম্) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—হে জগদন্তর্য্যামিন্, তুমি অনাদি ও

নিষ্ক্রিয়, তুমি পরমাত্মা অন্তর্য্যামী, তুমি পশুলীলায় বরাহাদিরূপে, নরলীলায় রামাদিরূপে, ঋষিলীলায় নরনারায়ণাদিরূপে, জলজন্তুলীলায় মৎস্যাদিরূপে অবতীর্ণ হইয়া যে যে ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিয়াছ তৎ-সমস্তই কেবল অভিনয় অর্থাৎ লোকপ্রবঞ্চনা মাত্র ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ তদপি তব সাম্যবৈষম্যকর্ত্তৃত্বা-কর্ত্তৃত্বজন্মবত্ত্বাঽজত্বাদিষু সিদ্ধান্তান্নির্বিদ্য। লীলৈবাস্বা-দনীয়েত্যাহ জন্মেতি দ্বাভ্যাম্। অজস্য জন্ম অকর্ত্তুঃ কর্ম্ম তত্রাপি তির্য্যগাদিষু তচ্চ তচ্চ তব সর্ব্বোৎকৃষ্ট-স্যেশ্বরস্যাত্যন্তবিড়ম্বনম্। তত্তজ্জাতীয়ার্থেনাত্মনো ন্যূন-ত্বাঙ্গীকারাৎ। তথাহি বারাহে জন্মনি ঘ্রাণেন পৃথ্ব্যাঃ পদবীং বিজিঘ্রন্নিত্যাদিনা সর্ব্বজ্ঞত্বেঽপীশ্বরত্বেঽপি বাস্তবশূকর এবাভূর্যমবলোক্য জহাস চাহো বনগোচরো মৃগ ইত্যেব ন তত্ত্বজ্ঞাস্ত্বাং কর্ম্মাধীনং জীবমেব মন্যন্ত ইতি ভাবঃ। অত্রাজত্বাকর্ত্তৃত্বয়োরেব সত্যত্বে জন্মকর্ম্ম লক্ষণয়োর্লীলয়োর্ম্মিথ্যাত্বং। তথাত্বে চ তয়া শুকদেবা-দ্যাত্মারামগণচিত্তাকর্ষণস্যাসঙ্গতিঃ। গী ৪।৯ জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ইতি ভগবদুক্তেশ্চ জন্মকর্ম্মণোঃ সত্যত্বে অজত্বাকর্ত্তৃত্বয়োরসংগতিরিতি। তস্মাদচিন্ত্যানন্তশক্তিমতো ভগবতঃ কো বেদ তত্ত্বমিতি ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, সেইরূপ হইলেও তোমার সাম্য, বৈষম্য, কর্ত্তৃত্ব, অকর্ত্তৃত্ব, জন্মবত্ত্ব, অজত্বাদিতে সিদ্ধান্ত হইতে নির্ব্বিণ্ণ হইয়া (অর্থাৎ বিচার করিতে অসমর্থ-হেতু) তোমার লীলাই আস্বাদনীয়া—ইহাই 'জন্ম' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন। অজ অর্থাৎ যিনি জন্মরহিত, তাঁহার জন্ম, যিনি অকর্ত্তা, তাঁহার কর্ম্ম, তাহাতে আবার তির্য্যগাদি যোনিতে জন্ম। সেই সেই রূপে জন্ম ও তজ্জাতীয় কর্ম্ম, সর্ব্বোৎকৃষ্ট সর্ব্বনিয়ামক ঈশ্বর তোমার অত্যন্ত বিড়ম্বনা (অতি আশ্চর্য্যজনক), কারণ সেই সেই রূপের প্রয়োজনে নিজের ন্যূনত্ব (হীনতা) অঙ্গীকার করিতে হইয়াছে। যেমন বরাহ অবতারে (প্রাকৃত শূকরের মত) 'ঘ্রাণের দ্বারা পৃথিবীর পদবী অন্বেষণ করিতে করিতে' ইত্যাদি এবং সর্ব্বজ্ঞত্ব ও ঈশ্বরত্ব বিদ্যমান থাকিলেও বাস্তব শূকর মূর্ত্তিই অবলোকন করিয়া হিরণ্যাক্ষ উপহাসের হাসি হাসিয়া বলিলেন—"অহো! ইহাকে দেখিতেছি, একটা বন্য শূকর!" —এইরূপ হইলেও তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ তোমাকে কর্ম্মাধীন জীব বলিয়া মনে করেন না, এই ভাব। এখানে ভগবানের অজত্ব এবং অকর্ত্তৃত্ব সত্য হইলে জন্ম ও কর্ম্মরূপ লীলার মিথ্যাত্বই প্রতিপাদিত হয়। তাহা হইলে (অর্থাৎ জন্ম ও কর্ম্মাদি লীলা মিথ্যা হইলে) শ্রীশুক-দেবাদি আত্মারামগণের চিত্তের আকর্ষণ অসঙ্গত হয়। আর, "আমার দিব্য জন্ম ও কর্ম্ম যিনি তত্ত্বতঃ জানেন" ইত্যাদি শ্রীগীতার ভগবানের উক্তি অনুসারে তাঁহার জন্ম ও কর্ম্ম সত্য হইলে, অজত্ব এবং অকর্ত্তৃত্বের অসঙ্গতি হয়। অতএব অচিন্ত্য অনন্ত শক্তিমান্ শ্রীভগবানের তত্ত্ব কে জানিতে সমর্থ? (অর্থাৎ কেহই তাঁহার তত্ত্ব জানিতে পারে না, শ্রীভগবান্ যাঁহাকে যতটুকু জানান, তিনি তাহাই মাত্র জানেন) ॥ ৩০ ॥

বিবৃতি—তোমাকে জড়ের অন্যতমজ্ঞানে ইন্দ্রিয় জ্ঞানগম্য বস্তু জানিয়া জীবের নানাপ্রকার ভ্রান্তির উদয় হয়। প্রাকৃত জগতে বদ্ধজীবের জন্ম কর্ম্মাদির ন্যায় তোমার বিভিন্ন কুলে অবতার, বুঝিতে না পারিয়া তোমাতে অনাত্ম বিচার স্থাপন করে ॥ ৩০ ॥

গোপ্যাদদে ত্বয়ি কৃতাগসি দাম তাবদ্
যা তে দশাশ্রুকলিলাঞ্জনসম্ভ্রমাক্ষম্।
বক্ত্রং নিনীয় ভয়ভাবনয়া স্থিতস্য
সা মাং বিমোহয়তি ভীরপি যদ্বিভেতি ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—গোপী (যশোদা) কৃতাগসি (দধিভাণ্ড-স্ফোটনরূপাপরাধং কৃতবতি) ত্বয়ি (ত্বাং বদ্ধুং) যাবৎ) দাম (রজ্জুং) আদদে (জগ্রাহ) তাবৎ (তৎক্ষণমেব) অশ্রুকলিলাঞ্জনসম্ভ্রমাক্ষং (অশ্রুভিঃ কলিলং ব্যামিশ্রং অঞ্জনং যয়োঃ তে চ সম্ভ্রমে ব্যাকুলে অক্ষিণী যস্মিন্ তৎ) বক্ত্রং (মুখমণ্ডলং) নিনীয় (অধঃকৃত্বা) ভয়ভাবনয়া (তাড়য়িষ্যতি ইতি ভয়স্য ভাবনয়া) স্থিতস্য যৎ (যতঃ ত্বত্তঃ) ভীঃ অপি (স্বয়ং) বিভেতি তে (তস্য তব) যা দশা (যাদৃশী অবস্থা আসীৎ ইতি শেষঃ) সা (অবস্থা) মাং বিমোহয়তি (বিমুগ্ধাং করোতি) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—গোপরাজ-পত্নী যশোদা, দধিভাণ্ড ছিদ্রীকরণাপরাধে তোমাকে যে মুহূর্ত্তে বন্ধন করিবার জন্য রজ্জুগ্রহণ করিলেন অমনি তোমার নেত্রাঞ্জন অশ্রু মিশ্রিত হওয়ায় ব্যাকুলনয়নে তুমি মুখটী নত করিয়া মাতা তাড়না করিবেন এই ভয়ে ভীত হইয়া চিন্তামগ্ন হইলে সাক্ষাৎ মহাকালেরও ভয়স্বরূপ সেই তোমার তৎকালে যে অবস্থা হইয়াছিল তাহা স্মরণ করিয়া আমি এখনও বিমুগ্ধ হইতেছি ।। ৩১ ।।

বিশ্বনাথ—তস্মাৎ তব লীলামেবাস্বাদয়ামীত্যাহ। গোপী যশোদা ত্বয়ি কৃতাগসি দধিমন্থনীস্ফোটনং কৃতবতি সতি যাবদ্দাম রজ্জুং আদদে জগ্রাহ তাবৎ তৎক্ষণমেব তে তব যা দশা অবস্থা সা মাং বিমোহয়তি কিম্ভূতস্য অশ্রুভিঃ কলিলং ব্যামিশ্রং অঞ্জনং সংভ্রমঃ আবেগশ্চাক্ষোর্যত্র তদ্বক্তুং নিনীয় অধঃ কৃত্বা তাড়য়িষ্যতীতি ভয়স্য ভাবনয়া স্থিতস্য তদ্‌যতস্তত্তঃ ভীরপি স্বয়ং বিভেতি তস্য তে দশা তেন পূর্ব্বোক্তানন্দগোপাদপ্যতিপ্রেমবতী যশোদা ধন্যা যয়া তবৈতাদৃশো বশীকার ইতি সূচিতম্। অত্র ভীরপি যদ্বিভেতি ইত্যুক্ত্যেব কুন্ত্যা ঐশ্বর্য্যজ্ঞানং ব্যক্তীভূতং ভয়ভাবনয়া স্থিতস্যেত্যন্তর্ভয়স্য চ তয়া সত্যত্বমেবাভিমতং অনুকরণমাত্রত্বে জ্ঞাতে তস্যা মোহো ন সংভবেদিতি জ্ঞেয়ম্। অতএব তবেহমানস্য নৃণাং বিড়ম্বনমিত্যাদৌ বিড়ম্বনমনুকরণমিতি ব্যাখ্যান্তরং পরাহতম্ ।। ৩১ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব তোমার লীলাই আমি আস্বাদন করি—তাহা বলিতেছেন—'গোপী' ইত্যাদি শ্লোকে। গোপী শ্রীযশোদা, তুমি অপরাধ করিলে অর্থাৎ দধি-মন্থন পাত্র ভঙ্গ করিলে, যখন রজ্জু গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই ক্ষণে তোমার যে অবস্থা হইয়াছিল, তাহা আমাকে বিমোহিত করিতেছে। কিরূপ তোমার? তাহা বলিতেছেন—তোমার নয়নের অঞ্জন অশ্রুমিশ্রিত হওয়ায় ব্যাকুল নয়নে তুমি মুখটী নত করিয়া, মাতা তাড়না করিবেন, এই ভয়ে ভাবনাযুক্ত হইয়া অবস্থিত যে তুমি, যে তোমা হইতে মহাকালও স্বয়ং ভীত হয়, সেই তোমার তাৎকালিক অবস্থা (আমাকে বিমোহিত করে)। ইহার দ্বারা পূর্ব্বোক্ত গোপরাজ শ্রীনন্দ মহারাজ হইতেও অতিশয় প্রেমবতী মা যশোদা ধন্যা, যাঁহার দ্বারা তোমার এতাদৃশ বশীকার—ইহা সূচিত হইতেছে।

এখানে 'ভীরপি যদ্বিভেতি' অর্থাৎ মহাকালও যাঁহা হইতে ভীত হয়—এই উক্তির দ্বারা কুন্তীদেবীর ঐশ্বর্য্যজ্ঞান প্রকাশ পাইয়াছে, সেইরূপ মাতা তাড়না করিবেন এই ভয়ে চিন্তাযুক্ত হইয়া অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণের অন্তরের ভয়—শ্রীকুন্তীদেবী সত্য বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা অনুকরণমাত্র হইলে তাঁহার মোহের সম্ভাবনা হইত না, ইহা জানিতে হইবে। অতএব 'তবেহমানস্য নৃণাং বিড়ম্বনম্' অর্থাৎ নরলীলার অনুকরণ করিতে অভিলাষী তোমার—ইত্যাদি শ্লোকে 'বিড়ম্বনং' অর্থ অনুকরণ। ইহার দ্বারা অন্য ব্যাখ্যা পরাহত হইল ।। ৩১ ।।

বিবৃতি—তোমার বালজনোচিত ভয় ও উৎকণ্ঠা আমাদের ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে মোহ উৎপাদন করাইবার নিমিত্ত, কিন্তু তুমি অধোক্ষজ বস্তু বলিয়া সেরূপ প্রাকৃত জ্ঞানগম্য নহ। তোমাকে সাক্ষাৎ ভয়ও সর্ব্বদা ভয় করে, সেইজন্য তোমাতে কোন ভীত্যাদির আরোপ করা আমাদের মূঢ়তামাত্র ।। ৩১ ।।

কেচিদাহুরজং জাতং পুণ্যশ্লোকস্য কীর্ত্তয়ে।
যদোঃ প্রিয়স্যান্ববায়ে মলয়স্যেব চন্দনম্ ।। ৩২ ।।

অন্বয়ঃ—কেচিৎ (কেচন ভক্তাঃ) অজং (জন্মরহিতং ত্বাং) মলয়স্য (মলয়াচলস্য কীর্ত্তয়ে বংশে বা) চন্দনং ইব পুণ্যশ্লোকস্য (পবিত্রযশসঃ) প্রিয়স্য (যুধিষ্ঠিরস্য) কীর্ত্তয়ে (যশসে) যদোঃ (তস্যৈব কীর্ত্তয়ে ইতি বা) অন্ববায়ে (যদুবংশে) জাতং (উৎপন্নং) আহুঃ (কথয়ন্তি) ।। ৩২ ।।

অনুবাদ—মলয় পর্ব্বতের যশোবৃদ্ধির নিমিত্ত যেমন চন্দন বৃক্ষের জন্ম হয় তদ্রূপ পুণ্যশ্লোক প্রিয় যুধিষ্ঠিরের অথবা পবিত্রকীর্ত্তি যদুর কীর্ত্তির জন্য তদ্বংশে জন্ম রহিত ভগবান্ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ইহা কেহ কেহ বলিয়া থাকেন ।। ৩২ ।।

বিশ্বনাথ—এবং ত্বঞ্চ ন চেৎ প্রাদুরভবিষ্যস্তদা জগন্মোহনীয়া লীলা কেন বাস্বাদয়িষ্যতেতি প্রাদুর্ভাবকারণমেব মতভেদেন বহুপ্রকারমাহ কেচিদিতি। পুণ্যশ্লোকস্য যুধিষ্ঠিরস্য পুণ্যশ্লোকো নলো রাজা পুণ্যশ্লোকো যুধিষ্ঠিরঃ ইতি পুণ্যশ্লোকত্বেন তদানীং

তস্যৈব প্রসিদ্ধেঃ যদোরন্ববায়ে বংশে যদোরেব কীর্ত্তয়ে ইতি বা মলয়স্য কীর্ত্তয়ে বংশে বা চন্দনং যথা ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই প্রকারে তুমি যদি আবির্ভূত না হইতে, তাহা হইলে তোমার এই জগন্মোহিনী লীলা কে বা আস্বাদন করিতে পারিত? এই প্রাদুর্ভাবের কারণই মতভেদে বহুপ্রকার বলিতেছেন—'কেচিৎ' ইত্যাদি শ্লোকে। পুণ্যশ্লোক অর্থাৎ পবিত্র যশস্বী মহারাজ যুধিষ্ঠিরের (কীর্ত্তি-বর্ধনের জন্য যদুবংশে তুমি অবতীর্ণ হইয়াছ, ইহা কেহ কেহ বলেন)। "পুণ্যশ্লোক রাজা নল, পুণ্যশ্লোক যুধিষ্ঠির"—এই উক্তি অনুসারে তৎকালে পুণ্যশ্লোক-রূপে মহারাজ যুধিষ্ঠিরেরই প্রসিদ্ধি ছিল। 'যদোরন্ববায়ে' অর্থাৎ যদুর বংশে, অথবা যদুরই কীর্ত্তি-বর্ধনের জন্য, যেমন মলয় পর্ব্বতের কীর্ত্তির জন্য সেই বংশে (সেখানে) চন্দন বৃক্ষের জন্ম হয় ॥ ৩২ ॥

অপরে বাসুদেবস্য দেবক্যাং যাচিতোঽভ্যগাৎ।
অজস্ত্বমস্য ক্ষেমায় বধায় চ সুরদ্বিষাম্ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—অপরে (অন্যে ভক্তাঃ) বাসুদেবস্য (ভার্য্যায়াং) দেবক্যাং যাচিতঃ (তাভ্যামেব পূর্ব্বং সুতপঃপৃশ্নিরূপাভ্যাং প্রার্থিতঃ সন্ ইত্যর্থঃ) অজঃ (জন্মরহিতোঽপি) ত্বং অস্য (জগতঃ) ক্ষেমায় (মঙ্গলায়) সুরদ্বিষাং (অসুরাণাং) বধায় চ (বিনাশায় চ) পুত্রত্বং অভ্যগাৎ (স্বীকৃতবান্) ॥৩৩॥

অনুবাদ—এই জগতের মঙ্গল এবং অসুরগণের বধের নিমিত্ত স্বয়ং জন্মরহিত হইলেও তোমাকে যাচ্ঞা করায় পূর্ব্বজন্মে সুতপা পৃশ্নিরূপী ক্ষত্রিয় দম্পতি বসুদেব ও দেবকীর পুত্রত্ব সর্ব্বতোভাবে প্রাপ্ত হইয়াছ অর্থাৎ অঙ্গীকার করিয়াছ ইহা কেহ কেহ বলিয়া থাকেন।

বিশ্বনাথ—অজ এব ত্বমভ্যগাৎ পুত্রত্বমিতি শেষঃ। প্রথমপুরুষস্ত্বার্ষঃ। অর্ভত্বমিতি পাঠঃ সুগমঃ তাভ্যামেব পূর্ব্বং সুতপঃপৃশ্নিরূপাভ্যাং যাচিতঃ সন্ অস্য জগতঃ ক্ষেমায় ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অজ'—অর্থাৎ জন্মরহিত হইয়াও তুমি পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছ। 'অভ্যগাৎ'—এখানে প্রথম পুরুষের প্রয়োগ আর্ষ। 'অর্ভত্বং'—এই পাঠের অর্থ সুগম, অর্থাৎ তাঁহাদের পুত্রত্ব স্বীকার করিয়াছ। বসুদেব ও দেবকীর পূর্ব্বজন্মে সুতপা ও পৃশ্নিরূপে প্রার্থিত হইয়া, এই জগতের মঙ্গলের জন্য (তাঁহাদের পুত্রত্ব অঙ্গীকার করিয়াছ) ॥ ৩৩ ॥

ভারাবতরণায়ান্যে ভুবো নাব ইবোদধৌ।
সীদন্ত্যা ভূরিভারেণ জাতো হ্যাত্মভুবার্থিতঃ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—উদধৌ (সমুদ্রে) ভূরিভারেণ (প্রবল ভারেণ) সীদন্ত্যাঃ (মগ্নপ্রায়ায়াঃ) নাবঃ (নৌকায়াঃ) ইব, ভুবঃ (পৃথিব্যাঃ) ভারাবতরণায় (ভারহরণার্থং) আত্মভুবা (ব্রহ্মণা) অর্থিতঃ (প্রার্থিতঃ সন্ ত্বং) জাতঃ হি (অবতীর্ণঃ এব ইতি) অন্যে (আহুঃ) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—সমুদ্রের মধ্যে বিপুলভার বশতঃ মজ্জমান নৌকার ন্যায় দুর্ব্বিষহ পাপভারে অবসন্নপ্রায় পৃথিবীর ভারহরণের জন্য স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার প্রার্থনা ফলেই তুমি অবতীর্ণ হইয়াছিলে ইহাও আবার কেহ কেহ বলিয়া থাকেন ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—আত্মভুবেতি ব্রহ্মপ্রার্থনস্য প্রাধান্য-বিবক্ষয়েতি সর্ব্বং মতান্তরম্ ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আত্মভুবা'—অর্থাৎ আত্মভু ব্রহ্মার কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া। ব্রহ্মার প্রার্থনার প্রাধান্য-বিবক্ষায় (কেবল তাঁহারই উল্লেখ করা হইয়াছে, বস্তুতঃ সমস্ত দেবগণের সহিতই ব্রহ্মা প্রার্থনা করিয়াছিলেন)। এই সমস্তই পৃথক্ পৃথক মত ॥ ৩৪ ॥

ভবেঽস্মিন্ ক্লিশ্যমানানামবিদ্যাকামকর্ম্মভিঃ।
শ্রবণস্মরণার্হাণি করিষ্যন্নিতি কেচন ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—(হে ভক্তবৎসল!) অস্মিন্ ভবে (সংসারে) অবিদ্যা-কাম-কর্ম্মভিঃ (অজ্ঞানাৎ দেহাদ্যভিমানাৎ) ক্লিশ্যমানানাং (তাপিতানাং জীবানাং তন্নিবৃত্তয়ে ইতি যাবৎ) শ্রবণস্মরণার্হাণি (শ্রবণচিন্তনযোগ্যানি কর্ম্মাণি) করিষ্যন্ (কর্ত্তুমিচ্ছন্)

(ত্বং জাতঃ) ইতি কেচন (অন্যে আহুঃ) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—হে গোবিন্দ, এই সংসারে তোমার পরমানন্দ স্বরূপের অজ্ঞানরূপিণী যে অবিদ্যা তজ্জনিত জীবের দেহাত্মবুদ্ধি হয় তাহা হইতে কামের উৎপত্তি। সেই কামজাত অগ্নিতে দগ্ধীভূত জীবগণের দুঃখ-নিবৃত্তির জন্য নিত্য শ্রবণ ও স্মরণের যোগ্য তোমার যে সকল লীলা আছে তাহা সম্পাদন করিবে বলিয়া তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ ইহাও আবার কেহ কেহ বলিয়া থাকেন ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—স্বমতমাহ। অবিদ্যা অজ্ঞানং ততঃ কামঃ ততঃ কর্ম্মাণি তৈঃ ক্লিশ্যমানানাং সাংসারিকাণামপি প্রেমভক্তিসিদ্ধ্যর্থমেব কর্ম্মাণি করিষ্যন্ ক্লেশনিবৃত্তিস্ত্বানুষঙ্গিকী উত্তরশ্লোকে পদাম্বুজদর্শনস্যৈব শ্রবণাদিফলত্বোক্তেস্তদ্দর্শনন্তু প্রেমলভ্যমেব ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নিজ মত বলিতেছেন—'ভবেঽস্মিন্' ইত্যাদি শ্লোকে। অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞান, তাহা হইতে কামনার উৎপত্তি এবং সেই কামনা হইতে অনুষ্ঠিত কর্ম্মসমূহের দ্বারা ক্লিশ্যমান (অর্থাৎ ক্লেশ প্রাপ্ত) সাংসারিক জীবগণেরও প্রেম-ভক্তি সিদ্ধির নিমিত্তই তুমি কর্ম্মসকল করিবে বলিয়া (তুমি অবতীর্ণ হইয়াছ)। জীবের ক্লেশ-নিবৃত্তি উহার আনুষঙ্গিক ফল, পরবর্ত্তী শ্লোকে চরণ-কমল দর্শনেরই শ্রবণাদির ফলত্ব-রূপে উক্ত হওয়ায়। তোমার দর্শন কিন্তু প্রেমের দ্বারাই লভ্য ॥ ৩৫ ॥

বিবৃতি—কেহ কেহ বলেন, ভগবানের নিত্য গুণলীলা না থাকিলেও বদ্ধজীবের উপকারের জন্য মায়িক নাম-রূপ-গুণ-লীলা তাৎকালিকভাবে গ্রহণ করেন। এরূপ ধারণাকারিগণ অবিদ্যাগ্রস্ত ও নশ্বর কর্ম্মফলভোগনিপুণ। তাঁহারা সংসারে ক্লেশ পাইতে পাইতে মনে করেন যে, প্রাকৃত বস্তুর শ্রবণ ও মননে যোগ্যতা বিধান করিবার নিমিত্ত ভগবানের প্রপঞ্চে আগমন, বস্তুতঃ ভগবান্ নির্ব্বিশিষ্ট বস্তু। এরূপ বিচার অবিদ্যাক্লিষ্ট জীবের। জীবের স্বরূপ-সিদ্ধি ঘটিলে শ্রীভগবানের নিত্য নাম-রূপ-গুণ-লীলার শ্রবণ ও স্মরণের নিত্যতা বুঝিতে পারা যায়, প্রক্রান্তদশায় মুক্তপুরুষগণই শ্রবণ স্মরণাদি করিয়া থাকেন। অবিদ্যাগ্রস্ত জীবের বিচারে কেবলমাত্র মায়িক ভোগ-ময়ী প্রতীতি। তজ্জন্য তাহারা বৈকুণ্ঠ উপলব্ধিতে বঞ্চিত। যে কালে জীবন্মুক্ত অমল পরমহংসের ভগবানের নিত্য নাম-রূপাদির শ্রবণ-স্মরণাদি ঘটে, তৎকালে তাঁহাতে অবিদ্যা প্রবলা নহে, জানিতে হইবে ॥ ৩৫ ॥

শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্ত্যভীক্ষ্ণশঃ
স্মরন্তি নন্দন্তি তবেহিতং জনাঃ।
ত এব পশ্যন্ত্যচিরেণ তাবকং
ভবপ্রবাহোপরমং পদাম্বুজম্ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—(যে) জনাঃ তব ঈহিতং (ভবতঃ চরিতং) অভীক্ষ্ণশঃ (নিরন্তরং) শৃণ্বন্তি (আকর্ণয়ন্তি) গায়ন্তি (কীর্ত্তয়ন্তি) গৃণন্তি (বদন্তি) স্মরন্তি (চিন্তয়ন্তি) নন্দন্তি (অন্যৈরুচ্চারিতং অভিনন্দয়ন্তি) তে এব অচিরেণ (শীঘ্রং) ভবপ্রবাহোপরমং (জন্ম-পরম্পরায়াঃ উপরমঃ শান্তিঃ যস্মিন্ তৎ) তাবকং (তদীয়ং) পদাম্বুজং (পাদপদ্মং) পশ্যন্তি (অব-লোকয়ন্তি) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—যে সকল ব্যক্তি তোমার চরিত কথা বারংবার শ্রবণ, কীর্ত্তন উচ্চারণ কিম্বা অন্যে কীর্ত্তন করিলে আদর করেন তাঁহারাই জন্মপরম্পরানিবর্ত্তক তোমার চরণারবিন্দ অবিলম্বে দর্শন করেন ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—অস্য পক্ষস্য সিদ্ধান্তত্বমভিপ্রেত্যাহ শৃণ্বন্তীতি। তএব নান্যে পশ্যন্ত্যেব ন তু ন পশ্যন্তি অচিরেণৈব ন তু চিরেণ তাবকমেব ন তু তদংশস্য কস্যচিৎ ভবপ্রবাহোপরমমেব ন তু সংসারানিবর্ত্তকং, পদাম্বুজমেব ন তু তব নির্ব্বিশেষং স্বরূপমিতি অর্থ-সৌন্দর্য্যলাভায় ষড়বধারণানি দ্রষ্টব্যানি ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই পক্ষের (অর্থাৎ শ্রবণ, কীর্ত্তনের দ্বারা প্রেমভক্তি লাভ হয়, ইহার) সিদ্ধান্তত্ব অভিপ্রায় করিয়া বলিতেছেন—'শৃণ্বন্তি' ইতি। তাঁহারাই (শ্রবণ কীর্ত্তনকারিগণই), অপরে নহে। দেখিতেছেনই, দেখেন না তাহা নহে, অতি শীঘ্রই, কিন্তু বিলম্বে নহে, তোমারই, কিন্তু তোমার কোন অংশের নহে, জন্ম-পরম্পরার উপরমই, কিন্তু সংসার হইতে অনিবর্ত্তক নহে, চরণকমলই, কিন্তু তোমার নির্বিশেষ স্বরূপ নহে—এইরূপ অর্থসৌন্দর্য্য লাভের নিমিত্ত ছয়টি অবধারণ (নিশ্চিত পদ) দ্রষ্টব্য ॥৩৬॥

অপ্যদ্য নস্ত্বং স্বকৃতেহিত প্রভো
জিহাসসি স্বিৎ সুহৃদোঽনুজীবিনঃ।
যেষাং ন চান্যদ্ভবতঃ পদাম্বুজাৎ
পরায়ণং রাজসু যোজিতাংহসাম্ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) স্বকৃতেহিত ! (স্বানাং কৃতমীহিতমপেক্ষিতং যেন সঃ) প্রভো ! ত্বং অদ্য (অধুনা) রাজসু যোজিতাংহসাং (যোজিতং প্রদত্তং অংহো দুঃখং যৈস্তেষাং) যেষাং (পাণ্ডবানাং ইত্যর্থঃ) ভবতঃ পদাম্বুজাৎ (তব পাদপদ্মাৎ) অন্যাৎ পরায়ণং (শরণং) ন (অস্তি) (এবম্ভূতান্) সুহৃদঃ (প্রিয়ান্) অনুজীবিনঃ চ (আশ্রিতান্ এব) নঃ (অস্মান্) জিহাসসি অপি স্বিৎ (ত্যক্তুমিচ্ছসি কিং ইতি প্রশ্নঃ) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—হে নিজজনকর্ম্মসম্পাদনেচ্ছু ভগবন্, রাজগণের দুঃখোৎপাদন করায় তাহাদের বিদ্বেষভাজন আমাদের তোমার পাদপদ্ম ব্যতীত অপর আশ্রয় নাই ; সেই বন্ধু ও অনুগত আশ্রিত আমাদিগকে অদ্য তুমি পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা কর না কি ? ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—অস্মাকং সুখদুঃখত্বে ত্বদ্দর্শনাদর্শনে এব নান্যে তত্র সুখসময়ো গতঃ সম্প্রতি দুঃখসময়োঽয়মায়তীত্যাহ অপ্যদ্যেতি। অদ্য নো অস্মান্ অপিস্বিৎ ত্বং জিহাসসি যতোঽদ্য ত্বং দ্বারকাং যাতুমিচ্ছসীতি ভাবঃ। ননু বহুদিনমত্রাবসং সংপ্রতি দ্বারকাং যাম্যেব তত্র মমাবশ্যং কিঞ্চিৎ কৃত্যমস্তি অনুজ্ঞাং দেহীত্যত আহ স্বকৃতেহিতঃ স্বৈনৈব কৃতং নিষ্পাদিতং ঈহিতং চিকীর্ষিতং যস্য সঃ। ত্বং কৃতকর্ত্তব্যোঽসীতি ভাবঃ। নির্বিসর্গপাঠে সম্বোধনান্তরম্। রাজসু যোজিতং অংঘস্তৎপিত্রাদিবধেন বৈরং যৈস্তেষাম্। অনুজীবিনো মৎপুত্রান্ অধুনাপি রক্ষন্নত্রৈব তিষ্ঠেতি ভাবঃ ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তোমার দর্শনই আমাদের সুখ এবং তোমার অদর্শনই আমাদের দুঃখ, অন্য কোন সুখ বা দুঃখ আমাদের নাই। তন্মধ্যে সুখসময় চলিয়া গেল, সম্প্রতি এই দুঃখের সময় আসিতেছে—ইহাই বলিতেছেন—'অপ্যদ্য' ইত্যাদি শ্লোকে। অদ্য (আজই), আমাদেরও (যাহারা তোমারই আশ্রিত), পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিতেছ, যেহেতু আজই তুমি দ্বারকায় গমন করিতে ইচ্ছা করিতেছ, এই ভাব। যদি বলেন—দেখুন, বহুদিন এখানে বাস করিলাম, এখন দ্বারকায় গমন করি, সেখানেও আমার আবশ্যকীয় কিছু কর্ত্তব্য রহিয়াছে, অতএব গমনের অনুমতি প্রদান করুন। তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'স্বকৃতেহিতঃ' অর্থাৎ তোমার নিজের দ্বারাই সমস্ত কিছু করিবার ইচ্ছা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। সমস্ত কর্ত্তব্যই তুমি সম্পন্ন করিয়াছ—এই ভাব। এখানে বিসর্গহীন পাঠে সম্বোধন—হে স্বকৃতেহিত ! (অর্থাৎ হে নিজজনের কর্ম্ম সম্পাদনেচ্ছু ভগবন্ !) আমার পুত্রগণ, রাজাদের প্রতি তাহাদের পিত্রাদির বধের দ্বারা শত্রুতা উৎপাদন করিয়া রাখিয়াছে। তোমার অনুজীবী (আশ্রিত) আমার পুত্রগণের এখনও রক্ষা করতঃ এখানেই অবস্থান কর—এই ভাব ॥ ৩৭ ॥

কে বয়ং নামরূপাভ্যাং যদুভিঃ সহ পাণ্ডবাঃ।
ভবতো দর্শনং যর্হি হৃষীকাণামিবেশিতুঃ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—হৃষীকাণাং (ইন্দ্রিয়াণাং) ঈশিতুঃ ইব (চালকস্য জীবস্য অদর্শনে যথা ন কিঞ্চিন্নাম চ রূপঞ্চ তদ্বৎ) যর্হি (যদা) ভবতঃ অদর্শনং (ভবতি তদা) নামরূপাভ্যাং (বিখ্যাত্যা সমৃদ্ধ্যা চ) যদুভিঃ সহ পাণ্ডবাঃ বয়ং কে (অতিতুচ্ছা ইত্যর্থঃ) ॥৩৮ ॥

অনুবাদ—যেমন ইন্দ্রিয়গণের ইন্দ্রিয় নিয়ন্তা জীবাত্মার অদর্শনে জড় নাম এবং রূপ কিছুই থাকে না, তদ্রূপ যদি তোমার অদর্শন ঘটে অর্থাৎ তুমি যদি আমাদিগকে না দেখ, তাহা হইলে খ্যাতি ও সমৃদ্ধিশালী যদুগণের সহিত যুক্ত হইলেও পঞ্চপাণ্ডব ও আমি এই আমাদের শক্তি কতটুকু অর্থাৎ অতিতুচ্ছ। শত বলে বলী হইলেও তোমার অভাবে সকলই নিষ্ফল কারণ ; তুমিই আমাদের একমাত্র বল ও সম্বল এই তাৎপর্য্যার্থ ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—ননু ভীমার্জ্জুনাদয়স্তে পুত্রা মহাবলিষ্ঠা এব রাজা তু সাক্ষাদ্ধর্ম্ম এব যাদবাশ্চ বান্ধবা ইতি ন তে ক্বাপি চিন্তেত্যত আহ কে বয়মিতি। নাম্না খ্যাত্যা রূপেণ সামর্থ্যেন চ ঈশিতুর্জীবস্যাদর্শনে হৃষীকাণাং যথা ন কিঞ্চিন্নামরূপঞ্চ তদ্বৎ ॥ ৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—ভীম, অর্জ্জুন

প্রভৃতি তোমার পুত্রগণ মহা বলিষ্ঠ, রাজা যুধিষ্ঠির ত' সাক্ষাৎ ধর্ম্মই এবং যাদবগণ তোমার আত্মীয়-স্বজন—ইহারা থাকিতে তোমার কোন চিন্তা নাই। তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'কে বয়ম্' অর্থাৎ তুমি আমাদের না দেখিলে, আমরা কে ? অর্থাৎ অতি তুচ্ছ। যেমন ইন্দ্রিয়গণের চালক জীবের অদর্শনে ইন্দ্রিয়সমূহের নাম বা রূপ কিছুই থাকে না, তদ্রূপ খ্যাতি, সামর্থ্য প্রভৃতি সর্ব্বনিয়ামক তোমার অবিদ্যমানতায় অতি নিষ্ফল ॥ ৩৮ ॥

মধ্ব—যর্হি ভবতো দর্শনং তদা যদূনামস্মাকং নামরূপে ॥ ৩৮ ॥

নেয়ং শোভিষ্যতে তত্র যথেদানীং গদাধর।
ত্বৎপদৈরঙ্কিতা ভাতি স্বলক্ষণবিলক্ষিতৈঃ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) গদাধর ! যথা ইদানীং ইয়ং (অস্মৎপাল্যা ভূমিঃ) স্বলক্ষণবিলক্ষিতৈঃ (স্বৈঃ অসাধারণৈঃ ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাদিচিহ্নযুক্তৈঃ) ত্বৎপদৈঃ অঙ্কিতা (সতি) ভাতি (শোভতে) তত্র (তদা ত্বয়ি নির্গতে সতি) (তথা) ন শোভিষ্যতে ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—হে কৃষ্ণ ! এক্ষণে যে প্রকার আমাদের এই পাল্যভূমি অসাধারণ ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাদি চিহ্নযুক্ত তোমার পদযুগলের দ্বারা চিহ্নিত হইয়া শোভা পাইতেছে। তুমি চলিয়া গেলে আর তদ্রূপ শোভা পাইবে না ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—যদি ত্বমিতো যাস্যসি তত্র তদা ইয়ং ভূমিঃ স্বলক্ষণৈর্ধ্বজবজ্রাদিভির্বিলক্ষিতৈর্বৈলক্ষণ্যং প্রাপ্তৈঃ ॥ ৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি তুমি এখান হইতে চলিয়া যাও, তাহা হইলে তোমার অসাধারণ ধ্বজ-বজ্রাদি চিহ্ন-বিশিষ্ট পাদযুগলের দ্বারা অলঙ্কৃত এই ভূমি আর শোভা পাইবে না ॥ ৩৯ ॥

ইমে জনপদাঃ স্বৃদ্ধাঃ সুপক্বৌষধিবীরুধঃ।
বনাদ্রিনদ্যুদন্বন্তো হ্যেধন্তে তব বীক্ষিতাঃ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—(অপি চ) তব বীক্ষিতাঃ (তব কৃপাং লভমানাঃ) সুপক্বৌষধি বীরুধঃ (সুপক্বাঃ ঔষধয়ঃ ফলপাকান্তাঃ বীরুধঃ লতাশ্চ যেষাং তে) বনাদ্রিনদ্যুদন্বন্তঃ (বনানি পর্ব্বতাঃ নদ্যঃ সাগরাঃ চ যত্র সন্তি তে তথাভূতাঃ) স্বৃদ্ধাঃ (সুসমৃদ্ধাঃ) ইমে জনপদাঃ (দেশাঃ) এধন্তে হি (বর্দ্ধন্তে এব) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—বিশেষতঃ তোমার দর্শনপ্রভাবে এই দেশসকল উত্তম ফলবান্, এই ঔষধি ও লতাসকল এবং এই বনগিরিনদীসাগরসমূহ সুসমৃদ্ধ হইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে ॥ ৪০ ॥

অথ বিশ্বেশ বিশ্বাত্মন্ বিশ্বমূর্ত্তে স্বকেষু মে।
স্নেহপাশমিমং ছিন্ধি দৃঢ়ং পাণ্ডুষু বৃষ্ণিষু ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—অথ (অথবা যদি গচ্ছসি তর্হি ইত্যর্থঃ) (হে) বিশ্বাত্মন্ (সর্ব্বান্তর্য্যামিন্) বিশ্বেশ (সর্ব্বেশ্বর) বিশ্বমূর্ত্তে (বিশ্বজীববিগ্রহ) স্বকেষু (আত্মীয়েষু) পাণ্ডুষু (পাণ্ডবেষু) বৃষ্ণিষু (যাদবেষু চ) মে (মম) ইমং (চিত্তব্যাকুলতারূপং) স্নেহপাশং (প্রবলপ্রেমবন্ধনং) ছিন্ধি (খণ্ডয়) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—এক্ষণে তুমি প্রস্থান বা অবস্থান যাহাই কর না কেন, হে জগদীশ ! হে সর্ব্বান্তর্য্যামিন্ ! হে বিশ্বরূপ ! আত্মীয় পাণ্ডবগণ এবং যাদবগণের প্রতি আমার এই গভীর স্নেহবন্ধন ছেদন করিয়া দেও ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ—গমনে পাণ্ডবানামকুশলং অগমনে চ যাদবানামিত্যুভয়তো ব্যাকুলচিত্তা সতী তেষু স্নেহ-নিবৃত্তিং প্রার্থয়তে। অথেতি যস্ত্বং সর্ব্বেষামেব বিশ্বেষাং ঈশো ভবসি। আত্মা চেতয়িতা তদ্রূপোঽপি স্বানুবর্ত্তিনাং বৃষ্ণিপাণ্ডূনাং কল্যাণায় কৃপাসিন্ধুস্ত্বমেব। সাবধানঃ সদৈবাসি। অহং কিন্তুৎকুশলচিন্তয়া বৃথৈব খ্রিয়ে ইতি ভাবঃ ॥ ৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এখান হইতে তোমার গমনে পাণ্ডবদের অকুশল এবং গমন না করিলে যাদবগণের—এই উভয় দিকে ব্যাকুল-চিন্তা হইয়া কুন্তীদেবী তাঁহাদের প্রতি নিজের স্নেহের নিবৃত্তি প্রার্থনা করিতেছেন—'অথ' ইত্যাদি শ্লোকে। যে তুমি সমস্ত বিশ্বের ঈশ (নিয়ামক) এবং আত্মা (চেতয়িতা) হইয়াও নিজ অনুবর্ত্তী বৃষ্ণি ও পাণ্ডবগণের কল্যাণের নিমিত্ত তুমিই কৃপাসিন্ধু-রূপ। তুমি সর্ব্বদাই তাহাদের

কল্যাণ-সাধনে অবহিত রহিয়াছ, আর আমি তাহাদের কুশল চিন্তায় বৃথাই মরিতেছি— এই ভাব ।। ৪১ ।।

ত্বয়ি মেঽনন্যবিষয়া মতির্মধুপতেঽসকৃৎ ।
রতিমুদ্বহতাদদ্ধা গঙ্গেবৌঘমুদন্বতি ।। ৪২ ।।

অন্বয়ঃ— (হে) মধুপতে গঙ্গা উদন্বতি (সমুদ্রে) ওঘং (প্রবাহঃ) ইব মে অনন্য বিষয়া (ত্বদেকনিষ্ঠা) মতিঃ ত্বয়ি অসকৃৎ (নিরন্তরম্) অদ্ধা (সাক্ষাৎ) রতিং (অনবচ্ছিন্না প্রীতিং) উদ্বহতাং (করোতু) ।। ৪২ ।।

অনুবাদ—হে মাধব ! গঙ্গা যেমন কোন বিঘ্নকে বিঘ্ন বলিয়া গণনা না করিয়া নিজ স্রোতকে সাগরাভি মুখে প্রেরণ করে, তদ্রূপ আমার অব্যভিচারিণী সাধ্বী মতি ব্যবধানমুক্ত হইয়া তোমার প্রতি নিরবচ্ছিন্ন সাক্ষাৎ প্রীতি লাভ করুক্ ।। ৪২ ।।

বিশ্বনাথ—তর্হি কিং ব্রহ্মজ্ঞানে স্পৃহাবতী ভবসি বৃষ্ণিষু স্নেহচ্ছেদে ময্যপি স্নেহচ্ছেদাৎ তত্র নেত্যাহ ত্বয়ি । মতিঃ রতিং প্রীতিং উৎকর্ষেণ বহতাৎ অনবচ্ছিন্নতয়া দধাতু । কিন্ত্বনন্যবিষয়াঃ ত্বদ্ভক্তাস্ত্বদভিন্না এব তেষু প্রীতিং বিনা ত্বয্যপি প্রীতিঃ ন সিদ্ধ্যেৎ ত্বং প্রসীদসীত্যপি নেত্যহং জানাম্যেবাতস্ত্বত্তস্ত্বদ্ভক্তেভ্যশ্চান্যত্র মমত্বশূন্যা তদপি পাণ্ডবেষু যাদবেষু তদ্ভক্তেষ্বপি যৎ স্নেহস্য ছেদং প্রার্থয়ে, তৎ ত্বদবতারাৎ পূর্ব্বত এব দেহসম্বন্ধেন যো ব্যবহারময়ঃ স্নেহঃ প্রবৃত্তস্তস্যৈব ন তু তৎপ্রিয়ত্বনিবন্ধনস্য এতএব বন্ধকত্বেন ময়া স পাশরূপকেণ প্রযুক্ত ইতি ভাবঃ । অতএব গঙ্গা যথা উদন্বত্যখিলনদনদীনামাশ্রয়ে ওঘং পূরং বহতি তথা মতিরপি সর্ব্বভক্তাশ্রয়ণীয়ে ত্বয়ি রতিম্ । যথা চ গঙ্গা প্রতিবন্ধং ন গণয়তি, এবং মতিরপি বিঘ্নান্ন গণয়াত্বিতি ভাবঃ ।। ৪২ ।।

টীকার **বঙ্গানুবাদ**—যদি বলেন—তাহা হইলে কি ব্রহ্মজ্ঞানে স্পৃহা করিতেছ ? বৃষ্ণিগণের সহিত স্নেহচ্ছেদ হইলে আমারও স্নেহ-চ্ছেদ হইবে । তাহার উত্তরে বলিতেছেন—না, আমার তোমাতেই একনিষ্ঠা মতি, তোমাতে অনবচ্ছিন্নভাবে প্রীতি বহন করুক । কিন্তু অনন্যবিষয় তোমার ভক্তগণ, তোমা হইতে অভিন্নই, তাঁহাদের প্রতি প্রীতি বিনা তোমাতেও প্রীতি সিদ্ধ হইবে না, তুমিও তাহাতে প্রসন্ন হইবে না—ইহা আমি জানি, অতএব তোমা হইতে এবং তোমার ভক্তগণ হইতে অন্যত্র মমত্বশূন্যা মতি । তাহাও তোমার ভক্ত পাণ্ডব ও যাদবগণে যে স্নেহের ছেদ প্রার্থনা করিতেছি, তাহা তোমার অবতারের পূর্ব্ব হইতেই দেহ-সম্বন্ধের দ্বারা যে ব্যবহার-ময় স্নেহ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহারই ছেদ, কিন্তু তোমার প্রিয়ত্ব-নিবন্ধন স্নেহের নহে । সুতরাং বন্ধনহেতু সেই স্নেহ পাশরূপে আমি বলিয়াছি—এই ভাব । অতএব গঙ্গা যেমন অখিল নদ, নদীসমূহের আশ্রয় সাগরের দিকে নিজের স্রোত প্রবাহিত করে, সেইরূপ আমার মতিও সকল ভক্তগণের আশ্রয়ণীয় তোমাতে নিরবচ্ছিন্ন প্রীতি লাভ করুক । আর গঙ্গা যেমন কোন প্রতিবন্ধক (বাধা-বিঘ্ন) গণ্য করে না, সেইরূপ আমার মতিও বিঘ্নসকলকে গণনা না করুক—এই ভাব ।। ৪২ ।।

শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণসখ বৃষ্ণ্যৃষভাবনীধ্রুগ্-
রাজন্যবংশদহনানপবর্গবীর্য্য ।
গোবিন্দ গোদ্বিজসুরার্ত্তিহরাবতার
যোগেশ্বরাখিলগুরো ভগবন্নমস্তে ।। ৪৩ ।।

অন্বয়ঃ—(হে) কৃষ্ণসখ (হে অর্জ্জুনস্য সখে) বৃষ্ণ্যৃষভ ! (হে যাদবশ্রেষ্ঠ) অবনীধ্রুগ্‌রাজন্যবংশদহন ! (ভূম্যৈ দ্রুহ্যন্তি যে রাজন্যাঃ ক্ষত্রিয়াস্তেষাং কুলনাশক) অনপবর্গবীর্য্য ! (হে অক্ষীণপ্রভব) গোবিন্দ ! (প্রাপ্তকামধেন্বৈশ্বর্য্য) গোদ্বিজসুরার্ত্তিহরাবতার ! (গোব্রাহ্মণ-দেবতানাং দুঃখবিনাশর্থং অবতার) যোগেশ্বর ! অখিলগুরো ! ভগবন্ শ্রীকৃষ্ণ ! তে (তুভ্যং) নমঃ ।। ৪৩ ।।

অনুবাদ—হে কৃষ্ণ, অর্জ্জুনসখ, যাদবশ্রেষ্ঠ, তুমি পৃথ্বীদ্রোহী নৃপতিকুলবিনাশকারী, তুমি অক্ষয় প্রভাবি-বৈকুণ্ঠ-গোলোকাধিপতি, গো, ব্রাহ্মণ ও দেবতাগণের দুঃখ দূর করিবার জন্য তোমার অবতার হে জ্ঞানেশ, হে বিশ্বগুরু, হে ঈশ্বর, তোমায় প্রণাম করি ।। ৪৩ ।।

বিশ্বনাথ—স্তবান্তে সর্ব্বসুখদত্বেন স্মরন্তী প্রণমতি কৃষ্ণস্য অর্জ্জুনস্য সখে অবন্যৈ দ্রুহ্যন্তি যে রাজন্যাস্তেষাং বংশা এব বংশাস্তেষাং দহন । অনপবর্গবীর্য্য হে

অক্ষীণপরাক্রম হে গোবিন্দ প্রাপ্তকামধেন্বৈশ্বর্য্য ॥৪৩॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—স্তুতির পর সর্ব্বসুখদরূপে স্মরণ করিতে করিতে প্রণাম করিতেছেন—'কৃষ্ণসখ' অর্থাৎ হে অর্জ্জুন-সখ। 'হে অবনীধ্রুগ্রাজন্য-বংশ-দহন'—অর্থাৎ পৃথিবীর প্রতি দ্রোহ করিতেছে যে সকল রাজন্য ক্ষত্রিয়বর্গ, তাহাদের বংশ-তুল্য (বাঁশের মত) বংশ (কুল) দগ্ধ করেন যিনি অর্থাৎ হে অত্যাচারী ক্ষত্রিয়কু.লর বিনাশক। 'অনপবর্গ-বীর্য্য' অক্ষীণ-পরাক্রম (যাঁহার পরাক্রম কখন ক্ষীণ হয় না),—হে গোবিন্দ (যিনি কামধেনুর মত ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছেন), (তোমাকে প্রণাম করি।) ॥ ৪৩।

———

শ্রীসূত উবাচ—

পৃথয়েত্থং কলপদৈঃ পরিণূতাখিলোদয়ঃ।
মন্দং জহাস বৈকুণ্ঠো মোহয়ন্নিব মায়য়া ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ঃ—সূত উবাচ (কথয়ামাস)। পৃথয়া (কুন্ত্যা) ইত্থং কলপদৈঃ (কলানি মধুরাণি পদানি যেষু তৈঃ বাক্যৈঃ) পরিণূতাখিলোদয়ঃ (পরিণূতঃ স্তুতঃ অখিলঃ উদয়ঃ মহিমা যস্য সঃ) বৈকুণ্ঠঃ (অকুণ্ঠিতৈশ্বর্য্যঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) মায়য়া মোহয়ন্নিব (স্বকীয়মায়াশক্ত্যা মোহং জনয়ন্নিব) মন্দং (ঈষৎ) জহাস (তস্য হাস এব মায়া) ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—সূত কহিলেন, কুন্তী এইরূপ মধুর পদাবলীযুক্ত বাক্যসমূহ দ্বারা ভগবানের নিখিল মহিমা বিষয়ে বিশেষভাবে স্তব করিলে অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠেশ শ্রীকৃষ্ণ, মায়াদ্বারা মোহিত করিয়াই যেন ঈষৎ হাস্য করিলেন ॥ ৪৪ ॥

বিশ্বনাথ—পরিণূতেতি। তৌদাদিকণু শিস্তবন ইত্যয়ং দীর্ঘান্ত এব মায়য়ৈব মোহয়ন্ ন তু মায়য়া কিন্তু প্রেম্নৈবেত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পরিণূতাখিলোদয়ঃ'—স্তুত হইয়াছে অখিল মহিমা যাঁহার, সেই শ্রীকৃষ্ণ। পরিণূত—ইহা তুদাদি-গণীয় স্তুতি অর্থে নূ-ধাতুর প্রয়োগ, ইহা দীর্ঘান্ত। (শ্রীধর স্বামিপাদ বলেন—'পরিণুত'—এই বক্তব্যে ছন্দের অনুরোধে এখানে দীর্ঘ হইয়াছে।) 'মায়য়া মোহয়ন্নিব'—অর্থাৎ মায়ার দ্বারা মোহিত করিতে করিতেই যেন, বস্তুতঃ মায়ার দ্বারা নহে, কিন্তু প্রেমের দ্বারাই—এই অর্থ ॥ ৪৪ ॥

———

তাং বাঢ়মিত্যুপামন্ত্র্য প্রবিশ্য গজসাহ্বয়ম্।
স্ত্রিয়শ্চ স্বপুরং যাস্যন্ প্রেম্না রাজ্ঞা নিবারিতঃ ॥৪৫॥

অন্বয়ঃ—বাঢ়ং ইতি (তস্মিন্ তস্যা অনন্য-বিষয়া মতিঃ অঙ্গীকৃত্য) গজসাহ্বয়ং (হস্তিনাপুরং) প্রবিশ্য (আগত্য পশ্চাৎ) তাং চ (কুন্তীং অন্যাঃ চ সুভদ্রাদ্যাঃ) স্ত্রিয়ঃ উপামন্ত্র্য (অনুজ্ঞাপ্য) স্বপুরং (দ্বারকাং) যাস্যন্ (গন্তুং ইচ্ছন্ শ্রীকৃষ্ণঃ) রাজ্ঞা (যুধিষ্ঠিরেণ) প্রেম্না নিবারিতঃ (স্নেহবশাৎ অত্রৈব কথঞ্চিৎ কালং নিবস ইতি সংপ্রার্থ্য নিবারিতঃ) ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—কৃষ্ণ তথাস্তু বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া রথস্থান হইতে নামিয়া হস্তিনাপুরে প্রবেশ করিলেন, পরে কুন্তী ও সুভদ্রাদি অন্যান্য স্ত্রীগণের অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া নিজ রাজ্য দ্বারকাপুরীতে গমনোদ্যত হইলে রাজা যুধিষ্ঠির এই স্থানেই আর কিছুকাল বাস কর বলিয়া প্রেমভরে প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে নিবারণ করিলেন ॥ ৪৫ ॥

বিশ্বনাথ—ত্বয়ি মে অনন্যধিয়া মতিরিতি যৎ প্রার্থিতং তৎ বাঢ়মিত্যঙ্গীকৃত্য রথস্থানাৎ গজসাহ্বয়ং প্রত্যাগত্য পশ্চাৎ তাঞ্চ অন্যশ্চ সুভদ্রাপ্রমুখাঃ স্ত্রিয়ঃ উপামন্ত্র্য অনুজ্ঞাপ্য স্বপুরং যাস্যন্ রাজ্ঞা যুধিষ্ঠিরেণ প্রেম্না অত্রৈব কঞ্চিৎ কালং নিবসেতি সংপ্রার্থ্য নিবা-রিতঃ তেন চ রাজ্ঞঃ প্রেম্নঃ সর্ব্বতোঽপি বশীকরত্বা-তিশয়ো ব্যঞ্জিতঃ ॥ ৪৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—"তোমাতে আমার অনন্য-বিষয়া মতি প্রীতি লাভ করুক"—এইরূপ শ্রীকুন্তী-দেবী যাহা প্রার্থনা করিয়াছিলেন, 'তাহাই হইবে'—এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাহা অঙ্গীকার করিয়া রথস্থান হইতে হস্তিনাপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ, পরে তাঁহার (কুন্তীদেবীর) এবং সুভদ্রা-প্রমুখ অন্যান্য স্ত্রীগণের অনুমতি গ্রহণ করিয়া যখন নিজপুরী দ্বারকায় গমন করিবেন, এমন সময় মহারাজ যুধিষ্ঠির, 'এখানে আরও কিছু কাল বাস কর'—এইরূপ প্রার্থনা করিয়া

তাঁহাকে নিবারণ করিলেন। ইহার দ্বারা রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রেমের সকলের চেয়েও বশীকরত্বের আতিশয্য ব্যঞ্জিত হইল ॥ ৪৫ ॥

ব্যাসাদ্যৈরীশ্বরেহাজ্ঞৈঃ কৃষ্ণেনাদ্ভুতকর্ম্মণা ।
প্রবোধিতোঽপীতিহাসৈর্নাবুধ্যত শুচার্পিতঃ ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়ঃ—ঈশ্বরেহাজ্ঞৈঃ (ঈশ্বরেহায়া অজ্ঞৈঃ ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য ভীষ্ম-নির্য্যাণমহোৎসবায় গমনাভিপ্রায়ং অজানদ্ভিরিত্যর্থঃ) ব্যাসাদ্যৈঃ (ব্যাসপ্রভৃতিমুনিভিঃ) অদ্ভুতকর্ম্মণা (অলৌকিকলীলাগুণ-বিস্তারিণা) কৃষ্ণেন (ভগবতা চ) ইতিহাসৈঃ (পূর্ব্ব পূর্ব্বেতিবৃত্তৈঃ) প্রবোধিতঃ অপি (রাজা যুধিষ্ঠিরঃ) শুচা (শোকেন) অর্পিতঃ (ব্যাপ্তঃ সন্) ন অবুধ্যত (বিবেকং ন প্রাপ) ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—স্বভক্ত ভীষ্মের নির্য্যাণ-সময়ে দর্শন দান নিমিত্ত রাজা যুধিষ্ঠিরের সহিত কুরুক্ষেত্রে গমন ও সেই ভীষ্মদেবের মুখেই যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা প্রদান, ব্যাসদেব প্রভৃতি ঋষিগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই দুইটী কার্য্য সম্পাদন করিবার অভিপ্রায় অবগত হন নাই। যে ভগবান্ কুরুপাণ্ডবগণের সন্ধির নিমিত্ত গমন করিয়া যথেষ্ট বলিয়াও যেমন পূর্ব্বে পুনরায় যুদ্ধই দৃঢ়ীকৃত করিয়াছিলেন তদ্রূপ এস্থলেও ভক্তরাজ ভীষ্মদেবের মাহাত্ম্য দেখাইবার নিমিত্ত সেই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অন্তর্য্যামিরূপে রাজা যুধিষ্ঠিরের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার অবিবেক উত্থাপিত করিয়া আবার বহির্দ্দিকে স্বয়ং এবং ব্যাসাদি দ্বারা প্রবোধ দিয়া ধর্ম্মরাজের অবোধকেই দৃঢ়তর করিয়াছিলেন। এতাদৃশ অলৌকিক চেষ্টাময় শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্ব ইতিবৃত্তাদি দ্বারা বহু সান্ত্বনা প্রদান করিলেও রাজা যুধিষ্ঠিরের হৃদয় শোকব্যাকুল হওয়ায় বিবেক অর্থাৎ শান্তি লাভ করিল না ॥ ৪৬ ॥

বিশ্বনাথ—যদ্যহমিদানীমিহৈব স্থিতোঽভূবং তর্হ্যাসন্নমৃত্যুকালং মদ্দর্শনং বিনা মর্ত্তুমনিচ্ছন্তং ভীষ্মং স্বভক্তমাত্মানং সপরিকরমেব সংদর্শ্য সুখয়ামি, লোকে তদুৎকর্ষং খ্যাপয়িতুং তন্মুখেনৈব রাজানঞ্চ প্রবোধয়ামীতি ভগবদভিপ্রায়ং ব্যঞ্জয়ন্নাহ। ঈশ্বরস্য কৃষ্ণস্য ঈহয়া উক্তলক্ষণস্য অভিপ্রায়স্য অজ্ঞৈর্বিজ্ঞৈর্বা অদ্ভুতকর্ম্মণেতি ঈদং অস্য অদ্ভুতং কর্ম্ম যৎ স্বয়মেবাস্য হৃদি প্রবিশ্য অবিবেকং উত্থাপিতবান্ বহিশ্চ স্বকর্ত্তৃকেণ ব্যাসাদি কর্ত্তৃকেণাপি প্রবোধেনাবোধমেব দৃঢ়ীচকার তেন চ ভীষ্মমুখোদিতেন তত্ত্বেন তং প্রবোধ্য ব্যাসাদিভ্যোঽপি মত্তোঽপি মদেকান্তভক্তো ভীষ্মোঽতিশয়েন ধর্ম্মজ্ঞানতত্ত্বজ্ঞ ইতি লোকে বিখ্যাপয়ামাস। কিঞ্চ যুধিষ্ঠিরস্য তু ততোঽপি প্রেমাধিক্যাদাধিক্যং যত্তদনুরোধেনৈব দ্বারকামগচ্ছংস্তত্র স্থিতঃ তত এব তন্নিকটং গত্বা তথা চক্রে ইতি বিবেচনীয়ম্ ॥ ৪৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদিও আমি সম্প্রতি এখানেই অবস্থান করিতেছি, তথাপি আসন্ন মৃত্যুকালে আমার দর্শন ব্যতীত মরণে অনিচ্ছুক স্বভক্ত শ্রীভীষ্মদেবকে সপরিকরেই নিজেকে দেখাইয়া আনন্দিত করিব এবং জগতে তাঁহার উৎকর্ষ প্রকাশের নিমিত্ত তাঁহার মুখের দ্বারাই রাজাকে প্রবোধ দিব—এই ভগবদভিপ্রায় ব্যক্ত করার জন্য বলিতেছেন—'ব্যাসাদ্যৈঃ' ইত্যাদি। 'ঈশ্বরেহাজ্ঞৈঃ—অর্থাৎ ঈশ্বর সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বোক্তরূপ (ভীষ্মের নির্য্যাণে গমনরূপ) অভিপ্রায়—বিষয়ে অনভিজ্ঞ অথবা অভিজ্ঞ (ব্যাস প্রভৃতি মুনিগণ কর্ত্তৃক প্রবোধিত হইয়াও)। 'অদ্ভুতকর্ম্মণা কৃষ্ণেন'—অর্থাৎ ইহাই শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত কর্ম্ম যে, নিজেই ইঁহার (যুধিষ্ঠির মহারাজের) হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া অবিবেক উত্থাপন করিয়াছেন এবং বাহিরে নিজে ও ব্যাসাদি মুনিগণের দ্বারাও প্রবোধ দিয়াও অবোধই দৃঢ় করিয়াছেন। ইহাতে ভীষ্মদেবের মুখোচ্চারিত তত্ত্বের দ্বারা যুধিষ্ঠিরকে প্রবোধ প্রদান করতঃ ব্যাসাদি মুনিগণ হইতে এবং আমা অপেক্ষাও আমার একান্তভক্ত ভীষ্মদেব অতিশয়রূপে ধর্ম্মজ্ঞান-তত্ত্ববিষয়ে অভিজ্ঞ—ইহা জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করাইলেন। আরও মহারাজ যুধিষ্ঠিরের কিন্তু সেইরূপ (ভীষ্মদেবের) প্রেমাধিক্য হইতেও আধিক্য—যেহেতু তাঁহার অনুরোধেই দ্বারকায় গমন না করিয়া সেখানে অবস্থান করিলেন এবং সেখান হইতে তাঁহার (ভীষ্মের) নিকট গমনপূর্ব্বক সেইরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন—ইহা বিবেচনীয় ॥ ৪৬ ॥

আহ রাজা ধর্ম্মসুতশ্চিন্তয়ন্ সুহৃদাং বধম্ ।
প্রাকৃতেনাত্মনা বিপ্রাঃ স্নেহমোহবশং গতঃ ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) বিপ্রাঃ ! রাজা ধর্ম্মসুতঃ (ধর্ম্ম-নন্দনো যুধিষ্ঠিরঃ) সুহৃদাং (আত্মীয়ানাং) বধং (বিনাশং) চিন্তয়ন্ (ধ্যায়মানঃ) প্রাকৃতেন (অবিবেক ব্যাপ্তেন) আত্মনা (চিত্তেন) স্নেহমোহবশং গতঃ (স্নেহমোহাভিভূতঃ সন্ ইত্যর্থঃ) আহ (উবাচ) ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—হে দ্বিজগণ ! ধর্ম্মপুত্র মহারাজ যুধিষ্ঠির অবিবেকগ্রস্তচিত্তে সুহৃদ্‌গণের বিনাশ চিন্তা করিতে করিতে স্নেহ ও মোহের বশীভূত হইয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ৪৭ ॥

বিশ্বনাথ—অবোধমেব প্রপঞ্চয়তি। প্রাকৃতেনাত্মনা চিত্তেন বস্তুতস্তু তস্যাত্মা হ্যপ্রাকৃত এবেতি তদপি প্রাকৃতত্বারোপো ভগবদিচ্ছয়ৈবোক্তপ্রয়োজনায়েতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৪৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অবিবেকতাই বিস্তার করিতেছেন। 'প্রাকৃতেনাত্মনা'—অবিবেক-ব্যাপ্ত চিত্তের দ্বারা, বস্তুতঃ তাঁহার আত্মা (চিত্ত) বিবেক-ব্যাপ্তই, তথাপি প্রাকৃতত্বের (অবিবেকত্বের) আরোপ শ্রীভগবানের ইচ্ছাতেই পূর্ব্বোক্ত (ভীষ্মদেবের ইচ্ছা-পূরণ ও তাঁহার যশঃ লোকে প্রখ্যাপন) প্রয়োজনের নিমিত্ত—ইহা বুঝিতে হইবে ॥ ৪৭ ॥

অহো মে পশ্যতাজ্ঞানং হৃদি রূঢ়ং দুরাত্মনঃ ।
পারক্যস্যৈব দেহস্য বহ্ব্যো মেঽক্ষৌহিণীর্হতাঃ ॥৪৮॥

অন্বয়ঃ—অহো (আশ্চর্য্যং) দুরাত্মনঃ (নৃশংসস্য) মে হৃদি (মম মনসি) রূঢ়ং অজ্ঞানং (বদ্ধমূলং মোহং) পশ্যত (অবলোকয় যৎ) পারক্যস্য (পরকীয়স্য শ্বশৃগালাদ্যাহারস্য) দেহস্য (শরীরস্য অর্থে) মে (ময়া) বহ্ব্যঃ অক্ষৌহিণীঃ (অক্ষৌহিণ্যঃ অনেকাঃ সেনাঃ) হতাঃ (বিনাশিতাঃ) ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ—হায় ! আমি অতিশয় পাপিষ্ঠ, আমার হৃদয়ে কিরূপ গাঢ় অন্ধকার ব্যাপ্ত রহিয়াছে। দেখ, কুকুরশৃগালভক্ষ্য এই দেহের জন্য আমি বহু অক্ষৌহিণী সৈন্য বধ করিয়াছি ॥ ৪৮ ॥

বিশ্বনাথ—পারক্যস্য শ্বশৃগালাদ্যাহারস্য দেহস্যার্থে অক্ষৌহিণীরক্ষৌহিণ্যো হতাঃ। অক্ষৌহিণী প্রমাণং ব্যাসেনোক্তম্। অক্ষৌহিণী প্রসংখ্যাতা রথানাং দ্বিজসত্তমাঃ। সংখ্যাগণনতত্ত্বজ্ঞৈঃ সহস্রাণ্যেকবিংশতিঃ। শতান্যুপরিচাষ্টৌ চ তথা ভূয়শ্চ সপ্ততিঃ। গজানাঞ্চ প্রসংখ্যানমেতদেব প্রকীর্ত্তিতম্। জ্ঞেয়ং শতসহস্রন্তু সহস্রাণি নবৈব তু। নরাণামপি পঞ্চাশৎ শতানি ত্রীণি চৈব চ। পঞ্চষষ্টিসহস্রাণি তথাশ্বানাং শতানি চ। দশোত্তরাণি ষট্ প্রাহুঃ সংখ্যাতত্ত্ববিদো জনাঃ। এতামক্ষৌহিণীং প্রাহুর্যথাবদিহ সংখ্যয়েতি ॥ ৪৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পারক্যস্য'—অর্থাৎ পারকীয় কুক্কুর-শৃগালাদির ভক্ষ্য এই দেহের নিমিত্ত বহু বহু অক্ষৌহিণী সৈন্য বধ করিয়াছি। অক্ষৌহিণী সৈন্যের পরিমাণ ব্যাস কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে—(এখানে উক্ত শ্লোক-সমূহের হিসাব প্রদত্ত হইতেছে—হস্তী—২১৮৭০, রথ—২১৮৭০, ঘোটক—৬৫৬১০, পদাতি—১০৯৩৫০=সাকল্যে ২১৮৭০০ সৈন্য) ॥ ৪৮ ॥

বালদ্বিজসুহৃন্মিত্রপিতৃভ্রাতৃগুরুদ্রুহঃ ।
ন মে স্যান্নিরয়ান্মোক্ষো হ্যপি বর্ষাযুতাযুতৈঃ ॥৪৯॥

অন্বয়ঃ—বাল-দ্বিজ-সুহৃৎমিত্র-পিতৃভ্রাতৃ-গুরু-দ্রুহঃ (বালকানাং ব্রাহ্মণানাং সম্বন্ধিনাং সখীনাং পিতৄণাং পিতৃব্যাদিগুরুজনানাং ভ্রাতৄণাং চ বিনাশকস্য) মে বর্ষযুতাযুতৈঃ (অযুতাযুতপরিমিত-কালেরপি) নিরয়াৎ (নরকাৎ) মোক্ষঃ (মুক্তিঃ) ন হি স্যাৎ (নৈব বর্ত্ততে) ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ—হায় ! বালক, বিপ্র, সম্বন্ধী, সখা, পিতৃব্য, ভ্রাতা ও গুরুজনের বধসাধন করায় আমি দশসহস্র বর্ষকালেও নরক হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিব না ॥ ৪৯ ॥

বিশ্বনাথ—সুহৃদঃ সম্বন্ধিনঃ মিত্রাণি সখায়ঃ পিতরঃ পিতৃব্যাঃ ॥ ৪৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সুহৃদঃ' বলিতে সম্বন্ধিগণ, মিত্র বলিতে সখাগণ, 'পিতরঃ' বলিতে পিতৃব্য প্রভৃতি গুরুজনগণ ॥ ৪৯ ॥

নৈনো রাজ্ঞঃ প্রজাভর্ত্তুর্ধর্ম্মো যুদ্ধে বধো দ্বিষাম্ ।
ইতি মে ন তু বোধায় কল্পতে শাসনং বচঃ ॥ ৫০ ॥

অন্বয়ঃ—যুদ্ধে (রণে) দ্বিষাং বধঃ (শত্রু-বিনাশঃ) প্রজাভর্ত্তুঃ (নৃপতেঃ) ধর্ম্মঃ (ক্ষত্রিয়াণাং শত্রুহননং স্বধর্ম্ম এব ইত্যর্থঃ) এনঃ ন (পাপং ন ভবতি) ইতি শাসনং (শিক্ষারূপং) বচঃ (বাক্যং) মে বোধায় (মম প্রবোধায়) ন কল্পতে (ন শান্ত্যর্থং ভবতি) ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ—যুদ্ধকালে প্রজাপালক রাজার পক্ষে শত্রুর বিনাশসাধনে স্বধর্ম্মপালন হয়, তাহাতে পাপ হয় না, এই যে ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধি (ব্যবস্থা) বাক্য আছে তাহা আমার সান্ত্বনার নিমিত্ত লিখিত হয় নাই। ভাবার্থ—শত্রুকর্ত্তৃক নিজ প্রজাবর্গের অশান্তি উপস্থিত হইলে সেই শত্রুগণের বধ শাস্ত্রবিহিত কিন্তু দুর্য্যোধন-কর্ত্তৃক প্রজাবর্গ সুখে পালিত হওয়ায় আমি কেবল রাজ্যলোভে তাহাদিগকে বধ করিয়াছি, সুতরাং আমার পাপ হইয়াছে ॥ ৫০ ॥

বিশ্বনাথ—দ্বিষাং বধঃ এনঃ পাপং ন ভবতীতি যৎ শাসনং শিক্ষারূপং বচঃ। কুতো ন কল্পতে যতস্তদ্বচঃ প্রজাভর্ত্তুরেব। অয়ং ভাবঃ স্বপ্রজা-নামন্যতো বধে প্রসক্তেতদ্বধোঽনুজ্ঞাতঃ দুর্য্যোধনেন তু প্রজায়াং পাল্যমানায়াং ময়া কেবলং রাজ্যলোভেন হতত্বাৎ পাপমেবেদং মম জাতমিতি ॥ ৫০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শত্রুগণের বধ-সাধনে পাপ হয় না—এই যে শাস্ত্রের অনুশাসন, শিক্ষারূপ বাক্য—তাহা আমার প্রবোধের নিমিত্ত নহে। কিজন্য তাহা তোমার সান্ত্বনা-বিষয়ে সমর্থ নহে? তাহা বলিতেছেন—যেহেতু সেই বাক্য প্রজাপালক নৃপতির পক্ষে প্রযোজ্য। এই ভাব—নিজ প্রজাবর্গের অপর শত্রুগণ হইতে বধ উপস্থিত হইলে, প্রজা রক্ষার জন্য সেই শত্রুগণের বিনাশ শাস্ত্রানুমোদিত। এখানে প্রজাগণের পালক দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক শত্রুবধ শাস্ত্রানু-মোদিত হইতে পারে, কিন্তু আমা কর্ত্তৃক কেবল রাজ্যলোভে শত্রুগণের বিনাশ—উহাতে আমার পাপই উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৫০ ॥

মধ্ব—যঃ পদাতিং হন্তি স ভবতি চাতুর্ম্মাস্য-যাজী। যঃ সাদিনং সোঽগ্নিষ্টোমস্য যো হন্তি গজরথৌ সোঽশ্বমেধরাজসূয়াভ্যামিত্যাদি শাশ্বতং বচঃ ॥ ৫০ ॥

স্ত্রীণাং মদ্ধতবন্ধূনাং দ্রোহো যোঽসাবিহোত্থিতঃ ।
কর্ম্মভির্গৃহমেধীয়ৈর্নাহং কল্পো ব্যপোহিতুম্ ॥ ৫১ ॥

অন্বয়ঃ—ইহ মদ্ধতবন্ধুনাং (ময়া হতা বন্ধবো যাসাং তাসাং) স্ত্রীণাং যঃ অসৌ (অতিপ্রবলঃ ইতি যাবৎ) দ্রোহঃ (শত্রুভাবঃ) উত্থিতঃ (অনু-দ্দিষ্টোঽপি উদ্ভূতঃ) তং (দ্রোহং) অহং গৃহমেধীয়ৈঃ (গৃহস্থাশ্রমবিহিতৈঃ) কর্ম্মভিঃ (যজ্ঞৈঃ) ব্যপোহিতুং (অপাকর্ত্তুং) ন কল্পঃ (নৈব সমর্থো ভবামি) ॥৫১॥

অনুবাদ—এই যুদ্ধে আমি যাহাদের (পতি) বান্ধববর্গকে বধ করিয়াছি আমার প্রতি সেই সব স্ত্রীলোকের যে ভয়ানক হিংসার ভাব উদ্ভূত হইয়াছে তাহা আমি গৃহস্থাশ্রমবিহিত সমস্ত ধর্ম্মকর্ম্মাদি দ্বারাও অপনোদন করিতে সমর্থ হইব না ॥ ৫১ ॥

বিশ্বনাথ—ময়া হতা বন্ধবো যাসাং তাসাম্। কল্পঃ সমর্থঃ। ননু চ সর্ব্বং পাপ্মানং তরতি ব্রহ্ম-হত্যাং যোঽশ্বমেধেন যজেতেতি শ্রুতেঃ ॥ ৫১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—"মদ্ধত-বন্ধূনাং" অর্থাৎ আমা কর্ত্তৃক যাহাদের বান্ধবগণ হত হইয়াছে, সেই সকল স্ত্রীগণের। 'কল্পঃ'—অর্থ সমর্থ। যদি বলেন—দেখুন, শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—"যিনি অশ্বমেধের দ্বারা যজ্ঞ করেন, তিনি সমস্ত পাপ, এমন কি ব্রহ্মহত্যা হইতেও উত্তীর্ণ হন" ॥ ৫১ ॥

যথা পঙ্কেন পঙ্কাম্ভঃ সুরয়া বা সুরাকৃতম্ ।
ভূতহত্যাং তথৈবৈকাং ন যজ্ঞৈর্মাষ্টু মর্হতি ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে
পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
প্রথমস্কন্ধে যুধিষ্ঠিরানুতাপো
নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥৮॥

অন্বয়ঃ—যথা পঙ্কেন (কর্দ্দমেন) পঙ্কাম্ভঃ (পঙ্কিলজলং ন মৃজ্যতে) যথা বা সুরয়া (মদ্যেন) সুরাকৃতং (সুরালেশকৃতমপবিত্রং ন মৃজ্যতে) তথা এব (জনঃ) একাং (প্রমাদতো জাতাং) ভূতহত্যাং

(প্রাণিবধজনিতপাপং) যজ্ঞৈঃ (বুদ্ধিপূর্ব্বকহিংসাপ্রায়ৈঃ যজ্ঞৈঃ) মার্ষ্টুং (শোধয়িতুং) ন অর্হতি (নৈব সমর্থো ভবতি) ॥ ৫২ ॥

ইতি প্রথমস্কন্ধে অষ্টমাধ্যায়স্যান্বয়ঃ সমাপ্তঃ।

অনুবাদ—যেরূপ কর্দ্দম দ্বারা কর্দ্দমমিশ্রিত জল ক্ষালিত হয় না অথবা যেরূপ প্রচুর মদের দ্বারাও একবিন্দুমদ্যস্পর্শঘটিত পাপ বিধৌত হয় না, তদ্রূপ মানব একটী প্রমাদ ঘটিত প্রাণিহত্যা জনিত পাপও হিংসামূলক বহু বহু যজ্ঞাদি দ্বারা শোধন করিতে সমর্থ হয় না ॥ ৫২ ॥

ইতি প্রথমস্কন্ধে অষ্টম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—পাপমশ্বমেধেন নশ্যেদিতি চেৎ তত্রাহ। যথা পঙ্কেন পঙ্কাম্ভো ন মৃজ্যতে যথা বা সুরালেশকৃতমপবিত্রং বহ্ব্যা সুরয়া ন মৃজ্যতে। যজ্ঞৈঃ বুদ্ধিপূর্ব্বকহিংসাপ্রায়ৈর্ব্বহুভির্যজ্ঞৈঃ ॥ ৫২ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
প্রথমে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥৮॥

ইতি শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিঠক্কুরকৃতা শ্রীভাগবত-প্রথমস্কন্ধে অষ্টমাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—অশ্বমেধের দ্বারা সমস্ত পাপ বিনাশ-প্রাপ্ত হয়—যদি এইরূপ বলেন, তাহার উত্তরে বলিতেছেন—যেরূপ পঙ্কের দ্বারা পঙ্ক-মিশ্রিত জল ক্ষালিত হয় না, যেরূপ একবিন্দু মদ-স্পর্শ জনিত অপবিত্রতা, বহু সুরাপানের দ্বারা শোধিত হয় না, সেইরূপ অনিচ্ছাকৃত একটি হত্যা-জনিত পাপের ক্ষালন, বুদ্ধিপূর্ব্বক হিংসাপ্রায় অশ্বমেধাদি বহু বহু যজ্ঞের দ্বারাও হইতে পারে না ॥ ৫২ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দ-দায়িনী 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার সজ্জন-সম্মত প্রথম স্কন্ধের অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত 'সারার্থ-দর্শিনী'—টীকার প্রথম স্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১।৮ ॥

মধ্ব—ইতি শ্রীভাগবত-প্রথমস্কন্ধতাৎপর্য্যে শ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎপাদাচার্য্যবিরচিতে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥

তথ্য—ইতি প্রথমস্কন্ধের অষ্টমাধ্যায়ের তথ্য সমাপ্ত।

বিবৃতি—কর্ম্মকাণ্ডনিরত গৃহব্রতকে প্রায়শ্চিত্তাদি বিধান কখনই পাপ হইতে মোচন করিতে সমর্থ হয় না। কর্ম্মকাণ্ড প্রায়শ্চিত্তে ফলভোগ অন্তর্নিবিষ্ট থাকায় ফলভোগ দ্বারা ফলভোগজনিত বিপর্য্যয়ের সংশোধন সম্ভবপর নহে। যেরূপ পঙ্কপূর্ণ জলদ্বারা পঙ্ক বিধৌত হয় না, কেননা পঙ্কজলেই পঙ্কের অবস্থিতি ; সুরাপায়ী পুনরায় সুরা পান করিলে যেরূপ সুরাপান দোষ যায় না, যজ্ঞে নিজেন্দ্রিয় তৃপ্তি-জন্য পশুবধ করিয়া যে হিংসার উৎপত্তি হয়, তাহাও পুনরায় হিংসা করিলে, সেই পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায় না। যাঁহারা গৃহমেধীর কর্ম্মকাণ্ড দ্বারা পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে মনে করেন, তাহাদের গৃহমেধীয় শ্রৌতবিধি পুনরায় তাহাদিগকে কর্ম্মকাণ্ডেই নিযুক্ত করে। শ্রীনারায়ণ কথিত পাঞ্চরাত্রিক হরিসেবাকর্ম্ম দ্বারা জীবের ভোগপ্রবৃত্তি নিবৃত্ত হয়। হরিসেবা ব্যতীত গৃহমেধীর কর্ম্ম কখনই জীবকে ভয়বন্ধন হইতে মুক্ত করে না। গৃহমেধীয়গণ পুনঃ পুনঃ পাপ ও পুণ্যে আবদ্ধ হন ॥ ৫১-৫২ ॥

ইতি প্রথমস্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ের বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীভাগবত-প্রথমস্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ের শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

নবমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীসূত উবাচ—

ইতি ভীতঃ প্রজাদ্রোহাৎ সর্ব্বধর্ম্মবিবিৎসয়া।
ততো বিনশনং প্রাগাদ্‌যত্র দেবব্রতোঽপতৎ ॥ ১ ॥

শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য

নবম অধ্যায়ের কথাসার

নবম অধ্যায়ে ভীষ্মকর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরের নিকট সর্ব্বধর্ম্ম নিরূপণ, শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি এবং তাঁহার মুক্তির কথা বর্ণিত হইয়াছে।

সূত কহিলেন, অনন্তর যুধিষ্ঠির শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের নিকট গমন করিলে তৎকালে শ্রীনারদ, ব্যাস, শুকপ্রমুখ বহু মহর্ষি, দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষিও তথায় আগমন করিলেন। ধর্ম্মজ্ঞ ভীষ্ম সকলের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে যথাবিধি পূজা করিয়া বলিতে লাগিলেন—হে পাণ্ডবগণ, তোমাদের শ্রীকৃষ্ণ সহায় থাকিতে কেন বিষাদ হইতেছে? শিব, নারদ ও কপিলদেবই ইহার মাহাত্ম্য জানেন। তোমাদের মাতুলেয়, মিত্র, দূত, মন্ত্রী ও সারথিরূপী এই কৃষ্ণই সাক্ষাৎ পরমেশ্বর। ইনি সর্ব্বাত্মা, সমদৃক্, অদ্বয়জ্ঞান, রাগাহঙ্কারহীন ও বৈষম্যহীন এবং ভক্তবাৎসল্যহেতুই আমাকে দর্শন দান করিলেন। ভক্তিপূর্ব্বক মনোনিবিষ্ট ও কীর্ত্তন করিলেই ভক্তিযোগী কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হন। আমার দেহত্যাগ কাল পর্য্যন্ত ইনি কৃপাপূর্ব্বক এস্থানে প্রতীক্ষা করুন।

সূত কহিলেন,—অনন্তর যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে বিবিধ ধর্ম্মবিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে, ভীষ্ম প্রথমে তাঁহাকে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিমূলক ধর্ম্ম, দানধর্ম্ম, রাজধর্ম্ম, মোক্ষধর্ম্ম, স্ত্রীধর্ম্ম ন্যূনাধিক সংক্ষেপে ও বিস্তৃতভাবে এবং নানা আখ্যানে ইতিহাসকথিত উপায়ের সহিত ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ এবং ভগবদ্ধর্ম্ম বর্ণন করিলেন। অতঃপর উত্তরায়ণ কাল উপস্থিত হইলে দেহত্যাগের ইচ্ছা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন—"আমি শ্রীকৃষ্ণকে চিত্ত সমর্পণ করিলাম। ইঁহার বপু তমালকান্তি, বসন বালারুণসদৃশ পীতবর্ণ, মুখপদ্ম অলকাবৃত ইঁহাতে আমার নির্ম্মলা রতি হউক্। ইনি যুদ্ধপ্রারম্ভে বিষাদগ্রস্ত অর্জ্জুনকে আত্মবিদ্যা উপদেশ করিয়াছেন। ইঁহার চরণে আমার রতি হউক্। ইনি পরম প্রেমভরে বিবিধ বিলাসদ্বারা গোপবধূগণের মান বৃদ্ধি করিলে তাঁহারাও প্রেমমুগ্ধ হইয়া ইঁহার অনুকরণ করিয়াছিলেন। সেই গোপীগণ ব্যতীত শুধু ক্ষত্রিয়গণ যে ইঁহার স্বরূপ অবগত হইবেন না, ইহা আশ্চর্য্য নহে। যেমন একই সূর্য্য প্রত্যেক দৃষ্টিতে অনেকরূপে প্রকাশিত হন, তদ্রূপ ইনিও প্রাণিগণের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়া অধিষ্ঠানভেদে বহুরূপে প্রতীয়মান হন। ইঁহার দর্শনে আমার ভেদবুদ্ধি ও মোহ দূর হইল।"

সূত কহিলেন,—এইরূপে শ্রীকৃষ্ণে মন, বাক্য ও দৃষ্টি দ্বারা আত্মনিবিষ্ট করিয়া ভীষ্ম দেহত্যাগ করিলে, স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে বাদ্য ও পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। পরে ভীষ্মের ঔর্দ্ধদেহিক কর্ম্ম সমাপ্ত হইলে মুনিগণ শ্রীকৃষ্ণের গূঢ় নামসকল কীর্ত্তন করিতে করিতে সকলে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন এবং ধর্ম্মরাজও হস্তিনাপুরে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে সান্ত্বনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অনুমোদনক্রমে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন।

অন্বয়ঃ—সূত উবাচ। ততঃ (তদনন্তরং) প্রজাদ্রোহাৎ ইতি (এবং প্রকারেণ) ভীতঃ (যুধিষ্ঠিরঃ) সর্ব্বধর্ম্মবিবিৎসয়া (সর্ব্বেষাং ধর্ম্মাণাং বিবিৎসয়া বেদিতুমিচ্ছয়া) বিনশনং (কুরুক্ষেত্রং) প্রাগাৎ (গতবান্) যত্র (যস্মিন্ কুরুক্ষেত্রে) দেবব্রতঃ (ভীষ্মঃ) অপতৎ (শরশয্যায়াং পতিতোঽভবৎ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—এইরূপে প্রজাবিদ্রোহহেতু ভয়প্রাপ্ত যুধিষ্ঠির অতঃপর সকল ধর্ম্মতত্ত্ব জানিতে ইচ্ছুক হইয়া যে স্থলে ভীষ্ম শরশয্যায় পতিত থাকিয়া অবস্থান করিতেছিলেন সেই কুরুক্ষেত্রে গমন করিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

নবমে স্বপ্রভুং ভীষ্মো দদর্শাথ তদাজ্ঞয়া।
ধর্ম্মানুক্ত্বা বহু স্তুত্বা তমেব প্রাপ ভক্তিতঃ ॥

যদায়ং তব বিবেকো নাপযাতি তদা সর্ব্বধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞং ভীষ্মমপি পৃচ্ছেতি যুক্তির্যদা সর্ব্বসম্মতাভূৎ তদা রাজা তত্রৈব যযাবিত্যাহ ইতীতি বিবিৎসয়া বিচারেচ্ছয়া বিনশনং কুরুক্ষেত্রং দেবব্রতো ভীষ্মঃ ॥১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই নবম অধ্যায়ে শ্রীভীষ্মদেব নিজপ্রভু শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিলেন। অনন্তর তাঁহার আদেশে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট বিবিধ ধর্ম্মের বিষয় বলিলেন। পরে বহু স্তব করিয়া ভক্তির দ্বারা সেই শ্রীকৃষ্ণকেই প্রাপ্ত হইলেন ॥

যদি তোমার এই অবিবেক অপগত না হয়, তাহা হইলে সর্ব্বধর্ম্মের তত্ত্ব-বিষয়ে অভিজ্ঞ ভীষ্মকেই জিজ্ঞাসা কর—এই (শ্রীকৃষ্ণের) যুক্তি যখন সর্ব্ব-সম্মত হইল তখন রাজা যুধিষ্ঠির সেখানেই গমন করিলেন— ইহাই বলিতেছেন— 'ইতি'— ইত্যাদি শ্লোকে। 'বিবিৎসয়া'—(সকল ধর্ম্মের তত্ত্ব) বিচারের ইচ্ছায়। বিনশন—বলিতে কুরুক্ষেত্র। দেবব্রত—ভীষ্মদেব ॥ ১ ॥

তদা তে ভ্রাতরঃ সর্ব্বে সদশ্বৈঃ স্বর্ণভূষিতৈঃ।
অন্বগচ্ছন্ রথৈর্বিপ্রা ব্যাসধৌম্যাদয়স্তথা ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) বিপ্রাঃ ! তদা (যুধিষ্ঠিরগমন-কালে) তে সর্ব্বে ভ্রাতরঃ (ভীমাদয়ঃ) তথা ব্যাস-ধৌম্যাদয়ঃ (ঋষয়শ্চ) স্বর্ণভূষিতৈঃ (সুবর্ণালঙ্কৃতৈঃ) সদশ্বৈঃ (সন্তঃ শ্রেষ্ঠা অশ্বা যেষু তৈঃ) রথৈঃ অন্ব-গচ্ছন্ (যুধিষ্ঠিরং অনুযযুঃ) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—সূত কহিলেন, তৎকালে তাহার সমস্ত ভ্রাতা এবং ব্যাস ধৌম্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ উত্তম উত্তম অশ্বযুক্ত স্বর্ণলঙ্কৃত রথে আরোহণ করিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥

ভগবানপি বিপ্রর্ষে রথেন সধনঞ্জয়ঃ।
স তৈর্ব্যরোচত নৃপঃ কুবের ইব গুহ্যকৈঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) বিপ্রর্ষে ! সধনঞ্জয়ঃ (অর্জ্জু-নেন সহ) ভগবানপি (শ্রীকৃষ্ণোঽপি) রথেন (যুধিষ্ঠিরং অন্বগচ্ছদিতি শেষঃ) তদা স নৃপঃ (যুধিষ্ঠিরঃ) গুহ্যকৈঃ (পরিবৃতঃ) কুবের ইব তৈঃ (অনুগন্তৃভিঃ) ব্যরোচত (শুশুভে) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—হে ব্রহ্মর্ষি শৌনক ! তখন অর্জ্জুনের সহিত শ্রীকৃষ্ণও রথারোহণপূর্ব্বক ধর্ম্মরাজের অনুসরণ করিলেন। তৎকালে গুহ্যকগণ-পরিবৃত ধনাধিপ কুবেরের ন্যায় রাজা যুধিষ্ঠির বিশেষভাবে দীপ্তি প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—ভগবানপ্যন্বগচ্ছৎ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও ধর্ম্মরাজের অনুসরণ করিলেন ॥ ৩ ॥

দৃষ্ট্বা নিপতিতং ভূমৌ দিবশ্চ্যুতমিবামরম্।
প্রণেমুঃ পাণ্ডবা ভীষ্মং সানুগাঃ সহ চক্রিণা ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—সানুগাঃ (পরিবারসহিতাঃ) পাণ্ডবাঃ চক্রিণা (শ্রীকৃষ্ণেন) সহ (কুরুক্ষেত্রং গত্বা ইতি যাবৎ) দিবঃ (স্বর্গাৎ) চ্যুতং (পতিতং) অমরং (দেবং) ইব ভূমৌ (শরশয্যায়াং) পতিতং (তং) ভীষ্মং দৃষ্ট্বা প্রণেমুঃ (প্রণামং চক্রুঃ) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—তথায় উপস্থিত হইয়া অনুচরগণের সহ যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত সেই ভীষ্মদেবকে স্বর্গভ্রষ্টদেবতার ন্যায় ভূপতিত দর্শন করিয়া প্রণাম করিলেন ॥ ৪ ॥

তত্র ব্রহ্মর্ষয়ঃ সর্ব্বে দেবর্ষয়শ্চ সত্তম।
রাজর্ষয়শ্চ তত্রাসন্ দ্রষ্টুং ভরতপুঙ্গবম্ ॥ ৫ ॥
পর্ব্বতো নারদো ধৌম্যো ভগবান্ বাদরায়ণঃ।
বৃহদশ্বো ভরদ্বাজঃ সশিষ্যো রেণুকাসুতঃ ॥ ৬ ॥
বশিষ্ঠ ইন্দ্রপ্রমদস্ত্রিতো গৃৎসমদোঽসিতঃ।
কাক্ষীবান্ গৌতমোঽত্রিশ্চ কৌশিকোঽথ সুদর্শনঃ ॥৭॥

অন্বয়ঃ—(হে) সত্তম ! (সাধুত্তম শৌনক !) তত্র (কুরুক্ষেত্রে) ভরতপুঙ্গবং (ভীষ্মং) দ্রষ্টুং (অবলোকয়িতুং) ব্রহ্মর্ষয়ঃ দেবর্ষয়ঃ রাজর্ষয়শ্চ (তথা) সশিষ্যঃ পর্ব্বতঃ নারদঃ ধৌম্যঃ ভগবান্ বাদরায়ণঃ বৃহদশ্বঃ ভরদ্বাজঃ রেণুকাসুতঃ (পরশুরামঃ) বশিষ্ঠঃ ইন্দ্রপ্রমদঃ ত্রিতঃ গৃৎসমদঃ অসিতঃ কাক্ষী-বান্ গৌতমঃ অত্রিঃ কৌশিকঃ চ অথ (এবং) সুদর্শনঃ (এতে) সর্ব্বে তত্র (তৎক্ষণমেব) আসন্ (আগতা ইত্যর্থঃ) ॥ ৫-৭ ॥

অনুবাদ—হে সাধুশ্রেষ্ঠ শৌনক ! তৎকালে ভরত কুলতিলক ভীষ্মদেবকে দেখিবার জন্য ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি ও রাজর্ষিগণ এবং শিষ্যগণের সহিত নারদ,

ধৌম্য, ভগবান্ ব্যাসদেব, বৃহদশ্ব, ভরদ্বাজ, পরশুরাম, বশিষ্ঠ, ইন্দ্রপ্রমদ, ত্রিত, গৃৎসমদ, অসিত, কাক্ষীবান্, গৌতম, অত্রি, কৌশিক এবং সুদর্শন এই সকল মুনিগণ সেই কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন ॥ ৫-৭ ॥

বিশ্বনাথ—রেণুকাসুতঃ পরশুরামঃ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—রেণুকাসুত পরশুরাম ॥৬॥

অন্যে চ মুনয়ো ব্রহ্মন্ ব্রহ্মরাতাদয়োঽমলাঃ।
শিষ্যৈরুপেতা আজগ্মুঃ কশ্যপাঙ্গিরসাদয়ঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ব্রহ্মন্! অন্যে (অপরে) অমলাঃ (শুদ্ধান্তঃকরণাঃ) ব্রহ্মরাতাদয়ঃ (ব্রহ্মরাতঃ শুকঃ তদাদয়ঃ) কশ্যপাঙ্গিরসাদয়ঃ (কশ্যপবৃহস্পতি-প্রমুখাঃ) মুনয়ঃ চ শিষ্যৈঃ উপেতাঃ (যুক্তাঃ সন্তঃ) আজগ্মুঃ (তত্রাগতাঃ) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—হে ব্রহ্মন্, এতদ্ব্যতীত শুকদেবাদি অমল পরমহংসগণ এবং কশ্যপ-বৃহস্পতিপ্রমুখ মুনিগণ শিষ্যপরিবৃত হইয়া তথায় আগমন করিলেন ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—ব্রহ্মরাতঃ শুকঃ। আঙ্গিরসো বৃহস্পতিঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ব্রহ্মরাত শ্রীশুকদেব। আঙ্গিরস বৃহস্পতি ॥ ৮ ॥

তান্ সমেতান্মহাভাগানুপলভ্য বসূত্তমঃ।
পূজয়ামাস ধর্ম্মজ্ঞো দেশকালবিভাগবিৎ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—ধর্ম্মজ্ঞঃ (সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞঃ) দেশকাল-বিভাগবিৎ (দেশকালপাত্রানুসারেণ কার্য্যারম্ভপটুঃ) বসূত্তমঃ (ভীষ্মঃ) তান্ (পূর্ব্ববর্ণিতান্) মহাভাগান্ (সৌভাগ্যশালিনঃ ধার্ম্মিকানিত্যর্থঃ) সমেতান্ (মিলিতান্) উপলভ্য (প্রাপ্য) পূজয়ামাস (উত্থাতুমশক্যত্বাচ্ছয়ান এব মনসা বাচা যথাবিধি সৎকৃতবান্) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—ব্যবহারধর্ম্মশাস্ত্রবিৎ দেশ কাল ও পাত্র-বিচারে কার্য্যতৎপর বসুশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম মহাভাগ্যবান্ সেই সকল মুনিকে সমুপস্থিত দেখিতে পাইয়া যথাবিধি পূজা করিলেন ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—বসূত্তমো ভীষ্মঃ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বসূত্তম ভীষ্মদেব ॥ ৯ ॥

কৃষ্ণঞ্চ তৎপ্রভাবজ্ঞ আসীনং জগদীশ্বরম্।
হৃদিস্থং পূজয়ামাস মায়য়োপাত্তবিগ্রহম্ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—তৎপ্রভাবজ্ঞঃ (কৃষ্ণবিক্রমবিৎ ভীষ্মঃ) হৃদিস্থং (অন্তঃকরণস্থিতং) মায়য়া (নিজকৃপয়া) উপাত্তবিগ্রহং (অবতীর্ণং) আসীনং (পুরতঃ উপবিষ্টং) জগদীশ্বরং (জগৎকর্ত্তারং) কৃষ্ণং চ পূজয়ামাস ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—কৃষ্ণমহিমাবিৎ ভক্তরাজ ভীষ্মদেব, অন্তর্য্যামিরূপে হৃদয়স্থিত হইয়াও স্বরূপশক্তিবলে অপ্রাকৃত শরীর ধারণ করিয়া সমীপাগত সম্মুখে উপবিষ্ট জগৎপতি কৃষ্ণকে দেখিয়া পূজা করিলেন ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—মায়য়ৈবোপাত্তো গৃহীতো বিগ্রহো যুধিষ্ঠিরেণ সার্দ্ধং প্রবোধাপ্রবোধহেতুকো বিবাদো যেন তম্। যদ্বা, মায়য়া কৃপয়া উপ নেত্রসমীপে আনীতো নিজদেহো যেন তম্ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মায়য়া উপাত্ত-বিগ্রহম্'—মায়ার দ্বারা অর্থাৎ ছল করিয়া যিনি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সহিত প্রবোধ ও অপ্রবোধক হেতু বিগ্রহ (বিবাদ) করিয়াছেন, তাঁহাকে। অথবা মায়া অর্থাৎ কৃপার দ্বারা নেত্রসমীপে নিজদেহ যিনি আনয়ন করিয়াছেন, তাঁহাকে অর্থাৎ সেই শ্রীকৃষ্ণকে (ভীষ্মদেব পূজা করিলেন) ॥ ১০ ॥

তথ্য—মায়য়া—১। কৃপয়া (শ্রীজীব ও সিদ্ধান্ত-প্রদীপ), ২। সঙ্কল্পরূপজ্ঞানেন (বীররাঘব), ৩। ইচ্ছয়া (বিজয়ধ্বজ), ৪। স্বশক্ত্যা (বল্লভ) ॥১০॥

পাণ্ডুপুত্রানুপাসীনান্ প্রশ্রয়প্রেমসঙ্গতান্।
অভ্যাচষ্টানুরাগাস্রৈরন্ধীভূতেন চক্ষুষা ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—অনুরাগাস্রৈঃ (স্নেহাশ্রুভিঃ) অন্ধীভূতেন চক্ষুষা (বদ্ধদৃষ্টি-লোচনেন উপলক্ষিতঃ ভীষ্মঃ ইত্যর্থঃ) প্রশ্রয়প্রেমসঙ্গতান্ (প্রশ্রয়ঃ বিনয়ঃ প্রেম স্নেহঃ তাভ্যাং সঙ্গতান্ উপসন্নান্) উপাসীনান্ (সমীপে

উপবিষ্টান্) পাণ্ডুপুত্রান্ (পাণ্ডবান্) অভ্যাচষ্ট (অভ্যভাষত) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—স্নেহাশ্রুসমূহে দৃষ্টি রুদ্ধ অবস্থায় ভীষ্মদেব বিনয় ও স্নেহযুক্ত হইয়া অবনতভাবে সম্মুখে উপবিষ্ট পাণ্ডবগণকে কহিতে লাগিলেন ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—অভ্যাচষ্ট অভ্যভাষত ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অভ্যাচষ্ট—অর্থাৎ বলিয়াছিলেন ॥ ১১ ॥

অহো কষ্টমহোঽন্যায্যং যদ্‌যূয়ং ধর্ম্মনন্দনাঃ ।
জীবিতুং নার্হথ ক্লিষ্টং বিপ্রধর্ম্মাচ্যুতাশ্রয়াঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ধর্ম্মনন্দনাঃ (ধর্ম্মেষু নন্দনঃ আনন্দঃ যেষাং তে পাণ্ডবাঃ) বিপ্রধর্ম্মাচ্যুতাশ্রয়াঃ (বিপ্রঃ ধর্ম্মঃ অচ্যুতশ্চ আশ্রয়ঃ যেষাং তে) যূয়ং ক্লিষ্টং (যথা স্যাৎ তথা) জীবিতুং (প্রাণান্ ধারয়িতুং) নার্হথ (ন যোগ্যাঃ অলং শোকেন ইত্যর্থঃ) (অন্যথা) অহো কষ্টং অহো অন্যায্যং (ন্যায়বিরুদ্ধং কষ্টকরঞ্চ অস্মাকম্ ইত্যর্থঃ) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—হে ধর্ম্মনন্দন পাণ্ডবগণ ! ব্রাহ্মণ, ধর্ম্ম ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ—এই তিনের আশ্রয়ে থাকিয়া তোমরা কঠোরভাবে জীবনযাপনের যোগ্য নহ। যেহেতু ইহা বড়ই নিন্দনীয় ও অনুচিত ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—অহো কষ্টমহোঽন্যায্যমিতি রাজন্যতিদেশ এবান্যায্যকষ্টে খলু ন সম্ভবতস্তৎ কিমত্রার্থে সর্ব্ববিশ্বস্থিতিকর্ত্তরি বিষ্ণাবেবান্যায়ঃ সমভূদিতি ভাবঃ। ক্লিষ্টং যথাস্যাত্তথা য়ূয়ং জীবিতুং নার্হথ অন্যে তথা জীবন্তি চেৎ জীবন্তিতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অহো কষ্টম্ অহো অন্যায্যম্'—ইতি। রাজন্ ! অতিদেশে (অতিদেশ হইতেছে—অন্যধর্ম্মের অন্যত্র আরোপ) অর্থাৎ অস্থানে অন্যায় ও কষ্ট হওয়া সম্ভব নয়, তোমরা রাজা, তোমাদের ইহা অন্যায্য ও কষ্টকর। তাহা হইলে এই বিষয়ে সকল বিশ্বের পালক বিষ্ণুরই অন্যায় হইয়াছিল—এই ভাব। এইরূপ কষ্টভোগের দ্বারা তোমরা জীবনযাপন করিবার যোগ্য নহ, অপরে সেইভাবে জীবনযাপন করে, করুক—এই ভাব ॥১২॥

সংস্থিতেঽতিরথে পাণ্ডৌ পৃথা বালপ্রজা বধূঃ ।
যুষ্মৎকৃতে বহূন্ ক্লেশান্ প্রাপ্তা তোকবতী মুহুঃ ॥১৩॥

অন্বয়ঃ—অতিরথে (বীরাগ্রগণ্যে) পাণ্ডৌ সংস্থিতে (মৃতে সতি) বালপ্রজা (বালাঃ শিশবঃ প্রজাঃ পুত্রাঃ যস্যাঃ সা) তোকবতী (তোকানি অপত্যানি তদ্বতী অপত্যৈঃ সহ ইত্যর্থঃ) বধূঃ (মম স্নুষা) পৃথা (কুন্তী) যুষ্মৎকৃতে (যুষ্মাকং পালনার্থং) মুহুঃ (বারংবারং) বহূন্ ক্লেশান্ প্রাপ্তা ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—আহা ! তোমাদের পিতা মহারাজ মহারথী পাণ্ডুর মৃত্যু হইলে শিশুসন্তান ও অপত্য পরিবৃত হইয়া দীনা বালবধূ তোমাদের জননী কুন্তী তোমাদিগের নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ অনেক দুঃখ পাইয়াছেন ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—ননু কিং ক্লিষ্টং তত্রাহ। সংস্থিতে মৃতে বালপ্রজা ইতি বালপ্রজত্বদশায়ামেকাকিন্যেব ক্লেশান্ প্রাপ্তা। যুষ্মাকং প্রৌঢ়বয়স্ত্বে সতি তু তোকবতী পুত্রৈর্যুষ্মাভিঃ সহিতাপি কষ্টান্ প্রাপ্তেত্যর্থঃ ॥১৩

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—কি কষ্ট ? তাহাতে বলিতেছেন—পাণ্ডুর মৃত্যু হইলে। বালপ্রজা অর্থাৎ যাঁহার পুত্রগণ অতি শিশু, সেই বধূ কুন্তীদেবী, তোমাদের শৈশবকালে তিনি একাকীই ক্লেশভোগ করিয়াছিলেন, কিন্তু তোমাদের প্রৌঢ়-বয়সেও পুত্রগণ তোমাদের সহিতই ক্লেশ প্রাপ্ত হইলেন—এই অর্থ ॥ ১৩ ॥

সর্ব্বং কালকৃতং মন্যে ভবতাঞ্চ যদপ্রিয়ম্ ।
সপালো যদ্বশে লোকো বায়োরিব ঘনাবলিঃ ॥১৪॥

অন্বয়ঃ—(হে পাণ্ডবাঃ) ভবতাং চ যদপ্রিয়ং (যুষ্মাকমপি যৎ দুঃখং জাতং তৎ ইতি শেষঃ) কালকৃতং (কালেন সম্পাদিতং ইতি অহং) মন্যে (সম্ভাবয়ামি) ঘনাবলিঃ বায়োঃ ইব (মেঘা যথা বায়োর্বশে বর্ত্তন্তে তদ্বদিত্যর্থঃ) স পালঃ (লোকপালসহিতঃ) লোকঃ যদ্বশে (যস্য কালস্য বশবর্ত্তী ভবতি) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—হে পাণ্ডবগণ ! তোমাদেরও যে এতাদৃশ নিরানন্দ ও দুঃখ হইতেছে, তাহা আমি কাল-

দ্বারাই সম্পাদিত বলিয়া মনে করি। কেননা মেঘসমূহ যেমন বায়ুবশে পরিচালিত হয়, তদ্রূপ লোকপালগণের সহিত সমুদয় লোক কালের অধীনে অবস্থান করিতেছে ।। ১৪ ।।

বিশ্বনাথ—ননু তর্হি কথমস্মাকং ক্লেশস্তত্র তৎকারণং প্রাচীনার্ব্বাচীনং কিমপি পাপং পশ্যন্ বক্তুং সমর্থ এব লোকোক্তিরিত্যেবাহ সর্ব্বমিতি। ননু কালো হি প্রারব্ধসুখদুঃখভোগয়োরেবাধিকরণমেবেতি সহকারিত্বাদুপচারেণৈব কালকৃতং মন্যে ইতি ব্রূষে। প্রারব্ধপাপকৃতমিতি স্পষ্টং কথং ন বদসীত্যত আহ ভবতাঞ্চেতি। যুধিষ্ঠিরো হি সাক্ষাদ্ধর্ম্মাবতার ইতি প্রসিদ্ধ এব ধর্ম্মস্যাপি প্রারব্ধং পাপমস্যাস্তীতি চেন্মন্তব্যং তর্হি কথং ধর্ম্মস্যাধর্ম্মত্বমতোহতিপ্রবলোঽতিদুর্নিবারো দুস্তর্কঃ কাল এব কারণমিত্যাহ সপাল ইতি ।। ১৪ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেখুন, তাহা হইলে আমাদের ক্লেশ কি জন্য ? সেই বিষয়ে প্রাচীন বা অর্ব্বাচীন কোন কারণ, অথবা কোন পাপ বলিতে অসমর্থ হইয়া লৌকিক উক্তিই বলিতেছেন—'সর্ব্বম্' ইত্যাদি অর্থাৎ সমস্ত কিছুই কালকৃত বলিয়া আমি মনে করি। দেখুন—কাল হইতেছে প্রারব্ধ সুখ ও দুঃখভোগের আধার, এইজন্য সহকারিত্ব-হেতু ঔপচারিকভাবে 'কালকৃত মনে করি'—এইরূপ বলিতেছেন। প্রারব্ধ পাপ-জনিত এই ক্লেশ—ইহা স্পষ্টভাবে কিজন্য বলিতেছেন না ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—তোমাদেরও। যুধিষ্ঠির সাক্ষাৎ ধর্ম্মের অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধই আছেন। যদি বল—ধর্ম্মেরও প্রারব্ধ পাপ আছে, না, এইরূপ মন্তব্য করিতে পার না, কারণ ধর্ম্মের কি করিয়া অধর্ম্মত্ব হইতে পারে ? অতএব অতি প্রবল, অতি দুর্নিবার, দুস্তর্ক কালই কারণ—ইহাই বলিতেছেন—সপাল অর্থাৎ লোকপালগণের সহিত সমস্ত লোকই যে কালের বশবর্ত্তী হয় ।। ১৪ ।।

যত্র ধর্ম্মসুতো রাজা গদাপাণির্বৃকোদরঃ।
কৃষ্ণোঽস্ত্রী গাণ্ডিবং চাপং সুহৃৎ কৃষ্ণস্ততো বিপৎ ॥১৫

অন্বয়ঃ—যত্র ধর্ম্মসুতঃ (ধর্ম্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ) রাজা গদাপাণিঃ বৃকোদরঃ (ভীমঃ) অস্ত্রী কৃষ্ণঃ (ধন্বী অর্জ্জুনঃ) চাপং (ধনুঃ) গাণ্ডিবং সুহৃৎ (বন্ধুঃ) কৃষ্ণঃ (চ বর্ত্ততে ইতি শেষঃ) ততঃ বিপৎ (তত্রাপি দুঃখম্) ।। ১৫ ।।

অনুবাদ—যে স্থানে রাজা ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির, গদাধারী ভীমসেন, অস্ত্রধারী অর্জ্জুন, শরাসন গাণ্ডীব এবং বান্ধবরূপে শ্রীকৃষ্ণ অবস্থান করেন, আহা সেই স্থানেও দুঃখ অবস্থান করিতেছে ! অর্থাৎ পুণ্যবল, দৈহিকবল, নৈপুণ্যবল, শস্ত্রবল এবং সুহৃদ্‌বল এই চতুর্ব্বিধ অদ্ভুত সম্পদ্ সত্ত্বেও যে তোমাদের বিপদ বা দুঃখ, তাহা বড়ই বিস্ময়াবহ। অহো ! কি কাল-প্রভাব ।। ১৫ ।।

বিশ্বনাথ—যত্র ধর্ম্মসুতো রাজেত্যাদি। ননু ন কর্হিচিন্মৎপরাঃ শান্তরূপে নঙ্ক্ষ্যন্তি নোঽনিমিষো লেঢ়ি হেতিঃ। যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ সখা গুরুঃ সুহৃদো দৈবমিষ্টমিতি (ভাঃ ৩।২৫।৩৮) কপিলদেবোক্তেঃ কৃষ্ণে দাস্যসখ্যবাৎসল্যবতঃ পাণ্ডবান্ কথং কালোঽতিক্রমেতেত্যতো অতিবিস্ময়ান্বিতঃ কারণং বিনৈব কর্ম্মোৎপত্তিরূপং বিভাবনালঙ্কারং ভাবয়ন্নাহ যত্রেতি। কৃষ্ণোঽর্জ্জুনঃ অস্ত্রী ধন্বী ততস্তত্রাপি বিপৎ। পুণ্যবলশারীরবলনৈপুণ্যবলশস্ত্রবলসুহৃদ্‌বলসম্পত্ত্যাবপীত্যর্থঃ ।। ১৫ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যত্র ধর্ম্মসুতো রাজা'—অর্থাৎ যেখানে ধর্ম্মনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির ইত্যাদি। যদি বলেন – দেখুন, "হে শান্তরূপে জননি ! যে সকল ব্যক্তি আমাকে একান্তভাবে আশ্রয় করেন, কোন কালে তাঁহারা ভোগ্যবস্তুবিহীন হন না এবং আমার অনিমিষ কালচক্রও তাঁহাদিগকে গ্রাস করিতে পারে না। ফলতঃ, আমি যাঁহাদের আত্মবৎ প্রিয়, পুত্রের ন্যায় স্নেহভাজন, সখাতুল্য বিশ্বাসের আস্পদ, গুরুসদৃশ উপদেষ্টা, সুহৃৎসম হিতকারী, ইষ্টদেবতুল্য পূজনীয় অর্থাৎ যাঁহারা এইপ্রকারে সর্ব্বতোভাবে আমার ভজন করেন, আমার কালচক্র তাঁহাদিগকে কি কখন গ্রাস করিতে সমর্থ হয় ?"—এইরূপ শ্রীকপিলদেবের উক্তি অনুসারে শ্রীকৃষ্ণে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্যবান্ পাণ্ডবগণকে কি প্রকারে কাল পরাভব করিতে পারে ?—ইহার উত্তরে অতিবিস্ময়যুক্ত হইয়া, 'কারণ বিনাই কর্ম্মের উৎপত্তি-রূপ বিভাবনা অলঙ্কার'—চিন্তন-

পূর্ব্বক বলিতেছেন—যেখানে ধর্ম্মসুত রাজা যুধিষ্ঠির, গদাপাণি বৃকোদর, গাণ্ডীব-ধারী অর্জ্জুন এবং তাঁহাদের সুহৃৎ শ্রীকৃষ্ণ বিদ্যমান, সেখানেও বিপদ্! এখানে 'কৃষ্ণোঽস্ত্রী'—বলিতে অস্ত্রী ধনুর্ধারী অর্জ্জুন, গাণ্ডীব যাঁহার ধনু, সেখানেও বিপদ্ (ইত্যাদি সমস্তই বিস্ময়কর)। পুণ্যবল, শারীরিক বল, নৈপুণ্যবল, শস্ত্রবল এবং সুহৃদ্-বলরূপ সম্পত্তি থাকিতেও (বিপদ্)—এই অর্থ ॥ ১৫ ॥

ন হ্যস্য কর্হিচিদ্রাজন্ পুমান্ বেদ বিধিৎসিতম্।
যদ্বিজিজ্ঞাসয়া যুক্তা মুহ্যন্তি কবয়োঽপি হি ॥১৬॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, (নৃপতে) কর্হিচিৎ (কদাপি) পুমান্ (লোকঃ) অস্য (পুরতঃ স্থিতস্য শ্রীকৃষ্ণস্য) বিধিৎসিতং (কর্ত্তুমিষ্টং) ন হি বেদ (নৈব জানাতি) (কিং বহুনা) যদ্বিজিজ্ঞাসয়া (যস্য বিধিৎসিতস্য জ্ঞানার্থং) যুক্তাঃ (যোগযুক্তাঃ) কবয়ঃ অপি (তত্ত্বজ্ঞাঃ পণ্ডিতা অপি) মুহ্যন্তি (মোহিতা ভবন্তি এব) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—হে নৃপ! এই যে শ্রীকৃষ্ণ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত আছেন, ইঁহার অভিলষিত কর্ম্ম কোন লোক কখনও জানিতে পারে না, অধিক কি ইঁহাকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছুক হইয়া যোগযুক্ত জ্ঞানী, পণ্ডিত বা সূরিগণও মোহপ্রাপ্ত হন মাত্র ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—ন হ্যস্য কর্হিচিদ্রাজনিত্যাদি। তর্হ্যত্র কিং নির্দ্ধারয়ামি সামন্যতস্তাবদয়ং সিদ্ধান্তঃ সর্ব্ববাদিসম্মতো যৎ কৃষ্ণস্য চিকীর্ষিতমন্যথা কর্ত্তুং ন কোঽপি সমর্থস্তচ্চিকীর্ষিতং কিমিতি অদ্যাপি কোঽপি ন বেত্তীত্যাহ ন হ্যস্যেতি। কর্হিচিদপি কালে কোঽপি পুমান্ ব্রহ্মভবাদিঃ কোঽপি ন বেদ অহং কো বরাক ইতি ভাবঃ। ননু কোঽপি মা জানাতু জিজ্ঞাসা তু অবশ্যমেব জায়তে। তত্রাস্মাসু দুঃখদানমেব কিং চিকীর্ষিতং সুখদানমেব বা উভয় দানমেব বা তত্রাদ্যং ন ভক্তবাৎসল্যগুণস্য লোপানৌচিত্যাৎ। দ্বিতীয়মপি ন অদৃষ্টত্বাদেব। তৃতীয়মপি ন তৎসৌহার্দ্দলোপাপত্তেঃ তর্হি জিজ্ঞাসামপি নৈব কর্ত্তুমুচিতেতি বিনির্ণয়ন্নাহ যদ্বিজিজ্ঞাসয়েতি। যুক্তা বিবেকিনোঽপি কবয়ঃ সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞা অপি মোহমেব প্রাপ্নুবন্তি সিদ্ধান্তালাভাদিতি ভাবঃ। অত্র ভীষ্মস্য মহাবিজ্ঞস্যোক্তৌ কবয় ইতি মুহ্যন্তি ইতি পদাভ্যাং যুধিষ্ঠিরাদয়োঽপি ভগবদ্ভক্তাঃ প্রারব্ধং ভুঞ্জত ইতি মতং পরাস্তম্ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ন হ্যস্য কর্হিচিদ্ রাজন্'—অর্থাৎ হে রাজন্, এই শ্রীকৃষ্ণের চিকীর্ষিত কেহই, কোনকালে, কোনপ্রকারেই বুঝিতে পারে না ইত্যাদি। তাহা হইলে পাণ্ডবগণের ক্লেশ-প্রাপ্তি-বিষয়ে কি নির্দ্ধারণ করি? সাধারণভাবে সর্ব্ববাদি-সম্মত সিদ্ধান্ত এই যে—শ্রীকৃষ্ণের চিকীর্ষিত অর্থাৎ অভিলষিত কর্ম্ম অন্যথা করিতে কেহই সমর্থ নহে। অন্যথা করা দূরে থাকুক, তাঁহার চিকীর্ষিত কর্ম্ম কি—তাহাও অদ্যাপি কেহই জানে না—ইহাই বলিতেছেন, 'ন হস্য ইতি'। কোনও কালে, কোনও ব্যক্তি, ব্রহ্মা মহেশ্বরাদি পর্য্যন্ত কেহই জানিতে পারে না, আর, আমি তো অতিতুচ্ছ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র—এই ভাব। দেখুন—কেহই না জানুক, জিজ্ঞাসা ত' অবশ্যই করা যায়। তাহা হইলে আমাদের দুঃখদানই কি চিকীর্ষিত, অথবা সুখদানই, কিম্বা (সুখ-দুঃখ) উভয়ই। সেখানে আদ্য (দুঃখ-দান) সম্ভব নহে, ভক্তবাৎসল্য গুণের লোপের অনৌচিত্য-হেতু (যেহেতু তিনি ভক্তবৎসল, অতএব ভক্তকে দুঃখ দিতে পারেন না), দ্বিতীয়ও (সুখদানও) নহে, কারণ উহা অদৃষ্ট-বশতঃ (লোকে ভোগ করে), তৃতীয়ও (সুখ-দুঃখ উভয়ই) নহে, তাহা হইলে তাঁহার সৌহার্দ্দের লোপ হইয়া পড়ে। অতএব জিজ্ঞাসা করাও যুক্তিযুক্ত নহে, ইহাই নির্ণয় করিয়া বলিতেছেন—যাঁহার অভিপ্রায় জানিতে ইচ্ছা করিয়া (বিবেকিগণও বিমোহিত হন) ইত্যাদি। 'যুক্তাঃ' অর্থাৎ যোগযুক্ত বিবেকিগণও, সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ হইয়াও মোহই প্রাপ্ত হন, সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে অপারগ-হেতু—এই ভাব। এখানে মহাবিজ্ঞ শ্রীভীষ্মদেবের উক্তিতে 'কবয় ইতি, মুহ্যন্তি ইতি' অর্থাৎ তত্ত্ববিদ্‌গণ এবং মোহিত হন—এই দুই পদ প্রয়োগের দ্বারা, 'ভগবদ্ভক্ত যুধিষ্ঠিরাদিও প্রারব্ধ ভোগ করিতেছেন'—এই মতবাদ পরাস্ত হইল ॥ ১৬ ॥

মধ্ব—

অসঙ্গশ্চাব্যয়োঽভেদ্যোঽনিগ্রাহ্যোঽশোষ্য এব চ।
বিদ্ধোঽসৃগঙ্কিতো বদ্ধ ইতি বিষ্ণুঃ প্রদর্শ্যতে ॥

অসুরান্মোহয়ন্ দেবঃ ক্রীড়য়ৈব সুরেষ্বপি।
মানুষান্মধ্যয়া দৃষ্ট্যা ন মুক্তেষু কথঞ্চন ॥
ইতি স্কান্দে ॥ ১৬ ॥

তস্মাদিদং দৈবতন্ত্রং ব্যবস্য ভরতর্ষভ।
তস্যানুবিহিতো নাথানাথাঃ পাহি প্রজাঃ প্রভো ॥১৭॥

অন্বয়ঃ—নাথ (হে কুলপরম্পরাগতস্বামিন্) প্রভো (শাসন-পালন-সমর্থ) ভরতর্ষভ (যুধিষ্ঠির) তস্মাৎ ইদং (সুখাদি) দৈবতন্ত্রং (ঈশ্বরাধীনং) ব্যবস্য (নিশ্চিত্য) তস্য (ঈশ্বরস্য) অনুবিহিতঃ (অনুবর্ত্তী সন্) অনাথাঃ (নিরাশ্রয়াঃ) প্রজাঃ (প্রকৃতীঃ) পাহি (পালয়) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—অতএব হে কুলপরম্পরাগত স্বামিন্, হে শাসন-পালন-সমর্থ রাজন্, জীবের এই যে সুখ দুঃখ, ইহাকে ঈশ্বরাধীন জ্ঞান করিয়া সেই ঈশ্বরের অনুবর্ত্তী হইয়া নিরাশ্রয় প্রজাবর্গকে পালন কর ॥১৭॥

বিশ্বনাথ—ইদং সুখদুঃখাদি-দৈবতন্ত্রং ঈশ্বরাধীনমেব ব্যবস্য নিশ্চিত্য কিন্তু তদ্বিধিৎসিতস্য দুর্জ্ঞেয়তোক্তেঃ স্বভক্তায় তৎপ্রদানাদিকং দুর্জ্ঞেয়প্রয়োজনকমিত্যপি নিশ্চিত্য তস্য কৃষ্ণস্য অনুবিহিতোঽনুগতঃ হি গতৌ অনাথাঃ প্রজাঃ পাহি ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই সুখ-দুঃখাদি 'দৈবতন্ত্র' অর্থাৎ ঈশ্বরের অধীনই, ইহা নিশ্চয় করিয়া, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অভিলষিত কর্ম্মের দুর্জ্ঞেয়তা বলায় স্বভক্তের প্রতি সেই সুখ-দুঃখাদি দানের প্রয়োজনও দুর্জ্ঞেয়—ইহাও স্থির করতঃ বলিতেছেন—সেই শ্রীকৃষ্ণের অনুগত হইয়া নিরাশ্রয় প্রজাগণকে পালন কর। এখানে 'অনুবিহিতঃ' শব্দের ব্যাকরণগত অর্থ বলিতেছেন—'হি গতৌ'—অর্থাৎ গতি অর্থে স্বাদিগণীয় হি ধাতুর (অনু-বি-হি+ক্ত) প্রয়োগ হইয়াছে বলিয়া উহার অর্থ 'অনুগতঃ' করিলেন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের বশবর্ত্তী হইয়া প্রজাপালন কর ॥ ১৭ ॥

এষ বৈ ভগবান্ সাক্ষাদাদ্যো নারায়ণঃ পুমান্।
মোহয়ন্ মায়য়া লোকং গূঢ়শ্চরতি বৃষ্ণিষু ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—এষঃ বৈ (পুরতঃ স্থিতঃ এব শ্রীকৃষ্ণঃ) ভগবান্ (সর্ব্বেশ্বরঃ) সাক্ষাৎ (প্রত্যক্ষদৃষ্টঃ স্বয়ং) আদ্যঃ পুমান্ (আদিপুরুষঃ) নারায়ণঃ (হরিঃ) মায়য়া (স্বীয় মায়াশক্ত্যা) লোকং মোহয়ন্ (মুগ্ধীকুর্ব্বন্) বৃষ্ণিষু (যাদবেষু যদুকুলেষু) গূঢ়ঃ (অজ্ঞাতবিক্রমঃ সন্) চরতি (বর্ত্ততে) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—সর্ব্বেশ্বর আদিপুরুষ সাক্ষাৎ নারায়ণ এই যে শ্রীকৃষ্ণ ইনি নিজ চিচ্ছক্তিবলে বিশ্বকে মুগ্ধ করিয়া যদুকুলে গুপ্তভাবে বিচরণ করিতেছেন ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—এষ বৈ ইত্যাদি নন্বীশ্বরাধীনমিতি তদ্বিধিৎসিতন্তু ন বেদেত্যাদি কথং ব্রূষে ঈশ্বরঃ সংপ্রতি তব সাক্ষাদ্বর্ত্তেব। ইত্যত ইমং কৃষ্ণমেব পৃষ্ট্বা কথং সর্ব্বং তত্ত্বং ন বেৎসীত্যত আহ। এষ ইতি। মায়য়া মোহয়ন্নিতি পৃষ্টো হি ভীষ্মাদপি কিমহমতিতত্ত্বজ্ঞ ইত্যাদি বাচা বঞ্চয়ন্ ন বক্ষ্যতি। কথং চিদ্বদন্নপি মোহয়িষ্যত্যেবেত্যসাবনুবর্ত্তনীয় এব ন তু জিজ্ঞাসনীয় ইতি ভাবঃ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'এষ বৈ'-ইত্যাদি—দেখুন, 'সুখ-দুঃখাদি ঈশ্বরাধীন' এবং 'সেই ঈশ্বর কৃষ্ণের অভিলষিত কর্ম্ম কেহই জানিতে পারে না'—ইত্যাদি কিজন্য বলিতেছেন? ঈশ্বর সম্প্রতি তোমার সাক্ষাতে অবস্থিতই রহিয়াছেন, অতএব এই কৃষ্ণকেই জিজ্ঞাসা করিয়া সমস্ত বিষয় কিজন্য জানিতেছ না? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—এষ ইতি অর্থাৎ ভগবান্ আদিপুরুষ সাক্ষাৎ নারায়ণ এই যে কৃষ্ণ, ইনিই নিজমায়ার দ্বারা বিশ্বকে বিমোহিত করিয়া গূঢ়রূপে বৃষ্ণিকুলে বিচরণ করিতেছেন। 'মায়ার দ্বারা মোহিত করিতে করিতে'—ইহা বলায়, যদি ইঁহাকে জিজ্ঞাসাও করা হয়, তাহা হইলে 'ভীষ্ম হইতেও আমি কি অতিশয় তত্ত্বজ্ঞ'—এইরূপ বাক্যের দ্বারা বঞ্চনা করিয়া কিছুই বলিবেন না। আর, যদি কোনপ্রকারে বলেনও, তাহা হইলেও মোহিতই করিবেন; অতএব এই শ্রীকৃষ্ণের অনুবর্ত্তী হইয়াই চলিবে, কিন্তু তিনি জিজ্ঞাসনীয় নহেন অর্থাৎ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া কোন ফললাভ হইবে না—এই ভাব ॥ ১৮ ॥

বিবৃতি—ভগবান্ মায়াশক্তির রজস্তমোগুণদ্বারা জীবের নির্ম্মল জ্ঞানকে আবৃত ও বিক্ষিপ্ত করেন। তিনি জীবকল্যাণের জন্য স্বপ্রকাশ-ধর্ম্মবলে বিশুদ্ধসত্ত্ব মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মারূপে

সর্ব্বজীবের নির্ম্মলান্তঃকরণে যে বিশুদ্ধসত্ত্ব বিগ্রহ প্রকট করেন, তাহাতে মায়াশক্তিপ্রচুর দর্শন বিদ্যমান থাকায় জীবের রাজস বা তামস দর্শন ব্যতীত বিশুদ্ধ-সত্ত্বের দর্শন হইয়া থাকে। শ্রীভগবদ্‌বিগ্রহ নিত্য চিদানন্দময়। জীবদর্শনেই গৌণ-দৃষ্টি-সংযোগে, অন্তর্য্যামিপরমাত্মদর্শনে মায়িক সত্ত্বগুণ-সম্বন্ধ অবস্থান করায় মায়াশক্তিই ভগবৎপ্রাকট্যের কারণ বলিয়া অনুমিত হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে মায়াশক্তির দ্বারা জীবের মোহনকার্য্য সম্পাদিত হয়, কিন্তু ভগবানের চিন্ময় রূপগুণ লীলাময় নিত্যপ্রকাশ-প্রকটনকার্য্য মায়াশক্তিদ্বারা নহে। উহা নিত্য ভগবৎকৃপামাত্র ॥১৮॥

অস্যানুভাবং ভগবান্ বেদ গুহ্যতমং শিবঃ।
দেবর্ষির্নারদঃ সাক্ষাদ্ভগবান্ কপিলো নৃপ ॥ ১৯ ॥
যং মন্যসে মাতুলেয়ং প্রিয়ং মিত্রং সুহৃত্তমম্।
অকরোঃ সচিবং দূতং সৌহৃদাদথ সারথিং ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—নৃপ (হে রাজন্) (ত্বমজ্ঞানাৎ) যং (শ্রীকৃষ্ণং) মাতুলেয়ং (মাতুল্যাঃ দেবক্যাঃ সুতং) প্রিয়ং (প্রতিবিষয়ং) মিত্রং (প্রীতিকর্ত্তারং) সুহৃত্তমং (উপকারানপেক্ষ্যোপকারকং) মন্যসে (সম্ভাবয়সি) অথ (অপি চ) সৌহৃদাৎ (বিশ্বাসাৎ) সচিবং (মন্ত্রণাদাতারং) দূতং (সন্দেশবাহিনং) সারথিং (রথচালকং সূতঞ্চ) অকরোঃ (কৃতবানসি তথা-ভূতস্য) অস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) গুহ্যতমং (রহস্যময়ং) অনুভাবং (প্রভাবং) ভগবান্ (অণিমাদিসিদ্ধিমান্) শিবঃ (হরঃ) দেবর্ষির্নারদঃ সাক্ষাৎ (স্বয়ং) ভগবান্ (নারায়ণাবতারঃ) কপিলঃ (দেবহূতিতনয়ঃ) বেদ (জানাতি) ॥ ১৯-২০ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্! ভগবান্ শম্ভু, দেবর্ষি নারদ, সাক্ষাৎ ভগবান্ কপিলদেব এই শ্রীকৃষ্ণের অতিগূঢ় প্রভাব জানেন, অন্যে কেহ জানে না এবং এই শ্রীকৃষ্ণকে তোমরা মাতুল বসুদেব পুত্র প্রীতির বিষয় প্রীতিকর্ত্তা উপকারক বলিয়া মনে করিতেছে এবং গাঢ় বিশ্বাসবশতঃ মন্ত্রী, চর এবং সারথিরূপে নিযুক্ত করিয়াছ ॥ ১৯-২০ ॥

বিশ্বনাথ—অস্যানুভাবমিত্যাদি। কিঞ্চ অস্যানু-ভাবং ভাববোধকং চেষ্টাবিশেষং শিবো বেদ ন তু বিধিৎসিতং স্বরূপং প্রভাবং বেত্যর্থঃ। তথাহি রস-শাস্ত্রজ্ঞাঃ প্রথমমনুভাবং স্তম্ভস্বেদরোমাঞ্চাদিকং বেদ তেন চ স্থায়িভাবঞ্চ অনুভাবস্য বৈশিষ্ট্যতারতম্যাভ্যাং স্থায়িভাবস্যাপি বৈশিষ্ট্যতারতম্যঞ্চ। তথৈব যশো-দাদিগোপীষু অস্য দামবন্ধনাদিরূপং অর্জ্জুনযুধিষ্ঠি-রৌগ্রসেনাদিষু সারথ্যদাস্যাদিরূপং চ পারবশ্যং অনু ভাবং বেদ। তেন চ অস্য সর্ব্বেশ্বরস্য সর্ব্বনিয়ন্তুর্মহাস্ব-তন্ত্রস্যাপি বশীকারকঃ কোঽপি পদার্থবিশেষস্তত্র তত্র বর্ত্তমানোঽস্যাপি চিত্তমভীক্ষ্ণং বিদ্রুতি কুর্ব্বন্নধ্যাস্তে ইত্যনুমিমীতে চ। স চ নামাবিশেষবান্ স্ববিষয়া-শ্রয়য়োশ্চেতোবিদ্রাবকঃ পরস্পরবশীকারকশ্চ প্রেমা-ভিধান এব পরম পুরুষার্থচূড়ামণিঃ ভক্তিস্নেহানুরাগা-দিশব্দৈরুচ্যমানো ভবতি। কিঞ্চ তত্তজ্জনকেনেষ্টেন প্রতিসময়দৃষ্টেন। অস্য বশীকারাধিক্যমেব দৃষ্ট্বা তেন চ প্রেমাধিক্যমনুমায় সিদ্ধসাধকভক্তেষু এতৎ-কর্ত্তৃকমেব কষ্টপ্রদানং ভক্তিবৃদ্ধ্যর্থমেবেতি সিদ্ধান্তং নিশ্চিনোতি শিবনারদ এব কপিলদেব এবেতি। অতএব দ্রৌপদ্যাদিষু কষ্টাধিক্যাৎ প্রেমাধিক্যঞ্চ দৃষ্টম্। তথা (ভাঃ ১০।৮৮।৮) যস্যাহমনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ। ততোঽধনং ত্যজন্ত্যস্য স্বজনা দুঃখদুঃখিতমিত্যাদি শ্রীমুখবাক্যেন চ ভক্তকষ্টস্য হিতৈষিণা ভগবতৈব দীয়মানত্বাৎ ন কর্ম্মবদ্ধত্বম্। কিঞ্চৈতদপি ন সার্ব্বত্রিকং কৃচিৎ কৃচিদকষ্টেনাপি স্বভক্ত-ভক্তিং বর্দ্ধয়তীতি বিধিৎসিতন্তু ন কোঽপি বেদেত্যুক্তম্। অনুভাবন্তু শিবনারদাদিরেব বেদ। অন্যে পুনর্মন্দা দামবন্ধনাদিকমপ্যনুকরণত্বেন ব্যাচ-ক্ষাণা অনুভাবমপি ন বিদুরিতি।

যং মনসে ইত্যাদি অনুভাবমেব দর্শয়তি যমিতি সর্ব্বেশ্বরস্যাপি যুষ্মৎসচিবত্বদৌত্যাদিকং প্রেমবশ্য-ত্বানুভাব ইত্যর্থঃ। অত্র যমিত্যস্যানুভাবমিত্যনেন পূর্ব্বেণৈবান্বয়ঃ ॥ ১৯-২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অস্যানুভাবং'—ইত্যাদি। আরও, এই শ্রীকৃষ্ণের অনুভাব অর্থাৎ ভাববোধক চেষ্টাবিশেষ শিব জানেন, কিন্তু ইঁহার বিধিৎসিত অর্থাৎ কি করিবার ইচ্ছা, তাহার প্রকার অথবা প্রভাব কিছুই জানেন না। (অনুভাব বলিতে প্রভাব, অনুগ্রহ, মহিমা, প্রতাপ ইত্যাদি অর্থ। ভাবের পশ্চাৎ উৎপন্ন বিকার। চিত্তস্থ ভাবের অববোধক, বাহিরে

বিকারের ন্যায় প্রতীয়মান ক্রিয়াবিশেষ। রসশাস্ত্রে—ইহার নামান্তর উদ্ভাস্বর। বিভাবিতাবস্থাপন্ন রতিকে অনুভব করায় অর্থাৎ মনে আস্বাদাতিশয় বিস্তার করায় বলিয়া সাত্ত্বিক সহিত কটাক্ষাদি ভাবকে 'অনুভাব' বলিতে হয়।) সেইরূপ—রসশাস্ত্রবিদ্‌গণ প্রথমে অনুভাব স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চাদি জানেন, তাহার দ্বারা স্থায়িভাব এবং অনুভাবের বৈশিষ্ট্য ও তারতম্যের দ্বারা স্থায়িভাবেরও বৈশিষ্ট্য এবং তারতম্য বুঝিতে পারেন। তদ্রূপ শ্রীযশোদা প্রভৃতি গোপীবৃন্দে ইঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) দাম-বন্ধনাদিরূপ এবং অর্জ্জুন, যুধিষ্ঠির ও উগ্রসেনাদিতে সারথ্য, দাস্যাদি-রূপ পারবশ্য অনুভাব জানেন। ইহার দ্বারা এই সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বনিয়ন্তা মহাস্বতন্ত্র শ্রীকৃষ্ণেরও বশীকারক কোনও পদার্থ-বিশেষ রহিয়াছে, যাহা সেই সেই স্থলে বর্ত্তমান হইয়া ইঁহারও (শ্রীকৃষ্ণেরও) চিত্ত বার বার বিগলিত করিয়া অবস্থান করে—ইহা অনুমান করিতে হয়। এবং সেই বশীকারক পদার্থ অবিশেষবান্, নিজের বিষয় ও আশ্রয়ের চিত্তের বিদ্রাবক (বিগলিত করান) এবং পরস্পর বশীকারক, তাহার নাম প্রেমই, উহাই পরম পুরুষার্থ-চূড়ামণি এবং ভক্তি, স্নেহ, অনুরাগ প্রভৃতি শব্দে কথিত হন। আরও, তাহার তাহার (অর্থাৎ ভক্তি, স্নেহ, অনুরাগাদির) জনকত্ব-রূপে প্রতিসময়ে দৃষ্ট হয় বলিয়া ইঁহার বশীকারাধিক্যই দর্শন করিয়া, তাহার দ্বারা প্রেমাধিক্য অনুমান-করতঃ, সিদ্ধ ও সাধক ভক্তগণে এই শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃকই কষ্ট-প্রদান ভক্তি-বৃদ্ধির নিমিত্তই—এই সিদ্ধান্ত নিশ্চয় করেন শিব, নারদ ও কপিলদেব। অতএব শ্রীদ্রৌপদী প্রভৃতিতে ক্লেশাধিক্য-বশতঃ প্রেমাধিক্যই দৃষ্ট হয়।

যথা, শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীদশমে—"হে মহারাজ, আমি যাঁহাকে অনুগ্রহ করি, ক্রমশঃ তাঁহার ধন হরণ করি। অর্থাৎ যিনি বিষয়সকল পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইয়াও কোনপ্রকারে বিদ্যমান বিষয়সমূহে আসক্ত হইয়া ক্লেশ প্রাপ্ত হন, তাঁহার বিষয় অপহরণই আমার অনুগ্রহ। অথবা প্রথমে তাঁহাদের বাসনা অনুসারে বিভূতিসমূহ প্রদান করিয়া, ধীরে ধীরে বিষয়ভোগের অবসান হইলে, তাঁহার নির্ব্বেদ উৎপন্ন করাইয়া পরমানুগ্রহ করিবার নিমিত্ত তাঁহার বিষয় অপহরণ করিয়া থাকি। তারপর তাঁহার আত্মীয়-স্বজন নির্ধন সেই ব্যক্তিকে দুঃখ হইতে দুঃখান্তরে ক্লিশ্যমান মনে করিয়া পরিত্যাগ করিয়া থাকে।"—মহারাজ শ্রীযুধিষ্ঠিরের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের এই শ্রীমুখ-বাক্য অনুসারে হিতৈষী শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক ভক্তের ক্লেশ প্রদত্ত হয় বলিয়া, ভক্তগণের কর্ম্মের আরব্ধজনক কষ্টভোগ নহে। আরও, ইহাও সার্ব্বত্রিক নহে, কোথাও কোথাও ক্লেশাদি ব্যতিরেকেই স্বভক্তজনের ভক্তি বর্দ্ধন করিয়া থাকেন, অতএব তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) চিকীর্ষিত কেহই বুঝিতে পারে না—ইহাই উক্ত হইল। অনুভাব কিন্তু শিব, নারদাদিই জানেন। অপর, যাহারা মন্দবুদ্ধিসম্পন্ন, তাহারা দাম-বন্ধনাদিও অনুকরণরূপে বলায় অনুভাবও জানে না।

'যং মন্যসে' ইত্যাদি শ্লোকে—অনুভাবই দেখাইতেছেন—যাঁহাকে তোমরা মন্ত্রী, দূত, সারথি-রূপে নিযুক্ত করিয়াছ, ইহাও সেই সর্ব্বেশ্বরের প্রেমবশ্যত্ব-রূপ অনুভাব—এই অর্থ। এখানে 'যম্' ইত্যাদি শ্লোকের পূর্ব্ব শ্লোকের 'অনুভাবং'—ইহার সহিত অন্বয় হইবে ॥ ১৯-২০ ॥

সর্ব্বাত্মনঃ সমদৃশো হ্যদ্বয়স্যানহঙ্কৃতেঃ।
তৎকৃতং মতিবৈষম্যং নিরবদ্যস্য ন ক্বচিৎ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—নিরবদ্যস্য (রাগাদিশূন্যস্য) অনহঙ্কৃতেঃ (জড়াভিমানশূন্যস্য) অদ্বয়স্য (ভেদরহিতস্য) সমদৃশঃ (তুলদর্শনস্য) সর্ব্বাত্মনঃ (সর্ব্বস্য আত্মনঃ শ্রীকৃষ্ণস্য) তৎকৃতং (নীচোচ্চকর্ম্মকৃতং মম যোগ্যমযোগ্যমিতি) মতিবৈষম্যং (মনোবিকারঃ) ক্বচিৎ (কথমপি) ন হি (নাস্ত্যেব) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—সকল আত্মার হেতু সমদর্শী, অদ্বিতীয়, নিরভিমান এবং রাগাদিশূন্য এই শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ নীচোচ্চ কর্ম্মদ্বারা ইহা আমার যোগ্য বা ইহা আমার যোগ্য নহে এই সঙ্কল্পবিকল্পাত্মিকা বুদ্ধি কোথাও নাই ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—সর্ব্বাত্মন ইত্যাদি ননু পরমেশ্বরে ভক্তিবশীকৃতত্বে দৌত্যসারথ্যাদিরপকর্ষ এব তস্মিংশ্চ সতি কথং প্রেমা পরমেশ্বরস্য সুখপ্রদ ইত্যত আহ সর্ব্বাত্মন ইতি। নিরবদ্যস্য নির্দোষপ্রেমবতোঽস্য কৃষ্ণস্য তৎকৃতং দৌত্যাদিকৃতং মতিবৈষম্যং ন।

অত্র হেতুঃ সর্ব্বকালিকং স্বতঃসিদ্ধং মহৈশ্বর্য্যমেবেত্যাহ সর্ব্বাত্মন ইতি অর্জ্জুনস্যাপ্যাত্মা স এবেতি স্বয়মেব সারথী রথী চেত্যতএব সমদৃশঃ। সমং তুল্যমাত্মানমেব সর্ব্বত্র পশ্যতঃ। সর্ব্বাত্মত্বাদেবাদ্বয়স্য দ্বিতীয়াভাবাদেব অনহঙ্কৃতের্গর্ব্বশূন্যস্য। কিঞ্চ মহৈশ্বর্য্যহীনোঽপ্যন্যঃ প্রেমী প্রেমত এব হেতোরাত্মনৌ নীচকর্ম্মোত্থমপকর্ষং ক্লেশঞ্চ দুঃখত্বেন ন মন্যতে। অস্য তু মহৈশ্বর্য্যাদেরানন্দমাত্রস্য কুতঃ প্রেমবতো দুঃখং তস্মাদ্যুষ্মাকমেবোৎকর্ষো যত এতাদৃশোঽপি পরমেশ্বরো ভবতাং দৌত্যাদিকং করোতীত্যাহ বশীকারকত্বং প্রেম্ন ইতি ভাবঃ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সর্ব্বাত্মনঃ' ইত্যাদি। যদি বলেন—দেখুন, ভক্তির বশীকৃত হইয়া পরমেশ্বরের তাদৃশ দৌত্য, সারথ্যাদি কর্ম্ম নিকৃষ্টই এবং সেইরূপ অপকর্ষ হইলে কিপ্রকারে প্রেম পরমেশ্বরের সুখপ্রদ হইতে পারে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'সর্ব্বাত্মনঃ' ইতি। 'নিরবদ্যস্য' অর্থাৎ নির্দ্দোষ-প্রেমবান্ এই কৃষ্ণের দৌত্যাদি-কৃত (উচ্চ-নীচাদি) কর্ম্মে কোন মতি-বৈষম্য নাই। তাহার কারণ—তাঁহার ইহা সার্ব্বকালিক, স্বতঃসিদ্ধ মহান্ ঐশ্বর্য্যই। এইজন্য বলিলেন—'সর্ব্বাত্মনঃ' অর্থাৎ যিনি সকলের আত্মা, তাঁহার। ইহার দ্বারা অর্জ্জুনেরও আত্মা তিনিই, নিজেই তিনি সারথি এবং রথী, অতএব 'সমদৃশঃ' অর্থাৎ সর্ব্বত্র নিজের তুল্য আত্মাকে যিনি দর্শন করেন। সর্ব্বাত্মত্ব-বশতঃই তিনি অদ্বয় এবং দ্বিতীয়ের অভাব-হেতুই তিনি গর্ব্বশূন্য, (অতএব তাঁহার কোন মতিবৈষম্য নাই)। আরও, মহান্ ঐশ্বর্য্যহীনও অন্য প্রেমী ভক্ত প্রেমের নিমিত্তই নিজেতে নীচ-কর্ম্ম-জনিত কোন অপকর্ষ এবং ক্লেশকে দুঃখরূপে মনে করেন না। ইঁহার (এই শ্রীকৃষ্ণের) কিন্তু মহৈশ্বর্য্যত্ব-বশতঃ আনন্দমাত্র প্রেমবান্ স্বরূপের কিপ্রকারে দুঃখাদি হইবে? অতএব ইহা তোমাদেরই উৎকর্ষ যে—এইরূপ পরমেশ্বরও তোমাদের দৌত্যাদি কার্য্য করিতেছেন। অহো! প্রেমের কি বশীকারকত্ব!—এই ভাব ॥ ২১ ॥

তথাপ্যেকান্তভক্তেষু পশ্য ভূপানুকম্পিতম্।
যন্মেঽসূংস্ত্যজতঃ সাক্ষাৎ কৃষ্ণো দর্শনমাগতঃ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—ভূপ! (হে রাজন্) তথাপি একান্তভক্তেষু (তদেকনিষ্ঠেষু) অনুকম্পিতং (অনুকম্পাং কৃপাং) পশ্য (অনুধাব) যৎ (যস্মাৎ) সাক্ষাৎ (স্বয়ং) কৃষ্ণঃ অসূন্ (প্রাণান্) ত্যজতঃ (বিহাপয়তঃ মুমূর্ষোরিতি যাবৎ) মে (মম) দর্শনং (দৃষ্টিগোচরতাং) আগতঃ (প্রাপ্তঃ) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—হে নৃপ, তাদৃশ সমদর্শন হইলেও ইহার ঐকান্তিক ভক্তগণের প্রতি কৃপাবাৎসল্য দেখ, কেন না এই শ্রীকৃষ্ণ মুমূর্ষু আমাকে সাক্ষাৎ দর্শন দিবার নিমিত্ত আসিয়াছেন ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—তথাপ্যেকান্তেতি। যদ্যপি যুষ্মত্তুল্যো ন ভবিতুং শক্নোমীতি ভাবঃ। অনুকম্পিতং অস্য মষ্যনুকম্পাং পশ্য যয়াঽয়মানন্দময়সাক্ষাদ্‌ব্রহ্মস্বরূপোঽপ্যেতাদৃশং বীভৎসিতং মৎসমীপস্থানং প্রস্থাপিত ইত্যয়মপ্যেকোঽনুভাবোঽনুভূয়তামিতি ভাবঃ। যুষ্মাকং স্বয়মেবানুকম্প্য ইতি ভাবঃ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তথাপি একান্ত ভক্তজনের প্রতি ইঁহার (এই শ্রীকৃষ্ণের) অনুকম্পা দেখ। যদিও আমি তোমাদের তুল্য কখনই হইতে পারিব না—এই ভাব। তথাপি ইঁহার আমার প্রতি অনুকম্পা (কৃপা) দেখ। যে কৃপাই এই আনন্দময় সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপকেও এই জঘন্য আমার সমীপ-স্থানে প্রেরণ করাইয়াছে। এই একটিও তাঁহার অনুভাব অনুভব কর—এই ভাব। তোমাদের কিন্তু, তিনি নিজেই (তোমাদের) অনুকম্পার বিষয়—এই ভাব ॥২২॥

ভক্ত্যাবেশ্য মনো যস্মিন্ বাচা যন্নাম কীর্ত্তয়ন্।
ত্যজন্ কলেবরং যোগী মুচ্যতে কামকর্ম্মভিঃ ॥২৩॥

অন্বয়ঃ—যস্মিন্ (কৃষ্ণে) ভক্ত্যা (ভক্তিযোগেন) মনঃ আবেশ্য (একাগ্রীকৃত্য) বাচা (বাক্যেন) যন্নাম (যস্য শ্রীকৃষ্ণস্য নাম) কীর্ত্তয়ন্ (গৃণন্) কলেবরং ত্যজন্ (মুমূর্ষুঃ) যোগী (ভক্তিযোগস্থিতঃ জনঃ) কামকর্ম্মভিঃ (কাম্যকর্ম্মবন্ধনৈঃ) মুচ্যতে (মুক্তো ভবতি) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—এই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিদ্বারা সমাহিতান্তঃকরণ ভক্তগণ ভক্তিভরে মনোনিবেশপূর্ব্বক

বাক্যদ্বারা তাঁহার নামকীর্ত্তন করিতে করিতে দেহ-ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মবন্ধ হইতে মুক্ত হন ॥ ২৩ ॥

স দেবদেবো ভগবান্ প্রতীক্ষতাং
কলেবরং যাবদিদং হিনোম্যহম্।
প্রসন্নহাসারুণলোচনোল্লস-
ন্মুখাম্বুজো ধ্যানপথশ্চতুর্ভুজঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—স প্রসন্ন-হাসারুণ-লোচনোল্লসন্মুখাম্বুজঃ (প্রসন্নহাসেন অরুণলোচনাভ্যাং চ উল্লসৎ শোভমানং মুখাম্বুজং যস্য সঃ) ধ্যানপথঃ (ধ্যানস্য পন্থাবিষয়ঃ যোহন্যৈরন্তশ্চিন্ত্যতে কেবলং সঃ) দেবদেবঃ (পরমেশ্বরঃ) ভগবান্ চতুর্ভুজঃ (নারায়ণঃ) যাবৎ (কালং ব্যাপ্য) অহং ইদং কলেবরং হিনোমি (ত্যজামি তাবৎ কালং অগ্রতঃ স্থিতঃ সন্ মাং) প্রতীক্ষতাম্ ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—যেকাল পর্য্যন্ত আমি স্বেচ্ছাক্রমে এই দেহত্যাগ না করিতেছি, সেকাল পর্য্যন্ত প্রফুল্লহাস্য ও রক্তিমনেত্রদ্বয়ে সুশোভিত বদনকমলবিশিষ্ট সকলের ধ্যানের বিষয় চারিহস্ত সেই পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ আমার অগ্রে অবস্থান করিয়া কৃপাপূর্ব্বক অপেক্ষা করুন ॥২৪

বিশ্বনাথ—ভক্ত্যাবেশ্যেত্যাদি। প্রতীক্ষতাং ক্ষণমাত্রেব তিষ্ঠতু যাবদহং কিঞ্চিদ্বিলম্ব্য চক্ষুর্ভ্যামেব সৌন্দর্য্যামৃতং পিবন্ স্বস্য মনোনুলাপং প্রকাশয়ন্ স্তৌমীতি ভাবঃ। মম উপাস্যাদ্ধ্যানস্য পন্থা বিষয়ীভূতো যঃ সর্ব্বকালমেব ভবেৎ স প্রসন্নহাসেত্যাদিরূপোহস্মিন্নন্তকালে সাক্ষান্নয়নগোচর এব তিষ্ঠত্বিতি ভাবঃ। চতুর্ভুজ ইতি ভীষ্মস্যোপাস্যমন্ত্রধ্যানস্য তথাত্বমবগময়তি ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভক্ত্যাবেশ্য' ইত্যাদি—(অর্থাৎ যে শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিযোগের দ্বারা মনঃ একাগ্রকরতঃ, বাক্যের দ্বারা যাঁহার নাম গ্রহণ করিতে করিতে ভক্ত-যোগী মুমূর্ষু অবস্থায় দেহত্যাগপূর্ব্বক কাম্য-কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হন।) সেই দেবদেব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ক্ষণকাল এখানেই অবস্থান করুন, যাবৎ আমি কিছুকাল বিলম্ব করিয়া অর্থাৎ নেত্রদ্বয়ের দ্বারা সৌন্দর্য্যামৃত পান করিতে করিতে নিজ মনোগত ভাব প্রকাশ করতঃ স্তব করি—এই ভাব। আমার উপাস্য-হেতু ধ্যানের বিষয়ীভূত হইয়া যিনি সর্ব্বকালেই রহিয়াছেন, সেই তিনি প্রসন্নহাস্য ইত্যাদিরূপে এই অন্তিমকালে আমার নয়নের সাক্ষাৎ গোচরীভূত হইয়াই অবস্থান করুন—এই ভাব। 'চতুর্ভুজ'—ইহার দ্বারা ভীষ্মের উপাস্য মন্ত্র-ধ্যানের ঐ রূপই অবগত হওয়া যায় ॥ ২৪ ॥

শ্রীসূত উবাচ—
যুধিষ্ঠিরস্তদাকর্ণ্য শয়ানং শরপঞ্জরে।
অপৃচ্ছদ্বিবিধান্ ধর্ম্মান্ ঋষীণামনুশৃণ্বতাম্ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—সূত উবাচ—যুধিষ্ঠিরঃ তৎ (সানুকম্পং ভীষ্মবচনম্) আকর্ণ্য (শ্রুত্বা) শরপঞ্জরে (শরশয্যায়াং) শয়ানং (ভীষ্মং) অনুশৃণ্বতাম্ (আকর্ণয়তাং) ঋষীণাং (মুনীনাং সমক্ষং) বিবিধান্ (অশেষান্) ধর্ম্মান্ অপৃচ্ছৎ (জিজ্ঞাসয়ামাস)॥২৫॥

অনুবাদ—সূত কহিলেন,—ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ভীষ্মের তাদৃশ সানুকম্প বাক্য শ্রবণ করিয়া শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের নিকট পশ্চাৎ শ্রবণকারী ঋষিগণের সমক্ষেই নানা প্রকার ধর্ম্মবিষয়ক কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—যুধিষ্ঠিরস্তদাকর্ণ্যেতি। তর্হি মাং কঃ প্রবোধয়িষ্যসীতি ব্যগ্রোহপৃচ্ছৎ। শয়ানং শরেতি যদ্যপি তদ্দশায়াং প্রশ্নানৌচিত্যং তদপি গত্যন্তরাভাবাদিতি ভাবঃ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যুধিষ্ঠির তাহা শ্রবণ করিয়া ইত্যাদি। তাহা হইলে 'আমাকে কে প্রবোধ দান করিবেন'—এইহেতু ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। শরশয্যায় শয়ান—ইহার দ্বারা, যদিও সেই অবস্থায় প্রশ্ন করা অনুচিত, তথাপি গত্যন্তর না থাকায় (সেই অবস্থাতেই প্রশ্ন করিলেন।)—এই ভাব ॥ ২৫ ॥

পুরুষস্বভাববিহিতান্ যথাবর্ণং যথাশ্রমম্।
বৈরাগ্যরাগোপাধিভ্যামাম্নাতোভয়লক্ষণান্ ॥ ২৬ ॥
দানধর্ম্মান্ রাজধর্ম্মান্ মোক্ষধর্ম্মান্ বিভাগশঃ।
স্ত্রীধর্ম্মান্ ভগবদ্ধর্ম্মান্ সমাসব্যাসযোগতঃ ॥ ২৭ ॥
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাংশ্চ সহোপায়ান্ যথা মুনে।
নানাখ্যানেতিহাসেষু বর্ণয়ামাস তত্ত্ববিৎ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—মুনে (হে শৌনক) তত্ত্ববিৎ (তত্ত্বজ্ঞো ভীষ্মঃ) পুরুষস্বভাববিহিতান্ (নরজাতিসাধারণান্) যথাবর্ণং (বর্ণধর্ম্মান্) যথাশ্রমং (আশ্রমধর্ম্মাংশ্চ) বৈরাগ্যরাগোপাধিভ্যাং (বৈরাগ্যরাগাভ্যামুপাধিভ্যাং) আম্নাতোভয়লক্ষণান্ (ক্রমেণ উক্তং নিবৃত্তিপ্রবৃত্তি-রূপং লক্ষণং যেষাং তান্) দানধর্ম্মান্ রাজধর্ম্মান্ মোক্ষধর্ম্মান্ (শমদমাদীন্) স্ত্রীধর্ম্মান্ ভগবদ্ধর্ম্মান্ (হরিতোষকান্ দ্বাদশ্যাদিনিয়মরূপান্ ধর্ম্মান্) সহো-পায়ান্ (প্রতিনিয়তোপায়-সহিতান্) ধর্ম্মার্থকামমোক্ষান্ (চতুর্ব্বর্গান্) চ যথা (যথাবৎ) নানাখ্যানেতিহাসেষু (নানাখ্যানেষু যে যে ইতিহাসাস্তেষু যথা সন্তি তথা) বিভাগশঃ (যথাধিকারং) সমাসব্যাসযোগতঃ (সং-ক্ষেপবিস্তারৌ যোগৌ উপায়ৌ ততস্তাভ্যাং) বর্ণয়ামাস ॥ ২৬-২৮ ॥

অনুবাদ—হে ঋষিবর শৌনক, তত্ত্বজ্ঞ ভীষ্মদেব নানাবিধ গল্প ও ইতিহাসসমূহে যেইরূপ আছে, সেই ভাবে মানবের স্বভাবোচিত যথাবিধি বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্ম এবং ত্যাগ ও ভোগের আবরণে যথাক্রমে নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তিরূপ লক্ষণবিশিষ্ট যে সকল ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে, তাদৃশ ধর্ম্মসমূহ এবং সংক্ষেপ ও বিস্তৃতভাবে দানধর্ম্ম, রাজধর্ম্ম, শম-দমাদি মোক্ষধর্ম্ম, স্ত্রীধর্ম্ম ও ভগবদ্ধর্ম্মসমূহ অধিকারানুসারে উপায় বা সাধনের সহিত ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ-ধর্ম্ম যথাবিবিধি বর্ণন করিলেন ॥ ২৬-২৮ ॥

বিশ্বনাথ—পুরুষস্বভাবেন বিহিতান্ প্রথমং নর-জাতিসাধারণান্ ধর্ম্মান্ বর্ণয়ামাসেতি তৃতীয়েণান্বয়ঃ ততো যথাবর্ণং বর্ণযোগ্যধর্ম্মান্ যোগ্যতায়ামব্যয়ী-ভাবঃ। ততো যথাশ্রমং ততো বৈরাগ্যরাগাভ্যামুপাধি-ভ্যাং ক্রমেণাম্নাতমুভয়ং নিবৃত্তিপ্রবৃত্তিরূপং লক্ষণং যেষাং তান্। অয়মর্থঃ ন হি ব্রহ্মচর্য্যাদয়ঃ আশ্রম-ধর্ম্মাঃ সর্ব্বৈরেব দ্বিজৈঃ সর্ব্বে ক্রমেণৈবানুষ্ঠেয়া ইতি নিয়মঃ কিন্তু বৈরাগ্যং চেৎ সদৈব ভিক্ষবো ভবেয়ুস্তদা রাগশ্চেদ্ গৃহস্থা এব সদেতি ॥ ২৬ ॥

ততশ্চ তত্রৈব বিশেষতো দানধর্ম্মানিত্যাদি সর্ব্বান্তে চ ভগবদ্ধর্ম্মান্ ভক্ত্যঙ্গানীতি মোক্ষধর্ম্মেভ্যোঽপ্যস্য পার্থক্যং শ্রৈষ্ঠ্যং চ ব্যঞ্জিতং সমাসঃ। সংক্ষেপো ব্যাসো বিস্তরশ্চ তদ্দ্বয়োর্যোগেন যুক্ততয়া ॥ ২৭ ॥

ধর্ম্মার্থকামেত্যাদি। এবঞ্চোক্তাঃ সর্ব্বে ধর্ম্মাশ্চতুর্ম্মু বর্গেষু এব পর্য্যবস্যন্তীত্যুক্তপোষন্যায়েন তানেবাহ ধর্ম্মেতি। উপায়া ধর্ম্মাদিসাধনানি যথা যথাবদেব নানাখ্যানাদিষু যে যে ইতিহাসাস্তেষু প্রদর্শ্য প্রমাণী-কৃতানিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পুরুষের স্বভাব অনুসারে বিহিত ধর্ম্মসকল, অর্থাৎ প্রথমতঃ মনুষ্যজাতির সাধারণ 'ধর্ম্ম বর্ণনা করিলেন'—ইহা তৃতীয় শ্লোকের সহিত অন্বয় করিতে হইবে। তারপর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদি বর্ণসকলের যথাযোগ্য ধর্ম্ম, 'যথাবর্ণং'— এখানে 'যোগ্যতায়াম্'—অব্যয়ীভাব সমাস হইয়াছে। [যথার্থ বলিতে—'যোগ্যতা-বীপ্সা-পদার্থানতিবৃত্তি-সাদৃশ্যানি যথার্থাঃ।'—এখানে যোগ্যতা বুঝাইতে— অর্থাৎ বর্ণানাং যোগ্যং—বর্ণসকলের যোগ্য—যথা-বর্ণং এই অব্যয়ীভাব সমাস হইয়াছে।] তারপর 'যথাশ্রমং' অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য প্রভৃতি আশ্রম-বিহিত ধর্ম্মসকল, তারপর বৈরাগ্য ও আসক্তি-রূপ উপাধির দ্বারা ক্রমশঃ উক্ত নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তিরূপ ধর্ম্ম-সকল বলিলেন। এই অর্থ—ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম-ধর্ম্মসকল সকলে ক্রমপূর্ব্বকই অনুষ্ঠান করিবেন, এমন নিয়ম নহে, কিন্তু যদি বৈরাগ্য হয়, তাহা হইলে সবসময়েই সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারেন, আর যদি বিষয়ে আসক্তি থাকে, তাহা হইলে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন করিবেন ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তারপর সেখানে বিশেষভাবে দানধর্ম্মাদি বলিয়া সকলের শেষে ভগবদ্ধর্ম্ম অর্থাৎ ভক্তির অঙ্গসকল বলিলেন, ইহাতে মোক্ষ-ধর্ম্মসমূহ হইতেও এই ভগবদ্ধর্ম্মের পার্থক্য এবং শ্রেষ্ঠতা ব্যঞ্জিত হইল। 'সমাস' বলিতে সংক্ষেপ এবং 'ব্যাস' বিস্তার —অর্থাৎ সংক্ষেপ ও বিস্তৃত উভয়ভাবেই বলিলেন ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ধর্ম্মার্থকামেত্যাদি'—অর্থাৎ এইপ্রকারে উক্ত সকল ধর্ম্মই, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্ব্বর্গের মধ্যেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে, তাহাই বলিতেছেন—ধর্ম্ম ইতি। উপায় বলিতে ধর্ম্মাদি সাধনসকল, যথাযথভাবে নানা আখ্যানাদির মধ্যে যে সকল ইতিহাস রহিয়াছে, তাহা প্রদর্শন

করাইয়া প্রমাণ দিলেন অর্থাৎ উহাদের দ্বারা প্রমাণিত করিলেন, এই অর্থ ।। ২৮ ।।

বিবৃতি—ভগবদ্ধর্ম্ম। দানধর্ম্ম, রাজধর্ম্ম, মোক্ষ-ধর্ম্ম ও স্ত্রীধর্ম্ম প্রভৃতি ভোগমূলক ধর্ম্ম, তাহা হইতে পৃথক্ ভগবদ্ধর্ম্ম। উহা ধর্ম্মার্থকামের অন্তর্গত নহে। যদিও উভয়েই ধর্ম্মপর্য্যায়ে কথিত, তথাপি ভগবদিতর ধর্ম্মের সহিত ভগবদ্ধর্ম্মের পার্থক্য আছে। ইতর ধর্ম্ম কালক্ষোভ্য, চিদচিদ্‌মিশ্র ও অপূর্ণ অবচ্ছিন্ন আনন্দ-যুক্ত। ভগবদ্ধর্ম্ম সচ্চিদানন্দবিগ্রহকে আশ্রয় করিয়া নিত্যকাল উদিত। সাধারণতঃ চতুঃষষ্টি প্রকার ভক্ত্যঙ্গকেই ভগবদ্ধর্ম্ম বলে। সাধকের ভগবৎসেবার প্রতিকূলে সমস্ত রুচি দেখা যায়, সেই মনোধর্ম্মের নিগ্রহোদ্দেশে ভজনের অনুকূল বিষয়সমূহও সাধক ভক্তগণের ভগবদ্ধর্ম্ম। ইহা হইতে স্বরূপ বিভ্রান্তি অপনোদিত হইয়া পরা-সেবা-প্রবৃত্তি দেদীপ্যমানা হয় ।। ২৭ ।।

ধর্ম্মং প্রবদতস্তস্য স কালঃ প্রত্যুপস্থিতঃ।
যো যোগিনশ্ছন্দমৃত্যোর্বাঞ্ছিতস্তূত্তরায়ণঃ ।। ২৯ ।।

অন্বয়ঃ— ছন্দমৃত্যোঃ (ছন্দেন ইচ্ছয়া মৃত্যুর্যস্য তস্য) যোগিনঃ ধর্ম্মং প্রবদতঃ (ধর্ম্মব্যাখ্যাতুঃ) তস্য (ভীষ্মস্য) যঃ বাঞ্ছিতঃ (অভিলষিতঃ) উত্তরায়ণঃ (সূর্য্যস্য উত্তরাবর্ত্তনকাল) স তু কালঃ প্রত্যুপস্থিতঃ (সমায়াতঃ) ।। ২৯ ।।

অনুবাদ—ইচ্ছামৃত্যু যোগৈশ্বর্য্যশালী ভীষ্ম যে মৃত্যুকাল প্রার্থনা করিয়াছিলেন এই প্রকার ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতে করিতে ভীষ্মদেবের সেই পবিত্র উত্তরায়ণ-কাল আসিয়া উপস্থিত হইল ।। ২৯ ।।

বিশ্বনাথ—ধর্ম্মং প্রবদত ইত্যাদি। ছন্দেন ইচ্ছয়ৈব মৃত্যুর্যস্য তস্য ।। ২৯ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ধর্ম্মং প্রবদতঃ ইত্যাদি'—অর্থাৎ উক্তরূপে ধর্ম্মাদির ব্যাখ্যা করিতে করিতে ভীষ্মদেবের অভিলষিত উত্তরায়ণ কাল আসিয়া উপস্থিত হইল। 'ছন্দমৃত্যোঃ'—বলিতে ইচ্ছা অনুসারে যাঁহার মৃত্যু, সেই ভীষ্মদেবের ।। ২৯ ।।

তদোপসংহৃত্য গিরঃ সহস্রণী-
বিমুক্তসঙ্গং মন আদিপুরুষে।
কৃষ্ণে লসৎপীতপটে চতুর্ভুজে
পুরঃস্থিতেঽমীলিতদৃগ্‌ব্যধারয়ৎ ।। ৩০ ।।

অন্বয়ঃ—তদা (তৎকালে) সহস্রণীঃ (যুদ্ধে সমীপস্থান্ সহস্রং রথিনো নয়তি পালয়তি ইতি সহস্রণীর্ভীষ্মঃ) গিরঃ (বাক্যানি) উপসংহৃত্য (শেষং গময়িত্বা) অমীলিতদৃক্ (নিশ্চলনয়নঃ সন্) বিমুক্ত-সঙ্গং (অনাসক্তং) মনঃ (চিত্তং) লসৎপীতপটে (লসন্তৌ উজ্জ্বলৌ পীতৌ পটৌ বাসসী যস্য তস্মিন্) পুরঃস্থিতে (অগ্রস্থায়িনী) আদিপুরুষে (সর্ব্বকারণ-কারণে) চতুর্ভুজে (নারায়ণে) ব্যধারয়ৎ (প্রণিদধৌ) ।। ৩০ ।।

অনুবাদ—তৎকালে সহস্র রথীর পালনকর্ত্তা মহাবীর ভীষ্ম স্বীয় বাক্যসমূহ সংযমন করিয়া সমী-পবর্ত্তী উজ্জ্বল পীতবাস চতুর্ভুজধারী আদিপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নির্নিমেষ নেত্রে অবলোকন করিতে করিতে জড়সঙ্গনিবৃত্ত আপন মন তাঁহাতে বিশেষরূপে নিবিষ্ট করিলেন ।। ৩০ ।।

বিশ্বনাথ—তদোপসংহৃত্যেত্যাদি যুদ্ধে সমীপস্থান্ সহস্রং রথিনো নয়তি পরিপালয়তীতি সহস্রণীর্ভীষ্মঃ সহস্রণিরিতিপাঠে সহস্রার্থবতীর্গিরঃ উপসংহৃত্য অন্যতঃ প্রত্যাহৃত্য অমীলিতদৃগেব চক্ষুষী স্পষ্টং উন্মীল্যৈব ব্যধারয়ৎ আনখশিখং প্রবেশয়ামাস ।। ৩০ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তদোপসংহৃত্যেত্যাদি'—তৎকালে বাক্যের উপসংহার করিয়া, অর্থাৎ কথা বলা বন্ধ করিয়া ভীষ্মদেব শ্রীকৃষ্ণে মন স্থির করি-লেন। 'সহস্রণীঃ'—বলিতে যুদ্ধকালে সমীপস্থিত নিজপক্ষীয় সহস্র রথিগণকে যিনি রক্ষা করিতেন, সেই ভীষ্মদেব। 'সহস্রণিঃ'—এই পাঠে সহস্র (বহু) অর্থবিশিষ্ট বাক্যসমূহ উপসংহার করিয়া অর্থাৎ অন্য স্থান হইতে মনকে সরাইয়া নিয়া (শ্রীকৃষ্ণে নিবদ্ধ করিলেন)। চক্ষুর্দ্বয় স্পষ্টরূপে উন্মীলন করিয়াই শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণের নখাগ্র হইতে কেশ পর্য্যন্ত প্রবেশ করাইলেন অর্থাৎ তাঁহাকে সমগ্ররূপে দেখিতে লাগিলেন ।। ৩০ ।।

বিশুদ্ধয়া ধারণয়া হতাশুভ-
স্তদীক্ষয়ৈবাশু গতায়ুধশ্রমঃ।
নিবৃত্তসর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তিবিভ্রম-
স্তুষ্টাব জন্যং বিসৃজন্ জনার্দ্দনম্ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—বিশুদ্ধয়া (অনয়া অনাসক্তয়া) ধারণয়া (ভাবনয়া) হতাশুভঃ (হতমশুভং যস্য সঃ) তদীক্ষয়া (তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য কৃপাদৃষ্ট্যৈব) আশু গতায়ুধশ্রমঃ (শীঘ্রং বিগতা আয়ুধাশ্রমা রণক্লেশা যস্য সঃ) নিবৃত্তসর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তিবিভ্রমঃ (নিবৃত্তঃ নিরস্তঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তীনাং বিভ্রমঃ বিবিধং ভ্রমণং যস্মাৎ সঃ ভীষ্মঃ) জন্যং (দেহং) বিসৃজন্ (ত্যজন্) জনার্দ্দনং লোকপাতারং ভগবন্তং) তুষ্টাব (তোষয়ামাস) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—এবম্বিধ বিশুদ্ধ অভিনিবেশহেতু ভীষ্মের অশুভরাশি বিনষ্ট এবং সেই শ্রীকৃষ্ণের কৃপা-দৃষ্টিপ্রভাবেই তাঁহার যুদ্ধক্লান্তি তৎক্ষণাৎ দূরীভূত হওয়ায় সকল ইন্দ্রিয়বৃত্তি শান্ত হইল। তখন মহামতি ভীষ্ম স্বীয় দেহ পরিত্যাগকালে শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—বিশুদ্ধয়েত্যাদি। তদীক্ষয়া শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃকেণ কৃপাবলোকেন বিভ্রমো বিবিধভ্রমণমস্থৈর্য্য-মিত্যর্থঃ। জন্যং স্থূলদেহং মায়িকপ্রপঞ্চং বা ॥৩১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিশুদ্ধয়া' ইত্যাদি—অর্থাৎ বিশুদ্ধ ধারণার দ্বারা। তদীক্ষয়া—শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক কৃপাবলোকনের দ্বারা রণক্লেশ এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি-সমূহের 'বিভ্রম'—বিবিধ ভ্রমণ অর্থাৎ অস্থৈর্য্য অপগত হইয়াছে যাঁহার, সেই ভীষ্মদেব। 'জন্যং'—বলিতে স্থূলদেহ অথবা মায়িক প্রপঞ্চ ॥ ৩১ ॥

শ্রীভীষ্ম উবাচ—
ইতি মতিরুপকল্পিতা বিতৃষ্ণা
ভগবতি সাত্বতপুঙ্গবে বিভূম্নি।
স্বসুখমুপগতে ক্বচিদ্বিহর্ত্তুং
প্রকৃতিমুপেয়ুষি যদ্ভবপ্রবাহঃ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভীষ্ম উবাচ, বিভূম্নি (বিগতো ভূমা যস্মাৎ তস্মিন্ যমপেক্ষ্যান্যত্র মহত্ত্বং নাস্তীত্যর্থঃ) স্বসুখং (স্বস্বরূপভূতং পরামানন্দং) উপগতে (প্রাপ্তবতি) যৎ (যতঃ প্রকৃতেঃ) ভবপ্রবাহঃ (সৃষ্টিপরম্পরা ভবতি তাং) প্রকৃতিং (মায়াং) ক্বচিৎ (কদাচিৎ) বিহর্ত্তুং (ক্রীড়িতুং) উপেয়ুষি (স্বীকৃতবতি) সাত্বতপুঙ্গবে (যাদবশ্রেষ্ঠে) ভগবতি (শ্রীকৃষ্ণে) ইতি (নানাধর্ম্মাদ্যুপায়ৈঃ) মতিঃ (মনঃ) উপকল্পিতা (সমর্পিতা ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—শ্রীভীষ্ম কহিলেন, কখনও লীলাবিলাস করিবার জন্য যে প্রকৃতি হইতে সৃষ্টি-পরম্পরা হইতেছে, সেই মায়ার প্রতি ঈক্ষণ স্বীকার করিলেও জীবের ন্যায় যিনি আবৃতস্বরূপ বা পরতন্ত্র হন নাই, যাঁহা অপেক্ষা বিরাট্ আর কেহ নাই, সেই পরাৎপর স্বস্বরূপভূত পরমানন্দময় যাদবশ্রেষ্ঠ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নানাধর্ম্মাদি উপায়ে আমার মন সমর্পিতা হইয়াছে ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—ইতি মতীত্যাদি। ইতি মমায়ুঃ-সমাপ্তৌ মতির্ভগবতি উপকল্পিতা মৎপ্রভৌ মদন্তকালে কৃপাপরবশতয়ৈব মৎসমীপমাগতে কিঞ্চিদুপায়নং দাতুমুচিতং তত্র সংপ্রতি মমাহন্তাস্পদমমতাস্পদয়োর্মধ্যে সমীচীনং কিমপ্যন্যন্নাস্তীতি হেতোরেষা মতিরেবোপায়নত্বেন কল্পিতা। ননূপায়নদায়িনো লোকে কিঞ্চিজ্জিঘৃক্ষবো দৃশ্যন্তে তত্রাহ। বিতৃষ্ণা নিষ্কামা। ভগবতি ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণে। কিং নারায়ণত্বেন প্রসিদ্ধে। ন সাত্বতপুঙ্গবে যদুকুলোত্তংসত্বেন প্রসিদ্ধে। ননু নারায়ণস্যৈব ভগবত্ত্বেন মহতী প্রসিদ্ধিশ্চ সার্ব্বকালিকী তত্রাহ বিভূম্নীতি। বিগতো ভূমা যস্মাৎ তস্মিন্ যমপেক্ষ্যান্যত্র মহত্ত্বং নাস্তীতি নারায়ণস্যাপ্যবতারিণীত্যর্থঃ। তদপি স্বৈর্যাদবপাণ্ডবৈরেব সহ সুখং পরমানন্দং উপ আধিক্যেন প্রাপ্তে ইতি স্বরূপলক্ষণমুক্তম্। তটস্থলক্ষণামাহ প্রকৃতিং মায়ামীক্ষণেনমহত্তত্ত্বাদুৎপাদকতয়া উপেয়ুষি যতঃপ্রকৃতের্ভব প্রবাহঃ সৃষ্টিপরম্পরা তেন পুরুষাদয়োহপ্যস্যৈবাবতারা ইতি ভাবঃ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ইতি মতিঃ'—ইত্যাদি। ইতি অর্থাৎ আয়ুর অবসানকালে আমার মতি ভগবানে সমর্পিত হইল। আমার প্রভু আমার অন্তিমকালে কৃপাপরবশ হইয়া আমার নিকট আগমন করিলে, কিছু উপায়ন (উপহার) দেওয়া উচিৎ, কিন্তু সম্প্রতি আমার অহন্তা ও মমতাস্পদ উভয়ের মধ্যে

সমীচীন (উপযুক্ত) কিছুই নাই, এইহেতু এই মতিই উপহার-রূপে প্রদান করিলাম। দেখুন, জগতে যাহারা উপঢৌকনাদি প্রদান করে, তাহারা কিছু গ্রহণের ইচ্ছা করে, ইহা দেখা যায়, সেই বিষয়ে বলিতেছেন—বিতৃষ্ণা অর্থাৎ আমার মতি কামনা-শূন্যা। ভগবানে অর্থাৎ ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ স্বরূপে। যিনি নারায়ণ-রূপে প্রসিদ্ধ, তাঁহাতে কি ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—না, 'সাত্বতপুঙ্গবে' অর্থাৎ যিনি যদুকুল-চূড়ামণি বলিয়া প্রসিদ্ধ, সেই শ্রীকৃষ্ণে।

যদি বলেন—দেখুন, শ্রীনারায়ণেরই ভগবান্-রূপে সর্ব্বকালে মহতী প্রসিদ্ধি রহিয়াছে, তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'বিভূম্নি'—বিগত হইয়াছে ভূমা যাঁহা হইতে, তাঁহাতে—অর্থাৎ যাঁহা অপেক্ষা অন্যত্র মহত্ত্ব নাই, ইহার দ্বারা—যিনি শ্রীনারায়ণেরও অবতারী, সেই শ্রীকৃষ্ণে, এই অর্থ। তাহাতে আবার নিজ যাদব ও পাণ্ডবগণের সহিত পরমানন্দ যিনি আধিক্যরূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণে—ইহার দ্বারা স্বরূপ লক্ষণ বলা হইল। তটস্থ লক্ষণ বলিতেছেন—'প্রকৃতিমুপেয়ুষি'—প্রকৃতি অর্থাৎ মায়া, ঈক্ষণের দ্বারা মহত্তত্ত্বাদির উৎপাদকরূপে প্রকৃতিকে যিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন। 'যদ্ভবপ্রবাহঃ'—অর্থাৎ যাঁহা হইতে প্রকৃতির সৃষ্টি-পরম্পরা হইয়া থাকে। ইহা বলায় পুরুষাদি এই শ্রীকৃষ্ণেরই অবতার, তিনিই সর্ব্বাবতারী—এই ভাব ॥ ৩২ ॥

ত্রিভুবনকমনং তমালবর্ণং
রবিকরগৌরবরাম্বরং দধানে।
বপুরলককুলাবৃতাননাব্জং
বিজয়সখে রতিরস্তু মেঽনবদ্যা ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—ত্রিভুবনকমনং (ত্রিলোক্যামেকমেব যৎ কমনীয়ং মনোহরং) তমালবর্ণং (তমালবন্নীলো বর্ণো যস্য তৎ) রবিকরগৌরবরাম্বরং (রবেঃ প্রাতঃকালীনাঃ করা ইব স্বত এব গৌরে পীতে বরে নির্ম্মলে অম্বরে যস্মিন্ তৎ) অলককুলাবৃতাননাব্জং (অলককুলৈঃ উপরি আবৃতং আননাব্জং যস্মিন্ তৎ) বপুঃ (শরীরং) দধানে (ধরতি) বিজয়সখে (পার্থসারথৌ শ্রীকৃষ্ণে) মে (মম) অনবদ্যা (অহৈতুকী, ফলাভিসন্ধিরহিতা) রতিঃ (আসক্তিঃ) অস্তু ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—ত্রিলোকের মধ্যে একমাত্র সুন্দর তমালের ন্যায় নীলবর্ণ, প্রাতঃকালীন সূর্য্যকিরণের ন্যায় নির্ম্মলপীতবসনবিভূষিত, কুন্তলরাশিদ্বারা আবৃত-মুখপদ্ম-শোভিত শরীরধারী এই অর্জ্জুনসখা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমার ফলাভিসন্ধিরহিতা চিত্তবৃত্তি হউক ॥৩৩॥

বিশ্বনাথ—নন্বীতি মতিরূপকল্পিতেত্যুক্তা যা সা কিমাকারা মতিস্তত্রাহ ত্রিভুবনেতি। বিজয়স্য অর্জ্জুনস্য সখ্যৌ মমানবদ্য ফলাভিসন্ধানরহিতা রতিঃ প্রেমাস্তু কীদৃশে ত্রিভুবনস্য ঊর্দ্ধাধোমধ্যলোকস্থজনসমুদায়স্য কমনমভিলাষো যত্র তদ্বপুর্দধানে। রবেঃ করৈঃ গৌরবরে অতিগৌরীকৃতে অম্বরে যত্র তৎ অর্জ্জুনরথোপরিস্থিতস্য কৃষ্ণস্য পীতাম্বরদ্বয়ং সূর্য্যকিরণসম্পর্কাদতিচাক্‌চিক্যবত্ত্বেন তদানীমতিপীতং ময়া দৃষ্টং তেন পার্থসারথিত্বেনোপলব্ধমহাসৌন্দর্য্যে কৃষ্ণে রতিপ্রার্থনাময়ী মতির্ময়া তস্মিন্নেবোপকল্পিতেতি ভাবঃ। অত্র চাগ্রিমেষ্বপি শ্লোকেষু সাক্ষাদ্বর্ত্তিন্যপি ভগবতি প্রার্থনায়াং যুষ্মৎপদপ্রয়োগাভাবঃ। আস্বাদিতচরে সাংগ্রামিকবীরসাবেশময়ে তন্মাধুর্য্য এব চিত্তস্যাসক্তিং বোধয়তি ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেখুন, মতি সমর্পিতা, ইহা উক্ত হওয়ায় সেই মতি কি প্রকার ? তাহা বলিতেছেন—'ত্রিভুবন' ইত্যাদি শ্লোকে। 'বিজয়-সখে'—বিজয় অর্থাৎ অর্জ্জুনের সখাতে (শ্রীকৃষ্ণে) আমার 'অনবদ্যা' অর্থাৎ ফলাভিসন্ধান-রহিতা রতি, প্রেম হউক। কিরূপ অর্জ্জুনের সখাতে ? ত্রিভুবনের ঊর্দ্ধ, অধঃ ও মধ্যলোকস্থিত জনসমুদায়ের একমাত্র অভিলাষ যেখানে, তাদৃশ শ্রীবিগ্রহ যিনি ধারণ (প্রকাশ) করিয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণে। আর, সূর্য্যকিরণের দ্বারা অতিশয় গৌরবর্ণ (পীতবর্ণ) অম্বরদ্বয় যাঁহার, তাঁহাতে। অর্জ্জুনের রথোপরি (সারথিরূপে) অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণের পীতাম্বরদ্বয় (পরিধেয় ও উত্তরীয় পীত-বসনদ্বয়) সূর্য্যকিরণের সম্পর্কে অতিশয় চাক্‌চিক্য হওয়ায়, সেই সময় অধিকরূপে পীতবর্ণ আমা কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়াছিল। ইহার দ্বারা পার্থসারথিরূপে উপলব্ধ মহাসৌন্দর্য্য-বিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণে প্রার্থনাময়ী মতি তাঁহাতেই সমর্পিতা হইয়াছিল, এই ভাব। এখানে এবং পরবর্তী শ্লোকসমূহে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ

সাক্ষাৎ সম্মুখে অবস্থিত থাকিলেও প্রার্থনাকালে 'যুষ্মৎ' অর্থাৎ তুমি—এই পদের প্রয়োগের অভাব। ইহার দ্বারা পূর্ব্বে আস্বাদিত শ্রীকৃষ্ণের সাংগ্রামিক বীররসের আবেশময়, সেই মাধুর্য্যেই ভীষ্মদেবের চিত্তের আসক্তি জ্ঞাপন করিতেছে ॥ ৩৩ ॥

যুধি তুরগরজোবিধূম্রবিষ্বক্-
কচলুলিতশ্রমবার্য্যলঙ্কৃতাস্যে।
মম নিশিতশরৈর্বিভিদ্যমান-
ত্বচি বিলসৎকবচেহস্তু কৃষ্ণ আত্মা ॥৩৪॥

অন্বয়ঃ—যুধি (যুদ্ধে) তুরগরজোবিধূম্রবিষ্বক্কচলুলিতশ্রমবার্য্যলঙ্কৃতাস্যে (তুরগাণাং খুররজসা বিধূম্রা ধূসরাস্তে চ তে বিষ্বঞ্চ ইতস্ততশ্চলন্তঃ কচাঃ কুন্তলাস্তৈর্লুলিতং বিকীর্ণং শ্রমবারি-স্বেদবিন্দুরূপং তেন অলঙ্কৃতমাস্যং আননং যস্য তস্মিন্) মম (মদীয়ৈঃ) নিশিতশরৈঃ (তীক্ষ্ণৈর্বাণৈঃ) বিভিদ্যমানত্বচি (বিভিদ্যমানা ক্ষতবিক্ষতা ত্বক্ যস্য তস্মিন্) বিলসৎকবচে (শরৈরেব বিলসৎ সমুজ্জ্বলীকৃতং কবচং যস্য তস্মিন্) কৃষ্ণে আত্মা (মম মনঃ) অস্তু (রমতাম্) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—যুদ্ধে অশ্বখুরোত্থিত ধূলিধূসরিত ইতস্ততঃ বিস্রস্ত কেশরাশি হইতে বিকীর্ণ ঘর্ম্মজালে যাঁহার মুখমণ্ডল পরিশোভিত, আমার তীক্ষ্ণ বাণসমূহে যাঁহার গাত্রত্বক্ ক্ষতবিক্ষত এবং কবচ সমুজ্জ্বল হইয়াছে সেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমার মন রমণ করুক্ ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—অলককুলৈরাবৃতমানাম্বুজং যদুক্তং তন্মাধুর্য্যমেব ত্যক্তুমসমর্থঃ পুনরপি বিশিষ্যাস্বাদয়তি যুধীতি। তুরগরজ ইতি সুন্দরে কিমসুন্দরমিতি ন্যায়েন বিষ্বঞ্চ ইতস্ততশ্চলন্তঃ কচা ইতি আবেগসূচকং শ্রমবারীতি ভক্তবাৎসল্য দ্যোতকম্। নিশিতৈস্তীক্ষ্ণৈ বিভিদ্যমানত্বচীতি কন্দর্পরসাবিষ্টস্য পুংসঃ প্রগল্ভকান্তাদন্তাঘাতৈঃ সুখমেবেতিবদ্যুদ্ধরসাবিষ্টস্য মহাবীরস্য কৃষ্ণস্য মদ্বলসূচকশরাঘাতৈঃ সুখমেবেতি। নাত্র মম যুদ্ধরসোন্মত্তস্যাপি প্রেমশূন্যত্বং মন্তব্যম্। ন হি স্বপ্রাণকোট্যধিকে প্রেয়সি সুরতসমরৌদ্ধত্যকৃতনির্ভরনখরদশনাঘাতা বনিতা প্রেমশূন্যা কথ্যত ইতি ভাবঃ। অত্র তু বিভিদ্যমানত্বচি ন তু বিভিন্নত্বচি যতো বিলসৎ বিরাজমানং কবচং যস্মিন্ তস্মিন্নিতি ঈষদ্ভেদমাত্রমুক্তং আত্মা মনঃ ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অলককুলের দ্বারা আবৃত মুখকমল—এই পূর্ব্বে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহার মাধুর্য্যই ত্যাগ করিতে অসমর্থ হইয়া পুনরায় তাহাই বিশেষরূপে আস্বাদন করিতেছেন—'যুধি' অর্থাৎ যুদ্ধকালে ইত্যাদি শ্লোকে। অশ্বসমূহের খুরোত্থিত ধূলি ধূসরিত—ইহা 'সুন্দরে কি অসুন্দর'—এই ন্যায় অনুসারে যথার্থই উক্ত হইয়াছে। (অর্থাৎ যিনি অনুপম পরম সুন্দর, তিনি যে বেশেই থাকুন, তাহাই অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করে, বেশ-ভূষাদি তাঁহার শোভা-বর্দ্ধক নহে, অলঙ্কারগুলি তাঁহাতে অর্পিত হইয়াই যথার্থ অলঙ্কার নাম সার্থক করে।) ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কেশসমূহ—ইহা আবেগসূচক এবং স্বেদবিন্দুরূপ শ্রমবারি—ইহা ভক্তবাৎসল্যের দ্যোতক। আমার তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা ক্ষতবিক্ষত ত্বক্ যাঁহার—ইহা বলায়, যেমন শৃঙ্গার-রসে কন্দর্পরসে আবিষ্ট পুরুষের নিকট প্রগল্ভ কান্তার দন্তাঘাতাদি সুখজনকই হয়, তদ্রূপ যুদ্ধরসে আবিষ্ট মহাবীর কৃষ্ণের নিকট আমার বলসূচক শরাঘাত সুখকরই। ইহাতে যুদ্ধরসে উন্মত্ত হইলেও আমার প্রেমশূন্যত্ব—এইরূপ মন্তব্য করা চলে না, যেমন স্বপ্রাণকোটি প্রিয়তমে সুরত-যুদ্ধকালীন ঔদ্ধত্যকৃত নির্ভর নখ-দন্তাদির আঘাত প্রদানে বনিতা প্রেমশূন্যা, ইহা কথিত হয় না—এই ভাব। এখানে কিন্তু 'বিভিদ্যমানত্বচি'—অর্থাৎ ক্ষতবিক্ষত ত্বক্ যাঁহার ইহা বলা হইয়াছে, কিন্তু 'বিভিন্নত্বচি' অর্থাৎ ত্বক্ ভেদ করিয়াছে, ইহা বলা হয় নাই, যেহেতু 'বিলসৎ-কবচং'—অর্থাৎ বিরাজমান কবচ যাঁহার, তাহাতে—ইহা বলায় ঈষৎ ভেদমাত্র বলা হইল। (গাত্রের রক্ষার জন্য বর্ম্ম, কবচ ধারণ করা হয়, তাহা গাত্রে থাকায় ত্বক্—বিভিন্ন হইতে পারে না, কিন্তু কবচ সামান্য ছিন্ন হইয়াছে।) 'আত্মা'—অর্থ এখানে মনঃ ॥ ৩৪ ॥

সপদি সখিবচো নিশম্য মধ্যে
নিজপরয়োর্বলয়ো রথং নিবেশ্য।

স্থিতবতি পরসৈনিকায়ুরক্ষ্ণা
হৃতবতি পার্থসখে রতির্মমাস্তু ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—সখিবচঃ (অর্জ্জুনস্য বাক্যং) নিশম্য (শ্রুত্বা) সপদি (তৎক্ষণমেব) নিজপরয়োঃ বলয়োঃ (সৈন্যয়োঃ) মধ্যে রথং নিবেশ্য (সংস্থাপ্য) স্থিত-বতি (স্থিতে) পরসৈনিকায়ুঃ (দুর্য্যোধনস্য সৈনিকানা-মায়ুঃ) অক্ষ্ণা (কালদৃষ্ট্যা) হৃতবতি (সর্ব্বেষামায়ু-রাকৃষ্য অর্জ্জুনস্য জয়ং কৃতবতি) পার্থসখে (অর্জ্জুন-মিত্রে) মম রতিঃ অস্তুঃ ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—"হে অচ্যুত, উভয় সেনার মধ্যে আমার রথ স্থাপন কর—যাহাতে যুদ্ধস্থলে অবস্থিত যুযুৎসু এই বীরগণকে নিরীক্ষণ করিতে পারি" সখা অর্জ্জুনের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া যিনি তৎক্ষণাৎ আত্ম ও শত্রু-পক্ষের সৈন্যের মধ্যে রথ স্থাপন করিয়া তথায় অবস্থান করতঃ কালদৃষ্টি প্রভাবেই শত্রু দুর্য্যোধনের পক্ষীয় যোদ্ধৃগণকে ইনি ভীষ্ম, ইনি দ্রোণ, ইনি কর্ণ ইত্যাদি বলিয়া পরিচয় প্রদান করিবার ছলে সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের আয়ু অপহরণ পূর্ব্বক অর্জ্জুনের জয়লাভ সম্পাদন করাইয়াছিলেন সেই অর্জ্জুনসখা শ্রীকৃষ্ণে আমার রতি হউক ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ সপদীতি (গী ১।২১) সেনয়োরু-ভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত। যাবদেতান্নিরীক্ষেঽ-হং যোদ্ধুকামানবস্থিতানিতি। সখ্যুরর্জ্জুনস্য বচঃ। পরস্য দুর্য্যোধনস্য সৈনিকানাং আয়ুরক্ষ্ণা অসৌ ভীষ্মঃ অসৌ দ্রোণঃ অসৌ কর্ণ ইতি তত্তৎপ্রদর্শনব্যাজেন দৃষ্ট্যা এব হৃতবতি তেন চ প্রারব্ধহরত্বমপি দর্শিতম্। যমিহ নিরীক্ষ্য হতা গতাঃ স্বরূপমিতি তেষাং মোক্ষোক্তেঃ ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, 'সপদি' অর্থাৎ তৎ-ক্ষণাৎ। "হে অচ্যুত! উভয় সেনানীগণের মধ্যে আমার রথ স্থাপন কর—যাহাতে যুদ্ধকামনায় যুদ্ধ-স্থলে অবস্থিত বীরগণকে আমি নিরীক্ষণ করিতে পারি"—সখা অর্জ্জুনের এই বাক্য (শ্রবণ করিয়া)। শত্রুপক্ষ দুর্য্যোধনের সৈন্যগণের আয়ু দৃষ্টির দ্বারা—অর্থাৎ ঐ ভীষ্ম, ঐ দ্রোণ, ঐ কর্ণ ইত্যাদি তাহাদের প্রদর্শনের ছলে দৃষ্টির দ্বারাই আকর্ষণকারী (শ্রীকৃষ্ণে)। এই কথার দ্বারা এখানে তাহাদের প্রারব্ধ কর্ম্মফলের বিনাশও দর্শিত হইল, যেহেতু "যাঁহাকে দেখিয়া অন্যের দ্বারা নিহত সৈন্যগণও সাযুজ্য লাভ করিয়াছেন"—এই পরবর্ত্তী শ্লোকের সিদ্ধান্ত অনুসারে তাহাদের মোক্ষ উক্ত হইয়াছে ॥৩৫॥

ব্যবহিতপৃতনামুখং নিরীক্ষ্য
স্বজনবধাদ্বিমুখস্য দোষবুদ্ধ্যা।
কুমতিমহরদাত্মবিদ্যয়া য-
শ্চরণরতিঃ পরমস্য তস্য মেঽস্তু ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ – ব্যবহিতপৃতনামুখং (ব্যবহিতা দূরে স্থিতা যা পৃতনা সেনা তস্যা মুখমিব মুখং অগ্রে স্থিতান্ ভীষ্মাদীন্) নিরীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) দোষবুদ্ধ্যা (স্বজনবধে দোষঃ স্যাদিতি মত্বা) স্বজনবধাৎ বিমু-খস্য অর্জ্জুনস্য) কুমতিং (কুবুদ্ধিং) যঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) আত্মবিদ্যয়া (স্বনিষ্ঠজ্ঞানেন) অহরৎ পরমস্য (পরমেশ্বরস্য) তস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) চরণরতিঃ (চরণে রতিঃ) মে (মম) অস্তু ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—দূরস্থিত বৃহৎ সেনার মুখস্বরূপ সেই সেনার অগ্রভাগে স্থিত ভীষ্মাদি বীরগণকে দর্শন করিয়া তাঁহাদের বধে পাপ ভাবিয়া জ্ঞাতিবর্গের বিনাশ হইতে নিবৃত্ত অর্জ্জুনের পাপবুদ্ধি যিনি স্বনিষ্ঠজ্ঞানদ্বারা দূরীভূত করিয়াছিলেন সেই পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে আমার আসক্তি হউক ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—ততশ্চ ব্যবহিতা দূরে স্থিতা যা পৃতনা সেনা তস্যা মুখমিব মুখং অগ্রে স্থিতান্ ভীষ্মাদীন্নিরী-ক্ষ্যেত্যর্থঃ। স্বজনবধাদ্বিমুখস্যেতি যদুক্তং (গী ১।৪৬)। এবমুক্ত্বার্জ্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ। বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ। ইতি কুমতিং সাংপ্রতিকীং যুধিষ্ঠিরস্যেব তদানীন্তনীমর্জ্জুনস্যাপি স্বয়ং ভগবতৈবোত্থাপিতাং তস্য নিত্যপার্ষদত্বান্নরাব-তারত্বাচ্চ কুমতেরসংভবাৎ। জগদুদ্ধারকস্বতত্ত্বজ্ঞাপক-শ্রীগীতাশাস্ত্রমাবির্ভাবয়িতুমিতি জ্ঞেয়ম্। আত্মবিদ্যয়া স্বনিষ্ঠজ্ঞানেনেতি ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—"ব্যবহিত-পৃতনামুখং"—ইত্যাদি, ব্যবহিতা অর্থাৎ দূরে অবস্থিতা যে সেনা, তাহাদের মুখের মত মুখ অর্থাৎ অগ্রে অবস্থিত ভীষ্মাদিকে নিরীক্ষণ করিয়া—এই অর্থ। স্বজনগণের বধে বিমুখ অর্জ্জুনের। যথা শ্রীগীতায় উক্ত হইয়াছে

—"সঞ্জয় বলিলেন—হে ধৃতরাষ্ট্র! শোকাকুলচিত্ত অর্জ্জুন এইরূপ বলিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে ধনুর্বাণ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক রথোপরি উপবেশন করিলেন।" 'কুমতিম্ অহরৎ'—অর্থাৎ অর্জ্জুনের কুবুদ্ধি যিনি দূরীভূত করিয়াছিলেন। এখানে 'কুমতি' বলিতে—সাম্প্রতিক যুধিষ্ঠিরের মত, তৎকালে অর্জ্জুনেরও স্বয়ং ভগবান্ কর্ত্তৃকই উত্থাপিতা এইপ্রকার বুদ্ধি, নতুবা তাঁহার নিত্যপার্ষদত্ব এবং নররূপের অবতারত্ব-হেতু কুমতি অসম্ভব। জগতের উদ্ধারক, নিজতত্ত্ব-জ্ঞাপক শ্রীগীতা-শাস্ত্রের আবির্ভাব করাইবার জন্যই (শ্রীভগবানের এইরূপ প্রয়াস)—ইহা জানিতে হইবে। আত্মবিদ্যার দ্বারা অর্থাৎ স্বনিষ্ঠ জ্ঞানের দ্বারা, এই অর্থ ॥ ৩৬ ॥

স্বনিগমমপহায় মৎপ্রতিজ্ঞা-
মৃতমধিকর্ত্তুমবপ্লুতো রথস্থঃ।
ধৃতরথচরণোঽভ্যয়াচ্চলদ্গু-
র্হরিরিব হন্তুমিভং গতোত্তরীয়ঃ ॥ ৩৭ ॥
শিতবিশিখহতো বিশীর্ণদংশঃ
ক্ষতজপরিপ্লুত আততায়িনো মে।
প্রসভমভিসসার মদ্বধার্থং
স ভবতু মে ভগবান্ গতির্মুকুন্দঃ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ স্বনিগমং (স্বপ্রতিজ্ঞাং) অবহায় (হিত্বা) মৎপ্রতিজ্ঞাং (ভীষ্মসঙ্গরং) ঋতং (সত্যং যথা স্যাৎ তথা) অধি (অধিকাং) কর্ত্তুং রথস্থঃ অবপ্লুতঃ (সহসা অবতীর্ণঃ সন্) ধৃতরথচরণঃ (চক্রং ধৃত্বা) চলদ্গুঃ (সংরম্ভেণ চলন্তী গৌঃ পৃথ্বী যস্মাৎ সঃ) গতোত্তরীয়ঃ (তেনৈব সংরম্ভেণ পথিগতং পতিতং উত্তরীয়ং বস্ত্রং যস্য স তথাভূতঃ সন্) ইভং (করিণং) হন্তুং হরিঃ (সিংহঃ) ইব অভ্যয়াৎ (যঃ অভিমুখং অধাবৎ) আততায়িনঃ (ধন্বিনঃ) মে (মম) শিতবিশিখহতঃ (তীক্ষ্ণৈঃ বাণৈঃ আহতঃ) বিশীর্ণদংশঃ (অতঃ বিধ্বস্তকবচঃ) ক্ষতজপরিপ্লুতঃ (ক্ষতজেন রুধিরেণ পরিপ্লুতঃ ব্যাপ্তঃ সন্) প্রসভং (বলাৎ বারয়ন্তমর্জ্জুনমপি অতিক্রম্য) মদ্বধার্থং (মাং হন্তুং) অভিসসার (যঃ অভিমুখং জগাম) সঃ ভগবান্ মুকুন্দঃ (মুক্তিদঃ হরিঃ) মে গতিঃ (শরণং) ভবতু ॥ ৩৭-৩৮ ॥

অনুবাদ—'আমি অশস্ত্র থাকিয়া সাহায্য মাত্র করিব' এইরূপ নিজ প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া 'শ্রীকৃষ্ণকে শস্ত্র ধারণ করাইব' আমার এই প্রতিজ্ঞা যাহাতে সত্য হয় তদ্রূপ বিধান করিবার জন্য যিনি অর্জ্জুনের রথে অবস্থান করিতে করিতে সহসা অবতীর্ণ হইয়া রথচক্র গ্রহণপূর্ব্বক ক্রোধবশে প্রবল-বেগে ধাবিত হওয়ায় স্বীয় নরলীলাভিনয় বিস্মৃতি-বশতঃ উদরস্থিত নিখিল প্রাণীও ব্রহ্মাণ্ডের ভারে প্রতিপদক্ষেপে পৃথিবীকে কম্পিত ও বিচলিত করিয়া পথিমধ্যে উত্তরীয় বসন ফেলিয়া হস্তীকে বধ করিবার নিমিত্ত সিংহ যেমন প্রবলবেগে ধাবিত হয় তদ্রূপ আমার অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিলেন এবং যিনি তৎকালে বিস্ময়াপন্ন ধনুর্দ্ধারী আমার তীক্ষ্ণশরে ক্ষত বিক্ষত হওয়ায় বিধ্বস্তকবচ হইয়া রুধিরব্যাপ্ত কলেবরে অর্জ্জুনের নিষেধসত্ত্বে তাহাকে অতিক্রম করিয়া প্রবলবেগে আমাকে বধ করিবার জন্য আমার অভিমুখে গমন করিয়াছিলেন। অর্থাৎ যিনি লোকদৃষ্টিতে অর্জ্জুনপক্ষীয় লোকের ন্যায় দৃষ্ট হইলেও আমাকে অনুগ্রহ করিয়াছিলেন সেই ভগবান্ মুকুন্দ আমার অবলম্বন হউন্ ।।৩৭-৩৮।।

বিশ্বনাথ—স্বস্মাদপি স্বভক্তমুৎকর্ষয়তীতি যচ্ছ্রুতং তন্ময়া স্বস্মিন্নেব সাক্ষাদ্দৃষ্টমিত্যাহ দ্বাভ্যাম্। স্বনিগমং অশস্ত্র এবাহং সাহায্যমাত্রং করিষ্যামীতি স্বপ্রতিজ্ঞাং হিত্বা শ্রীকৃষ্ণং শস্ত্রং গ্রাহয়িষ্যামীত্যেবংরূপাং মৎপ্রতিজ্ঞাং ঋতং সত্যং যথা ভবতি তথা। অধিকাং কর্ত্তুং রথস্থঃ সন্নেবাবপ্লুতঃ ইত্যতিলাঘবেনাবপ্লুতিমতস্তস্য রথাদ্বিশ্লেষঃ কেনাপি ন লক্ষিত ইতি ভাবঃ। অলক্ষিতপ্রকাশেনৈকেন রথরক্ষার্থং স্থিত এবেতি বা ঋতমিতি সা লীলা তব স্বভাবিকেব ন তু মদনুরোধেনৈব কৃতেতি ভাবঃ। ধৃতো রথচরণশ্চক্রং যেন সঃ। অভ্যয়াৎ অভিমুখমধাবৎ। ধাবনেনাতিসংরম্ভেণাবিষ্কৃতনিজমহাবলত্বাচ্চলন্তী গৌঃ পৃথ্বী যস্মাদ্ সঃ। গতং পতিতমুত্তরীয়ং যস্য সঃ। অতিসংরম্ভেণোত্তরীয়ং গাত্রাৎ পতিতং অস্তি নাস্তি বেত্যপি নানুসন্দধান ইত্যর্থঃ। অত্র কৃষ্ণেন স্বভক্তবাৎসল্যগুণস্য দুস্ত্যজত্বাৎ অর্জ্জুনস্য যুদ্ধাসামর্থ্যে সতি স্বপ্রতিজ্ঞামপি ত্যক্ত্বা স্বয়মেবার্জ্জুনস্য রক্ষার্থং শস্ত্রেণ যোৎস্যত এব তচ্চার্জ্জুনস্যাসামর্থ্যপ্রাপণমন্যৈর্দুঃ-

শক্যমিত্যতঃ ক্ষণমর্জ্জুনং পরাভূয়াস্য যুদ্ধং ভক্তবাৎসল্যদ্যোতকং দ্রক্ষ্যামীতি ভীষ্মস্য স্বমনোরথসিদ্ধ্যর্থৈব প্রতিজ্ঞেত্যতঃ স্বপ্রতিজ্ঞাভঙ্গেনার্জ্জুনে স্বপ্রেমাণং তং দর্শয়িত্বা ভীষ্মং প্রমোদ্য তস্যোৎ কর্ষং চ লোকে বিখ্যাপয়ামাসেতি তত্ত্বম্।

কিঞ্চ যদৈব রথাদ্ভূমাববপ্লুতস্তদৈব ক্ষতজৈরুধিরৈঃ পরিপ্লুতঃ সাংগ্রামিকরুধিরনদ্যা বিন্দুব্যাপ্তঃ। ননু কবচস্য বিদ্যমানত্বাৎ কথং তথাত্বং তত্রাহ মম শিতৈর্বিশিখৈর্হতস্তস্য সংরম্ভসুখবর্দ্ধনার্থং তদপি ময়া হন্যতে স্মৈবেতি ভাবঃ। যতো বিশীর্ণকবচঃ প্লবনাৎ প্রাগেবাভবদিত্যর্থঃ। প্রসভং বলাৎ বারয়ন্তমর্জ্জুনমপ্যতিক্রম্য মদ্বধার্থং অদ্য স্বহস্তেনৈব ভীষ্মং বধিষ্যামীত্যভিপ্রায়েণেত্যর্থঃ। অভিসসারেত্যত্রাভিশব্দেনাভিসরন্তং নায়কমালোকিতবত্যা নায়িকায়া ইব তদানীং মম সুখমপারমেবাভূদিতি দ্যোত্যতে। ন অন্যেষাং মুকুন্দো মুক্তিপ্রদোঽপি মম তু গতিস্তথাভূতত্বেনৈব প্রাপ্যো ভবত্বিতি হে কৃষ্ণ! ত্বামহমেতদেব প্রার্থয়ে ইতি ভাবঃ ॥ ৩৭-৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীভগবান্ নিজ অপেক্ষাও স্বভক্তের উৎকর্ষ বর্দ্ধন করিয়া থাকেন—এই যাহা শ্রুত হইয়াছিল, তাহা আমি নিজেতেই সাক্ষাৎ দর্শন করিলাম, ইহা দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন—'স্বনিগমং', অর্থাৎ 'অস্ত্র-রহিত হইয়াই আমি সাহায্যমাত্র করিব' —(শ্রীকৃষ্ণের) এই নিজ প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করিয়া, 'শ্রীকৃষ্ণকে আমি অস্ত্রগ্রহণ করাইব'—এইরূপ আমার (ভীষ্মের) প্রতিজ্ঞা যাহাতে সত্য হয়, সেইরূপে 'অধিকর্ত্তুং'-অর্থাৎ অধিক করিবার জন্য যিনি অর্জ্জুনের রথে অবস্থিত হইয়াই সহসা (রথ হইতে) অবতীর্ণ হইলেন। এখানে অতিদ্রুত অবতরণকারী কৃষ্ণের রথ হইতে তাঁহার বিশ্লেষ (অবতরণ) কাহারই লক্ষিত হয় নাই—এই ভাব। অথবা অলক্ষিত প্রকাশে অবতীর্ণ হইলেন, একটি প্রকাশে রথ রক্ষার জন্য সেখানে অবস্থিতই ছিলেন। 'ঋতমিতি'—সত্যে পরিণত করিবার জন্য, সেই লীলা তোমার স্বাভাবিকীই, কিন্তু আমার অনুরোধেই প্রকাশ করিয়াছ, তাহা নহে—এই ভাব। 'ধৃতরথচরণঃ'—অর্থাৎ ধৃত হইয়াছে রথচক্র যাঁহা কর্ত্তৃক। 'অভ্যয়াৎ'— অর্থাৎ আমার অভিমুখে ধাবিত হইয়া আসিলেন। অতিক্রোধে ধাবনের ফলে নিজের মহাবল আবিষ্কৃত হওয়ায় যাঁহা হইতে পৃথিবী কম্পিতা ও বিচলিতা হইয়াছিল (সেই শ্রীকৃষ্ণ)। যাঁহার উত্তরীয় বসন পতিত হইয়াছিল, অত্যন্ত ক্রোধে অতি দ্রুত গমনের জন্য গাত্র হইতে পতিত (উত্তরীয়) আছে বা নাই— এই অনুসন্ধানও যিনি করিতে পারেন নাই—এই অর্থ।

এখানে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক স্বভক্ত-বাৎসল্যগুণের দুস্ত্যজত্ব-হেতু, আর, যদি অর্জ্জুন যুদ্ধে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে নিজের প্রতিজ্ঞাও পরিত্যাগ করিয়া (শ্রীকৃষ্ণ) নিজেই অর্জ্জুনের রক্ষার জন্য শস্ত্রের দ্বারা যুদ্ধ করিবেনই, এবং অর্জ্জুনের সেই অসামর্থ্য প্রাপণ অন্যের পক্ষের দুঃশক্য, অতএব ক্ষণকাল অর্জ্জুনকে পরাভূত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের ভক্তবাৎসল্য-দ্যোতক যুদ্ধ আমি দেখিব—ভীষ্মদেবের মনোরথ সিদ্ধির নিমিত্তই এই প্রতিজ্ঞা, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ স্বপ্রতিজ্ঞা ভঙ্গের দ্বারা অর্জ্জুনের প্রতি নিজ-প্রেম তাঁহাকে দর্শন করাইয়া এবং ভীষ্মকে আনন্দ দান করিয়া তাঁহার উৎকর্ষ জগতে বিখ্যাপন করিয়াছিলেন—এই তত্ত্ব।

'ক্ষতজপরিপ্লুতঃ'—ইতি। যখনই শ্রীকৃষ্ণ রথ হইতে ভূমিতে অবতরণ করিলেন, তখনই রুধিরের দ্বারা পরিপ্লুত হইয়াছিলেন, অর্থাৎ যুদ্ধোপযোগী রুধির-নদীর বিন্দুর দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়াছিলেন। যদি বলেন—দেখুন, কবচ বিদ্যমান থাকিতে কি প্রকারে সেইরূপ রুধিরাপ্লুত হইলেন, তাহাতে বলিতেছেন— আমার (ভীষ্মের) তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা আহত হইয়াছিলেন, তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) যুদ্ধ-সুখ বর্দ্ধনের নিমিত্ত আমার দ্বারাই আহত হইয়াছিলেন—এই ভাব। যেহেতু রুধির-প্লবনের পূর্ব্বেই কবচ বিশীর্ণ হইয়াছিল। 'প্রসভং' বলিতে বলপূর্ব্বক, অর্জ্জুনের নিষেধও অতিক্রম করিয়া, আমার বধের নিমিত্ত অগ্রসর হইলেন, আজ স্বহস্তের দ্বারাই ভীষ্মকে বধ করিব—এই অভিপ্রায়ে—ইহাই অর্থ। 'অভিসসার'—আমার অভিমুখে অগ্রসর হইলেন, এখানে 'অভি'-শব্দের দ্বারা অভিসারে আগত নায়ককে দেখিয়া নায়িকার মত তখন আমার (ভীষ্মের) অপার সুখই হইয়াছিল— ইহাই দ্যোতিত হইয়াছে। তিনি 'মুকুন্দ', অন্যের নিকট মুক্তিপ্রদ হইলেও, আমার কিন্তু 'গতি', সেই-

রূপেই প্রাপ্য হউন—ইহা, হে কৃষ্ণ ! তোমার নিকট আমি ইহাই প্রার্থনা করিতেছি—এই ভাব ॥৩৭-৩৮॥

বিজয়রথকুটুম্ব আত্ততোত্রে
ধৃতহয়রশ্মিনি তচ্ছ্রিয়েক্ষণীয়ে ।
ভগবতি রতিরস্তু মে মুমূর্ষো-
র্যমিহ নিরীক্ষ্য হতা গতাঃ স্বরূপম্ ॥৩৯॥

অন্বয়ঃ—যং (শ্রীকৃষ্ণং) নিরীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) ইহ (কুরুক্ষেত্রে) হতাঃ (নিহতাঃ সৈনিকাঃ) স্বরূপং (সারূপ্য মুক্তিঃ তৎসমানরূপং বা) গতাঃ (প্রাপ্তাঃ তস্মিন্) বিজয়রথকুটুম্বে (বিজয়ঃ অর্জ্জুনঃ তস্য রথঃ এব কুটুম্বঃ রক্ষণীয়ঃ যস্য তস্মিন্) আত্ততোত্রে (আত্তং গৃহীতং ধৃতং তোত্রং তোদনং পশুতাড়ন-দণ্ডঃ যেন তস্মিন্) ধৃতহয়রশ্মিনি (ধৃতাশ্চ যে হয়ানাং রশ্ময়ঃ প্রগ্রহাঃ তে সন্তি যস্য তস্মিন্) তচ্ছ্রিয়া (সারথ্যশ্রিয়া) ঈক্ষণীয়ে (শোভমানে) ভগবতি (শ্রীকৃষ্ণে) মুমূর্ষোঃ (মর্ত্তুমিচ্ছোঃ) মে রতিঃ অস্তু ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—আমি দিব্য দৃষ্টি প্রভাবে দেখিলাম যে, এই যুদ্ধে যে সমস্ত যোদ্ধা বিনষ্ট হইয়াছে তাহারা সকলে যাঁহাকে দর্শন করিয়া সারূপ্যনামক মুক্তি লাভ করিয়াছেন সেই অর্জ্জুনের রথের রক্ষাকারী কশাধারী অশ্ববল্গাধারী সারথিরূপে শোভমান, প্রাকৃত দৃষ্টিতে অন্যায়াচরণ হইলেও অচিন্ত্যৈশ্বর্য্য সেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এই মৃত্যুসময়ে আমার প্রীতি হউক্ ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—তদেবমন্যায়ৈরপি ভক্তরক্ষাব্যগ্রে কৃষ্ণে রতিমাশাস্তে বিজয়স্য অর্জ্জুনস্য রথ এব কুটুম্বোঽকৃত্যৈরপি রক্ষণীয়ো যস্য তস্মিন্ তোত্রং প্রতোদঃ রশ্ময়ঃ প্রগ্রহাঃ ধৃতা হয়রশ্ময়ো যস্য সন্তীতি ব্রীহ্যাদিত্বাৎ ইনিঃ। ঈক্ষণীয়েতি বামহস্তে অশ্বধারণরজ্জুঃ দক্ষিণহস্তে প্রতোদঃ মুখরাবিন্দে হুং হুমিতি তন্নোদনশব্দ ইতি শোভয়া যন্মাধুর্য্যমীক্ষণীয়ং তন্ময়ৈব তদা স্বচক্ষুর্ভ্যামীক্ষিতং নত্বর্জ্জুনেনাপি ইতি ভাবঃ। তস্মিন্ ভগবতি মম রতিরস্তু মুমূর্ষোরিতি অতএবাহং সংপ্রতি মর্ত্তুমিচ্ছামি যন্মৃত্বা তদেব মাধুর্য্যং মুহুর্দৃশ্যাসং জীবংস্তু তৎ কথং দ্রষ্টুং প্রাপ্স্যামি প্রকটপ্রকাশে তস্য লীলায়া ভগবতা সমাপ্তীকৃতত্বাদিতি ভাবঃ। অত্র ম্রিয়মাণ স্যেত্যনুক্ত্বা সন্ প্রত্যয়েন ইচ্ছাধীনমৃত্যোভীষ্মস্য ভগবতঃ সকাশাদপি তল্লীলায়াং অতিলোভো ব্যজ্যতে। তেন চ সা যুদ্ধলীলাপি নিত্যেত্যন্যাস্যা লীলায়া নিত্যত্বে কৈমুত্যমানীতম্। ননু সত্যং তস্যামেব মে সারথ্যলীলায়াং ত্বমত্যাসক্তো যৎ প্রতিশ্লোকমেব তামাস্বাদয়ংস্তামেবোদিগরংস্তল্লীলাবিশিষ্টে এব ময়ি রতিং প্রার্থয়সে। কিন্তু সংপ্রতি মৃত্বৈব তল্লীলাপ্রাপ্তৌ তব কিং প্রমাণমিত্যত্র মরণে যা মতিঃ সা গতিরিতি, প্রসিদ্ধাৎ প্রমাণাদপি তব দর্শনমেব পরং প্রমাণমিত্যাহ যমিহেতি। যং নিরীক্ষ্য হতাঃ যুদ্ধে অন্যেনাপি হতাঃ সন্তঃ অসুরস্বভাবা অপি তাদৃশজ্ঞানহীনা অপি স্বরূপং সাযুজ্যমুক্তিং প্রাপ্তাঃ। অহং তু ভক্তস্তত্রাপি মরণকালে তাদৃশমতিমাংস্তং ত্বাং সাক্ষাদ্দৃষ্ট্বা মৃত্বা কথং ন তাং লীলাং প্রাপ্স্যামীতি ভাবঃ। অত্র নরসারথ্যমনধিকারিভ্যোঽপি সাযুজ্যদায়িত্বমিতি যুগপদেব নৈশ্বর্য্যমহৈশ্বর্য্যস্বীকারলক্ষণং মহামাধুর্য্যং সর্ব্বভগবৎস্বরূপাসাধারণমেব তদানীমুদিতমিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইরূপ অন্যায়ের দ্বারাও ভক্তরক্ষার জন্য ব্যগ্র শ্রীকৃষ্ণে রতি কামনা করিতেছেন—'বিজয়রথকুটুম্বে' ইত্যাদি, বিজয় অর্থাৎ অর্জ্জুন, তাঁহার রথই কুটুম্ব-সদৃশ, কিছু না করিলেও রক্ষণীয় যাঁহার, সেই কৃষ্ণে। যিনি তোত্র (পশুতাড়ন দণ্ড) এবং অশ্বের বল্গা (লাগাম) ধারণ করিয়াছেন, তাঁহাতে। 'ধৃতহয়রশ্মিনি'—এখানে ধৃত হয়রশ্মি-সকল (অশ্বের বল্গাগুলি) যাঁহার আছে, এই অর্থে 'ব্রীহ্যাদিত্বাৎ ইনিঃ' প্রত্যয়ে ধৃতহয়রশ্মিন্, তাহার সপ্তমীর একবচন হইয়াছে। ('ব্রীহ্যাদিভ্যশ্চ'—এই সূত্র অনুসারে ব্রীহী প্রভৃতি শব্দের উত্তরও ইনি, ঠন্ এবং মতুপ্ হয়। যথা—ব্রীহিরস্তি যস্য সঃ—ব্রীহী, ব্রীহিকঃ, ব্রীহিমান্। এইরূপ মায়ী, মায়িকঃ, মায়াবান্ ইত্যাদি)। 'ঈক্ষণীয়' ইত্যাদি—বামহস্তে অশ্বধারণের রজ্জু, দক্ষিণ হস্তে অশ্বের বল্গা, মুখারবিন্দে 'হুং হুং'—ইতি অশ্ব-তাড়নের শব্দ—এইরূপ শোভায় দ্বারা যাঁহার মাধুর্য্য ঈক্ষণীয় হইয়াছে, তাহা আমিই তৎকালে নিজ চক্ষুর্দ্বয়ের দ্বারা ঈক্ষণ করিয়াছিলাম,

অন্যে দূরে থাকুক, অর্জ্জুনও দেখে নাই, এই ভাব। সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে আমার রতি হউক। 'মুমূর্ষোঃ' ইতি—অতএব আমি সম্প্রতি মরিতে ইচ্ছা করিতেছি, যেহেতু মরিয়া সেই মাধুর্য্যই বার বার দর্শন করিব, জীবিত থাকিলে তাহা কি করিয়া দেখিতে পাইব, যেহেতু প্রকট-প্রকাশে ভগবান্ সেই লীলার সমাপ্তি ঘটাইয়াছেন—এই ভাব। এখানে 'ম্রিয়মাণস্য' অর্থাৎ ম্রিয়মাণ আমার, এইরূপ না বলিয়া সন্-প্রত্যয়ের দ্বারা 'মুমূর্ষোঃ'—এইরূপ প্রয়োগের দ্বারা ইচ্ছাধীন-মৃত্যু ভীষ্মদেবের ভগবানের নিকট হইতেও সেই লীলাতে অতিশয় লোভ প্রকাশ পাইয়াছে। ইহার দ্বারা সেই যুদ্ধ-লীলাও নিত্যা, অতএব অন্য লীলার নিত্যত্ব-বিষয়ে কি বক্তব্য থাকিতে পারে?

যদি বলেন—সত্য, তুমি আমার সেই সারথ্য-লীলাতেই অতিশয় আসক্ত, যেহেতু প্রতি শ্লোকেই সেই লীলার আস্বাদন ও উদ্গীরণ করিয়া সেই লীলা-বিশিষ্ট আমাতেই রতি প্রার্থনা করিতেছ। কিন্তু সম্প্রতি মরণের পর সেই লীলার প্রাপ্তি-বিষয়ে কি প্রমাণ আছে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'মরণ কালে যেরূপ মতি, সেইরূপ গতি হয়'—এই প্রসিদ্ধ প্রমাণ হইতেও তোমার দর্শনই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ, ইহাই বলিতেছেন—'যমিহ' ইত্যাদি। যাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া যুদ্ধকালে অন্য-কর্ত্তৃক হত হইয়াও, অসুর-স্বভাবাপন্নও, তাদৃশ জ্ঞানহীনও সৈন্যগণ তোমার সাযুজ্য মুক্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। আর, আমি ত' তোমার ভক্ত, এবং মরণকালে তাদৃশ মতিযুক্ত, সেই তোমাকে সাক্ষাৎ দর্শন-করতঃ মরিয়া কিজন্য সেই লীলা লাভ করিব না?—এই ভাব। এখানে নরাবতার অর্জ্জুনের সারথ্য অনধিকারিগণেও সাযুজ্য-দায়িত্ব—ইহা সম-কালেই ঐশ্বর্য্য এবং মহৈশ্বর্য্য স্বীকাররূপ মহামাধুর্য্য সকল ভগবৎ-স্বরূপ হইতে অসাধারণরূপেই তৎকালে প্রকাশিত হইয়াছিল—ইহা জানিতে হইবে॥ ৩৯॥

ললিতগতিবিলাসবল্গুহাস-
প্রণয়নিরীক্ষণকল্পিতোরুমানাঃ।
কৃতমনুকৃতবত্য উন্মদান্ধাঃ
প্রকৃতিমগমম্ কিল যস্য গোপবধ্বঃ॥ ৪০॥

অন্বয়ঃ—ললিত গতিবিলাসবল্গুহাসপ্রণয়নিরী-ক্ষণকল্পি তোরুমানাঃ (ললিতগতিশ্চ বিলাসশ্চ রাসা-দিঃ বল্গুঃ মনোহারী হাসঃ প্রণয়নিরীক্ষণং প্রেমকটা-ক্ষাদিশ্চ মঞ্জু গত্যাদিভিঃ আত্মীয়ৈঃ তদীয়ৈঃ বা কল্পিতঃ উরুঃ মহান্ মানঃ পূজা যাসাং তাঃ অতঃ) উন্মদান্ধাঃ (উৎকটেন মদেন অন্ধাঃ, অতএব তদেক-চিত্তত্বেন তস্য) কৃতং (গোবর্দ্ধনোদ্ধরণাদিকং কর্ম্ম) অনুকৃতবত্যঃ (অনুকরণশীলাঃ) গোপবধ্বঃ যস্য প্রকৃতিং (স্বরূপং) অগন্ (অগমন্, মকারলোপস্তু আর্ষঃ) কিল (প্রসিদ্ধং, তস্মিন্ এব শ্রীকৃষ্ণে রতি-রস্তু)॥ ৪০॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের সুচারু মঞ্জুগতি রাসাদি-বিলাস, সুন্দর হাস্য, প্রেমপূর্ণ কটাক্ষাদি দ্বারা প্রচুর মান বর্দ্ধিত হওয়ায় যাঁহারা উৎকট মদবিহ্বল হইয়া তদেকচিত্ততাহেতু তাঁহার গোবর্দ্ধনধারণাদি লীলা অনুকরণ করিয়াছিলেন সেই গোপবধূগণ যাঁহার স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে সেই শ্রীকৃষ্ণে আমার রতি হউক্॥ ৪০॥

বিশ্বনাথ—ননু যৎসারথ্যসম্বন্ধিন্যৈ লীলায়ৈ সর্ব্ব-তত্ত্বজ্ঞোঽপি ত্বং স্পৃহয়সি সোঽর্জ্জুন এব তর্হি মম সর্ব্বেষু প্রেমবৎপরিকরবৃন্দেষ্বেকো মুখ্য ইতি নির্দ্ধা-র্য্যতে। মৈবম্। ততোঽপ্যর্জ্জুনাদপ্যতিমুখ্যতমাঃ সর্ব্বতোঽপি প্রেমোৎকর্ষবন্তো যে তব প্রিয়জনা বর্ত্তন্তে ন তেষাং পদবীং প্রার্থয়িতুমপি কোঽপি সাহসং ধত্তে। ভবতু, তদপি তদুদ্দেশেনাপ্যস্মিন্নন্তকালে কৃতার্থীভবা-মীত্যাহ। ললিতগতিশ্চ রাসনৃত্যাদিবৈদগ্ধী কায়িকী বিলাসশ্চ ধীরলালিত্যাদি বৈদগ্ধী মানসী। বল্গুহাসশ্চ পরিহাসবৈদগ্ধী বাচিকী। প্রণয়নিরীক্ষণঞ্চ প্রেমময়-সর্ব্বভাবব্যঞ্জককটাক্ষবৈদগ্ধী চাক্ষুষী চ। তৈরুপ-কল্পিতো দত্তঃ উরুমানঃ আদরঃ পূজা বা যাভ্যস্তাঃ। তেন স্বস্মিংস্তাঃ প্রসাদয়িতুং স্বীয়ানসাধারণান্ সর্ব্বা-নেব সাদ্গুণ্যং ভবাংস্তাসু বিনিযুক্তবান্। অতস্তাসাং নিরুপাধিকস্য প্রেমাতিশয়স্য ফলং যৎ স্বসাদ্গুণ্য-সর্ব্বস্বার্পণপূর্ব্বকত্বৎকর্ত্তৃকানুরঞ্জনপ্রাপ্তিঃ সা হ্যস্মৈ-বোভয়তঃ সুখময়মহাবশীকারব্যঞ্জিকা অর্জ্জুনস্য তু প্রেম্নঃ ফলং বশীকারব্যঞ্জিকা সারথ্যদৌত্যাদিমাত্র-প্রাপ্তির্যা সা তূভয়তো যন্ত্রণাময়ীতি ন তৎসমকক্ষতাং প্রাপ্তুমর্হত্যর্জ্জুন ইতি ভাবঃ। অত্রৈব তৃতীয়ান্যপদার্থে

বহুব্রীহৌ তাভিরপি স্বীয়সাদ্‌গুণ্যসর্ব্বস্বার্পণেন সোঽনুরঞ্জিত ইতি পরস্পরানুরঞ্জনসুখময়ং সখ্যং ব্যঞ্জিতম্। তত এবাসাধারণসৌভাগ্যপ্রদানমাহ। কৃতং রাসে নৃত্যং গীতং বাদনানি চ যথা তথৈব তা অপ্যনুকৃতবত্যঃ তৎসাহিত্যেনৈব রাসে তাসাং তথা নৃত্যাদ্যুক্তেঃ। ন চ তাসাং তত্তচ্ছিক্ষণাভ্যাসঃ কোঽপ্যাসীদিত্যাহ উন্মদেন মহাপ্রেমোত্থেনান্ধাঃ ব্যবহারমাত্রমদৃষ্টবত্যঃ অতঃ কিলেত্যাশ্চর্য্যে প্রকৃতিঃ স্বভাবমেবাগচ্ছন্ ভগবতো নৃত্যগীতাদিবৈদগ্ধ্যাদয়ঃ স্বাভাবিকাঃ অসাধারণাঃ অনন্তা এব যে গুণাস্তান্ সর্ব্বানপি তেন দত্তান্ প্রাপুরিত্যর্থঃ। অর্জ্জুনায় তু স্বমসাধারণং তদপেক্ষিতং বলিষ্ঠত্বমপি ভগবতা ন দত্তমিতি। যদ্বা, কৃতং গোবর্দ্ধনধারণাদিকং উন্মদ উন্মাদ ইতি বিরহশ্চ দর্শিতঃ। এবং চাতিমন্দাস্তাবৎ সাযুজ্যং প্রাপুঃ। অত্যুৎকৃষ্টাঃ প্রেম্নঃ পরাং কাষ্ঠাং অহং তু তয়োর্মধ্যবর্ত্তী স্বাভীপ্সিতাং তব সারথ্যলীলাং কথং ন প্রাপ্স্যামীতি ভাবঃ ॥ ৪০॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, আমার যে সারথ্য-সম্বন্ধিনী লীলাতেই সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ হইয়াও তুমি স্পৃহা করিতেছ, সেই অর্জ্জুনই—তাহা হইলে আমার সকল প্রেমী পরিকরবৃন্দের মধ্যে একজন মুখ্য—ইহা নির্দ্ধারিত হইতেছে। তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'মৈবম্' অর্থাৎ না, এইরূপ কখনই নহে। সেই অর্জ্জুন হইতেও অতিমুখ্যতম সর্ব্বতোভাবে প্রেমোৎকর্ষযুক্ত যে সকল তোমার প্রিয়জন রহিয়াছেন, তাঁহাদের পদবী প্রার্থনা করিতেও কেহই সাহস করে না। যাহা হউক, তথাপি তাঁহাদের উল্লেখের দ্বারাও আমার এই অন্তিম-কালে আমি কৃত-কৃতার্থ হইব, ইহাই বলিতেছেন—'ললিতগতি'—ইত্যাদি। ললিতগতি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের রাস-নৃত্যাদি বৈদগ্ধী, ইহা কায়িকী, ধীরলালিত্যাদি বৈদগ্ধী বিলাস মানসী, পরিহাস-বৈদগ্ধী বাচিকী, 'প্রণয়নিরীক্ষণঞ্চ'—অর্থাৎ প্রেমময় সর্ব্বভাবের ব্যঞ্জক (প্রকাশক) কটাক্ষ-বৈদগ্ধী, ইহা চাক্ষুষী—এই সকলের দ্বারা প্রদত্ত হইয়াছে অধিক আদর বা পূজা যাঁহাদিগকে, সেই গোপবধূগণ। ইহার দ্বারা তোমার প্রতি তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করাইবার জন্য নিজের অসাধারণ সমস্ত সাদ্‌গুণ্য তুমি তাঁহাদিগকে অর্পণ করিয়াছ। অতএব তাঁহাদিগের নিরুপাধিক প্রেমাতিশয়ের ফল, যাহা নিজ সাদ্‌গুণ্য ও সর্ব্বস্ব অর্পণপূর্ব্বক তোমা-কর্ত্তৃক অনুরঞ্জন (অনুরাগ-জনক)-প্রাপ্তি, তাহা পরম অসঙ্কোচময়ী, উভয়েরই সুখময় এবং বশীকার-ব্যঞ্জিকা। কিন্তু অর্জ্জুনের প্রেমের ফল—বশীকার-ব্যঞ্জিকা, সারথ্য, দৌত্যাদিমাত্র প্রাপ্তি, তাহা উভয়ের পক্ষেই যন্ত্রণাময়ী অর্থাৎ সঙ্কোচময়ী; অতএব অর্জ্জুন কখনই তাঁহাদের (সেই গোপবধূগণের) সমকক্ষতা লাভ করিতে পারেন না—এই ভাব।

এইখানেই 'তৃতীয়ান্যপদার্থে বহুব্রীহৌ'—অর্থাৎ বহুব্রীহি সমাসে অন্যপদার্থ বুঝাইতে তৃতীয়ান্ত পদের সহিত সমাস হওয়ায় 'তাভিরপি স্বীয়-সাদ্‌গুণ্য-সর্ব্বস্বার্পণেন সোঽনুরঞ্জিতঃ' ইতি—অর্থাৎ সেই গোপরামাগণ কর্ত্তৃকও তাঁহাদের সাদ্‌গুণ্য এবং সর্ব্বস্ব অর্পণের দ্বারা সেই শ্রীকৃষ্ণও অনুরঞ্জিত (অনুরাগের বিষয়ীকৃত)—এই অর্থে পরস্পর অনুরাগোৎপাদক সুখময় সখ্যই ব্যঞ্জিত (প্রকাশিত) হইয়াছে। সেইজন্য অসাধারণ সৌভাগ্য-প্রদান বলিতেছেন—'কৃতং' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ রাসে যেরূপ নৃত্য, গীত, বাদন করিয়াছেন, সেইরূপ তাঁহারাও অনুকরণ করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণের সাহিত্যেই শ্রীরাস-লীলায় গোপাঙ্গনাদিগের নৃত্য-গীতাদির উল্লেখ রহিয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের নৃত্য-গীতাদি শিক্ষণের কোনও অভ্যাস ছিল না, এইজন্য বলিতেছেন—'উন্মদান্ধাঃ' অর্থাৎ মহাপ্রেমোত্থ উন্মত্ততার দ্বারা অন্ধ, ব্যবহারিক বিষয়ের কিছুই তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল না। অতএব 'কিল'—ইহা আশ্চর্য্য, অর্থাৎ কি আশ্চর্য্য! ইঁহারা স্বভাবই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যে সকল নৃত্য, গীতাদি ও বৈদগ্ধ্যাদি স্বাভাবিক অসাধারণ অনন্ত গুণসমূহ, সে সমস্তই তৎকর্ত্তৃক প্রদত্ত হওয়ায় তাঁহারা লাভ করিয়াছিলেন—এই অর্থ। অর্জ্জুনকে কিন্তু নিজের অসাধারণ তদপেক্ষা বলিষ্ঠত্বও ভগবান্ প্রদান করেন নাই। অথবা—শ্রীকৃষ্ণ যে সকল গোবর্দ্ধন ধারণাদি লীলা করিয়াছিলেন, রাসবিহারে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানের পর প্রেমোন্মত্তা বিরহাতুরা গোপাঙ্গনাগণ সেই সেই লীলার অনুকরণ করিয়াছিলেন, ইহার দ্বারা তাঁহাদের বিরহও দর্শিত হইল। সুতরাং যাঁহারা অতিমন্দ, তাঁহারাই ভগবানের সাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়া-

ছিলেন। আর যাঁহারা পরম উৎকৃষ্ট, তাঁহারা প্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু উভয়ের মধ্যবর্তী আমি (ভীষ্ম) স্বাভীপ্সিতা (আমার অভিলষিতা) তোমার সারথ্যলীলা (পার্থ-সারথিরূপ যে লীলা) কেন প্রাপ্ত হইব-না—এই ভাব ॥ ৪০ ॥

মুনিগণনৃপবর্য্যসঙ্কুলেঽন্তঃ-
সদসি যুধিষ্ঠিররাজসূয় এষাম্।
অর্হণমুপপেদ ঈক্ষণীয়ো
মম দৃশি গোচর এষ আবিরাত্মা ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—মুনিগণনৃপবর্য্যসঙ্কুলে (মুনিগণৈর্নৃপবর্য্যৈশ্চ সঙ্কুলে ব্যাপ্তে) অন্তঃ সদসি (সভামধ্যে) যুধিষ্ঠিররাজসূয়ে এষাং (মুনিগণাদীনাং) ঈক্ষণীয়ঃ (অহোরূপমহো মহিমেতি এবং আশ্চর্য্যেণ বিলোকনীয়ঃ সন্) অর্হণং (পূজাং) উপপেদে (প্রাপ) এষঃ (জগতাং) আত্মা (পরমাত্মা) মম দৃষ্টি গোচরঃ (দৃষ্টিবিষয়ঃ সন্) আবিঃ (প্রকটো বর্ত্ততে) ॥৪১॥

অনুবাদ—মুনিগণ ও শ্রেষ্ঠ নরপতিগণব্যাপ্ত সভামধ্যে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে যিনি সেই মুনিগণ প্রভৃতি সমবেত জনগণের সবিস্ময়ে অবলোকনের পাত্র হইয়া পূজা পাইয়াছিলেন সেই এই বিশ্বাত্মা শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রত্যক্ষীভূত অবস্থায় প্রকট হইয়া আছেন, অহো! আমার কি সৌভাগ্য ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ সংপ্রতি প্রত্যক্ষীকৃতং মদ্ভাগ্যমেব তৎপ্রাপ্তেরাবশ্যকত্বং কথয়তীত্যাহ মুনীতি। অন্তঃসদসি সভামধ্যে যুধিষ্ঠিরস্য রাজসূয়ে এষাং মুনিগণাদীনামীক্ষণীয়ঃ অহোরূপং অহোমহিমেত্যেবমাশ্চর্য্যেণ বিলোকনীয়ঃ সন্ উপপেদে প্রাপ যঃ স এষ মমাত্মা মৎপ্রাণনাথঃ সংপ্রতি মম দৃশি গোচর এব মৎপ্রার্থিতং দদান এবাস্তে ইতি ॥ ৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও সম্প্রতি প্রত্যক্ষীকৃত আমার ভাগ্যই তাহা প্রাপ্তির আবশ্যকতা সূচনা করিতেছে—'মুনিগণ' ইত্যাদি। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে সভামধ্যে (রত্নাসনে সমাসীন) এই সমস্ত মুনিগণাদির ঈক্ষণীয় অর্থাৎ 'অহো কি রূপ! কি মহিমা!'—এইরূপ আশ্চর্য্যরূপে দর্শনীয়তম হইয়া যিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তিনিই এই আমার প্রাণনাথ সম্প্রতি আমার দৃষ্টির গোচরীভূত হইয়াই আমার প্রার্থিত প্রদানের জন্য অবস্থান করিতেছেন ॥ ৪১ ॥

তমিমমহজং শরীরভাজাং
হৃদি হৃদি ধিষ্ঠিতমাত্মকল্পিতানাম্।
প্রতিদৃশমিব নৈকধার্কমেকং
সমধিগতোঽস্মি বিধূতভেদমোহঃ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ—আত্মকল্পিতানাং (স্বয়ং নির্ম্মিতানাং) শরীরভাজাং (প্রাণিনাং) হৃদি হৃদি (প্রতিহৃদয়ং) ধিষ্ঠিতং (অধিষ্ঠিতং, অকারলোপস্তু আর্ষঃ) প্রতিদৃশং (সর্ব্বপ্রাণিনাং দৃশং দৃশং প্রতি) একং অর্কং ইব নৈকধা (অধিষ্ঠানভেদাৎ অনেকধা ভাতং) তং ইমং অজং বিধূতভেদমোহঃ (গতঃ ভেদঃ মোহশ্চ যস্য সঃ) অহং সমধিগতঃ (প্রাপ্তঃ) অস্মি ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—এক সূর্য্য ভিন্ন ভিন্ন ঘটস্থিত জলে যেরূপ পৃথক্ পৃথক্ সূর্য্য বলিয়া দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ শরীরধারীদিগের প্রত্যেক হৃদয়ে যে এক পরমাত্মাকে মনঃকল্পিত পৃথক্ পৃথক্ তত্ত্ব বলিয়া দ্বৈত ভ্রম হয়, সেই ভেদ-মোহ পরিত্যাগপূর্ব্বক এক পরমাত্মাকে কৃষ্ণের অংশ জানিয়া জন্মরহিত এই কৃষ্ণে আমি অধিগত অর্থাৎ শরণাগত হইলাম ॥ ৪২ ॥

বিশ্বনাথ—ননু কথং তর্হি মে রতিরস্ত্বিত্যেকবারমপি যুষ্মৎপ্রয়োগেণ ন ব্রষে কিন্তু প্রতিশ্লোকমেব। বিজয়সখে বিজয়রথকুটুম্বে মে রতিরস্তু। চরণরতিঃ পরমস্য তস্য মেঽস্তু স ভবতু মে ভগবান্ গতিরিতি তচ্ছব্দপ্রয়োগেণেবেতি তত্রাহ তমিতি। তং পার্থসারথিং প্রগ্রহপ্রতোদালঙ্কৃতধামদক্ষিণকরং মম হৃদি স্ফুরন্তমেব ইমং অধিগতোঽস্মি নত্বিমমেব তম্। তস্যৈব হৃদি প্রথমপ্রবিষ্টত্বাদভ্যাসেন তদীয়স্ফূর্ত্তিব্যাপ্তে হৃদি অয়ং প্রবেষ্টুং ন শক্নোতীতি ভাবঃ। তং কীদৃশং অজং ন জায়ত ইত্যজস্তং ন কেবলং তদানীং যুদ্ধকাল এব তাদৃশস্বরূপো মচ্চক্ষুষোরগ্রে স জাতঃ অপি তু যুদ্ধাৎ পূর্ব্বমপি স্বাভাবিকেন মম রথেন মম হৃদি তথা ভাত আসীদেবেতি ভাবঃ। তেনাত্র ন মম দোষঃ কিন্তু হৃদিস্থঃ পরমেশ্বরো যং যং যথা স্ফোরয়তি ভদ্রমভদ্রং বা স তথৈবাসাস্তে ইত্যাহ। শরীর-

ভাজাং জীবানাং হৃদি হৃদি ধিষ্ঠিতং অকারলোপ-শ্ছান্দসঃ। আত্মনাং স্বয়মেব কল্পিতানাং যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তীতি (বৃঃ আঃ) শ্রুতেঃ। ন চাহং হৃদিস্থং তৎপদবাচ্যং পার্থসারথিমন্যং তথা পুরস্থং ইদং পদবাচ্যং চতুর্ভুজমন্যং জানামীত্যাহ। প্রতীতি আকাশস্থমেকমর্কমপি জনানাং প্রতিদৃশং অবলোকনং প্রতি নৈকধা অনেকধা অয়ং মন্মূর্দ্ধোপরি অর্ক ইতি প্রতিমূর্দ্ধোপরিস্থমর্কং তত্তদ্দৃষ্টিভেদাদনেকধা ভাতমিবেতি বিধূতো দূরীকৃতো ভেদরূপো মোহো যেন সঃ। অয়মর্থঃ মম হৃদি তথা যুধিষ্ঠিরাদীনাং বসুদেবাদীনাং উদ্ধবাদীনাং নন্দাদীনাং গোপিকানাঞ্চ হৃদি ভাবভেদেন প্রেমতারতম্যেন চ পৃথক্পৃথক্লীলতয়ৈব যদ্যপি স্ফুরতি তদপ্যেক এব কৃষ্ণ ইতি জানামি তথা তেষাং তত্তৎপ্রেম্নাং তত্তদ্ভাবানাং চোৎকর্ষতারতম্যং সর্ব্বমহং জানাম্যেব তদপি মে পার্থসারথাবেব স্বাভাবিক্যাসক্তিস্তাং ত্যক্তুং নৈব শক্নোমি পুরস্থিতেঽস্মিং শ্চতুর্ভুজরূপে ধারণাপি কৃতা সাপ্যকিঞ্চিৎকরৈবাভূদিতি ॥ ৪২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, তাহা হইলে 'তোমাতে আমার রতি হউক'—এইরূপ একবারও যুষ্মৎ-শব্দের প্রয়োগের দ্বারা কিজন্য বলিতেছ না ? কিন্তু প্রতি শ্লোকেই—'বিজয়সখে, বিজয়রথ-কুটুম্বে' অর্থাৎ অর্জ্জুনের যিনি সখা, অর্জ্জুনের রথই যাঁহার কুটুম্বতুল্য, তাঁহাতে আমার রতি হউক। 'সেই পরমেশ্বর পার্থসারথির চরণেই আমার রতি হউক', 'সেই ভগবানই আমার গতি'—ইত্যাদি তৎ-শব্দের প্রয়োগের দ্বারাই তুমি বলিয়াছ। তাহার উত্তরে বলিতেছেন—যমিতি। অশ্বের রজ্জু ও তাড়ন-দণ্ডের দ্বারা অলঙ্কৃত বাম ও দক্ষিণকর-যুক্ত সেই পার্থ সারথিকেই, যিনি আমার হৃদয়ে স্ফুরিত, তাঁহাকেই—এই যিনি আমার সম্মুখে অবস্থিত, ইঁহার মধ্যেই প্রাপ্ত হইতেছি, কিন্তু (এই চতুর্ব্বাহুরূপে অবস্থিত) ইঁহাকে সেই পার্থসারথি-রূপে নহে। সেই পার্থ-সারথি রূপই আমার হৃদয়ে প্রথম প্রবিষ্ট বলিয়া, অভ্যাসের দ্বারা সেই রূপেরই স্ফূর্ত্তি আমার হৃদয়ে ব্যাপ্ত হওয়ায়, এই (সম্মুখবর্ত্তী) রূপ সেখানে প্রবেশ করিতে পারিতেছে না—এই ভাব। কি প্রকার তাঁহাকে ? —'অজং', যাঁহার জন্ম হয় না, অজ, তাহাকে। কেবল সেই যুদ্ধকালেই তাদৃশ স্বরূপ (পার্থ-সারথি-রূপ) যে আমার চক্ষুর সম্মুখে প্রকটিত হইয়াছেন, তাহা নহে, কিন্তু যুদ্ধের পূর্ব্বেও স্বাভাবিক-ভাবে মনোরথের সহিত আমার হৃদয়ে সেই রূপেই প্রকাশিত ছিলেনই—এই ভাব। এই বিষয়ে আমার কোন দোষ নাই, কিন্তু হৃদিস্থিত পরমেশ্বর যাহাকে যাহাকে যেরূপে স্ফূর্ত্তি করান, ভদ্র অথবা অভদ্র, সেই রূপ সেই ভাবেই অবস্থিত হন, ইহাই বলিতেছেন—'শরীরভাজাং' অর্থাৎ দেহধারী প্রাণিগণের প্রত্যেকের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত। 'ধিষ্ঠিতং—এখানে অকার-লোপ ছান্দস-প্রয়োগ।

'আত্মকল্পিতানাম্'—স্বয়ংই নির্ম্মিত অর্থাৎ স্বয়ং প্রাণিগণের প্রত্যেকের হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকেন। যেমন বৃহদারণ্যক উপনিষদে উক্ত হইয়াছে—"যেমন অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গ-সমূহ চতুর্দ্দিকে নির্গত হয়, এই প্রকার এই আত্মা হইতে সমুদয় প্রাণ (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহ), সমুদয় লোক, সকল দেবতা ও সকল প্রাণী নির্গত হয়।" আমি কিন্তু আমার হৃদয়স্থিত তৎ-পদ-বাচ্য ঐ পার্থসারথি রূপ অন্য এবং আমার সম্মুখবর্ত্তী ইদং-পদ-বাচ্য এই চতুর্ভুজ রূপ অন্য—এইরূপ জানি না, ইহাই বলিতেছেন—'প্রতিদৃশমিব' ইত্যাদি। আকাশস্থিত এক সূর্য্যকেই জনগণের প্রত্যেকের দৃষ্টিতে অনেক বলিয়া মনে হয়, এই আমার মস্তকোপরি সূর্য্য ইত্যাদি। প্রত্যেকের মস্তকের উপরিস্থিত একই সূর্য্য সেই সেই দৃষ্টির ভেদবশতঃ অনেক বলিয়া প্রতিভাত হয়—এই প্রকার ভেদরূপ মোহ আমার দূরীকৃত হইয়াছে। এই সকলের অর্থ এইরূপ—যেমন আমার হৃদয়ে, সেইরূপ যুধিষ্ঠিরাদি, বসুদেবাদি, উদ্ধবাদি, নন্দাদি এবং গোপিকাগণের হৃদয়ে ভাবভেদে এবং প্রেমতারতম্যে পৃথক পৃথক্ ভাবোদ্গারি ভঙ্গিমায় যদিও প্রকাশিত হন, তথাপি তিনি একজনই শ্রীকৃষ্ণ—ইহা আমি জানি, সেইরূপ তাঁহাদের সেই সেই প্রেমের এবং সেই সেই ভাবের উৎকর্ষের তারতম্য, সমস্তই আমি জানি, তথাপি আমার পার্থসারথি রূপেই স্বাভাবিকী আসক্তি রহিয়াছে, তাহা পরিত্যাগ করিতে আমি কখনই সমর্থ নহি। আমার সম্মুখস্থিত এই চতুর্ভুজ রূপে

ধারণাও করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা আমার নিকট অকিঞ্চিৎকরই হইয়াছিল ॥ ৪২ ॥

শ্রীসূত উবাচ—

শ্রীকৃষ্ণ এবং ভগবতি মনোবাগ্দৃষ্টিবৃত্তিভিঃ ।
আত্মন্যাত্মানমাবেশ্য সোহন্তঃশ্বাস উপারমৎ ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ঃ—সূত উবাচ। মনোবাগ্দৃষ্টিবৃত্তিভিঃ (মনসঃ বচসঃ ইন্দ্রিয়াদীনাঞ্চ বৃত্তিভিঃ) আত্মনি (পরমাত্মনি) ভগবতি (শ্রীকৃষ্ণে) আত্মানং (মনঃ) এবং (অনেন প্রকারেণ) আবেশ্য (নিধায়) অন্তঃশ্বাসঃ (অন্তরে অবলীনঃ শ্বাসো যস্য সঃ) সঃ (ভীষ্মঃ) উপারমৎ (প্রাণাংস্তত্যাজ) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—শ্রীসূত কহিলেন, এইরূপে মন, বাক্য ও চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বৃত্তি দ্বারা পরমাত্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে মনোনিবেশ করিয়া প্রাণরুদ্ধ করিয়া ভীষ্মদেব প্রাণত্যাগ করিলেন ॥ ৪৩ ॥

বিশ্বনাথ—কৃষ্ণ এবং ভগবতীত্যাদি এবমাত্মনি হৃদি স্থিতে কৃষ্ণে পার্থসারথাবিত্যর্থঃ। আত্মানং স্বং আবেশ্য আবেশযুক্তং কৃত্বা অন্তরেব লীনঃ শ্বাসো যস্য সঃ। বহির্বৃত্তেরুপররাম ॥ ৪৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কৃষ্ণ এবং ভগবতীত্যাদি'—এই প্রকারে হৃদয়ে স্থিত পার্থসারথি-রূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে—এই অর্থ। নিজের মনকে 'আবেশ্য' অর্থাৎ আবেশযুক্ত করিয়া, 'অন্তঃশ্বাসঃ'—অন্তরের মধ্যেই লীন হইয়াছে শ্বাস যাঁহার, (সেই ভীষ্মদেব) বহির্বৃত্তি হইতে উপরত হইলেন। (অর্থাৎ ভীষ্মদেবের প্রাণবায়ু বহির্গত হয় নাই, তাঁহার অন্তরস্থিত পার্থসারথি-রূপ শ্রীকৃষ্ণেই তিনি লীন করিলেন।) ॥ ৪৩ ॥

সম্পদ্যমানমাজ্ঞায় ভীষ্মং ব্রহ্মণি নিষ্কলে ।
সর্ব্বে বভূবুস্তে তূষ্ণীং বয়াংসীব দিনাত্যয়ে ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ঃ—ভীষ্মং নিষ্কলে (নিরুপাধৌ) ব্রহ্মণি (পরব্রহ্মণি) সম্পদ্যমানং (মিলিতং) আজ্ঞায় (আলক্ষ্য) তে সর্ব্বে (পাণ্ডবাদয়ঃ) দিনাত্যয়ে (দিবসান্তে) বয়াংসি (পক্ষিণঃ) ইব তূষ্ণীং (নিঃশব্দং) বভূবুঃ (স্থিতবন্তঃ) ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—তখন নিরুপাধি পরব্রহ্মে ভীষ্মদেবকে মিলিত হইতে দেখিয়া উপস্থিত সকলেই দিবাবসানে পক্ষিগণের ন্যায় মৌনভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৪৪ ॥

বিশ্বনাথ—এবং ভীষ্মঃ স্বাভিলষিতং পার্থসারথিং প্রাপ লোকাস্তু তদাবিদ্বাংসো ভীষ্মো ব্রহ্মণি লীনো বভূবেতি জানন্তি স্মেত্যাহ সংপদ্যেতি। অজ্ঞানে দৃষ্টান্তঃ বয়াংসি পক্ষিণঃ দিনস্যাত্যয়ে অবসানে সতি দিনং ন দৃষ্টমিতি দিনস্য স্বরূপধ্বংসমেব জ্ঞাত্বা যথা তূষ্ণীং ভবন্তি ন শব্দায়ন্ত ইত্যর্থঃ। ন তু বস্তুতো দিনং ন পশ্যতি তৎক্ষণেহপি বর্ষান্তরে তস্য স্থিতেরবগমাৎ যামচতুষ্টয়ানন্তরং তত্রাপি পুনরাগমাৎ এবং ভীষ্মস্যাপ্যত্যয়ে ভীষ্মো মুক্ত ইত্যজ্ঞা বিদন্তি। বিজ্ঞাস্তু তদৈবাপ্রকটপ্রকাশে রথচরণপাণিনা কৃষ্ণেন ভূমৌ ধাবতা সহ ভীষ্মো যুদ্ধ্যত এবেতি পুনরাগামিকৃষ্ণাবতারে তেন সহ ভীষ্ম আবির্ভবিষ্যত্যেবেতি জানন্তি। যদ্বা নিষ্কং পদকং লাতীতি তস্মিন্ ব্রহ্মণি শ্রীকৃষ্ণ ইত্যর্থঃ। ব্রহ্মসাযুজ্যপ্রাপ্তিস্তু ন ব্যাখ্যেয়া। নিত্যপার্ষদভীষ্মেণ ফলাভিসন্ধিরহিতায়া রতের্বাঞ্ছিতত্বাৎ মোক্ষস্যাকামিতত্বাৎ ভগবতাপিবলাদকামিতফলদানানৌচিত্যাৎ ॥ ৪৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই প্রকারে ভীষ্মদেব স্বাভিলষিত পার্থসারথি-রূপ প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু তদনভিজ্ঞ জনগণ 'ভীষ্ম ব্রহ্মে লীন হইল'—এইরূপ বুঝিলেন, তাহাই বলিতেছেন—'সম্পদ্যমানমিত্যাদি'। অজ্ঞানে দৃষ্টান্ত—যেমন পক্ষিগণ দিনের অবসান হইলে, দিন দৃষ্ট হইতেছে না, এইজন্য দিবসের স্বরূপ-ধ্বংসই হইয়াছে জানিয়া নিঃশব্দ হয়, অর্থাৎ কোন শব্দ করে না—এই অর্থ। কিন্তু বস্তুতঃ দিন দেখা যাইতেছে না, তাহা নহে, সেই ক্ষণেও অন্য কোন বর্ষে (দেশে) সেই দিবসের স্থিতি অবগত হওয়া যায়, এমন কি চারি যাম অতীত হইলে সেখানেই পুনরায় দিনের উদয় হইয়া থাকে। এই প্রকার ভীষ্মেরও অন্ত হইলে, অজ্ঞগণ ভীষ্মদেব মুক্ত হইলেন, এইরূপ বুঝিলেন। কিন্তু বিজ্ঞগণ তখনই অপ্রকট প্রকাশে পৃথিবীতে ধাবমান রথচক্রপাণি শ্রীকৃষ্ণের সহিত ভীষ্মদেব যুদ্ধ করিতেছেনই এইরূপ, এবং পুনরায়

আগামী কৃষ্ণাবতারে সেই শ্রীকৃষ্ণের সহিত ভীষ্মদেব আবির্ভূত হইবেনই—এইরূপ জানেন। অথবা, 'নিষ্কলে'—অর্থ, নিষ্ক বলিতে কণ্ঠস্থিত পদক, যিনি গ্রহণ করিয়াছেন, সেই পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণে—এই অর্থ। কিন্তু তিনি ব্রহ্মসাযুজ্য প্রাপ্ত হইলেন—এইরূপ ব্যাখ্যা করা যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ নিত্যপার্ষদ ভীষ্মদেব ফলাভিসন্ধিরহিত রতিরই বাঞ্ছা করিয়াছিলেন, মোক্ষ কামনা করেন নাই, অতএব ভগবৎ-কর্ত্তৃকও বলপূর্ব্বক অবাঞ্ছিত ফলদানের অনৌচিত্যহেতু (অর্থাৎ ভগবানও ভক্তের অবাঞ্ছিত ফল প্রদান করেন না, এইজন্য ভীষ্মদেবের ব্রহ্ম-সাযুজ্য প্রাপ্তি বলা চলে না।) ॥ ৪৪ ॥

তত্র দুন্দুভয়ো নেদুর্দেবমানববাদিতাঃ।
শশংসুঃ সাধবো রাজ্ঞাং খাৎ পেতুঃ পুষ্পবৃষ্টয়ঃ ॥৪৫॥

অন্বয়ঃ—তত্র (তদা) দুন্দুভয়ঃ দেবমানব-বাদিতাঃ (সন্তঃ) নেদুঃ (শব্দং চক্রুঃ) রাজ্ঞাং সাধবঃ (নৃপতিসত্তমাঃ) শশংসুঃ (ভীষ্মস্য প্রশংসাং চক্রুঃ) খাৎ (আকাশাৎ) পুষ্পবৃষ্টয়ঃ পেতুঃ (অপতন্) ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—তৎকালে স্বর্গে দেবতাবৃন্দ ও মর্ত্ত্যে নরগণ বাদন করায় দুন্দুভি সকলের ধ্বনি উত্থিত হইল, রাজগণের মধ্যে যাঁহারা অনসূয়াবিশিষ্ট তাঁহারা মহাত্মা ভীষ্মের প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইতে লাগিল ॥৪৫॥

বিশ্বনাথ—রাজ্ঞাং মধ্যে সাধবোঽনসূয়বঃ ॥৪৫॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'রাজ্ঞাং সাধবঃ'—অর্থাৎ নৃপতিগণের মধ্যে যাহারা অসূয়াপরায়ণ নহেন, এমন সজ্জনগণ ॥ ৪৫ ॥

তস্য নির্হরণাদীনি সম্পরেতস্য ভার্গব।
যুধিষ্ঠিরঃ কারয়িত্বা মুহূর্ত্তং দুঃখিতোঽভবৎ ॥৪৬॥

অন্বয়ঃ—(হে) ভার্গব (শৌনক), যুধিষ্ঠিরঃ সম্পরেতস্য (সম্যক্ পরেতস্য মুক্তস্যাপি ইত্যর্থঃ) তস্য (ভীষ্মস্য) নির্হরণাদীনি (দাহ-সংস্কারাদীনি) কারয়িত্বা (সম্পাদ্য) মুহূর্ত্তং (ক্ষণমেব) দুঃখিতঃ অভবৎ ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—হে ভৃগুবংশতিলক শৌনক, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বিদেহমুক্ত সেই ভীষ্মদেবের দাহক্রিয়া প্রভৃতি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করাইয়া ক্ষণেকের জন্য দুঃখিত হইলেন ॥ ৪৬ ॥

বিশ্বনাথ—নির্হরণাদীনি সংস্কারান্ সম্পরেতস্যেতি নিত্যপার্ষদে ভীষ্মে বসোঃ প্রবেশাৎ তস্যৈব দেহত্যাগো ভগবতা দর্শিতঃ। যাবদধিকারমবস্থিতিরাধিকারি-কাণামিতি (ব্রঃ সূঃ ৩।৩।৩২) ন্যায়েন তস্যৈবাংশেন বসুত্বে চ স্থিতির্ভগবল্লোকেপ্রাপ্তিশ্চ অতঃ সম্যক্ পরং পরমেশ্বরং ইত্যস্য প্রাপ্তস্যেতি ব্যাখ্যেয়ম্। তস্য সর্ব্বলোকেষু কামচারো ভবতীতি মুক্তবিশেষপ্রতি পাদকশ্রুতেঃ। নিত্যপার্ষদভূতস্য ভীষ্মস্য ত্বপ্রকট-লীলায়াং পার্থসারথিপ্রাপ্তিরুক্তৈব। অতএব তত্র সোঽন্তঃশ্বাস উপারমদিতি প্রযুক্তং অন্তরেব শ্বাসঃ প্রাণা যস্য তথাভূতঃ সন্নুপারমৎ প্রকটপ্রসাদাদুপরতোঽভূ-দিতিতত্রার্থঃ সম্মতঃ দেহং তত্যাজ প্রাণাংস্তত্যা-জেত্যাদ্যনুক্তেরিতি। মুহূর্ত্তং দুঃখিত ইতি লোক-ব্যবহাররক্ষার্থম্ ॥ ৪৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নির্হরণাদীনি'—দাহাদি সংস্কার। 'সম্পরেতস্য' ইতি—নিত্যপার্ষদ ভীষ্মদেবে বসুর (অষ্ট বসুর মধ্যে এক বসুর) প্রবেশ-হেতু সেই বসু-অংশেরই দেহত্যাগ শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক দর্শিত হইল। ব্রহ্মসূত্রে উক্ত হইয়াছে—"যাবদধিকারম্ অবস্থিতিরাধিকারিকাণাম্"—অর্থাৎ অধিকারে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের অধিকারকাল পর্য্যন্ত অবস্থিতি কেহই নিবারণ করিতে পারে না, এই ন্যায় অনুসারে তাঁহারই সেই অংশের সহিত বসুত্ব-রূপে স্থিতি এবং ভগবল্লোক প্রাপ্তি, অতএব 'সম্পরেতস্য'—শব্দের অর্থ—সম্যক্‌রূপে পরমেশ্বরকে যিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই ভীষ্মদেবের, এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। 'তস্য সর্ব্বলোকেষু কামচারো ভবতি'—অর্থাৎ সেই মুক্তগণের সর্ব্বলোকে স্বেচ্ছানুসারে বিচরণ হইয়া থাকে এইরূপ মুক্তির পরে প্রতিপাদক শ্রুতি দৃষ্ট হয়।

ভগবানের নিত্য পার্ষদ ভীষ্মদেবের কিন্তু অপ্রকট লীলায় পার্থসারথি-রূপে প্রাপ্তি উক্ত হইয়াছে। অত-এব সেখানে 'সোঽন্তঃশ্বাস উপারমৎ'—ইহা প্রযুক্ত

হইয়াছে, অর্থাৎ অন্তরের মধ্যেই শ্বাস, প্রাণ যাঁহার, সেইরূপ হইয়া 'উপারমৎ' অর্থাৎ প্রকট প্রকাশ হইতে উপরত হইলেন, এইরূপ সেখানের অর্থ সম্মত। এইজন্য দেহ ত্যাগ করিলেন, কিম্বা প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন—এইরূপ উক্তি হয় নাই। মুহূর্ত্তকাল দুঃখিত হইলেন—ইহা লোক-ব্যবহার রক্ষার নিমিত্ত ॥৪৬॥

তুষ্টুবুর্মুনয়ো হৃষ্টাঃ কৃষ্ণং তদ্‌গুহ্যনামভিঃ।
ততস্তে কৃষ্ণহৃদয়াঃ স্বাশ্রমান্ প্রযযুঃ পুনঃ ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়ঃ—তদ্‌গুহ্যনামভিঃ (তস্য বেদোক্তৈঃ গুহ্যনামভিঃ) কৃষ্ণহৃদয়াঃ (কৃষ্ণ এব হৃদয়ং যেষাং তে অতঃ) হৃষ্টাঃ (সদানন্দযুক্তাঃ) মুনয়ঃ কৃষ্ণং তুষ্টুবুঃ (তস্য স্তুতিঞ্চক্রুঃ) তে পুনঃ স্বাশ্রমান্ (স্ব-স্ব-স্থানানি) প্রযযুঃ (অগচ্ছন্) ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—মুনিগণ আনন্দচিত্তে কৃষ্ণকে বেদোক্ত গূঢ় নামাদি কীর্ত্তন করিতে করিতে স্তব করিতে লাগিলেন। পরে কৃষ্ণকে হৃদয়ে ধারণা করিতে করিতে তাহারা নিজ নিজ আশ্রমসমূহে পুনরায় প্রস্থান করিলেন ॥ ৪৭ ॥

বিশ্বনাথ—তুষ্টুবুরিতি। তদ্‌গুহ্যনামভিঃ হে ভক্তবৎসল্য কৃষ্ণ প্রেমাধীন নমস্তুভ্যচাতুর্য্যায়েতি ॥ ৪৭॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মুনিগণ স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহার গূঢ় নাম-সকলের দ্বারা অর্থাৎ হে ভক্তবৎসল, কৃষ্ণ, প্রেমাধীন, তোমার চাতুর্য্যকে আমরা নমস্কার করি ॥ ৪৭ ॥

ততো যুধিষ্ঠিরো গত্বা সহকৃষ্ণো গজসাহ্বয়ম্।
পিতরং সান্ত্বয়ামাস গান্ধারীঞ্চ তপস্বিনীম্ ॥ ৪৮ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (অতঃপরং) যুধিষ্ঠিরঃ সহকৃষ্ণঃ (কৃষ্ণেন সহিতঃ সন্) গজসাহ্বয়ং (হস্তিনাপুরং) গত্বা পিতরং (ধৃতরাষ্ট্রং) তপস্বিনীং (সন্তাপবতীং) গান্ধারীঞ্চ সান্ত্বয়ামাস (প্রবোধয়াঞ্চকার) ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর কৃষ্ণের সহিত যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুরে গমন করিয়া জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র ও শোকসন্তপ্তা গান্ধারীকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন ॥৪৮॥

বিশ্বনাথ—পিতরং ধৃতরাষ্ট্রম্ ॥ ৪৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পিতরং'—বলিতে এখানে জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রকে ॥ ৪৮ ॥

পিত্রা চানুমতো রাজা বাসুদেবানুমোদিতঃ।
চকার রাজ্যং ধর্ম্মেণ পিতৃপৈতামহং বিভুঃ ॥ ৪৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং প্রথমস্কন্ধে যুধিষ্ঠিররাজ্যপ্রাপ্তি-নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—বিভুঃ রাজা (যুধিষ্ঠিরঃ) পিত্রা (ধৃতরাষ্ট্রেণ) অনুমতঃ (অনুজ্ঞাতঃ) বাসুদেবেন (কৃষ্ণেন) চ অনুমোদিতঃ (সন্) ধর্ম্মেণ (যথাধর্ম্মং) পিতৃপৈতামহং (পূর্ব্বপুরুষশাসিতং) রাজ্যং চকার (শশাস) ॥ ৪৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-প্রথমস্কন্ধে নবমাধ্যায়স্যান্বয়ঃ সমাপ্তঃ।

অনুবাদ—অতঃপর ঐশ্বর্য্যশালী ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রের অনুজ্ঞা এবং কৃষ্ণের সম্মতি প্রাপ্ত হইয়া ধর্ম্মানুসারে পিতৃ পিতামহ প্রভৃতি পুরুষ পারম্পর্য্যে উত্তরাধিকারিসূত্র প্রাপ্ত স্বীয় রাজ্য-পালন করিতে লাগিলেন ॥ ৪৯ ॥

ইতি প্রথমস্কন্ধে নবম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
প্রথমে নবমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥৯॥

ইতি শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিঠক্কুরকৃতা শ্রীভাগবত-প্রথমস্কন্ধে নবমাঽধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার সজ্জন-সম্মত প্রথম স্কন্ধের নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ ঠাকুর-কৃত 'সারার্থদর্শিনী' টীকার প্রথম স্কন্ধের নবম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১৷৯ ॥

মধ্ব—ইতি শ্রীভাগবত-প্রথমস্কন্ধতাৎপর্য্যে শ্রীমদানন্দতীর্থ ভগবৎপাদাচার্য্যবিরচিতে নবমোঽধ্যায়ঃ ॥

তথ্য—ইতি প্রথমস্কন্ধ-নবম অধ্যায়ের তথ্য সমাপ্ত।

বিবৃতি—ইতি প্রথমস্কন্ধ-নবম অধ্যায়ের বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীভাগবত-প্রথমস্কন্ধের নবম অধ্যায়ের শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

দশমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশৌনক উবাচ—

হত্বা স্বরিক্‌থস্পৃধ আততায়িনো
যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মভৃতাং বরিষ্ঠঃ।
সহানুজৈঃ প্রত্যবরুদ্ধভোজনঃ
কথং প্রবৃত্তঃ কিমকারষীত্ততঃ ॥ ১ ॥

শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য

দশম অধ্যায়ের কথাসার

শৌনক কহিলেন, অনন্তর ধর্ম্মরাজ রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া কি কি কার্য্য করিয়াছিলেন ?

সূত কহিলেন, মহারাজ যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের সহায়তায় রাজ্য লাভ করিয়া সসাগরা পৃথিবী শাসন করিতে লাগিলে প্রজাগণ পরম সুখ ও শান্তিতে বাস করিতে লাগিল। অতঃপর কয়েক মাস হস্তিনাপুরে বাস করিয়া ভগবান্ বাসুদেব প্রত্যেককে অভিনন্দন করিয়া প্রত্যভিনন্দিত হইয়া রথে আরোহণ করিলে সকলেই তাঁহার বিরহ-বেদনায় কাতর হইয়া পড়িলেন। অর্জ্জুন তাঁহার মস্তকে শ্বেতবর্ণ ছত্র এবং উদ্ধব ও সাত্যকি চামর ব্যজন করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া কুলনারীগণ পরস্পর পরস্পরকে কহিতে লাগিলেন—সখি, ইনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর ; জগৎ-সৃষ্টির পূর্ব্বে যিনি ছিলেন, তিনিই এই পুরাতন পুরুষ। এই বেদকর্ত্তা ভগবান্ বদ্ধজীবের নাম ও রূপাদি সৃষ্টি করিয়াছেন। ভক্তিবলেই ইহার স্বরূপ জানা যায়। পণ্ডিতগণ ইহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। ইনি বিশ্বের সৃষ্টি, পালন ও ধ্বংস করিয়াও তাহাতে অনাসক্ত। যুগে যুগে রাজগণ যখন অধর্ম্ম দ্বারা জীবন অতিবাহিত করিতে থাকে, তখন এই ভগবান্ বিবিধ অবতার ধারণ করেন। ইনি যদুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া এবং যাতায়াত করিয়া মথুরাকে ধন্য করিয়াছেন ! দ্বারকাপুরীও ধন্য, কেননা উহা তাঁহার যশঃ বিস্তার করিয়া স্বর্গকেও ধিক্কার দিতেছে আর দ্বারকাবাসী প্রজাবর্গও ইঁহাকে নিত্য দর্শন করিয়া ধন্য। ইঁহার ব্রজবাসিনী কান্তাগণই ধন্য, আর রুক্মিণী, সত্যভামা, জাম্ববতী প্রভৃতি ঈশ্বরীগণও স্ব-স্ব-নারীজন্ম সার্থক করিয়াছেন।

অনন্তর সেই আলাপকারিণী নারীগণকে দৃষ্টি দ্বারা অভিনন্দিত করিয়া চলিতে চলিতে বহুদূর পর্য্যন্ত আগত বন্ধুগণকে স্নিগ্ধবাক্যে বিদায় দিয়া বহুদেশ দেশান্তর অতিক্রমপূর্ব্বক সর্ব্বত্র পূজিত হইয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে দ্বারকাপুরীতে উপস্থিত হইলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীশৌনক উবাচ। স্বরিক্‌থস্পৃধঃ (স্বস্য রিক্‌থে বনে স্পর্দ্ধন্তে স্ম যে তে, যদ্বা স্বরিক্‌থায় স্পৃৎ সংগ্রামো যেষাং অতএব ধনাদিহরণাদাততায়িনঃ তান্) হত্বা প্রত্যবরুদ্ধভোজনঃ (বন্ধুবধদুঃখেন সঙ্কোচিতভোগঃ, রাজ্যলোভেন প্রাপ্ত-ভোগো বা) ধর্ম্মভৃতাং বরিষ্ঠঃ (ধার্ম্মিকরাজঃ) সহানুজঃ (ভ্রাতৃভিঃ সহিতঃ) কথং (কেন প্রকারেণ রাজ্যে) প্রবৃত্তঃ ততঃ (বা) কিং অকারষীৎ (অকার্ষীৎ, কৃতবান্) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশৌনক কহিলেন, অনুজগণের সহিত একত্রে মিলিয়া ধার্ম্মিকগণের বরেণ্য রাজা যুধিষ্ঠির, তদীয় অর্থের জন্য সংগ্রামকারী ধনাদি অপহারক অনিষ্টকারিগণকে বধ করিয়া বন্ধুবান্ধবগণের বধজনিত দুঃখে ভোগ বিলাসে কুণ্ঠিত হইয়া কেন রাজ্যপালনে প্রবৃত্তিবিশিষ্ট হইলেন ? যদিই বা

প্রবৃত্তিবিশিষ্ট হইলেন, তারপর কি কি অনুষ্ঠান করিলেন ? ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—ন্যস্য নিষ্কণ্টকে রাজ্যে পাণ্ডবং স্বপুরীং হরেঃ। গচ্ছতঃ কুরুনারীভিঃ স্তুতির্দশম উচ্যতে ॥

বাসুদেবানুমোদেনৈব রাজ্যপ্রবৃত্তিপ্রজাপালনাদিকং সামান্যতো জ্ঞাত্বাপি বিশেষং জিজ্ঞাসুঃ পৃচ্ছতি হত্বেতি। স্বস্য রিক্থে ধনে স্পর্দ্ধন্তে স্ম যে তান্ শক্রভিরবরুদ্ধং যদাসীৎ তৎ তেভ্যং সকাশাৎ প্রত্যবরুদ্ধং পুনশ্চঃ স্ববশীকৃতং ভোজনং ভোগো যেন সঃ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই দশম অধ্যায়ে পাণ্ডবগণকে নিষ্কণ্টক রাজ্যে স্থাপন-করতঃ স্বপুরী দ্বারকায় গমনকালে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে কুরু-রমণীগণের স্তুতি বর্ণিত হইতেছে ॥

বাসুদেবের অনুমোদনেই রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজ্যে প্রবৃত্তি ও প্রজা-পালনাদি কার্য্য সামান্যভাবে জানিলেও বিশেষ জানিবার ইচ্ছায় মুনিবর শ্রীশৌনক জিজ্ঞাসা করিতেছেন—'হত্বা' ইত্যাদি শ্লোকে। নিজের ধনে যাহারা স্পর্দ্ধা করিতেন, সেই আততায়িগণকে বধ করিয়া। 'প্রত্যবরুদ্ধ-ভোজনঃ'—অর্থাৎ শত্রুগণের দ্বারা যাহা অবরুদ্ধ (অধিকৃত) ছিল, তাহাদিগের নিকট হইতে পুনরায় নিজের অধীনে আনীত হইয়াছে ভোগ যাহা কর্ত্তৃক, সেই যুধিষ্ঠির ॥ ১ ॥

শ্রীসূত উবাচ—

বংশং কুরোর্বংশদবাগ্নিনির্হৃতং
সংরোহয়িত্বা ভবভাবনো হরিঃ।
নিবেশয়িত্বা নিজরাজ্য ঈশ্বরো
যুধিষ্ঠিরং প্রীতমনা বভূব হ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীসূত উবাচ। বংশদবাগ্নিনির্হৃতং (বংশ এব দবো বনং তস্মাদুদ্ভূতঃ ক্রোধরূপঃ অগ্নিঃ তেণ নির্হৃতং দগ্ধং) কুরোঃ বংশং সংরোহয়িত্বা (সংরোহ্য পরীক্ষিদ্রক্ষণেন অঙ্কুরিতং কৃত্বা) যুধিষ্ঠিরং নিজরাজ্যে নিবেশয়িত্বা (নিবেশ্য, সংস্থাপ্য) ভবভাবনঃ (ভুবনপালকঃ) ঈশ্বরঃ হরিঃ (কৃষ্ণঃ) প্রীতমনাঃ (প্রসন্নচিত্তঃ) বভূব হ (হি) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—কুরুপাণ্ডবের ক্রোধাগ্নিদগ্ধ পরিক্ষিতের রক্ষাদ্বারা কুরুবংশকে অঙ্কুরিত করিয়া এবং যুধিষ্ঠিরকে তদীয় নিজরাজ্যে স্থাপনপূর্ব্বক জগৎপাতা সর্ব্বশক্তিমান্ কৃষ্ণ হৃষ্টচিত্ত হইলেন ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—শ্রীকৃষ্ণস্য প্রীতিং পর্য্যালোচ্যৈব প্রবৃত্ত ইত্যাশয়েনোত্তরমাহ। কুরোর্বংশং বংশদবাগ্নিনৈব নির্হৃতং নির্দগ্ধং সংরোহয়িত্বা পরীক্ষিদ্রক্ষণেন সংরোহ্য দবো বনং বংশানাং বনং যথা স্বসংঘর্ষোত্থেনাগ্নিনা দহ্যতে তথৈব কুরোর্বংশমপি পরস্পরক্রোধোত্থযুদ্ধেন হতমিত্যর্থঃ। ভবং মহাদেবমপি ভাবয়তি স্বলীলাং ধ্যাপয়তীতি সঃ ॥ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি পর্য্যালোচনা করিয়াই মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজ্যপালনে প্রবৃত্ত—এই আশয়ে উত্তর দিতেছেন—'বংশং কুরোঃ' ইতি। বংশ-দবাগ্নির দ্বারা নির্দগ্ধ কুরুবংশকে পরীক্ষিতের রক্ষণের দ্বারা সংরোপিত (অঙ্কুরিত) করিয়া, যেমন বাঁশ-ঝাড় পরস্পর সংঘর্ষের ফলে উত্থিত অগ্নির দ্বারা দগ্ধ হয়, সেইরূপ কুরুর বংশও পরস্পর ক্রোধোত্থ যুদ্ধের দ্বারা বিনষ্ট হইয়াছিল—এই অর্থ। 'ভব-ভাবনঃ'—ভব অর্থাৎ মহাদেবকেও স্বলীলা যিনি চিন্তা করান, সেই জগৎপালক সর্ব্বনিয়ন্তা শ্রীকৃষ্ণ হৃষ্টচিত্ত হইলেন ॥ ২ ॥

নিশম্য ভীষ্মোক্তমথাচ্যুতোক্তং
প্রবৃত্তবিজ্ঞানবিধূতবিভ্রমঃ।
শশাস গামিন্দ্র ইবাজিতাশ্রয়ঃ
পরিধ্যুপান্তামনুজানুবর্ত্তিনঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—ভীষ্মোক্তং (ভীষ্মোপদেশং) অথ (তদনন্তরং) অচ্যুতোক্তং (শ্রীকৃষ্ণবাক্যং) নিশম্য (শ্রুত্বা) প্রবৃত্তবিজ্ঞানবিধূতবিভ্রমঃ (প্রবৃত্তং যদ্বিজ্ঞানং পরমেশ্বরাধীনং জগৎ ন স্বতন্ত্রমিত্যেবং রূপং তেন বিধূতঃ বিভ্রমঃ অহঙ্কর্ত্তা ইত্যেবংভূতো মোহো যস্য সঃ) অজিতাশ্রয়ঃ (অজিতঃ কৃষ্ণ এব আশ্রয়ো যস্য সঃ) অনুজানুবর্ত্তিনঃ (অনুজৈঃ ভ্রাতৃভিঃ সেবিতঃ সন্ যুধিষ্ঠিরঃ) ইন্দ্র ইব পরিধ্যুপান্তাং (পরিধিঃ সমুদ্রঃ তৎপর্য্যন্তাং) গাং (পৃথ্বীং) শশাস (পালয়ামাস) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—ভীষ্মদেবের কথিত এবং পরে শ্রীকৃষ্ণের

শ্রীমুখোক্ত উপদেশ শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণাশ্রয়ে থাকিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, জগৎ পরমেশ্বরাধীন, স্বতন্ত্র নহে, এইরূপ বিজ্ঞানের উদয়ফলে, আমি কর্ত্তা এবম্ভূত মোহ নির্ম্মুক্ত হইয়া অনুজগণের সেবালাভ করতঃ ইন্দ্রের ন্যায় আসাগরা পৃথিবী পালন করিতে লাগিলেন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ— নিশম্যেতি প্রবৃত্তং যদ্বিজ্ঞানং পরমেশ্বরাধীনং জগন্ন স্বতন্ত্রমিত্যেবম্ভূতং তেন বিধূতো বিভ্রমোঽহং কর্ত্তেত্যেবংভূতো মোহো যস্য সঃ গাং পৃথ্বীং স্বর্গঞ্চ। অজিতঃ শ্রীকৃষ্ণঃ উপেন্দ্রশ্চ পরিধয়ঃ সমুদ্রা উর্দ্ধগং দিঙ্‌মণ্ডলঞ্চ অনুজানাং অনুবর্ত্তিতা অনুবৃত্তির্যস্মিন্। পক্ষে অনুজেনোপেন্দ্রেণানুবৃত্তিং প্রাপিতাঃ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নিশম্য' ইতি—অর্থাৎ ভীষ্মোক্ত ও পরে অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ শ্রবণ করিয়া, 'প্রবৃত্ত বিজ্ঞান-বিধূত-বিভ্রমঃ'—প্রবৃত্ত হইয়াছে যে বিজ্ঞান অর্থাৎ পরমেশ্বরের অধীন জগৎ, কিন্তু স্বতন্ত্র নহে—এইরূপ বিজ্ঞানের দ্বারা বিধূত হইয়াছে বিভ্রম অর্থাৎ আমিই কর্ত্তা এইরূপ মোহ যাঁহার, সেই মহারাজ যুধিষ্ঠির পৃথিবী পালন করিতে লাগিলেন। কিরূপে? যেমন স্বর্গে দেবরাজ ইন্দ্র উপেন্দ্রের আশ্রয়ে স্বর্গরাজ্য ও দিঙ্‌মণ্ডল অনুজ উপেন্দ্রের অনুবৃত্তি (সমর্থন) লাভ করিয়া পালন করেন, সেইরূপ মহারাজ যুধিষ্ঠির অজিত অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় এবং অনুজ ভ্রাতৃগণের অনুবৃত্তিতা লাভ করিয়া সমুদ্র পর্য্যন্ত পৃথিবী শাসন করিতে লাগিলেন ॥ ৩ ॥

তথ্য—"পরিধ্যুপান্ত" পাঠের পরিবর্ত্তে শ্রীমধ্ব প্রণিধ্যুপান্ত" পাঠ পাইয়াছিলেন। শ্রীমধ্বানুগ শ্রীমদ্বিজয়ধ্বজ বলেন—পরিধ্যপান্তামিতি পাঠো বাদরায়ণমতাশরিজ্ঞানাদুচ্ছ্বসিত ইতি জ্ঞাতব্যম্।

মধ্ব—অমাত্যা মন্ত্রিণো দূতাঃ শ্রেণয়শ্চ পুরোহিতাঃ।
পুরঞ্জনপদং চেতি সপ্তপ্রণিধয়ঃ স্মৃতাঃ ॥
ইতি ব্রাহ্মে ॥ ৩ ॥

কামং ববর্ষ পর্জন্যঃ সর্ব্বকামদুঘা মহী।
সিষিচুঃ স্ম ব্রজান্ গাবঃ পয়সোধস্বতীর্মুদা ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—পর্জন্যঃ (শব্দায়মানঃ মেঘঃ) কামং (যথেষ্টং) ববর্ষ (বৃষ্টিমপাতয়ৎ) মহী (পৃথ্বী) সর্ব্বকামদুঘা (সর্ব্বাভীষ্টদায়িনী বভূব) উদস্বতীঃ (উধস্বত্যঃ উধঃ ক্ষীরাশয়ঃ তদ্বত্যঃ স্থূবোধসঃ ইত্যর্থঃ) গাবঃ মুদা (হর্ষেণ) ব্রজানি (গোষ্ঠানি) পয়সা (ক্ষীরেণ) সিষিচুঃ স্ম (অভ্যষিঞ্চন্) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকালে মেঘসমূহ যথেষ্ট বারি বর্ষণ করিত, পৃথিবী সকলকামনা পূরণ করিত, প্রচুর দুগ্ধবতী গো সকল হৃষ্টচিত্তে গোষ্ঠ পরিপূর্ণ করিয়া দুগ্ধ প্রদান করিত ॥ ৪ ॥

নদ্যঃ সমুদ্রা গিরয়ঃ সবনস্পতিবীরুধঃ ॥
ফলন্ত্যোষধয়ঃ সর্ব্বাঃ কামমন্বৃতু তস্য বৈ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ— তত্র (যুধিষ্ঠির রাজ্যে) নদ্যঃ সমুদ্রাঃ সবনস্পতিবীরুধঃ (বৃক্ষলতান্বিতাঃ) গিরয়ঃ (পর্ব্বতাঃ) সর্ব্বাঃ ওষধয়ঃ (ফলপাকান্তাঃ শস্যাদয়ঃ) অন্বৃতু (ঋতৌ ঋতৌ) কামং (যথেষ্টং) ফলন্তি বৈ (এব) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ— নদী, সাগর, বনস্পতি ও লতার সহিত পর্ব্বত সকল এবং সকল শস্যাদি ঔষধ রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজ্যে প্রতি ঋতুতে ইচ্ছানুরূপ ফল প্রদান করিত ॥ ৫ ॥

নাধয়ো ব্যাধয়ঃ ক্লেশা দৈবভূতাত্মহেতবঃ।
অজাতশত্রাবভবন্ জন্তূনাং রাজ্ঞি কর্হিচিৎ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—অজাতশত্রৌ (শত্রুহীনে যুধিষ্ঠিরে) রাজ্ঞি (সতি) জন্তূনাং (জীবানাং) কর্হিচিৎ (কদাপি) দেবভূতাত্মহেতবঃ (আধ্যাত্মিকাঃ আধিভৌতিকা আধিদৈবিকাঃ) আধয়ঃ (মনোব্যথাঃ) ব্যাধয়ঃ (রোগাঃ) ক্লেশাঃ (শীতোষ্ণাদিকৃতাঃ) ন অভবন্ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকালে কদাপি প্রাণিগণের আধিদৈবিক আধিভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক এই ত্রিবিধ তাপের কারণসমূহ, মনঃকষ্ট, রোগ যাতনা এবং শীতোষ্ণাদিজনিত কষ্ট কিছুই ছিল না ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ— উধস্বতীঃ স্থূলাঃ পীনবত্যঃ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—উধস্বতীঃ - স্থূল, প্রচুর দুগ্ধের আশ্রয়, স্তন (বাঁট) বিশিষ্টা গাভীগণ ॥ ৬ ॥

উষিত্বা হাস্তিনপুরে মাসান্ কতিপয়ান্ হরিঃ ।
সুহৃদাঞ্চ বিশোকায় স্বসুশ্চ প্রিয়কাম্যয়া ॥ ৭ ॥
আমন্ত্র্য চাভ্যনুজ্ঞাতঃ পরিষ্বজ্যাভিবাদ্য তম্ ।
আরুরোহ রথং কৈশ্চিৎ পরিষ্বক্তোভিবাদিতঃ ॥৮॥

অন্বয়ঃ—সুহৃদাং বিশোকায় (পাণ্ডবানাং শোকাপনোদনার্থং) স্বসুঃ (সুভদ্রায়াশ্চ) প্রিয়কাম্যয়া (প্রীতিমুদ্দিশ্য) হাস্তিনপুরে (হস্তিনাপুরে) কতিপয়ান্ মাসান্ (ব্যাপ্য) উষিত্বা (স্থিত্বা) তং (যুধিষ্ঠিরং) অভিবাদ্য (অভ্যর্থ্য) পরিষ্বজ্য (আশ্লিষ্য) চ আমন্ত্র্য চ (বিদায়ং প্রার্থ্য) অভ্যনুজ্ঞাতঃ (গমনায় অনুমতঃ সন্) কৈশ্চিৎ (অপরৈঃ) পরিষ্বক্তঃ (আশ্লিষ্টঃ) অভিবাদিতঃ (অভিনন্দিতঃ সংশ্চ) রথং আরুরোহ (রথেন দ্বারকাং প্রতস্থে) ॥ ৭-৮ ॥

অনুবাদ—পাণ্ডবদিগের শোক অপনোদনের জন্য এবং নিজ ভগ্নী সুভদ্রার প্রীতিকামনায় কয়েক মাস হস্তিনাপুরে বাস করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরকে অভিনন্দন, আলিঙ্গন ও অভিবাদনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ সকলের অনুমতি গ্রহণ করতঃ আলিঙ্গিত ও অভিবাদিত হইয়া স্বীয় রথে আরোহণ করিলেন ॥ ৭-৮ ॥

বিশ্বনাথ—স্বসুঃ সুভদ্রায়াঃ তং যুধিষ্ঠিরম্ ॥ ৭-৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—স্বসুঃ—ভগিনী সুভদ্রার। তং—তাঁহাকে অর্থাৎ যুধিষ্ঠিরকে ॥ ৭-৮ ॥

সুভদ্রা দ্রৌপদী কুন্তী বিরাট তনয়া তথা ।
গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রশ্চ যুযুৎসুর্গৌতমো যমৌ ॥ ৯ ॥
বৃকোদরশ্চ ধৌম্যশ্চ স্ত্রিয়ো মৎস্যসুতাদয়ঃ ।
ন সেহিরে বিমুহ্যন্তো বিরহং শার্ঙ্গধন্বনঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—সুভদ্রা দ্রৌপদী কুন্তী তথা বিরাটতনয়া (উত্তরা) গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রঃ চ যুযুৎসুঃ (ধৃতরাষ্ট্রাৎ বৈশ্যায়াং জাতঃ) গৌতমঃ (কৃপঃ) যমৌ (নকুলসহদেবৌ) বৃকোদরঃ (ভীমঃ) চ ধৌম্যঃ (ঋষি) চ মৎস্যসুতাদয়ঃ (উত্তরা প্রভৃতয়ঃ তস্যাঃ পুনঃ গ্রহণং গর্ভরক্ষকস্য কৃষ্ণস্য বিরহমোহাধিক্যাৎ, যদ্বা মৎস্যসুতা সত্যবতী) স্ত্রিয়ঃ (নার্য্যঃ) বিমুহ্যন্তঃ (বিরহবিমুগ্ধাঃ সন্তঃ) শার্ঙ্গধন্বনঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) বিরহং (বিয়োগং) ন সেহিরে (সোঢ়ুং ন অশক্নুবন্) ॥ ৯-১০ ॥

অনুবাদ—সুভদ্রা, দ্রৌপদী ও কুন্তীদেবী এবং বিরাটতনয়া উত্তরা, গান্ধারী, ধৃতরাষ্ট্র ও তৎপুত্র বৈশ্যা গর্ভজাত যুযুৎসু, কৃপাচার্য্য, যমজ সহোদর নকুল সহদেব, ভীমসেন পাণ্ডবগণের পুরোহিত ধৌম্য, উত্তরা বা সত্যবতী প্রভৃতি স্ত্রীবর্গ সকলেই শোকে বিমুহ্যমান্ হইয়া কৃষ্ণের বিচ্ছেদ সহ্য করিতে পারিলেন না ॥ ৯-১০ ॥

বিশ্বনাথ—যুযুৎসুঃ ধৃতরাষ্ট্রাদ্বৈশ্যায়াং জাতঃ গৌতমঃ কৃপঃ ।

মৎস্যসুতা উত্তরা তস্যাঃ পুনর্গ্রহণং গর্ভরক্ষণকৃতে মোহাধিক্যাৎ যদ্বা মৎস্যসুতা সত্যবতী ॥৯-১০॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যুযুৎসুঃ—ইনি ধৃতরাষ্ট্র হইতে বৈশ্যা ভার্য্যার গর্ভে জাত। গৌতমঃ—কৃপাচার্য্য। মৎস্যসুতা—উত্তরা, তাঁহার নাম পুনরায় গ্রহণের কারণ—গর্ভরক্ষণের জন্য অধিক মোহবশতঃ। অথবা মৎস্যসুতা—সত্যবতী ॥ ৯-১০ ॥

সৎসঙ্গান্মুক্তদুঃসঙ্গো হাতুং নোৎসহতে বুধঃ ।
কীর্ত্ত্যমানং যশো যস্য সকৃদাকর্ণ্য রোচনম্ ॥ ১১ ॥
তস্মিন্ন্যস্তধিয়ঃ পার্থাঃ সহেরন্ বিরহং কথম্ ।
দর্শনস্পর্শনালাপশয়নাসনভোজনৈঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—সৎসঙ্গাৎ (হেতোঃ) মুক্তদুঃসঙ্গঃ (মুক্তঃ পুত্রাদিবিষয়ো দুঃসঙ্গো যেন সঃ) কীর্ত্ত্যমানং (সদ্ভিঃ বর্ণিতং) যস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) রোচনং (রুচিকরং) যশঃ সকৃৎ (একবারমপি) আকর্ণ্য (শ্রুত্বা) বুধঃ (সুধী) হাতুং (সৎসঙ্গং ত্যক্তুং) ন উৎসহতে (শক্নোতি) দর্শনস্পর্শনালাপশয়নাসনভোজনৈঃ তস্মিন্ (শ্রীকৃষ্ণে) ন্যস্তধিয়ঃ (ন্যস্তা অভ্যস্তা ধীর্যেষাং তে) পার্থাঃ (পৃথানন্দনাঃ পাণ্ডবাঃ) বিরহং (শ্রীকৃষ্ণবিচ্ছেদং) কথং (কেন প্রকারেণ) সহেরন্ (সহ্যং কৃতবন্তঃ) ॥ ১১-১২ ॥

অনুবাদ—সাধুসঙ্গপ্রভাবে পুত্রাদিবিষয়রূপ দুঃসঙ্গ

মুক্ত হইয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাঁহাদের মুখ্যকীর্তিত হৃৎকর্ণ-রসায়ন রুচিকর যাঁহার গুণলীলা চেষ্টাদি একবারও শ্রবণ করিয়া সেই সাধুদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছাবিশিষ্ট হন না, এক সঙ্গে সর্ব্বদা দর্শন, স্পর্শন, আলাপ, শয়ন, অবস্থান ও ভোজনাদিক্রিয়া করায় সেই শ্রীকৃষ্ণে যাঁহাদের বুদ্ধি নিবিষ্ট হইয়াছে সেই পাণ্ডবগণ কি প্রকারে তাঁহার বিচ্ছেদ সহ্য করিতে সমর্থ হইবেন ॥ ১১-১২ ॥

বিশ্বনাথ—যস্য যশোঽপি হাতুং বুধো নোৎসহতে তস্য বিরহং পার্থাঃ কথং সহেরন্নিত্যন্বয়ঃ। রোচনং রোচকং। বুধঃ কীদৃশং সৎসঙ্গান্মুক্তো দুঃসঙ্গো যেন সঃ তেন সৎসঙ্গং বিনা দুঃসঙ্গো মদমৎসরাদি-হেতুর্নাপযাতি তদপগমেন বিনা ভগবদ্যশো রোচকং দুস্ত্যজঞ্চ ন ভবতীতি সিদ্ধান্তে ধ্বনিতঃ।

পার্থাঃ কীদৃশাঃ দর্শনাদিভিস্তস্মিন্ কৃষ্ণে এব ন্যস্তধিয়ঃ ॥ ১১-১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যে শ্রীকৃষ্ণের যশও পরিত্যাগ করিতে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ইচ্ছা করেন না, তাঁহার বিরহ পৃথানন্দন পাণ্ডবগণ কি করিয়া সহ্য করিয়াছিলেন—এই অন্বয়। 'বুধঃ'—অর্থাৎ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কি প্রকার? তাহা বলিতেছেন—'সৎসঙ্গাৎ মুক্তদুঃসঙ্গঃ'—সাধুসঙ্গ-হেতু যাহা কর্ত্তৃক দুঃসঙ্গ পরিত্যক্ত হইয়াছে। ইহার দ্বারা সাধুসঙ্গ ব্যতীত দুঃসঙ্গ, যাহা মদ, মাৎসর্য্যাদির কারণ, তাহা কখনই অপগত হয় না। আর সেই দুঃসঙ্গ অপগত না হইলে, শ্রীভগবানের যশ (গুণলীলা চেষ্টাদি) রুচিকর ও দুস্ত্যজ হয় না—এই সিদ্ধান্ত এখানে ধ্বনিত হইয়াছে॥

'পার্থাঃ'—পৃথানন্দন পাণ্ডবগণ কিরূপ? 'ন্যস্তধিয়ঃ' অর্থাৎ দর্শন, স্পর্শন প্রভৃতির দ্বারা 'তস্মিন্'—সেই শ্রীকৃষ্ণে যাঁহাদের বুদ্ধি নিবিষ্ট হইয়াছে ॥ ১১-১২ ॥

সর্ব্বে তেঽনিমিষৈরক্ষৈস্তমনুদ্রুতচেতসঃ।
বীক্ষন্তঃ স্নেহসংবদ্ধা বিচেলুস্তত্র তত্র হ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—স্নেহসংবদ্ধা (স্নেহেন সম্যক্ বদ্ধাঃ) তে সর্ব্বে অনিমেষৈঃ (নিমীলনরহিতৈঃ) অক্ষৈঃ (অক্ষিভিঃ) তং বীক্ষন্তঃ (বীক্ষমাণাঃ) অনুদ্রুতচেতসঃ (অনুদ্রুতানি গতানি চেতাংসি যেষাং তে, সন্তঃ) তত্র তত্র (শ্রীকৃষ্ণেন সহ অর্হণানয়নার্থং) বিচেলুঃ (চলন্তি স্ম) হ (এব) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—অতএব স্নেহপাশে হৃদয় সম্যক্ বদ্ধ হওয়ায় কৃষ্ণগতচিত্ত হইয়া পাণ্ডবাদি সকলেই পলকহীন নেত্রে কৃষ্ণকে দর্শন করিতে করিতে যে সব স্থানে কৃষ্ণ গমন করিতেছিলেন সে সব স্থানেই তাহার পূজনোদ্দেশে গমন করিতে লাগিলেন ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—অতএব অনিমিষৈরক্ষৈস্তমেব বীক্ষমাণাঃ। অনুবীক্ষণানন্তরং বিক্লিন্নচেতসঃ ততঃ স্নেহেন সম্যগ্বদ্ধাঃ অতএব তত্র তত্র বিচেলুঃ। যত্র যত্র স চলতি স্মেত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব নিমেষহীন নেত্রসমূহের দ্বারা তাঁহাকেই (সেই শ্রীকৃষ্ণকেই) অবলোকন করিতেছেন যাঁহারা। 'অনু' অর্থাৎ দর্শনের পর চিত্ত বিক্লিন্ন (বিগলিত) হওয়ায়, তারপর স্নেহে সম্যক্‌রূপে বদ্ধ হইয়া সেখানে সেখানে (পাণ্ডবাদি সকলেই) গমন করিতে লাগিলেন, যেখানে যেখানে শ্রীকৃষ্ণ গমন করিতেছেন—এই অর্থ ॥ ১৩ ॥

ন্যরুন্ধন্নুদ্গলদ্বাষ্পমৌৎকণ্ঠ্যাদ্দেবকীসুতে।
নির্য্যাত্যগারান্নোঽভদ্রমিতি স্যাদ্বান্ধবস্ত্রিয়ঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—দেবকীসুতে (শ্রীকৃষ্ণে) অগারাৎ (গৃহাৎ) নির্য্যাতি (নির্গচ্ছতি সতি) বান্ধবস্ত্রিয়ঃ (কুটুম্বিন্যঃ) ঔৎকণ্ঠ্যাৎ (আসক্ত্যাতিশয়াৎ হেতোঃ) উদগলৎ (স্রবৎ) বাষ্পং (অশ্রু) ন্যরুন্ধন্ (নেত্রেষু স্তম্ভিতবত্যঃ) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—দেবকীসুত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বগৃহ হইতে নির্গত হইলে বন্ধুপত্নীগণ অতিশয় আসক্তিহেতু শ্রীকৃষ্ণের যাহাতে কোন প্রকারে অমঙ্গল না হয় এই জন্য বিগলিত অশ্রু নিরুদ্ধ করিলেন ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—অগারান্নির্য্যাতি নির্গচ্ছতি সতি ঔৎকণ্ঠ্যাদ্ধেতোরুদ্গলন্তং স্রবন্তং বাষ্পং অশ্রুন্যরুন্ধন্ স্তম্ভিতবত্যঃ। তত্র হেতুঃ অভদ্রং নো স্যাদমঙ্গলং মাভূদিত্যেতদর্থম্। অত্রোদ্গলদিতি শতৃপ্রত্যয়েন উদুপসর্গেণ চ যত্নতো নিরুদ্ধান্যপ্যশ্রূণি সশ্রুরেব

কেবলামঙ্গনিবারণার্থং পটাঞ্চলেন গোপয়াঞ্চক্রুরিতি লভ্যতে ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অগারাৎ'—গৃহ হইতে শ্রীকৃষ্ণ নির্গত হইতে থাকিলে, উৎকণ্ঠাবশতঃ বান্ধব-রমণীগণ বিগলিত নয়নাশ্রু রুদ্ধ করিয়াছিলেন। কারণ (যাত্রাকালে ক্রন্দনের দ্বারা) অমঙ্গল না হয়—এইজন্য। 'উদ্গলদ্বাষ্পং'—এখানে উদ্গলৎ (বিগলিত হইতেছে)—শতৃ-প্রত্যয় এবং 'উৎ'—এই উপসর্গের দ্বারা, যত্নপূর্ব্বক নিরুদ্ধ হইলেও অশ্রু ক্ষরিত হওয়ায় কেবল অমঙ্গল নিবারণের জন্য বস্ত্রের অঞ্চল দ্বারা রক্ষা করিতেছিলেন—ইহা অনুমেয় ॥ ১৪ ॥

———

মৃদঙ্গশঙ্খভের্য্যশ্চ বীণা-পণব-গোমুখাঃ ।
ধুন্ধুর্য্যানকঘণ্টাদ্যা নেদুর্দুন্দুভয়স্তদা ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—তদা (কৃষ্ণযাত্রাকালে) মৃদঙ্গশঙ্খভের্য্যঃ বীণাপণব-গোমুখাঃ ধুন্ধুর্য্যানক-ঘণ্টাদ্যাঃ দুন্দুভয়ঃ (দশবাদ্য-ভেদাঃ) নেদুঃ (বাদিতা অভবন্) ॥১৫॥

অনুবাদ—তৎকালে মৃদঙ্গ, শঙ্খ, ভেরী, বীণা, পণব, গোমুখ, ধুন্ধুরী, আনক, ঘণ্টা ও দুন্দুভি প্রভৃতি বিবিধ বাদ্য বাজিতে লাগিল ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—মৃদঙ্গাদয়ো বাদ্যভেদাঃ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মৃদঙ্গ প্রভৃতি বিবিধ বাদ্যের ভেদ ॥ ১৫ ॥

———

প্রাসাদশিখরারূঢ়াঃ কুরুনার্য্যো দিদৃক্ষয়া ।
ববৃষুঃ কুসুমৈঃ কৃষ্ণং প্রেমব্রীড়াস্মিতেক্ষণাঃ ॥১৬॥

অন্বয়ঃ—কুরুনার্য্যঃ (কৌরবস্ত্রিয়ঃ) দিদৃক্ষয়া (কৃষ্ণং দ্রষ্টুং) প্রাসাদশিখরারূঢ়াঃ (সৌধোপরি অবস্থিতাঃ) প্রেমব্রীড়াস্মিতেক্ষণাঃ (স্নেহলজ্জাহাস্য-পূর্ব্বমীক্ষণং যাসাং তাঃ সত্যঃ) কৃষ্ণং কুসুমৈঃ ববৃষুঃ ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণদর্শনেচ্ছায় প্রাসাদচূড়ায় আরোহণ করিয়া কুরুললনাগণ অনুরাগ ও লজ্জাভরে ঈষৎ হাস্যযুক্ত নেত্রে তাঁহাকে দেখিতে দেখিতে তাঁহার উপর পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—কুসুমৈঃ কুসুমানি প্রেমব্রীড়াস্মিতানি ঈক্ষণেষু ব্যঞ্জিতানি যাসাং তাঃ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কুসুমৈঃ'—অর্থাৎ কুসুম-সকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। 'প্রেমব্রীড়াস্মিতেক্ষণাঃ'—যাঁহাদের দর্শনের ভিতর প্রেম, লজ্জা ও মৃদুমন্দ হাস্য প্রকাশ পাইয়াছে, সেই কুরুরমণীগণ ॥ ১৬ ॥

———

সিতাতপত্রং জগ্রাহ মুক্তাদামবিভূষিতম্ ।
রত্নদণ্ডং গুড়াকেশঃ প্রিয়ঃ প্রিয়তমস্য হ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—প্রিয়ঃ (কৃষ্ণস্য বয়স্যঃ) গুড়াকেশঃ (গুড়াকা নিদ্রা ধনুর্ব্বিদ্যা বা তস্যা ঈশঃ জিতনিদ্রঃ ধনুর্ব্বেদপারগঃ বা অর্জ্জুনঃ) প্রিয়তমস্য (কৃষ্ণস্য মস্তকে) মুক্তাদামবিভূষিতং (মুক্তাবলীখচিতং) রত্নদণ্ডং সিতাতপত্রং (শুভ্রচ্ছত্রং) জগ্রাহ (দধার) হ (এব) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—প্রিয়সখা সংযতনিদ্র বা ধনুর্বিদ্ ধনঞ্জয় প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের মস্তকে মুক্তামালামণ্ডিত রত্ননির্মিত-দণ্ডযুক্ত শ্বেতছত্র ধারণ করিলেন ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—গুড়াকা নিদ্রা তস্যা ঈশো জিত-নিদ্রোঽর্জ্জুনঃ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গুড়াকেশঃ'—গুড়াকা নিদ্রা, তাহার ঈশ (নিয়ন্তা) অর্থাৎ জিতনিদ্র অর্জ্জুন ॥ ১৭ ॥

———

উদ্ধবঃ সাত্যকিশ্চৈব ব্যজনে পরমাদ্ভুতে ।
বিকীর্য্যমাণঃ কুসুমৈ রেজে মধুপতিঃ পথি ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—উদ্ধবঃ সাত্যকিশ্চ এব পরমাদ্ভুতে ব্যজনে (চামরে জগৃহতুঃ ইতি শেষঃ)। পথি কুসুমৈঃ বিকীর্য্যমাণঃ (পরিবৃতঃ সন্) মধুপতিঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) রেজে (শুশুভে) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—উদ্ধব ও সাত্যকি উভয়েই অত্যাশ্চর্য্য দুইটী চামর গ্রহণ করিলেন, পথে পুষ্পবর্ষণ হওয়ায় মাধব পরম শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ১৮ ॥

———

অশ্রূয়ন্তাশিষঃ সত্যাস্তত্র তত্র দ্বিজেরিতাঃ ।
নানুরূপানুরূপাশ্চ নির্গুণস্য গুণাত্মনঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—নির্গুণস্য (পরমানন্দস্য) নানুরূপাঃ

(সুখী ভব ইত্যাদয়ঃ অনুপযুক্তাঃ) গুণাত্মনঃ (মনুষ্য-নাট্যাবতারে সগুণবৎ লীলানুকুর্ব্বতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য) অনুরূপাঃ (উপযুক্তাঃ) চ দ্বিজেরিতাঃ (ব্রাহ্মণ-কথিতাঃ) সত্যাঃ (শ্রীকৃষ্ণে তাসামব্যভিচারাৎ ঋতার্থাঃ) আশিষঃ তত্র তত্র (পথি সর্ব্বত্র) অশ্রূয়ন্ত (শ্রীকৃষ্ণেন শ্রুতাঃ অভবন্) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—ত্রিগুণাতীতহেতু পরমানন্দস্বরূপ তাঁহাকে 'তুমি সুখী হও' এই আশীর্ব্বাদ অনুপযুক্ত কিন্তু অখিল চিন্ময় নিত্যগুণবিশিষ্ট হইয়া ও মানবলীলা-ভিনয়কারীহেতু তাঁহার পক্ষে দ্বিজগণকর্ত্তৃক উচ্চারিত যথার্থ আশীর্ব্বাদ-বচনসমূহ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় গমনপথে শ্রবণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—সত্যাঃ কৃষ্ণে তাসামব্যভিচারাৎ কিন্তু তা নানুরূপা অনুরূপাশ্চ সন্ধিরার্ষঃ। ঐশ্বর্য্যদৃষ্ট্যা নির্গুণস্য পরমানন্দস্য সুখী ভবেত্যাদয়ো নানুরূপাঃ মাধুর্য্যদৃষ্ট্যা গুণাত্মনো ব্রহ্মণ্যত্বপ্রেমবশ্যত্বাদ্যপ্রাকৃত-গুণময়স্য তস্য অনুরূপাশ্চ যুষ্মাকমাশীর্ভিরেব মম সদা সুখমিতি তৎপ্রতিবচনস্য মিথ্যাত্বানর্হত্বাৎ। তস্য দাস্যসখ্যবাৎসল্যাদি-রসবিষয়াশ্রয়ত্বে সতি তদ্ভক্তজন-সংযোগবিরহাদ্যলৌকিকসুখ-দুঃখাদিময়ত্বাচ্চ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সত্যাঃ'—অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক উচ্চারিত আশীর্ব্বাদ-বচনসমূহ সত্যস্বরূপ যেহেতু শ্রীকৃষ্ণে সেই আশীর্ব্বাদগুলি অব্যভিচারী, কিন্তু সেই সকল তাঁহার অননুরূপ এবং অনুরূপ হইয়াছিল। 'নানুরূপাঃ অনুরূপাঃ'—এই স্থলে সন্ধি আর্ষ-প্রয়োগ। ঐশ্বর্য্যদৃষ্টিতে নির্গুণ পরমানন্দ-স্বরূপে 'তুমি সুখী হও'—এই আশীর্ব্বাদ নানুরূপ অর্থাৎ তাঁহার উপযুক্ত নহে, আর মাধুর্য্যদৃষ্টিতে ব্রহ্মণ্যত্ব, প্রেমবশ্যত্ব প্রভৃতি অপ্রাকৃত গুণময়-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের উহা অনুরূপই, যেহেতু 'আপনাদের আশীর্ব্বাদেই আমার সব সময় সুখ'—ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণের প্রতিবচন মিথ্যাত্বের অযোগ্য। এবং তাঁহার দাস্য, সখ্য, বাৎসল্যাদি রসবিষয়ের আশ্রয়ত্ব হইলে ভক্তজনের সংযোগ, বিরহাদি অলৌকিক সুখ, দুঃখাদিময়ত্ব-হেতু (সেই ব্রাহ্মণগণের 'তুমি সুখী হও'—ইত্যাদি আশীর্ব্বাদ সত্যই, কিন্তু ঐ সুখ-দুঃখাদি প্রাকৃত নহে, উহা প্রেমোত্থ অলৌকিক বস্তু) ॥ ১৯ ॥

মধ্ব—পালনানুগ্রহজয়ান্ গৌণেহঙ্গে সংস্থিতো হরিঃ।
করোত্যসৌ বহিঃসংস্থো ন করোতীব নির্গুণঃ ॥
ইতি পাদ্মে অতো নানুরূপানুরূপাশ্চ ॥ ১৯ ॥

অন্যোন্যমাসীৎ সংজল্প উত্তমঃশ্লোকচেতসাম্।
কৌরবেন্দ্রপুরস্ত্রীণাং সর্ব্বশ্রুতিমনোহরঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—উত্তমঃশ্লোকচেতসাং (শ্রীকৃষ্ণে ন্যস্ত-ধিয়াং) কৌরবেন্দ্রপুরস্ত্রীণাং (কুরুরাজকুললক্ষ্মীণাং) সর্ব্বশ্রুতিমনোহরঃ (সর্ব্বাসাং শ্রুতীনাং মনোহরঃ, উপনিষদ্ভিরভিনন্দিতঃ) অন্যোন্যং সংজল্পঃ (মিথো-ভাষণং) আসীৎ (বভূব) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—তৎকালে প্রিয়শ্রব শ্রীকৃষ্ণগতচিত্ত কুরু-পতির পুরাঙ্গনাগণের পরস্পর উপনিষদাদি সকল শ্রুতির অভিনন্দিত কৃষ্ণকথা আলাপ হইতে লাগিল ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—সর্ব্বেষামেব শ্রুতিমনসী হরতীতি সঃ। শ্লেষেণ সর্ব্বাসাং শ্রুতীনামপি মনোহরঃ। উপনিষদোঽপি মূর্ত্তিমত্যঃ সত্যঃ তং সংজল্পং অভ্যানন্দন্নি-ত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সর্ব্বশ্রুতি-মনোহরঃ—অর্থাৎ কুরুরমণীগণের পরস্পর শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক আলাপ সকলেরই কর্ণ ও মনঃ হরণ করিতেছিল। শ্লেষোক্তির দ্বারা—শ্রুতিগণেরও মনোহর, উপনিষদ্-সমূহও মূর্ত্তিমতী হইয়া সেই সংজল্পের অভিনন্দন করিয়া-ছিলেন—এই অর্থ ॥ ২০ ॥

স বৈ কিলায়ং পুরুষঃ পুরাতনো
য এক আসীদবিশেষ আত্মনি।
অগ্রে গুণেভ্যো জগদাত্মনীশ্বরে
নিমীলিতাত্মন্ নিশি সুপ্তশক্তিষু ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—গুণেভ্যঃ (গুণক্ষোভাৎ) অগ্রে (পূর্ব্বং তথা) নিশি (প্রলয়ে চ) সুপ্তশক্তিষু (সুপ্তাসু শক্তিষু সতিষু) জগদাত্মনি (জগতাং আত্মনি জীবে) ঈশ্বরে নিমীলিতাত্মন্ (নিমীলিতাত্মনি, লুপ্তসপ্তম্যান্তং পদং ঈশ্বরে লীনরূপে সতি) যঃ একঃ (অদ্বিতীয়ঃ) পুরাতনঃ পুরুষঃ (আদিপুরুষঃ) আত্মনি (নিষ্প্রপঞ্চে

নিজরূপে) আসীৎ, সঃ বৈ (স্মরণে) কিল (ঐতিহ্যে) অয়ং (শ্রীকৃষ্ণঃ) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—সত্ত্বাদি প্রাকৃতগুণত্রয়ের সৃষ্টি বা তৎ-ক্ষোভের পূর্ব্বে এবং প্রলয়কালে উপাধিভূত সত্ত্বাদি শক্তি সুপ্ত হওয়ায় অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডের সমষ্টি অন্তর্য্যামী পরমাত্মাস্বরূপ ঈশ্বরে অর্থাৎ গর্ভোদশায়ী ঈশ্বর বিষ্ণুতে জীবগণ লীন হইয়া অবস্থান করিলে প্রপঞ্চাতীত নিজরূপে যে অদ্বিতীয় অনাদি, আদি পুরাণ-পুরুষ বিরাজ করিয়াছিলেন তিনিই এই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া প্রসিদ্ধ ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—তত্র প্রথমং শান্তিরতিমত্য সবিস্ময়ং পরস্পরমাহুঃ। যঃ পুরাতনঃ পুরুষঃ অবিশেষো নিষ্প্রপঞ্চঃ যদ্বা ন বিদ্যতে বিশেষঃ বৈশিষ্ট্যমুৎকর্ষো যস্মাৎ তথাভূতঃ এক এবাসীৎ ব্যাসাদিমুখাদস্মাভিঃ শ্রুতোঽভূদিত্যর্থঃ স বৈ নিশ্চিতং অয়মেবেতি তর্জনী-ভির্দর্শয়ামাসুঃ। কদা গুণেভ্যোঽগ্রে গুণক্ষোভাৎ পূর্ব্বং তথা নিশি প্রলয়ে মহাপ্রলয়ে চ আত্মনি প্রকৃত্যন্তর্য্যামিনি ঈশ্বরেঽধিকরণে জগদাত্মনি সর্ব্ব-জগজ্জীবে নিমীলিতাত্মনি লীনস্বরূপে সতি জাত্যা একবচনম্। সর্ব্বজীবেষ্বীশ্বরে লীনেষু সৎস্বিত্যর্থঃ। ননু প্রাকৃতিকপ্রলয়ে জীবানামবিদ্যালয়াভাবাৎ লয়োঽ-প্রসিদ্ধস্তত্রাহ। সুপ্তাসু শক্তিষু সতীষু জীবোপাধী-নামধ্যাত্মাদীনাং লয় এব জীবলয়োপচারঃ। যদ্বা স এব পুরাতনঃ পুরুষোঽয়ং যো গুণেভ্যোঽগ্রে নিশি প্রলয়ে চ আত্মনি স্বস্বরূপে অবিশেষ এবাসীৎ যথা অধুনা সপরিকরত্বেন বিবিধাদ্ভুতলীলস্তথৈব তদাপী-ত্যর্থঃ। একঃ অয়মেব ন অন্যো ব্রহ্মাদিরপীত্যর্থঃ। অন্যৎ সমানম্ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রথমে শান্তিরতিমতী কুরু-নারীগণ সবিস্ময়ে পরস্পর বলিতেছেন—যিনি পুরাতন পুরুষ অবিশেষ অর্থাৎ নিষ্প্রপঞ্চ নিজরূপে বর্ত্তমান, অথবা অবিশেষ বলিতে যাঁহা হইতে বিশেষ অর্থাৎ উৎকর্ষ নাই, সেইরূপ যিনি একাকীই ছিলেন —ইহা আমরা ব্যাস প্রভৃতির মুখ হইতে শ্রবণ করিয়াছি—এই অর্থ। তিনি নিশ্চিত এই শ্রীকৃষ্ণই —ইহা তর্জ্জনীনির্দ্দেশে দেখাইলেন। কখন? তাহা বলিতেছেন—গুণক্ষোভের পূর্ব্বে, সেইরূপ নিশি অর্থাৎ প্রলয়কালে এবং মহাপ্রলয়ে, আত্মাতে অর্থাৎ প্রকৃতির অন্তর্য্যামী ঈশ্বরে, সমস্ত জগৎ ও জীব যাঁহাতে লীন হইয়াছে, সেই স্বরূপে। 'জগদাত্মনি'—ইহা জাতি বুঝাইতে একবচন হইয়াছে। অর্থাৎ সকল জীব ঈশ্বরে লীন হইলে—এই অর্থ।

যদি বলেন—দেখুন, প্রাকৃতিক প্রলয়ে জীব-সমূহের অবিদ্যার বিনাশ হয় না বলিয়া, লয় অপ্রসিদ্ধই, তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'সুপ্তশক্তিষু', অর্থাৎ সকল শক্তি সুপ্ত হইলে, জীবের উপাধিসমূহ অধ্যাত্মাদির লয়ই জীবের লয় বলিয়া উপচারিত হয়। অথবা, সেই পুরাতন পুরুষ ইনিই (এই শ্রীকৃষ্ণই), যিনি প্রাকৃতিক গুণসমূহের পূর্ব্বে এবং প্রলয়ে স্ব-স্বরূপে অবিশেষরূপেই বর্ত্তমান ছিলেন, যেমন এখন পরিকর-গণের সহিত বিবিধ অদ্ভুত লীলাশীল, সেইরূপ তখনও—এই অর্থ। একমাত্র ইনিই, অন্য ব্রহ্মাদি-রূপী কেহ নহে, এই অর্থ। অন্যান্য ব্যাখ্যা পূর্ব্বের ন্যায় ॥ ২১ ॥

মধ্ব—সত্ত্বাদিশক্তিষু।

শ্রীভূদুর্গেতি যা ভিন্না জীবমায়া মহাত্মনঃ।
আত্মমায়া তদিচ্ছা সা গুণমায়া জড়াত্মিকা ॥

ইতি মহাসংহিতায়াম্ ॥ ২১ ॥

স এব ভূয়ো নিজবীর্য্যচোদিতাং
স্বজীবমায়াং প্রকৃতিং সিসৃক্ষতীম্।
অনামরূপাত্মনি রূপনামনী
বিধিৎসমানোঽনুসসার শাস্ত্রকৃৎ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—স এব (অপ্রচ্যুতস্বরূপস্থিতিরেব ভগবান্) ভূয়ঃ (পুনরপি, সৃষ্টিপ্রবাহস্য অনাদিত্বাৎ) অনামরূপাত্মনি (নামরূপরহিতে জীবে) রূপনামনী বিধিৎসমানঃ (বিধাতুমিচ্ছন্, উপাধিসৃষ্ট্যা জীবানাং ভোগায় ইত্যর্থঃ) নিজবীর্য্যচোদিতাং (স্বকালশক্তি-প্রেরিতাং) স্বজীবমায়াং (স্বাংশভূতানাং জীবানাং মায়াং মোহিনীং অতএব) সিসৃক্ষতীং (স্রষ্টুমিচ্ছন্তীং) প্রকৃতিং অনুসসার (অন্তর্য্যামিরূপেণ অধিষ্ঠিতবান্) শাস্ত্রকৃৎ (কর্ম্মাণি চ বিধাতুং বেদান্ কৃতবানিত্যাহুঃ) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—এই ভগবান্ই স্বীয় অচ্যুতস্বরূপে অবস্থিত হইয়া সৃষ্টিপ্রবাহ অনাদিবশতঃ পুনরায়

জীবগণের ভোগের নিমিত্ত জড়ীয় নামরূপবিহীন জীবাত্মার নাম ও রূপ প্রভৃতি সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়া নিজ-কালশক্তি-প্রেরিত, নিজের অংশভূত জীবগণের মোহিনী অতএব সৃষ্টিকরণাভিলাষিণী বহিরঙ্গা শক্তিতে অন্তর্য্যামিরূপে অধিষ্ঠিত থাকেন এবং কর্ম্মসমূহ বিধান করিবার জন্য বেদাদি শাস্ত্র সৃষ্টি করিয়া থাকেন ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—এবং সৃষ্টেঃ পূর্ব্বং প্রলয়ানন্তরং চাপ্রচ্যুতরূপগুণলীলাত্বেনৈবাবস্থানমুক্ত্বা তন্মধ্যেঽপি তথৈব নিত্যাবস্থিতিং বক্তুং সৃষ্ট্যারম্ভে স্বাংশান্তরেণ লীলান্তরমপ্যাহঃ। স এবেতি। শাস্ত্রকৃৎ শাসনিক্রম-প্রথমক্ষণ এব বেদাদিশাস্ত্রাবির্ভাবকারী মহাবিষ্ণুঃ সন্ প্রকৃতিং অনুসসার ননু প্রকৃত্যনুগতত্বং নাম প্রকৃত্যধীনত্বং তচ্চ দোষ এব। মৈবং নিজবীর্য্যেণ নিজ-বলেন প্রেরিতাং স্ববশীকৃত্য কস্মিংশ্চন কৃত্যে নিযুক্তাং স্বশক্তিরূপাণাং জীবানাং মায়াং মোহিনীং বশয়িত্রীম্। কিমর্থমনুসসার অনামরূপে আত্মনি জীবে রূপনামনী দেবতির্য্যঙ্মনুষ্যাদিলক্ষণে বিধিৎসমানঃ বিধাতুমিচ্ছন্ স্থূলসূক্ষ্মোপাধিসৃষ্ট্যা জীবানাং তদধ্যাসেনেত্যর্থঃ। কর্ম্মজ্ঞানযোগভক্তিসাধনসিদ্ধ্যর্থং তু প্রকৃত্যনুগমনাৎ পূর্ব্বমেব বেদশাস্ত্রাণি কৃতবানেবেতি শাস্ত্রকৃৎ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই প্রকার সৃষ্টির পূর্ব্বে এবং প্রলয়ের পর নিজের অচ্যুত রূপ, গুণ ও লীলার সহিতই অবস্থিতি বলিয়া, তন্মধ্যেও সেইরূপ নিত্য অবস্থিতি বলিবার জন্য সৃষ্টির আরম্ভে নিজের অন্য অংশের দ্বারা অন্য লীলাও বলিতেছেন—'স এব' ইত্যাদি। 'শাস্ত্রকৃৎ'—অর্থাৎ শ্বাস-নিক্রমণের প্রথম ক্ষণেই বেদাদি শাস্ত্রের আবির্ভাবকারী মহাবিষ্ণু-রূপে অবস্থিত হইয়া প্রকৃতির অনুসরণ করিয়াছিলেন অর্থাৎ অন্তর্য্যামিরূপে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। যদি বলেন—দেখুন, প্রকৃতির অনুগতত্ব অর্থ—প্রকৃতির অধীনত্বই এবং তাহা দোষেরই। তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'মৈবম্'—না, এইরূপ নহে। 'নিজবীর্য্য-চোদিতাং'—অর্থাৎ নিজবলের দ্বারা প্রেরিতা, নিজের বশীভূত করিয়াই কোনও কার্য্যে নিযুক্তা, নিজশক্তিরূপ জীবসমূহের মোহবিস্তারিণী, তাহাদের বশয়িত্রী (প্রকৃতিকে অনুসরণ করিয়াছিলেন)। কিজন্য তাহার অনুসরণ করিলেন? তাহার উত্তরে বলিতে-ছেন—'অনাম-রূপাত্মনি'—অর্থাৎ যাহার নাম ও রূপ নাই, এমন জীবে দেবতা, তির্য্যক্, মনুষ্যাদি রূপ ও নাম দিবার ইচ্ছা করিয়া, অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধি সৃষ্টির দ্বারা জীবগণের তাহাতে অধ্যাসের দ্বারা (ভোগের নিমিত্ত প্রকৃতির অনুসরণ করিলেন)—এই অর্থ। কিন্তু কর্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি সাধনের সিদ্ধির জন্য প্রকৃতির অনুগমনের পূর্ব্বেই বেদ-শাস্ত্র-সমূহ সৃষ্টি করিয়াছিলেন—এইজন্য বলিলেন, শাস্ত্র-কৃৎ ॥ ২২ ॥

মধ্ব—অপ্রসিদ্ধেস্তদ্‌গুণানামানামাসৌ প্রকীর্ত্তিতঃ।
অপ্রাকৃতত্বাদ্রূপস্যাপ্যরূপোঽসাবুদীর্য্যতঃ ॥
ইতি বাসুদেবাধ্যাত্মে ॥ ২২ ॥

স বা অয়ং যৎপদমত্র সূরয়ো
জিতেন্দ্রিয়া নির্জ্জিতমাতরিশ্বনঃ।
পশ্যন্তি ভক্ত্যুৎকলিতামলাত্মনা
নন্বেষ সত্ত্বং পরিমার্ষ্টুমর্হতি ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—অত্র (জগতি) স বৈ (এব) অয়ং (শ্রীকৃষ্ণঃ) যৎ (যস্য) পদং (স্বরূপং, অঙ্ঘ্রিং বা) নির্জ্জিতমাতরিশ্বানঃ (হ্রস্বত্বমার্ষম্, নির্জ্জিতঃ মাতরিশ্বা প্রাণো যৈঃ তে) সূরয়ঃ (কবয়ঃ) ভক্ত্যুৎকলিতা-মলাত্মনা (ভক্ত্যা উৎকলিতঃ উৎকণ্ঠিতঃ অমলঃ যঃ আত্মা বুদ্ধিঃ তেন) পশ্যন্তি। ননু (হে সখি) এষঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) সত্ত্বং (বুদ্ধিং) পরিমার্ষ্টুং (সম্যক্ শোধয়িতুং) অর্হতি (ন যোগাদয় ইত্যর্থঃ) (যদ্বা) ননু (অহো) এষঃ সত্ত্বং (জ্ঞানং) পরিমার্ষ্টুং (নাশয়িতুং দূরগমনেন অপ্রত্যক্ষীভবিতুং) ন অর্হতি (অনেন সহ এব গন্তব্যম্) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—এই সংসারে ইন্দ্রিয়গণকে সংযত এবং প্রাণবায়ু নিরুদ্ধ করিয়া জ্ঞানী সাধুগণ ভক্তিজাত উৎ-কণ্ঠা সহকারে নির্ম্মল বুদ্ধিযোগে যাঁহার পরম পদ বা স্বরূপ দর্শন করেন, ইনিই সেই বিষ্ণু। হে সখি, ইনিই সকলের বুদ্ধি শোধন করিতে সমর্থ, যোগাদি দ্বারা তাহা সম্ভবপর নহে অথবা অহো ইহার পক্ষে আমাদিগের জ্ঞান নাশপূর্ব্বক দূরে চলিয়া গিয়া আমা-

দিগের ইন্দ্রিয়ের অগোচরীভূত হওয়া উচিত নহে ; অতএব ইঁহার সহিতই গমন করা কর্ত্তব্য ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—ননু সৃষ্ট্যারম্ভে পুরুষাদয়োঽবতারা লক্ষ্যন্তে ন ত্বেষ ঈদৃশপ্রকারঃ কিন্তু বৈবস্বতমন্বন্তরীয়াষ্টাবিংশতিচতুর্যুগস্থদ্বাপরে সংপ্রত্যেবৈষ উপলভ্যতে। সত্যমসৌ ভক্তিগম্যো নিত্যস্বরূপো নিত্যলীলোঽস্মিন্ দ্বাপর এবাবতীর্ণোঽপ্যস্য ভক্তিমদ্ভিঃ সদৈবায়মুপলভ্যতে ইত্যাহ স বা ইতি। নির্জ্জিতো মাতরিশ্বা প্রাণো যৈঃ হ্রস্বত্বমার্ষম্। যদ্বা নির্জ্জিতাৎ মাতরিশ্বনঃ প্রাণাদ্ধেতোর্নির্জ্জিতেন্দ্রিয়াঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং প্রাণাধীনবৃত্তিত্বাৎ প্রাণজয়াদেব নির্জ্জিতেন্দ্রিয়া ইত্যর্থঃ। তথাভূতা অপি ভক্ত্যা উৎকণ্ঠিতোঽমলো য আত্মা বুদ্ধিস্তেনৈব যস্য পদং স্বরূপং চরণারবিন্দং বা পশ্যন্তি। দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যেতি শ্রুতেঃ। বুদ্ধিবৈমল্যস্যাপ্যয়মেব হেতুরিত্যাহুঃ। নন্বিতি। ননু নিশ্চিতং এষ এব সত্ত্বং বুদ্ধিং পরিমার্ষ্টুং সম্যক্ শোধয়িতুং অর্হতি ন তু যোগাদয়স্তেন সূরিত্বং জিতেন্দ্রিয়ত্বং জিতপ্রাণত্বং চ তেষাং ভক্ত্যৈব ন তু প্রাণায়ামাদিভিরিতি ভাবঃ। অত্র সূরয়ো ভক্ত্যুৎকণ্ঠত্বে সত্যেব পশ্যন্তীতি বর্ত্তমাননির্দ্দেশেন সার্ব্বকালিকদৃষ্টিগোচরত্বাৎ তস্য সার্ব্বদিকলীলত্বম্। অতঃ পরার্দ্ধান্তে সোঽবুধ্যতে গোপবেশো মে পুরুষঃ পুরস্তাদাবির্বভূবেতি গোপালতাপনীশ্রুতৌ ব্রহ্মবাক্যম্। তথা ব্রহ্মসংহিতায়াং সৃষ্ট্যারম্ভেঽপি গোপবেশঃ কৃষ্ণ এব দৃষ্টঃ স্তুতশ্চ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, সৃষ্টির আরম্ভে পুরুষাদি অবতারগণই দৃষ্ট হন, কিন্তু ইনি নহেন। এই প্রকার (কৃষ্ণ-রূপ) কিন্তু বৈবস্বত মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগস্থ দ্বাপরে সম্প্রতি এই দৃষ্ট হইতেছেন। তাহার উত্তরে বলিতেছেন—সত্য, ইনি ভক্তিগম্য, নিত্যস্বরূপ, নিত্যলীল এই দ্বাপরেই অবতীর্ণ হইলেও, ইঁহার ভক্তিমান্ জনগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বদাই ইনি (এই শ্রীকৃষ্ণ) উপলব্ধ হইয়া থাকেন, এই জন্য বলিতেছেন—'স বা' ইতি। 'নির্জ্জিতমাতরিশ্বনঃ'—অর্থাৎ নির্জ্জিত হইয়াছে 'মাতরিশ্বা' প্রাণ যাঁহাদের কর্ত্তৃক অর্থাৎ প্রাণবায়ু যাঁহারা নিরোধ করিয়াছেন। এখানে 'মাতরিশ্বানঃ' স্থলে 'মাতরিশ্বনঃ' —ইহার হ্রস্বত্ব আর্ষ-প্রয়োগ। অথবা 'মাতরিশ্বনঃ' —ইহা হেতৌ পঞ্চমী, 'নির্জ্জিতাৎ মাতরিশ্বনঃ প্রাণাৎ হেতোঃ'—অর্থাৎ প্রাণবায়ুর নিরোধ হেতু সমস্ত ইন্দ্রিয়কে যাঁহারা জয় করিয়াছেন, তাঁহারা। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রাণের অধীনবৃত্তিত্বহেতু প্রাণ জয়ের দ্বারাই সকল ইন্দ্রিয়ই জয় করা হয়—এই অর্থ। তথাভূত হইয়াও অর্থাৎ সকল ইন্দ্রিয় জয় করিয়াও ভক্তির দ্বারা যাঁহাদের বুদ্ধি নির্ম্মল হইয়াছে, সেই নির্ম্মল বুদ্ধির দ্বারাই, তাঁহারা যাঁহার স্বরূপ অথবা চরণারবিন্দ দর্শন করিতেছেন। শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে— 'একাগ্র বুদ্ধির দ্বারা তিনি দৃশ্য হন'। তত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন—বুদ্ধির নির্ম্মলতার ইহাই (অর্থাৎ ভক্তির দ্বারা একান্ত উৎকণ্ঠাই) একমাত্র হেতু।

'নন্বিতি'—ননু অর্থাৎ নিশ্চিতই এই শ্রীকৃষ্ণই 'সত্ত্বং পরিমার্ষ্টুং'—বুদ্ধি সম্যক্‌রূপে শোধন করিতে সমর্থ, কিন্তু যোগাদি নহে। ইহার দ্বারা সূরিত্ব (অর্থাৎ জ্ঞাননিষ্ঠত্ব বা পাণ্ডিত্য), জিতেন্দ্রিয়ত্ব এবং জিতপ্রাণত্ব তাঁহাদের ভক্তির দ্বারাই প্রাপ্য হয়, কিন্তু প্রাণায়ামাদির দ্বারা নহে—এই ভাব। এখানে বিবেকিগণ ভক্তির উৎকণ্ঠা হইলেই ইঁহাকে দেখিয়া থাকেন। 'পশ্যন্তি' —দেখেন, এই বর্ত্তমান কালের নির্দ্দেশ-বশতঃ সর্ব্বকালেই তিনি (ভক্তগণের) দৃষ্টির গোচরীভূত বলিয়া তাঁহার লীলাও সার্ব্বকালিক। অতএব শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতিতে ব্রহ্মার বাক্য—"পরার্দ্ধকালের অন্তে তিনি (ব্রহ্মা) বুঝিলেন—গোপবেশ পুরুষ আমার সামনে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।" সেইরূপ ব্রহ্মসংহিতাতে সৃষ্টির আরম্ভেও গোপবেশ শ্রীকৃষ্ণই ব্রহ্মা কর্ত্তৃক দৃষ্ট ও স্তুত হইয়াছিলেন ॥২৩॥

স বা অয়ং সখ্যনুগীতসৎকথো
বেদেষু গুহ্যেষু চ গুহ্যবাদিভিঃ।
য এক ঈশো জগদাত্মলীলয়া
সৃজত্যবত্যত্তি ন তত্র সজ্জতে ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) সখি ! বেদেষু গুহ্যেষু (রহস্যাগমেষু) চ গুহ্যবাদিভিঃ (রহস্যনিরূপকৈঃ) অনুগীতসৎকথঃ (অনুগীতাঃ সত্যাঃ কথাঃ যস্য সঃ) যঃ একঃ ঈশঃ আত্মলীলয়া জগৎ সৃজতি অবতি (পালয়তি) অত্তি (সংহরতি) তত্র (জগতি) ন সজ্জতে

(লিপ্তো ন ভবতি) স বৈ (এব) অয়ং (শ্রীকৃষ্ণঃ) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—হে সখি, সমস্ত বেদশাস্ত্রে এবং রহস্য-পূর্ণ আগমসমূহে রহস্য নিরূপণকারিগণ যাহার সাধু পবিত্র কথাসমূহ এইভাবে গান করিয়া থাকেন যে, সেই অদ্বিতীয় পরমেশ্বর নিজ যদৃচ্ছা লীলাবিলাস-হেতু এই বিশ্বের সৃষ্টি, পালন এবং সংহার করেন কিন্তু তাহাতে স্বয়ং লিপ্ত হন না তিনিই এই আমাদের সম্মুখে বর্ত্তমান ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চাস্য লীলাকথাতিরহস্যা রহস্য-লোকৈরেব বেদেত্যাহ স বা ইতি। অয়মর্জ্জুনস্য সখা নরাকৃতিঃ বেদেষু গুহ্যেষু শাস্ত্রেষু চ গুহ্যবাদিভি-রতিরহস্যস্যৈ রূপকৈরস্যৈব কৈরপি লোকৈরনুগীতাঃ সত্যঃ কথা যস্য সঃ। যঃ খলু এক এব ঈশঃ ঈশ্বরঃ সন্ ন তু সাক্ষাদেতদ্রূপ ইত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও এই কৃষ্ণের লীলাকথা অতিরহস্যা, রহস্য-লোকদেরই বেদ্যা—ইহাই বলিতেছেন—'স বা ইতি'। এই নরাকৃতি অর্জ্জুনের সখা, বেদে এবং গূঢ় শাস্ত্রসমূহে অতিরহস্য-নিরূপণ-কারিগণ কর্তৃক ইঁহারই সতী (নিত্যা) কথা অনু-গীতা হইয়া থাকে। যিনি একমাত্র ঈশ্বর (সর্ব্ব-নিয়ামক) হইয়া আত্মলীলার দ্বারা জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কার্য্য করিতেছেন, কিন্তু তাহাতে লিপ্ত হন না। তিনি কিন্তু সাক্ষাৎ এই কৃষ্ণরূপ নহেন (অর্থাৎ এই শ্রীকৃষ্ণরূপেই সৃষ্ট্যাদি কার্য্য করেন না, ইনিই সর্ব্বকারণ-কারণ বলিয়া ইঁহারই অন্যরূপে কার্য্যাদি হইয়া থাকে।) ॥ ২৪ ॥

যদা হ্যধর্ম্মেণ তমোধিয়ো নৃপা
জীবন্তি তত্রৈষ হি সত্ত্বতঃ কিল।
ধত্তে ভগং সত্যমৃতং দয়াং যশো
ভবায় রূপাণি দধদ্‌যুগে যুগে ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—তমোধিয়ঃ (তমোব্যাপ্তা ধীঃ যেষাং তে) নৃপাঃ যদা অধর্ম্মেণ জীবন্তি (কেবলং প্রাণান্ পুষ্ণন্তি) তত্র (তদা) এষঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) কিল (এব) ভবায় (স্থিত্যৈ) হি সত্ত্বতঃ (বিশুদ্ধসত্ত্বেন) রূপাণি দধৎ (অবতাররূপেণ) যুগে যুগে (তত্তদবসরে) ভগং (ঐশ্বর্য্যং) সত্যং (সত্যপ্রতিজ্ঞত্বং) ঋতং (যথার্থোপদেশকত্বং) দয়াং (ভক্তকৃপাং) যশঃ (অদ্ভুতকর্ম্মত্বং) ধত্তে (ধরতি) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ হে সখি, তমোবুদ্ধিসম্পন্ন নরপতিগণ যখন অধর্ম্মাচরণপূর্ব্বক কেবল প্রাণ পোষণ করিতে থাকে, তখন এই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই বিশ্বের স্থিতির নিমিত্ত বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ অবলম্বন করিয়া প্রতি যুগা-বসরকালে বিবিধ অবতার-রূপ ধারণ করিয়া ঐশ্বর্য্য, সত্য-প্রতিজ্ঞতা, ভক্তকৃপা এবং অদ্ভুতকর্ম্মতা প্রভৃতি বিবিধ লীলাবিক্রম দেখাইয়া থাকেন ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—সাক্ষাদস্যাবতারস্য কালদেশপাত্রেষু জিজ্ঞাস্যেষু প্রথমং কালমাহুর্যদেতি। নৃপাঃ কংসাদয়ঃ সত্ত্বতঃ সত্ত্বেনোত্তমত্বেন বিশিষ্টং ভগাদিকং ধত্তে ইত্যন্বয়ঃ। ভগং ষড়ৈশ্বর্য্যং ঋতং সুনৃতবাক্যম্। রূপাণি ব্রজমথুরাদ্বারকোচিতানি সৌন্দর্য্যাণি ভবায় ভূত্যৈ যুগে যুগে কল্পে কল্পে বৈবস্বতাষ্টাবিংশচতুর্যুগীয়ে দ্বাপরে দ্বাপরে বা ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সাক্ষাৎ এই কৃষ্ণাবতারের দেশ, কাল ও পাত্র বিষয়ে জিজ্ঞাসায় প্রথম কাল বলিতেছেন—'যদা' ইতি অর্থাৎ যখন কংসাদি নৃপতিগণ অধর্ম্মের দ্বারা প্রাণপোষণ করেন, তখন বিশুদ্ধ সত্ত্বের দ্বারা বিশিষ্ট ঐশ্বর্য্যাদি ধারণ করেন। 'ভগ' বলিতে ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য, 'ঋত'—সুনৃতা বাক্। 'রূপাণি'—রূপসকল বলিতে ব্রজ, মথুরা ও দ্বারকার উপযোগী সৌন্দর্য্য-বিশিষ্ট রূপ। 'ভবায়' অর্থাৎ স্থিতি, ঐশ্বর্য্য-প্রাপ্তির নিমিত্ত। যুগে যুগে বলিতে প্রতিকল্পে বৈবস্বত অষ্টাবিংশ চতুর্যুগীয় প্রতি-দ্বাপরে ॥ ২৫ ॥

মধ্ব—

সাত্ত্বিকানামনুগ্রাহকঃ।
অগুণোঽপি পরো দেবো হ্যনুগৃহ্ণাতি সাত্ত্বিকান্।
দেবাংস্তু মানবান্মধ্যানুপেক্ষ্য ক্লেশ্যতে সুরান্ ॥
ইতি ব্রহ্মদর্শনে।
সাত্বতঃ সাত্ত্বিকঃ স্নেহাৎ সত্ত্বো হ্যানন্দরূপতঃ।
ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে।
ধারকত্বাদ্ধর্ম্মরূপো হ্যৈশ্বর্য্যাদের্ভগো হ্যসৌ।
সত্যমানন্দরূপত্বাদৃতো জ্ঞানস্বরূপতঃ।
যশো হ্যলং প্রসিদ্ধত্বাদ্দয়া হি করুণাকরঃ ॥

ইতি তন্ত্রভাগবতে।

এবম্বিধগুণস্বরূপাণি রূপাণি দধদ্‌যুগে যুগে ॥২৫॥

অহো অলং শ্লাঘ্যতমং যদো কুল-
মহো অলং পুণ্যতমং মধোর্বনম্।
যদেষ পুংসামৃষভঃ শ্রিয়ঃ পতিঃ
স্বজন্মনা চংক্রমণেন চাঞ্চতি ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—অহো (আশ্চর্য্যং) যৎ (যস্মাৎ) এষ পুংসাং ঋষভঃ (পুরুষোত্তমঃ) শ্রিয়ঃ পতিঃ (লক্ষ্মীনাথঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) স্বজন্মনা (জন্ম স্বীকার্য্য) যদোঃ কুলং চংক্রমণেন (গমনাদিনা) মধোর্বনং (মথুরাং) চ অঞ্চতি (পূজয়তি সৎকরোতি, অতস্তৎ), অলং শ্লাঘ্যতমং (অত্যন্তং শ্রেষ্ঠং) অলং পুণ্যতমং (অতিশয়েন পবিত্রতমম্) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—অহো কি আশ্চর্য্য, যদুবংশ পৃথিবীতে ধন্যাতিধন্য। অহো! মথুরা পুণ্যতর হইতে পুণ্যতম তীর্থ, কেননা এই পুরুষোত্তম লক্ষ্মীপতি শ্রীহরি স্বয়ং জন্মগ্রহণ করিয়া যদুবংশকে এবং লীলাবিহার করিয়া মথুরাকে পরম সৎকার করিয়াছেন ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—পাত্রদেশাবাহঃ অহো ইতি। যদোঃ কুলং শ্লাঘ্যতমং মধোর্ব্বনং মথুরামণ্ডলং পুণ্যতমং অত্র শ্লাঘ্যতমমিত্যনেনৈব দ্বয়োরুৎকর্ষে সিদ্ধে পুণ্যতমমিতি পৃথগুক্তিঃ। দেশস্য পুণ্যদত্বেনৈবোৎকর্ষস্য প্রসিদ্ধেঃ তত্র তমপ্যপ্রত্যয়ার্থস্যাপ্যত্যন্তাতিশয়ে অলমিতি তত্রাপ্যতিশয়াশ্চর্য্যেঽহো ইতি। যৎ স্বজন্মনা চংক্রমণেন গমনেন চকারাদন্যৈরপি বিবিধাদ্ভুতকর্ম্মভিরঞ্চতি পূজয়তি সৎকরোতীতি যাবৎ। অত্রালং চেত্যনুক্ত্বা অঞ্চতীতি বর্ত্তমাননির্দ্দেশেন জন্মাদিলীলানাং নিত্যত্বং বোধয়ামাসুঃ। উপক্রমতঃ এব য এক আসীদিতি ভূতনির্দ্দেশেন তৃতীয়শ্লোকে পশ্যন্তি ভক্ত্যেতি বর্ত্তমাননির্দ্দেশেন তাসাং তথাভিপ্রায়স্যাবগমাৎ। ননু কথং জন্মকর্ম্মণোর্নিত্যত্বং তে হি ক্রিয়ে ক্রিয়াত্বঞ্চ প্রতি নিজাংশমপ্যারম্ভপরিসমাপ্তিভ্যামেব সিদ্ধতি ইতি তে বিনা স্বরূপহান্যাপত্তিঃ। নৈষ দোষঃ। শ্রীভগবতি সদৈবাকারানন্ত্যাৎ প্রকাশানন্ত্যাজ্জন্মকর্ম্মলক্ষণলীলানন্ত্যাৎ অনন্তপ্রপঞ্চানন্তবৈকুণ্ঠগততত্তল্লীলাস্থান-তত্তল্লীলাপরিকরাণাং ব্যক্তিপ্রকাশয়োরানন্ত্যাচ্চ যত এব সত্যোরপি তত্তদাকারপ্রকাশগতয়োস্তদারম্ভপরিসমাপ্ত্যোরেকত্রৈকত্র তে জন্মকর্ম্মণোরংশা যাবৎ পরিসমাপ্যন্তে ন সমাপ্যন্তে বা তাবদেবান্যত্রান্যত্রাপ্যারব্ধা ভবন্তীত্যেবং শ্রীভগবতি বিচ্ছেদাভাবান্নিত্যে এব তত্র তে জন্মকর্ম্মণী বর্ত্তেতে তত্র তে কুচিৎ কিঞ্চিদ্বিলক্ষণত্বেনারভ্যেতে কুচিদৈকরূপ্যেণ চেতি জ্ঞেয়ং বিশেষণভেদাদ্বিশেষণৈক্যাচ্চ। এক এবাকারপ্রকাশভেদেন পৃথক্‌ক্রিয়াস্পদং ভবতীতি (ভাঃ ১০।৬৯।৩) চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষেত্যাদৌ প্রতিপাদয়িষ্যতে। ততঃ ক্রিয়াভেদাৎ তৎ তৎক্রিয়াত্মকেষু প্রকাশভেদেষ্বভিমানভেদশ্চ গম্যতে। তথা সত্যেকত্রৈকত্র লীলাক্রমজনিতরসোদ্বোধশ্চ জায়তে। ননু কথং তে এব জন্মকর্ম্মণী বর্ত্তেতে ইত্যুক্তং পৃথগারব্ধত্বাদন্যে এব তে আস্তাম্। উচ্যতে। কালভেদেনোদিতানামপি সমানরূপাণাং ক্রিয়াণামেকত্বম্। যথা শঙ্করশারীরকে। দ্বির্গোশব্দোঽয়মুচ্চরিতো ন তু দ্বৌ গোশব্দাবিতি প্রতীতিনির্ণীতং শব্দৈকত্বম্। তথৈব দ্বিঃ পাকঃ কৃতোঽনেন ন তু দ্বৌ পাকাবিতি। ততো জন্মকর্ম্মণোরপি নিত্যতা যুক্ত্যৈব অতএব আগমাদৌ অপি ভূতপূর্ব্বলীলোপাসনবিধানং যুক্তং তথা চোক্তং মাধ্বভাষ্যে পরমাত্মসম্বন্ধিত্বেন। নিত্যত্বাৎ ত্রিবিক্রমত্বাদিষ্বপ্যুপসংহার্য্যত্বং যুজ্যত ইতি। অনুমতং চৈতৎ শ্রুত্যা। যদ্ভূতং ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চেত্যনয়ৈব উপসংহার্য্যত্বমুপাসনায়ামুপাদেয়ত্বমিত্যর্থঃ। তত্র তস্য জন্মনঃ প্রাকৃতাদস্মাদ্বিলক্ষণত্বং প্রাকৃতজন্মানুকরণেনাবির্ভাবমাত্রত্বম্। কুচ্চিত্তদনুকরণেনেতি ভগবৎসন্দর্ভঃ কেচিত্তু তদ্ভক্তধামাদীনামিবানন্তপ্রপঞ্চনিত্যধামসু জন্মকর্ম্মণোরপি প্রকাশবাহুল্যান্নিত্যসত্বসিদ্ধেরিত্যাহুঃ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পাত্র এবং দেশ বলিতেছেন—'অহো' ইতি। যদুর বংশ শ্লাঘ্যতম (শ্রেষ্ঠ প্রশংসনীয়), 'মধোর্ব্বনং' অর্থাৎ মথুরামণ্ডল পুণ্যতম (পবিত্রতম)। এখানে শ্লাঘ্যতম—এই একটি পদের দ্বারাই দুই স্থানের উৎকর্ষ সিদ্ধ হইলেও 'পুণ্যতম'—ইহা পৃথক্ উক্তি, ইহার কারণ, ঐ দেশের (মথুরামণ্ডলের) পুণ্যপ্রদত্ব-রূপেই উৎকর্ষের প্রসিদ্ধি রহিয়াছে। এইজন্য সেই অর্থেরই অত্যন্ত অতিশয় বুঝাইবার নিমিত্ত 'অলং' এই পদ, এবং তাহা হইতেও অতিশয় আশ্চর্য্যে 'অহো'—এই পদের প্রয়োগ হইয়াছে। যেহেতু নিজের

জন্মের দ্বারা, গমনের দ্বারা, চ-কার প্রয়োগে অন্যান্য বিবিধ অদ্ভুত লীলাসমূহের দ্বারা 'অঞ্চতি'—পূজা করিতেছেন অর্থাৎ সৎকার করিতেছেন। এখানে 'আনঞ্চ'—এই অতীত কালের প্রয়োগ না করিয়া, 'অঞ্চতি'—এই বর্ত্তমান কালের নির্দ্দেশের দ্বারা জন্মাদি লীলার নিত্যত্ব বুঝাইয়াছেন। উপক্রম (আরম্ভ) হইতেই 'য এক আসীৎ'—অর্থাৎ যিনি একই ছিলেন, এইরূপ অতীতকালের নির্দ্দেশ করিয়া, তৃতীয় শ্লোকে 'পশ্যন্তি ভক্ত্যা'—অর্থাৎ ভক্তির দ্বারা দর্শন করিতেছেন—এই বর্ত্তমান কালের নির্দ্দেশের দ্বারা সেইরূপই তাঁহাদের অভিপ্রায়—ইহা অবগত হওয়া যায়।

যদি পূর্ব্বপক্ষী বলেন—দেখুন, জন্ম ও কর্ম্মের নিত্যত্ব কি প্রকারে সম্ভব ? উহারা দুইটি ক্রিয়া এবং ক্রিয়াত্ব প্রত্যেক নিজাংশের আরম্ভ ও পরিসমাপ্তির দ্বারা সিদ্ধ হয়, এই আরম্ভ ও পরিসমাপ্তি ব্যতীত স্বরূপ-হানির আপত্তি হইয়া পড়ে ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'নৈষ দোষঃ', অর্থাৎ ইহাতে কোন দোষ নাই। শ্রীভগবানে সর্ব্বদাই আকারের আনন্ত্য-বশতঃ, প্রকাশের আনন্ত্য-হেতু, জন্ম ও কর্ম্মরূপ লীলাসমূহের আনন্ত্য বলিয়া, অনন্ত প্রপঞ্চ ও অনন্তবৈকুণ্ঠগত সেই সেই লীলাস্থানের এবং সেই সেই লীলা-পরিকরগণের ব্যক্তি (গুণ-বিশেষের আশ্রয় মূর্ত্তি) ও প্রকাশের আনন্ত্য-হেতু। সেইজন্য সেই সেই আকার ও প্রকাশগত আরম্ভ এবং সমাপ্তি হইলেও একত্র একত্র (কোন কোন স্থানে) সেই জন্ম ও কর্ম্মের অংশ যখনই পরিসমাপ্ত হইতেছে কিম্বা সমাপ্ত হইতেছে না, তখনই (তৎকালেই) অন্যত্র অন্যত্র (অন্য কোন স্থানে সেই লীলাই) আরম্ভ হইতেছে—এই প্রকারে শ্রীভগবানে বিচ্ছেদের অভাব-হেতু সেখানে সেই জন্ম ও কর্ম্মসমূহ নিত্যই বর্ত্তমান রহিয়াছে। তন্মধ্যে সেই জন্ম ও কর্ম্ম কোথায়ও কিছু বৈলক্ষণত্ব-রূপে আরম্ভ হয়, এবং কোথায়ও একরূপেই। কোথায়ও বিশেষণের ভেদ-বশতঃ এবং কোথায়ও বিশেষণের ঐক্যবশতঃ—একই স্বরূপ আকার ও প্রকাশের ভেদ-বশতঃ পৃথক্ ক্রিয়ার আস্পদ্ হইয়া থাকে। শ্রীভাগবতে মহিষী-বিবাহে দেবর্ষির বিস্ময়ে উক্ত হইয়াছে—"চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্" —অর্থাৎ ইহা অতীব বিস্ময়কর যে একই বিগ্রহে শ্রীকৃষ্ণ যুগপৎ (সমকালেই) ষোড়শ সহস্র মহিষী-গণের গৃহে বিহার করিতেছেন—ইত্যাদি স্থলে প্রতি-পাদন করা হইবে। তারপর ক্রিয়ার ভেদে সেই সেই ক্রিয়াত্মক প্রকাশভেদ-সকলে শ্রীভগবানের অভিমানের ভেদও পরিলক্ষিত হয়। তাহা হইলে একত্র একত্র লীলাক্রম-জনিত রসের উদ্বোধও হইয়া থাকে।

যদি বলেন—দেখুন, কিজন্য সেই জন্ম ও কর্ম্মই হইতেছে, ইহা বলিতেছেন ? পৃথক্ আরম্ভ-হেতু অন্য জন্ম এবং কর্ম্ম হউক। ইহার উত্তরে বলিতেছেন—কালভেদে কথিত হইলেও সমান-রূপ ক্রিয়াসমূহের একত্বই হইয়া থাকে। যথা শঙ্কর-শারীরকে (ব্রহ্মসূত্রের শঙ্কর-ভাষ্যে)—দুইবার গো-শব্দ—ইহা বলিলে, দুইটি গো-শব্দের প্রতীতি নির্ণীত হয় না, শব্দের একত্বই বুঝাইতেছে। সেইরূপ দুইবার এই ব্যক্তি পাক করিলেন—ইহা বলিলে দুইটি পাক, ইহা বুঝায় না। সুতরাং শ্রীভগবানের জন্ম এবং কর্ম্মেরও নিত্যতা যুক্তিযুক্তই। এতএব আগম প্রভৃতিতেও ভূতপূর্ব্ব লীলার উপাসনার বিধান যুক্তি-যুক্তিই। মাধ্বভাষ্যেও সেইরূপ উক্ত হইয়াছে—"পরমাত্মার সম্বন্ধীয় বলিয়াই নিত্যত্ব-হেতু ত্রিবিক্রম-ত্বাদিতেও উপহার্য্যত্ব (অর্থাৎ উপাস্যত্ব) যুক্তিসম্মত। শ্রুতির দ্বারাও ইহা অনুমোদিত—"যাহা হইয়াছিল, যাহা হইতেছে এবং যাহা হইবে।" ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারাই উপহার্য্যত্ব অর্থাৎ উপাসনা-বিষয়ে উপাদেয়ত্ব —এই অর্থ। সেখানে তাঁহার (শ্রীভগবানের) জন্ম প্রাকৃত জন্মাদি হইতে বিলক্ষণ, প্রাকৃত জন্মের অনুকরণে আবির্ভাব-মাত্রত্ব। কোথায়ও তাহার অনুকরণের দ্বারা—ইতি ভগবৎ-সন্দর্ভ। কেহ কেহ বলেন—'তাঁহার ভক্ত, ধামাদির ন্যায় অনন্ত প্রপঞ্চ-গত নিত্য ধামসমূহে জন্ম ও কর্ম্মেরও প্রকাশ-বাহুল্য-হেতু নিত্যত্ব-সিদ্ধি।" (ভগবানের শ্রীবিগ্রহ, তাঁহার ধাম, তাঁহার পরিকর, তাঁহার নাম, তাঁহার ভক্ত, তাঁহার লীলাবলি—সমস্ত কিছুই অনন্ত বলিয়া তাঁহাদের নিত্যত্ব সিদ্ধান্তিত হইয়াছে।) ॥ ২৬ ॥

———

অহো বত স্বর্যশসস্তিরস্করী
কুশস্থলী পুণ্যযশস্করী ভুবঃ।
পশ্যন্তি নিত্যং যদনুগ্রহেষিতং
স্মিতাবলোকং স্বপতিং স্ম যৎপ্রজাঃ ॥২৭॥

অন্বয়ঃ—অহো বত (অত্যাশ্চর্য্যং) কুশস্থলী (দ্বারকা) স্বর্যশসঃ (স্বর্গতঃ উৎকৃষ্টঃ ইতি যৎ যশঃ তস্য) তিরস্করী (পরিভবকর্ত্রী) ভুবশ্চ (পৃথিব্যাশ্চ) পুণ্যযশস্করী (পুণ্যযশঃ কর্ত্রী ভবতি) যৎ (যতঃ) যৎপ্রজাঃ (যত্রত্যাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ) অনুগ্রহেষিতং (স্বানুগ্রহেণ প্রেষিতং যদ্বা অনুগ্রহার্থং ইষ্টং) স্মিতাবলোকং (হাস্যপূর্ব্বক অবলোকঃ যস্য তং) স্বপতিং (আত্মনঃ পতিং শ্রীকৃষ্ণং ন তু পিত্রাদিবৎ দেহমাত্র পতিং) নিত্যং পশ্যন্তি স্ম ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—উঃ কি আশ্চর্য্য! দ্বারকাপুরী স্বর্গের কীর্ত্তিকেও তিরস্কার করিতেছে, অতএব স্বর্গ হইতেও উৎকৃষ্ট এবং ইহা পৃথিবীর পবিত্র কীর্ত্তি বিধান করিতেছে কেননা সেই দ্বারকাবাসী প্রজাবৃন্দ আত্মার আত্মা শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ নিমিত্ত তাঁহার অভীষ্ট সহাস্য নয়ন সর্ব্বদা দর্শন করেন ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—মধুবনং স্তুত্বা দ্বারকাং স্মরন্ত্য আহুঃ। অহো কুশস্থলী দ্বারকা স্বর্যশস ইতি লোকরীত্যৈবোক্তিঃ ন তু সিদ্ধান্তরীত্যা স্বঃশব্দেন বৈকুণ্ঠাভিধানং বা। যদ্‌যতঃ যৎ প্রজাঃ যত্রত্যাঃ প্রজাঃ স্বপতিং কৃষ্ণং অনুগ্রহেণৈব ঈষিতং প্রোষিতং সর্ব্বসুখদানার্থং অন্তঃপুরাদ্ধস্তিনাপুরাদিস্থলাদ্বা প্রস্থাপিতমিত্যর্থঃ। যদ্বা অনুগ্রহ এব ইষিত ইষ্টো যত্র তং অনুগ্রহমাত্রপ্রাপ্ত্যর্থমিত্যর্থঃ অনুগ্রহোষিতমিতি পাঠে স্বানুগ্রহার্থমুষিতং কৃতনিবাসং নৈতৎ স্বর্গেঽস্তীত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মধুবনের স্তুতি করিয়া দ্বারকার স্মরণ করিতে করিতে বলিতেছেন—অহো কুশস্থলী অর্থাৎ দ্বারকা স্বর্গের যশকেও তিরস্কার করিতেছে—ইহা লৌকিক রীতিতেই বলা হইয়াছে, কিন্তু সিদ্ধান্তের রীতিতে নহে। অথবা 'স্বর্যশসস্তিরস্করী'—এখানে সঃ—শব্দের দ্বারা বৈকুণ্ঠ নামক ধাম, (তাহা হইতেও দ্বারকার উৎকর্ষ)। যেহেতু যে দ্বারকার প্রজাবৃন্দ স্ব-পতি (আত্মার পতি) শ্রীকৃষ্ণের স্মিতাবলোকন নিত্যই দর্শন করেন। 'অনুগ্রহেষিতং'—সকলের সুখদানের জন্য অন্তঃপুর হইতে অথবা হস্তিনাপুর হইতে আগত শ্রীকৃষ্ণের সানুগ্রহে প্রেরিত স্মিতাবলোকন। অথবা—অনুগ্রহই যেখানে ইষ্ট (অভিলষিত), সেই শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহমাত্র প্রাপ্তির নিমিত্ত—এই অর্থ। 'অনুগ্রহোষিতম্'—এই পাঠে নিজের অনুগ্রহ বিতরণের জন্য যিনি বাস করিতেছেন, এই অনুগ্রহ স্বর্গেও নাই—এই অর্থ ॥ ২৭ ॥

নূনং ব্রতস্নানহুতাদিনেশ্বরঃ
সমর্চ্চিতো হ্যস্য গৃহীত পাণিভিঃ।
পিবন্তি যাঃ সখ্যধরামৃতং মুহু-
র্ব্রজস্ত্রিয়ং সংমুমুহুর্যদাশয়াঃ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) সখি অস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) গৃহীতপাণিভিঃ (পত্নীভিঃ) ঈশ্বরঃ (অয়মেব) নূনং (নিশ্চিতং) ব্রতস্নানহুতাদিনা সমর্চ্চিতঃ (জন্মান্তরেষু আরাধিতঃ) যাঃ (পত্ন্যঃ) মুহুঃ পুনঃ পুনঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) অধরামৃতং পিবন্তি, যদাশয়াঃ (যস্মিন্ অধরামৃতে আশয়ঃ চিত্তং যাসাং তাঃ) ব্রজস্ত্রিয়ং (গোপবধ্বঃ) সম্মুমুহুঃ (সম্মোহং প্রাপ্তাঃ) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—হে সখি, যে অধরামৃতের আশায় ব্যাকুলচিত্ত ব্রজবনিতাগণ সম্মোহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন সেই অধরসুধাই যাহারা পুনঃ পুনঃ পান করিয়া থাকেন ইঁহার সেই সকল পাণিগৃহীতা পত্নীগণ এই বিশ্বাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে নিশ্চয়ই পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে বিবিধ বহুব্রত স্নান ও হোমাদি দ্বারা সম্যক্ প্রকারে পূজা করিয়াছেন ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—তত্রোজ্জ্বলরসৌৎসুক্যবত্য আহুঃ। নূনমস্য গৃহীতপাণিভিঃ পত্নীভির্যা অধরামৃতং মুহুর্মুহুঃ পিবন্তি বয়ং ত্বকৃততাদৃশব্রতাঃ সংপ্রত্যেব সৌন্দর্য্যামৃতমেব কিঞ্চিদেব পিবাম ইতি ভাবঃ। কিঞ্চাস্মত্তঃ কোটিগুণতোঽপ্যধিকা অপি ব্রজসুন্দরীভ্যঃ সকাশাদতি ন্যূনা ইত্যাহুর্যদাশয়াঃ যস্মিন্নধরামৃতে আশয়শ্চিত্তং যাসাং তথাভূতা এব সত্যঃ সংমুমুহুঃ রাত্রৌ পীতচরস্যাধরামৃতস্য প্রাতঃস্মরণেঽপি আনন্দমূর্চ্ছাং প্রাপুঃ। ন জানে পানকালে তাঃ কীদৃশীং দশাং প্রাপুরিতি তাসাং প্রেমাধিক্যাদানন্দাধিক্যং দ্যোতিতম্ ॥২৮

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাঁহাদের মধ্যে উজ্জ্বল-

রসবতী কেহ কেহ বলিতেছেন—নূনং অর্থাৎ নিশ্চিতই শ্রীকৃষ্ণের যে সকল পাণিগৃহীতা পত্নীগণ ইঁহার অধরামৃত পুনঃ পুনঃ পান করিতেছেন, তাঁহারা জন্মান্তরে ব্রত, স্নান ও আহুতির দ্বারা ইঁহারই আরাধনা করিয়াছেন। আমরা কিন্তু সেইরূপ ব্রতাদির অনুষ্ঠান করি নাই, সম্প্রতি সামান্যই সৌন্দর্য্যামৃত পান করিতেছি—এই ভাব। আরও ইঁহারা আমাদের অপেক্ষা কোটিগুণ অধিকা হইলেও ব্রজসুন্দরীগণ হইতে অতি ন্যূনা—তাহাই বলিতেছেন—যে শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃতে আশয় অর্থাৎ চিত্ত যাঁহাদের, সেইরূপ হইয়াও যে ব্রজসুন্দরীগণ সম্মোহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, রাত্রিতে অধরামৃত পান করিলেও প্রাতঃকালে তাহার স্মরণেও আনন্দ-জনিত মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সখি! জানি না, পানকালে তাঁহারা কিরূপ দশা প্রাপ্ত হন, তাঁহাদের প্রেমাধিক্য-হেতু আনন্দের আধিক্যই দ্যোতিত হইয়াছে ॥ ২৮ ॥

যা বীর্য্যশুল্কেন হৃতাঃ স্বয়ংবরে
প্রমথ্য চৈদ্যপ্রমুখান্ হি শুষ্মিণঃ।
প্রদ্যুম্নসাম্বাম্বসুতাদয়োঽপরা
যাশ্চাহৃতা ভৌমবধে সহস্রশঃ ॥ ২৯ ॥
এতাঃ পরং স্ত্রীত্বমপাস্তপেশলং
নিরস্তশৌচং বত সাধু কুর্ব্বতে।
যাসাং গৃহাৎ পুষ্করলোচনঃ পতি-
র্ন জাত্বপৈত্যাহৃতিভির্হৃদি স্পৃশন্ ॥৩০॥

অন্বয়ঃ—স্বয়ংবরে শুষ্মিণঃ (বলিষ্ঠান্) চৈদ্য-প্রমুখান্ (শিশুপালাদীন্) প্রমথ্য (বিজিত্য) বীর্য্য-শুল্কেন (বীর্য্যং প্রভাবঃ এব শুল্কং মূল্যং তেন) প্রদ্যুম্ন-সাম্বাম্বসুতাদয়ঃ (প্রদ্যুম্নঃ সাম্বঃ আম্বশ্চ সুতা যাসাং রুক্মিণীজাম্ববতীনাগ্নজিতীনাং তাঃ আদয়ো যাসাং সত্যভামাদীনাং তাঃ) হৃতাঃ যাশ্চ অপরাঃ ভৌমবধে (নরকাসুরবধকালে) সহস্রশঃ (অসংখ্যাঃ) আহৃতাঃ এতাঃ অপাস্তপেশলং (অপাস্তং গতং পেশলং ভদ্রং স্বাতন্ত্র্যং যস্মাৎ তৎ) নিরস্তশৌচং (নিরস্তং শৌচং শুচিত্বং যস্মাৎ তথাভূতং) স্ত্রীত্বং বত (অহো) পরং (কেবলং) সাধু (শোভনং) কুর্ব্বতে যাসাং গৃহাৎ পুষ্করলোচনঃ (কমলনয়নঃ) পতিঃ (স্বামী) আহৃতিভিঃ (ব্যাহারৈঃ যদ্বা পারিজাতাদি প্রিয়বস্ত্বা-হরণৈঃ) হৃদি স্পৃশন্ (আনন্দয়ন্) যাতু (কদাচিদপি) ন অপৈতি (ন নির্গচ্ছতি) ॥ ২৯-৩০ ॥

অনুবাদ—স্বয়ম্বর-সভায় বলিষ্ঠ শিশুপালপ্রমুখ রাজগণকে পরাজিত করিয়া এই শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় অমিত-প্রভাববলেই প্রদ্যুম্ন, সাম্ব ও আম্বের জননী রুক্মিণী, জাম্ববতী ও নাগ্নজিতী প্রভৃতি যে সকল রাজকন্যা-গণকে হরণ করিয়াছিলেন এবং ধরণীতনয় নরকা-সুরের বধকালে অন্যান্য যে সহস্র সহস্র রাজপুত্রী-গণকে হরণ করিয়াছিলেন, অহো! সেই সমস্ত নারীগণ নিতান্ত অপবিত্রা অবলা হইয়াও নিজেদের স্ত্রীত্বকে সম্পূর্ণরূপে ধন্য করিয়াছেন, যেহেতু প্রাণেশ্বর ইন্দীবরলোচন শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় ব্যবহারে বা পারিজাতাদি প্রিয়বস্তু আহরণ দ্বারা তাঁহাদের হৃদয়ের আনন্দবর্দ্ধন করিয়া গৃহ হইতে কখনও অন্যত্র নির্গমন করেন না ॥ ২৯-৩০ ॥

বিশ্বনাথ—উক্তমেবার্থং প্রপঞ্চয়তি দ্বাভ্যাম্। বীর্য্যং প্রভাব এব শুল্কং মূল্যং তেন, শুষ্মিণঃ বলিষ্ঠান্। প্রদ্যুম্নঃ সাম্বঃ আম্বশ্চ সুতা যাসাং তা রুক্মিণীজাম্ববতীনাগ্নজিত্যঃ তা এব আদয়ো যাসাং সত্যভামাদীনাং তাঃ।

অপাস্তং পেশলং ভদ্রং স্বাতন্ত্র্যং যস্মান্নিরস্তং শৌচং শুচিত্বং যস্মাৎ তথাভূতমপি জাতু কদাচিদপি নাপৈতি ন নির্গচ্ছতি আহৃতিভিঃ পারিজাতাদিপ্রিয়-বস্ত্বাহরণৈঃ হৃদি স্পৃশন্ আনন্দয়ন্ ॥ ২৯-৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পূর্ব্বোক্ত অর্থই পরিস্ফুট করিতেছেন—'যা বীর্য্যশুল্কেন' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে। বীর্য্য বলিতে প্রভাবই শুল্ক অর্থাৎ মূল্য যেখানে, তাহার দ্বারা যে সমস্ত রাজকন্যাগণ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক হৃত হইয়াছেন। শুষ্মিণঃ বলিতে বলিষ্ঠ রাজগণকে (পরাজিত করিয়া)। প্রদ্যুম্ন, সাম্ব এবং আম্ব যাঁহাদের পুত্রগণ, সেই রুক্মিণী, জাম্ববতী, নাগ্নজিতী প্রভৃতি রাজকুমারীগণ। আদি-পদের দ্বারা সত্য-ভামাদি। 'অপাস্তপেশলং' বলিতে অপাস্ত অর্থাৎ অপগত হইয়াছে পেশল ভদ্র, স্বাতন্ত্র্য যেখান হইতে, এবং নিরস্ত হইয়াছে শুচিত্ব যেখান হইতে তাদৃশ অস্বাতন্ত্র্য ও অপবিত্র স্ত্রীত্ব অর্থাৎ স্ত্রীজাতিকেও (যাঁহারা সম্পূর্ণরূপে ধন্য করিয়াছেন।) কারণ

শ্রীকৃষ্ণ পারিজাতাদি প্রিয়বস্তু আহরণের দ্বারা তাঁহাদের চিত্তের আনন্দ বর্দ্ধন করতঃ তাঁহাদের গৃহ হইতে অন্যত্র নির্গমন করেন না ॥ ২৯-৩০ ॥

মধ্ব—অগ্নিপুত্রা মহাত্মানস্তপসা স্ত্রীত্বমাপিরে।
ভর্ত্তারঞ্চ জগদ্‌যোনিং বাসুদেবমজং বিভুম্ ॥
ইতি মহাকৌর্ম্মে ॥ ৩০ ॥

সূত উবাচ—

এবংবিধা বদন্তীনাং স গিরঃ পুরযোষিতাম্।
নিরীক্ষণেনাভিনন্দন্ সস্মিতেন যযৌ হরিঃ ॥৩১॥

অন্বয়ঃ সূত উবাচ। বদন্তীনাং (অন্যোন্যং সংজল্পন্তীনাং) পুরযোষিতাং এবংবিধাঃ (চিত্রাঃ) গিরঃ (বাচঃ) সস্মিতেন (সহাস্যেন) নিরীক্ষণেন (অবলোকনেন) অভিনন্দন্ সঃ হরিঃ যযৌ ॥৩১॥

অনুবাদ—সূত কহিলেন, পরস্পর কথোপকথন-রতা পুরস্ত্রীগণের ঐ প্রকার বিচিত্রবাক্যসমূহ ঈষৎ হাস্যযুক্ত নিরীক্ষণদ্বারা সৎকার করিয়া সেই শ্রীহরি দ্বারকাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—নিরীক্ষণেন শান্তিরতিমতীঃ সস্মিতেন উজ্জ্বলভাববতীরভিনন্দন্ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নিরীক্ষণের দ্বারা শান্তরতিমতী এবং ঈষৎ হাস্যের দ্বারা উজ্জ্বলভাববতী কুরুরমণী-গণকে (অভিনন্দিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাভিমুখে গমন করিলেন।) ॥ ৩১ ॥

অজাতশত্রুঃ পৃতনাং গোপীথায় মধুদ্বিষঃ।
পরেভ্যঃ শঙ্কিতঃ স্নেহাৎ প্রাযুঙ্‌ক্ত চতুরঙ্গিণীম্ ॥৩২॥

অন্বয়ঃ—অজাতশত্রুঃ (যুধিষ্ঠিরঃ) স্নেহাৎ (স্নেহবশাৎ) পরেভ্যঃ (শত্রুভ্যঃ) শঙ্কিতঃ (অনিষ্টা-শংসনশীলঃ সন্) মধুদ্বিষঃ (মধুসূদনস্য অপি) গোপীথায় (রক্ষণায়) চতুরঙ্গিণীং (হস্ত্যশ্বরথপাদাত-পুষ্টাং) পৃতনাং (সেনাং) প্রাযুঙ্‌ক্ত (নিয়োজিত-বান্) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, মধুসূদন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রক্ষার জন্য স্নেহবশীভূত হইয়া, শত্রুগণ পাছে শ্রীকৃষ্ণের অনিষ্ট করে সেই আশঙ্কায় হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি—এই চতুর্ব্বিধ সৈন্যসমন্বিত বিরাট্ সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করিলেন ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—গোপীথায় রক্ষণায় ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—গোপীথায় অর্থাৎ রক্ষার নিমিত্ত ॥ ৩২ ॥

মধ্ব—স্নেহমাত্রাৎ ॥ ৩২ ॥

অথ দূরাগতাঞ্ছৌরিঃ কৌরবান্ বিরহাতুরান্।
সন্নিবর্ত্ত্য দৃঢ়ং স্নিগ্ধান্ প্রায়াৎ স্বনগরীং প্রিয়ৈঃ ॥৩৩॥

অন্বয়ঃ—অথ (অনন্তরং) শৌরিঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) দূরাগতান্ (বহুদূরং সহাগতান্) বিরহাতুরান্ (বিচ্ছেদ-কাতরান্) দৃঢ়ং স্নিগ্ধান্ (অতীব প্রিয়ান্) কৌরবান্ (পাণ্ডোঃ কুরুবংশজত্বাৎ পাণ্ডবা অপি কৌরবা এব তান্) সন্নিবর্ত্ত্য (প্রত্যাবৃত্তান্ কৃত্বা) প্রিয়ৈঃ (উদ্ধবা-দিভিঃ সহ) স্বনগরীং (দ্বারকাং) প্রায়াৎ (প্রতস্থে) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—অনন্তর বহু দূরাবধি সহগমনকারী বিচ্ছেদব্যাকুল প্রিয় পাণ্ডবগণকে সম্যক্‌রূপে নিরস্ত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবাদি প্রিয়সখাগণের সহিত স্বীয় দ্বারকাপুরীতে গমন করিলেন ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—কৌরবান্ পাণ্ডবান্ ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কৌরবান্—বলিতে পাণ্ডব-গণকে (পাণ্ডবগণও কুরুবংশে জাত, এই হেতু) ॥ ৩৩ ॥

কুরুজাঙ্গলপাঞ্চালান্ শূরসেনান্ স যামুনান্।
ব্রহ্মাবর্ত্তং কুরুক্ষেত্রং মৎস্যান্ সারস্বতানথ ॥ ৩৪ ॥
মরুধন্বমতিক্রম্য সৌবীরাভীরয়োঃ পরান্।
আনর্ত্তান্ ভার্গবোপাগাচ্ছ্রান্তবাহো মনাগ্‌বিভুঃ ॥৩৫॥

অন্বয়ঃ—(হে) ভার্গব ! (শৌনক) অথ (তদ-নন্তরং) যামুনান্ (যমুনোভয়কূললগ্নান্ দেশান্) কুরুজাঙ্গলপাঞ্চালান্ শূরসেনান্ ব্রহ্মাবর্ত্তং কুরুক্ষেত্রং মৎস্যান্ সারস্বতান্ (সরস্বতীতটস্পৃষ্টান্ দেশান্) মরুধন্বং (মরুঃ নিরুদকদেশঃ ধন্বঃ অল্পোদকো দেশশ্চ) অতিক্রম্য মনাক্ (ঈষৎ) শ্রান্তবাহঃ (শ্রান্তাঃ বাহাঃ অশ্বাঃ যস্য সঃ) স বিভুঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) সৌবীরা-

ভীরয়োঃ (দেশয়োঃ) পরান্ (পরবর্ত্তিনঃ) আনর্ত্তান্ (দ্বারকাদেশান্) উপাগাৎ (প্রাপ্তঃ) ॥ ৩৪-৩৫ ॥

অনুবাদ—হে ভৃগুনন্দন শৌনক, অনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যমুনাতটবর্ত্তী প্রদেশযুক্ত কুরুজাঙ্গাল, পাঞ্চাল, শূরসেন, ব্রহ্মাবর্ত্ত, কুরুক্ষেত্র, মৎস্য ও সারস্বত প্রদেশ এবং বারিহীন ও অল্পতোয় প্রদেশসমূহ অতিক্রম করিয়া বাহক অশ্বগণের ঈষৎ পরিশ্রান্তি-হেতু সৌবীর ও আভীরদেশের পরবর্ত্তী আনর্ত্তনামক দ্বারকাদেশে উপস্থিত হইলেন ॥ ৩৪-৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—কুরুজাঙ্গলেত্যাদৌ ক্রমো ন বিবক্ষিতঃ। মরুর্নিরুদকো দেশঃ ধন্বঃ অল্পোদকঃ। আনর্ত্তান্ দ্বারকাপ্রদেশান্ হে ভার্গব মনাক্ ঈষৎ শ্রান্তা বাহা যস্য সঃ ॥ ৩৪-৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কুরু, জাঙ্গল—ইত্যাদি ক্রম অনুসারে বলা হয় নাই। মরু বলিতে জলহীন দেশ এবং ধন্বা অল্পজল-বিশিষ্ট দেশ। আনর্ত্তান্—বলিতে দ্বারকার প্রদেশসমূহে। হে ভার্গব—ভৃগুনন্দন শৌনক, ইহা সম্বোধনে। মনাক্—বলিতে সামান্য। শ্রান্তবাহঃ—শ্রান্ত হইয়াছে বাহক অশ্বগণ যাঁহার, সেই শ্রীকৃষ্ণ ॥ ৩৪-৩৫ ॥

তত্র তত্র হি তত্রত্যৈর্হরিঃ প্রত্যুদ্যতার্হণঃ।
সায়ং ভেজে দিশং পশ্চাদগবিষ্ঠো গাং গতস্তদা ॥৩৬॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং প্রথমস্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণদ্বারকা-গমনং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—তত্র তত্র (দেশে) তত্রত্যৈঃ (জনৈঃ) প্রত্যুদ্যতার্হণঃ (প্রত্যুদ্যতানি নিবেদিতানি অর্হণানি উপায়নানি যস্মৈ সঃ) হরিঃ সায়ং (অপরাহ্ণে) পশ্চাৎ দিশং (দ্বারকাং) ভেজে (প্রাপ্তবান্) তদা গবিষ্ঠঃ (স্বর্গস্থঃ সূর্য্যঃ) গাং (উদকং) গতঃ (প্রবিষ্টঃ অস্তংগতঃ ইত্যর্থঃ)। (যদ্বা) তদা (সায়ংকালে জাতে গবিষ্ঠঃ (রথাৎ অবতীর্য্য ভূমৌ স্থিতঃ) ততঃ গাং (জলাশয়ং) গতঃ (সন্) পশ্চাদ্দিশং (সন্ধ্যাং) ভেজে (উপাসিতবান্ ইত্যর্থঃ) ॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে দশমাধ্যায়স্যান্বয়ঃ সমাপ্তঃ।

অনুবাদ—শ্রীহরির অতিক্রান্ত সেই সকল দেশে তদ্দেশবাসিগণ তাঁহাকে উপায়নসমূহ নিবেদন করিলে ঐ সমুদয় গ্রহণপূর্ব্বক শ্রীহরি অপরাহ্ণকালে দ্বারকা-পুরীতে উপস্থিত হইলেন এবং তৎকালে সূর্য্যও অস্ত-গমন করিলেন ॥ ৩৬ ॥

ইতি প্রথমস্কন্ধে দশম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—ননু হস্তিনাপুরাৎ দ্বারকামার্গেণৈব তে দেশাঃ সম্ভবন্তীত্যত আহ। তত্রত্যৈস্তত্তদ্দেশভবৈর্ভক্তৈ-স্তত্র তত্র দ্বারকামার্গে আগত্য প্রত্যুদ্যতানি নিবেদিতানি অর্হণানি উপায়নানি স্বস্বদেশনয়নার্থং যস্মৈ স তেন তত্তদ্ভক্তমনোরথপূরণার্থং তত্তদ্দেশং গত্বাগত্বৈব তত্র তত্রৈকৈকানি দিনানি স্থিত্বা পুনর্বর্ত্মানুসসারেতি ভাবঃ। সায়মপরাহ্ণে পশ্চাদ্দিশং দ্বারকাপ্রদেশং ভেজে প্রাপ্তঃ তদা গবিষ্ঠঃ সূর্য্যোঽপি গাং গতঃ পশ্চিমসমুদ্রজলং প্রবিষ্টঃ ॥ ৩৬ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
প্রথমে দশমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥১০॥
ইতি শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিঠক্কুরকৃতা শ্রীভাগবত-প্রথম-স্কন্ধে দশমাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—হস্তিনাপুর হইতে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় গমনের পথেই সে সমস্ত দেশের অবস্থান হইবে? উহার অপেক্ষায় বলিতেছেন—তত্রত্যৈঃ—অর্থাৎ সেই সেই দেশোদ্ভব ভক্তগণ সেই সেই দ্বারকার পথে আগমন-পূর্ব্বক স্ব-স্ব-দেশে আনয়নের নিমিত্ত উপায়ন-সমূহ শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করিয়াছিলেন। ইহার দ্বারা—শ্রীকৃষ্ণ সেই সেই ভক্তগণের মনোরথ-পূরণের জন্য সেই সেই দেশে গমন-পূর্ব্বক এক একদিন সেখানে অবস্থান করিয়া পুনরায় দ্বারকার পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন—এই ভাব। শ্রীকৃষ্ণ যখন অপরাহ্ণকালে দ্বারকা-প্রদেশে উপনীত হইলেন, তখন সূর্য্যও পশ্চিম সমুদ্রজলে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ৩৬ ॥

ইতি ভক্তমানসের আনন্দ-দায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার সজ্জন-সম্মত প্রথম স্কন্ধের দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

ইতি শ্রীবিশ্বনাথ ঠাকুর-কৃত 'সারার্থদর্শিনী'—টীকার প্রথম স্কন্ধের দশম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ।। ১।১০ ।।

মধ্ব—গবিষ্ঠ আদিত্যঃ। অসৌ বাব গবিষ্ঠোঽসুদেত্যস্বস্তমেতীতি মাধ্যন্দিনায়নশ্রুতিঃ ।। ৩৬ ।।

ইতি শ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎপাদাচার্য্যবিরচিতে শ্রীভাগবত-তাৎপর্য্যে প্রথমস্কন্ধে দশমোঽধ্যায়ঃ।

তথ্য—ইতি প্রথমস্কন্ধের দশম অধ্যায়ের তথ্য সমাপ্ত।

বিবৃতি—ইতি প্রথমস্কন্ধের দশম অধ্যায়ের বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীভাগবত-প্রথমস্কন্ধের দশম অধ্যায়ের শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত ।। ৯ ।।

একাদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীসূত উবাচ—

আনর্ত্তান্ স উপব্রজ্য স্বৃদ্ধান্ জনপদান্ স্বকান্।
দধ্মৌ দরবরং তেষাং বিষাদং শময়ন্নিব ।।১।।

শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য

একাদশ অধ্যায়ের কথাসার

সূত কহিলেন, শ্রীকৃষ্ণ আনর্ত্ত নামক জনপদে উপস্থিত হইয়া পাঞ্চজন্য শঙ্খ ধ্বনিত করিলে প্রজাগণ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শনার্থ আগমন করিলেন এবং বহুবিধ স্তুতিদ্বারা আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ঐ সকল পৌরজনের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া সুরক্ষিত ও সুশোভিত দ্বারকাপুরে প্রবেশ করিলেন। দ্বারকাপুরবাসিগণ শ্রীকৃষ্ণকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য বহুবিধ সজ্জার সহিত অগ্রসর হইলে শ্রীকৃষ্ণ আচণ্ডাল সকলকেই যথোচিত সম্ভাষণাদি করিলেন। অপরূপরূপশালী শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া কুলকামিনীগণের নয়নানন্দ বর্দ্ধিত হইল। তিনি পিতামাতাদি গুরুবর্গের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া স্বীয় ভবনে প্রবেশ করিলে বিরহকাতরা ষোড়শসহস্র মহিষীগণ বিরহ আসন হইতে উত্থিত হইয়া প্রথমে মনে মনে, পরে পুত্রাদির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিলেন। যোগমায়া সহ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ঐ সকল মহিষীগণের সহিত নানাবিধ লীলাবিলাস করিতে লাগিলেন। লীলাবিলাস অপ্রাকৃত, সুতরাং হেয়ধর্ম্মপরিবর্জ্জিত। যে সকল ললনাগণের কটাক্ষ কামারি মহাদেবকেও বিমোহিত করে তাহা নির্ব্বিকার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে ক্ষুব্ধ করিতে সমর্থ নহে। প্রাকৃত মনুষ্য নিজ দৃষ্টান্ত দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র অনুমান করে। উহা তাহাদের মূর্খতার পরিচয় মাত্র। কারণ ইহাই ঈশ্বরের ঈশিতা যে তিনি প্রাকৃত জগতে আসিয়াও প্রকৃতির গুণে লিপ্ত বা অভিভূত হন না। মানবের বুদ্ধি যখন ভগবদাশ্রয়া হয় তখন তিনি অধোক্ষজ জ্ঞানে উহার মর্ম্ম বুঝিতে পারেন।

অন্বয়ঃ—সূত উবাচ। সঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) স্বৃদ্ধান্ (সমৃদ্ধান্) স্বকান্ (নিজান্) আনর্ত্তান্ (দ্বারকাখ্যান্) জনপদান্ (দেশান্) উপব্রজ্য (তেষাং সমীপং প্রাপ্য) তেষাং (আত্মীয়ানাং) বিষাদং (দুঃখং) শময়ন্ (তিরস্কুর্ব্বন্) ইব দরবরং (পাঞ্চজন্যং শঙ্খং) দধ্মৌ (বাদিতবান্) ।। ১ ।।

অনুবাদ—সূত কহিলেন, অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় সমৃদ্ধিশালী আনর্ত্তনামক দ্বারকাদেশে উপস্থিত হইয়া সেই দেশবাসীর দুঃখ দূর করিয়াই যেন স্বীয় পাঞ্চজন্য নামক শঙ্খশ্রেষ্ঠ বাদন করিলেন ।। ১ ।।

বিশ্বনাথ—

একাদশে স্তুতঃ কৃষ্ণঃ আনর্ত্তৈঃ স পুরং গতঃ।
বন্ধুভির্ম্মিলিতঃ কান্তা অধিনোদিতি বর্ণ্যতে ।।

দরবরং পাঞ্চজন্যং শঙ্খং ইবেতি সাক্ষাদ্দর্শনং বিনা সম্যগ্বিষাদস্য শান্ত্যনুৎপত্তেঃ ।। ১ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই একাদশ অধ্যায়ে আনর্ত্তদেশবাসিগণের দ্বারা স্তুত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজপুরী

দ্বারকায় গমনপূর্ব্বক বন্ধুজনের সহিত মিলিত হইয়া, পরে কান্তাগণের রতিবর্দ্ধন করিলেন ॥

'দরবর'—অর্থাৎ শব্দকারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পাঞ্চজন্য শঙ্খ। 'শময়ন্নিব'—বিষাদের উপশম করিতে করিতেই যেন। এখানে 'ইব'—যেন, ইহার দ্বারা সাক্ষাৎ দর্শন ব্যতিরেকে বিষাদের সম্যক্রূপে উপশম সম্ভব নয় —ইহা বুঝাইলেন ॥ ১ ॥

স উচ্চকাশে ধবলোদরো দরোঽ-
প্যুরুক্রমস্যাধরশোণশোণিমা।
দাধ্মায়মানঃ করকঞ্জসংপুটে
যথাব্জষণ্ডে কলহংস উৎস্বনঃ ॥২॥

অন্বয়ঃ—অব্জষণ্ডে (রক্তকমলসমূহে স্থিতঃ) উৎস্বনঃ (উচ্চশব্দঃ) কলহংসঃ (রাজহংসঃ) যথা (যদ্বৎ তথা) উরুক্রমস্য করকঞ্জসংপুটে (শ্রীকৃষ্ণস্য করকমলয়োঃ সম্পুটে মধ্যে বর্ত্তমানঃ) দাধ্মায়মানঃ (আপূর্য্যমাণঃ) ধবলোদরঃ (ধবলং শুভ্রং উদরং যস্য সঃ) অধরশোণ-শোণিমা (উরুক্রমকৃষ্ণস্য অধরস্য যঃ শোণগুণঃ তেন শোণিমা রাগ যস্য সঃ) অপি স দরঃ (শঙ্খঃ) উচ্চকাশে (অতিশয়েন শুশুভে) ॥২॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের শ্রীকরকমল সম্পুট মধ্যে ধ্বনিত সেই শঙ্খরাজের অভ্যন্তর শুভ্রবর্ণ হইলেও শ্রীকৃষ্ণের অধরের লোহিতরাগ রঞ্জিত হওয়ায় রক্ত-পদ্মসমূহে বিচরণশীল উচ্চরবকারী রাজহংসের ন্যায় অতিশয় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—স দরঃ শঙ্খঃ উচ্চকাশে শোভতে স্ম অধরস্য গুণেন শোণিমা যস্য সঃ দাধ্মায়মানঃ অতিশয়েন বাদ্যমানঃ। অব্জষণ্ডে কমলসমূহে ইতি চতুর্ভিঃ করৈর্ধৃতত্বাৎ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই পাঞ্চজন্য শঙ্খ শোভিত হইতে লাগিল। 'অধরশোণ-শোণিমা'—অর্থাৎ সেই শ্রেষ্ঠ পাঞ্চজন্য শঙ্খের অভ্যন্তর শ্বেতবর্ণ হইলেও শ্রীকৃষ্ণের অধরের গুণের দ্বারা আরক্তিম হইয়াছে যাহা, সেই শঙ্খ দাধ্মায়মান অর্থাৎ অতিশয়রূপে বাদ্যমান হইয়া। অব্জষণ্ডে—রক্তবর্ণ কমলসমূহে স্থিত শুভ্র রাজহংসের মত ঐ শঙ্খ, শ্রীকৃষ্ণের চতুর্বাহুর দ্বারা ধৃত হওয়ায় ঐরূপ দেখাইতেছে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের করকমল স্বাভাবিক আরক্তিম থাকায় ঐরূপ বলা হইয়াছে ॥ ২ ॥

তমুপশ্রুত্য নিনদং জগদ্ভয়ভয়াবহম্।
প্রত্যুদ্যযুঃ প্রজাঃ সর্ব্বা ভর্ত্তৃদর্শনলালসাঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—জগদ্ভয়ভয়াবহং (জগতঃ যস্মাৎ ভয়ং তস্য ভয়াবহং নাশকমিত্যর্থঃ) তং নিনদং (ধ্বনিং) উপশ্রুত্য (শ্রুত্বা) সর্ব্বাঃপ্রজাঃ ভর্ত্তৃদর্শনলালসাঃ (ভর্ত্তুর্দর্শনে লালসা ঔৎসুক্যং যাসাং তাঃ সত্যঃ) প্রত্যুদ্যযুঃ (প্রত্যুদ্গমনং চক্রুঃ) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—সংসারভয়বিনাশক সেই পাঞ্চজন্য শঙ্খের ধ্বনি শ্রবণ করিয়া সেই দেশবাসী প্রজাগণ সকলেই নিজেদের প্রভু-দর্শনৌৎসুক হইয়া প্রত্যুদ্গমন করিল ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—জগতো যদ্ভয়ং তস্য ভয়মাবহতি তম্ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—জগতের যে ভয়, তাহারও ভীতি উৎপাদনকারী যিনি, সেই শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রজাগণ প্রত্যুদ্গমন করিলেন ॥ ৩ ॥

তত্রোপনীতবলয়ো রবের্দীপমিবাদৃতাঃ।
আত্মারামং পূর্ণকামং নিজলাভেন নিত্যদা।
প্রীত্যুৎফুল্লমুখাঃ প্রোচুর্হর্ষগদ্গদয়া গিরা।
পিতরং সর্ব্বসুহৃদমবিতারমিবার্ভকাঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—রবেঃ দীপমিব (সূর্য্যাম প্রদীপদানমিব) তত্র (তস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণে) আদৃতাঃ (সমাদরেণ যুক্তাঃ) উপনীতবলয়ঃ (উপনীতাঃ সমর্পিতা বলয় উপায়নানি যাভিঃ তাঃ) প্রীত্যুৎফুল্লমুখাঃ (আনন্দ-দীপ্তবদনাঃ প্রজাঃ) নিজলাভেন (পরমানন্দনিজস্বরূপ-লাভেনৈব) নিত্যদা (সর্ব্বদা) পূর্ণকামং (অতএব) আত্মারামং সর্ব্বসুহৃদং অবিতারং (সর্ব্বেষাং সুহৃত্ত্বেন এব ন তু কালেন রক্ষকঃ শ্রীকৃষ্ণং) অর্ভকাঃ (শিশবঃ) পিতরং ইব হর্ষগদ্গদয়া গিরা (বাচা) প্রোচুঃ (কথয়ামাসুঃ) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—অতঃপর সেই প্রজাবর্গ সূর্য্যকে প্রদীপ দানের ন্যায় সেই শ্রীকৃষ্ণের নিকট পরমাদরপূর্ব্বক

উপায়নসমূহ সমর্পণ করিয়া সর্ব্বদা পরমানন্দরূপ নিজস্বরূপানন্দপ্রাপ্তিতেই বাসনাতৃপ্ত এবং স্বেচ্ছাবিচরণশীল সর্ব্বজীববন্ধু এবং রক্ষক শ্রীকৃষ্ণকে প্রীতিপ্রসন্ন বদনে আনন্দ গদ্‌গদ বাক্যে শিশুগণ যেমন পিতাকে আদর করে তদ্রূপ বলিতে লাগিল ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ— উপনীতাঃ সমর্পিতা বলয় উপায়নানি যাভিস্তথাভূতাঃ সত্যঃ নিরপেক্ষেঽপি তস্মিন্নাদরেণ সমর্পণে দৃষ্টান্তঃ রবের্দীপমিবেতি রবৌ দীপমুপনীয় রবিপূজিকা ইবেত্যর্থঃ। পিতরমর্ভকা ইব তং অবিতারং রক্ষিতারমূচুঃ। উপায়নানপেক্ষত্বমাহ আত্মারামমিতি ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ— উপনীতবলয়ঃ' — অর্থাৎ সমর্পিত হইয়াছে উপায়নসমূহ যাহাদের দ্বারা, সেইরূপ প্রজাগণ। শ্রীকৃষ্ণের কোন অপেক্ষা না থাকিলেও, তাঁহাতে আদরপূর্ব্বক সমর্পণের দৃষ্টান্ত— 'রবের্দীপমিব'—দীপের দ্বারা যেরূপ সূর্য্যের পূজা করা হয়, অর্থাৎ সূর্য্যের দীপালোকের কোন আবশ্যকতা না থাকিলেও যেমন দীপ-দ্বারা সাদরে জনগণ পূজা করে, সেইরূপ—এই অর্থ। শিশুগণ যেমন বিদেশাগত পিতার নিকট আবদার করে, সেইরূপ প্রজাগণ তাহাদের রক্ষক শ্রীকৃষ্ণকে সাদরে বলিলেন। উপহারাদি প্রদানের অনপেক্ষতার কারণ শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম, নিজলাভে সর্ব্বদাই পরিপূর্ণ ॥ ৪ ॥

নতাঃ স্ম তে নাথ সদাঙ্ঘ্রিপঙ্কজং
বিরিঞ্চিবৈরিঞ্চ্যসুরেন্দ্রবন্দিতম্।
পরায়ণং ক্ষেমমিহেচ্ছতাং পরং
ন যত্র কালঃ প্রভবেৎ পরঃ প্রভুঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নাথ, ইহ (সংসারে) পরং ক্ষেমং (চরমং কল্যাণং) ইচ্ছতাং (লব্ধকামানাং) পরায়ণং (পরমং শরণং) বিরিঞ্চবৈরিঞ্চ্যসুরেন্দ্রবন্দিতং (বিরিঞ্চঃ ব্রহ্মা বৈরিঞ্চ্যাঃ সনকাদয়ঃ সুরেন্দ্রঃ ইন্দ্রঃ তৈঃ বন্দিতং সেবিতং) পরঃপ্রভুঃ (পরেষাং ব্রহ্মাদীনাং প্রভুরপি) কালঃ যত্র ন প্রভবেৎ (প্রভুর্ন ভবেৎ তৎ) তে (তব) অঙ্ঘ্রিপঙ্কজং (পাদপদ্মং) সদা নিত্যকালং নতাঃ স্ম (প্রণতাঃ ভবামঃ) ॥৫॥

অনুবাদ—হে প্রভো, যে পাদপদ্মের উপর শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মাদিরও কর্ত্তা কাল পর্য্যন্ত প্রভুত্ব করিতে সমর্থ হয় না এই সংসারে চরম কল্যাণাভিলাষিগণের পরমশরণ ব্রহ্মা, তৎপুত্র সনকাদি ঋষিগণ ও দেবরাজ ইন্দ্রাদি দেবতাকর্ত্তৃক পূজিত তোমার সেই পাদপদ্মকে সর্ব্বদা প্রণাম করিতেছি ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—বৈরিঞ্চ্যাঃ সনকাদয়ঃ। পরং পরায়ণং পরমাশ্রয়ং যত্র অঙ্ঘ্রিপঙ্কজে পরেষাং ব্রহ্মাদীনাং প্রভুরপি কালো ন প্রভবেৎ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ— 'বৈরিঞ্চ্যাঃ'—সনক প্রভৃতি মুনিগণ। 'পরং পরায়ণং'—অর্থাৎ পরম আশ্রয় যে তোমার চরণকমলে ব্রহ্মাদির উপর প্রভাব-বিস্তারকারী কালও কোন প্রভুত্ব করিতে সমর্থ হয় না ॥ ৫ ॥

ভবায় নস্ত্বং ভব বিশ্বভাবন
ত্বমেব মাতাথ সুহৃৎ পতিঃ পিতা।
ত্বং সদ্‌গুরুর্নঃ পরমঞ্চ দৈবতং
যস্যানুবৃত্ত্যা কৃতিনো বভূবিম ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) বিশ্বভাবন্! (জগৎপালক) ত্বং নঃ (অস্মাকং) ভবায় (উদ্ভবায়) ভব ত্বমেব নঃ (অস্মাকং) মাতা অথ সুহৃৎ পতিঃ পিতা সদ্‌গুরুঃ ত্বং পরমঞ্চ দৈবতং (দেবতা) যস্য (তব) অনুবৃত্ত্যা (অনুগমনেন) কৃতিনঃ (কৃতার্থাঃ) বভূবিম (বয়ং জাতাঃ) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—অতএব হে জগৎপালক হরি, আপনি আমাদের মঙ্গল করুন্, আপনিই আমাদের মাতা, পিতা, বন্ধু ও স্বামী, আপনি আমাদের সদ্‌গুরু এবং পরমদেবতা আপনার অনুগমনে আমরা কৃতার্থ হইয়াছি ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ— ভবায় ক্ষেমায় ভব। ক্ষেমে চ সংসার ইতি মেদিনী ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভবায়'—মঙ্গলের নিমিত্ত হও। অথবা ভব শব্দের অর্থ উদ্ভব, মেদিনী অভিধানে উক্ত হইয়াছে—ভব, ক্ষেম প্রভৃতি শব্দের সংসার অর্থ ॥ ৬ ॥

অহো সনাথা ভবতা স্ম যদ্বয়ং
ত্রৈপিষ্টপানামপি দূরদর্শনম্ ।
প্রেমস্মিতস্নিগ্ধনিরীক্ষণাননং
পশ্যেম রূপং তব সর্ব্বসৌভগম্ ॥৭॥

অন্বয়ঃ—অহো ভবতা বয়ং সনাথাঃ স্ম। যৎ (যতঃ) ত্রৈপিষ্টপানাং (দেবানামপি) দূরদর্শনং (দূরে দুর্ল্লভং দর্শনং যস্য তৎ) প্রেমস্মিতস্নিগ্ধ-নিরীক্ষণাননং (প্রেম্না যদ্ ঈশদ্ধাস্যং তদ্‌যুক্তং স্নিগ্ধং নিরীক্ষণং যস্মিন্ তদ্ আননং যস্মিন্ তৎ) সর্ব্ব-সৌভগং (সর্ব্বং সর্ব্বেষু বা অঙ্গেষু সৌভগং যস্মিন্ তৎ) তব রূপং পশ্যেম (দ্রষ্টুং শক্নুমঃ) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—আহা! আপনার কৃপায় অনাথ আমরা সনাথ হইয়াছি। যেহেতু স্বর্গবাসী দেবগণেরও দুর্ল্লভ-দর্শন, প্রেমভরে ঈষৎ হাস্যযুক্ত সুন্দরলোচনবিশিষ্ট-বদনমণ্ডলপরিশোভিত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আপনার এই রূপ আমরা দর্শন করিতে পাইতেছি ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—ত্রৈপিষ্টপানাং দেবানাম্ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ত্রৈপিষ্টানাং'—স্বর্গবাসী দেবগণের ॥ ৭ ॥

যর্হ্যম্বুজাক্ষাপসসার ভো ভবান্
কুরূন্ মধূন্ বাথ সুহৃদ্দিদৃক্ষয়া ।
তত্রাব্দকোটিপ্রতিমঃ ক্ষণো ভবেদ্-
রবিং বিনাক্ষ্ণোরিব নস্তবাচ্যুত ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—ভো (হে) অম্বুজাক্ষ! (কমলনয়নঃ!) যর্হি (যদা) ভবান্ সুহৃদ্দিদৃক্ষয়া (বন্ধুজনান্ দ্রষ্টুং) কুরূন্ (হস্তিনাপুরং) অথবা মধূন্ (মথুরাং) অপসসার (গতবান্) (হে) অচ্যুত! তত্র (তদা) রবিং বিনা (আন্ধ্যাৎ) অক্ষ্ণোঃ ইব (যথা তথা) তব নঃ (ত্বদীয়ানামস্মাকমপি) ক্ষণঃ (একোঽপি) অব্দ-কোটিপ্রতিমঃ (কোটিবর্ষতুল্যঃ সুদীর্ঘঃ প্রতীতঃ) ভবেৎ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—হে পদ্মপলাশলোচন হরি, যখন আপনি বন্ধুগণের দর্শনেচ্ছায় আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া হস্তিনাপুর এবং মথুরাতে গমন করেন, হে অচ্যুত হরি, আপনার বিরহে আপনার আশ্রিত আমাদের সূর্য্য বিনা চক্ষুর অন্ধতাপ্রাপ্তির ন্যায় ক্ষণকালও কোটী বৎসরের ন্যায় বোধ হয় ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—ভো অম্বুজাক্ষ নো ভবানিতি পাঠে নোঽস্মাননাদৃত্য কুরূন্ হস্তিনাপুরং মধূন্ মথুরামণ্ডলং নন্দব্রজমিত্যর্থঃ। ন তু মথুরাপুরীং তদানীং তস্যাং সুহৃদামভাবাৎ। তত্র যোগপ্রভাবেন নীত্বা সর্ব্বজনং হরিরিত্যত্র সর্ব্বশব্দাৎ। তেন আয়াস্যে ইতি দৌত্য-কৈরিতি জ্ঞাতীন্ বো দ্রষ্টুমেষ্যাম ইত্যাদি যদ্ভগবতা উক্তং ব্রজং প্রত্যাগমনং তৎ পাদ্মাদিষু পুরাণেষু স্পষ্টং সদপি শ্রীভাগবতে ত্বস্মিন্নত্রৈব জ্ঞাপিতং। তদা নস্তব ত্বদীয়ানামস্মাকম্ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভো অম্বুজাক্ষ'—হে পদ্ম-লোচন। 'নো ভবান্'—এই পাঠে 'নোঽস্মান্'—আমাদিগকে অনাদর করিয়া হস্তিনাপুর, 'মধূন্' বলিতে মথুরামণ্ডল, নন্দব্রজ—এই অর্থ। যদি বলেন—দেখুন, তৎকালে মথুরাপুরীতে তাঁহার সুহৃদ্‌গণের অভাবই ছিল, কারণ—"হরি যোগপ্রভাবের দ্বারা মথুরার সকল জনকেই দ্বারকায় আনয়ন করিয়া"—ইত্যাদি উক্ত হওয়ায়, সর্ব্ব-শব্দের দ্বারা তাঁহার বন্ধু-গণকেও বুঝায়। তাহার উত্তরে বলিতেছেন—"দূত-মুখে আমি শীঘ্রই আসিতেছি" এবং কংসবধের পর নন্দাদি ব্রজজনকে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"এখানের আত্মীয়জনের প্রীতিবিধান করিয়া স্বজন আপনাদের দর্শনের জন্য সত্বরই আসিব"—ইত্যাদি শ্রীভগবানের উক্তির দ্বারা ব্রজে প্রত্যাগমনের যে কথা, তাহা পাদ্মাদি পুরাণে স্পষ্ট বর্ণিত হইলেও এই শ্রীভাগবতে কিন্তু এখানেই জ্ঞাপন করা হইয়াছে। তখন 'নঃ' শব্দের অর্থ—তোমার, ত্বদীয় জন আমাদের ॥ ৮ ॥

মধ্ব—কুরূণাং মধূনাং চ নঃ ॥ ৮ ॥

কথং বয়ং নাথ চিরোষিতে ত্বয়ি
প্রসন্নদৃষ্ট্যাখিলতাপশোষণম্ ।
জীবেম তে সুন্দরহাসশোভিত-
মপশ্যমানা বদনং মনোহরম্ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নাথ, ত্বয়ি চিরোষিতে (বহু-কালং প্রবাসে স্থিতে সতি) প্রসন্নদৃষ্ট্যা (সানন্দাব-লোকনেন) অখিলতাপশোষণং (সকলক্লেশনাশকং) সুন্দরহাসশোভিতং (সুশোভনস্মিতসুন্দরং) মনোহরং

(চিত্তাকর্ষকং) তে (তব) বদনং অপশ্যমানাঃ (দ্রষ্টুমসমর্থাঃ) বয়ং কথং (কেন প্রকারেণ) জীবেম (জীবিতুং শক্নুমঃ) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—হে স্বামিন্, আপনি অনেক দিন প্রবাসে থাকিলে প্রফুল্লদৃষ্টিতে সমস্ত তাপ দূরকারী মনোহর-হাস্যালঙ্কৃত মনোমুগ্ধকর আপনার ঐ মুখমণ্ডল আমরা দর্শন করিতে না পারিয়া কি প্রকারে জীবন ধারণ করিতে পারি ? ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—দৃষ্ট্যা তান্ প্রতি দৃষ্টিক্ষেপেণ ॥৯॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দৃষ্ট্যা'—অর্থাৎ তাহাদের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপণের দ্বারা ॥ ৯ ॥

ইতি চোদীরিতা বাচঃ প্রজানাং ভক্তবৎসলঃ ।
শৃণ্বানোহনুগ্রহং দৃষ্ট্যা বিতন্বন্ প্রাবিশৎ পুরীম্ ॥১০
মধুভোজদশার্হার্হকুকুরান্ধকবৃষ্ণিভিঃ ।
আত্মতুল্যবলৈর্গুপ্তাং নাগৈর্ভোগবতীমিব ॥ ১১ ॥
সর্ব্বর্ত্তুসর্ব্ববিভবপুণ্যবৃক্ষলতাশ্রমৈঃ ।
উদ্যানোপবনারামৈর্বৃতপদ্মাকরশ্রিয়ম্ ॥ ১২ ॥
গোপুরদ্বারমার্গেষু কৃতকৌতুকতোরণাম্ ।
চিত্রধ্বজপতাকাগ্রৈরন্তঃপ্রতিহতাতপাম্ ॥ ১৩ ॥
সম্মার্জ্জিতমহামার্গরথ্যাপণকচত্বরাম্ ।
সিক্তাং গন্ধজলৈরুপ্তাং ফলপুষ্পাক্ষতাঙ্কুরৈঃ ॥১৪॥
দ্বারি দ্বারি গৃহাণাঞ্চ দধ্যক্ষতফলেক্ষুভিঃ ।
অলঙ্কৃতাং পূর্ণকুম্ভৈর্বলিভির্ধূপদীপকৈঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—ভক্তবৎসলঃ (ভক্তপ্রিয়ঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) ইতি চ (এবং বিধাঃ অন্যাঃ চ) উদীরিতাঃ (প্রজাভিঃ নিবেদিতাঃ) বাচঃ (কথাঃ) শৃণ্বানঃ (আকর্ণয়ন্) দৃষ্ট্যা (সাভিনন্দাবলোকনেন) অনুগ্রহং (কৃপাং) বিতন্বন্ (কুর্ব্বন্) পুরং (দ্বারকাং) প্রাবিশৎ (প্রবিবেশ) ॥ ১০ ॥

নাগৈঃ (গুপ্তাং) ভোগবতীং (পাতাল-পুরীং) ইব আত্মতুল্যবলৈঃ (স্বসদৃশপরাক্রান্তৈঃ) মধুভোজ-দশার্হার্হকুকুরান্ধকবৃষ্ণিভিঃ (তৈঃ তৈঃ) গুপ্তাং (রক্ষিতাং পুরং প্রাবিশৎ ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ) ॥১১॥

সর্ব্বর্ত্তুসর্ব্ববিভবপুণ্যবৃক্ষলতাশ্রমৈঃ (সর্ব্বেষু ঋতুষু সর্ব্বে বিভবাঃ পুষ্পাদিসম্পদো যেষাং তে পুণ্য-বৃক্ষাঃ লতাশ্রমাঃ লতামণ্ডপাশ্চ যেষু তৈঃ) উদ্যানোপ-বনারামৈঃ (উদ্যানং ফলপ্রধানং উপবনং পুষ্পপ্রধানং আরামঃ ক্রীড়ার্থং বনং এতৈঃ বনৈঃ) বৃতপদ্মাকর-শ্রিয়ং (তৈঃ বৃতাঃ যে পদ্মাকরাঃ সরাংসি তৈঃ শ্রীঃ শোভা যস্যাং তাং, পুরং প্রাবিশৎ ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ) ॥ ১২ ॥

গোপুরদ্বারমার্গেষু (গোপুরং পুরদ্বারং দ্বারং গৃহ-দ্বারং তস্য তস্য চ মার্গেষু ছিদ্রেষু) কৃতকৌতুকতোর-ণাং (কৃতানি কৌতুকেন উৎসবেন তোরণানি যস্যাং তাং) চিত্রধ্বজপতাকাগ্রৈঃ (বিচিত্রাঃ গরুড়াদি-চিহ্নাঙ্কিতাঃ ধ্বজাঃ জয়প্রদমন্ত্রাঙ্কিতাঃ পতাকাঃ চ তেষাং অগ্রৈঃ) অন্তঃ প্রতিহতাতপাং (অন্তঃ প্রতিহতঃ আতপঃ যস্যাং তাং, পুরং প্রাবিশৎ ইতি পূর্ব্বে-ণান্বয়ঃ) ॥ ১৩ ॥

সম্মার্জ্জিতমহামার্গরথ্যাপণকচত্বরাং (সম্মার্জ্জিতানি নিঃসারিতরজস্কানি মহামার্গাদীনি যস্যাং তাং, মহা-মার্গাঃ রাজপথাঃ রথ্যাঃ ইতর ক্ষুদ্রমার্গাঃ আপণকাঃ পণ্যবীথয়ঃ চত্বরাণি অঙ্গনানি) গন্ধজলৈঃ সিক্তাং ফলপুষ্পাক্ষতাঙ্কুরৈঃ উপ্তাং (অবকীর্ণাং পুরং প্রাবিশৎ ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ) ॥ ১৪ ॥

গৃহাণাং দ্বারি দ্বারি চ দধ্যক্ষতফলেক্ষুভিঃ পূর্ণ-কুম্ভৈঃ (মাঙ্গলিকৈঃ) বলিভিঃ (পূজোপকরণৈঃ) ধূপদীপকৈঃ অলঙ্কৃতাং (পুরং প্রাবিশৎ ইতি পূর্ব্বে-ণান্বয়ঃ) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ প্রজাগণের এবম্বিধ এবং অন্যান্য উচ্চারিত বাক্যসমূহ শ্রবণ করিয়া সহর্ষে দৃষ্টিনিক্ষেপ দ্বারা কৃপা বিস্তার করিতে করিতে অনন্তপ্রমুখ নাগগণকর্ত্তৃক সুরক্ষিত পাতাল-পুরীর ন্যায় নিজের সদৃশ বলশালী মধু, ভোজ, দশার্হ, অর্হ, কুকুর, অন্ধক ও বৃষ্ণিগণকর্ত্তৃক সুরক্ষিত, সকল ঋতুর সর্ব্ববিধ পুষ্পাদি সম্পদে ভূষিত যে সমস্ত পবিত্র বৃক্ষ ও লতামণ্ডপ তৎসমূহে পরিপূর্ণ ফলপ্রধান উদ্যান, পুষ্পপ্রধান উপবন ও কেলিকুঞ্জবনসমূহে পরিবৃত সরোবরসমূহে শোভিত, পুরদ্বার ও গৃহদ্বার পথে উৎসবহেতু যে সকল তোরণ নির্ম্মিত হইয়াছে তাহাতে সজ্জিত বিচিত্র গরুড়াদি চিহ্নাঙ্কিত ধ্বজ ও জয়প্রদমন্ত্রাঙ্কিত পতাকাদির অগ্রভাগসমূহে সূর্য্যকিরণ রুদ্ধ হইয়া যাহার অভ্যন্তরে প্রবেশাসমর্থ তাদৃশ ছায়া-বহুল এবং ধূলিপরিষ্কৃত রাজপথ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অন্যান্য

পথ, পণ্যবীথি এবং অঙ্গনসমূহে শোভিত এবং সুবাসিত বারিতে পরিষিক্ত ফল, ফুল, আতপ তণ্ডুল মঙ্গলসূচক শস্যাদির অঙ্কুরসমূহে অবকীর্ণ, গৃহসমূহের দ্বারে দ্বারে দধি, আতপ তণ্ডুল, ফল ও ইক্ষুসহ জলপূর্ণ কলসসমূহ বিবিধ পূজার দ্রব্যসমূহ এবং ধূপ দীপ প্রভৃতি দ্বারা সুশোভিত দ্বারকাপুরীতে প্রবেশ করিলেন ॥ ১০-১৫ ॥

বিশ্বনাথ—তাং দ্বারকাং বর্ণয়তি পঞ্চভিঃ। সর্ব্বেষু ঋতুষু সর্ব্ববিভবাঃ পুষ্পাদিসম্পদো যেষাং তে পুণ্যরূপা বৃক্ষাশ্চ লতাশ্চ আশ্রমাশ্চ তৈঃ। উদ্যানং ফল-প্রধানং উপবনং পুষ্পপ্রধানং আরামঃ ক্রীড়ার্থং বনং তৈর্বৃতা যে পদ্মাকরাঃ সরাংসি তৈঃ শ্রীঃ শোভা যস্যাং তাম্ ॥ ১২ ॥

গোপুরং পুরদ্বারং দ্বারং গৃহদ্বারং অন্তর্ম্মধ্যে প্রতিহত আতপঃ সূর্য্যজ্বালা যস্যাম্ ॥ ১৩ ॥

মহামার্গা রাজমার্গা রথ্যা ইতরমার্গা আপণকাঃ পণ্যবীথয়ঃ চত্বরাণ্যঙ্গনানি উপ্তাং অবকীর্ণাম্ ॥১৪॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই দ্বারকার বর্ণনা করিতেছেন—পাঁচটি শ্লোকে। সমস্ত ঋতুতে পুষ্পাদি সম্পদ্ রহিয়াছে যে সকল পুণ্যরূপ বৃক্ষসমূহ, লতাসকল ও শ্রমাপনোদক লতামণ্ডপগুলি, তাহাদের দ্বারা এবং ফলপ্রধান উদ্যান, পুষ্পপ্রধান উপবন ও ক্রীড়ার্থ বনসমূহের দ্বারা পরিবৃত হইয়াছে যে পদ্মাকর সরোবরগুলি, তাহাদের দ্বারা যাহাতে শোভা বিস্তৃত হইয়াছে, সেই (দ্বারকাপুরীতে প্রবেশ করিলেন) ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—গোপুর বলিতে পুরদ্বার এবং দ্বার অর্থ গৃহদ্বার। 'অন্তঃ'—অর্থাৎ মধ্যে প্রতিহত হইয়াছে সূর্য্যকিরণ যে দ্বারকাপুরীতে ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মহামার্গ' বলিতে রাজপথ, 'রথ্যা'—অর্থাৎ ক্ষুদ্র পথসমূহ, আপণকাঃ'—পণ্যবীথিসকল এবং 'চত্বর' বলিতে অঙ্গনসকল। 'উপ্তাং' —অর্থাৎ ফল, পুষ্প, অক্ষত ও অঙ্কুর প্রভৃতির দ্বারা অবকীর্ণ পুরীতে প্রবেশ করিলেন ॥ ১৪ ॥

নিশম্য প্রেষ্ঠমায়ান্তং বসুদেবো মহামনাঃ।
অক্রূরশ্চোগ্রসেনশ্চ রামশ্চাদ্ভুতবিক্রমঃ ॥ ১৬ ॥
প্রদ্যুম্নশ্চারুদেষ্ণশ্চ সাম্বো জাম্ববতীসুতঃ।
প্রহর্ষবেগোচ্ছ্বশিতশয়নাসনভোজনাঃ ॥ ১৭ ॥
বারণেন্দ্রং পুরস্কৃত্য ব্রাহ্মণৈঃ সসুমঙ্গলৈঃ।
শঙ্খতূর্য্যনিনাদেন ব্রহ্মঘোষেণ চাদৃতাঃ।
প্রত্যুজ্জগ্মুরথৈর্হৃষ্টাঃ প্রণয়াগতসাধ্বসাঃ ॥ ১৮ ॥
বারমুখ্যাশ্চ শতশো যানৈস্তদ্দর্শনোৎসুকাঃ।
লসৎকুণ্ডলনির্ভাতকপোলবদনশ্রিয়ঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—মহামনাঃ বসুদেবঃ অক্রূরঃ চ উগ্রসেনঃ চ অদ্ভুতবিক্রমঃ (মহাপরাক্রমঃ) রামঃ (বলদেবঃ) চ প্রদ্যুম্নঃ চ চারুদেষ্ণঃ জাম্ববতীসুতঃ সাম্বঃ (সর্ব্বে এতে) প্রহর্ষবেগোচ্ছ্বশিতশয়নাসন-ভোজনাঃ (প্রহর্ষবেগেন উচ্ছ্বশিতানি উল্লঙ্ঘিতানি শয়নাদীনি যৈঃ তে) আদৃতাঃ (সমাদরসহিতাঃ) হৃষ্টাঃ (সানন্দচিত্তাঃ) প্রণয়াগতসাধ্বসাঃ (প্রণয়েন স্নেহেন আগতং সাধ্বসং সম্ভ্রমো যেষাং তে তথাভূতাঃ সন্তঃ) বারণেন্দ্রং (মঙ্গলার্থং গজশ্রেষ্ঠং) পুরস্কৃত্য (পুরতঃ কৃত্বা) সসুমঙ্গলৈঃ (সুমঙ্গলং পুষ্পাদি তদ্‌যুক্তপাণিভিঃ) ব্রাহ্মণৈঃ (সহ) শঙ্খতূর্য্যনিনাদেন (সহ) ব্রহ্মঘোষেণ (মন্ত্রপাঠেন সহ) চ রথৈঃ (রথস্থাঃ সন্তঃ) প্রত্যুজ্জগ্মুঃ (শ্রীকৃষ্ণানয়নায় অগ্রতঃ গতাঃ তথা) তদ্দর্শনোৎসুকাঃ (শ্রীকৃষ্ণং দ্রষ্টুমাগ্রহান্বিতাঃ) লসৎকুণ্ডলনির্ভাতকপোলবদনশ্রিয়ঃ (লসদ্ভিঃ দীপ্তিমদ্ভিঃ কুণ্ডলৈঃ নির্ভাতানি শোভিতানি যানি কপোলানি তৈর্বদনেষু শ্রীঃ শোভা যাসাং তাঃ) শতশঃ (বহুসংখ্যকাঃ) বারমুখ্যাঃ (নর্ত্তক্যঃ বেশ্যাঃ) যানৈঃ (রথাদিভিঃ) প্রত্যুজ্জগ্মুঃ ॥ ১৬-১৯ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় আসিতেছেন শ্রবণ করিয়া মহাত্মা বসুদেব, অক্রূর, উগ্রসেন, অদ্ভুতবলশালী বলদেব, প্রদ্যুম্ন, চারুদেষ্ণ ও জাম্ববতীনন্দন সাম্ব সকলেই আনন্দাতিশয্যে শয়ন, উপবেশন ও ভোজন পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের আগমনে আদরান্বিত, হর্ষপূর্ণ ও প্রণয়বশতঃ সম্ভ্রমযুক্ত হইয়া সুমঙ্গলার্থ রাজহস্তী অগ্রে করিয়া পুষ্পাদিমাঙ্গলিকদ্রব্যসংযুক্ত বিপ্রগণের সহিত রথে আরোহণপূর্ব্বক শঙ্খ-তূর্য্যধ্বনি ও মন্ত্রপাঠ করিতে করিতে প্রত্যুদ্গমন করিলেন। উজ্জ্বল কুন্তলের দ্বারা গণ্ডস্থল প্রভান্বিত হওয়াতে যাহাদের মুখশোভা বর্দ্ধিত হইয়াছে সেইরূপ রূপবতী শত শত নর্ত্তকীবেশ্যাগণ সেই

শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া যানসমূহে আরোহণপূর্ব্বক প্রত্যুদ্গমন করিল ॥ ১৬-১৯ ॥

বিশ্বনাথ—প্রেষ্ঠমায়ান্তং নিশম্যেতি বন্দিপর্য্যন্তমনুবর্ত্তনীয়ং অতঃ প্রেষ্ঠপদং কৃচ্চিদ্যোগার্থেন কৃচন রূঢ্যা চ সঙ্গমনীয়ম্ ॥ ১৬ ॥

প্রহর্ষবেগেন উচ্ছ্বশিতানি উল্লংঘিতানি যৈঃ শশপ্লুতগতৌ ॥ ১৭ ॥

সাধ্বসং সম্ভ্রমঃ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রেষ্ঠম্ আয়ান্তং নিশম্য'—প্রিয়তম আসিতেছেন ইহা শ্রবণ করিয়া—ইহার পরবর্ত্তী শ্লোকের বন্দিগণ পর্য্যন্ত অনুবর্ত্তন হইবে অর্থাৎ বন্দিগণও শ্রবণ করিয়া এই অর্থ। অতএব 'প্রেষ্ঠ', অর্থাৎ প্রিয়তম—এই পদের কোথায়ও যৌগিক অর্থ এবং কোথায়ও রূঢ়ি অর্থ সঙ্গত হইবে ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রহর্ষবেগোচ্ছ্বশিত'—ইত্যাদি, অত্যন্ত আনন্দের আবেগে উচ্ছ্বশিত অর্থাৎ উল্লঙ্ঘিত, দ্রুত পরিত্যক্ত হইয়াছে শয়ন, আসন, ভোজনাদি যাঁহাদের কর্ত্তৃক, তাঁহারা। 'উচ্ছ্বশিত'—ইহা প্লুতগতি অর্থাৎ দ্রুত গতি অর্থে উৎপূর্ব্বক 'শশ' ধাতুর ক্ত-প্রত্যয়-নিষ্পন্ন পদ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সাধ্বস'—বলিতে সম্ভ্রম ॥ ১৮ ॥

নটনর্ত্তকগন্ধর্ব্বাঃ সূতমাগধবন্দিনঃ ।
গায়ন্তি চোত্তমঃশ্লোকচরিতান্যদ্ভুতানি চ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—নটনর্ত্তকগন্ধর্ব্বাঃ (নটাঃ নবরসাভিনয়চতুরাঃ নর্ত্তকাঃ তালাদ্যনুসারেণ নৃত্যন্তঃ গন্ধর্ব্বাঃ গায়কাঃ) সূতমাগধবন্দিনঃ (সূতাঃ পৌরাণিকাঃ প্রোক্তা মাগধা বংশশংসকাঃ, বন্দিনস্তুমলপ্রজ্ঞাঃ প্রস্তাবসদৃশোক্তয়ঃ) চ অদ্ভুতানি উত্তমঃশ্লোকচরিতানি (শ্রীকৃষ্ণস্য ভক্তবাৎসল্যাদীনি লীলাবৃত্তান্তানি) গায়ন্তি চ ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—রসাভিনয়ন-চতুর নটগণ, তালে তালে নর্ত্তকগণ, রাগরাগিণীযুক্ত গায়কগণ, পৌরাণিকগণ, বংশীবাদকগণ সুধীস্তাবকগণ প্রত্যুদ্গমন করিলেন এবং বিস্ময়কর প্রিয়শ্রবা শ্রীকৃষ্ণের ভক্তবাৎসল্যাদিচরিত্র কথাসমূহ গান করিতে লাগিলেন ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—নটা রসাভিনয়চতুরাঃ। নর্ত্তকাঃ সংগীতোক্তবিবিধতালোদ্ঘাটনেন নৃত্যন্তঃ। গন্ধর্ব্বাঃ গায়কাঃ। সূতাঃ পৌরাণিকাঃ প্রোক্তা মাগধা বংশশংসকাঃ। বন্দিনস্তুমলপ্রজ্ঞাঃ প্রস্তাবসদৃশোক্তয়ঃ ॥২০

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নট-নর্ত্তক-গন্ধর্বাঃ'—নট বলিতে যাহারা রসাভিনয়ে চতুর। নর্ত্তক—অর্থাৎ সংগীতে উক্ত বিবিধ তালের উদ্ঘাটনের দ্বারা নৃত্যকারিগণ। গন্ধর্ব—বলিতে গায়কগণ। সূত—বলিতে যাহারা পুরাণ-বক্তা। বংশাবলির কথকগণকে মাগধ বলে। বন্দিনঃ—বলিতে যাহারা নির্ম্মল জ্ঞানসম্পন্ন এবং প্রকরণ অনুসারে যাহাদের উক্তি ॥ ২০ ॥

ভগবাংস্তত্র বন্ধূনাং পৌরাণামনুবর্ত্তিনাম্ ।
যথাবিধ্যুপসংগম্য সর্ব্বেষাং মানমাদধে ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) তত্র (তদা) যথাবিধি উপসংগম্য (তৈঃ সহ যথোচিতং তৈস্তথা সমাগমং কৃত্বা) সর্ব্বেষাং বন্ধূনাং অনুবর্ত্তিনাং (প্রত্যুদ্গচ্ছতামিতি যাবৎ) পৌরাণাং (দ্বারকাবাসিনাং) মানং আদধে (কৃতবান্) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া প্রত্যুদ্গমনকারী সুহৃৎ পুরবাসিগণের যথোচিত সম্মান করিলেন ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—যথাবিধি যথোচিতম্ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যথাবিধি বলিতে যথোচিত ॥ ২১ ॥

প্রহ্বাভিবাদনাশ্লেষকরস্পর্শস্মিতেক্ষণৈঃ ।
আশ্বাস্য চাশ্বপাকেভ্যো বরৈশ্চাভিমতৈর্বিভুঃ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—প্রহ্বাভিবাদনাশ্লেষকরস্পর্শস্মিতেক্ষণৈঃ (প্রহ্বং প্রহ্বত্বং শিরসা নতিং অভিবাদনং বাচা নতিঃ আশ্লেষঃ আলিঙ্গনং করস্পর্শঃ স্মিতেক্ষণং সহাস্যমবলোকনং চ এতৈঃ) আশ্বাস্য (অভয়ং দত্বা) বিভুঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) আশ্বপাকেভ্যঃ (শ্বপাকাদীনপি অভিব্যাপ্য) বরৈঃ (অভীষ্টদানৈঃ মানং কৃতবান্ ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কাহাকেও মস্তক অবনত করিয়া নমস্কার, কাহাকেও বাক্যদ্বারা বন্দনা, কাহাকেও আলিঙ্গন, কাহাকেও হস্তদ্বারা স্পর্শ, কাহাকেও ঈষদ্ধাস্য সহকারে দর্শনদানে এবং কাহাকেও বা অভীষ্ট বর প্রদানে অভয় প্রদান করিয়া, আচণ্ডাল সকলকেই যথোচিত সম্মান করিলেন ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—তদেবাহ প্রহ্বত্বং শিরসা নতিঃ। পিত্রাদিষু গর্গাদিষু চ অভিবাদনং বাচা নতিঃ যদুবংশেষু স্থবিরেষু আশ্বপাকেভ্যঃ শ্বপাকপর্য্যন্তানপি জনানাশ্বাস্যাভয়ং দত্ত্বা বরৈরভীষ্টদানৈশ্চ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই যথোচিত বলিতে বলিতেছেন—'প্রহ্বত্ব'—অর্থাৎ মস্তকের দ্বারা প্রণাম, ইহা পিত্রাদি ও গর্গাচার্য্য প্রভৃতিতে। অভিবাদন—বলিতে বাক্যের সহিত নমস্কার, ইহা যদুবংশীয় বৃদ্ধগণের প্রতি। 'আ-শ্বপাকেভ্যঃ'—শ্বপাক বলিতে কুক্কুরভোজী চণ্ডাল জাতি পর্য্যন্ত সমস্ত জনগণকে অভয় প্রদানপূর্ব্বক অভীষ্ট বর-দানের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ যথোচিত সম্মান করিলেন ॥ ২২ ॥

স্বয়ঞ্চ গুরুভির্বিপ্রৈঃ সদারৈঃ স্থবিরৈরপি।
আশীর্ভির্যুজ্যমানোঽন্যৈর্বন্দিভিশ্চাবিশৎ পুরীম্ ॥২৩॥

অন্বয়ঃ—স্বয়ং চ (অপি) সদারৈঃ (সস্ত্রীকৈঃ) স্থবিরৈঃ (বৃদ্ধৈঃ) গুরুভিঃ (পিতৃব্যাদিগুরুজনৈঃ) বিপ্রৈঃ অন্যৈশ্চ বন্দিভিঃ (স্তাবকৈঃ) আশীর্ভিঃ (আশীর্ব্বচনৈঃ) যুজ্যমানঃ (যুক্তঃ সন্) পুরীং (নগরীং) প্রাবিশৎ ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—এবং স্বয়ং সপত্নীক বৃদ্ধ গুরুজনগণ, ব্রাহ্মণগণ, বন্দিগণ ও অন্যান্য ব্যক্তিগণকর্ত্তৃক আশীর্ব্বাদযুক্ত হইয়া দ্বারকাপুরীতে গমন করিলেন ॥২৩॥

বিশ্বনাথ—গুরুভিঃ পিতামহাদিভিঃ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—গুরুভিঃ—গুরুগণ বলিতে পিতামহ প্রভৃতি কর্ত্তৃক (আশীর্ব্বচনের দ্বারা যুক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ নগরীতে প্রবেশ করিলেন) ॥ ২৩ ॥

রাজমার্গং গতে কৃষ্ণে দ্বারকায়াঃ কুলস্ত্রিয়ঃ।
হর্ম্ম্যাণ্যারুরুহুর্বিপ্রাস্তদীক্ষণমহোৎসবাঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) বিপ্রাঃ! (শৌনকাদয়ঃ), কৃষ্ণে রাজমার্গং গতে (প্রাপ্তে সতি) তদীক্ষণমহোৎসবাঃ (তস্য ঈক্ষণৈঃ মহানুৎসবো যাসাং তাঃ) দ্বারকায়াঃ কুলস্ত্রিয়ঃ হর্ম্ম্যাণি (প্রাসাদান্) আরুরুহুঃ (আরূঢ়বত্যঃ) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—হে বিপ্রগণ, শ্রীকৃষ্ণ রাজপথে উপস্থিত হইলে তদ্দর্শনানন্দমত্ত দ্বারকায় কুলমহিলাগণ প্রাসাদসমূহে আরোহণ করিলেন ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—হে বিপ্রাঃ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হে বিপ্রাঃ—হে ব্রাহ্মণগণ, ইহা সম্বোধনে ॥ ২৪ ॥

নিত্যং নিরীক্ষমাণানাং যদপি দ্বারকৌকসাম্।
নৈব তৃপ্যন্তি হি দৃশঃ শ্রিয়ো ধামাঙ্গমচ্যুতম্ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—যৎ (যস্মাৎ) নিত্যং (সদা) শ্রিয়ঃ (শোভায়াঃ) ধামাঙ্গং (ধাম স্থানং অঙ্গং যস্য তং) অচ্যুতং (শ্রীকৃষ্ণং) নিরীক্ষমাণানাং (অবলোকয়তাং) অপি দ্বারকৌকসাং (দ্বারকাবাসিনাং) দৃশঃ (অক্ষীণি) নৈব তৃপ্যন্তি হি (অতঃ আরুরুহুঃ) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—কেন না, নিখিল শোভার আধারস্বরূপ অঙ্গাদিবিশিষ্ট পরম সুন্দর শ্রীহরিকে সর্ব্বদা দর্শন করিয়াও দ্বারকাবাসিগণের চক্ষু তৃপ্তিলাভ করে না ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—যদ্যস্মান্নিত্যং নিরীক্ষমাণানামপি দৃশো নৈব তৃপ্যন্তি অতঃ আরুরুহুঃ। অচ্যুতং কীদৃশং শ্রিয়ঃশোভায়া ধাম স্থানমঙ্গং যস্য তম্ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যদ্'—যেহেতু নিত্য দর্শন করিলেও যাঁহাদের নয়ন-সমূহ তৃপ্তিলাভ করে নাই, অতএব অচ্যুতের দর্শনের নিমিত্ত সেই কুল রমণীগণ অট্টালিকার উপরে আরোহণ করিলেন। অচ্যুত কিরূপ? 'শ্রিয়ঃ ধামাঙ্গং'—অর্থাৎ যাঁহার শ্রীঅঙ্গ সমস্ত শোভার একমাত্র স্থান, সেই অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণকে ॥ ২৫ ॥

শ্রিয়ো নিবাসো যস্যোরঃ পানপাত্রং মুখং দৃশাম্ ।
বাহবো লোকপালানাং সারঙ্গাণাং পদাম্বুজম্ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—যস্য (অচ্যুতস্য ইতিপূর্ব্বেণান্বয়ঃ) উরঃ (বক্ষঃ) শ্রিয়ঃ (লক্ষ্ম্যাঃ) নিবাসঃ, (যস্য) মুখং দৃশাং (সর্ব্বপ্রাণিনাং চক্ষুষাং) পানপাত্রং (সৌন্দর্য্যামৃতপানায় পাত্রং), বাহবঃ (যস্য ভুজাঃ) লোকপালানাং (নিবাসঃ ইতি শেষঃ) পদাম্বুজং (যস্য পাদপদ্মং) সারঙ্গাণাং (সারং গায়ন্তি যে তেষাং ভক্তানাং নিবাসঃ) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—সেই শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থল লক্ষ্মীদেবীর বিলাসস্থান, মুখচন্দ্র সকল প্রাণিচক্ষুর সৌন্দর্য্যামৃত-পানের পাত্রস্বরূপ, বাহু সকল লোকপালগণের আশ্রয়, পাদপদ্ম সারগানকারী ভক্তগণের ধাম ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—যস্য মুখং পানপাত্রং সৌন্দর্য্যামৃতপূর্ণং দৃশাং নিবাসঃ ইন্দ্রাদীনাং লোকপালানাং যস্য বাহবো নিবাসঃ তদ্বলমাশ্রিত্যৈব অসুরেভ্যো নির্ভয়াস্তে সুখং বসন্তীতি ভাবঃ। সারং তদ্‌যশো গায়ন্তীতি সারঙ্গা ভক্তাস্তেষাং শ্লেষেণ ভ্রমরাণাং পদাম্বুজং নিবাসঃ তং নিরীক্ষমাণানাং দৃশ ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যাঁহার শ্রীমুখ-মণ্ডল সৌন্দার্য্যা-মৃতে পরিপূর্ণ, নয়নসমূহের নিবাস-স্থান। যাঁহার বাহুসকল (চতুর্বাহু) ইন্দ্রাদি লোকপালগণের নিবাস-স্থান, তাঁহার বল আশ্রয় করিয়া অসুরগণ হইতে নির্ভয় হইয়া তাঁহারা সুখে বাস করিতেছেন—এই ভাব। 'সারঙ্গাণাং'—সার অর্থাৎ তাঁহার যশ গান করেন যাঁহারা, তাঁহারা 'সারঙ্গাঃ' অর্থাৎ ভক্তগণ, তাঁহাদের, শ্লেষোক্তির দ্বারা 'সারঙ্গ' বলিতে ভ্রমরগণের, নিবাস-স্থান যাঁহার পদকমল, সেই শ্রীকৃষ্ণকে নিরীক্ষণ করিয়াও যে কুলরমণীগণের নয়নের তৃপ্তি হয় নাই—ইহা পূর্ব্বের সহিত অন্বয় ॥ ২৬ ॥

সিতাতপত্রব্যজনৈরুপস্কৃতঃ
প্রসূনবর্ষৈরভিবর্ষিতঃ পথি ।
পিশঙ্গবাসা বনমালয়া বভৌ
ঘনো যথার্কোড়ুপচাপবৈদ্যুতৈঃ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—পথি সিতাতপত্রব্যজনৈঃ (শুভ্রচ্ছত্র-চামরৈঃ) উপস্কৃতঃ (মণ্ডিতঃ) প্রসূনবর্ষৈঃ (পুষ্প-বৃষ্টিভিঃ) অভিবর্ষিতঃ পিশঙ্গবাসাঃ (পীতবাসঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) বনমালয়া (শোভিতঃ সন্) অর্কোড়ুপচাপ-বৈদ্যুতৈঃ (অর্কঃ সূর্য্যশ্চ উড়ুপঃ নক্ষত্রসহিতঃ চন্দ্র-মাশ্চ চাপং ইন্দ্রধনুশ্চ বৈদ্যুতং বিদ্যুত্তেজশ্চ তৈঃ শোভিতঃ) ঘনঃ (মেঘঃ) যথা (ইব) বভৌ (শুশুভেঃ) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—পথে গমন করিতে করিতে বনমালা-শোভিত পীতবাস শ্রীকৃষ্ণ শ্বেতছত্র ও শ্বেতচামরমণ্ডিত এবং প্রচুর পুষ্পবৃষ্টিরাশিতে সম্যক্ বর্ষিত হইয়া এককালেই সূর্য্য, নক্ষত্রসহিত চন্দ্রমা, ইন্দ্রধনু ও বিদ্যুত্তেজঃ-শোভিত নীল-মেঘের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—বৈদ্যুতং বিদ্যুত্তেজঃ। ঘনঃ কৃষ্ণ-স্যোপমানম্। অর্কশ্ছত্রস্য। উড়ুপঃ পরিভ্রমকৃত-মণ্ডলাকারয়োশ্চামরব্যজনয়োঃ। উড়বঃ পুষ্পবৃষ্টেঃ। চাপৌ বনমালায়াঃ। বিদ্যুত্তেজঃ পিশঙ্গবাসসোঃ। অদ্ভুতোপমেয়ং যদি ঘনস্যোপরি সূর্য্যবিম্বং উভয়-তশ্চন্দ্রৌ সর্ব্বতো নক্ষত্রাণি মধ্যে চ মিলিতং চাপদ্বয়ং স্থিরং বিদ্যুত্তেজো ভবেৎ তর্হি স ঘনো যথা ভাতি তথা হরির্বভাবিতি ভাবঃ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যথার্কোড়ুপচাপবৈদ্যুতৈঃ'—'বৈদ্যুতং' বলিতে বিদ্যুতের তেজ। 'ঘন' অর্থাৎ মেঘ, ইহা কৃষ্ণের উপমান। [যাহার দ্বারা তুলনা করা হয়, তাহা উপমান এবং যাহাকে তুলনা করা হয়, তাহাই উপমেয়। যেমন 'মুখকমল'—এই পদে কমল শব্দ উপমান এবং মুখই উপমেয়। উপমেয়ের উৎকর্ষতা থাকে। সেইরূপ 'কৃষ্ণমেঘ'—এই পদে মেঘ উপমান, কৃষ্ণ উপমেয়।] সূর্য্য ছত্রের উপমান। চন্দ্র পরিভ্রমণ-কৃত মণ্ডলাকার চামর ও ব্যজনের উপমান। নক্ষত্রগণ পুষ্পবৃষ্টির উপমান। 'চাপৌ' অর্থাৎ ইন্দ্রধনুদ্বয় বনমালার উপমান এবং বিদ্যুতের তেজঃ—ইহা পীত বসন-দ্বয়ের উপমান। ইহা অদ্ভুতোপমা—যদি মেঘের উপর সূর্য্যবিম্ব, উভয় পার্শ্বে চন্দ্রমণ্ডল, চতুর্দ্দিকে নক্ষত্রমালা এবং মধ্যে মিলিত ইন্দ্রধনু ও স্থির বিদ্যুতের তেজ হয়, তাহা হইলে সেই মেঘ যেমন শোভা পায়, সেইরূপ হরি (শ্রীকৃষ্ণ) শোভিত হইয়াছিলেন—এই ভাব ॥ ২৭ ॥

প্রবিষ্টস্তু গৃহং পিত্রোঃ পরিষ্বক্তঃ স্বমাতৃভিঃ।
ববন্দে শিরসা সপ্ত দেবকীপ্রমুখাস্তদা ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—তদা তু পিত্রোঃ (দেবকীবসুদেবয়োঃ) গৃহং প্রবিষ্টঃ স্বমাতৃভিঃ (বসুদেবস্য ভার্য্যাভিঃ) পরিষ্বক্তঃ (স্নেহাদাশ্লিষ্টঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) দেবকীপ্রমুখাঃ সপ্ত (মাতৄঃ) শিরসা ববন্দে (প্রণনাম) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ মাতা পিতার আলয়ে প্রবেশ পূর্ব্বক বসুদেবপত্নীগণকর্তৃক স্নেহাশ্লিষ্ট হইয়া দেবকী-আদি সপ্ত মাতাকে মস্তকদ্বারা নমস্কার করিলেন ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—সপ্ত ববন্দ ইতি মাতৃসোদর্য্যাদর-বিশেষ-জ্ঞাপনার্থমুক্তং অষ্টাদশাপি পিতুর্বসুদেবস্য ভার্য্যা মাতৃতুল্য-ত্বান্নমস্কৃতা এব ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সপ্ত ববন্দে' ইতি—দেবকী প্রমুখ সপ্ত জননীগণকে প্রণাম করিলেন। ইঁহারা মাতৃ-সহোদরা বলিয়া গৌরব-বিশেষ জানাইবার জন্য উক্ত হইল। পিতা বসুদেবের অষ্টাদশ ভার্য্যা, তাঁহারাও মাতৃতুল্য বলিয়া নমস্কৃতা হইয়াছিলেন ॥ ২৮ ॥

তাঃ পুত্রমঙ্কমারোপ্য স্নেহস্নুতপয়োধরাঃ।
হর্ষবিহ্বলিতাত্মানঃ সিষিচুর্নেত্রজৈর্জলৈঃ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—তাঃ (মাতরঃ) পুত্রং (শ্রীকৃষ্ণং) অঙ্কং (ক্রোড়ং) আরোপ্য (সংস্থাপ্য) স্নেহস্নুত-পয়োধরাঃ (স্নেহাৎ ক্ষরিতস্তন্যাঃ) হর্ষবিহ্বলিতা-ত্মানঃ (আনন্দেন উদ্বেলিতচিত্তাঃ সত্যঃ) নেত্রজৈঃ জলৈঃ (হর্ষাশ্রুভিঃ) সিষিচুঃ (কৃষ্ণং অভিষিক্ত-বত্যঃ) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—সেই দেবকীপ্রমুখ মাতৃগণ প্রত্যেকেই তনয় শ্রীকৃষ্ণকে স্ব-স্ব ক্রোড়ে তুলিয়া লওয়ায় স্নেহ-বশতঃ স্তনযুগল হইতে দুগ্ধ ক্ষরিত হইতে লাগিল এবং আনন্দ-বিবশচিত্তে আনন্দাশ্রুদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে পরিষিক্ত করিতে লাগিলেন ॥ ২৯ ॥

অথাবিশৎ স্বভবনং সর্ব্বকামমনুত্তমম্।
প্রাসাদা যত্র পত্নীনাং সহস্রাণি চ ষোড়শ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—অথ (তদনন্তরং) সর্ব্বকামং (নিখিল-কামপ্রদং) অনুত্তমং (শ্রেষ্ঠং) স্বভবনং (অবিশৎ) (প্রবিবেশ) যত্র পত্নীনাং ষোড়শ সহস্রাণি প্রাসাদাশ্চ (আসন্ ইতি শেষঃ) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—অনন্তর যথায় শ্রীহরির ষোড়শ সহস্র পত্নীগণের উত্তম প্রাসাদসমূহ বর্ত্তমান শ্রীহরি সেই নিখিল অভীষ্টপ্রদ সর্ব্বোৎকৃষ্ট নিজ বাসগৃহে প্রবেশ করিলেন ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—স্বভবনং স্বপুরম্। সহস্রাণি চ ষোড়-শেতি চকারাদষ্টোত্তরশতাধিকানীতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্বভবনং' অর্থাৎ নিজের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। ষোড়শ সহস্র এবং এখানে 'চ'-কার উল্লেখ থাকায় আরও একশত আট জন মহিষী ছিলেন—জানিতে হইবে ॥ ৩০ ॥

পত্ন্যঃ পতিং প্রোষ্য গৃহানুপাগতং
বিলোক্য সংজাতমনোমহোৎসবাঃ।
উত্তস্থুরারাৎ সহসাসনাশয়াৎ
সাকং ব্রতৈর্ব্রীড়িতলোচনাননাঃ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—পত্ন্যঃ (শ্রীকৃষ্ণমহিষ্যঃ) প্রোষ্য (দেশা-ন্তরে উষিত্বা) গৃহান্ উপাগতং (প্রাপ্তং) সহসা পতিং (শ্রীকৃষ্ণং) আরাৎ (দূরাদেব) বিলোক্য (দৃষ্ট্বা) সঞ্জাতমনোমহোৎসবাঃ (সঞ্জাতো মনসি মহোৎসবো যাসাং তাঃ) ব্রীড়িত-লোচনাননাঃ (ব্রীড়িতানি সলজ্জানি অপাঙ্গবীক্ষণাৎ লোচনানি অবনতত্বাৎ আননানি চ যাসাং তাঃ সত্যঃ) আসনাশয়াৎ আসনাৎ দেহেন আশয়াৎ অন্তঃকরণাৎ আত্মনা) ব্রতৈঃ সাকং (প্রোষিতভর্ত্তৃকাণাং হাস্যক্রীড়াবর্জ্জনাদি-নিয়মাঃ তৈঃ সহ) উত্তস্থুঃ (উদতিষ্ঠন্) ৩১ ॥

অনুবাদ—প্রবাসের পর এক সময়েই সকলের গৃহে উপস্থিত স্বামীকে দূর হইতে দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের পত্নীগণের হৃদয় পরমানন্দপূর্ণ হইল, চক্ষু ও বদন লজ্জাবনত হইল এবং স্মৃতিকথিত প্রোষিত-ভর্তৃকার সর্ব্ববিধ ভোগত্যাগবিধি পরিত্যাগ না করিয়াই স্ব-স্ব আসন অর্থাৎ দেহ ও সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত উত্থিত হইল ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—যাবত্যো মহিষ্যস্তাবদ্ভিরেব প্রকাশৈ-

র্যুগপদেব পৃথক্ পৃথক্ তত্তন্মন্দিরং প্রবিষ্টং কৃষ্ণমালোকমানানাং মামেব প্রথমময়ং প্রাপ্ত ইত্যভিমন্যমানানাং তাসাং তাৎকালিকাং চেষ্টামাহ। সংজাতো মনসো মহোৎসবঃ পরিরম্ভস্পৃহা যাসাং তাঃ অতএব আসনাৎ আশয়াৎ অন্তঃকরণাচ্চ উত্তস্থুঃ ততশ্চ ব্রীড়িতলোচনাননাঃ অপাঙ্গৈরেব বীক্ষণাৎ ব্রীড়িতলোচনা অবনতমুখত্বাৎ ব্রীড়িতাননাঃ। অয়মর্থঃ। আসনং পরিত্যজ্য প্রথমং দেহেনৈব পরিরব্ধু মুত্থিতাঃ মধ্যে লজ্জয়া কৃতং বিঘ্ননালক্ষ্য লজ্জোৎপত্তিস্থানমন্তঃকরণঞ্চ ত্যক্ত্বা কেবলমাত্মনৈব পরিরেভিরে ইতি কেবলমুৎপ্রেক্ষৈব। কান্তমালোক্য সহসৈব স্পর্শৌৎসুক্যপূর্ণপ্রেমানন্দমূর্চ্ছিতাস্তাবভূবুরিতি তত্ত্বম্। মূর্চ্ছায়াং সত্যামেব সুষুপ্তিপ্রলয়োরিবান্তঃকরণব্যবধানাভাব সিদ্ধেঃ। সাকং ব্রতৈরিতি ব্রতানি যাজ্ঞবল্কেনোক্তানি ক্রীড়াং শরীরসংস্কারাং সমাজোৎসবদর্শনং হাস্যং পরগৃহে যানং ত্যজেৎ প্রোষিতভর্তৃকেতি। ব্রতৈঃ সহিতা এব উত্তস্থুরিতি তেষাং ব্রতানাং পতিং দর্শয়িতুমনুচিতানামপি সহসা ত্যক্তুমশক্যত্বাৎ তৈঃ সাকমেবোত্তস্থুঃ। ততশ্চ তেন দৃষ্ট্বা তাসামসংস্কৃতশারীরপরিচ্ছদতা স্নেহবর্দ্ধনায়ৈবাভূদিতি ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যতগুলি মহিষী তাবৎসংখ্যক প্রকাশে শ্রীকৃষ্ণও সমকালেই পৃথক্ পৃথক্ সেই মহিষীগণের ভবনে প্রবেশ করিলেন, তাঁহাকে অবলোকন করিয়া মহিষীবৃন্দ 'আমার নিকটই ইনি প্রথমে আসিয়াছেন'—এই অভিমানে তাঁহাদের তাৎকালিক চেষ্টা বর্ণনা করিতেছেন। 'সংজাত-মনো-মহোৎসবাঃ'—অর্থাৎ সঞ্জাত হইয়াছে মনের মহোৎসব' আলিঙ্গনের স্পৃহা যাঁহাদের, তাঁহারা। অতএব আসন ও অন্তঃকরণ হইতে উত্থিত হইলেন, তারপর অপাঙ্গের দ্বারা দর্শনহেতু তাঁহাদের নয়নযুগল লজ্জিত হইল এবং মুখ অবনত করায় বদনও লজ্জিত হইল। এই অর্থ—তাঁহারা আসন পরিত্যাগ-করতঃ প্রথমে দেহের দ্বারাই আলিঙ্গন করিতে উত্থিত হইলেন, মধ্যে লজ্জার দ্বারা উৎপন্ন বিঘ্ন লক্ষ্য করিয়া, লজ্জার উৎপত্তিস্থান অন্তঃকরণ ত্যাগ করিয়া কেবল আত্মার (মনের) দ্বারাই আলিঙ্গন করিয়াছিলেন—ইহা কেবল উৎপ্রেক্ষাই। কান্তকে অবলোকন করিয়া তাঁহারা স্পর্শের অভিলাষবশতঃ ঔৎসুক্যপূর্ণ প্রেমানন্দে মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন—এই তত্ত্ব। মূর্চ্ছা হইলে সুষুপ্তি ও প্রলয়ের ন্যায় অন্তঃকরণের ব্যবধানের অভাব হইয়া থাকে। 'সাকং ব্রতৈঃ' ইতি—অর্থাৎ প্রোষিতভর্তৃকার হাস্যক্রীড়াবর্জ্জনাদি ব্রতনিয়ম পরিত্যাগ না করিয়াই। যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত ব্রতসমূহ—"ক্রীড়া, শরীরের সংস্কার (কেশবন্ধন, অনুলেপনাদি), সামাজিক উৎসব-দর্শন, হাস্য, পরগৃহে গমন—এই সমস্ত প্রোষিতভর্তৃকা পরিত্যাগ করিবে।" ইতি। ব্রতের সহিতই তাঁহারা উত্থিত হইয়াছিলেন—ইহা বলায়, তাঁহাদের ব্রতসমূহ পতিকে দেখান অনুচিত হইলেও সহসা পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ হওয়ায় সেই ব্রতকালীন বেশ-ভূষাহীন অবস্থাতেই উত্থিত হইয়াছিলেন। তারপর পতি (শ্রীকৃষ্ণ) কর্তৃক দৃষ্ট তাঁহাদের অসংস্কৃত শারীরিক পরিচ্ছদতা, তাঁহার স্নেহ বর্দ্ধনের নিমিত্তই হইয়াছিল ॥ ৩১ ॥

তমাত্মজৈর্দৃষ্টিভিরন্তরাত্মনা
দুরন্তভাবাঃ পরিরেভিরে পতিম্ ॥
নিরুদ্ধমপ্যাস্রবদম্বু নেত্রয়ো-
র্ব্বিলজ্জতীনাং ভৃগুবর্য্য বৈক্লবাৎ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ভৃগুবর্য্য (শৌনক), দুরন্তভাবাঃ (গাঢ়াভিসন্ধয়ঃ কৃষ্ণপত্ন্যঃ) তং পতিং (শ্রীকৃষ্ণং) অন্তরাত্মনা (পূর্ব্বং বুদ্ধ্যা) দৃষ্টিভিঃ (ততঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ) আত্মজৈঃ (ততঃ পুত্রৈর্গৃহীতকণ্ঠমালিঙ্গয়ন্ত্য ইব স্বয়মপি) পরিরেভিরে (আলিঙ্গিতবত্যঃ বিলজ্জতীনাং (ধৈর্য্যহান্যাঃ সঞ্জাতলজ্জানাং তাসাং) নেত্রয়োঃ নিরুদ্ধং (সংযমিতং) অপি অম্বু (অশ্রু) বৈক্লবাৎ (বৈবশ্যাৎ) আস্রবৎ (ঈষৎ ক্ষরিতমাসীৎ) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—হে ভার্গবশ্রেষ্ঠ শৌনক, গম্ভীরাভিপ্রায় কৃষ্ণপত্নীগণ পতি দূর হইতে আসিতেছেন দেখিয়া প্রথমে তাঁহাকে বুদ্ধিযোগদ্বারা, পরে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারা, পরে সমীপে আগমন করিলে পুত্রগণের দ্বারা কৃষ্ণের কণ্ঠধারণ পূর্ব্বক আলিঙ্গন করাইয়া আপনারা আলিঙ্গনসুখ ভোগ করিলেন। তৎকালে তাঁহাদের চক্ষুযুগল হইতে অশ্রুরাশি নিরুদ্ধ হইলেও বিহ্বলতাহেতু ঈষৎ বিগলিত হইতে লাগিল, অতএব

ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটায় বিশেষরূপে লজ্জিত সেই কৃষ্ণপত্নী-দিগের প্রেমবিলাসসমূহ শ্রবণ করুন্ ।। ৩২ ।।

বিশ্বনাথ—লজ্জয়া কৃতবিঘ্নানামপি তাসাং তৎ পরিরম্ভে প্রকারমাহ তমিতি আত্মজৈর্ম্মনোভ-বৈস্তদ্দর্শনো দ্দীপিতৈঃ কামৈর্হেতুভিরিত্যর্থঃ। মকর-ধ্বজ আত্মভূরিত্যমরঃ। দৃষ্টিভিঃ পরিরেভিরে ইতি প্রথমং চাক্ষুষঃ সম্ভোগ উক্তঃ। ততো দৃষ্টিভিরেব নেত্ররন্ধ্রৈরেবান্তঃপ্রবেশ্য আত্মনা অন্তর্দেহেনাপি যতো দুরন্তভাবা দুর্জ্ঞেয়াভিপ্রায়াঃ অতএব বক্ষ্যতে চায়মেব প্রকারো ভাববতীনাম্। তং কাচিন্নেত্ররন্ধ্রেণ হৃদি কৃত্বা নিমীল্য চ। পুলকাঙ্গ্যুপগুহ্যাস্তে যোগীবানন্দ-সংপ্লুতেতি তদপি সূক্ষ্মধিয়া প্রেয়সা স্বাভিপ্রায়জ্ঞাত-মালক্ষ্য বিলজ্জমানানাং তাসাং নেত্রয়োরম্বু নিরুদ্ধমপি বৈক্লব্যাৎ বৈবশ্যাৎ আ ঈষৎ আস্রবৎ সুস্রাব হে ভৃগুবর্য্য ।। ৩২ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—লজ্জা বিঘ্ন উৎপাদন করিলেও তাঁহাদের পরিরম্ভণের প্রকার বলিতেছেন—তমিতি। 'আত্মজৈঃ' অর্থাৎ মনে যাহা উৎপন্ন হয়, শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে উদ্দীপিত কাম-হেতু (তাঁহাকে পাইবার জন্য অদম্য প্রেমময়ী চেষ্টা, ইহা প্রাকৃত কাম নহে)—এই অর্থ। অমরকোষে উক্ত হইয়াছে—'মকরধ্বজ আত্মভূ" ইতি। দৃষ্টির দ্বারা আলিঙ্গন করিয়াছিলেন—ইহার দ্বারা প্রথমে চাক্ষুষ সম্ভোগ উক্ত হইয়াছে। তারপর নেত্ররন্ধ্রের দ্বারা অন্তরে প্রবেশ করাইয়া অন্ত-র্দেহের দ্বারাও আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, যেহেতু 'দুরন্ত-ভাবাঃ' অর্থাৎ তাঁহাদের অভিপ্রায় দুর্জ্ঞেয়। অতএব রাসলীলায় বলিবেন—শ্রীকৃষ্ণে ভাববতীগণের ইহাই প্রকার —"কোন ব্রজসুন্দরী নেত্রপথে শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে আনয়ন-পূর্ব্বক নয়নদ্বয় নিমীলিত করিয়া পুলকিত-শরীরে (ধ্যানপর) যোগীর ন্যায় শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া আনন্দে নিমগ্না হইলেন।" তাহাও সূক্ষ্মধী-সম্পন্ন প্রিয়তম (শ্রীকৃষ্ণ) কর্ত্তৃক নিজ বিষয়ে তাঁহাদের অভিপ্রায় জ্ঞাত হওয়ায়, তাঁহারা বিশেষরূপে লজ্জিতা হইয়াছিলেন। তখন তাঁহাদের নয়নবারি নিরুদ্ধ থাকিলেও বৈবশ্যবশতঃ (বিহ্বলতাহেতু) ঈষৎ ক্ষরিত হইয়াছিল। হে ভৃগুবর্য্য! অর্থাৎ হে শৌনক! (আপনি তাঁহাদের প্রেমবিলাস-সমূহ শ্রবণ করুন)।। ৩২ ।।

যদ্যপ্যসৌ পার্শ্বগতো রহোগত-
স্তথাপি তস্যাঙ্ঘ্রিযুগং নবং নবম্ ।
পদে পদে কা বিরমেত তৎপদা-
চ্চলামি যৎ শ্রীর্ন জহাতি কর্হিচিৎ ।। ৩৩ ।।

অন্বয়ঃ—যদ্যপি অসৌ (শ্রীকৃষ্ণঃ) পার্শ্বগতঃ (সমীপস্থঃ তত্রাপি) রহোগতঃ (একান্তে বর্ত্তমানঃ) তথাপি তস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) অঙ্ঘ্রিযুগং (চরণযুগলং) পদে পদে (প্রতিক্ষণং) নবং নবং (সদা নূতন-সদৃশমেব) তৎপদাৎ (শ্রীকৃষ্ণচরণাৎ) কা বিরমেত (বিরমেৎ বিরতা ভবেৎ ন কাপীত্যর্থঃ) যৎ (পদং) চলা (চঞ্চল-স্বভাবা) অপি শ্রীঃ (লক্ষ্মীঃ) কর্হিচিৎ (কদাপি) ন জহাতি (ত্যক্তুং নার্হতি) ।। ৩৩ ।।

অনুবাদ—সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যদিও পত্নীগণের সমীপে নির্জ্জনে অবস্থান করিতেন তথাপি তাঁহার পাদপদ্মযুগল প্রতিক্ষণে নবনবায়মান বলিয়াই বোধ হইত, কারণ চঞ্চলস্বভাবা হইলেও সাক্ষাৎ লক্ষ্মী যে পাদপদ্ম কখনও পরিত্যাগ করেন না, কোন্ নারী সেই পদযুগল-সেবা হইতে বিরত হইবে ? ।। ৩৩ ।।

বিশ্বনাথ—পদে পদে ক্ষণে ক্ষণে তাসাং নব নবমেব ভবতি। তত্র কৈমুতং কা বিরমেতেতি চলা চঞ্চলস্বভাবা শ্রীঃ সম্পত্তিরূপেতি নিত্যনূতনত্বং তস্যোক্তম্ ।। ৩৩ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পদে পদে'—অর্থাৎ প্রতি-ক্ষণেই (শ্রীকৃষ্ণের চরণযুগল) সেই মহিষীবৃন্দের নিকট নিত্য নব নবায়মানরূপে প্রতিভাত হইত। কোন্ নারী আছে যে তাঁহার চরণসেবা হইতে বিরত হইবে ? চঞ্চল-স্বভাবা সম্পত্তিরূপা শ্রী (লক্ষ্মীও যাঁহার চরণকমল কখনই পরিত্যাগ করেন না)। শ্রীকৃষ্ণের চরণযুগলের নিত্য নূতনত্ব উক্ত হইল ।। ৩৩ ।।

এবং নৃপাণাং ক্ষিতিভারজন্মনা-
মক্ষৌহিণীভিঃ পরিবৃত্ততেজসাম্ ।
বিধায় বৈরং শ্বসনো যথানলং
মিথো বধেনোপরতো নিরায়ুধঃ ।। ৩৪ ।।

অন্বয়ঃ—অক্ষৌহিণীভিঃ (বহুসংখ্যকৈঃ সৈন্যৈঃ কৃত্বা) পরিবৃত্ততেজসাং (সর্ব্বতঃ প্রসৃতং প্রভাবঃ

যেষাং তেষাং) ক্ষিতিভারজন্মনাং (ক্ষিতের্ভারায় জন্ম যেষাং তেষাং) নৃপাণাং বৈরং (শত্রুতাং) শ্বসনঃ (বায়ুঃ) অনলং (বেণূনামন্যোন্যসংঘর্ষণেন অগ্নিং) যথা (ইব) বিধায় (জনয়িত্বা) নিরায়ুধঃ (স্বয়ং অধৃতাস্ত্রঃ সন্ শ্রীকৃষ্ণঃ) মিথঃ (পরস্পরং) বধেন (বেণূনাং দাহেন ইব যুদ্ধে বিনাশেন) উপরতঃ (উপশাম্যতি) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—এইরূপে বায়ু যেমন বংশবৃক্ষসমূহের পরস্পর সংঘর্ষণের দ্বারা অগ্নি উৎপন্ন করিয়া পরস্পর পরস্পরকে দগ্ধ করাইয়া স্বয়ং শান্ত হয়, সেইরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং নিরস্ত্র থাকিয়া পৃথিবীর ভার-স্বরূপ বহু অক্ষৌহিণী সেনাযুক্ত সর্ব্বত্র প্রথিততেজা রাজগণের পরস্পর শত্রুতা উৎপাদন করতঃ পর-স্পরের বধসাধন করাইয়া শান্ত হইলেন ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—তাভিঃ সহ রমণং নিষ্প্রত্যূহং বক্তুং তস্য কার্য্যান্তরব্যগ্রত্বাভাবমাহ। এবমিতি অক্ষৌহিণীভিঃ সহ পরিবৃত্তং বিস্তীর্ণং তেজো যেষাং শ্বসনো বায়ু-র্বেণূনাং অন্যোন্যসংঘর্ষেণ অনলং বিধায় মিথো দাহেন যথোপশাম্যতি তদ্বৎ ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাঁহাদের সহিত নির্বিঘ্নে রমণ বলিবার জন্য তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) কার্য্যান্তরে ব্যগ্রতার অভাব বলিতেছেন—'এবম্' ইতি। এইরূপে বহু অক্ষৌহিণী সেনার সহিত বিস্তীর্ণ তেজ যাহাদের অর্থাৎ পৃথিবীর ভারস্বরূপ রাজাদের। 'শ্বসনঃ'— অর্থাৎ বায়ু যেমন বংশ-বৃক্ষসকলের পরস্পর পরস্পরের সংঘর্ষের দ্বারা অগ্নি উৎপন্ন করিয়া তাহাদের পরস্পর দগ্ধ করাইয়া শান্ত হয়, সেইরূপ ॥ ৩৪ ॥

স এষ নরলোকেঽস্মিন্নবতীর্ণঃ স্বমায়য়া ॥
রেমে স্ত্রীরত্নকূটস্থো ভগবান্ প্রাকৃতো যথা ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—স এষঃ ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) অস্মিন্ নরলোকে (পৃথিব্যাং) স্বমায়য়া (সশক্ত্যা যোগমায়য়া অবতীর্ণঃ সন্) স্ত্রীরত্নকূটস্থঃ (উত্তমস্ত্রীকদম্বস্থঃ সন্ চ) প্রাকৃতঃ (প্রকৃতের্গুণজাতঃ সাধারণঃ মানুষঃ) যথা (ইব) রেমে (স্ত্রীরত্নৈঃ রমণং চকার) ॥৩৫॥

অনুবাদ—সেই অদ্বিতীয় ভোক্তা একমাত্র পরম পুরুষ তুরীয় শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় অচিন্ত্যস্বরূপশক্তিবলে এই মর্ত্ত্যধামে অবতীর্ণ হইয়া প্রাকৃতদর্শনে প্রাকৃত লোকের ন্যায় উত্তম উত্তম স্ত্রীগণের মধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহাদিগের সহিত রমণ করিয়াছিলেন ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—স্বমায়য়া যোগমায়য়ৈব স্ত্রীরত্নসমূহে প্রকাশবাহুল্যেন প্রত্যেকমেব তিষ্ঠতীতিঃ সঃ। প্রাকৃতো যথেত্যনেন তস্য তথা রমণকারণস্য কামস্য রমণস্য চাপাকৃতত্বান্নির্গুণত্বমুক্তম্ ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্বমায়য়া'—অর্থাৎ নিজের অচিন্ত্যশক্তি যোগমায়ার দ্বারাই। 'স্ত্রীরত্নকূটস্থঃ'— স্ত্রীরত্নসমূহের মধ্যে প্রকাশ-বাহুল্যের দ্বারা প্রত্যেকের নিকটই যিনি অবস্থান করিতেছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ। 'প্রাকৃতো যথা'—অর্থাৎ যেমন প্রকৃতি-সম্ভূত প্রাকৃত জন—ইহার দ্বারা তাঁহার (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের) সেইরূপ রমণকরণ কাম ও রমণের অপ্রাকৃতত্ব-হেতু নির্গুণত্ব উক্ত হইল ॥ ৩৫ ॥

উদ্দামভাবপিশুনামলবল্গুহাস-
ব্রীড়াবলোকনিহতোঽমদনোঽপি যাসাম্।
সংমুহ্য চাপমজহাৎ প্রমদোত্তমাস্তা
যস্যেন্দ্রিয়ং বিমথিতুং কুহকৈর্ন শেকুঃ ॥৩৬॥
তময়ং মন্যতে লোকো হ্যসক্তমপি সঙ্গিনম্।
আত্মৌপম্যেন মনুজং ব্যাপৃণ্বানং যতোঽবুধঃ ॥৩৭॥

অন্বয়ঃ—যাসাং (উত্তমস্ত্রীণাং) উদ্দামভাব-পিশুনামলবল্গুহাসব্রীড়াবলোকনিহতঃ (উদ্দামঃ গম্ভীরো যো ভাবঃ অভিপ্রায়ঃ তস্য পিশুনঃ সূচকঃ যঃ অমলঃ বল্গুঃ সুন্দরঃ হাসঃ ব্রীড়াবলোকশ্চ তাভ্যাং নিহতঃ) অমদনঃ (শ্রীমহাদেবঃ) অপি সংমুহ্য (মোহং প্রাপ্তঃ সন্ লজ্জয়া) চাপং (পিনাকম্) অজহাৎ (পরিত্যক্তবান্) তাঃ প্রমদোত্তমাঃ (উত্তম-স্ত্রিয়ঃ) কুহকৈঃ (কপটৈঃ বিভ্রমৈঃ) যস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) ইন্দ্রিয়ং (মনঃ) বিমথিতুং (ক্ষোভয়িতুং) ন শেকুঃ (শক্তাঃ) অসক্তং (অনাসক্তম্) অপি তং (শ্রীকৃষ্ণং) অয়ং (প্রাকৃতঃ) লোকঃ আত্মৌপম্যেন (স্বসাদৃশ্যেন) ব্যাপৃণ্বানং (ব্যাপ্রিয়মাণং) সঙ্গিনং (আসক্তিযুক্তং) মনুজং (প্রাকৃতং মানুষং) মন্যতে (জানাতি) যতঃ (অয়ং) অবুধঃ (অতত্ত্বজ্ঞঃ) ॥ ৩৬-৩৭ ॥

অনুবাদ—যে সকল পরমাসুন্দরীগণের গূঢ় হাব-ভাবসূচক নির্ম্মল মনোহর হাস্য ও সলজ্জ অপাঙ্গ নিক্ষেপে নিতান্ত মুগ্ধ কামরিপু সাক্ষাৎ মহাদেবও সম্মোহ প্রাপ্ত হইয়া পিনাকধনু পরিত্যাগ করেন বা স্বয়ং কন্দর্প কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া লজ্জাক্রমে কুসুমধনু পরিত্যাগ করেন তাদৃশ মহেশ-মদন-বিজয়িনী বরবর্ণিনী ললনাশ্রেষ্ঠগণ কপট হাবভাব-বিক্রমাদিদ্বারা যে শ্রীকৃষ্ণের মন ক্ষুব্ধ করিতে সমর্থা হন নাই তাদৃশ নির্ব্বিকার প্রাকৃতসঙ্গাতীত শ্রীকৃষ্ণকে অতত্ত্বজ্ঞতাহেতু এই সকল প্রাকৃত মায়ামুগ্ধ লোক নিজের ন্যায় কামব্যাপারযুক্ত প্রকৃতিসঙ্গী সামান্য মর্ত্ত্য বলিয়া মনে করে ॥ ৩৬-৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—নন্বিন্দ্রিয়ৈর্বিষয়ান্ ভুঞ্জানস্য তস্য কথমপ্রাকৃতত্বং তত্রাহ। যাসাং উদ্দামঃ গম্ভীরো যো ভাবঃ প্রেমা তস্য পিশুনঃ সূচকোঽমলো বল্গুঃ সুন্দরো হাসো ব্রীড়াসহিতোঽবলোকশ্চ তাভ্যাং কৃষ্ণবিষয়-কাভ্যাং স্বরূপভূতকন্দর্পপীড়োত্থাভ্যাং নিহতঃ অহো এতা মচ্ছরাঘাতং বিনৈব সস্পৃহং কান্তমালোকয়ন্ত ইতি বিচারয়ন্নেব তদতিমাধুর্য্যাবলোকোত্থবিস্ময়-বিবশীকৃতঃ সন্ মদনঃ প্রাকৃতকন্দর্প-স্তন্মোহনার্থ-মাগতোঽপি স্বয়ং সংমুহ্য চাপম্ অজহাৎ। আসাং ভ্রূচাপাকুণ্টানাং ব্রীড়াবলোকশরাণামগ্রে কিং মে চাপেন সশরেণেতি তং তত্যাজ। তাঃ প্রমদোত্তমাঃ অপি যস্যেন্দ্রিয়ং মথিতুং স্ববশীকর্ত্তুং কুহকৈঃ কপট-প্রযুক্তৈর্বল্গুহাসাদিভির্ন শেকুঃ কিন্তু প্রেমপ্রযুক্তৈঃ শেকুরিতি তাসাং সমঞ্জসরতিমত্ত্বাৎ প্রেমময়া কামময়া অপি কটাক্ষাদয়ঃ সংভবন্তি। তত্রাদ্যাঃ ভাবপিশুন-শব্দেনোচ্যন্তে। দ্বিতীয়াঃ কুহকশব্দেন তত্রাদ্যৈর্বশী-কৃতেন্দ্রিয়ত্বেঽপি ভগবতোঽপ্রাকৃতত্বলক্ষণং নৈগুর্ণ্যমেব তস্য প্রেমবশ্যত্বাৎ প্রেম্নশ্চ চিচ্ছক্তিবিলাসবিশেষত্বা-তন্ময়ানাং কটাক্ষাদীনাঞ্চ তদুত্থিতস্য কামস্য চ তত্‍কারণকস্য রমণস্য চ চিন্ময়ত্বাদ্বিষয়ভোগশব্দেন বক্তুমশক্যত্বান্মায়িকানামেব শব্দস্পর্শাদীনাং বিষয়-শব্দেনাভিধানাদিতি। দ্বিতীয়ৈঃ প্রেমরহিতৈর্বশীকারা-সম্ভবাৎ যস্যেন্দ্রিয়ং বিমথিতুং কুহকৈর্ন শেকুরিত্যুক্তং সর্ব্বথৈব তদিন্দ্রিয়বিমথনাভাবে ব্যাখ্যাতে (ভাঃ ১।১১।৩৫) রেমে স্ত্রীরত্নকূটস্থো ভগবান্ প্রাকৃতো যথেত্যনেন ব্যঞ্জিতা রমণাসক্তিশ্চ নোপপদ্যতে। কিঞ্চাত্র কদাচিৎকৈস্তদীয়কামময়কটাক্ষাদিভির্বশী-কারাভাবেপি তেষাং প্রাকৃতত্বং ন বাচ্যম্। পট্ট-মহিষীণাং সর্ব্বাসাং চিচ্ছক্তিত্বাত্তদীয়েষু কটাক্ষাদিষু প্রাকৃতত্বপ্রবেশাশক্তেঃ ন চ স্বরূপভূতত্বেঽপি চিচ্ছক্তি-সামান্যস্যৈব বশো ভগবান্ কিন্তু চিচ্ছক্তিবিশেষস্য প্রেম্ন এবেতি সিদ্ধান্তাদিতি সর্ব্বমনবদ্যম্।

এবং বস্তুতো বিষয়সঙ্গরহিতমপি তমনভিজ্ঞো বহির্দর্শী লোকো বিষয়সঙ্গিনমেব মন্যতে ইত্যাহ তময়মিতি। আত্মৌপম্যেন স্বসাদৃশ্যেন তত্র হেতুঃ ব্যাপৃণ্বানং ব্যাপ্রিয়মাণং সত্যভামায়ামাসক্তেরেব পারিজাতার্থবহুব্যাপারদর্শনাদিত্যর্থঃ অতোঽবুধঃ সদ-সদ্বিবেচনশূন্যঃ নীলমণিং কাচমিব প্রেমাণমেব বিষয়া-সিক্তং নিশ্চিনোতীত্যর্থঃ ॥ ৩৬-৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পূর্ব্বপক্ষী যদি বলেন—দেখুন, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয় ভোগকারী সেই কৃষ্ণের কি প্রকারে অপ্রাকৃতত্ব ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'উদ্দাম'—ইত্যাদি। যাঁহাদের উদ্দাম অর্থাৎ গম্ভীর প্রেমের সূচক যে নির্ম্মল সুন্দর হাস্য এবং সলজ্জ অবলোকন, উহারা শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক স্বরূপভূত কন্দর্প-পীড়া হইতে উত্থিত হওয়ায় প্রাকৃত মদন পরাভূত হইয়া চিন্তা করিলেন—'অহো এই সমস্ত পরমা সুন্দরীগণ আমার শরাঘাত ব্যতীতই সস্পৃহ কান্তকে অবলোকন করিতেছেন।'—এইরূপ বিচার করিয়াই সেই অতি মাধুর্য্য-বিশিষ্ট অবলোকনোত্থ বিস্ময়ে বিবশীকৃত হইয়া মদন অর্থাৎ প্রাকৃত কন্দর্প, তাঁহা-দিগকে মোহনের নিমিত্ত আগমন করিয়াও নিজেই সম্মোহিত হইয়া স্বীয় কুসুমধনু পরিত্যাগ করিয়া-ছিলেন। এই সকল রমণীগণের ভ্রূ-ধনুর দ্বারা নিক্ষিপ্ত সলজ্জ অবলোকনরূপ শরসমূহের নিকট আমার শরযুক্ত কুসুমধনুর কি প্রয়োজন ? এইরূপ ভাবিয়া ধনু ত্যাগ করিলেন। সেই সমস্ত প্রমদোত্তমা-গণও যাঁহার (যে শ্রীকৃষ্ণের) ইন্দ্রিয়কে বিমথিত করিতে অর্থাৎ নিজের বশীভূত করিবার নিমিত্ত কপট-প্রযুক্ত মনোহর হাস্যাদির দ্বারাও সমর্থ হন নাই, কিন্তু প্রেম-প্রযুক্ত হাস্যাদির দ্বারা সমর্থ হইয়াছিলেন।

তাঁহাদের সমঞ্জস-রতিমত্ত্ব বলিয়া প্রেমময় এবং কামময়ও কটাক্ষাদি সম্ভব। (মহিষীগণের চিন্তা-

মণিবৎ অতি সুদুর্ল্লভা রতিকে 'সমঞ্জস্য' বলে। ইহা পত্নীভাবাভিমান-স্বরূপা, গুণাদি শ্রবণোত্থা, কদাচিৎ ভেদিত-সম্ভোগেচ্ছা এবং সাধারণী হইতে সান্দ্রা। অনুরাগান্তিম-দশা পর্য্যন্ত ইহার সীমা।) তন্মধ্যে প্রথম প্রেমময় কটাক্ষাদি ভাব-পিশুন অর্থাৎ ভাব-সূচক শব্দের দ্বারা উক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় কামময় কটাক্ষাদি কুহক (কপট বিভ্রম) শব্দের দ্বারা উক্ত হইয়াছে। উভয়ের মধ্যে প্রথম প্রেমময় কটাক্ষাদির দ্বারা ইন্দ্রিয় বশীকৃত হইলেও ভগবানের অপ্রাকৃতত্ব-রূপ নৈর্গুণ্যই, যেহেতু শ্রীভগবান্ প্রেমেরই বশীভূত এবং সেই প্রেমও চিচ্ছক্তি'র বিলাস-বিশেষহেতু, প্রেম-ময় কটাক্ষাদির, তদুত্থিত কাম এবং তৎকারণক রমণের চিন্ময়ত্ব-হেতু বিষয়ভোগ-শব্দের দ্বারা বলা সম্ভব নহে, বিশেষতঃ মায়িক শব্দ-স্পর্শাদিই বিষয়-শব্দের দ্বারা কথিত হইয়া থাকে। দ্বিতীয় প্রেম-রহিত কটাক্ষাদির দ্বারা বশীকারের অসম্ভবতা-হেতু 'যস্যেন্দ্রিয়ং বিমথিতুং কুহকৈর্ন শেকুঃ'—অর্থাৎ কপট বিভ্রমাদির দ্বারা যাঁহার ইন্দ্রিয়ের ক্ষোভ উৎপন্ন করিতে সমর্থ হন নাই, ইত্যাদি উক্ত হইয়াছে। আর, সর্ব্বপ্রকারেই তাঁহার ইন্দ্রিয়ের চাঞ্চল্য বিধান করা অসম্ভব —এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইলে, পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে "রেমে স্ত্রীরত্ন-কূটস্থো ভগবান্ প্রাকৃতো যথা"—অর্থাৎ তিনি ইহলোকে স্বীয় যোগমায়ার দ্বারা অবতীর্ণ হইয়া প্রাকৃত মনুষ্যের ন্যায় স্ত্রীরত্ন-সমূহের মধ্যগত হইয়া তাঁহাদিগের সহিত বিহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন—ইহার দ্বারা ব্যঞ্জিত রমণের আসক্তিও সম্ভবপর হয় না। আরও অকস্মাৎ উদ্ভূত সেই পরমাসুন্দরী-গণের কামময় কটাক্ষাদির দ্বারা বশীকারের অভাব হইলে তাহাদের (অর্থাৎ সেই সমস্ত কামময় কটা-ক্ষাদির) প্রাকৃতত্ব বলা সঙ্গত নহে। কারণ, চিচ্ছক্তি-হেতু সমস্ত পট্টমহিষীগণের সেই সকল কটাক্ষাদিতে প্রাকৃতত্ব ধর্ম্মের প্রবেশ অসম্ভব। আরও—স্বরূপ-ভূতত্ব হইলেও চিচ্ছক্তি-সামান্যেই ভগবান্ বশীভূত নহেন, কিন্তু চিচ্ছক্তি-বিশেষ প্রেমেরই তিনি বশীভূত হন—এই সিদ্ধান্তের দ্বারা সকল দিক্ সুসঙ্গত হইল।

এই প্রকার বস্তুতঃ বিষয়সঙ্গ-রহিত হইলেও তাঁহাকে অনভিজ্ঞ প্রাকৃত জ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ বিষয়-সঙ্গী বলিয়া মনে করিয়া থাকেন—'তম্ অয়ং' ইত্যাদি, অর্থাৎ সেই শ্রীকৃষ্ণকেও প্রাকৃত জন নিজের সাদৃশ্যে কামাদি ব্যাপারে যুক্ত প্রাকৃত মানুষ বলিয়া মনে করেন। সত্যভামাতে আসক্তিহেতুই শ্রীকৃষ্ণের পারিজাত আহরণ প্রভৃতি বহু কার্য্যদর্শন করতঃ তাহারা ঐরূপ ধারণা করেন—এই অর্থ। অতএব তাহারা অবোধ অর্থাৎ সৎ ও অসৎ বিবেচনাশূন্য, নীলমণিকে কাঁচের ন্যায়, ভগবৎ-প্রেমকেই বিষয়া-সক্তি বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন—এই অর্থ ॥ ৩৬-৩৭ ॥

বিবৃতি—ভগবান্ বিষ্ণু মায়াধীশ। বিষ্ণুর তমো-গুণাবতার রুদ্র মায়াবশযোগ্যতত্ত্ব। বিষ্ণু নির্ব্বিকার, রুদ্র বিকারধর্ম্মাধীন। বিকারধর্ম্মবশে ভগবন্মায়া রুদ্রাদির বুদ্ধিকে মোহিত করিয়া কামাদিতে অভিভূত করেন। বিষ্ণু মায়াধীশ বলিয়া তিনি নিজমায়াদ্বারা আক্রান্ত হন না। মায়াধীন রুদ্রাদি বৈষ্ণব-তত্ত্বে সেবোন্মুখতার অভাব হইলেই প্রাকৃত স্ত্রীলোকের কামে অভিভূত হইবার যোগ্যতা জীবের বুদ্ধিতেই সম্ভব। মায়াধীশ বস্তু কৃষ্ণ যে কালে প্রপঞ্চে সপার্ষদে অবতীর্ণ হন সেই কালে প্রাপঞ্চিক দর্শনে বদ্ধজীবগণ ভগবানের অপ্রাকৃত অধোক্ষজত্ব উপলব্ধি করিতে সমর্থ না হইয়া তাঁহাকেও ব্রহ্মরুদ্রাদির ন্যায় প্রাকৃত কামবশযোগ্য মনে করে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে কৃষ্ণ মায়াধীশ ও কৃষ্ণেতর কৃষ্ণবিমুখ বস্তু মায়াধীন।

মুক্তজীব আপনার ও সেব্য-বস্তু ভগবানের বিকার দর্শন করিবার অবকাশ পান না। কৃষ্ণসেবা-বিমুখতাক্রমে যে কালে জৈবধর্ম্মে মায়ার ত্রিগুণান্তর্গ-তত্ব প্রাপ্তি ঘটে সেইকালে চিন্ময় জীবানুভূতি আংশিক সুপ্ত হওয়ায় অচিৎ বৃত্তিক্রমে চিদ্‌বুদ্ধি রহিত হয়। জীবের তাদৃশ অবস্থাই জড়াভিনিবিষ্ট বুদ্ধিতে অবস্থান। তখন তিনি অবুধ। প্রাকৃত মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার তাঁহার নিত্যস্বরূপকে আচ্ছাদন করায় নিত্য দর্শনাভাববিশিষ্ট হইয়া তাৎকালিক নশ্বর উপাধিতে অস্মিতার আরোপ করেন। সেইকালে শ্রীভগবানের প্রপঞ্চে অবতরণলীলাকে নিজ সদৃশ গুণময়-জড়বুদ্ধি-চালিত মনে করেন। জড়ের ভোক্তৃত্বসূত্রে কৃষ্ণোন্মুখ-তার ঔদাসীন্য হওয়ায় জীব জড়াসক্তিক্রমে ভগ-বান্‌কেও পরমাত্মা জানিতে গিয়া প্রচুর মায়াশক্তিময় কর্ত্তৃবিগ্রহ মনে করেন, কিন্তু ভগবানের নিত্যলীলায়

কোনও নশ্বর ক্রিয়ার অধিষ্ঠান না থাকায় প্রপঞ্চোদিত লীলা হেয়, অনুপাদেয়, সসীম, কালক্ষোভ্য ব্যাপারমাত্র নহে। বদ্ধজীবজ্ঞানে প্রাকৃতের ন্যায় বোধ হয় কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে উহা অপ্রাকৃত। মায়ামোহিত জীবই ভগবানের লীলাকে কর্ম্মফলবাধ্য জীবের অনুষ্ঠানের সহিত সমজ্ঞান করেন ॥ ৩৬-৩৭ ॥

———

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্‌গুণৈঃ ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—আত্মস্থৈঃ (আনন্দাদিভিঃ) তদাশ্রয়া (আত্মাশ্রয়া) বুদ্ধিঃ যথা ন যুজ্যতে (তদ্বৎ) প্রকৃতিস্থঃ অপি (প্রপঞ্চাগতঃ অপি কৃষ্ণঃ) তদ্‌গুণৈঃ (প্রকৃতেঃ সুখদুঃখাদিভিঃ) সদা (ন যুজ্যতে নিত্যমেব অযুক্তঃ বর্ত্ততে)। ঈশস্য (ঈশ্বরস্য) ঈশনং (ঐশ্বর্য্যং নাম) এতৎ (এব) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—যেরূপ আত্মাশ্রয়া বুদ্ধি আত্মার আনন্দাদির সহিত যুক্ত হয় না তদ্রূপ প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত প্রপঞ্চে অবস্থিত হইয়াও শ্রীকৃষ্ণ সুখদুঃখাদি প্রাকৃত গুণসমূহে কখনও যুক্ত হন না, পরমেশ্বরের বা তদীয় বস্তুসমূহের ইহাই ঐশ্বর্য্য ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—ননু ভবতু নাম তাসাং চিচ্ছক্তিত্বাত্তদ্রমণাদের্নির্গুণত্বম্। তদপি প্রাকৃতপ্রপঞ্চমধ্যে প্রাকৃত এব যদুবংশ অবতীর্ণস্য প্রাকৃতানামেব জরাসন্ধাদীনামসুরাণাং রূপশব্দাদীন্ বিষয়ান্ স্বচক্ষুঃশ্রোত্রাদীন্দ্রিয়ৈরাদদানস্য গুণসঙ্গঃ খলু দুর্ব্বার এব ইত্যত আহ এতদিতি ঈশস্য ঈশ্বরস্য ঈশনমৈশ্বর্য্যং নামৈতদিতি যৎ প্রকৃতৌ স্থিতোঽপি তস্যা গুণৈঃ ন যুজ্যতে গুণৈঃ কীদৃশৈঃ আত্মস্থৈঃ। অয়মর্থঃ স্বয়ং গুণেষু তিষ্ঠতি গুণা অপি তস্মিংস্তিষ্ঠন্তি তদপি তস্য গুণৈরসম্পর্ক ইতি বস্তুতো ভগবত এব সর্ব্বপ্রপঞ্চাধিষ্ঠানত্বেঽধিষ্ঠাতৃত্বে চাপি নির্গুণত্বমেবোক্তম্। সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চেতি সত্ত্বাদয়ো ন সন্তীশে যত্র চ প্রাকৃতা গুণা ইতি। (ভাঃ ১০।৮৮।৫) হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতে পর ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিভিঃ। যথা তদাশ্রয়া স এবাশ্রয়ো বিষয়ো যস্যাঃ সা তৎস্মরণবতী পরমভাগবতানাং বুদ্ধিঃ প্রকৃতিস্থাপি সন্তুষ্টিস্তুতিনিন্দাদিষু তৃপ্তিক্ষুৎপিপাসাপীড়াদিষু জাগরস্বপ্নসুষুপ্তিষু সত্ত্বাদিগুণেষু স্থিতাপি তেষ্বৌদাসীন্যাৎ ন তৈর্যুজ্যতে ইতি। তথৈব প্রাকৃতান্ বিষয়ানাদদানস্যাপি তস্য তেষ্বাসক্তিশূন্যত্বান্ন তৈর্যোগঃ ॥ ৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি পূর্ব্বপক্ষী বলেন—দেখুন, পট্টমহিষীবৃন্দের চিচ্ছক্তিত্ব-হেতু সেইরূপ রমণাদির নির্গুণত্ব যদি হয়, হউক্। তথাপি প্রাকৃত প্রপঞ্চমধ্যে প্রকৃত যদুবংশেই অবতীর্ণ, প্রাকৃত জরাসন্ধাদি অসুরগণের রূপ, শব্দাদি বিষয়সমূহ নিজের চক্ষুঃ, শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণকারী শ্রীকৃষ্ণের গুণ-সঙ্গ নিশ্চিত দুর্ব্বারই। তাহার উত্তরে বলিতেছেন—"এতদ্ ঈশনম্ ঈশস্য'—অর্থাৎ ঈশ্বরের (সর্বনিয়ন্তার) ঐশ্বর্য্য ইহাই যে প্রকৃতিতে অবস্থিত হইয়াও তাহার (প্রকৃতির) গুণের দ্বারা কখনই যুক্ত হন না। কিরূপ গুণের দ্বারা ? আত্ম-স্থিত গুণের দ্বারা। এই অর্থ—স্বয়ং গুণমধ্যে অবস্থিত, গুণসমূহও তাঁহাতে অবস্থিত, তথাপি তাঁহার (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের) গুণ-সমূহের দ্বারা অসম্পর্ক—ইতি। বস্তুতঃ শ্রীভগবানের সর্ব্বপ্রপঞ্চের অধিষ্ঠানত্ব এবং অধিষ্ঠাতৃত্ব হইলেও তাঁহার নির্গুণত্বই উক্ত হইল। "সাক্ষী, চেতা, কেবল নির্গুণ" ইতি, "প্রাকৃত সত্ত্বাদি গুণ যে ঈশ্বরে নাই।" এবং শ্রীভাগবতে "প্রকৃতির পরতত্ত্ব পরমপুরুষ শ্রীহরি সাক্ষাৎ নির্গুণ"—ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতির প্রমাণেও শ্রীকৃষ্ণের নির্গুণত্বই বলা হইয়াছে। যেরূপ 'তদাশ্রয়া' অর্থাৎ তিনিই (সেই শ্রীকৃষ্ণই) যাহার আশ্রয় ও বিষয়, সেই তাঁহার স্মরণযুক্তা পরম ভাগবতগণের বুদ্ধি প্রকৃতিস্থিতা হইলেও, সন্তুষ্টি, স্তুতি ও নিন্দাদিতে, তৃপ্তি, ক্ষুধা, পিপাসা ও পীড়াদিতে এবং জাগর, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি প্রভৃতি সত্ত্বাদি গুণসমূহে বর্ত্তমান থাকিলেও, সেই সকল গুণসমূহে ঔদাসীন্য-হেতু তাহাদের দ্বারা যুক্ত হয় না (অর্থাৎ পরম ভাগবতগণের ভগবদাশ্রয়া বুদ্ধি প্রকৃতিস্থিতা হইলেও আসক্তিশূন্য-হেতু যেমন প্রকৃতির গুণের দ্বারা যুক্ত হয় না) সেইরূপ প্রাকৃত বিষয়সকল গ্রহণ করিলেও সেই সকলে আসক্তি-শূন্যতা-বশতঃ শ্রীভগবানের তাহাতে কোন যোগ নাই ॥ ৩৮ ॥

মধ্ব—তদাশ্রয়া বুদ্ধিঃ। তজ্জ্ঞানিনামপি প্রকৃতিস্থ.নান্ন তৎসঙ্গঃ। কিমু তস্যেতি ব্যত্যাসো দৃষ্টান্তঃ॥

ব্যত্যাসো নান্বয়শ্চৈব প্রসিদ্ধো ভূত এব চ
সর্ব্বসংহারকশ্চেতি দৃষ্টান্তঃ পঞ্চধা স্মৃতঃ॥

ইতি ব্রা.হ্ম॥ ৩৮॥

বিবৃতি—শ্রীভগবান্ ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন মায়াধীশ। তিনি প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইলেও বিকারী ধর্ম্মের সম্পূর্ণ অযোগ্য বলিয়া ত্রিগুণের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারেন না। মায়াবশযোগ্য জীব ঈশ্বরের এই অতীন্দ্রিয় ঈশিতা বুঝিতে না প.রিলেও তাঁহারা অনির্ব্বচনীয়া ঐশী শক্তি গুণত্রয়কে প্রবল হইতে দেয় না। তিনি অলৌকিক-শক্তিসম্পন্ন হইয়া তাঁহার প্রাকৃত রাজ্যে অবতরণ করিয়াও শিবাদি আধিকারিক দেবতার ন্যায় প্রাকৃত বিকারের বাধ্য হন না। বদ্ধজীবের প্রাকৃত বুদ্ধি যেরূপ দ্বিতীয়াভিনিবেশক্রমে অদ্বয়জ্ঞান হইতে বিচ্যুত হইয়া ঈশবৈমুখ্য স্বীকার করে মহাভাগবতগণ সেবোন্মুখ অবস্থায় অবস্থিত হওয়ায় তাঁহাদিগকেও সেইরূপ প্রাকৃতভোগে বাধ্য করিতে সমর্থ হয় না। বিষ্ণু বা বৈষ্ণব নিত্যবস্তু ও বিকার রহিত। তাঁহারা দ্বিতীয়াভিনিবেশক্রমে ভোগময় সংসারের ক্রীড়াপুত্তলি হইবার সম্পূর্ণ অযোগ্য। উভয়েই অধোক্ষজ বস্তু অর্থাৎ প্রাকৃত-রূপ-রসাদি বিষয়সমূহ তাঁহাদিগকে বিমূঢ় করিতে সমর্থ হয় না। রসিকশেখর কৃষ্ণ রসাশ্রয় কার্ষ্ণের সেবায় ও সেবা-গ্রহণে সর্ব্বদা বিষয়াশ্রয় ভেদে আলম্বিত। তাঁহাদের পরস্পর উদ্দীপন বিভাবসামগ্রীর প্রকট করায়; উহাই রসের মূল উপাদান। যেখানে নশ্বর জড়রস চিন্ময় রসের অনুকরণে অল্পকালস্থায়ী ও অবরধর্ম্মবিশিষ্ট সেই কালেই বৈষ্ণব-তত্ত্বের স্বরূপোপলব্ধিতে প্রাকৃত-গুণাবস্থান। মায়াবাদিগণ ভগবানের অচিন্ত্য শক্তি-মত্তা নিজ প্রাকৃত বুদ্ধিদ্বারা আবরণ করায় ভগবানের সগুণ উপাসনা প্রভৃতির বিচার আশ্রয় করে। ঐ প্রকার জড়বুদ্ধি প্রাকৃত মাত্র। তাদৃশ প্রাকৃতবুদ্ধিতে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ ভগবল্লীলাকেও তাহারা মায়িক সবিশেষ বা সগুণ প্রকাশ মনে করে। প্রকৃত প্রস্তাবে সবিশেষতত্ত্ব অপ্রাকৃত বুদ্ধিবলেই নিত্যকাল অবস্থিত। যেখানে অচিৎ অনুভূতি প্রবল, সেখানেই নির্ব্বুদ্ধিতা-ক্রমে ভগবানের অবতারকেও নিজের ন্যায় নিঃশক্তিক, দুর্ব্বল, চিন্তনীয় জড়বস্তু বিশেষ মনে করে। উহারা আত্মবৃত্তিতে নিত্যসেবোন্মুখ হইলেই শ্রীভগবানের নিত্যনাম-রূপ-গুণ-লীলা স্ব-স্ব চিন্ময় ইন্দ্রিয়-দ্বারা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়। ভগবদ্দর্শনের অভাবেই মায়াবাদীর চিত্তবৃত্তিতে ভগবানের চিন্ময় স্বরূপ ও তদ্রূপবৈভব দেদীপ্যমান হয় না। প্রকৃত প্রস্তাবে ভগবান্ কখনও প্রাকৃত গুণযুক্ত হইতে পারেন না। ভগবান্ ও ভক্ত নিত্য নাম-রূপ-গুণ-লীলায় বিচিত্রবিলাসসম্পন্ন। তাঁহাদের প্রপঞ্চাবতরণে নির্ব্বোধলোককর্ত্তৃক প্রাকৃতভাবের আরোপ তাহাদের নিজ নিজ বুদ্ধির পরিচয় মাত্র॥ ৩৮॥

তং মেনিরেঽবলা মৌঢ্যাৎ স্ত্রৈণং চানুব্রতং রহঃ।
অপ্রমাণবিদো ভর্ত্তুরীশ্বরং মতয়ো যথা॥ ৩৯॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে
পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
প্রথমস্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণদ্বারকা-গমনং
নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১১॥

অন্বয়ঃ—মৌঢ্যাৎ (অজ্ঞত্বাৎ) ভর্ত্তুঃ (স্বামিনঃ শ্রীকৃষ্ণস্য) অপ্রমাণবিদঃ (প্রমাণং ইয়ত্তাং মহিমানং অজানন্ত্যঃ) অবলাঃ (স্ত্রিয়ঃ) যথা মতয়ঃ (তাসাং কল্পনাঃ যথা তথা) তম্ ঈশ্বরং (শ্রীকৃষ্ণং) স্ত্রৈণং (আত্মবশং) রহঃ (একান্তে) অনুব্রতম্ (অনুসৃতং) চ মেনিরে (জ্ঞাতবত্যঃ)॥ ৩৯॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-প্রথমস্কন্ধৈকাদশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ সমাপ্তঃ।

অনুবাদ—অহংবুদ্ধিপরায়ণগণ যেরূপ ক্ষেত্রজ্ঞ ঈশ্বরকে স্বধর্ম্মযোগী বলিয়া মনে করে তদ্রূপ সেই অবলাগণ তাঁহাদের কল্পনানুরূপ পতি শ্রীকৃষ্ণের মহিমা না জানিয়া মোহবশতঃ স্ব-স্ব বুদ্ধি অনুসারে ঈশ্বরকে স্ত্রীবশ ও একান্ত অনুগত বলিয়া মনে করিতেন॥ ৩৯॥

ইতি প্রথমস্কন্ধে একাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—ননু তর্হি যাসু তস্য সদৈবাসক্তিস্তাঃ পট্টমহিষ্য এবাভিজ্ঞাস্তস্য তত্ত্বং সামস্ত্যেন জানন্তি নৈবং রসপুষ্টিসিদ্ধ্যর্থং তাসাং স্বরূপভূতানামপি

যোগমায়য়া ভগবতৈব স্বসংপূর্ণজ্ঞানাবরণাৎ তা অপি তং ন জানন্তীত্যাহ তমিতি। তং স্বভর্ত্তারং রহোঽনুব্রতং স্বপ্রেমবশ্যমপি স্ত্রৈণং স্ত্রীমাত্রভাববশ্যং মেনিরে যতো মূঢ়া ভগবতৈবাদিরসপুষ্ট্যর্থং মূঢ়ীকৃতাঃ অতঃ সমুদ্রে বিহরন্তোঽপি যথা সমুদ্রস্যেয়ত্তাং ন জানন্তি তথা ভর্ত্তুঃ প্রমাণং ন বিদন্তি মতয়ঃ শাস্ত্রকৃতাং বুদ্ধিবৃত্তয়ঃ ঈশ্বর-নিরূপণে প্রবৃত্তাঃ জগদুপাদানত্বমীশ্বরত্বং জগন্নিয়ন্তৃত্বং তথা জগন্নিমিত্তত্বমীশ্বরত্বমিতি মতবৈবিধ্যাৎ। কিঞ্চিৎ কিঞ্চিজ্জানন্ত্যোঽপি বস্তুতো মূঢ়া এবেতি। যাশ্চ সংপর্য্যচরন্ প্রেম্নেনত্যাদ্যুক্তস্তাসাং প্রেমবত্ত্বাদ্ভগবতশ্চ প্রেমবশ্যত্বাৎ তাসাং প্রাকৃতত্বং ন ব্যাখ্যেয়ম্ ॥ ৩৯ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
একাদশোঽপি প্রথমে সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥ ১১॥
ইতি শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিঠক্কুরকৃতা শ্রীভাগবত প্রথমস্কন্ধৈকাদশাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, যাঁহাদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বদাই আসক্তি, সেই পট্টমহিষীগণই অভিজ্ঞ এবং তাঁহার তত্ত্ব সম্যক্‌রূপে জানেন। ইহার উত্তরে বলিতেছেন—'মৈবং' অর্থাৎ না, এইরূপ বলিতে পারেন না, রসপুষ্টির সিদ্ধির নিমিত্ত শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক যোগমায়ার দ্বারা স্বরূপভূতা তাঁহাদেরও ভগবদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞান আবৃত হওয়ায়, তাঁহারাও তাঁহাকে জানেন না—ইহাই বলিতেছেন—'তমিতি'। সেই নিজ পতিকেও নির্জনে 'অনুব্রত' অর্থাৎ নিজেদের প্রেমবশ্য স্ত্রৈণ স্ত্রীমাত্র-ভাবের বশ্যই বলিয়া মনে করেন, যেহেতু তাঁহারা মূঢ় অর্থাৎ শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃকই আদিরস পুষ্টির জন্য মূঢ়ীকৃত। যেমন সমুদ্রে বিহার করিলেও সমুদ্রের ইয়ত্তা (গভীরতা) জানা যায় না, সেইরূপ তাঁহারা নিজ পতির মহিমা জানেন না। 'মতয়ঃ'—শাস্ত্রকারগণের বুদ্ধি-বৃত্তিসকল ঈশ্বর-নিরূপণে প্রবৃত্ত হইয়া—জগতের উপাদানত্ব ঈশ্বরত্ব, জগতের নিয়ন্তৃত্ব, সেইরূপ জগতের নিমিত্তত্ব ঈশ্বরত্ব—এই বিবিধ মত পোষণ করিয়া থাকেন। কিছু কিছু জানিলেও বাস্তবিকপক্ষে অজ্ঞই। "যাঁহারা প্রীতিপূর্ব্বক পরিচর্য্যা করিতেছেন"—ইত্যাদির উক্তির দ্বারা সেই মহিষীবৃন্দের প্রেমবত্ত্ব-হেতু ভগবানেরও প্রেমবশ্যত্ব, অতএব তাঁহাদের প্রাকৃতত্ব ব্যাখ্যা করা সঙ্গত নহে ॥ ৩৯ ॥

ইতি ভক্ত-মানসের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার সজ্জন-সম্মত প্রথম স্কন্ধের একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত প্রথম স্কন্ধের একাদশ অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১।১১ ॥

মধ্ব—মতয়ো যথা। যথামতি মেনিরে ॥৩৯॥
ইতি শ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎপাদাচার্য্যবিরচিতে শ্রীভাগবতপ্রথমস্কন্ধতাৎপর্য্যে একাদশোঽধ্যায়ঃ।

তথ্য—ইতি প্রথমস্কন্ধ একাদশ অধ্যায়ের তথ্য সমাপ্ত।

বিবৃতি—ইতি প্রথমস্কন্ধ একাদশ অধ্যায়ের বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীভাগবত-প্রথমস্কন্ধের একাদশ অধ্যায়ের শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশৌনক উবাচ—
অশ্বত্থাম্নোপসৃষ্টেন ব্রহ্মশীর্ষ্ণোরুতেজসা।
উত্তরায়া হতো গর্ভ ঈশেনাজীবিতঃ পুনঃ ॥ ১ ॥

শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য

দ্বাদশ অধ্যায়ের কথাসার

শৌনক সূতকে পরীক্ষিতের জন্ম, কর্ম্ম ও দেহত্যাগাদির বিষয় জানিবার জন্য প্রশ্ন করিলে সূত বলিতে লাগিলেন যে পরীক্ষিৎ উত্তরার গর্ভে ব্রহ্মাস্ত্রানলে আক্রান্ত হইয়া একটী শ্যামবর্ণ অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষকে ব্রহ্মাস্ত্রতেজ প্রশমিত করিতে দেখিতে পাইলেন এবং 'ইনি কে' এইরূপ বিতর্ক করিলেন। হরি গর্ভস্থ পরীক্ষিৎকে দর্শন দিয়া, অন্তর্হিত হইলে পরীক্ষিৎ ভূমিষ্ঠ হইলেন। রাজা যুধিষ্ঠির পৌত্রের

জাতকর্ম্মাদি সমাপন ও ব্রাহ্মণগণকে ধনাদি দান করিলে ব্রাহ্মণগণ ঐ বালক বিষ্ণুকর্তৃক রক্ষিত হইয়াছে বলিয়া বিষ্ণুরাত-নামে বিখ্যাত হইবে, এই-রূপ বলিলেন। যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণগণকে বালক পুণ্যাত্মা হইবে কি না জিজ্ঞাসা করিলে ব্রাহ্মণগণ সর্ব্ববিধগুণে পরীক্ষিৎ সকলের শ্রেষ্ঠ হইবেন, ইহা যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন এবং আরও বলিলেন যে দ্বিজ-পুত্রপ্রেরিত তক্ষকসর্পদংশনে নিজ মৃত্যু হইবে জানিয়া পরীক্ষিৎ শুকদেবের নিকট হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে বৈকুণ্ঠপদ লাভ করিবেন। সেই বিষ্ণুরাত গর্ভস্থদশায় যে অপূর্ব্ব পুরুষকে দর্শন করিয়াছিলেন, ভূমিষ্ঠ হইয়াও মনুষ্য দেখিলেই তাঁহাকে স্মরণ করতঃ "ইনিই কি সেই পুরুষ?" এইরূপ পরীক্ষা করিতেন, বলিয়া জগতে "পরীক্ষিৎ" নামে খ্যাত হইবেন। অতঃপর যুধিষ্ঠির তিনবার অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞকর্ম্ম সম্পন্ন করাইয়া কিছুকাল হস্তিনাপুরে বাস করতঃ বন্ধুবর্গের অনুমতি গ্রহণ করিয়া অর্জ্জুন ও যাদবগণের সহিত দ্বারকায় গমন করিলেন।

অন্বয়ঃ—শৌনকঃ উবাচ। অশ্বত্থাম্না উপসৃষ্টেন (বিসৃষ্টেন) উরুতেজসা (মহাবিক্রমেণ) ব্রহ্মশীর্ষ্ণা (ব্রহ্মাস্ত্রেণ) হতঃ (বিনষ্টপ্রায়ঃ) উত্তরায়াঃ গর্ভঃ (ভ্রূণঃ) পুনঃ ঈশেন (শ্রীকৃষ্ণেন) আজীবিতঃ (সম্যক্ রক্ষিতঃ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শৌনক কহিলেন, হে সূত! অশ্বত্থামার নিক্ষিপ্ত মহাভয়ঙ্কর ব্রহ্মাস্ত্রে উত্তরার গর্ভ নষ্ট হইলেও পুনরায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে সম্যক্ রক্ষা করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ

কৃত্বা জন্মোৎসবং রাজা পৌত্রস্য শ্রীপরীক্ষিতঃ।
দ্বাদশে ভাবি তদ্বৃত্তং বিপ্রৈরুক্তমুপাশৃণোৎ ॥
নৈব শ্রুতচরো ভক্তো রাজা বা তাবদীদৃশঃ।
কৃষ্ণং দদর্শ যো গর্ভে যশ্চ কালমদণ্ডয়ৎ ॥

পরীক্ষিতো জন্ম বক্ষ্যে ইতি প্রতিজ্ঞায় দ্রোণ্যস্ত্র-ক্ষেপগর্ভরক্ষা - **কুন্তীস্তব** - ভীষ্মনির্য্যাণ - ভগবদ্‌যাত্রা-দ্বারকাপ্রবেশ-পট্টমহিষীরমণাদিকথামাধুর্য্যেষু তৎপ্রস-ঙ্গোত্থিতেষু মজ্জন্তং সূতং তদেব পরীক্ষিজ্জন্মশুশ্রূষুঃ শৌনকঃ পুনর্বিশেষতঃ পৃচ্ছতি অশ্বত্থাম্নেতি উপ-সৃষ্টেন নিক্ষিপ্তেন ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মহারাজ যুধিষ্ঠির পৌত্র শ্রীপরীক্ষিতের জন্মোৎসব সম্পন্ন করিয়া ব্রাহ্মণগণের নিকট বালকের ভবিষ্যৎ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন—'এই প্রকার ভক্তের কিংবা রাজার কথা কেহই কখন শ্রবণ করে নাই, যিনি মাতৃগর্ভে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়াছিলেন এবং যিনি কালকেও দণ্ড দিয়াছিলেন'॥

'পরীক্ষিতের জন্ম বলিব'—এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া দ্রৌণি অশ্বত্থামার অস্ত্রক্ষেপণ হইতে (উত্তরার) গর্ভ-রক্ষা, কুন্তীদেবীর স্তব, ভীষ্মদেবের নির্য্যাণ, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যাত্রা, দ্বারকায় প্রবেশ, পট্টমহিষী-বৃন্দের সহিত রমণ প্রভৃতি কথা-মাধুর্য্যাদি প্রসঙ্গে নিমজ্জিত সূত গোস্বামীকে সেই পরীক্ষিতের জন্ম-বৃত্তান্ত শ্রবণেচ্ছুক মহামুনি শৌনক পুনরায় বিশেষ-রূপে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—'অশ্বাত্থাম্না' ইত্যাদি অর্থাৎ অশ্বত্থামা কর্তৃক নিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্রের দ্বারা ॥ ১ ॥

তস্য জন্ম মহাবুদ্ধেঃ কর্ম্মাণি চ মহাত্মনঃ।
নিধনঞ্চ যথৈবাসীৎ স প্রেত্য গতবান্ যথা ॥ ২ ॥
তদিদং শ্রোতুমিচ্ছামো গদিতুং যদি মন্যসে।
ব্রূহি নঃ শ্রদ্দধানানাং যস্য জ্ঞানমদাচ্ছুকঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—মহাবুদ্ধেঃ (উদারধিয়ঃ) মহাত্মনঃ (মহাশয়স্য) তস্য (পরীক্ষিতঃ) জন্ম কর্ম্মাণি চ নিধনঞ্চ এব যথা আসীৎ (অভবৎ) যথা (যেন প্রকারেণ) সঃ (পরীক্ষিৎ) প্রেত্য (দেহং ত্যক্ত্বা) গতবান্ তৎ ইদং (সর্ব্বং) শ্রোতুমিচ্ছামঃ। যদি গদিতুং (বক্তুং) মন্যসে (অনুগ্রহেণ ইচ্ছসি তর্হি) যস্য (পরীক্ষিতঃ পরীক্ষিতে ইতি যাবৎ) শুকঃ (বৈয়াসকিঃ) জ্ঞানং (আত্মতত্ত্বং) অদাৎ (অশিক্ষয়ৎ, তস্য বৃত্তান্তমিতি শেষঃ) শ্রদ্দধানানাং (শ্রদ্ধাযুক্তানাং) নঃ (অস্মাকং অস্মভ্যমিতি যাবৎ) ব্রূহি (বদ) ॥ ২-৩ ॥

অনুবাদ—মহাধীশক্তিশালী মহানুভব সেই পরীক্ষিতের জন্ম, কর্ম্ম প্রভৃতি এবং মৃত্যু যেরূপভাবে হইয়াছিল, তিনি দেহত্যাগ করিয়া যেরূপভাবে বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছিলেন এবং পরমহংসচূড়ামণি শ্রীশুক-

দেব যাঁহাকে জ্ঞানোপদেশ করিয়াছিলেন সেই পরীক্ষিতের সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবার জন্য অভিলাষ করিয়াছি ; অতএব যদি আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক বলিতে ইচ্ছা করেন, প্রার্থনা করি, তাহা হইলে পরীক্ষিতচরিতশ্রবণে শ্রদ্ধালু আমাদিগের নিকট তাহা বর্ণন করুন্ ॥ ২-৩ ॥

শ্রীসূত উবাচ—

অপীপলদ্ধর্ম্মরাজঃ পিতৃবদ্রঞ্জয়ন্ প্রজাঃ।
নিস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যঃ কৃষ্ণপাদানুসেবয়া ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—সূতঃ উবাচ। কৃষ্ণপাদানুসেবয়া (শ্রীকৃষ্ণচরণস্মরণেন) সর্ব্বকামেভ্যঃ নিস্পৃহঃ (বীতরাগঃ) ধর্ম্মরাজঃ (যুধিষ্ঠিরঃ) পিতৃবৎ (পিতা ইব) প্রজাঃ রঞ্জয়ন্ (নন্দয়ন্) অপীপলৎ (তাঃ পালয়ামাস) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—সূত কহিলেন, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম অনুক্ষণ সেবাফলে সকল প্রকার কামনা নির্ম্মুক্ত হইয়া পিতা পাণ্ডুর ন্যায় প্রজাবর্গের সন্তোষ বিধান করিতে করিতে প্রজা পালন করিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—তাদৃশপৌত্রপ্রাপ্তৌ রাজ্ঞঃ কৃষ্ণানুরাগ এব কারণমিত্যভ্যূহয়ংস্তমেবাহ ত্রিভিঃ। অপীপলৎ পালয়ামাস ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাদৃশ পৌত্র প্রাপ্তিতে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের কৃষ্ণানুরাগই কারণ—ইহা অনুমান করিয়া তাহাই তিনটি শ্লোকে বলিতেছেন। 'অপীপলৎ' —অর্থাৎ পালন করিয়াছিলেন ॥ ৪ ॥

সম্পদঃ ক্রতবো লোকো মহিষী ভ্রাতরো মহী।
জম্বুদ্বীপাধিপত্যঞ্চ যশশ্চ ত্রিদিবং গতম্ ॥ ৫ ॥
কিং তে কামাঃ সুরস্পার্হা মুকুন্দমনসো দ্বিজ।
অধিজহ্রুর্মুদং রাজ্ঞঃ ক্ষুধিতস্য যথেতরে ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) দ্বিজ (শৌনক), ক্ষুধিতস্য (অন্নৈকমনসঃ) যথা ইতরে (স্রক্‌চন্দনাদয়ঃ) (প্রীতিং ন কুর্ব্বন্তি তদ্বৎ) মুকুন্দমনসঃ (মুকুন্দে এব মনঃ যস্য তস্য) রাজ্ঞঃ (যুধিষ্ঠিরস্য) সুরস্পার্হাঃ (সুরাণাং স্পৃহণীয়াঃ) সম্পদঃ ক্রতবঃ (যজ্ঞাঃ) লোকাঃ (সত্যাদি লোকাঃ) মহিষী (দ্রৌপদী) ভ্রাতরঃ (ভীমাদয়ঃ) মহী (পৃথ্বী) জম্বুদ্বীপাধিপত্যং (বিস্তীর্ণং সাম্রাজ্যং) ত্রিদিবং (স্বর্গং) গতং (প্রাপ্তং তত্র বিস্তৃতং) যশঃ চ (এতে) কামাঃ (বিষয়াঃ) কিং মুদং (তস্য প্রীতিং) অধিজহ্রুঃ (কৃতবন্তঃ ? ন হি ইত্যর্থঃ) ॥ ৫-৬ ॥

অনুবাদ—সেই ধর্ম্মরাজের বহু ধনসম্পত্তি, বহু যজ্ঞ, তদুপার্জ্জিত পুণ্যলোকসমূহ, মহিষী, ভীমসেনাদি ভ্রাতৃবৃন্দ, শাসিত পৃথিবী, জম্বুদ্বীপের প্রভুত্ব এবং স্বর্গগত কীর্ত্তি সবই ছিল।

কিন্তু হে ব্রহ্মন্, যেরূপ একমাত্র অন্নভোজনলালস ক্ষুধার্ত্তব্যক্তির ক্ষুন্নিবৃত্তিকারক অন্ন ব্যতীত মাল্য-চন্দনাদি অন্য কিছু প্রীতি উৎপাদন করে না তদ্রূপ দেবগণের স্পৃহণীয় ও বাঞ্ছিত ঐ সম্পদাদি বিষয়-সমূহ একমাত্র কৃষ্ণের প্রতি চিত্ত নিবিষ্ট থাকায় ধর্ম্মরাজের কি আনন্দ উৎপাদন করিতে পারিয়াছিল ? নিশ্চয় নহে ॥ ৫-৬ ॥

বিশ্বনাথ—সম্পদাদয়স্তথা সুরাণামপি স্পৃহৈব স্পার্হঃ স্বার্থেঽণ্ স যেষু তে সুরস্পার্হাঃ কামাঃ ভোগাঃ রাজ্ঞঃ কিং মুদং অধিজহ্রুর্নৈব কৃতবন্ত ইত্যর্থঃ। তত্র হেতুর্মুকুন্দমনস ইতি ইতরে স্রক্‌চন্দনাদয়ঃ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সম্পদ্ প্রভৃতি, সেইরূপ 'সুর-স্পার্হাঃ কামাঃ'—অর্থাৎ দেবগণেরও স্পৃহণীয় ভোগ-সকল। স্পৃহা-শব্দের স্বার্থে অণ্ প্রত্যয় করিয়া স্পার্হ হইয়াছে, অর্থ—স্পৃহাই। ঐ সকলও কি মহা-রাজের প্রীতি উৎপাদন করিতে সমর্থ হইয়াছিল ? না, কখনই নয়—এই অর্থ। তাহার কারণ—'মুকুন্দমনসঃ'—মুকুন্দেই যাঁহার মন, সেই মহারাজ যুধিষ্ঠিরের। 'ইতরে'—বলিতে অন্যান্য স্রক্-চন্দনাদি ॥ ৫-৬ ॥

মাতুর্গর্ভ্তগতো বীরঃ স তদা ভৃগুনন্দন।
দদর্শ পুরুষং কঞ্চিৎ দহ্যমানোঽস্ত্রতেজসা ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—হে ভৃগুনন্দন! (শৌনক) তদা ব্রহ্মাস্ত্রত্যাগাৎ পরং) মাতুঃ গর্ভগতঃ (কুক্ষিস্থঃ) অস্ত্রতেজসা দহ্যমানঃ (সন্তপ্তঃ) সঃ বীরঃ (পরীক্ষিৎ)

কঞ্চিৎ (কমপি) পুরুষং দদর্শ (অপশ্যৎ) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—হে ভৃগুনন্দন, সেই ব্রহ্মাস্ত্র উত্তরার গর্ভে প্রবেশ করিলে সেই সময় মাতৃগর্ভস্থিত মহাবীর পরীক্ষিৎ সেই ব্রহ্মাস্ত্রতেজে দগ্ধ হইয়া একটী পুরুষকে দর্শন করিলেন ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—প্রস্তুতমাহ মাতুর্গর্ভগতো বীর ইতি। স্বাভাবিকবীরত্বেনৈবাস্ত্রতেজসস্তস্মাদবিভ্যদিত্যর্থঃ। দদর্শেতি তন্মনোনয়নাভ্যাং ভগবদ্রূপে এব স্ববিষয়গ্রহণারম্ভঃ প্রথমতঃ কৃত ইতি ভাবঃ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রস্তুত অর্থাৎ প্রকরণগত যথার্থ্য ঘটনা বলিতেছেন—'মাতুর্গর্ভগতো বীরঃ' ইতি, অর্থাৎ মাতা উত্তরার গর্ভস্থিত বীর পরীক্ষিৎ। স্বাভাবিক বীরত্ব থাকায় সেইরূপ অস্ত্রের তেজ হইতে ভীত হন নাই—এই অর্থ। 'দদর্শ'—দেখিয়াছিলেন, অর্থাৎ মন ও নয়নের দ্বারা শ্রীভগবানের রূপেই স্ববিষয় গ্রহণের আরম্ভ প্রথম হইতেই করিয়াছিলেন—এই ভাব ॥ ৭ ॥

অঙ্গুষ্ঠমাত্রমমলং স্ফুরৎপুরটমৌলিনম্।
অপীব্যদর্শনং শ্যামং তড়িদ্বাসসমচ্যুতম্ ॥ ৮ ॥
শ্রীমদ্দীর্ঘচতুর্ব্বাহুং তপ্তকাঞ্চনকুণ্ডলম্।
ক্ষতজাক্ষং গদাপাণিমাত্মনঃ সর্ব্বতো দিশম্।
পরিভ্রমন্তমুল্কাভাং ভ্রাময়ন্তং গদাং মুহুঃ ॥ ৯ ॥
অস্ত্রতেজঃ স্বগদয়া নীহারমিব গোপতিঃ।
বিধমন্তং সন্নিকর্ষে পর্য্যৈক্ষত ক ইত্যসৌ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—অঙ্গুষ্ঠমাত্রং (তৎপরিমাণং) অমলং (মলিনিমাশূন্যং) স্ফুরৎপুরটমৌলিনং (স্ফুরন্ পুরটমৌলিঃ সুবর্ণশিরোভূষণং যস্য অস্তি তং) অপীব্যদর্শনং (অতিসুন্দরং রূপং যস্য তং) শ্যামং (শ্যামসুন্দরং) তড়িদ্‌বাসসং (তড়িদ্বৎ বাসসী যস্য তং) অচ্যুতং (অবিকারং) শ্রীমদ্দীর্ঘ-চতুর্বাহুং (সুখোভনাঃ আজানুলম্বিতাঃ চত্বারোঃ বাহবঃ যস্য তং) তপ্তকাঞ্চনকুণ্ডলং (তপ্তং দাহোত্তীর্ণং যৎ কাঞ্চনং তন্ময়ে কুণ্ডলে যস্য তং) ক্ষতজাক্ষং (সংরম্ভাদত্যারক্তনেত্রং) গদাপাণিং (গদাধরং) আত্মনঃ সর্ব্বতো দিশং (চতুর্দ্দিক্ষু) পরিভ্রমন্তং (প্রধাবন্তং) উল্কাভাং (জলদাকৃতিং) গদাং মুহুঃ (পুনঃ পুনঃ) ভ্রাময়ন্তং (বিঘূর্ণয়ন্তং) গোপতিঃ (সূর্য্যঃ) নীহারং (হিমম্) ইব স্বগদয়া (নিজ গদাবিঘূর্ণনেন) অস্ত্রতেজো বিধমন্তং (বিনাশয়ন্তং) সন্নিকর্ষে (সমীপে দদর্শ ইতিশেষঃ দৃষ্ট্বা চ ইতি চ শেষঃ) অসৌ (পুরুষঃ) কঃ ইতি পর্য্যৈক্ষত (বিতর্কিতবান্) ॥ ৮-১০ ॥

অনুবাদ—(সেই পুরুষ) দেখিতে অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত, নির্ম্মলকান্তি, উজ্জ্বল স্বর্ণমুকুটধারী অতি সুন্দররূপ, বিদ্যুদ্ভূষিত মেঘের ন্যায় পীতবসনধারী অবিকার, আজানুলম্বিত সুন্দর চতুর্ভুজধারী, অগ্নিদগ্ধ স্বর্ণময় কুণ্ডলশোভিত, অহো! আমার ভক্তেরও গর্ভবাসকালে অস্ত্রক্লেশ এই ভাবিয়া ক্রোধভরে ঘূর্ণন হেতু অতি আরক্তলোচন, গদাধারী, নিজের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণশীল এবং স্বীয় উল্কাসদৃশ উজ্জ্বল গদা পুনঃ পুনঃ সঞ্চালনকারী সেই পুরুষ, সূর্য্য যেমন হিমরাশি বিনাশ করে তদ্রূপ নিজ গদাপ্রভাবে সেই অশ্বত্থামা নিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্রতেজ বিনাশ করিতেছেন। এতাদৃশ সেই পুরুষকে সমীপে অবস্থিত দর্শন করিয়া সেই গর্ভস্থিত বালক পরীক্ষিৎ 'ইনি কে?' এই ভাবিয়া মনে মনে বিতর্ক করিতে লাগিলেন ॥ ৮-১০ ॥

বিশ্বনাথ—অঙ্গুষ্ঠমাত্রমিতি আত্মনঃ সর্ব্বতো দিক্ষু গর্ভে তাবন্মাত্রস্যৈব বিকারস্য স্থিতত্বাৎ তৎপ্রমাণমেব ভগবত্যুপচরিতং বস্তুতস্তু তাবত্যপি দেশেঽচিন্ত্যশক্ত্যা যথাবৎ প্রমাণমেব ভগবন্তং দদর্শ ন ত্বন্যথা গর্ভে দৃষ্টমনুধ্যায়ন্ পরীক্ষেত নরেষ্বিহ ইত্যুপরিষ্ঠাদুক্তের্নরলোকে তৎপরীক্ষণান্যথানুপপত্তেঃ। অতএব অপীব্যমন্যূনাতিরিক্তত্বাদতিসুন্দরং দৃশ্যতে ইতি দর্শনং রূপং যস্য তম্। পুরটমৌলিনমিতি ব্রীহ্যাদিত্বাদিনিঃ শ্যামং তড়িদ্বাসসমিতিপদাভ্যাং বিদ্যুদ্ভূষিতমেঘো ব্রহ্মাস্ত্রদাবানলদহ্যমানপরীক্ষিৎকলভত্রাণায় সহসৈবোত্তরাকুক্ষিনভসি প্রাদুরভূদিতি দ্যোতিতম্।

ক্ষতজাক্ষং ব্রহ্মাস্ত্রং প্রতি ক্রোধাদত্যারক্তনেত্রম্।

নীহারং হিমং গোপতিঃ সূর্য্য ইব সূর্য্যো যথা বিধমিতি তথাস্ত্রতেজো বিধমন্তং বিনাশয়ন্তং পর্য্যৈক্ষত কোঽসৌ বীরাসনেন মামনিযুক্তোঽপি রক্ষতীতি বিতর্কিতবান্ ॥ ৮-১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অঙ্গুষ্ঠমাত্রমিতি'—অঙ্গুষ্ঠপরিমিত অর্থাৎ নিজের সকল দিকে, গর্ভে সেই

পরিমিত অবকাশেই অবস্থিত হওয়ায়, সেই (অঙ্গুষ্ঠ) পরিমাণই শ্রীভগবানে উপচারিত হইয়াছে। বস্তুতঃ কিন্তু ঐ সামান্য স্থানেও স্বীয় অচিন্ত্য-শক্তিপ্রভাবে যথার্থ পরিমাণ-বিশিষ্ট ভগবানকেই দেখিয়াছিলেন, অন্যরূপ নহে। কারণ, "তিনি গর্ভে যে পুরুষকে দর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহাকে স্মরণ করতঃ 'এই ব্যক্তিই কি সেই পুরুষ?'—এই বলিয়া সকল মনুষ্যের পরীক্ষা করিতেন, এইজন্য তাঁহার নাম পরীক্ষিৎ।"—অগ্রিম শ্লোকের এই উক্তি অনুসারে নরলোকে তাঁহার পরীক্ষা সম্ভব হইত না। অতএব 'অপীব্যদর্শনং'—অর্থাৎ অন্যূনাতিরিক্ত (কমবেশী-রহিত) হেতু অতিসুন্দর, যাহা দৃশ্য হয়, তাহা দর্শন অর্থাৎ রূপ যাঁহার, তাঁহাকে (সেই অনুপম অপূর্ব্ব-রমণীয়-দর্শন শ্রীকৃষ্ণকে মাতৃগর্ভেই দর্শন করিয়াছিলেন)। 'পুরটমৌলিনং'—অর্থাৎ মস্তকে স্বর্ণময় মুকুট যাঁহার আছে, তাঁহাকে, এখানে 'ব্রীহ্যাদিত্বাৎ' ইনি প্রত্যয় হইয়াছে। 'শ্যামং' এবং 'তড়িদ্বাসসং' অর্থাৎ বিদ্যুতের ন্যায় বসনধারী, এই দুইটি পদের দ্বারা বিদ্যুদ্-ভূষিত মেঘ ব্রহ্মাস্ত্র-রূপ দাবানলে দহ্যমান পরীক্ষিৎ-রূপ হস্তিশাবকের রক্ষণের নিমিত্ত সহসা উত্তরার গর্ভাকাশে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল—ইহা দ্যোতিত হইল।

'ক্ষতজাক্ষং'—বলিতে ব্রহ্মাস্ত্রের প্রতি ক্রোধে অত্যন্ত আরক্ত লোচন যাঁহার, তাঁহাকে (দেখিয়াছিলেন)।

নীহার অর্থাৎ হিমরাশিকে সূর্য্য যেমন বিনাশ করে, সেইরূপ ব্রহ্মাস্ত্রের তেজ যিনি বিনাশ করিতেছেন। 'পর্য্যৈক্ষত'—অর্থাৎ অনিযুক্ত হইয়াও বীরাসনে আমাকে রক্ষা করিতেছেন, ইনি কে? এইরূপ বিচার করিতে লাগিলেন ॥ ৮-১০ ॥

বিধূয় তদমেয়াত্মা ভগবান্ ধর্ম্মগুব্বিভুঃ।
মিষতো দশমাস্যস্য তত্রৈবান্তর্দধে হরিঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—অমেয়াত্মা (অবিতর্ক্যস্বরূপঃ) ধর্ম্মগুপ্ (ধর্ম্মং গোপায়তি ইতি ধর্ম্মরক্ষকঃ) বিভুঃ (সর্ব্বগতঃ) ভগবান্ হরিঃ তৎ (ব্রহ্মাস্ত্রং) বিধূয় (প্রশম্য) দশমাস্যস্য (দশমাসপরিচ্ছেদ্যস্য) অস্য (গর্ভস্য) মিষতঃ (পশ্যতঃ তমনাদৃত্য) তত্রৈব (যত্র দৃষ্টঃ তত্রৈব) অন্তর্দধে (অন্তর্হিতঃ) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—অপরিমিত শক্তিশালী ধর্ম্মের পরিপালকসর্ব্বগত পরমেশ্বর শ্রীহরি সেই ব্রহ্মাস্ত্রতেজ বিনাশ করিয়া দর্শনকারী দশমাসবয়স্ক সেই পরীক্ষিতের নিকটে সেই গর্ভকোষমধ্যেই অন্তর্হিত হইলেন ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—ধর্ম্মঃ ভক্তবাৎসল্যরূপং স্বধর্ম্মং গোপায়তীতি ধর্ম্মগুপ্ দশমাস্যস্য দশমাসপরিচ্ছেদ্যস্য তস্য মিষতঃ পশ্যতঃ। যত্র দৃষ্টঃ তত্রৈবান্তর্দধে ন ত্বন্যত্র গতঃ যতো বিভুঃ। হরিরিতি তস্য মনোহপহৃত্য তস্মিন্নবদধানে সত্যন্তর্দধে। চৌরস্য লক্ষণমিদমেব যদ্ধনবত্যবদধানেঽন্তর্দ্ধত্তে ইতি। কূটযামিকবত্তন্মনো হর্ত্তুমেব তত্র প্রবিষ্ট আসীদিত্যুৎপ্রেক্ষা চ দ্যোতিতা ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ধর্ম্মগুপ্'—অর্থাৎ ভক্তবাৎসল্যরূপ স্বধর্ম্ম যিনি পালন করিতেছেন। 'দশমাস্যস্য'—দশ মাস বয়স্ক সেই শিশুর চোখের সামনেই, তিনি দেখিতে দেখিতেই (অন্তর্হিত হইলেন)। যে স্থানে দৃষ্ট হইয়াছিলেন, সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন, কিন্তু অন্যত্র গমন করেন নাই, যেহেতু তিনি বিভু (সর্ব্বব্যাপক)। 'হরিঃ'—অর্থাৎ তাঁহার (পরীক্ষিতের) মন অপহরণ করিয়া তাঁহার অবধানেই (মনোযোগ-পূর্ব্বক নিরীক্ষণ-কালেই) অন্তর্হিত হইলেন। চৌরের ইহাই লক্ষণ যে—গৃহস্থ দেখিলেই পলায়ন করে, আর ইনি (শ্রীকৃষ্ণ) কূট প্রহরীর মত তাঁহার মন হরণ করিবার জন্যই সেখানে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন—এই উৎপ্রেক্ষাও এখানে দ্যোতিত হইয়াছে। (উপমেয়ের উৎকর্ষের জন্য উপমানের সহিত যে সম্ভাবনা অর্থাৎ অন্য হেতুর উপন্যাসদ্বারা বিতর্ক, তাহাকে উৎপ্রেক্ষা বলে) ॥ ১১ ॥

ততঃ সর্ব্বগুণোদর্কে সানুকূলগ্রহোদয়ে।
জজ্ঞে বংশধরঃ পাণ্ডোর্ভূয়ঃ পাণ্ডুরিবৌজসা ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (তদনন্তরং) সর্ব্বগুণোদর্কে (সর্ব্বগুণানামুত্তরোত্তরাধিক্যসূচকে) সানুকূলগ্রহোদয়ে (অনুকূলৈরন্যৈর্গ্রহৈঃ সহিতানাং শুভগ্রহাণামুদয়ো

যস্মিন্ লগ্নে) ওজসা (তেজসা) ভূয়ঃ (পুনরপি) পাণ্ডুঃ ইব (মহাশূরঃ) পাণ্ডোঃ বংশধরঃ (অপত্যং পরীক্ষিৎ) জজ্ঞে (অজায়ত) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর শুভগ্রহসমূহ অন্যান্য অনুকূল গ্রহগণের সহিত সম্মিলিত হইলে দ্বিতীয় পাণ্ডুসদৃশ পাণ্ডুবংশাবতংস পরীক্ষিৎ জন্মগ্রহণ করিলেন ॥১২॥

বিশ্বনাথ—সর্ব্বগুণা এব উদর্কং উত্তরকালভবং ফলং যত্র তস্মিন্। অনুকূলৈর্গ্রহৈঃ সহ বর্ত্তমানে উদয়ে লগ্নে ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সর্ব্বগুণোদর্কে'—সমস্ত গুণই যেখানে পরবর্ত্তীকালে ফল প্রদান করিবে, এমন সময়ে। অনুকূল গ্রহগণের সহিত বর্ত্তমান উদয় লগ্নে (পরীক্ষিৎ জন্মগ্রহণ করিলেন।) ॥ ১২ ॥

তস্য প্রীতমনা রাজা বিপ্রৈর্ধৌম্যকৃপাদিভিঃ।
জাতকং কারয়ামাস বাচয়িত্বা চ মঙ্গলম্ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—প্রীতমনাঃ (সহর্ষচিত্তঃ) রাজা (যুধিষ্ঠিরঃ) ধৌম্যকৃপাদিভিঃ (ধৌমকৃপাচার্য্যপ্রমুখৈঃ) বিপ্রৈঃ মঙ্গলং (পুণ্যাহং) বাচয়িত্বা (পাঠয়িত্বা) তস্য (পরীক্ষিতঃ) জাতকং (জাতকর্ম্ম) কারয়ামাস (সম্পাদয়ামাস) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—সেই সময় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির প্রফুল্ল চিত্তে ধৌম্য কৃপাচার্য্য প্রভৃতি দ্বিজগণের দ্বারা পুণ্যাহাদি স্বস্তিবাচন পাঠ করাইয়া সেই নবজাত বালকের জাতকর্ম্ম সম্পাদন করাইলেন ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—জাতকং জাতকর্ম্ম ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'জাতকং'—বলিতে জাতকর্ম্ম (সম্পাদন করাইলেন) ॥ ১৩ ॥

হিরণ্যং গাং মহীং গ্রামান্ হস্ত্যশ্বান্ নৃপতির্ব্বরান্।
প্রাদাৎ স্বন্নঞ্চ বিপ্রেভ্যঃ প্রজাতীর্থে স তীর্থবিৎ ॥১৪॥

অন্বয়ঃ—তীর্থবিৎ (দানকালজ্ঞঃ) সঃ নৃপতিঃ (যুধিষ্ঠিরঃ) বিপ্রেভ্যঃ হিরণ্যং (সুবর্ণং) গাং (ধেনুং) মহীং (পৃথ্বীং) বরান্ (শ্রেষ্ঠান্) গ্রামান্ হস্ত্যশ্বান্ (চ) স্বন্নঞ্চ (শোভনমন্নঞ্চ) প্রজাতীর্থে (পুত্রোৎপত্তিপুণ্যকালে) প্রাদাৎ (দদৌ) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—অতঃপর দানপাত্রাভিজ্ঞ সেই নরপতি যুধিষ্ঠির সন্তানোৎপত্তিরূপ পুণ্যকালে ব্রাহ্মণগণকে স্বর্ণ, গাভী, ভূমি, শ্রেষ্ঠ গ্রামসমূহ ও হস্তীঘোটকসমূহ উত্তম উত্তম প্রয়োজনোপযোগী অন্ন প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—প্রজাতীর্থে পুত্রোৎপত্তিপুণ্যকালে। পুত্রে জাতে ব্যতীপাতে দত্তং ভবতি চাক্ষয়ং ইতি স্মৃতেঃ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রজাতীর্থে'—অর্থাৎ পুত্রোৎপত্তির পুণ্যকালে (মহারাজ যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণদিগকে স্বর্ণাদি দান করিলেন)। স্মৃতি শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে —"পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে এবং ব্যতীপাত কালে অর্থাৎ জ্যোতিষ শাস্ত্রোক্ত সপ্তদশ শুভকালে দান করিলে, তাহা অক্ষয় হয়" ॥ ১৪ ॥

তমূচুর্ব্রাহ্মণাস্তুষ্টা রাজানং প্রশ্রয়ানতম্।
এষ হ্যস্মিন্ প্রজাতন্তৌ পুরূণাং পৌরবর্ষভ ॥ ১৫ ॥
দৈবেনাপ্রতিঘাতেন শুক্লে সংস্থামুপেয়ুষি।
রাতো বোঽনুগ্রহার্থায় বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—তুষ্টাঃ (প্রতিগ্রহতৃপ্তাঃ) ব্রাহ্মণাঃ তং প্রশ্রয়ানতং (বিনয়াবনতং) রাজানং (যুধিষ্ঠিরং) উচুঃ (কথয়ামাসুঃ) হে পৌরবর্ষভ ! (পুরুকুল-প্রদীপ) পুরূণাং (পৌরবানাং) শুক্লে (শুদ্ধে নির্ম্মলে) অস্মিন্ প্রজাতন্তৌ (বংশে) অপ্রতিঘাতেন (দুর্ব্বারেণ) দৈবেন সংস্থাং (নাশং) উপেয়ুষি (গতে সতি) বঃ (যুষ্মাকং) অনুগ্রহার্থায় প্রভবিষ্ণুনা (প্রভবনশীলেন) বিষ্ণুনা রাতঃ (দত্তঃ) ॥ ১৫-১৬ ॥

অনুবাদ—তখন ব্রাহ্মণগণ সন্তুষ্ট হইয়া সেই রাজা যুধিষ্ঠিরকে বলিতে লাগিলেন, হে পুরুবংশশ্রেষ্ঠ, পুরুবংশীয়গণের শুদ্ধ এই প্রজারূপ পুত্র দুর্ব্বার দৈববশতঃ বিনাশ প্রাপ্ত হইলে আপনাদের প্রতি অনুগ্রহ করিবার নিমিত্তই মহাপ্রভাবশালী শ্রীনারায়ণ এই সন্তানটীকে প্রদান করিয়াছেন ॥ ১৫-১৬ ॥

বিশ্বনাথ—পুরূণাং পুরুবংশ্যানাং প্রজাতন্তৌ সংস্থাং নাশং উপেয়ুষি প্রাপ্তে সতি শুক্লে শুদ্ধে রাতো দত্তঃ ॥ ১৫-১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পুরূণাং—পুরুবংশীয়গণের

বংশে (দুর্ব্বার দৈব কর্ত্তৃক) নাশ উপস্থিত হইলে। 'শুক্লে'—অর্থাৎ পবিত্র পুরুবংশে। 'রাতঃ'—অর্থাৎ (বিষ্ণু কর্ত্তৃক) দত্ত ॥ ১৫-১৬ ॥

———

তস্মান্নাম্না বিষ্ণুরাত ইতি লোকে ভবিষ্যতি।
ন সন্দেহো মহাভাগ মহাভাগবতো মহান্ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—তস্মাৎ লোকে বিষ্ণুরাতঃ ইতি নাম্না (খ্যাতঃ কুমারঃ) মহান্ (গুণশালী) মহাভাগবতঃ (ভক্তশ্রেষ্ঠঃ) ভবিষ্যতি। (হে) মহাভাগ! (সৌভাগ্যবান্) ন সন্দেহঃ (অত্র সংশয়ঃ নাস্তি) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—যেহেতু তিনি বিষ্ণুকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াছিলেন সেই হেতু জগতে বিষ্ণুরাত এই নামে প্রসিদ্ধ হইবেন এবং তিনি মহাত্মা, পরম বৈষ্ণব ও বিবিধগুণে শ্রেষ্ঠ হইবেন, হে মহারাজ! ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—বালস্য তাদৃশযোগ্যতায়ামশ্রদ্দধানং রাজানং প্রত্যাহ ন সন্দেহ ইতি ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বালকের তাদৃশ যোগ্যতা-বিষয়ে অবিশ্বস্ত রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রতি (ব্রাহ্মণগণ) বলিলেন—এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥ ১৭ ॥

———

শ্রীরাজোবাচ—

অপ্যেষ বংশ্যান্ রাজর্ষীন্ পুণ্যশ্লোকান্ মহাত্মনঃ।
অনুবর্ত্তিতা স্বিদ্‌যশসা সাধুবাদেন সত্তমাঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীরাজা (যুধিষ্ঠিরঃ) উবাচ। হে সত্তমাঃ! (হে মহাত্মনঃ) অপি স্বিৎ (প্রশ্নে কিং স্বিৎ) এষঃ (শিশুঃ) বংশ্যান্ (অস্মদ্বংশীয়ান্) পুণ্যশ্লোকান্ (পবিত্রচরিতান্) রাজর্ষীন্ (ধার্ম্মিকান্ রাজ্ঞঃ) সাধুবাদেন যশসা (সৎকীর্ত্ত্যা) অনুবর্ত্তিতা (অনুবর্ত্তিষ্যতে) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—ধর্ম্মরাজ কহিলেন, হে সজ্জনশ্রেষ্ঠগণ, এই নবজাত কুমার প্রশংসা ও সৎকীর্ত্তি দ্বারা আমাদের এই বংশীয় পবিত্রকীর্ত্তি মহামনা রাজর্ষি-গণের কি অনুসরণ করিতে পারিবে? ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—মহান্ মহাভাগবতো ভবিষ্যতীত্যুক্তে রাজ্ঞৈব সান্তশ্চমৎকারং সগাম্ভীর্য্যং পৃচ্ছতি অপিস্বিৎ প্রশ্নে। অনু লক্ষীকৃত্য বর্ত্তিতা তেষাং সদৃশো ভবিষ্যতি ন বেত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মহান্ মহাভাগবত হইবে—এই কথা বলায় রাজা যুধিষ্ঠির অন্তরে চমৎকৃত হইয়া গাম্ভীর্য্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিতেছেন। 'অপি স্বিৎ'—ইহা প্রশ্নে অর্থাৎ এইরূপ হইবে ত? এই বংশের রাজর্ষিগণের 'অনুবর্ত্তিতা' অর্থাৎ তাঁহাদের আদর্শ লক্ষ্য করিয়া তাঁহাদের সদৃশ হইবে ত? বা হইবে না—ইহাই প্রশ্নার্থ ॥ ১৮ ॥

———

শ্রীব্রাহ্মণা উচুঃ—

পার্থ প্রজাবিতা সাক্ষাদিক্ষ্বাকুরিব মানবঃ।
ব্রহ্মণ্যঃ সত্যসন্ধশ্চ রামো দাশরথির্যথা ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীব্রাহ্মণাঃ উচুঃ। (হে) পার্থ! (পৃথানন্দন যুধিষ্ঠির) সাক্ষাৎ মানবঃ (মনোঃ পুত্র) ইক্ষ্বাকুঃ ইব প্রজাবিতা (প্রজানাং রক্ষকঃ) দাশরথিঃ রামঃ যথা (ইব) ব্রহ্মণ্যঃ (ব্রাহ্মণেষু হিতঃ) সত্য-সন্ধঃ (সত্যপ্রতিজ্ঞঃ) চ (এষ বালকঃ ভবিষ্যতীতি শেষঃ) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—ব্রাহ্মণগণ কহিলেন, হে কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির, এই বালক সাক্ষাৎ মনুপুত্র ইক্ষ্বাকুর ন্যায় প্রজারক্ষক, দশরথ নন্দন শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায় ব্রাহ্মণ-হিতকারী এবং সত্যপ্রতিজ্ঞ হইবেন ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—তেষাং সদৃশো যশসেতি কিং পৃচ্ছ্যতে যৈরেব একৈকৈগুর্ণৈস্তে সর্ব্বে যশস্বিনঃ আসংস্তে সর্ব্বে এব গুণা অস্মিন্ বালকেহধুনৈব সন্তি যথা-বসরমাবির্ভবিষ্যন্তি। তস্মাদেতত্তুল্যাস্তে ন বভূবুরিতি প্রতীয়তামিত্যাশয়েনাহঃ পার্থেতি। প্রজানাং অবিতা রক্ষকঃ সত্যসন্ধঃ সত্যপ্রতিজ্ঞঃ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যশের দ্বারা তাঁহাদের তুল্য হইবে কি না—ইহা কি জিজ্ঞাসা করিতেছেন? তাঁহারা এক এক জন এক এক গুণে যশস্বী হইয়া-ছেন, কিন্তু এই বালকে এখনই সমস্ত গুণ রহিয়াছে, যথাকালে তাহা প্রকাশিত হইবে। অতএব ইঁহার তুল্য তাঁহারা ছিলেন না, ইহা বিশ্বাস করুন, এই

আশয়ে বলিতেছেন—হে পার্থ ! পৃথানন্দন যুধিষ্ঠির ! ইতি। 'প্রজাবিতা'—অর্থাৎ প্রজাবর্গের রক্ষক হইবেন। 'সত্যসন্ধঃ—অর্থ সত্যপ্রতিজ্ঞ ॥ ১৯ ॥

মধ্ব—রমো দাশরথির্যথা অধিকদৃণ্টান্তঃ।
উর্ণনাভ্যাদিকো বিষ্ণোর্বিষ্ণুর্বিষ্ণোস্তথৈব চ।
বিষ্ণুর্জীবস্য দৃণ্টান্তো উনসাম্যাধিকক্রমাৎ ॥
ইতি ব্রাহ্মে ॥ ১৯ ॥

এষ দাতা শরণ্যশ্চ যথা হ্যৌশীনরঃ শিবিঃ।
যশো বিতনিতা স্বানাং দৌষ্মন্তিরিব যজ্বনাম্ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—এষঃ (বিষ্ণুরাতঃ) ঔশীনরঃ (উশীনরতনয়ঃ) শিবিঃ যথা (ইব) দাতা, শরণ্যঃ (শরণাগতরক্ষয়িতা তথা) দৌষ্মন্তিঃ (ভরতঃ) ইব স্বানাং (জ্ঞাতীনাং) যজ্বনাং (যাজ্ঞিকানাং) চ যশঃ বিতনিতা (যশোবিস্তারকঃ ভবিষ্যতীতি শেষঃ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—এই বালকই, স্বমাংস প্রদান করিয়া শ্যেনের আক্রমণ হইতে শরণাগত কপোতরক্ষাকারী উশীনর তনয় শিবির ন্যায় বদান্য ও শরণাগতপালক এবং দুষ্মন্তপুত্র ভরতের ন্যায় জ্ঞাতিবর্গের এবং যাজ্ঞিকগণের যশোবিস্তারক হইবেন ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—উশীনরদেশাধিপতিঃ শিবিঃ যেন স্বমাংসং শ্যেনায়দত্ত্বা শরণাগতঃ কপোতো রক্ষিতঃ দুষ্মন্তপুত্রো ভরতঃ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ঔশীনরঃ'—উশীনর দেশের অধিপতি শিবি, যিনি স্বমাংস শ্যেন পক্ষীকে প্রদান করিয়া শরণাগত কপোতকে রক্ষা করিয়াছিলেন। 'দৌষ্মন্তিঃ'—অর্থাৎ মহারাজ দুষ্মন্তের পুত্র ভরত ॥২০॥

ধন্বিনামগ্রণীরেষ তুল্যশ্চার্জ্জুনয়োর্দ্বয়োঃ।
হুতাশ ইব দুর্দ্ধর্ষঃ সমুদ্র ইব দুস্তরঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—এষঃ দ্বয়োঃ অর্জ্জুনয়োঃ (পার্থকার্ত্তবীর্য্যয়োঃ) তুল্যঃ (সদৃশঃ) ধন্বিনাং (ধনুর্ব্বতাং) অগ্রণীঃ (শ্রেষ্ঠঃ) হুতাশঃ (অগ্নিঃ) ইব দুর্দ্ধর্ষঃ (ভীষণঃ) সমুদ্রঃ ইব দুস্তরঃ (দুর্জ্ঞেয়চিত্তঃ গম্ভীরঃ ভবিষ্যতি) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—এই কুমার মহাবীর ধনঞ্জয় ও কার্ত্তবীর্য্যের ন্যায় ধনুর্ধারিগণের শ্রেষ্ঠ, অগ্নির ন্যায় দুর্জ্জেয় এবং সমুদ্রের ন্যায় দুরবগাহ্য অর্থাৎ গম্ভীর হইবেন ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—অর্জ্জুনয়োঃ পার্থকার্ত্তবীর্য্যয়োঃ ॥২১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অর্জ্জুনয়োঃ'—অর্জ্জুনদ্বয়ের তুল্য বলিতে, এক পৃথানন্দন অর্জ্জুন, অপর হৈহেয়াধিপতি কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুন, তাঁহাদের তুল্য ॥ ২১ ॥

মৃগেন্দ্র ইব বিক্রান্তো নিষেব্যো হিমবানিব।
তিতিক্ষুর্বসুধেবাসৌ সহিষ্ণুঃ পিতরাবিব ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—অসৌ মৃগেন্দ্রঃ (সিংহঃ) ইব বিক্রান্তঃ (পরাক্রমশালী), হিমবান্ (হিমালয়ঃ) ইব নিষেব্যঃ (সতাং আশ্রয়ঃ), বসুধা (পৃথ্বী) ইব তিতিক্ষুঃ (ক্ষন্তা তথা) পিতরৌ (মাতা চ পিতা চ) ইব সহিষ্ণুঃ (প্রীত্যা সহনক্ষমঃ ভবিষ্যতি) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—এই শিশু পশুরাজ সিংহের ন্যায় বিক্রমশালী, হিমালয়ের ন্যায় সাধুগণের অনন্যগতি, পৃথিবীর ন্যায় ক্ষমাশীল, মাতা পিতার ন্যায় স্নেহবশতঃ সহনশীল হইবেন ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—সর্ব্বংসহাপি বসুধা পরেষাং বাক্শরজ্বালাং নানুভবতি। অয়ন্তু তামনুভবন্নপি ন প্রতিকরিষ্যতীতি অত্র দৃণ্টান্তঃ পিতরাবিবেতি ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পৃথিবী সর্ব্বংসহা হইলেও অর্থাৎ সমস্ত কিছু সহ্য করিলেও পরের বাক্যরূপ শরের জ্বালা তাহাকে অনুভব করিতে হয় না, কিন্তু ইনি (এই বালক পরীক্ষিৎ) তাহা অনুভব করিয়াও কোন প্রতিকার করিবেন না—এইজন্য এই বিষয়ে অপর দৃণ্টান্ত দিতেছেন—'পিতরৌ' অর্থাৎ মাতা ও পিতার ন্যায় সহনশীল হইবেন ॥ ২২ ॥

পিতামহসমঃ সাম্যে প্রসাদে গিরিশোপমঃ।
আশ্রয়ঃ সর্ব্বভূতানাং যথা দেবো রমাশ্রয়ঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—সাম্যে (সমত্বে সমদর্শনে ইতি যাবৎ) পিতামহসমঃ (পিতামহঃ ব্রহ্মা তেন তুল্যঃ) প্রসাদে (প্রসন্নত্বে) গিরিশোপমঃ (শিবতুল্যঃ তথা) দেবঃ রমাশ্রয়ঃ (হরিঃ) যথা (ইব) সর্ব্বভূতানাং

(সকলপ্রাণিনাং) আশ্রয়ঃ (শরণীয়ঃ এষঃ ভবিষ্যতি) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—এই বালক সমত্বহিসাবে ব্রহ্মার তুল্য, সন্তোষগুণে আশুতোষের ন্যায় এবং ভগবান্ লক্ষ্মীপতি শ্রীহরির ন্যায় সকল প্রাণীর অবলম্বন হইবেন ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—পিতামহো যুধিষ্ঠিরঃ সাম্যে সর্ব্বত্র দ্বেষাভাবে রমাশ্রয়ো নারায়ণঃ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পিতামহ যুধিষ্ঠির, তাঁহার ন্যায় সাম্যে অর্থাৎ দ্বেষের অভাবে সর্ব্বত্র সম-ভাবাপন্ন হইবেন। রমাশ্রয় অর্থাৎ মহালক্ষ্মীর আশ্রয় শ্রীনারায়ণ যেমন সকল প্রাণীর আশ্রয়, সেইরূপ এই বালকও সকলের আশ্রয়-দাতা হইবেন ॥ ২৩ ॥

তথ্য—পিতামহঃ ব্রহ্মা (শ্রীধর), যুধিষ্ঠির (বিশ্বনাথ) ॥ ২৩ ॥

সর্ব্বসদ্‌গুণমাহাত্ম্যে এষ কৃষ্ণমনুব্রতঃ।
রন্তিদেব ইবৌদার্য্যে যযাতিরিব ধাম্মিকঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—এষঃ সর্ব্বসদ্‌গুণমাহাত্ম্যে (সর্ব্বৈঃ সদ্‌গুণৈঃ যৎ মাহাত্ম্যং তস্মিন্) কৃষ্ণমনুব্রতঃ (শ্রীকৃষ্ণতুল্যঃ) ঔদার্য্যে (উদারচরিতে) রন্তিদেবঃ ইব (তথা) যযাতিঃ ইব ধার্মিকঃ (ভবিষ্যতি) ॥২৪॥

অনুবাদ—এই কুমার সকল সদ্‌গুণজনিত মহিমায় শ্রীকৃষ্ণতুল্য, উদারতায় রন্তিদেবতুল্য এবং যযাতির ন্যায় ধাম্মিক হইবেন ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—একস্যৈবোপমেয়স্যাস্য সর্ব্বৈগুণৈরেকমেবোপমানীকুর্ব্বন্নাহ সর্ব্বৈঃ সদ্‌গুণৈর্যন্মাহাত্ম্যং তস্মিন্ এষ কৃষ্ণমনুব্রতঃ শ্রীকৃষ্ণতুল্যঃ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—একমাত্র উপমেয় এই বালকের সমস্ত গুণের দ্বারা একটি মাত্র উপমানের উদাহরণ দিবার জন্য বলিতেছেন—'সর্ব্বগুণমাহাত্ম্যে' অর্থাৎ সর্ব্বগুণের দ্বারা যে মহিমা, তাহাতে এই বালক 'কৃষ্ণমনুব্রতঃ'—শ্রীকৃষ্ণতুল্য হইবেন ॥ ২৪ ॥

ধৃত্যা বলিসমঃ কৃষ্ণে প্রহলাদ ইব সদ্‌গ্রহঃ।
আহর্ত্তৈষোঽশ্বমেধানাং বৃদ্ধানাং পর্য্যুপাসকঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—এষঃ ধৃত্যা (ধৈর্য্যেণ) বলিসমঃ প্রহলাদঃ ইব কৃষ্ণে সদ্‌গ্রহঃ (সন্ ভদ্রো গ্রহঃ অভিনিবেশঃ যস্য সঃ) অশ্বমেধানাং আহর্ত্তা (কর্ত্তা তথা) বৃদ্ধানাং পর্য্যুপাসকঃ (সম্মানয়িতা চ ভবিষ্যতি) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—এই শিশু, ধৈর্য্যে প্রহলাদপৌত্র বলির ন্যায় হইবেন, ভক্তরাজ প্রহলাদের ন্যায় কৃষ্ণে সুন্দর অভিনিবেশযুক্ত হইবেন এবং অশ্বমেধ যজ্ঞসমূহের অনুষ্ঠান ও বৃদ্ধগণের সম্মান করিবেন ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—সন্ উৎকৃষ্ট এব গ্রহো যস্য সঃ সদ্‌গ্রহঃ গুণানুক্ত্বা কর্ম্মাণ্যাহ আহর্ত্তেতি ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সদ্‌গ্রহঃ'—সন্ অর্থাৎ উৎকৃষ্ট আগ্রহ যাঁহার, তিনি (এই বালক, শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে প্রহলাদের ন্যায় উত্তম অভিনিবেশযুক্ত হইবেন)। গুণসমূহের বর্ণনা করিয়া কর্ম্মসকলের কথা বলিতেছেন—'আহর্ত্তা ইতি', অর্থাৎ অশ্বমেধাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর্ত্তা হইবেন ॥ ২৫ ॥

রাজর্ষীণাং জনয়িতা শাস্তা চোৎপথগামিনাম্।
নিগ্রহীতা কলেরেষ ভুবো ধর্ম্মস্য কারণাৎ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—রাজর্ষীণাং (জনমেজয়াদীনাং) জনয়িতা (জনকঃ) উৎপথগামিনাং (উচ্ছৃঙ্খলানাং) শাস্তা (শাসকঃ) ভুবঃ (পৃথিব্যাঃ) ধর্ম্মস্য (চ) কারণাৎ (হেতোঃ তয়োঃ রক্ষার্থমিত্যর্থঃ) কলেঃ নিগ্রহীতা চ (নিগ্রহকারকঃ ভবিষ্যতি) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—ইনি জনমেজয় প্রভৃতি রাজর্ষিগণের জন্মদাতা, অসৎপথে ধাবমান লোকসমূহের শাসনকর্ত্তা এবং পৃথিবী ও ধর্ম্মের রক্ষার জন্য কলির দণ্ডপ্রদাতা হইবেন ॥ ২৬ ॥

তক্ষকাদাত্মনো মৃত্যুং দ্বিজপুত্রোপসর্পিতাৎ।
প্রপৎস্যত উপশ্রুত্য মুক্তসঙ্গঃ পদং হরেঃ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—দ্বিজপুত্রোপসর্পিতাৎ (দ্বিজশমীকপুত্রেণ অভিশাপবলাৎ প্রেরিতাৎ) তক্ষকাৎ (নাগাৎ) আত্মনঃ মৃত্যুং (বিনাশং) উপশ্রুত্য (আকর্ণ্য)

মুক্তসঙ্গঃ (আসক্তিশূন্যঃ সন্) হরে পদং প্রপৎস্যতে (এষ ভজিষ্যতি) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ব্রাহ্মণ শমীকতনয় শৃঙ্গী প্রেরিত তক্ষক নাগ হইতে নিজ বিনাশ অনিবার্য্য জানিয়া বিরক্ত হইয়া শ্রীহরির অভয়পাদপদ্ম ভজন করিবেন ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—উপসজ্জিতাৎ প্রেরিতাৎ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'উপসর্জ্জিতাৎ'—অর্থাৎ দ্বিজ-পুত্রের দ্বারা প্রেরিত তক্ষক হইতে ॥ ২৭ ॥

জিজ্ঞাসিতাত্মযাথার্থ্যো মুনের্ব্যাসসুতাদসৌ।
হিত্বেদং নৃপ গঙ্গায়াং যাস্যত্যদ্ধাকুতোভয়ম্ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ! (যুধিষ্ঠির অসৌ) ব্যাসসুতাৎ মুনেঃ (শুকসকাশাৎ) জিজ্ঞাসিতাত্ম-যাথার্থ্যঃ (জিজ্ঞাসিতং জ্ঞাতমিতি যাবৎ আত্মনঃ যাথার্থ্যং তত্ত্বং যেন তথাভূতঃ সন্) ইদং (শরীরং) গঙ্গায়াং হিত্বা (পরিত্যজ্য) অদ্ধা (নিশ্চয়েন) অকুতোভয়ং (অভয়ং পদং যাস্যতি প্রাপ্স্যতি) ॥২৮॥

অনুবাদ—হে রাজন্! এই শ্রীমান্ বালক বেদ-ব্যাস পুত্র ব্রহ্মর্ষি শুকদেবের মুখ হইতে নিজের পর-মার্থতত্ত্ব জানিতে ইচ্ছুক হওয়ায় জ্ঞানলাভপূর্ব্বক গঙ্গায় এই শরীর পরিত্যাগ করতঃ নিশ্চয় বিষ্ণুপাদ-পদ্ম প্রাপ্ত হইবেন ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—জিজ্ঞাসিতং বিচারিতমাত্মনো যাথার্থ্যং বাস্তবং তত্ত্বং যেন সঃ ইদং শরীরম্ ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'জিজ্ঞাসিতাত্ম-যাথার্থ্যঃ'—পরমাত্মার যাথার্থ্য অর্থাৎ বাস্তব তত্ত্ব বিচারিত হইয়াছে, যাঁহার দ্বারা, তিনি। 'ইদং'—এই শরীর ॥ ২৮ ॥

ইতি রাজ্ঞ উপাদিশ্য বিপ্রা জাতককোবিদাঃ।
লব্ধাপচিতয়ঃ সর্ব্বে প্রতিজগ্মুঃ স্বকান্ গৃহান্ ॥২৯॥

অন্বয়ঃ—জাতককোবিদাঃ (নবজাতশিশোর্ভাগ্য-গণনাদক্ষাঃ) বিপ্রাঃ রাজ্ঞে (যুধিষ্ঠিরায়) ইতি (এবং প্রকারম্) উপাদিশ্য (উক্ত্বা) লব্ধাপচিতয়ঃ (লব্ধা অপচিতিঃ পূজা যৈঃ তে) স্বকান্ গৃহান্ প্রতি-জগ্মুঃ (গতবন্তঃ) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—জাতক-কোবিদ অর্থাৎ অদৃষ্টগণনাপটু সেই সকল ব্রাহ্মণগণ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে এই সকল কথা বলিয়া পূজাদি প্রাপ্ত হইয়া স্ব-স্ব গৃহে প্রতিগমন করিলেন ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—লব্ধা অপচিতিঃ পূজা যৈঃ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ — 'লব্ধাপচিতয়ঃ' — লব্ধ হইয়াছে অপচিতি অর্থাৎ পূজা যাঁহাদের কর্ত্তৃক, তাঁহারা (অর্থাৎ সেই ব্রাহ্মণগণ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের দ্বারা পূজাদি লাভ করিয়া নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন) ॥ ২৯ ॥

স এষ লোকে বিখ্যাতঃ পরীক্ষিদিতি যৎ প্রভুঃ।
গর্ভে দৃষ্টমনুধ্যায়ন্ পরীক্ষেত নরেষ্বিহ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—যৎ (যস্মাৎ) প্রভুঃ (সমর্থঃ সন্) গর্ভে (মাতৃকুক্ষৌ) দৃষ্টং (পুরুষং) অনুধ্যায়ন্ (চিন্তয়ন্) ইহ (জগতি) নরেষু (দৃশ্যমানেষু জনেষু সর্ব্বমপি নরং) পরীক্ষেত (অয়মসৌ ভবেৎ নো বা ইতি বিচারয়েৎ অতঃ) স এষ লোকে (জগতি) পরীক্ষিৎ ইতি বিখ্যাতঃ ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—যেহেতু এই সেই বালক মাতৃগর্ভে যে পরমপুরুষকে দর্শন করিয়াছিলেন, সমর্থ হইয়া তাঁহাকে অনুধ্যান করিতে করিতে সংসারে যত লোক আছে সকলকেই "ইনিই কি সেই পুরুষ" এরূপ পরীক্ষা করিতেন। তজ্জন্য তিনি জগতে 'পরীক্ষিৎ' বলিয়া প্রসিদ্ধ ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—পরীক্ষিদিতি নাম নির্বক্তি। স এষ ইতি। ইহ দৃশ্যমানেষু নরেষু মধ্যে গর্ভে দৃষ্টং পুরুষং অনুস্মরন্ অয়ং স ভবেন্নবেতি বিচারয়েৎ অতঃ পরীক্ষিদিতি বিখ্যাতঃ পূর্ব্বং দৃষ্টমিতি চ পাঠঃ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পরীক্ষিদিতি'—পরীক্ষিৎ এই নাম-করণের কারণ নির্দ্দেশ করিতেছেন। 'স এষ'—এই দৃশ্যমান জনসমূহের মধ্যে গর্ভে দৃষ্ট পুরুষকে নিরন্তর স্মরণ করিয়া 'এই ব্যক্তিই কি সেই আমার গর্ভে দৃষ্ট পুরুষ?'—এইরূপ যিনি বিচার করিতেন,

অতএব এইরূপে পরীক্ষা করিতেন বলিয়া, তিনি 'পরীক্ষিৎ'—এই নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। 'গর্ভে দৃষ্টং—এই স্থলে 'পূর্ব্বং দৃষ্টং'—অর্থাৎ পূর্ব্বে দৃষ্ট, এই পাঠান্তর রহিয়াছে ॥ ৩০ ॥

স রাজপুত্রো ববৃধে আশু শুক্ল ইবোড়ুপঃ ।
আপূর্য্যমাণঃ পিতৃভিঃ কাষ্ঠাভিরিব সোঽন্বহম্ ॥৩১॥

অন্বয়ঃ—শুক্লে (শুক্লপক্ষে) সঃ (প্রসিদ্ধঃ) উড়ুপঃ (চন্দ্রঃ) অন্বহং (প্রতিদিনং) কাষ্ঠাভিঃ (পঞ্চদশকলাভিঃ) আপূর্য্যমাণ ইব (সন্ যথা বৰ্দ্ধতে এবং) পিতৃভিঃ (যুধিষ্ঠিরাদিভিঃ কামৈঃ চ চতুঃষষ্টিকলাভিঃ আপূর্য্যমাণঃ) সঃ রাজপুত্রঃ (বিষ্ণুরাতঃ) ববৃধে (বৃদ্ধিমবাপ) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—শুক্লপক্ষীয় পঞ্চদশ কলায় পরিপূর্ণ হইয়া চন্দ্র যেমন বৃদ্ধি পায় তদ্রূপ সেই রাজকুমার পিতামহ যুধিষ্ঠিরাদি কর্তৃক বিবিধ কাম ও চতুঃষষ্টিকলাদ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া শীঘ্র বৰ্দ্ধিত হইতে লাগিলেন ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—শুক্লে শুক্লপক্ষে উড়ুপশ্চন্দ্র ইব ববৃধে আপূর্য্যমাণ ইতি কলাভিঃ লালনৈশ্চেতি জ্ঞেয়ম্। কাষ্ঠাভির্দিগ্‌ভিরিব পিতৃভির্যুধিষ্ঠিরাদিভিরাবৃত ইতি শেষঃ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'শুক্লে'—অর্থাৎ শুক্লপক্ষে কলার দ্বারা নক্ষত্রপতি চন্দ্র যেমন পরিপূর্ণতা লাভ করে, সেইরূপ এই বালকও লালন পালনাদির দ্বারা পরিপূর্ণ হইলেন। 'কাষ্ঠাভিঃ—দিক্-সমূহের মত পিতামহ যুধিষ্ঠিরাদি কর্তৃক আবৃত হইয়া (বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন) ॥ ৩১ ॥

মধ্ব—পূরয়ন্তি দিশঃ সোমং দেবা গাবঃ সরস্বতী। ইতি গারুড়ে ॥ ৩১ ॥

তথ্য—কাষ্ঠা কলা (শ্রীধর), দিক্ (মধ্ব, বিশ্বনাথ) ॥ ৩১ ॥

বাল এব স ধৰ্ম্মাত্মা কৃষ্ণভক্তো নিসর্গতঃ ।
প্রীতিদঃ সৰ্ব্বলোকস্য মহাভাগবতঃ সুধীঃ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—বালঃ এব (শৈশবেঽপি ইত্যর্থঃ) সঃ নিসর্গতঃ (স্বভাবেন) ধৰ্ম্মাত্মা কৃষ্ণভক্তঃ সৰ্ব্বভূতেষু (নিখিলেষু প্রাণিষু) প্রীতিদঃ (সুখপ্রদঃ) মহাভাগবতঃ (ভক্তচূড়ামণিঃ) সুধীশ্চ (বভূব) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—সেই পরীক্ষিৎ বালক অবস্থায়ই স্বভাবতঃ ধাৰ্ম্মিক, বৈষ্ণব, সকল লোকের প্রিয়কারী, মহাভক্ত এবং বুদ্ধিমান্ হইয়াছিলেন ॥ ৩২ ॥

যক্ষ্যমাণোঽশ্বমেধেন জ্ঞাতিদ্রোহজিহাসয়া ।
রাজালব্ধধনো দধ্যৌ নান্যত্র করদণ্ডয়োঃ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—জ্ঞাতিদ্রোহজিহাসয়া (জ্ঞাতিবধজনিতপাপমপাকর্ত্তুমিচ্ছয়া) অশ্বমেধেন যক্ষ্যমাণঃ (যষ্টুকামঃ) করদণ্ডয়োঃ অন্যত্র (তাভ্যাং বিনা) ন লব্ধধনঃ (সন্ ধনং ন প্রাপ্য ধনাভাবাৎ) রাজা (যুধিষ্ঠিরঃ) দধ্যৌ (চিন্তয়ামাস) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—ধৰ্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞ দ্বারা জ্ঞাতিবধজনিত অধৰ্ম্ম অপনোদন করিতে ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু কর গ্রহণ এবং দণ্ড বিধান এই দ্বিবিধ পন্থালব্ধ সমস্ত অর্থ পরিজনভরণাদি কার্য্যে ব্যয়িত হওয়ায় এবং তদ্ব্যতীত অন্য উপায়ে ধনাগম না হওয়ায় অর্থাভাবহেতু তদুপযোগী অর্থের জন্য চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—করদণ্ডয়োরন্যত্র তাভ্যাং বিনা ধনালাভাৎ ধনপ্রাচুর্য্যস্যাপেক্ষণীয়ত্বাদ্দধ্যৌ চিন্তয়ামাস ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'করদণ্ডয়োঃ অন্যত্র'—অর্থাৎ কর গ্রহণ ও দণ্ড বিধান ব্যতীত অন্য প্রকারে ধনলাভ না হওয়ায়, অথচ অশ্বমেধ যজ্ঞে ধনাদির প্রাচুর্য্যের অপেক্ষা থাকায়, মহারাজ যুধিষ্ঠির চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩ ॥

তদভিপ্রেতমালক্ষ্য ভ্রাতরোঽচ্যুতচোদিতাঃ ।
ধনং প্রহীণমাজহ্রুরুদীচ্যাং দিশি ভূরিশঃ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—তদভিপ্রেতং (যুধিষ্ঠিরাভিপ্রায়ং) আলক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) অচ্যুতচোদিতাঃ (কৃষ্ণানুমতাঃ) ভ্রাতরঃ (ভীমার্জ্জুনাদয়ঃ) উদীচ্যাং (উত্তরস্যাং) দিশি প্রহীণং (মরুত্তস্য যজ্ঞে ত্যক্তং) ভূরিশঃ (বহু)

ধনং (সুবর্ণপাত্রাদিকং) আজহ্রুঃ (আনীতবন্তঃ) ।।৩৪।।

অনুবাদ—ভীমসেনাদি ভ্রাতৃবর্গ ধর্ম্মরাজের অভিপ্রায় সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রেরণানুসারে উত্তর দিকে গমন করিয়া মরুত্ত রাজার যজ্ঞে পরিত্যক্ত প্রচুর সুবর্ণ পাত্রাদিরূপ ধনরত্ন আহরণ করিলেন ।। ৩৪ ।।

বিশ্বনাথ—প্রহীণং মরুত্তস্য যজ্ঞে ত্যক্তস্বর্ণপাত্রাদিকমানীতবন্তঃ ।। ৩৪ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রহীণং'—পরিত্যক্ত অর্থাৎ মরুত্ত রাজার যজ্ঞে যে সকল সুবর্ণপাত্রাদি ধন পরিত্যক্ত হইয়াছিল, তাহা আনয়ন করিলেন ।। ৩৪ ।।

তেন সম্ভৃতসম্ভারো লব্ধকামো যুধিষ্ঠিরঃ ।
বাজিমেধৈস্ত্রিভির্ভীতো যজ্ঞেশমযজদ্ধরিম্ ।। ৩৫ ।।

অন্বয়ঃ—ভীতঃ (জ্ঞাতিদ্রোহজনিতাৎ পাপাৎ শঙ্কিতঃ) যুধিষ্ঠিরঃ তেন (আহৃতেন ধনেন) সম্ভৃতসম্ভারঃ (সম্পাদিতযজ্ঞোপকরণঃ) লব্ধকামঃ (পূর্ণমনোরথঃ সন্) ত্রিভিঃ বাজিমেধৈঃ (অশ্বমেধযজ্ঞৈঃ) যজ্ঞেশং হরিং অযজৎ (অপূজয়ৎ) ।। ৩৫ ।।

অনুবাদ—জ্ঞাতিবধহেতু ভীত ধর্ম্মরাজ সেই ধনের দ্বারা যজ্ঞোপকরণসমূহ সম্পাদনপূর্ব্বক অভীষ্ট লাভ করিয়া তিনটী অশ্বমেধ যজ্ঞদ্বারা যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরির যজন করিলেন ।। ৩৫ ।।

বিশ্বনাথ—সংভৃতসংভারঃ সংপাদিতযজ্ঞোপকরণঃ ভীতো জ্ঞাতিদ্রোহাৎ ।। ৩৫ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সংভৃত-সংভারঃ'—সম্পাদিত হইয়াছে যজ্ঞের উপকরণ যাঁহার (সেই মহারাজ যুধিষ্ঠির)। 'ভীতঃ'—অর্থাৎ জ্ঞাতিদ্রোহ-জনিত পাপ হইতে শঙ্কিতচিত্ত ।। ৩৫ ।।

আহূতো ভগবান্ রাজ্ঞা যাজয়িত্বা দ্বিজৈর্নৃপম্ ।
উবাস কতিচিন্মাসান্ সুহৃদাং প্রিয়কাম্যয়া ।। ৩৬ ।।

অন্বয়ঃ—রাজ্ঞা (যুধিষ্ঠিরেণ) আহূতঃ (আমন্ত্রিতঃ সন্) ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) দ্বিজৈঃ (ঋত্বিজৈঃ) নৃপং (যুধিষ্ঠিরং) যাজয়িত্বা সুহৃদাং প্রিয়কাম্যয়া (প্রিয়ং কর্ত্তুং) কতিচিৎ মাসান্ উবাস (তত্র তস্থৌ) ।। ৩৬ ।।

অনুবাদ—ধর্ম্মরাজকর্ত্তৃক অশ্বমেধযজ্ঞে আহূত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণগণের দ্বারা তাঁহাকে যজ্ঞে দীক্ষিত ও যজ্ঞক্রিয়া সম্পাদন করাইয়া বন্ধুবান্ধবগণের প্রীতিসম্পাদন জন্য কয়েকমাস তথায় বাস করিলেন ।। ৩৬ ।।

ততো রাজ্ঞাভ্যনুজ্ঞাতঃ কৃষ্ণয়া সহ বন্ধুভিঃ ।
যযৌ দ্বারাবতীং কৃষ্ণঃ সার্জ্জুনো যদুভির্বৃতঃ ।।৩৭।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে
পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
প্রথমস্কন্ধে পরীক্ষিজ্জন্ম নাম
দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ।। ১২ ।।

অন্বয়ঃ—কৃষ্ণয়া (দ্রৌপদ্যা) বন্ধুভিঃ (ভ্রাত্রাদিভিশ্চ) সহ রাজ্ঞা (যুধিষ্ঠিরেণ) অনুজ্ঞাতঃ (অনুমোদিতঃ সন্) যদুভিঃ (যাদবৈঃ) বৃতঃ (সহিতঃ) সার্জ্জুনঃ (অর্জ্জুনেন চ সহ) কৃষ্ণঃ দ্বারাবতীং (দ্বারকাপুরং) যযৌ (প্রতস্থে) ।। ৩৭ ।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে দ্বাদশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ সমাপ্তঃ ।

অনুবাদ—অতঃপর দ্রৌপদীর, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের এবং বন্ধুবান্ধবগণের সর্ব্বতোভাবে অনুমতি গ্রহণ করিয়া অর্জ্জুনের সহিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যাদবগণবেষ্টিত হইয়া দ্বারকানগরীতে গমন করিলেন ।।৩৭।।

ইতি প্রথমস্কন্ধ-দ্বাদশাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

বিশ্বনাথ—

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্ ।
প্রথমে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ।।১২।।

ইতি শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিঠক্কুরকৃতা শ্রীভাগবত-প্রথমস্কন্ধ-দ্বাদশাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা ।

ইতি ভক্তমানসের আনন্দদায়িনী 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার সজ্জন-সম্মত প্রথম স্কন্ধের দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।। ১২ ।।

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুরকৃত 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার প্রথম স্কন্ধের দ্বাদশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ।। ১।১২ ।।

শ্রীমধ্ব—

ইতি শ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎপাদাচার্য্যবিরচিতে শ্রীভাগবতপ্রথমস্কন্ধতাৎপর্য্যে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

তথ্য—

ইতি প্রথমস্কন্ধের দ্বাদশ অধ্যায়ের তথ্য সমাপ্ত।

বিবৃতি—

ইতি প্রথমস্কন্ধের দ্বাদশ অধ্যায়ের বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীভাগবত-প্রথমস্কন্ধের দ্বাদশ অধ্যায়ের শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত।
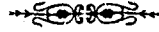
ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ

সূত উবাচ—

বিদুরস্তীর্থযাত্রায়াং মৈত্রেয়াদাত্মনো গতিম্।
জ্ঞাত্বাগাদ্ধাস্তিনপুরং তয়াবাপ্তবিবিৎসিতঃ ॥ ১ ॥

শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের কথাসার।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বিদুরের উক্তি অনুসারে ধৃতরাষ্ট্রের গৃহত্যাগ ও পৌত্রাভিষেকানন্তর যুধিষ্ঠিরের মহাযাত্রা বর্ণিত হইয়াছে।

বিদুর তীর্থ পর্য্যটনপূর্ব্বক ভগবদ্গতচিত্তে হস্তিনাপুরে আসিলেন। বিদুরের আগমনে বিরহ-কাতর পাণ্ডবগণ সকলেই প্রফুল্লিত হইয়া বিদুরের অভ্যর্থনা করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির পিতৃব্য বিদুরকে তীর্থভ্রমণকালে কোথায় কি ভাবে ছিলেন, কোন্ কোন্ তীর্থে গমন করিয়াছিলেন ইত্যাদি বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। সাধুগণই স্বয়ং তীর্থস্বরূপ। সাধুদিগের তীর্থ ভ্রমণ নিজের স্বার্থের জন্য নহে, কিন্তু পাপমলিনতীর্থকে পবিত্র করিবার নিমিত্ত। যুধিষ্ঠির যাদবগণের বিষয়ও জিজ্ঞাসা করিলেন। বিদুর হৃদয়বিদারক যদুকুল-ধ্বংসবৃত্তান্ত ব্যতীত অন্যান্য সংবাদ যথারীতি বর্ণন করিলেন এবং কিছু-কাল হস্তিনাপুরে বাস করিলেন। বিদুর শূদ্র নহেন, তিনি মাণ্ডব্যমুনির শাপে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বিবেকী বিদুর পুত্রস্নেহ কাতর, বিষয়াভিনিবিষ্ট, বিনষ্টস্বজন ধৃতরাষ্ট্রকে আসন্ন মৃত্যুকালেও পরান্ন-পুষ্ট কুক্কুরের ন্যায় হীনতা স্বীকারপূর্ব্বক পাণ্ডব-গণের অন্নে জীবনধারণ করিতে দেখিয়া নানাবিধ বাক্যে গৃহত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণের জন্য প্ররোচনা করিলেন এবং 'ধীর' ও 'নরোত্তম' সন্ন্যাসীর বিষয় বলিলেন। বিদুরের বাক্যে ধৃতরাষ্ট্র হিমাচলাভিমুখে গমন করিলেন; গান্ধারীও স্বামীর অনুগমন করিলেন। যুধিষ্ঠির পিতৃব্যদ্বয় ও গান্ধারীকে গৃহে দেখিতে না পাইয়া আশ্চর্য্যান্বিত ও শোকযুক্ত হইলেন। দেবর্ষি নারদ স্বর্গ হইতে তথায় আগমন করিলে দেবর্ষির উপদেশ বাক্যে যুধিষ্ঠির শোক দূর করিলেন।

অন্বয়ঃ—সূতঃ উবাচ। বিদুরঃ তীর্থযাত্রায়াং মৈত্রেয়াৎ আত্মনঃ গতিং (হরিং) জ্ঞাত্বা (অবগম্য) তয়া (আত্মগত্যা) অবাপ্তবিবিৎসিতঃ (অবাপ্তং লব্ধং বিবিৎসিতং জ্ঞাতুমিষ্টং সর্ব্বং যেন তথাভূতঃ সন্) হাস্তিনপুরং আগাৎ (আগতবান্) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—সূত কহিলেন, বিদুর তীর্থপর্য্যটনকালে মৈত্রেয়ের নিকটে আত্মার গতি পরমাত্মা হরির বিষয় অবগত হইলে তদগতচিত্তে আত্মগতি হরির বিষয় জানিবার জন্য সর্ব্বতোভাবে ইচ্ছুক হইয়া হস্তিনাপুরে আগমন করিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

পরীক্ষিতো জন্ম বক্তুং দ্রৌণ্যস্ত্রাদিকথা যথা।
অভিষেকং তথা বক্তুং বিদুরাগমনাদ্যভূৎ ॥
বিদুরস্যোপদেশেন ধৃতরাষ্ট্রস্য নির্গমঃ।
রাজ্ঞো বিষাদঃ শান্তিশ্চ নারদোক্ত্যা ত্রয়োদশে ॥

পরীক্ষিতো জন্ম উক্ত্বা কলিনিগ্রহাদি কর্ম্মাণি কথয়িষ্যন্ প্রথমং রাজ্যাভিষেকং বক্তুং বিদুরস্যাগমনং ততো বৈরাগ্যোপদেশেন ধৃতরাষ্ট্রনিষ্ক্রমং ততোঽর্জ্জুনা-গমনং ততঃ পাণ্ডবপ্রস্থানং চ নিরূপয়তি ত্রিভি-রধ্যায়ৈঃ। গতিং কৃষ্ণং তয়া আত্মগত্যা অবাপ্তং

আত্মনো বিবিৎসিতং প্রাপ্তুমিষ্টং যেন সঃ। বিদৎ-লাভে ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মহারাজ পরীক্ষিতের জন্ম-বৃত্তান্ত বলিতে গিয়া যেমন অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র প্রভৃতির কথা বর্ণিত হইয়াছে, সেইরূপ পরীক্ষিতের রাজ্যাভি-ষেক বলিতে বিদুরের আগমনাদির কথা বর্ণিত হইতেছে। এই ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বিদুরের উপদেশে ধৃতরাষ্ট্রের পুরী হইতে নির্গত হইয়া হিমালয়ের অভিমুখে গমন, রাজা যুধিষ্ঠিরের বিষাদ এবং দেবর্ষি নারদের উক্তিতে তাঁহার শান্তি বর্ণিত হইবে॥

পরীক্ষিতের জন্ম বলিয়া, কলির নিগ্রহাদি কর্ম্ম-সমূহ বলিবার নিমিত্ত প্রথমে তাঁহার রাজ্যাভিষেক বলিবার অভিপ্রায়ে বিদুরের আগমন, তারপর বৈরাগ্যের উপদেশে ধৃতরাষ্ট্রের গৃহ হইতে নিষ্ক্রমণ, অনন্তর অর্জ্জুনের দ্বারকা হইতে প্রত্যাবর্তন এবং তারপর পাণ্ডবগণের মহাপ্রস্থান নিরূপণ করিতেছেন তিনটি অধ্যায়ের দ্বারা। 'গতিং'—অর্থাৎ আত্মার গতি শ্রীকৃষ্ণ, 'তয়া'—সেই আত্মগতির দ্বারা। 'অবাপ্ত'-বিবিৎসিতঃ—সেই আত্মগতির দ্বারা বিবিৎ-সিত অর্থাৎ প্রাপ্য ইষ্ট বস্তু যিনি লাভ করিয়াছেন, সেই বিদুর। 'বিবিৎসিত'—এই পদ 'বিদ্৯ লাভে'—অর্থাৎ প্রাপ্তি অর্থে বিদ্ ধাতুর উত্তর সন্-প্রত্যয় করিয়া ক্ত-প্রত্যয়ের দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে ॥ ১ ॥

যাবতঃ কৃতবান্ প্রশ্নান্ ক্ষত্তা কৌশারবাগ্রতঃ।
জাতৈকভক্তির্গোবিন্দে তেভ্যশ্চোপররাম হ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—ক্ষত্তা (বিদুরঃ) কৌশারবাগ্রতঃ (কৌশারবস্য মৈত্রেয়স্য অগ্রতঃ পুরতঃ) যাবতঃ (প্রথমং কর্ম্মযোগাদিবিষয়ান্) প্রশ্নান্ কৃতবান্ (পশ্চাৎ ত্রিচতুরপ্রশ্নার্থজ্ঞানমাত্রেণ) গোবিন্দে (শ্রীকৃষ্ণে) জাতৈকভক্তিঃ (একনিষ্ঠঃ ভক্তঃ সন্) তেভ্যঃ চ (প্রশ্নেভ্যঃ) উপররাম হ (বিরতো বভূব এব ততঃ পরং ন জিজ্ঞাসিতবান্) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—বিদুর মৈত্রেয়ের নিকট প্রথমে কর্ম্ম-যোগব্রতাদি বিষয়ে যত প্রকার প্রশ্ন করিয়াছিলেন পরে তিন চারিটি প্রশ্নের উত্তর শ্রবণমাত্রেই শ্রীগোবিন্দদেবে ঐকান্তিক ভক্তি উদিত হওয়ায় তিনি সেই সকল প্রশ্ন হইতে বিরত হইলেন ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—তেভ্যঃ প্রশ্নেভ্য উপররাম তদুত্তরং শ্রোতুং নৈচ্ছৎ ভক্তৌ জাতায়ামন্যস্য জিজ্ঞাস্যস্য বৈয়র্থ্যাদিতি ভাবঃ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তেভ্যঃ উপররাম'—বিদুর মহামুনি মৈত্রেয়ের নিকট পূর্ব্বে কর্ম্ম-যোগাদি বিষয়ক যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত প্রশ্ন হইতে বিরত হইলেন, অর্থাৎ সেই গুলির উত্তর শ্রবণ করিতে আর ইচ্ছা করিলেন না। কারণ ভক্তি উৎপন্ন হইলে, (ভগবদ্বিষয়ক ভিন্ন) অন্য সকল জিজ্ঞাস্যের ব্যর্থতাই হইয়া থাকে—এই ভাব ॥ ২ ॥

তং বন্ধুমাগতং দৃষ্ট্বা ধর্ম্মপুত্রঃ সহানুজঃ।
ধৃতরাষ্ট্রো যুযুৎসুশ্চ সূতঃ শারদ্বতঃ পৃথা ॥ ৩ ॥
গান্ধারী দ্রৌপদী ব্রহ্মন্ সুভদ্রা চোত্তরা কৃপী।
অন্যাশ্চ যাময়ঃ পাণ্ডোর্জ্ঞাতয়ঃ সসুতাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ৪ ॥
প্রত্যুজ্জগ্মুঃ প্রহর্ষেণ প্রাণং তন্ব ইবাগতম্।
অভিসঙ্গম্য বিধিবৎ পরিষ্বঙ্গাভিবাদনৈঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ব্রহ্মন্! বন্ধুং তং (বিদুরম্) আগতম্ (উপস্থিতং) দৃষ্ট্বা সহানুজঃ (ভীমাদি-সহিতঃ) ধর্ম্মপুত্রঃ (যুধিষ্ঠিরঃ), ধৃতরাষ্ট্রঃ, যুযুৎসুঃ, সূতঃ (সঞ্জয়ঃ) শারদ্বতঃ (কৃপাচার্য্যঃ), পৃথা চ (কুন্তী), গান্ধারী চ, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, উত্তরা, কৃপী (দ্রোণভার্য্যা) চ পাণ্ডোঃ (পাণ্ডুরাজস্য) জ্ঞাতয়ঃ, যাময়ঃ (জ্ঞাতিভার্য্যাঃ), অন্যাঃ (অপরাঃ) সসুতাঃ (পুত্রাদিসহিতাঃ) স্ত্রিয়শ্চ (নার্য্যশ্চ) প্রহর্ষেণ (আনন্দেন) আগতং প্রাণাং তন্বঃ ইব (কুতশ্চিৎ মূর্চ্ছাদিদোষতঃ প্রাণে অবসন্নে সতি নিশ্চেষ্টাঃ করাঙ্ঘ্র্যাদয়ঃ যথা পুনঃ প্রাণে সমাগতে উত্তিষ্ঠন্তি তদ্বৎ) বিধিবৎ (যথাযোগ্যং) পরিষ্বঙ্গা-ভিবাদনৈঃ (আলিঙ্গননমস্কারৈঃ) অভিসঙ্গম্য (তেন মিলিত্বা) (প্রত্যুজ্জগ্মুঃ (তমভিতঃ গতাঃ) ॥ ৩-৫ ॥

অনুবাদ—হে ব্রহ্মন্, কোনও প্রকার মূর্চ্ছাদি দোষবশতঃ প্রাণবায়ু অবসন্ন হইলে দেহ এবং কর-চরণাদি যে প্রকার নিশ্চেষ্ট হয় এবং পুনরায় প্রাণ-বায়ু সমাগত হইলে সেই সব পূর্ব্ববৎ সবলতা লাভ করে তদ্রূপ পাণ্ডবগণ বিদুরের অদর্শনে বিমর্ষ

থাকিলেও ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ভীমাদি অনুজগণের সহিত ধৃতরাষ্ট্র, যুযুৎসু, সঞ্জয়, কৃপাচার্য্য, কুন্তী, গান্ধারী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, উত্তরা, কৃপী, পাণ্ডুরাজের জ্ঞাতিবর্গ, জ্ঞাতি ভার্য্যাগণ, পুত্রসহ অন্যান্য মহিলাগণ, বন্ধু বিদুরকে সমাগত দর্শন করিয়া পুনরায় যেন দেহে প্রাণ ফিরিয়া পাইলেন এবং পরম আনন্দের সহিত বিধিবৎ তাঁহার সন্নিকটে গমন করতঃ আলিঙ্গন অভিবাদনাদি দ্বারা বিদুরের প্রত্যুদগমন করিলেন ॥ ৩-৫ ॥

বিশ্বনাথ—সূতঃ সঞ্জয়ঃ শারদ্বতঃ কৃপঃ কৃপী দ্রোণভার্য্যা যাময়্যো জ্ঞাতিভার্য্যাঃ। যামিশব্দশ্চ বর্গাদিরন্তস্থাদিশ্চ কোষেষু দৃষ্টঃ প্রাণং মূর্চ্ছাদিদোষেণ গতপ্রায়ং পুনরাগতঃ সংলক্ষ্য তন্বঃ করচরণাদিকাঃ যথা প্রত্যুদগচ্ছন্তি ধৃতস্বস্বচেষ্টা ভবন্তি ॥ ৩-৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সূত বলিতে সঞ্জয়, শারদ্বত—কৃপাচার্য্য, কৃপী—দ্রোণাচার্য্যের ভার্য্যা, 'যাময়ঃ'—জ্ঞাতিগণের ভার্য্যাগণ। জামি এবং যামি—এই দুই শব্দ অর্থাৎ বর্গাদি (জ) এবং অন্তঃস্থাদি (য) উভয়ই অভিধানে দৃষ্ট হয়। 'প্রাণং তন্ব ইবাগতম্' —অর্থাৎ মূর্চ্ছাদি দোষে প্রাণ অবসন্ন হইলে, কর-চরণাদি অঙ্গসমূহ নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়ে, আবার যেমন প্রাণ সঞ্চারিত হইলে কর-চরণাদি অঙ্গ-সকল উত্থিত হয় অর্থাৎ স্ব স্ব কার্য্য করিতে আরম্ভ করে, (সেইরূপ বিদুরের অদর্শনে বিমর্ষপ্রায় যুধিষ্ঠির প্রভৃতি বিদুরকে সমাগত দেখিয়া আবার যেন প্রাণ ফিরিয়া পাইলেন) ॥ ৩-৫ ॥

মধ্ব—তৎপ্রাণে প্রসন্ন উদতিষ্ঠদিতি শ্রুতিঃ ॥৫॥

মুমুচুঃ প্রেমবাষ্পৌঘং বিরহৌৎকণ্ঠ্যকাতরাঃ।
রাজা তমর্হয়াঞ্চক্রে কৃতাসনপরিগ্রহম্ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—বিরহৌৎকণ্ঠ্যকাতরাঃ (বিরহেণ যৎ ঔৎসুক্যং তেন বিবশাঃ যুধিষ্ঠিরাদয়ঃ) প্রেমবাষ্পৌঘং (প্রেমাশ্রুসমূহং) মুমুচুঃ (তত্যজুঃ) রাজা (যুধিষ্ঠিরঃ) কৃতাসনপরিগ্রহং (গৃহীতাসনং) তং (বিদুরং) অর্হয়াঞ্চক্রে (পূজয়ামাস) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—বিদুর যুধিষ্ঠির রচিত আসন স্বীকার করিয়া উপবেশন করিলে রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহার পূজা বিধান করিলেন। বিদুরের বিরহ জনিত উৎকণ্ঠায় বিবশ পাণ্ডবগণ প্রেমাশ্রুরাজি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥

তং ভুক্তবন্তং বিশ্রান্তমাসীনং সুখমাসনে।
প্রশ্রয়াবনতো রাজা প্রাহ তেষাঞ্চ শৃণ্বতাম্ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—(অথ সঃ) রাজা (যুধিষ্ঠিরঃ) প্রশ্রয়াবনতঃ (বিনয়াবনতঃ সন্) ভুক্তবন্তং বিশ্রান্তং (কৃতবিশ্রামং) আসনে সুখং আসীনং (স্বচ্ছন্দং উপবিষ্টং) তং (বিদুরং) শৃণ্বতাং তেষাং (ধৃত-রাষ্ট্রাদীনাং পুরতঃ) প্রাহ (জিজ্ঞাসয়ামাস) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—বিদুর ভোজন করিয়া বিশ্রামান্তে সুখে আসনে উপবেশন করিলে পর রাজা যুধিষ্ঠির বিনয় নম্র বচনে সকলকে শুনাইয়া বিদুরকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৭ ॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।
অপি স্মরথ নো যুষ্মৎপক্ষচ্ছায়াসমেধিতান্।
বিপদ্গণাদ্বিষাগ্ন্যাদের্মোচিতা যৎ সমাতৃকাঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—যুধিষ্ঠিরঃ উবাচ। যৎ (যস্মাৎ) সমাতৃকাঃ (জননীসহিতাঃ বয়ং) বিষাগ্ন্যাদেঃ বিপদ্-গণাৎ (বিষপানজতুগৃহদাহাদিবিপৎসমূহাৎ) মোচিতাঃ (যুষ্মাভিঃ সুরক্ষিতাঃ স্মঃ অতঃ) যুষ্মৎপক্ষচ্ছায়া-সমেধিতান্ (পক্ষিণামপত্যানীব ভবতাং পক্ষপাত-চ্ছায়য়া বর্দ্ধিতান্) নঃ (অস্মান্) অপি স্মরথ (চিন্তয়থ কিং ?) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—যুধিষ্ঠির বলিলেন, পক্ষিগণ যেরূপ পক্ষচ্ছায়া দ্বারা অতি স্নেহে নিজ শাবকগণকে রক্ষা করতঃ সংবর্দ্ধিত করিয়া থাকে তদ্রূপ আপনিও পক্ষ-পাতরূপ ছায়া দ্বারা মাতৃগণের সহিত যে আমাদিগকে বিষপ্রয়োগ, জতুগৃহদাহ প্রভৃতি বিপদ্সমূহ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই আমাদিগকে কি আপনি স্মরণে রাখিয়াছেন ? ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—পক্ষিণো হ্যপত্যানি যথা অতিস্নেহেন

পক্ষচ্ছায়য়া বর্দ্ধয়ন্তি তদ্বৎ। পক্ষে পক্ষচ্ছায়া পক্ষপাতঃ। যদ্‌যস্মান্মোচিতা বয়ং ত্বয়েত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পক্ষচ্ছায়া'—পক্ষিগণ নিজ নিজ শাবকগুলিকে যেমন অত্যন্ত স্নেহে নিজ পক্ষের (ডানার) ছায়ায় বর্দ্ধিত করে, সেইরূপ আপনার পক্ষচ্ছায়া অর্থাৎ পক্ষপাতের দ্বারা (আমরা বহু বিপদ্ হইতে সুরক্ষিত হইয়াছি)। 'যদ্'—অর্থাৎ যেহেতু আমরা মাতার সহিত, আপনা কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াছি ॥ ৮ ॥

কয়া বৃত্ত্যা বর্ত্তিতং বশ্চরদ্ভিঃ ক্ষিতিমণ্ডলম্।
তীর্থানি ক্ষেত্রমুখ্যানি সেবিতানীহ ভূতলে ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—ক্ষিতিমণ্ডলং (পৃথিবীমণ্ডলং) চরদ্ভিঃ (ভ্রমদ্ভিঃ) বঃ (যুষ্মাভিঃ) কয়া বৃত্ত্যা বর্ত্তিতং (দেহবৃত্তিঃ কা কৃতা) ইহ ভূতলে ক্ষেত্রমুখ্যানি (ক্ষেত্রপ্রধানানি) (কানি চ) তীর্থানি সেবিতানি ॥৯॥

অনুবাদ—আপনি ভূমণ্ডল পরিক্রমণকালে কি প্রকার বৃত্তি দ্বারা দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন এবং এই পৃথিবীর ক্ষেত্রগণের মধ্যে প্রধান কোন্ কোন্ তীর্থের সেবা করিয়াছেন তাহা বলুন ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—বৃত্ত্যা জীবিকয়া বো যুষ্মাভিঃ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বৃত্ত্যা'—অর্থাৎ কি প্রকার জীবিকার দ্বারা আপনি (কোন্ কোন্ তীর্থের সেবা করিয়াছেন) ॥ ৯ ॥

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থভূতাঃ স্বয়ং বিভো।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) বিভো, ভবদ্বিধাঃ (ভবাদৃশাঃ) ভাগবতাঃ (সন্তঃ) স্বয়ং তীর্থভূতাঃ (তীর্থস্বরূপাঃ) স্বান্তঃস্থেন (নিজান্তঃকরণস্থিতেন) গদাভৃতা (গদাধর শ্রীকৃষ্ণেন) তীর্থানি (মলিনজলসম্পর্কেণ অপবিত্রতাং গতানি তীর্থস্থানানি) তীর্থীকুর্ব্বন্তি (পবিত্রীকুর্ব্বন্তি) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—হে প্রভো, আপনার ন্যায় ভাগবতসকল স্বয়ং তীর্থস্বরূপ। তাঁহারা স্বীয় অন্তঃকরণস্থিত গদাধারী ভগবানের পবিত্রতা বলে পাপিগণের পাপমলিনতীর্থ সকলকে পুনরায় পবিত্র করেন ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—ভবতাঞ্চ তীর্থাটনং তীর্থানামেব ভাগ্যেনেত্যাহ ভবদ্বিধা ইতি তীর্থীকুর্ব্বন্তি মহাতীর্থীকুর্ব্বন্তি পাবনং পাবনানামিতিবৎ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি'—আপনাদের ন্যায় মহাভাগবতগণের তীর্থপর্য্যটন, তীর্থসমূহেরই ভাগ্যবলে হইয়া থাকে, তাহাই বলিতেছেন—'ভবদ্বিধাঃ' ইতি। আপনারা নিজেরাই তীর্থস্বরূপ পবিত্র, মলিনচিত্ত জনগণের সম্পর্কে তীর্থগুলি যখন অ-তীর্থে পরিণত হয়, তখন আপনাদের ন্যায় মহাভাগবতগণ অবগাহনাদির দ্বারা পুনরায় উহাকে মহাতীর্থে পরিণত করেন। 'পাবনং পাবনানাং'—অর্থাৎ পবিত্র বস্তুসকলেরও পবিত্রকারী, এইরূপ প্রয়োগের ন্যায় ॥ ১০ ॥

অপি নঃ সুহৃদস্তাত বান্ধবাঃ কৃষ্ণদেবতাঃ।
দৃষ্টাঃ শ্রুতা বা যদবঃ স্বপুর্য্যাং সুখমাসতে ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) তাত, কৃষ্ণদেবতাঃ (শ্রীকৃষ্ণে ভক্তাঃ) নঃ (অস্মাকং) সুহৃদঃ (আত্মীয়াঃ) বান্ধবাঃ (চ) যদবঃ (যাদবাঃ) অপি স্বপুর্য্যাং (দ্বারকায়াং) সুখং আসতে ? (অপি ভবদ্ভিঃ তে ক্বাপি) দৃষ্টাঃ শ্রুতাঃ বা (তে কুশলিনঃ ইতি আকর্ণিতাঃ বা) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—হে তাত, কৃষ্ণগতপ্রাণ আমাদের আত্মীয় ও সহৃদয় বন্ধু যাদবগণ স্বীয় রাজধানী দ্বারকায় কুশলে অবস্থান করিতেছেন কি ? আপনার সহিত তাহাদের কি সাক্ষাৎকার হইয়াছিল ? অথবা তাঁহাদের বিষয় কিছু শুনিয়াছেন কি ? ॥ ১১ ॥

ইত্যুক্তো ধর্ম্মরাজেন সর্ব্বং তৎ সমবর্ণয়ৎ।
যথানুভূতং ক্রমশো বিনা যদুকুলক্ষয়ম্ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ) ধর্ম্মরাজেন (যুধিষ্ঠিরেণ) ইতি উক্তঃ (জিজ্ঞাসিতঃ বিদুরঃ) যদুকুলক্ষয়ং (যদুবংশনাশং) বিনা তৎ সর্ব্বং (তীর্থবৃত্তান্তং) যথা অনুভূতং (শ্রুতং দৃষ্টং বা তথা) ক্রমশঃ (যথাক্রমং) সমবর্ণয়ৎ (বর্ণিতবান্) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইলে বিদুর যদুবংশ ধ্বংস বৃত্তান্ত ব্যতীত তীর্থভ্রমণাদি সমস্ত বৃত্তান্ত যেরূপ দেখিয়াছিলেন বা শুনিয়াছিলেন তাহা যথাক্রমে বর্ণন করিলেন ॥ ১২ ॥

মধ্ব—যদুকুলক্ষয়ং এষ্যৎ ।

শাপং শ্রুত্বা ব্রাহ্মণানামুদ্ধবঃ খিন্নমানসঃ ।
উদাসীনং তথা কৃষ্ণমিব সুপ্রীতমেব চ ॥
ন শিষ্যমাণং স্বকুলং স্বর্যিয়াসুং চ কেশবম্ ।
জ্ঞাত্বা পপ্রচ্ছ ভগবান্ স্বরূপং তমুপহ্বরে ॥
মৈত্রেয়োঽপি তদৈবাগাজ্জিজ্ঞাসুস্তত্ত্বমুত্তমম্ ।
তয়োরদাৎ স ভগবান্ জ্ঞানং নির্ম্মলমঞ্জসা ॥
ষড়্‌বিংশবৎসরাৎ পূর্ব্বং স্বর্গতেঃ পুরুষোত্তমঃ ।
প্রেষয়ামাস চ হরিরুদ্ধবং বদরীমনু ॥
কলাপগ্রামিণাং বক্তুমেতত্তত্ত্বমশেষতঃ ।
বিদুরং তীর্থযাত্রাস্থমন্তরালে স উদ্ধবঃ ॥
দৃষ্ট্বানশিষ্যমাণং চ কুলং জিগমিষুং হরিম্ ।
কথয়িত্বা বদর্য্যেঞ্চ কলাপগ্রামবাসিনাম্ ॥
প্রোচ্য তত্ত্বমশেষেণ বাসুদেবমুখোদ্‌গতম্ ।
ষড়্‌বিংশদ্বর্ষগমনে পুনরাগতিমাত্মনঃ ॥
তেষামুক্ত্বা পুনঃ কৃষ্ণসন্নিধৌ বিচচার হ ।
মৈত্রেয়বিদুরায়ৈতদূচিবান্ কৃষ্ণচোদিতঃ ॥
বিদুরঃ পাণ্ডবানাং চ বিনা যদুবিনাশনম্ ।
ষট্‌ত্রিংশদ্বর্ষতঃ পূর্ব্বং জ্ঞাত্বাপ্যপ্রিয়মেব তৎ ।
নাবোচদ্বিদুরো ধীমান্ তস্মান্নাপ্রিয়মাবদেৎ ॥

ইতি পাদ্মে । তাবচ্ছশাস ক্ষিতিমেকচক্রামেকাতপত্রামজিতেন পার্থ ইতি চোপরি বিদুরং চাগতং পুনরিতি চ । ভারতে চৈকবিংশদ্বর্ষাৎ পূর্ব্বং বিদুরস্য যুধিষ্ঠিরভাব উক্তঃ ॥ ১২ ॥

নন্বপ্রিয়ং দুর্ব্বিষহং নৃণাং স্বয়মুপস্থিতম্ ।
নাবেদয়ৎ সকরুণো দুঃখিতান্ দ্রষ্টুমক্ষমঃ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—ননু (অহো) দুঃখিতান্ দ্রষ্টুমক্ষমঃ (পরদুঃখকাতরঃ) সকরুণঃ (দয়ার্দ্র হৃদয়ঃ বিদুরঃ) নৃণাং (মনুষ্যাণাং) দুর্ব্বিষহং (দুঃসহং) স্বয়ং উপস্থিতং (সমাগতং) অপ্রিয়ং (অশুভং) ন আবেদয়ৎ (নৈব জ্ঞাপয়ামাস) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—যেহেতু মনুষ্যগণের স্বয়ং আগত দুর্ব্বিষহ অমঙ্গলের কথাও বলা উচিত নহে সেই জন্য পরম কারুণিক পরদুঃখদর্শনে অসহ্যহৃদয় বিদুর যদুকুলধ্বংস-বৃত্তান্তের বিষয় উল্লেখ করিলেন না ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—যদুকুলক্ষয়াবর্ণনে কারণভূতং নীতিশাস্ত্রবিধিমাহ নন্বিতি ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদুকুলের ক্ষয় অবর্ণনের কারণরূপ নীতিশাস্ত্রের বিধি বলিতেছেন—'নন্বপ্রিয়ং' ইতি, এই জগতেও নরগণের দুর্ব্বিসহ অপ্রিয় সত্য সহসা বলা উচিত নহে, এই নীতি অনুসারে পরদুঃখে কাতর পরম কারুণিক বিদুর যুধিষ্ঠিরাদির নিকট যদুকুলের বিনাশের বিষয় বলিতে পারিলেন না ॥ ১৩ ॥

কঞ্চিৎ কালমথাবাৎসীৎ সৎকৃতো দেববৎ স্বকৈঃ ।
ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্য শ্রেয়স্কৃৎ সর্ব্বেষাং প্রীতিমাবহন্ ॥১৪॥

অন্বয়ঃ—অথ (বিদুরঃ) জ্যেষ্ঠস্য ভ্রাতুঃ (ধৃতরাষ্ট্রস্য) শ্রেয়স্কৃৎ (তত্ত্বমুপদিশন্) স্বকৈঃ (স্বজনৈঃ) দেববৎ সৎকৃতঃ (পূজিতঃ সন্) সর্ব্বেষাং প্রীতিমাবহন্ (প্রিয়ং কুর্ব্বন্) তত্র (হস্তিনাপুরে) কঞ্চিৎ কালং অবাৎসীৎ (উবাস) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—অনন্তর বিদুর তত্ত্বোপদেশ দ্বারা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রের মঙ্গল ও সকলের প্রীতি বিধান জন্য স্বীয় আত্মীয়বর্গকর্ত্তৃক দেববৎ সংপূজিত হইয়া কিঞ্চিৎ কাল সেই স্থানে (হস্তিনাপুরে) বাস করিলেন ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—শ্রেয়স্কৃৎ শ্রেয়ঃ কর্ত্তুং ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'শ্রেয়স্কৃৎ'—শ্রেয় করিবার জন্য। (বিদুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রের মঙ্গলের নিমিত্তই তাঁহাকে তত্ত্বোপদেশ দিতেন) ॥ ১৪ ॥

অবিভ্রদর্য্যমা দণ্ডং যথাবদঘকারিষু ।
যাবদ্দধার শূদ্রত্বং শাপাদ্বর্ষশতং যমঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—শাপাৎ (বাল্যদোষাৎ শূলরুদ্ধস্য মাণ্ডব্যমুনেঃ শাপাৎ) যমঃ যাবৎ বর্ষশতং শূদ্রত্বং দধার (প্রাপ্তবান্) (তাবৎকালং) অর্য্যমা (যমাভাবে

সূর্য্যঃ) অঘকারিষু (পাপিষু) যথাঘং (পাপানুসারেণ দণ্ডং) অবিভ্রৎ (ধৃতবান্) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—(যদি প্রশ্ন হয়—বিদুর শূদ্র হইয়া কিরূপে তত্ত্বোপদেশ করিবেন ? তদুত্তরে বলিতেছেন —তিনি শূদ্র নন)—মাণ্ডব্যমুনির শাপে যমরাজ শত বৎসর পর্য্যন্ত শূদ্রত্ব ধারণ করিয়াছিলেন। সেই কাল পর্য্যন্ত সূর্য্যদেব পাপকারিগণের উপর তাহাদিগের পাপ অনুসারে দণ্ড ধারণ করিয়াছিলেন ॥১৫॥

বিশ্বনাথ—ন চ ধৃতরাষ্ট্রাদয়ং কনিষ্ঠত্বান্ন্যূনো মন্তব্যঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্মরাজস্যৈব মাণ্ডব্যশাপেন শূদ্রতয়াবতীর্ণত্বাৎ ননু তাবদমূত্র কো দণ্ডধরস্তত্রাহ। অবিভ্রৎ আর্ষপ্রয়োগঃ ধৃতবান্যানিত্যর্থঃ। তথাহি কুচিচ্চৌরাননুধাবন্তো রাজভটা মাণ্ডব্যস্য তপশ্চরতঃ সমীপে তান্ সংপ্রাপ্য তেন সহ নিবধ্যানীয় রাজ্ঞে নিবেদ্য তদাজ্ঞয়া সর্ব্বানেব শূলমারোপয়ামাসুঃ। ততো রাজা তমৃষিং জ্ঞাত্বা শূলাদবতার্য্য প্রসাদয়ামাস ততো মুনির্যমং গত্বা কুপিত উবাচ। কস্মাদহং শূলমারোপিত ইতি। তেনোক্তং বাল্যে কুশাগ্রেণ শলভমাবিধ্য ক্রীড়িতবানিতি। তৎ শ্রুত্বা মাণ্ডব্যস্তং শশাপ বাল্যে অজানতো মে মহান্তং দণ্ডং কারিতবান্ অতস্ত্বং শূদ্রো ভবেতি ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—বিদুর কনিষ্ঠ হইয়া কি প্রকারে পূজনীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে উপদেশ দিতেন ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—ধৃতরাষ্ট্র হইতে ইনি (বিদুর) কনিষ্ঠ বলিয়া বিদুরকে ন্যূন বলিয়া মনে করা উচিত নয়, কারণ মাণ্ডব্য ঋষির অভিশাপে সাক্ষাৎ ধর্ম্মরাজ যমই শূদ্ররূপে বিদুর হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন। যদি বলেন—তখন সেই যমলোকে কে দণ্ডধর (শাসনকর্ত্তা) ? তাহাতে বলিতেছেন—ততদিন (শতবর্ষ) পর্য্যন্ত 'অর্য্যমা অবিভ্রৎ'—সূর্য্যদেব দণ্ড ধারণ করিয়াছিলেন। 'অবিভ্রৎ'—ইহা আর্ষপ্রয়োগ (হ্বাদিগণীয় 'ভৃ'—ধাতুর লঙে—অবিভঃ, আত্মনেপদে—অবিভৃত, লুঙে—অভার্ষীৎ, অভৃত, লৃঙে—অভরিষ্যৎ, অভরিষ্যত—ইত্যাদি পদ হয়)। অবিভ্রৎ—ধারণ করিয়াছিলেন, এই অর্থ।

(মাণ্ডব্য ঋষির ইতিবৃত্ত বলিতেছেন)—কোন এক সময় রাজানুচরগণ কয়েকজন চোরের পশ্চাৎ অনুধাবন করিতে করিতে, তপস্যা আচরণকারী মাণ্ডব্য ঋষির নিকট তাহাদের দেখিতে পাইয়া, সেই মুনির সহিত চোরদের বন্ধন করিয়া আনিয়া রাজাকে নিবেদন করিল এবং তাঁহার আদেশে সকলকেই শূলে আরোপণ করান হইল। পরে রাজা তাঁহাকে ঋষি বলিয়া জানিতে পারিয়া, শূল হইতে অবতরণ করাইয়া তাঁহার প্রসন্নতা বিধান করিলেন। তারপর মহামুনি মাণ্ডব্য যমের নিকট গমন করিয়া কুপিত হইয়া বলিলেন—"কিজন্য আমাকে শূলে চড়ান হইয়াছিল ?" ধর্ম্মরাজ যম বলিলেন—"বাল্যকালে তুমি কুশাগ্রের দ্বারা একটি শলভকে (ফড়িংকে) বিদ্ধ করিয়া খেলা করিয়াছিলে।" তাহা শ্রবণ করিয়া মাণ্ডব্য মুনি ধর্ম্মরাজ যমকে অভিশাপ দিলেন— "বাল্যকালে অজ্ঞতা-বশতঃ আমার সামান্য অপরাধের ফলে তুমি আমাকে মহান্ দণ্ড দিয়াছ, অতএব তুমি শূদ্র হও" ॥ ১৫ ॥

মধ্ব—যোর্যমা দণ্ডমবিভ্রৎ স বর্ষশতং যাবচ্ছূদ্রত্বং বভার। ন দেবানাং ন দেবীনাং সামস্ত্যেন জনির্ভুবি। অংশাংশেনৈব জায়ন্তে সর্ব্বে ত্বাজানজাদয়ঃ ॥ ১৫ ॥

যুধিষ্ঠিরো লব্ধরাজ্যো দৃষ্ট্বা পৌত্রং কুলন্ধরম্।
ভ্রাতৃভির্লোকপালাভৈর্মুমুদে পরয়া শ্রিয়া ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—লব্ধরাজ্যঃ (প্রাপ্তরাজ্যঃ) যুধিষ্ঠিরঃ কুলন্ধরং (বংশধরং) পৌত্রং (পরীক্ষিতং) দৃষ্ট্বা (প্রাপ্য) লোকপালাভৈঃ (ইন্দ্রাদিলোকপালসদৃশৈঃ) ভ্রাতৃভিঃ (সহ) পরয়া শ্রিয়া (শ্রেষ্ঠয়া লক্ষ্ম্যা) মুমুদে (হর্ষমবাপ) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—যুধিষ্ঠির রাজ্যাধিকার লাভ করতঃ বংশধর পৌত্র পরীক্ষিতকে দর্শন করিয়া ইন্দ্রাদি লোকপালকতুল্য ভ্রাতৃগণের সহিত শ্রেষ্ঠ রাজ্যলক্ষ্মীদ্বারা হর্ষ লাভ করিলেন ॥ ১৬ ॥

এবং গৃহেষু সক্তানাং প্রমত্তানাং তদীহয়া।
অত্যক্রামদবিজ্ঞাতঃ কালঃ পরমদুস্তরঃ ॥১৭॥

অন্বয়ঃ—এবং তদীহয়া (গৃহকার্য্য-সম্পাদনেচ্ছয়া) গৃহেষু (গৃহব্যাপারেষু) সক্তানাং (আসক্তানাং)

(গৃহব্যাপারেণ) প্রমত্তানাং অবিজ্ঞাতঃ পরমদুস্তরঃ (অনতিক্রমণীয়ঃ) কালঃ অত্যক্রামৎ (আয়ুষ্কালঃ অতিক্রান্ত ইত্যর্থঃ) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—এইরূপে তাঁহারা গৃহে আসক্ত হইয়া গৃহমেধীর কার্য্যে প্রমত্ত হইলে, পরম দুস্তর কাল অজ্ঞাতসারে তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিল অর্থাৎ তাঁহাদের আয়ুষ্কাল অতিক্রান্ত হইল ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—গৃহেষু সক্তানামিতি। যুধিষ্ঠিরাদিভ্যোঽন্যেষামেব নিন্দেয়ং তাৎকালিকজনানাং জ্ঞেয়া। তেষাং ক্ষুধিতস্য যথেতরে ইতি দৃষ্টান্তেন তাদৃশসম্পদাদিষ্বপি অনাসক্তিঃ প্রপঞ্চিতা ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গৃহেষু সক্তানাং'—গৃহকার্য্যে আসক্তচিত্ত জনগণের ইত্যাদি—যুধিষ্ঠিরাদি ভগবদ্ভক্তগণ ব্যতীত তাৎকালিক অন্যান্য বহির্মুখ জনগণের সম্বন্ধে এই নিন্দাবাক্য বুঝিতে হইবে। 'ক্ষুধিতস্য যথেতরে'—অর্থাৎ ক্ষুধিত ব্যক্তির যেমন অন্নেতেই মন থাকে, স্রক্‌চন্দনাদি অন্য বিষয়ে অন্তঃকরণ প্রীত হয় না, পূর্ব্বোক্ত এই দৃষ্টান্ত অনুসারে তাদৃশ সম্পদাদিতেও মুকুন্দ-চরণারবিন্দে সংলগ্নচিত্ত যুধিষ্ঠিরাদির অনাসক্তিই দেখান হইয়াছে ॥ ১৭ ॥

বিদুরস্তদভিপ্রেত্য ধৃতরাষ্ট্রমভাষত।
রাজন্ নির্গম্যতাং শীঘ্রং পশ্যেদং ভয়মাগতম্ ॥১৮॥

অন্বয়ঃ—বিদুরঃ তৎ (সর্ব্বেষাং আয়ুঃশেষং) অভিপ্রেত্য (জ্ঞাত্বা) ধৃতরাষ্ট্রং অভাষত (উচে) (হে) রাজন্, শীঘ্রং (দ্রুতং) নির্গম্যতাং (গৃহাৎ ত্বয়া বহির্গম্যতাং) ইদং ভয়ং (ভয়জনকং কালং) উপস্থিতং (আগতং) পশ্য (জানীহি) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—বিদুর তাহাদের আয়ুঃক্ষয়কাল উপস্থিত জানিতে পারিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন,—রাজন্! শীঘ্র এস্থান হইতে বহির্গত হউন, দেখুন, মহাভয় উপস্থিত হইয়াছে ॥ ১৮ ॥

প্রতিক্রিয়া ন যস্যেহ কুতশ্চিৎ কর্হিচিৎ প্রভো।
স এষ ভগবান্ কালঃ সর্ব্বেষাং নঃ সমাগতঃ ॥১৯॥

অন্বয়ঃ—(হে) প্রভো, ইহ (জগতি) কুতশ্চিৎ (কস্মাদপি) কর্হিচিৎ (কদাপি) যস্য (কালস্য) প্রতিক্রিয়া (প্রতিকারঃ) ন (নাস্তি) স এষঃ ভগবান্ (প্রবলপরাক্রান্তঃ) কালঃ সর্ব্বেষাং নঃ (অস্মাকং) (সম্বন্ধে) সমাগতঃ (সমুপস্থিতঃ) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—হে প্রভো! ইহ জগতে যাহার কোন প্রকার প্রতিকার হয় না, সেই এই সর্ব্বসংহারক কাল আমাদের নিকটে উপস্থিত হইয়াছে ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—সর্ব্বেষামিতি। যৈঃ প্রতি কর্ত্তব্যং তেষামপীত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সর্ব্বেষামিতি'—অর্থাৎ সর্ব্বসংহারক কাল আমাদের সকলের নিকট উপস্থিত হইয়াছে। যাঁহারা (যুধিষ্ঠিরাদি) ইহার প্রতিকার করিবেন, তাঁহাদেরও (নিকট উপস্থিত হইয়াছে)—এই অর্থ ॥ ১৯ ॥

মধ্ব—সংহর্ত্তা ভগবান্ বিষ্ণুঃ কাল ইত্যভিধীয়তে।
অথবা গুণসর্ব্বস্বং কালশব্দো ব্যনক্তি হি ॥
ইতি স্কান্দে ॥ ১৯ ॥

যেন চৈবাভিপন্নোঽয়ং প্রাণৈঃ প্রিয়তমৈরপি।
জনঃ সদ্যো বিযুজ্যেত কিমুতান্যৈর্ধনাদিভিঃ ॥২০॥

অন্বয়ঃ—যেন (কালেন) অভিপন্নঃ (অভিগ্রস্তঃ সন্) অয়ং জনঃ অন্যৈঃ ধনাদিভিঃ কিমুত (কিংবা বক্তব্যমিত্যর্থঃ) প্রিয়তমৈঃ (অতীব ইষ্টৈঃ) প্রাণৈঃ অপি সদ্যঃ (সহসা) বিযুজ্যেত এব (পৃথক্‌কৃতো ভবত্যেব) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—যে কালের দ্বারা অভিগ্রস্ত হইলে ব্যক্তি সকল অন্যান্য ধনসম্পদাদি ত' দূরের কথা সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় প্রাণ হইতেও তৎক্ষণাৎ বিযুক্ত হইয়া পড়ে ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—যেন মৃত্যুরূপেণ কালেনাভিপন্নো গ্রস্তঃ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যেন চৈবাভিপন্নঃ'—ইত্যাদি, অর্থাৎ যে মৃত্যুরূপ কালের দ্বারা গ্রস্ত হইয়া, (সকল ব্যক্তি ধনাদি সম্পদের কথা দূরে থাকুক, নিজের প্রিয়তম প্রাণ হইতেও বিযুক্ত হয়) ॥ ২০ ॥

পিতৃভ্রাতৃসুহৃৎপুত্রা হতাস্তে বিগতং বয়ঃ।
আত্মা চ জরয়া গ্রস্তঃ পরগেহমুপাসসে ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—তে (তব) পিতৃভ্রাতৃসুহৃৎপুত্রাঃ হতাঃ (বিনষ্টাঃ) বয়ঃ (জীবনকালঃ) বিগতং আত্মা চ (দেহশ্চ) জরয়া গ্রস্তঃ (জরাজীর্ণঃ) পরগেহং উপাসসে (পরগৃহে বসসি) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—আপনার পিতা, ভ্রাতা, বন্ধু, পুত্রবর্গ সকলেই বিনষ্ট হইয়াছে, আপনার আয়ুও নিঃশেষ হইয়াছে, আপনার দেহ জরাগ্রস্ত, এখনও আপনি পরগৃহে বাস করিতেছেন? ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—বৈরাগ্যমুৎপাদয়তি পিত্রিতি সপ্তভিঃ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—(মহামতি বিদুর রাজা ধৃতরাষ্ট্রের) বৈরাগ্য উৎপাদন করাইতেছেন— 'পিতৃ-ভ্রাতৃ'—ইত্যাদি সপ্ত শ্লোকে ॥ ২১ ॥

অন্ধঃ পুরৈব বধিরো মন্দপ্রজ্ঞশ্চ সাম্প্রতম্।
বিশীর্ণদন্তো মন্দাগ্নিঃ সরাগঃ কফমুদ্বহন্ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—(ত্বং) পুরা এব অন্ধঃ (দৃষ্টিশক্তি-হীনঃ) সাম্প্রতং (ইদানীং) বধিরঃ (শ্রবণশক্তিহীনঃ) মন্দপ্রজ্ঞঃ (জড়বুদ্ধিঃ) বিশীর্ণদন্তঃ (গলিতদশনঃ) মন্দাগ্নিঃ কফং (শ্লেষ্মাদিকং) উদ্বহন্ (তথাপি) সরাগঃ (আসক্তিযুক্তঃ বসসি) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—আপনি জন্মকাল হইতে অন্ধ ; তাহাতে আবার এখন বধির ও মন্দবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছেন, দন্তসকল বিশীর্ণ হইয়াছে, জঠরাগ্নি মন্দ হইয়া গিয়াছে, কফ নির্গত হইতেছে, তথাপি এখনও আপনি বিষয়ানুরাগী? ॥ ২২ ॥

অহো মহীয়সী জন্তোর্জীবিতাশা যয়া ভবান্।
ভীমাপবর্জ্জিতং পিণ্ডমাদত্তে গৃহপালবৎ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—অহো (আশ্চর্য্যং) জন্তোঃ (প্রাণিনঃ) জীবিতাশা (জীবিতুং বাসনা) মহীয়সী (বলীয়সী) যয়া (জীবিতাশয়া) ভবান্ ভীমাপবর্জ্জিতং (পুত্র-ঘাতিনা ভীমেন প্রদত্তং) পিণ্ডং (অন্নং) গৃহপালবৎ (গৃহপালিতকুক্কুরবৎ) আদত্তে (স্বীকরোষি) ॥২৩॥

অনুবাদ—অহো, প্রাণিগণের জীবিতাশা কি বলবতী! যাহার দ্বারা বিমুগ্ধ হইয়া যে ভীম আপনার পুত্রহন্তা, সেই ভীমদত্ত অন্ন আপনি গৃহপালিত কুক্কুরের ন্যায় গ্রহণ করিতেছেন ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—অপবর্জ্জিতং দত্তং গৃহপালঃ শ্বা ॥২৩॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অপবর্জ্জিতং'—দত্ত অন্ন, অর্থাৎ তোমার পুত্রঘাতী ভীমের প্রদত্ত অন্ন, গৃহ-পালিত কুকুরের ন্যায় গ্রহণ করিতেছ ॥ ২৩ ॥

অগ্নির্নিসৃষ্টো দত্তশ্চ গরো দারাশ্চ দূষিতাঃ।
হৃতং ক্ষেত্রং ধনং যেষাং তদ্দত্তৈরসুভিঃ কিয়ৎ ॥২৪॥

অন্বয়ঃ—(ভবদ্ভিঃ) যেষাং (পাণ্ডবানাং সম্বন্ধে) অগ্নিঃ নিসৃষ্টঃ (প্রক্ষিপ্তঃ) গরঃ তু (বিষমেব) দত্তঃ দারাঃ (পত্নী) চ দূষিতাঃ (অবমতাঃ) ক্ষেত্রং ধনং হৃতং তদ্দত্তৈঃ (তেষামন্নাদিভির্লব্ধৈঃ) অসুভিঃ (প্রাণৈঃ) কিয়ৎ (কিং প্রয়োজনং) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ যাহাদিগকে বধ করিবার জন্য জতুগৃহে অগ্নি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, বিষপ্রদান করিয়াছিলেন, যাহাদিগের ধর্ম্মপত্নীকে অপমানিত করিয়াছিলেন এবং যাহাদের ক্ষেত্র ও ধন অপহরণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে কিনা তাহাদিগের অন্নেই জীবন পুষ্ট করিতেছেন, এ জীবনে আপনার কি লাভ হইবে? ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—তদ্দত্তৈরন্নাদিভির্লব্ধৈরসুভিঃ কিয়ৎ কিং প্রয়োজনমিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তদ্দত্তৈঃ—ইত্যাদি, তুমি যাহাদিগকে অগ্নি, বিষাদি প্রদানে বিনাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলে, তাহাদেরই প্রদত্ত অন্নাদির দ্বারা পরিপুষ্ট তোমার এই জীবনের কি প্রয়োজন?—এই অর্থ ॥ ২৪ ॥

তস্যাপি তব দেহোঽয়ং কৃপণস্য জিজীবিষোঃ।
পরৈত্যনিচ্ছতো জীর্ণো জরয়া বাসসী ইব ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—কৃপণস্য (দৈন্যমনুভবতঃ) জিজীবিষোঃ (জীবিতুমিচ্ছতঃ) তস্য তব অনিচ্ছতোঽপি (ইচ্ছাং বিনাপি) অয়ং দেহঃ জরয়া জীর্ণঃ (সন্)

বাসসী ইব (বস্ত্রযুগলে ইব) পরৈতি (ক্ষীয়তে) ।।২৫।।

অনুবাদ—বাঁচিয়া থাকিবার জন্য ইচ্ছুক ও দেহত্যাগে শোককারী আপনার এই দেহ, জরা জীর্ণ বস্ত্রের ন্যায় পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা না করিলেও ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে ।। ২৫ ।।

বিশ্বনাথ—পরৈতি ক্ষীয়তে বাসসী অন্তরীয়োত্তরীয়ে ইতি দৃষ্টান্তস্য দ্বিবচনদৃষ্ট্যা দার্ষ্টান্তিকস্য দেহস্যাপি সূক্ষ্মস্থূলভেদেন দ্বিতীয়াত্মকস্য জীর্ণত্বম্। আন্ধ্যবাধির্য্যাদিকং সূক্ষ্মদেহস্য জীর্ণত্বলক্ষণং বলীপলিতাদিকং স্থূলদেহস্য চ ।। ২৫ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পরৈতি'—অর্থাৎ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। জরাজীর্ণ বস্ত্রদ্বয়ের ন্যায় তোমার দেহ—এখানে পরিধেয় ও উত্তরীয় দুইটি বসনের দৃষ্টান্তের দ্বারা—দ্বি-বচন প্রয়োগে দার্ষ্টান্তিক স্থূল ও সূক্ষ্মভেদে দ্বিতীয়াত্মক দেহেরও জীর্ণত্ব বুঝিতে হইবে। অন্ধত্ব, বধিরত্ব প্রভৃতি সূক্ষ্মদেহের জীর্ণত্বের চিহ্ন এবং লোলচর্ম্ম, পক্বকেশাদি স্থূলদেহের জীর্ণত্বের লক্ষণ ।। ২৫ ।।

গতস্বার্থমিমং দেহং বিরক্তো মুক্তবন্ধনঃ ।
অবিজ্ঞাতগতির্জহ্যাৎ স বৈ ধীর উদাহৃতঃ ।। ২৬ ।।

অন্বয়ঃ—(যঃ) বিরক্তঃ (আসক্তিশূন্যঃ) মুক্তবন্ধনঃ (ত্যক্তাভিমানঃ সন্) অবিজ্ঞাতগতিঃ (ক্ব গত ইতি অবিজ্ঞাত গতিঃ যস্য সঃ) যঃ গতস্বার্থং (যশোধর্ম্মাদিশূন্যং) দেহং জহ্যাৎ (পরিত্যজেৎ) স বৈ (স এব) ধীরঃ (তৎসংজ্ঞঃ) উদাহৃতঃ (কথিতঃ) ।। ২৬ ।।

অনুবাদ—যিনি বিষয়াদিতে আসক্তিরহিত ও অভিমানশূন্য হইয়া অপরের অজ্ঞাতসারে ঐহিক ও পারত্রিক সুখসাধনস্পৃহা-বিগত দেহকে পরিত্যাগ করেন তিনিই 'ধীর' বলিয়া কথিত ।। ২৬ ।।

বিশ্বনাথ—গতস্বার্থং অকৃতকৃষ্ণভজনত্বেন শোকামোহজরাদিব্যাকুলং মুক্তবন্ধনঃ ত্যক্তধনপুত্রাদিঃ। ক্ব গত ইত্যবিজ্ঞাতা গতির্যস্য সঃ। জহ্যাৎ ক্বাপি তীর্থে দেহং ভক্ত্যৈব যস্ত্যজেৎ স ধীরঃ ।। ২৬ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গতস্বার্থং'—শ্রীকৃষ্ণের ভজন না করার জন্য শোক, মোহ, জরাদিতে ব্যাকুল দেহ। 'মুক্তবন্ধনঃ'—বলিতে যিনি ধন, পুত্রাদি পরিত্যাগ করিয়াছেন। 'অবিজ্ঞাত-গতিঃ'—অর্থাৎ তিনি কোথায় গেলেন, তাঁহার গন্তব্যস্থল কাহাকেও কিছু না বলার জন্য কেহই জানিতে পারে না, সেই ব্যক্তি। 'জহ্যাৎ'—অর্থাৎ কোন তীর্থে 'ভক্তির দ্বারাই যিনি দেহত্যাগ করেন, তিনি 'ধীর' (সন্ন্যাসী) বলিয়া কথিত হন ।। ২৬ ।।

বিবৃতি—সন্ন্যাসের প্রকার ভেদ দুইটী, ধীর ও নরোত্তম। এই শ্লোকে 'ধীর' সন্ন্যাসের লক্ষণ উক্ত হইয়াছে। যিনি স্বজনের আসক্তি শূন্য হইয়া নিজের ভোগময় বিষয়-বিগ্রহোপলব্ধি পরিহার করিয়াছেন তিনি স্বীয় গমনপথ পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করিতে অসমর্থ হইয়া সাধুসঙ্গক্রমে ভোগায়তন দেহে অভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক ভোক্তৃত্ব পরিহার করেন তিনিই 'ধীর' সন্ন্যাসী। 'ধীর' সন্ন্যাসের নামান্তরই বিবিৎসা সন্ন্যাস। সংসার ভোগপিপাসা যে স্থলে নিজের সামর্থ্যাভাবে পরিত্যক্ত হয় তাহাই আতুর সন্ন্যাস। আতুর সন্ন্যাসী প্রতিষ্ঠাশা শূন্য। প্রতিষ্ঠাশায় যত্ন করিতে যোগ্যতা না থাকায় তাহাকে কোনও বন্ধনে আবদ্ধ করিতে পারে না। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শাদির বিষয়ে অনুরাগবিশিষ্ট করাইতে পারে না। তিনি গন্তব্য পথে স্বয়ং সম্পূর্ণরূপে অবগত না হইয়া চলিতে থাকেন। ক্রমপদ্ধতি অবলম্বনে বিবিৎসা সন্ন্যাস হইয়া থাকে ; সে স্থলে এই দেহে বল থাকা পর্য্যন্ত হরিভজন সম্ভব নাই, সুতরাং বহিঃ চেষ্টা ন্যূন হইলেই বাহ্যবিষয় চেষ্টা মুক্ত হইয়া পরাগতি লাভ হইতে পারে। সে জন্য তিনি কৃষ্ণতত্ত্ববিদের নিকট হইতে হরিভজন লাভ করিয়া ক্রমশঃ মঙ্গলের পথে অগ্রসর হন। ধীর সন্ন্যাসী কি প্রকার ঔর্দ্ধদৈহিক গতি লাভ করেন তাহা তাহার জ্ঞাতিবর্গ জানিতে পারেন না। তাহারা উহারই ন্যায় বিবেকহীন বিচার অবলম্বন করিয়া বাস করেন। ধৃতরাষ্ট্র ধীর সন্ন্যাসেরই যোগ্যপাত্র। তাঁহার স্বজন বান্ধব বিগত হওয়ায় তিনি আপনা হইতেই বিরক্ত ও মুক্তবন্ধন। তিনি স্বয়ং অন্ধ ও অতি বৃদ্ধ হওয়ায় বিষয়গ্রহণে অসক্ত। সুতরাং তাহার পক্ষে স্থান পরিত্যাগ করিয়া ক্রমপন্থায় নির্জ্জন ভজন করাই শ্রেয়ঃ ।। ২৬ ।।

যঃ স্বকাৎ পরতো বেহ জাতনির্ব্বেদ আত্মবান্ ।
হৃদি কৃত্বা হরিং গেহাৎ প্রব্রজেৎ স নরোত্তমঃ ॥২৭॥

অন্বয়ঃ—যঃ আত্মবান্ (আত্মজ্ঞঃ) স্বকাৎ (স্বত এব) পরতো বা (পরোপদেশতো বা) ইহ (জগতি) জাতনির্ব্বেদঃ (বৈরাগ্যযুক্তঃ সন্) হরিং হৃদি কৃত্বা গেহাৎ প্রব্রজেৎ (সংসারং ত্যজেৎ) সঃ নরোত্তমঃ (তৎসংজ্ঞঃ) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—যে আত্মজ্ঞব্যক্তি স্বকীয় বিবেক বা পরকীয় উপদেশ বশতঃ বৈরাগ্যবান্ হইয়া শ্রীহরিকে হৃদয়ে ধারণপূর্ব্বক গৃহ হইতে বহির্গত হন তিনিই 'নরোত্তম' ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—নরোত্তমস্তু প্রাগেব কৃতপ্রতীকারস্তল্লক্ষণমাহ। স্বকাৎ স্বত এব পরতঃ পরোপদেশতো আত্মবান্ বিবেকী। ধনং হৃদি কৃত্বা বণিক্ যাতীতিবৎ হরিং হৃদি কৃত্বা হরিং প্রাপ্তুমিতি ভাবঃ। স নরোত্তমঃ তত্রাতুরসন্ন্যাসী ধীরঃ। ভক্তিবিবেকী নরোত্তম ইতি ভেদঃ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কিন্তু যিনি 'নরোত্তম' (সন্ন্যাসী), পূর্ব্ব হইতেই যিনি প্রতীকার করিয়াছেন, তাঁহার লক্ষণ বলিতেছেন—'স্বকাৎ' আপনা হইতেই, অথবা অপরের উপদেশে আত্মবান্ অর্থাৎ বিবেকী হইয়া (গৃহ হইতে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন, তিনি নরোত্তম সন্ন্যাসী)। বণিক্ যেমন ধন হৃদয়ে ধারণ করিয়া গমন করে, সেইরূপ যিনি হরিকে হৃদয়ে ধারণ করতঃ শ্রীহরির প্রাপ্তির নিমিত্ত গমন করেন—এই ভাব। তিনি নরোত্তম নামক সন্ন্যাসী। এখানে যিনি আতুর সন্ন্যাসী, তিনি ধীর, আর যিনি ভক্তি-বিবেকী, তিনি নরোত্তম—এই প্রভেদ ॥ ২৭ ॥

বিবৃতি—দ্বিতীয় প্রকার সন্ন্যাসীকে বিদ্বৎ সন্ন্যাসী বা 'নরোত্তম' বলে। যিনি নিজ রুচি হইতে বা পরের পরামর্শ হইতে কৃষ্ণেতর বিষয়ে বৈরাগ্য-বিশিষ্ট, যিনি তাঁহার স্বরূপাবস্থানজনিত চেষ্টা হইতে হরিকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া সংসার কূপ হইতে দূরে চলিয়া যান তিনিই 'নরোত্তম'। নরোত্তম সন্ন্যাসে কৃষ্ণান্বেষণ বৃত্তি প্রবলা। 'ধীর' ও 'নরোত্তম' উভয়েরই গৃহ হইতে চলিয়া যাইবার বিচার। ধীর কি জন্য চলিয়া যাইবেন তাহা নির্ণয় করেন নাই কিন্তু নরোত্তম হরিভজনের জন্য চলিয়া যাইতেছেন স্থির করিয়াছেন। ধীর পক্ষে স্বভাব হইতে বৈরাগ্যের উদয় হয় নাই, ঘটনাচক্রে পরকর্ত্তৃক তাহার সেই ফলই লাভ ঘটিয়াছে। 'ধীর' অনাত্মবিৎ, 'নরোত্তম' আত্মবান্। ধীর আতুর সন্ন্যাসী, নরোত্তম ভক্তি-বিবেকী ॥ ২৭ ॥

অথোদীচীং দিশং যাতু স্বৈরজ্ঞাতগতির্ভবান্ ।
ইতোঽর্ব্বাক্ প্রায়শঃ কালঃ পুংসাং গুণবিকর্ষণঃ ॥২৮॥

অন্বয়ঃ—অথ (অতএব) ভবান স্বৈঃ (আত্মীয়ৈঃ অজ্ঞাতগতিঃ (অলক্ষিতগমনঃ সন্) উদীচীং দিশং (উত্তরস্যাং দিশি) যাতু (গচ্ছতু) ইতঃ (ইদানীং) অর্ব্বাক্ (অর্ব্বাচীনঃ এষ্যন্ ইত্যর্থঃ) কালঃ প্রায়শঃ (প্রায়েণ) পুংসাং (মনুষ্যাণাং) গুণবিকর্ষণঃ (গুণান্ ধৈর্য্যদয়াদীন্ বিকর্ষতি আচ্ছিনত্তি ইতি) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—অতএব আপনি নিজ আত্মীয়বর্গের দ্বারা অলক্ষিতগতি হইয়া উত্তরদিকে গমন করুন, ইহার পরে যে সময় আসিতেছে তাহা পুরুষগণের ধৈর্য্যদয়া প্রভৃতি গুণাবলীকে ছেদন করিয়া থাকে ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—ত্বন্তু নরোত্তমো মাভূরেবাতো ধীরো ভবেত্যাহ অথো ইতি। অর্ব্বাক্ অর্ব্বাচীনঃ এষ্যন্ কাল ইত্যর্থঃ। গুণান্ ধৈর্য্যদয়াদীন্ বিকর্ষতি আচ্ছিনত্তীত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কিন্তু তুমি নরোত্তম (সন্ন্যাসী) না হইতে পার, এতএব ধীর (সন্ন্যাসী) হও—এই জন্য বলিতেছেন, 'অথোদীচীং' ইতি—অর্থাৎ অতএব তুমি উত্তর দিকে গমন কর। 'অর্ব্বাক্'—অর্থাৎ অর্ব্বাচীন, আসিতেছে (আসিয়া পড়িল বলিয়া) যে সময়, এই অর্থ। যে কাল পুরুষগণের ধৈর্য্য, দয়া প্রভৃতি সদ্‌গুণসমূহকে আকর্ষণ করতঃ ছিন্ন করিয়া ফেলে—এই অর্থ ॥ ২৮ ॥

মধ্ব—স্বৈরজ্ঞাতগতিঃ বিবিক্তগতিঃ ॥ ২৮ ॥

এবং রাজা বিদুরেণানুজেন
প্রজ্ঞাচক্ষুর্বোধিতো হ্যাজমীঢ়ঃ ।

ছিত্ত্বা স্বেষু স্নেহপাশান্ দ্রঢ়িম্নো
নিশ্চক্রাম ভ্রাতৃসন্দর্শিতাধ্বা ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—এবং (পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ) অনুজেন বিদুরেণ বোধিতঃ (উপদিষ্টঃ) আজমীঢ়ঃ (আজমীঢ়-বংশজঃ) প্রজ্ঞাচক্ষুঃ (জ্ঞাননেত্রঃ অন্ধ ইত্যর্থঃ) রাজা (ধৃতরাষ্ট্রঃ) ভ্রাতৃসন্দর্শিতাধ্বা (ভ্রাত্রা বিদুরেণ সন্দর্শিতঃ অধ্বা বন্ধমোক্ষয়োঃ মার্গঃ যস্য তথাবিধঃ সন) দ্রঢ়িম্নঃ (চিত্তদার্ঢ্যাৎ) স্বেষু (আত্মীয়েষু) স্নেহপাশান্ ছিত্ত্বা (মায়াং বিহায় ইত্যর্থঃ) নিশ্চক্রাম (নির্জগাম) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—এইরূপে অনুজ বিদুরকর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া জ্ঞানচক্ষু (অন্ধ) অজমীঢ়বংশজ ভ্রাতাকর্ত্তৃক সন্দর্শিত বন্ধমোক্ষমার্গ রাজা ধৃতরাষ্ট্র চিত্তদার্ঢ্যবশতঃ আত্মীয়বর্গের স্নেহপাশ ছেদনপূর্ব্বক গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—বোধিতঃ মুক্ত্যর্থঃ ভক্তিমিশ্রজ্ঞানোপদেশেনেত্যর্থঃ। আজমীঢ়ঃ অজমীঢ়বংশজঃ দ্রঢ়িম্নশ্চিত্তদার্ঢ্যাদ্ধেতোঃ ভ্রাত্রা সংদর্শিতঃ অধ্বা বন্ধমোক্ষয়োর্মার্গোযস্য সঃ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বোধিতঃ'—অনুজ বিদুর কর্ত্তৃক বিজ্ঞাপিত হইয়া অর্থাৎ মুক্তির জন্য ভক্তিমিশ্র জ্ঞানোপদেশের দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া—এই অর্থ। 'আজমীঢ়ঃ'—অজমীঢ় বংশ-জাত রাজা ধৃতরাষ্ট্র। 'দ্রঢ়িম্নঃ'—অর্থাৎ চিত্তের দৃঢ়তাবশতঃ। 'ভ্রাতৃ-সন্দর্শিতাধ্বা'—ভ্রাতা বিদুরের দ্বারা সম্যক্‌রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে বন্ধন ও মোক্ষের পথ যাঁহার, সেই রাজা ধৃতরাষ্ট্র ॥ ২৯ ॥

পতিং প্রয়ান্তং সুবলস্য পুত্রী
পতিব্রতা চানুজগাম সাধ্বী।
হিমালয়ং ন্যস্তদণ্ডপ্রহর্ষং
মনস্বিনামিব সন্ সম্প্রহারঃ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ) পতিব্রতা (পতিপরায়ণা) সাধ্বী (সুশীলা) সুবলস্য পুত্রী চ (গান্ধারী চ) মনস্বিনাং (শূরাণাং) সন্ (তীব্রঃ) সংপ্রহারঃ (যুদ্ধং) ইব ন্যস্তদণ্ডপ্রহর্ষং (ন্যস্তদণ্ডানাং সন্ন্যাসিনাং প্রহর্ষং হর্ষপ্রদং) হিমালয়ং (প্রদেশং) প্রয়ান্তং (গচ্ছন্তং) পতিং অনুজগাম (তেন সহ গতা) ॥৩০॥

অনুবাদ—পতিব্রতা সুশীলা সুবলতনয়া গান্ধারী পতিকে সন্ন্যাসিগণের আনন্দদায়ক হিমালয়ে গমনশীল দর্শন করিয়া যুদ্ধে প্রশস্তচিত্ত শূরগণের তীব্র প্রহারের ন্যায় স্বামীর অনুগামিনী হইলেন ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—সুবলস্য পুত্রী গান্ধারী সাধ্বী সুশীলা। ননু সা সুকুমারী হিমাদ্রিং দুঃখবহুলং কথং গতেত্যত আহ। ন্যস্তদণ্ডানাং প্রহর্ষো যত্র তং দুঃখদমপি কেষাঞ্চিদুৎসাহবতাং প্রহর্ষহেতুর্ভবতীতি। অত্র দৃষ্টান্তঃ মনস্বিনাং শূরাণাং পরমসুকুমারাণামপি যুদ্ধ-বীরাণাং সন্ উৎকৃষ্টঃ সংপ্রহারো যুদ্ধমিব। সৎ-সংপ্রহারমিতি পাঠে ক্লীবত্বমার্ষং। সংপ্রহারাভি-সম্পাতকলিসংস্ফোটসংযুগা ইত্যমরঃ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সুবলস্য পুত্রী'—সুবলের কন্যা সুশীলা পতিব্রতা গান্ধারীও পতি ধৃতরাষ্ট্রের অনুগমন করিলেন। যদি বলেন—সেই সুকুমারী গান্ধারী দুঃখবহুল হিমালয় পর্ব্বত কি করিয়া গমন করিলেন ? ইহার অপেক্ষায় বলিতেছেন—'ন্যস্তদণ্ড-প্রহর্ষং' অর্থাৎ ন্যস্তদণ্ড সন্ন্যাসিগণের যেখানে প্রকৃষ্ট-রূপে আনন্দ, সেই হিমালয় পর্ব্বত, দুঃখপ্রদ হইলেও কোন কোন উৎসাহী জনের আনন্দের কারণ হইয়া থাকে। এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত—'মনস্বিনামিব' পরম সুকুমার হইলেও যুদ্ধ বীরগণের নিকট যেমন উৎকৃষ্ট যুদ্ধ আনন্দদায়ক, সেইরূপ। 'সন্ সম্প্র-হারঃ'—এই স্থলে 'সৎসম্প্রহারং'—এই পাঠান্তরে ক্লীব-লিঙ্গ আর্ষপ্রয়োগ। কারণ প্রহার শব্দ পুংলিঙ্গ। অমরকোষে উক্ত হইয়াছে—'সংপ্রহারাভিসম্পাত-কলি-সংস্ফোট-সংযুগাঃ' ইত্যাদি, অর্থাৎ সংপ্রহার, অভিসম্পাত, কলি, সংস্ফোট, সংযুগ, অভ্যামর্দ, সমাঘাত, সংগ্রাম, অভ্যাগম, আহব এবং সমুদায়—যুদ্ধ অর্থে এই সকল শব্দ পুংলিঙ্গে ব্যবহৃত হয় ॥ ৩০ ॥

অজাতশত্রুঃ কৃতমৈত্রো হুতাগ্নি-
বিপ্রান্ নত্বা তিলগোভূমিরুক্মৈঃ।
গৃহং প্রবিষ্টো গুরুবন্দনায়
ন তাবপশ্যৎ পিতরৌ সৌবলীঞ্চ ॥৩১॥

অন্বয়ঃ—কৃতমৈত্রঃ (কৃতং মৈত্রং মিত্রদৈবত্যং সন্ধ্যাবন্দনং যেন সঃ) হুতাগ্নিঃ (কৃতহোমঃ) অজাতশত্রুঃ (যুধিষ্ঠিরঃ) তিলগোভূমিরুক্মৈঃ (তিলৈঃ গোভিঃ ভূম্যা সুবর্ণেন চ) বিপ্রান্ (ব্রাহ্মণান্) নত্বা (সংপূজ্য) গুরুবন্দনায় (ধৃতরাষ্ট্রাদীন্ নমস্কর্ত্তুং) গৃহং প্রবিষ্টঃ (তেষাং গৃহং গতঃ সন্) সৌবলীং (গান্ধারীং) তৌ পিতরৌ চ (বিদুরং ধৃতরাষ্ট্রং চ) ন চ অপশ্যৎ (নাবলোকিতবান্) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—অনন্তর সন্ধ্যাবন্দনাদি ক্রিয়া এবং হোমাদি কার্য্য সমাপন করিয়া অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির তিল, গাভী, ভূমি ও রত্নাদি দ্বারা বিপ্রগণকে নমস্কার করিয়া ধৃতরাষ্ট্রাদি গুরুজনের বন্দনার্থ গৃহে প্রবিষ্ট হইলে তথায় পিতৃব্য বিদুর ও ধৃতরাষ্ট্র এবং সুবলতনয়া গান্ধারীকে দেখিতে পাইলেন না ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—কৃতং মৈত্রং মিত্রদৈবত্যং সন্ধ্যাবন্দনাদিকং যেন সঃ। নত্বা তিলাদিভিঃ সংপূজ্যেতি প্রবিশ-পিণ্ডীমিতিবদাক্ষেপলব্ধং। নাপশ্যৎ চকারাৎ ন জ্ঞাতবাংশ্চ পিতরৌ ধৃতরাষ্ট্রবিদুরৌ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কৃতমৈত্রঃ'—অর্থাৎ সূর্য্যদেবতা-বিষয়ক সন্ধ্যা-বন্দনাদি যিনি সমাপন করিয়াছেন, তিনি (মহারাজ যুধিষ্ঠির)। 'নত্বা' তিল, গাভী, ভূমি ও স্বর্ণাদি প্রদানে ব্রাহ্মণগণের নমস্কারপূর্ব্বক সম্যক্‌রূপে পূজা করিয়া। ধৃতরাষ্ট্রাদি গুরুজনদিগকে বন্দনা করিতে আসিয়া তাঁহাদের দেখিলেন না। 'চ-কার'—উল্লেখে, এবং জানিতেও পারিলেন না। 'পিতরৌ'—বলিতে এখানে ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুরকে ॥ ৩১ ॥

মধ্ব—পিতরৌ কুন্তীধৃতরাষ্ট্রৌ। ন চাপশ্যতঃ। তস্য মনসি তেষাং বিপদ্ভাবো বভূব। অন্যথা মহাভারতবিরোধাৎ। স্কান্দে চ—

ভীমসন্তর্জিতো রাজস্তন্নুজ্ঞাং প্রাপ্য যত্নতঃ।
ধৃতরাষ্ট্রো বনে বাসমকরোদ্বৎসরত্রয়ম্ ॥
বিদুরস্তদ্দিদৃক্ষার্থমাগতেষু বনং পুরা।
পাণ্ডবেষু তু রাজানং প্রবিশ্যৈকত্বমাগতঃ ॥
ততো দাবাগ্নিনা দগ্ধং ধৃতরাষ্ট্রং চ সৌবলীম্।
শ্রুত্বা কুন্তীচর্চ্চিতান্তে প্রাপুঃ পাণ্ডুসুতাস্তদা ॥
তাংস্তদা নারদো বিদ্বান্ শময়ামাস ধর্ম্মবিৎ।
উক্তোত্তমাং গতিং তেষাং নিষ্ঠাং তাৎকালিকীং
তথা ইত্যাদি ॥ ৩১ ॥

তত্র সঞ্জয়মাসীনং পপ্রচ্ছোদ্বিগ্নমানসঃ।
গাবল্গণে ক্ব নস্তাতো বৃদ্ধো হীনশ্চ নেত্রয়োঃ।
অম্বা বা হতপুত্রার্ত্তা পিতৃব্যঃ ক্ব গতঃ সুহৃৎ ॥৩২॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ) উদ্বিগ্নমনাঃ (আকুলচিত্তঃ যুধিষ্ঠিরঃ) তত্র আসীনং (ধৃতরাষ্ট্রগৃহে সমুপবিষ্টং) সঞ্জয়ং পপ্রচ্ছ (হে) গাবল্গণে ! (গবল্গণতনয় সঞ্জয়) বৃদ্ধঃ (স্থবিরঃ) নেত্রয়োঃ হীনশ্চ (অন্ধশ্চ) নঃ (অস্মাকং) তাতঃ (জ্যেষ্ঠতাতঃ) ক্ব (কুত্র) হতপুত্রা (নষ্টপ্রজাঃ) আর্ত্তা (কাতরা) অম্বা বা (জননী বা ক্ব) সুহৃৎ (আত্মীয়ঃ) পিতৃব্যঃ (খুল্লতাতঃ বিদুরশ্চ) ক্ব গতঃ ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—উদ্বিগ্নচিত্ত যুধিষ্ঠির সেই স্থানে সঞ্জয়কে সমুপবিষ্ট দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে গবল্গণনন্দন, আমাদিগের বৃদ্ধ ও চক্ষুহীন পিতৃব্য কোথায় ? হতপুত্রশোককাতরা মাতা গান্ধারীই বা কোথায় এবং পরমাত্মীয় খুল্লতাত বিদুরই বা কোথায় গিয়াছেন ? ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—হে গাবল্গণে গবল্গণস্য পুত্র সঞ্জয় ॥৩২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হে গাবল্গণে—অর্থাৎ গবল্গণের পুত্র সঞ্জয়—ইহা সম্বোধনে ॥ ৩২ ॥

মধ্ব—ব্রহ্মাণ্ডে—

ধৃতরাষ্ট্রে মৃতে সূতঃ সঞ্জয়ঃ পাণ্ডুসূনবে।
গতিং শশংস কুন্ত্যাশ্চ গান্ধারীধৃতরাষ্ট্রয়োঃ ॥

ইত্যাদি। পিতৃব্যোঽপি। ধৃতরাষ্ট্র এব। দ্বিরুক্তিস্তাৎপর্য্যার্থা।

যত্রাধিকং তৎপরতা বহুবারমপি ধ্রুবম্।
তদ্বদন্তি মহাপ্রাজ্ঞো লোকবেদানুসারতঃ ॥

ইতি চ ব্রহ্মতর্কে ॥ ৩২ ॥

অপি ময্যকৃতপ্রজ্ঞে হতবন্ধুঃ স ভার্য্যয়া।
আশংসমানঃ শমলং গঙ্গায়াং দুঃখিতোঽপতৎ ॥৩৩॥

অন্বয়ঃ—(হে সঞ্জয়) হতবন্ধুঃ (মৃতাত্মীয়ঃ) সঃ (জ্যেষ্ঠতাতঃ) অকৃতপ্রজ্ঞে (মন্দমতৌ) ময়ি

শমলং (অপরাধং) আশংসমানঃ (আশঙ্কমানঃ) দুঃখিতঃ (সন্) ভার্য্যয়া (সহ) অপি (কিং ?) গঙ্গায়াং অপতৎ ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—সেই জ্যেষ্ঠতাত যাহার প্রিয়পুত্রগণকে আমি বিনাশ করিয়াছি, তিনি কি মন্দমতি আমার সেই অপরাধ আশঙ্কা করিয়া দুঃখিতচিত্তে পত্নীর সহিত গঙ্গাতে পতিত হইয়াছেন ? ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—ধৃতরাষ্ট্রঃ শমলং মৎকর্তৃকমপরাধং আশংসমানঃ যুধিষ্ঠিরেণ মম একোঽপি পুত্রো ন রক্ষিতঃ তৎ কিং মে জীবিতেনেতি মনসানুলপন্ নির্বিদ্যমান ইত্যর্থঃ। যদ্বা অস্য মদ্বধাত্মকমপি পাপং ভবত্বিতি বাঞ্ছন্নিত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'শমলং'—অর্থাৎ ধৃতরাষ্ট্র কি আমার (যুধিষ্ঠিরের) অপরাধ 'আশংসমানঃ' —আশঙ্কা করিয়া। যুধিষ্ঠির আমার একটি পুত্রকেও জীবিত রাখে নাই, অতএব আমার (ধৃতরাষ্ট্রের) আর জীবন ধারণে কি প্রয়োজন—এইরূপ মনে আলোচনা-পূর্ব্বক নির্ব্বেদ-প্রাপ্ত হইয়া, অথবা আমার বধ-জনিত পাপও ইহার (যুধিষ্ঠিরের) হউক—এইরূপ বাঞ্ছা করিয়া (ধৃতরাষ্ট্র গঙ্গাতে পতিত হইয়াছেন কি ?)—এই অর্থ ॥ ৩৩ ॥

পিতর্য্যুপরতে পাণ্ডৌ সর্ব্বান্ নঃ সুহৃদঃ শিশূন্ ।
অরক্ষতাং ব্যসনতঃ পিতৃব্যৌ ক্ব গতাবিতঃ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—পিতরি পাণ্ডৌ উপরতে (স্বর্গতে সতি) সুহৃদঃ (বান্ধবান্) শিশূন্ (বালকান্) নঃ সর্ব্বান্ (অস্মান্) ব্যসনতঃ (বিপদঃ যৌ) অরক্ষতাং (তৌ) পিতৃব্যৌ ইতঃ (স্থানাৎ) ক্ব গতৌ ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—পিতা পাণ্ডু স্বধামে গমন করিলে, যে পিতৃব্যদ্বয় আমাদিগের সকলকে আত্মীয় বালক জ্ঞানে বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই সপত্নীক পিতৃব্য এইস্থান হইতে কোথায় গমন করিলেন ? ॥ ৩৪ ॥

মধ্ব—পিতৃব্যৌ গান্ধারীধৃতরাষ্ট্রৌ ॥ ৩৪ ॥

সূত উবাচ—

কৃপয়া স্নেহবৈক্লব্যাৎ সূতো বিরহকর্ষিতঃ ।
আত্মেশ্বরমচক্ষাণো ন প্রত্যাহাতিপীড়িতঃ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—সূত উবাচ। কৃপয়া (করুণয়া) স্নেহবৈক্লব্যাৎ (স্নেহবৈবশ্যাৎ চ) আত্মেশ্বরং (স্বপ্রভুং ধৃতরাষ্ট্রং) অচক্ষাণঃ (অপশ্যন্) বিরহকর্ষিতঃ (বিরহকাতরঃ) সূতঃ (সঞ্জয়ঃ) অতিপীড়িতঃ (অতীবকাতরঃ সন্) ন প্রত্যাহ (প্রত্যুত্তরং ন দদৌ) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—সূত বলিলেন,—স্বকীয় প্রভু ধৃতরাষ্ট্রকে না দেখিয়া বিরহ কাতর সঞ্জয় দয়া ও স্নেহ-বিকলতা হেতু অত্যন্ত কাতর হওয়ায় আপাততঃ কোনও প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন না ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—কৃপয়া হা বৃদ্ধয়োরনাথয়োঃ কি ভবিষ্যতীতি চেতোদ্রবেণ সম্বন্ধহেতুকো যঃ স্নেহস্তেন বৈক্লব্যাচ্চ ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কৃপয়া'—করুণাবশতঃ, হায় ! অতিবৃদ্ধ ও অনাথ এই দুই জনের (ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর) কি হইবে ? এইরূপ চিত্তদ্রবতাহেতু, এবং 'স্নেহবৈক্লব্যাৎ'—সম্বন্ধবশতঃ যে স্নেহ, তাহাতে বিকলতা-হেতু (সঞ্জয় কোন প্রত্যুত্তর দিতে পারিলেন না।) ॥ ৩৫ ॥

বিমৃজ্যাশ্রূণি পাণিভ্যাং বিষ্টভ্যাত্মানমাত্মনা ।
অজাতশত্রুং প্রত্যূচে প্রভোঃ পাদাবনুস্মরন্ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ সঞ্জয়ঃ) পাণিভ্যাং (হস্তাভ্যাং অশ্রূণি বিমৃজ্য (মার্জ্জয়িত্বা) আত্মনা (বুদ্ধ্যা) আত্মানং (মনঃ) বিষ্টভ্য (ধৈর্য্যযুক্তং কৃত্বা চ) প্রভোঃ (ধৃতরাষ্ট্রস্য) পাদৌ অনুস্মরন্ (ধ্যায়ন্) (অজাতশত্রুং (যুধিষ্ঠিরং) প্রত্যূচে (কথয়ামাস) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—অনন্তর হস্তদ্বয়দ্বারা নেত্রজল মার্জ্জনা-পূর্ব্বক, বুদ্ধি দ্বারা চিত্ত ধৈর্য্যযুক্ত করিয়া প্রভু ধৃতরাষ্ট্রের চরণযুগল ধ্যান করিতে করিতে অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরকে প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ— আত্মনা বুদ্ধ্যা আত্মানং মনো বিষ্টভ্য ধৈর্য্যযুক্তং কৃত্বা ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিষ্টভ্য আত্মানম্ আত্মনা'—অর্থাৎ বুদ্ধির দ্বারা মনকে ধৈর্য্যযুক্ত করিয়া ॥৩৬॥

সঞ্জয় উবাচ—

নাহং বেদ্মি ব্যবসিতং পিত্রোর্বঃ কুলনন্দন।
গান্ধার্য্যা বা মহাবাহো মুষিতোঽস্মি মহাত্মভিঃ ॥৩৭॥

অন্বয়ঃ—সঞ্জয়ঃ উবাচ (হে) কুলনন্দন! (বংশ-প্রদীপ) অহং বঃ (যুষ্মাকং) পিত্রোঃ (বিদুরধৃত-রাষ্ট্রয়োঃ) গান্ধার্য্যাঃ বা ব্যবসিতং (নিশ্চিতং) ন বেদ্মি (নৈব জানামি) (হে) মহাবাহো, মহাত্মভিঃ (তৈঃ ত্রিভিঃ) মুষিতঃ (বঞ্চিতঃ) অস্মি ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—সঞ্জয় কহিলেন, হে পাণ্ডববংশাবতংস, আমি আপনাদের পিতৃব্যদ্বয়ের বা গান্ধারীর অভিপ্রেত অবগত নহি। হে মহাবাহো, মহাত্মাগণকর্তৃক আমি বঞ্চিত হইয়াছি ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—বেদ বেদ্মি মুষিতো বঞ্চিতঃ মন্নিদ্রা-সময়ে তে গতা ইতি ভাবঃ ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নাহং বেদ'—বেদ বেদ্মি, আমি জানি না। 'মুষিতঃ'—বঞ্চিত হইয়াছি, আমার নিদ্রাকালে তাঁহারা গমন করিয়াছেন—এই ভাব ॥ ৩৭ ॥

মধ্ব—মুষিতোঽস্মীতি প্রলাপঃ ॥ ৩৭ ॥

অথাজগাম ভগবান্ নারদঃ সহ তুম্বুরুঃ।
প্রত্যুত্থায়াভিবাদ্যাহ সানুজোঽভ্যর্চ্চয়ন্মুনিম্ ॥৩৮॥

অন্বয়ঃ—অথ (কতিদিনেষু গতেষু সতি) সহ-তুম্বুরুঃ (বীণাসমন্বিতঃ) ভগবান্ নারদঃ আজগাম সানুজঃ (ভ্রাতৃ সহিতঃ রাজা) মুনিং প্রতুত্থায় অভি-বাদ্য অভ্যর্চ্চয়ন্ (পূজয়ন্) ইব (ন তু শোকবেগাদ-ভ্যর্চ্চয়ন্) আহ (উবাচ) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—(এইরূপে কিছুকাল সঞ্জয় শোক প্রকাশ করিতে থাকিলে) অনন্তর তুম্বুরু হস্তে ভগবান্ নারদ সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। অনুজগণের সহিত যুধিষ্ঠির গাত্রোত্থান করতঃ অভিবাদনপূর্ব্বক পূজা করিয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—শোকবেগাদভ্যর্চ্চয়ন্নিবাহ নত্বভ্যর্চ্চ্য ॥৩৮॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অভ্যর্চ্চয়ন্'—শোকের বেগে অভ্যর্চ্চনার মত করিয়া, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অর্চ্চনা না করিয়া (আবেগবশতঃ সানুজ মহারাজ যুধিষ্ঠির দেবর্ষিকে দেখিয়া প্রত্যুত্থানপূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর ও গান্ধারীর কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন) ॥ ৩৮ ॥

যুধিষ্ঠির উবাচ—

নাহং বেদ গতিং পিত্রোর্ভগবন্ ক্ব গতাবিতঃ।
অম্বা বা হতপুত্রার্ত্তা ক্ব গতা চ তপস্বিনী।
কর্ণধার ইবাপারে ভগবান্ পারদর্শকঃ ॥ ৩৯ ॥
অথাবভাষে ভগবান্ নারদো মুনিসত্তমঃ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—যুধিষ্ঠিরঃ উবাচ। (হে) ভগবন্, অহং পিত্রোঃ (পিতৃব্যয়োঃ) গতিং ন বেদ (ন বেদ্মি) (তৌ) ইতঃ (অস্মাৎ স্থানাৎ) ক্ব গতৌ (কুত্র প্রস্থিতৌ) হতপুত্রা (নষ্টতনয়া) আর্ত্তা (কাতরা) তপস্বিনী (দুঃখযুক্তা) চ অম্বা বা (গান্ধারী অপি) ক্ব গতা (কুত্র প্রস্থিতা) ভবান্ (ত্বমেব) অপারে (দুস্তরে শোকার্ণবে) কর্ণধার ইব (উর্দ্ধত্তা ইব) পারদর্শকঃ (উপায়াভিজ্ঞঃ অতো ব্রূহীতি শেষঃ) অথ (অনন্তরং) ভগবান্ মুনিসত্তমঃ (মুনিশ্রেষ্ঠঃ) নারদঃ অবভাষে (উবাচ) ॥ ৩৯-৪০ ॥

অনুবাদ—যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে ভগবন্, আপনি অপার শোকসাগরে পতিতজনের কর্ণধারের ন্যায় পারদর্শক, আমার পিতৃব্যদ্বয় এইস্থান হইতে কখন এবং কোথায় গমন করিয়াছেন তাহা আমি জানি না, বিনষ্টপুত্রা, শোককাতরা, দুঃখান্বিতা মাতা গান্ধারীই বা কোথায় প্রস্থান করিয়াছেন, তাহাও আমি জানি না। এইরূপ কাতর বচন শ্রবণানন্তর মুনিশ্রেষ্ঠ ভগবান্ নারদ বলিতে লাগিলেন ॥৩৯-৪০॥

বিশ্বনাথ—অপারে শোকার্ণবে ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞস্ত্ব-মতো ব্রূহীতি ভাবঃ ॥ ৩৯-৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অপারে'—অর্থাৎ শোকরূপ সাগরে কর্ণধারের ন্যায়, ভগবান্ অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ আপনি পারদর্শক; অতএব কৃপাপূর্ব্বক বলুন—এই ভাব ॥ ৩৯-৪০ ॥

মধ্ব—ক্ব গতাবিত্যদৃষ্টাপেক্ষয়া ॥ ৩৯-৪০ ॥

নারদ উবাচ—

মা কাঞ্চন শুচো রাজন্ যদীশ্বরবশং জগৎ।
লোকাঃ সপালা যস্যেমে বহন্তি বলিমীশিতুঃ।
স সংযুনক্তি ভূতানি স এব বিযুনক্তি চ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—নারদঃ উবাচ। (হে) রাজন্, কঞ্চন মা শুচঃ (কস্মৈ অপি শোকং মা কুরু) যৎ (যস্মাৎ) জগৎ ঈশ্বরবশং (ঈশ্বরাধীনং) যস্য ঈশিতুঃ (ঈশ্বরস্য) বলিং (উপহারং) ইমে সপালাঃ (লোকপালসহিতাঃ) লোকাঃ বহন্তি। সঃ (ঈশ্বরঃ) ভূতানি সংযুনক্তি (সংযোজয়তি) স এব (ঈশ্বরঃ) বিযুনক্তি চ (বিযোজয়তি চ)॥ ৪১॥

অনুবাদ—নারদ বলিলেন—হে রাজন্, কাহারও জন্য শোক করিও না। যেহেতু এই জগৎ ঈশ্বরের অধীন, এই সকল লোকপালবর্গ যে ঈশ্বরের আজ্ঞা বহন করিতেছেন, সেই ঈশ্বরই জীবসকলকে পরস্পর সংযুক্ত ও বিযুক্ত করিতেছেন ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ—আদাবেব যথাবৃত্তকথনে শোকেন মূর্চ্ছিতঃ পতেদিতি প্রথমং তাবৎ শোকমুপশময়তি মাশুচঃ মা শোচঃ। তয়োর্বিচ্ছেদেন সীদামীতি চেদ-প্রতিকার্য্যমেতৎ সংযোগবিয়োগয়োরীশ্বরাধীনত্বাদিত্যাহ স ইতি। লোকা বলিং বহন্তি ॥ ৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পূর্ব্বেই যথার্থ্য ঘটনা বলিলে, মহারাজ যুধিষ্ঠির শোকে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবেন— এইজন্য দেবর্ষি প্রথমে শোকের উপশম করিতেছেন— 'মা শুচঃ', অর্থাৎ শোক করিও না। তাঁহাদের বিচ্ছেদে আমি ক্লেশ প্রাপ্ত হইতেছি—ইহা যদি বল, তাহা হইলে উহা অপ্রতিকার্য্য অর্থাৎ উহার কোন প্রতিকার করা সম্ভব নয়, কারণ কাহারও সহিত কাহারও মিলন এবং বিচ্ছেদ—ইহা ঈশ্বরের অধীন, ইহাই বলিতেছেন 'স' ইত্যাদি অর্থাৎ সেই ঈশ্বরই জীবসকলকে পরস্পর সংযুক্ত ও বিযুক্ত করিতে-ছেন। যে ঈশ্বরের অধীনে লোকপালের সহিত সমস্ত লোক তাঁহার পূজোপহার বহন করিতেছেন ॥ ৪১ ॥

যথা গাবো নসি প্রোতাস্তন্ত্যাং বদ্ধাশ্চ দামভিঃ।
বাক্তন্ত্যাং নামভির্বদ্ধা বহন্তি বলিমীশিতুঃ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ—(একস্যাং এব) তন্ত্যাং (দীর্ঘরজ্জ্বাং) বদ্ধাঃ (সংযতাঃ) দামভিঃ (রজ্জুভিঃ) নসি (নাসি-কায়াং) প্রোতাশ্চ (সংযতাশ্চ) গাবঃ যথা (বলী-বর্দ্দাঃ ইব) (ইমে সপালাঃ লোকাঃ) বাক্তন্ত্যাং (কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিধায়কবেদলক্ষণায়াং) নামভিঃ (ব্রাহ্মণো ব্রহ্মচারীত্যাদিবর্ণাশ্রমলক্ষণৈঃ) বদ্ধাঃ (সং-যতাঃ সন্তঃ) ঈশিতুঃ (পরমেশ্বরস্য) বলিং (পূজোপ-হারং) বহন্তি ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—একটী সমগ্র রজ্জুতে আবদ্ধ থাকিয়া পৃথক্ পৃথক্ রজ্জুদ্বারা নাসিকায় বদ্ধ বলীবর্দ্দসমূহের ন্যায় ইন্দ্রাদি লোকপালগণ ও ইতর প্রাণীসকল কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিধায়ক বেদবাক্যরূপ রজ্জুতে আবদ্ধ থাকিয়া ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ব্রহ্মচারী গৃহস্থাদি বর্ণাশ্রম লক্ষণসমূহ দ্বারা পৃথক্ পৃথগ্‌রূপে বদ্ধ হইয়া ভগ-বানের পূজোপহার বহন করিতেছে ॥ ৪২ ॥

বিশ্বনাথ—স এব সংযুনক্তীত্যুক্তমর্থদ্বয়মুক্তপোষ-ন্যায়েণ সদৃষ্টান্তং ক্রমেণাহ গাবস্তন্ত্যামেক-স্যামেব দীর্ঘায়াং রজ্জ্বাং সর্ব্ব এব বদ্ধাঃ তত্র পৃথক্ পৃথক্ দামভির্নাস প্রোতাঃ। ননু প্রকৃতেঃ কা বা তন্ত্রী দামানী বা কানীত্যপেক্ষায়ামাহ। বাক্ বেদ এব তন্ত্রী তস্যাং নামভির্ব্রাহ্মণক্ষত্রিয় ইতি ব্রহ্মচারী-গৃহস্থ ইত্যাদিভিরেব দামভির্বদ্ধা বলিং "অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত" ইত্যাদি-লক্ষণং শাসনম্ ॥ ৪২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই ঈশ্বরই জীবসকলের পরস্পর সংযুক্ত এবং বিযুক্ত করিতেছেন—এই অর্থ-দ্বয়কে উক্ত-পোষ্য ন্যায় অনুসারে দৃষ্টান্তের সহিত ক্রমে বলিতেছেন—'গাবঃ' ইত্যাদি। যেমন গাভীগণ একটি দীর্ঘ রজ্জুতে সকলে বদ্ধ থাকিয়া, তন্মধ্যে আবার পৃথক্ পৃথক্ রজ্জুর দ্বারা নাসিকায় বদ্ধ থাকে। যদি বলেন—দার্ষ্টান্তিকে কোনটা দীর্ঘ রজ্জু এবং কোনটাই বা ক্ষুদ্র রজ্জু? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন—বাক্যরূপ বেদই দীর্ঘ রজ্জু, তাহাতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ ইত্যাদি পৃথক্ পৃথক্ নাম-রূপ ক্ষুদ্র রজ্জুর দ্বারা বদ্ধ থাকিয়া, অর্থাৎ বেদবাক্যরূপ রজ্জুতে আবদ্ধ থাকিয়া ব্রাহ্মণাদি সকলে বেদের অনুশাসনে সন্ধ্যা উপাসনা প্রভৃতির দ্বারা সেই ঈশ্বরের পূজোপহার বহন করিতেছেন। 'প্রতিদিন সন্ধ্যা উপাসনা করিবে'—ইত্যাদি রূপ অনুশাসন ॥ ৪২ ॥

বিবৃতি—যেরূপ গোমহিষাদি পশুর নাসিকা সংলগ্ন রজ্জু তাহাদিগকে বাধ্য করিয়া দ্রব্যাদি বহন করায় সেই প্রকার ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি বর্ণনাম, ব্রহ্মচারী গৃহস্থাদি আশ্রম নাম জীবকে সন্ধ্যাবন্দনাদি লক্ষণ অনুশাসনের বাধ্য করিয়া বলি বহন করায়। প্রহলাদ চরিত্রে এই কর্ম্মকাণ্ডীয় অনুশাসনের কথা উল্লিখিত আছে। "ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ। অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানাস্তেঽপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ।" নশ্বর কর্ম্মের কর্ত্তারূপে জীব কর্ম্মফললাভাশায় নাসাবিদ্ধ বলদের ন্যায় বর্ণাশ্রমধর্ম্মে জীবন অতিবাহিত করিয়া বৃথা পরিশ্রম করে ॥ ৪২ ॥

যথা ক্রীড়োপস্করাণাং সংযোগবিগমাবিহ।
ইচ্ছয়া ক্রীড়িতুঃ স্যাতাং তথৈবেশেচ্ছয়া নৃণাম্ ॥৪৩॥

অন্বয়ঃ—ইহ (জগতি) ক্রীড়িতুঃ (ক্রীড়াশীলস্য) ইচ্ছয়া ক্রীড়োপস্করাণাং (ক্রীড়াসাধনদ্রব্যাণাং দারুরচিতমেষাদীনাং) তথা এব ঈশেচ্ছয়া (ঈশ্বরেচ্ছয়া) নৃণাং (মনুষ্যাণাং) যথা সংযোগবিগমৌ (সঙ্গমবিয়োগৌ) স্যাতাং (ভবতঃ) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—এই জগতে ক্রীড়াকারী ব্যক্তির ইচ্ছাক্রমে ক্রীড়াসাধন বস্তুসমূহের যে প্রকার সংযোগ ও বিয়োগ হয়, সেই প্রকার ভগবানের ইচ্ছায় মানবগণের পরস্পর সংযোগ বিয়োগ সাধিত হয় ॥ ৪৩ ॥

বিশ্বনাথ—ক্রীড়োপস্করাণাং ক্রীড়াসাধনানাং অক্ষাদীনাং ॥ ৪৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ক্রীড়োপস্করাণাং'—ক্রীড়ার সাধন (উপকরণ) অক্ষ (পাশা) প্রভৃতির, অর্থাৎ ক্রীড়ারত ব্যক্তির ইচ্ছায় যেরূপ ক্রীড়ার দ্রব্য পাশাদি পরিচালিত হয়, সেইরূপ ভগবানের ইচ্ছায় নরগণের মিলন ও বিচ্ছেদ সংঘটিত হইয়া থাকে ॥ ৪৩ ॥

যন্মন্যসে ধ্রুবং লোকমধ্রুবং বা ন বোভয়ম্।
সর্ব্বথা ন হি শোচ্যাস্তে স্নেহাদন্যত্র মোহজাৎ ॥ ৪৪॥

অন্বয়ঃ—যৎ (যদি) লোকং (জনং) ধ্রুবং (জীবরূপেণ নিত্যং) অধ্রুবং বা (দেহরূপেণ অনিত্যং বা) ন বা (ন ধ্রুবং নাপ্যধ্রুবং শুদ্ধব্রহ্মস্বরূপত্বেন অনির্ব্বচনীয়ত্বেন বা) উভয়ং (চিজ্জড়াংশতঃ বা) মন্যসে (তদা) সর্ব্বথা (চতুর্ষ্বপি পক্ষেষু) তে (পিত্রাদয়ঃ) মোহজাৎ স্নেহাৎ অন্যত্র (মোহজনিতস্নেহং বিনা) ন হি শোচ্যাঃ (নৈব শোচনীয়াঃ অজ্ঞানমূলঃ স্নেহ এব কেবলং শোক-হেতুঃ) ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—যদি মনুষ্যকে জীবরূপে নিত্য ও দেহরূপে অনিত্য অথবা অনির্ব্বচনীয় হেতু নিত্য ও অনিত্য উভয় রূপেই মনে কর, যে কোন অবস্থা লইয়া বিচার করিলে তাহারা তোমার শোকের পাত্র নহেন। মোহজনিত স্নেহ ব্যতীত শোকের আর অন্য কোনও কারণ নাই ॥ ৪৪ ॥

বিশ্বনাথ—ঈশ্বরাধীনত্বান্ন শোকঃ কার্য্য ইত্যুক্তং লোকতত্ত্বে তু বিচার্য্যমাণে নির্ব্বিষয়োঽয়ং শোক ইত্যাহ যদ্যদি লোকং জনং ধ্রুবং জীবরূপেণ অধ্রুবং দেহরূপেণ ন উভয়ং ন ধ্রুবং নাপ্যধ্রুবং ব্রহ্মরূপেণ, বা শব্দাদুভয়ঞ্চ চিজ্জড়াংশরূপেণ সর্ব্বথা চতুর্ষ্বপি পক্ষেষু তে পিত্রাদয়ো ন শোচ্যাঃ স্নেহাদন্যত্র বিবেকাদৌ সতি স্নেহ এব কেবলং শোকহেতুঃ স চাজ্ঞানমূল ইত্যর্থঃ। মোহজাদিত্যনেন ভগবদ্ভক্তিসম্বন্ধী স্নেহো ব্যাবৃত্তঃ। তদুত্থং তু শোকং করুণরসস্থায়িভাবং পরমোপাদেয়ং মন্যতে ॥ ৪৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সমস্ত কিছুই ঈশ্বরের অধীনহেতু তোমার শোক করা উচিত নহে, ইহা উক্ত হইয়াছে, এক্ষণে লোকতত্ত্বও যদি বিচার কর, তাহাতেও এই শোকের কোন বিষয় নাই—ইহাই বলিতেছেন—'যদ্ মন্যসে' অর্থাৎ যদি তুমি মনে কর, জীবরূপে এই মনুষ্য নিত্য, দেহরূপে অনিত্য, অথবা ব্রহ্মরূপে না নিত্য, না অনিত্য, কিংবা অনির্ব্বচনীয় বলিয়া উভয় প্রকারই অর্থাৎ চিৎ ও জড়রূপে জ্ঞান কর—সর্ব্বপ্রকারে এই চারিটি পক্ষের মধ্যে তোমার পিত্রাদির জন্য শোক করা উচিত নয়, যেহেতু স্নেহব্যতিরেকে শোকের কোন কারণই নাই। বিবেকাদি জাগ্রত হইলে বুঝা যায়—একমাত্র স্নেহই শোকের হেতু এবং সেই স্নেহও অজ্ঞান-মূলক (অর্থাৎ অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন। —এই অর্থ। 'মোহজাৎ'— অর্থাৎ মোহজাত স্নেহ ব্যতীত শোকের অন্য কোন হেতু নাই, ইহা বলায় ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধীয় স্নেহ ব্যাবৃত্ত হইল।

শ্রীভগবানের ভক্তির সম্পর্কে যে শোক উৎপন্ন হয়, তাহা করুণ রস-রূপ স্থায়িভাব এবং পরম উপাদেয় বলিয়াই ভক্তগণ মনে করেন। (প্রাকৃত আলঙ্কারিক-গণ করুণ রসকে প্রকারান্তরে রস বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন, তাহাদের মতে ক্রন্দনে আবার কি সুখ আস্বাদন? কিন্তু সচ্চিদানন্দময় শ্রীভগবানের সম্পর্কে শ্রীভক্তিদেবীর করুণায় ভক্ত-গণের শুদ্ধচিত্তে যে অলৌকিক করুণ রসের উদ্ভব হয়, তাহাতে 'হা কৃষ্ণ' বলিয়া ক্রন্দনে ভক্তগণ যে সুখ আস্বাদন করেন, তাহা একমাত্র তাদৃশ ভক্ত-গণেরই বোদ্ধব্য।) ॥ ৪৪ ॥

মধ্ব—অপরিহার্য্যত্বাদশোচ্যাঃ ॥ ৪৪ ॥

তস্মাজ্জহ্যঙ্গ বৈক্লব্যমজ্ঞানকৃতমাত্মনঃ।
কথন্ত্বনাথাঃ কৃপণা বর্ত্তেরংস্তে চ মাং বিনা ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়ঃ—তস্মাৎ (হেতোঃ) অঙ্গ! (হে রাজন্) মাং (মৎসহায়তাং) বিনা অনাথাঃ (নিঃসহায়াঃ) কৃপণাঃ (কাতরাঃ) তে (মৎপিতৃব্যাদয়ঃ) তু কথং (কেন প্রকারেণ) বর্ত্তেরন্ (জীবেয়ুঃ ইতি) আত্মনঃ (মনসঃ) অজ্ঞানকৃতং (মোহজনিতং) বৈক্লব্যং (ব্যাকুলতাং) জহি (ত্যজ) ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—অতএব হে রাজন্, "অনাথ, শোক-কাতর আমার পিতৃব্যদ্বয় ও গান্ধারী আমা ছাড়া কিরূপে প্রাণ ধারণ করিবেন"—আপনার এই অজ্ঞান কৃত বিকলতা পরিত্যাগ করুন ॥ ৪৫ ॥

বিশ্বনাথ—তস্মান্মাং বিনা কথং তে বর্ত্তেরন্নিতি মনসো বৈক্লব্যং ত্যজ ॥ ৪৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তস্মাৎ'—অতএব আমি ব্যতীত তাঁহারা কিপ্রকারে জীবন ধারণ করিবেন—এইরূপ তোমার মনের বৈক্লব্য পরিহার কর ॥৪৫॥

কালকর্ম্মগুণাধীনো দেহোঽয়ং পাঞ্চভৌতিকঃ।
কথমন্যাংস্তু গোপায়েৎ সর্পগ্রস্তো যথাপরম্ ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়ঃ—অয়ং দেহঃ (শরীরং) কালকর্ম্মগুণা-ধীনঃ (কালঃ গুণক্ষোভকঃ কর্ম্ম জন্মনিমিত্তং গুণঃ উপাদানং তেষাং অধীনঃ) পাঞ্চভৌতিকঃ (জড়ঃ অতঃ নাশবান্ চ) সর্পগ্রস্তঃ (অজগরগিলিতঃ) অপরং যথা (অন্যমিব) (একঃ) অন্যান্ কথং গোপায়েৎ (রক্ষয়েৎ) ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—এই পাঞ্চভৌতিক শরীর কাল, কর্ম্ম ও গুণের বশবর্ত্তী সুতরাং সর্পগ্রস্ত ব্যক্তি কিপ্রকারে অন্য ব্যক্তিদিগকে রক্ষা করিবে? ॥ ৪৬ ॥

বিশ্বনাথ—ন হি কশ্চিদপি কমপি বৃত্তিদানাদিনা রক্ষিতুং প্রভবতীত্যাহ। কালঃ সামান্যতো নিমিত্তং কর্ম্ম জন্মনিমিত্তং গুণা উপাদানং তদধীনঃ পাঞ্চ-ভৌতিক ইতি তদ্বিভাগে সদ্য এব নাশবানিত্যর্থঃ। একঃ সর্পদষ্টোঽন্যং সর্পদষ্টং গোপয়িতু নৈব শক্লো-তীত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই জগতে কোন ব্যক্তিই কাহাকেও বৃত্তিদানাদির দ্বারা রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না, ইহাই বলিতেছেন—'কাল'—ইত্যাদির দ্বারা। এই পাঞ্চভৌতিক শরীর—গুণক্ষোভক কাল, জন্ম-নিমিত্ত কর্ম্ম এবং গুণ অর্থাৎ উপাদান কারণ এই তিনের অধীন অর্থাৎ এই তিনের সংযোগে এই দেহ উৎপন্ন হইয়াছে, ইহাদের বিভাগে সদ্যই বিনষ্ট হইবে, এই অর্থ। সর্পদষ্ট ব্যক্তি অন্য সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে কখনই রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না, এই অর্থ ॥ ৪৬ ॥

অহস্তানি সহস্তানামপদানি চতুষ্পদাম্।
ফল্গুনি তত্র মহতাং জীবো জীবস্য জীবনম্ ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়ঃ—অহস্তনি (হস্তরহিতানি পশ্বাদীনি) সহস্তানাং (হস্তযুক্তানাং মনুষ্যাণাং) অপদাদি (চরণরহিতানি তৃণাদীনি) চতুষ্পদাং (পশূনাং) তত্র (তেষু অহস্তাদিষ্বপি) ফল্গুনি (ক্ষুদ্রাণি) মহতাং, এবং জীবঃ জীবস্য জীবনং (জীবিকা ভবতীতি শেষঃ) ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—হস্ত রহিত পশ্বাদি প্রাণিগণ হস্তযুক্ত মনুষ্যাদি জীবগণের, পদরহিত তৃণাদি চতুষ্পদ পশু-সমূহের এবং ক্ষুদ্র জীব বৃহৎ জীবগণের খাদ্য, এইরূপ একজীবই অন্য জীবের জীবিকা ॥ ৪৭ ॥

বিশ্বনাথ—অতো জীবিকামপি ঈশ্বর এব সর্ব্বেষা-মেব প্রথমমেব ব্যবস্থাপিতবানিত্যাহ অহস্তানি মৃগা-

দীনি অপদানি তৃণাদীনি তত্রাপি মহতাং মৎস্যাদীনাং ফল্গুনি মৎস্যাদীনি অতো জীবস্য জীব এব জীবিকা সাহজিকী তেন তপস্বিনাং পত্রপুষ্পফলাদিরীশ্বরকল্পিতৈর্বা নিষিদ্ধা জীবিকাস্তি কিমর্থং ত্বং বিষীদসীতি ভাবঃ ॥ ৪৭॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব ঈশ্বরই সকলের জীবিকাও প্রথম হইতেই ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন, ইহাই বলিতেছেন—'অহস্তানি' ইত্যাদি। হস্তরহিত পশুসকল হস্তবিশিষ্ট মনুষ্যদের আহার, অপদ তৃণাদি চতুষ্পদ পশ্বাদির খাদ্য, আর ক্ষুদ্র মৎস্যসকল বৃহৎ মৎস্যাদির আহার, অতএব জীবই জীবের স্বাভাবিক জীবিকা। অতএব তপস্বিগণের পত্র, পুষ্প, ফলাদি অনিষিদ্ধ জীবিকা ঈশ্বরকর্তৃকই নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে, কিজন্য তুমি বিষণ্ণ হইতেছ? —এই ভাব ॥ ৪৭ ॥

বিবৃতি—এই হিংসাময় সংসারে জীব মাত্রেরই পরস্পর একে অপরের হিংসায় নিযুক্ত। কালকর্ম্ম গুণাধীন বলিয়া হস্তরহিত পশু সকল হস্তযুক্ত মানবের হিংসার যোগ্য, পদরহিত তৃণসমূহ চতুষ্পদ পশুর ভক্ষ্য। ক্ষুদ্র জীবকে হিংসা করিয়াই মহজ্জীব বাঁচিয়া থাকে। হিংসা ব্যতীত পৃথিবীতে কাহারও জীবিত থাকিবার উপায় নাই। জীব ভগবদুন্মুখ না হওয়া পর্য্যন্ত সকল অবস্থাতেই হিংসা দ্বারা নিজ পোষণ কার্য্যনির্ব্বাহ করে। এই প্রপঞ্চে কেহই এরূপ হিংসার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া জীবিত থাকিতে পারেন না। এ জন্যই হিংসার পক্ষপাতী মানবগণ বিশ্বাস সহকারে ভোজনকল্পে পশুহিংসা ও স্বজনহিংসা করিয়া থাকে। সাত্বতজনগণ হিংসা ও অহিংসার মধ্যে প্রবিষ্ট না হইয়া হরিসেবাময়ী বুদ্ধিবলে জীবন যাপন করেন, তাহাতে তাঁহাদিগের হিংসাদি দোষে দুষ্ট হইতে হয় না ॥ ৪৭ ॥

তদিদং ভগবান্ রাজন্নেক আত্মাত্মনাং স্বদৃক্।
অন্তরোহনন্তরো ভাতি পশ্য তং মায়য়োরুধা ॥ ৪৮ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, তৎ (তস্মাৎ) ইদং (অহস্তসহস্তাদিরূপং জগৎ) স্বদৃক্ ভগবান্ (এব ন ততঃ পৃথক্ ইত্যর্থঃ) (সঃ) একঃ (ন তু নানা) আত্মনাং (ভোক্তৄনাং) আত্মা (আত্মরূপং) অন্তরঃ অনন্তরঃ (অন্তর্ব্বহির্ভোক্তৃভোগ্যরূপশ্চ) ভাতি মায়য়া উরুধা (বহুধা ভান্তং) তং পশ্য ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ—অতএব হে রাজন্, এই পরিদৃশ্যমান অহস্ত সহস্তাদি রূপ জগৎ বিশ্বপ্রকাশক ভগবৎস্বরূপ। তিনিই আত্মাসমূহের পরমাত্মা। তিনিই অন্তরে ও বাহিরে প্রকাশিত হইতেছেন। মায়াদ্বারা বহুধা তাহাকে অবলোকন কর ॥ ৪৮ ॥

বিশ্বনাথ—ননু যদীশ্বরবশং জগদিত্যাদিনা ত্বয়োক্তং ভগবদধীনং সর্ব্বঞ্চেৎ কথং কালকর্ম্মগুণাধীনো দেহ ইত্যুচ্যতে সত্যং কালকর্ম্মাদিকস্য সর্ব্বস্য জগতো ভগবচ্ছক্তিকার্য্যত্বাৎ সর্ব্বং ভগবানেবেত্যাহ তদিদমিতি। স্বরূপশক্ত্যাআত্মনাং জীবানাং আত্মা অন্তর্য্যামিরূপেণ স্বদৃক্ স্বপ্রকাশঃ অন্তরো ভোক্তৃরূপেণ জীবঃ অনন্তরো বহির্ভোগ্যরূপেণ সুখদুঃখাদি। মায়েতি ভগবানেব শক্তিত্রয়রূপেণ ভাতি অতস্তমেবৈকং মায়য়া শক্ত্যা উরুধা দেবতির্য্যগাদিদেহরূপেণ বহুধা পশ্য ॥ ৪৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেখুন ঈশ্বরের বশীভূত জগৎ—আপনার এই উক্তি অনুসারে যদি সমস্ত কিছুই ভগবানের অধীন হয়, তাহা হইলে কাল, কর্ম্ম ও গুণের অধীন দেহ কিজন্য বলা হইতেছে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—সত্য, কাল-কর্ম্মাদ্যাত্মক সমস্ত জগতই ভগবানের শক্তির কার্য্য বলিয়া সমস্ত কিছুই ভগবানই, ইহাই বলিতেছেন—'তদিদং' ইতি। ভগবান্ নিজ স্বরূপশক্তির দ্বারা জীবসমূহের আত্মা অর্থাৎ অন্তর্য্যামিরূপে স্বদৃক্, স্বপ্রকাশ। তিনিই অন্তরে ও বাহিরে ভোক্তা এবং ভোগ্যরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। অন্তরে ভোক্তৃরূপে জীব এবং বাহিরে ভোগ্যরূপে সুখ, দুঃখাদি। 'মায়েতি'—এক ভগবানই শক্তিত্রয়রূপে প্রকাশিত হন, অতএব সেই এক তাঁহাকেই মায়া-শক্তির দ্বারা দেবতা, তির্য্যক্ প্রভৃতি দেহরূপে বহুপ্রকার প্রকাশমান, তুমি দেখ ॥ ৪৮ ॥

বিবৃতি—এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব অন্তর্যামী ভগবান্ হইতে অপৃথক্ অনুভূতি হইলে জীব মায়ার হস্ত হইতে বা হিংসা বৃত্তি হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন। এই ভিন্ন বিশ্বই ভগবান্ এরূপ প্রতীতি জীবকে নানা প্রকারে আবদ্ধ করে। তদ্দ্বারা জীবের কোনও

কল্যাণ হয় না। ভগবান্ মায়ার দ্বারাই জীবের স্বরূপ দর্শনে বাধা প্রদান করেন। যে কালে তিনি কৃপা করেন, সেই কালে জীব নিজের ভোগবুদ্ধি পরিহার করিয়া বিশ্বকে ভিন্ন না বুঝিয়া ভগবদুপাসনার উপাচার জ্ঞান করেন। সেই নিত্য সত্য ভগবানের সেবোপকরণরূপ দৃশ্য জগৎ তাঁহা হইতে মায়াকর্তৃক পৃথক্ হইলেও অপৃথক্ভাবে তাঁহার সেবার উদ্দেশ্যে প্রকটিত। যে কালে বলিসমূহ ভোগী জীবের উদ্দেশে নিযুক্ত হয় তৎকালেই হিংসানাম্নী বৃত্তি প্রবলা। সেখানে ভগবান্ হরির সম্বন্ধে দৃশ্য জগতের উপাদানসমূহ বর্ত্তমান, সেইখানেই হিংসার পরিবর্তে ভগবৎকৃপা লক্ষিত হয়। ভগবন্মায়া নিজ আবরণী শক্তি অপসারিত করিলেই জগতের বস্তু সকল বৈকুণ্ঠ ধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া ভগবৎসেবায় নিযুক্ত হয়। সেকালে অনুপাদেয়তা, সীমা জন্য অবরতা প্রভৃতি হিংসা প্রকট করাইতে পারে না ॥ ৪৮ ॥

সোঽয়মদ্য মহারাজ ভগবান্ ভূতভাবনঃ।
কালরূপোঽবতীর্ণোঽস্যামভবায় সুরদ্বিষাম্ ॥ ৪৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) মহারাজ, সঃ অয়ং ভূতভাবনঃ (লোকপালকঃ) ভগবান্ অদ্য (ইদানীং) সুরদ্বিষাং (অসুরাণাং) অভবায় (নাশায়) কালরূপঃ (কালস্বরূপঃ সন্) অস্যাং (ভূম্যাং) অবতীর্ণঃ (আবির্ভূতঃ) ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ—হে মহারাজ, সেই ভূতভাবন ভগবান্ ইদানীং দেবদ্বেষী অসুরগণের বিনাশার্থ দ্বারকাপুরীতে আবির্ভূত হইয়াছেন ॥ ৪৯ ॥

বিশ্বনাথ—ক্বাসাবস্তীদৃশো মায়াবী দ্বারকায়ামিত্যাহ সোঽয়মিতি। অস্যাং ভূমৌ সুরদ্বিষাং অভবায় নাশায় কালরূপস্তৈরেব কালরূপত্বেনানুভূয়মানঃ স্বয়ং তু পরমানন্দরূপ এবেত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কোথায় আছেন এই প্রকার মায়াবী? দ্বারকাতে—এইজন্য বলিতেছেন—'সোঽয়ম্' ইতি, সেই ভূতভাবন ভগবানই ইনি (শ্রীকৃষ্ণ), যিনি এক্ষণে দ্বারকায় অপেক্ষা করিতেছেন। এই পৃথিবীতেই (দ্বারকাপুরীতে) দেব-বিদ্বেষী অসুরগণের বিনাশের নিমিত্ত কালস্বরূপ হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন। সেই শত্রুগণই তাঁহাকে কালস্বরূপে অনুভব করেন, বস্তুতঃ কিন্তু তিনি পরম আনন্দরূপই—এই অর্থ ॥ ৪৯ ॥

নিষ্পাদিতং দেবকৃত্যমবশেষং প্রতীক্ষতে।
তাবদ্যূয়ং প্রতীক্ষধ্বং ভবেদ্যাবদিহেশ্বরঃ ॥ ৫০ ॥

অন্বয়ঃ—(তেন) দেবকৃত্যং (অসুরবিনাশরূপং দেবানাং কার্য্যং) নিষ্পাদিতং (সম্পাদিতং ইদানীং) অবশেষং (অবশিষ্টং) প্রতীক্ষতে (ততো নিজং ধাম যাস্যতি সঃ) ঈশ্বরঃ ইহ (পৃথিব্যাং) যাবৎ ভবেৎ তাবৎ যূয়ং প্রতীক্ষধ্বং (তাবৎকালং পৃথিব্যাং তিষ্ঠত) ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ—তিনি দেবতাগণের কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়াছেন, এক্ষণে অবশিষ্ট কার্য্যের নিমিত্ত প্রতীক্ষা করিতেছেন, তাহা সমাধা হইলে স্বধামে গমন করিবেন। অতএব সেই ঈশ্বর যে পর্য্যন্ত এই পৃথিবীতে অবস্থান করেন, সে পর্য্যন্ত আপনারাও অপেক্ষা করুন ॥ ৫০ ॥

বিশ্বনাথ—কেবলমবশেষং প্রতীক্ষত ইতি যদুকুলানামন্তর্দ্ধাপনমিতি হৃদিস্থং তচ্চ ভূতমপি বিদুরবদেব নাবর্ণয়ৎ। অবেক্ষধ্বমিতি কর্ম্মাপ্রয়োগাদহন্তাস্পদং মমতাস্পদং চ সর্ব্বমেব লভ্যতে তদন্তর্দ্ধানে শ্রুতে সতি সর্ব্বমেবোপেক্ষধ্বমিতি ভাবঃ ॥ ৫০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অসুরনিধনরূপ দেবকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, এখন কেবল অবশেষ কার্য্যের প্রতীক্ষা করিতেছেন। সেই অবশেষ কর্ম্ম যদুকুলের অন্তর্ধাপন, ইহা হৃদয়ে থাকিলেও, এমন কি তৎকালে তাহা নিষ্পন্ন হইলেও বিদুরের ন্যায় (অন্যের দুঃখদ হইবে বলিয়া) দেবর্ষি এখানে বর্ণনা করিলেন না। 'প্রতীক্ষধ্বং'—এই স্থলে 'অবেক্ষধ্বং'—এই পাঠান্তরের ব্যাখ্যা করিতেছেন—তাবৎকাল পর্য্যন্ত লক্ষ্য কর। এখানে অবেক্ষধ্বং (লক্ষ্য কর) এই ক্রিয়ার কোন কর্ম্মের প্রয়োগ না থাকায়, অহন্তাস্পদ এবং মমতাস্পদ সমস্ত কিছুই উহার কর্ম্ম বুঝিতে হইবে, তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) অন্তর্ধানবার্ত্তা শ্রবণ করিলে

সকল কিছুই উপেক্ষা করিতে হইবে (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের নিজধামে গমনের কথা শুনিয়া তোমরাও সেই ধামে গমন করিবে)—এই ভাব ॥ ৫০ ॥

ধৃতরাষ্ট্রঃ সহ ভ্রাতা গান্ধার্য্যা চ স্বভার্য্যয়া ।
দক্ষিণেন হিমবত ঋষীণামাশ্রমং গতঃ ॥ ৫১ ॥

অন্বয়ঃ—ধৃতরাষ্ট্রঃ ভ্রাতা (বিদুরেণ) স্বভার্য্যয়া গান্ধার্য্যা চ সহ হিমবতঃ (হিমালয়স্য) দক্ষিণেন (দক্ষিণে ভাগে) ঋষীণাম্ আশ্রমং গতঃ ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ—হিমালয়ের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ ঋষিদিগের আশ্রমে তোমার পিতৃব্য ধৃতরাষ্ট্র, ভ্রাতা বিদুর এবং স্বীয় ভার্য্যা গান্ধারীর সহিত গমন করিয়াছেন ॥৫১॥

বিশ্বনাথ—তদেবং শোকং নির্ব্বার্য্য জিজ্ঞাসবে তস্মৈ যথাবৃত্তং কথয়তি ধৃতরাষ্ট্র ইতি ষড়্ভিঃ। দক্ষিণেন দক্ষিণস্যাং দিশি ॥ ৫১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এখন শোক করিতে নিবারণ করিয়া জিজ্ঞাসু মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে যথবৃত্ত (তাঁহার ধৃতরাষ্ট্রাদির বিষয়ে জিজ্ঞাসার) উত্তর ছয়টি শ্লোকে প্রদান করিতেছেন। 'দক্ষিণেন'—অর্থাৎ হিমালয়ের দক্ষিণ দিকে ॥ ৫১ ॥

মধ্ব—গমনকালে সহভ্রাতা ॥ ৫১ ॥

স্রোতোভিঃ সপ্তভির্যা বৈ স্বর্ধুনী সপ্তধা ব্যধাৎ ।
সপ্তানাং প্রীতয়ে নাম্না সপ্তস্রোতঃ প্রচক্ষতে ॥ ৫২ ॥

অন্বয়ঃ—যা স্বর্ধুনী (প্রসিদ্ধা গঙ্গা সা) নাম্না (পৃথক্ পৃথক্) সপ্তভিঃ স্রোতোভিঃ (প্রবাহৈঃ) সপ্তানাং (ঋষীণাং) প্রীতয়ে (তুষ্টয়ে) সপ্তধা ব্যধাৎ (যত্র আত্মানং সপ্তধারাং চকার তত্তীর্থং) সপ্তস্রোতঃ প্রচক্ষতে (লোকাঃ বদন্তি) ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ—সেই স্থানে প্রসিদ্ধা সুরসরিৎ গঙ্গা সপ্ত ঋষির প্রীত্যর্থ নিজকে সপ্তধারায় বিভক্ত করিয়াছেন, এই কারণে এই স্থানকে লোকে সপ্তস্রোত তীর্থ বলিয়া থাকে ॥ ৫২ ॥

বিশ্বনাথ—যা বৈ প্রসিদ্ধা স্বর্ধুনী গঙ্গা সা আত্মানং সপ্তধা যত্র ব্যধাৎ কিমর্থং সপ্তানাং ঋষীণাং প্রীতয়ে। অতস্তত্তীর্থং সপ্তস্রোত এব নানা মরীচি-গঙ্গাঅত্রিগঙ্গেত্যাদি নানা নাম্না বদন্তি ॥ ৫২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যা বৈ'—যে স্থানে প্রসিদ্ধ সুরগঙ্গা নিজেকে সপ্ত প্রবাহের দ্বারা বিভক্ত করিয়াছেন, কিজন্য ? সপ্ত ঋষিগণের প্রীতির নিমিত্ত। অতএব সেই তীর্থ সপ্তস্রোত বিশিষ্ট হইয়া (ঋষিদের নাম অনুসারে) মরীচি গঙ্গা, অত্রি-গঙ্গা ইত্যাদি নানা নাম ধারণ করিয়াছেন। লোকেও সেইরূপ নানা নামে বলিয়া থাকে ॥ ৫২ ॥

স্নাত্বানুসবনং তস্মিন্ হুত্বা চাগ্নিং যথাবিধি ।
অব্ভক্ষ উপশান্তাত্মা স আস্তে বিগতৈষণঃ ॥ ৫৩ ॥
জিতাসিনো জিতশ্বাসঃ প্রত্যাহৃতষড়িন্দ্রিয়ঃ ।
হরিভাবনয়া ধ্বস্ত-রজঃসত্ত্বতমোমলঃ ॥ ৫৪ ॥

অন্বয়ঃ—তস্মিন্ (তীর্থে) সঃ (ধৃতরাষ্ট্রঃ) অনুসবনং (ত্রিকালং) স্নাত্বা যথাবিধি (শাস্ত্রানুসারেণ) অগ্নিং চ হুত্বা (হোমং সম্পাদ্য) অব্ভক্ষঃ (ভক্ষ্যস্থানে জলং স্বীকুর্ব্বন্) উপশান্তাত্মা (উপশান্তঃ প্রশমিতঃ আত্মা মনঃ যস্য সঃ) বিগতৈষণঃ (বিগতাঃ পুত্রাদি-ভাবনাঃ যস্য সঃ) জিতাসনঃ (যোগাসনস্থঃ) জিত-শ্বাসঃ (প্রাণায়ামপরঃ) প্রত্যাহৃতষড়িন্দ্রিয়ঃ (প্রত্যা-হারেণ জিতেন্দ্রিয়শ্চ) হরিভাবনয়া (শ্রীহরিধারণয়া) ধ্বস্তরজঃসত্ত্বতমোমলঃ (বিগতত্রিগুণক্ষোভঃ ধ্যান-পরশ্চ সন্) আস্তে (নিবসতি) ॥ ৫৩-৫৪ ॥

অনুবাদ—তোমার পিতৃব্য সেই তীর্থে ত্রিসন্ধ্যা স্নান এবং যথাবিধি হোমানুষ্ঠান করতঃ কেবল জল-পায়ী হইয়া প্রশান্ত চিত্তে পুত্রৈষণা, রাজ্যৈষণা প্রভৃতি ভোগেচ্ছা বিরত হইয়া জিতাসন, জিতশ্বাস এবং শব্দাদি বিষয় হইতে ছয় ইন্দ্রিয়ের প্রত্যাহরণকারী হইয়া শ্রীহরির ভাবনা দ্বারা সত্ত্বরজস্তমোমল বিধৌত হইয়া বাস করিতেছেন ॥ ৫৩-৫৪ ॥

বিশ্বনাথ—তেন কৃতমষ্টাঙ্গযোগমাহ স্নাত্বেতি চতুর্ভিঃ। তত্র স্নানং হোমোঽব্ভক্ষণঞ্চ নিয়মা উক্তাঃ উপশান্তাত্মা বিগতৈষণ ইতি যমঃ। জিতাসন ইত্যাদিনা আসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারাঃ হরিভাবনয়েতি ধারণাধ্যানে উক্তে ॥ ৫৩-৫৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই ধৃতরাষ্ট্রের তৎকালে অনুষ্ঠেয় অষ্টাঙ্গ-যোগের কথা বলিতেছেন—'স্নাত্বা' ইত্যাদি চারিটি শ্লোকে। তন্মধ্যে স্নান, হোম এবং জলমাত্র ভোজন (অব্‌ভক্ষ)—ইহা নিয়ম এবং উপশান্তাত্মা (যাঁহার আত্মা প্রশমিত হইয়াছে) ও বিগতৈষণ (সমস্ত বাসনা-রহিত)— ইহার দ্বারা যম বলা হইয়াছে। জিতাসন ইত্যাদির দ্বারা আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার এবং হরিভাবনার দ্বারা ইহা বলায় ধারণা ও ধ্যান উক্ত হইল ॥ ৫৩-৫৪ ॥

মধ্ব—অস্তি ইত্যাদ্যতীতার্থে স এষ এতর্হ্যধ্যাস্তঃ আসনং পার্থিবোচিতমিত্যাদিবৎ। সুপ্তিঙুপদগ্রহলিঙ্গ-নরাণাংকালহলচ্‌ স্বরকর্ত্তৃষঙাঞ্চ। ব্যত্যয়মিচ্ছতি শাস্ত্রকৃদেষাং সোঽপি চ সিধ্যতি বাহুলকেন ইতি মহা-ব্যাকরণে ॥

ব্যাসাদয়ো বর্ত্তমানমতীতানাগতে তথা।
ব্যত্যস্যাপি বদন্ত্যদ্ধা মোহনার্থং দুরাত্মনাম্‌ ॥
পৌর্ব্বাপর্য্যং যতো নৈব সদৈব পরিবর্ত্তনাৎ।
অতশ্চ ব্যত্যয়াদেতদ্বদন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥
ইতি ব্রাহ্মে ॥ ৫৩ ॥

———

বিজ্ঞানাত্মনি সংযোজ্য ক্ষেত্রজ্ঞে প্রবিলাপ্য তম্‌।
ব্রহ্মণ্যাত্মানমাধারে ঘটাম্বরমিবাম্বরে ॥ ৫৫ ॥
ধ্বস্তমায়াগুণোদর্কো নিরুদ্ধকরণাশয়ঃ।
নিবর্ত্তিতাখিলাহার আস্তে স্থানুরিবাধুনা ॥ ৫৬ ॥

অন্বয়ঃ—(সঃ ধৃতরাষ্ট্রঃ) আত্মানং (অহঙ্কারা-স্পদং সূক্ষ্মদেহং) বিজ্ঞানাত্মনি সংযোজ্য (স্থূলদেহাৎ বিয়োজ্য বুদ্ধৌ একীকৃত্য) তং (বিজ্ঞানাত্মানং চ) ক্ষেত্রজ্ঞে প্রবিলাপ্য (দৃশ্যাংশাৎ বিয়োজ্য দ্রষ্টরি জীবে সংযোজ্য) (তং চ ক্ষেত্রজ্ঞং দ্রষ্টংশাদ্বিয়োজ্য) অম্বরে (আকাশে) ঘটাম্বরং ইব (ঘটোপাধের্বিয়োজ্য ঘটা-কাশং ইব) আধারে (আশ্রয়সংজ্ঞে) ব্রহ্মণি (প্রবি-লাপ্য) ধ্বস্তমায়াগুণোদর্কঃ (ধ্বস্তঃ নিরস্তঃ মায়া-গুণানাং উদর্কঃ উত্তরফলং বাসনা যস্য তথাভূতঃ) নিরুদ্ধকরণাশয়ঃ (নিরুদ্ধানি সংযতানি করণানি চক্ষুরাদীনি আশয়ঃ মনশ্চ যস্য সঃ) (অতএব) নিবর্ত্তিতাখিলাহারঃ (নিবর্ত্তিতঃ অখিলঃ আহারঃ ভোজ্যং ইন্দ্রিয়ৈর্বিষয়াহরণং বা যেন তথাভূতশ্চ সন্‌) অধুনা স্থাণুঃ ইব (সমাধিনা নিশ্চলঃ) আস্তে। ॥ ৫৫-৫৬ ॥

অনুবাদ—তিনি অহঙ্কারাস্পদ সূক্ষ্মদেহকে বিজ্ঞানস্বরূপ বুদ্ধিতে সংস্থাপন করতঃ তাহাকে আবার ক্ষেত্রজ্ঞ জীবে সংযুক্ত করিয়া এবং জীবাত্মাকে ঘটাকাশ যেরূপ মহাকাশে যুক্ত হয়, তদ্রূপ, সকলের আশ্রয়ভূত পরব্রহ্মে সংযোগ সাধনপূর্ব্বক মায়াগুণের উত্তরফল বাসনানির্ম্মুক্ত, সংযতেন্দ্রিয় এবং ভোক্তৃ-বুদ্ধিতে বাহ্য বিষয় আহরণরূপ ক্রিয়া হইতে নিবৃত্ত হইয়া স্থাণুর ন্যায় নিশ্চল ভাবে বাস করিতেছেন ॥ ৫৫-৫৬ ॥

বিশ্বনাথ—বিজ্ঞানেতি। স্বদেহগতানি ভূতানি ক্রমেণ কারণেষু প্রবেশ্য আত্মানমহঙ্কারং বিজ্ঞানাত্মনি মহত্তত্ত্বে সংযোজ্য সংযুক্তং ভাবয়িত্বা তঞ্চ বিজ্ঞা-নাত্মানং ক্ষেত্রজ্ঞে জীবে প্রবিলাপ্য সংযুক্তং বিভাব্যে-ত্যর্থঃ। তঞ্চ ক্ষেত্রজ্ঞং ব্রহ্মণি সংযোজ্য আত্মানং স্বদেহস্থমন্তর্যামিনং আধারে আশ্রয়তত্ত্বে ভগবত্যংশিনি সংযুক্তং বিভাব্য। নম্বন্তর্য্যামিভগবতোরৈক্যমেব প্রসিদ্ধম্‌। সত্যং ঐক্যেপি ঔপচারিকো ভেদো বিবক্ষিত এবেতি সদৃষ্টান্তমাহ ঘটাম্বরমিবাম্বর ইতি। উপাধিস্থমাকাশং নিরুপাধাবাকাশে ইব। তয়োশ্চ ঘটাকাশমহাকাশয়োঃ বস্তুতঃ সর্ব্বব্যাপকত্বাদৈক্য-মেবেত্যর্থঃ। ব্যুত্থানাভাবমাহ ধ্বস্তেতি। অন্তর্গুণ-ক্ষোভাদ্বা বহিরিন্দ্রিয়বিক্ষেপাদ্বা ব্যুত্থানং ভবেৎ। তদুভয়ং তস্য নাস্তি যতো ধ্বস্তা মায়ায়া গুণানামুদর্ক উত্তরফলং বাসনা যস্য সঃ অতএব নিরুদ্ধেত্যাদি ॥ ৫৫-৫৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিজ্ঞানাত্মনি'—ইত্যাদি দুইটি শ্লোকের দ্বারা অধুনা সমাধি বলিতেছেন। তিনি প্রথমতঃ স্বদেহগত ভূতসকলকে ক্রমশঃ কারণে প্রবেশ করাইয়া, পরে সেই কারণস্বরূপ অহঙ্কারকে বিজ্ঞানাত্মায় অর্থাৎ মহত্তত্ত্বে সংযুক্ত করেন, অর্থাৎ সংযুক্ত ভাবনা করেন। অনন্তর ঐ বিজ্ঞানাত্মাকে ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ জীবে বিলীন করতঃ অর্থাৎ সংযুক্ত ভাবনা করতঃ এই অর্থ। পশ্চাৎ ঐ ক্ষেত্রজ্ঞ জীবকে ব্রহ্মে অর্থাৎ স্বদেহস্থ অন্তর্য্যামি-পুরুষে অর্থাৎ আশ্রয়-তত্ত্বস্বরূপ অংশী ভগবানে (পরমাত্মায়) সংযুক্ত ভাবনা করিয়া। যদি বলেন—দেখুন, অন্তর্য্যামী

এবং ভগবানের ঐক্যই প্রসিদ্ধ। তাহার উত্তরে বলিতেছেন—সত্য, ঐক্য হইলেও ঔপচারিক ভেদ বিবক্ষিতই, তাহা দৃষ্টান্তের সহিত বলিতেছেন—'ঘটাম্বরমিবাম্বরে' অর্থাৎ আকাশকে যেমন ঘটাদি উপাধি হইতে পৃথক্ করিয়া মহাকাশে লয় করে, অর্থাৎ উপাধিস্থ আকাশকে নিরুপাধিক আকাশে যেমন লয় করে। সেই ঘটাকাশ এবং মহাকাশ দুইটির বস্তুতঃ সর্ব্বব্যাপকত্ব-হেতু একত্বই—এই অর্থ। ব্যুত্থানের অভাব বলিতেছেন—'ধ্বস্তমায়া-গুণোদর্কঃ'—ইত্যাদি। অন্তর্গুণ-ক্ষোভের দ্বারা অথবা বহিরিন্দ্রিয়ের বিক্ষেপের দ্বারা ব্যুত্থান হইয়া থাকে। সেই দুইটিই তাঁহার নাই, যেহেতু মায়ার গুণসকলের উত্তরফল যে বাসনা, তাহাই যাঁহার বিনষ্ট হইয়াছে। অতএব 'নিরুদ্ধ'—ইত্যাদি (চক্ষু-রাদি ইন্দ্রিয় এবং মন, এ সকল নিরুদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে বহিরিন্দ্রিয়-জন্য বিক্ষোভও হয় না। তাঁহার অখিল আহার অথবা ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয় আহরণ নিবৃত্ত হওয়ায়, এক্ষণে স্থাণুর ন্যায় নিশ্চল হইয়া আছেন)॥ ৫৫-৫৬॥

মধ্ব—বিজ্ঞানাত্মা বিরিঞ্চোঽয়ং যস্তস্মিংল্লীয়তে জগৎ।
যাদাংসি সাগরে যদ্বৎ সক্ষেত্রজ্ঞে জনার্দ্দনে॥
হৃদিস্থে চ স চ ব্যাপ্তে স্বাত্মন্যেকীভবত্যুত।
প্রলয়ে ভেদবন্তৌ তু পূর্ব্বোক্তৌ ব্রহ্মকৃষ্ণয়োঃ॥
অন্তঃস্থস্য বহিষ্ঠে তু তস্য তস্মিন্নভেদতঃ॥

ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে। কালে তস্য তত্র লয়ো ভবিষ্যতীতি ধ্যানমাত্রং বিলাপনম্।

অবিদ্যমানমপি যো ধ্যায়েতৈবং বিনিশ্চিতঃ।
উচ্যতে তস্য কর্ত্তেতি তথৈব মুনয়োঽমলাঃ॥
জগদ্বিলাপয়ামাসুরিত্যুচ্যন্তেঽথ তৎ স্মৃতেঃ।
ন চ তৎ স্মৃতিমাত্রেণ লয়ো ভবতি নিশ্চিতম্॥
ইতি নারদীয়ে।

স্বরূপং জায়মানং চ আকাশং চ ঘটে দ্বিধা।
স্বরূপং জায়মানস্তু ঘটে নির্ভেদমেব তু॥
ভিন্নবদ্ব্যবহারায় সমর্থং তল্লয়ে ভবেৎ।
তদ্বদেবাবতারেষু দেহস্থশ্চ হরিঃ স্বয়ম্॥
ভিন্নবদ্ব্যবহারায় শক্তো লীনে জগত্যপি।
স এব পূর্ব্ববজ্জ্ঞেয়ো নির্ব্বিশেষেণ কেশবঃ॥
জায়মানং ঘটে জাতে জায়তে তল্লয়ে ন তু।
তস্মাদ্ভিন্নং মহাকাশাদেবং জীবোঽপি কীর্ত্তিতঃ॥
উপাধেশ্চৈব নিত্যত্বান্নৈব জীবোঽপি নশ্যতি।
স্বরূপত্বাদুপাধেশ্চ ন ভিন্নোপাধিকল্পনম্॥
ন চাভিন্নত্বমীশেন চিন্মাত্রত্বং চ যুজ্যতে॥
ইতি ব্রহ্মতর্কে॥ ৫৫॥

ত্রিগুণাত্মিকাথজ্ঞানং চ বিষ্ণুশক্তিস্তথৈব চ।
মায়াশব্দেন ভণ্যন্তে শব্দতত্ত্বার্থবেদিভিঃ॥
ইতি নামমহোদধৌ। অত্র সত্ত্বাদয়ো মায়াগুণাঃ।
পরাবরে তথৈবারা উভয়ার্থাভিধায়িন ইতি চ॥৫৬॥

বিবৃতি—মায়ারচিত-নশ্বর-উপাধি-দৃষ্ট স্থূল সূক্ষ্ম জগতে অনুভূতিরহিত হইয়া ক্ষেত্রজ্ঞ জীব যখন ক্ষেত্র-বিষয়ক অভিজ্ঞান সম্বরণ করেন তৎকালে অবিমিশ্র হরিসেবায় নিযুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠপ্রতীতিতে তাঁহার নিত্য দাস্য প্রোদ্ভাসিত হয়। তখন স্থূলসূক্ষ্ম-উপাধি-রহিত হইয়া নিরুপাধিক জীব নির্ব্বাধে তাঁহার নিত্য-বৃত্তি হরিসেবায় অধিষ্ঠিত হন। মায়াবাদিগণ মনে করেন যে, ঘটাবদ্ধ আকাশ সীমারূপ ঘটের বেষ্টন-রহিত হইলেই উহা মহাকাশে পরিণত হয় অর্থাৎ তিনি যে উপাধির দ্বারা পূর্ব্বে মাপিতে ছিলেন সেই মাপিবার যোগ্যতা রহিত হওয়ায় পরিমিত আকাশটী হঠাৎ গোলে হরিবোল দিয়া অপরিমিত আকাশ হইয়া পড়িল। তাহার স্থূলসীমা-দর্শনাভাবে অণুত্বের পরিমাণ, অনভিজ্ঞতার নিকট পার্থক্য লাভ করিলেও প্রকৃত প্রস্তাবে হঠাৎ বাড়িয়া গেল না। অনন্ত আকাশ বা মহাকাশ ঘটাকাশকে তদন্তর্ভুক্ত করিয়া যেরূপ ক্রোড়ে ধারণ করিয়াছিলেন এখনও সেইরূপই ধারণ করিয়া রহিলেন; তবে যে বৈদেশিক সীমা-জ্ঞাপক উপাধি আকাশধর্ম্মের ব্যাঘাত করিতেছিল তাহাই অপনোদিত হইল। জীবের ভগবদুন্মুখতা সচ্চিদানন্দাধারে অবস্থিত। গুণজাত তাৎকালিক অনুভূতি নিজের অণুত্বজ্ঞাপনের সাহায্য করিলেও তাহা ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র অনুভূতি নশ্বর ভোগের কারণমাত্রে পর্য্যবসিত, এই বিজ্ঞানের অভাব ছিল; মুক্তাবস্থায় তাৎকালিক ভোগ নিরস্ত হওয়ায় সান্তবস্তু অনন্তকাল অনন্তজ্ঞানময় নিত্যানন্দে অবস্থিত হইয়া সেবাবিধান করেন। গুণজাত-অভিমান-বশে ঘটা-কাশমহাকাশের বিচার নির্ব্বিশেষবাদে পরিণত হইবার আবশ্যকতা নাই॥ ৫৬॥

তস্যান্তরায়ো মৈবাভূঃ সংন্যস্তাখিলকর্ম্মণঃ ।
স বা অদ্যতনাদ্রাজন্ পরতঃ পঞ্চমেঽহনি ।
কলেবরং হাস্যতি স্বং তচ্চ ভস্মীভবিষ্যতি ॥ ৫৭ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্ (ত্বং) সংন্যস্তাখিল-কর্ম্মণঃ (ত্যক্তসর্ব্বক্রিয়স্য) তস্য (ধৃতরাষ্ট্রস্য) অন্তরায়ঃ (বিঘ্নঃ) এব মাভূঃ (মা ভব) (যতঃ) স অদ্যতনাৎ (অহ্নঃ) পরতঃ (উত্তরত্র অদ্যারভ্য ইত্যর্থঃ) পঞ্চমেঽহনি (পঞ্চমদিবসে) স্বং (স্বাধীনং) কলেবরং (দেহং) হাস্যতি (ত্যক্ষ্যতি) (এব) তৎ চ (শরীরং) ভস্মীভবিষ্যতি ॥ ৫৭ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, সমস্ত কর্ম্ম হইতে যিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, আপনি সেই ধৃতরাষ্ট্রের বিঘ্নস্বরূপ হইবেন না, যেহেতু তিনি অদ্য হইতে পঞ্চম দিবসে দেহ পরিত্যাগ করিবেন এবং তাঁহার সেই দেহও ভস্মে পরিণত হইবে ॥ ৫৭ ॥

বিশ্বনাথ—তথাভূতমপ্যানেতুমুদ্যতং প্রত্যাহ তস্যেতি অন্তরায়ো বিঘ্নো মৈবাভূঃ অড়াগমশ্ছান্দসঃ। তদ্দর্শনমপি তাবৎ কুর্য্যামিত্যুদ্যতং প্রত্যাহ স বা ইতি। তর্হি তদ্দাহার্থং গমিষ্যামি নেত্যাহ তচ্চেতি ॥ ৫৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেইরূপ অবস্থাপ্রাপ্ত ধৃতরাষ্ট্র-কেই আনিবার জন্য উদ্যত মহারাজ যুধিষ্ঠিরের প্রতি বলিতেছেন—'তস্য ইতি' অর্থাৎ তিনি কর্ম্মসকল পরিত্যাগ করিয়াছেন, তুমি তাঁহাকে আনয়ন করিতে গিয়া আর তাঁহার বিঘ্ন হইও না। 'মৈব অভূঃ'—এখানে অড়াগম ছান্দস-প্রয়োগ। তাহা হইলে তাঁহার দর্শনও করিতে পারি, এইভাবে গমনোদ্যত রাজাকে বলিতেছেন—'স বা' ইতি, (অর্থাৎ অদ্যতন দিনের পঞ্চম দিনে তিনি কলেবর পরিত্যাগ করিবেন।) তাহা হইলে তাঁহার দাহকার্য্য সম্পাদনের জন্য গমন করিব, তাহাতে বলিতেছেন—না, তাঁহার সেই শরীরও ভস্মসাৎ হইয়া যাইবে ॥ ৫৭ ॥

দহ্যমানেঽগ্নিভির্দেহে পত্যুঃ পত্নী সহোটজে ।
বহিঃস্থিতা পতিং সাধ্বী তমগ্নিমনুবেক্ষ্যতি ॥ ৫৮ ॥

অন্বয়ঃ—পত্যুঃ (স্বামিনঃ) দেহে (শরীরে) সহোটজে (পর্ণশালাসহিতে) অগ্নিভিঃ (যোগাগ্নিনা সহ গার্হপত্যাদিভিঃ) দহ্যমানে (তস্য) সাধ্বী (ধার্মিকা) পত্নী (গান্ধারী) বহিঃস্থিতা (সতী) তং পতিং অনু (পতিশরীরদাহানন্তরমিত্যর্থঃ) অগ্নিং (তং অগ্নিং) বেক্ষ্যতি (প্রবিষ্টা ভবিষ্যতি) ॥৫৮॥

অনুবাদ—পর্ণকুটীরের সহিত তাঁহার দেহ যোগাগ্নিসহ গার্হপত্যাদি অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হইলে, পতি-ব্রতা পত্নী গান্ধারীও সেই পতির পশ্চাৎ অগ্নিতে প্রবেশ করিবেন ॥ ৫৮ ॥

বিশ্বনাথ—তর্হি গান্ধার্য্যানয়নায় গমিষ্যামি ইতি নেত্যাহ। পত্যুর্দেহে সহোটজে পর্ণশালাসহিতে অগ্নিভিঃ যোগাগ্নি-গার্হপত্যাদিভির্দহ্যমানে তস্য পত্নী বহিঃস্থিতা পতিমনু অগ্নিং বেক্ষ্যতি প্রবেক্ষ্যতি ॥৫৮॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহা হইলে গান্ধারীর আনয়নের জন্য যাইব, ইহাতে বলিতেছেন—না, পর্ণশালার সহিত পতির দেহ যোগাগ্নি ও গার্হপত্যাদি অগ্নির দ্বারা দহ্যমান হইতে থাকিলে, তাঁহার পত্নীও বাহিরে থাকিয়া পতির পশ্চাৎ সেই অগ্নিতে প্রবেশ করিবেন ॥ ৫৮ ॥

বিদুরস্তু তদাশ্চর্য্যং নিশাম্য কুরুনন্দন ।
হর্ষশোকযুতস্তস্মাদ্‌গন্তা তীর্থনিষেবকঃ ॥ ৫৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) কুরুনন্দন, বিদুরঃ তু তৎ আশ্চর্য্যং নিশাম্য (দৃষ্ট্বা) হর্ষশোকযুতঃ (ভ্রাতুঃ সুগত্যা হর্ষঃ তন্মৃত্যুনা শোকঃ তাভ্যাং যুক্তঃ সন্) তস্মাৎ (স্থানাৎ) তীর্থনিষেবকঃ (তীর্থানি নিষেবিতুং কৃতসংকল্পঃ সন্) গন্তা (গমিষ্যতি) ॥ ৫৯ ॥

অনুবাদ—হে কুরুনন্দন, তখন বিদুরও ঐসকল আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার পরিদর্শন করিয়া (ভ্রাতার মুক্তি জনিত) হর্ষ এবং (মৃত্যু জনিত) বিষাদে অভিভূত হইয়া তীর্থসেবার্থ সেই স্থান হইতে গমন করিবেন ॥ ৫৯ ॥

বিশ্বনাথ—তর্হি বিদুরানয়নার্থং গন্তব্যমেব নেত্যাহ বিদুরস্তু তন্নিশাম্য দৃষ্ট্বা তন্মুক্ত্যা হর্ষঃ লোকব্যব-হারেণ শোকশ্চ তস্মাৎ স্থানাৎ তীর্থানি নিষেবিতুং গন্তা গমিষ্যতি। অত্র ভক্তাপরাধিনি ধৃতরাষ্ট্রে বিদুরস্য তাদৃশকৃপাভাবান্মুক্তিরেবাভূন্ন তু প্রেমভক্তি-রিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৫৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহা হইলে বিদুরের আনয়নের নিমিত্ত গমন করা উচিত, তাহাতে বলিতেছেন—না, বিদুরও ইহা অবলোকন করিয়া, তাঁহার মুক্তির জন্য হর্ষ এবং লোকব্যবহারে (ভ্রাতার মৃত্যুতে) শোকাকুল হইয়া, সেই স্থান হইতে তীর্থ-সমূহ নিষেবণের নিমিত্ত গমন করিবেন। এখানে ভক্তাপরাধী ধৃতরাষ্ট্রে বিদুরের তাদৃশ কৃপার অভাব-হেতু মুক্তিই হইয়াছিল, কিন্তু প্রেমভক্তি নহে—ইহা জানা গেল ॥ ৫৯ ॥

ইত্যুক্ত্বাথারুহৎ স্বর্গং নারদঃ সহতুম্বুরুঃ ।
যুধিষ্ঠিরো বচস্তস্য হৃদি কৃত্বা জহাচ্ছুচঃ ॥ ৬০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং প্রথমস্কন্ধে শ্রীনারদবাক্যং নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—অথ (অনন্তরং) সহতুম্বুরুঃ (বীণাপাণিঃ) নারদঃ ইতি (এবং প্রকারং) উক্ত্বা (কথয়িত্বা) স্বর্গং আরুহৎ (জগাম) যুধিষ্ঠিরঃ (অপি) তস্য (নারদস্য) বচঃ (বাক্যং) হৃদি কৃত্বা (নিধায়) শুচঃ (শোকান্) অজহাৎ (অত্যজৎ) ॥ ৬০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে ত্রয়োদশোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ সমাপ্তঃ ।

অনুবাদ—অনন্তর বীণাপাণি দেবর্ষি নারদ এই সকল বলিয়া স্বর্গে আরোহণ করিলেন এবং যুধিষ্ঠিরও নারদের বাক্য হৃদয়ে ধারণপূর্ব্বক শোক পরিত্যাগ করিলেন ॥ ৬০ ॥

ইতি প্রথমস্কন্ধ ত্রয়োদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

বিশ্বনাথ—

ইত্যুক্ত্বা সমাদধে অথারুহৎ শুচঃ শোকান্ ॥৬০॥
ইতি সারর্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্ ।
ত্রয়োদশোঽপি প্রথমে সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥১৩॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠক্কুরকৃতা শ্রীভাগবত-প্রথমস্কন্ধত্রয়োদশোঽধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা ।

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেবর্ষি এইরূপ বলিয়া স্বর্গে আরোহণ করিলেন এবং রাজা যুধিষ্ঠিরও তাঁহার বাক্য হৃদয়ে ধারণপূর্ব্বক শোক পরিত্যাগ করিলেন ॥ ৬০ ॥

ইতি ভক্তমানসের আনন্দদায়িনী 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার সজ্জন-সম্মত প্রথম স্কন্ধের ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার প্রথম স্কন্ধের ত্রয়োদশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১।১৩ ॥

শ্রীমধ্ব—

এতৎ সর্ব্বং পূর্ব্বমেব জ্ঞাত্বা তস্মাদেব কারণাদ্বিদুরস্তীর্থানি যযৌ ॥ ৬০ ॥

ইতি শ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎপাদাচার্য্যবিরচিতে শ্রীভাগবত প্রথমস্কন্ধতাৎপর্য্যে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ।

তথ্য—

ইতি প্রথমস্কন্ধের ত্রয়োদশ অধ্যায়ের তথ্য সমাপ্ত ।

বিবৃতি—

ইতি প্রথমস্কন্ধের ত্রয়োদশ অধ্যায়ের বিবৃতি সমাপ্ত ।

ইতি শ্রীভাগবত-প্রথমস্কন্ধের ত্রয়োদশ অধ্যায়ের শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত ।

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ

সূত উবাচ—

সম্প্রস্থিতে দ্বারকায়াং জিষ্ণৌ বন্ধুদিদৃক্ষয়া।
জ্ঞাতুঞ্চ পুণ্যশ্লোকস্য কৃষ্ণস্য চ বিচেষ্টিতম্ ॥ ১ ॥
ব্যতীতাঃ কতিচিন্মাসাস্তদা নায়াৎ ততোঽর্জ্জুনঃ।
দদর্শ ঘোররূপাণি নিমিত্তানি কুরূদ্বহঃ ॥ ২ ॥

শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য

চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের কথাসার

শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র ও বন্ধুগণের দর্শনার্থ অর্জ্জুন দ্বারকায় গমন করিলেন। সাত মাস অতীত হইল, তথাপি অর্জ্জুন ফিরিলেন না এবং ইত্যবসরে বহু অমঙ্গলসূচক অশুভ লক্ষণ দেখিতে পাইয়া যুধিষ্ঠিরের চিত্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িল। ধর্ম্মরাজ ভীমসেনকে আহ্বান করিয়া নানাবিধ অরিষ্ট ও উৎপাতসমূহ দেখাইতে লাগিলেন। এমন সময়ে অর্জ্জুন দ্বারকা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। অর্জ্জুনের মুখ কান্তিহীন, বদন অবনত, চক্ষে অশ্রু দেখিতে পাইয়া রাজা যুধিষ্ঠির ব্যগ্র হইয়া যাদবগণের ও শ্রীকৃষ্ণের কুশল ও অর্জ্জুনের এইরূপ ম্রিয়মাণ হইবার কারণ পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

অন্বয়ঃ—সূতঃ উবাচ। জিষ্ণৌ (অর্জ্জুনে) বন্ধুদিদৃক্ষয়া (বান্ধবান্ দ্রষ্টুমিচ্ছয়া) পুণ্যশ্লোকস্য (পবিত্রযশসঃ) কৃষ্ণস্য বিচেষ্টিতং (আচরিতং অভিপ্রায়ঞ্চ) জ্ঞাতুং দ্বারকায়াং সংপ্রস্থিতে (গতে সতি) কতিচিৎ (সপ্ত) মাসাঃ ব্যতীতাঃ (অতিক্রান্তাঃ) তদা (বহুকালাতিক্রমেঽপি) অর্জ্জুনঃ ততঃ (দ্বারকায়াঃ) ন আয়াৎ (আগতঃ)। কুরূদ্বহঃ (কুরুকুলাবতংসঃ যুধিষ্ঠিরঃ) ঘোররূপাণি (ভয়ঙ্করাণি) নিমিত্তানি (উৎপাতান্ ইতি যাবৎ) দদর্শ ॥ ১-২ ॥

অনুবাদ—সূত কহিলেন, অর্জ্জুন বন্ধুগণের দর্শন এবং পুণ্যশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের আচরণ ও অভিপ্রায় পরিজ্ঞানার্থ দ্বারকায় গমন করিবার পর কয়েক মাস অতীত হইল, তথাপি তিনি প্রত্যাগত হইলেন না। ঐ সময়ে ভয়ঙ্কর অনিষ্টসূচক অমঙ্গল চিহ্ন ধর্ম্মরাজের দৃষ্টিপথে পতিত হইল ॥ ১-২ ॥

বিশ্বনাথ—

চতুর্দ্দশে নৃপোঽপশ্যদরিষ্টানি বহূনি যৎ।
বিবেদ তৎফলং দৃষ্ট্বৈবার্জ্জুনং খিন্নমাগতম্ ॥

কৃষ্ণস্য চেতি চকারেণাভিপ্রায়ঞ্চ জ্ঞাতুং কতিচিৎ সপ্ত। নিমিত্তানি দুঃখকারণানি ॥ ১-২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে মহারাজ যুধিষ্ঠির যে সকল অরিষ্ট (দুর্নিমিত্ত সমূহ) দেখিয়াছিলেন, খিন্নচিত্তে আগত অর্জ্জুনের দর্শনমাত্রেই তাহার ফল অনুভব করিতে লাগিলেন ॥

'কৃষ্ণস্য চ'—শ্রীকৃষ্ণেরও, এখানে চ-কার উল্লেখের দ্বারা, শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র ও অভিপ্রায় জানিবার জন্য। কয়েক মাস বলিতে সাত মাস। 'নিমিত্তানি'—বলিতে দুঃখপ্রদ অনিষ্টসূচক ভয়ানক উৎপাতসকল ॥ ১-২ ॥

মধ্ব—মাসশব্দেনাহান্যুচ্যন্তে।
তথাহি মহাভারতে।

অহস্তু মাসশব্দোক্তং যত্র চিন্তাযুতং ব্রজেৎ।
এবং বৎসরতাদ্যঞ্চ বিপরীতে বিপর্য্যয়ঃ ॥
ইতি নামমহাদধৌ ॥ ২ ॥

কালস্য চ গতিং রৌদ্রাং বিপর্য্যস্তর্ত্তুধর্ম্মিণঃ।
পাপীয়সীং নৃণাং বার্ত্তাং ক্রোধলোভানৃতাত্মনাম্ ॥৩॥
জিহ্মপ্রায়ং ব্যবহৃতং শাঠ্যমিশ্রঞ্চ সৌহৃদম্।
পিতৃমাতৃসুহৃদ্ভ্রাতৃ-দম্পতীনাঞ্চ কল্কনম্ ॥ ৪ ॥
নিমিত্তান্যত্যরিষ্টানি কালে ত্বনুগতে নৃণাম্।
লোভাদ্যধর্ম্মপ্রকৃতিং দৃষ্ট্বোবাচানুজং নৃপঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—নৃপঃ (যুধিষ্ঠিরঃ) বিপর্য্যস্তর্ত্তুধর্ম্মিণঃ (বিপর্য্যস্তাঃ বিপরীতাঃ ঋতুনাং শীতগ্রীষ্মাদীনাং ধর্ম্মাঃ যস্য তস্য) কালস্য চ রৌদ্রাং (ঘোরাং) গতিং ক্রোধলোভানৃতাত্মনাং (ক্রোধলোভানৃতৈঃ যুক্তঃ আত্মা স্বরূপং যেষাং তেষাং) নৃণাং (মানবানাং) পাপীয়সীং (পাপবহুলাং) বার্ত্তাং (জীবনার্থং বৃত্তিং এবং) জিহ্মপ্রায়ং (কপটবহুলং) ব্যবহৃতং (ব্যবহারং) শাঠ্যমিশ্রং (বঞ্চনাপ্রচুরং) সৌহৃদঞ্চ (সখ্যং চ) পিতৃমাতৃসুহৃদ্ভ্রাতৃদম্পতীনাঞ্চ কল্কনং (স্বপ্রতি-

যোগিভিঃ পিত্রাদিভিঃ পরস্পরং কলহাদি) কালে (সময়ে) অনুগতে তু (উপস্থিতে সতি) অত্যরিষ্টানি নিমিত্তানি (অত্যন্তাশুভানি কারণানি) নৃণাং (মনুষ্যাণাং) লোভাদ্যধর্ম্মপ্রকৃতিং (লোভাদি-পাপপ্রবৃত্তিং চ) দৃষ্ট্বা অনুজং (ভীমং) উবাচ ॥ ৩-৫ ॥

অনুবাদ—যুধিষ্ঠির দেখিলেন, ঋতুধর্ম্মের বিপর্য্যয়সহকারে কালের গতি অতি ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছে। ক্রোধ, লোভ ও মিথ্যা লোকসকলের আত্মা (স্বরূপ) হইয়াছে। তজ্জন্য তাহারা অতি-মাত্র পাপপথের অনুসরণপূর্ব্বক জীবিকানির্ব্বাহ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদের ব্যবহার কপটতাবহুল ও সৌহার্দ্য শঠতায় মিশ্রিত হইয়া উঠিয়াছে। পিতা, মাতা, সুহৃৎ, ভ্রাতা, পতি, পত্নীদেরও পরস্পর কলহ ঘটিতে আরম্ভ হইয়াছে। যুধিষ্ঠির আপনার অধিকারসময়ে এইরূপ অতিশয় অশুভ নিমিত্তসকল ও লোকদিগের লোভাদি অধর্ম্মপ্রকৃতি দেখিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভীমকে কহিলেন ॥ ৩-৫ ॥

বিশ্বনাথ—বিপর্য্যস্তা ঋতুধর্ম্মা যস্মিন্ তস্য বার্ত্তাং জীবিকাং পাপীয়সীমতিপাপবতীম্। কল্কনং কলহাদি। সর্ব্বত্র হেতুঃ অনুগতে কালে স্বসময়ে অনুপ্রাপ্তে সতি লোভাদ্যধর্ম্মরূপাং প্রকৃতিং স্বভাবং অনুজং ভীমম্ ॥ ৩-৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিপর্য্যস্ত'—অর্থাৎ কালের ঋতুসকলের ধর্ম্ম বিপর্য্যস্ত (বিপরীত) হইল অর্থাৎ এক ঋতুর ফল ও পুষ্পাদি—অন্য ঋতুতে হইতে আরম্ভ করিল। বার্ত্তা বলিতে জীবিকা, পাপীয়সী অর্থাৎ অত্যন্ত পাপবতী। 'কল্কনং'—(পিতা, মাতা, সুহৃৎ, ভ্রাতা, দম্পতী প্রভৃতির মধ্যে পরস্পর) কলহাদি। সর্ব্বত্র কারণ হইতেছে—স্বসময় প্রাপ্ত হইলে, লোভাদি অধর্ম্মরূপ প্রকৃতি, স্বভাব। এই সমস্ত দেখিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠির কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভীমকে বলিলেন ॥ ৩-৫ ॥

যুধিষ্ঠির উবাচ—

সম্প্রেষিতো দ্বারকায়াং জিষ্ণুর্বন্ধুদিদৃক্ষয়া।
জ্ঞাতুঞ্চ পুণ্যশ্লোকস্য কৃষ্ণস্য চ বিচেষ্টিতম্ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—যুধিষ্ঠির উবাচ—(ভীমসেন), জিষ্ণুঃ (অর্জ্জুনঃ) বন্ধুদিদৃক্ষয়া (সুহৃদঃ দ্রষ্টুং) পুণ্যশ্লোকস্য (পবিত্রকীর্ত্তেঃ) কৃষ্ণস্য বিচেষ্টিতং চ (ক্রিয়াদিকং) জ্ঞাতুং চ দ্বারকায়াং প্রেষিতঃ (প্রেরিতঃ) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—যুধিষ্ঠির কহিলেন,—হে ভীমসেন, আমি অর্জ্জুনকে বন্ধুদর্শনবাসনায় এবং পুণ্যশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের আচরণাদি পরিজ্ঞানার্থ দ্বারকায় প্রেরণ করিয়াছি ॥ ৬ ॥

গতাঃ সপ্তধুনা মাসা ভীমসেন তবানুজঃ।
নায়াতি কস্য বা হেতোর্নাহং বেদেদমঞ্জসা ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—অধুনা (ইদানীং) সপ্ত মাসাঃ গতাঃ (অতীতাঃ তথাপি) কস্য বা হেতোঃ (কিমর্থং বা) তব অনুজঃ (কনীয়ান্ ভ্রাতা অর্জ্জুনঃ) ন আয়াতি (ন আগচ্ছতি) অহং ইদং অঞ্জসা (সম্যক্) ন বেদ (নৈব জানামি ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—অধুনা সপ্ত মাস অতীত হইল। তথাপি তোমার অনুজ অর্জ্জুন কি কারণে আসিতেছেন না, কিছুই জানিতে পারিতেছি না ॥ ৭ ॥

অপি দেবর্ষিণাদিষ্টঃ স কালোঽয়মুপস্থিতঃ।
যদাত্মনোঽঙ্গমাক্রীড়ং ভগবানুৎসিসৃক্ষতি ॥ ৮ ॥
যস্মান্নঃ সম্পদো রাজ্যং দারাঃ প্রাণাঃ কুলং প্রজাঃ।
আসন্ সপত্নবিজয়ো লোকাশ্চ যদনুগ্রহাৎ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—যস্মাৎ (শ্রীকৃষ্ণাৎ) যদনুগ্রহাৎ (যস্য শ্রীকৃষ্ণস্য অনুগ্রহাৎ চ) নঃ (অস্মাকং) সম্পদঃ (শ্রিয়ঃ) রাজ্যং দারাঃ (স্ত্রিয়ঃ) প্রাণাঃ (জীবনানি) কুলং (বংশঃ) প্রজাঃ সপত্নবিজয়ঃ (শত্রুদমনং) লোকাঃ (যজ্ঞকরণানুরূপাঃ লোকাঃ) আসন্ (সঃ) ভগবান্ (শ্রীহরিঃ) যদা (যস্মিন্ সময়ে) আত্মনঃ (স্বস্য) আক্রীড়ং (ক্রীড়াসাধনং) অঙ্গং (মনুষ্য-নাট্যং) উৎসিসৃক্ষতি (ত্যক্তুমিচ্ছতি) দেবর্ষিণা (নারদেন) আদিষ্টঃ (কথিতঃ) অয়ং সং কালঃ (ভগবতঃ লীলাসম্বরণসময়ঃ) অপি (কিং) উপস্থিতঃ (প্রাপ্তঃ) ॥ ৮-৯ ॥

অনুবাদ—বাসুদেব হইতেই আমাদের যাবতীয় সমৃদ্ধি, রাজ্য, স্ত্রী, প্রাণ, কুল, প্রজা ও শত্রুজয় সাধিত হইয়াছে এবং তাঁহারই অনুগ্রহে আমরা যজ্ঞাদি-প্রাপ্য লোকসকল সংগ্রহ করিয়াছি। সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে সময়ে আপনার ক্রীড়াসাধন মনুষ্যনাট্য বিসর্জ্জন করিতে অভিলাষী হইবেন, দেবর্ষি নারদের আদিষ্ট সেই কাল কি উপস্থিত হইল ? ॥ ৮-৯ ॥

বিশ্বনাথ—যদাত্মনোঽঙ্গমিতি। যুধিষ্ঠিরস্য বন্ধুশোকানুরূপৈবোক্তির্ন তু সিদ্ধান্তস্পর্শিনী। সরস্বতী তু তন্মুখে সমুচিতমেবাহ। যদাত্মনোঽঙ্গং অংশরূপং নারায়ণং উৎসিসৃক্ষতি উর্দ্ধং বৈকুণ্ঠং প্রতি সিসৃক্ষতি প্রস্থাপয়িতুমিচ্ছতি। কীদৃশমঙ্গং আ ঈষদেব ক্রীড়া যস্মিংস্তম্।

শ্রীকৃষ্ণবিয়োগং বিনৈতাদৃশমনিষ্টং ন স্যাদিত্যাশয়েনাহ যস্মাদিত্যাদি। লোকাঃ যজ্ঞাদিপ্রাপ্যাঃ ॥৮-৯

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যদাত্মনোঽঙ্গম্' ইতি—অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে সময়ে আপনার ক্রীড়াসাধন অঙ্গ অর্থাৎ মনুষ্যনাট্য বিসর্জ্জন করিবেন, দেবর্ষির আদিষ্ট সেই কাল কি এই আসিয়া উপস্থিত হইল ? ইহা যুধিষ্ঠির মহারাজের বন্ধুজনের শোকবশতঃ তদনুরূপা উক্তি, কিন্তু ইহাই সিদ্ধান্ত নহে। সরস্বতী তাঁহার মুখে যথার্থ্যই ব্যক্ত করিয়াছেন—যাহা নিজের অঙ্গ অর্থাৎ অংশরূপ নারায়ণ, তাঁহাকে 'উৎসিসৃক্ষতি' অর্থাৎ উর্দ্ধ বৈকুণ্ঠলোকে প্রস্থাপন করিতে ইচ্ছা করিবেন। কিরূপ অঙ্গ ? 'আক্রীড়ং—আ ঈষৎ অতি সামান্য ক্রীড়া যাহাতে আছে, সেইরূপ অঙ্গ। শ্রীকৃষ্ণের বিয়োগ ব্যতিরেকে এই প্রকার অনিষ্ট হইতে পারে না, এই আশয়ে বলিতেছেন—'যস্মাৎ' ইত্যাদি, অর্থাৎ যে শ্রীকৃষ্ণ হইতেই আমাদের সম্পত্তি, রাজ্য, দারা, প্রাণ, কুল, প্রজা ও শত্রুজয় এবং তাঁহারই অনুগ্রহে 'লোকাঃ' অর্থাৎ যজ্ঞাদি-সম্ভূত স্বর্গাদি লোক-সমূহ সম্ভাবনা হইয়াছে ॥ ৮-৯ ॥

মধ্ব—অঙ্গপৃথিবীম্।

যদা ত্যাগাদিরুচ্যেত পৃথিব্যাদ্যঙ্গকল্পনা।
তদা জ্ঞেয়া ন হি স্বাঙ্গং কদাচিদ্বিষ্ণুরুৎসৃজেৎ ॥
ইতি ব্রহ্মতর্কে ॥ ৮ ॥

পশ্যোৎপাতান্ নরব্যাঘ্র দিব্যান্ ভৌমান্ সদৈহিকান্।
দারুণান্ শংসতোঽদূরাদ্ভয়ং নো বুদ্ধিমোহনম্ ॥১০॥

অন্বয়ঃ—নরব্যাঘ্র! (হে নরশার্দ্দুল!) নঃ (অস্মাকং) বুদ্ধিমোহনং (বুদ্ধিভ্রংশকরং) অদূরাৎ (সন্নিহিতং) ভয়ং শংসতঃ (ব্যঞ্জয়তঃ) সদৈহিকান্ (উর্ব্বক্ষিবাহুস্ফুরণাদীন্ দেহসম্বন্ধিনঃ সহিতান্) দিব্যান্ (দিবি ভবান্ নক্ষত্রপাতাদীন্ ব্যোমজাতান্) ভৌমান্ (ভূকম্পাদীন্ ভূমিসম্বন্ধান্) দারুণান্ (ভীষণান্) উৎপাতান্ (অমঙ্গলানি) পশ্য (অবলোকয়) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—হে নরপুঙ্গব! দেখিতেছেন না কি যে দিব্য, ভৌম ও দৈহিক ভেদে বিবিধ দারুণ উৎপাত উপস্থিত হইয়া আমাদের বুদ্ধিমোহনকারী অদূরবর্ত্তী ভয় সূচনা করিতেছেন ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—ভয়ং শংসতঃ সূচয়তঃ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভয়ং শংসতঃ'—অর্থাৎ সন্নিহিত ভয়ের সূচনা করিতেছে ॥ ১০ ॥

উর্ব্বক্ষিবাহবো মহ্যং স্ফুরন্ত্যঙ্গ পুনঃ পুনঃ।
বেপথুশ্চাপি হৃদয় আরাদ্দাস্যন্তি বিপ্রিয়ম্ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—অঙ্গ! (হে ভীম!) উর্ব্বক্ষিবাহবঃ (বামনেত্রোরুভুজানি) পুনঃ পুনঃ (বারং বারং) স্ফুরন্তি (কম্পতে) হৃদয়েঽপি (হৃদি অপি) বেপথুশ্চ (কম্পশ্চ বর্ত্ততে এতানি) আরাৎ (সন্নিহিতং) মহ্যং বিপ্রিয়ং (অমঙ্গলং) দাস্যন্তি ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—হে ভীমসেন! আমার বাম উরু, বাম নয়ন ও বাম বাহু পুনঃ পুনঃ স্পন্দিত হইতেছে এবং হৃদয়ও বারংবার কম্পিত হইতেছে। বোধ হয় শীঘ্রই ইহারা আমাকে বিশেষ বিপদ্ প্রদান করিবে ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ— দৈহিকানুৎপাতানাহ উর্ব্বিতি। বামা ইত্যর্থঃ। বহুবচনমার্ষম্ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দৈহিক উৎপাত-সকলের কথা বলিতেছেন—উরু, চক্ষুঃ ইত্যাদি, অর্থাৎ বাম উরু, বাম চক্ষুঃ ও বাম বাহু পুনঃ পুনঃ স্পন্দিত হইতেছে। 'বেপথুঃ বিপ্রিয়ং দাস্যন্তি'—এই বাক্যে দাস্যন্তি— এই ক্রিয়াপদের বহুবচন, আর্ষ-প্রয়োগ ॥ ১১ ॥

শিবৈষোদ্যন্তমাদিত্যমভিরৌত্যনলাননা।
মামঙ্গসারমেয়োঽয়মভিরেভত্যভীরুবৎ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—অঙ্গ! (হে ভীম!) এষা অনলাননা (অগ্নিং মুখেন বমন্তী) শিবা (শৃগালী) উদ্যন্তং (উদয়োন্মুখং) আদিত্যং (সূর্য্যং) অভিরৌতি (উদ্যৎসূর্য্যাভিমুখং ক্রোশতি) অয়ং সারমেয়ঃ (শ্বা) অভীরুবৎ (নিঃশঙ্কবৎ) মাং অভিরেভেতি (মামভিলক্ষ্য প্লুতং রৌতি) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—হে ভীম! ঐ দেখ এই শৃগালী মুখ হইতে অনল উদ্‌গার করিতে করিতে উদয়গিরি-সমারূঢ় সূর্য্যের দিকে চাহিয়া বিকট আর্ত্তনাদ করিতেছে। এই কুক্কুর নির্ভয়চিত্তে আমার দিকে চাহিয়া প্লুতস্বরে রোদন করিতেছে ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—ভৌমানাহ শিবা ক্রোষ্ট্রী আদিত্যং অভি উদ্যৎসূর্য্যাভিমুখং ক্রোশতি, অনলাননা অগ্নিং মুখেন বমন্তী, অঙ্গ হে ভীম মামভিবীক্ষ্য সারমেয়ঃ শ্বা, প্লুতং রৌতি রোদিতি ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভৌম উৎপাত-সমূহ বলিতেছেন—'শিবা' অর্থাৎ এই শৃগালী অনলাননা, মুখ হইতে অগ্নি বমন করিতে করিতে উদীয়মান সূর্য্যের অভিমুখে আক্রোশ করিতেছে। 'অঙ্গ'! হে প্রিয় ভীম! আমাকে দেখিয়া এই কুক্কুর প্লুতস্বরে রোদন করিতেছে ॥ ১২ ॥

শস্তাঃ কুর্ব্বন্তি মাং সব্যং দক্ষিণং পশবোঽপরে।
বাহাংশ্চ পুরুষব্যাঘ্র লক্ষয়ে রুদতো মম ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) পুরুষব্যাঘ্র! (নরশ্রেষ্ঠ!) শস্তাঃ (প্রশস্তাঃ গবাদয়ঃ) পশবঃ মাং সব্যং (বামং) কুর্ব্বন্তি অপরে (অশস্তাঃ গর্দ্দভাদয়ঃ) দক্ষিণং (কুর্ব্বন্তি) মম বাহান্ চ (অশ্বান্ চ) রুদতঃ লক্ষয়ে (পশ্যামি) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! প্রশস্ত গো প্রভৃতি পশু-সমূহ আমাকে বামে রাখিয়া গমন করিতেছে এবং গর্দ্দভ প্রভৃতি অপ্রশস্ত (অশুভ) জীবসমূহ আমাকে দক্ষিণে রাখিয়া গমন করিতেছে। আমার অশ্বগণ যেন রোদন করিতেছে বলিয়া লক্ষিত হইতেছে ॥১৩॥

বিশ্বনাথ—শস্তা গবাদয়ঃ সব্যং বামম্। অপরে গর্দ্দভাদ্যাঃ, দক্ষিণং প্রদক্ষিণং, বাহান্ অশ্বান্ ॥১৩॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রশস্ত গবাদি আমাকে বাম দিকে রাখিয়া যাইতেছে এবং অপ্রশস্ত গর্দ্দভাদি আমাকে দক্ষিণে রাখিয়া গমন করিতেছে। আমার বাহক অশ্বাদি যেন রোদন করিতেছে ॥ ১৩ ॥

মৃত্যুদূতঃ কপোতোঽয়মুলূকঃ কম্পয়ন্ মনঃ।
প্রত্যুলূকশ্চ কুহ্বানৈর্বিশ্বং বৈ শূন্যমিচ্ছতঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—অয়ং কপোতঃ মৃত্যুদূতঃ (মৃত্যুসূচকঃ) (তথা) উলূকঃ (পেচকঃ) প্রত্যুলূকঃ চ (তৎ-প্রতিপক্ষ কাকঃ চ) মনঃ কম্পয়ন্ কুহ্বানৈঃ (কুৎসিত-শব্দৈঃ) বিশ্বং বৈ শূন্যঃ ইচ্ছতঃ (অভিলষতঃ) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—এই কপোতটীকে আমার যেন যমদূত বলিয়া বোধ হইতেছে, ঐ পেচক ও তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী কাকের কর্কশ স্বরে আমার হৃদয় কম্পিত হইতেছে, বোধ হইতেছে যেন উহারা বিশ্বকে শূন্য করিতেই অভিলাষী হইয়াছে ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—প্রত্যুলূকঃ উলূকপ্রতিপক্ষো ঘূকঃ কাকো বা ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রত্যুলূকঃ—উলূকের (পেচকের) প্রতিপক্ষ ঘূক অথবা কাক ॥ ১৪ ॥

মধ্ব—অগ্নৌ পদঙ্করোতি। যদুলূকো বদতি। মোঘমেতদ্‌যতঃকপোতঃ পদমগ্নে কৃণোতি ॥ ইতি শ্রুতিঃ ॥ ১৪ ॥

ধূম্রা দিশঃ পরিধয়ঃ কম্পতে ভূঃ সহাদ্রিভিঃ।
নির্ঘাতশ্চ মহাংস্তাত সাকঞ্চ স্তনয়িত্নুভিঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—ধূম্রা (ধূসরাঃ) দিশঃ পরিধয়ঃ (ইব অগ্নিং, লোকং আবৃণ্বন্তি) ভূঃ (পৃথিবী) অদ্রিভিঃ সহ (পর্ব্বতৈঃ সার্দ্ধং) কম্পতে। (হে) তাত! (অনুজ) স্তনয়িত্নুভিঃ চ (অভ্রগর্জ্জিতৈঃ চ) সাকং (সহ) মহান্ (বিপুলঃ) নির্ঘাতঃ চ নিরভ্রবজ্র-পাতশ্চ ভবতি) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—অগ্নির পরিধি ধূম্র যেরূপ অগ্নিকে আবৃত করে, তদ্রূপ ধূসরবর্ণ দিক্‌সকল লোকসকলকে আবৃত করিতেছে। পৃথিবী পর্ব্বতের সহিত কম্পিত হইতেছে। হে তাত ! ঐ দেখ, বিনামেঘে ভীষণ মেঘ গর্জ্জনের সহিত ভয়ঙ্কর বজ্রপাত হইতেছে ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—ধূম্রা ধূম্রবর্ণা দিশঃ, পরিধয়ঃ পরিধিতুল্যাঃ, নির্ঘাতঃ আকস্মিকঘোরশব্দঃ স্তনয়িত্নবো নিরভ্রগর্জ্জিতানি ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ধূম্রাঃ'—অর্থাৎ দিক্‌সকল ধূম্রবর্ণ হইয়া পরিধির ন্যায় হইয়াছে। 'নির্ঘাতঃ'—আকস্মিক ঘোর শব্দ, 'স্তনয়িত্নবঃ'—বিনা মেঘে গর্জ্জন-সকল, অর্থাৎ মেঘাদি কিছুই নাই, অথচ মেঘগর্জ্জনের সহিত যেন বজ্রপাত হইতেছে ॥ ১৫ ॥

বায়ুর্বাতি খরস্পর্শো রজসা বিসৃজংস্তমঃ।
অসৃগ্‌বর্ষন্তি জলদা বীভৎসমিব সর্ব্বতঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—খরস্পর্শঃ (অত্যুষ্ণঃ) বায়ুঃ (পবনঃ) রজসা (ধূলিসমূহেন) তমঃ (অন্ধকারং) বিসৃজন্ (বিশেষণ সৃজন্) বাতি (প্রবহতি) জলদাঃ (মেঘাঃ) সর্ব্বতঃ (সর্ব্বদিক্ষু) বীভৎসং ইব অসৃক্ (রক্তং) বর্ষন্তি ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—প্রচণ্ড পবন ধূলিরাশিতে দিগন্ত অন্ধকার করিয়া প্রবাহিত হইতেছে ; মেঘসকল অতি বীভৎরূপে চতুর্দ্দিকে যেন শোণিত বর্ষণ করিতেছে ॥১৬॥

বিশ্বনাথ—তমোঽন্ধং বিশেষেণ সৃজন্, অসৃক্ রক্তম্ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিসৃজংস্তমঃ'—অর্থাৎ বায়ু ধূলিদ্বারা যেন বিশেষরূপে অন্ধকার সৃষ্টি করিয়া প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে। 'অসৃক্'—বলিতে রক্ত (অর্থাৎ মেঘসকল যেন রক্তবর্ষণ করিতেছে।) ॥ ১৬ ॥

সূর্য্যং হতপ্রভং পশ্য গ্রহমর্দ্দং মিথো দিবি।
সসঙ্কুলৈর্ভূতগণৈর্জ্বলিতে রোদসী ইব ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—(হে ভ্রাতঃ !) সূর্য্যং হতপ্রভং (নিষ্প্রভং) দিবি (আকাশে) মিথঃ (পরস্পরং) গ্রহমর্দ্দং (গ্রহাণাং মর্দ্দং যুদ্ধং) সসঙ্কুলৈঃ (অধ্যামিশ্রৈঃ প্রাণিভিঃ সহিতৈঃ) ভূতগণৈঃ (রুদ্রানুচরৈঃ) রোদসী (দ্যাবাপৃথিব্যৌ) জ্বলিতে ইব (প্রদীপ্তে ইব) পশ্য (অবলোকয়) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—হে ভীম ! দেখ ঐ সূর্য্যের আর পূর্ব্ববৎ প্রভা নাই, আকাশে গ্রহগণ পরস্পর যুদ্ধ করিতেছে, রুদ্রের অনুচরগণ অন্যান্য প্রাণিগণের সহিত মিলিত হইয়া আকাশ ও পৃথিবীকে যেন প্রজ্জ্বলিত করিতেছে ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—সসঙ্কুলৈঃ প্রাণ্যন্তরসহিতৈঃ, রোদসী দ্যাবাপৃথিব্যৌ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সসঙ্কুলৈঃ'—অন্যান্য প্রাণিগণের—সহিত, রোদসী—বলিতে অন্তরীক্ষ ও পৃথিবী (অর্থাৎ অন্যান্য প্রাণির সহিত মিশ্রিত রুদ্রানুচরের দ্বারা পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ যেন প্রদীপ্ত হইতেছে।) ॥ ১৭ ॥

নদ্যো নদাশ্চ ক্ষুভিতাঃ সরাংসি চ মনাংসি চ।
ন জ্বলত্যগ্নিরাজ্যেন কালোঽয়ং কিং বিধাস্যতি ॥১৮॥

অন্বয়ঃ—নদ্যঃ নদাঃ চ ক্ষুভিতাঃ (আলোড়িতাঃ) সরাংসি (সরোবরাঃ) মনাংসি চ (প্রাণিনাং চিত্তানি চ ক্ষুভিতানি) আজ্যেন (ঘৃতেন) অগ্নিঃ (আহবনীয়াগ্নিঃ) ন জ্বলতি (অতএব) অয়ং কালঃ (দুঃসময়ঃ) কিং বিধাস্যতি (কিং করিষ্যতি ন জানে) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—আর ঐ দেখ নদ, নদী, সরোবর ও প্রাণিগণের মন ক্ষুব্ধ হইতেছে, ঘৃতাহুতি প্রদানেও অগ্নি আর প্রজ্জ্বলিত হইতেছে না। জানি না, এই দুরন্ত কাল আরও কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার বিধান করিবে ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—পুনর্ভৌমানাহ নদ্য ইতি ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পুনরায় ভৌম উৎপাতসমূহ বলিতেছেন—'নদ্যঃ' ইতি, (অর্থাৎ নদী ও সরোবরসকল যেন ক্ষুভিত হইতেছে এবং সকল প্রাণির মনঃ যেন অপ্রসন্ন বোধ হইতেছে।) ॥ ১৮ ॥

ন পিবন্তি স্তনং বৎসা ন দুহ্যন্তি চ মাতরঃ।
রুদন্ত্যশ্রুমুখা গাবো ন হৃষ্যন্ত্যৃষভা ব্রজে ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—বৎসাঃ স্তনং ন পিবন্তি মাতরঃ (জনন্যঃ) ন দুহ্যন্তি (ন প্রস্নুবন্তি) ব্রজে (গোষ্ঠে) গাবঃ অশ্রুমুখাঃ (সত্যঃ) রুদন্তি (ক্রন্দন্তি) ঋষভাঃ (বৃষাঃ) ন হৃষ্যন্তি (নৈব হৃষ্টাঃ ভবন্তি) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—বৎসগণ আর মাতার স্তনপান করিতেছে না; মাতৃগণের স্তন হইতেও আর দুগ্ধধারা বিগলিত হইতেছে না; গাভীসমূহ অশ্রুমুখী হইয়া রোদন করিতেছে, গোষ্ঠে বৃষগণও আর আনন্দ প্রকাশ করিতেছে না ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—ন দুহ্যন্তীতি কর্ম্মকর্ত্তর্য্যার্ষম্, ন প্রস্নুবন্তীত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ন দুহ্যন্তি চ মাতরঃ'—এখানে কর্ম্ম-কর্ত্তরি প্রয়োগ আর্ষ, অতএব 'ন প্রস্নুবন্তি'—গাভীসকল দুগ্ধ-ক্ষরণ করিতেছে না, অর্থাৎ তাহাদের স্তন হইতে দুগ্ধ ক্ষরিত হইতেছে না—এই অর্থ ॥ ১৯ ॥

দৈবতানি রুদন্তীব স্বিদ্যন্তি প্রচলন্তি চ।
ইমে জনপদা গ্রামাঃ পুরোদ্যানাকরাশ্রমাঃ।
ভ্রষ্টশ্রিয়ো নিরানন্দাঃ কিমঘং দর্শয়ন্তি নঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—দৈবতানি (দেবপ্রতিমাঃ) রুদন্তি ইব স্বিদ্যন্তি (স্বেদযুক্তা ভবন্তি) প্রচলন্তি চ (চঞ্চলাঃ ভবন্তি চ) ইমে জনপদাঃ গ্রামাঃ পুরোদ্যানাকরাশ্রমাঃ (আশ্রমগৃহোপবনাদয়ঃ) ভ্রষ্টশ্রিয়ঃ (শোভারহিতাঃ) নিরানন্দাঃ (দৃশ্যন্তে) (এতে) নঃ (অস্মাকং) কিং অঘং (দুঃখং) দর্শয়ন্তি (তন্ন জানে ইতি শেষঃ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—দেবপ্রতিমাসমূহ যেন ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে কম্পিত হইতেছেন এবং রোদন করিতেছেন। এই সমস্ত জনপদ, গ্রাম, পুর, উদ্যান, আকর, আশ্রমাদির প্রতি দৃষ্টি করিয়া দেখ, সকলই যেন শ্রী-ভ্রষ্ট; আনন্দ যেন সকল স্থান হইতেই পলায়ন করিয়াছে। জানি না, ইহারা আমাদের আরও কত দুঃখকর দৃশ্য দেখাইবে ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—দৈবতানি প্রতিমাঃ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দৈবতানি'— অর্থাৎ দেব-প্রতিমাসকল ॥ ২০ ॥

মন্যে এতৈর্মহোৎপাতৈর্নূনাং ভগবতঃ পদৈঃ।
অনন্যপুরুষশ্রীভির্হীনা ভূর্হতসৌভগা ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—এতৈঃ মহোৎপাতৈঃ (পূর্ব্বোক্তৈঃ অশুভলক্ষণৈঃ) হতসৌভগা (সৌভাগ্যহীনা) ভূঃ (পৃথিবী) নূনং (ধ্রুবং) অনন্যপুরুষশ্রীভিঃ (ন বিদ্যতে অন্যেষু পুরুষেষু শ্রীর্বজ্রাঙ্কুশাদিশোভা যেষাং তৈঃ) ভগবতঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) পদৈঃ (চরণৈঃ) হীনা (বিরহিতা) (ইতি) মন্যে (অহং সম্ভাবয়ামি) ॥২১॥

অনুবাদ—এই সমস্ত দুর্ল্লক্ষণ দর্শনে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, আজ পৃথিবীর সৌভাগ্য বিনষ্ট হইয়াছে, যে ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশাদি চিহ্নজনিত শোভা ভগবান্ ব্যতীত অন্য পুরুষের পদে নাই, ধরা আজ নিশ্চয়ই সেই চারু-চরণ হারা হইয়াছে ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—এতৈঃ কৃত্বা, ন বিদ্যতে অন্যেষু পুরুষেষু শ্রীর্বজ্রাঙ্কুশাদিশোভা যেষাং তৈর্ভগবতঃ পদৈ-র্হীনা ভূরিত্যহং মন্যে ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'এতৈঃ কৃত্বা'—অর্থাৎ এই সকল উৎপাত দর্শনে আমার বোধ হইতেছে—পৃথিবী, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশাদি চিহ্ন-বিশিষ্ট শ্রীচরণের স্পর্শ হইতে বিরহিতা হইয়াছে, যেহেতু অন্য কাহারও চরণে ঐরূপ চিহ্নাদি নাই ॥২১

ইতি চিন্তয়তস্তস্য দৃষ্টারিষ্টেন চেতসা।
রাজ্ঞঃ প্রত্যাগমদ্‌ব্রহ্মন্ যদুপুর্য্যাঃ কপিধ্বজঃ ॥২২॥

অন্বয়ঃ—(হে) ব্রহ্মন্! (শৌনক) দৃষ্টারিষ্টেন (দৃষ্টানি অরিষ্টানি যেন তথা ভূতেন) চেতসা (মনসা) ইতি (এবং) চিন্তয়তঃ তস্য রাজ্ঞঃ (যুধিষ্ঠিরস্য) (সমীপে) কপিধ্বজঃ (অর্জ্জুনঃ) যদুপুর্য্যাঃ (দ্বারকায়াঃ) প্রত্যাগমৎ (প্রত্যাগতবান্) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—হে ব্রহ্মণ, মহারাজ যুধিষ্ঠির দুর্নিমিত্ত সন্দর্শন করিয়া মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতেছেন,

এমন সময়ে কপিধ্বজ অর্জ্জুন দ্বারকা হইতে প্রত্যাগত হইলেন ॥ ২২ ॥

তং পাদয়োর্নিপতিতমযথাপূর্ব্বমাতুরম্ ।
অধোবদনমব্বিন্দূন্ সৃজন্তং নয়নাব্জয়োঃ ॥ ২৩ ॥
বিলোক্যোদ্বিগ্নহৃদয়ো বিচ্ছায়মনুজং নৃপঃ ।
পৃচ্ছতি স্ম সুহৃন্মধ্যে সংস্মরন্ নারদেরিতম্ ॥২৪॥

অন্বয়ঃ—অযথাপূর্ব্বং (পূর্ব্বরীতিমতিক্রম্য) পাদয়োঃ নিপতিতং আতুরং (কাতরং) অধোবদনং নয়নাব্জয়োঃ (চক্ষুর্ভ্যাং অব্বিন্দূন্ (অশ্রূণি) সৃজন্তং (বিসৃজন্তং রুদন্তমিত্যর্থঃ) অনুজং (কনীয়াংসং অর্জ্জুনং) বিচ্ছায়ং (বিগতকান্তিং) বিলোক্য (দৃষ্ট্বা) উদ্বিগ্নহৃদয়ঃ (কম্পিতং হৃদয়ং যস্য সঃ) নৃপঃ (রাজা যুধিষ্ঠিরঃ) নারদেরিতং (নারদবাক্যং) সংস্মরন্ (চিন্তয়ন্) সুহৃন্মধ্যে (বান্ধবানাং সমীপে) পৃচ্ছতি স্ম (অজিজ্ঞাসত) ॥ ২৩-২৪ ॥

অনুবাদ—অর্জ্জুন আসিয়াই মহারাজের চরণতলে নিপতিত হইলেন ; কিন্তু অর্জ্জুন পূর্ব্বে যে ভাবে নিপতিত হইতেন, আজ সে ভাব আর নাই, বড়ই কাতর। তাঁহার বদন অবনত ও নয়ন কমল হইতে বিন্দু বিন্দু অশ্রু পতিত হইতেছে।

অনুজ অর্জ্জুনকে এইরূপ কান্তিহীন দেখিতে পাইয়া ধর্ম্মরাজের হৃদয় উদ্বিগ্ন হইল। নারদের বাক্য স্মরণ করিয়া তিনি সুহৃদ্গণের সমক্ষেই অর্জ্জুনকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ২৩-২৪ ॥

বিশ্বনাথ—বিচ্ছায়ং বিগতকান্তিম্ ॥ ২৩-২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিচ্ছায়ং'—বিগতকান্তি, অর্থাৎ অর্জ্জুনকে কান্তিহীন অতি ম্লান দেখিলেন। ॥ ২৩-২৪ ॥

যুধিষ্ঠির উবাচ—

কচ্চিদানর্ত্তপুর্য্যাং ন স্বজনাঃ সুখমাসতে ।
মধুভোজদশার্হার্হাঃ সাত্বতান্ধকবৃষ্ণয়ঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—যুধিষ্ঠিরঃ উবাচ। আনর্ত্তপুর্য্যাং (দ্বারকায়াং) নঃ (অস্মাকং) স্বজনাঃ (বান্ধবাঃ) মধুভোজদশার্হার্হাঃ সাত্বতান্ধকবৃষ্ণয়ঃ (তত্তন্নামকাঃ) সুখং (যথা স্যাৎ তথা) আসতে (বর্ত্তন্তে) কচ্চিৎ (কিং)? ॥ ২৫

অনুবাদ—যুধিষ্ঠির কহিলেন—হে অর্জ্জুন! আমাদের আত্মীয় মধু, ভোজ, দশার্হ, অর্হ, সাত্বত, অন্ধক ও বৃষ্ণিগণ, সকলে কুশলে আছেন ত'? ॥২৫॥

শূরো মাতামহঃ কচ্চিৎ স্বস্ত্যাস্তে বাথ মারিষঃ ।
মাতুলঃ সানুজঃ কচ্চিৎ কুশল্যানকদুন্দুভিঃ ॥২৬॥

অন্বয়ঃ—মারিষঃ (মান্যঃ) মাতামহঃ শূরঃ (শূরো নাম যাদবঃ কুন্ত্যাঃ পিতা) স্বস্তি (সমঙ্গলঃ) আস্তে (বর্ত্ততে) কচ্চিৎ (কিং) অথবা সানুজঃ মাতুলঃ আনকদুন্দুভিঃ (বসুদেবঃ) কুশলী কচ্চিৎ ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—আমাদের মহামান্য মাতামহ শূররাজ ত' মঙ্গলে আছেন? মাতুল বসুদেব তাঁহার অনুজগণ সহিত কুশলে আছেন ত'? ॥২৬॥

বিশ্বনাথ—মারিষো মান্যঃ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মারিষঃ'—অর্থ মান্য, (অর্থাৎ আমাদের মহামান্য মাতামহ শূরের কুশল ত'?) ॥ ২৬ ॥

সপ্ত স্বসারস্তৎপত্ন্যো মাতুলান্যঃ সহাত্মজাঃ ।
আসতে সস্নুষাঃ ক্ষেমং দেবকীপ্রমুখাঃ স্বয়ম্ ॥২৭॥

অন্বয়ঃ—দেবকীপ্রমুখাঃ তৎপত্ন্যাঃ (বসুদেবভার্য্যাঃ) স্বসারঃ (পরস্পরং ভগিনীভাবাপন্নাঃ) সপ্তমাতুলান্যঃ (তথা) সহাত্মজাঃ (সপুত্রাঃ) সস্নুষাঃ (পুত্রবধূগণসহিতাঃ) স্বয়ং (পৃথক্ত্বেন) ক্ষেমং আসতে (কুশলিন্যঃ বর্ত্তন্তে কিং?) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—বসুদেবের সহধর্ম্মিণী দেবকী প্রভৃতি সপ্ত ভগিনীগণ আমাদের মাতুলানী স্ব-স্ব পুত্র ও পুত্রবধূগণের সহিত সকলে সুখে আছেন ত'? ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—স্বসারঃ পরস্পরং ভগিন্যঃ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্বসারঃ'—অর্থাৎ বসুদেবের দেবকী-প্রমুখ সাতজন পত্নী, তাঁহারা পরস্পর ভগিনী ॥ ২৭ ॥

কচ্চিদ্রাজাহুকো জীবত্যসৎপুত্রোঽস্য চানুজঃ।
হৃদীকঃ সসুতোঽক্রূরো জয়ন্তগদসারণাঃ ॥ ২৮ ॥
আসতে কুশলং কচ্চিদ্ যে চ শত্রুজিদাদয়ঃ।
কচ্চিদাস্তে সুখং রামো ভগবান্ সাত্বতাং প্রভুঃ ॥২৯॥

অন্বয়ঃ—অসৎপুত্রঃ (অসন্ কংসঃ পুত্রো যস্য সঃ) রাজা আহুকঃ (উগ্রসেনঃ) অস্য অনুজঃ চ (দেবকশ্চ) জীবতি কচ্চিৎ? সসুতঃ (পুত্রঃ কৃতবর্ম্মা তেন সহিতঃ) হৃদীকঃ অক্রূরঃ জয়ন্তগদ-সারণাঃ যে চ শত্রুজিদাদয়ঃ (শ্রীকৃষ্ণভ্রাতরঃ তে) কুশলং (যথা স্যাৎ তথা) আসতে (বর্ত্তন্তে) কচ্চিৎ (কিং) ভগবান্ সাত্বতাং প্রভুঃ (যাদবানাং প্রভুঃ) রামঃ (বলদেবঃ) সুখং আস্তে কচ্চিৎ ॥ ২৮-২৯ ॥

অনুবাদ—যাঁহার তনয় অতীব দুষ্ট, সেই উগ্রসেন রাজা এবং তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর দেবক এখনও জীবিত আছেন কি? আর হৃদীক এবং তৎপুত্র কৃতবর্ম্মা, অক্রূর, জয়ন্ত, গদ, সারণ ও শত্রুজিৎ প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের ভ্রাতৃগণ এবং সাত্বতগণের প্রভু সেই বলদেব কুশলে আছেন ত'? ॥ ২৮-২৯ ॥

বিশ্বনাথ—আহুকঃ উগ্রসেনঃ। অসন্ পুত্রো যস্য, অতএব জীবনমাত্রং পৃষ্টম্। অনুজো দেবকঃ। হৃদীকসুতঃ কৃতবর্ম্মা। জয়ন্তাদয়ঃ, শ্রীকৃষ্ণভ্রাতরঃ ॥ ২৮-২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আহুকঃ'—অর্থাৎ উগ্রসেন। 'অসৎপুত্রঃ' অর্থাৎ (কংসের মত) অসৎপুত্র যাঁহার, তিনি জীবিত আছেন ত? (তাদৃশ অসৎপুত্রের জন্য আজও তিনি লজ্জিত, দেহত্যাগ করেন নাই ত? এই অভিপ্রায়ে কেবল) জীবন মাত্রই জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার অনুজ দেবক। হৃদীকসুত—কৃতবর্ম্মা। জয়ন্ত, গদ, সারণ প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের ভ্রাতৃগণ ॥ ২৮-২৯ ॥

প্রদ্যুম্নঃ সর্ব্ববৃষ্ণীনাং সুখমাস্তে মহারথঃ।
গম্ভীররয়োঽনিরুদ্ধো বর্দ্ধতে ভগবানুত ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—সর্ব্ববৃষ্ণীনাং (সকলযাদবানাং মধ্যে) মহারথঃ প্রদ্যুম্নঃ সুখং আস্তে (কুশলী কিমিতি যাবৎ)। উত (অপরঞ্চ) গম্ভীররয়ঃ (যুদ্ধে মহাবেগঃ) ভববান্ অনিরুদ্ধঃ বর্দ্ধতে (মোদতে কিং?) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—বৃষ্ণিবংশীয়দিগের মধ্যে মহারথ প্রদ্যুম্ন মঙ্গলে আছেন ত'? যিনি যুদ্ধে অতিশয় বেগবান্ সেই ভগবান্ অনিরুদ্ধ আনন্দে আছেন ত'? ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—গম্ভীররয়ঃ যুদ্ধে মহাবেগঃ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গম্ভীররয়ঃ'—অর্থাৎ যুদ্ধে মহাবেগশালী (অনিরুদ্ধ আনন্দে আছেন ত?) ॥৩০॥

সুষেণশ্চারুদেষ্ণশ্চ সাম্বো জাম্ববতীসুতঃ।
অন্যে চ কার্ষ্ণি-প্রবরাঃ সপুত্রা ঋষভাদয়ঃ ॥ ৩১ ॥
তথৈবানুচরাঃ শৌরেঃ শ্রুতদেবোদ্ধবাদয়ঃ।
সুনন্দনন্দশীর্ষণ্যা যে চান্যে সাত্বতর্ষভাঃ ॥ ৩২ ॥
অপি স্বস্ত্যাসতে সর্ব্বে রামকৃষ্ণভুজাশ্রয়াঃ।
অপি স্মরন্তি কুশলমস্মাকং বদ্ধসৌহৃদাঃ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—(এবং) সুষেণঃ চারুদেষ্ণঃ চ জাম্ববতীসুতঃ সাম্বঃ অন্যে চ কার্ষ্ণিপ্রবরাঃ (শ্রীকৃষ্ণস্যাপত্যানি কার্ষ্ণয়ঃ তেষাং প্রবরাঃ শ্রেষ্ঠাঃ) সপুত্রাঃ ঋষভাদয়শ্চ তথা এব শ্রুতদেবোদ্ধবাদয়ঃ শৌরেঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) অনুচরাঃ সুনন্দনন্দশীর্ষণ্যাঃ (সুনন্দনন্দৌ শীর্ষণ্যৌ মুখ্যৌ যেষাং তে) যে চ অন্যে সাত্বতর্ষভাঃ রামকৃষ্ণভুজাশ্রয়াঃ (বলদেবশ্রীকৃষ্ণসুরক্ষিতাঃ) (তে) সর্ব্বে স্বস্তি আসতে অপি (কুশলিনঃ বর্ত্তন্তে কিং) বদ্ধসৌহৃদাঃ (বান্ধবাঃ) যাদবাঃ অস্মাকং কুশলং (মঙ্গলং) অপি (কিং) স্মরন্তি ॥ ৩১-৩৩ ॥

অনুবাদ—সুষেণ, চারুদেষ্ণ, জাম্ববতীপুত্র সাম্ব ও অন্যান্য প্রধান প্রধান শ্রীকৃষ্ণের পুত্রগণ এবং সপুত্র ঋষভাদি সকলে, শ্রুতদেব, উদ্ধব প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের অনুচরগণ এবং সুনন্দ, নন্দ প্রভৃতি রামকৃষ্ণের বাহুবলে সুরক্ষিত অন্যান্য আমাদের পরম সুহৃদ্ সাত্বতশ্রেষ্ঠগণ কুশলে আছেন ত'? তাঁহারা আমাদিগের কুশল চিন্তা করেন ত'? ॥ ৩১-৩৩ ॥

ভগবানপি গোবিন্দো ব্রহ্মণ্যো ভক্তবৎসলঃ।
কচ্চিৎ পুরে সুধর্ম্মায়াং সুখমাস্তে সুহৃদ্বৃতঃ ॥৩৪॥

অন্বয়ঃ—ব্রহ্মণ্যঃ (ব্রাহ্মণানাং হিতকারী) ভক্তবৎসলঃ (ভক্তপালকঃ) ভগবান্ গোবিন্দঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ)

অপি সুহৃদ্‌বৃতঃ (বন্ধুগণপরিবৃতঃ সন্) পুরে (দ্বারকায়াং) সুধর্ম্মায়াং (শোভনঃ ধর্ম্মঃ যস্যাং তস্যাং সভায়াং) সুখম্ আস্তে কচ্চিৎ ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—সেই ব্রাহ্মণগণের হিতকারী ভক্তবৎসল ভগবান্ গোবিন্দ দ্বারকাপুরীতে সুধর্ম্মা-নাম্নী সভায় সুহৃদ্‌বর্গ পরিবেষ্টিত হইয়া সুখে আছেন ত'? ॥৩৪॥

বিশ্বনাথ—ভগবতি কুশলপ্রশ্নস্যানৌচিত্যমাশঙ্ক্যাহ পুর ইতি ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সুখস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কুশল প্রশ্নের অনৌচিত্য-বশতঃ বলিতেছেন—'পুরে' ইতি, অর্থাৎ ভগবান্ গোবিন্দ দ্বারকাপুরীতে সুধর্ম্মা সভায় সুহৃদ্‌গণ পরিবৃত হইয়া সুখে আছেন ত ? ॥ ৩৪ ॥

মধ্ব—যথান্যেষাং সুখং ভবিষ্যতি তথা। নিত্যসুখত্বাদ্ধরেঃ।

অত্যুত্তমানাং কুশলপ্রশ্নো লোকসুখেচ্ছয়া।
নিত্যদাপ্তসুখত্বাত্তু ন তেষাং যুজ্যতে ক্বচিৎ ॥
ইতি নারদীয়ে ॥ ৩৪ ॥

মঙ্গলায় চ লোকানাং ক্ষেমায় চ ভবায় চ।
আস্তে যদুকুলাম্ভোধাবাদ্যোঽনন্তসখঃ পুমান্ ॥৩৫॥

অন্বয়ঃ—আদ্যঃ (আদিভূতঃ) অনন্তসখঃ (বলভদ্রসহায়ঃ) পুমান্ (পুরুষোত্তমঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) লোকানাং মঙ্গলায় চ (শুভায়) ক্ষেমায় চ (লব্ধপালনায়) ভবায় চ (উদ্ভবায়) যদুকুলাম্ভোধৌ (যদুবংশরূপসমুদ্রে) আস্তে (বর্ত্ততে) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—আদিপুরুষ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ চরাচর জীবসমূহের মঙ্গলসাধন এবং পরিপালন ও উদ্ভবসাধনোদ্দেশেই যদুকুলরূপ সাগরের মধ্যে বলভদ্রের সহিত অবস্থান করিতেছেন ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—মঙ্গলায় প্রেমদানায়, ক্ষেমায় কেষাঞ্চিৎ মুক্তিপ্রদানায়, ভবায় সম্পদে চ। অনন্তসখঃ বলভদ্রসহায়ঃ ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মঙ্গলায়'—প্রেমদানের নিমিত্ত। 'ক্ষেমায়'—কাহারও কাহারও মুক্তিপ্রদানের জন্য এবং 'ভবায়' অর্থাৎ সম্পৎ প্রদানের জন্য। 'অনন্তসখঃ'—বলভদ্রের সহিত ॥ ৩৫ ॥

যদ্বাহুদণ্ডগুপ্তায়াং স্বপুর্য্যাং যদবোঽর্চ্চিতাঃ।
ক্রীড়ন্তি পরমানন্দং মহাপৌরুষিকা ইব ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—যদবঃ (যাদবাঃ) যদ্বাহুদণ্ডৈঃ (যস্য শ্রীকৃষ্ণস্য বাহুদণ্ডৈঃ ভুজবলৈঃ) গুপ্তায়াং (সুরক্ষিতায়াং) স্বপুর্য্যাং (নিজ-নগর্য্যাং দ্বারকায়াং) অর্চ্চিতাঃ (সর্ব্বৈঃ পূজিতাঃ সন্তঃ) মহাপৌরুষিকাঃ ইব (মহাপুরুষঃ বিষ্ণুঃ তদীয়াঃ ইব) পরমানন্দং (যথা স্যাৎ তথা) ক্রীড়ন্তি (পরিভ্রমন্তি) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—যদুবংশীয়গণ—যাঁহার ভুজদণ্ডে সুরক্ষিত নিজ-নগরী দ্বারকাপুরীতে বৈকুণ্ঠনাথের অনুচরবর্গের ন্যায় ত্রিলোক-পূজিত হইয়া পরমানন্দে বিহার করিতেছেন ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—অর্চ্চিতা দেবৈরপি, মহাপৌরুষিকাঃ বৈকুণ্ঠনাথানুচরা ইব। মহদ্ভিঃ পৌরুষৈর্বিজয়িন ইবেতি বা ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অর্চ্চিতাঃ'—অর্থাৎ যাদবগণ যাঁহার বাহুদণ্ডে সুরক্ষিত হইয়া, দ্বারকায় সকলের দ্বারা, এমন কি দেবগণের দ্বারাও পূজিত হইয়া, 'মহাপৌরুষিকাঃ'—অর্থাৎ বৈকুণ্ঠনাথের অনুচরগণের ন্যায় (পরমানন্দে ক্রীড়া করিতেছেন)। অথবা মহান্ পৌরুষের সহিত বিজয়ীর মত বিহার করিতেছেন ॥ ৩৬ ॥

যৎপাদশুশ্রূষণমুখ্যকর্ম্মণা
সত্যাদয়ো দ্ব্যষ্টসহস্রযোষিতঃ।
নির্জিত্য সংখ্যে ত্রিদশাংস্তদাশিষো
হরন্তি বজ্রায়ুধবল্লভোচিতাঃ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—সত্যাদয়ঃ (সত্যভামাপ্রভৃতয়ঃ) দ্ব্যষ্টসহস্রযোষিতঃ (ষোড়শসহস্রং শ্রীকৃষ্ণরমণ্যঃ) যৎপাদশুশ্রূষণমুখ্যকর্ম্মণা (যস্য শ্রীকৃষ্ণস্য পাদপদ্মশুশ্রূষণং এব মুখ্যং কর্ম্ম তেন) সংখ্যে (যুদ্ধে) ত্রিদশান্ (দেবান্) নির্জিত্য (পরিভূয়) বজ্রায়ুধবল্লভোচিতাঃ (ইন্দ্রপত্নীপরিভোগ্যা ইত্যর্থঃ) তদাশিষঃ (তস্য আশীর্ব্বাদরূপাঃ পারিজাতাদয়ঃ) হরন্তি (সেবন্তে) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—সত্যভামা প্রভৃতি ষোড়শসহস্র রমণীগণ যাঁহার চরণসেবনরূপ মুখ্য কর্ম্মদ্বারা তদীয় বাহুবলেই

যুদ্ধে দেবগণকে পরাজিত করিয়া ইন্দ্রপত্নী শচীদেবীর ভোগযোগ্য ও দেবগণের ভোগ্য পারিজাত কুসুমাদি হরণ করেন ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—নির্জিত্য কৃষ্ণবলেনৈবেত্যর্থঃ। ত্রিদশান্ দেবান্, তদাশিষঃ পারিজাতাদীন্, বজ্রায়ুধবল্লভা শচী ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নির্জিত্য'—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের বলের দ্বারাই 'ত্রিদশান্' দেবগণকে (পরাজিত করিয়া)—এই অর্থ। 'তদাশিষঃ'—তাঁহার আশীর্ব্বাদরূপ পারিজাতাদি। 'বজ্রায়ুধ-বল্লভা'—বজ্র আয়ুধ (অস্ত্র) যাঁহার, ইন্দ্র, তাঁহার বল্লভা অর্থাৎ শচীদেবী ॥ ৩৭ ॥

যদ্বাহুদণ্ডাভ্যুদয়ানুজীবিনো
যদুপ্রবীরা হ্যকুতোভয়া মুহুঃ।
অধিক্রমন্ত্যঙ্ঘ্রিভিরাহৃতাং বলাৎ
সভাং সুধর্ম্মাং সুরসত্তমোচিতাম্ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—যদ্বাহুদণ্ডাভ্যুদয়ানুজীবিনঃ (যস্য ভুজবলপালিতাঃ) অকুতোভয়াঃ (নির্ভয়াঃ) যদুপ্রবীরাঃ (যাদববীরশ্রেষ্ঠাঃ) বলাৎ আহৃতাং (বলাৎকারেণ অপহৃতাং) সুরসত্তমোচিতাং (দেবোপভোগ্যাং) সুধর্ম্মাং সভাং মুহুঃ অঙ্ঘ্রিভিঃ (চরণৈঃ) অধিক্রমন্তি হি (সঃ গোবিন্দঃ সুখং আস্তে কচ্চিদিতি পূর্ব্বশ্লোকেনান্বয়ঃ) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—যদুবীরগণ যাঁহার ভুজদণ্ডপ্রভাবে প্রতিপালিত হইয়া কাহাকেও ভয় করেন না এবং শ্রেষ্ঠ দেবগণের যোগ্য ও বলপূর্ব্বক অধিকৃত সুধর্ম্মানাম্নী সভায় চরণদ্বারা অধিক্রমণ করেন, সেই ভগবান্ গোবিন্দ আনন্দে আছেন ত'? ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—অভ্যুদয়ং প্রভাবমনুজীবিতুং শীলং যেষাং তে। আহৃতাং স্বর্গলোকাদিত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অত্যুদয়ানুজীবিনঃ'—অভ্যুদয় অর্থ প্রভাব, অর্থাৎ যে শ্রীকৃষ্ণের বাহুদণ্ডরূপ প্রভাবের দ্বারা জীবন ধারণ করিতেই যাঁহাদের স্বভাব, সেই যাদব শ্রেষ্ঠগণ। 'আহৃতাং'—অর্থাৎ বলাৎকারে স্বর্গলোক হইতে অপহৃতা সুধর্ম্মা সভা ॥ ৩৮ ॥

কচ্চিত্তেঽনাময়ং তাত ভ্রষ্টতেজা বিভাসি মে।
অলব্ধমানোঽবজ্ঞাতঃ কিং বা তাত চিরোষিতঃ ॥৩৯॥

অন্বয়ঃ—(হে) তাত! তে অনাময়ং (আরোগ্যং) কচ্চিৎ (কুশলং কিং) (ত্বং) মে (মম সম্বন্ধে) ভ্রষ্টতেজাঃ (শোভাহীনঃ) বিভাসি (শোভসে) (হে) তাত! কিং চিরোষিতঃ (বহুকালং তত্রস্থিতঃ ত্বং) অলব্ধমানঃ (ন লব্ধো মানঃ যেন বন্ধুভ্যঃ সকাশাৎ সঃ) অবজ্ঞাতঃ বা (কিংবা তৈঃ প্রত্যুত তিরস্কৃতঃ) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—হে তাত, তোমার নিজের সমস্ত কুশল ত'? আজ তুমি আমার নিকট তেজোভ্রষ্ট বলিয়া পরিলক্ষিত হইতেছ। তুমি অনেকদিন বন্ধু-ভবনে ছিলে, তাই বলিয়া কি তাঁহারা তোমায় অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছেন বা তোমার যথোচিত সম্মান রক্ষা করেন নাই? ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—ইদানীং কিঞ্চিদপ্যবদতস্তস্যৈব কুশলং পৃচ্ছতি কচ্চিদিতি ষড়্ভিঃ। অনাময়মারোগ্যম্। বন্ধুভ্যঃ সকাশাদলব্ধাদরঃ প্রত্যুতাবজ্ঞাতঃ। চিরোষিতঃ বহুকালং তত্র স্থিতঃ ॥ ৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এতক্ষণ পর্য্যন্ত অর্জ্জুন কোন প্রত্যুত্তর না দেওয়ায় তাহারই কুশল জিজ্ঞাসা করিতেছেন—'কচ্চিৎ'—ইত্যাদি ছয়টি শ্লোকে। 'অনাময়ম্'—আরোগ্য, অর্থাৎ তোমার কোন রোগ হয় নাই ত? 'অলব্ধমানঃ'—বন্ধুজনের নিকট হইতে আদর লাভ না করিয়া অর্থাৎ অনাদৃত হইয়া, প্রত্যুত তাঁহাদের দ্বারা অবজ্ঞাত হইয়াছ কি? 'চিরোষিতঃ'—অর্থাৎ বহুকাল সেই দ্বারকায় অবস্থান করিয়াছিলে ॥৩৯॥

মধ্ব—পূর্ব্বং চিরোষিতঃ ॥ ৩৯ ॥

কচ্চিন্নাভিহতোঽভাবৈঃ শব্দাদিভিরমঙ্গলৈঃ।
ন দত্তমুক্তমর্থিভ্য আশয়া যৎ প্রতিশ্রুতম্ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—অভাবৈঃ (প্রেমশূন্যৈঃ) অমঙ্গলৈঃ শব্দাদিভিঃ (পরুষৈর্ব্বাক্যৈঃ) ন অভিহতঃ (তাড়িতঃ) কচ্চিৎ (কিং?) (যদ্বা) অর্থিভ্যঃ (যাচকেভ্যঃ কিমপি দাস্যামীতি) ন উক্তং কিং (যদ্বা) আশয়া (সহ যথা আশা ভবতি তথা দাস্যামীতি) প্রতিশ্রুতং

যৎ (যাচকেভ্যঃ যৎ প্রতিজ্ঞাতং) (তৎ ন) দত্তং (অর্পিতং কিম্) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—কেহ কি তোমায় প্রেমশূন্য পরুষ-বাক্যে তাড়না করিয়াছে? কোন যাচক তোমার নিকট কিছু প্রার্থনা করিলে তাহাকে তুমি অভাব বশতঃ কিছু দিব বলিতে সমর্থ হও নাই কি? অথবা, কোন যাচকের নিকট "তোমার আশা পূরণ করিব" এইরূপ প্রতিশ্রুত হইয়া তাহা দান কর নাই কি? ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ—অভাবৈঃ প্রেমশূন্যৈঃ, নাভিহতঃ ন তাড়িতোঽসি কিম্। অর্থিভ্য আশয়া প্রাপ্ত্যাশয়া বর্ত্তমানেভ্যো যদ্দাতুং প্রতিশ্রুতং তন্ন দত্তং, ন চ উক্তং কিমপি, মৌনং কৃতমিতি ভাবঃ ॥ ৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অভাবৈঃ—ভাবরহিত অর্থাৎ প্রেমশূন্য। 'নাভিহতঃ'—অর্থাৎ কাহারও দ্বারা প্রেম-শূন্য নিষ্ঠুর বাক্যে কি তুমি তাড়িত হইয়াছ? কোন প্রার্থীকে প্রাপ্তির আশায় কিছু দিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়া তাহা কি দাও নাই? অথবা যাচকের প্রার্থনায় কিছুই (হাঁ বা না) বল নাই, মৌনই ছিলে?—এই ভাব ॥ ৪০ ॥

কচ্চিত্ত্বং ব্রাহ্মণং বালং গাং বৃদ্ধং রোগিণং স্ত্রিয়ম্।
শরণোপসৃতং সত্ত্বং নাত্যাক্ষীঃ শরণপ্রদঃ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—শরণপ্রদঃ (পূর্ব্বম্ আশ্রয়দাতা ত্বং) ব্রাহ্মণং বালং গাং বৃদ্ধং রোগিণং স্ত্রিয়ং (অথবা) শরণোপসৃতং (শরণাগতং) সত্ত্বং (প্রাণিমাত্রং) ন অত্যাক্ষীঃ কচ্চিৎ (ন ত্যক্তবান্ অসি কিম্?) ॥৪১॥

অনুবাদ—যে তুমি পূর্ব্বে শরণাগত ব্যক্তিকে আশ্রয় প্রদান করিতে, আজ সেই তুমিই কি কোন শরণাগত ব্রাহ্মণ, বালক, গাভী, বৃদ্ধ, রোগী, স্ত্রী কিংবা অন্যবিধ কোন প্রাণীকে আশ্রয়দানে বঞ্চিত করিয়াছ? ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ—শরণ্যোপসৃতং শরণাগতং সত্ত্বং প্রাণিনম্ ॥ ৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ — 'শরণোপসৃতং' — শরণাগতকে। সত্ত্বং—কোন প্রাণিকে অর্থাৎ শরণাগত কাহাকেও কি রক্ষা করিতে না পারিয়া পরিত্যাগ করিয়াছ? ॥ ৪১ ॥

কচ্চিত্ত্বং নাগমোহগম্যাং গম্যাং বাসৎকৃতাং স্ত্রিয়ম্।
পরাজিতো বাথ ভবান্ নোত্তমৈর্নাসমৈঃ পথি ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ—ত্বং অগম্যাং (নিন্দিতাম্) অসৎকৃতাং মলিনবস্ত্রাদিকাং) গম্যাং বা স্ত্রিয়ং ন অগমঃ, কচ্চিৎ (ন কিং গতবান্) অথ (অথবা) ভবান্ পথি নোত্তমৈঃ (অনুত্তমৈঃ সমৈঃ) অসমৈঃ (অধর্ম্মৈঃ) বা ন পরাজিতঃ (ন পরাভূতঃ অসি কিম্) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—তুমি কি কোন অগম্য স্ত্রীতে গমন করিয়াছ? কিংবা, কোন গম্য স্ত্রীর মলিন বস্ত্রাদি দেখিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছ? অথবা পথি-মধ্যে তোমার সমকক্ষ বা তোমা অপেক্ষা অধম ব্যক্তিকর্তৃক পরাজিত হইয়াছ? ॥ ৪২ ॥

বিশ্বনাথ—অগম্যামিতি চ্ছেদঃ। অসৎকৃতাং মলিনবস্ত্রাদিকাম্। অসমৈর্বলেনাতুল্যৈর্ন্যূনৈরিত্যর্থঃ। তত্রাপি নোত্তমৈর্জাত্যাপি ন শ্রেষ্ঠৈর্নীচজাতিভিরিত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অগম্যামিতি' চ্ছেদঃ—অর্থাৎ কোন অগম্যা স্ত্রীতে গমন কর নাই ত?—এখানে বাক্যের ছেদ। অপর জিজ্ঞাসা করিতেছেন—অথবা 'অসৎকৃতাং'—অর্থাৎ মলিন বস্ত্রাদি পরিহিতা কোন গম্যা স্ত্রীকে পরিত্যাগ কর নাই ত? কিম্বা 'অসমৈঃ' —অর্থাৎ বলে তোমার সমকক্ষ নহে, তোমা অপেক্ষা ন্যূন, এই অর্থ। তন্মধ্যে আবার 'নোত্তমৈঃ'—জাতিগতও শ্রেষ্ঠ নহে, নীচ জাতীয় কাহার সহিত (পরাজিত হইয়াছ কি)—এই অর্থ ॥ ৪২ ॥

অপিস্বিৎ পর্য্যভুঙ্‌ক্থাস্ত্বং সম্ভোজ্যান্ বৃদ্ধ-বালকান্।
জুগুপ্সিতং কর্ম্ম কিঞ্চিৎ কৃতবান্ন যদক্ষমম্ ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ঃ—ত্বং সম্ভোজ্যান্ (একত্র সম্ভোজনার্হান্) বৃদ্ধবালকান্ (বৃদ্ধান্ বালকাংশ্চ) পর্য্যভুঙ্‌ক্থাঃ অপিস্বিৎ (ত্যক্ত্বা ভুক্তবানসি কিং?) অক্ষমং (কর্ত্তুমযোগ্যং) কিঞ্চিৎ (কিমপি) জুগুপ্সিতং

(নিন্দিতং) কর্ম্ম ন (বা) কৃতবান্ (অসি কিম্) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—তুমি একত্র ভোজন করাইবার প্রকৃত-পাত্র কোনও বৃদ্ধ বা বালককে পরিত্যাগ করিয়া কি স্বয়ং ভোজন করিয়াছ? অথবা, কোন অকর্ত্তব্য গর্হিত কর্ম্ম করিয়াছ? ॥ ৪৩ ॥

বিশ্বনাথ—পরিবর্জ্জনে, বৃদ্ধাদীন্ বর্জ্জয়িত্বা ভুক্তবানসি, অক্ষমমনুচিতম্ ॥ ৪৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পর্য্যভুঙ্ক্থাঃ'—'পরি' শব্দ বর্জ্জন অর্থে, অর্থাৎ বৃদ্ধাদিকে পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বেই নিজে ভক্ষণ কর নাই ত? 'অক্ষমং'—অনুচিত, অর্থাৎ কোন অনুচিত নিন্দিত কর্ম্ম কর নাই ত? ॥ ৪৩ ॥

কচ্চিৎ প্রেষ্ঠতমেনাথ হৃদয়েনাত্মবন্ধুনা।
শূন্যোঽস্মি রহিতো নিত্যং মন্যসে তেঽন্যথা ন রুক্॥৪৪॥

ইতিশ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে
পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
প্রথমস্কন্ধে যুধিষ্ঠিরবিতর্কো নাম
চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—অথ (অথবা) নিত্যং (সদা) প্রেষ্ঠতমেনহৃদয়েন (অত্যন্তমন্তরঙ্গেন) আত্মবন্ধুনা (শ্রীকৃষ্ণেন) রহিতঃ (বিরহিতঃ সন্) শূন্যঃ অস্মি (ইতি আত্মানং) মন্যসে কচ্চিৎ (কিং) অন্যথা তে রুক্ ন (মনঃপীড়া ন ঘটেত) ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে চতুর্দ্দশোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ সমাপ্তঃ।

অনুবাদ—অথবা তুমি কি তোমার অতি প্রিয়তম আত্মবন্ধু শ্রীকৃষ্ণের বিরহে আপনাকে শূন্য বলিয়া বোধ করিয়াছ? অন্যথা তোমার এরূপ অশান্তি ত' হইতেই পারে না ॥ ৪৪ ॥

ইতি প্রথমস্কন্ধের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ, এতা আশঙ্কাস্ত্বয়ি ন সম্ভবন্তি সম্ভবতি চেৎ ইদমিতি নারদোক্তিং স্মরন্নাহ কচ্চিদিতি। নিত্যং সদা প্রেষ্ঠতমেনাত্মনো বন্ধুনা কৃষ্ণেন রহিতোঽহং হৃদয়েন চেতসা শূন্যো মূর্চ্ছিতোঽস্মীতি মন্যসে, আত্মানমিতিশেষঃ। সত্যং সত্যমেতদেব কারণং সত্যমিতি ভাবঃ। অন্যথা তে রুক্ মনঃপীড়া ন ঘটতে ॥ ৪৪ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
চতুর্দ্দশশ্চ প্রথমে সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥ ১৪ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিঠক্কুরকৃতা শ্রীভাগবত-প্রথমস্কন্ধ-চতুর্দ্দাশাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—আর, এই সমস্ত আশঙ্কা তোমাতে সম্ভব নয়, যাহা সম্ভব, তাহা ইহা—এই ভাবিয়া দেবর্ষি নারদের উক্তি স্মরণপূর্ব্বক বলিতেছেন—'কচ্চিদিতি'। তোমার অত্যন্ত প্রিয়তম ও একান্ত অন্তরঙ্গ আত্মবন্ধু শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক বিরহিত হইয়া, 'আমি চিত্তে শূন্য ও মূর্চ্ছিত হইয়াছি'—এইরূপ নিজেকে মনে কর নাই ত? সত্য, সত্যই ইহাই কারণ, ইহাই সত্য—এই ভাব। অন্যথা তোমার মনঃপীড়া ঘটিবার কোন সম্ভাবনাই দেখিতেছি না ॥ ৪৪ ॥

ইতি ভক্তমানসের আনন্দদায়িনী 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার সজ্জন-সম্মত প্রথম স্কন্ধের চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত 'সারার্থ-দর্শিনী'—টীকার প্রথম স্কন্ধের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১।১৪ ॥

শ্রীমধ্ব—

ইতি শ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎপাদাচার্য্যবিরচিতে শ্রীভাগবত-তাৎপর্য্যে প্রথমস্কন্ধে চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

তথ্য—

ইতি প্রথমস্কন্ধের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের তথ্য সমাপ্ত।

বিবৃতি—

ইতি প্রথমস্কন্ধের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীভাগবত-প্রথমস্কন্ধের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ

সূত উবাচ—

এবং কৃষ্ণসখঃ কৃষ্ণো ভ্রাত্রা রাজ্ঞা বিকল্পিতঃ।
নানাশঙ্কাস্পদং রূপং কৃষ্ণবিশ্লেষকর্শিতঃ ॥ ১ ॥
শোকেন শুষ্যদ্বদন-হৃৎসরোজো হতপ্রভঃ।
বিভুং তমেবানুধ্যায়ন্নাশক্নোৎ প্রতিভাষিতুম্ ॥ ২ ॥

শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য

পঞ্চদশ অধ্যায়ের কথাসার

পঞ্চদশ অধ্যায়ে পৃথিবীতে কলির প্রবেশ জানিতে পারিয়া পৌত্র পরীক্ষিতের হস্তে রাজ্যভার অর্পণপূর্ব্বক রাজা যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ বর্ণিত হইয়াছে।

দ্বারকাপুরী হইতে সমাগত অর্জ্জুনকে মহারাজ যুধিষ্ঠির বহুবিধ আশঙ্কাযুক্ত প্রশ্ন করিলে অর্জ্জুন প্রথমে মৌন থাকিয়া পরে শ্রীকৃষ্ণের বিরহসূচক বহু বিলাপবাক্য যুধিষ্ঠির-সকাশে বলিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণের সখ্যভাব ও সারথ্যকার্য্য, শ্রীকৃষ্ণের সাহায্যে দ্রৌপদীলাভ, ময়দানবের সভাপ্রাপ্তি, রাজসূয়-যজ্ঞে নৃপতিগণকর্ত্তৃক অধীনতা-স্বীকার, জরাসন্ধবধ, দুঃশাসন প্রভৃতি ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে প্রতিশোধ-প্রদান প্রভৃতি এবং শ্রীকৃষ্ণের উদারতা, উভয়ের একসঙ্গে শয়ন, ভোজন, উপবেশন, আত্মশ্লাঘা প্রভৃতি স্মরণ করিয়া অর্জ্জুন বহু বিলাপ করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণবিরহে মহাধনুর্ধর অর্জ্জুনের বিকলতা প্রভৃতি বিষয়ও অর্জ্জুন মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট বলিলেন। আরও বলিলেন যে, যাদবগণ ব্রাহ্মণের শাপে পরস্পরে কলহ ও এরকামুষ্টিপ্রহার করিয়া নিজ নিজ নিধন সাধন করিয়াছে। কেবলমাত্র চারিপাঁচজন অবশিষ্ট আছে। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণধ্যানদ্বারা অর্জ্জুনের হৃদয় প্রশান্ত হইল—প্রশান্তচিত্তে অর্জ্জুনের হৃদয়ে আবার গীতোক্ত জ্ঞানের উদয় হইল। জ্ঞানোদয়ে অর্জ্জুন শোকবিরহিত হইলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির তখন মহাপ্রস্থানের জন্য স্থিরসঙ্কল্প হইলেন। কুন্তী ও অর্জ্জুনও সংসার হইতে উপরত হইলেন। নট যেমন ছেদদাহ-মূর্চ্ছাদি দ্বারা নিজের দেহত্যাগ সকলকে প্রদর্শন করে এবং সকলকে বিশ্বাস করাইয়া থাকে অথচ সে নিজের দেহ প্রকৃতপক্ষে ত্যাগ করে না বা তাঁহার মৃত্যু হয় না, তদ্রূপ ভগবান্‌ও মৎস্যাদি শরীর পরিগ্রহ করেন এবং তাহা আবার লোকলোচনের নিকট হইতে অন্তর্হিত করেন। নটের স্বশরীর ধারণ যে প্রকার সত্য কিন্তু তাহার ত্যাগ মিথ্যা, তদ্রূপ ভগবানেরও মৎস্যাদিরূপ স্বীয় শরীর ধারণই সত্য কিন্তু তাহার ত্যাগ মিথ্যা অর্থাৎ ভগবানের দেহ নিত্য, তিনি কেবল প্রকটাপ্রকট লীলামাত্র প্রদর্শন করেন। শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানে কলির প্রবেশ দেখিতে পাইয়া যুধিষ্ঠির সংসার-বন্ধন ছেদনপূর্ব্বক হৃদয়ে পরব্রহ্মকে ধ্যান করতঃ উত্তরদিকে গমন করিলেন। অর্জ্জুনাদি ভ্রাতৃগণ, বিদুর এবং দ্রৌপদীও শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইলেন।

অন্বয়ঃ—সূত উবাচ। কৃষ্ণবিশ্লেষকর্শিতঃ (কৃষ্ণস্য বিশ্লেষেণ বিরহেণ হেতুনা কর্শিতঃ কৃশতাং গতঃ) নানাশঙ্কাস্পদং (নানাবিধানাং শঙ্কানাং ভয়-হেতুনাম্ আস্পদং ভাজনং বিবিধাশঙ্কাব্যঞ্জকমিতি যাবৎ) রূপং (মূর্ত্তিং দধান ইতি শেষঃ) শোকেন (কৃষ্ণবিয়োগেন হেতুনা) শুষ্যদ্বদনহৃৎসরোজঃ (বদ-নঞ্চ হৃচ্চ তে এব সরোজে শুষ্যন্তী বদনহৃৎসরোজে যস্য স তথোক্তঃ) হতপ্রভঃ (হতা বিনষ্টা প্রভা তেজো যস্য স নষ্টকান্তিরিত্যর্থঃ) কৃষ্ণসখঃ (কৃষ্ণঃ সখা যস্য স কৃষ্ণসুহৃৎ) কৃষ্ণঃ (অর্জ্জুনঃ) ভ্রাত্রা রাজ্ঞা (জ্যেষ্ঠেন মহারাজেন যুধিষ্ঠিরেণ ইতি যাবৎ) এবং (কথিতেন প্রকারেণ) বিকল্পিতঃ (পৃষ্টঃ সন্) তমেব বিভুং (ভগবন্তং শ্রীকৃষ্ণম্) অনুধ্যায়ন্ (চিন্তয়ন্) প্রতিভাষিতুং (উত্তরং প্রদাতুং) ন অশক্নোৎ (অসমর্থো বভূব) ॥ ১-২ ॥

অনুবাদ—সূত কহিলেন, শ্রীকৃষ্ণবিরহকাতর কৃষ্ণসখা অর্জ্জুন সহোদর রাজা যুধিষ্ঠিরকর্ত্তৃক নানা প্রকার আশঙ্কাযুক্তভাবে জিজ্ঞাসিত হইলেন, কিন্তু শোকে হৃদয় ও মুখপদ্ম প্রভাহীন হওয়ায় এবং পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করিয়া প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে সমর্থ হইলেন না ॥ ১-২ ॥

বিশ্বনাথ—শ্রুত্বা নৃপঃ পঞ্চদশে বিলাপং
ধনঞ্জয়স্যাথ কলেঃ প্রবেশম্।

আলক্ষ্য রাজ্যেঽবভিষিচ্য পৌত্রং
বিরজ্য ভীমাদিযুতঃ প্রতস্থে ॥

কৃষ্ণোঽর্জ্জুনঃ, বিকল্পিতঃ এবম্ভূতো বা ত্বমেবং ভূতো ইতি বিকল্পবিষয়ীকৃতঃ। তত্র হেতুঃ, নানা-শঙ্কাস্পদং রূপং দধান ইতি শেষঃ। কর্শিতঃ কৃশঃ কৃতঃ ॥ ১-২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই পঞ্চদশ অধ্যায়ে মহারাজ যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনের বিলাপ শ্রবণ করতঃ, পরে কলির প্রবেশ লক্ষ্য করিয়া পৌত্র পরীক্ষিৎকে রাজ্যে অভি-ষিক্ত করিলেন এবং পশ্চাৎ নির্ব্বিণ্ণ হইয়া ভীমাদি ভ্রাতৃগণের সহিত মহাপ্রস্থানে গমন করিলেন—ইহা বর্ণিত হইয়াছে ॥

'কৃষ্ণঃ'—অর্জ্জুন। 'বিকল্পিতঃ'—এই প্রকার, অথবা তুমি এইরূপ—ইত্যাদি বিকল্পের বিষয়ীভূত কৃত, তাহার কারণ, নানাবিধ আশঙ্কা-ব্যঞ্জক রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, (অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত ঐ সকল প্রশ্নের দ্বারা যুধিষ্ঠিরের হৃদয়ে নানা আশঙ্কা অনুমান করিয়া অর্জ্জুন) শ্রীকৃষ্ণের বিশ্লেষে কৃশতা ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ১-২ ॥

———

কৃচ্ছ্রেণ সংস্তভ্য শুচঃ পাণিনামৃজ্য নেত্রয়োঃ।
পরোক্ষেণ সমুন্নদ্ধপ্রণয়ৌৎকণ্ঠ্যকাতরঃ ॥ ৩ ॥
সখ্যং মৈত্রীং সৌহৃদঞ্চ সারথ্যাদিষু সংস্মরন্।
নৃপমগ্রজমিত্যাহ বাষ্পগদগদয়া গিরা ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—নেত্রয়োঃ (চক্ষুষোঃ) শুচঃ (উদগচ্ছন্তি শোকাশ্রূণি) কৃচ্ছ্রেণ (কষ্টেন) সংস্তভ্য (নিরুধ্য) পাণিনা (করেণ গলিতানীতিশেষঃ) আমৃজ্য সম্মার্জ্জ্য গণ্ডস্থল্যা ইতি যাবৎ) পরোক্ষেণ (দর্শনাগোচরেণ শ্রীকৃষ্ণেন হেতুনা) সমুন্নদ্ধপ্রণয়ৌৎকণ্ঠ্যকাতরঃ (সমুন্নদ্ধমধিকং যৎ প্রেমৌৎকণ্ঠ্যং তেন কাতরঃ ব্যাকুলঃ সন্) সারথ্যাদিষু (সারথ্যসদ্যুক্তিপ্রদা-তৃত্বাদিকর্ম্মসু) সখ্যং (হিতৈষিতাং) মৈত্রীম্ (উপ-কারিতাং) সৌহৃদং (সুহৃত্ত্বং সম্বন্ধিতাং) সংস্মরন্ (সম্যগ্ধ্যায়ন্) বাষ্পগদ্গদয়া (কণ্ঠাবরোধাদ-স্পষ্টোচ্চারিতয়া) গিরা (বাচা) অগ্রজং (জ্যেষ্ঠং ধর্ম্মরাজং) ইতি (বক্ষ্যমাণপ্রকারম্) আহ (উবাচ) ॥ ৩-৪ ॥

অনুবাদ—অনন্তর তিনি বিগলিত শোক-বারি নয়নেই অতিকষ্টে নিরুদ্ধ করিলেন, অশ্রুধার হস্ত-দ্বারা মাজ্জিত করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের অদর্শন-নিমিত্ত তাঁহার উৎকণ্ঠা অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। তখন সারথ্যাদি-কার্য্যে শ্রীকৃষ্ণের সখ্যভাব, মিত্রতা এবং বন্ধুতা স্মরণ করিয়া অর্জ্জুন (কে যেন ভিতর হইতে তাঁহার কণ্ঠ অবরোধ করিল) বাষ্পগদ্গদস্বরে অগ্রজ যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ বলিতে লাগিলেন ॥ ৩-৪ ॥

বিশ্বনাথ—শুচঃ শোকাশ্রূণি, যান্যুদ্গচ্ছন্তি তানি নেত্রয়োরেব সংস্তভ্য, গলিতানি চ পাণিনা আমৃজ্য। পরোক্ষেণ পরোক্ষীভূতেন কৃষ্ণেন হেতুনেত্যর্থঃ।

প্রেম্না পরস্পরহিতৈষিত্বং সখ্যং, মৈত্রীং দাস্য-মিশ্রং সখ্যং, সৌহৃদং বাৎসল্যমিশ্রং সখ্যম্ ॥৩-৪॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'শুচঃ'—শোকাশ্রু, যাহা উদ্গত হইয়াছিল, অতিকষ্টে নয়নের মধ্যে সংবরণ করিয়া, বিগলিত অশ্রু হস্তের দ্বারা মার্জ্জনা করিলেন। 'পরোক্ষেণ'—শ্রীকৃষ্ণের অদর্শন-জন্য (তাঁহার যে অত্যন্ত প্রেমোৎকণ্ঠা, তন্নিবন্ধন তিনি অতিশয় কাতর হইয়াছিলেন)—এই অর্থ। সখ্য—প্রেমের দ্বারা পরস্পরের হিত-কামনা, মৈত্রী—দাস্যমিশ্র সখ্য, সৌহৃদ্—বাৎসল্যমিশ্র সখ্য ॥ ৩-৪ ॥

———

অর্জ্জুন উবাচ—

বঞ্চিতোঽহং মহারাজ হরিণা বন্ধুরূপিণা।
যেন মেঽপহৃতং তেজো দেববিস্মাপনং মহৎ ॥৫॥

অন্বয়ঃ—অর্জ্জুন উবাচ—হে মহারাজ, অহং বন্ধুরূপিণা (বন্ধুতাং স্বীকুর্ব্বতা) হরিণা (শ্রীকৃষ্ণেন) বঞ্চিতঃ (ত্যাগেন প্রতারিতঃ অত্যাগসহনত্বমত্রসূচ্যতে) যেন (মাং বঞ্চয়তা হরিণা) দেববিস্মাপনং (দেবান্ বিস্মাপয়তি যৎ তেষামাশ্চর্য্যকরং) মে (মম) মহৎ (বিপুলং) তেজঃ (বীর্য্যম্) অপহৃতং (পুনর্গৃহীতং, তস্য ত্যাগেন হীনবীর্য্যোঽহং সঞ্জাতঃ) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—অর্জ্জুন কহিলেন—মহারাজ! আজ বন্ধুরূপী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আমায় বঞ্চনা করিয়াছেন, আমার যে তেজে দেবগণও বিস্মিত হইতেন, হরি আমার সেই তেজ অপহরণ করিয়াছেন ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—বঞ্চিতস্ত্যক্তঃ। যেন মাং ত্যক্তবতা মম তেজোঽপহৃতং, তেন তদ্দত্তমেব তেজ ইতি ভাবঃ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বঞ্চিতঃ'—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক আমি ত্যক্ত হইয়াছি। আমাকে ত্যাগ করিয়া আমার তেজও অপহরণ করিয়াছেন, আমার যতকিছু তেজ (শৌর্য্য-বীর্য্যাদি) ছিল, তাহা সমস্তই সেই শ্রীকৃষ্ণেরই প্রদত্ত—এই ভাব ॥ ৫ ॥

যস্য ক্ষণবিয়োগেন লোকো হ্যপ্রিয়দর্শনঃ।
উক্থেন রহিতো হ্যেষঃ মৃতকঃ প্রোচ্যতে যথা ॥৬॥

অন্বয়ঃ—যথা উক্থেন (প্রাণেন প্রাণৈরিতিযাবৎ) রহিতঃ (বিযুক্তঃ) এষঃ (পিত্রাদিঃ অতিপ্রিয়োঽপি) মৃতকঃ (শবঃ) প্রোচ্যতে (কথ্যতে জুগুপ্স্যতে তথেতি শেষঃ) যস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য ইতঃ সপ্তমশ্লোকস্থিতেন তচ্ছব্দেন সম্বন্ধঃ) ক্ষণবিয়োগেন (ক্ষণমাত্রবিরহেণ) লোকঃ (ভুবনং) অপ্রিয়দর্শনঃ (কদাকারো ভবতি, তেনাহমুষিত ইতি ত্রয়োদশাঙ্কিতেন ইতঃ সপ্তশ্লোকেনান্বয়ঃ) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—যেরূপ অতিপ্রিয় পিতামাতা প্রভৃতিও দেহ হইতে বিগত হইলে সেই দেহই আবার অতিশয় অপ্রিয় হইয়া উঠে—তখন সেই দেহকে লোকে মৃতদেহ বলিয়া ঘৃণা করে, তদ্রূপ যাঁহার ক্ষণকালমাত্র বিরহে এই সমগ্র ভুবন অপ্রিয় বোধ হইতেছে ॥৬॥

বিশ্বনাথ—যস্য ক্ষণবিয়োগেনেত্যাদিযচ্ছব্দানাং তেনাহমদ্য মুষিত ইতি সপ্তমশ্লোকস্থেন তচ্ছব্দেনান্বয়ঃ। প্রিয়স্যাপ্যপ্রিয়ত্বে দৃষ্টান্তঃ, উক্থেন প্রাণেন, এষ পিত্রাদিঃ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যস্য ক্ষণবিয়োগেন'—অর্থাৎ যাঁহার ক্ষণকাল বিয়োগ হইলে এই লোকসকল অপ্রিয়দর্শন হয়। এই শ্লোকের 'যস্য'—যাঁহার, এই পদের সহিত 'তেনাহমদ্য মুষিতঃ'—এই সপ্তম শ্লোকস্থিত তৎ-শব্দের অন্বয় হইবে। প্রিয় বস্তুরও অপ্রিয়ত্বে দৃষ্টান্ত—'উক্থেন', অর্থাৎ যেমন প্রাণ হইতে বিযুক্ত হইলে প্রিয়তম পিত্রাদিও (মৃত বলিয়া) অপ্রিয় হয় ॥ ৬ ॥

যৎসংশ্রয়াদ্দ্রুপদগেহমুপাগতানাং
রাজ্ঞাং স্বয়ম্বরমুখে স্মরদুর্ম্মদানাম্।
তেজো হৃতং খলু ময়া নিহতশ্চ মৎস্যঃ
সজ্জীকৃতেন ধনুষাঽধিগতা চ কৃষ্ণা ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—যৎসংশ্রয়াৎ (যস্য শ্রীকৃষ্ণস্য সংশ্রয়াৎ বলাদ্ধেতোঃ) স্বয়ম্বরমুখে (স্বয়ম্বরস্য মুখে আরম্ভে তস্মাৎ প্রাগেবেত্যর্থঃ) দ্রুপদগেহং (দ্রুপদরাজস্য গেহং ভবনম্) উপাগতানাং (উপস্থিতানাং) স্মরদুর্ম্মদানাং (স্মরেণ কামেন দুর্ম্মদানামতিমত্তানাং) রাজ্ঞাং (নৃপতীনাং) তেজঃ (প্রভাবঃ) ময়া খলু হৃতং (আদৌ ধনুর্গ্রহণেনৈব ধ্বস্তং পশ্চাৎ তেন) সজ্জীকৃতেন (আরোপিতজ্যেন) ধনুষা (কার্ম্মুকেণ) মৎস্যঃ (যন্ত্রোপরি ভ্রমন্ মীনঃ) চ নিহতঃ (বিদ্ধঃ ততস্তান্ বিজিতা) কৃষ্ণা (দ্রৌপদী) চ অধিগতা (প্রাপ্তা) ॥৭॥

অনুবাদ—আমি যাঁহার বলে বলী হইয়া, দ্রুপদরাজভবনে স্বয়ম্বর-সভায় সমাগত কামোন্মত্ত নৃপতিবৃন্দের প্রভাব ধনুর্গ্রহণমাত্রেই হরণ করিয়াছিলাম এবং পরে সেই ধনুতে জ্যা আরোপণ করিয়া চঞ্চল মৎস্য বিদ্ধ করিয়াছিলাম ও দ্রৌপদীকে লাভ করিয়াছিলাম ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—কৃষ্ণা দ্রৌপদী। অধিগতা প্রাপ্তা ॥৭॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কৃষ্ণা—দ্রৌপদী। অধিগতা—প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ৭ ॥

যৎসন্নিধাবহমু খাণ্ডবমগ্নয়েঽদা-
মিন্দ্রঞ্চ সামরগণং তরসা বিজিত্য।
লব্ধা সভা ময়কৃতাদ্ভুতশিল্পমায়া
দিগ্ভ্যো হরন্নৃপতয়ো বলিমধ্বরে তে ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—উ (ইতি বিস্ময়ে, অহো!) অহং যৎসন্নিধৌ (যস্য শ্রীকৃষ্ণস্য সন্নিধৌ নৈকট্যে সহায়ত্বেন নিকটাবস্থানাদিত্যর্থঃ) সামরগণং (অমরগণসহিতং দেবৈঃ সহ বর্ত্তমানং) ইন্দ্রঞ্চ তরসা (বলেন) বিজিত্য (পরাজিত্য) খাণ্ডবং (ইন্দ্রস্য বনং) অগ্নয়ে অদাম্ (দত্তবানস্মি লুঙিপ্রয়োগঃ)। ময়কৃতা (খাণ্ডবদাহে রক্ষিতেন ময়দানবেন নির্ম্মিতা) অদ্ভুতশিল্পমায়া (অদ্ভুতশিল্পরূপা স্থলে জলপ্রত্যয়োৎপাদিকা জলে স্থলবুদ্ধিকারিণী মায়া বিবর্ত্তঃ যস্যাং সভায়াং সা)

সভা লব্ধা (প্রাপ্তা) নৃপতয়ঃ (রাজানঃ) তে (তব) অধ্বরে (রাজসূয়যজ্ঞে) দিগ্ভ্যঃ) বলিম্ (উপহারং) অহরন্ (অদদুঃ) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—এবং যিনি নিকটে ছিলেন বলিয়াই আমি নিজবলে দেবগণের সহিত দেবরাজকে সমরে পরাজিত করিয়া ইন্দ্রের খাণ্ডব-বন অগ্নিকে ভোজনার্থে প্রদান করিয়াছিলাম এবং সেই খাণ্ডব বনের দহনেই ময়দানবের প্রাণ রক্ষা হইয়াছিল বলিয়া সে আমাদিগকে অদ্ভুত-শিল্পপূর্ণা মায়াময়ী সভা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিল, যাঁহার কৃপায় নরপতিসমূহ চতুর্দ্দিক হইতে সমাগত হইয়া আপনার রাজসূয়যজ্ঞে কর প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—উ-ইতি বিস্ময়ে খাণ্ডবমিন্দ্রস্য বনং, খাণ্ডবদাহে রক্ষিতেন ময়েন কৃত্বা সভা লব্ধা। অদ্ভুতে শিল্পমায়ে যস্যাং সা, অধ্বরে রাজসূয়ে ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'উ'-শব্দ বিস্ময়ে। খাণ্ডব—ইন্দ্রের বন। খাণ্ডব বন দহনকালে ময় দানবকে রক্ষা করায়, তাহার দ্বারা সভা নির্ম্মিতা হইয়াছিল। 'অদ্ভুত-শিল্পমায়া'—সেই সভাতে অদ্ভুত শিল্পনৈপুণ্য এবং স্থলে জলবুদ্ধি ও জলে স্থলবুদ্ধি-রূপিণী ভ্রমোৎপাদিকা মায়া বিদ্যমান ছিল। অধ্বরে—অর্থাৎ রাজসূয় যজ্ঞে ॥ ৮ ॥

যত্তেজসা নৃপশিরোঽঙ্ঘ্রিমহন্মখার্থ-
মার্য্যোঽনুজস্তব গজাযুতসত্ত্ববীর্য্যঃ।
তেনাহৃতাঃ প্রমথনাথমখায় ভূপা
যন্মোচিতাস্তদনয়ন্ বলিমধ্বরে তে ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—যত্তেজসা (যস্য শ্রীকৃষ্ণস্য তেজসা বীর্য্যেণ) গজাযুতসত্ত্ববীর্য্যঃ (অযুতস্য গজানাং সত্ত্বমুৎসাহশক্তিঃ বীর্য্যং বলঞ্চ যস্য সঃ) তব অনুজঃ (কনীয়ান্ ভ্রাতা) আর্য্যঃ (মম জ্যায়ান্ ভীমসেনঃ; আর্য্যানুজ ইতি পাঠে হে আর্য্য পূজ্যদেবেত্যাদি জ্ঞাতব্যং)। মখার্থম্ (রাজসূয়যজ্ঞনিমিত্তম্) নৃপশিরোঽঙ্ঘ্রিং (নৃপশিরঃসু রাজ্ঞাং মস্তকেষু অঙ্ঘ্রিঃ চরণং যস্য স তং জরাসন্ধং তন্নির্জ্জয়ং বিনা রাজসূয়মখানুপপত্তেরিতিস্বামিচরণাঃ) অহন্ (হতবান্)। তেন (জরাসন্ধেন) প্রমথনাথমখায় (মহাভৈরবস্য যজ্ঞার্থং যে) ভূপাঃ (রাজানঃ) আহৃতাঃ (আনীতা রুদ্ধাশ্চতে) যদ্ (যস্মাৎ) মোচিতাঃ (কারামুক্তাঃ কৃতাঃ) তৎ (তস্মাৎ) তে (তব) অধ্বরে (যজ্ঞে) বলিং (উপহারং) অনয়ন্ (আনীতবন্তঃ) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—যাঁহার তেজদ্বারা, অযুত-হস্তিতুল্য বলবান্ এবং উৎসাহ ও বীর্য্যসম্পন্ন আপনার অনুজ আর্য্যভীমসেন, রাজসূয়যজ্ঞের জন্য, সেই নৃপগণ-বন্দিত-চরণ জরাসন্ধকে বিনাশ করিয়াছিলেন এবং সেই জরাসন্ধকর্ত্তৃক মহাভৈরবের যজ্ঞের নিমিত্ত নানাদিক্ হইতে আহৃত ও কারাবরুদ্ধ ভূপতিগণকে কারামুক্ত করিয়াছিলেন বলিয়াই সেই নৃপতিগণ আপনার যজ্ঞে বহুবিধ উপঢৌকন আনয়ন করিয়াছিলেন ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—নৃপাণাং তৎসজাতীয়ানাং প্রাকৃতানাং শিরঃসু অংঘ্রির্যস্য, তং জরাসন্ধম্। তবানুজো ভীমঃ। মখার্থং তন্নির্জ্জয়ং বিনা রাজসূয়মখানুপপত্তেঃ। গজাযুতস্যেব সত্ত্বং উৎসাহশক্তিঃ বীর্য্যং বলং চ যস্য সঃ। প্রমথনাথো ভৈরবঃ, তস্য মখায় যে রাজানঃ তেনাহৃতাঃ যদ্যস্মান্মোচিতাঃ, তত্তস্মাত্তেঽধ্বরে বলিং আনীতবন্তঃ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নৃপশিরোঽঙ্ঘ্রিং'—তাঁহার সজাতীয় (সমকক্ষ) প্রাকৃত নৃপতিবর্গের মস্তকে চরণ যাঁহার, সেই জরাসন্ধকে। তোমার অনুজ অর্থাৎ ভীম। 'মখার্থং'—রাজসূয় যজ্ঞের নিমিত্ত, সেই জরাসন্ধকে জয় করিতে না পারিলে রাজসূয় যজ্ঞ সম্পন্ন হইতে পারিত না। 'গজাযুত-সত্ত্ব-বীর্য্যঃ'—অযুত হস্তির তুল্য সত্ত্ব (উৎসাহ শক্তি) এবং বীর্য্য অর্থাৎ বল যাঁহার, সেই ভীম। প্রমথনাথ মহাভৈরবের যজ্ঞের নিমিত্ত জরাসন্ধ যে সকল নৃপতিগণকে পরাজিত করিয়া কারাগারে অবরুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহার বধের পর তাঁহারা কারামুক্ত হন, সেইজন্য সেইসকল রাজন্যবর্গ তোমার রাজসূয় যজ্ঞে বহুবিধ উপহার আনয়ন করিয়াছিলেন ॥ ৯ ॥

পত্ন্যাস্তবাধিমখক৯প্তমহাভিষেক
শ্লাঘিষ্ঠচারুকবরং কিতবৈঃ সভায়াম্।
স্পৃষ্টং বিকীর্য্য পদয়োঃ পতিতাশ্রুমুখ্যা
যস্তৎস্ত্রিয়োঽকৃত হতেশবিমুক্তকেশাঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—সভায়াং (দ্যুতসভায়াং) কিতবৈঃ (কপটাচারৈ দুঃশাসনাদিভিঃ) স্পৃষ্টম্ (উন্মুচ্য আকৃষ্টং) অধিমখক৯প্তমহাভিষেকশ্লাঘিষ্ঠচারুকবরং (মখমধিকৃত্য অধিমখং রাজসূয়ে যজ্ঞে ক৯প্তঃ সম্পন্নঃ রচিতঃ তেন মহাভিষেকেণ স্নানবিশেষেণ শ্লাঘিষ্ঠং শ্লাঘ্যতমং প্রশস্তং চারু মনোহরং কবরং ধম্মিল্লং) বিকীর্য্য (উন্মুচ্য) পদয়োঃ (স্মরণাৎ তদানীমেব প্রাপ্তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য নমনে চরণয়োঃ) পতিতাশ্রুমুখ্যাঃ (পতিতানি গলিতানি অশ্রূণি মুখাদ্ যস্যাঃ সা তস্যা যদ্বা পতিতা চাসৌ অশ্রুমুখী চেতি তস্যাঃ) তব পত্ন্যাঃ (নার্য্যাঃ সম্বন্ধে) যঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) তৎস্ত্রিয়ঃ (তেষাং দুঃশাসনাদীনাং স্ত্রিয়ঃ স্ত্রীঃ) হৃতেশবিমুক্তকেশাঃ (হৃতেশাঃ বিধবাঃ অতএব বৈধব্যাদ্ বিমুক্তকেশাঃ বিমুক্তাঃ আলুলায়িতাঃ কেশাঃ যাসাং তাশ্চ) অকৃত (চকার লুঙিপ্রয়োগঃ) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—রাজসূয়-যজ্ঞাবসানে মহাভিষেকের সময় আপনার পত্নী-দ্রৌপদীর যে কবরী-বন্ধন অতি প্রশংসনীয় ও সুচারুরূপে সম্পাদিত হইয়াছিল, কপটাচারী দুঃশাসনাদি সভামধ্যে সেই সুন্দর বেণী-বন্ধন উন্মুক্ত করিয়া আকর্ষণ করিয়াছিল। বনবাস-কালে বিমুক্তবেণী দ্রৌপদী তথায় সমাগত শ্রীকৃষ্ণের চরণদ্বয় নেত্রজলে সিক্ত করিয়াছিলেন ও সেই চরণ-প্রান্তে পতিতা হইয়াছিলেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ করুণা-বশতঃ কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে আমাদিগের দ্বারা সেই দুষ্ট দুঃশাসনাদির স্ত্রীদিগকে বিধবা সুতরাং আলুলায়িত-কেশ করিয়াছিলেন ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—যৈঃ কিতবৈর্দুঃশাসনাদিভিঃ তব পত্ন্যাঃ অধিমখং রাজসূয়ে কৃতমহাভিষেকেণ প্রশস্তং কবরং বিকীর্য্য উন্মুচ্য স্পৃষ্টং আকৃষ্টং। তেষাং স্ত্রিয়ো হৃতেশা অতএব বৈধব্যাদ্বিমুক্তকেশাশ্চ অকৃত, যস্তবানুজ ইতি পূর্ব্বস্যৈবানুষঙ্গঃ। কীদৃশ্যাঃ, স্মরণাৎ প্রাপ্তস্য কৃষ্ণস্য নমনে পদয়োঃ পতিতানি অশ্রূণি মুখাদ্‌যস্যাঃ। পদশব্দসাপেক্ষস্যাপি পতিত-শব্দস্য অশ্রুপদেন সমাসো নিত্যসাপেক্ষত্বাৎ। পদয়োঃ পতিতা চাসৌ অশ্রুমুখী চেতি, তস্যা ইতি বা ॥১০॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যৈঃ কিতবৈঃ'—ইত্যাদি, তোমার পত্নী দ্রৌপদী তোমার রাজসূয়ে মহাভিষেক নিমিত্ত যে শ্লাঘ্যতম মনোহর কবরীবন্ধন করেন, দুঃশাসনাদি যে সকল ধূর্ত্ত ব্যক্তি, সভার মধ্যে তাঁহার সেই কবরীবন্ধন উন্মোচন করিয়া আকর্ষণ করে, সেই ধূর্ত্তগণের স্ত্রীগণকে যিনি বিধবা এবং বৈধব্যবশতঃ বিমুক্তকেশা করিয়াছিলেন। এখানে 'যস্তবানুজঃ'—যে তোমার অনুজ ভীম, এই পূর্ব্বের সহিত সম্বন্ধ। কি প্রকার তোমার পত্নীর? যাঁহার স্মরণমাত্রে শ্রীকৃষ্ণ আগমন করিলে, দ্রৌপদী অশ্রুমোচন করিতে করিতে তাঁহার চরণে প্রণাম করিয়াছিলেন। 'পদয়োঃ পতিতাশ্রুমুখ্যাঃ'—অর্থাৎ দ্রৌপদীর স্মরণমাত্রে প্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রণামকালে, তাঁহার চরণযুগলে পতিত হইয়াছে অশ্রুবারি যাঁহার মুখ হইতে, তাদৃশ দ্রৌপদীর। এখানে পদ-শব্দের সহিত সাপেক্ষা থাকিলেও পতিত শব্দের অশ্রুপদের সহিত নিত্য-সাপেক্ষত্ব-হেতু সমাস হইয়াছে। ('সাপেক্ষত্বেঽপি গমকত্বাৎ সমাসঃ'—এই নিয়ম অনুসারেই এখানে সমাস হইয়াছে।) অথবা, 'পদয়োঃ পতিতা চাসৌ অশ্রুমুখী চেতি তস্যাঃ'—এই সমাস হইয়াছে, অর্থাৎ যিনি শ্রীকৃষ্ণের চরণে পতিতা হইয়াছেন এবং যিনি অশ্রুমুখী, সেই দ্রৌপদীর—এই অর্থ ॥ ১০ ॥

মধ্ব—যৎপদয়োঃ পতিতাশ্রুপ্রধানঃ।
যৈ কবরং স্পৃষ্টং তৎস্ত্রিয়ঃ তৎপদয়োঃ। পতিতত্বাদেব। বিমুক্তকেশ্যোন্যকৃতঃ ॥ ১০ ॥

যো নো জুগোপ বনমেত্য দুরন্তকৃচ্ছ্রাদ্
দুর্ব্বাসসোঽরিরচিতাদযুতাগ্রভুগ্ যঃ।
শাকান্নশিষ্টমুপযুজ্য যতস্ত্রিলোকীং
তৃপ্তামমংস্ত সলিলে বিনিমগ্নসঙ্ঘঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ (দুর্ব্বাসাঃ) অযুতাগ্রভুক্ (শিষ্যাণামযুতস্যাগ্রে তৎপঙ্‌ক্তৌ ভুঙ্‌ক্তে যস্তস্মাদ্) দুর্ব্বাসসঃ (হেতোঃ) অরিরচিতাৎ (অরিণা শত্রুণা দুর্য্যোধনেন রচিতাৎ কৃতাৎ) দুরন্তকৃচ্ছ্রাৎ (দুরন্তাৎ অজেয়াৎ কৃচ্ছ্রাৎ বিপদঃ শাপলক্ষণাৎ সকাশাৎ) যঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) বনে (অস্মাকং বনবাসকালে) এত্য (দ্রৌপদ্যা স্মৃতমাত্রঃ আগম্য) শাকান্নশিষ্টং (পাকস্থলীলগ্নং অবশিষ্টং শাকমেবান্নম্) উপযুজ্য (ভুক্ত্বা) নঃ (অস্মান্) জুগোপ (রক্ষয়ামাস)। যতঃ (উপযোগাৎ) সলিলে (নদ্যাং) বিনিমগ্নসঙ্ঘঃ (স্নানার্থং

প্রবিষ্টঃ মুনীনাং সঙ্ঘঃ সমূহঃ) ত্রিলোকীং (ত্রিভুবনং) তৃপ্তাঃ (বিগতখেদান্) অমংস্ত (অমন্যত) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—যে দুর্ব্বাসা ঋষি অযুত শিষ্যের অগ্রে সমপঙ্ক্তিতে বসিয়া ভোজন করেন, দুর্য্যোধন ষড়যন্ত্র করিয়া সেই দুর্ব্বসাকে অতিথিরূপে বনে আমাদিগের নিকট প্রেরণ করিলে, যে শ্রীকৃষ্ণচিন্তাকাতরা দ্রৌপদীর স্মরণমাত্রেই ক্রোড়স্থিতা রুক্মিণীদেবীকে ত্যাগ করতঃ বনমধ্যে আগমন করিয়াছিলেন এবং যিনি দ্রৌপদীর সূর্য্যদত্ত পাকস্থালীর কণ্ঠলগ্ন কণামাত্র শাকান্ন ভোজন করিলে, অঘমর্ষণ-স্নানার্থ জলনিমগ্ন ঋষিগণ ত্রিলোক-স্থিত সকলকেই তৃপ্ত বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, যিনি সুলভকোপ দুর্ব্বাসার শাপরূপ ভয়ঙ্কর বিপদ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—দুর্ব্বাসসো হেতোররিণা রচিতং যদ্দুরন্তং কৃচ্ছ্রং শাপলক্ষণং, তস্মাৎ সকাশান্নোঽস্মান্ বনে এত্য জুগোপ। যঃ শিষ্যাণাং অযুতস্য অগ্রে অগ্রপঙ্‌ক্তৌ ভুঙ্‌ক্তে, শাকমেবান্নং তস্মিন্ পাত্রেঽবশিষ্টং উপযুজ্য জগ্ধ্বা, যত উপযোগাৎ সলিলে বিনিমগ্নো মুনীনাং সংঘাস্ত্রলোকীং তৃপ্তামমংস্ত। এবং হি ভারতে কথা "কদাচিদ্দুর্ব্বাসসো দুর্য্যোধনেনাতিথ্যং কৃতং, তেন চ পরিতুষ্টেন বরং বৃণীষ্বেত্যুক্তে দুর্ব্বাসসঃ শাপাৎ পাণ্ডবা নশ্যেয়ুরিতি মনসি বিধায় দুর্য্যোধনেনোক্তং যুধিষ্ঠিরোঽস্মৎকুলমুখ্যঃ অতস্তস্যাপি ভবতৈবং শিষ্যাযুতসহিতেনাতিথিনা ভবিতব্যং, কিন্তু দ্রৌপদী যথা ক্ষুধয়া ন সীদেত্তথা তস্যাং ভুক্তবত্যাং তদগৃহং গন্তব্যমিতি। ততশ্চ তথৈব দুর্ব্বাসসি প্রাপ্তে পরমাদরেণ যুধিষ্ঠিরেণ মাধ্যাহ্নিকং কৃত্বা আগম্যতামিতি বিজ্ঞাপিতো মুনিসংঘোঽঘমর্ষণায় জলে নিমমজ্জ। তত্র চিন্তাতুরয়া দ্রৌপদ্যা স্মৃতমাত্রঃ শ্রীকৃষ্ণঃ অঙ্কস্থা রুক্মিণীং হিত্বা তৎক্ষণমেব ভক্তবৎসল আগতঃ, তয়া চাবেদিতে বৃত্তান্তে ভগবতোক্তং, দ্রৌপদ্যহং বুভুক্ষিতোঽস্মি প্রথমং মাং ভোজয়, তয়া চাতিলজ্জয়োক্তং, অহো মদীয়মভাগ্যমভাগ্যং চ, যতস্ত্রৈলোক্যনাথো যজ্ঞপুরুষো মদ্গৃহমাগতো ভোজনং প্রার্থয়তীতি মনসি বিধায়োক্তং, স্বামিন্ মদ্ভোজনপর্য্যন্তমক্ষয্যমন্নং সূর্য্যদত্তস্থাল্যাং, ময়া চ সর্ব্বান্ ভোজয়িত্বা ভুক্তমতো নাস্ত্যন্নমিত্যশ্রুপাতং চকার। তথাপ্যতিনির্ব্বন্ধেন পাকস্থলীমানয্য তৎকণ্ঠলগ্নশাকান্নঃ প্রাশ্যোক্তং ভোক্তুং মুনিসংঘমাহ্বয়েতি। অথ ভীমঞ্চ প্রহিতবান্। ভীমেন গত্বোক্তং স্বামিন্ ভোজনার্থমাগম্যতাং কথং বিলম্বং ক্রিয়তে। স চ তাবতা অতিতৃপ্তঃ বৃথাপাকভয়াৎ পলায়িত ইতি ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দুর্ব্বাসসঃ'—অর্থাৎ সহজকোপন দুর্ব্বাসার দ্বারা শত্রু দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক যে দুরন্ত কৃচ্ছ্র অর্থাৎ অভিশাপ-লক্ষণ রচিত হইয়াছিল, তাঁহার হস্ত হইতে বনে আগমনপূর্ব্বক যে শ্রীকৃষ্ণ রক্ষা করিয়াছিলেন। যে দুর্ব্বাসা অযুত শিষ্যগণের অগ্র-পঙ্‌ক্তিতে একসঙ্গে ভোজন করেন অর্থাৎ তাঁহার সঙ্গে অযুত শিষ্যগণ সর্ব্বদাই বিচরণ করেন। দ্রৌপদীর পাক-পাত্রে অবশিষ্ট সামান্যতম শাক-রূপ অন্ন যে শ্রীকৃষ্ণ 'উপযুজ্য' অর্থাৎ ভক্ষণ করিয়া। সেইটুকু ভক্ষণের ফলেই সলিলে স্নানরত মুনি-সংঘ ত্রিভুবন তৃপ্ত মনে করিয়াছিলেন।

মহাভারতের ঘটনা এইরূপ—কোন একসময় রাজা দুর্য্যোধন মহামুনি দুর্ব্বাসাকে অতিথিরূপে সৎকার করেন, তাঁহার সেবায় পরিতুষ্ট হইয়া মুনি বর গ্রহণ করিতে বলেন। দুর্ব্বাসার অভিশাপে পাণ্ডবগণ বিনষ্ট হউক—এই অভিপ্রায়ে দুর্য্যোধন বলিলেন—"হে মুনে! যুধিষ্ঠির আমাদের বংশের মুখ্যপুরুষ, অতএব তাঁহার স্থানে এইরূপ অযুত শিষ্যের সহিত আপনি অতিথি হউন, কিন্তু দ্রৌপদী যাহাতে ক্ষুধায় পীড়িতা না হন, এইরূপ তাঁহার ভোজনের পর যুধিষ্ঠিরের গৃহে আপনি গমন করিবেন।" তারপর একদিন সশিষ্য দুর্ব্বাসা সেইরূপ সময়ে যুধিষ্ঠিরের গৃহে গমন করিলে, মহারাজ যুধিষ্ঠির সাদরে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন—"আপনারা মাধ্যাহ্নিক সন্ধ্যা-বন্দনাদি সমাপন করিয়া আসুন"। মুনিসংঘও মাধ্যাহ্নিক কৃত্য সমাপনের জন্য জলে নিমজ্জিত হইলেন।

এদিকে চিন্তাতুরা দ্রৌপদীর স্মরণমাত্রেই ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ, অঙ্কস্থিতা রুক্মিণীকে পরিত্যাগপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ সেই বনমধ্যে আগমন করিলেন। তারপর দ্রৌপদী সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"দ্রৌপদি! আমি অত্যন্ত বুভুক্ষিত, প্রথমে আমাকে কিছু ভোজন করাও।" সেই কথায় অত্যন্ত লজ্জিতা হইয়া দ্রৌপদী মনে মনে চিন্তা করিলেন—অহো! আমার দুর্ভাগ্য এবং ভাগ্যও বটে, যেহেতু

ত্রিভুবনের অধিপতি যজ্ঞপুরুষ আমার গৃহে আগমন করতঃ স্বয়ং ভোজন প্রার্থনা করিতেছেন! এইরূপ চিন্তা করিয়া বলিলেন—"হে প্রভো! সূর্য্যদেবের প্রদত্ত স্থালীতে আমার ভোজন পর্য্যন্ত অন্ন অক্ষয় থাকে, আমি সকলকে ভোজন করাইয়া, নিজে আহার করিয়াছি, অতএব আর কোন আহার্য্যই নাই"—এই বলিয়া দ্রৌপদী অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। তথাপি শ্রীকৃষ্ণ অতিশয় অনুরোধ করিয়া পাকস্থালী আনয়ন করাইলেন এবং সেই পাত্রের কণ্ঠলগ্ন শাকান্ন স্বয়ং ভোজন করিয়া বলিলেন—"ভোজনের নিমিত্ত মুনিগণকে আহ্বান কর।" তারপর ভীমকেই তাঁহাদের আনয়নের জন্য প্রেরণ করিলেন। ভীম সেখানে গমনপূর্ব্বক মহামুনি দুর্ব্বাসাকে বলিলেন—"প্রভো! ভোজনের জন্য আগমন করুন, কিজন্য বিলম্ব করিতেছেন?" কিন্তু মুনি দুর্ব্বাসা শ্রীকৃষ্ণের অতটুকু ভোজনেই নিজেদের পরিতৃপ্ত মনে করিয়া এবং বৃথা পাক করান হইল, এই ভয়ে শিষ্যগণের সহিত পলায়ন করিলেন। (শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—'তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টম্, প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ।'—অর্থাৎ সেই যজ্ঞেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের তুষ্টিতে নিখিল জগতের তুষ্টি, তাঁহার প্রসন্নতায় দেবাসুর, গন্ধর্ব্ব, মানবাদি সকল প্রাণিরই প্রসন্নতা।"—এই শ্রুতিবাক্য এখন প্রত্যক্ষ হইল।) ॥ ১১ ॥

তথ্য—মহাভারতে বর্ণিত আছে যে, কোন সময়ে দুর্ব্বাসা ঋষি দুর্য্যোধনের গৃহে অতিথি হইয়াছিলেন। দুর্ব্বাসা দুর্য্যোধনের আতিথ্যে পরিতুষ্ট হইয়া তাহাকে বর যাচ্ঞা করিবার জন্য অনুরোধ করিলে দুর্য্যোধন সুলভক্রোধ দুর্ব্বাসার শাপে পাণ্ডবগণের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী ভাবিয়া দুর্ব্বাসাকে বলিলেন—"হে মুনে! আপনি আমাদের কুলের মুখ্যপুরুষ যুধিষ্ঠিরের গৃহে আপনার অযুত শিষ্যের সহিত অতিথি হইবেন, কিন্তু দ্রৌপদীর ভোজনান্তে যুধিষ্ঠিরের গৃহে গমন করিবেন।" দুর্ব্বাসা দুর্য্যোধনের প্রার্থনানুসারে একদিন যুধিষ্ঠিরের ভবনে অযুতশিষ্যসহ অতিথি হইলে যুধিষ্ঠির পরম আদরের সহিত মুনিকে অভ্যর্থনা করিলেন এবং মাধ্যাহ্নিক ক্রিয়া সমাপন করিয়া আসিতে বলিলেন। মুনিসঙ্ঘও স্নানাদির জন্য জলে অবগাহন করিলেন। দ্রৌপদী চিন্তাকুলা হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। স্মৃতিমাত্রই ভগবান্ অঙ্কস্থা রুক্মিণী দেবীকে পরিত্যাগ করিয়া দ্রৌপদীর নিকট আগমন করিলেন। দ্রৌপদী ভগবানের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—"আমি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত, প্রথমে আমাকে কিছু খাদ্য প্রদান কর।" দ্রৌপদী ইহাতে আরও লজ্জিত হইয়া খেদ করিয়া বলিতে লাগিলেন—"অহো, আমার কি মন্দভাগ্য, আমার গৃহে ত্রিলোকের অধিপতি যজ্ঞেশ্বর শ্রীভগবান্ উপস্থিত হইয়া ভোজন প্রার্থনা করিতেছেন কিন্তু আমার গৃহে যে কোন আহার্য্য সামগ্রী নাই!" অনন্তর শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন,—"হে স্বামিন্! সূর্য্যদেব আমাকে যে স্থালী প্রদান করিয়াছেন, যে কাল পর্য্যন্ত না আমার আহার সমাপ্ত হয় সেকাল পর্য্যন্তই তাহাতে অক্ষয্য অন্ন থাকে কিন্তু আমি ভোজন সমাপন করিলে আর কিছুই অবশেষ থাকে না। অধুনা আমি সকলকে ভোজন করাইয়া নিজে ভোজন করিয়াছি, সুতরাং কিছুমাত্র অন্ন নাই।" ইহা বলিতে বলিতে দ্রৌপদী অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। কিন্তু ভগবান্ দ্রৌপদীকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়া পাকস্থালী আনয়ন করাইলেন ও স্থালীর কণ্ঠসংলগ্ন কিঞ্চিৎ শাকান্ন প্রাপ্ত হইয়া তাহা ভক্ষণ করিলেন। তৎপরে দ্রৌপদীকে বলিলেন—"মুনিসঙ্ঘকে ভোজনার্থে আহ্বান কর।" তাহাদিগকে ডাকিবার জন্য ভীমসেনকে পাঠান হইল। ভীম তাহাদের নিকট গিয়া বলিলেন—"আপনারা বিলম্ব করিতেছেন কেন? আপনারা ভোজনার্থ আগমন করুন।" কিন্তু ত্রিলোকনাথ যজ্ঞেশ্বর শ্রীভগবান্ যে শাকান্ন ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন তাহাতেই জগতের তৃপ্তি হইয়াছিল। কারণ 'তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টঃ'। সর্ব্বেশ্বর ভগবানের তুষ্টি হইলেই অখিল দেব মুনি বা যাবতীয় জীবজগতের তৃপ্তি সাধন হইয়া থাকে। সুতরাং দুর্ব্বাসা ও তাহার শিষ্যবর্গের ক্ষুধানিবৃত্তি হইয়াছিল। তাহারা অন্নাদি বৃথা পাক করান হইল ভাবিয়া সে স্থান হইতে পলায়ন করিলেন ॥ ১১ ॥

———

যত্তেজসাথ ভগবান্ যুধি শূলপাণি-
র্বিস্মাপিতঃ সগিরিজোঽস্ত্রমদান্নিজং মে।
অন্যেঽপি চাহমমুনৈব কলেবরেণ
প্রাপ্তো মহেন্দ্রভবনে মহদাসনার্দ্ধম্ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—অথ (অন্যচ্চ) যত্তেজসা (যস্য শ্রীকৃষ্ণস্য তেজসা মহিম্না) ভগবান্ (ঈশ্বরঃ) শূলপাণিঃ (শিবঃ) যুধি (যুদ্ধে) বিস্মাপিতঃ (বিস্ময়ং গমিতঃ সন্) সগিরিজঃ (গিরিজা সহিতঃ) মে (মহ্যং) নিজং (পাশুপতম্) অস্ত্রম্ অদাৎ (দদৌ)। অন্যেঽপি (লোকপালাঃ নিজান্যস্ত্রাণি দদুঃ অন্যদপি আশ্চর্য্যমাহ অমুনৈবেতি)। অমুনা (অনেনেত্যর্থঃ) স্থূলেন এব (ন সূক্ষ্মেণ) কলেবরেণ (শরীরেণ) মহেন্দ্রভবনে (মহেন্দ্রস্য ভবনে ইন্দ্রালয়ে) মহদাসনার্দ্ধং (মহত ঈন্দ্রস্য আসনার্দ্ধং অর্দ্ধাসনমিতি যাবৎ সিংহাসনাংশং) প্রাপ্তঃ (লব্ধবান্) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—আর যাঁহার তেজে, যুদ্ধে গিরিজার সহিত মহাদেব আমার তেজঃ-সন্দর্শনে বিস্মিত হইয়া নিজ পাশুপত অস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন, অন্যান্য লোকপালগণও নিজ নিজ অস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন, এবং আমি এই নরদেহেই ইন্দ্রভবনে ইন্দ্রের সহিত অর্দ্ধাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলাম ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—গিরিজয়া দুর্গয়া সহিতঃ বিস্মাপিতঃ সন্ নিজং পাশুপতমস্ত্রং ; অন্যেঽপি লোকপালাঃ নিজাস্ত্রাণি দদুঃ, মহত ইন্দ্রস্য আসনার্দ্ধম্ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গিরিজয়া'—দুর্গার সহিত, অর্থাৎ যে শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবে যুদ্ধে আমি গিরিজার সহিত শূলপাণি মহাদেবকে বিস্ময়ান্বিত করি, তাহাতে তিনি প্রসন্ন হইয়া আমাকে নিজ পাশুপত অস্ত্র প্রদান করেন এবং অন্যান্য লোকপালগণও নিজ নিজ অস্ত্র দেন। (এই শরীরেই মহেন্দ্রভবনে গমন করিয়া) মহান্ ইন্দ্রের অর্দ্ধাসন প্রাপ্ত হইয়াছি ॥১২॥

তত্রৈব মে বিহরতো ভুজদণ্ডযুগ্মং
গাণ্ডীবলক্ষণমরাতিবধায় দেবাঃ।
সেন্দ্রাঃ শ্রিতা যদনুভাবিতমাজমীঢ়
তেনাহমদ্য মুষিতঃ পুরুষেণ ভূম্না ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) আজমীঢ় (অজমীঢ়বংশাবতংস যুধিষ্ঠির) তত্রৈব (স্বর্গে) বিহরতঃ (ক্রীড়তঃ) মে (মম) যদনুভাবিতং (যেন শ্রীকৃষ্ণেন অনুভাবিতং (প্রভাবযুক্তং কৃতং) গাণ্ডীবলক্ষণং (গাণ্ডীবং লক্ষণং চিহ্নং যস্য তৎ) ভুজদণ্ডযুগ্মং (বাহুযুগলং) সেন্দ্রাঃ (ইন্দ্রসহিতাঃ) দেবাঃ (সুরাঃ) অরাতিবধায় (অরাতীনাং শত্রূণাং নিবাতকবচাদীনাং বধায় নিধনার্থম্) শ্রিতাঃ (আশ্রিতবন্তঃ) ভূম্না (নিজমহিমাবস্থানেন) তেন (শ্রীকৃষ্ণেন) অহম্ অদ্য মুষিতঃ (বঞ্চিতস্ত্যক্তোঽস্মি) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—হে অজমীঢ়বংশাবতংস! যাঁহার প্রভাবে আমার গাণ্ডীবচিহ্নিত বাহুযুগল অতুলবল সমন্বিত হইয়াছিল, এবং আমি যখন বিহারার্থ স্বর্গে অবস্থান করিতেছিলাম, তৎকালে ইন্দ্রের সহিত দেবগণ নিবাতকবচাদি অসুরগণের সংহারবাসনায় আমার সেই বাহুযুগলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, আজ আমি সেই পরমপুরুষ বিভু শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়াছি ; তিনি এখন নিজ মহিমায় অবস্থান করিয়াছেন ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—অরাতয়ো নিবাতকবচাদয়ো দৈত্যাঃ, তেষ্যং বধায় যেন কৃষ্ণেন অনুভাবিতং প্রভাবযুক্তং কৃতম্। ভূম্না অতিশয়েনাহং মুষিতস্ত্যক্তঃ ॥১৩॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অরাতয়ঃ'—অর্থাৎ নিবাতকবচাদি দৈত্যগণ, তাহাদের বধের নিমিত্ত যে শ্রীকৃষ্ণ আমার গাণ্ডীব-চিহ্নান্বিত বাহুদ্বয়কে প্রভাবযুক্ত করিয়াছিলেন। 'ভূম্না'—অর্থাৎ সেই সর্ব্বাপেক্ষা মহত্তম শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক আমি অতিশয়রূপে বঞ্চিত (ত্যক্ত) হইয়াছি ॥ ১৩ ॥

যদ্বান্ধবঃ কুরুবলাব্ধিমনন্তপার-
মেকো রথেন ততরেঽহমতীর্য্যসত্ত্বম্।
প্রত্যাহৃতং পুরু ধনঞ্চ ময়া পরেষাং
তেজস্পদং মণিময়ঞ্চ হৃতং শিরোভ্যঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—(যদ্বান্ধব ইত্যাদি শ্লোকত্রয়স্যাপি তেন মুষিতোঽহমিতি পূর্ব্বণৈব সম্বন্ধঃ) যদ্বান্ধবঃ (যঃ শ্রীকৃষ্ণঃ এব বান্ধবঃ যস্য সঃ) অহম্ একঃ (এব অনন্যসহায়ঃ) রথেন অনন্তপারং (নাস্ত্যন্তো গাণ্ডীর্য্যেণ পারঞ্চ দেশতো যস্য তং বিপুলমিতি যাবৎ)

অতীর্য্যসত্ত্বং (অতীর্য্যাণি দুস্তরাণি সত্ত্বানি তিমিঙ্গিলাদীনি ভীষ্মাদিরূপাণি যস্মিন্ তং) কুরুবলাব্ধিং (কৌরবসৈন্যসিন্ধুং) ততরে (তীর্ণবান্ উত্তরগোগৃহে)। পুরু (প্রভূতং) ধনঞ্চ (পরৈর্নীতং গোধনঞ্চ) ময়া (যদ্বান্ধবেনেতিশেষঃ) প্রত্যাহৃতং (পুনঃ গৃহীতং) পরেষাং (শত্রূণাং) শিরোভ্যঃ (মস্তকেভ্যঃ সকাশাৎ) তেজস্পদং (প্রভাবস্যাস্পদমুষ্ণীষরূপং) মণিময়ঞ্চ (মুকুটরত্নরূপঞ্চ বহুধনং) হৃতং (তান্ মোহনাস্ত্রেণ মোহয়িত্বা বলাৎ গৃহীতম্) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—যাঁহার সহায়তায় আমি একাকী রথে আরোহণপূর্ব্বক উত্তর গোগৃহে ভীষ্মাদিরূপ ভীষণ-তিমিঙ্গিলাদি-পরিপূর্ণ অপার কুরুসৈন্যসাগর অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম এবং যাঁহার প্রভাবে শত্রুগণের মস্তক হইতে তেজের আশ্রয়ভূত মণিময় মুকুট ও রত্নরূপ প্রচুর ধন আহরণ করিয়াছিলাম ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—যঃ শ্রীকৃষ্ণ এব বান্ধবো যস্য সোঽহমেক এব কুরুসৈন্যাব্ধিং ততরে তীর্ণবান্ ন অস্ত্যন্তো গাম্ভীর্য্যেণ পারঞ্চ দেশতো যস্য তম্, উত্তরগোগৃহে অতীর্য্যাণি দুস্তরাণি সত্ত্বানি ভীষ্মাদিতিমিঙ্গিলাদীনি যস্মিং স্তম্। গোধনং প্রত্যাহৃতম্। তথা, তান্ মোহনাস্ত্রেণ মোহয়িত্বা শিরোভ্যঃ সকাশাৎ তেজস্পদমুষ্ণীষঞ্চ হৃতম্ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যদ্বান্ধবঃ'—যে শ্রীকৃষ্ণই বান্ধব যাহার, সেই আমি একাকীই কুরুদের সৈন্যরূপ সাগর উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম। 'অনন্তপারং'—অর্থাৎ যে কুরুসৈন্যসাগরের গাম্ভীর্য্য ও দেশগত কোন পার নাই, অপার, তাহা (উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম)। আবার, উত্তর গোগৃহে 'অতীর্য্যসত্ত্বম্'—অর্থাৎ দুস্তর ভীষ্ম, দ্রোণাদিরূপ তিমিঙ্গিলসমূহ যাহাতে (যে সৈন্যসাগরে), তাহা (যাঁহার প্রভাবে আমি একাকীই উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম) এবং উত্তরের গোধন, যাহা শত্রুগণ হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল, সে সমস্তই আমি প্রত্যাহরণ করিয়া আনিয়াছিলাম। অপর, সেই ভীষ্মাদি সকলকে মোহনাস্ত্রের দ্বারা মুগ্ধ করিয়া, তাঁহাদের মস্তক হইতে প্রভাবের আস্পদ্-স্বরূপ উষ্ণীষ, (মণিময় মুকুট ও রত্নরূপ প্রচুর ধন) আহরণ করিয়াছিলাম ॥ ১৪ ॥

যো ভীষ্মকর্ণগুরুশল্যচমূষ্বদভ্র-
রাজন্যবর্য্যরথমণ্ডলমণ্ডিতাসু।
অগ্রেচরো মম বিভো রথযূথপানা-
মায়ুর্মনাংসি চ দৃশা সহ ওজ আর্চ্ছৎ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ--(হে) বিভো (প্রভো ! যুধিষ্ঠির) অদভ্ররাজন্যবর্য্যরথমণ্ডলমণ্ডিতাসু (অদভ্রা অনল্পা যে রাজন্যবর্য্যাঃ ক্ষত্রিয়প্রধানাঃ তেষাং রথমণ্ডলৈঃ স্যন্দনসমূহৈঃ মণ্ডিতাসু শোভিতাসু) ভীষ্মকর্ণগুরুশল্যচমূষু (ভীষ্ম-কর্ণ-দ্রোণ-শল্যাদীনাং সৈন্যেষু মধ্যে) মম অগ্রেচরঃ (সারথিরূপেণ মম পুরোগামী) যঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) রথযূথপানাং (মহারথানাং) আয়ুঃ (জীবিতকালং) মনাংসি (উৎসাহাদিশক্তিং) সহঃ (বলম্) ওজঃ (শস্ত্রাদিকৌশলং) চ আর্চ্ছৎ (হৃতবান্) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—প্রভো, যখন আমি প্রধান প্রধান রাজন্যবর্গের রথমণ্ডল-মণ্ডিত—ভীষ্ম, কর্ণ, দ্রোণাচার্য্য ও শল্য প্রভৃতির বাহিনী-মধ্যে অবস্থিত, তখন যিনি সারথিরূপে আমার অগ্রভাগে অবস্থান করিয়া নিজ অচিন্ত্য শক্তি বলে একবার দৃষ্টিচ্ছলে উক্ত রথযূথ-পতিগণের আয়ুঃ, উৎসাহাদি শক্তি, বল ও অস্ত্রকৌশল হরণ করিয়াছিলেন ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—অগ্রেচরঃ সারথিরূপেণাগ্রে স্থিতঃ সন্, হে বিভো স্বাচিন্ত্যপ্রভাবেণ আয়ুঃ প্রারব্ধকর্ম্ম, স্বসৌন্দর্য্যেণ ভীষ্মাদীনাং তেষাং মনাংসি স্বসামর্থ্যজ্ঞাপনেন, সহো মনঃপাটবলক্ষণং যুদ্ধোৎসাহং, ওজঃ ইন্দ্রিয়-পাটবলক্ষণং শস্ত্রাদিগ্রহণসামর্থ্যং, দৃশা স্বদৃষ্ট্যৈব আর্চ্ছৎ জহার ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অগ্রেচরঃ'—সারথিরূপে আমার রথের অগ্রে অবস্থিত হইয়া যিনি, হে প্রভো ! স্বীয় অচিন্ত্যপ্রভাবের দ্বারা ভীষ্মাদির আয়ুঃ (প্রারব্ধ কর্ম্ম), স্বকীয় সৌন্দর্য্যের দ্বারা তাঁহাদের মনঃ, নিজ-সামর্থ্য জ্ঞাপনের দ্বারা 'সহঃ' অর্থাৎ মনের পাটব-লক্ষণ যুদ্ধের উৎসাহ এবং ওজঃ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের পাটবলক্ষণ শস্ত্রাদি গ্রহণের সামর্থ্য নিজ দৃষ্টির দ্বারাই হরণ করিয়াছিলেন ॥ ১৫ ॥

যদ্দোঃষু মা প্রণিহিতং গুরুভীষ্মকর্ণ-
নপ্তৃ ত্রিগর্ত্তশলসৈন্ধববাহ্লিকাদ্যৈঃ ।
অস্ত্রাণ্যমোঘমহিমানি নিরূপিতানি
নোপস্পৃশুর্নৃহরিদাসমিবাসুরাণি ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—যদ্দোঃষু (যস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ভুজেষু) প্রণিহিতং (স্থাপিতং তদাশ্রিতমিতি যাবৎ) মা (মাং) গুরু (দ্রোণ-) ভীষ্মকর্ণনপ্তৃ- (ভূরিশ্রবঃ-) ত্রিগর্ত্ত- (সুশর্ম্ম-) শল্য- (শল্য-) সৈন্ধব- (সিন্ধুদেশাধিপতি-জয়দ্রথ-) বাহ্লিক- (শান্তনুভ্রাতৃ) আদ্যৈঃ (প্রভৃতিভিঃ) নিরূপিতানি (প্রযুক্তানি) অমোঘমহিমানি (অব্যর্থতেজাংসি) আসুরাণি অস্ত্রাণি (অসুরপ্রযুক্তানি অস্ত্রাণি) নৃহরিদাসং (নৃসিংহরক্ষিতং প্রহলাদম্) ইব ন উপস্পৃশুঃ (পস্পর্শুঃ স্পৃশন্তি স্ম) (তেনাহমদ্যমুষিত ইত্যন্বয়ঃ) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—পুরাকালে অসুরগণ-প্রযুক্ত অস্ত্রসকল যেরূপ নৃসিংহসেবক প্রহলাদের অঙ্গস্পর্শ করিতে পারে নাই, সেইরূপ যাঁহার বাহুযুগল আশ্রয় করিয়াছিলাম বলিয়া দ্রোণাচার্য্য, ভীষ্ম, কর্ণ, ভূরিশ্রবা, ত্রিগর্ত্ত-দেশাধিপতি সুশর্ম্মা, শল্য, সিন্ধুদেশাধিপতি জয়দ্রথ, শান্তনুরাজের ভ্রাতা বাহ্লিক প্রভৃতি বীরচূড়ামণিগণ-কর্ত্তৃক প্রযুক্ত অব্যর্থ-বীর্য্য অস্ত্রসমূহ আমার অঙ্গস্পর্শ করিতে সমর্থ হয় নাই ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—যস্য দোঃষু ভুজেষু, মা মাং, প্রণিহিতং স্থাপিতং তৈনৈবেত্যর্থঃ। গুর্ব্বাদিভির্নিরূপিতানি প্রযুক্তানি অস্ত্রাণি ন স্পৃশন্তি স্ম। গুরুর্দ্রোণঃ, নপ্তা ভূরিশ্রবাঃ, ত্রিগর্ত্তঃ ত্রিগর্ত্তদেশাধিপতিঃ সুশর্ম্মা, শলঃ শল্যঃ, সৈন্ধবঃ সিন্ধুদেশাধিপতির্জয়দ্রথঃ, বাহ্লিকঃ শান্তনোর্ভ্রাতা। অমোঘমহিমানি মহিতানি চেতি পাঠশ্চ। প্রতীকারাকরণেঽপ্য স্পর্শেঽপি দৃষ্টান্তঃ, নৃহরিদাসং প্রহলাদমিবেতি ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যদ্দোঃষু'—যাঁহার ভুজসমূহে তিনিই আমাকে স্থাপিত করিয়াছিলেন, অর্থাৎ আমি সেই কৃষ্ণের ভুজাশ্রয়ে স্থাপিত হইয়াছিলাম, এইজন্য দ্রোণাদির দ্বারা প্রযুক্ত অস্ত্রসমূহ আমাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। গুরু—দ্রোণাচার্য্য, নপ্তা—ভূরিশ্রবা, ত্রিগর্ত্ত—ত্রিগর্ত্তদেশের অধিপতি সুশর্ম্মা, শল—শল্য, সৈন্ধব—সিন্ধুদেশের অধিপতি জয়দ্রথ, বাহ্লিক—শান্তনুরাজের ভ্রাতা। 'অমোঘ-মহিমানি'—অর্থাৎ অব্যর্থ মহিমান্বিত, এখানে 'মহিতানি'—এই পাঠান্তরও রহিয়াছে। প্রতীকার অকরণেও, এমনকি অস্পর্শেও দৃষ্টান্ত—'নৃ-হরিদাসং'—অর্থাৎ যেমন অসুরদের নিক্ষিপ্ত অস্ত্রসকল নৃসিংহভক্ত প্রহলাদকে স্পর্শ করিত না ॥ ১৬ ॥

সৌত্যে বৃতঃ কুমতিনাত্মদ ঈশ্বরো মে
যৎপাদপদ্মমভবায় ভজন্তি ভব্যাঃ ।
মাং শ্রান্তবাহমরয়ো রথিনো ভুবিষ্ঠং
ন প্রাহরন্ যদনুভাবনিরস্তচিত্তাঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—ভব্যাঃ (শ্রেষ্ঠাঃ) অভবায় (মোক্ষায়) যৎপাদপদ্মং (যস্য শ্রীকৃষ্ণস্য চরণকমলং) ভজন্তে (সেবন্তে) শ্রান্তবাহং (জয়দ্রথবধে জলপানং বিনা শ্রান্তাঃ বাহাঃ অশ্বাঃ যস্য তং) (ভুবিষ্ঠং বাণৈর্ভুবং ভিত্ত্বা জলং সংগ্রহীতুং রথাৎ অবতীর্য্য ভূমৌ স্থিতমপি) মাং যদনুভাবনিরস্তচিত্তাঃ (যস্য শ্রীকৃষ্ণস্য অনুভাবেন প্রভাবেণ নিরস্তানি চিত্তানি যেষাং তে) রথিনঃ অরয়ঃ (শত্রবঃ) ন প্রাহরন্ (প্রহৃতবন্তঃ) আত্মদঃ (বুদ্ধিপ্রদঃ "আত্মা যত্নোধৃতির্বুদ্ধিঃস্বভাবো ব্রহ্ম বর্ষ্ম চ"ইত্যমরঃ, যদ্বা আত্মপর্য্যন্তং দাতা মহাবদান্যঃ) ঈশ্বরঃ (সঃ) মে (ময়া) কুমতিনা (কুবুদ্ধিনা) সৌত্যে (সারথ্যে) বৃতঃ (নিযুক্তঃ সঃ সৌত্যে বৃতঃ ইতি মম কুমতিত্বম্) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—যিনি সকলের আত্মপ্রদ ঈশ্বর, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ মোক্ষলাভার্থ যাঁহার চরণকমল ভজনা করেন, আমি এত অপরাধী হইলেও তাঁহার দয়া অসীম। জয়দ্রথ বধের সময়, আমার অশ্বসকল জলপান করিতে না পারিয়া অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তখন আমি রথ হইতে ভূমিতে অবতীর্ণ হই এবং বাণদ্বারা পৃথিবীর বক্ষ ভেদ করিয়া তাহাদিগকে জলপান করাই; শত্রুগণ সে সময়ে আমার প্রাণ সংহার করিতে পারিত, কিন্তু তাহারা যাঁহার প্রভাবে অন্যমনস্ক হইয়া, আমাকে অস্ত্রাদি প্রহার করিতে সমর্থ হয় নাই, হায়! আমি কিনা কুমতিবশতঃ তাঁহাকেই সারথ্য কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলাম ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—তদ্বিরহেণ তদৈশ্বর্য্যস্মৃত্যা দাস্যভাবস্যৈবোদয়াৎ স্বাভাবিকস্য সখ্যভাবস্যাপলাপাৎ। **তৎ-**

কার্য্যসারথ্যাদিকমপরাধত্বেন নিশ্চয়ন্ অনুতপ্যমান আহ। সৌত্যে সারথ্যে অভবায় মোক্ষায়, ভব্যা ভজন্তি, অহন্ত্বভব্যস্তমেব ভজনমকারয়ন্, এতাবদ-পরাধবত্যপি ময়ি তস্য দয়াং শৃণ্বিত্যাহ, শ্রান্তা বাহা অশ্বা যস্য তং মাং, জয়দ্রথবধে হি জলপানং বিনা অশ্বাঃ শ্রান্তাঃ, ততো রথাদবতীর্য্য বাণৈর্ভুবং ভিত্ত্বা জলং সম্পাদিতং ময়া, তদা যস্যানুভাবেন নিরস্তচিত্তা অরয়ো মাং ন প্রাহরন্ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের বিরহে তাঁহার ঐশ্বর্য্যস্মরণে দাস্য ভাবেরই উদয় হওয়ায়, স্বাভাবিক সখ্যভাবের অপলাপ-বশতঃ, তঁাহার দ্বারা সারথ্যাদি কার্য্য করান নিজের অপরাধ বিবেচনা করতঃ অনু-তপ্ত হইয়া বলিতেছেন—'সৌত্যে' ইত্যাদি। শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ মোক্ষের নিমিত্ত যাঁহার পাদপদ্ম ভজনা করেন, আমি এত মন্দমতি যে তাঁহার ভজনা না করিয়া তাঁহাকেই সারথ্যকর্ম্মে বরণ করিয়াছিলাম। এতাদৃশ অপরাধী আমার প্রতিও তাঁহার দয়ার কথা শ্রবণ কর, ইহাই বলিতেছেন—'শ্রান্তবাহং'—অর্থাৎ যাহার বাহন অশ্বগুলি পিপাসায় শ্রান্ত হইয়াছিল, সেই আমাকে। জয়দ্রথের বধের সময়ে জলপান বিনা আমার অশ্বগুলি শ্রান্ত হইয়াছিল, তখন আমি রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক বাণ-দ্বারা ভূমি ভেদ করিয়া জল আহরণ করি। (তৎকালে আমি ভূমিতে দণ্ডায়মান ছিলাম, শত্রুগণ অনায়াসে বাণ-নিক্ষেপে আমাকে বিনাশ করিতে পারিত), কিন্তু যাঁহার প্রভাবে শত্রুগণ নিরস্ত-চিত্ত অর্থাৎ বিমনস্ক হইয়া আমাকে প্রহার করে নাই ॥ ১৭ ॥

———

নর্ম্মাণ্যুদাররুচিরস্মিতশোভিতানি
হে পার্থ হেঽর্জ্জুন সখে কুরুনন্দনেতি।
সঞ্জল্পিতানি নরদেব হৃদিস্পৃশানি
স্মর্ত্তুর্লুঠন্তি হৃদয়ং মম মাধবস্য ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নরদেব (রাজন্!) মাধবস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) উদাররুচিরস্মিতশোভিতানি (উদারং গম্ভীরং রুচিরং মনোহরং যৎ স্মিতং হসিতং তেন শোভিতানি) নর্ম্মাণি (পরিহাসবাক্যানি তথা কার্য্য-প্রস্তাবেষু) হে পার্থ! হে অর্জ্জুন! (হে) সখে! (হে) কুরুনন্দন! ইতি (মধুরাণি) হৃদিস্পৃশানি (মনোজ্ঞানি) সংজল্পিতানি (ভাষিতানি) স্মর্ত্তুঃ (তানি ইদানীং মনসি ধ্যায়তঃ) মম হৃদয়ং লুঠন্তি (ক্ষোভয়ন্তি) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্! সেই মাধব আমার প্রতি যে সমস্ত গম্ভীর অথচ সুন্দর হাসিমাখা পরিহাসবাক্য প্রয়োগ করিতেন, আর কোন কার্য্যের প্রস্তাবকালে, আমায় কখন "হে পার্থ"!, কখন "হে অর্জ্জুন"!, কখন "হে সখে"! আবার কখন বা "হে কুরুনন্দন" ইত্যাদিরূপ যে সমস্ত মধুময় মনোজ্ঞ সম্বোধনে সম্বোধিত করিতেন, আজ সেই সমস্ত স্মরণ করিয়া আমার হৃদয় বড়ই ব্যাকুল হইতেছে ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—মধুরাক্ষরত্বাৎ হৃদিস্পৃশানি, লুঠন্তি লোঠয়ন্তি, নিজভাব আর্ষঃ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের সেইসকল সহাস্য মধুর মনোজ্ঞ কথাগুলি আজ স্মৃতিপথে উদিত হওয়ায় আমার হৃদয়কে ক্ষুব্ধ করিতেছে। 'লুঠন্তি' —অর্থাৎ লোঠয়ন্তি, এখানে ণিচ্-প্রত্যয়ের অভাব—আর্ষ-প্রয়োগ ॥ ১৮ ॥

———

শয্যাসনাটনবিকত্থনভোজনাদি-
ষ্বৈক্যাদ্বয়স্য ঋতবানিতি বিপ্রলব্ধঃ।
সখ্যুঃ সখেব পিতৃবৎ তনয়স্য সর্ব্বং
সেহে মহান্ মহিতয়া কুমতেরঘং মে ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—শয্যাসনাটনবিকত্থনভোজনাদিষু (শয়নং উপবেশনং ভ্রমণং স্বগুণশ্লাঘনম্ অশনম্ আদৌ যেষাং তেষু ব্যাপারেষু) ঐক্যাৎ (অব্যতিরেকাদ্ধেতোঃ কদাচিদ্ ব্যভিচারং দৃষ্ট্বা হে) বয়স্য! (সখে ত্বং) ঋতবান্ (সত্যযুক্তঃ ঋভুমানিতিপাঠে ঋষভো দেবাঃ সেবকাঃ সন্তি যস্য সঃ) ইতি (বক্রোক্ত্যা) বিপ্রলব্ধঃ (তিরস্কৃতোঽপি) মহান্ (উদারচরিতঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) মহিতয়া (স্বীয়মহত্ত্বেন) সখ্যুঃ (মিত্রস্য) অঘম্ (অপরাধং) সখা ইব তনয়স্য (পুত্রস্য অপরাধং) পিতৃবৎ (পিতা ইব) কুমতেঃ (মন্দবুদ্ধেঃ) মে (মম) সর্ব্বম্ (অপরাধং) সেহে (অসহত অক্ষ-মতেত্যর্থঃ) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—আমরা একত্রেই শয়ন, উপবেশন, ভ্রমণ

ও ভোজনাদি করিতাম। যদি দৈবাৎ কোন কার্য্যের বা বাক্যের ব্যতিক্রম ঘটিত, তাহা হইলে আমি তাঁহাকে "ওহে! তুমি ত' বড়ই সত্যবাদী" এইরূপ বক্রোক্তিতে তিরস্কার করিতাম, কিন্তু যেরূপ সখা সখার এবং পিতা পুত্রের অপরাধ সহ্য করেন, দেব-পূজ্য তিনিও সেইরূপ মন্দমতি আমার সমস্ত অপরাধই নিজগুণে সহ্য করিতেন ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—ঐক্যাৎ পরস্পরপ্রাণৈক্যাদ্ তবাংস্ত্বমেব সত্যবাদীতি বক্রোক্ত্যা বিপ্রলব্ধস্তিরস্কৃতোঽপি। ঋভু-মানিতি পাঠে ঋভবো দেবাঃ সেবকাঃ সন্তি যস্য অসাবপি তিরস্কৃতঃ। তদপি মহিতয়া স্বমহত্বেন ॥১৯॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ঐক্যাৎ'—অর্থাৎ শয়ন, উপবেশন, ভ্রমণ, ভোজনাদি ক্রিয়া আমরা একসঙ্গে করিতাম বলিয়া পরস্পর প্রাণের ঐক্যবশতঃ, কখনও ব্যতিক্রম দেখিলে, 'হে সখে, তুমিই সত্যবাদী' ইত্যাদি বক্রোক্তির দ্বারা আমা কর্তৃক তিরস্কৃত হইয়াও, (সখা যেরূপ সখার, পিতা যেরূপ পুত্রের অপরাধ সহ্য করেন, সেইরূপ তিনিও আপন মহিমায় আমার সমস্ত দোষ মার্জ্জনা করিয়াছেন।) এখানে 'ঋভুমান্'—এই পাঠে—'ঋষভঃ' অর্থাৎ দেবগণ যাঁহার সেবক, সেই দেবপূজ্য হইয়াও শ্রীকৃষ্ণ আমা কর্তৃক তিরস্কৃত হইতেন। তথাপি 'মহিতয়া' অর্থাৎ নিজ মহত্ত্ব-গুণে মন্দমতি আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করিতেন ॥১৯॥

সোঽহং নৃপেন্দ্র রহিতঃ পুরুষোত্তমেন
সখ্যা প্রিয়েণ সুহৃদা হৃদয়েন শূন্যঃ।
অধ্বন্যুরুক্রমপরিগ্রহমঙ্গ রক্ষন্।
গোপৈরসদ্ভিরবলেব বিনির্জ্জিতোঽস্মি ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপেন্দ্র! (মহারাজ!) (তেন) প্রিয়েণ (প্রেষ্ঠেন) সখ্যা (হিতৈষিণা) সুহৃদা (সম্বন্ধিনা পরমবন্ধুনা) পুরুষোত্তমেন (পুরুষশ্রেষ্ঠেন শ্রীকৃষ্ণেন) রহিতঃ (বিচ্ছিন্নঃ অতঃ) হৃদয়েন (বুদ্ধ্যা তেজসা চ) শূন্যঃ (হীনঃ) সঃ (পুরা শ্রীকৃষ্ণসহায়ঃ অধুনা তদ্বিরহিতঃ) অহং (হে) অঙ্গ! (রাজন্) অধ্বনি (পথি) উরুক্রমপরিগ্রহম্ (মহাবিক্রমস্য শ্রীকৃষ্ণস্য পরিজনং) রক্ষন্ (তাসাং রক্ষাং বিদধৎ মাং) অসদ্ভিঃ (নীচৈঃ কৈশ্চিৎ) গোপৈঃ (ঘোষৈঃ) অবলা (যোষা) ইব বিনর্জ্জিতঃ (পরাজিতঃ) অস্মি ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—হে রাজশ্রেষ্ঠ! সেই কৃষ্ণ-সখা আমি এখন আমার প্রাণ সখা পরমসুহৃদ্ পুরুষোত্তমকর্তৃক ত্যক্ত হইয়াছি, সুতরাং আমার সেইরূপ বীর্য্য নাই, এমন কি হৃদয় যেন শূন্য হইয়াছে, তাঁহার ষোড়শ-সহস্র স্ত্রীগণকে রক্ষা করিয়া আসিতেছিলাম, পথি মধ্যে কতকগুলি অতি নীচ গোপ আসিয়া আমাকে অবলার ন্যায় অনায়াসে পরাস্ত করিয়াছে ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—ত্বয়া শঙ্কিতং পরাজয়ঞ্চ প্রাপ্তোঽস্মীত্যাহ। তেন সখ্যা রহিতঃ, অতো হৃদয়েন মনসা শূন্যঃ মূর্চ্ছিত-প্রায় ইত্যর্থঃ। উরুক্রমস্য পরিগ্রহং ষোড়শসহস্রস্ত্রীলক্ষণং অসদ্ভির্নীচৈঃ, বস্তুতস্তু ন বিদ্যন্তে সন্তো যেভ্যস্তৈর্গাং পৃথ্বীং দ্যাঞ্চ পান্তীতি তৈঃ গোপ-জাতিত্বাচ্চ গোপৈঃ, তাঃ স্বপ্রেয়সীরপ্রকটপ্রকাশে প্রবেশনার্থং তত্তদ্রূপেণ ভগবতৈব তাসামাকর্ষণাৎ। ন বয়ং সাধ্বি সাম্রাজ্যমিত্যাদৌ, কাময়ামহ এতস্যেত্য-নেন, ব্রজস্ত্রিয়ো যদ্বাঞ্ছন্তি পুলিন্দ্যস্তৃণবীরুধঃ। গাবশ্চারয়তো গোপাঃ পাদস্পর্শং মহাত্মনইতি তাসাং বাক্যেন ব্রজস্ত্রীবাঞ্ছিতে এব ভগবৎস্বরূপে তাসাং মনোরথাবগতেঃ, অন্যথা তাসাং ভগবদুপভুক্তদেহানাং সাক্ষাল্লক্ষ্মীরূপাণাং নীচস্পর্শে সদ্য এবান্তর্ধানং স্যাদি-ত্যতঃ প্রকাশান্তরেণ তাসাং ব্রজস্ত্রীত্বপ্রাপ্তিরিতি জ্ঞেয়ম্। বিষ্ণুপুরাণব্রহ্মপুরাণয়োরপ্যত্রৈবার্থে তাৎপর্য্যমবগম্যতে, যথা তত্র তত্রার্জ্জুনং প্রতি ব্যাসবচনং। "এবং তস্য মুনেঃ শাপাদষ্টাবক্রস্য কেশবম্। ভর্ত্তারং প্রাপ্য তা যাতা দস্যুহস্তা বরাঙ্গনাঃ॥" ইতি। পুরা দেব্যো-ঽষ্টাবক্রমুনিং স্তুত্বা "বিষ্ণুর্বঃ পতির্ভবিষ্যতীতি" তস্মাদ্বরং প্রাপ্য তদঙ্গবিক্রমদর্শনোত্থাদুপহাসাদ্দস্যুহস্তা ভবিষ্যথইত্যভিশাপঞ্চ প্রাপ্য, পুনঃ প্রসাদিত্বাচ্চ তস্মা-চ্ছাপান্তঞ্চ প্রাপুঃ, অতো ভর্ত্তারং প্রাপ্য দস্যুহস্তং গতা ইতি মুনেঃ শাপপ্রসাদয়োরমোঘত্বাদ্দস্যুহস্তগতত্বং ভর্ত্তুঃ প্রাপ্তিশ্চ তাসাং তন্ত্রেণৈবাভূৎ। স্বভর্ত্তুঃ কৃষ্ণস্যৈব দস্যুরূপত্বাৎ। অতস্তত্রৈব পুনর্বচনান্তরঞ্চ যথা, "তৎ ত্বয়া নহি কর্ত্তব্যঃ শোকোঽল্পোঽপি হি পাণ্ডব। তেনাপ্যখিলনাথেন সর্ব্বং তদুপসংহৃতম্॥" ইতি। অখিলঃ পূর্ণ এব নাথঃ পতিঃ কৃষ্ণস্তেন তৎসর্ব্বং তৎপ্রিয়াবৃন্দং। উপ নিকট এব সম্যক্ প্রকারেণ

হৃতং, অর্জ্জুনাৎ সকাশাৎ গৃহীতমিত্যেব ব্যাখ্যেয়ম্ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তুমি যাহা শঙ্কা করিয়াছিলে, সেই পরাজয়ই আমি প্রাপ্ত হইয়াছি—ইহা বলিতেছেন—সেই সখা শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক রহিত হইয়া, অতএব 'হৃদয়েন' অর্থাৎ মনের দ্বারা শূন্য মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়াছিলাম—এই অর্থ। 'উরুক্রম-পরিগ্রহং'—মহাপরাক্রমশালী শ্রীকৃষ্ণের 'পরিগ্রহ' অর্থাৎ ষোড়শ সহস্র পত্নীগণকে আমি রক্ষা করিয়া আসিতেছিলাম। পথে কতকগুলি নীচ গোপগণের দ্বারা আমি অবলার ন্যায় পরাজিত হইয়াছি। বস্তুতঃ 'অসদ্ভিঃ গোপৈঃ'—অর্থাৎ যাঁহাদিগের অপেক্ষা আর সৎ ব্যক্তি কেহ নাই, তাদৃশ গোপগণের দ্বারা। গোপ বলিতে যাঁহারা পৃথিবী এবং স্বর্গলোক পালন করেন, গোপ-জাতীয় বলিয়া তাঁহারা গোপ। সেই সকল নিজপ্রেয়সীগণকে অপ্রকট-প্রকাশে প্রবেশ করাইবার নিমিত্ত সেই সেই রূপে শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃকই তাঁহাদের আকর্ষণ হইয়াছিল। শ্রীমদ্ভাগবতে দশমে উক্ত হইয়াছে—"সেই মহাত্মা (উদারচেতা) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন গো-চারণ করাইতেন, তখন গোপগণ শ্রীকৃষ্ণের এই চরণধূলিরই প্রার্থনা করিতেন, গোপবধূ, ব্রজাঙ্গনা, পুলিন্দ কামিনীগণ, অধিক কি! বৃন্দাবনের তৃণ-বীরুধ পর্য্যন্ত এ যাবৎ যাহা প্রার্থনা করিয়া আসিয়াছে, আমরা তাহারই প্রার্থনা করিতেছি।"—সেই মহিষীবৃন্দের এইরূপ বাক্যের দ্বারা ব্রজরমণীগণের বাঞ্ছিত শ্রীভগবৎ-স্বরূপেই তাঁহাদের মনোরথ অবগত হওয়া যায়, অন্যথা শ্রীভগবদুপভুক্ত-দেহ সাক্ষাৎ লক্ষ্মীরূপা সেই মহিষীগণের নীচ-স্পর্শ হইলে সদ্যই অন্তর্ধান হইত, অতএব প্রকাশান্তরে তাঁহাদের ব্রজ-স্ত্রীত্ব প্রাপ্তি হইয়াছিল—ইহা জানিতে হইবে।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণ এবং ব্রহ্মপুরাণেও এই বিষয়ে তাৎপর্য্য অবগত হওয়া যায়, যথা—সেই সেই গ্রন্থে অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীব্যাসদেবের বচন—"এইরূপ সেই অষ্টাবক্র মুনির অভিশাপে সেই বরাঙ্গনাগণ কেশবকে স্বামি-রূপে লাভ করিয়া দস্যুহস্তে পতিত হইয়াছিলেন।" ইতি। পূর্ব্বকালে দেবীগণ অষ্টাবক্র মুনির স্তব করিয়া, "বিষ্ণু তোমাদের পতি হইবেন", এইরূপ তাঁহার নিকট হইতে বর প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহার অঙ্গের বক্রিমতা দর্শনে উপহাস করায় "তোমরা দস্যু-হস্তে পতিত হইবে"—এইরূপ অভিশাপও লাভ করিলেন। পুনরায় তাঁহাকে প্রসন্ন করায় শাপ হইতে বিমোচনও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতএব স্বামিকে লাভ করিয়া, দস্যুহস্তে পতিত হওয়া—ইহা মুনির শাপ-প্রসাদের অমোঘত্ব-হেতু দস্যুহস্তগতত্ব এবং স্বামির প্রাপ্তি—তাঁহাদের উদ্দেশ্যপ্রণোদিতই হইয়াছে। নিজ স্বামী শ্রীকৃষ্ণেরই দস্যুরূপত্ব হওয়ায়, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই মুনি-বাক্যের মর্য্যাদা-রক্ষণের জন্য দস্যুরূপ ধারণ করিয়া তাঁহাদের হরণ করেন। অতএব সেখানেই পুনরায় অন্য বাক্যও দৃষ্ট হয়, যথা—"হে পাণ্ডব (অর্জ্জুন)! অতএব তোমার বিন্দুমাত্রও শোক করা উচিত নহে, সেই অখিলনাথের দ্বারাই সেই সমস্তই উপসংহৃত হইয়াছে।"—এখানে 'অখিলনাথ'—অর্থাৎ যিনি অখিল (পূর্ণ); তিনিই নাথ (পতি কৃষ্ণ), তাঁহার দ্বারা সেই সকল তাঁহার প্রিয়াবৃন্দ 'উপসংহৃত'—উপ অর্থাৎ নিজসমীপেই, সম্যক্প্রকারে হৃত হইয়াছে অর্থাৎ অর্জ্জুনের নিকট হইতে গৃহীত হইয়াছে—এইরূপই ব্যাখ্যা করিতে হইবে ॥ ২০ ॥

তদ্বৈ ধনুস্ত ইষবঃ স রথো হয়াস্তে
সোঽহং রথী নৃপতয়ো যত আনমন্তি।
সর্ব্বং ক্ষণেন তদভূদসদীশরিক্তং
ভস্মন্ হুতং কুহকরাদ্ধমিবোপ্তমূষ্যাম্ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—এতৎ (যতঃ ইত্যনেন সম্বন্ধঃ) বৈ ধনুঃ (কোদণ্ডং প্রসিদ্ধো গাণ্ডিবঃ) তে (চ) ইষবঃ (বাণাঃ) স (এব) রথঃ (স্যন্দনঃ) তে (এব) হয়াঃ (অশ্বাঃ) স (এব) রথী (বীরঃ) অহং যতঃ (যেভ্যঃ ধনুরাদিভ্যঃ) নৃপতয়ঃ (ক্ষত্রিয়াঃ) আনমন্তি (ভীতাঃ ভবন্তি) ঈশরিক্তং (শ্রীকৃষ্ণেন শূন্যং) তৎ সর্ব্বং (ধনুরাদিকং) ভস্মন্ (ভস্মনি লুপ্তসপ্তম্যন্ত-পদং) হুতম্ (সন্মন্ত্রবিধানৈরপি আহুতিদত্তং ঘৃতং) ইব কুহকরাদ্ধং (অতিপ্রীতাদপি কুহকমায়াবিনঃ সকাশাদ্ রাদ্ধং লব্ধং যথা) ঊষ্যাং (সম্যক্ কর্ষিতায়ামপি ঊষরভূমৌ) উপ্তং (বীজমপি) যথা তথা ক্ষণেন অসৎ (কার্য্যাক্ষমম্) অভূৎ (সম্প্রতি ভূতং) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—পূর্ব্বে নৃপতিবৃন্দ যাহাদিগের প্রভাবে আমার নিকট মস্তক অবনত করিতেন, আজ সেই ধনুঃ, সেই বাণ, সেই রথ ও সেই অশ্ব—সমস্তই আছে এবং আমিও সেই রথীই আছি; কিন্তু যেরূপ বিবিধ মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক ভস্মে আহুতি প্রদানে কোন ফললাভ হয় না; যেরূপ কোন মায়াবী অতি প্রসন্ন হইয়া কোন দ্রব্য প্রদান করিলেও সে দ্রব্য কোনরূপ উপকারেই আসে না; কিংবা যেরূপ উষর ভূমিতে বীজ বপন করিলেও ফল উৎপন্ন হয় না, সেইরূপ এক সেই শ্রীকৃষ্ণের বিরহে ক্ষণকালের মধ্যেই আমার ধনুঃ প্রভৃতি সমস্তই অকর্ম্মণ্য হইয়াছে; আমিও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছি ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—শ্রীকৃষ্ণবিয়োগ এবাত্র হেতুর্নান্যথেত্যাহ তদিতি। যতো ধনুরাদিভ্যো হেতুভ্যো মাং আনমন্তি, তৎ সর্ব্বং ঈশেন রিক্তমসৎ কার্য্যাক্ষমম্। ভস্মনি হুতমিতি নিষ্ফলত্বে, কুহকান্মায়াবিনঃ সকাশাৎ ঋদ্ধং প্রাপ্তমিত্যবস্তুভূতত্বে, ঊষ্যাং ঊষরভূমৌ উপ্তমিতি নশ্যদবস্থত্বে দৃষ্টান্তঃ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের বিয়োগই এখানে একমাত্র হেতু, অন্যথা আমার এইরূপ হইত না—ইহাই বলিতেছেন—'তদ্বৈ' ইত্যাদি শ্লোকে। যে গাণ্ডীব ধনু প্রভৃতির কারণে নৃপতিগণ আমাকে নমস্কার করিত, কিন্তু আজ শ্রীকৃষ্ণ-শূন্য হওয়ায় ক্ষণকালের মধ্যে এ সমুদায় কার্য্যাক্ষম হইয়াছে, যেমন ভস্মে ঘৃতাহুতি ইত্যাদি। এখানে ভস্মে আহুতি—ইহা নিষ্ফলত্বে, কুহক অর্থাৎ মায়াবিগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত বস্তু—ইহা অবস্তু-ভূতত্বে এবং 'ঊষ্যাং উপ্তং'—অর্থাৎ ঊষর ভূমিতে বীজ বপন করা হইলে, ইহা নষ্ট অবস্থা-বিষয়ের দৃষ্টান্ত ॥ ২১ ॥

মধ্ব—সরথোহয়াস্ত ইতি তাদৃশা ইত্যর্থঃ। ত ইষব ইতীব।

সদৃশে বা প্রধানে বা কারণে বা তদিত্যয়ম্।
শব্দঃ সংঘটতে ভেদে বিদ্যমানেঽপি তত্ত্বতঃ ॥
ইতি ব্রহ্মতর্কে। তদ্রথহয়ানাং দাহোক্তেঃ ॥২১॥

রাজংস্ত্বয়ানুপৃষ্টানাং সুহৃদাং নঃ সুহৃৎপুরে।
বিপ্রশাপবিমূঢ়ানাং নিঘ্নতাং মুষ্টিভির্মিথঃ ॥ ২২ ॥

বারুণীং মদিরাং পীত্বা মদোন্মথিতচেতসাম্।
অজানতামিবান্যোন্যং চতুঃপঞ্চাবশেষিতাঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্! (মহারাজ) সুহৃৎ-পুরে (বান্ধবধাম্নি দ্বারকায়াং) ত্বয়া অনুপৃষ্টানাং (তব প্রশ্নবিষয়ীভূতানাং) বারুণীং (অন্নময়ীং) মদিরাং (সুরাং) পীত্বা মদোন্মথিতচেতসাং (দন্তোন্মত্তচিত্তানাং ততো) বিপ্রশাপবিমূঢ়ানাং (দেবর্ষি-লঙ্ঘনেন তচ্ছাপাৎ মুগ্ধবুদ্ধীনাং) অন্যোঽন্যং (পরস্পরম্) অজানতাং (জ্ঞাতুমসমর্থানামিব) মিথঃ (পরস্পরং) মুষ্টিভিঃ (এরকামুষ্টিভিঃ) নিঘ্নতাং (নাশয়তাং) নঃ (অস্মাকং) সুহৃদাং (বান্ধবানাং) মধ্যে চতুঃপঞ্চ (মাত্রং চত্বারঃ পঞ্চ বা নাধিকাঃ) অবশেষিতাঃ (অবশিষ্ট্যঃ, যদুকুলধ্বংস এব সঞ্জাতঃ) ॥ ২২-২৩ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্! আপনি দ্বারকাপুরীর যে সুহৃদ্গণের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রাহ্মণশাপে তাঁহাদিগের বিশেষরূপে মোহ উপস্থিত হয়; পরে অন্ন হইতে প্রস্তুত বারুণী নামক মদিরা পান করায় তাঁহাদের এরূপ চিত্তোন্মাদ উপস্থিত হইল যে, তাঁহারা যেন পরস্পর পরস্পরকে জানিতে না পারিয়াই এরকা-নামক তৃণমুষ্টিদ্বারা পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন ও তাহাতেই প্রায় সকলে নিহত হইলেন, এখন তাঁহাদিগের কেবলমাত্র চারি পাঁচজন অবশিষ্ট আছে ॥ ২২-২৩ ॥

বিশ্বনাথ—এরকামুষ্টিভির্মিথো নিঘ্নতাং সুহৃদাং মধ্যে চত্বারঃ পঞ্চ বা অবশেষিতাঃ ॥ ২২-২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মুষ্টিভিঃ মিথঃ নিঘ্নতাং'—এরকা নামক তৃণমুষ্টির দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করায়, দ্বারকাপুরীর আপনার সুহৃদ্গণের মধ্যে চারি বা পাঁচজন কেবলমাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছেন ॥ ২২-২৩ ॥

প্রায়েণৈতদ্ভগবত ঈশ্বরস্য বিচেষ্টিতম্।
মিথো নিঘ্নন্তি ভূতানি ভাবয়ন্তি চ যন্মিথঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়—প্রায়েণ (বাহুল্যেণ, অত্র সর্ব্বশঃ এব) এতৎ (পরস্পরনিধনং) ভগবতঃ (শক্তিমতঃ) ঈশ্বরস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) বিচেষ্টিতং (কার্য্যং) যৎ

(যতঃ হেতোঃ) ভূতানি (জীবাঃ) মিথঃ (পরস্পরং) নিঘ্নন্তি (নাশয়ন্তি) মিথঃ (অন্যোহন্যং) ভাবয়ন্তি (পালয়ন্তি চ) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—প্রাণিগণ যে পরস্পর পরস্পরের সংহার বা পরস্পর পরস্পরের পালন করিয়া থাকে, ইহা নিশ্চয়ই সেই ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ জগদীশ্বরের লীলা ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—কেনাবশেষিতা ইত্যপেক্ষায়ামাহ প্রায়েণেতি। এতদ্‌যদুকুলসংহরণম্। প্রায়গ্রহণং লোকোক্তিরীত্যৈব ন তু সিদ্ধান্তরীত্যেত্যাহ মিথ ইতি। যৎ যতো নিমিত্তভূতাত্তাবয়ন্তি পালয়ন্তি ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কাহার দ্বারা অবশিষ্ট রাখা হইয়াছে ? (অর্থাৎ কে তাঁহাদের রক্ষা করিয়াছেন ?) —ইহার অপেক্ষায় বলিতেছেন—'প্রায়েণ' ইত্যাদি। 'এতৎ'—এই যদুকুলের সংহার শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছানুসারেই প্রায় হইয়াছে। এখানে 'প্রায়'-শব্দের গ্রহণ লৌকিক রীতি অনুসারে হইয়াছে, কিন্তু সিদ্ধান্তের রীতি অনুসারে নহে, এইজন্য বলিতেছেন—'মিথঃ' ইতি। যেহেতু তাঁহাকে (শ্রীকৃষ্ণকে) নিমিত্ত করিয়াই ভূতসকল পরস্পর পরস্পরকে বিনাশ এবং পালন করিয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

জলৌকসাং জলে যদ্বন্মহান্তোঽদন্ত্যণীয়সঃ।
দুর্ব্বলান্ বলিনো রাজন্ মহান্তো বলিনো মিথঃ ॥২৫॥
এবং বলিষ্ঠৈর্যদুভির্মহদ্ভিরিতরান্ বিভুঃ।
যদূন্ যদুভিরন্যোন্যং ভূভারান্ সঞ্জহার হ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্ ! যদ্বৎ (যথা) জলে জলৌকসাং (মৎস্যাদীনাং জলজন্তুনাং মধ্যে) মহান্তঃ (স্থূলাঃ) অণীয়সঃ (সূক্ষ্মান্ জন্তূন্) অদন্তি (ভক্ষয়ন্তি) বলিনঃ (বীর্য্যসম্পন্নাঃ) দুর্ব্বলান্ (হীনবীর্য্যান্ পরাজয়ন্তে ইতি শেষঃ), মহান্তঃ (স্থূলাঃ) বলিনঃ (বলবন্তঃ) মিথঃ (পরস্পরং অভিভবন্তি) এবং (তথা) বিভুঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) বলিষ্ঠৈঃ (বলবত্তমৈঃ) মহদ্ভিঃ (বীরাগ্রগণ্যৈঃ) যদুভিঃ (যাদবৈঃ) ইতরান্ (বলহীনান্) যদূন্ (যদুকুলোদ্ভূতান্) অন্যোন্যং (পরস্পরং ঘাতয়িত্বা) ভূভারান্ (পৃথিব্যাঃ ভারভূতান্) সঞ্জহার হ (সংহৃতবান্) ॥ ২৫-২৬ ॥

—৫৭

অনুবাদ—হে মহারাজ ! যেরূপ সলিলচারী বৃহৎ মৎস্যাদি তদপেক্ষা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলচরকে ও বলিষ্ঠ জীব দুর্ব্বলকে ভক্ষণ করে এবং তুল্যবলশালী বৃহৎ প্রাণিসমূহ পরস্পর পরস্পরকে যথাসাধ্য পরাভব করে, তদ্রূপ সেই সর্ব্বব্যাপী ভগবান্‌ও বলিষ্ঠ ও মহৎ যদুগণ দ্বারা দুর্ব্বল যদুগণকে সংহার করাইয়া এবং তুল্যবল যদুগণকে পরস্পরদ্বারা সংহার করাইয়া পৃথিবীর ভার অপনোদন করিয়াছেন ॥ ২৫-২৬ ॥

বিশ্বনাথ—জলৌকসাং মৎস্যাদীনাং মধ্যে মহান্তঃ স্থূলাঃ অণীয়সঃ সূক্ষ্মান্ যথা ভক্ষয়ন্তি, বলিনস্তুল্যবলাস্তু মিথঃ পরস্পরমেব, যে যান্ শক্নুবন্তীত্যর্থঃ।

ভূভারান্ ভূভারভূতান্ যদূন্ সংজহার ইত্যর্জ্জুনাদীন্ প্রতি ভগবতা তল্লীলায়াস্তথৈব প্রত্যায়িতত্বাৎ। তৎকারণং তত্রৈব একাদশান্তে ব্যক্তীভবিষ্যতি। কিঞ্চ, তদপি ভূভারভূতান্ যদূনিত্যর্জ্জুনোক্ত্যা ন তু ভূবোঽলঙ্কারভূতান্ যদূন্ তন্নিত্যপরিকরানিত্যর্থস্তুপলভ্যত এব। নারী খল্বলঙ্কারাণাং ভারং ভারং ন মন্যতে যথা, তথৈব ভূর্নিত্যপরিকরাণাং যদূনাম্। যে তু দেবাস্তত্রৈব যদুবংশাবতারেণ প্রবিশ্যোদ্ভূতাস্তেষামপি রজস্তমোরহিতানাং ভারত্বেন বক্তুমনুচিতানামপি স্বস্বপদপ্রাপণায় তন্মিষেণৈবোপসংহারার্থম্। অষ্টাদশাক্ষৌহিণিকো মদংশৈরাস্তে বলং দুর্ব্বিষহং যদূনামিত্যুক্তবতা ভগবতা ভারত্বারোপঃ কৃতঃ ॥২৫-২৬॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—জলচর মৎস্যাদির মধ্যে বৃহৎ মৎস্যাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্যাদিকে ভক্ষণ করিয়া থাকে, সেইরূপ বলিষ্ঠ জীব দুর্ব্বলকে এবং তুল্য বলশালী প্রাণিগণের মধ্যে পরস্পর যে যাহাকে পরাজিত করিতে পারে, তাহাকে ভক্ষণ করিয়া থাকে। (তাহার ন্যায় ভগবান্ মহৎ ও বলিষ্ঠ যদুগণের দ্বারা হীনবল যদুগণকে এবং সমবল যদুদিগকে সমবল যদুগণ-দ্বারা বিনাশ করাইয়া, পৃথিবীর ভারস্বরূপ যাদবকুলকে সংহার করিয়াছেন।)

এখানে 'ভূ-ভারান্' অর্থাৎ পৃথিবীর ভারভূত 'যদূন্ সংজহার'—যদুগণকে সংহার করিলেন—ইহা অর্জ্জুনাদির প্রতি শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক তাদৃশ লীলার সেইরূপই বিশ্বাস উৎপাদন করান হইয়াছে। ইহার কারণ সেখানেই একাদশ স্কন্ধের শেষে (অন্তর্ধান-

লীলায়) ব্যক্ত করা হইবে। আরও, এখানে 'ভূ-ভারভূত যদুগণকে'—এই অর্জ্জুনের উক্তির দ্বারা যে যদুগণ পৃথিবীর ভারস্বরূপ ; তাহাদিগকে বলা হইয়াছে, কিন্তু যাঁহারা পৃথিবীর অলংকার-স্বরূপ, সেই নিত্যপরিকর যদুগণকে বলা হয় নাই—এই অর্থই উপলব্ধি হইতেছে। যেরূপ নারী অলঙ্কারসমূহের ভারকে ভার বলিয়া মনে করে না, সেইরূপ পৃথিবী-দেবী নিত্যপরিকর যদুগণের ভারকে ভার বলিয়া মনে করেন না। কিন্তু যে সমস্ত দেবগণ সেই যদুবংশে অবতাররূপে প্রবেশ করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, রজঃ ও তমো-রহিত তাঁহাদেরও ভাররূপে বলা অনুচিত হইলেও, নিজ নিজ ধামে পাঠাইবার উদ্দেশ্যে সেই (এরকার আঘাতাদির) ছলেই উপসংহারের নিমিত্ত ইহা উক্ত হইয়াছে। শ্রীভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে "দ্রোণ, ভীষ্ম, অর্জ্জুন, ভীম—এই মহৎকদনের কারণ-স্বরূপ হইয়া এই যে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী-যুক্ত ভূমির ভার হরণ করিলেন, তাহা অতি অল্প পরিমাণ হইল. কেননা আমার অংশ-স্বরূপ প্রদ্যুম্নাদি, তাহাদের অধীনে যাদবসৈন্য অনেক আছে, তাহাদের ভার অতিশয় দুর্ব্বিষহ।"—এই কথা বলায় শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক ভারত্ব আরোপিত হইয়াছে ॥ ২৫-২৬ ॥

দেশকালার্থযুক্তানি হৃত্তাপোপশমানি চ।
হরন্তি স্মরতশ্চিত্তং গোবিন্দাভিহিতানি মে ॥ ২৭॥

অন্বয়ঃ—দেশকালার্থযুক্তানি হৃত্তাপোপশমানি চ (মনঃপীড়াপ্রশমনকরাণি) চ গোবিন্দাভিহিতানি (গোবিন্দস্য বচনানি) স্মরতঃ (তানি অনুধ্যায়তঃ) মে (মম) চিত্তং (মনঃ) হরন্তি (আকর্ষন্তি মোহয়ন্তি) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—গোবিন্দের সেই দেশ ও কালোচিত, অর্থযুক্ত, হৃদয়ের তাপবিনাশক বাক্যসকল স্মরণপথে উদিত হইলে আমার চিত্তকে আকর্ষণ করে ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—অতঃপরং বক্তুং ন শক্নোমি, ত্বমপি কিঞ্চিন্মা পৃচ্ছেত্যাহ দেশেতি। যস্মিন্ দেশে যস্মিন্ বা কালে যস্মিন্ বা অর্থে যুক্তানি সমুচিতানি যানি গোবিন্দস্যাভিহিতানি বচনানি, তানি স্মরতো মম হৃদয়ং হরন্তি লুম্পন্তি ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ইহার পর আর আমি বলিতে সমর্থ নই এবং তুমিও আমাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করিও না—ইহাই বলিতেছেন 'দেশ' ইত্যাদি শ্লোকে। যে দেশে, যে কালে অথবা যে প্রয়োজনে গোবিন্দের সমুচিত বাক্যসকল স্মৃতিপথে উদিত হওয়ায় আমার চিত্তকে আকর্ষণ করিতেছে ॥ ২৭ ॥

এবং চিন্তয়তো জিষ্ণোঃ কৃষ্ণপাদসরোরুহম্।
সৌহার্দ্দেনাতিগাঢ়েন শান্তাসীদ্বিমলা মতিঃ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—(এবমিতি সূতোক্তিঃ)। এবম্ (অনেন প্রকারেণ) অতিগাঢ়েন (অতিদৃঢ়েন) সৌহার্দ্দেন (স্নেহেন) কৃষ্ণপাদসরোরুহং (শ্রীকৃষ্ণস্য পাদপদ্মং) চিন্তয়তঃ (অনুধ্যায়তঃ) জিষ্ণোঃ (জয়শীলস্য অর্জ্জুনস্য) মতিঃ শান্তা (বিশোকা) বিমলা (বিরক্তা সংসাররাগশূন্যা) আসীৎ (অভবৎ) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—এইরূপে অতিগাঢ় সৌহার্দ্দ-সহকারে শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল অনুক্ষণ চিন্তা করিতে করিতে অর্জ্জুনের অন্তঃকরণ শোকরহিত হইয়া বিষয়ানুরাগ পরিত্যাগ করিল ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—মতিস্তদ্বিরহসন্তপ্তাপি শান্তা নিরন্তর-তচ্চিন্তনজনিতস্ফূর্ত্তিলবেধন তেন নির্ব্বাপিতদাহত্বাৎ শীতলেত্যর্থঃ। অতএব বিমলা অস্থৈর্য্যলক্ষণমালিন্যমপি তস্যা বিগতমিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের বিরহে সন্তপ্ত হইলেও অর্জ্জুনের মতি শান্ত হইল, কারণ নিরন্তর তাঁহার চিন্তার ফলে স্ফূর্তি-প্রাপ্ত তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) দ্বারা বিরহাগ্নি নির্ব্বাপিত হওয়ায় শীতল হইয়াছিল—এই অর্থ। অতএব তাঁহার মতি বিমলা অর্থাৎ অস্থৈর্য্যরূপ মালিন্যও অপগত হইল—এই অর্থ ॥২৮॥

বাসুদেবাঙ্ঘ্র্যনুধ্যান-পরিবৃংহিতরংহসা।
ভক্ত্যা নির্ম্মথিতাশেষ-কষায়ধিষণোঽর্জ্জুনঃ ॥ ২৯ ॥
গীতং ভগবতা জ্ঞানং যত্তৎ সংগ্রামমূর্দ্ধনি।
কালকর্ম্মতমোরুদ্ধং পুনরধ্যগমদ্বিভুঃ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—বাসুদেবাঙ্ঘ্র্যনুধ্যানপরিবৃংহিতরংহসা (শ্রীকৃষ্ণচরণস্মরণেন পরিবৃংহিতং বর্দ্ধিতং রংহঃ

বেগঃ যস্যাঃ তয়া) ভক্ত্যা (শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠয়া) নির্ম্মথিতাশেষকষায়ধিষণঃ (নির্ম্মথিতা উন্মূলিতাঃ অশেষাঃ কষায়াঃ কামাদয়ঃ যস্যাঃ সা ধিষণা বুদ্ধির্যস্য সঃ নষ্টবিষয়বাসনঃ) বিভুঃ (জিতেন্দ্রিয়ঃ) অর্জ্জুনঃ সংগ্রামমূর্দ্ধনি (যুদ্ধস্থলে) ভগবতা (শ্রীকৃষ্ণেন) যৎ জ্ঞানং (তত্ত্বং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতানাম্নাপ্রসিদ্ধং) গীতং (অর্জ্জুনায় কথিতাং) কালকর্ম্মতমোরুদ্ধং (কালেন কর্ম্মভিস্তমসা ভোগাভিনিবেশেন রুদ্ধমাবৃতং সৎ) তৎ (জ্ঞানং) পুনঃ অধ্যগমৎ (প্রাপ) ।।২৯-৩০।।

অনুবাদ—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রসমরে অর্জ্জুনকে যে জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা কাল, কর্ম্ম ও ভোগাভিনিবেশ জন্য এত কাল অর্জ্জুনের হৃদয়ে আবৃতপ্রায় অবস্থান করিতেছিল ; শ্রীকৃষ্ণচরণধ্যানদ্বারা বর্দ্ধিত ভক্তিবলে অর্জ্জুনের বুদ্ধি হইতে সমস্ত মল (কামাদি কষায়) বিদূরিত হইলে তাঁহার হৃদয়ে সেই গীতোক্ত জ্ঞান আবির্ভূত হইল ।।২৯-৩০।।

বিশ্বনাথ—ননু কামাদয়ঃ কষায়া অপি মলশব্দেনোচ্যন্তে, সত্যম্, অর্জ্জুনস্য ভগবন্নিত্যপরিকরত্বেন সাক্ষান্নরাবতারত্বেন চ তদসম্ভব এব। মহেন্দ্রাংশত্বেন কষায়ঃ সম্ভবতি চেৎ, তদপি নৈব, ইত্যাহ বাস্থিতি। জন্মারম্ভেবোৎপন্নয়া ভক্ত্যা প্রথমত এব নির্ম্মথিতা উন্মূলিতা অশেষাঃ কষায়াঃ কামাদয়ো যস্যাঃ সা ধিষণা বুদ্ধির্যস্য তথাভূত এবার্জ্জুনঃ।

কিন্তু, প্রিয়স্য বিচ্ছেদদবে প্রিয়োক্তিস্মৃত্যৈব সংধুক্ষণমাতুরস্যেতিরীত্যা তন্মুখচন্দ্রবিনির্গতং সর্ব্বসন্তাপোপশমনং গীতামৃতমেব পাতুমারেভে ইত্যাহ গীতমিতি। কালাদিভিরবরুদ্ধমবিস্মৃতং, তত্র তমোহন্ধকারসম স্তদ্বিরহ এব ।। ২৯-৩০ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, কামাদি কষায়-সকলও মল-শব্দের দ্বারা উক্ত হইয়া থাকে ; তাহার উত্তরে বলিতেছেন—সত্য, কিন্তু অর্জ্জুন শ্রীভগবানের নিত্য পরিকর এবং সাক্ষাৎ নরাবতার, এই হেতু তাহা তাঁহার অসম্ভবই। যদি বলেন—মহেন্দ্রের অংশ-রূপে (জন্ম বলিয়া) অর্জ্জুনের কষায় (চিত্তের কামাদি মালিন্য) সম্ভব, তাহাও কখনই নহে, এইজন্য বলিতেছেন—'বাসুদেব' ইত্যাদি। অর্জ্জুন বাসুদেবের পাদপদ্ম ধ্যানে রত হইলে, তাঁহার ভক্তি অতিশয় প্রবলা হইয়া উঠিল, তাহাতেই বুদ্ধির কামনাদি বিনষ্ট হইল। জন্মের প্রারম্ভ হইতেই উৎপন্না ভক্তির দ্বারা, প্রথমেই 'নির্ম্মথিতা-শেষকষায়ধিষণঃ'—নির্ম্মথিত অর্থাৎ উন্মূলিত হইয়াছে অশেষ কামাদি-রূপকষায় যে বুদ্ধির, তাদৃশ বুদ্ধিসম্পন্ন অর্জ্জুন।

কিন্তু প্রিয়তমের বিচ্ছেদরূপ দাবানলে প্রিয়জনের কথার স্মৃতিই আতুর জনের সান্ত্বনা—এই রীতি অনুসারে, তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) মুখচন্দ্র হইতে বিনির্গত সকল সন্তাপের উপশমক গীতামৃতই পান করিতে আরম্ভ করিলেন—ইহা বলিতেছেন—'গীতম্' ইতি। ভগবান্ তাঁহাকে যুদ্ধক্ষেত্রে যে জ্ঞানোপদেশ করিয়াছিলেন, কাল, কর্ম্ম, ভোগাভিনিবেশ-বশতঃ যাহা আবৃত ছিল, তাহা পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইলেন। কালাদির দ্বারা অবরুদ্ধ (অবিস্মৃত), তাহাতে তমঃ অর্থাৎ অন্ধকারতুল্য তাঁহার বিরহই ।। ২৯-৩০ ।।

বিবৃতি—জীবস্বরূপে নশ্বর স্থূল সূক্ষ্ম উপাধিদ্বয় নাই। জীবস্বরূপ অবিদ্যাকর্তৃক আচ্ছন্ন হইলে তাহাতেই অশেষ কষায় বা বুদ্ধিবিপর্য্যয় পরিদৃষ্ট হয়। অবিদ্যাগ্রস্ত বদ্ধ জীবাভিমানে স্থূলসূক্ষ্ম উপাধিদ্বয়কে আত্মা বলিয়া ভ্রান্তি হয়। উপাধিতে আত্মজ্ঞানরূপ বিবর্ত্ত, অচিৎকে চিতের সহিত সমন্বয় করায় অদ্বয়জ্ঞান আত্মবস্তুতে দ্বৈতবুদ্ধি আসিয়া উপস্থিত হয় ; উহা দ্বিতীয়াভিনিবেশজনিত অদ্বয়জ্ঞানাভাব। যে কালে আত্মবিৎ অর্জ্জুনের গুণাতীত বাসুদেবের ধ্যান উন্মেষিত হইল তখনই আপনাকে সেবকজ্ঞানে ঔপাধিক বাসনা ক্ষীণ হওয়ায় তজ্জন্য তিনি শোকরহিত হইলেন। এই অবস্থায় নিত্যদাস্য পরিস্ফুট। জড়ের স্থূলসূক্ষ্মেন্দ্রিয়ের বিষয়-জ্ঞানে অবিদ্যাগ্রস্তা বুদ্ধি তাঁহাকে হরিসেবাবিমুখ করিতে অসমর্থ হইল।

পূর্ব্বে অর্জ্জুনকে যুদ্ধকালে ভগবান্ যে দিব্যজ্ঞানের কথা বলিয়াছিলেন তাহা জড়কাল, ভোগফলাকাঙ্ক্ষারূপ কর্ম্ম এবং ঔপাধিক বিবর্ত্তরূপ অজ্ঞান সেইগুলি গ্রহণ করিতে সেইকালে বাধা দিয়াছিল। এক্ষণে কেবল সেবাপ্রবৃত্তিক্রমে নির্ম্মুক্তকষায় হইয়া ভগবদ্গীতিসমূহ তাঁহার চিদিন্দ্রিয়ের বিষয় হইল। জীবের অবিদ্যানির্ম্মুক্ত অবস্থায় চিদিন্দ্রিয়কে জড়েন্দ্রিয়ের ন্যায় দেহদেহীতে বিভক্ত অবস্থার পরিবর্ত্তে অদ্বয়জ্ঞান প্রাকট্য লাভ করিল ।। ২৯-৩০ ।।

বিশোকো ব্রহ্মসম্পত্ত্যা সংচ্ছিন্নদ্বৈতসংশয়ঃ।
লীনপ্রকৃতিনৈর্গুণ্যাদলিঙ্গত্বাদসম্ভবঃ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ— ব্রহ্মসম্পত্ত্যা (শ্রীমন্নরাকারপরব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারেণ নির্ম্মলসচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ অহমিতি বোদ্ধব্যম্ অনেন জ্ঞানেনেত্যর্থঃ) লীনপ্রকৃতিনৈর্গুণ্যাৎ (লীনা পলায়িতা প্রকৃতিরবিদ্যা গুণকারণং যস্মাৎ এবম্ভূতং যন্নৈর্গুণ্যং তস্মাদ্ধেতোঃ, গুণকারণাতীতত্বাৎ, তথৈব) অলিঙ্গত্বাৎ (প্রাকৃতশরীর-রহিতত্বাচ্চ) অসম্ভবঃ (জন্মান্তররহিতঃ) সংছিন্নদ্বৈতসংশয়ঃ (সংছিন্ন ইয়ং মম চেতসি স্ফূর্ত্তিরেব সাক্ষাৎকার উত অন্য বা ইতি দ্বৈতে সংশয়ঃ যেন সঃ) বিশোকঃ (বীতশোকঃ) জাতঃ ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—এইরূপে ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা তাঁহার গুণ-কারিণী-ভূতা অবিদ্যা পলায়ন করিল, অবিদ্যার লয় হইল বলিয়া সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই গুণত্রয়ও ক্ষয়প্রাপ্ত হইল। সেই জন্য গুণের কার্য্যভূত সূক্ষ্ম শরীর-বিষয়ক জ্ঞানও তিরোহিত হইল, চরমে স্থূল শরীরের অভিমানও তাঁহার থাকিল না। সুতরাং তিনি দ্বৈত-ভ্রম-শূন্য হইলেন। এইরূপ শোকের হেতুভূত দ্বৈতভ্রম অপগত বলিয়া অর্জ্জুন সম্যগ্‌রূপে শোকবিরহিত হই-লেন ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—তত্র চ, "মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু। মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥" ইত্যত্র পদ্যে, এষ্যসীতি ভবিষ্যন্নি-র্দ্দেশেনেদং দ্যোতিতম্। হে কৌন্তেয়! সংপ্রতি ত্বং মামেষ্যস্যেব যদাতু তব মদ্বিয়োগো মহান্ ভাবী, তদা মাং প্রাপ্তুং যতিষ্যমানস্য তব তদুপায়মহমধুনৈব স্নেহেন ব্রবীমি ইতি স্বপ্রাপ্ত্যর্থং যৎ ধ্যানমুক্তং সংপ্রতি তেন মুহুরভ্যস্তেন ধ্যানেনৈব তৎপার্শ্বগতমেবাত্মান-মভিমন্যমানস্যাপি মম দেহ এবান্তরায়ঃ যতোঽয়ং মধ্যে মধ্যে বহির্বৃত্তিমনুভাব্যং মাং শোকার্ণবে ক্ষিপতি, তদস্মদ্দেহাত্মনঃ পার্থক্যমাপাদয়িতুং সর্ব্বশাস্ত্রাস্ত্রবিদ্যা-বৎ পূর্ব্বাভ্যস্তং যোগমেব রক্ষণং (লক্ষণং) অনু-শীলয়ামীতি মনসি নিশ্চিত্য চিন্ময়শরীরোঽপি আত্মানং শ্রীকৃষ্ণনিত্যপ্রিয়সখত্বেন নারায়ণসখত্বেন বা নানুসন্ধ-ধানঃ প্রেমবৈবশ্যেন প্রাকৃতনরমেব জানংস্তদ্ভাবাপলা-পায় ক্ষণমাত্রেণৈব যোগারূঢ়ো বভূবেত্যাহ বিশোক ইতি। ব্রহ্মসংপত্ত্যা প্রাপ্তয়া বিশোকোঽভূদিতি তদভি-মত্যানুসারেণৈব সূতোক্তিঃ, বস্তুতস্তু প্রপঞ্চগতাং সম্পত্তিং ত্যক্ত্বা ব্রহ্মসম্পত্ত্যা অপ্রকটপ্রকাশতয়া শ্রীকৃষ্ণ-প্রিয়সখত্বপ্রাপ্ত্যা বিশোকঃ বিগতশোকঃ, সংছিন্নো দ্বৈতে সংশয়ঃ দেহেন সহ মম সম্বন্ধোঽস্তি নাস্তি বেতি সন্দেহো যস্য সঃ। বস্তুতস্তু, দ্বৈতে সখ্যুঃ শ্রীকৃষ্ণাৎ সকাশাৎ স্বস্য ভিন্নত্বে সতি সংশয়ঃ পূর্ব্বমাবয়োঃ পরস্পরসখ্যাদৈক্যমাসীৎ, সংপ্রতি তু দ্বৈতং বৃত্তম্। তদধুনা স কৃষ্ণঃ কিং পুনরপি সখ্যসুখময়াদ্বৈত এব মাং নেষ্যতি, কিংবা পার্থক্যলক্ষণ-দ্বৈতদুঃখসিন্ধৌ নিমজ্জয়িষ্যতীতি ভাবনাময়ঃ সন্দেহঃ সংছিন্নো যস্য সঃ। ন চ, তস্য প্রাকৃতলোকস্যেব পুনঃ সংসার আশঙ্কনীয় ইত্যাহ লীনেতি স্পষ্টম্। বস্তুতস্তু, লীনং সুশ্লিষ্টং দুর্লক্ষ্যং যৎ প্রকৃতিতঃ স্বভাবাদেব নৈর্গুণ্যং কৃষ্ণসখত্বেন গুণাতীতত্বং তস্মাদেবালিঙ্গত্বং লিঙ্গদেহা-ভাবস্তত এব ন সম্যগ্ ভবঃ সংসারো যস্য সঃ। যদ্বা, মহেন্দ্রাংশভূতোঽর্জ্জুনস্তু জীবন্মুক্তোঽভূদিত্যাহ বিশোক ইতি। সংছিন্নো দ্বৈতসংশয়ঃ প্রপঞ্চানুসন্ধানগতশোক-মোহাদির্যস্য সঃ। তত্র হেতুঃ লীনা ঈশ্বরে লীনীকৃতা যা প্রকৃতিস্তত এব যন্নৈর্গুণ্যং তস্মাৎ। অতএবা-লিঙ্গত্বাল্লিঙ্গদেহাপগমাদসম্ভবঃ অপুনর্জন্মেত্যর্থঃ ॥৩১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ— সেই গীতাতে 'মন্মনা ভব'— অর্থাৎ হে অর্জ্জুন! তুমি মদ্‌গতচিত্ত ও মদ্ভক্ত হও। আমার জন্য যজ্ঞানুষ্ঠান কর ও আমাকে নমস্কার কর। তাহা হইলে তুমি আমাকে প্রাপ্ত হইবে। ইহা আমি তোমার নিকট সত্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি। কেন না, তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়। —এই পদ্যে 'এষ্যসি', অর্থাৎ প্রাপ্ত হইবে, এই ভবিষ্যৎকালের নির্দ্দেশে ইহাই দ্যোতিত হইতেছে— হে কৌন্তেয়! সংপ্রতি তুমি আমাকে লাভ করিবেই, কিন্তু যখন তোমার নিকট আমার বিয়োগ মহান্ (অত্যন্ত গুরুতর) হইবে, তখন আমাকে পাইবার জন্য যত্নশীল তোমার সেই উপায় এখনই স্নেহপূর্ব্বক বলিতেছি। এই প্রকারে নিজপ্রাপ্তির নিমিত্ত যে ধ্যান বলিয়াছিলেন, অধুনা সেই মুহুঃ অভ্যস্ত ধ্যানের দ্বারাই, তাঁহার পার্শ্বগতই নিজেকে মনে করিলেও আমার দেহই অন্তরায়, যেহেতু ইহা (এই দেহ) মধ্যে মধ্যে বহির্বৃত্তি অনুভব করাইয়া আমাকে শোক-সমুদ্রে নিক্ষেপ করিতেছে। অতএব এই দেহ হইতে

আত্মার পার্থক্য উপলব্ধির নিমিত্ত সর্ব্বশাস্ত্ররূপ অস্ত্র-বিদ্যার ন্যায় পূর্ব্বের অভ্যস্ত যোগই ক্ষণকাল অনু-শীলন করি—ইহা মনে মনে নিশ্চয় করিয়া, চিন্ময় শরীর হইলেও নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য প্রিয় সখারূপে অথবা নারায়ণের সখারূপে অনুসন্ধান না করিয়া, প্রেম-বৈবশ্য-বশতঃ প্রাকৃত মনুষ্যই—এইরূপ বোধ করতঃ সেই ভাবের সঙ্গোপনের নিমিত্ত ক্ষণকালের মধ্যেই যোগারূঢ় হইলেন, ইহাই বলিতেছেন—'বিশোকঃ', ইত্যাদি শ্লোকে।

'ব্রহ্মসম্পত্ত্যা'—অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভে বিশোক হইয়াছিলেন—ইহা তাঁহার অভিমত অনুসারেই শ্রীসূতের উক্তি, বস্তুতঃ কিন্তু প্রপঞ্চগতা সম্পত্তি (সংযোগ) ত্যাগ করিয়া, 'ব্রহ্ম-সম্পত্ত্যা'—ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের দ্বারা অর্থাৎ অপ্রকট-প্রকাশ-গত শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়-সখত্ব প্রাপ্তির দ্বারা অর্জ্জুনের শোক বিগত হইয়াছিল। 'সঞ্ছিন্নদ্বৈত-সংশয়ঃ'—সম্যক্-রূপে ছিন্ন হইয়াছে দ্বৈত-বিষয়ে সংশয় অর্থাৎ দেহের সহিত আমার সম্বন্ধ আছে বা নাই এইরূপ সন্দেহ যাঁহার তিনি (অর্জ্জুন)। বাস্তবিকপক্ষে কিন্তু, দ্বৈতে অর্থাৎ সখা শ্রীকৃষ্ণ হইতে নিজের ভিন্নত্ব হইলে সংশয়—পূর্ব্বে আমাদের পরস্পর সখ্যবশতঃ ঐক্যই ছিল, সম্প্রতি কিন্তু দ্বৈত (পার্থক্য) হইল। অতএব অধুনা সেই কৃষ্ণ কি পুনরায় সখ্যসুখময় অদ্বৈতেই (অভিন্নত্বে) আমাকে লইয়া যাইবেন, অথবা পার্থক্য-রূপ দ্বৈত-দুঃখ-সিন্ধুতে নিমজ্জিত করিবেন—এইরূপ ভাবনাময় সন্দেহ যাঁহার সংছিন্ন হইয়াছে, সেই অর্জ্জুন।

এই বলিয়া প্রাকৃত লোকের মত তাঁহার পুনরায় সংসার (জন্ম-মরণাদিরূপ) আশঙ্কা করা উচিত নহে, ইহাই বলিতেছেন—'লীনপ্রকৃতি-নৈর্গুণ্যাৎ', ইত্যাদি, অর্থাৎ অবিদ্যার লয় হওয়ায় তাঁহার যে সত্ত্বাদি গুণ, তাহাদেরও বিনাশ সাধন হইল, তাহার পরে আর গুণকার্য্য লিঙ্গশরীর থাকিল না। বস্তুতঃ কিন্তু লীন—সুশ্লিষ্ট, দুর্লক্ষণীয় যে 'প্রকৃতিতঃ'—অর্থাৎ স্বভাব হইতেই নৈর্গুণ্য, শ্রীকৃষ্ণের সখা বলিয়া গুণাতীতত্ব, অতএব লিঙ্গদেহের অভাব-বশতঃই 'অসম্ভবঃ—ন সম্যগ্ ভবঃ' অর্থাৎ সম্যগ্‌রূপে সংসার যাঁহার নাই, সেই অর্জ্জুন। অথবা, ইন্দ্রের অংশভূত অর্জ্জুন জীবন্মুক্ত হইলেন, ইহা বলিতেছেন—'বিশোক' ইতি। সংছিন্ন হইয়াছে দ্বৈত-সংশয় অর্থাৎ প্রপঞ্চের অনুসন্ধানগত শোক, মোহাদি যাঁহার, তিনি (অর্জ্জুন)। তাহার কারণ—'লীনপ্রকৃতি-নৈর্গুণ্যাৎ' অর্থাৎ ঈশ্বরে লীনীকৃত হইয়াছে যে প্রকৃতি, তাহা হইতেই যে নৈর্গুণ্য, সেই হেতু। অতএব 'অলিঙ্গত্বাৎ'—লিঙ্গ-দেহের অপগম-হেতু 'অসম্ভবঃ' অর্থাৎ অপুনর্জন্ম—এই অর্থ ॥ ৩১ ॥

বিবৃতি—ভগবৎ-স্ফূর্ত্তিক্রমে পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ-কারে স্ফূর্ত্তি ও সাক্ষাৎকারের মধ্যে দ্বৈত সংশয় ছিন্ন হইল। তিনি বিগতশোক হইয়া ত্রিগুণের বশবর্ত্তিতার হস্ত হইতে মুক্ত হইলেন। সেই কালে তাঁহার স্বরূপসিদ্ধিক্রমে প্রাকৃত গুণ এবং প্রাকৃতগুণবাধ্য স্বভাব নষ্ট হওয়ায় প্রাকৃত জগতে সেব্যসেবকভাবে অবস্থানরূপ ভোগপ্রবৃত্তি রহিত হওয়ায় সূক্ষ্ম শরীরের প্রাকট্য রহিল না। পরে বস্তুসিদ্ধিকালে স্থূল শরীরে অনুভূতি থাকিতে পারিল না ॥ ৩১ ॥

নিশম্য ভগবন্মার্গং সংস্থাং যদুকুলস্য চ।
স্বঃপথায় মতিং চক্রে নিভৃতাত্মা যুধিষ্ঠিরঃ ॥৩২॥

অন্বয়ঃ—ভগবন্মার্গং (ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য মার্গং গমনং আলক্ষ্য) যদুকুলস্য সংস্থাং চ (নাশঞ্চ) নিশম্য (শ্রুত্বা) নিভৃতাত্মা (নিশ্চলমতিঃ) যুধিষ্ঠিরঃ স্বঃ-পথায় (স্বঃ শ্রীকৃষ্ণধাম তস্য পথায়-মার্গায় তৎপথং গন্তুং) মতিং (অভিলাষং) চক্রে (চকার) ॥৩২॥

অনুবাদ—নিশ্চলমতি মহারাজ যুধিষ্ঠির তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের গতি ও যদুকুলের বিনাশবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণধামপথে গমনেই স্থিরসঙ্কল্প করিলেন ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—মার্গং পদবীং চাতুর্য্যপরিপাটীমিতি যাবৎ। সংস্থাং বক্ষ্যমাণসিদ্ধান্তানুসারেণ অপ্রকট-প্রকাশগতত্বেন সম্যক্ স্থিতিং, স্বান্তর্দশায়াং তদ্বহির্দশা-য়ান্তু নাশঞ্চ; স্বঃ শ্রীকৃষ্ণধাম, যেহধ্যাসনং রাজ-কিরীটজুষ্টং সদ্যো জহুর্ভগবৎপার্শ্বকামা ইত্যুক্তত্বাৎ। তথা সম্পদঃ ক্রতবো লোকা ইত্যাদিভ্যশ্চ। যুধিষ্ঠির ইত্যুপলক্ষণং পঞ্চৈব ভ্রাতরঃ স্বঃপথায় শ্রীকৃষ্ণধামপথং

গন্তুং মতিং চক্রুঃ। নিভৃতাত্মা অন্যালক্ষিতচিত্ত-ব্যাপারঃ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নিশম্য ভগবন্মার্গং'—মার্গ বলিতে শ্রীভগবানের চাতুর্য্য-পরিপাটী। 'সংস্থাং'—বক্ষ্যমাণ সিদ্ধান্ত অনুসারে অপ্রকট প্রকাশে গমনহেতু স্বান্তর্দ্দশাতে সম্যক্ অবস্থিতি, এবং তাহার বহির্দ্দশায় নাশ। 'স্ব-পথায়'—'স্বঃ', বলিতে শ্রীকৃষ্ণের ধাম, এই প্রথম স্কন্ধের ঊনবিংশতি অধ্যায়ে মহর্ষিগণের উক্তিতে জানা যায়—"তোমার পূর্ব্বপুরুষ যুধিষ্ঠি-রাদি ভগবানের পার্শ্বস্থ হইবার বাসনায় রাজকিরীট-যুক্ত, সিংহাসন সদ্য পরিত্যাগ করিয়াছেন।" সেই-রূপ পূর্ব্বেও উক্ত হইয়াছে—"তাঁহার সম্পত্তি, যজ্ঞ ও তদ্দ্বারা উপার্জ্জিত স্বর্গাদি লোক, মহিষী, ভ্রাতৃবর্গ, পৃথিবী, জম্বুদ্বীপের আধিপত্য এবং স্বর্গগামী যশ—এই সকল সম্পত্তিতে দেবতাদিগেরও অভিলাষ জন্মিয়া থাকে, কিন্তু রাজা যুধিষ্ঠিরের মন শ্রীকৃষ্ণ-চরণারবিন্দে সংলগ্ন ছিল, এই নিমিত্ত ঐ সকলে কি তাঁহার আমোদ জন্মাইতে পারে?" যুধিষ্ঠির—ইহা উপলক্ষণ, পঞ্চ ভ্রাতৃগণই 'স্বঃপথায়' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-ধামের পথে যাইবার জন্য মতি স্থির করিয়াছিলেন। 'নিভৃতাত্মা'—অর্থাৎ অন্যের অলক্ষিত চিত্তের ব্যাপার যাঁহার, সেই রাজা যুধিষ্ঠির ॥ ৩২ ॥

পৃথাপ্যুপশ্রুত্য ধনঞ্জয়োদিতং
নাশং যদূনাং ভগবদ্‌গতিঞ্চ তাম্।
একান্তভক্ত্যা ভগবত্যধোক্ষজে
নিবেশিতাত্মোপররাম সংসৃতেঃ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—পৃথা (কুন্তী) অপি ধনঞ্জয়োদিতং (অর্জ্জুনেন কথিতং) যদূনাং নাশং (ধ্বংসং) তাং (বর্ণিতাং দুর্ব্বিজ্ঞেয়াং) ভগবদ্‌গতিঞ্চ (শ্রীকৃষ্ণস্য অপ্রকটীভবনং) উপশ্রুত্য (নিশম্য) ভগবতি অধোক্ষজে (অপ্রাকৃততত্ত্বে শ্রীকৃষ্ণে) একান্তভক্ত্যা (ঐকান্তিক্যা নিষ্ঠয়া) নিবেশিতাত্মা (প্রণিহিতচিত্তা অধোক্ষজং ধ্যায়ন্তী সতী) সংসৃতেঃ (সংসারাৎ) উপররাম (উপরতা বভূব—তনুং জহৌ) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—কুন্তীদেবীও ধনঞ্জয়ের মুখে যদুবংশের বিনাশ এবং অতি দুর্জ্ঞেয় সেই ভগবানের গতি শ্রবণ করিয়া একান্ত ভক্তির সহিত ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে চিত্ত সমর্পণপূর্ব্বক সংসার হইতে উপরত হইলেন অর্থাৎ ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—তাং প্রসিদ্ধাং অন্তর্দ্ধানলক্ষণাম্। সংসৃতেঃ সম্যক্‌সরণাৎ প্রপঞ্চেঽবতারাৎ, উপররাম সদ্য এবান্তর্দধাবিত্যর্থঃ। তচ্ছ্রবণক্ষণ এব তদ্বিয়োগ-জনিতাং দশমীমপি দশাং দর্শয়ামাসেতি বা ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তাম্'—অর্থাৎ সেই প্রসিদ্ধ অন্তর্ধান-রূপ শ্রীভগবানের গতি। 'সংসৃতেঃ'—সম্যক্ গমনশীল প্রপঞ্চে অবতার হইতে। 'উপররাম'—তৎক্ষণাৎ অন্তর্ধান করিলেন, এই অর্থ। কুন্তীদেবীও ধনঞ্জয়ের নিকট হইতে যদুবংশের বিনাশ ও শ্রীকৃষ্ণের দুর্জ্ঞেয় গতি শ্রবণ করিয়া অর্থাৎ সেই শ্রবণ-ক্ষণেই তাঁহার বিয়োগজনিতা দশমীদশা প্রাপ্ত হইলেন ॥৩৩॥

যয়াহরদ্ভুবো ভারং তাং তনুং বিজহাবজঃ।
কণ্টকং কণ্টকেনেব দ্বয়ঞ্চাপীশিতুঃ সমম্ ॥৩৪॥

অন্বয়ঃ—অজঃ (জন্মরহিতোঽপি শ্রীকৃষ্ণঃ) যয়া (যাদবাদিরূপয়া তন্বা) ভুবঃ (পৃথিব্যাঃ) ভারং কণ্টকেন কণ্টকম্ ইব অহরৎ (সংহৃতবান্) তাং (যাদবরূপাং) তনুং বিজহৌ (তত্যাজ যতঃ) ঈশিতুঃ (ঈশ্বরস্য) দ্বয়ম্ অপি (যাদবতনুঃ ভূভারতনুঃ চ) সমম্ (তুল্যম্) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—যেরূপ কাহারও পদে কণ্টক বিদ্ধ হইলে তিনি অন্য একটি কণ্টকের সাহায্যে বিদ্ধ কণ্টকটিকে উৎপাটিত করেন এবং পশ্চাতে উভয় কণ্টককেই পরিত্যাগ করেন, তদ্রূপ জন্মবিরহিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও যে যাদবাদি মূর্ত্তিদ্বারা ধরিত্রীর ভারস্বরূপ অসুরগণের বধসাধনপূর্ব্বক পৃথিবীর ভার হরণ করিয়াছিলেন, সেই শরীরও অপ্রকট করিলেন যেহেতু ঈশ্বরের পক্ষে উভয়ই তুল্য ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—যাদবাদীনামন্তিমদশাশ্রবণেন বিষীদতঃ শৌনকাদীনাশ্বাসয়ন্ সিদ্ধান্তরহস্যমাহ যয়েতি। যয়া যাদবাদিতন্বা ভুবঃ স্বপাদভূতায়াঃ (স্বপাদ-মূলায়াঃ) ভারং কণ্টকেন সূচ্যগ্রেণ কণ্টকমিব অহ-রৎ, তামেব তনুং বিজহৌ। দেবদত্তো বসনং

বিজহাবিতিবৎ স্বসঙ্গাদ্ বিচ্যুতীচকারেত্যর্থঃ, ন তু যয়া নিত্যং ক্রীড়তি, তামপীতি ভাবঃ। তেন অংশাবতরণসময়ে যে দেবা নিত্যভূতেষু যাদবাদিষু প্রবিষ্টাস্তে এব তেভ্যো যোগবলেন নিষ্কাশ্য প্রভাসং গমিতাস্তদ্দেহত্যাগং লোকান্ মায়য়ৈব দর্শয়তা ভগবতা মধুপানানন্তরং দেবরূপীকৃত্য স্বর্গং প্রাপয়ামাসিরে ইত্যেকাদশান্তব্যাখ্যানুসৃত্যা জ্ঞেয়ম্। নিত্যলীলাপরিকরা যাদবাস্তু প্রাপঞ্চিকলোকাহলক্ষিতাঃ শ্রীকৃষ্ণেন সমং দ্বারকায়ামেব যথাপূর্ব্বমেব খেলন্তীতি ভাগবতামৃতোক্তসিদ্ধান্তাদবগন্তব্যম্। দ্বয়মিতি। ভূভারভূতা অসুরাঃ যাদবাদিরূপা দেবাশ্চেতি দ্বয়ং ঈশিতুঃ পরমেশ্বরস্য সমমেব। কিন্তু, দৃষ্টান্তে কণ্টকত্বেন সাম্যেঽপি করণভূতস্য সূচ্যগ্রস্য উপকারকত্বেনান্তরঙ্গত্বং, কর্ম্মভূতস্য কণ্টকস্যাপকারকত্বেন বহিরঙ্গত্বমিত্যপি জ্ঞাপিতম্। সূচ্যগ্রে ক্ষুদ্রশত্রৌ চ লোমহর্ষে চ কণ্টক ইত্যমরঃ ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যাদবাদির অন্তিমদশা শ্রবণে বিষণ্ণ শৌনকাদি মুনিগণকে আশ্বাস প্রদান করিতে করিতে সিদ্ধান্ত-রহস্য বলিতেছেন—'যয়া' ইতি। যে যাদবাদির তনুর দ্বারা নিজ পাদ-স্বরূপ পৃথিবীর ভার, লোকে সূচীর অগ্রভাগের দ্বারা যেমন কণ্টক উদ্ধার করে, সেইরূপ হরণ করিয়াছিলেন, সেই তনুই পরিত্যাগ করিলেন। 'দেবদত্ত বসন পরিত্যাগ করিল'—এই বাক্যের ন্যায় নিজ সঙ্গ হইতে তাঁহাদের বিচ্যুত করিলেন—এই অর্থ। কিন্তু যে তনুর (শ্রীবিগ্রহের) দ্বারা নিত্য ক্রীড়া করিতেছেন, সেই দেহ ত্যাগ করেন নাই, এই ভাব। অতএব অংশে অবতরণ-সময়ে যে দেবগণ, নিত্যরূপ যাদবাদিতে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহারাই (সেই দেবগণই) শ্রীভগবান্ কর্তৃক যোগবলে যাদব-দেহ হইতে নিষ্কাশিত করিয়া প্রভাসে প্রেরিত হইয়াছিলেন। শ্রীভগবান্ স্বীয় মায়ার দ্বারাই তাঁহাদের (সেই দেবগণের) দেহত্যাগ লোকগণকে দেখাইবার জন্য মধুপানের পর পুনরায় দেব-রূপ করাইয়া স্বর্গে প্রেরণ করিয়াছিলেন—ইহা একাদশ স্কন্ধের শেষের ব্যাখ্যা অনুসারে জানিতে হইবে। কিন্তু নিত্য লীলার পরিকর যাদবগণ প্রাপঞ্চিক জনগণের অলক্ষিতে শ্রীকৃষ্ণের সহিত দ্বারকাতেই পূর্ব্বের ন্যায় ক্রীড়া করিতেছেন—ইহা শ্রীভাগবতামৃতোক্ত সিদ্ধান্ত হইতে অবগত হওয়া যায়। 'দ্বয়ঞ্চাপীশিতুঃ সমম্'—এখানে দুইটি বলিতে ভূভারস্বরূপ অসুরগণ এবং যাদবাদি-রূপ দেবগণ—এই উভয়ই সর্ব্বনিয়ামক পরমেশ্বরের নিকট সমানই। কিন্তু দৃষ্টান্তে কণ্টকত্বরূপে সাম্য হইলেও করণরূপ সূচীর অগ্রভাগের উপকারকত্ব বলিয়া অন্তরঙ্গত্ব, আর, কর্ম্মরূপ কণ্টকের অপকারকত্বহেতু বহিরঙ্গত্ব—ইহাও জ্ঞাপিত হইতেছে। অমরকোষে কণ্টক-শব্দের অর্থ-নির্ণয়ে উক্ত হইয়াছে—"সূচ্যগ্রে, ক্ষুদ্রশত্রুতে, লোমহর্ষে এবং কণ্টকে"—কণ্টক শব্দ ব্যবহৃত হয় ॥ ৩৪ ॥

বিবৃতি—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জন্মরহিত নিত্য প্রকটমান্ বস্তু। তাঁহার সেবক দেবগণ প্রপঞ্চে কালক্রমে উদিত হইয়া ভগবৎসেবা বুদ্ধিতে শ্লথ হওয়ায় ভগবদ্বিমুখী ভাবসমূহ অসুররূপে দেবগণের ঈশবৈমুখ্য বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করে। ভগবদ্ভক্ত দেবগণ বিপদ্‌গ্রস্ত হইলে ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বিপদ হইতে মুক্ত হইবার বাসনা করেন। ঈশবৈমুখ্যরূপ আসুরিকভাব পৃথিবীকে ভারগ্রস্ত করে, তখন ভগবান্ ভোগপর প্রাপঞ্চিক ভূমিকায় নিজপ্রাকট্য বিধান করেন। তিনি অজ হইয়াও প্রপঞ্চে অবতরণকালে ঈশবিমুখ অসুরগণের নিকট তাহাদের ন্যায় জন্মপরিগ্রহ-লীলা প্রকট করান। ভগবানের লীলা নিত্য। নিত্যলীলাময়ের নিত্য প্রকটভূমিতে যে নিত্যাবির্ভাবলীলা, তাহাই প্রপঞ্চে ইন্দ্রিয়বৃত্তিপর অক্ষজদর্শনে পরিদৃষ্ট হয়। আবরণী ও বিক্ষেপাত্মিকা শক্তির দ্বারা আক্রান্ত হইয়া বদ্ধজীব কর্ম্মফলভোগীর ন্যায় সেই অজের জন্ম, স্থিতি ও অপ্রাকট্য দর্শন করে। বস্তুতঃ তিনি নিত্যলীলাময়। পৃথিবীর ভার এবং তাহার অপনোদন কার্য্য প্রাকৃত ভূমিকায় অর্থাৎ প্রপঞ্চে আবদ্ধ। ঈশবৈমুখ্য ও আসুরিক অধিষ্ঠান নিত্যলীলাময়-রাজ্যে বাস্তব অধিষ্ঠানে অধিষ্ঠিত না হইলেও তত্তৎ চিন্ময়ভাবে যাহাতে কোনও প্রকার হেয়তা, অবরতা, কুণ্ঠা প্রবেশ করিতে পারে না, সেইরূপ বৈকুণ্ঠভাব লীলারসসমৃদ্ধির জন্য নিত্য প্রকট রাজ্যে অবস্থিত। মায়াময় প্রপঞ্চে ঈশবৈমুখ্যের ব্যক্তিগত অধিষ্ঠানের সত্য তাৎকালিক সত্য। মায়াবদ্ধ জীব প্রপঞ্চাবতীর্ণ ভগবত্তনুকেও নিজ অবিদ্যাগ্রস্ত

বিচার অবলম্বনে জন্মস্থিতিভঙ্গাত্মক মনে করে, কিন্তু তাহাদের তাদৃশ অক্ষজদর্শন ঈশবিমুখতা হইতে জাত মাত্র। ঈশসেবোন্মুখতা হইলে অক্ষজ দর্শনের অপগমে নিত্য সত্যের উপলব্ধি ঘটে। এই জন্যই কণ্টকদ্বারা কণ্টকের উৎখাত ক্রিয়া। প্রকৃত প্রস্তাবে নিত্যলীলাময় ভগবানের প্রাপঞ্চিক দর্শনের ন্যায় প্রকৃত যোগ্যতা নাই। তিনি ঈশ্বরবিমুখ ব্যক্তিগণের মঙ্গলের জন্য তাহাদিগের তুল্য অবস্থা প্রদর্শন করিয়া তাহাদিগের মঙ্গল বিধান করেন মাত্র। ঈশবিমুখ ব্যক্তির অক্ষজজ্ঞানে ভগবদ্‌বস্তুকে দৃশ্য বোধ এবং সেই দৃশ্যের অপ্রাকট্যকে লক্ষ্য করিয়াই ভগবানের স্বধামে বিজয় ॥ ৩৪ ॥

যথা মৎস্যাদিরূপাণি ধত্তে জহ্যাদ্‌যথা নটঃ।
ভূভারঃ ক্ষপিতো যেন জহৌ তচ্চ কলেবরম্ ॥৩৫॥

অন্বয়ঃ—যথা নটঃ (শ্রাব্যরূপকাভিনেতা) মৎস্যাদিরূপাণি (তত্তদবতারেষু (তত্তদ্‌ভাবান্) ধত্তে (স্বীকরোতি) জহ্যাৎ চ (ত্যজেৎ চ অন্তর্দ্ধত্তে চ স্বরূপেণ স্থিতঃ এব ইত্যর্থঃ তথা শ্রীকৃষ্ণোঽপি) যেন (রূপেণ) ভূভারঃ ক্ষপিতঃ (হৃতঃ) তৎ চ কলেবরং (শরীরং) জহৌ (অন্তরধাৎ) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—যেরূপ একই নট বিশেষ বিশেষ চরিত্র অভিনয়ের জন্য বহুবিধ সজ্জা গ্রহণ করে এবং অভিনয় অন্তে সেই রূপ অন্তর্হিত করে, সেইরূপ ভগবান্‌ও বিশেষ প্রয়োজন উদ্দেশ করিয়াই মৎস্যাদি বহুবিধ রূপ পরিগ্রহ করেন এবং প্রয়োজন সংসাধিত হইলে সেই সকল রূপ অপ্রকট করেন। সেই প্রকার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও যে কলেবরদ্বারা ভূভার হরণ করিয়াছিলেন তাহা অন্তর্হিত করিলেন ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—কৃষ্ণস্ত্বৈন্দ্রজালিক-নট ইব স্বদেহত্যাগং মিথ্যাভূতমেব প্রত্যায়য়ামাসেত্যাহ যথেতি ভগবান্ ধত্তে জহ্যাৎ ন তু ধৃত্বা জহ্যাদিতি তনুত্যাগকালেঽপি তত্তত্তনুধারণমস্ত্যেব। ননু কথমেতদ্বোদ্ধব্যম্? ইত্যত আহ, যথা নটঃ ঐন্দ্রজালিকঃ ছেদ-দাহ-মূর্চ্ছাদিভিঃ স্বদেহং ত্যজতি; তস্য ত্যাগং সর্ব্বান্ দর্শয়তি, প্রত্যায়য়তি চ অথচ স্বদেহং ধত্তে এব ন তু ম্রিয়তে, তথৈব মৎস্যাদিরূপাণি মৎস্যাদিশরীরাণি স্বীয়ানি ভগবান্ ধত্তে জহ্যাৎ; দধান এব জহাতি। তেন নটস্য স্বশরীরধারণং সত্যমেব তত্ত্যাগস্তু মিথ্যৈব যথা, তথৈব ভগবতোঽপি মৎস্যাদিস্বীয়শরীরধারণং সত্যমেব তত্তত্ত্যাগো মিথ্যৈবেত্যর্থঃ যথা চ মৎস্যাদিশরীরাণি দধান এব জহাতি, তথৈব যেন ভূভারঃ ক্ষপিতস্তচ্চ কলেবরং জহাবিতি শ্রীকৃষ্ণকলেবরত্যাগো মিথ্যৈবেতি। নরাকৃতিপরব্রহ্মত্বাদিকমপি নটরূপনরধর্ম্মমেবং ভগবান্ করোতি ন তু তত্ত্বেন। স্বদেহস্যাভৌতিকত্বেন নাশাসম্ভবাৎ। যদুক্তং মহাভারতে—ন ভূতসংঘসংস্থানো দেহোঽস্য পরমাত্মন ইতি। বৃহদ্বৈষ্ণবেঽপি, "যো বেত্তি ভৌতিকং দেহং কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ। স সর্ব্বস্মাদ্বহিঃকার্য্যঃ শ্রৌত-স্মার্ত্তবিধানতঃ। মুখং তস্যাবলোক্যাপি সচেলঃ স্নানমাচরেদিতি"। বৈশাম্পায়ন-সহস্রনামানি চ—অমৃতাংশোঽমৃতবপুরিতি। অমৃতং মরণবর্জিতং বপুর্য্যস্যেতি, তত্র শ্রীশঙ্করাচার্য্য-ব্যাখ্যা ন প্রসিদ্ধা। অত্র শ্লেষেণ জহ্যাদিতি জহাতেস্ত্যাগার্থত্বাৎ; ত্যাগস্য চ দানার্থত্বাৎ; বৈকুণ্ঠাদিধামস্থেভ্যো ভক্তেভ্যঃ স্বশরীরপ্রবিষ্টচরং নারায়ণাদিরূপং তেষাং পালনার্থং দদাবিত্যেকাদশান্তে ব্যাখ্যাস্যতে ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু ঐন্দ্রজালিক নটের ন্যায় স্বদেহের ত্যাগ মিথ্যারূপেই (অপরের) বিশ্বাস করাইয়াছিলেন—ইহা বলিতেছেন, 'যথেতি'। ভগবান্ মৎস্যাদি রূপ ধারণ করেন এবং পরিত্যাগ করেন। এখানে 'ধত্তে জহ্যাৎ, ন তু ধৃত্বা জহ্যাদিতি' —অর্থাৎ ধারণ করেন ও পরিত্যাগ করেন, কিন্তু ধারণ করিয়া পরিত্যাগ করেন, ইহা বলেন নাই, ইহার দ্বারা তনুত্যাগের কালেও সেই সেই তনুর ধারণ আছেই। যদি বলেন—কি প্রকারে ইহা বুঝা যাইবে? তাহার অপেক্ষায় বলিতেছেন—'যথা নটঃ' —অর্থাৎ কোন ঐন্দ্রজালিক যেমন দেহের ছেদন, দাহন ও মূর্চ্ছাদির দ্বারা স্বদেহ ত্যাগ করেন এবং তাহার দেহত্যাগ সকলকে দেখান্ এবং তাহাদের ঐরূপে বিশ্বাস উৎপাদন করেন, অথচ নিজ দেহ ধারণ করিয়াই থাকেন, কিন্তু মরেন নাই, সেইরূপ শ্রীভগবান্ মৎস্যাদি নিজ শরীরই ধারণ করেন এবং পরিত্যাগ করেন অর্থাৎ ধারণ করা অবস্থাতেই পরিত্যাগ করেন। যেমন নটের স্ব-শরীর ধারণ

সত্যই, তাহার ত্যাগ কিন্তু মিথ্যাই, সেইরূপ ভগবানেরও মৎস্যাদি স্বীয় শরীর ধারণ সত্যই, সেই সেই শরীর ত্যাগ মিথ্যাই—এই অর্থ। যেরূপ মৎস্যাদি শরীরসমূহ ধারণ করা অবস্থাতেই পরিত্যাগ করেন, সেইরূপ যে শরীরের দ্বারা পৃথিবীর ভার অপনোদিত করেন, সেই কলেবর পরিত্যাগ করিলেন, ইহার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের কলেবর ত্যাগ মিথ্যাই। নরাকৃতি পরব্রহ্মত্বাদিও নটরূপ মনুষ্যধর্ম্ম এইরূপেই ভগবান্ করেন, কিন্তু তত্ত্বতঃ নহে। শ্রীভগবানের স্বীয় শ্রীবিগ্রহের অভৌতিকত্ব-হেতু তাহার নাশ অসম্ভব।

যেমন শ্রীমহাভারতে উক্ত হইয়াছে—"এই পরমাত্মার দেহ পাঞ্চভৌতিক অবয়ব-সংঘাত নহে।" ইতি। বৃহদ্ বৈষ্ণবীয়েও উক্ত হইয়াছে—"পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের দেহকে যে ব্যক্তি ভৌতিক বলিয়া মনে করেন, তিনি সমস্ত শ্রৌত ও স্মার্ত্ত বিধান হইতে বহিষ্কারের যোগ্য।" সেইরূপ বৈশাম্পায়ন সহস্রনামে —"অমৃতাংশঃ, অমৃতবপুঃ" ইতি। এখানে অমৃতবপুঃ বলিতে মরণবর্জ্জিত বপুঃ (শরীর) যাঁহার— এই অর্থ। সেখানে শ্রীশঙ্করাচার্য্যের ব্যাখ্যা প্রসিদ্ধা নহে অর্থাৎ সর্ব্বসম্মত নহে। এখানে শ্লেষোক্তিতে— 'জহ্যাৎ', ইহা হা ধাতুর (হা+লট্ তি=জহাতি) ত্যাগ অর্থ বলিয়া এবং ত্যাগ বলিতে দানার্থ-হেতু, বৈকুণ্ঠাদি ধামস্থিত ভক্তগণকে নিজ শরীরের সূক্ষ্মাংশ নারায়ণাদিরূপ তাঁহাদের পালনের নিমিত্ত দিয়াছিলেন, ইহা একাদশ স্কন্ধের অন্তে ব্যাখ্যা করা হইবে ॥৩৫॥

বিবৃতি—যে প্রকার কোনও মনুষ্য অভিনয়কার্য্যে নটপদবী স্বীকার করিয়া অভিনয়ের নায়ক সজ্জা ও তত্তৎ ভাবাদি প্রদর্শন করেন এবং অভিনয়ের পরিসমাপ্তিতে তাহার নটবেশ ভাবাদি ছাড়িয়া দেন সেই প্রকার প্রকৃতিজনের মঙ্গল বিধানার্থ ভগবান্ নৈমিত্তিক অবতারের প্রপঞ্চে প্রাকট্য সাধন করিয়া পুনরায় নিজ নিজ বৈকুণ্ঠে প্রত্যাবৃত্ত হন। প্রাপঞ্চিক কালাধীনে যুগাবতার প্রাপঞ্চিক দেশপাত্ররূপে পরিদৃষ্ট হইয়াও স্বয়ং জন্মস্থিতিভঙ্গ লয়ের অধীন হন না। অক্ষজদর্শকের নিকট অক্ষজদৃশ্যের অন্যতম হইয়া যে স্থিতিভঙ্গের লীলা প্রদর্শন করেন, তাহা পুরুষের নটনক্রিয়ার ন্যায়। উহা প্রাপঞ্চিক দর্শনের উদ্দেশে তাহাদিগের তুল্য দৃষ্টির লীলাভিনয় মাত্র। প্রকৃত প্রস্তাবে বিষ্ণু নিজ নিজ বৈকুণ্ঠে নিত্যকাল তাদৃশলীলা করিয়া থাকেন, অক্ষজজ্ঞানবাদী প্রপঞ্চাবরণে সেই নিত্যলীলাকে নশ্বর দেশকালপাত্রজ্ঞ জ্ঞান করেন। প্রকৃত প্রস্তাবে চিদ্দেশ, চিৎকাল ও অপ্রাকৃত বিগ্রহ প্রপঞ্চে দেশকালপাত্রাধীনতা স্বীকার করিয়া প্রকৃতিজনের কল্যাণ বিধান করেন। বিষ্ণুর অনন্তকোটী নিত্যলীলা অনন্তকোটী বৈকুণ্ঠে নিত্য বিরাজমান। উহা প্রপঞ্চের সৌভাগ্যক্রমে দৃক্‌পথে উদিত হওয়ায় জীবের অবিদ্যা বিনষ্ট হয় ও কোথায়ও আরোহবাদীর আসুরিক প্রবৃত্তি প্রবল হয় ও তাহা বিনষ্ট হয় ॥ ৩৫ ॥

যদা মুকুন্দো ভগবানিমাং মহীং
জহৌ স্বতন্বা শ্রবণীয়সৎকথঃ।
তদাহরেবাপ্রতিবুদ্ধচেতসা-
মভদ্রহেতুঃ কলিরন্ববর্ত্তত ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—যদা শ্রবণীয়সৎকথঃ (শ্রবণার্হা সতী কথা যস্য স) ভগবান্ মুকুন্দঃ (মুক্তিদঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) স্বতন্বা (নিজকলেবরেণ) ইমাং মহীং (পৃথ্বীং) জহৌ (তত্যাজ স্বতনোরেব বৈকুণ্ঠারোহাৎ) তদা এব (তস্মিন্নেব) অহঃ (অহনি ক্ষণে, লুপ্তসপ্তম্যন্তং পদম্) অপ্রতিবুদ্ধচেতসাম্ (অপ্রতিবুদ্ধম্ সুপ্তং মায়াবদ্ধং চেতো মনো যেষাং তেষাম্ অবিবেকিনামিত্যর্থঃ কলিস্তু বিবেকিনাং ন প্রভু রিত্যুক্তঃ) অভদ্রহেতুঃ (অমঙ্গলকর্ত্তা) কলিঃ অন্ববর্ত্তত (অন্বাগতঃ পূর্ব্বমেবাংশেন প্রবিষ্টস্য স্বেন রূপেণানুবৃত্তিরুক্তা) ॥৩৬॥

অনুবাদ—যাঁহার পবিত্র যশোগীতি শ্রবণ করা বিধেয়, সেই ভগবান্ মুকুন্দদেব যেদিন এই পৃথিবীকে স্বশরীরে পরিত্যাগ করিলেন সেই দিনেই অবিবেকী জনসমূহের অমঙ্গলকারণ কলি প্রবেশ করিল ॥৩৬॥

বিশ্বনাথ—তনুত্যাগস্যাবাস্তবত্বং স্পষ্টয়ন্নাহ যদা স্বতন্বা জহৌ স্বতনোরেব বৈকুণ্ঠারোহাদিতি শ্রীস্বামিচরণাঃ ত্যাগোহত্র স্বতনুকরণক এব ন তু স্বতন্বা সহ মহীং জহাবিতি কুব্যাখ্যায়া অবকাশঃ, উপপদবিভক্তেঃ কারকবিভক্তির্বলীয়সীতি ন্যায়াৎ "প্রদর্শ্যাতপ্ততপ-

সামবিতৃপ্তদৃশাং নৃণাং। আদায়ান্তরধাদ্‌যস্তু স্ববিম্বং লোকলোচনম্” ইত্যত্রাপি লোকলোচনরূপং স্ববিম্বং নিজমূর্ত্তিং প্রদর্শ্য পুনরদায়ৈব চ অন্তরধাৎ ন তু ত্যক্ত্বেতি সন্দর্ভশ্চ। তদা যদহঃ তদভিব্যাপ্যেত্যর্থঃ। অপ্রতিবুদ্ধচেতসামিতি বিবেকিনাং তু ন প্রভুরিত্যর্থঃ। চৌরোহি নিদ্রিতস্যৈব ধনমপহরতি প্রতিবুদ্ধাত্তু বিভেতীত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তনুত্যাগের অবাস্তবত্ব স্পষ্টপূর্ব্বক বলিতেছেন—'যদা স্বতন্বা জহৌ'—অর্থাৎ যখন মুকুন্দ নিজের তনুর দ্বারা এই পৃথিবী পরিত্যাগ করিলেন; এখানে শ্রীধর স্বামিপাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন —'নিজের তনুরই বৈকুণ্ঠে আরোহণ-বশতঃ' ইতি। এখানে ত্যাগ স্বতনু-করণকই, 'কিন্তু স্বতনুর সহিত মহী পরিত্যাগ করিলেন'—এইরূপ কু-ব্যাখ্যার কোন অবকাশ নাই, কারণ ব্যাকরণে 'উপপদ বিভক্তি হইতে কারক-বিভক্তি বলীয়সী'—এই ন্যায় অনুসারে। (শব্দ-যোগে যে বিভক্তি হয়, তাহাকে উপপদ বিভক্তি বলে। এখানে সহ-শব্দ অধ্যাহার করিয়া ব্যাখ্যা করিলে, তাহা গৌরবও বটে এবং ব্যাকরণের নিয়ম বহির্ভূতই হইবে। কারণ কারক বিভক্তিই বলীয়সী। একই স্থানে যুগপৎ কারক-বিভক্তি ও উপপদ-বিভক্তির প্রাপ্তি ঘটিলে, কারক-বিভক্তিই হয়, উপপদ-বিভক্তি হয় না। অতএব স্বতন্বা—নিজ তনুর দ্বারা ইহা করণে তৃতীয়া, সহার্থে তৃতীয়া নহে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ নিজ কলেবরই স্বধামে লইয়া গেলেন, এই পৃথিবীতে তাঁহার শরীর পরিত্যাগ করিয়া নয়। সাধারণ ঐন্দ্রজালিকের দৃষ্টান্তে পূর্ব্বশ্লোকে দেখান হইয়াছে, আর শ্রীভগবান্ত অনন্ত অচিন্ত্য-শক্তি-বিশিষ্ট, সচ্চিদ্‌ঘন তাঁহার শ্রীবিগ্রহ, তনু-ত্যাগের কোন প্রশ্নই নাই।)

শ্রীভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে উদ্ধবের উক্তিতে বলা হইয়াছে—"ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এতাবৎকাল পর্য্যন্ত লোকদিগকে আপনার মূর্ত্তি প্রকৃষ্টরূপে দর্শন করাইয়া, এক্ষণে লোকলোচন-স্বরূপ সেই মূর্ত্তি তাঁহাদের নেত্র-সন্নিধান হইতে যেন বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া আপনি অন্তর্হিত হইলেন, লোকেরা তাঁহাকে অনেককাল দর্শন করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদের তপস্যা না থাকাতে নয়নের পরিতৃপ্তি জন্মে নাই।"—এখানেও লোকলোচনরূপ স্ববিম্ব (নিজমূর্ত্তি) প্রদর্শন করাইয়া, পুনরায় তাহা গ্রহণ করিয়া অন্তর্ধান করিলেন, কিন্তু স্বমূর্ত্তি ত্যাগ করিয়া নহে, 'ইতি সন্দর্ভশ্চ'—অর্থাৎ ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। 'তদা'—তখন অর্থাৎ যেদিন শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলেন, সেই ক্ষণ হইতেই—এই অর্থ। 'অপ্রতিবুদ্ধচেতসাম্'—অর্থাৎ যাহাদের চিত্ত সুপ্ত, মায়াবদ্ধ, সেই অবিবেকিগণের নিকটই অমঙ্গলকর্ত্তা কলি প্রবেশ করিল, কিন্তু বিবেকিগণের তিনি প্রভু নহে। এই জগতেও দেখা যায়—চৌর নিদ্রিত জনেরই ধন অপহরণ করে, কিন্তু জাগ্রত ব্যক্তি হইতে ভীত হয়, এই অর্থ ॥৩৬॥

যুধিষ্ঠিরস্তৎপরিসর্পণং বুধঃ
পুরে চ রাষ্ট্রে চ গৃহে তথাত্মনি।
বিভাব্য লোভানৃতজিহ্মহিংসনা-
দ্যধর্ম্মচক্রং গমনায় পর্য্যধাৎ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—বুধঃ (জ্ঞানসম্পন্নঃ) যুধিষ্ঠিরঃ পুরে (নগরে) রাষ্ট্রে (রাজ্যে) চ গৃহে চ তথা আত্মনি (স্বদেহে চ) লোভানৃতজিহ্মহিংসনাদ্যধর্ম্মং (লোভঃ আত্যন্তিকী ভোগলালসা অনৃতং মিথ্যাচারঃ জিহ্মং কৌটিল্যং হিংসনং মৎসরতা ইত্যাদি অধর্ম্মচক্রং যস্মিন্ তৎ) পরিসর্পণং (প্রসরণং বিস্তারং) বিভাব্য (বিলোক্য) গমনায় (পৃথিবীত্যাগার্থং) পর্য্যধাৎ (তদুচিতং পরিধানমকরোৎ তদর্থং প্রস্তুতোহভবৎ) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—বিজ্ঞ যুধিষ্ঠির লোভ, মিথ্যা, কুটিলতা ও হিংসা প্রভৃতি অধর্ম্মচক্রকে চলিতে দেখিয়া বুঝিলেন যে, নিজ নগরে, রাজ্যে, গৃহে এবং দেহেও কলির সঞ্চার হইয়াছে, অতএব মহাপ্রস্থান করিবার উপযুক্ত বসনসমূহ পরিধান করিলেন ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—পর্য্যধাৎ তদুচিতপিধানমকরোৎ ॥৩৭॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পর্য্যধাৎ'—মহারাজ যুধিষ্ঠির তদুচিত অর্থাৎ মহাপ্রস্থান করিবার উপযুক্ত বসন-সমূহ পরিধান করিলেন ॥ ৩৭ ॥

সম্রাট্ পৌত্রং বিনিয়তমাত্মনঃ সুসমং গুণৈঃ।
তোয়নীব্যাঃ পতিং ভূমেরভ্যষিঞ্চদ্ গজাহ্বয়ে ॥৩৮॥

অন্বয়ঃ—সম্রাট্ (যুধিষ্ঠিরঃ) গুণৈঃ আত্মনঃ সুসমম্ (অতি সদৃশং আত্মসদৃশগুণবন্তং) বিনিয়তং (সংযতচিত্তং) পৌত্রং (পরীক্ষিতং) গজাহ্বয়ে (হস্তিনাপুরে) তোয়নীব্যাঃ (তোয়ং সর্ব্বত এব স্থিতং সমুদ্রোদকমেব নীবী পরিধানবিশেষো যস্যাঃ তস্যাঃ সাগরাম্বরায়াঃ) ভূমেঃ (পৃথিব্যাঃ) পতিং (পতিত্বেন) অভ্যষিঞ্চৎ (অভিষিক্তবান্) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—সম্রাট্ যুধিষ্ঠির সর্ব্বাংশে আপনার ন্যায় গুণশালী, বিনয়যুক্ত পৌত্র পরীক্ষিৎকে সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বররূপে হস্তিনাপুরের সিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ— বিনিয়তং রাজোচিতবিশিষ্টনিয়মযুক্তং, আত্মনঃ স্বস্য গুণৈঃ সুসমং অতিসদৃশং তোয়ং সমুদ্রোদকমেব নীবী পরিধানবিশেষো যস্যাস্তস্যা ভূমেঃ পতিত্বেনাভিষিক্তবান্ ॥ ৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিনিয়তং'—রাজার উচিত বিশিষ্ট নিয়মযুক্ত এবং নিজের গুণসকলের সহিত অতিশয় সদৃশ অর্থাৎ আত্মসদৃশ গুণশালী পৌত্র পরীক্ষিৎকে, 'তোয়নীব্যাঃ ভূমেঃ পতিং'—সমুদ্রের জলই নীবী অর্থাৎ পরিধান বিশেষ যার, সেই পৃথিবীর অর্থাৎ স-সাগরা ধরিত্রীর পতিরূপে অভিষিক্ত করিলেন ॥ ৩৮ ॥

মথুরায়াং তথা বজ্রং শূরসেনপতিং ততঃ ।
প্রাজাপত্যাং নিরূপ্যেষ্টিমগ্নীনপিবদীশ্বরঃ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (তদনন্তরং) তথা মথুরায়াং বজ্রঃ (অনিরুদ্ধপুত্রং শ্রীকৃষ্ণস্য পৌত্রং) শূরসেনপতিং (মথুরেশং) নিরূপ্য (কৃত্বা) ঈশ্বরঃ (বিভুঃ যুধিষ্ঠিরঃ) প্রাজাপত্যাং ইষ্টিং (প্রাজাপত্যযজ্ঞং) নিরূপ্য (বিধায়) অগ্নীন্ (গার্হপত্যপ্রাজাপত্যাহ্বনীয়াগ্নিত্রয়ং) অপিবৎ (আত্মনি সমারোপিতবান্) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—এবং বজ্রকে শূরসেন প্রদেশের অধিপতিরূপে মথুরায় অভিষিক্ত করিলেন। অনন্তর সেই প্রবলপ্রতাপ নরপতি প্রাজাপত্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া গার্হপত্যাদি অগ্নিত্রয় আপনাতে আরোপ করিলেন ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—বজ্রমনিরুদ্ধপুত্রং, নিরূপ্য কৃত্বা, অপিবৎ-আত্মন্যারোপয়ামাস, ঈশ্বরঃ সমর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বজ্র—তন্নামক অনিরুদ্ধের পুত্র, শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র, তাঁহাকে মথুরার অধিপতিরূপে অভিষিক্ত করিলেন। 'অপিবৎ'—অর্থাৎ গার্হপত্য, প্রাজাপত্য ও আহ্বনীয়—অগ্নিত্রয় নিজের আত্মাতে আরোপ করিলেন, যেহেতু তিনি (যুধিষ্ঠির মহারাজ) সমর্থ ॥ ৩৯ ॥

বিসৃজ্য তত্র তৎ সর্ব্বং দুকূলবলয়াদিকম্ ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সঞ্ছিন্নাশেষবন্ধনঃ ॥ ৪০ ॥
বাচং জুহাব মনসি তৎ প্রাণ ইতরে চ তম্ ।
মৃত্যাবপানং সোৎসর্গং তং পঞ্চত্বে হ্যজোহবীৎ ॥৪১॥
ত্রিত্বে হুতা চ পঞ্চত্বং তচ্চৈকত্বেঽজুহোন্মুনিঃ ।
সর্ব্বমাত্মন্যজুহবীদ্ ব্রহ্মণ্যাত্মানমব্যয়ে ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ—তত্র (তৎকালে যজ্ঞানন্তরং) দুকূলবলয়াদিকং (কৌষেয়বাসকঙ্কনাদিকং) তৎসর্ব্বং (রাজচিহ্নং) বিসৃজ্য (পরিত্যজ্য) নির্ম্মমো (প্রাকৃতবস্তুনি মমতারহিতঃ) নিরহঙ্কারঃ (ত্যক্তকর্ত্তৃত্বাভিমানঃ) সংচ্ছিন্নাশেষবন্ধনঃ (সংছিন্নানি অশেষাণি বন্ধনানি উপাধয়ঃ যেন তথাভূতঃ সন্) বাচং (উপলক্ষণাৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি) মনসি জুহাব (হুতবান্ প্রবিলাপিতবানিতি স্বামিচরণাঃ) তৎ চ (মনঃ) প্রাণে (প্রাণবায়ৌ প্রাণাধীনবৃত্তিত্বাৎ) তঞ্চ (প্রাণান্) ইতরে (অপানে তেনাকর্ষণাৎ) সোৎসর্গং (অপানব্যাপারসহিতং) অপানং (অধোবায়ুং) মৃত্যৌ (তদধিষ্ঠাতৃদেবতায়াং) তং (মৃত্যুং) পঞ্চত্বে (পঞ্চভূতানামৈক্যে দেহে যতঃ দেহস্যৈব মৃত্যুর্নাত্মনঃ) অজোহবীৎ (যঙ্লুগন্তাদ্লুঙিরূপম্, পুনঃ পুনঃ হুতবান্ ভাবিতবানিত্যর্থঃ) ত্রিত্বে (গুণত্রয়ে) পঞ্চত্বং (দেহং) চ হুত্বা তৎ (ত্রিত্বং) চ একত্বে (অবিদ্যায়াং) মুনিঃ (স্থিতধীঃ যুধিষ্ঠিরঃ) অজুহোৎ, সর্ব্বং (সর্ব্বোরোপহেতুমবিদ্যাং) আত্মনি (জীবে) আত্মনং (শোধিতং জীবং) অব্যয়ে (অক্ষরে কূটস্থে) ব্রহ্মণি অজুহবীৎ (ইত্যার্যম্, অজোহবীৎ ইতি সাধু, ভাবয়ামাস। অপি তু ব্রহ্মণঃ নান্যত্র লয়ঃ) ॥ ৪০-৪২ ॥

অনুবাদ—তথায় সেই সময়েই তিনি বসন ও

বলয়াদি আভরণসমূহ পরিত্যাগ করিয়া, "আমি ও আমার" রূপ, অহঙ্কার এবং মমতা পরিত্যাগ করিলেন, তাঁহার অশেষবিধ বন্ধন সমূলে ছিন্ন হইয়া গেল।

অনন্তর, তিনি বাক্ আদি ইন্দ্রিয়সমূহকে মনোমধ্যে, মনকে প্রাণে, প্রাণকে অপানে এবং মূত্র-পুরীষাদি পরিত্যাগরূপ কার্য্যের সহিত অপানকে তদধিষ্ঠাত্রী দেবতা স্বরূপ মৃত্যুতে, মৃত্যুকে পঞ্চভূতের ঐক্য স্বরূপ দেহে লীন করিলেন।

পরে সেই মুনি যুধিষ্ঠির এই পঞ্চত্ব বা পঞ্চভূতের ঐক্যস্বরূপ দেহকে সত্বাদিগুণত্রয়ে লীন করিয়া সেই গুণত্রয়কে একত্বে অর্থাৎ অবিদ্যায় লীন করিলেন এবং তদনন্তর সেই সর্ব্ববিধ আরোপের হেতুভূতা অবিদ্যাকে জীবাত্মায় এবং জীবাত্মাকে কূটস্থ-স্বরূপ ব্রহ্মে লীন করিলেন ॥ ৪০-৪২ ॥

বিশ্বনাথ—অর্জ্জুনবদ্ যুধিষ্ঠিরোঽপি বহিরনুসন্ধাননিবৃত্ত্যর্থং প্রযততে স্মেত্যাহ। বাচমিত্যুপলক্ষণং সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি মনসি মনোঽধীনবৃত্তিত্বাৎ, তচ্চ মনঃ প্রাণে প্রাণাধীনবৃত্তিত্বাৎ, তস্মিন্নেব জুহাব সমর্পয়ামাস, জুহোতের্দানার্থত্বাৎ হে মনঃ, তুভ্যমেবেন্দ্রিয়াণি দত্তানি, তবৈবৈতানি সন্তু, সাম্প্রতং মমৈতৈঃ প্রয়োজনং নাস্তীতি ভাবয়ামাস। তেষু স্বত্বাভাবেন বস্তুতঃ সংপ্রদানাভাবাৎ ন চতুর্থী, এবমগ্রেঽপি সর্ব্বত্র জ্ঞেয়ম্। নন্বহং কস্য ভবামীত্যত আহ। তন্মনঃ প্রাণে জুহাব। তং প্রাণং ইতরে অপানে তেনাকর্ষণাৎ। অপানব্যাপার উৎসর্গস্তৎসহিতমপানং মৃত্যৌ তদধিষ্ঠাতৃদেবতায়াম্। অনেনৈব বাগাদিষ্বপি তত্তৎকর্ম্মসাহিত্যং জ্ঞেয়ম্। তং মৃত্যুং পঞ্চত্বে পঞ্চভূতানামৈক্যে দেহে। হে মৃত্যো, ত্বং দেহস্যৈব ভব ইতি ভাবিতবানিত্যর্থঃ।

ততশ্চ পৃথিব্যাদিভূতপঞ্চকং ক্ব স্থাস্যতীত্যত আহ। ত্রিত্বে গুণত্রয়ে, একত্বে ব্যষ্টিরূপে মায়াংশে, তৎ সর্ব্বমাত্মনি জীবে, অজোহবীদিত্যার্ষং অজুহবীদিত্যর্থঃ। হে জীব! তবৈতন্মায়াংশকৃতমুপাধিত্রিকং, এতস্মাৎ ত্বং পৃথগ্ভূতএব বিরাজস্ব, নৈতস্যাধীনো ভবেতি ভাবঃ। তঞ্চাত্মানং ব্রহ্মণি। এবং পরীক্ষিতি স্বরাজ্যভারং, বজ্রে চ মথুরাং সমর্প্য তৎসম্বন্ধমাত্মনো দূরীকৃত্য বহির্নিশ্চিন্ত ইব ইন্দ্রিয়াদীন্যপি তত্তদ্বশয়িতরি যোগ্যে সমর্প্য অন্তর্নিশ্চিন্তো বভূব। তথাহি, ব্রহ্মণঃ কৃষ্ণস্যৈব জীবঃ, জীবস্যৈব ব্যষ্টি-মায়া, তস্যা এব গুণত্রয়ং, গুণত্রয়স্যৈব পঞ্চভূতাত্মকো দেহঃ, দেহস্যৈব মৃত্যুঃ, মৃত্যোরেবাপানঃ, অপানস্যৈব প্রাণঃ, প্রাণস্যৈব মনঃ, মনস এব ইন্দ্রিয়াণি, ইন্দ্রিয়াণামেব বিষয়া রাজ্যাদিভোগাঃ তেষাঞ্চ ভোক্তা সংপ্রতি পরীক্ষিদেব নত্বহমিতি বিচারয়ামাস। কিন্তু ভগবন্নিত্যপরিকরত্বান্নিত্যবিগ্রহাণামপি তদাদীনামাত্মনঃ প্রাকৃতশরীরং মত্বৈবায়ং বিচারোঽপ্যকিঞ্চিৎকর এবেতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৪০-৪২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অর্জ্জুনের ন্যায় যুধিষ্ঠিরও বহিরের অনুসন্ধান নিবৃত্তির নিমিত্ত সচেষ্ট হইলেন —ইহাই বলিতেছেন, 'বিসৃজ্য' ইত্যাদি। (অর্থাৎ সেই স্থানে নিজের বস্ত্র এবং বলয় প্রভৃতি আভরণ-সকল পরিত্যাগ করিয়া নির্ম্মম ও নিরহঙ্কার হইলেন, তাহাতেই তাঁহার বন্ধন-নিমিত্ত উপাধিসকল ছিন্ন হইয়া গেল।) পরে তিনি বাগাদি ইন্দ্রিয়সকলকে মনোমধ্যে; এখানে 'বাচম্'—ইহা উপলক্ষণ, সমস্ত ইন্দ্রিয়কেই মনের অধীন-বৃত্তি বলিয়া মনে, এবং সেই মনকে প্রাণের অধীন-বৃত্তিহেতু সেই প্রাণেই সমর্পণ করিলেন। 'জুহাব'—অর্থাৎ হা-ধাতুর দানার্থত্ব-হেতু, 'হে মনঃ! তোমাকেই ইন্দ্রিয়সকল প্রদত্ত হইতেছে, এইগুলি তোমারই হউক, সম্প্রতি আমার ইহাদের দ্বারা কোন প্রয়োজন নাই'—ইহা চিন্তা করিয়াছিলেন। সেইসকল ইন্দ্রিয়াদিতে নিজের স্বত্বের অভাব বলিয়া বস্তুতঃ সম্প্রদানের অভাব, এইজন্য এখানে চতুর্থী বিভক্তি হয় নাই, এইরূপ অগ্রেও (অর্থাৎ পরবর্ত্তী বাক্যেও) জানিতে হইবে। যদি বলেন—আমি (মনঃ) কাহার হইব? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—সেই মনঃ প্রাণে সমর্পণ করিলেন। সেই প্রাণ অপানের দ্বারা আকৃষ্ট হয় বলিয়া অপানে (সমর্পণ করিলেন)। অপানের ব্যাপার—উৎসর্গ, তাহার সহিত অপানকে তাহার অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা মৃত্যুতে (সমর্পণ করিলেন)। ইহার দ্বারা বাগাদিসকলেও তাহাদের কর্ম্মের সাহিত্যই বুঝিতে হইবে। সেই মৃত্যুকে পঞ্চত্বে অর্থাৎ পঞ্চভূতসকলের ঐক্য-স্বরূপ দেহে (সমর্পণ করিলেন)। 'হে মৃত্যু! তুমি দেহেরই হও'—এইরূপ ভাবনা করিলেন, এই অর্থ।

তারপর পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত কোথায় থাকিবেন—এই অপেক্ষায় বলিতেছেন—'ত্রিত্বে' অর্থাৎ গুণত্রয়ে (সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিন গুণে) এবং তাহা (গুণত্রয়কে) একত্বে অর্থাৎ ব্যষ্টিরূপ মায়ার অংশে লয় করিলেন, তারপর সমস্ত আরোপের কারণ অবিদ্যাকে আত্মায় অর্থাৎ জীবে (লয় করিলেন)। এখানে 'অজুহবীৎ'—ইহা আর্ষ-প্রয়োগ, অজোহবীৎ (অর্থাৎ ভাবনা করিলেন)—এই অর্থ। হে জীব! এই মায়াংশ কৃত উপাধিত্রয় তোমার, ইহা (সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ) হইতে তুমি পৃথক্ হইয়াই বিরাজ কর, কিন্তু ইহার অধীন হইও না—এই ভাব। এবং সেই আত্মাকে (জীবকে) কূটস্থ ব্রহ্মে লীন করিলেন। এই প্রকারে পরীক্ষিতের উপর নিজরাজ্যের ভার এবং বজ্রের উপর মথুরার ভার সমর্পণ করতঃ, তাহাদের সহিত নিজের সম্বন্ধ বিদূরিত করিয়া, বাহিরে নিশ্চিন্তের ন্যায় ইন্দ্রিয়াদিকেও তাহাদের যথাযোগ্য বশয়িতার নিকট সমর্পণপূর্ব্বক অন্তরে নিশ্চিন্ত হইলেন।

তথাহি—ব্রহ্মরূপ শ্রীকৃষ্ণেরই জীব, জীবেরই ব্যষ্টিমায়া (অবিদ্যা), সেই অবিদ্যারই সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—গুণত্রয়, গুণত্রয়েরই পঞ্চভূতাত্মক দেহ, দেহেরই মৃত্যু, মৃত্যুরই অপান, অপানেরই প্রাণ, প্রাণেরই মন, মনেরই ইন্দ্রিয়সকল, ইন্দ্রিয়সকলের বিষয় অর্থাৎ রাজ্যাদি ভোগসমূহ, সেই সকলের ভোক্তা সম্প্রতি পরীক্ষিতই, আমি (যুধিষ্ঠির) নই—এইরূপ বিচার করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীভগবানের নিত্যপরিকর বলিয়া নিত্যদেহধারী তাঁহাদের (যুধিষ্ঠিরাদির) নিজেদের প্রাকৃত শরীরবিশিষ্ট মনে করিয়াই এইরূপ বিচার অকিঞ্চিৎকরই—অর্থাৎ নিষ্প্রয়োজন, ইহা জানিতে হইবে ॥ ৪০-৪২ ॥

তথ্য—সর্ব্বং তদাত্মনি ভগবৎপার্ষদরূপে অজুহোবীৎ ভাবয়ামাস তঞ্চ আত্মানং নরাকৃতিপরব্রহ্মণি সমর্পয়ামাস। (শ্রীজীব) ॥ ৪১ ॥

———

চীরবাসা নিরাহারো বদ্ধবাঙ্‌মুক্তমূর্দ্ধজঃ।
দর্শয়ন্নাত্মনো রূপং জড়োন্মত্তপিশাচবৎ।
অনবেক্ষমাণো নিরগাদশৃণ্বন্ বধিরো যথা ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ঃ—চীরবাসা (ছিন্নবস্ত্রধৃক্) নিরাহারঃ (ত্যক্তাহারঃ) বদ্ধবাক্ (মৌনী) মুক্তমূর্দ্ধজঃ (বিক্ষিপ্তকেশঃ) জড়োন্মত্তপিশাচবৎ (জড়ঃ নিষ্ক্রিয়ঃ উন্মত্তঃ সংসারে অনাকৃষ্টচিত্তত্বাৎ ক্ষিপ্তঃ ইতি মতং পিশাচবৎ রুক্ষবেশাৎ পিশাচঃ ইব দৃশ্যমানং) আত্মনঃ (স্বস্য) রূপং (মূর্ত্তিং) দর্শয়ন্ যথা বধিরঃ (তথা) অশৃণ্বন্ (কস্যাপি নিবারণোক্তিং কামপি ন শ্রুত্বা) অনবেক্ষমাণঃ (অনুজাদিপ্রতীক্ষামকুর্ব্বন্) নিরগাৎ (নির্জগাম) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—চীর-বসন-পরিহিত, নিরাহার, মৌনী আলুলায়িতকেশ যুধিষ্ঠির নিজকে জড়, পাগল ও পিশাচের ন্যায় দেখাইয়া অনুজাদি কাহারও অপেক্ষা না করিয়া এবং বধিরের ন্যায় কাহারও কোন কথায় কর্ণপাত না করিয়াই গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন ॥ ৪৩ ॥

বিশ্বনাথ—তদেবং সর্ব্বথা নিশ্চিন্তস্য তস্য বাহ্যস্থিতিমাহ চীরেতি। বদ্ধবাক্ মৌনী। অনবেক্ষমাণঃ অনুজাদিপ্রতীক্ষামকুর্ব্বন্ ॥ ৪৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইরূপ সমস্ত দিক্ হইতে নিশ্চিন্ত মহারাজ যুধিষ্ঠিরের বাহ্যিক স্থিতি বলিতেছেন—চীরেতি, অর্থাৎ চীর বসন পরিধান, আহার পরিত্যাগ, বদ্ধবাক্ (মৌনী) এবং কেশবন্ধন মোচন করিয়া আপনার আকৃতিকে জড় অথবা উন্মত্ত, কিম্বা পিশাচের ন্যায় দেখাইতে লাগিলেন। 'অনবেক্ষমাণঃ' অর্থাৎ অনুজাদির অপেক্ষা না করিয়া, বধিরের মত (কাহারও বাক্য শ্রবণ না করিয়া) গৃহ হইতে নির্গত হইলেন ॥ ৪৩ ॥

———

উদীচীং প্রবিবেশাশাং গতপূর্ব্বাং মহাত্মভিঃ।
হৃদি ব্রহ্ম পরং ধ্যায়ন্ নাবর্ত্তেত যতো গতঃ ॥৪৪॥

অন্বয়ঃ—হৃদি পরং ব্রহ্ম ধ্যায়ন্ (চিন্তয়ন্) গতঃ (ত্যক্তসঙ্গঃ পুরুষঃ) যতঃ (যস্যাঃ দিশঃ) ন আবর্ত্তেত (প্রত্যাগচ্ছেৎ তাং) মহাত্মভিঃ (মহাপুরুষৈঃ) গতপূর্ব্বাং (পূর্ব্বমেব আশ্রিতাম্) উদীচীং (উত্তরাম্) আশাং (দিশং) প্রবিবেশ (প্রবিষ্টঃ গতবান্) ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—এবং একাগ্রচিত্তে পরব্রহ্মের ধ্যান

করিতে করিতে, যে দিকে গমন করিলে আর ফিরিতে হয় না, পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাত্মগণকর্ত্তৃক আশ্রিতপূর্ব্ব সেই উত্তর দিকেই গমন করিলেন ॥ ৪৪ ॥

বিশ্বনাথ—অধুনা ন্যস্তসমস্তভারোঽহমব্যগ্রঃ ক্বাপি বিবিক্তে দেশে শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্ত্যর্থং, মন্মনা ভব মদ্ভক্ত ইতি ভগবদুপদিষ্টমেবোপায়ং করিষ্যামীতি নিশ্চিন্বতস্তস্য চেষ্টামাহ উদীচীমিতি। পরং ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণং ধ্যায়ন্ ধ্যাতুম্ ॥ ৪৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অধুনা সমস্ত ভার ন্যস্ত করিয়া আমি অব্যগ্র হইয়াছি, এখন কোন নির্জ্জন স্থানে শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির নিমিত্ত, "আমাতে মন অর্পণ কর, আমার ভক্ত হও"—ইত্যাদি (শ্রীগীতাতে) শ্রীভগবানের উপদিষ্ট উপায়েরই অনুষ্ঠান করিব—এইরূপ স্থিরপূর্ব্বক তাঁহার (যুধিষ্ঠিরের) চেষ্টা বলিতেছেন—'উদীচীম্' ইতি, হৃদয়মধ্যে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিতে করিতে (ধ্যান করিবার নিমিত্ত) উত্তর দিকে প্রস্থান করিলেন ॥ ৪৪ ॥

সর্ব্বে তমনুনির্জ্জগ্মুর্ভ্রাতরঃ কৃতনিশ্চয়াঃ।
কলিনাধর্ম্মমিত্রেণ দৃষ্ট্বা স্পৃষ্টাঃ প্রজা ভুবি ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়ঃ—ভুবি (ধরায়াং) প্রজাঃ (প্রকৃতয়ঃ) অধর্ম্মমিত্রেণ (অধর্ম্মঃ পাপং মিত্রং যস্য তথাভূতেন) কলিনা স্পৃষ্টাঃ (আক্রান্তাঃ) দৃষ্ট্বা (জ্ঞাত্বা) সর্ব্বে ভ্রাতরঃ (অনুজাঃ) কৃতনিশ্চয়াঃ (জ্যেষ্ঠস্য অনুগমনে দৃঢ়সঙ্কল্পাঃ সন্তঃ) তং (যুধিষ্ঠিরম্ অনুনির্জ্জগ্মুঃ (তৎপশ্চাৎ বহিশ্চক্রমুঃ) ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—অধর্ম্ম-বন্ধু কলিকর্ত্তৃক প্রজাগণকে স্পৃষ্ট দেখিয়া যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতৃগণও অবিচলিতচিত্তে তাঁহার (যুধিষ্ঠিরের) অনুগমন করিলেন ॥৪৫॥

বিশ্বনাথ—শ্রীকৃষ্ণং প্রাপ্তুং বয়মপি তন্মনস্কা এব ভবামেতি কৃতো নিশ্চয়ো যৈস্তে ॥ ৪৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণকে পাইবার জন্য আমরাও তন্মনস্কই হইব, এইরূপ 'কৃতনিশ্চয়'—(অর্থাৎ কৃত হইয়াছে নিশ্চয় যাঁহাদের দ্বারা) হইয়া যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতৃগণও তাঁহার অনুগামী হইলেন ॥৪৫॥

তে সাধুকৃতসর্ব্বার্থা জ্ঞাত্বাত্যন্তিকমাত্মনঃ।
মনসা ধারয়ামাসুর্বৈকুণ্ঠচরণাম্বুজম্ ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়ঃ—সাধুকৃতসর্ব্বার্থাঃ (সাধু সুষ্ঠু কৃতাঃ সর্ব্বে অর্থাঃ ধর্ম্মাদয়ঃ যৈঃ তথাভূতাঃ) তে (ভীমার্জ্জুনাদয়ঃ) মনসা আত্মনঃ (শুদ্ধজীবস্য) আত্যন্তিকং (চরমকল্যাণভূতং শরণং পরমপুরুষার্থং জ্ঞাত্বা) বৈকুণ্ঠচরণাম্বুজং শ্রীকৃষ্ণস্য পাদপদ্মং) ধারয়ামাসুঃ (অধ্যায়ন্) ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—যদিও পাণ্ডবগণ সকলেই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গকে সম্যক্ রূপে আয়ত্ত করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চরণ-কমলকেই জীবের পরম-পুরুষার্থরূপে জানিয়া, মনে মনে তাঁহারই ধারণা করিতে লাগিলেন ॥ ৪৬ ॥

বিশ্বনাথ—সাধু যথা স্যাৎ তথা কৃতা অনুষ্ঠিতাঃ সর্ব্বেঽর্থা ধর্ম্মাদয়ো যৈঃ তথাভূতা অপি আত্যন্তিকং তেভ্যোঽপ্যত্যন্তাধিকং শ্রীকৃষ্ণচরণাম্বুজমেব মনসা নির্ধারয়ামাসুঃ। অসাধুকৃতা ধর্ম্মার্থকামমোক্ষা যৈঃ ত এব চরণাম্বুজমেবাত্যন্তিকমিতি শ্রীস্বামিচরণাঃ ॥ ৪৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তে সাধুকৃতসর্ব্বার্থাঃ'—সাধু যেরূপে হয়, সেইরূপে অর্থাৎ সম্যক্‌রূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছে ধর্ম্মাদি (ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ) সমস্ত পুরুষার্থ যাহাদের দ্বারা, সেইরূপ অনুষ্ঠান করিয়াও, সেইসকল হইতে অত্যন্ত অধিক শ্রীকৃষ্ণের চরণ-কমলই মনে মনে নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। (এখানে অকার-প্রশ্লেষ করিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন)—'অসাধু-কৃতাঃ'—অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষকেও যাঁহারা সাধু বলিয়া মনে করেন নাই; "শ্রীকৃষ্ণের চরণাম্বুজই আত্যন্তিক শরণ জানিয়া মনোদ্বারা তাহাই ধারণ করিলেন"—ইহা শ্রীধর স্বামিপাদের ব্যাখ্যা ॥ ৪৬ ॥

তদ্ধ্যানোদ্রিক্তয়া ভক্ত্যা বিশুদ্ধধিষণাঃ পরে।
তস্মিন্ নারায়ণপদ একান্তমতয়ো গতিম্ ॥ ৪৭ ॥
অবাপুর্দুরবাপাং তে অসদ্ভির্বিষয়াত্মভিঃ।
বিধূতকল্মষাস্থানং বিরজেনাত্মনৈব হি ॥ ৪৮ ॥

অন্বয়ঃ—তদ্ধ্যানোদ্রিক্তয়া (তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য

ধ্যানেন উদ্রিক্তয়া উচ্ছলিতয়া) ভক্ত্যা বিশুদ্ধধিষণাঃ (নির্ম্মলধিয়ঃ) পরে (পরমে) তস্মিন্ (প্রসিদ্ধে) নারায়ণপদে (শ্রীকৃষ্ণচরণে) একান্তমতয়ঃ (প্রসক্ত-চিত্তাঃ) তে (পাণ্ডবাঃ) বিষয়াত্মভিঃ (সংসারাভি-নিবিষ্টচিত্তৈঃ) অসদ্ভিঃ (দুর্জ্জনৈঃ) দুরবাপাং (দুর্ল্লভাং গতিং) বিধূতকল্মষাস্থানং (বিধুতানি নিরাকৃতানি কল্মষাণি পাপানি যেষাং তেষাং আস্থানং নিবাসস্থানং তদ্রূপাং) গতিং বিরজেন (রজস্তমোনি-র্মুক্তেন অপ্রাকৃতেন) আত্মনৈব (ন তু ষোড়শকলেন লিঙ্গেন ইতি স্বামিচরণাঃ) অবাপুঃ (প্রাপুঃ) হি (হি-শব্দোঽসম্ভাবনানিবৃত্ত্যর্থ ইতি শ্রীজীবপাদাঃ) ।। ৪৭-৪৮ ।।

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানদ্বারা সমধিক উচ্ছলিত ভক্তিপ্রবাহে বিশুদ্ধবুদ্ধি হইয়া পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণে একাগ্রচিত্ততাহেতু পাপবিধৌত যুধিষ্ঠির প্রভৃতি রজ-স্তমোরহিত আত্মাদ্বারা বিষয়াকৃষ্ট অসাধু ব্যক্তিগণের দুষ্প্রাপ্য সদ্গতি লাভ করিলেন ।। ৪৭-৪৮ ।।

বিশ্বনাথ—বিশুদ্ধা জ্ঞানযোগাদ্যমিশ্রা ধিষণা বুদ্ধি-র্যেষাং তে, অতএব একান্তমতয়ঃ । গতিং কীদৃশাম্ ? বিধূতকল্মষাণাং আস্থানং নিবাসস্থানম্ । যদ্বা বিধূত-কল্মাষাণাং আস্থানং সভা সুধর্ম্মাভিধানা যত্র তৎ কৃষ্ণধামৈব গতিং অবাপুঃ । কেন প্রকারেণেত্যত আহ । বিরজেন নির্ম্মলেন । গুণময়ধর্ম্মেন্দ্রাদ্যংশ-রাহিত্যাদপ্রাকৃতেনাত্মনা স্ব-শরীরেণৈব, ন তু দেহভঙ্গে-নেত্যর্থঃ ।। ৪৭-৪৮ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— 'বিশুদ্ধধিষণাঃ'—বিশুদ্ধ বলিতে জ্ঞান, যোগাদির অমিশ্রিত বুদ্ধি যাঁহাদের, অতএব 'একান্তমতয়ঃ'—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচরণে স্থির-চিত্ত হইয়া তাঁহার গতি লাভ করিলেন । কি প্রকার গতি ? তাহা বলিতেছেন—যাহা নিষ্পাপ ব্যক্তিদের নিবাসস্থান । অথবা, বিধূত-কল্মষদিগের আস্থান, অর্থাৎ সুধর্ম্মা নামক সভা যেখানে রহিয়াছে, সেই শ্রীকৃষ্ণধামই তাঁহারা লাভ করিলেন । কি প্রকারে লাভ করিলেন ? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন—'বির-জেন আত্মনা', রজঃশূন্য অর্থাৎ নির্ম্মল ; গুণময় ধর্ম্ম, ইন্দ্র প্রভৃতির অংশ-রাহিত্য-বশতঃ অপ্রাকৃত স্ব-শরীরের দ্বারাই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণধাম প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু দেহ-নাশের দ্বারা নহে—এই অর্থ ।। ৪৭-৪৮ ।।

বিদুরোঽপি পরিত্যজ্য প্রভাসে দেহমাত্মনঃ ।
কৃষ্ণাবেশেন তচ্চিত্তঃ পিতৃভিঃ স্বক্ষয়ং যযৌ ।। ৪৯ ।।

অন্বয়ঃ—বিদুরঃ অপি প্রভাসে (তীর্থানাটন্ প্রভাসতীর্থে) কৃষ্ণাবেশেন তচ্চিত্তঃ (কৃষ্ণে চিত্ত-মাবিশ্য তদগতবুদ্ধিঃ সন্) আত্মনঃ দেহং পরিত্যজ্য (বিসৃজ্য) পিতৃভিঃ (আগতৈঃ যমপার্ষদৈঃ সহ) স্বক্ষয়ং (যমাবতারত্বাৎ স্বাধিকারস্থানং) যযৌ (গতবান্) ।। ৪৯ ।।

অনুবাদ—আত্ম-তত্ত্বজ্ঞ বিদুরও কৃষ্ণভক্তিতে তদ্-গতচিত্ত হইয়া প্রভাস-তীর্থে দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক পিতৃগণের সহিত স্বীয় অধিকার স্থানেই গমন করিলেন ।। ৪৯ ।।

বিশ্বনাথ—দেহং পরিত্যজ্যেতি । দেবতারূপ এব ন তু পার্ষদরূপঃ । অতএব পিতৃভিস্তদানীং নেতু-মাগতৈঃ সহ । স্ব-ক্ষয়ং স্বাধিকারস্থানম্ ।। ৪৯ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দেহং পরিত্যজ্য'—অর্থাৎ বিদুরও প্রভাসতীর্থে দেহ পরিত্যাগ করিয়া । তিনি দেবতারূপেই গমন করিলেন, কিন্তু পার্ষদরূপে নহে । অতএব তৎকালে তাঁহাকে নেওয়ার জন্য আগত পিতৃ-গণের সহিত 'স্ব-ক্ষয়ং' অর্থাৎ নিজের অধিকার-স্থানেই গমন করিলেন ।। ৪৯ ।।

দ্রৌপদী চ তদাজ্ঞায় পতীনামনপেক্ষতাম্ ।
বাসুদেবে ভগবতি হ্যেকান্তমতিরাপ তম্ ।। ৫০ ।।

অন্বয়ঃ—দ্রৌপদী চ অনপেক্ষতাং (আত্মানং প্রতি অনপেক্ষমাণানাং) পতীনাং (স্বামিনাং) তৎ (শ্রীকৃষ্ণসঙ্গমনং) আজ্ঞায় (জ্ঞাত্বা, অনপেক্ষিতামিতি পাঠে তু স্বং প্রতি উপেক্ষাং তদা জ্ঞাত্বা) ভগবতি বাসুদেবে (শ্রীকৃষ্ণে) একান্তমতিঃ (প্রসক্তচিত্তা সতী) তং (শ্রীকৃষ্ণং) হি আপ (প্রাপ) ।। ৫০ ।।

অনুবাদ—তখন পতিপরায়ণা দ্রৌপদীও দেখিলেন যে পতিগণের মধ্যে কেহই তাঁহার অপেক্ষা না করিয়া একে একে সকলেই চলিয়া গেলেন । তখন তিনিও ভগবান বাসুদেবে একান্তভাবে চিত্ত সমর্পণ করতঃ তাঁহাকেই প্রাপ্ত হইলেন ।। ৫০ ।।

বিশ্বনাথ—দ্রৌপদীতি । সুভদ্রাদীনামপ্যুপলক্ষ-

ণম্। তং আপেতি দেহত্যাগানুক্ত্যা শরীরেণৈবেতি ॥ ৫০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দ্রৌপদী চ'—ইতি। দ্রৌপদী—ইহা উপলক্ষণ, সুভদ্রাদিরও গমন বুঝিতে হইবে। 'তং'—সেই শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিলেন ; এখানে দেহত্যাগের উল্লেখ না থাকায় স্বশরীরেই গমন করিয়াছিলেন, এই অর্থ ॥ ৫০ ॥

যচ্ছ্রদ্ধয়ৈতদ্ভগবৎপ্রিয়াণাং
পাণ্ডোঃ সুতানামিতি সম্প্রয়াণম্।
শৃণোত্যলং স্বস্ত্যয়নং পবিত্রং
লব্ধ্বা হরৌ ভক্তিমুপৈতি সিদ্ধিম্ ॥ ৫১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং প্রথমস্কন্ধে পারীক্ষিতে যুধিষ্ঠিরাদি-স্বধাম-গমনং নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—ভগবৎপ্রিয়াণাং পাণ্ডোঃ সুতানাং (পাণ্ডবানাং) যৎ সম্প্রয়াণং (মহাপ্রস্থানং) এতৎ (এতাং কথাং যঃ) শ্রদ্ধয়া (নিষ্ঠয়া) শৃণোতি (আকর্ণয়তি সঃ) অলং (অতিশয়েন) পবিত্রং স্বস্ত্যয়নং (মঙ্গলাস্পদং) লব্ধ্বা (প্রাপ্য) হরৌ ভক্তিং (তদ্রূপাং) সিদ্ধিং (পরমাং গতিং) উপৈতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ৫১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে পঞ্চদশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ সমাপ্তঃ।

অনুবাদ—যিনি ভগবানের প্রিয়পাত্র পাণ্ডবগণের এই পরম পবিত্র মঙ্গলাস্পদ মহাপ্রস্থান শ্রদ্ধাসহকারে শ্রবণ করেন তিনি শ্রীহরিতে ভক্তি লাভ করিয়া সিদ্ধদশা প্রাপ্ত হন ॥ ৫১ ॥

ইতি ভাগবত-প্রথমস্কন্ধ-পঞ্চদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—ইতি এবং সংপ্রয়াণমেব নতু প্রকারান্তরম্। সিদ্ধিং সিদ্ধিদশাম্ ॥ ৫১ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
প্রথমেঽয়ং পঞ্চদশঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥১৫॥
ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিঠক্কুরকৃতা শ্রীভাগবত-প্রথমস্কন্ধ-পঞ্চদশাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ইতি'—অর্থাৎ এইপ্রকার তাঁহাদের সম্প্রয়াণ অর্থাৎ মহাপ্রস্থান, কিন্তু অন্য প্রকারে নহে। 'সিদ্ধিং'—বলিতে সিদ্ধদশা (অর্থাৎ ভগবৎপ্রিয় পাণ্ডবদিগের এই সম্প্রয়াণ অতি পবিত্র এবং মঙ্গলাস্পদ, যে মনুষ্য ইহা শ্রবণ করেন, তাঁহার শ্রীহরিতে ভক্তি লাভপূর্ব্বক সিদ্ধি প্রাপ্তি হয়) ॥৫১॥

ইতি ভক্তমানসের আহলাদিনী 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার সজ্জন-সম্মত প্রথম স্কন্ধের পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

ইতি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-কৃত 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার প্রথম স্কন্ধের পঞ্চদশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১।১৫ ॥

শ্রীমধ্ব—

ইতি শ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎপাদাচার্য্যবিরচিতে শ্রীভাগবত প্রথমস্কন্ধ-তাৎপর্য্যে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

তথ্য—

ইতি প্রথমস্কন্ধের পঞ্চদশ অধ্যায়ের তথ্য সমাপ্ত।

বিবৃতি—

ইতি প্রথমস্কন্ধের পঞ্চদশ অধ্যায়ের বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীভাগবত-প্রথমস্কন্ধের পঞ্চদশ অধ্যায়ের শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত।

পঞ্চদশাধ্যায়স্য পরিশিষ্টম্

মধ্ব—জ্ঞানিনাং প্রারব্ধস্যৈব বিনির্মথনম্ যোগ্যস্যৈব। মহতা কারণেনৈব প্রারব্ধান্যপি কানিচিৎ। কর্ম্মাণি ক্ষয়মায়ান্তি ব্রহ্মদৃষ্টিমতঃ ক্বচিৎ॥ ইতি ভবিষ্যৎপর্ব্বণি। তেষামপি কাম্যকর্ম্মফলদৃষ্টেশ্চ ॥ ২৯ ॥ তম আদি-নিরোধশ্চ প্রারব্ধকর্ম্মণৈব। জ্ঞানাদিব্যক্তিরব্যক্তিঃ সুখদুঃখাদিকং তথা। সুদৃষ্ট-ব্রহ্মতত্ত্বানাং ভবত্যারব্ধকর্ম্মণা ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে ॥৩০॥ ব্রহ্মসম্পত্তিরবগতিঃ ভগবন্তং বিনান্যত্র প্রবৃত্ত্যাদি-প্রকাশনম্। প্রারব্ধকর্ম্মণৈব স্যাৎ কদাচিজ্‌জ্ঞানিনামপি। তাং দ্বৈতদৃষ্টিং ভেদেবচ্ছিন্ধি জ্ঞান-বরাসিনা॥ ইতি ব্রাহ্মে। তদেব সংছিন্নদ্বৈত-সংশয়ত্বম্। লীনপ্রকৃতিত্বং নৈর্গুণ্যঞ্চ লীনপ্রকৃতি-নৈর্গুণ্যম্ তস্মাৎ সূক্ষ্মশরীরত্বাদনারব্ধপুনরুৎপত্তি-বর্জ্জিতঃ। জ্ঞানোদয়কাল এবৈবম্ভূতঃ সন্ পুনরপ্য-

ধ্যগচ্ছৎ। প্রকৃতিং স্বামসংশ্লিষ্টাং গুণান্ সত্বাদিকানপি। কর্ম্মাণি সূক্ষ্মদেহঞ্চ জায়মানা হরের্দৃশি ॥ দহেদথাপি সন্দগ্ধেং ধনবত্তৎ পুনঃ পুনঃ। যাবদারব্ধকর্ম্ম স্যাদাবির্বাপিতরৌ ব্রজেৎ ॥ ইতি ব্রহ্মতর্কে ॥ ৩১ ॥ পৌত্রত্বয়োগ্যত্বমনবমত্বম্। ইন্দ্রাদ্যুত্তমতান্যেষাং সমতা বা স্বকে কুলে। উত্তমত্বমুপাস্ত্যাদি যোগ্যতা বা নিগদ্যতে ॥ ইতি ব্রহ্মতর্কে ॥৩৮॥ প্রাণমপানে তং ব্যানে। সমানোদানৌ তেষু। তাংশ্চমূলপ্রাণে। আত্মা হৃদিস্থো বিষ্ণুঃ। ব্রহ্ম সর্ব্বগতম্। উমাবাগাত্মিকা রুদ্রাজ্জাতা সা মনঃ আত্মনঃ। প্রাণাহ্বয়াৎ সবায়োশ্চ সোপানাদাত্মরূপতঃ। স্বরূপাদেব সব্যানাদুদানো ব্যানতস্তথা। তস্মাৎ সমানো ব্যানাচ্চাপ্যপানঃ প্রাণ এব চ। অপানাত্তিস্থভিশ্চাপি সমানোদানয়োর্জনিঃ। ত্রয়াণামথপঞ্চানামনাদ্বা প্রাণতো ভবঃ ॥ একস্যৈব স্বরূপাণি প্রাণস্যৈতানি পঞ্চ চ। স চ প্রাণোহরের্জাতোহর্দিস্থাদাত্মনো মতঃ। স আত্মা ব্রহ্মণো জাতো বিশ্বরূপাজ্জনার্দ্দনাৎ ॥ এতেষাং ব্রহ্মপর্যন্তং বিলয়োৎপত্তিচিন্তনম্। ব্রহ্মযজ্ঞ ইতি প্রোক্তঃ সর্ব্বসংসারমোচকঃ ॥ ইতি নারায়ণাধ্যাত্মে। অস্যাস্মিন্ বিলয়ো ভবতীত্যেবং বিজ্ঞানমাহুতিঃ। ন তু তৎকালবিলয়স্ত্বন্যো বা তস্য দর্শনাৎ। ইতি ব্রহ্মতর্কে ॥ ৪১-৪২ ॥ নাবর্ত্তেত বীরগতিম্ ॥ ৪৪ ॥ আত্মনঃ স্বরূপমাত্যন্তিকংজ্ঞাত্বা ॥ ৪৬ ॥

ষোড়শোহধ্যায়ঃ
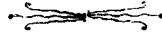
সূত উবাচ—

ততঃ পরীক্ষিদ্দ্বিজবর্য্যশিক্ষয়া
মহীং মহাভাগবতঃ শশাস হ।
যথা হি সূত্যামভিজাতকোবিদাঃ
সমাদিশন্ বিপ্র মহদ্গুণস্তথা ॥ ১ ॥

শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য

ষোড়শ অধ্যায়ের কথাসার

ষোড়শ অধ্যায়ে কলিকর্ত্তৃক খিন্না-পৃথিবী ও ধর্ম্মের সংবাদ এবং তৎপালক পরীক্ষিতের ভগবৎপ্রাপ্তি বর্ণিত হইয়াছে।

যুধিষ্ঠির বিদুরাদি পাণ্ডবগণের মহাপ্রস্থানের পর পরম-ভাগবত পরীক্ষিৎ রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন, তিনি উত্তরের কন্যা ইরাবতীর গর্ভে জনমেজয়াদি চারিটী পুত্র উৎপন্ন করিলেন। তিনি তিনটী অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। পরীক্ষিৎ মহারাজ প্রতিদিনই পূর্ব্বপুরুষগণের ব্যবহার অনুবর্ত্তন করিতেন। একদা তিনি দিগ্‌বিজয়ে বহির্গত হইয়া দেখিতে পাইলেন যে, ত্রিপাদহীন বৃষরূপী ধর্ম্ম ও ক্ষীণাঙ্গী অনাথার ন্যায় অতিমলিনা গাভীরূপা ধরিত্রী পরস্পর খেদ প্রকাশক বাক্য বলিতেছেন। বৃষরূপী ধর্ম্ম গাভীরূপা ধরিত্রীকে তাহার শোকের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ধরিত্রী বলিতে লাগিলেন যে, যে শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবে ধর্ম্ম 'তপঃ', 'শৌচ', 'দয়া', ও 'সত্য'—এই চারিপাদে পূর্ণ হইয়া লোকের সুখবর্দ্ধন করিতেছিলেন সেই সর্ব্বগুণাশ্রয় শ্রীনিবাসের তিরোভাবে কলি ধরাধামে প্রবিষ্ট হইয়াছে সুতরাং জীব সকলের ভাবী দুর্দ্দশা স্মরণ করিয়া আমি শোক করিতেছি। পৃথিবী মাতা আরও বলিলেন যে, যে ভগবান্ পৃথিবী হইতে অসুরগণের গুরুভার হরণ করিয়াছিলেন এবং ধর্ম্মসংস্থাপনার্থ শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, যিনি সত্যভামাদি মহিষীগণের সহিত বিবিধ ক্রীড়া করিতেন এবং যিনি পৃথিবীর উপর দিয়া হাঁটিয়া গেলে পৃথিবী তাঁহার চরণস্পর্শ লাভ করিয়া দুর্ব্বাদিচ্ছলে পুলকাদি প্রদর্শন করিত সেই শ্রীকৃষ্ণের তিরোধানই পৃথিবীর শোকের কারণ। রাজা পরীক্ষিৎ সরস্বতী নদী তীরস্থ কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া পৃথিবী ও ধর্ম্মের এই সকল বাক্য শুনিতে পাইলেন।

অন্বয়ঃ—সূত উবাচ (কথয়ামাস)। ততঃ (তদনন্তরং) বিপ্র ! (হে দ্বিজ) অভিজাতকোবিদাঃ (জাতকর্ম্মবিদঃ) সূত্যাং (জন্মনি) যথা হি সমাদিশন্ (যথা উক্তবন্তঃ) তথা মহদ্গুণঃ (মহতাং গুণা যস্মিন্ সঃ) মহাভাগবতঃ পরীক্ষিৎ দ্বিজবর্য্যশিক্ষয়া (দ্বিজবর্য্যাণাং ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠানাং উপদেশেন) মহীং শশাস হ (পৃথিবীং পালয়ামাস) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—সূত কহিলেন, হে বিপ্র, পাণ্ডবগণের স্বর্গারোহণের পর, ভাগ্যগণনায় পারদর্শী পণ্ডিতগণ মহারাজ পরীক্ষিতের জন্মকালে তাঁহার যেরূপ মহদ্গুণ হইবার কথা বলিয়াছিলেন, পরম ভাগবত পরীক্ষিৎ কালক্রমে সেইরূপ শ্রেষ্ঠগুণবিশিষ্ট হইয়াছিলেন এবং শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের উপদেশ অনুসারে পৃথিবী শাসন করিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

পরীক্ষিতো দিগ্বিজয়ো ধর্ম্মপ্রশ্নঃ ক্ষিতিং প্রতি।
তস্যাঃ কৃষ্ণবিযুক্তায়াঃ শোকোক্তিঃ ষোড়শেঽভবৎ ॥

হে বিপ্র ! তথৈব মহতাং গুণা যস্মিন্ সঃ অভূৎ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই ষোড়শ অধ্যায়ে পরীক্ষিৎ মহারাজের দিগ্বিজয়, ধরিত্রীর প্রতি ধর্ম্মের প্রশ্ন, শ্রীকৃষ্ণ হইতে বিযুক্তা ধরিত্রীর বিলাপ বর্ণিত হইয়াছে ॥

হে বিপ্র ! ইহা সম্বোধনে। 'মহদ্গুণস্তথা'—তথৈব, অর্থাৎ সেইরূপই ; মহদ্গণের গুণসকল যাঁহাতে, তিনি (পরীক্ষিৎ মহারাজ) তদ্রূপই হইয়াছিলেন ॥ ১ ॥

স উত্তরস্য তনয়ামুপযেমে ইরাবতীম্।
জনমেজয়াদীংশ্চতুরস্তস্যামুৎপাদয়ৎ সুতান্ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ (পরীক্ষিৎ) উত্তরস্য তনয়াং ইরাবতীং উপযেমে (বিবাহিতবান্) তস্যাং (ইরাবত্যাং) জনমেজয়াদীন্ চতুরঃ সুতান্ উৎ-(অ-) পাদয়ৎ (জনয়ামাস) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—তিনি উত্তর নৃপতির দুহিতা ইরাবতীকে বিবাহ করিলেন, এবং সেই ইরাবতীর গর্ভে জনমেজয়াদি চারটি পুত্র উৎপন্ন করিলেন ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—জনমেজয়াদীনিতি। "প্রধানে কর্ম্মণ্যভিধেয়েন্যাদীনাহুর্দ্বিকর্ম্মণাম্" ইতিবৎ নবাক্ষরৈকপাদোঽনুষ্টুব্বিশেষোঽয়ম্ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—জনমেজয়াদীনিতি—জনমেজয়াদি চারিটি পুত্র উৎপন্ন হইল। এখানে 'জনমেজয়াদীংশ্চতুরঃ"—এই পাদে নয়টি অক্ষরে অনুষ্টুপ্-বিশেষ উক্ত হইয়াছে, যেমন—"প্রধানে কর্ম্মণ্যভিধেয়ে ন্যাদীনাহুর্দ্বিকর্ম্মণাম্'—ইত্যাদি স্থলে প্রধানে এই পাদে নবাক্ষর অনুষ্টুপ্ হইয়াছে। (ব্যাকরণের এই সূত্রে—দ্বিকর্ম্মক নী, হৃ, কৃষ্, বহ্—এই চারিটি ধাতুর কর্ম্মবাচ্যে প্রধান কর্ম্মেই উক্তে প্রথমা বিভক্তি হইবে, যথা—গ্রামং অজা নীয়তে ইত্যাদি।) ॥ ২ ॥

আজহারাশ্বমেধাংস্ত্রীন্ গঙ্গায়াং ভূরিদক্ষিণান্।
শারদ্বতং গুরুং কৃত্বা দেবা যত্রাক্ষিগোচরাঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—(সঃ পরীক্ষিৎ) শারদ্বতং (কৃপাচার্য্যং) গুরুং কৃত্বা গঙ্গায়াঃ (গঙ্গাতীরে) ভূরিদক্ষিণান্ ত্রীন্ অশ্বমেধান্ আজহার (কৃতবান্) যত্র (যেষু অশ্বমেধেষু) দেবাঃ (যজ্ঞপুরুষা ইন্দ্রাদয়ঃ) অক্ষিগোচরাঃ (দৃষ্টিগোচরাঃ বভূবুঃ) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—তিনি কৃপাচার্য্যকে গুরুত্বে বরণ করিয়া গঙ্গাতীরে প্রচুর দক্ষিণা দান করতঃ তিনটী অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, সেই যজ্ঞে দেবগণও চক্ষুর গোচরীভূত হইয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—শারদ্বতং কৃপম্ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'শারদ্বতং' অর্থাৎ কৃপাচার্য্যকে ॥ ৩ ॥

নিজগ্রাহৌজসা বীরঃ কালিং দিগ্বিজয়ে কৃচিৎ।
নৃপলিঙ্গধরং শূদ্রং ঘ্নন্তং গোমিথুনং পদা ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—বীরঃ (পরাক্রান্তঃ সঃ পরীক্ষিৎ) কৃচিৎ দিগ্বিজয়ে (ভ্রাম্যন্ ইতিশেষঃ) নৃপলিঙ্গধরং (রাজবেশপরিহিতং) শূদ্রং (শূদ্ররূপিণং) পদা (চরণেন) গোমিথুনং ঘ্নন্তং কলিং ওজসা (শৌর্য্যেণ) নিজগ্রাহ (নিগৃহীতবান্) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—বীরচূড়ামণি পরীক্ষিৎ কোন সময় দিগ্বিজয়ের নিমিত্ত বহির্গত হইয়া এক স্থানে দেখিলেন যে শূদ্ররূপী কলি রাজ চিহ্ন ধারণপূর্ব্বক গো মিথুনের কলেবরে পদাঘাত করিতেছে, তাহা দেখিয়া তিনি নিজ বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক কলিকে নিগ্রহ করিয়াছিলেন ॥ ৪ ॥

শৌনক উবাচ—

কস্য হেতোর্নিজগ্রাহ কলিং দিগ্বিজয়ে নৃপঃ ।
নৃদেবচিহ্নধৃক্ শূদ্রঃ কোঽসৌ গাং যঃ পদা অহন্ ॥৫॥

অন্বয়ঃ—শৌনকঃ উবাচ। নৃপঃ (পরীক্ষিৎ) দিগ্বিজয়ে কস্য বা হেতোঃ কলিং নিজগ্রাহ (কস্মাৎ কারণাৎ কলিং কেবলং নিজগ্রাহ ন হতবান্ ইত্যর্থঃ) যঃ নৃদেবচিহ্নধৃক্ (রাজবেশধারী) পদা গাং অহন্ (তাড়িতবান্) অসৌ শূদ্রঃ (কলিঃ) কঃ (অতি কুৎসিতঃ) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—শৌনক বলিলেন—কলি অতি কুৎসিত শূদ্র, সে রাজ-চিহ্ন ধারণ করিয়াও গোমিথুনের কলেবরে পদাঘাত করিতেছিল ; কিন্তু, দিগ্বিজয়ার্থ বহির্গত মহারাজ পরীক্ষিৎ তাহাকে একেবারে সংহার না করিয়া যে কেবল নিগৃহীত করিলেন, ইহার কারণ কি ? ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—নিজগ্রাহ নতু হতবান্। যতোঽসৌ শূদ্রকঃ অতিকুৎসিতো হন্তুমেবোচিতঃ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নিজগ্রাহ'—নিগৃহীত করিয়াছিলেন, কিন্তু বধ করেন নাই। যেহেতু সেই ব্যক্তি 'শূদ্রকঃ'—অর্থাৎ অতিকুৎসিত, তাহাকে বধ করাই উচিত ॥ ৫ ॥

মধ্ব— কোঽসাবিত্যাক্ষেপঃ। কলিমিত্যুক্তত্বাৎ ॥ ৫ ॥

তৎ কথ্যতাং মহাভাগ যদি বিষ্ণুকথাশ্রয়ম্ ।
অথবাস্য পদাম্ভোজ-মকরন্দলিহাং সতাম্ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) মহাভাগ তৎ যদি বিষ্ণুকথাশ্রয়ং (বিষ্ণোঃ কথা এব আশ্রয়ো যস্য তৎ) অথবা অস্য (বিষ্ণোঃ) পদাম্ভোজমকরন্দলিহাং (পাদপদ্ময়োঃ মকরন্দং সুধাং লিহন্তি যে তেষাং) সতাং (ভক্তানাং বা কথাশ্রয়ং তর্হি) কথ্যতাং ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—হে মহাভাগ! যদি এই বৃত্তান্তের সহিত শ্রীকৃষ্ণের, অথবা তাঁহার চরণকমলের মকরন্দলেহী সাধুবৃন্দের কোনরূপ সংস্রব থাকে, তাহা হইলে বর্ণন করুন ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—তৎ কলিনিগ্রহণং, সতাং কথাশ্রয়মিত্যনেন সমাসগতেনাপ্যন্বয়ঃ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তৎ'—সেই কলির নিগ্রহের কথা বলুন। 'সতাং'—সাধুগণের কথাশ্রিত হয়, এখানে 'সতাং'—এই পদের সহিত 'কথাশ্রয়ং'—এই পদ সমাস-গত হইলেও অন্বয় হইবে ॥ ৬ ॥

মধ্ব—অথেতি পক্ষান্তরে বা যদি, যদ্যর্থে চ বিকল্পার্থে বা শব্দঃ সমুদীর্য্যত ইতি নামমহোদধৌ ॥৬

কিমন্যৈরসদালাপৈরায়ুষো যদসদ্ব্যয়ঃ ।
ক্ষুদ্রায়ুষাং নৃণামঙ্গ মর্ত্ত্যানামৃতমিচ্ছতাম্ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) অঙ্গ (সূত) যৎ (যৈঃ) আয়ুষঃ ক্ষয়ঃ (বৃথাব্যয়ঃ) (তৈঃ) অন্যৈঃ অসদালাপৈঃ ক্ষুদ্রায়ুষাং (ক্ষুদ্রমল্পমায়ুর্যেষামতঃ) মর্ত্ত্যানাং (মরণধর্ম্মবতাং তথাপি) ঋতং (সত্যং মোক্ষমিত্যর্থঃ) ইচ্ছতাং (অভিলষতাং) নৃণাং (মনুষ্যাণাং) কিং (ন কিমপি শ্রোতব্যং) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—যাহাতে বৃথা আয়ুঃক্ষয় হয় মাত্র এরূপ অন্য অসৎ আলাপে পরমায়ুর অতিশয় অল্পতা-হেতু মরণধর্ম্মী হইয়াও যাঁহারা অমৃতত্ব ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের কি লাভ হইবে ? ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—ঋতং সত্যবস্তু শ্রীকৃষ্ণমিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ঋতং'—সত্য বস্তু, শ্রীকৃষ্ণকে (যাঁহারা আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহাদের আর তদ্ভিন্ন অন্য কিছুই শ্রোতব্য নাই)—এই অর্থ ॥ ৭ ॥

মধ্ব—অন্যথা-চেদায়ুষোসদ্ব্যয় ইত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

বিবৃতি—গ্রাম্যকথা ও কৃষ্ণ-কথার মধ্যে ভেদ আছে। বহির্ম্মুখ কর্ম্মকাণ্ডীয় সমাজে নিজ নিজ ভোগের কথা অপরের নিকট অপ্রয়োজনীয়, প্রত্যেকেরই স্বার্থ অপরের স্বার্থ হইতে ভিন্ন ও বিরোধী, সেজন্য কর্ম্মকাণ্ড নিরত ব্যক্তির প্রয়াস নিরর্থক ও

আয়ুঃক্ষয়কর। বিষ্ণুমায়া রচিত জগতে জীবগণ কৃষ্ণ-কথা রহিত হইয়া নিজ ইন্দ্রিয়-তর্পণের কথাতে ব্যস্ত। ভগবান্ নিত্য, তাঁহার কথাও নিত্য, তাঁহার গোষ্ঠীও নিত্য, তজ্জন্য বিষ্ণুকথাশ্রিতজনগণের পরস্পর আলাপ আয়ুঃক্ষয়কর ও নিরর্থক নহে। ভগবানের পাদপদ্ম-সেবা আশ্রয় করিয়াই সাধুগণ বাস করেন। সাধুদিগের আলোচনা ব্যতীত অসাধুগণের প্রসঙ্গ কোনও ক্রমেই শ্রেয়স্কাম ব্যক্তির আলাপের বিষয় হইতে পারে না, উহা প্রজল্পমাত্র ও অসৎসঙ্গ-জ্ঞাপক ॥ ৭ ॥

ইহোপহূতো ভগবান্ মৃত্যুঃ শামিত্রকর্ম্মণি।
ন কশ্চিন্ম্রিয়তে তাবদ্‌যাবদস্তি ইহান্তকঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—(যঃ) মৃত্যুঃ (মৃত্যুস্বরূপঃ অন্তকঃ সঃ) ভগবান্ ইহ (সত্রে) শামিত্রকর্ম্মণি (শমিতুঃ ইদং শামিত্রং কর্ম্ম পশুহিংসনং তস্মিন্ তদর্থ-মিত্যর্থঃ) উপহূতঃ (আহূতঃ)। অন্তকঃ ইহ (যজ্ঞস্থলে) যাবৎ আস্তে (তিষ্ঠতি) তাবৎ কশ্চিৎ (কোঽপি) ন ম্রিয়তে (কস্যাপি মৃত্যুভয়ং নাস্তি) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—যে পর্য্যন্ত যম এখানে থাকিবেন সে পর্য্যন্ত কাহারও মৃত্যু হইবে না, এই নিমিত্ত মৃত্যু-স্বরূপ যে ভগবান্ যম তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছি ॥৮

বিশ্বনাথ—ননু নশ্বরদেহানাং কৃষ্ণকথাভাগ্য-লাভোঽপি কথং স্বেৎস্যতীতি অত আহ। ইহ ক্ষেত্রে, শমিতুরিদং শামিত্রং কর্ম্ম পশুহিংসনং তত্র তদর্থং মৃত্যুরুপহূতঃ ততঃ কিমত আহ ন কশ্চিদিতি ॥৮॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—নশ্বর দেহধারী জীবের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণকথা শ্রবণের সৌভাগ্য লাভও কি প্রকারে ফলপ্রসূ হইবে? এই অপেক্ষায় বলিতে-ছেন—'ইহ' অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে পশুহিংসন-রূপ যজ্ঞ-কর্ম্মে ভগবান্ যম আহূত হইয়াছেন। তাহা হইলে কি হইবে? এইজন্য বলিতেছেন—'ন কশ্চিৎ', অর্থাৎ যে কাল পর্য্যন্ত এই স্থানে অন্তক (যম) অবস্থান করিবেন, তাবৎ কাল কাহারও মৃত্যু হইবে না ॥৮॥

এতদর্থং হি ভগবানাহূতঃ পরমর্ষিভিঃ।
অহো নৃলোকে পীয়েত হরিলীলামৃতং বচঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—অহো নৃলোকে হরিলীলামৃতং (শ্রীহরেঃ লীলা এব অমৃতং যস্মিন্ তৎ) বচঃ (বাক্যং) পীয়েত (সাদরং শৃণুয়াৎ) এতদর্থং হি ভগবান্ (মৃত্যুঃ) পরমর্ষিভিঃ (ঋষিশ্রেষ্ঠঃ) আহূতঃ ॥৯॥

অনুবাদ—মহর্ষিগণ এই উদ্দেশ্যেই যমকে আহ্বান করিয়াছেন, আহা লোকসকল উদ্বেগ-রহিত হইয়া হরিলীলামৃত-বচন পান করিতে থাকুক ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—ততোঽপি কিমত আহ অহো ইতি ॥৯

টীকার বঙ্গানুবাদ—জনগণের মৃত্যু না হইলেই বা কি হইবে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'অহো ইতি' অর্থাৎ এই সময় মনুষ্যগণের উদ্বেগ পর্য্যন্ত নাই, তখন হরিকথামৃত পান করা কর্ত্তব্য ॥ ৯ ॥

মধ্ব—এতদর্থং হি মৃত্যুরুপহূতঃ। অহো নৃ-লোকে পীয়েতেতি ॥ ৯ ॥

মন্দস্য মন্দপ্রজ্ঞস্য বয়ো মন্দায়ুষশ্চ বৈ।
নিদ্রয়া হ্রিয়তে নক্তং দিবা চ ব্যর্থকর্ম্মভিঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—মন্দস্য (অলসস্য) মন্দপ্রজ্ঞ (জড়-বুদ্ধেঃ) মন্দায়ুষঃ (অল্পায়ুষঃ) চ বৈ (জনস্য) যদ্বয়ঃ (আয়ুঃ তৎ) নক্তং (রাত্রৌ) নিদ্রয়া দিবা (অহ্নি) চ ব্যর্থকর্ম্মভিঃ (বৃথা গ্রাম্যব্যাপারৈঃ) হ্রিয়তে (অপহ্রিয়তে) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—হরি-লীলা-কথামৃত-পানে বঞ্চিত অলস, অল্পবুদ্ধি ও অল্পায়ু জনগণের জীবনই বৃথা, ঐ সকল লোক রাত্রিকাল নিদ্রায় এবং দিবস বৃথা কর্ম্মেই কাটাইয়া দেয় ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—অন্যথা আয়ুষো বৈয়র্থ্যমিত্যাহ মন্দ-স্যেতি ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীহরির লীলামৃত পান না করিলে জীবনধারণই ব্যর্থ—ইহাই বলিতেছেন—'মন্দস্য' ইত্যাদি ॥ ১০ ॥

সূত উবাচ—
যদা পরীক্ষিৎ কুরুজাঙ্গলে বসন্
কলিং প্রবিষ্টং নিজচক্রবর্ত্তিতে।

নিশম্য বার্ত্তামনতিপ্রিয়াং ততঃ
শরাসনং সংযুগশৌণ্ড আদদে ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—সূত উবাচ। যদা সংযুগশৌণ্ডঃ (যুদ্ধে প্রগল্ভঃ) পরীক্ষিৎ কুরুজাঙ্গলে বসন্ নিজচক্রবর্ত্তিতে (স্বসেনয়া পরিপালিত দেশে) কলিং প্রবিষ্টং (শুশ্রাব) ততঃ (তদা) অনতিপ্রিয়াং (অপ্রিয়াম্ অপিচ যুদ্ধ কৌতুক সম্পত্তেঃ কিঞ্চিৎ প্রিয়াঞ্চ) বার্ত্তাং নিশম্য (শ্রুত্বা) শরাসনম্ আদদে (দুষ্টনিগ্রহার্থং ধনুঃ জগ্রাহ) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—সূত কহিলেন, রণনিপুণ রাজা পরীক্ষিৎ যখন সৈনিকবৃন্দ-পরিরক্ষিত নিজরাজ্য কুরুজাঙ্গল-প্রদেশে, তখন শুনিলেন কলি প্রবেশ করিয়াছে, এই অনতিপ্রিয়বার্ত্তা শ্রবণ করিবামাত্রই তিনি দুষ্টনিগ্রহের নিমিত্ত শরাসন গ্রহণ করিলেন ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—যদা নিজচক্রবর্ত্তিতে স্বসেনয়া পালিতে দেশে। কলিং প্রবিষ্টমেব। অনতিপ্রিয়াং বার্ত্তাং তজ্জিঘাংসয়া কিঞ্চিৎ প্রিয়াঞ্চ নিশম্য শরাসনং আদদে। তদৈব পুরা দিগ্বিজিয়ায় নির্গত ইত্যন্বয়ঃ। অত্র প্রবিষ্টঃ কলিরেবানতিপ্রিয়া বার্ত্তেত্যনুবাদবিধেয়ভাবো বিবক্ষিতো জ্ঞেয়ঃ। শৌণ্ডঃ প্রগল্ভঃ, সংযুগশৌরিরিতি পাঠে সংযুগে শৌরিতুল্যঃ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যদা নিজচক্রবর্ত্তিতে'— অর্থাৎ যখন মহারাজ পরীক্ষিৎ নিজ সেনার দ্বারা পালিত দেশে অবস্থান-পূর্ব্বক শ্রবণ করিলেন, কলি প্রবিষ্ট হইয়াছে। অত্যন্ত প্রিয় সংবাদ নয়, অথচ তাহার বধের ইচ্ছায় কিছুটা যুদ্ধকৌতুক-বশতঃ প্রিয়ও বটে, এইরূপ সংবাদ শ্রবণ করিয়া শরাসন গ্রহণ করিলেন। এখানে কলি প্রবিষ্ট হইয়াছে, ইহা জ্ঞাত বলিয়া অনুবাদ এবং অনতিপ্রিয়া বার্ত্তা— ইহা বিধেয়, এইরূপ অনুবাদ-বিধেয়-ভাব বিবক্ষিত হইয়াছে। 'সংযুগশৌণ্ডঃ' বলিতে যুদ্ধে প্রগল্ভ। 'সংযুগ-শৌরিঃ'—এই পাঠে যুদ্ধে শৌরিতুল্য—এই অর্থ ॥ ১১ ॥

স্বলঙ্কৃতং শ্যামতুরঙ্গযোজিতং
রথং মৃগেন্দ্রধ্বজমাশ্রিতঃ পুরাৎ।
বৃতো রথাশ্বদ্বিপপত্তিযুক্তয়া
স্বসেনয়া দিগ্বিজয়ায় নির্গতঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—স্বলঙ্কৃতং (সুসজ্জিতং) শ্যামতুরঙ্গযোজিতং (শোভনাশ্বসমন্বিতং) মৃগেন্দ্রধ্বজং (সিংহাকৃতিধ্বজাযুক্তং) রথং আশ্রিতঃ (আরূঢ়ঃ সন্) রথাশ্বদ্বিপপত্তিযুক্তয়া (হস্ত্যশ্বরথপদাতিসঙ্কুলয়া) স্বসেনয়া (সহ ততঃ) দিগ্বিজয়ায় (দিশো জেতুং) পুরাৎ (স্বভবনাৎ) নির্গতঃ (প্রস্থিতঃ) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—তিনি অবিলম্বেই নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত, শ্যামবর্ণ-তুরঙ্গ-যুক্ত, সিংহধ্বজাঙ্কিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক রথাশ্বহস্তিপদাতিক সৈন্যদ্বারা পরিবৃত হইয়া দিগ্বিজয়ের নিমিত্ত পুরী হইতে বহির্গত হইলেন ॥ ১২ ॥

ভদ্রাশ্বং কেতুমালঞ্চ ভারতঞ্চোত্তরান্ কুরূন্।
কিম্পুরুষাদীনি বর্ষাণি বিজিত্য জগৃহে বলিম্ ॥১৩॥

অন্বয়ঃ—ভদ্রাশ্বং কেতুমালং ভারতং উত্তরান্ কুরূন্ চ (পূর্ব্বপশ্চিমদক্ষিণোত্তরতঃ সমুদ্রলগ্নানি বর্ষাণি) (তথা) কিম্পুরুষাদীনি (তত্তন্নামকানি) বর্ষাণি চ বিজিত্য বলিং (রাজন্যেভ্যঃ করং) জগৃহে (গৃহীতবান্) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—নরপতি ক্রমে ক্রমে এক এক করিয়া ভদ্রাশ্ব, কেতুমাল, ভারত, উত্তর কুরু এবং কিম্পপুরুষ প্রভৃতি সমুদ্র-সংলগ্ন বর্ষ সকল জয় করিয়া সেই সেই বর্ষের রাজাদিগের নিকট কর গ্রহণ করিলেন ॥১৩॥

তত্র তত্রোপশৃণ্বানঃ স্বপূর্ব্বেষাং মহাত্মনাম্।
প্রগীয়মাণঞ্চ যশঃ কৃষ্ণমাহাত্ম্যসূচকম্ ॥ ১৪ ॥
আত্মানঞ্চ পরিত্রাতমশ্বত্থাম্নোঽস্ত্রতেজসঃ।
স্নেহঞ্চ বৃষ্ণিপার্থানাং তেষাং ভক্তিঞ্চ কেশবে ॥ ১৫ ॥
তেভ্যঃ পরমসংহৃষ্টঃ প্রীত্যুজ্জৃম্ভিতলোচনঃ
মহাধনানি বাসাংসি দদৌ হারান্ মহামনঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—তত্র তত্র (তেষু বর্ষেষু) কৃষ্ণমাহাত্ম্যসূচকং (ভগবন্মহিমসংবলিতং) স্বপূর্ব্বেষাং মহাত্মনাং (নিজপূর্ব্বপুরুষাণাং যুধিষ্ঠিরাদীনাং) যশঃ চ (তথা) অশ্বত্থাম্নঃ অস্ত্রতেজসঃ (ব্রহ্মাস্ত্রাৎ) পরিত্রাতং (রক্ষিতম্) আত্মানং চ (তথা) বৃষ্ণিপার্থানাং (যাদবপাণ্ডবানাং) স্নেহং (মৈত্রীং) তেষাং (বৃষ্ণি-

পাণ্ডবানাং) কেশবে ভক্তিং চ প্রগীয়মাণং (কীর্ত্যমানম্) উপশৃণ্বানঃ (আকর্ণয়ন্) পরমসন্তুষ্টঃ (আনন্দিতঃ) প্রীত্যুজ্জৃম্ভিতলোচনঃ (হর্ষোৎফুল্লনয়নঃ) মহামনাঃ (উদারচেতাঃ পরীক্ষিৎ) তেভ্যঃ (প্রগায়কেভ্যঃ) মহাধনানি বাসাংসি হারান্ (চ) দদৌ ॥১৪-১৬ ॥

অনুবাদ—মহামনা পরীক্ষিৎ, সেই সেই বর্ষনিবাসী প্রজাবৃন্দের প্রমুখাৎ শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্যসূচক তাঁহার মহানুভব পূর্ব্বপুরুষগণের যশ, অশ্বত্থামার অস্ত্রাগ্নি-তেজ হইতে তাঁহার নিজের পরিত্রাণ এবং যাদব ও পাণ্ডবগণের পরস্পর সৌহার্দ্দ ও তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিবিষয়ক গান শ্রবণ করতঃ পরম আনন্দ লাভ করিলেন। তাঁহার নয়ন যুগল আনন্দপ্রযুক্ত বিস্ফারিত হইল তখন তিনি গায়কদিগকে প্রচুর ধন, বসন ও হারাদি আভরণ পুরস্কার করিলেন ॥১৪-১৬॥

সারথ্য-পারষদ-সেবন-সখ্য-দৌত্য-
বীরাসনানুগমন-স্তবন-প্রণামান্ ।
স্নিগ্ধেষু পাণ্ডুষু জগৎপ্রণতিঞ্চ বিষ্ণো-
র্ভক্তিং করোতি নৃপতিশ্চরণারবিন্দে ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—স্নিগ্ধেষু পাণ্ডুষু (প্রিয়েষু পাণ্ডবেষু) বিষ্ণোঃ সারথ্যপারষদসেবনসখ্যদৌত্যবীরাসনানুগমনস্তবন-প্রণামান্ (সারথ্যং সারথিত্বং পারষদং পার্ষদং সভাপতিত্বং সেবনং চিত্তানুবৃত্তিঃ সখ্যং দৌত্যং বীরাসনং রাত্রৌ তেষাং রক্ষার্থং খড়্গ-হস্তস্য তিষ্ঠতঃ তস্য জাগরণং অনুগমনং অনুসরণং স্তবনং স্তুতিঃ প্রণামঃ যুধিষ্ঠিরায় নমস্করণঞ্চতান্) জগৎপ্রণতিঞ্চ (বিষ্ণোঃ জগতকর্ত্তৃকং প্রণামঞ্চ শৃন্বন্) চরণারবিন্দে (বিষ্ণোঃ পাদপদ্মে) ভক্তিং করোতি (স্ম) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—যাঁহাকে জগতের সমস্ত জীবই প্রণতি করে, সেই শ্রীকৃষ্ণ প্রিয় পাণ্ডবগণের সারথ্য, সভাপতিত্ব, সেবা, সখ্য, দ্বারপালের ন্যায় নিশিযোগে অসিহস্তে দ্বাররক্ষণ, অনুগমন, স্তব ও প্রণাম করিয়াছিলেন গায়কদিগের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই শ্রীকৃষ্ণের চরণ-সরোজে নরপতির নিরতিশয় ভক্তির উদ্রেক হইল ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ, স্নিগ্ধেষু পাণ্ডবেষু বিষ্ণোর্যানি সারথ্যাদীনি কর্ম্মাণি তানি শৃণ্বন্। তথা বিষ্ণোর্জগৎকর্ত্তৃকাং প্রণতিঞ্চ শৃণ্বন্। তত্র পার্ষদং সভাপতিত্বং, সেবনং চিত্তানুবৃত্তিঃ, বীরাসনং রাত্রৌ খড়্গহস্তস্য তিষ্ঠতো জাগরণম্ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্নিগ্ধেষু পাণ্ডুষু'—প্রিয় পাণ্ডবগণের প্রতি বিষ্ণুর অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের যে সকল সারথ্য প্রভৃতি কর্ম্ম, তাহা শ্রবণ করিতে করিতে। সেইরূপ সেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি জগতের জীবগণ কর্ত্তৃক প্রণতির কথা শ্রবণ করিয়া। সেখানে পার্ষদ বলিতে সভাপতিত্ব, সেবন—চিত্তের অনুবৃত্তি, বীরাসন—বলিতে পাণ্ডবগণের রক্ষার নিমিত্ত রাত্রিকালে খড়্গহস্তে অবস্থান করতঃ জাগরণ ॥ ১৭ ॥

মধ্ব—স্নিগ্ধেষু পাণ্ডুষু বিষ্ণোঃ সারথ্যাদিভি র্বিশেষতো ভক্তিং করোতি ॥ ১৭ ॥

তস্যৈবং বর্ত্তমানস্য পূর্ব্বেষাং বৃত্তিমন্বহম্ ।
নাতিদূরে কিলাশ্চর্য্যং যদাসীৎ তন্নিবোধ মে ॥১৮॥

অন্বয়ঃ—এবং (এবম্প্রকারেণ) অন্বহং (প্রতিদিনং) পূর্ব্বেষাং (পূর্ব্বপুরুষাণাং) বৃত্তিং (ব্যবহারং) বর্ত্তমানস্য (অনুবর্ত্তমানস্য সতঃ) তস্য (রাজ্ঞঃ) নাতিদূরে (শীঘ্রমেব) যৎ আশ্চর্য্যং (অদ্ভুতং) কিল আসীৎ তৎ মে (মম সকাশাৎ) নিবোধ (শৃণু) ॥১৮॥

অনুবাদ—তিনি এইরূপে প্রতিদিন পূর্ব্বপুরুষগণের আচার-ব্যবহারাদি-বিষয়ক সঙ্গীত শ্রবণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, সহসা যে এক বিস্ময়কর ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা শ্রবণ করুন ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—অন্বিতি শেষঃ অন্বহমনুবর্ত্তমানস্য ॥১৮

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তস্যৈবং' ইত্যাদি। 'অন্বহং'—প্রতিদিন, এখানের অনুশব্দ 'বর্ত্তমানস্য' পদেও যোগ করিতে হইবে অর্থাৎ 'অন্বহং বৃত্তিম্ অনুবর্ত্তমানস্য'—রাজা পরীক্ষিৎ এই প্রকার অনুদিন আপনার পূর্ব্বপুরুষদিগের বৃত্তিতে অনুবর্ত্তী হইলে, (শীঘ্র একটি আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল, তাহার বিবরণ শ্রবণ করুন) ॥ ১৮ ॥

ধর্ম্মঃ পদৈকেন চরন্ বিচ্ছায়ামুপলভ্য গাম্।
পৃচ্ছতি স্মাশ্রুবদনাং বিবৎসামিব মাতরম্ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—(বৃষরূপঃ) ধর্ম্মঃ একেন পদা চরন্ বিবৎসাং (নষ্টাপত্যাং) মাতরম্ ইব অশ্রুবদনাং (রুদতীং) বিচ্ছায়াং (হতপ্রভাং) গাং (গোরূপাং পৃথ্বীম্) উপলভ্য (দৃষ্ট্বা) পৃচ্ছতিস্ম (জিজ্ঞাসয়ামাস) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—বৃষরূপী ধর্ম্ম একপদে বিচরণ করিতে করিতে গোরূপ-ধারিণী পৃথিবী, তনয়-বিয়োগ-বিধুরা জননীর ন্যায় নয়নবারিতে বদন ভাসাইয়া রোদন করিতেছেন এবং তাঁহার কান্তি অতিশয় মলিন হইয়াছে এইরূপ দেখিতে পাইলেন এবং তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—ধর্ম্ম ইতি। যুগারম্ভক্ষণত এব ধর্ম্মপৃথ্বীকলয় স্তথাভূতীভবন্তো লোকৈরদৃশ্যা অপি দিদৃক্ষণীয়ত্বাদনুধ্যায়তঃ পরীক্ষিতো যোগজনেত্রাভ্যাং দৃষ্টা জ্ঞেয়া। ধর্ম্মো বৃষরূপঃ। বিচ্ছায়াং হতপ্রভাম্ ॥১৯॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ধর্ম্ম ইতি'—কলিযুগের আরম্ভের ক্ষণ হইতেই ধর্ম্ম, পৃথিবী এবং কলি, জনগণের অদৃশ্যরূপে ঐরূপই ছিলেন, এখন কলিকে অন্বেষণ করিবার জন্য চিন্তারত মহারাজ পরীক্ষিতের যোগজ নেত্রযুগলের দ্বারা দৃষ্ট হইয়া বিদিত হইলেন। এখানে বৃষ-রূপী ধর্ম্ম, গো-রূপা পৃথিবী, তিনি হতপ্রভা, (তাহাকে দেখিয়া ধর্ম্ম বলিতেছেন) ॥ ১৯ ॥

ধর্ম্ম উবাচ—

কচ্চিদ্ভদ্রেঽনাময়মাত্মনস্তে
বিচ্ছায়াসি ম্লায়তে যন্মুখেন।
আলক্ষয়ে ভবতীমন্তরাধিং
দূরে বন্ধুং শোচসি কঞ্চনাম্ব ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—ধর্ম্ম উবাচ। হে ভদ্রে! তে (তব) আত্মনঃ (দেহস্য) অনাময়ং (কুশলং) কচ্চিৎ (কিং) বিচ্ছায়া অসি (হতপ্রভা ভবসি) (এতঃ) ঈষৎ ম্লায়তা (বৈবর্ণ্যং ভজতা) মুখেন (লিঙ্গেন) ভবতীং (ত্বাম্) অন্তরাধিং (অন্তঃ মধ্যে আধিঃ পীড়া যস্যাঃ তথাভূতাং) আলক্ষয়ে (অনুভবামি) অম্ব (হে মাতঃ) কঞ্চন (কমপি) দূরে (স্থিতং) বন্ধুং শোচসি (কিমিতি শেষঃ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—হে ভদ্রে! তোমার শারীরিক কুশল ত? যদিও তোমার বাহিরে কোনরূপ ব্যাধির চিহ্ন পরিলক্ষিত হইতেছে না, কিন্তু তোমার ঐ মলিন কান্তি ও ঈষৎ ম্লান মুখশ্রী দেখিয়া বোধ হইতেছে যে, তোমার অন্তরে কোনরূপ গুরুতর পীড়া উপস্থিত হইয়াছে। হে মাতঃ, কোন দূরদেশস্থ বন্ধুর নিমিত্ত কি শোক করিতেছ? ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—আত্মনো দেহস্য। অনাময়মারোগ্যম্। কিঞ্চ, অন্তর্মধ্যে অধিঃ পীড়া যস্যা স্তাম্, তত্র কারণানি কল্পয়ন্ পৃচ্ছতি দূরে বন্ধুমিতি ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ 'আত্মনঃ অনাময়ং'—তোমার দেহের কোন রোগ নাই ত? আর, 'অন্তরাধিং'—তোমার মানসিক কোন পীড়া হইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। তাহার কারণ অনুমান করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন—'দূরে বন্ধুম্' অর্থাৎ দূরদেশস্থিত কোন বন্ধুর জন্য কি শোক করিতেছ? ॥ ২০ ॥

পাদৈর্ন্যূনং শোচসি মৈকপাদ-
মুতাত্মানং বৃষলৈর্ভোক্ষ্যমাণম্।
আহো সুরাদীন্ হৃতযজ্ঞভাগান্
প্রজা উতস্বিন্মঘবত্যবর্ষতি ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—পাদৈর্ন্যূনং (ত্রিপাদহীনং) একপাদং মা (মাং) উত (অপরঞ্চ) বৃষলৈঃ (শূদ্রৈঃ) ভোক্ষ্যমাণং আত্মানং অহো (অপরঞ্চ) হৃতযজ্ঞভাগান্ (যজ্ঞাদ্যকরণাৎ হৃতাঃ যজ্ঞভাগাঃ যেষাং তথাভূতান্) সুরাদীন্ (দেবান্) উতস্বিৎ (অথবা) মঘবতি (ইন্দ্রে) অবর্ষতি (সতি) (দুঃখিতাঃ) প্রজাঃ শোচসি (কিম্?) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—ত্রিপাদহীন এক পাদযুক্ত আমার এইরূপ অবস্থা দেখিয়াই কি তুমি শোক করিতেছ? অথবা শূদ্র নৃপতিবৃন্দ অতঃপর তোমায় উপভোগ করিবেন, ভাবিয়া কাতর হইয়াছ? আজ কাল আর কেহই যজ্ঞানুষ্ঠান করে না, সুতরাং দেবতাদিগের যজ্ঞভাগ অপহৃত হইল; ইহা দেখিয়াই কি তুমি ব্যাকুলা হইয়াছ? কিংবা অলব্ধ-যজ্ঞভাগ দেবরাজ

ইন্দ্র আর পূর্ব্ববৎ যথাকালে বারিবর্ষণ না করাতে, প্রজা সকলের কষ্ট হইবে ভাবিয়াই শোকাকুলা হইয়াছ ? ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—মা মাম্। বৃষলৈর্ম্লেচ্ছৈঃ, অত উর্দ্ধং আত্মানং ভোক্ষ্যমাণম্। পুংস্তুমাত্মপদবিশেষণত্বাৎ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মা—মাম্', আমাকে অর্থাৎ আমার তিন পদ ভগ্ন, একটিমাত্র অবশিষ্ট আছে, আমাকে এইরূপ দেখিয়াই কি শোক করিতেছ ? 'বৃষলৈঃ'—ম্লেচ্ছগণের দ্বারা, ইহার পর তাহারাই তোমাকে উপভোগ করিবে ভাবিয়া কি বিষণ্ণা হইতেছ ? এখানে 'ভোক্ষ্যমাণং'—ইহা আত্ম-পদের বিশেষণ বলিয়া পুংলিঙ্গ হইয়াছে ॥ ২১ ॥

অরক্ষ্যমাণাঃ স্ত্রিয়ঃ উর্ব্বি বালান্
শোচস্যথো পুরুষাদৈরিবার্ত্তান্ ।
বাচং দেবীং ব্রহ্মকুলে কুকর্ম্ম-
ণ্যব্রহ্মণ্যে রাজকুলে কুলাগ্র্যান্ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—উর্ব্বি (হে পৃথ্বি !) অরক্ষ্যমাণাঃ স্ত্রিয়ঃ (অধুনা ভর্ত্তৃভিঃ অপালিতাঃ নার্য্যঃ) অথো (অথবা, পিতৃভিঃ অরক্ষ্যমানান্) বালান্ (শিশূন্) তৈঃ (পিত্রাদিভিরেব) পুরুষাদৈঃ ইব (রাক্ষসৈরিব নির্দ্দয়ৈঃ) আর্ত্তান্ (ক্লিষ্টান্) (কিংবা) কুকর্ম্মণি (দুরাচারে) ব্রহ্মকুলে (স্থিতাং) দেবী বাচং (বাক্-দেবীং সরস্বতীং) (তথা) অব্রহ্মণ্যে (ব্রাহ্মণভক্তি-হীনে) রাজকুলে (ক্ষত্রিয়াদিবংশে) কুলাগ্র্যান্ (ব্রাহ্মণোত্তমান্ সেবকান্ দৃষ্ট্বা) শোচসি (কিং) ? ॥২২॥

অনুবাদ—সম্প্রতি পতিগণ স্ত্রীদিগকে এবং পিতৃবর্গ সন্তানদিগকে রক্ষা করেন না, বরং রাক্ষসের ন্যায় তাঁহাদিগের প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করেন, এখন সরস্বতী সদাচার-বিহীন ব্রাহ্মণকুলের সেবা করিতেছেন, শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ দ্বিজদ্বেষী ক্ষত্রিয়দিগের ভৃত্য হইতেছেন, এই জন্যই কি তুমি শোকাকুলা হইয়াছ ? ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—ভর্ত্তৃভিররক্ষ্যমাণাঃ স্ত্রিয়ঃ পিতৃভিররক্ষ্যমানান্ বালান্ তৈরেব পুরুষাদৈরিব নির্দ্দয়ৈরার্ত্তান্ ক্লেশিতান্। বাচং পাণ্ডিত্যলক্ষণাং সরস্বতীম্। কুকর্ম্মণি দুরাচারে। ব্রাহ্মণভক্তিহীনেঽপি রাজবংশে উৎপন্নান কুলাগ্র্যান্ কুলীনত্বেন খ্যাপিতান্ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ— 'অরক্ষ্যমাণাঃ' — সম্প্রতি পতিগণের দ্বারা অরক্ষিতা স্ত্রীদিগের জন্য কি শোক করিতেছ ? অথবা পিতৃবর্গের দ্বারা অপালিত এবং রাক্ষসতুল্য নির্দ্দয় তাহাদের দ্বারাই ক্লেশ-প্রাপ্ত শিশুদের জন্যই কি শোক করিতেছ ? 'বাচং'—পাণ্ডিত্যরূপা সরস্বতী, বর্ত্তমানে কুকর্ম্মরত দুরাচার ব্রাহ্মণকুলে অবস্থিতা (দেখিয়া কি শোক করিতেছ ?) অথবা, 'অব্রহ্মণ্যে'—ব্রাহ্মণগণের প্রতি ভক্তিহীন হইয়াও রাজবংশে উৎপন্ন 'কুলাগ্র্যান্'—অর্থাৎ কুলীন বলিয়া বিখ্যাত ক্ষত্রিয়দিগের (অধীনে উত্তম উত্তম ব্রাহ্মণগণ ভৃত্য হইতেছে দেখিয়া শোক করিতেছ ?) ॥ ২২ ॥

বিবৃতি—ভোগী কর্ম্মিগণের স্ত্রীপুত্রের রক্ষা করা একটী কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তাহাদের সংরক্ষণে অযত্ন করিলে ইন্দ্রিয়-তর্পণের ব্যাঘাত হইয়া পড়ে। ভোক্তৃ-ভোগ্যভাবে অবস্থিত স্ত্রীপুরুষ, পিতাপুত্র পরস্পর পরস্পরের প্রতি কর্ত্তব্য-পরায়ণ না হইলে অধর্ম্ম আসিয়া তাঁহাদের সম্বন্ধে বিশৃঙ্খলতা সম্পাদন করে। ভোগ-প্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল হইলে এক পক্ষ পক্ষান্তরের প্রতি অতিরিক্ত কপটভাব প্রদর্শন করিয়া নিজ নিজ স্বার্থ পোষণ করে। তাদৃশ স্বার্থ ভোগপ্রবণ কর্ম্মকাণ্ডরত ব্যক্তিগণ বুঝিতে পারিয়াও পরস্পর হিংসায় নিযুক্ত হয়। ভগবদাবরণী অবিদ্যা বিদ্যারূপে অধিষ্ঠিত হইয়া ব্রহ্মণব্রুবগণের মধ্যে অহঙ্কাররূপে কলি-কালে প্রবল হইয়াছে। আবার তত্তৎ অবিদ্যাগ্রস্ত আভিজাত্য ব্রহ্মণ্যের অসম্মানকারী শক্তিপ্রিয় রাজকুলের ভৃত্যত্ব অঙ্গীকারে ব্যস্ত। ব্রহ্মকুলের ধর্ম্ম ভোক্তৃরাজকুলের ধর্ম্মের সহিত এক নহে। যে কালে ব্রহ্মকুল অবৈধ সম্মান লাভের আশায় রাজকুলের ভৃত্যবৃত্তিতে এবং রাজকুলের সুবিধাগুলি প্রাপ্তির লোভে ইন্দ্রিয়পরায়ণ হন সেইকালেই ব্রহ্মণ্যের গৌরব ন্যূনাধিক ক্ষীণতা লাভ করে। ব্রহ্মকুলের ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা ও ব্রহ্মবিষয়ক অভিজ্ঞানই বৃত্তি। প্রাকৃত রাজকুলের ব্রহ্মেতর প্রতীতিময় ব্রহ্মাণ্ডের উপর আধিপত্য ও রক্ষা প্রভৃতি চেষ্টাই বৃত্তি। একে অপরের বৃত্তিতে অবৈধভাবে লুব্ধ হইলে স্ব-স্ব ধর্ম্ম পরিত্যক্ত হয় মাত্র। এই সকল অবৈধ আচরণ

রজস্তমোগুণোদ্ভূত, সুতরাং 'অধর্ম্ম' শব্দবাচ্য। প্রপঞ্চে মিশ্রসত্ত্বগুণে সৌন্দর্য্য এই যে রজস্তমোদ্ভূত পাপাদি প্রশমিত করিয়া সত্ত্বগুণের অধিষ্ঠান প্রাপঞ্চিক বিচারে অক্ষজজ্ঞানেও রজোস্তমোগুণদ্বয়ের অপেক্ষা সত্ত্বগুণেই পুণ্যাদি ও শ্রেষ্ঠতা অবস্থিত। এই বিচার কর্ম্মিগণের কর্ম্মবিচার অপেক্ষা নির্গুণ জ্ঞানপর-বিচার শ্রেষ্ঠ। নির্গুণজ্ঞানপর বিচার অপেক্ষা নির্ভেদ-জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা থাকিলেও বিশুদ্ধ সত্ত্বাত্মক হরিসেবাই শ্রেষ্ঠ। যেখানে ব্রহ্মকুলে কর্ম্ম ও জ্ঞানের প্রাধান্য লক্ষিত হয়, সেখানেই জানিতে হইবে যে ঈশবিমুখতা প্রবল হওয়ায় অবিদ্যাগ্রস্ত জীবের তাদৃশ বিচার উপস্থিত হইয়াছে। বৃষরূপধারী ধর্ম্ম সাধারণ কর্ম্ম ও জ্ঞান বিচারের কথা লইয়াই তত্তৎ কথায় যে মলিনতা প্রবেশ করিতে পারে তাহাই প্রাকৃত ধরণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥২২॥

———

কিং ক্ষত্রবন্ধূন্ কলিনোপসৃষ্টান্
রাষ্ট্রাণি বা তৈরবরোপিতানি।
ইতস্ততো বাশনপানবাসঃ-
স্নানব্যবায়োন্মুখজীবলোকম্ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—(অথবা) কলিনা উপসৃষ্টান্ (ব্যাপ্তান্) ক্ষত্রবন্ধূন্ (ক্ষত্রিয়ান্) তৈঃ (ক্ষত্রিয়ৈঃ) অবরোপিতানি (উদ্বাসিতানি সম্যক্ অশাসিতানি ইত্যর্থঃ) রাষ্ট্রাণি বা (অথবা) ইতস্ততঃ (সর্ব্বত্র ইতি যাবৎ) অশনপানবাসঃস্নানব্যবায়োন্মুখজীবলোকং বা (অশনং ভোজনং চ পানং চ বাসঃ বসনং চ স্নানং ব্যবায়ং মৈথুনঞ্চ তেষু নিষেধানাদরেণ উন্মুখং প্রবর্ত্তমানং জীবলোকং বা শোচসি হ) কিং? ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—কলিকর্ত্তৃক আক্রান্ত ক্ষত্রিয়াধমগণ উত্তরকালে রাজ্য নাশ করিবে অথবা প্রজা সকল শাস্ত্রের নিষেধ না মানিয়া যেখানে সেখানে নিজ নিজ ইচ্ছার অনুরূপ ভোজন, পান, অবস্থান, স্নান ও পর-স্ত্রীসংসর্গে উন্মুখ হইয়াছে দেখিয়া শোকান্বিতা হইয়াছে? ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—উপসৃষ্টান্ ব্যাপ্তান্। অবরোপিতানি উদ্বাসিতানি ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'উপসৃষ্টান্'—ব্যাপ্ত অর্থাৎ কলির প্রভাবে মুগ্ধ ক্ষত্রিয়-সকলকে (দেখিয়া শোক করিতেছ?) 'অবরোপিতানি'—ঐ সকল ব্যক্তির দ্বারা উদ্বাসিত (অর্থাৎ নাশ-প্রাপ্ত রাষ্ট্রের জন্য শোক করিতেছ?) ॥ ২৩ ॥

———

যদ্বাম্ব তে ভূরিভারাবতার-
কৃতাবতারস্য হরের্ধরিত্রি।
অন্তর্হিতস্য স্মরতী বিসৃষ্টা
কর্ম্মাণি নির্ব্বাণবিলম্বিতানি ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—যদ্বা (অথবা) অম্ব ধরিত্রি! (হে মাতর্বসুন্ধরে!) তে ভূরিভারাবতারকৃতাবতারস্য (তব প্রভূতভারহরণার্থং অবতীর্ণস্য) অন্তর্হিতস্য (ইদানীং স্বধামগতস্য) হরেঃ নির্ব্বাণবিলম্বিতানি (নির্ব্বাণং মোক্ষসাধকানি) কর্ম্মাণি (লীলাদীনি) স্মরতী (চিন্তয়ন্তী তেন) বিসৃষ্টা (ত্যক্তা সতী কিং শোচসি?) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—হে মাতঃ ধরিত্রি! ভগবান্ শ্রীহরি তোমার প্রবল ভার অপনোদনের নিমিত্তই অবতীর্ণ হইয়া মোক্ষসুখ হইতেও অধিকতর সুখপ্রদ যে সমস্ত লীলা করিয়াছিলেন, আজ সেই শ্রীহরি অন্তর্হিত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার সেই সকল লীলা স্মরণ করিয়াই কি শোকাকুলা হইয়াছ? ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—ভুবো ভারস্তস্য অবতারণার্থং কৃতোহবতারো যেন তস্য কর্ম্মাণি স্মরন্তী। যতস্তেন ত্বং বিসৃষ্টা ত্যক্তা। নির্ব্বাণং কৈবল্যং বিড়ম্বিতং স্বমাধুর্য্যেণ উপহাসাস্পদীকৃতং যৈস্তানি। ডলয়োরৈক্যাৎ পাঠদ্বয়মপি সমানার্থম্ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পৃথিবীর ভার অবতারণের নিমিত্ত যিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহার (সেই শ্রীকৃষ্ণের) কর্ম্ম-সমূহ স্মরণ করিয়াই (কি শোক করিতেছ?)। যেহেতু এক্ষণে তুমি তাঁহা কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়াছ। 'নির্ব্বাণং'—কৈবল্য (মোক্ষ), 'বিড়ম্বিতং', অর্থাৎ স্বমাধুর্য্যের দ্বারা উপহাসের বিষয়ীভূত করিয়াছে যে শ্রীকৃষ্ণের লীলা-সকল, (তাহা স্মরণ করিয়াই কি শোক করিতেছ?)

'বিলম্বিতং'—এই পাঠে 'ডলয়োরৈক্যাৎ'—অর্থাৎ ড-কার ও ল-কারের ঐক্যবশতঃ উভয় পাঠেই সমান অর্থ ॥ ২৪ ॥

ইদং মমাচক্ষ্ব তবাধিমূলং
বসুন্ধরে যেন বিকর্শিতাসি ।
কালেন বা তে বলিনাং বলীয়সা
সুরার্চ্চিতং কিং হৃতমম্ব সৌভগম্ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) বসুন্ধরে ! যেন (দুঃখেন) বিকর্শিতা (ক্লেশিতা) অসি (ভবসি) ইদং তব আধিমূলং (মনঃখেদকারণং) মম আচক্ষ্ব (মাং বদ) অম্ব ! (হে মাতঃ !) বলিনাং বলীয়সা (বলিষ্ঠেন) কালেন বা তে সুরার্চ্চিতং (দেবপূজিতং) সৌভগং (সৌভাগ্যং) হৃতং (অপহৃতং) কি ? ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—হে বসুন্ধরে ! তুমি যে মনঃপীড়ায় কৃশা হইয়াছ, আমাকে তাহার কারণ বল। পূর্ব্বে দেবতারাও তোমার যে সৌভাগ্যের অর্চ্চনা করিতেন, প্রবল বলশালী কালই কি এক্ষণে তাহা অপহরণ করিল ? ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—বিকর্শিতাসি বিশেষেণ কৃশীকৃতাসি ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিকর্শিতাসি'—অর্থাৎ তুমি বিশেষরূপে কৃশা হইয়াছ ॥ ২৫ ॥

ধরণ্যুবাচ—

ভবান্ হি বেদ তৎ সর্ব্বং যন্মাং ধর্ম্মানুপৃচ্ছসি ।
চতুর্ভির্বর্ত্তসে যেন পাদৈর্লোকসুখাবহৈঃ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—ধরণী উবাচ। (হে) ধর্ম্ম, (ত্বং) (মাং) যৎ অনুপৃচ্ছসি ভবান্ তৎ সর্ব্বং হি বেদ (জানাত্যেব)। যেন (যেন হেতুভূতেন ভগবতা) লোকসুখাবহৈঃ (জনহিতকরৈঃ) চতুর্ভিঃ পাদৈঃ (তপঃশৌচদয়াসত্যরূপৈঃ চতুর্ভিঃপাদৈঃ) বর্ত্তসে (তেন শ্রীনিবাসের রহিতং লোকং শোচামীতি ষষ্ঠেনান্বয়ঃ) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—পৃথিবী বলিলেন, হে ধর্ম্ম, আপনি নিজেই ত' সে সকল অবগত আছেন, যাহার প্রভাবে পূর্ব্বে আপনি তপঃ, শৌচ, দয়া ও সত্য, এই চারি পদে পূর্ণ হইয়া লোকের সুখ বর্দ্ধন করতঃ অবস্থান করিতেছিলেন ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—ননু যদ্যপহং জানামি, তদপি ত্বন্মুখাৎ শ্রোতুমিচ্ছামীত্যত আহ চতুর্ভিরিতি। যেন হেতুভূতেন ত্বং চতুর্ভিঃ পাদৈর্বর্ত্তসে ইতি বর্ত্তমানসামীপ্যে বর্ত্তমানপ্রত্যয়ঃ। তেন শ্রীনিবাসেন রহিতং লোকং শোচামীতি ষষ্ঠেনান্বয়ঃ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেখুন, যদিও আমি জানি, তথাপি আপনার মুখ হইতে শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি, এই অপেক্ষায় বলিতেছেন—'চতুর্ভিঃ' ইত্যাদি। যে কারণ-বশতঃ আপনি চারি পদে পূর্ণ হইয়া অবস্থান করিতেছেন। এখানে 'বর্ত্তসে'—ইহা বর্ত্তমান কালের সামীপ্যে বর্ত্তমান প্রয়োগ হইয়াছে। 'তেন শ্রীনিবাসেন রহিতং' অর্থাৎ সেই লক্ষ্মীপতি শ্রীকৃষ্ণের বিরহিত জনগণের জন্য শোক করিতেছি—এই ষষ্ঠ শ্লোকের সহিত অন্বয় হইবে ॥ ২৬ ॥

সত্যং শৌচং দয়া ক্ষান্তিস্ত্যাগঃ সন্তোষ আর্জ্জবম্ ।
শমো দমস্তপঃ সাম্যং তিতিক্ষোপরতিঃ শ্রুতম্ ॥২৭॥
জ্ঞানং বিরক্তিরৈশ্বর্য্যং শৌর্য্যং তেজো বলং স্মৃতিঃ ।
স্বাতন্ত্র্যং কৌশলং কান্তির্ধৈর্য্যং মার্দ্দবমেব চ ॥২৮॥
প্রাগল্ভ্যং প্রশ্রয়ঃ শীলং সহ ওজো বলং ভগঃ ।
গাম্ভীর্য্যং স্থৈর্য্যমাস্তিক্যং কীর্ত্তির্মানোঽনহঙ্কৃতিঃ॥২৯॥
এতে চান্যে চ ভগবন্ নিত্যা যত্র মহাগুণাঃ ।
প্রার্থ্যা মহত্ত্বমিচ্ছদ্ভির্ন বিয়ন্তি স্ম কর্হিচিৎ ॥ ৩০ ॥
তেনাহং গুণপাত্রেণ শ্রীনিবাসেন সাম্প্রতম্ ।
শোচামি রহিতং লোকং পাপ্মনা কলিনেক্ষিতম্ ॥৩১॥

অন্বয়ঃ—সত্যং (যথার্থভাষণং) শৌচং (শুদ্ধত্বং) দয়া (পরদুঃখাসহনং) ক্ষান্তিঃ (ক্রোধপ্রাপ্তৌ চিত্তসংযমনং) ত্যাগঃ (অর্থিষু মুক্তহস্ততা) সন্তোষঃ (অলং বুদ্ধিঃ) আর্জ্জবং (অবক্রতা) শমঃ (মনোনৈশ্চল্যং) দমঃ (বাহ্যেন্দ্রিয়নৈশ্চল্যং) তপঃ (স্বধর্ম্মঃ) সাম্যং (অরিমিত্রাদ্যভাবঃ) তিতিক্ষা (পরাপরাধসহনং) উপরতিঃ (লাভপ্রাপ্তাবৌদাসীন্যং) শ্রুতং (শাস্ত্রবিচারঃ) জ্ঞানং (আত্মবিষয়ং) বিরক্তিঃ (বৈতৃষ্ণ্যং) ঐশ্বর্য্যং (নিয়ন্তৃত্বং) শৌর্য্যং (সংগ্রামোৎসাহঃ) তেজঃ

(প্রভাবঃ) বলং (দক্ষত্বং) স্মৃতিঃ (কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যার্থানুসন্ধানং) স্বাতন্ত্র্যং (অপরাধীনতা) কৌশলং (ক্রিয়ানিপুণতা) কান্তিঃ (সৌন্দর্য্যং) ধৈর্য্যং (অব্যাকুলতা) মার্দ্দবং (চিত্তাকাঠিন্যং) এব চ (তথা) প্রাগল্ভ্যং (প্রতিভাতিশয়ঃ) প্রশ্রয়ঃ (বিনয়ঃ) শীলং (সুস্বভাবঃ) সহওজোবলং (মনসঃ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণাং কর্ম্মেন্দ্রিয়াণাঞ্চ পাটবানি) ভগঃ (ভোগাস্পদত্বং) গাম্ভীর্য্যং (অক্ষোভ্যত্বং) স্থৈর্য্যং (অচঞ্চলতা) আস্তিক্যং (শ্রদ্ধা) কীর্ত্তিঃ (যশঃ) মানঃ (পূজ্যত্বং) অনহঙ্কৃতিঃ (গর্ব্বাভাবঃ) হে ভগবন্ এতে (একোনচত্বারিংশৎ) চ অন্যে (ব্রহ্মণ্যত্বশরণ্যত্বদয়ঃ) চ মহত্বং ইচ্ছদ্ভিঃ প্রার্থ্যাঃ (প্রার্থনীয়াঃ) নিত্যাঃ (সহজাঃ) মহাগুণাঃ (মহান্তো গুণাঃ) যত্র (যস্মিন্ ভগবতি) কর্হিচিৎ (কদাপি) ন বিয়ন্তি (ন ক্ষীয়ন্তে) গুণপাত্রেণ (গুণালয়েন) তেন শ্রীনিবাসেন (লক্ষ্মীপতিনা) রহিতং (বিরহিতং) (অতএব) পাপ্মনা (পাপহেতুনা) কলিনা ঈক্ষিতং (অভিভূতং লোকং শোচামি) ॥২৭-৩১ ॥

অনুবাদ—যথার্থভাষণ, শুদ্ধত্ব, পরদুঃখে কাতরতা, ক্রোধের কারণ উপস্থিত হইলেও চিত্তসংযম, বদান্যতা, স্বতঃতৃপ্তি, সরলতা, মনের নৈশ্চল্য, বাহ্যেন্দ্রিয়ের নিশ্চলতা, স্বধর্ম্ম, শত্রুমিত্রাদিতে সমবুদ্ধি, পরের অপরাধ সহন, লাভাদিতে ঔদাসীন্য, শাস্ত্রবিচার। পঞ্চবিজ্ঞান, বিতৃষ্ণা, ঐশ্বর্য্য, শৌর্য্য, তেজ, বল, কর্ত্তব্যার্থ-অনুসন্ধান, অপরাধীনতা, ক্রিয়ানিপুণতা, কান্তি, ধৈর্য্য, কোমলতা। প্রতিভাতিশয়, বিনয়, সু-স্বভাব, মনের পটুতা, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পটুতা, কর্ম্মেন্দ্রিয়ের পটুতা, ভোগাস্পদত্ব, গাম্ভীর্য্য, অচঞ্চলতা, শ্রদ্ধা, যশ, পূজ্যত্ব, গর্ব্বাভাব। হে ভগবন্, মহত্বাভিলাষী সাধুদিগের বাঞ্ছিত, এই সকল এবং অন্যান্য মহৎ গুণ সকল যাঁহাতে নিত্য অক্ষয় হইয়া বর্ত্তমান। সেই সর্ব্বগুণাশ্রয় শ্রীনিবাস হরি সম্প্রতি লোক সকলকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, পাপাত্মা কলির দৃষ্টিদ্বারা অভিভূত লোক সকলের জন্যই আমি শোক করিতেছি ॥ ২৭-৩১ ॥

বিশ্বনাথ—সত্যং যথার্থভাষণম্। শৌচং শুদ্ধত্বম্। দয়া পরদুঃখাসহনম্, অনেন শরণাগতপালকত্বং ভক্তসুহৃত্ত্বঞ্চ। ক্ষান্তিঃ ক্রোধোৎপত্তৌ চিত্তসংযমঃ। ত্যাগো বদান্যতা। সন্তোষঃ স্বতস্তৃপ্তিঃ। আর্জ্জবমবক্রতা। শমো মনোনৈশ্চল্যং অনেন সুদৃঢ়ব্রতত্বমপি। দমো বাহ্যেন্দ্রিয়নৈশ্চল্যম্। তপঃ ক্ষত্রিয়ত্বাদিলীলানুরূপঃ স্বধর্ম্মঃ। সাম্যং শত্রুমিত্রাদিবুদ্ধ্যভাবঃ তিতিক্ষা স্বস্মিন্ পরাপরাধস্য সহনম্। উপরতির্ভোগপ্রাপ্তাবৌদাসীন্যম্। শ্রুতং শাস্ত্রবিচারঃ।

জ্ঞানং সর্ব্বজ্ঞত্বং কৃতজ্ঞত্বাদিকঞ্চ। বিরক্তিঃ বৈতৃষ্ণ্যম্। ঐশ্বর্য্যং নিয়ন্তৃত্বম্। শৌর্য্যং সংগ্রামোৎসাহঃ। তেজঃ প্রভাবঃ। বলং দক্ষত্বম্। স্মৃতিঃ কর্ত্তব্যানুসন্ধানম্। স্বাতন্ত্র্যম্ অপরাধীনতা। কৌশলং কলাবিলাসাদি-বৈদগ্ধী। কান্তিঃ কমনীয়তা। ধৈর্য্যমব্যাকুলত্বম্। মার্দ্দবং সুকুমারত্বং, প্রেমার্দ্রত্বঞ্চ।

প্রাগল্ভ্যং প্রতিভাতিশয়ঃ। প্রশ্রয়ো বিনয়ঃ। সহ-ওজো-বলানি মনসো জ্ঞানেন্দ্রিয়াণাং কর্ম্মেন্দ্রিয়াণাঞ্চ পাটবানি। ভগো ভোগাস্পদত্বম্। গাম্ভীর্য্যং অক্ষোভ্যত্বম্। স্থৈর্য্যমচঞ্চলতা। আস্তিক্যং শ্রদ্ধা। কীর্ত্তির্যশঃ। মানঃ পূজ্যত্বম্। অনহংকৃতির্গর্ব্বাভাবঃ।

ইমে চ অন্যে চ সত্যসংকল্পত্ব-ব্রহ্মণ্যত্বভক্তবাৎসল্যাদয়ো নিত্যাঃ সর্ব্বকালবর্ত্তিনঃ মহাগুণাঃ। "মাং ভজন্তি গুণাঃ সর্ব্বে নির্গুণং নিরপেক্ষকম্।" ইতি ভগবদুক্ত্যা, গুণাতীতস্যাপি তস্য গুণবত্ত্বান্মহাগুণাঃ অপ্রাকৃতাশ্চিন্ময়াঃ স্বরূপভূতা ইত্যর্থঃ। কর্হিচিন্মহাপ্রলয়েঽপি ন বিয়ন্তি ন বিগতা ভবন্তি। তথাহি সত্যং যথার্থভাষণম্। তদাদীনাং গুণানাং তদৈব (তদেব) নিত্যত্বং স্যাৎ, যদি তে মহাপ্রলয়মভিব্যাপ্য নৈরন্তর্য্যেণ তত্র শ্রীকৃষ্ণে তিষ্ঠন্তি। তেষাং নিত্যত্বে সতি যান্ প্রতি ভাষণাদিকং তেষাং তদ্বাসস্থানানামপি নিত্যত্বমুপপন্নমতো লীলানাং লীলাপরিকরাণাং পার্ষদানাং ধাম্নাঞ্চ তদীয়ানাং সর্ব্বেষাং নিত্যত্বং সিদ্ধম্ ॥ ২৭-৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সত্যং' ইত্যাদি—সত্য বলিতে যথার্থ ভাষণ। শৌচ—শুদ্ধত্ব। দয়া বলিতে পরের দুঃখ সহ্য করিতে না পারা, ইহার দ্বারা শরণাগতের পালকত্ব এবং ভক্তজনের সুহৃত্ত্ব বুঝা যায়। ক্ষান্তি—ক্রোধের উৎপত্তি হইলেও চিত্তের সংযম। ত্যাগ—বদান্যতা। সন্তোষ—স্বাভাবিক তৃপ্তি। আর্জ্জব

—কুটিলতার অভাব অর্থাৎ সরলতা। শম—বলিতে মনের নিশ্চলতা, ইহার দ্বারা সুদৃঢ়-ব্রতত্বও বলা হইয়াছে। দম—বলিতে বাহ্য ইন্দ্রিয়ের নিশ্চলতা। তপঃ—তপস্যা বলিতে ক্ষত্রিয়ত্ব প্রভৃতি লীলার অনুরূপ স্বধর্ম্ম। সাম্য—বলিতে এই ব্যক্তি শত্রু, এই ব্যক্তি মিত্র--এইরূপ বুদ্ধির অভাব। তিতিক্ষা নিজের প্রতি অপরের অপরাধ সহ্য করা। উপরতি—ভোগ-প্রাপ্তিতে ঔদাসীন্য। শ্রুত—বলিতে শাস্ত্রের বিচার।

জ্ঞান—বলিতে সর্ব্বজ্ঞত্ব এবং কৃতজ্ঞত্ব প্রভৃতি। বিরক্তি—বিতৃষ্ণা। ঐশ্বর্য্য—নিয়ামকত্ব। শৌর্য্য—সংগ্রামে উৎসাহ। তেজ—প্রভাব। বল—দক্ষতা। স্মৃতি—কর্ত্তব্য বিষয়ের অনুসন্ধান। স্বাতন্ত্র্য—পরের অধীন না হওয়া। কৌশল—কলা-বিলাসাদিতে বিদগ্ধতা। কান্তি—কমনীয়তা। ধৈর্য্য—অব্যাকুলতা। মার্দ্দব—বলিতে সুকুমারতা এবং প্রেমার্দ্রতা।

প্রাগল্‌ভ—বলিতে প্রতিভার আতিশয্য। প্রশ্রয়—বিনয়। সহ, ওজঃ এবং ভগ—বলিতে মনের, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়-সমূহের পটুতা। ভগ বলিতে ভোগের আস্পদত্ব। গাম্ভীর্য্য—অক্ষুব্ধতা। স্থৈর্য্য--বলিতে অচঞ্চলতা। আস্তিক্য—শ্রদ্ধা। কীর্ত্তি - যশ। মান—পূজ্যত্ব। অনহংকৃতি - গর্বের অভাব।

এই সমস্ত এবং অন্য সকল সত্যসংকল্পত্ব, ব্রহ্মণ্যত্ব এবং ভক্ত-বাৎসল্য প্রভৃতি নিত্য সর্ব্বকালবর্ত্তী মহৎ গুণসমূহ বিদ্যমান রহিয়াছে। "নির্গুণ (মায়ার গুণ-রহিত), নিরপেক্ষক আমাকে সকল গুণই সেবা করিয়া থাকে।"—শ্রীভগবানের এই উক্তি অনুসারে গুণাতীত হইলেও সেই ভগবানের গুণবত্ত্বহেতু মহাগুণসকল অপ্রাকৃত, চিন্ময় এবং স্বরূপভূত — এই অর্থ। কোন কালে, এমন কি মহাপ্রলয়েও তাহা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না অর্থাৎ অপগত হয় না। সেই গুণ-সমূহের সেই কাল পর্য্যন্তই নিত্যত্ব যদি হয়, তাহা হইলে তাহারা মহাপ্রলয় অবধি নৈরন্তর্য্য-রূপে সেই শ্রীকৃষ্ণে অবস্থান করে। তাহাদের নিত্যত্ব হইলে যাঁহাদের প্রতি ভাষণাদি, তাঁহাদের এবং তদ্বাসস্থান-সমূহেরও নিত্যত্ব যুক্তিযুক্ত। অতএব শ্রীভগবানের লীলাসমূহের, লীলার পরিকর পার্ষদগণের, ধামসকলের এবং তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) সমস্ত কিছুরই নিত্যত্ব সিদ্ধ হইল ॥ ২৭-৩১ ॥

মধ্ব—ত্যাগোমিথ্যাভিমানবর্জ্জনম্। মিথ্যাভিমানবিরতিস্ত্যাগ ইত্যভিধীয়ত ইতি নারায়ণাধ্যাত্মে।

একান্ততঃ শুভভাগিত্বং সৌভাগ্যম্। শুভৈকভাগী সুভগো দুর্ভগস্তদ্বিপর্য্যয় ইতি গীতাকল্পে। শমঃ প্রিয়াদি বুধ্যুৎসাদঃ ক্ষমাক্রোধাদ্যনুত্থিতিঃ। মহাবিরোধকর্ত্তুশ্চসহনন্তু তিতিক্ষণমিতিপাদ্মে। স্বয়ং সর্ব্বস্য কর্ত্তৃত্বাৎ কুতস্তস্য প্রিয়াপ্রিয় ইতি চ। প্রিয়মেব যতঃ সর্ব্বম্ প্রিয়ং নাস্তি কুত্রচিৎ। স্বয়মেব যতঃ কর্ত্তা শান্তোতো হরিরীশ্বর ইতি ব্রহ্মতর্কে মানঃ পরেশাম্।

গুণৈঃ স্বরূপভূতৈস্তু গুণ্যসৌহরিরীশ্বরঃ। ন বিষ্ণো র্ন চ মুক্তানাং কোঽপি ভিন্নেদ্‌গুণোমত ইতি ব্রহ্মতর্কে ॥ ২৭-৩১ ॥

তথ্য—(১) সত্য—যথার্থ ভাষণ, (২) শৌচ—শুদ্ধত্ব, (৩) দয়া—পরদুঃখ-অসহন, (৪) শরণাগত-পালকত্ব, এবং (৫) ভক্তজনে মিত্রতা, (৬) ক্ষান্তি—ক্রোধের কারণ উপস্থিত হইলেও চিত্তের সংযম, (৭) ত্যাগ—বদান্যতা, (৮) সন্তোষ—স্বাভাবিক ভাবে তৃপ্তি-অনুভব, (৯) আর্জ্জব—অক্রূরতা এবং (১০) সর্ব্বমঙ্গলকরতা, (১১) শম—মনের নিশ্চলতা, এবং (১২) অনুকূল বিষয়ে দৃঢ় সংকল্প, (১৩) দম—বাহ্যেন্দ্রিয়ের স্থৈর্য্যসাধন, (১৪) তপ—ক্ষত্রিয়ত্বাদি লীলাবতারানুরূপ স্বধর্ম্ম, (১৫) সাম্য—শত্রুমিত্রাদিতে সম বুদ্ধি, (১৬) তিতিক্ষা—নিজের প্রতি মহদপরাধেরও সহন, (১৭) উপরতি—লোভের দ্রব্য উপস্থিত হইলেও তাহাতে ঔদাসীন্য, (১৮) শ্রুত—শাস্ত্রবিচার।

জ্ঞান—পঞ্চবিধ (১৯) বুদ্ধিমত্তা, (২০) কৃতজ্ঞতা, (২১) দেশকালপাত্রজ্ঞত্ব, (২২) সার্ব্বজ্ঞ্য (২৩) আত্মজ্ঞতা, (২৪) বিরক্তি—অসদ্‌বিষয়ে বিতৃষ্ণা, (২৫) ঐশ্বর্য্য—নিয়ন্তৃত্ব, (২৬) শৌর্য্য—সংগ্রামে উৎসাহ, (২৭) তেজ—প্রভাব, এবং (২৮) প্রভাব—বিখ্যাতিরূপ প্রতাপ, (২৯) বল—অতি শীঘ্র দুষ্কার্য্যসাধনে দক্ষতা, (৩০) স্মৃতি—কর্ত্তব্যার্থ অনুসন্ধান; ধৃতি এই পাঠান্তরে ক্ষোভের কারণ উপস্থিত হইলেও অক্ষুব্ধচিত্ততা, (৩১) স্বাতন্ত্র্য—অপরাধীনতা, (৩২) কৌশল—ত্রিবিধ ক্রিয়ানিপুণতা, (৩৩) একই সময় বহু কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার দক্ষতা বা চাতুর্য্য, এবং (৩৪) কলাবিলাসে অভিজ্ঞতা; কান্তি চতুর্ব্বিধ—(৩৫)

অবয়বের কান্তি, (৩৬) হস্তাদি অঙ্গাদি লক্ষণের কান্তি, (৩৭) বর্ণ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ-সমূহের কান্তি, (৩৮) বয়সের কান্তি; (৩৯) নারীগণ-মনোহারিত্ব, (৪০) ধৈর্য্য—অব্যাকুলতা, (৪১) মার্দ্দব—চিত্তের প্রেমার্দ্র-ভাব, এবং (৪২) প্রেমবশ্যত্ব।

(৪৩) প্রাগল্‌ভ্য—প্রতিভাতিশয়, এবং (৪৪) বাবদূকতা; (৪৫) প্রশ্রয়—বিনয়, (৪৬) লজ্জাশীলতা, (৪৭) যথোপযুক্ত সর্ব্বমানদাতৃত্ব, এবং (৪৮) প্রিয়ম্বদত্ব; (৪৯) শীল—সুখভাব, এবং (৫০) সাধুসমাশ্রয়ত্ব (৫১) সহঃ—মনের পটুতা, (৫২) ওজঃ—জ্ঞানেন্দ্রয়ের পটুতা, (৫৩) বল—কর্ম্মেন্দ্রিয়ের পটুতা। 'ভগ' ত্রিবিধ (৫৪) ভোগাস্পদত্ব, (৫৫) সুখিত্ব, এবং (৫৬) সর্ব্ব সমৃদ্ধিত্ব, (৫৭) গাম্ভীর্য্য—দুর্ব্বোধাভিপ্রায়ত্ব (৫৮) স্থৈর্য্য—অচঞ্চলতা, (৫৯) আস্তিক্য—শাস্ত্রদর্শন, (৬০) কীর্ত্তি—সাদ্‌গুণ্য খ্যাতি, (৬১) তাহার ফলে রক্তলোকত্ব বা লোক-প্রিয়ত্ব (৬২) মান—পূজ্যতা, (৬৩) অনহংকৃতি—সর্ব্বপূজ্যতা থাকিলেও গর্ব্বের অভাব।

(৬৪) চকারের দ্বারা ব্রহ্মণ্য, (৬৫) সর্ব্বসিদ্ধিনিষেবিতত্ব, (৬৬) সচ্চিদানন্দ বিগ্রহত্বাদি বুঝিতে হইবে। (৬৭) সন্তোষাদি কতকগুলি গুণ যাহা এই-স্থলে উক্ত হইয়াছে তাহা ভক্ত সম্বন্ধ ছাড়া অন্য ব্যক্তিতেও অর্থাৎ কর্ম্মী, জ্ঞানী বা যোগিগণেও দেখা যায়, কিন্তু ঐ সকল গুণ তাহাদিগের মধ্যে নিত্য বা পূর্ণভাবে বিরাজিত থাকে না। তাহাদিগের মধ্যে স্বল্প পরিমাণে এবং আগমাপায়ীরূপে দেখা যায় মাত্র। কিন্তু যাঁহারা একমাত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপাসক অর্থাৎ যাঁহারা ভক্ত তাঁহারা নির্গুণ বস্তুর উপাসক, সুতরাং তাঁহাদিগের মধ্যে যে ঐ সকল গুণ দেখা যায় তাহা কর্ম্মী জ্ঞানী প্রভৃতি হইতে সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ, যেহেতু ঐ মহাগুণসকল অপ্রাকৃত, চিন্ময় বা স্বরূপভূত গুণ (৬৮) সুতরাং ভক্তগণের ঐ সকল গুণ মহাপ্রলয়েও বিনষ্ট হয় না। (৬৯) ইহাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত গুণাবলীর নিত্যত্ব, তাঁহার লীলার নিত্যত্ব, লীলা পরিকর, পার্ষদ, ধাম, ভক্তগণের এবং তদীয় যাবতীয় বস্তুর নিত্যত্ব, অপ্রাকৃত তত্ত্ব ও পরিপূর্ণতা প্রমাণিত হইল (শ্রীজীব), যথা শ্রীমদ্ভাগবতে (৫।১৮।১২)

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতোবহিঃ॥

এতে শব্দের দ্বারা শ্রীধরস্বামী একোনচত্বারিংশৎ গুণকে বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীল জীবপাদ চৌষট্টিটী গুণ ঐ উনচল্লিশ গুণ হইতেই প্রাদুর্ভূত হইয়াছে দেখাইয়াছেন। উহাই উপরে লিপিবদ্ধ হইল।

"অন্যে" শব্দে শ্রীধরস্বামী ব্রহ্মণ্য শরণ্যত্ব প্রভৃতি মহদ্‌গুণাবলীর কথা বলিয়াছেন, শ্রীজীবপাদ "অন্যে" শব্দে জীবেতে অলভ্য অর্থাৎ যে সকল গুণ জীবে সম্ভব নহে একমাত্র ভগবানেই সম্ভব এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া তাহার সংখ্যা প্রদর্শন করিতেছেন যথা—

(৭০) সত্যসংকল্পত্ব (৭১) মায়াবশকারিত্ব (৭২) কেবল অখণ্ড সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠান, (৭৩) জগৎপালকত্ব, (৭৪) হতশত্রুকেও গতি প্রদান (৭৫) আত্মারামগণেরও চিত্তাকর্ষণকারিত্ব (৭৬) ব্রহ্ম শিবাদিদেবগণেরও সেব্যত্ব (৭৭) অচিন্ত্যশক্তিত্ব, (৭৮) নিত্যনব নবায়মান সৌন্দর্য্য (৭৯) পুরুষাবতাররূপেও মায়াধীশত্ব, (৮০) জগতের সৃষ্টি স্থিতি এবং প্রলয়ের কর্ত্তৃত্ব (৮১) গুণাবতারের বীজত্ব, (৮২) লোমকূপে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয়ত্ব, (৮৩) বাসুদেব নারায়ণ প্রভৃতি রূপেও পরম অচিন্ত্য অখিল মহাশক্তিমত্তা, (৮৪) স্বয়ং কৃষ্ণরূপে হতশত্রুকে মুক্তি এবং ভক্তি পর্য্যন্ত প্রদান, (৮৫) নিজেরও বিস্ময়োৎপাদক রূপাধি মাধুর্য্য (৮৬) অচেতন পদার্থকে নিজ সান্নিধ্য দ্বারা অশেষ সুখদান, এই কয়েকটী গুণদ্বারা মাত্র দিগ্‌দর্শন করা হইল। অনন্তগুণসম্পন্ন ভগবানের অনন্তগুণাবলী অনন্তদেব সহস্র মুখে যুগযুগান্তর ধরিয়া কীর্ত্তন করিয়াও শেষ করিতে পারেন না॥ ২৭-৩১॥

আত্মানাঞ্চানুশোচামি ভবন্তঞ্চামরোত্তমম্।
দেবানৃষীন্ পিতৄন্ সাধূন্ সর্ব্বান্
বর্ণাংস্তথাশ্রমান্॥ ৩২॥

অন্বয়ঃ— তথা (তদ্বৎ তেন রহিতমিত্যর্থ) আত্মানং অমরোত্তমং (দেবশ্রেষ্ঠং) ভবন্তং চ (এব) দেবান্ ঋষীন্ পিতৄন্ (পিতৃগণান্) সাধূন্ সর্ব্বান্ বর্ণান্

(ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদি চতুর্বর্ণান্) স্বকর্ম্মবিমুখান্ (ধর্ম্ম-কর্ম্ম-বিরহিতান্) আশ্রমান্ (গৃহস্থাদ্যাশ্রমান্ চ) অনুশোচামি ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—হে অমরশ্রেষ্ঠ, তোমার, আমার নিজের এবং দেবতা, ঋষি, পিতৃ, সাধু, ব্রাহ্মণাদি বর্ণ ও ব্রহ্ম-চর্য্যাদি আশ্রম সকলের দশা ভাবিয়া আমি শোক করিতেছি ॥ ৩২ ॥

বিবৃতি—দীনা ধরণী ত্রিপাদবিহীন ধর্ম্মকে ভগবদ্‌বিরহের কথা বলিতেছেন। যে কালে লোকসমূহ ভগবানের সেবোন্মুখ হইয়া বাস করিতেছিল তখন দেব, ঋষি, পিতৃকুল, সাধু সকল, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ও ধরণী উপদ্রুত হন নাই। ভগবদ্ বিরহেই এই সকলেরই ন্যূনাধিক দুরাবস্থা ঘটিয়াছে। মানব যে কালে ভগবৎ সেবাবিমুখ হন তাহাদিগের দেব ঋষি পিতৃ সাধুভক্তি সমস্তই শ্লথ হইয়া যায়, কেবল মাত্র তত্তৎ কৈতব তাহাদের মধ্যে অবস্থান করে। ঈশ-বিমুখ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে অপ্রয়োজনীয়, উহা পাপহেতু কলিকর্ত্তৃক কেবল শব্দাত্মক, অন্তঃসারশূন্য। ভগবদুন্মুখ ব্যক্তিতেই দেব ঋষিপিতৃসাধু ও বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে অবস্থান করে। ভগবদ্-রহিত ঐ গুলি নিতান্ত শোচ্য ব্যাপার জানিতে হইবে ॥ ৩২ ॥

ব্রহ্মাদয়ো বহুতিথং যদপাঙ্গমোক্ষ-
কামাস্তপঃ সমচরন্ ভগবৎপ্রপন্না।
সা শ্রীঃ স্ববাসমরবিন্দবনং বিহায়
যৎপাদসৌভগমলং ভজতেঽনুরক্তা ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—ব্রহ্মাদয়ঃ (দেবাঃ) যদপাঙ্গমোক্ষকামাঃ (যস্যাঃ শ্রিয়ঃ অপাঙ্গমোক্ষঃ স্বস্মিন্ দৃষ্টিপাতঃ তৎ-কামাঃ সন্তঃ) বহুতিথং (বহুকালং) তপঃ (তপস্যাং) সমচরন্ (সম্যক্ চরন্তি স্ম) সা ভগবৎপ্রপন্না (ভগবদ্ভিরুত্তমৈঃ প্রপন্না আশ্রিতা অপি) শ্রীঃ স্ববাসং (নিজবাসস্থানং) অরবিন্দবনং (পদ্মবনং) বিহায় (ত্যক্ত্বা) যৎপাদসৌভগং (যস্য পাদলাবণ্যং) অলং (অতিশয়েন) অনুরক্তা সতী ভজতে (সেবতে) ॥৩৩॥

অনুবাদ—ব্রহ্মাদি দেবতাগণ ভগবানে প্রপন্ন হইয়াও যে কমলার কিঞ্চিৎ করুণাকটাক্ষ লাভের আশায় বহুকাল তপস্যা করিয়াছিলেন, সেই কমলা আপনার নিবাসভূত কমলবন পরিত্যাগ করিয়া সানুরাগে যে শ্রীকৃষ্ণের অমল-চরণ-কমল-সৌন্দর্য্য অবিরত সেবা করেন ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—বহুতিথং বহুকালম্ ভগবন্তং প্রপন্না অপি ব্রহ্মাদয়ঃ সকামভক্তত্বাৎ যদপাঙ্গেত্যাদি ॥৩৩॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বহুতিথ'—অর্থাৎ বহুকাল শ্রীভগবানে প্রপন্ন হইয়াও ব্রহ্মাদি দেবগণ সকাম ভক্ত বলিয়া যাঁহার কৃপাকটাক্ষ লাভের আশায় তপস্যা করেন, (সেই লক্ষ্মীদেবীও নিজ বাসস্থান পরিত্যাগ-পূর্ব্বক যে শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলের সেবা করিতেছেন।) ॥ ৩৩ ॥

তস্যাহমব্জকুলিশাঙ্কুশকেতুকেতৈঃ
শ্রীমৎপদৈর্ভগবতঃ সমলঙ্কৃতাঙ্গী।
ত্রীনত্যরোচ উপলভ্য ততো বিভূতি
লোকান্ সমাং ব্যসৃজদুৎস্ময়তীং তদন্তে ॥৩৪॥

অন্বয়ঃ—অব্জকুলিশাঙ্কুশকেতুকেতৈঃ (কেতুঃ ধ্বজঃ, অব্জাদয়ঃ কেতাশ্চিহ্নানি যেষাং তৈঃ) তস্য (ভগবতঃ) শ্রীমৎপদৈঃ (শ্রীমদ্ভিঃ পাদপদ্মৈঃ) সমলঙ্কৃতাঙ্গী (সম্যক্ অলঙ্কৃতম্ অঙ্গং যস্যাঃ সা) অহং ততঃ (ভগবতঃ) বিভূতিং (সম্পদং) উপলভ্য ত্রীন্ লোকান্ (ত্রিভুবনং) অত্যরোচে (অতিক্রম্য শোভিতবত্যস্মি পশ্চাৎ) তদন্তে (তস্যাঃ বিভূতেঃ নাশকালে প্রাপ্তে সতি) উৎস্ময়তীং (গর্ব্বং কুর্ব্বাণাং) মাং সঃ (ভগবান্) ব্যসৃজৎ (ত্যক্তবান্) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—যখন সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশ ও পদ্মাদি চিহ্নে চিহ্নিত শ্রীচরণ দ্বারা আমি সম্যক্‌রূপে অলঙ্কৃত ছিলাম তখন ত্রিলোকের সকল শোভাই আমার শোভায় পরাজিত হইয়াছিল, কারণ আমি তখন ভগবানের নিকট হইতে বিভূতি লাভ করিয়াছিলাম। অতঃপর যখন সেই বিভূতি নাশের সময় সমুপস্থিত হইল, তখন আমার বড় গর্ব্ব হইল। বোধ হয়, সেই গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্যই ভগবান্ আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য। কেতশ্চিহ্নম্। ত্রীন্ লোকান্ অতিক্রম্য, অরোচে শোভিতবত্যস্মি। ততঃ শ্রীকৃষ্ণাদ্বিভূতিং সম্পদং, উপলভ্য, প্রাপ্য, তদন্তে

বিভূতের্নাশকালে প্রাপ্স্যমানে, উৎস্ময়ন্তীং 'মত্তুল্যো বৈকুণ্ঠোঽপি ন ভবতি' ইতি অত্যন্তগর্ব্ববতীম্ ॥৩৪॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তস্য'—সেই শ্রীকৃষ্ণের। কেত—চিহ্ন। 'ত্রীন্ অত্যরোচ'—তিন লোক অতিক্রম করিয়া আমি (পৃথিবী) শোভাবতী ছিলাম। তারপর শ্রীকৃষ্ণ হইতে বিভূতি অর্থাৎ সম্পদ্ লাভ করিয়া, পরে সেই বিভূতির নাশকাল উপস্থিত হইলে, 'আমার তুল্য বৈকুণ্ঠও নহে'—এইরূপ অত্যন্ত গর্বিতা আমাকে (সেই ভগবান্ ত্যাগ করিয়াছেন) ॥ ৩৪ ॥

———

যো বৈ মমাতিভরমাসুরবংশরাজ্ঞা-
মক্ষৌহিণীশতমপানুদদাত্মতন্ত্রঃ।
ত্বাং দুঃস্থমূনপদমাত্মনি পৌরুষেণ
সম্পাদয়ন্ যদুষু রম্যমবিভ্রদঙ্গম্ ॥ ৩৫ ॥
কা বা সহেত বিরহং পুরুষোত্তমস্য
প্রেমাবলোকরুচিরস্মিতবল্গুজল্পৈঃ।
স্থৈর্য্যং সমানমহরন্মধুমানিনীনাং
রোমোৎসবো মম যদঙ্ঘ্রিবিটঙ্কিতায়াঃ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—(কিঞ্চ) যঃ বৈ (ভগবান্) আত্মতন্ত্রঃ (স্বাধীনঃ) অসুরবংশরাজ্ঞাং (আসুরো বংশো যেষাং তেষাং নৃপতীনাং) অক্ষৌহিণীশতং (শতাক্ষৌহিণী-রূপং) মম অতিভরং (ভূরিভারং) অপানুদৎ (অপনীতবান্) ঊনপদং (শৌচাদিপদৈঃ হীনং) ত্বাং চ (ধর্ম্মঞ্চ) দুঃস্থং (দুঃখিতং সন্তং) পৌরুষেণ (পুরুষকারেণ) আত্মনি (স্বস্মিম্ সম্পূর্ণপদং সুস্থং) সম্পাদয়ন্ (সম্পাদয়িতুমিত্যর্থঃ) যদুষু (যদুকুলে) রম্যং (মনোহরং) অঙ্গং (শরীরং) অবিভ্রৎ (ধৃত-বানিত্যর্থঃ) (তথা) প্রেমাবলোকরুচিরস্মিতবল্গু-জল্পৈঃ (সস্নেহ-বিলোকেন মধুরালাপৈঃ) মধুমানি-নীনাং (অতিশয়গর্ব্বিতানাং সত্যভামাদীনাং) সমানং (গর্ব্ব-সহিতং) স্থৈর্য্যং (স্তব্ধত্বম্) অহরৎ (যঃ হৃতবান্) যদঙ্ঘ্রিবিটঙ্কিতায়াঃ (যস্য পাদোত্থিত রজসা অলঙ্কৃতায়াঃ) মম (শষ্পাদিমিষেণ) রোমোৎ-সবঃ (পুলকোদগমঃ ভবতি তস্য) পুরুষোত্তমস্য বিরহ কা বা সহেত (কাঽপি সোঢ়ুং ন শক্তা ॥ ৩৫-৩৬ ॥

অনুবাদ—আমি অসুরবংশীয় রাজাদিগের শত অক্ষৌহিণীরূপ গুরুভারে প্রপীড়িত হইলে, সতন্ত্র ভগবান্ অসুর সংহারপূর্ব্বক আমার গুরুভার হরণ করিয়াছিলেন এবং তুমি পাদত্রয় বিহীন হইয়া দুঃখে অভিভূত হইলে যিনি নিজ পৌরুষ দ্বারা তোমাকে সুস্থ করিবার মানসে, যদুকুলে জন্ম পরিগ্রহ করতঃ পরম রমণীয় শরীর ধারণ করিয়াছিলেন। এবং যিনি প্রেম-পরিপূরিত অবলোকন, রুচির হাস্য ও সুমিষ্ট সম্ভাষণ করিলে, সত্যভামা প্রভৃতি মধুমানিনী কামিনীগণ ধৈর্য্য ও মান যুগপৎ হারাইতেন। আমি যাঁহার ধূলিপটলে অঙ্কিত চরণ-চিহ্নে অলঙ্কৃত হইয়া চরণস্পর্শ অনুভব করিতাম এবং দুর্ব্বাদি-চ্ছলে আমার অঙ্গ পুলকিত হইত। সেই পুরুষোত্তম ভগ-বানের বিরহ কোন্ কামিনীই বা সহ্য করিতে পারে? ॥ ৩৫-৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—অপানুদৎ দুরীচকার। ঊনপদং ত্বাম্, আত্মনি স্বস্মিন্ যৎ পৌরুষং, তেন সংপাদয়ন্ সংপূর্ণপদং সুস্থং সংপাদয়িতুং কর্ত্তুমিত্যর্থঃ। অবিভ্র-দিত্যার্ষম্।

মধুমানিনীনাং সত্যভামাদীনাং, স্থৈর্য্যমচাঞ্চল্যং, মানসহিতম্। বিটঙ্কিতায়া অলঙ্কৃতায়া ইতি, তেন তস্য সর্ব্বাস্বপি প্রেয়সীষু মধ্যে অহং সদৈব স্বাধীন-ভর্ত্তৃকা বিরহরহিতৈবাসমিতি ভাবঃ ॥ ৩৫-৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যিনি আমার ভার দূর করিয়াছিলেন। 'ঊনপদং ত্বাম্'—পদত্রয় বিহীন তোমাকে আত্মপৌরুষের দ্বারা সম্পূর্ণ পদ করিয়া সুস্থ করিবার নিমিত্ত (যিনি যদুকুলে জন্মগ্রহণ করেন।)—এই অর্থ। এখানে 'অবিভ্রদ্'—ইহা আর্ষ প্রয়োগ।

(তাঁহার সপ্রেম অবলোকন, মনোহর হাস্য এবং মনোজ্ঞ বচন—এই সকল দ্বারা) 'মধুমানিনীনাং'—অর্থাৎ সত্যভামা প্রভৃতি মহামানিনী কামিনীগণেরও, 'সমানং স্থৈর্য্যম্'—অর্থাৎ গর্ব্বের সহিত স্থৈর্য্য (অচাঞ্চল্য) বিনষ্ট হইয়াছিল। (সেইরূপ পাদ-নিক্ষেপ-পূর্ব্বক গমনাগমনকালে তাঁহার শ্রীচরণের দ্বারা যে ধূলি উত্থিত হইত, তাহাতে আমি) 'বিটঙ্কি-তায়াঃ' অর্থাৎ অলঙ্কৃতা হইতাম, এবং নূতন তৃণাদি উদ্গম-হেতু আমার শরীর যেন রোমাঞ্চিত হইত। সত্যভামাদির মনে হইত—সেই শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত

প্রেয়সীর মধ্যে আমি সর্ব্বদাই স্বাধীনভর্ত্তৃকা এবং বিরহরহিতাই আছি—এই ভাব ॥ ৩৫-৩৬ ॥

তয়োরেবং কথয়তোঃ পৃথিবীধর্ম্ময়োস্তদা।
পরীক্ষিন্নাম রাজর্ষিঃ প্রাপ্তঃ প্রাচীং সরস্বতীম্ ॥৩৭॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং প্রথমস্কন্ধে পারীক্ষিতে ধর্ম্মপৃথ্বী-সংবাদো নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—পৃথিবীধর্ম্ময়োঃ এবং কথয়তোঃ (পরস্পরং সংজল্পতোঃ সতোঃ) তদা পরীক্ষিন্নামরাজর্ষিঃ প্রাচীং সরস্বতীং (কুরুক্ষেত্রে পূর্ব্ববাহিনীং সরস্বতীং) প্রাপ্তঃ (উপস্থিতঃ)॥ ৩৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে ষোড়শাধ্যায়স্যান্বয়ঃ সমাপ্তঃ।

অনুবাদ—পৃথিবী ও ধর্ম্ম পরস্পর এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে অনতিদূরে পরীক্ষিৎ নামক রাজর্ষি পূর্ব্বদিগ্‌বাহিনী সরস্বতীর তীরস্থ কুরুক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৩৭ ॥

ইতি শ্রীভাগবত-প্রথমস্কন্ধ ষোড়শ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—প্রাচীং পূর্ব্ববাহিনীম্ ॥ ৩৭ ॥
ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
প্রথমে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥১৬॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠক্কুরকৃতা শ্রীভাগবত-প্রথমস্কন্ধে ষোড়শাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রাচীং'—পূর্ব্ববাহিনী সরস্বতীতীরে অর্থাৎ কুরুক্ষেত্রে রাজা পরীক্ষিৎ গিয়া উপস্থিত হইলেন, যেখানে পৃথিবী এবং ধর্ম্ম এইরূপ কথোপকথন করিতেছিলেন ॥ ৩৭ ॥

ইতি ভক্তমানসের আনন্দদায়িনী 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার সজ্জন-সম্মত প্রথম স্কন্ধের ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার প্রথম স্কন্ধের ষোড়শ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১।১৬ ॥

শ্রীমধ্ব—ইতি শ্রীমদানন্দতীর্থ ভগবৎপদাচার্য্য-বিরচিতে-শ্রীভাগবত-প্রথমস্কন্ধ-ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

তথ্য—ইতি প্রথমস্কন্ধে-ষোড়শ অধ্যায়ের তথ্য সমাপ্ত।

বিবৃতি—ইতি প্রথমস্কন্ধের ষোড়শ অধ্যায়ের বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীভাগবত-প্রথমস্কন্ধের ষোড়শ অধ্যায়ের শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত।
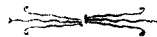
সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ

সূত উবাচ—
তত্র গোমিথুনং রাজা হন্যমানমনাথবৎ
দণ্ডহস্তঞ্চ বৃষলং দদৃশে নৃপলাঞ্ছনম্ ॥ ১ ॥

শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য

সপ্তদশ অধ্যায়ের কথাসার

সপ্তদশাধ্যায়ে বীর্য্যবান্ মহারাজ পরীক্ষিৎকর্ত্তৃক কলি নিগ্রহ এবং তাঁহার অদ্ভুত বৈরাগ্য বর্ণন।

মহারাজ পরীক্ষিত সরস্বতী তীরস্থ কুরুক্ষেত্রে আসিয়া দেখিতে পাইলেন যে, একটী রাজবেশধারী শূদ্র অনাথ গোমিথুনকে প্রহার করিতেছে। বৃষটী ত্রিপাদহীন, ভয়ে মূত্রত্যাগ করিতেছিল, গাভীটী বৎস-হারা অনাথার ন্যায় অশ্রু ত্যাগ করিতেছিল। রাজা নির্জ্জন স্থানে দুর্ব্বল প্রাণিদ্বয়ের উপর এইরূপ অত্যাচার দর্শন করিয়া উক্ত শূদ্রকে বধ করতে উদ্যত হইলেন এবং গোমিথুনকে করুণ বচনে অভয় প্রদান

করিয়া বলিলেন যে, উৎপথগামী অন্য ব্যক্তিগণের যথাশাস্ত্র দণ্ডবিধান পূর্ব্বক ধার্ম্মিকগণের রক্ষা করাই রাজার কর্ত্তব্য এবং উক্ত ত্রিপাদহীন বৃষকে তাঁহার পদভঙ্গকারীর নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। বৃষরূপী ধর্ম্ম বলিলেন যে, সুখ-দুঃখের কারণ কে? এবিষয়ে মতভেদ দৃষ্ট হয়। যোগিগণ আত্মাকে, নাস্তিকেরা নিজ দেহকে, অদৃষ্টবাদিগণ দৈবকে, মীমাংসকগণ কর্ম্মকে, লোকায়তিক বা সাংখ্যমতাবলম্বিগণ প্রকৃতিকে এবং কেহ কেহ কোন অনির্দ্দেশ্য কারণকে সুখ দুঃখের হেতু বলিয়া থাকেন, আপনি আপনার বৈষ্ণবী মনীষাদ্বারা যথোপযুক্ত সুসিদ্ধান্ত করুন। তখন মহারাজ পরীক্ষিৎ বুঝিলেন যে, এই বৃষটী সাক্ষাৎ ধর্ম্ম। সত্যযুগে তাঁহার তপঃ, শৌচ, দয়া ও সত্য এই চারি পাদ ছিল। কলিতে সত্যরূপ একপাদে ধর্ম্ম কোনও রূপে অবস্থান করিতেছিলেন, তাহাও দুর্দ্দান্ত কলি ভগ্ন করিতে উদ্যত হইয়াছে। আর ঐ যে গাভীটী, ইনি সাক্ষাৎ পৃথিবী। শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়াছেন, সুতরাং শূদ্রের উপভোগ্যা হইবেন এই ভয়ে রোদন করিতেছেন। রাজা উক্ত ধর্ম্ম ও পৃথিবী মাতাকে সান্ত্বনা করিয়া কলিকে বধ করিতে উদ্যত হইলে কলি পরীক্ষিৎ মহারাজের পদতলে নিপতিত হইলেন। মহারাজ কলিকে শরণাগত দেখিয়া প্রাণে বধ করিলেন না, কিন্তু বলিলেন—তুমি আমার রাজ্যে বাস করিতে পারিবে না। কলি সর্ব্বত্রই মহারাজ পরীক্ষিতের রাজ্য ব্যতীত অন্য কোনও স্থান দেখিতে না পাইয়া স্বয়ং পরীক্ষিৎকেই স্থান নির্দ্দেশ করিতে প্রার্থনা করিলে পরীক্ষিৎ কলিকে পরীক্ষিৎ কলিকে দ্যুত, মদ্যাদিপান, স্ত্রীসংসর্গ ও জীবহিংসা এই চারিটী স্থান প্রদান করিলেন। কলি পুনরায় স্থান প্রার্থনা করিলে পরীক্ষিৎ মহারাজ কলিকে একখণ্ড সুবর্ণ প্রদান করিলেন। কারণ উহাতে মিথ্যা, গর্ব্ব, স্ত্রীসঙ্গলিপ্সা, হিংসা ও শত্রুতা এই পাঁচটীই আছে। সুতরাং যিনি ধার্ম্মিক, নেতা, রাজা, বা গুরু হইবেন তিনি ঐ সকল কলির স্থান হইতে সর্ব্বপ্রকারে দূরে থাকিবেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ পুনরায় ধর্ম্মসংস্থাপনপূর্ব্বক পৃথিবীকে পালন করিতে লাগিলেন।

অন্বয়ঃ—সূত উবাচ। রাজা (পরীক্ষিৎ) তত্র (কুরুক্ষেত্রে) অনাথবৎ (নিরাশ্রয়ং তৎ যথা স্যাৎ তথা) হন্যমানং (তাড্যমাণং) গোমিথুনং (বৃষভং গাভীঞ্চ) দণ্ডহস্তং (হস্তেন দণ্ডধারিণং) নৃপলাঞ্ছনং (রাজ্ঞঃ চিহ্নধারিণং) বৃষলং (শূদ্রং) চ দদৃশে (অপশ্যৎ)॥ ১॥

অনুবাদ—সূত কহিলেন—রাজা পরীক্ষিৎ সেই কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, এক শূদ্র রাজবেশ ধারণ করিয়া হস্তস্থিত দণ্ড দ্বারা অনাথের ন্যায় অবস্থিত এক গোমিথুনকে [একটি বৃষ ও একটি গাভীকে] তাড়না করিতেছে॥ ১॥

বিশ্বনাথ—

পরীক্ষিদ্ধর্ম্ময়োঃ প্রোক্তমুক্তিপ্রত্যুক্তিকৌতুকম্।
নিগ্রহানুগ্রহৌ রাজ্ঞা কলেঃ সপ্তদশে ততঃ॥

বিশ্বনাথ—হন্যমানং তাড্যমানম্। নৃপলাঞ্ছনমিতি সত্যত্রেতাদ্বাপরাদিযুগমর্য্যাদানাং ভঙ্গে স্বাতন্ত্র্যসূচকম্॥ ১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই সপ্তদশ অধ্যায়ে রাজা পরীক্ষিৎ এবং ধর্ম্মের উক্তি ও প্রত্যুক্তিরূপ কৌতুক বলা হইয়াছে। পরে রাজা কর্ত্তৃক কলির নিগ্রহ ও অনুগ্রহ বর্ণিত হইয়াছে॥

'হন্যমানং'—অর্থাৎ তাড়না করা হইতেছে, এমন গো-মিথুনকে দেখিলেন। 'নৃপলাঞ্ছনং'—রাজার (বেশ-ভূষাদি) চিহ্নধারী, ইহার দ্বারা সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরাদি যুগের মর্য্যাদা ভঙ্গ হওয়ায় স্বাতন্ত্র্য সূচনা করিতেছে (অর্থাৎ সর্ব্বকালে রাজা দুর্ব্বলের রক্ষক হন, আর এখানে রাজবেশধারী শূদ্র দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করিতেছেন—এই স্বাতন্ত্র্য সূচিত হইয়াছে)॥ ১॥

**বৃষং মৃণালধবলং মেহন্তমিব বিভ্যতম্।
বেপমানং পদৈকেন সীদন্তং শূদ্রতাড়িতম্॥২॥**

অন্বয়ঃ—মৃণালধবলং (পদ্মকন্দবৎ শুভ্রং) বিভ্যতং (ভীতিযুক্তং) মেহন্তং (ভয়াৎ মূত্রয়ন্তং) ইব বেপমানং (কম্পমানং) একেন পদা (পাদেন

দণ্ডায়মানম্ অতএব) সীদন্তং (ক্লিশ্যন্তং) শূদ্রতাড়িতং (শূদ্রেণ প্রপীড়িতং) বৃষং (দদৃশে ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ)।।২

অনুবাদ—বৃষটি মৃণালের ন্যায় শুভ্রবর্ণ, শূদ্রের তাড়নে ও ভয়ে ঘন ঘন মূত্রত্যাগ করিয়া যেন ক্ষীণ হইতেছে এবং এক পদে দাঁড়াইয়া কম্পিত হইতেছে ।। ২ ।।

বিশ্বনাথ—মেহন্তং মূত্রয়ন্তমিবেতি পাদাবশিষ্টোঽপি ধর্ম্মঃ প্রতিক্ষণং ক্ষরন্নিবেত্যুৎপ্রেক্ষায়াং নশ্যদবস্থ ইত্যর্থঃ। বেপমানমিতি সোঽপি নানাবিঘ্নৈরনিষ্পন্ন ইব কলিনা ক্রিয়তে ইতি সূচ্যতে ।। ২ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মেহন্তম্ ইব'—অর্থাৎ যেন মূত্রত্যাগ করিতেছে, এমন বৃষকে দেখিলেন। একপদ অবশিষ্ট থাকিলেও ধর্ম্ম (বৃষ-রূপী) প্রতিক্ষণেই যেন ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে—এই উৎপ্রেক্ষার দ্বারা, উহা নষ্টদশা-প্রাপ্ত—এই অর্থ। 'বেপমানম্ ইব'—যেন কম্পমান হইতেছে—ইহা বলায়, সেই ভগ্নপ্রাপ্ত ধর্ম্মও নানাবিধ বিঘ্নের দ্বারা কলি কর্ত্তৃক অসম্পন্নের ন্যায় করা হইয়াছে, ইহা সূচিত হইতেছে ।। ২ ।।

মধ্ব—বিভ্যতমিবমেহন্তং ।। ২ ।।

গাঞ্চ ধর্ম্মদুঘাং দীনাং ভৃশং শূদ্রপদাহতাম্ ।
বিবৎসামশ্রুবদনাং ক্ষামাং যবসমিচ্ছতীম্ ।।৩।।

অন্বয়ঃ—যবসং (তৃণম্) ইচ্ছতীং (ভোক্তুকামাং) ধর্ম্মদুঘাং (যজ্ঞার্থং হবির্দোগ্ধ্রীং) ভৃশং দীনাং (অতিশয়কাতরাং) শূদ্রপদাহতাং (শূদ্রেণ পাদতাড়িতাং) বিবৎসাং (বৎস্যশূন্যাং) অশ্রুবদনাং (রোরুদ্যমানাং) ক্ষামাং (ক্ষীণাং) গাং (গাভীং) চ (দদৃশে ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ) ।। ৩ ।।

অনুবাদ—আরও দেখিলেন ধর্ম্ম-সাধনভূত ঘৃতোৎপাদক দুগ্ধস্রাবিনী গাভীটি শূদ্রের পদ-প্রহারে অত্যন্ত কাতর হইয়াছেন, মৃৎবৎসার ন্যায় অশ্রুজলে বদন সিক্ত করিয়া রোদন করিতেছেন, অত্যন্ত কৃশা এবং তিনি তৃণ ভক্ষণ করিবার জন্য আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিতেছেন ।। ৩ ।।

বিশ্বনাথ—ধর্ম্মদুঘাং হবির্দ্দোগ্ধ্রীম্। শস্যাদিপ্রসবক্ষয়াদ্বিৎসাম্। ধর্ম্মক্ষয়েণাশ্রুবদনাম্। যজ্ঞাভাবাৎ ক্ষামাং কৃশাম্। যবসং যজ্ঞভাগম্ ।। ৩ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ধর্ম্মদুঘাং'—যজ্ঞের নিমিত্ত ঘৃতোৎপাদক দুগ্ধক্ষরণকারিণী (গাভীকে দেখিলেন)। 'বিবৎসাম্'—শস্যাদির উদ্ভবের ক্ষয়বশতঃ মৃতবৎস্যার ন্যায়। ধর্ম্মের ক্ষয়হেতু অশ্রুবদনা। যজ্ঞের অভাবে কৃশা। 'যবসং'-বলিতে যজ্ঞের ভাগ (ইচ্ছা করিতেছে, যে গাভী, তাহাকে দেখিলেন।) ।। ৩ ।।

পপ্রচ্ছ রথমারূঢ়ঃ কার্ত্তস্বরপরিচ্ছদম্ ।
মেঘগম্ভীরয়া বাচা সমারোপিতকার্ম্মুকঃ ।। ৪ ।।

অন্বয়ঃ—কার্ত্তস্বরপরিচ্ছদং (সুবর্ণময়ঃ পরিকরং যস্য তং স্বর্ণনিবদ্ধং) রথম্ আরূঢ়ঃ (উপবিষ্টঃ) সমারোপিতকার্ম্মুকঃ (সজ্জীকৃতং ধনুঃ যেন সঃ ধৃতধনুর্ব্বাণঃ রাজা) মেঘগম্ভীরয়া (জলধরগর্জ্জনবৎ গম্ভীরয়া) বাচা (কথয়া) পপ্রচ্ছ (তং শূদ্রং জিজ্ঞাসিতবান্) ।। ৪ ।।

অনুবাদ—রথারূঢ় রাজা পরীক্ষিৎ স্বীয় শরাসনে জ্যা আরোপণ করিলেন, এবং সুবর্ণ বিনির্ম্মিত কটিবন্ধধারী সেই শূদ্রকে মেঘগম্ভীর স্বরে আহ্বানপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন ।। ৪ ।।

বিশ্বনাথ—কার্ত্তস্বরং সুবর্ণম্ সজ্জীকৃতকার্ম্মুক ইতি কলেঃ পলায়নাশঙ্কয়া ।। ৪ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—কার্ত্তস্বর বলিতে সুবর্ণ। কলির পলায়নের আশঙ্কায় রাজা পরীক্ষিৎ ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়াছিলেন ।। ৪ ।।

কস্ত্বং মচ্ছরণে লোকে বলাদ্ধংস্যবলান্ বলী।
নরদেবোঽসি বেশেন নটবৎ কর্ম্মণাঽদ্বিজঃ ।। ৫ ।।

অন্বয়ঃ—বলী (বলবান্ সন্) মচ্ছরণে (অহং শরণং যস্য তস্মিন্ মদাশ্রয়ে) লোকে (ভুবনে) বলাৎ (পশুবলমাশ্রিত্য) অবলান্ (দুর্ব্বলান্) হংসি (ঘাতয়সি) (ত্বং কঃ ?) (ত্বং) নটবৎ (নট ইব নতু সত্যং) বেশেন (পরিচ্ছন্নমাত্রেণ) নরদেবঃ (রাজা অপিতু) কর্ম্মণা (আচারেণ) অদ্বিজঃ (ক্রুরঃ শূদ্রঃ) অসি (ভবসি) ।।৫।।

অনুবাদ—তুই কে ? তোর এত কি শক্তি আছে যে, তুই বলদর্পিত হইয়া আমার শরণাগত এই ভূতলে

দুর্ব্বল প্রাণিদিগকে হিংসা করিতেছিস্? তুই নটের ন্যায় রাজবেশ ধারণ করিয়াছিস্ বটে, কিন্তু কর্ম্মদ্বারা তোকে শূদ্রের ন্যায় বোধ হইতেছে ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—কস্ত্বং রে। মদগ্রে হংসি? নরদেবোঽহমিতিচেন্ময়ি নরদেবে বিদ্যমানে ত্বং কুতস্ত্যো নরদেবঃ? নটবদ্বেশেনেতি চেন্নহি নহি কর্ম্মণা ত্বং অদ্বিজঃ শূদ্রঃ। নটোহ্যনুকার্য্যস্যৈব কর্ম্ম অভিনয়তীতি ভাবঃ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কস্ত্বং'—ওরে তুমি কে? আমার সামনে দুর্ব্বলকে হিংসা করিতেছ। 'আমি নরদেব (রাজা)'—ইহা যদি বল, তাহার উত্তরে বলিতেছেন—নরদেব আমি (পরীক্ষিৎ) বিদ্যমান থাকিতে, তুমি (কলি) কোথাকার রাজা? যদি বল—নটের মত বেশ-ভূষার দ্বারা রাজা, (তাহার উত্তরে বলিতেছেন) তাহাও নহে, তুমি কর্ম্মের দ্বারা শূদ্র। নটও অনুকার্য্যেরই (অর্থাৎ অভিনেতা যাহার চরিত্রের অভিনয় করে, সেই নায়কেরই) কর্ম্ম অভিনয় করিয়া থাকে—এই ভাব ॥ ৫ ॥

———

যস্ত্বং কৃষ্ণে গতে দূরং সহ গাণ্ডীবধন্বনা।
শোচ্যোঽস্যশোচ্যান্ রহসি প্রহরন বধমর্হসি ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—গাণ্ডীবধন্বনা (গাণ্ডীবো যস্য ধনুঃ তেন অর্জ্জুনেন) সহ কৃষ্ণে দূরং গতে (অপ্রকটিভূতে সতি) যঃ ত্বং অশোচ্যান্ (নিরপরাধান্) রহসি (নির্জ্জনপ্রদেশে গোপনং তৎ যথা স্যাৎ তথা) প্রহরন্ (আঘাতয়ন্) শোচ্যঃ (সাপরাধঃ) অসি (ভবসি অতঃ স ত্বং) বধং (বিনাশম্) অর্হসি (যুজ্যসে মম বধ্যঃ ভবসি) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুনের সহিত দূরে প্রস্থান করিয়াছেন বলিয়া কি তুই এই নির্জ্জনে নিরপরাধ প্রাণীকে বধ করিতে সাহসী হইয়াছিস্? ইহাতে তোর যেরূপ অপরাধ হইয়াছে, তাহাতে তুই বধের উপযুক্ত পাত্র ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—ননু যথা ত্বং দেশস্য রাজা, তথৈবাহমপি সম্প্রতি কালস্য রাজেতি, ময়ি তব বিক্রমো ন প্রভবিষ্যতীত্যত অহ যস্ত্বমিতি। গাণ্ডীবধন্বনা অর্জ্জুনেন সহ কৃষ্ণে দূরং গতে সতীতি এতাবদ্দিনং ত্বং ক্বাসীরিতি ভাবঃ। নন্বাসমেব কিন্তু তাভ্যাং ভয়েন ন প্রাভুবম্। অধুনা তু কস্মাদ্বিভেমি। সত্যং সত্যং শোচ্যোঽসি, অধুনা ত্বং মর্ত্তুমেবেচ্ছসীতি ভাবঃ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেখুন, আপনি যেমন দেশের রাজা, সেইরূপ আমিও (কলি) সম্প্রতি কালের রাজা, এইহেতু আমার উপর তোমার বিক্রম কোন প্রভাববিস্তার করিবে না, ইহার অপেক্ষায় বলিতেছেন—'যস্ত্বম্ ইতি'। গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুনের সহিত শ্রীকৃষ্ণ দূরে গমন করিলে, ইহা বলায়, এতদিন তুমি কোথায় ছিলে? এই ভাব। দেখুন, আমি ছিলামই, কিন্তু তাঁহাদের ভয়ে কোন প্রভুত্ব বিস্তার করিতে পারি নাই। কিন্তু এখন আমি কাহা হইতে ভীত হইব? সত্য, সত্য, তুমি অপরাধী, এক্ষণে তুমি মরিতেই ইচ্ছা করিতেছ—এই ভাব ॥ ৬ ॥

———

ত্বং বা মৃণালধবলঃ পাদৈর্ন্যূনঃ পদা চরন্।
বৃষরূপেণ কিং কশ্চিদ্দেবো নঃ পরিখেদয়ন্ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—(বৃষং প্রত্যাহ ত্বং বা কঃ) মৃণালধবলঃ (শুভ্রঃ) পাদৈঃ (পাদত্রয়েণ) ন্যূনঃ (হীনঃ) পদা (একেন পাদেন) চরন্ (চলন্) ত্বং বা (ত্বমপি) কশ্চিৎ দেবঃ বৃষরূপেণ নঃ (অস্মান্) পরিখেদয়ন্ (বিমর্শয়ন্ আস্সে) কিং ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—অনন্তর বৃষের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন তুমিই বা কে? তোমার বর্ণ দেখিতেছি মৃণালের ন্যায় শুভ্র, তোমার তিনটি চরণ নাই, এক পদে নির্ভর করিয়াই বিচরণ করিতেছ। তুমি কি কোন দেবতা? বৃষরূপ ধারণ করিয়া আমাদিগকে ছলনা করিতেছ? ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—ভবতু ক্ষণং তব প্রথমমপরাধং বিমৃশামীতি মনসি কৃত্বা বৃষং প্রত্যাহ ত্বং বেতি। নোঽস্মান্ খেদয়িতুং কিং কশ্চিদ্দেবোঽসি? নৈতাদৃশো কৃশো দুঃখী ময়া স্বপ্নেঽপি দৃষ্ট ইতি ভাবঃ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যাহা হউক, ক্ষণকাল তোমার প্রথম অপরাধ ক্ষমা করিতেছি, ইহা মনে করিয়া বৃষের প্রতি বলিতেছেন—'ত্বং বা' ইতি। আমাদিগকে দুঃখ প্রদানের জন্যই কি কোন দেবতারূপে তুমি

আসিয়াছ ? এইপ্রকার দুঃখী, আমি স্বপ্নেও কখন দেখি নাই—এই ভাব ॥ ৭ ॥

ন জাতু কৌরবেন্দ্রাণাং দোর্দ্দণ্ডপরিরম্ভিতে ।
ভূতলেঽনুপতন্ত্যস্মিন্ বিনা তে প্রাণিনাং শুচঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—কৌরবেন্দ্রাণাং (কুরুশ্রেষ্ঠানাং) দোর্দ্দণ্ড-পরিরম্ভিতে (প্রবলপ্রতাপেন পরিরম্ভিতবৎ সুরক্ষিতে) অস্মিন্ ভূতলে (পৃথিব্যাং) তে (তব) শুচঃ (শোকাশ্রূণি) বিনা প্রাণিনাং (অন্য জীবানাং অশ্রূণি) জাতু (কদাচিৎ অপি) ন অনুতপন্তি (নিপতন্তি) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—কৌরবশ্রেষ্ঠ বীরগণের ভুজবলে সুরক্ষিত এই রাজ্য মধ্যে তুমি ভিন্ন আর কোন প্রাণীরই ত' কখনও শোকাশ্রু পতিত হইতে দেখা যায় নাই ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—ত্বয্যেব রাজনি সতি বয়মেব দুঃখিনঃ সাংপ্রতং সমভূমেতি চেৎ তত্র সানুতাপং সাটোপং চাহ ন জাত্বিতি। পরিরম্ভিতে পরিরম্ভিতবৎ সুরক্ষিতে। তব শুচঃ অশ্রূণি বিনা অন্যেষামশ্রূণি ন পতন্তি ॥৮॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—'তোমার রাজত্বকালে আমরাই সম্প্রতি দুঃখী হইয়াছি', ইহার উত্তরে সানুতাপ গর্ব্বের সহিত বলিতেছেন—'ন জাতু' ইতি, অর্থাৎ কৌরবেন্দ্রগণের প্রবল প্রতাপে পরিরম্ভিতের মত সুরক্ষিত এই ভূতলে তোমারই মাত্র শোকাশ্রুপাত দেখিলাম, এতদ্ব্যতীত অন্য কোন প্রাণীর চক্ষু হইতে অশ্রু পতিত হয় নাই ॥ ৮ ॥

মা সৌরভেয়াত্র শুচো ব্যেতু তে বৃষলাদ্ভয়ম্ ।
মা রোদীরম্ব ভদ্রং তে খলানাং ময়ি শাস্তরি ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—(এবমুক্তে পুনরপি শোচন্তং বৃষং প্রত্যাহ) সৌরভেয় (ভোঃ সুরভেঃ পুত্র ! অত্র ইদানীং) মা শুচঃ (শোকং মা কুরু) বৃষলাৎ (শূদ্রাৎ) তে (তব) ভয়ং (আশঙ্কা) ব্যেতু (অপযাতু) । (গাং প্রত্যাহ) অম্ব (অয়ি মাতঃ) খলানাং (দুরাত্মনাং) শাস্তরি (নিগ্রাহকে) ময়ি (জীবতি সতি) তে (তব) ভদ্রং (মঙ্গলমেব অতঃ) মা রোদীঃ (রোদনং মা কুরু) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—হে সুরভিনন্দন, তুমি আর শোক করিও না। এই শূদ্র হইতেও আর ভয় পাইবার আবশ্যক নাই। (গাভীকে লক্ষ করিয়া বলিলেন) মাতঃ ! তুমিও আর রোদন করিও না। দুষ্টগণের শাসনকর্ত্তা আমি জীবিত থাকিতে তোমার মঙ্গলই হইবে ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—নন্বলীকমিদমিতি স্বমিব রুদন্তীং গাং দর্শয়ন্তং বৃষং সাশ্বাসমাহ। ভোঃ সুরভেঃ পুত্র ! মা শুচঃ মা শোচঃ। ভয়ং ব্যেত্বিতি অধুনৈবেমং হন্মীতি ভাবঃ। গাং প্রত্যাহ মেতি। ময়ি জীবতি সতি ॥৯॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেখুন, ইহা অলীক (অসত্য) —ইহা যদি বলেন, এই অপেক্ষায় নিজের ন্যায় ক্রন্দনরতা গাভীকে প্রদর্শনকারী বৃষকে আশ্বাস-প্রদান-পূর্ব্বক বলিতেছেন—হে সুরভির পুত্র ! তুমি শোক করিও না, তোমার ভয় অপগত হউক, এখনই আমি এই শূদ্রকে বিনাশ করিতেছি—এই ভাব। গাভীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—'মা রোদীরম্ব'—অর্থাৎ হে অম্ব ! খলজনের শাসনকর্ত্তা আমি জীবিত থাকিতে, তোমার মঙ্গলই হইবে, অতএব আর রোদন করিও না ॥ ৯ ॥

যস্য রাষ্ট্রে প্রজাঃ সর্ব্বাস্ত্রস্যন্তে সাধ্ব্যসাধুভিঃ ।
তস্য মত্তস্য নশ্যন্তি কীর্ত্তিরায়ুর্ভগো গতিঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—(মদ্বিতার্থমেবৈনং হনিষ্যামি ইত্যাহ) সাধ্বি (অয়ি শুভে) যস্য (রাজ্ঞঃ) রাষ্ট্রে (রাজ্যে) সর্ব্বাঃ প্রজাঃ (যাঃ কশ্চিৎ প্রকৃতয়ঃ) অসাধুভিঃ (দুষ্টৈঃ) ত্রস্যন্তে (পীড্যন্তে) তস্য (এবম্বিধস্য) মত্তস্য (প্রমত্তস্য রাজ্ঞঃ) কীর্ত্তি (যশঃ) আয়ুঃ (জীবিতকালঃ) ভগঃ (ভাগ্যং) গতিঃ (পরলোকঃ) নশ্যন্তি (প্রণষ্টা ভবন্তি) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—হে সাধ্বি, যে রাজার রাজ্যে প্রজাগণ অসদ্ব্যক্তিসমূহকর্ত্তৃক প্রপীড়িত হয়, সেই দুরাচার নরপতির যশঃ, পরমায়ুঃ, সৌভাগ্য ও পরলোক সকলই নাশপ্রাপ্ত হয় ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—নন্বস্মৎসম্বন্ধেনৈনং ঘাতয়ন্নেতদ্বধ-ভাগিনাবাবাং মা কুর্ব্বিত্যত আহ যস্যেতি ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেখুন, আমাদের নিমিত্তই ইহাকে হত্যা করিয়া ইহার বধের (পাপ) ভাগী আমাদিগকে করিবেন না, ইহার অপেক্ষায় বলিতেছেন —'যস্য' ইতি, অর্থাৎ যে রাজার রাজত্বে প্রজাগণ অসজ্জন কর্ত্তৃক নিপীড়িত হয়, সেই মদমত্ত নরপতির কীর্ত্তি, আয়ু, সৌভাগ্য ও পরলোক—সমস্তই বিনষ্ট হয় ॥ ১০ ॥

এষ রাজ্ঞঃ পরো ধর্ম্মো হ্যার্ত্তানামার্ত্তিনিগ্রহঃ ।
অত এনং বধিষ্যামি ভূতদ্রুহমসত্তমম্ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—আর্ত্তানাং (বিপন্নানাম্) আর্ত্তিনিগ্রহঃ (বিপদ্দূরীকরণং) এষ হি (অয়মেব) রাজ্ঞঃ (ভূপতেঃ) পরঃ (শ্রেষ্ঠঃ) ধর্ম্ম (কর্ত্তব্যঃ)। অতঃ (ধর্ম্মপালনার্থং) ভূতদ্রুহং (জীবহিংসকং) অসত্তমং (অসাধুম্) এনং (বৃষলং) বধিষ্যামি (হনিষ্যামি) ॥১১॥

অনুবাদ—পীড়িতগণের পীড়া দূর করাই রাজার পরম ধর্ম্ম, অতএব আমি এই অসাধুগণ অগ্রগণ্য প্রাণি-হিংসকের প্রাণ-সংহার করিব ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—অতঃ স্বহিতার্থমেবৈনং হন্মি, ন চাত্র যুষ্মদনুরোধ ইতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব নিজের হিতের জন্যই ইহাকে বধ করিতেছি, কিন্তু এই ব্যাপারে তোমাদের অনুরোধে নহে, এই ভাব ॥ ১১ ॥

কোঽবৃশ্চৎ তব পাদাংস্ত্রীন্ সৌরভেয় চতুষ্পদ ।
মা ভুবংস্ত্বাদৃশো রাষ্ট্রে রাজ্ঞাং কৃষ্ণানুবর্ত্তিনাম্ ॥১২॥

অন্বয়ঃ—(পুনরপি শোচন্তং বৃষভং প্রত্যাহ) সৌরভেয় (হে সুরভেঃ পুত্র) চতুষ্পদঃ (চতুষ্পদস্য) তব ত্রীন্ পাদান্ (চরণানি) কঃ অবৃশ্চৎ (চিচ্ছেদ)। কৃষ্ণানুবর্ত্তিনাং (শ্রীকৃষ্ণানুগতানাং) রাজ্ঞাং (অস্মাকং রাষ্ট্রে (রাজ্যে) ত্বাদৃশঃ (ত্বদ্‌বিধাঃ দুঃখিতাঃ) মা ভুবন (মা ভবন্তু) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—হে সুরভি-নন্দন, তুমি চতুষ্পদ; তোমার অপর তিনটি পদ কে ছেদন করিল ? শ্রীকৃষ্ণের অনুবর্ত্তী কৌরববংশীয় রাজাগণের রাজ্যে তোমার ন্যায় দুঃখ ত' আর কখনও কাহারও হয় নাই ॥ ১২ ॥

আখ্যাহি বৃষ ভদ্রং বঃ সাধুনামকৃতাগসাম্ ।
আত্মবৈরূপ্যকর্ত্তারং পার্থানাং কীর্ত্তিদূষণম্ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) বৃষ অকৃতাগসাং (নিরপরাধানাং) সাধূনাং (সচ্ছীলানাং) বঃ (যুষ্মাকং) ভদ্রং (শুভমস্তু পার্থানাং (পাণ্ডবানাং) কীর্ত্তিদূষণং (যশোনাশকং) আত্মবৈরূপ্যকর্ত্তারং (আত্মানস্তব পদচ্ছেদন বিরূপতাং কৃতবন্তং জনং) আখ্যাহি (প্রকাশয়) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—হে বৃষ, নিরপরাধ সাধুপ্রকৃতি তোমাদের মঙ্গল হউক, কোন্ দুষ্টব্যক্তি তোমার পাদত্রয় ছেদন করিয়া অঙ্গের এরূপ বিরূপ সাধন করিয়াছে। অথবা পাণ্ডবদিগের কীর্ত্তিকেই কলুষিত করিয়াছে ? তাহার পরিচয় প্রদান কর ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—কিন্তু তব মুখাৎ কিঞ্চিৎ শ্রুত্বৈবৈনং বধিষ্যামি ইত্যত আহ আখ্যাহীতি। ননু মম কিমপি বিবক্ষিতং নাস্তীতি তত্রাহ। হে বৃষ! বো যুষ্মাকং সাধূনাং নিরপরাধানাং ভদ্রং সুখেঽপি দুঃখেঽপি সদা ভদ্রমেব। কিন্ত্বস্মাকং পার্থানাং কীর্ত্তিং দূষয়তি যস্তম্ আখ্যাহি। তমেব কম্ ? আত্মনস্তব পাদ-চ্ছেদেন বৈরূপ্যং কৃতবন্তম্ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কিন্তু তোমার মুখ হইতে কিছু শ্রবণ করিয়াই ইহাকে বধ করিব, এইজন্য বলিতেছেন—'আখ্যাহি'—অর্থাৎ বল, তোমার পাদ-ত্রয় ছেদনকারী কে ? যদি বল, দেখুন—আমার কিছু বলিবার নাই, এই অপেক্ষায় বলিতেছেন—হে বৃষ! নিরপরাধ সাধু তোমাদের মঙ্গল হউক, কি সুখে, কি দুঃখে—সর্ব্বদাই তোমাদের মঙ্গলই হইয়া থাকে। কিন্তু যে ব্যক্তি পাণ্ডববংশীয় আমাদের কীর্ত্তিকে কলঙ্কিত করিয়াছে, তাহাকে বল। সে ব্যক্তি কে, যে ব্যক্তি পাদত্রয় ছেদন করিয়া তোমার বৈরূপ্য-সাধন করিয়াছে ? ॥ ১৩ ॥

জনেঽনাগস্যঘং যুঞ্জন্ সর্ব্বতোঽস্য চ মদ্ভয়ম্ ।
সাধূনাং ভদ্রমেব স্যাদসাধুদমনে কৃতে ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—(ননু তদাখ্যানে কৃতে কথং ভদ্রং স্যাদিত্যাহ) অনাগসি (নিরপরাধে) জনে অঘং (দুঃখং) যুঞ্জন্ (যোজয়ন্) অস্য (এবংভূতস্য পাপাত্মনঃ) সর্ব্বতঃ চ (সর্ব্বথা এব) মদ্ভয়ং (মত্তঃ সকাশাৎ ভয়ং ভবতি)। অসাধুদমনে (দুষ্টনিগ্রহে) কৃতে (সতি) সাধূনাং (সজ্জনানাং) ভদ্রং (মঙ্গলং) এব স্যাৎ (ভবেৎ) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—যে ব্যক্তি নিরপরাধ-জনকে কষ্ট প্রধান করে, আমা হইতে তাহার ভয় সর্ব্বপ্রকারেই হইয়া থাকে। দুষ্ট দমন করিলেই সাধুগণের মঙ্গল হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—ন চ কথিতে সতি ত্বত্ত এবাস্য ভয়ং কিন্তু-কথনেঽপি সর্ব্বত এবেত্যাহ। নিরাগসি জনে যোঽঘং যুঞ্জন্ ভবেৎ অস্য সর্ব্বত এব হেতুভ্যো মৎ সকাশাদ্ভয়ম্ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহার নাম উল্লেখ করিলে তোমা হইতে ইহার ভয়—ইহা বলিতে পার না, কিন্তু না বলিলেও উহার সব দিক্ হইতেই ভয়—ইহাই বলিতেছেন—'জনে অনাগসি' ইত্যাদি। নিরপরাধ জনকে যে ব্যক্তি দুঃখ দেয়, আমা হইতে তাহার সর্ব্বপ্রকারে ভয় হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

অনাগঃস্বিহ ভূতেষু য আগস্কৃন্নিরঙ্কুশঃ।
আহর্ত্তাস্মি ভুজং সাক্ষাদমর্ত্ত্যস্যাপি সাঙ্গদম্ ॥ ১৫॥

অন্বয়ঃ—(এতস্য দণ্ডে অহমসমর্থঃ ইতি মা শঙ্কয়নীয়মিত্যাহ) ইহ (জগতি) নিরঙ্কুশঃ (অপ্রতিহতগতিঃ) যঃ অনাগঃসু (নিরপরাধেষু) ভূতেষু (জীবেষু) (আগস্কৃৎ অপরাধকর্ত্তা ভবতি) তস্য সাক্ষাৎ অমর্ত্ত্যস্য (দেবস্য) অপি (কা কথা অন্যস্য) সাঙ্গদং (বাহুমূলালঙ্কারসহিতং সমূলমিত্যর্থঃ) ভুজং (বাহুং) আহর্ত্তা অস্মি (অহং আহরিষ্যামি) ॥১৫॥

অনুবাদ—এই জগতে যে দুর্ব্বৃত্ত নিরপরাধ জীবের হিংসা করিয়া অপরাধী হইয়াছে, সাক্ষাৎ দেবতা হইলেও আমি তাহার বলয়াদির সহিত বাহুদ্বয় ছেদন করিব ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—ননু যদি ত্বত্তোঽপি মহাপ্রভাবো বলবাংশ্চ স্যাৎ তদা কিন্তুবেদত আহ অনাগঃস্বিতি। সাক্ষাদমর্ত্ত্যস্যাপি দেবস্যাপি। সাঙ্গদমিতি, মূলত এব ছিত্ত্বা আহরিষ্যামীতি; দেবাসুরনরাদিষু মত্তুল্যো বলিষ্ঠঃ প্রভাবী বা কোঽপি নাস্তীতি ভাবঃ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেখুন—যদি সেই ব্যক্তি তোমা অপেক্ষাও মহাপ্রভাবশালী ও বলবান্ হয় তাহা হইলে কি? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—'অনাগঃসু' ইত্যাদি। সে ব্যক্তি যদি সাক্ষাৎ দেবতাও হন, তাহা হইলেও আমি তাহার আভরণ সহিত মূল হইতে বাহুযুগল ছেদন করিয়া আনিব। দেবতা, অসুর এবং মনুষ্যগণের মধ্যে আমা অপেক্ষা বলিষ্ঠ বা প্রভাবশালী কেহই নাই—এই ভাব ॥ ১৫ ॥

রাজ্ঞো হি পরমো ধর্ম্মঃ স্বধর্ম্মস্থানুপালনম্।
শাসতোঽন্যান্ যথাশাস্ত্রমনাপদ্যুৎপথানি হ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—(ননু একসা নিগ্রহেণ অন্যস্য অনুগ্রহে তব কিং প্রয়োজনং তত্রাহ) ইহ (জগতি) অনাপদি (বিপদঃ অভাবেঽপি) উৎপথান্ (উন্মার্গগামিনঃ) যথাশাস্ত্রং (শাস্ত্রানুসারেণ) অন্যান্ (অধর্ম্মনিষ্ঠান্) শাসতঃ (দণ্ডয়তঃ) রাজ্ঞঃ (ভূপতেঃ) স্বধর্ম্মস্থানুপালনং (ধার্ম্মিকাণাং পরিরক্ষণং) হি পরমঃ (শ্রেষ্ঠঃ) ধর্ম্মঃ (কর্ত্তব্যঃ) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—যাঁহারা যথাশাস্ত্র নিজ নিজ ধর্ম্ম পালন করেন তাঁহাদিগকে পালন করা এবং যাহারা শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া অনাপৎকালেও উৎপথগামী হয় তাহাদিগকে যথাশাস্ত্র শাসন করাই রাজার পরম ধর্ম্ম ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—ননু একস্য নিগ্রহে অন্যস্যানুগ্রহে তব কিং প্রয়োজনম্? তত্রাহ রাজ্ঞো হীতি। অন্যান্ অধর্মিষ্ঠান্। শাসতঃ দণ্ডয়তঃ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেখুন—একজনের নিগ্রহে, অপরের অনুগ্রহে তোমার কি প্রয়োজন? তাহাতে বলিতেছেন—'রাজ্ঞঃ হি' ইতি। 'অন্যান্' বলিতে অধর্ম্মপথে অবস্থিত জনগণের 'শাসতঃ' অর্থাৎ দণ্ডদান করাই রাজার পরম ধর্ম্ম (কারণ অসজ্জনের দণ্ডবিধানে সাধুগণের মঙ্গলই হইয়া থাকে) ॥ ১৬ ॥

ধর্ম্ম উবাচ—

এতদ্বঃ পাণ্ডবেয়ানাং যুক্তমার্ত্তাভয়ং বচঃ।
যেষাং গুণগণৈঃ কৃষ্ণো দৌত্যাদৌ ভগবান্ কৃতঃ ॥১৭॥

অন্বয়ঃ—ধর্ম্মঃ (বৃষরূপধৃক্) উবাচ। যেষাং (পাণ্ডবেয়ানাং) গুণগণৈঃ (হেতুভিঃ) ভগবান্ কৃষ্ণঃ দৌত্যাদৌ (দূতত্বাদিকর্ম্মসু) বৃতঃ (নিযুক্তঃ, তেষাং) পাণ্ডবেয়ানাং (পাণ্ডু বংশীয়ানাং) বঃ (যুষ্মাকং) এতৎ (পূর্ব্বকথিতং) আর্ত্তাভয়ং (বিপন্নানাং অভয়প্রদং) বচঃ (বাক্যং) যুক্তং উচিতম্) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—ধর্ম্ম বলিলেন,—যে পাণ্ডবদিগের গুণগ্রামে আকৃষ্ট হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রার্থনা পূর্ব্বক দৌত্যাদি কার্য্য স্বীকার করিয়াছিলেন, আপনি সেই পাণ্ডবগণেরই বংশধর; সুতরাং আর্ত্ত ব্যক্তির প্রতি এইরূপ অভয়বাণী আপনাদিগেরই সমুপযুক্ত ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—যেষাং গুণগণৈরিতি প্রেমাত্মকৈরিত্যর্থঃ। কৃষ্ণস্য প্রেমৈকবশ্যত্বাৎ তস্যার্জ্জুনস্য পৌত্রস্ত্বং তত্তুল্য এব, তবাপি গুণৈরধীন এব কৃষ্ণো বর্ত্তত ইতি ত্বদশক্যং কিমপি নাস্তীতি ভাবঃ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যেষাং গুণগণৈঃ'—ইতি, যে পাণ্ডবগণের গুণগণের দ্বারা অর্থাৎ প্রেমাত্মক গুণের দ্বারা বশীভূত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দৌত্যাদি কর্ম্ম স্বীকার করিয়াছিলেন—এই অর্থ। কৃষ্ণের প্রেমৈক-বশ্যত্ব-হেতু সেই অর্জ্জুনের পৌত্র তুমিও তাঁহার তুল্যই, তোমারও গুণের অধীনেই শ্রীকৃষ্ণ অবস্থান করিতে-ছেন। এইজন্য তোমার অসাধ্য কোন কর্ম্মই নাই—এই ভাব ॥ ১৭ ॥

ন বয়ং ক্লেশবীজানি যতঃ স্যু পুরুষর্ষভ।
পুরুষং তং বিজানীমো বাক্যভেদবিমোহিতাঃ ॥১৮॥

অন্বয়—পুরুষর্ষভ (হে নরশ্রেষ্ঠ,) যতঃ (যস্মাৎ পুরুষাৎ) ক্লেশবীজানি (লোকদুঃখজনকানি) স্যুঃ (ভবেয়ুঃ) তং পুরুষং (জনং) বাক্যভেদবিমোহিতাঃ (বাদিনাং নানাবিধবাক্যৈঃ মুগ্ধাঃ) বয়ং ন বিজানীমঃ (জ্ঞাতবন্তঃ) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—হে পুরুষ-প্রবর, কোন্ পুরুষ হইতে প্রাণিবর্গের এই ক্লেশের বীজ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা আমরা পরস্পর বিভিন্ন বাক্য বিমুগ্ধ হইয়া জানিতে পারি নাই ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ যতঃ পুরুষাৎ ক্লেশবীজানি স্যুস্তং পুরুষং বয়ং ন জানীমঃ। ননু কথমেবমপলপসি তৎক্লেশদায়ী পুরুষোঽয়ং ময়া দৃশ্যত এব? সত্যমসৌ মম ক্লেশদঃ, কিন্তু মম ক্লেশস্য বীজং কিঞ্চিদবশ্যং ভবিষ্যতি, যতোঽয়ং মমৈব ক্লেশদো নান্যস্য; অতঃ ক্লেশবীজং যতো ভবতি তং পুরুষং ন জানীম ইত্যর্থঃ। ননু শাস্ত্রজ্ঞা যূয়ং কথং ন জানীথ? সত্যম্ বহুশাস্ত্রজ্ঞানমেব তদনির্দ্ধারে কারণমিত্যাহ। বাদিনাং বাক্যভেদৈর্বিমোহিতা ইতি ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আর, যে পুরুষ হইতে ক্লেশের বীজসমূহ উৎপন্ন হয়, তাঁহাকে আমরা জানি না। দেখুন—কিজন্য এইরূপ অপলাপ করিতেছেন? তোমার ক্লেশদায়ী এই পুরুষ আমাকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইতেছে। ইহার উত্তরে বলিতেছেন—সত্য, ঐ ব্যক্তি আমার ক্লেশদ, কিন্তু আমার ক্লেশের বীজ (মূল) অবশ্যই কিছু থাকিবে, যাহার জন্য এই ব্যক্তি আমাকেই ক্লেশ দিতেছে, কিন্তু অপরকে নহে। অতএব ক্লেশের বীজ যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, সেই পুরুষকে আমরা জানি না—এই অর্থ। যদি বলেন—দেখুন, আপনারা শাস্ত্রজ্ঞ, কিজন্য জানিবেন না? সত্য, বহু শাস্ত্রের জ্ঞানই তাহা অনির্দ্ধারণের (নির্ণয় করিতে না পারার) হেতু; ইহাই বলিতেছেন—'বাক্যভেদ-বিমোহিতাঃ', অর্থাৎ বাদিগণের পরস্পর নানাবিধ বাক্যের ভেদবশতঃ বিমোহিত হইয়া আমরা সেই পুরুষকে জানিতে পারি না ॥ ১৮ ॥

বিবৃতি—বৃষরূপী ধর্ম্ম পরীক্ষিতকে বলিলেন,—আমরা জানি না, কোথা হইতে ক্লেশবীজ উৎপত্তি লাভ করে। আমরা নানাজনের বিভিন্ন বাক্যে কিছুই স্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারি না ॥ ১৮ ॥

কেচিদ্বিকল্পবাসনা আহুরাত্মানমাত্মনঃ।
দৈবমন্যেঽপরে কর্ম্ম স্বভাবমপরে প্রভুম্ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—(বাক্যভেদানেব আহ) কেচিৎ বিকল্পবসনাঃ (বিকল্পং ভেদং বসতে আচ্ছাদয়ন্তি যে যোগিনস্তে) (যদ্বা বিকল্পৈঃ কুতর্কৈঃ প্রাবৃতাঃ নাস্তিকাঃ)। আত্মানমেব আত্মনঃ প্রভুং (সুখদুঃখ-

প্রদম্) আহুঃ (বদন্তি)। অন্যে (দৈবজ্ঞাঃ) দৈবং (গ্রহাদিরূপাং দেবতাম্) পরে (মীমাংসকাঃ) কর্ম্ম, অপরে (লোকায়তিকাঃ) স্বভাবম্ (আত্মনঃ প্রভুমাহুরিতি সর্ব্বত্র যোজ্যম্) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—যাঁহারা বিকল্প অর্থাৎ ভেদজ্ঞানকে আবৃত করিয়া থাকেন, এবম্ভূত কেহ কেহ (যোগিগণ) বলেন যে, জীব নিজেই নিজের সুখদুঃখের কর্ত্তা। অন্য কেহ কেহ (দৈবজ্ঞগণ) বলেন যে, দৈবই সুখদুঃখের দাতা। আবার কেহ কেহ (মীমাংসকগণ) বলেন যে, কর্ম্মই সুখদুঃখের কর্ত্তা। অপর কেহ কেহ (লোকায়তিক বা নিরীশ্বর সাংখ্যেরা) স্বভাব বা প্রকৃতিকেই আমার সুখদুঃখের প্রভু বলিয়া থাকেন ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—বাক্যভেদানেবাহ। কেচিদ্বিকল্পং ভেদং বসতে আচ্ছাদয়ন্তি যে যোগিনস্তে আত্মানমেবাত্মনঃ প্রভুং সুখদুঃখপ্রদম্ আহুঃ। যদুক্তম্—"আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ" ইতি। যদ্বা, কেচিদ্বিকল্পং জীবেশ্বরাদিভেদং বসতে আচ্ছাদয়ন্তীতি তথাভূতা ভবন্তীত্যন্বয়ঃ। অত্রার্থে অদ্বৈতবাদিনস্তে হি সুখদুঃখাদেরাত্মজ্ঞানবিজৃম্ভিতস্য দ্বৈতস্য মিথ্যাত্বাৎ ন কোঽপি সুখদুঃখপ্রদো ভবতীত্যাহুঃ কেচিচ্চ তার্কিকা আত্মনঃ সুখদুঃখবীজম্ আত্মানমেবাহুঃ। এবং তে বদন্তি—ন তাবদ্দেবতানাং প্রভুত্বং কর্ম্মাধীনত্বান্ন চ কর্ম্মণঃ স্বাধীনত্বাদতঃ স্বয়মেব প্রভুর্ন চান্যঃ কশ্চিদিতি। অন্যে দৈবজ্ঞা দৈবং গ্রহাদিরূপাং দেবতাম্। পরে মীমাংসকাঃ কর্ম্ম। অপরে লোকায়তিকাঃ স্বভাবং ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বাক্যভেদসমূহই বলিতেছেন—**'কেচিৎ বিকল্পবাসনাঃ'**—কেহ কেহ বিকল্প অর্থাৎ ভেদকে আচ্ছাদন করেন, যাঁহারা যোগী, তাঁহারা বলেন, 'আত্মাই আত্মার প্রভু অর্থাৎ সুখ এবং দুঃখের প্রদাতা'। যেরূপ শ্রীগীতায় উক্ত হইয়াছে—"আত্মাই (মনই) আত্মার (জীবাত্মার) বন্ধু (মুক্তির সহায়), আত্মাই আত্মার রিপু (মুক্তি-বিরোধী)" ইতি। অথবা, কেহ কেহ জীব এবং ঈশ্বরের ভেদ আচ্ছাদন করেন এবং সেইরূপই হন—এই অন্বয়। এই অর্থে অদ্বৈতবাদিগণ বলেন—"সুখ ও দুঃখাদি আত্মার অজ্ঞান-বিজৃম্ভিত এবং এই দ্বৈত বুদ্ধির মিথ্যাত্ব-হেতু কেহই সুখ ও দুঃখ-প্রদাতা হয় না।" কোন কোন তার্কিকগণ বলেন—"আত্মার সুখ ও দুঃখের বীজ আত্মাই।" এইরূপ তাঁহারা বলিয়া থাকেন—সুখ ও দুঃখ প্রদানের প্রতি দেবতাদের কোন প্রভুত্ব (সামর্থ্য) নাই, কারণ উহা কর্ম্মের অধীন; আবার কর্ম্মেরও কোন প্রভুত্ব নাই, যেহেতু কর্ম্মও জীবের স্বাধীন, অতএব নিজেই নিজের প্রভু, অন্য কেহ নহে। অপর দৈবজ্ঞগণ—গ্রহাদিরূপ দেবতাকেই সুখ ও দুঃখ প্রদানের কারণ বলিয়া থাকেন। অন্য মীমাংসকগণ কর্ম্মকেই জীবের সুখ ও দুঃখের হেতু বলেন। অপর লোকায়তিক নাস্তিক চার্ব্বাকাদি স্বভাবকেই সুখ-দুঃখের কারণ বলিয়া থাকেন ॥১৯॥

বিবৃতি—কেহ কেহ বলিয়া থাকেন ভেদের অবস্থান হেতু ক্লেশ উৎপন্ন হয়, ভেদই সত্য বস্তুকে আচ্ছাদন করিয়া থাকে, যোগিগণ বলেন আত্মাই আত্মার প্রভু, জীব ভগবান হইতে বিযুক্ত হইয়াই সুখদুঃখ লাভ করে। জীবেশ্বরাদি ভেদ আবরণ করে বলিয়াই সুখদুঃখাদির উৎপত্তি। অদ্বৈতবাদিগণ দ্বৈতবিচারের মিথ্যাত্ব জানিয়া আদৌ সুখদুঃখের উৎপত্তি হয় নাই বলিয়া থাকেন। বেদকে প্রমাণ জানিয়া এইরূপ কতিপয় মত উদ্ভূত হইয়াছে। বেদাতিরিক্ত অবৈদিক মতসমূহের বিচার অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে, দৈবজ্ঞ গ্রহ নক্ষত্রাদিই সুখ-দুঃখের কারণ স্থির করেন। পূর্ব্বমীমাংসক জৈমিনী জীবের অনুষ্ঠিত ধর্ম্মই কারণরূপে নির্ণয় করেন। লোকায়তিক নাস্তিক চার্ব্বাকাদি স্বভাবকেই সুখ-দুঃখের কারণ বলিয়া স্থির করেন। 'স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্' ইহাই বেদের তাৎপর্য্য। সাংখ্যপ্রকৃতিবাদীর অন্যরূপ বিচার ॥ ১৯ ॥

অপ্রতর্ক্যাদনির্দ্দেশ্যাদিতি কেষ্বপি নিশ্চয়ম্।
অত্রানুরূপং রাজর্ষে বিমৃশ স্বমনীষয়া ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—অপ্রতর্ক্যাৎ (মনসোঽগোচরাৎ) অনির্দ্দেশ্যাৎ (বচসোঽগোচরাৎ পরমেশ্বরাৎ সর্ব্বং ভবতি ইতি) কেষু অপি (সেশ্বরেষু মধ্যে ইতি দুর্ল্লভত্বং দর্শিতং) নিশ্চয়ঃ (নির্ণয়ঃ ইতি সিদ্ধান্তত্বং)। রাজর্ষে (হে রাজন্ ঋষে চ) অত্র (এষু বাদেষু

মধ্যে) স্বমনীষয়া (স্ববুদ্ধ্যা) অনুরূপং (যোগ্যং) বিমৃশ (বিচারয়) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—আবার কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, সুখদুঃখাদি সমস্তই সেই বাক্য ও মনের অগোচর অনির্দ্দেশ্য কারণ হইতেই হইয়া থাকে। অতএব হে বৈষ্ণবরাজ, যাহা সমুচিত সুসিদ্ধান্ত হয়, তাহা আপনি স্বয়ংই স্বীয় বৈষ্ণবী মনীষাদ্বারা বিচার করুন ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—কেষ্বপি বৈষ্ণবেষু অনির্দ্দেশ্যান্নির্দ্দেষ্টুমনর্হাৎ। পরমেশ্বরাদেব সুখদুঃখাদীনি ভবন্তি ইতি নিশ্চয়ঃ। যদুক্তং শ্রুতিভিঃ,—"ত্বদবগমী ন বেত্তি ভবদুত্থশুভাশুভয়োর্গুণবিগুণান্বয়ান্" ইতি। তথা,—"সুখং দুঃখং ভবো ভাবো ভয়ঞ্চাভয়মেব চ। অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপোদানং যশোহযশঃ। ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ ॥" ইতি ভগবদ্গীতাভিশ্চ। ননু তর্হি কথং নির্দ্দেষ্টুমনর্হত্বম্? সত্যং কাল-কর্ম্ম স্বভাব-গ্রহ-ভূত-নৃপ-সর্প-রোগাদিভ্য এব লোকে ক্লেশস্য দর্শনাৎ তেষামেব নির্দ্দেশ্যত্বাৎ বস্তুতস্তু তেষামস্বাতন্ত্র্যাচ্চ ভগবত এব সর্ব্বং ভবতীতি সিদ্ধান্তাৎ ভগবতঃ সকাশাৎ দুঃখং ভবতীত্যুপাসকানাং বক্তুমনৌচিত্যাচ্চ। নন্বেবমপি তস্য বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে দুর্ব্বারে এব ইত্যত আহ অপ্রতর্ক্যাদিতি। অস্মত্তর্কাগোচরত্বাত্তস্য তত্তদপি ন বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ইতি ভাবঃ। যদুক্তং ভীষ্মেণ—"ন চাস্য কর্হিচিদ্রাজন্ পুমান্ বেদ বিধিৎসিতম্। যদ্বিজিজ্ঞাসয়া যুক্তা মুহ্যন্তি কবয়োঽপি হি"। ইতি। তদপি ভক্তাভাসস্য মম দৈন্যবর্দ্ধনেন স্ববিষয়কস্মরণবর্দ্ধনার্থং বা ভক্তোত্তমস্য তব কলিনিগ্রহাদিকীর্ত্তিখ্যাপনার্থং বেতি হিতায়ৈব ক্লেশদানমুহ্যত ইতি। নন্বেষাং মতানাং মধ্যে কস্যোপাদেয়ত্বম্? তত্রাহ। তত্রানুরূপং সমুচিতং সিদ্ধান্তং ত্বমেব স্বমনীষয়া বিচারয়; যতস্ত্বং রাজর্ষির্ভবসি। ইত্যুক্তিভঙ্গ্যা নিশ্চয়শব্দাৎ সর্ব্বান্তে কথনাচ্চ বৈষ্ণবমতস্য সিদ্ধান্তত্বম্। অতঃ কেষ্বপীত্যনেন মতস্যাস্য দুর্ল্লভত্বঞ্চ সূচিতম্। তত্র বিমৃশোত্যয়ং রাজ্ঞো বিমর্শঃ। ন তাবৎ ক্লেশানাং মিথ্যাত্বং, প্রকটমনুভূয়মানত্বাৎ। ন চাত্মনস্তৎকারণত্বং, জীবাত্মনঃ পারতন্ত্র্যাৎ। ন চ গ্রহাণাং তেষাং, কালচক্রাধীনত্বাৎ। ন চ কর্ম্মণঃ, জাড্যাৎ। কিঞ্চ সাক্ষাদ্ধর্ম্মস্যাস্য কিং প্রারব্ধমপ্রারব্ধং বা পাপমস্তি, পাপত্বে ধর্ম্মত্বস্যৈবানুপপত্তেঃ। ন চ স্বভাবস্য তস্যামৈকান্তিকত্বাৎ। তস্মাদ্ভগবত এব কারণত্বং সুস্থিরম্। তদ্বিধিৎসিতন্তু সর্ব্বৈর্দুর্জ্ঞেয়মেবেতি ভীষ্মোক্তিরেব প্রমাণম্ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কোন কোন বৈষ্ণবগণের মধ্যে কেহ কেহ 'অনির্দ্দেশ্যাৎ'—অর্থাৎ নির্দ্দেশ করিতে অযোগ্যত্ব-হেতু পরমেশ্বর হইতেই সুখ, দুঃখাদি হইয়া থাকে—এইরূপ নিশ্চয় (সিদ্ধান্ত) করিয়া থাকেন। যেমন শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রুতিগণের দ্বারা উক্ত হইয়াছে—"হে সগুণ (ষড়্‌গুণৈশ্বর্য্যযুক্ত)! যিনি আপনাকে জানিয়াছেন, তিনি কর্ম্মফল-প্রদাতা ঈশ্বর আপনা হইতে উত্থিত শুভাশুভ কর্ম্মের ফল সুখ দুঃখ প্রাপ্ত হন না, আর দেহাভিমানিদিগের প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-কর বিধি-নিষেধেরও বশীভূত হন না, যেহেতু প্রতিযুগে সগুণ মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইয়া আপনি জীবোদ্ধারের অভিপ্রায়ে যে সকল উপদেশ-লহরী প্রদান করিয়াছেন, গুরু-পরম্পরায় সেই সমস্ত উপদেশ-বাক্য শ্রেষ্ঠ মানবগণের মুখে শ্রবণ-পূর্ব্বক হৃদয়ে ধারণা করতঃ, অপবর্গ-স্বরূপ ভবদীয় ভাবকে তিনি অবধারণ করিয়াছেন, আপনি তাদৃশ ব্যক্তিগণকে মোক্ষপ্রদানে কৃতার্থ করিয়া থাকেন।" ইতি। সেইরূপ শ্রীগীতাতেও বলা হইয়াছে—"সুখ, দুঃখ, ভব (উৎপত্তি), অভাব (বিনাশ), ভয়, অভয়, অহিংসা, সমতা, তুষ্টি, তপ, দান, যশ এবং অযশ—প্রাণিবর্গের এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন ভাব আমা হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে।"

দেখুন—তাহা হইলে কিপ্রকারে নির্দ্দেশ করিতে অযোগ্যত্ব বলিতেছেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—সত্য, এই জগতে কাল, কর্ম্ম, স্বভাব, গ্রহ, ভূত, নৃপ, সর্প এবং রোগাদি হইতেই ক্লেশের দর্শন-হেতু তাহাদিগকেই সুখ ও দুঃখের কারণরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহাদের অস্বতন্ত্রতা-হেতু এবং শ্রীভগবান্ হইতেই সমস্ত কিছুই হয়, এই সিদ্ধান্ত (স্থির নিশ্চয়তা) হেতু এবং ভগবানের নিকট হইতে উপাসকগণের দুঃখ হয়, ইহা বলা উচিত নহে।

দেখুন—এইরূপ হইলেও ভগবানের বৈষম্য ও কৃপা অর্থাৎ কাহার প্রতি বৈষম্য এবং কাহারও প্রতি করুণা—এই দোষ দুর্ব্বার, এই জন্য বলিতেছেন—'অপ্রতর্ক্যাৎ' ইতি। আমাদের তর্কের অগোচর বলিয়া তাঁহার (শ্রীভগবানের) সেই সেই বৈষম্য বা করুণা কখনই হয় না—এই ভাব। যেমন শ্রীভাগ্-বতে শ্রীভীষ্মদেব কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে, "হে রাজন্! এই যে শ্রীকৃষ্ণ কি করিতে ইচ্ছা করেন, কোন ব্যক্তির তাহা জানিবার শক্তি নাই, পণ্ডিতেরাও তাহা জানিতে ইচ্ছা করিয়া মুগ্ধ হন।" ইতি। তথাপি ভক্তাভাস আমার দৈন্যবর্দ্ধনের জন্য অথবা স্ববিষয়ক স্মরণ-বর্দ্ধনের নিমিত্ত, কিম্বা ভক্তশ্রেষ্ঠ তোমার কলি নিগ্রহাদি কীর্ত্তি-খ্যাপনার্থ হিতের নিমিত্তই ক্লেশদান, এইরূপ বলা হইয়া থাকে।

যদি বলেন—দেখুন, এইসকল মতের মধ্যে কোন্‌টী গ্রহণীয়? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—সেই বিষয়ে সমুচিত সিদ্ধান্ত তুমিই নিজ বুদ্ধির দ্বারা বিচার কর, যেহেতু তুমি রাজর্ষি। এইরূপ কথনের ভঙ্গীতে এবং নিশ্চয়-শব্দ প্রয়োগবশতঃ ও সর্ব্বশেষে কথনহেতু বৈষ্ণব-মতেরই সিদ্ধান্তত্ব। অতএব 'কেষ্বপি' অর্থাৎ কাহার কাহার মধ্যে, ইহা বলায় এই মতের দুর্ল্লভত্ব সূচিত হইল। তন্মধ্যে 'বিমৃশ' অর্থাৎ বিচার কর, ইহা বলায়, রাজা পরীক্ষিতের এইরূপ পরামর্শ—ক্লেশসমূহের মিথ্যাত্ব নহে, যেহেতু উহা প্রকাশ্যে অনু-ভূত হয়। আত্মারও কারণত্ব সম্ভব নয়, যেহেতু জীবাত্মা পরতন্ত্র। গ্রহসকলও সুখ-দুঃখের কারণ হইতে পারে না, কারণ উহারা কালচক্রের অধীন। কর্ম্মেরও কারণত্ব হইতে পারে না, জাড্যবশতঃ অর্থাৎ কর্ম্ম জড় বলিয়া। আরও, সাক্ষাৎ এই ধর্ম্মের কি প্রারব্ধ, অথবা অপ্রারব্ধ পাপ আছে? পাপ থাকিলে ধর্ম্মের ধর্ম্মত্বই অসঙ্গত হইয়া পড়ে। আবার স্ব-ভাবেরও কারণত্ব হইতে পারে না, তাহার নানা-প্রকারত্ব-হেতু। অতএব শ্রীভগবানেরই কারণত্ব—ইহা সুসিদ্ধান্ত। তাঁহার বিধিৎসিত (করিবার ইচ্ছা) সকলের দুর্জ্ঞেয়ই—এই ভীষ্মোক্তিই এই বিষয়ে প্রমাণ ॥ ২০ ॥

বিবৃতি—কেহ কেহ নিশ্চয় করেন যে, ইহার বিচার তর্কান্তর্গত নহে। এবং ইহা অনির্দ্দেশ্য এই সকল মত মধ্যে যে মত সর্ব্বাপেক্ষা উপাদেয় তাহাই আপনি স্থির করুন। আপনি ভগবদ্ধর্ম্মপরায়ণ, সুতরাং ভগবানই সকল কারণের কারণ ইহা দৃঢ়রূপে জানিয়াছেন। এক্ষেত্রে তাহার সঙ্গতি কিরূপ সে বিচার আপনিই করিতে পারেন। ভগবানের দুই প্রকার শক্তি-পরিণতিতে আমরা লক্ষ্য করি যে একটী তাঁহার বহিরঙ্গাশক্তি-পরিণতি ও অপরটী বহিরঙ্গা-শক্তির সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট তটস্থাশক্তির পরিণতি। অন্তরঙ্গাশক্তিপরিণতিতে কোনও ক্লেশবীজ নাই, পরন্তু যে স্থলে ক্লেশবীজের অধিষ্ঠান লক্ষিত হয়, সে স্থলে জীব মায়া বা তটস্থাশক্তি গুণমায়ায় আবদ্ধ হইয়া অশেষ ক্লেশের ভাগী হয়। ভগবানের শক্তি-পরিণাম হেতু শক্তিমান ও শক্তির বৈশিষ্ট্য বিচারে আমরা শক্তিমানের সহিত শক্তি এবং পরিণতির এবং তাহাদের মধ্যে পরস্পর বিচিত্রতা ও বিভেদ অবস্থিত লক্ষ্য করি। জীবের অন্তরঙ্গাশক্তিপরিণাম ও বহিরঙ্গা শক্তিপরিণামরূপ গ্রহণযোগ্যতা থাকায় জীব বহিরঙ্গা শক্তির অভিভাব্য। জীবের অন্তরঙ্গাশক্তি বা চিচ্ছক্তির অণুত্বপ্রযুক্ত চিদ্ধর্ম্মপ্রকাশে অর্থাৎ স্বতন্ত্রতায় অধিকার আছে। সেই স্বতন্ত্রতা, বশে জীব নিজেচ্ছায় গুণজাত জগতের ভোক্তৃরূপে অবস্থান করেন। তথায় ক্লেশবীজ তাহাকে ওতঃপ্রোতভাবে চিদ্ধর্ম্মের বিপর্য্যয়ে স্থাপন করে। জীব অবিদ্যাগ্রস্ত হইয়া ত্রিগুণান্তর্গত জানিয়া ক্লেশপূর্ণ ভোগের কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করেন। ভগবান যদি জীবের এই স্বতন্ত্রতাটুকু কাড়িয়া লন এবং তাহাকে গুণজাত জগতে ভ্রমণ করিতে বাধা দেন তাহা হইলে জীবের অন্তরঙ্গা-শক্তির অণুত্ব ভগবৎকর্ত্তৃক বিলুপ্ত করা হয়। যেহেতু জীবের অস্মিতায় তটস্থধর্ম্ম ক্রমে অণুচিদ্ধর্ম্ম অবস্থান করে সেজন্য কেবল অচিদ্ধর্ম্মে জীবকে প্রবেশ করাইয়া ভগবান্ কখনই জীবের স্বতন্ত্রতায় বাধা দেন না অর্থাৎ জীবের অণুচিদ্ধর্ম্ম সংহার করেন না। জীবের যাবতীয় কল্যাণ বা অশুভ সমস্তই ভগবান্ হইতে উদিত হয়। অশুভ গ্রহণে জীবের স্বতন্ত্র ইচ্ছা ভগবান বাধা দেন না। যোগ্যতানুসারে জীব স্বেচ্ছা প্রণোদিত হইয়াই ক্লেশ বীজাঙ্কুরিত বৃক্ষের ফলভোগী হন। ইহাতে ভগবানে নিরপেক্ষতা ও দোষশূন্যতা প্রমাণিত হয় ॥ ২০ ॥

এবং ধর্ম্মে প্রবদতি স সম্রাড়্ দ্বিজসত্তমাঃ।
সমাহিতেন মনসা বিখেদঃ পর্য্যচষ্টতম্ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) দ্বিজসত্তমাঃ (দ্বিজসত্তমাঃ শৌনকাদয়ঃ) ধর্ম্মে এবং প্রবদতি (কথয়তি সতি) স সম্রাট্ (পরীক্ষিৎ) সমাহিতেন মনসা (একাগ্রচিত্তেন) বিখেদঃ (গতমোহঃ সন্) তং (ধর্ম্মং) পর্য্যচষ্ট (প্রত্যভাষত জ্ঞাতবানিতি বা) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—হে দ্বিজ-শ্রেষ্ঠ শৌনক, ধর্ম্ম এইরূপ বলিলে পর, সেই সম্রাট্ পরীক্ষিৎ বিশেষ মনোযোগ-সহকারে চিন্তা করতঃ বিগতমোহ হইয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—সমাহিতেন লব্ধসমাধানেন মনসা পর্য্যচষ্ট প্রত্যভাষত ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সমাহিতেন মনসা'—অর্থাৎ সমাধান-প্রাপ্ত মনের দ্বারা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে (ধর্ম্মকে) বলিলেন ॥ ২১ ॥

———

রাজোবাচ—

ধর্ম্মং ব্রবীষি ধর্ম্মজ্ঞ ধর্ম্মোঽসি বৃষরূপধৃক্।
যদধর্ম্মকৃতঃ স্থানং সূচকস্যাপি তদ্ভবেৎ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—রাজোবাচ (রাজা কথয়ামাস) ধর্ম্মজ্ঞ (হে ধর্ম্মমর্ম্ম বিজ্ঞ,) অধর্ম্মকৃতঃ (অধার্ম্মিকস্য) যৎ স্থানং (নরকাদি) সূচকস্য (অধর্ম্মাচারিনির্দ্দেশকস্য) অপি তৎ (নরকাদি) ভবেৎ (লব্ধব্যমিতি হেতোঃ) ধর্ম্মং (ধর্ম্মানুরূপং) ব্রবীষি (কথয়সি, অতঃ) বৃষরূপধৃক্ (বৃষরূপধরস্ত্বং) ধর্ম্মঃ অসি (ইতি স্ফুটং —অনির্দ্ধারিতমিব ব্রুবন্ ঘাতকং জানন্নপি ন সূচয়েৎ ইত্যেবং রূপং ধর্ম্মং ব্রবীষি, অতো ধর্ম্মোঽসি ইতি স্বামিচরণাঃ) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—হে ধর্ম্মজ্ঞ! ধর্ম্মশাস্ত্রে বলেন যে অধার্ম্মিক বা পাপাচারীর যে নরকাদি স্থান লাভ ঘটে অধর্ম্ম নির্দ্দিশকেরও তত্তুল্য স্থান লাভ হইয়া থাকে। এই জন্য নিজ অনিষ্টকারীকে জানিয়াও বলিতেছ না, সুতরাং নিশ্চয়ই তুমি সাক্ষাৎ ধর্ম্ম—বৃষরূপ ধারণ করিয়াছ মাত্র ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—অয়ং মাং নিরপরাধমপি তাড়য়তীতি ময়ি রাজনি বক্তুমর্হন্নপি পৃষ্টোঽপি যন্ন ব্রবীষি তদ্ধর্ম্মং ব্রবীষি। যতোঽধর্ম্মকর্ত্তুর্যৎ স্থানং সূচকস্যাপি তৎ, কিং পুনরভিধায়কস্য; অতস্ত্বং সাক্ষাদ্ধর্ম্ম এব ময়ানুমিতঃ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই ব্যক্তি (রাজবেশধারী কলি) নিরপরাধী আমাকে তাড়না করিতেছে—এই হেতু, আমি রাজা, আমাকে বলা উচিত হইলেও, আমার দ্বারা পৃষ্ট হইয়াও তুমি বলিতেছ না, অতএব তুমি ধর্ম্মই বলিতেছ। কারণ অধর্ম্ম আচরণকারীর যে স্থান (নরকাদি), তাহার সূচনাকারীরও সেই স্থান, আর, সেই ঘাতকের নাম উল্লেখকারীর যে সেই নরকাদি স্থান প্রাপ্তি হইবে, এই বিষয়ে কি বক্তব্য? এইরূপ ধর্ম্ম বলায়, তুমি সাক্ষাৎ ধর্ম্মই, ইহা আমি অনুমান করিতেছি ॥ ২২ ॥

মধ্ব—অসতাং সূচকস্য ন দোষস্তথাপি সতাং ন সূচনীয়মিতি দর্শয়িতুং জ্ঞাতুং শক্যত্বাচ্চ রাজ্ঞঃ। যদ্যধর্ম্মঃ কৃতঃ সদ্ভিঃ স ন বাচ্যঃ কথঞ্চন। অসৎকৃতমধর্ম্মন্তু বদন্ ধর্ম্মমবাপ্নুয়াদিতি ব্যাসস্মৃতৌ। তস্য গোচরত্বেঽপি ভূতানামগোচরেতি জ্ঞাপয়িতুং বা ॥ ২২ ॥

———

অথবা দেবমায়ায়া নূনং গতিরগোচরা।
চেতসো বচসশ্চাপি ভূতানামিতি নিশ্চয়ঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—(যদ্বা অজ্ঞানাদপ্যকথনং সম্ভবতীত্যাহ) অথবা দেবমায়ায়াঃ (ঈশ্বরস্য যা মায়া তস্যাঃ) গতিঃ (বধ্যঘাতকলক্ষণা বৃত্তিঃ) নূনং (নিশ্চিতং) ভূতানাং চেতসঃ (অন্তঃকরণস্য) বচসঃ (বাক্যস্য) চ অপি অগোচরা (দুর্জ্ঞেয়া) ইতি নিশ্চয়ঃ (সত্যং) ॥২৩॥

অনুবাদ—অথবা দৈবী মায়ার গতি নিশ্চয় জীবগণের মন এবং বাক্যেরও অগোচর, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—অথবেতি। ত্বয়া সর্ব্বমুক্তমেবেত্যর্থঃ। দেবমায়েত্যাদিনা, অপ্রতর্ক্যাদিতি তদুক্তমনুমোদিতং। দেবস্য ভগবতো মায়ায়াঃ সর্ব্বজগৎপালনসংহারকারিণ্যা গতিঃ ভূতানাং চেতসোঽগোচরেতি অপ্রতর্ক্যেত্যর্থঃ। বচসোঽগোচরা ইতি অনির্দ্দেশ্যেত্যর্থঃ। মায়ায়াস্তচ্ছক্তিত্বাৎ, স দেবঃ পালনসংহারলক্ষণে সুখ-

দুঃখে ভূতেভ্যঃ কথং দদাতীতি জ্ঞাতুং বক্তুঞ্চ কঃ শক্নোতীত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অথবা'—তোমা কর্ত্তৃক সমস্ত কথাই বলা হইয়াছে, এই অর্থ। দেবমায়ার দ্বারা ইত্যাদি বাক্যে, 'অপ্রতর্ক্যাদ্'—তর্কের অতীত, এই ধর্ম্মের উক্তিরই অনুমোদন করা হইল। 'দেবমায়া' বলিতে দেবের অর্থাৎ ভগবানের সমস্ত জগতের পালন ও সংহার-কারিণী মায়ার গতি প্রাণিগণের মনেরও অগোচর--ইহা অপ্রতর্ক্য (তর্কের অতীত), এই অর্থ। বাক্যের অগোচর—ইহা 'অনির্দ্দেশ্য', অর্থাৎ নির্দ্দেশ করিতে অসমর্থ, এই কথার অর্থ। মায়া শ্রীভগবানের শক্তি বলিয়া, সেই দেব ভগবান্ পালন এবং সংহার-রূপ সুখ ও দুঃখ প্রাণিগণকে কিজন্য প্রদান করেন—ইহা জানিতে এবং বলিতে কে সমর্থ —এই অর্থ ॥ ২৩ ॥

তপঃ শৌচং দয়া সত্যমিতি পাদাঃ কৃতে কৃতাঃ।
অধর্ম্মাংশৈস্ত্রয়ো ভগ্না স্ময়-সঙ্গ-মদৈস্তব ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—(ধর্ম্মোঽসৌ ইতি জ্ঞাত্বা তস্য পাদানুবাদেন ব্যবস্থামাহ) তপঃ (তপস্যা) শৌচং দয়া সত্যম্ ইতি (চত্বারঃ) পাদাঃ কৃতে (সত্যযুগে) কৃতাঃ (সম্পাদিতাঃ ততঃ) স্ময়-সঙ্গ-মদৈঃ (অহঙ্কার-প্রসক্তি-মত্ততাদিভিঃ) অধর্ম্মাংশৈঃ (অধর্ম্মপাদৈঃ) তব ত্রয়ঃ (পাদাঃ) ভগ্নাঃ (ত্রিভিরংশৈঃ প্রনষ্টাঃ, স্ময়েন তপঃ, সঙ্গেন শৌচং, মদেন দয়া প্রণশ্যতি) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—সত্য যুগে তপস্যা, শৌচ, দয়া ও সত্য-রূপ তোমার সম্পূর্ণ চারিটি পাদ ছিল, তাহার মধ্যে তিনটি পাদ গর্ব্ব, স্ত্রীসঙ্গ ও মধুপানজনিত মত্ততারূপ অধর্ম্মাংশ দ্বারা ভগ্ন হইয়াছে ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—অহন্তু ত্বয়া অকথিতমপি তব ভদ্রাভদ্রং সর্ব্বং জানাম্যেব, তৎ ত্বং শৃণ্বিত্যাহ তপ ইতি দ্বাভ্যাম্। অধর্ম্মস্য অংশৈঃ পাদৈঃ স্ময়াদিভিঃ। স্ময়ো গর্ব্বঃ। সঙ্গঃ স্ত্রীভিঃ। মদো মধুপানজঃ। উপলক্ষণমেতদ্ধিংসাদেরপি; ততঃ সত্যাদিনাশকত্বং জ্ঞেয়ম্ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আমি কিন্তু তুমি না বলিলেও তোমার মঙ্গল এবং অমঙ্গল সমস্ত কিছুই অবগত হইয়াছি, তাহা তুমি শ্রবণ কর—ইহাই বলিতেছেন—'তপ' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে। হে ধর্ম্ম, সত্যযুগে তপস্যা, শৌচ, দয়া ও সত্য—এই চতুষ্টয়-দ্বারা তোমার চারিটী পদ সম্পূর্ণ ছিল, বোধ হইতেছে, কলির প্রভাবে গর্ব্ব, স্ত্রীতে আসক্তি এবং মদ্যপান-জনিত মত্ততা—এই তিন অধর্ম্মের অংশ দ্বারা তোমার তিনটি পদ ভগ্ন হইয়াছে। এখানে অধর্ম্মের অংশ—স্ময় বলিতে গর্ব্ব, সঙ্গ—স্ত্রীজনের প্রতি আসক্তি এবং মদ—মদ্যপানজাত মত্ততা, ইহা উপলক্ষণ, হিংসাদিও বুঝিতে হইবে, কারণ সেই হিংসাদি হইতেই সত্যাদি বিনষ্ট হইয়া থাকে—ইহা জ্ঞাতব্য ॥ ২৪ ॥

বিবৃতি---ধর্ম্মরূপ বৃষের চারিটী পদ। ঐ পদগুলি তপস্যা, শৌচ, দয়া এবং সত্য নামে প্রসিদ্ধ। সত্য বা কৃতযুগে চতুষ্পাদ ধর্ম্মের অধিষ্ঠান। কলিযুগে চতুষ্পাদ ধর্ম্মের ত্রিপাদ অর্থাৎ তপস্যা শৌচ ও দয়া নষ্ট হওয়ায় একমাত্র সত্যরূপ পদ বর্ত্তমান। ঐ পদত্রয় ভগ্ন হইবার কারণ গর্ব্ব স্ত্রীসঙ্গ ও মাদকদ্রব্য সেবা। এই তিনটীই অধর্ম্মাংশ। গর্ব্বের দ্বারা তপস্যা নষ্ট হয়, স্ত্রীসঙ্গাদি ইন্দ্রিয়তর্পণাদি দ্বারা শুচি নষ্ট হয় এবং মাদকদ্রব্য-সেবা দ্বারা জীব নির্দ্দয় হয় অর্থাৎ পরোপকার প্রবৃত্তি নাশ হইয়া যায়। সত্যযুগে তপসা, শৌচ ও দয়া সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিত। সেইকালে ধ্যান-যোগাদি তপস্যা সম্ভবপর ছিল। তপস্যার অভাবে জীবের অহংকার সেই স্থান অধিকার করিয়াছে। ত্রেতাযুগে তপোহীন হইলেও জীবগণ শৌচ, দয়া ও সত্যবিশিষ্ট ছিলেন। সে জন্য ধ্যানযোগের পরিবর্ত্তে যজ্ঞাদি সাধনে যুগধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিতেন, পরবর্ত্তী দ্বাপরযুগে তপস্যা, শৌচ, গর্ব্ব ও স্ত্রীসঙ্গ-প্রভাবে খর্ব্ব হইলে ভগবদর্চ্চার পরিচর্য্যারূপ দয়া ও সত্য যুগধর্ম্মের সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন। পরে কলিকালে অহঙ্কার, স্ত্রীসঙ্গ ও মাদকদ্রব্য তপস্যা, পবিত্রতা ও দয়া নষ্ট করিয়া একমাত্র সত্যরূপ হরিনাম যুগের অমঙ্গল হইতে রক্ষা করিতেছেন। এখানে হরিনামকারী অনেক সময় অসত্য পথ অবলম্বন করিলেও হরিনামের সত্যপরত্ব, গর্ব্ব, স্ত্রীসঙ্গ ও মাদকদ্রব্যের দ্বারা আবৃত হয় না। ভগবদ্বিমুখ অবস্থাতে গর্ব্বের প্রাধান্য বর্ত্তমান। হরিজন সঙ্গাভাবে জীব

অপরাধী ও পাপাসক্ত হইয়া দয়া ও সত্যকে কিয়ৎ-পরিমানে বিপন্ন করে। মাদকদ্রব্যের প্রবলতায় জীব দয়াভ্রষ্ট হইয়া অসত্যকে সত্য বলিয়া অধর্ম্মের আবাহন করে ॥ ২৪ ॥

ইদানীং ধর্ম্ম পাদস্তে সত্যং নির্ব্বর্ত্তয়েদ্‌যতঃ।
তং জিঘৃক্ষত্যধর্ম্মোঽয়মনৃতেনৈধিতঃ কলিঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—হে ধর্ম্ম! ইদানীং (কলৌ) তে (তব) পাদঃ (চতুর্থাংশঃ) সত্যং (তত্রাপি সত্যমেবাস্তি) যতঃ (সত্যাৎ, যদাশ্রিত্য ইতি যাবৎ) নির্ব্বর্ত্তয়েৎ (আত্মানং কথঞ্চিদ্ধারয়েৎ, যদ্বা পুরুষঃ ত্বাং সাধয়েৎ) তম্ (অপি পাদং) অনৃতেন (অসত্যরূপেণ) ঐধিতঃ (সংবর্দ্ধিতঃ) কলিঃ (কলিরূপঃ) অয়ম্ অধর্ম্মঃ জিঘৃক্ষতি (গ্রহীতুমিচ্ছতি। কলৌ চতুর্থাংশেঽব-শিষ্যতে সোঽপ্যন্তে নঙ্ক্ষ্যতি ॥ ২৫॥

অনুবাদ—হে ধর্ম্ম, এক্ষণে তোমার সম্পূর্ণ পাদ-চতুষ্টয়ের চারি ভাগের একমাত্র অবশিষ্ট আছে। যে পাদটি আছে তাহাই সত্য। এই সত্যরূপ পাদটি আছে বলিয়াই তুমি কোন মতে আপনাকে ধারণ করিয়া আছ, কিন্তু এই অধর্ম্মরূপী কলি ক্রমশঃ অনৃতদ্বারা সংবর্দ্ধিত হইয়া তোমার ঐ পদটিও গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিতেছে ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—ইদানীং কলৌ। হে ধর্ম্ম! তে পাদশ্চতুর্থমেব তপ-আদিপাদানাং স্ময়াদিভির্ভা-গত্রয়ধ্বংসাৎ অবশিষ্টৈশ্চতুর্থৈরংশৈরেকঃ। স চ "প্রাধান্যেন ব্যপদেশা ভবন্তি" ইতি ন্যায়েন সত্যম্ তপ-আদিষু সত্যস্যৈব প্রাধান্যাৎ। যতঃ সত্যাত্ত্বানাত্মানং নির্ব্বর্ত্তয়েৎ কথঞ্চিদ্ধারয়েৎ; যদ্বা পুরু-ষস্ত্বাং সাধয়েৎ।—তদপি পাদমনৃতেন সংবর্দ্ধিতঃ কলিরূপোঽয়মধর্ম্মঃ গ্রহীতুমিচ্ছতি। তত্রেয়ং দ্বাদশ-স্কন্ধদৃষ্ট্যা স্থিতিঃ—কৃতযুগে প্রথমং সংপূর্ণশ্চ-তুষ্পাদ্ধর্ম্মঃ। ত্রেতায়াং চতুর্ণামপি পাদানাং মধ্যে স্ময়েন তপঃ, সঙ্গেন শৌচং, মদেন দয়া, অনৃতেন সত্যম্ ইত্যেবং চতুর্থোঽংশো হীয়তে। দ্বাপরে ত্বর্দ্ধম্। কলৌ চতুর্থোঽংশোঽবশিষ্যতে; সোঽপ্যন্তে নঙ্ক্ষ্যতীতি ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ইদানীং'—এই কলিযুগে, হে ধর্ম্ম! তোমার তপস্যাদি চারিটি পাদের মধ্যে গর্ব্বাদির দ্বারা তিনটি পাদই ধ্বংস হওয়ায়, অবশিষ্ট একটি পাদ রহিয়াছে এবং তাহা 'প্রাধান্য অনুসারে ব্যপদেশ হয়'—এই ন্যায় অনুসারে সত্য, কারণ তপস্যা প্রভৃতিতেও সত্যেরই প্রাধান্য থাকে। যে সত্য হইতে তুমি নিজেকে কোনরূপে ধারণ করিতে সমর্থ হইবে, অথবা জনগণ সত্যের দ্বারাই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারিবে। কিন্তু সেই (চতুর্থাংশ) পাদও অনৃতের (মিথ্যার) দ্বারা সংবর্দ্ধিত হইয়া কলিরূপ এই অধর্ম্ম গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিতেছে। এখানে শ্রীভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধের দৃষ্টিতে এইরূপ স্থিতি—সত্যযুগে প্রথমে সম্পূর্ণ চারিপাদ ধর্ম্ম ছিল। ত্রেতা-যুগে চারিটি পাদের মধ্যে গর্ব্বের দ্বারা তপস্যা, স্ত্রী-সঙ্গের দ্বারা শৌচ, মদের দ্বারা দয়া, মিথ্যার দ্বারা সত্য—এইরূপ চতুর্থ অংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে। দ্বাপরযুগে আরও অর্দ্ধেক ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। কলিতে চতুর্থাংশ অবশিষ্ট, তাহাও পরিশেষে নষ্ট হইবে ॥২৫

বিবৃতি—অধর্ম্ম—মিথ্যা প্রবল হওয়ায় কলি সত্যের মর্য্যাদা নষ্ট করিয়া ধর্ম্মের শেষ পদটীও আক্রমণ করিতে ইচ্ছা করিতেছে। নানাপ্রকার মিথ্যা সত্যের স্থান অধিকার করিয়া অসত্যকে সত্য বলিয়া জানাইতেছে। শ্রৌতপন্থা বা গুরুপাদপদ্ম-আশ্রয় পরিহার করিয়াই তর্কপন্থা বা অনাত্ম-প্রতীতির কলিহত ভাব প্রবল হইলে সত্যনামক পদটী নিজের রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না ॥ ২৫ ॥

ইয়ং ভূমির্ভগবতা ন্যাসিতোরুভরা সতী
শ্রীমদ্ভিস্তৎপদন্যাসৈঃ সর্ব্বতঃ কৃতকৌতুকা ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—ইয়ঞ্চ ভূঃ (পৃথিবী) ভগবতা (শ্রীকৃষ্ণেন) ন্যাসিতোরুভরা (ন্যাসিতঃ অন্যোঽন্যদ্বারেণ অব-তারিতঃ উরুঃ মহান্ ভরো ভারো যস্যাঃ সা, শ্রীকৃষ্ণঃ পরস্পরং বিনাশদ্বারা পৃথিব্যাঃ ভারং জহার, তথাভূতা সতী) শ্রীমদ্ভিঃ (শোভাশালিভিঃ) তৎপদন্যাসৈঃ (ভগবৎপাদবিক্ষেপৈঃ) সর্ব্বতঃ (সর্ব্বথা) কৃত-কৌতুকা (কৃতং মঙ্গলং যস্যাঃ সা তথাভূতা অত্রাসীৎ) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—এই যে (গোরূপা) পৃথিবী, শ্রীভগবান্

ইহার গুরুভার হরণ করিয়াছিলেন, শ্রীভগবানের শ্রীসম্পন্ন পদবিক্ষেপসমূহ দ্বারা তখন ইনি সর্ব্বভাবে শোভাযুক্তা ছিলেন ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—ন্যাসিতঃ অবতারিতঃ স্বেন অন্যদ্বারা চ উরুর্ভরো ভারো যস্যাঃ সা ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ন্যাসিতোরুভরা'—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই পৃথিবীর গুরুতর মহান্ ভার নিজে এবং অন্যের দ্বারা অবতরণ করিয়াছিলেন, (তৎকালে তাঁহার পাদ-বিন্যাসে এই পৃথিবী কৃত-মঙ্গলা ছিলেন) ॥ ২৬ ॥

শোচত্যশ্রুকলা সাধ্বী দুর্ভগেবোজ্ঝিতা সতী।
অব্রহ্মণ্যা নৃপব্যাজাঃ শূদ্রা ভোক্ষ্যন্তি মামিতি ॥২৭॥

অন্বয়ঃ—উজ্ঝিতা (তেন ভগবতা ত্যক্তা) সতী দুর্ভগা (ভাগ্যহীনা) ইব অশ্রুকলা (অশ্রূণি কলয়তি মুঞ্চতি ইতি অশ্রুমুখী) সাধ্বী (পৃথিবী) অব্রহ্মণ্যাঃ (ব্রাহ্মণদ্বেষিণঃ) নৃপব্যাজাঃ (রাজবংশ-ধরাঃ) শূদ্রাঃ মাং ভোক্ষ্যন্তি (শাস্তারঃ) ইতি (অতঃ) শোচতি (বিলপতি) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—আমাকে ব্রাহ্মণের অহিতকারী শূদ্রগণ রাজা হইয়া ভোগ করিবে, কৃষ্ণপরিত্যক্তা দুর্ভাগ্যবতী সাধ্বী পৃথিবী এই বলিয়া শোক করিতে করিতে অশ্রুত্যাগ করিতেছিলেন ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—অশ্রূণি কলয়তি দধাতীতি ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অশ্রুকলা'—অশ্রুসমূহ যিনি ধারণ করিয়াছেন, অর্থাৎ যিনি অশ্রুপাত করিতেছেন, অশ্রুমুখী সাধ্বী পৃথিবী (শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া এখন দুর্ভাগার ন্যায় রোদন করিতেছেন) ॥২৭॥

ইতি ধর্ম্মং মহীঞ্চৈব সান্ত্বয়িত্বা মহারথঃ।
নিশাতমাদদে খড়্গং কলয়েঽধর্ম্মহেতবে ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—মহারথঃ (বিপুলপরাক্রান্তঃ পরীক্ষিৎ) ইতি (এবং বিধিনা) ধর্ম্মং মহীং চ সান্ত্বয়িত্বা (প্রবোধ্য) অধর্ম্মহেতবে (পাপকারণভূতায়) কলয়ে (কলিং হন্তুমিত্যর্থঃ) নিশাতং (নিশিতং তীক্ষ্ণং) খড়্গং (অসিং) আদদে (জগ্রাহ) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—এইরূপে পরীক্ষিৎ ধর্ম্ম ও পৃথ্বীকে সান্ত্বনা করিয়া, অধর্ম্মের কারণভূত কলিকে বিনাশ করিবার জন্য তীক্ষ্ণ খড়্গ গ্রহণ করিলেন ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—কলয়ে কলিং হন্তুং, খড়্গম্ আদদে ইত্যত্র রাজ্ঞোঽয়মভিপ্রায়ঃ ; মৎপাণিস্থখড়্গদর্শনেনায়-মপি নৃপ চিহ্নধারী ময়া সার্দ্ধং দ্বন্দ্বশো যোদ্ধুমায়াতু, ততশ্চৈনং শীঘ্রমেব হনিষ্যামীতি ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কলিকে হত্যা করিবার জন্য রাজা পরীক্ষিৎ খড়্গ ধারণ করিলেন। এখানে রাজা পরীক্ষিতের এইরূপ অভিপ্রায়—আমার হস্তস্থিত খড়্গ দর্শন করিয়া এই নৃপচিহ্নধারী (কলিও) আমার সহিত দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হউক, তারপর ইহাকে শীঘ্রই বধ করিব ॥ ২৮ ॥

তং জিঘাংসুমভিপ্রেত্য বিহায় নৃপলাঞ্ছনম্।
তৎপাদমূলং শিরসা সমগাদ্ভয়বিহ্বলঃ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ স কলিঃ) জিঘাংসুং (হন্তু-মুদ্যতং) তং (রাজানং পরীক্ষিতং) অভিপ্রেত্য (জ্ঞাত্বা) নৃপলাঞ্ছনং (রাজবেশাদিচিহ্নং) বিহায় (ত্যক্ত্বা) ভয়বিহ্বলঃ (ভীতিকাতরঃ সন্) শিরসা (নিজ-মস্তকেন) তৎপাদমূলং (তস্য পরীক্ষিতস্য চরণতলং) সমগাৎ (সংপ্রাপ্তবান্) (চরণয়োঃ প্রণনাম ইত্যর্থঃ) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—তখন কলি রাজাকে বধোদ্যত দেখিয়া ভয়ে বিহ্বল হইল ও রাজবেশাদি পরিত্যাগ করতঃ তাঁহার পদতলে অবনত-মস্তকে নিপতিত হইল ॥২৯॥

বিশ্বনাথ—বিহায় নৃপলাঞ্ছনমিতি। তদা কলি-নাপ্যেবং বিচারিতম্ ;—অনেন সহ যোদ্ধুং ন মে শক্তির্ন চ ক্ষত্রিয়স্য শরণাপত্তিরুচিতা, অতো নৃপচিহ্নং বিহায়ৈব পাদয়োরস্য পতামীতি ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিহায় নৃপলাঞ্ছনং'—অর্থাৎ রাজোচিত বেশভূষাদি চিহ্ন পরিত্যাগ করিয়া। তৎকালে কলির এইরূপ বিচার—ইঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে আমার শক্তি নাই, কিন্তু ক্ষত্রিয়ের শরণাপন্ন হওয়াও উচিত নয়, অতএব নৃপ-চিহ্ন পরিত্যাগ করি-য়াই ইঁহার পাদযুগলে পতিত হইব ॥ ২৯ ॥

পতিতং পাদয়োর্বীরঃ কৃপয়া দীনবৎসলঃ।
শরণ্যো নাবধীৎ শ্লোক্য আহ চেদং হসন্নিব ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—দীনবৎসলঃ (আর্ত্তবন্ধুঃ) শরণ্যঃ (আশ্রয়ার্হঃ) শ্লোক্যঃ (যশস্বী) বীরঃ (শূরঃ স রাজা) পাদয়োঃ পতিতং (চরণাশ্রিতং কলিং) কৃপয়া (কারুণ্যেন) ন অবধীৎ (ন জঘান, অপিতু) হসন্ ইব ইদং (বক্ষমাণং বাক্যং) আহ (অব্রবীৎ) চ ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—দীনবৎসল, শরণাগতপালক যশস্বী মহাবীর মহারাজ পরীক্ষিৎ তাহাকে চরণতলে নিপতিত দেখিয়া কৃপা বশতঃ তাহার বধসাধন হইতে বিরত হইলেন; এবং যেন ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—নাবধীৎ শ্লোক্য ইতি। রাজ্ঞাপি বিচারিতং;—শরণাগতোহয়ং হন্তুমনর্হঃ তদপি দুষ্টমেনং যদি হন্মি তর্হি শরণাগতবধজাতমধর্ম্মালম্ব্য ময্যেবাসৌ প্রবেক্ষ্যতি ন মরিষ্যতীতি হসন্নিবেতি কোপানপগমাৎ ঈশ্বরেণ তাদৃশ এব বিধির্নির্ম্মিতো যজ্জিঘাংসোরপি মম হস্তাৎ ত্বমদ্য রক্ষিতেঽভূরিতি মনোঽনুলাপাচ্চ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নাবধীৎ শ্লোক্যঃ'—যশস্বী বীর রাজা পরীক্ষিৎ পাদতলে পতিত কলিকে কৃপাপূর্ব্বক বধ করিলেন না। রাজা পরীক্ষিৎ এইরূপ বিচার করিলেন—এই ব্যক্তি অধুনা শরণাগত, অতএব বধের অযোগ্য, তথাপি দুষ্ট ইহাকে যদি আমি হত্যা করি, তাহা হইলে শরণাগতের বধ-জনিত অধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া এই কলি আমাতেই প্রবেশ করিবে, কিন্তু মরিবে না। এইজন্য 'হসন্ ইব' ইতি—অর্থাৎ কোপ বিদূরিত না হইলেও, ঈশ্বর কর্ত্তৃক এইরূপ বিধি নিরূপিত হইয়াছে যে—বধ করিতে ইচ্ছুক আমার হস্ত হইতে অদ্য তুমি রক্ষিত হইলে, এইরূপ মনে মনে বিবেচনা করিয়া হাস্য করিতে করিতেই যেন বলিলেন ॥ ৩০ ॥

শ্রীরাজোবাচ—

ন তে গুড়াকেশযশোধরাণাং
বদ্ধাঞ্জলের্বৈ ভয়মস্তি কিঞ্চিৎ।
ন বর্ত্তিতব্যং ভবতা কথঞ্চন
ক্ষেত্রে মদীয়ে ত্বমধর্ম্মবন্ধুঃ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—রাজা উবাচ। (হে কলে) গুড়াকেশযশোধরাণাং (গুড়াকেশঃ অর্জ্জুনঃ তস্য যশোধরাঃ কীর্ত্তিবর্দ্ধনাঃ তদ্বংশীয়া ইতি যাবৎ যে বয়ং তেষাং তান্ প্রতি ইত্যর্থঃ) বদ্ধাঞ্জলেঃ (বদ্ধঃ অঞ্জলিঃ যেন তস্য) তে (তব) ন বৈ কিঞ্চিৎ ভয়মস্তি। (পরন্তু) মদীয়ে ক্ষেত্রে (মম রাজ্যে) কথঞ্চন (কেনাপ্যংশেন) ন বর্ত্তিতব্যং (স্থাতব্যং যতঃ) ত্বং অধর্ম্মবন্ধুঃ (পাপসহায়ঃ) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—রাজা বলিলেন, হে কলি! জিতনিদ্র অর্জ্জুনের বংশধরের নিকট কৃতাঞ্জলি শরণাগত তোমার কোনও রূপ ভয়ের আশঙ্কা নাই, কিন্তু তুমি আমার শাসিত রাজ্যমধ্যে কোন স্থানেও থাকিতে পারিবে না, কারণ তুমি অধর্ম্মের প্রধান সহচর ॥৩১॥

বিশ্বনাথ—স্বকার্য্যং বিচার্য্যাহ। গুড়াকেশোঽর্জ্জুনস্তদ্‌যশোধরাণামস্মাকমগ্রতো বদ্ধাঞ্জলেস্তব। কিঞ্চ কথঞ্চন কেনাপ্যংশেন ন বর্ত্তিতব্যং ন স্থেয়ম্ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—স্বকার্য্য বিচার করিয়া বলিতেছেন—'গুড়াকেশ-যশোধরাণাং' গুড়াকা নিদ্রা, তাহার ঈশ অর্থাৎ জিতনিদ্র অর্জ্জুন, তাঁহার যশের ধারক অর্থাৎ তাঁহার যশোধারণে ব্যগ্র আমাদের নিকট কৃতাঞ্জলি হইয়া আশ্রয় প্রার্থনা করায় তোমার কোন ভয় নাই। কিন্তু আমার শাসিত রাজ্যমধ্যে কোন স্থানেও তুমি অবস্থান করিতে পারিবে না (যেহেতু তুমি অধর্ম্মের বন্ধু) ॥ ৩১ ॥

ত্বাং বর্ত্তমানং নরদেবদেহে-
ষ্বনুপ্রবৃত্তোঽয়মধর্ম্মপূগঃ।
লোভোঽনৃতং চৌর্য্যমনার্য্যমংহো
জ্যেষ্ঠা চ মায়া কলহশ্চ দম্ভঃ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—নরদেবদেহেষু (রাজদেহেষু) বর্ত্তমানং (স্থিতং) ত্বাং অনু (সর্ব্বতঃ) লোভঃ অনৃতং চৌর্য্যং অনার্য্যং (দৌর্জন্যং) অংহঃ (স্বধর্ম্মত্যাগঃ) জ্যেষ্ঠা (অলক্ষ্মীঃ) মায়া (কপটং) কলহঃ দম্ভঃ (অহঙ্কারঃ) চ অয়ং অধর্ম্মপূগঃ (পাপসমূহঃ) প্রবৃত্তঃ (বর্ত্ততে) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—তুমি রাজদেহে থাকিলে, তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ লোভ, মিথ্যা, চৌর্য্য, দৌর্জন্য, স্বধর্ম্ম-ত্যাগ, অলক্ষ্মী, কপটতা, কলহ ও দম্ভ প্রভৃতি অধর্ম্ম-সমূহ উপস্থিত হয় ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—ত্বৎপ্রবৃত্তৌ দোষান্ শৃণ্বিত্যাহ ত্বামিতি। নরাণাং দেবানাঞ্চ দেহেষ্বিতি—দেবা অপি ত্বদাক্রান্ত-দেহা লোভাদ্যধর্ম্মিষ্ঠা ভবন্তি কিং পুনর্নরা ইতি ভাবঃ। বর্ত্তমানং ত্বামনু সর্ব্বতঃ প্রবৃত্তঃ। অনার্য্যং দৌর্জন্যম্। অংহঃ স্বধর্ম্মত্যাগঃ। জ্যেষ্ঠা অলক্ষ্মীঃ। মায়া কপটম্। দম্ভোঽহঙ্কারঃ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তুমি থাকিলে যে সকল দোষ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা শ্রবণ কর, ইহা বলিতেছেন—'ত্বাম্' ইতি। 'নর-দেব-দেহে'—নরসকলের এবং দেবগণের দেহে তুমি (কলি) প্রবিষ্ট হইলে, দেবগণও তোমার দ্বারা আক্রান্ত-দেহ হইয়া লোভাদির দ্বারা অধর্ম্মিষ্ঠ অর্থাৎ অধার্ম্মিক হইয়া পড়ে, আর মানুষের কথা কি বলিব?—এই ভাব। তুমি অবস্থিত হইলে, তোমার সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্ব দিক হইতে লোভ, মিথ্যা, চৌর্য্য প্রভৃতি সকলেই প্রবেশ করে। অনার্য্য—বলিতে দৌর্জ্জন্য। অংহঃ—স্বধর্ম্মের ত্যাগ। জ্যেষ্ঠা—বলিতে অলক্ষ্মী। মায়া—কপটতা। দম্ভ—অহংকার ॥ ৩২ ॥

ন বর্ত্তিতব্যং তদধর্ম্মবন্ধো
ধর্ম্মেণ সত্যেন চ বর্ত্তিতব্যে।
ব্রহ্মাবর্ত্তে যত্র যজন্তি যজ্ঞৈ-
র্যজ্ঞেশ্বরং যজ্ঞবিতানবিজ্ঞাঃ ॥ ৩৩ ॥
যস্মিন্ হরির্ভগবানিজ্যমান
ইজ্যাত্মমূর্ত্তির্যজতাং শং তনোতি।
কামানমোঘান্ স্থিরজঙ্গমানা-
মন্তর্ব্বহির্বায়ুরিবৈষ আত্মা ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) অধর্ম্মবন্ধো, তৎ (তস্মাৎ কারণাৎ) যত্র (যস্মিন্ ব্রহ্মাবর্ত্তে) যজ্ঞবিতানবিজ্ঞাঃ (যজ্ঞস্য বিতানং বিস্তারঃ তত্র বিজ্ঞাঃ নিপুণাঃ) যজ্ঞৈঃ যজ্ঞেশ্বরং (হরিং) যজন্তি (আরাধয়ন্তি) ধর্ম্মেণ সত্যেন চ বর্ত্তিতব্যে (বর্ত্তিতুমর্হে, সত্যধর্ম্মমুখ্যে) ব্রহ্মাবর্ত্তে (দেশে, ত্বয়া) ন বর্ত্তিতব্যং (স্থাতব্যং)। (কিঞ্চ) যস্মিন্, (ব্রহ্মাবর্ত্তে) ইজ্যাত্মমূর্ত্তিঃ (ইজ্যা যাগঃ তদ্রূপামূর্ত্তির্যস্য সঃ যজ্ঞমূর্ত্তিঃ) ভগবান্ হরিঃ ইজ্যমানঃ (যজ্ঞে অর্চ্চিতঃ সন্) যজতাং (যাজ্ঞিকানাং) শং (ক্ষেমং মঙ্গলং) অমোঘান্ (অব্যর্থান্) কামান্ (অভিলাষান্ চ) তনোতি (বিতরতি, তত্র ন বর্ত্তিতব্যমিতিপূর্ব্বেণান্বয়ঃ) (ননু ইন্দ্রাদয়োদেবা ইজ্যন্তে নতু হরিস্তত্রাহ) এষ (হরিঃ) স্থিরজঙ্গমানাং (স্থাবরাদীনাম্) আত্মা। (তথাপি এষ আত্মা জীববৎ ন পরিচ্ছিন্ন ইতি আহ) বায়ুরিব (প্রাণরূপেণ) অন্তঃ (অন্তঃস্থিতোঽপি) বহিঃ (বহিরপি অস্তি, সর্ব্বান্তর্য্যামীশ্বরঃ) ॥ ৩৩-৩৪ ॥

অনুবাদ—অতএব হে অধর্ম্মবন্ধো, যেস্থানে ধর্ম্ম ও সত্যের থাকা উচিত, যেখানে যজ্ঞবিস্তারনিপুণ যাজ্ঞিক-গণ সতত যজ্ঞদ্বারা যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরির পূজা করিয়া থাকেন এবং যেখানে—যিনি স্থাবর ও জঙ্গম সকলেরই আত্মা, যিনি বায়ুর ন্যায় সকলের অন্তরে ও বাহিরে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত ও যিনি যজ্ঞমূর্ত্তি; এবম্বিধ ভগবান্ শ্রীহরি যজ্ঞাদিদ্বারা সৎকৃত হইয়া যাজ্ঞিক-গণের অব্যর্থ মঙ্গল ও নিখিল অভীষ্ট প্রদান করেন; সেই ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রদেশে তোমার থাকা উচিত নহে ॥ ৩৩-৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—ধর্ম্মেণেত্যনেনৈব সিদ্ধে সত্যেন চেতি পৃথগুক্তিঃ সত্যস্যা ধর্ম্মমূলত্বব্যঞ্জিকা। স্কন্ধশাখাদিকং বিনা কেবলেন মূলেনাপি ন প্রায়ঃ প্রয়োজনসিদ্ধিরিত্যতো ধর্ম্মেণেতি চোক্তম্। বর্ত্তিতব্যে বর্ত্তিতুং যোগ্যে।

নন্বিন্দ্রাদয়ো দেবতা অপীজ্যন্তে ন কেবলং ভগবানেব? তত্রাহ। ইজ্যানাম্, ইন্দ্রাদীনাম্; আত্মমূর্ত্তিরন্তর্য্যামিরূপঃ; তে আত্মমূর্ত্তয়ো যস্যেতি বা। স্থিরজঙ্গমানামস্মৎপ্রজানাং কামানৈহিকান্, শং পারত্রিকং সুখং চ তনোতি; বায়ুরিবান্তর্বহিশ্চ সাক্ষাদনুভূয়মানঃ মন্নিত্যর্থঃ। ত্বয়ি বর্ত্তমানে তু তথা নৈব স্যাদিতি ভাবঃ ॥ ৩৩-৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ধর্ম্মেণ সত্যেন চ'—ধর্ম্ম এবং সত্যেরই এই স্থানে বর্ত্তমান থাকা উচিত, এখানে তোমার অবস্থান উচিত নহে। এই বাক্যে 'ধর্ম্মেণ' অর্থাৎ ধর্ম্মেরই থাকা উচিত, ইহার দ্বারাই সিদ্ধ হইলেও, 'সত্যেন চ'—এবং সত্যেরও থাকা উচিত—এই পৃথক্ উক্তির কারণ, সত্য হইতেছে ধর্ম্মের মূল,

স্কন্ধ, শাখাদি বিনা কেবল মূলের দ্বারা প্রায় প্রয়োজন সিদ্ধি হয় না, ইহা বুঝাইবার জন্য 'ধর্ম্মেণ চ' অর্থাৎ ধর্ম্ম ও সত্যেরই থাকা উচিত, ইহা বলা হইয়াছে। 'বর্ত্তিতব্যে'—ধর্ম্ম ও সত্য এই দুইজনেরই অবস্থান করার যোগ্য স্থানে তোমার থাকা উচিত নহে।

যে ব্রহ্মাবর্ত্তে ভগবান্ হরি যজ্ঞে অর্চ্চিত হইতেছেন। দেখুন, যজ্ঞে ইন্দ্রাদি দেবগণও অর্চ্চিত হইয়া থাকেন, কেবল ভগবানই নহেন? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'ইজ্যাত্মমূর্ত্তিঃ'—ভগবান্ হরিই যজ্ঞে অর্চ্চিত ইন্দ্রাদির আত্মমূর্ত্তি অর্থাৎ তাঁহাদের অন্তর্য্যামিরূপ। অথবা সেই দেবগণই শ্রীহরির নিজ মূর্ত্তি। 'স্থিরজঙ্গমানাং'—অর্থাৎ স্থাবর ও জঙ্গম আমাদের প্রজাবর্গের ঐহিক কামনাসমূহ এবং পারত্রিক সুখ বিতরণ করিতেছেন। বায়ুর ন্যায় অন্তরে ও বাহিরে সাক্ষাৎ অনুভূয়মান হইয়া—এই অর্থ। তুমি (কলি) বর্ত্তমান থাকিলে কিন্তু তদ্রূপ কখনই হইবে না, এই ভাব ॥ ৩৩-৩৪ ॥

মধ্ব—ব্রহ্মযজ্ঞা বিতানযজ্ঞাশ্চ।
ইষ্টাত্মমূর্ত্তিঃ ইচ্ছাতনুঃ ॥ ৩৩-৩৪ ॥

বিবৃতি—সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীদ্বয়ের অভ্যন্তরে ব্রহ্মাবর্ত্তদেশে। এখানে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণগণ বাস করেন। তাঁহারা যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর সেবক অর্থাৎ বৈষ্ণব। সর্ব্বক্ষণ তাঁহাদিগের বিষ্ণুসেবাই কৃত্য। এখানে প্রকৃষ্ট সত্য বিরাজমান, সুতরাং অধর্ম্মবন্ধু বিবাদ এ স্থলে থাকা সঙ্গত নহে। ব্রহ্মাবর্ত্তের উভয় পার্শ্বে নদীদ্বয় ব্রহ্মনদী। এখানে সকাম জড়ভোগ প্রবৃত্তির আদর নাই। সকলেই ব্রহ্মজ্ঞ সুতরাং মায়িক ভোগপরতা বা কলির ধর্ম্ম এখানে প্রসারিত হইতে পারে না। হরিভজনশীল ব্রহ্মজ্ঞগণের মধ্যে কলি প্রবেশ করিতে অসমর্থ। মায়াবাদী হরিবিমুখ হওয়ায় তাহাদের মধ্যেই যাবতীয় যুক্তিতর্ক। তাহারা অশ্রৌত তর্ক পথকে শ্রৌতপথ বলিয়া ভ্রম করে ॥ ৩৩-৩৪ ॥

সূত উবাচ—

পরীক্ষিতৈবমাদিষ্টঃ স কলির্জাতবেপথুঃ।
তমুদ্যতাসিমাহেদং দণ্ডপাণিমিবোদ্যতম্ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—সূত উবাচ—পরীক্ষিতা (রাজ্ঞা) এবং (কথিত-প্রকারং) আদিষ্টঃ (অনুজ্ঞাতঃ) স কলিঃ জাতবেপথুঃ (সকম্পদেহঃ সন্) উদ্যতং (উদ্যুক্তং) দণ্ডপাণিম্ (যমম্) ইব উদ্যতাসিং (উদ্ধৃতখড়্গং) তং (রাজানং) ইদং (বক্ষ্যমাণং) আহ (উবাচ) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—সূত বলিলেন, পরীক্ষিৎ কর্ত্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া সেই কলি কম্পিত কলেবরে বধোদ্যত যমের ন্যায়, উত্তোলিত অসি পরীক্ষিৎকে এইরূপ বলিতে লাগিল ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—উদ্যতাসিম্ উচ্চীকৃতখড়্গম্। জাতবেপথুরিতি স্বরক্ষণার্থং বহুতরং বুদ্ধিবলং প্রকাশিতম্; তদপি মম বধ এবোপস্থিত ইতি ভাবঃ। রাজ্ঞো হ্যয়মভিপ্রায়ঃ—যদীমাং মদাজ্ঞাং ন পালয়তি তদা মদভীষ্টমস্য বধমধুনৈব করিষ্যামি, যদি চ পলায়তে তদাস্যাবধেঽপি মম কাপি ক্ষতির্নাস্তীতি। দণ্ডপাণিং যমম্ ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'উদ্যতাসিম্'—যিনি হননের জন্য খড়্গ উত্তোলন করিয়াছেন, সেই মহারাজ পরীক্ষিৎকে কলি বলিল। 'জাতবেপথুঃ—কম্পিত কলেবর, ইহা কলি-কর্ত্তৃক স্বরক্ষণের নিমিত্ত বহুপ্রকার বুদ্ধি প্রকাশিত হইয়াছে; তাহা আমার বধই উপস্থিত হইয়াছে—এই ভাব। রাজা পরীক্ষিতের এই অভিপ্রায়—যদি আমার এই আদেশ (আর্য্যাবর্ত্তে অবস্থান করিতে পারিবে না, এইরূপ) পালন না করে, তাহা হইলে আমার অভীষ্ট ইহার বধ এখনই করিব, আর যদি পলায়ন করে, তাহা হইলে ইহার অবধেও আমার কোন ক্ষতি নাই। 'দণ্ডপাণিং'—দণ্ডহস্ত যমের ন্যায় ॥ ৩৫ ॥

কলিরুবাচ—

যত্র ক্বাথ বৎস্যামি সার্ব্বভৌম তবাজ্ঞয়া।
লক্ষয়ে তত্র তত্রাপি ত্বামাত্তেষুশরাসনম্ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—কলিরুবাচ—(হে) সার্ব্বভৌম! (সমগ্রজগৎপতে!) অথ (অত্র ন বস্তব্যমিতি তাবাজ্ঞাপ্রাপ্ত্যনন্তরং) তবে আজ্ঞয়া (আদেশেন) যত্র ক্বাপি (যস্মিন্

কস্মিন্নপি বা স্থানে) বৎস্যামি (স্থাস্যামি) তত্র তত্রাপি (অপিতু তস্মিন্ স্থানে এব) আত্তেষুশরাসনং (গৃহীতধনুর্ব্বাণং) ত্বাং লক্ষয়ে (পশ্যামি) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—হে পৃথিবীর একমাত্র সম্রাট্ ! আপনার আজ্ঞানুসারে আমি যে কোন স্থানে বাস করিব বলিয়া ইচ্ছা করি, সেই সেই স্থানেই আপনি শরাসনের শর সন্ধান করিয়া অবস্থান করিতেছেন দেখিতে পাই ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—হে সার্ব্বভৌম ! সর্ব্বস্যা অপি ভূমে রাজন্ ! লক্ষয়ে সাক্ষাদেবমেব ত্বাং পশ্যামি। তেন সর্ব্বেষাং স্থাবরজঙ্গমানাং যুষ্মৎপ্রজাত্বাৎ সর্ব্বস্যা অপি ভূমেস্তবাধিকারাৎ মম বস্তুং স্থানাভাবাৎ সম্প্রতি ত্বদগ্রে বর্ত্তমানং ত্বৎপাদয়োঃ পতিতং মাং স্বহস্তেনৈব জহীতি ভাবঃ ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হে সার্ব্বভৌম ! অর্থাৎ সমস্ত ভূমির তুমি অধিপতি, সাক্ষাৎ এইরূপেই সর্ব্বত্র তোমাকে দেখিতেছি। সেইজন্য সকল স্থাবর জঙ্গম তোমার প্রজা, সমস্ত ভূমিই তোমার অধিকারে বর্ত্তমান, আমার বাস করিবার স্থানের অভাবে সম্প্রতি তোমার অগ্রে বর্ত্তমান, তোমার চরণযুগলে পতিত আমাকে তুমি স্বহস্তের দ্বারাই বধ কর—এই ভাব ॥ ৩৬ ॥

তন্মে ধর্ম্মভৃতাং শ্রেষ্ঠ স্থানং নির্দ্দেষ্টুমর্হসি।
যত্রৈব নিয়তো বৎস্যে আতিষ্ঠংস্তেহনুশাসনম্ ॥৩৭॥

অন্বয়ঃ—(হে) ধর্ম্মভৃতাং (ধার্ম্মিকাণাং) শ্রেষ্ঠ (শিরোমণে !) তৎ (তস্মাৎ) যত্র এব (যস্মিন্ স্থানে স্থিত্বা) তে (তব) অনুশাসনং (আজ্ঞাং) আতিষ্ঠন্ (প্রতিপালয়ন্) নিয়তঃ (নিশ্চলঃ নিশ্চিন্ত ইত্যর্থঃ সন্) বৎস্যে (বৎস্যামি স্থাস্যামি) স্থানং (তৎ) মে (মদর্থং) নির্দ্দেষ্টুং (নির্দ্ধারয়িতুম্) অর্হসি ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—অতএব হে ধার্ম্মিকগণের অগ্রগণ্য ! আপনি এমন কোন স্থান নির্দ্দেশ করুন, যে স্থানে আমি স্থিরচিত্তে আপনার আজ্ঞা পালন করতঃ বাস করিতে পারি ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—শরণাগতং ত্বামহং ন হন্মীতি চেৎ তদা হে ধর্ম্মপালকানাং শ্রেষ্ঠঃ ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শরণাগত তোমাকে আমি বধ করিব না, ইহা যদি বল, তাহা হইলে হে ধর্ম্মপালকগণের শ্রেষ্ঠ মহারাজ ! আমি যে স্থানে নিশ্চিন্তে বাস করিয়া আপনার আজ্ঞা পালন করিতে পারি, সেইরূপ কোন স্থান নির্দ্দেশ করুন ॥ ৩৭ ॥

সূত উবাচ—
অভ্যর্থিতস্তদা তস্মৈ স্থানানি কলয়ে দদৌ।
দ্যূতং পানং স্ত্রিয়ঃ সূনা যত্রাধর্ম্মশ্চতুর্ব্বিধঃ ॥৩৮॥

অন্বয়ঃ—সূত উবাচ—তদা (পরীক্ষিৎ এবং) অভ্যর্থিতঃ (কলিনা প্রার্থিতঃ সন্) তস্মৈ (কলয়ে) দ্যূতং (অক্ষক্রীড়াদিকং) পানং (মদ্যাদেঃ) স্ত্রিয়ঃ (স্ত্রীষু সঙ্গঃ) সূনাঃ (প্রাণিবধাঃ ইতি) স্থানানি দদৌ (কল্যর্থং নির্দ্দিষ্টবান্) যত্র চতুর্ব্বিধঃ (তপঃশৌচ-দয়াসত্যনাশকঃ অনৃতমদহিংসাগর্ব্বাত্মকঃ) অধর্ম্মঃ (পাপং বর্ত্ততে) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—সূত বলিলেন, রাজা পরীক্ষিৎ কলির এইরূপ প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া, তাহাকে বাসোপযোগী যে যে স্থানে দ্যূত (অর্থাৎ অবৈধক্রিয়া) পান (মদ্যাদি সেবন) স্ত্রী (অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ বা অত্যন্ত স্ত্রী-আসক্তি), সূনা (জীব-হিংসা)—এই চতুর্ব্বিধ অধর্ম্ম আছে সেই চারি প্রকার স্থান প্রদান করিলেন ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—দ্যূতং স্পষ্টম্। পানং মদ্যাদেঃ। স্ত্রিয়োহবিবাহিতাঃ। সূনাঃ প্রাণিবধাঃ। যত্র চতুর্ব্বিধোহধর্ম্ম ইতি।—দ্যূতেহনৃতং সত্যনাশকং পানে মদো দয়ানাশকঃ, স্ত্রীষু সঙ্গঃ শৌচনাশকঃ, প্রাণিহিংসায়াস্তু সমুদিত এব চতুর্ব্বিধোহধর্ম্মঃ। ন হি প্রাণিহন্তৃষু তপঃ শুচিত্বং দয়া বা; সত্যবচনস্তু তেষু নাস্ত্যেবেতি ॥ ৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দ্যূত—অক্ষ-ক্রীড়াদি। পান—মদ্যাদি পান। স্ত্রীগণ—অবিবাহিত অর্থাৎ অবৈধ স্ত্রী-সঙ্গ। সূনা বলিতে প্রাণিগণের বধ—যেখানে চতুর্বিধ অধর্ম্ম বর্ত্তমান রহিয়াছে। দূত-ক্রীড়ায় মিথ্যা ও সত্যের নাশ; মদ্যাদি পানে মত্ততা ও দয়ার

বিনাশ; অবৈধ স্ত্রীসঙ্গে শৌচ (পবিত্রতা) নাশ, কিন্তু প্রাণি-হিংসায় এই সকল চতুর্বিধ অধর্ম্মই রহিয়াছে। কারণ, প্রাণিহন্তার কোনরূপ তপস্যা, পবিত্রতা অথবা দয়া নাই, আর সত্যকথন ত তাহাদের কখনই নাই ॥ ৩৮ ॥

তথ্য—স্বামিপাদের টীকা—দ্যূতক্রীড়ায় অসত্য, পানে মদ। পূর্ব্বে দয়ানাশক বলিয়া মদ উক্ত হইয়াছে। এস্থলে গর্ব্ব দ্বারা তপোনাশ সূচিত হইতেছে। স্ত্রীসঙ্গদ্বারে হিংসায় ক্রূরতা ও দয়ানাশ-কত্ব সূচিত। যদিও সকল পাপেই সমস্ত ধর্ম্মনাশ সম্ভবপর, তথাপি দ্যূতাদিতে যথাক্রমে প্রধান রূপে অসত্যাদিই ব্যঞ্জিত। দ্বাদশস্কন্ধে ধর্ম্মের চারিপাদ বলিতে সত্য, দয়া, তপ ও দান। এখানে দানশব্দে বর্ত্তমান অধ্যায়ে চতুর্ব্বিংশ শ্লোকে শৌচকেই লক্ষ্য করিতেছে, যেহেতু ভূতসমূহকে অভয় দানে মন শুদ্ধ হয়। "ত্রেতায়াং ধর্ম্মপাদানাং তুর্য্যাংশো হীয়তে শনৈঃ। অধর্ম্মপাদৈরনৃতহিংসাহসন্তোষবিগ্রহৈঃ ॥"

এস্থলে অসন্তোষ শব্দে তাহার হেতু গর্ব্ব ও বিগ্রহ শব্দে তাহার হেতু স্ত্রীসঙ্গই লক্ষিত হইতেছে, অতএব কোন বিরোধ নাই ॥ ৩৮ ॥

বিবৃতি—মহারাজ পরীক্ষিৎ কলিকে নিগ্রহ করিলে কলি তাঁহার নিকট স্থান প্রার্থনা করিল। পরীক্ষিৎ বলিলেন—'তুমি আমার শাসনের মধ্যে কোথায়ও থাকিতে পারিবে না।' কলি পরীক্ষিৎ মহারাজের শাসিত স্থান ব্যতীত কোনও স্থান দেখিতে না পাইয়া পরীক্ষিতকেই স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিবার জন্য প্রার্থনা জানাইলেন। তখন পরীক্ষিৎ মহারাজ অধর্ম্মবন্ধু কলিকে চারিটি মহা-অধর্ম্মস্থান প্রদান করিলেন যথা—(১) দ্যূতক্রীড়া, (২) পান, (৩) স্ত্রীসঙ্গ, ও (৪) প্রাণিবধ।

অপ্রাণী বস্তু দ্বারা ক্রীড়াকেই দ্যূতক্রীড়া বলে। সাধারণতঃ তাস, দাবা, পাশা, ঘোড়দৌড়, জলের খেলা, জুয়া, লটারি, সতরঞ্চ, দশপঁচিশ, বাঘবন্দী প্রভৃতি দ্যূতক্রীড়া মধ্যে গণ্য। ইহা ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন আকারে দেখিতে পাওয়া যায়। কলির অভ্যুদয়ে কত নূতন নূতন দ্যূতক্রীড়ার সৃষ্টি হইতেছে। ধর্ম্মের আবরণ দিয়াও বহুবিধ অপ্রাণী বস্তু দ্বারা ক্রীড়া আরম্ভ হইয়াছে। সুধী ভগবদ্ভক্তগণ তাহা কলির স্থান বুঝিতে পারিয়া ঐ সকল স্থান হইতে অপরকে সতর্ক করিয়া থাকেন।

আসব মাত্রই পান। পানও বহু আকারে দৃষ্ট হয়। কোথায়ও দ্রববস্তুর আকারে, কোথাও ধুম্রাকারে, কোথায়ও বা অন্যান্যরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। তাম্বূল, গুবাক, নস্য, তামাক, গাঁজা, অহিফেন, সুরা সকলই পান মধ্যে গণ্য। তাম্বূল-সেবনে বিলাসেচ্ছা বৃদ্ধি হয়, গুবাক দ্বারা চিত্ত-চাঞ্চল্য ঘটে। তামাকের দ্বারা মতিভ্রংশ, জাড্য ও ভগবদ্বহির্ম্মুখতা হয়। গাঁজা-পানে বুদ্ধিনষ্ট হয়। অহিফেন, ভাং, কালকূট, তামাক, ধুস্তুর, খর্জ্জুর রস, তাড়ি ও গাঁজা এই আটটী "সিদ্ধি" দ্রব্য মানুষকে পশু তুল্য করিয়া ফেলে। "পান"-শব্দের টীকায় স্বামিপাদ "মদ্যাদি" করিয়াছেন। সুতরাং মাধ্বিক, ঐক্ষব, দ্রাক্ষ্য, তাল, খর্জ্জুর, পনসজাত, মৈরেয়, মাক্ষিক, টাঙ্ক, মাধুক, নারিকেলজাত ও অন্নজাত এই দ্বাদশপ্রকার মদ্যও পান মধ্যে গণ্য। যিনি ধার্ম্মিক হইতে চাহেন তিনি এই সকল বস্তুতে কলি বাস করেন জানিয়া তাহা হইতে দূরে থাকিবেন। কোনও কোনও ভক্তব্রুব তাম্বূল ভগবান্‌কে নিবেদন করিতে পারা যায় এবং পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রমুখ ভক্তগণও তাম্বূল ব্যবহার করিয়াছিলেন, সুতরাং প্রসাদী তাম্বূল ব্যবহার করা যাইতে পারে বলিয়া থাকেন। এতদুত্তর এই যে—

"তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা।"

শক্তিশালী ব্যক্তির কোনও বিষয়ে দোষস্পর্শ করে না যেমন অগ্নি যাবতীয় বস্তুকেই গ্রাস করিতে পারে তদ্রূপ। শ্রীভগবান্ একমাত্র অদ্বিতীয় ভোক্তা। সুতরাং যাবতীয় ভোগ্য সামগ্রী তাঁহারই ভোগোপ-করণ। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভৃতি পরমহংসকুলের আচরণ বদ্ধজীবের অনুকরণীয় কখনই নহে। সুধী-ভক্তগণ তাম্বূলাদি ভগবৎপ্রসাদ গ্রহণে নিজ-দিগকে অযোগ্য মনে করিয়া দূর হইতে সম্মান করিবেন। শুদ্ধভক্তগণ বিপ্রলম্ভতনু শ্রীগৌরসুন্দরের ভৃত্যানুভৃত্যজ্ঞানে—শ্রীল রূপপাদের "যাবতা স্যাৎ স্বনির্ব্বাহঃ স্বীকুর্য্যাৎ তাবদর্থবিৎ। আধিক্যে ন্যূনতায়াঞ্চ চ্যবতে পরমার্থতঃ ॥" এই উপদেশ

হৃদয়ে ধারণ করতঃ যাবতীয় বিলাসেচ্ছা বা উপাধি পরিত্যাগ করিবেন।

স্ত্রীসঙ্গ দ্বিবিধ—অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ ও নিজ স্ত্রীতে আসক্তি। উভয়ই কলির স্থান। যে সকল অপ-সম্প্রদায়ে অবৈধ স্ত্রী লইয়া ব্যবহার চলিতেছে সেখানে ধর্ম্ম নাই, নিত্য কলি বিরাজ করিতেছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু ছোট হরিদাসকে লক্ষ্য করিয়া ইহা জগতে শিক্ষা দিয়াছেন।

"প্রভু কহে বৈরাগী করে প্রকৃতি-সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারোঁ আমি তাহার বদন॥
দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয়গ্রহণ।
দারুপ্রকৃতি হরে মুনেরপি মন॥
মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নাবিবিক্তাসনোবসেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপিকর্ষতি॥
ক্ষুদ্রজীব সব মর্কট-বৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া॥
—চৈঃ চঃ অন্ত্য, ২য় অ

স্ত্রীসঙ্গ ত' কলির স্থানই এমনকি স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গও সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জনীয়।

"তেষ্বশান্তেষু মূঢ়েষু খণ্ডিতাত্মস্বসাধুষু।
সঙ্গং ন কুর্য্যাচ্ছোচ্যেষু যোষিৎক্রীড়ামৃগেষু চ॥"
—শ্রীমদ্ভাগবত ৩।৩১।৩৪

বৈধ স্ত্রীতে আসক্তিও অধর্ম্মের সেতু। "কো গৃহেষু পুমান্ সক্তমাত্মানমজিতেন্দ্রিয়ঃ। স্নেহ-পাশৈর্দৃঢ়ৈর্বদ্ধমুৎসহেত বিমোচিতুম্॥ যতো ন কশ্চিৎ ক্ব চ কুত্রচিদ্বা দীনঃ স্বমাত্মানমলংসমর্থঃ। বিমোচিতুং কামদৃশাং বিহারক্রীড়ামৃগো যন্নিগড়ো বিসর্গঃ॥"
—শ্রীমদ্ভাগবত ৭।৬।৯, ১৭

সূনা অর্থে প্রাণিবধ। একমাত্র হরিভজনপরায়ণ ব্যক্তিই এই প্রাণিবধ হইতে মুক্ত। কারণ তাঁহার যাবতীয় চেষ্টাই ভগবদ্দাস্যে নিযুক্ত। আর হরি-সেবাবিমুখ জীবগণ প্রতি মুহূর্ত্তে প্রাণিবধ করিতেছেন। তাহাদের প্রত্যেক শ্বাস-প্রশ্বাস, প্রত্যেক পদবিক্ষেপ, প্রত্যেক দিনের কার্য্যে অসংখ্য প্রাণিবধ হইতেছে। কর্ম্মমার্গীয় প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থাদির মধ্যে পঞ্চসূনাপাপ নিবারণের জন্য যে ঋষিযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ ও পিতৃযজ্ঞের ব্যবস্থা আছে তাহার দ্বারা পাপবীজ নির্ম্মূল হয় না। কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মের নির্হার কখনই আত্যন্তিক নহে। উহা কুঞ্জরস্নানবৎ জানিতে হইবে।

প্রাণিবধ অনেক প্রকারের—নিজ দেহ পোষণের জন্য অপরকে হত্যা করার নাম প্রাণিবধ। এ-জন্মে একটী জীব যাহাকে হত্যা করে পরজন্মে আবার সেই হতজীব অন্যদেহ প্রাপ্ত হইয়া হত্যাকারী জীবকে হত্যা করিয়া থাকে। যথা শ্রীমদ্ভাগবতে ১১।৫।১৪ "যে ত্বনেবম্বিদোঽসন্তঃ স্তব্ধাঃ সদভিমানিনঃ। পশূন্ দ্রুহ্যন্তি বিশ্রব্ধাঃ প্রেত্য খাদন্তি তে চ তান্।" মনু ৫।৫৫

মাং স ভক্ষয়িতাসুত্র যস্য মাংসমিহাদ্ম্যহম্।
এতন্মাংসস্য মাংসত্বং প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥

কেবল নিজহস্তে হত্যা করিলেই পশুবধ হয় না, পশুবধ বহুপ্রকারে হইতে পারে যথা—

অনুমন্তা বিশসিতা নিহন্তা ক্রয়-বিক্রয়ী।
সংস্কর্ত্তা চোপহর্ত্তা চ খাদকশ্চেতিঘাতকাঃ॥
—মনু ৫।৫১

পশুহননে অনুমোদনকারী, হতপশুর মাংস-বিভাগকারী, স্বয়ং হন্তা, মাংসক্রয়বিক্রয়কারী, পাচক, পরিবেশক এবং ভক্ষক এই কয়জনই ঘাতকশ্রেণী-ভুক্ত। কর্ম্মশাস্ত্রে যে যজ্ঞাদিতে পশু হননের ব্যবস্থা দেখা যায় তাহা কেবল জীবের স্বাভাবিকী লালসা সঙ্কোচিত করিয়া নিবৃত্তির উদ্দেশ্যেই জানিতে হইবে। যথা শ্রীমদ্ভাগবতে ১১।৫।১১ লোকে ব্যবায়ামিষমদ্য-সেবা নিত্যা হি জন্তোর্নহি তত্র চোদনা। ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহযজ্ঞসুরাগ্রহৈরাশু নিবৃত্তিরিষ্টা॥

সুতরাং যাহারা শাস্ত্রের এই গূঢ় উদ্দেশ্য না বুঝিয়া দেহ রক্ষার জন্য পশুহননাদি করেন বা প্রশ্রয় দেন তাহারা কলির কবলে পতিত। নিত্যধর্ম্মযাজনশীল ব্যক্তি ঐ সকল সঙ্গ অসৎসঙ্গ জ্ঞানে পরিবর্জ্জন করিবেন। হরিকথা-প্রচারে কুণ্ঠা পশুহনন বা সূনামধ্যে গণ্য, যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—১০।১।৪

নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানা-
দ্ভবৌষধাচ্ছ্রোত্রমনোঽভিরামাৎ।
ক উত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদাৎ
পুমান বিরজ্যেত বিনা পশুঘ্নাৎ॥

যেখানে হরিকথা কীর্ত্তন হইতে বিরতি সেই স্থানেই কলি প্রবেশ করে, আবার যেখানে ভগবদ্ভক্ত-গণ হরিকীর্ত্তন করেন সেখানে ভগবান্ শ্রীহরি বিরাজ করেন।

পরীক্ষিৎ মহারাজ কলিকে উপর্য্যুক্ত চারিটী অধর্ম্মের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। দ্যূতক্রীড়ায় মিথ্যা, পানে মত্ততাহেতু তপস্যানাশ, স্ত্রীসংসর্গে শৌচনাশ, সূনায় ক্রূরতাপ্রযুক্ত দয়ানাশ প্রভৃতি অধর্ম্ম বিরাজমান ॥ ৩৮॥

পুনশ্চ যাচমানায় জাতরূপমদাৎ প্রভুঃ।
ততোঽনৃতং মদং কামং রজো বৈরঞ্চ পঞ্চমম্ ॥৩৯॥

অন্বয়ঃ—(চতুর্ব্বিধস্য অপি একত্রাবস্থানং দেহি ইতি) পুনঃ (ভুয়ঃ) চ যাচমানায় (প্রার্থিনে কলয়ে) প্রভুঃ (পরীক্ষিৎ) জাতরূপং (সুবর্ণঞ্চ) অদাৎ (দত্তবান্) ততঃ (সুবর্ণদানাৎ) অনৃতং (অসত্যং) মদং (গর্ব্বং) কামং (স্ত্রীষু সঙ্গমং) রজো (রজোমূলাং হিংসাং, এতানি, চত্বারি) পঞ্চমং বৈরং (শত্রুতাঞ্চ অদাৎ) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—(উক্ত চতুর্ব্বিধ স্থান পাইয়াও) পুনরায় স্থানপ্রার্থী হইলে নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ পরীক্ষিৎ সেই কলিকে সুবর্ণপ্রদান করিলেন। সেই সুবর্ণ দানেই কলিকে মিথ্যা, অহঙ্কার, স্ত্রীসঙ্গ জন্য কাম, রজোমূলা হিংসা, এই চারিটী স্থান ও পঞ্চম শত্রুতারূপ-স্থানটী প্রদত্ত হইল ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—ভো রাজন্! এতদ্বৃত্তান্তং শ্রুত্বা দ্যূতাদিকং কোঽপি নানুশীলয়িষ্যতি। কিঞ্চ প্রথমং মনসি মৎপ্রবেশস্তত এব লোকাঃ প্রায়োদ্যূতাদিকং ভজন্তে ইতি। তত্র ভবতা দীয়মানমপি স্থানচতুষ্টয়মদত্তমেবাভূৎ। তস্মাদেবং কিমপি স্থানমহং প্রাপ্নুয়াং যল্লোকৈর্দুস্ত্যজং স্যাদিতি-যাচমানায় কলয়ে জাতরূপং স্বর্ণোপলক্ষিতং রজতাদিকং দ্রব্যমাত্রমেব তদ্বাসস্থানত্বেন অদাৎ। তত এব হেতোর্ধনবৎসু—অনৃতং মিথ্যা, মদং পানাদিজনিতা মত্ততা, কামং স্ত্রীসঙ্গঃ, রজো গর্ব্বঃ, ইতি চতুর্ব্বিধোঽধর্ম্মঃ; তথা পঞ্চমং বৈরঞ্চ স্যাৎ। মদকাময়োঃ ক্লীবত্বামার্ষম্ ॥ ৩৯॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হে মহারাজ! এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কেহই দ্যূতাদি ক্রীড়ার অনুশীলন করিবে না। আর, প্রথমে লোকের মনেই আমার প্রবেশ হয়, তাহার পর লোকে প্রায় দ্যূতাদি কার্য্য করিয়া থাকে। অতএব আমার প্রতি দীয়মান (যাহা দিতে চাহিতেছেন) স্থান-চতুষ্টয় অদত্তই হইল। সেইজন্য এইরূপ কোন স্থান যদি আমি পাইতাম, যাহা লোকের দুস্ত্যজ হয়—এইরূপ যাচমান কলিকে, রাজা পরীক্ষিৎ 'জাতরূপং'—অর্থাৎ স্বর্ণোপলক্ষিত রৌপ্যাদি দ্রব্যমাত্রই তাহার বাসস্থানরূপে দান করিলেন। তাহার ফলে ধনিগণের মধ্যে মিথ্যা, মদ্যপানাদিজনিত মত্ততা, 'কামং'—অর্থাৎ অবৈধ স্ত্রী-সঙ্গ এবং গর্ব্ব—এই চারিপ্রকার অধর্ম্ম বিদ্যমান, আর, পঞ্চম স্থান শত্রুতাও অবস্থান করিতেছে। এখানে 'মদং' এবং 'কামং'—এই দুইটি পদে ক্লীব-লিঙ্গের প্রয়োগ আর্ষ ॥ ৩৯ ॥

বিবৃতি—মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট হইতে চতুর্ব্বিধ অধর্ম্মযুক্ত চারিটী স্থান প্রাপ্ত হইয়াও কলি সন্তুষ্ট হইতে পারিল না কারণ উক্ত চতুর্ব্বিধ চারিটী স্থানে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বিরাজিত। কলি পুনরায় এমন একটী স্থান প্রার্থনা করিল যেখানে উক্ত চারিবিধ অধর্ম্মই যুগপৎ এক স্থানে পাওয়া যায়। মহারাজ পরীক্ষিৎ কলির পুনঃ প্রার্থনায় তাহাকে স্বর্ণ প্রদান করিলেন। কারণ এই স্বর্ণ মধ্যে মিথ্যা, গর্ব্ব, স্ত্রীসঙ্গজনিত কাম ও হিংসা এই চারিটী অধর্ম্ম যুগপৎ বিরাজিত, অধিকন্তু শত্রুতা নামক একটী পঞ্চম অনর্থও তাহাতে রহিয়াছে। যেস্থানে বদ্ধজীব ভোক্তৃ অভিমানে অর্থাদির ব্যবহার করিয়া থাকে সেখানেই ঐ সকল অনর্থ উৎপাদিত হয়। কিন্তু সেখানে কৃষ্ণার্থে-অখিলচেষ্ট শুদ্ধভক্ত হরিসেবায় অর্থ নিযুক্ত করেন সেস্থানে অর্থের যথোচিত ব্যবহার হইয়া থাকে।

"ভোগীর কনক, ভোগের জনক,
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব ॥"

সুতরাং যাহারা মাধবের সেবা না করিয়া অর্থ নিজের সেবায় বা মাধবের সেবার নাম করিয়া শালগ্রাম দ্বারা বাদাম ভাঙ্গিয়া খাওয়ার ন্যায় নিজের ভোগে অর্থ লাগাইয়া থাকে তাহারা কলির কবলে পতিত। সেইরূপ প্রবৃত্তি হইতেই ধর্ম্মের নাম করিয়াও বিপ্রলিপ্সা বা শিষ্যাদি বঞ্চনেচ্ছারূপ অনৃত, জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রীর মদ, কামিনী সংগ্রহেচ্ছারূপ কাম এবং হিংসা বা জাগতিক অর্থাদি-প্রতিবন্ধকরহিতা শুদ্ধা ভক্তিকথা-প্রচারে কুণ্ঠা উপস্থিত হইয়া থাকে এবং তৎসঙ্গে শুদ্ধ-

ভক্তগণের উপর মাৎসর্য্য বা শত্রুতা আসিয়া উপস্থিত হয় ॥ ৩৯ ॥

অমূনি পঞ্চ স্থানানি হ্যধর্ম্মপ্রভবঃ কলিঃ ।
ঔত্তরেয়েণ দত্তানি ন্যবসৎ তন্নিদেশকৃৎ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—অধর্ম্মপ্রভবঃ (অধর্ম্মাশ্রয়ঃ) কলিঃ তন্নিদেশকৃৎ (পরীক্ষিতঃ আজ্ঞাবহঃ সন্) ঔত্তরেয়েণ (উত্তরাসুতেন পরীক্ষিতা) দত্তানি অমূনি (উক্তানি) পঞ্চস্থানানি (স্থানেষু ইত্যর্থঃ) ন্যবসৎ (উবাস) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—অধর্ম্মের উৎপাদক কলি, উত্তরানন্দন পরীক্ষিতের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া তৎপ্রদত্ত ঐ পাঁচটি স্থানে গমনপূর্ব্বক বাস করিতে লাগিল ॥৪০॥

বিশ্বনাথ—অমূনি অমীষ্বিত্যর্থঃ। যদ্বা "কাল-ভাবাধ্বদেশানাম্" ইতি কারিকাবলাৎ কর্ম্মত্বম্ ॥৪০॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অমূনি'—অর্থাৎ ঐ পঞ্চস্থান-সকলে কলি বাস করিতে লাগিল। এখানে 'অমূনি'—এই দ্বিতীয়ার স্থানে সপ্তমী বিভক্তি 'অমীষু'—অর্থাৎ ঐ সকল স্থানে, এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। অথবা, 'কাল-ভাবাধ্বদেশানাম্'— (অর্থাৎ অকর্ম্মক ধাতুর যোগে দেশ, কাল, ক্রিয়া এবং পরিমাণবাচক ক্রোশ প্রভৃতি শব্দ কর্ম্ম-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়।) এই কারিকাবলে এখানে 'ন্যবসৎ'—এই অকর্ম্মক বস্-ধাতুর প্রয়োগে দ্বিতীয়া বিভক্তি হইয়াছে ॥ ৪০ ॥

অথৈতানি ন সেবেত বুভূষুঃ পুরুষঃ ক্বচিৎ ।
বিশেষতো ধর্ম্মশীলো রাজা লোকপতির্গুরুঃ ॥৪১॥

অন্বয়ঃ—অথ (অতঃ) বুভূষুঃ (উদ্ভবিতুমিচ্ছুঃ) পুরুষঃ ক্বচিৎ (কদাপি) এতানি (স্ত্রীসুবর্ণাদীনি দ্রব্যাণি) ন সেবেত (তত্র অনাসক্তঃ ভবেৎ)। বিশেষতঃ (আধিক্যেন) ধর্ম্মশীলঃ (ধার্ম্মিকঃ) লোকপতিঃ (প্রজাপালকঃ) গুরুঃ (পূজ্যঃ) রাজা (নৃপতিঃ কদাপি তত্র ন রক্তো ভবেৎ) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—অতএব যে পুরুষ আপনার উন্নতি ইচ্ছা করেন, তাঁহার পক্ষে ঐ সকলের সেবা করা কখনও উচিত নহে। বিশেষতঃ ধার্ম্মিক ব্যক্তি, রাজা, লোক-নেতা, গুরুর পক্ষে ঐ সকলের সেবা করা সর্ব্বথা অনুচিত ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ—স্ত্রীয়ং পরকীয়ামেব ন সেবেত বুভূষুঃ স্বক্ষেমমিচ্ছুঃ। সুবর্ণস্যাসেবনং নাম তত্রানাসক্তিরিত্যেকে ॥ ৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্ত্রিয়ং পরকীয়ামেব'—পরকীয়া স্ত্রীর সেবা করিবেন না, যিনি 'বুভূষুঃ'—অর্থাৎ নিজের মঙ্গল ইচ্ছুক। সুবর্ণের অসেবা বলিতে স্বর্ণাদিতে অনাসক্তি—ইহা কেহ কেহ বলেন ॥ ৪১ ॥

মধ্ব—বিহিতাতিরেকেণ ন সেবেতেতি ॥ ৪১ ॥

বিবৃতি—অতএব যিনি নিজের মঙ্গল ইচ্ছা করেন তিনি কখনও ঐ সকল কলির স্থানের একটীকেও সেবা করিবেন না। বিশেষতঃ ধর্ম্মশীল, লোকনেতা, লোকগুরু রাজা ঐ সকল অধর্ম্ম স্থান হইতে সর্ব্বতো-ভাবে দূরে থাকিবেন। গুরু, নেতা, ধার্ম্মিক বা আচার্য্যের আসন অতি উচ্চে অধিষ্ঠিত। যথা বায়ু-পুরাণে—

আচিনোতি যঃ শাস্ত্রার্থমাচারে স্থাপয়ত্যপি।
স্বয়মাচরতে যস্মাদাচার্য্যস্তেন কীর্ত্তিতঃ॥

যিনি শাস্ত্রসিদ্ধান্ত স্বয়ং আচরণপূর্ব্বক অপরকে আচারে স্থাপিত করেন, তিনি আচার্য্য বলিয়া কথিত। শ্রীগীতাও তাহাই বলেন "যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ। স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনু-বর্ত্ততে ॥" সুতরাং ধার্ম্মিক ব্যক্তি, আচার্য্য, লোক-নেতা ইহাদের আচারবান্ হওয়া আবশ্যক।

শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোক দ্বারা আচার্য্য, লোক-পতি, রাজা ও ধার্ম্মিকের আচরণ নির্ণিত হইয়াছে ॥ ৪১ ॥

বৃষস্য নষ্টাংস্ত্রীন্ পাদাংস্তপঃ শৌচং দয়ামিতি ।
প্রতিসন্দধ আশ্বাস্য মহীঞ্চ সমবর্দ্ধয়ৎ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ—(এবং কলিং নিগৃহ্য পরীক্ষিৎ) বৃষস্য (বৃষরূপধরস্য ধর্ম্মস্য) নষ্টান্ তপঃ শৌচং দয়ামিতি ত্রীন্ পাদান্ প্রতিসন্দধে (প্রবর্ত্তিতবান্) মহীঞ্চ (পৃথিবীমপি) আশ্বাস্য (সান্ত্বয়িত্বা) সমবর্দ্ধয়ৎ (সমৃদ্ধাং চকার) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—অনন্তর মহারাজ পরীক্ষিৎ বৃষরূপধারী

ধর্ম্মের তপ, শৌচ, দয়ারূপ তিনটি ভগ্ন চরণকে পুনরায় সংযোজিত করিলেন এবং পৃথিবীকেও আশ্বাসবাক্য প্রদানপূর্ব্বক সংবর্দ্ধিত করিলেন ॥ ৪২ ॥

বিশ্বনাথ—এবং কলিং নিগৃহ্য বৃষস্য পাদান্ প্রতিসন্দধে ; তপ আদীনি প্রবর্ত্তিতবানিত্যর্থঃ ॥৪২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইপ্রকার কলিকে নিগৃহীত করিয়া বৃষের অর্থাৎ বৃষরূপী ধর্ম্মের পাদসমূহ পুনরায় যুক্ত করিলেন, তপস্যা প্রভৃতির প্রবর্ত্তন করিলেন—এই অর্থ ॥ ৪২ ॥

স এষ এতর্হ্যধ্যাস্তে আসনং পার্থিবোচিতম্ ।
পিতামহেনোপন্যস্তং রাজ্ঞারণ্যং বিবিক্ষতা ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ঃ—স এষ (পরীক্ষিৎ) অরণ্যং বিবিক্ষতা (প্রবেষ্টুমিচ্ছতা) পিতামহেন (রাজ্ঞা যুধিষ্ঠিরেণ) উপন্যস্তং (সমর্পিতং) পার্থিবোচিতং (রাজযোগ্যং) আসনং (সিংহাসনং) এতর্হি (ইদানীং) অধ্যাস্তে (তত্র উপাবিশৎ বর্ত্তমান সামীপ্যে বর্ত্তমানবৎ) ॥৪৩॥

অনুবাদ—সেই এই পরীক্ষিৎ বন-গমনে অভিলাষী পিতামহ মহারাজ যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক অর্পিত রাজোপযুক্ত সিংহাসনে এই সময়ে উপবিষ্ট হইলেন ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—যুষ্মদীয়সত্রপ্রবৃত্তিরপি তৎপ্রভাবাদেবেত্যাহ স এষ ইতি ত্রিভিঃ । অধ্যাস্তে (৪৩), আস্তে, অধুনা (৪৪) পালয়ত (৪৫) ইত্যেষু বর্ত্তমানসামীপ্যে বর্ত্তমাননির্দ্দেশঃ ।

টীকার বঙ্গানুবাদ—আপনাদের এই সত্র-যাগের প্রবৃত্তিও সেই রাজা পরীক্ষিতের প্রভাবেই—ইহা বলিতেছেন, 'স এষ' ইত্যাদি তিনটি শ্লোকে । এখানে 'অধ্যাস্তে'—সিংহাসনে উপবেশন করিলেন, 'আস্তে' (আছেন), 'অধুনা' (এখন), 'পালয়ত' (পালন করায়)—ইত্যাদি পদ বর্ত্তমানকালের সামীপ্যে বর্ত্তমান প্রয়োগ হইয়াছে ॥ ৪৩ ॥

আস্তেঽধুনা স রাজর্ষিঃ কৌরবেন্দ্রশ্রিয়োল্লসন্ ।
গজাহ্বয়ে মহাভাগশ্চক্রবর্ত্তী বৃহচ্ছ্রবাঃ ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ঃ—অধুনা (বর্ত্তমানসামীপ্যে বর্ত্তমানবৎ নির্দ্দেশঃ) মহাভাগঃ (সুভগঃ) চক্রবর্ত্তী (সম্রাট্) বৃহশ্রবাঃ (মহাযশাঃ) স রাজর্ষিঃ (পরীক্ষিৎ) কৌরবেন্দ্রশ্রিয়া (কুরুকুলরাজলক্ষ্ম্যা সহ) উল্লসন্ (শোভমানঃ) গজাহ্বয়ে (হস্তিনাখ্যে পুরে) আস্তে (বর্ত্ততে) ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—আর অধুনা সেই রাজর্ষি, মহাভাগ, চক্রবর্ত্তী, মহাযশা, পরীক্ষিৎ কৌরব-রাজলক্ষ্মীদ্বারা সমধিক দীপ্তিশালী হইয়া হস্তিনাপুরে অবস্থান করিতেছেন ॥ ৪৪ ॥

ইত্থম্ভূতানুভাবোঽয়মভিমন্যুসুতো নৃপঃ ।
যস্য পালয়তঃ ক্ষৌণীং যূয়ং সত্রায় দীক্ষিতাঃ ॥৪৫॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং প্রথমস্কন্ধে পারীক্ষিতে কলিনিগ্রহো নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ।

অন্বয়ঃ—অভিমন্যুসুতঃ অয়ং নৃপঃ (পরীক্ষিৎ) ইত্থম্ভূতানুভাবঃ (এবংপ্রকারমহাত্মা) যস্য ক্ষৌণীং (পৃথ্বীং) পালয়তঃ (রক্ষতঃ সতঃ) যূয়ং (গৌরবে বহুত্বপ্রয়োগঃ জন্মেজয়ঃ ইত্যর্থঃ) সত্রায় (যজ্ঞং কর্ত্তুং) দীক্ষিতাঃ (দীক্ষাং কৃতবন্তঃ) ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে সপ্তদশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ সমাপ্তঃ ।

অনুবাদ—অভিমন্যুপুত্র রাজা পরীক্ষিৎ এইরূপ মহৎগুণসম্পন্ন যে তৎকর্ত্তৃক এই পৃথিবী শাসিত হইয়াছে বলিয়াই আপনারা যজ্ঞে দীক্ষিত হইতে পারিয়াছেন ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীভাগবত প্রথমস্কন্ধ সপ্তদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

বিশ্বনাথ—সত্রং কর্ত্তুম্ । সত্রমিদং বলদেবদৃষ্টাদন্যদেব জ্ঞেয়ম্ ॥ ৪৫ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্ ।
প্রথমেঽয়ং সপ্তদশঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥১৭॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিঠক্কুরকৃতা শ্রীভাগবত-প্রথমস্কন্ধে সপ্তদশাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা ।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সত্রায়'—সত্রং কর্ত্তুং—যজ্ঞ করিতে । ['তুমর্থাচ্চ ভাব-বচনাৎ'—এই সূত্র অনু-

সারে কর্ত্তুং এই তুম্-প্রত্যয় উহ্য থাকায়—চতুর্থী বিভক্তি হইয়াছে।] এই সত্র শ্রীবলদেবের দৃষ্ট সত্র হইতে পৃথক্—ইহা জানিতে হইবে ॥ ৪৫ ॥

ইতি ভক্তমানসের আনন্দদায়িনী 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার সজ্জন-সম্মত প্রথমস্কন্ধের সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত প্রথম স্কন্ধের সপ্তদশ অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১।১৭ ॥

শ্রীমধ্ব—

ইতি শ্রীমদানন্দতীর্থ ভগবৎপদাচার্য্যবিরচিতে শ্রীভাগবত-প্রথমস্কন্ধ-তাৎপর্য্যে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

তথ্য—ইতি প্রথমস্কন্ধে সপ্তদশ অধ্যায়ের তথ্য সমাপ্ত।

বিবৃতি—ইতি প্রথমস্কন্ধের সপ্তদশ অধ্যায়ের বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীভাগবত-প্রথমস্কন্ধের সপ্তদশ অধ্যায়ের শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত।

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ
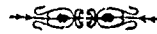
সূত উবাচ—

যো বৈ দ্রৌণ্যস্ত্রবিপ্লুষ্টো ন মাতুরুদরে মৃতঃ।
অনুগ্রহাদ্ভগবতঃ কৃষ্ণস্যাদ্ভুতকর্ম্মণঃ ॥ ১ ॥

শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য

অষ্টাদশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে পরীক্ষিৎ মহারাজের প্রতি শমীক-মুনির পুত্রকর্ত্তৃক ব্রহ্মশাপের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। রাজার প্রতি ইহা কৃপারূপে বর্ষিত হইয়াছিল, কারণ পরীক্ষিৎ ঐ ঘটনা দ্বারা বৈরাগ্যবান্ হইয়াছিলেন।

সূত ঋষিগণকে কহিলেন—পরীক্ষিৎ অশ্বত্থামার অস্ত্রদ্বারা আক্রান্ত হইয়াও শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক মাতৃগর্ভে সুরক্ষিত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই কলি জগতে প্রবেশ করিল। পরীক্ষিৎ কলিকে একেবারে বিনাশ করিলেন না, কারণ বুদ্ধিমান্ রাজা দেখিলেন যে কলির পরাক্রম অজ্ঞান ব্যক্তির নিকটে, কিন্তু ধীর ব্যক্তির নিকটে কলি হততেজা। শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তনকারী ব্যক্তিদিগের মাহাত্ম্য অবর্ণনীয়, কারণ শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ; লক্ষ্মী যাঁহার চরণ-সেবা পাইলে নিজকে কৃতার্থ বোধ করেন, যাঁহার সমান বা যাঁহা হইতে অধিকগুণযুক্ত আর কেহ নাই, যাঁহার পদনখচ্যুত গঙ্গা ব্রহ্মাকর্ত্তৃক অর্ঘরূপে প্রদত্ত হইয়া দেবাদিদেব মহাদেবের সহিত ত্রিভুবনকে পবিত্র করেন, সেই মুকুন্দ ব্যতীত আর কেহই ভগবান্ বা পরমেশ্বর নহেন। পক্ষিগণ যেপ্রকার সামর্থ্যানুসারে অনন্ত আকাশের ঊর্দ্ধে বিচরণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ জীবও অণুশক্তির সামর্থ্যানুসারে ভগবানের গুণকীর্ত্তন করিতে সমর্থ হয়। একদা মহারাজ পরীক্ষিৎ মৃগয়ায় গমন করিয়া অত্যন্ত শ্রান্ত ও তৃষ্ণাতুর হইলে নিকটস্থ শমীক মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইয়া সমাধিস্থ মুনির নিকট হইতে কোনও অভ্যর্থনা না পাইয়া ক্রোধবশতঃ তদীয় ধনুর অগ্রভাগদ্বারা একটী মৃত-সর্পকে মুনির গলদেশে প্রদানপূর্ব্বক ঐস্থান পরিত্যাগ করিলেন। ঋষিপুত্র শৃঙ্গী পিতার ঐ প্রকার অব-মাননার কথা জানিতে পারিয়া পরীক্ষিৎকে অভিশাপ প্রদান করিয়া বলিলেন যে, রাজা ঐ দিন হইতে সপ্তম দিবসে তক্ষক সর্পকর্ত্তৃক দষ্ট হইবেন। শৃঙ্গীর ক্রন্দনধ্বনিতে শমীক মুনির ধ্যান ভঙ্গ হইলে, মুনি বালকপ্রমুখাৎ পরীক্ষিতের আচরণ ও তৎপ্রতি বালকের অভিশাপের বিষয় শ্রবণ করিলেন। কিন্তু শান্তচেতা মুনি বালকের রাজার প্রতি এরূপ অন্যায় আচরণকে কোনও মতেই আদর করিলেন না এবং তাহাকে অত্যন্ত তিরস্কারপূর্ব্বক বলিলেন যে রাজা বিষ্ণুসদৃশ, বিশেষতঃ পরীক্ষিৎ ধর্ম্মের রক্ষক ও পরম ভাগবত, সুতরাং তিনি ঐরূপ অভিশাপের নিতান্ত অযোগ্য। মুনিপ্রবর অপরিণতবুদ্ধি বালকের অপ-

রাধের জন্য ভগবানের নিকটে ক্ষমা ভিক্ষা ও অনুতাপ করিতে লাগিলেন। নিজের অপমানের বিষয় বিন্দুমাত্রও হৃদয়ে স্থান দিলেন না। সুখদুঃখে অনাসক্ত সাধুদিগের আচরণ এইরূপই হইয়া থাকে।

অন্বয়ঃ—সূত উবাচ। যঃ বৈ (পরীক্ষিৎ) দ্রৌণ্যস্ত্রবিপ্লুষ্টঃ (অশ্বত্থাম্নঃ ব্রহ্মাস্ত্রেণ নির্দগ্ধঃ সন্ অপি) অদ্ভুতকর্ম্মণঃ ভগবতঃ কৃষ্ণস্য (শ্রীহরিঃ) অনুগ্রহাৎ (কৃপয়া) মাতুঃ (জনন্যাঃ) উদরে (গর্ভে) ন মৃতঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ—সূত বলিলেন, হে মুনিগণ! যিনি মাতৃগর্ভে অবস্থানকালে, দ্রোণাচার্য্যের পুত্র অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রদ্বারা দগ্ধ হইয়াও অদ্ভুতকর্ম্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহে জননীর উদরে মৃত্যুমুখে নিপতিত হন নাই ॥

বিশ্বনাথ—

অষ্টাদশে মুনেঃ কণ্ঠে সর্পং বদ্ধা গৃহাগতঃ।
অনুতপ্যন্ পস্তস্য পুত্রাচ্ছাপমথাশৃণোৎ ॥

বিশ্বনাথ—পরীক্ষিতঃ কলিনিগ্রহশ্রবণেনাতিবিস্মিতান্ মুনীন্ প্রতি তস্য জন্মাবধি ভগবৎপ্রাপ্তিপর্য্যন্তং সর্ব্বমেব চরিত্রমত্যদ্ভুতং সংক্ষেপেণ গণয়ন্নাহ যো বা ইতি। বিপ্লুষ্টো নির্দগ্ধঃ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই অষ্টাদশ অধ্যায়ে (শমীক) মুনির কণ্ঠে (মৃত) সর্প প্রদান করিয়া গৃহাগত নৃপতি পরীক্ষিৎ অনুতপ্ত হইলেন এবং পরে সেই মুনির পুত্র হইতে শাপ শ্রবণ করিলেন ॥

রাজা পরীক্ষিতের কলি-নিগ্রহ শ্রবণে অত্যন্ত বিস্মিত মুনিগণের প্রতি তাঁহার (পরীক্ষিতের) জন্ম হইতে শ্রীভগবৎ-প্রাপ্তি পর্য্যন্ত অত্যদ্ভুত সমস্ত চরিত্রই সংক্ষেপে আলোচনার জন্য বলিতেছেন—'যো বৈ'—ইতি। বিপ্লুষ্ট—বলিতে অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রের দ্বারা নির্দগ্ধ হইয়াও ॥ ১ ॥

ব্রহ্মকোপোত্থিতাদ্যস্তু তক্ষকাৎ প্রাণবিপ্লবাৎ।
ন সংমুমোহোরুভয়াদ্ভগবত্যর্পিতাশয়ঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ তু ভগবতি (শ্রীকৃষ্ণে) অর্পিতাশয়ঃ (সমর্পিতমনাঃ সন্) ব্রহ্মকোপোত্থিতাৎ (ব্রহ্মশাপাদুত্থিতাৎ) তক্ষকাৎ (নাগাৎ) প্রাণবিপ্লবাৎ (প্রাণনাশাৎ) উরুভয়াৎ (মহাত্রাসাৎ) ন সংমুমোহ (নৈব মোহিতঃ বভূব) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—ভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণ সমর্পিত ছিল বলিয়া যিনি ব্রাহ্মণ-কোপ-সমুত্থ প্রাণসঙ্কটরূপ মহৎ ভয় হইতেও মোহ প্রাপ্ত হন নাই ॥ ২ ॥

উৎসৃজ্য সর্ব্বতঃ সঙ্গং বিজ্ঞাতাজিতসংস্থিতিঃ।
বৈয়াসকের্জহৌ শিষ্যো গঙ্গায়াং স্বং কলেবরম্ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—বৈয়াসকেঃ (শুকস্য) শিষ্যঃ (সন্) বিজ্ঞাতাজিতসংস্থিতিঃ (পরিজ্ঞাতা শ্রীহরেঃ সংস্থিতিঃ তত্ত্বং যেন সঃ) সর্ব্বতঃ সঙ্গং (সর্ব্বেষু বিষয়েষু আসক্তিং) উৎসৃজ্য (ত্যক্ত্বা) গঙ্গায়াং স্বং (স্বীয়ং) কলেবরং (দেহং) জহৌ (তত্যাজ) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—ব্যাসপুত্র শুকদেবের শিষ্য সেই পরীক্ষিৎ ভগবত্তত্ত্ব সম্যক্ পরিজ্ঞাত হইয়া সর্ব্ববিধ আসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক গঙ্গায় স্বীয় কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—বৈয়াসকেঃ শুকস্য শিষ্যঃ সন্, বিজ্ঞাতা অজিতস্য হরেঃ সংস্থিতিস্তত্ত্বং যেন সঃ; বিজ্ঞাতোঽনুভবগোচরীকৃতোঽজিতঃ সংস্থিতৌ মরণকালে যেন স ইতি বা ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বৈয়াসকি অর্থাৎ শ্রীশুকদেবের শিষ্য হইয়া। 'বিজ্ঞাতাজিত-সংস্থিতিঃ'—বিজ্ঞাত হইয়াছে শ্রীহরির সংস্থিতি অর্থাৎ তত্ত্ব যাহা কর্ত্তৃক, সেই রাজা পরীক্ষিৎ। অথবা মরণকালে যিনি শ্রীহরিকে অনুভবের গোচরীকৃত করিয়াছেন, সেই পরীক্ষিৎ ॥ ৩ ॥

মধ্ব—বিজ্ঞানমাত্মযোগং স্যাজ্ জ্ঞানং সাধারণং স্মৃতমিতি ভাগবততন্ত্রে ॥ ৩ ॥

নোত্তমঃশ্লোকবার্ত্তানাং জুষতাং তৎকথামৃতম্।
স্যাৎ সম্ভ্রমোঽন্তকালেঽপি স্মরতাং তৎপদাম্বুজম্ ॥৪॥

অন্বয়ঃ—উত্তমঃশ্লোকবার্ত্তানাং (উত্তমঃশ্লোকস্য ভগবতঃ এব বার্ত্তা যেষু তেষাম্ অতএব) তৎকথামৃতজুষতাং (নিত্যং ভগবদ্কথামৃতং সেবমানানাং)

তৎপদাম্বুজং (শ্রীহরেঃ চরণকমলং) স্মরতাং (অনুধ্যায়িনাং) অন্তকালেহপি (মরণসময়েহপি) সংভ্রমঃ (মোহঃ) ন স্যাৎ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—তাহার এরূপ হওয়া বিচিত্র নহে (কারণ) যে সকল লোক, উত্তমঃশ্লোক ভগবানের বার্ত্তাতেই অবিরত রত থাকেন, অর্থাৎ যাঁহারা নিত্য সেই ভগবৎকথারূপ অমৃত পান করেন ও তাঁহার চরণ-কমল স্মরণ করেন ; মৃত্যু সময়েও তাঁহা-দিগের বুদ্ধিবিভ্রম হয় না ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—নৈতচ্চিত্রমিত্যাহ নোত্তমেতি। উত্তমঃ-শ্লোকস্য বার্ত্তৈব বার্ত্তা জীবনহেতুর্যেষাং তেষাম্ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ইহা অতি আশ্চর্য্যের নহে, তাহাই বলিতেছেন—'নোত্তমঃশ্লোক-বার্ত্তানাং'—ইতি। উত্তমঃশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের কথাই যাঁহাদের জীবনহেতু, তাঁহাদের অন্তকালেও বুদ্ধি-বিভ্রম হয় না ॥ ৪ ॥

বিবৃতি—শ্রীশুকদেব গোস্বামীর নিকট হইতে হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে মহারাজ পরীক্ষিতের অন্তকালেও হরিস্মরণ হইয়াছিল। এইরূপ হওয়া আশ্চর্য্য নহে। কারণ যাঁহারা উত্তমঃশ্লোক শ্রীহরির কথামৃত প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা এই ত্রিবিধ বৃত্তি লইয়া সাধুমুখপদ্ম হইতে শ্রবণ করেন, তাঁহারা অমর হন, অর্থাৎ তাঁহারা শ্রবণ-দশা হইতে ক্রমে বরণ-দশা, স্মরণ-দশা, আপন দশা ও প্রাপণ দশা লাভ করেন। আপন দশায় স্বরূপ সিদ্ধি হয়। স্বরূপ সিদ্ধ ভক্তগণই সহজ পরমহংস। পরে কৃষ্ণ কৃপায় দেহ বিগত সময়ে সিদ্ধদেহে ভগবল্লীলার পরিকর হন। সুতরাং শ্রবণ কীর্ত্তনকারী ব্যক্তির অন্তকালেও হরিস্মৃতি আশ্চর্য্য নহে। কারণ স্মরণাদি ভক্ত্যঙ্গ শ্রবণ কীর্ত্তনেরই অধীন। যথা—(ভাঃ ২।৮।৪)

"শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতং।
নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি ॥

যিনি অন্তকালে ভগবানের স্মরণ করিতে করিতে দেহ পরিত্যাগ করেন তিনি নিত্যকাল সিদ্ধদেহে শ্রীভগবানের নিত্য সেবা লাভ করেন।

"অন্তকালে চ মামেব স্মরন্ মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥
যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥"
(গীতা, ৮।৫, ৬।৪) ॥ ৪ ॥

তাবৎ কলির্ন প্রভবেৎ প্রবিষ্টোঽপীহ সর্ব্বতঃ।
যাবদীশো মহানুর্ব্ব্যামাভিমন্যব একরাট্ ॥ ৫ ।

অন্বয়ঃ—যাবৎ মহান্ (অত্যুদারঃ) আভি-মন্যবঃ (অভিমন্যোঃ পুত্রঃ পরীক্ষিৎ) উর্ব্ব্যাং (পৃথিব্যাম্) একরাট্ (চক্রবর্ত্তী) ঈশঃ (পতিঃ) তাবৎ ইহ (জগতি) সর্ব্বতঃ (সর্ব্বত্র) প্রবিষ্টঃ অপি কলিঃ ন প্রভবেৎ (সামর্থ্যং ন লভেত) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—কলি পূর্ব্বে এই পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রবিষ্ট হইলেও সেই মহানুভব চক্রবর্ত্তী অভিমন্যু-নন্দন মহারাজ পরীক্ষিতের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত নিজ প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয় নাই ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—রাজ্ঞা নিগৃহীতস্য কলেস্ততঃ পরং কীদৃশী স্থিতিরভূদিত্যপেক্ষায়ামাহ তাবদিতি ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—রাজা পরীক্ষিতের দ্বারা নিগৃহীত হইবার পর কলির কিরূপ স্থিতি হইয়াছিল, তাহার অপেক্ষায় বলিতেছেন—'তাবৎ কলিঃ'—ইত্যাদি ॥ ৫ ॥

যস্মিন্নহনি যর্হ্যেব ভগবানুৎসসর্জ্জ গাম্ ॥
তদৈবেহানুবৃত্তোঽসাবধর্ম্মপ্রভবঃ কলিঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—যস্মিন্ অহনি (দিবসে) যর্হি এব (যস্মিন্নেব ক্ষণে) ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) গাং (পৃথিবীং) উৎসসর্জ (তত্যাজ, অপ্রকটো বভূব ইত্যর্থঃ) তদা এব ইহ (জগতি) অধর্ম্মপ্রভবঃ (অধর্ম্মস্য প্রভবো যস্মিন্ সঃ) কলিঃ অনুবৃত্তঃ (প্রবিষ্টঃ) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে দিন যে মুহূর্ত্তে এই ধরণীধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন, অধর্ম্মপ্রভাব কলি সেই দিন সেই মুহূর্ত্তেই এ জগতে প্রবেশ করিয়াছে ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—কলেঃ প্রবেশকালমাহ যস্মিন্নিতি। গাং পৃথ্বীম্ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কলির প্রবেশের কাল বলিতে-

ছেন—যে দিন যে ক্ষণে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ধরাধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন অর্থাৎ অপ্রকট হইয়াছেন ॥৬॥

নানুদ্বেষ্টি কলিং সম্রাট্ সারঙ্গ ইব সারভুক্।
কুশলান্যাশু সিধ্যন্তি নেতরাণি কৃতানি যৎ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—যৎ (যস্মিন্ কলৌ) কুশলানি (পুণ্যানি) আশু (সঙ্কল্পমাত্রেণৈব) সিধ্যন্তি (ফলন্তি) ইতরাণি (পাপানি) ন (আশু ন সিধ্যন্তি পরন্ত) কৃতানি (চেৎ তদা সিধ্যন্তি ন তু সংকল্পিতমাত্রাণি অতঃ) সারঙ্গ ইব (ভ্রমর ইব) সারভুক্ (সারগ্রাহী) সম্রাট্ (রাজা) কলিং ন অনুদ্বেষ্টি (অভিদ্রুহ্যতি ন হতবানিত্যর্থঃ) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—সম্রাট্ পরীক্ষিৎ কলিকে একেবারে বধ করেন নাই ; কারণ তিনি মধুকরের ন্যায় সারগ্রাহী ছিলেন ; তিনি দেখিলেন যে, কলিযুগে ভগবন্নাম কীর্ত্তনাদিরূপ শুভকর্ম্ম সঙ্কল্পমাত্রই সফল হয়, আর পাপকর্ম্মসমূহ সেরূপ হয় না ; পরন্ত অনুষ্ঠিত হইলে সফল হয় ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—নিগৃহীতে কলৌ রাজ্ঞঃ কীদৃশো ভাব আসীদিত্যপেক্ষায়ামাহ। সারঙ্গো ভ্রমরইব। সারগ্রাহী। সারমাহ।—যৎ যস্মিন্ কুশলানি পুণ্যানি, আশু সঙ্কল্পমাত্রেণ ফলন্তি। ইতরাণি পাপানি, আশু ন সিধ্যন্তি। কৃতান্যেব সিধ্যন্তি নত্বকৃতানীতি, তেন কুশলান্যকৃতান্যপি সিধ্যন্তি ইতি লভ্যতে। অকৃতত্বং খল্বিহ সংকল্পিতত্বং ব্যাখ্যাতম্ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কলি নিগৃহীত হইলে রাজা পরীক্ষিতের কি প্রকার ভাব হইয়াছিল, তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'নানুদ্বেষ্টি'। রাজা সারঙ্গ অর্থাৎ ভ্রমরের মত সারগ্রাহী। সার কি, তাহা বলিতেছেন —যে কলিকালে পুণ্য কর্ম্মসকল শীঘ্রই সঙ্কল্পমাত্রে সফল হয়, কিন্তু পাপজনক কর্ম্ম শীঘ্র সিদ্ধ হয় না, তাহা কৃত হইলে সফল হয়, কিন্তু অকৃত হইলে সিদ্ধ হয় না, ইহার দ্বারা পুণ্য কর্ম্মসকল অকৃত হইলেও সফল হয়, ইহা বুঝা যায়। এখানে অকৃতত্ব বলিতে সংকল্পিতত্ব (অর্থাৎ কেবল মাত্র করিবার ইচ্ছা করিলেই পুণ্য কর্ম্মসকল সিদ্ধ হয়। কিন্তু পাপ কর্ম্মগুলি করা হইলে সফল হয়, সংকল্প করিলে কোন ফলদান করে না)—এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইল ॥৭॥

বিবৃতি—মহারাজ পরীক্ষিৎ ভ্রমরের ন্যায় সারগ্রাহীই ছিলেন। ভগবদ্ভক্তগণ এইরূপ সারগ্রাহীই হইয়া থাকেন।

"কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ।
যত্র সংকীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বস্বার্থোঽভিলভ্যতে ॥"

—শ্রীমদ্ভাগবত ১১।৫।৩৫

যে কলিতে একমাত্র সঙ্কীর্ত্তন দ্বারাই সকল স্বার্থ লাভ হয় সারভাগী গুণজ্ঞ আর্য্যগণ সেই কলিকে সম্মান করিয়া থাকেন। সুতরাং পরম ভাগবত রাজা পরীক্ষিতও সেই বিচার করিয়া কলিকে একেবারে নিহত করেন নাই। কলিতে সুকৃতিমান্ হরিকথা শুশ্রূষু ব্যক্তিগণের হৃদয়ে সদ্যসদ্যই শ্রীহরি অবরুদ্ধ হন, কিন্তু ইতর কর্ম্মসমুদয় সেরূপ সঙ্কল্পমাত্র সিদ্ধ হয় না। কলিতে কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপাদির সর্ব্বাঙ্গীন সুষ্ঠু সিদ্ধি নাই। কলিতে জীবের দেহাত্মবুদ্ধি প্রবল, সুতরাং ঐ সকল কার্য্য তত্তৎকর্ম্মনিপুণ অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণকর্ত্তৃকও সুসম্পন্ন হয় না। মহারাজ পরীক্ষিৎ যাহাতে একমাত্র মহাফলযুক্ত হরিনামই জগতে জয়যুক্ত হন এবং নামের বা নামাপরাধের তুচ্ছ ফলাদির সিদ্ধি না হয় তজ্জন্য কলিকে প্রাণে বধ করিলেন না ॥ ৭ ॥

কিন্নু বালেষু শূরেণ কলিনা ধীরভীরুণা।
অপ্রমত্তঃ প্রমত্তেষু যো বৃকো নৃষু বর্ত্ততে ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ (কলিঃ) অপ্রমত্তঃ (সাবধানঃ সন্) বৃকঃ (ব্যাঘ্র ইব) প্রমত্তেষু (অনবধানেষু) বালেষু (মূর্খেষু) নৃষু বর্ত্ততে (তিষ্ঠতি) শূরেণ (পরাক্রমশালিনা) ধীর-ভীরুণা (ধীরেভ্যঃ ভীতেন) কলিনা কিং নু (ভবেৎ ন কিমপি) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—মূর্খজনের নিকটই যাহার শূরত্ব, ধীর জন সন্দর্শন করিলে যে ভীত হয়, এবং যে নিজে সাবধানে থাকিয়া অসাবধান-জনগণকে ব্যাঘ্রের ন্যায় আক্রমণ করে, সে থাকিলেও কোনও ক্ষতি নাই ॥৮॥

বিশ্বনাথ—অনোঽপি রাজ্ঞোঽভিপ্রায় আসীদিত্যাহ। বালেষ্ববিবেকিষু শূরেণ কলিনা কিং? ন

কিমপ্যনিষ্টং ; যতো ধীরেষু বিবেকিষু ভক্তজনেষু চ ভীরুণা। বালকেষ্বেব বৃকঃ শূরঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—রাজা পরীক্ষিতের অপর একটি অভিপ্রায়ও ছিল, তাহা বলিতেছেন—কলি অবিবেকী অসাবধান জনের উপরই প্রভাব বিস্তার করে, অতএব সেই পরাক্রমশালী কলির দ্বারা কি ক্ষতি হইতে পারে? কিছুই নয়, যেহেতু ধীর, বিবেকী এবং ভক্তজনে কলি ভীত হয়। বালকের প্রতি বৃকের মত, অসাবধান ব্যক্তির প্রতিই তার বীরত্ব ॥ ৮ ॥

বিবৃতি—মহারাজ পরীক্ষিৎ কলিকে একেবারে নিহত করিলেন না, কারণ কলির প্রতাপ শিষ্টজনের উপর কার্য্যকরী নহে। অসাধু ব্যক্তিগণের নিকট কলি তাহার পরাক্রম প্রদর্শন করিতে সমর্থ হয়। শিষ্ট জন সর্ব্বদা সাধুসঙ্গে হরিকথায় হরিকার্য্যে নিযুক্ত, সুতরাং তাঁহারা প্রপঞ্চে থাকিয়াও প্রপঞ্চাতীত বৈকুণ্ঠধামে অধোক্ষজ পুরুষের সান্নিধ্য লাভ করিয়া থাকেন। সুদর্শন চক্র সর্ব্বদা হরিজনকে রক্ষা করিয়া থাকেন। যেখানে কৃষ্ণ সেখানে মায়ার অধিকার নাই। সেখানে সূর্য্য সেখানে অন্ধকার থাকিতে পারে না। সুতরাং কলি হরিজনের উপর তাহার কোনও পরাক্রম দেখান দূরে থাকুক, কলি-অসাধুজনের উপর তাহার আধিপত্য প্রদর্শন করিয়া ঐ সকল হরিভক্তের গৌণভাবে সেবাই করিয়া থাকে ॥ ৮ ॥

উপবর্ণিতমেতদ্বঃ পুণ্যং পারীক্ষিতং ময়া।
বাসুদেবকথোপেতমাখ্যানং যদপৃচ্ছত ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে ঋষয়ঃ যূয়ং) যৎ অপৃচ্ছত (পৃষ্টবন্তঃ) ময়া বাসুদেবকথোপেতং (হরিকথা-যুক্তং) এতৎ পুণ্যং (পুতং) পারীক্ষিতং আখ্যানং (পরীক্ষিতবৃত্তান্তং) বঃ (যুষ্মাকং সমীপে) উপ-বর্ণিতং (কীর্ত্তিতং) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—হে ঋষিবৃন্দ! আপনারা আমাকে ভগবান্ বাসুদেবের কথাযুক্ত, যে পূত পরীক্ষিতের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহা আমি আপনা-দিগের সমীপে বর্ণন করিলাম ॥ ৯ ॥

যাঃ যাঃ কথা ভগবতঃ কথনীয়োরুকর্ম্মণঃ।
গুণকর্ম্মাশ্রয়াঃ পুংভিঃ সংসেব্যাস্তা বুভূষুভিঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—কথনীয়োরুকর্ম্মণঃ (কথনীয়ানি উরূণি মহান্তি কর্ম্মাণি যস্য তস্য) ভগবতঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) গুণকর্ম্মাশ্রয়াঃ (গুণকর্ম্মবিষয়াঃ) যাঃ যাঃ কথাঃ (সন্তি) বুভূষুভিঃ (সদ্ভাবমিচ্ছদ্ভিঃ) পুংভিঃ (পুরুষৈঃ) তাঃ তাঃ (কথাঃ) সেব্যাঃ (শ্রবণীয়াঃ) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—যাঁহার অদ্ভুত কর্ম্মসমূহ, সর্ব্বজীবের কীর্ত্তনীয়, সেই ভগবান্ বাসুদেবের গুণ-সূচক কর্ম্মা-শ্রিত যে যে কথা আছে, সেই সকল কথাই সদ্ভাবলিপ্সু জনগণের সম্যক্ প্রকারে সেবা করা উচিত ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—বুভূষুভিঃ স্বসত্তামিচ্ছদ্ভিঃ, অন্যথা জীবন্মৃতত্বং স্যাদিতি ভাবঃ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বুভূষুভিঃ'—অর্থাৎ নিজের সত্তা যাঁহারা ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের গুণ-কর্ম্ম-বিষয়ক কথাই শ্রবণীয়। অন্যথা জীবন্মৃত-ত্বই হয়—এই ভাব ॥ ১০ ॥

ঋষয়ঃ উচুঃ—

সূত জীব সমাঃ সৌম্য শাশ্বতীর্বিশদং যশঃ।
যস্ত্বং শংসসি কৃষ্ণস্য মর্ত্ত্যানামমৃতং হি নঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—ঋষয়ঃ উচুঃ। (হে) সৌম্য সূত! শাশ্বতীঃ সমাঃ (অনন্তান্ বৎসরান্ ব্যাপ্য) জীব (প্রাণান্ ধারয়) যঃ ত্বং মর্ত্ত্যানাং (মরণশীলানাং) নঃ (অস্মাকং) অমৃতং (অমৃতস্বরূপং) কৃষ্ণস্য বিশদং (নির্ম্মলং) যশঃ (কীর্ত্তিং) শংসসি (কথয়সি) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—ঋষিগণ কহিলেন, হে সৌম্য সূত! আপনি অনন্তকাল জীবিত থাকুন, কারণ আপনি আমা-দিগের নিকট মরণশীল মনুষ্যের মৃত্যু-ভয়-নিবারক শ্রীকৃষ্ণের বিশুদ্ধ যশ গান করিতেছেন ॥ ১১ ॥

কর্ম্মণ্যস্মিন্ননাশ্বাসে ধূমধূম্রাত্মনাং ভবান্।
আপায়য়তি গোবিন্দ-পাদপদ্মাসবং মধু ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—(কিঞ্চ) অস্মিন্ অনাশ্বাসে (অবি-শ্বসনীয়ে) কর্ম্মণি (সত্রে) ধূমধূম্রাত্মনাং (ধূমেন

ধূম্রঃ বিবর্ণঃ আত্মা শরীরং যেষাং তেষাং তান্ অস্মান্ প্রতি ইত্যর্থঃ) ভবান্ মধু (মধুরং) গোবিন্দপাদ-পদ্মাসবং (শ্রীকৃষ্ণচরণাব্জয়োর্মকরন্দং শ্রীহরেঃ কথামৃতমিত্যর্থঃ) আপায়য়তি (শ্রাবয়তি) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—আমরা যে যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেছি, তাহাতে অঙ্গবৈগুণ্যাদি জনিত বহুবিধ বিঘ্নের সম্ভাবনা, সুতরাং ফললাভ বিষয়ে নিশ্চয়তা নাই। এরূপ অবস্থায় ধূমদ্বারা বিবর্ণ দেহ আমাদিগকে আপনি শ্রীগোবিন্দ-চরণারবিন্দের মধুর মকরন্দ পান করাইয়া সুস্থ করাইতেছেন ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—কর্ম্মণ্যস্মিন্ সত্রে, অনাশ্বাসে অবিশ্বসনীয়ে ; বৈগুণ্যবাহুল্যেন ফলনিশ্চয়াভাবাৎ। তেন ভক্তেবিশ্বসনীয়ত্বমুক্তম্। ধূমেন ধূম্রা বিবর্ণা আত্মানশ্চক্ষুরাদ্যবয়বা দেহা যেষাং তেষাং ; কর্ম্মণি ষষ্ঠী। ভক্তেঃ সাক্ষাৎ ফলদত্বমাহ—আপায়য়তীতি। আসবং মকরন্দরূপং, মধু মাদকমিতি ; তদিতরসর্ব্বসুখ-দুঃখানননুভবাৎ প্রতিক্ষণং তদীয়স্বাদুত্বানুভবাচ্চ ॥১২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কর্ম্মণ্যস্মিন্—এই সত্ররূপ যজ্ঞে, 'অনাশ্বাসে'—অবিশ্বসনীয়ে অর্থাৎ কর্ম্মাদির বৈগুণ্যবাহুল্যহেতু ফল-লাভের নিশ্চয়তার অভাববশতঃ। ইহার দ্বারা ভক্তির বিশ্বসনীয়ত্ব বলা হইল। 'ধূমধূম্রাত্মনাং'—যজ্ঞের ধূমের দ্বারা চক্ষুরাদি অবয়ব-বিশিষ্ট দেহ বিবর্ণ হইয়াছে যাহাদের, সেই আমাদিগকে তুমি শ্রীগোবিন্দের পাদপদ্মের মধুর মকরন্দ পান করাইতেছ। এখানে কর্ম্মে ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে। আসব বলিতে মকরন্দরূপ, মধু —মাদক, শ্রীকৃষ্ণকথা ভিন্ন অন্য সমস্ত সুখ-দুঃখের অনুভব না হওয়ায় এবং প্রতিক্ষণেই তাঁহার স্বাদুত্ব (মিষ্টত্ব) অনুভব করায় বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ কথার মাদকত্ব রহিয়াছে ॥ ১২ ॥

তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে সূত !) ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য (ভগবৎ-সঙ্গিনঃ বিষ্ণুভক্তাঃ তেষাং সঙ্গস্য) লবেন অপি (অত্যল্প কালেনাপি ইত্যর্থঃ) স্বর্গং ন তুলয়াম (ন সমং পশ্যাম) অপুনর্ভবং (অপবর্গং বা) ন (তুলয়াম) মর্ত্ত্যানাং (মনুষ্যাণাং) আশিষঃ (অতিতুচ্ছাঃ রাজ্যাদ্যাঃ) কিমুত (কিং বক্তব্যং নৈব তুলয়াম) ॥১৩॥

অনুবাদ—ভগবৎসঙ্গীর সহিত নিমেষকাল মাত্র সঙ্গ দ্বারা জীবের যে অসীম মঙ্গল সাধিত হয় তাহার সহিত যখন স্বর্গ বা মোক্ষেরও তুলনার সম্ভাবনা করা যায় না, তখন মরণশীল মানবের তুচ্ছ রাজ্যাদি সম্পত্তির কথা আর অধিক কি বলিব ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—তস্মাৎ তাদৃশসাধুসঙ্গমহানিধের্ম্মাহাত্ম্যমস্মদনুভবগোচরীকৃতং কিয়দ্ ব্রূম ইত্যাহুঃ। ভগবৎ-সঙ্গিনো ভক্তাস্তেষাং সঙ্গস্য যো লবোঽত্যল্পঃ কালস্তেন স্বর্গং কর্ম্মফলং অপুনর্ভবং মোক্ষঞ্চ জ্ঞানফলং ন তুলয়াম, মর্ত্ত্যানাং তুচ্ছা আশিষো রাজ্যাদ্যাঃ কিমুত বক্তব্যং ন তুলয়ামেতি ; যতঃ সাধুসঙ্গেন পরমদুর্ল্লভায়া ভক্তেরঙ্কুরো হৃদ্যুদ্ভবতীতি ভাবঃ। তত্র ভক্তেঃ সাধনস্যাপি সাধুসঙ্গস্য লবেনাপি কর্ম্মজ্ঞানাদেঃ ফলং সম্পূর্ণমপি ন তুলয়াম ; কিমুত বহুকাল ব্যাপিনা সাধুসঙ্গেন, কিমুততরাং তৎফলভূতয়া ভক্ত্যা, কিমুততমাং ভক্তিফলেন প্রেম্নেতি চ কৈমুত্যাতিশয়ো দ্যোতিতো ভবতি। তথাত্র সম্ভাবনার্থকলোটাতোলনে সম্ভাবনামেব ন কুর্ম্মঃ। ন হি মেরুণা সর্ষপং কশ্চিত্তুলয়তীতি দ্যোত্যতে। বহুবচনেন বহূনাং সম্মত্যা নৈষোঽর্থঃ কেনচিদপ্রমাণীকর্ত্তুং শক্যতে ইতি ব্যজ্যতে। ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য ইত্যনেন "ন তথাস্য ভবেৎ ক্লেশো বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ। যোষিৎসঙ্গাদ্ যথা পুংসস্তথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ ॥" ইতি যোষিৎসঙ্গাদপি যোষিৎসঙ্গিনাং সঙ্গো যথাতিনিন্দ্য উক্তঃ, তথৈব ভগবৎসঙ্গাদপি ভগবৎসঙ্গিনাং সঙ্গোঽতিবন্দ্যোঽতিপ্রশস্যোঽত্যভিলষণীয় ইতি বোধ্যতে ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব তাদৃশ সাধুসঙ্গ-রূপ মহানিধির (মহামূল্যবান্ রত্নের) মাহাত্ম্য আমাদের গোচরীকৃত, এই বিষয়ে কি বলিব, তাহাই বলিতেছেন —'ভগবৎ-সঙ্গিসঙ্গস্য'—শ্রীভগবানের সঙ্গী যে ভক্তগণ, তাঁহাদের সঙ্গের যে লব অর্থাৎ অতি অল্প যে কাল, সেই লবমাত্র সাধুসঙ্গের সহিত কর্ম্মের ফল যে স্বর্গ, জ্ঞানের ফল যে মোক্ষ, তাহাদের কোন তুলনাই আমরা করিতে পারি না, আর, মর্ত্ত্য অর্থাৎ মরণশীল মানবগণের তুচ্ছ রাজ্যাদি প্রাপ্তিরূপ আশীর্ব্বাদের কোন তুলনাই চলে না, এ বিষয়ে কি বক্তব্য ? যেহেতু

সাধুসঙ্গের দ্বারা পরম দুর্ল্লভ ভক্তির অঙ্কুর হৃদয়ে উদ্গত হয়—এই ভাব।

সেই ভক্তির সাধনেরও সাধুসঙ্গের লবের সহিত কর্ম্ম-জ্ঞানাদির সম্পূর্ণ ফলও আমরা তুলনা করিতে পারি না, আর বহুকাল ব্যাপী সাধুসঙ্গের, তাহা অপেক্ষা তাহার ফলভূত ভক্তির, তাহা অপেক্ষাও ভক্তির ফল প্রেমের যে আতিশয্য দ্যোতিত হয়, তাহার কথা কি বক্তব্য। এখানে 'তুলয়াম'—এই পদে সম্ভাবনা অর্থে লোট্ প্রয়োগ-হেতু তুলনা করিবার সম্ভাবনাও আমরা করিতে পারি না। মেরুর দ্বারা কেহ সর্ষপের তুলনা করে না, ইহাই দ্যোতিত হই-তেছে। এখানে বহুবচন প্রয়োগের দ্বারা বহুজনের সম্মতিতে এই অর্থ কেহই অপ্রমাণ করিতে সমর্থ নহে—ইহাই প্রকাশ পাইতেছে। 'ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য'—ইহা বলায়, শ্রীভাগবতে একাদশে উদ্ধবের নিকট ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কথায়, "পুরুষের রমণীসঙ্গে এবং তৎসঙ্গী পুরুষের সঙ্গ হইতে যেমন ক্লেশ ও সংসার-বন্ধন, পাপোৎপত্তি হয়, তদ্রূপ অন্য প্রসঙ্গে হয় না।"—এখানে যোষিৎসঙ্গ হইতেও যোষিৎ-সঙ্গিগণের সঙ্গ যেমন অত্যন্ত নিন্দনীয়রূপে উক্ত হইয়াছে, সেইরূপ ভগবৎ-সঙ্গ হইতেও ভগবৎ-সঙ্গিগণের সঙ্গ অতিশয় বন্দ্যনীয়, অতিপ্রশস্য এবং অত্যন্ত অভিলষণীয়—ইহাই বোঝান হইয়াছে ॥ ১৩ ॥

মধ্ব—সম্যক্ স্বরূপাভিব্যক্তিরভাবোজননস্য চ। অপ্রযত্নাত্তোরৃদ্ধিহেতোঃ সৎসংগতির্বরেতি বায়ু-প্রোক্তেঃ ॥ ১৩ ॥

তথ্য—'লব' নিমেষকাল ১১।০ সওয়া এগার লবে এক সেকেণ্ড। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্য ২২শ ৫৫)—

সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্ব সিদ্ধি হয় ॥

ভাঃ ৫।১২।১২ শ্লোকে রহূগণং প্রতি ভরতবাকাম্। রহূগণৈতত্তপসা ন যাতি ন চেজ্যয়া নির্ব্বাপণাদ্ গৃহাদ্বা। নচ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈর্ব্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষে-কম্ ॥

তত্রৈব ৭।৫।৩২ শ্লোকে গুরুপুত্রং প্রতি প্রহলাদ-বাক্যং—নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপ-গমো যদর্থঃ। মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কি-ঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥ ১৩ ॥

বিবৃতি— ভগবদ্ভক্তগণ নিত্যকাল হরিকথা আলোচনা করেন। তাঁহারা নিরন্তর হরিসেবা পরা-য়ণ। সুতরাং শ্রীগোবিন্দ সততই তাঁহাদের হৃদয়ে বিশ্রাম করেন। ভগবদ্ভক্তগণ সতত সেবা-সাহায্যে ভগবানের সহিত বাস করেন। সুতরাং যাঁহারা সেই সকল ভগবৎসঙ্গির সঙ্গ লাভ করেন তাঁহাদেরও নিত্য মঙ্গল লাভ হয়। ভগবৎসঙ্গিগণ জীবের হৃদয়ে ভক্তিলতাবীজ রোপণ করিয়া জীবের নিত্যমঙ্গল বিধান করেন। কৃষ্ণপ্রেমই জীবের পরম প্রয়োজন। এই পঞ্চমপুরুষার্থ প্রেমলাভে জীব চরম কল্যাণ লাভ করেন। কৃষ্ণভক্তের সহিত এক নিমেষকাল মাত্র সঙ্গ হইলে যে অসীম মঙ্গল লাভ হয়, তাহার সহিত সার্ব্বভৌমাদি পদ, স্বর্গাদি রাজ্য বা মোক্ষেরও কিছু-মাত্র তুলনা হয় না। কারণ সার্ব্বভৌমাদি পদ লাভে জীবের নিত্য মঙ্গল সাধিত হইতে পারে না। সার্ব্ব-ভৌমাদি পদ লাভ করিয়াও জীব ত্রিতাপে ক্লিষ্ট হইতে থাকে এবং তাহাও চিরকাল ভোগ করিতে পারে না। স্বর্গাদি রাজ্য হইতেও পুণ্যক্ষয় হইলে ভ্রষ্ট হইতে হয়। জন্মমরণমালা বা ত্রিতাপ হইতে উদ্ধার লাভ-রূপ মুক্তি লাভ করিয়াও যদি ভগবৎসেবা বা প্রেমা-নন্দানুশীলন না হয়, তাহা হইলে তাহাও আত্মবিনাশ-রূপ অনর্থ, জীবের পরম অকল্যাণ মাত্র। ভোগে বা ত্যাগে নিত্য কল্যাণ নাই।

"অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ ॥"
ঈশোপনিষৎ।

সাধুসঙ্গে হরিকথাতেই জীবের চরমকল্যাণ উদিত হয়। কারণ—

"কৃষ্ণভক্তিজন্ম মূল হয় সাধুসঙ্গ।" ॥ ১৩ ॥

কো নাম তৃপ্যেদ্রসবিৎ কথায়াং
মহত্তমৈকান্তপরায়ণস্য।
নান্তং গুণানামগুণস্য জগ্মু-
র্যোগেশ্বরা যে ভবপাদ্মমুখ্যাঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—যে যোগেশ্বরাঃ ভবপাদ্মমুখ্যাঃ (ভবঃ শিবঃ পাদ্মঃ ব্রহ্মা চ মুখ্যৌ প্রধানৌ যেষাং তে দেবাঃ অপি) অগুণস্য (প্রাকৃতগুণরহিতস্য) মহত্তমৈকান্ত-

পরায়ণস্য (মহত্তমানামেকান্তেন পরময়নমাশ্রয়ঃ যস্য তস্য ভগবতঃ) গুণানামন্তং (পারং) ন জগ্মুঃ (ন গতবন্তঃ) রসবিৎ (রসজ্ঞঃ) কঃ নাম (তস্য) কথায়াং তৃপ্যেৎ (পূর্ণাং তৃপ্তিং লভেত) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—পরমশ্রেষ্ঠ মহাত্মগণের একমাত্র আশ্রয়-স্থান প্রাকৃত গুণরহিত যে ভগবানের গুণসমূহের ইয়ত্তা শিবব্রহ্মাদি যোগেশ্বরগণও করিতে পারেন নাই, সেই ভগবানের কথায় কোন্ রসজ্ঞ ব্যক্তি তৃপ্তির শেষ লাভ করিতে পারেন ? ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—ননু সত্যমেব প্রশস্যতে সাধুসঙ্গো যতস্তং বিনা কৃষ্ণকথাস্বাদো ন লভ্যতে, স যুষ্মাভির্লব্ধ এবেতি কিং পুনস্তস্যৈব পৌনঃপুন্যেনেত্যত আহ কো নামেতি। রসবিদ্রসজ্ঞশ্চেৎ, তদা কো নাম মহত্তমানাম্ একান্তেন, পরম্ অয়নং আশ্রয়ো যস্তস্য কথায়াং তৃপ্যেদিতি মহামাধুর্য্যমুক্তম্। মহৈশ্বর্য্যঞ্চাহ নান্তমিতি। যতঃ অগুণস্য প্রাকৃতগুণরহিতস্য, গুণানাং চিন্ময়ানাম্, অন্তং যে যোগেশ্বরাস্তেঽপি ন জগ্মুঃ ॥১৪॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেখুন—সত্যই সাধুসঙ্গ প্রশংসনীয়, যেহেতু সেই সাধুসঙ্গ ব্যতীত কৃষ্ণকথার আস্বাদন প্রাপ্ত হওয়া যায় না, কিন্তু আপনারা ত' সেই কৃষ্ণকথার আস্বাদ লাভ করিয়াছেন, কিজন্য পুনঃ পুনঃ তাহা শ্রবণের ইচ্ছা করিতেছেন ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—'কো নাম' ইত্যাদি। 'রসবিৎ' অর্থাৎ যদি রসজ্ঞ হন, তাহা হইলে কোন্ রসজ্ঞ ব্যক্তি মহত্তমদিগের একান্ত পরমাশ্রয় যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার কথাতে পরিতৃপ্ত হইতে পারেন ?—ইহার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-কথার মহামাধুর্য্য বলা হইল। মহান্ ঐশ্বর্য্য বলিতেছেন—'নান্তম্' ইতি অর্থাৎ ব্রহ্মা, শিবাদি যোগেশ্বরগণও যাঁহার গুণসমূহের ইয়ত্তা করিতে পারেন নাই। অগুণ বলিতে প্রাকৃত গুণরহিত শ্রীভগবানের চিন্ময় গুণসকলের অন্ত (শেষ অবধি), যাঁহারা যোগেশ্বর, তাঁহারাও প্রাপ্ত হন না ॥ ১৪ ॥

তথ্য—যোগস্য ভক্তিযোগস্য ঈশ্বরাঃ (শ্রীজীব) ॥ ১৪ ॥

বিবৃতি—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিষ্কিঞ্চন মহত্তম ব্যক্তিগণের একান্ত আশ্রয়। শ্রীকৃষ্ণ অনন্তগুণগণের অধীশ্বর। শ্রীভগবানের নাম-রূপ-গুণ ও লীলা প্রাকৃত জীবের বা প্রাকৃত বস্তুর গুণাদির ন্যায় বস্তু হইতে পৃথক্ নহে। শ্রীভগবান্ যেমন অপ্রাকৃত, চিন্ময়, নির্গুণ বস্তু, তাঁহার অনন্ত গুণরাজিও সেই-প্রকার অপ্রাকৃত। শম্ভু, ব্রহ্মাদি বৈষ্ণবগণ পর্য্যন্ত সেই সকল অপ্রাকৃত কল্যাণকর গুণের অন্ত পান না। রসজ্ঞ ব্যক্তিগণ নিয়ত সেই সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিত, অবধি ও তারতম্যরহিত, অসংখ্য কল্যাণময় গুণগণ-সমন্বিত পুরুষোত্তমের অপ্রাকৃত গুণরস পান করিয়া পুনঃ পুনঃ সেই হরিকথামৃত পান করিবার জন্য উৎ-কণ্ঠাই প্রকাশ করিয়া থাকেন। বেদে শ্রীভগবান্ "রসো বৈ সঃ" রসস্বরূপ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। শ্রীভগবানের অপ্রাকৃতগুণ সেই রসস্বরূপ ভগবান্ হইতে অভিন্ন। সুতরাং রসজ্ঞগণ সেই ভগবানের চরিতামৃত মুহুর্মুহু পান করিয়া নবনবায়মান আনন্দ-সাগরে ভাসিতে থাকেন। যথা শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১।৩)—পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ ॥ ১৪ ॥

তন্নো ভবান্ বৈ ভগবৎপ্রধানো
মহত্তমৈকান্তপরায়ণস্য।
হরেরুদারং চরিতং বিশুদ্ধং
শুশ্রূষতাং নো বিতনোতু বিদ্বন্ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) বিদ্বন্ ! (তস্মাৎ) নঃ (অস্মাকং মধ্যে) ভগবৎপ্রধানঃ (ভগবান্ প্রধানং সেব্যো যস্য সঃ ভাগবতঃ) ভবান্ বৈ মহত্তমৈকান্তপরায়ণস্য (ভক্তৈকবন্ধোঃ) হরেঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) উদারং (মহৎ) বিশুদ্ধং (নির্ম্মলং) চরিতম্ (আখ্যানং) শুশ্রূষতাং (শ্রোতুমিচ্ছুনাং) নঃ (অস্মাকং সমীপে) বিতনোতু (বিস্তারয়তু) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—অতএব হে বিদ্বন্। আপনিই পরম ভাগবত ; অতএব শ্রবণাভিলাষী আমাদিগের নিকট সেই শ্রেষ্ঠ পুরুষ-বর্গের একমাত্র আশ্রয়ভূত শ্রীহরির বিশুদ্ধ-উদারচরিত বিস্তার করিয়া বর্ণন করুন ॥১৫॥

বিশ্বনাথ—নোঽস্মাকং মধ্যে, ভগবান্ প্রধানং সেব্যো যস্য সঃ ভবান্। নোঽস্মাকং শুশ্রূষতাং সম্বন্ধেন। বিশুদ্ধং মায়াতীতম্ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তন্নো' ইত্যাদি। 'নঃ'—আমাদের মধ্যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রধানরূপে সেব্য

যাঁহার, সেই আপনি। 'নোহস্মাকং'—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-কথা শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক আমাদের সম্বন্ধে। শ্রীহরির উদার বিশুদ্ধ অর্থাৎ মায়াতীত চরিত বিস্তার করিয়া বলুন ॥ ১৫ ॥

স বৈ মহাভাগবতঃ পরীক্ষিদ্
যেনাপবর্গাখ্যমদভ্রবুদ্ধিঃ ।
জ্ঞানেন বৈয়াসকিশব্দিতেন
ভেজে খগেন্দ্রধ্বজপাদমূলম্ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ বৈ মহাভাগবতঃ (পরমভক্তঃ) অদভ্রবুদ্ধিঃ (প্রশস্তধীঃ) পরীক্ষিৎ যেন বৈয়াসকি-শব্দিতেন (শুকেন কথিতেন) জ্ঞানেন (জ্ঞানসাধনেন) অপবর্গাখ্যং (মোক্ষস্বরূপং) খগেন্দ্রধ্বজপাদমূলং (গরুড়ধ্বজস্য হরেঃ পাদপদ্মং) ভেজে (সেবিতবান্) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—সেই মহাভাগবত মহামতি পরীক্ষিৎ, ব্যাসনন্দন শুকদেবের নিকট যে (ভগবচ্চরিতরূপ) জ্ঞান লাভ করিয়া গরুড়ধ্বজ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মপ্রাপ্তি-রূপ মোক্ষফল লাভ করিয়াছিলেন ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—ননু জ্ঞানাদেব মোক্ষ ইতি জ্ঞানায় তৎ-ফলায় মোক্ষায় চ কথং ন স্পৃহয়থেতি চেৎ ? অস্মাকং ভক্তানাং ভগবচ্চরিতাস্বাদনং জ্ঞানং, তৎফলং ভগবৎপদপ্রাপ্তিরেব মোক্ষ ইতি পরীক্ষিদ্দৃষ্টৈবাহুঃ। তচ্চরিতং ভবান্ বিতনোতু, যেন স বৈ পরীক্ষিৎ খগেন্দ্রধ্বজস্য ভগবতঃ পাদমূলং প্রাপ। ননু দ্বাদশ-স্কন্ধে পরীক্ষিদপবর্গং প্রাপেতি প্রসিদ্ধিঃ ? সত্যম্; অপবর্গ ইত্যাখ্যা যস্য তৎ, ভক্তৈর্ভগবৎপাদমূলমেবা-পবর্গ উচ্যতে। বক্ষ্যতে চ পঞ্চমস্কন্ধে— "যথাবর্ণ-বিধানমপবর্গশ্চ ভবতি যোহসৌ ভগবতি ভক্তিযোগ ইতি।" যেন কথংভূতেন ? বৈয়াসকিশব্দিতেন। যথৈব তৎপাদমূলমপবর্গশব্দেনোচ্যতে, তথৈব তচ্চরি-তমপি জ্ঞানশব্দেন বৈয়াসকিনোচ্যতে। অতো জ্ঞানেন পরীক্ষিদপবর্গং প্রাপেতি প্রসিদ্ধির্নানৃতেত্যর্থঃ। এতেন—"স প্রেত্য গতবান্ যথা" ইতি প্রশ্নস্যোত্তর-মুক্তম্ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, জ্ঞান হইতেই মোক্ষ হয়, সেই জ্ঞানের এবং তাহার ফল মোক্ষের নিমিত্ত কিজন্য স্পৃহা করিতেছেন না ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—ভক্ত আমাদের শ্রীভগবানের চরিত আস্বাদনই জ্ঞান এবং তাহার ফল শ্রীভগবৎ-পাদপদ্ম প্রাপ্তিই মোক্ষ, ইহা পরীক্ষিৎ মহারাজের প্রাপ্তির দৃষ্টিতে তাঁহারা বলিলেন। সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চরিতই আপনি বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করুন, যাহার দ্বারা সেই পরীক্ষিৎ গরুড়ধ্বজ ভগবানের পাদমূল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দেখুন—শ্রীভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধে রাজা পরীক্ষিৎ অপবর্গ (মোক্ষ) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এইরূপ প্রসিদ্ধি রহিয়াছে। ইহার উত্তরে বলিতেছেন—সত্য, 'অপবর্গাখ্যং'—অর্থাৎ অপবর্গ এই আখ্যা যাহার তাহা, ভক্তগণ কর্তৃক শ্রীভগবানের পাদমূলই অপবর্গ উক্ত হইয়াছে। পঞ্চম স্কন্ধেও বলা হইবে—"শ্রীভগবানে এই যে ভক্তিযোগ, তাহা যথাবর্ণ-বিধানে অপবর্গও প্রদান করিয়া থাকে।" 'যেন'— অর্থাৎ যাহার দ্বারা, কি প্রকার ? বৈয়াসকি শ্রীশুকদেব কর্তৃক কথিত। যেরূপ তাঁহার পাদমূল অপবর্গ শব্দে উক্ত হয়, সেইরূপই তাঁহার চরিতও জ্ঞানশব্দের দ্বারা বৈয়াসকি কর্তৃক উক্ত হইয়াছে। এইজন্য জ্ঞানের দ্বারা পরীক্ষিৎ অপবর্গ লাভ করিলেন —এই প্রসিদ্ধি অসত্য নহে—এই অর্থ। ইহার দ্বারা 'তিনি দেহত্যাগ করিয়া যেভাবে গমন করেন'—এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হইল ॥ ১৬ ॥

তথ্য—অপবর্গ—ভগবৎপাদমূল বা ভক্তিযোগ ॥ ১৬ ॥

তন্নং পরং পুণ্যমসংবৃতার্থ-
মাখ্যানমত্যদ্ভুতযোগনিষ্ঠম্ ।
আখ্যাহ্যনন্তাচরিতোপপন্নং
পারীক্ষিতং ভাগবতাভিরামম্ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—পরং পুণ্যং (সত্ত্বশোধকং) অত্যদ্ভুত-যোগনিষ্ঠম্ (অত্যদ্ভুতে মহতি ভক্তিযোগে নিষ্ঠা যস্য তৎ) অনন্তাচরিতোপপন্নং (অনন্তস্য শ্রীহরেঃ আচরি-তৈঃ চেষ্টিতৈঃ উপপন্নং যুক্তং) ভাগবতাভিরামং (ভক্তানাং প্রিয়ং) পারীক্ষিতং (পরীক্ষিতে কথিতং) তম আখ্যানং (শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণং অসংবৃতার্থং

(স্পষ্টং যথা স্যাৎ তথা) নঃ অস্মভ্যম্) আখ্যাহি (কথয়) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—সেই পরম পবিত্র ভক্তিযোগনিষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের অপার লীলাযুক্ত ভাগবতগণের আনন্দদায়ক এবং পরীক্ষিতের সমীপে কীর্ত্তিত শ্রীমদ্ভাগবত আখ্যান যথাযথরূপে আমাদের নিকট কীর্ত্তন করুন ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—অসংবৃতার্থং যথা স্যাৎ তথা আখ্যাহি। অত্যদ্ভুতে যোগে ভক্তৌ নিষ্ঠা যস্য। আখ্যানং শ্রীভাগবতম্। যতো ভাগবতানাং ভক্তানাম্। অভিরামং প্রিয়ম্। পারীক্ষিতং পরীক্ষিতে কথিতম্ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অসংবৃতার্থং'—অর্থাৎ যে-রূপে স্পষ্ট হয়, সেই ভাবে বলুন। 'অত্যদ্ভুত-যোগ-নিষ্ঠং'—অত্যদ্ভুত অর্থাৎ মহান্ ভক্তিযোগে নিষ্ঠা যাহার, সেই আখ্যান শ্রীভাগবত। যেহেতু ভাগবত-গণের অর্থাৎ ভক্তগণের অভিরাম, প্রিয়। 'পারীক্ষিতং' —বলিতে পরীক্ষিৎ মহারাজের নিকট কথিত ॥১৭॥

সূত উবাচ—

অহো বয়ং জন্মভৃতোঽদ্য হাস্ম
বৃদ্ধানুবৃত্ত্যাপি বিলোমজাতঃ।
দৌষ্কুল্যমাধিং বিধুনোতি শীঘ্রং
মহত্তমানামভিধানযোগঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—সূত উবাচ। অহো (আশ্চর্য্যং) বিলোমজাতা অপি (দুষ্কুলজন্মানোঽপি) বয়ম্ অদ্য বৃদ্ধানুবৃত্ত্যা (বৃদ্ধানামাদরেণ অথবা জ্ঞানবৃদ্ধস্য শুকস্য সেবয়া) জন্মভৃতঃ (সফলজন্মানঃ) আস্ম (জাতাঃ) হ (ইতি হর্ষে) মহত্তমানাং (মহাত্মনাং) অভিধানযোগঃ (সম্ভাষণলক্ষণঃ সম্বন্ধঃ) দৌষ্কুল্যং (দুষ্কুলত্বং তন্নিমিত্তং আধিং (মনঃপীড়াং চ) শীঘ্রং বিধুনোতি (দূরীকরোতি) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—সূত কহিলেন, অহো অদ্য আমরা ধন্য হইলাম। যদিও আমরা বর্ণশঙ্কর তথাপি ভগবদ্‌গুণ বর্ণনায় বৃদ্ধ শুকদেবাদির অনুসরণ করায় সফলজন্মা হইলাম। মহাত্মাদিগের কীর্ত্তি আলো-চনায় দুষ্কুলে জন্মনিমিত্ত মনঃপীড়াকে শীঘ্রই বিদূরিত করিয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—শ্রীভাগবতাখ্যানে ঋষিভির্দত্তযোগ্যতা-কমাত্মানমভিনন্দতি। বিলোমজা নিন্দ্যা অপি, অদ্য জন্মভৃতঃ সফলজন্মানঃ, আস্ম জাতাঃ। হ স্পষ্টম্। বৃদ্ধানাং জ্ঞানবৃদ্ধানাং, জ্ঞানবৃদ্ধস্য শুকস্য বা অনু-বৃত্ত্যা। যতো দুষ্কুলত্বং তন্নিমিত্তমাধিং চ মনঃপীড়াং, মহত্তমানামভিধানযোগঃ লৌকিকোঽপি সংভাষণ-লক্ষণসম্বন্ধঃ বিধুনোতি ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীসূত গোস্বামী শ্রীভাগবত-কথনে ঋষিগণ কর্ত্তৃক বৃত হওয়ায় নিজেকে অভিনন্দন করিতেছেন। 'বিলোমজাতঃ'—বিলোম-জাত (যাঁহার পিতা অবরবর্ণ ও মাতৃকুল উচ্চবর্ণ) নিন্দনীয় হইলেও, আজ আমরা সফলজন্মা হইলাম। 'হ'—স্পষ্ট অর্থ। 'বৃদ্ধানুবৃত্ত্যা'—জ্ঞানবৃদ্ধ ঋষিগণের আদরের দ্বারা, অথবা জ্ঞানবৃদ্ধ শ্রীশুকদেবের অনুবৃত্তি অর্থাৎ সেবার দ্বারা। যেহেতু দুষ্কুলত্ব অর্থাৎ প্রতিলোম সঙ্কর জাতিতে উদ্ভূত হওয়ায় যে মনের পীড়া, মহত্তমদিগের লৌকিক সম্ভাষণও সেই পীড়াকে বিদূরিত করিয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

কুতঃ পুনর্গৃণতো নাম তস্য
মহত্তমৈকান্তপরায়ণস্য।
যোঽনন্তশক্তির্ভগবাননন্তো
মহদ্‌গুণত্বাদ্ যমনন্তমাহুঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—অনন্তশক্তিঃ (অনন্তাঃ শক্তয়ঃ যস্য সঃ) যঃ ভগবান্ অনন্তঃ (স্বতোঽপ্যনন্তঃ) যং মহদ্‌গুণত্বাৎ (গুণতঃ অপি) অনন্তমাহুঃ (কথয়ন্তি) মহত্তমৈকান্তপরায়ণস্য (ভক্তৈকশরণস্য) তস্য (ভগবতঃ) নাম গৃণতঃ (কীর্ত্তয়তঃ) কুতঃ পুনঃ (কিং পুনঃ বক্তব্যং) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—যিনি মহত্তমগণের একান্ত পরম আশ্রয় সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নাম উচ্চারণ করিলে যে নীচ কুলে জন্ম ও তজ্জনিত মনঃপীড়া বিদূরিত হইবে, এ বিষয়ে আর অধিক কি বলিব। যাঁহার শক্তি অনন্ত, যে ভগবান্ নিজেও অনন্ত ; যাঁহার গুণ প্রতি মহৎ বস্তুতেই আছে ; সুতরাং লোকে যাঁহাকে অনন্ত বলিয়া

জানে তাঁহার নাম কীর্ত্তনকারীর যে নীচ জাতিতে জন্ম ও তজ্জনিত মনোবেদনা অপনীত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি ? ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—কুতঃ পুনঃ কিং পুনঃ বক্তব্যং, গৃণতঃ কীর্ত্তয়তঃ পুংসঃ, নাম কর্ত্তৃদৌষ্কুল্যং বিধুনোতি ? ননু দৌষ্কুল্যারম্ভকং পাপং প্রারব্ধমেব, তস্য নাশং বিনা কথং দৌষ্কুল্যধূননম্ ? প্রারব্ধস্য তু ভোগেনৈব নাশ ইতি প্রসিদ্ধেঃ নামতঃ কথং খণ্ডয়ত্বিত্যত আহ। যো ভগবাননন্ত-শক্তিরিতি—শক্তীনামানন্ত্যাদ্ভক্ত-প্রারব্ধ-নাশিন্যপি কাচিত্তস্য শক্তিরস্ত্যেবেতি ভাবঃ। তথা চ মহৎসু স্বভক্তেষু গুণা যস্য স মহদ্‌গুণস্তস্য ভাবস্তত্ত্বং তস্মাদ্যমনন্তমাহুরিতি। তেন তদ্ভক্তেষু তদীয়গুণসংক্রমাৎ তস্মিন্নিব তদ্ভক্তেহপি প্রারব্ধং ন তিষ্ঠতি ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কুতঃ পুনঃ'—এই বিষয়ে আর কি বক্তব্য থাকিতে পারে যে শ্রীভগবানের নামই নীচু কুলে জন্মজনিত মনের পীড়া বিদূরিত করে। যদি বলেন—দেখুন, দৌষ্কুল্যারম্ভক পাপ প্রারব্ধই, সেই প্রারব্ধের নাশ ব্যতীত কি করিয়া দৌষ্কুল্যের অর্থাৎ নীচুকুলে জাতত্বের ক্ষালন হইতে পারে ? আর, প্রারব্ধের ভোগের দ্বারাই নাশ হয়, এই প্রসিদ্ধি থাকিতে কি প্রকারে নাম হইতেই (অর্থাৎ শ্রীভগবানের নাম উচ্চারণের ফলেই) সেই প্রারব্ধ পাপের খণ্ডন হইতে পারে ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—'যো ভগবান্ অনন্তশক্তিঃ'—অর্থাৎ অনন্তশক্তিবিশিষ্ট শ্রীভগবানের শক্তিসমূহের আনন্তত্ব-হেতু ভক্তের প্রারব্ধ নাশকারিণী কোন শক্তি আছেনই—এই ভাব। আর, মহদ্গুণত্ব-হেতু যে ভগবান্‌কে অনন্ত বলা হয়, এখানে 'মহদ্গুণত্ব' বলিতে মহৎ নিজভক্তগণের মধ্যে যাঁহার (ভগবানের) মহদ্ গুণ রহিয়াছে, তিনি মহদ্গুণ, তাহার ভাব মহদ্গুণত্ব, শ্রীভগবানে এই মহদ্গুণত্ব থাকার জন্যই তাঁহাকে অনন্ত বলা হইয়া থাকে। অতএব তাঁহার ভক্তজনে তদীয় গুণের সংক্রমণ-হেতু, শ্রীভগবানে যেরূপ প্রারব্ধ থাকে না, তদ্রূপ তাঁহার ভক্তজনেও প্রারব্ধ থাকিতে পারে না ॥ ১৯ ॥

মধ্ব—অনন্তোদেশতঃ কালতশ্চ ॥ ১৯ ॥

বিবৃতি—শ্রীউগ্রশ্রবা সূত লোমহর্ষণ সূতের পুত্র। লোমহর্ষণ প্রতিলোমসঙ্কর জাতি হইতে উদ্ভূত অর্থাৎ যাঁহার পিতৃকুল অবরবর্ণ ও মাতৃকুল উচ্চবর্ণ। প্রতিলোমসঙ্করগণ সামাজিক-বিচারে নিতান্ত হেয়। শৌনকাদি ঋষিগণের সভায় তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তনকারী রূপে আচার্য্যপদবী গ্রহণ করিয়াছেন। উগ্রশ্রবা যোগ্য পুরুষ হইলেও সাধারণদৃষ্টিতে প্রতিলোমসঙ্কর শৌক্রবর্ণ উদ্ভূত। তজ্জন্য তিনি স্বয়ং যোগ্য হইয়াও নিজ স্বভাবোচিত দৈন্য জ্ঞাপনপূর্ব্বক সযোগ্যতার কথা প্রতিপাদন করিতেছেন। বৃদ্ধ ঋষিগণ অর্থাৎ যাঁহারা পূর্ব্ব হইতে শৌক্রবিচারে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন আছেন এরূপ মহত্তম ব্যক্তিগণের সহযোগে সূত গৌরবান্বিত হইয়া স্বশ্লাঘা জ্ঞাপন করিতেছেন। দ্বাদশগুণসম্পন্ন ঋষিকুলের সন্তান শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রোতৃরূপে শ্রীসূতের নিকট হইতে শ্রীমদ্ভাগবতের উপদেশ লাভ করিয়া ধন্য হইতেছেন, যেহেতু সেই সূত মহাভাগবত শ্রীশুকদেবের নিকট হইতে শ্রৌতপন্থী হইয়া পূর্ব্বেই কৃপা লাভ করিয়াছেন।

সূতের দুষ্কুলত্ব ও দুষ্কুলোচিত মানসিক পীড়া হরিকথাপ্রসঙ্গে সামাজিক বিদ্বৎ সভার কীর্ত্তনকারী-সূত্রে প্রাগ্‌বর্ণের পরিচয় ও প্রাক্‌স্বভাবের পরিচয় তাহাতে অবস্থান করিতে পারে না। প্রারব্ধ পাপ-সমূহ যদিও অবর-শৌক্রকুলকে আশ্রয় করিয়া থাকে তাহা হইলেও অখিলগুণনিধি অনন্ত গুণপ্রদাতা ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলা-কীর্ত্তনে যোগ্যাধিকারীকে এবং তাঁহাদিগের শ্রোতৃবর্গকে দৌষ্কুল্য ও তজ্জনিত মনঃপীড়া ও সামাজিক অবরতা হইতে সর্ব্বতোভাবে উন্নত করে।

"দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্ম-সমর্পণ।
সেই কালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম ॥
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে কৃষ্ণের চরণ ভজয় ॥

—চৈঃ চঃ অঃ ৪।১৯২-১৯৩

ইহ জন্মেই অবরকুলোৎপন্ন পাপাশ্রিত দেহ পরম পুণ্যময় ব্রাহ্মণ শরীরের সহিত সমতা লাভ করে। হরিভজন প্রভাবে ভগবৎকৃপায় সেই ভগবৎকথিত "মামকী তনু" তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া নির্গুণ ব্রাহ্মণতা বা চিন্ময় সেবাধিকারযোগ্য করায়।

তাদৃশ শরীরে অচিৎরাজ্যের রজোস্তমোগুণোদ্ভুত পাপদেহের আরোপ করা দ্রষ্টৃবর্গের অপরাধের ফলমাত্র, কর্ম্মজগতে কর্ম্মফলাধীন বিচারে কর্ম্মিগণের অবরজাতিতে উৎপত্তি পাপের নিদর্শন মাত্র। কিন্তু যাঁহারা প্রাকৃত অভিনিবেশ পরিহার করিয়া শ্রীভগবানের চিন্ময় নামগুণাদির কীর্ত্তন করেন, তাহাদিগের কোনও প্রকার পাপ-চেষ্টা থাকিতে পারে না। তবে যাহাদিগের পাপ চেষ্টা দেখা যায় এবং কৃত্রিম হরিনামাদি শ্রবণকীর্ত্তনে অবৈধভাবে অধিকার প্রদর্শিত হয় তাহারা ভক্তশব্দ-বাচ্য নহেন পরন্তু 'ভণ্ড' শব্দ-বাচ্য দোষযুক্ত কর্ম্মী। কালপ্রভাবে তাহাদের কর্ম্ম-ফলবাসনা নষ্ট হইয়া হরিভজনে নিষ্কপট অনুরাগ হইলে তাঁহারা কর্ম্মিগণের আদর্শ বর্ণাশ্রমধর্ম্মের সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করেন। ইহার ভূরি ভূরি নিদর্শন ভারতের ঐতিহ্য প্রমাণিত করিবে ॥ ১৮-১৯ ॥

এতাবতালং ননু সূচিতেন
গুণৈরসাম্যানতিশায়নস্য।
হিত্বেতরান্ প্রার্থয়তো বিভূতি-
র্যস্যাঙ্ঘ্রিরেণুং জুষতেহনভীপ্সোঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—ইতরান্ (অপরান্ ব্রহ্মাদীন্) প্রার্থয়তঃ (প্রার্থয়মানান) হিত্বা (বিহায়) বিভূতিঃ (শ্রীঃ) অনভীপ্সোঃ (অনিচ্ছোরপি) যস্য (ভগবতঃ) অঙ্ঘ্রিরেণুং (চরণধূলিং) জুষতে (সেবতে) গুণৈঃ অসাম্যানতিশায়নস্য (গুণৈঃ তেন সাম্যং তস্মাদাধিক্যঞ্চ অন্যস্য নাস্তি ইত্যস্য জ্ঞানম্) এতাবতা সূচিতেন ননু অলং (অপি পর্য্যাপ্তং বিস্তরতঃ তদ্বক্তুং কোহপি ন শক্তঃ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মাদি দেবগণ লক্ষ্মীকে সতত প্রার্থনা করিলেও তিনি তাঁহাদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অপ্রার্থিত-ভাবে যাঁহার পদধূলির সেবা করেন সেই অতুলনীয় ও অধিক গুণযুক্ত শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য এত বিস্তৃত করিয়া সূচনা করিবার প্রয়োজন কি? ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—ননু কে তে গুণাস্তত্র তান্ বক্তুং কঃ সমর্থঃ, কিন্তু এতাবতা সূচিতেনালং যদ্‌গুণৈরসাম্যং ন অতিশায়নং যস্য তস্যেতি, যস্য সম এব নাস্তি অধিকঃ কুতো ভবিষ্যতীত্যর্থঃ। এবম্ভূতস্য যস্যানভীপ্সোরপি অঙ্ঘ্রিরেণুং বিভূতির্লক্ষ্মীঃ সর্ব্বগুণ-পূর্ণমন্বিষ্যন্তী যুষতে সেবতে ইতরান্ ব্রহ্মাদীন্ প্রার্থয়মানানপি ত্যক্ত্বা ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—সেইসকল গুণ কি? তদপেক্ষায় বলিতেছেন—সেই সমস্ত বলিতে কে সমর্থ? কিন্তু 'এতাবতা'—অর্থাৎ এত বিস্তৃত-ভাবে সূচিত করিতে কি প্রয়োজন? 'গুণৈঃ অসাম্যানতিশায়নস্য'—যাঁহার গুণের সাম্য বা অধিক নাই। যাহার সমানই নাই, আর অধিক কোথা হইতে হইবে —এই অর্থ। এইরূপ যাঁহার (যে শ্রীকৃষ্ণের), তিনি অভিলাষ না করিলেও, চরণরেণু মহালক্ষ্মীদেবী সর্ব্ব-গুণপূর্ণ (জন) অন্বেষণ করিতে করিতে সেবা করিয়া থাকেন। 'ইতরান্'—যে লক্ষ্মীদেবীর কৃপা-লাভের জন্য ব্রহ্মাদি দেবগণ সতত প্রার্থনা করেন, তিনি তাঁহাদের পরিত্যাগ করিয়া অযাচিত হইয়াই যে ভগবানের চরণরেণু প্রীতিপূর্ব্বক সেবা করেন ॥২০॥

অথাপি যৎপাদনখাবসৃষ্টং
জগদ্বিরিঞ্চোপহৃতার্হণাম্ভঃ।
সেশং পুণাত্যন্যতমো মুকুন্দাৎ
কো নাম লোকে ভগবৎপদার্থঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—অথ (অপরঞ্চ) যৎপাদনখাবসৃষ্টং অপি (যস্য পাদনখেভ্যঃ নিঃসৃতম্ অপি) বিরিঞ্চো-পহৃতার্হণাম্ভঃ (বিরিঞ্চেন ব্রহ্মণা উপহৃতং সমর্পিতং অর্হণাম্ভঃ অর্ঘ্যোদকং) সেশং (ঈশেন সহিতং) জগৎ পুনাতি (পবিত্রী করোতি) লোকে (তস্মাৎ) মুকুন্দাৎ অন্যতমঃ (হরিব্যতিরিক্তঃ) কঃ নাম ভগবৎ-পদার্থঃ (ভগবৎ পদস্য অর্থঃ সর্ব্বেশ্বরঃ ইত্যর্থঃ) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—যাঁহার পদনখর-নিঃসৃত সলিল ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক অর্ঘ্যস্বরূপে প্রদত্ত হইয়া মহাদেবের সহিত সমস্ত জগৎ পবিত্র করিতেছেন, ইহ জগতে সেই মুকুন্দ ভিন্ন অন্য কে ভগবৎ-শব্দবাচ্য হইতে পারেন? ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—অথ ইত্যর্থান্তরে। যৎপাদনখাবসৃষ্টং নিঃসৃতমপি বিরিঞ্চেনোপহৃতং সমর্পিতমর্হণাম্ভঃ অর্ঘ্যো-দকম্, ঈশো মহাদেবস্তৎসহিতং সর্ব্বং জগৎ পুনাতি,

তস্মান্মুকুন্দব্যতিরিক্তঃ কো নাম ভগবৎপদস্যার্থঃ ? সর্ব্বেশ্বরঃ স এবেত্যর্থঃ। এবং চ জগতি সর্ব্বোৎকৃষ্টা লক্ষ্মী-ব্রহ্ম-শিবা এব তৎপদং সেবমানাস্তস্য মহোৎকর্ষং সূচয়ন্তীতি বাক্যার্থঃ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অথ'—ইহা অর্থান্তরে, অর্থাৎ আর। 'যদ্ পাদনখাবসৃষ্টং'—যাঁহার পদনখ-নিসৃত সলিল ব্রহ্মা সংগ্রহ করিয়া তাহার দ্বারা, সেই ভগবানকেই অর্ঘ্যোদক প্রদান করেন, সেই বারি মহাদেবের সহিত সমস্ত জগৎকে (গঙ্গা-রূপে) পবিত্র করিতেছে, সেই মুকুন্দ ব্যতিরিক্ত অন্য কে ভগবৎপদ বাচ্য হইতে পারেন ? সকলের ঈশ্বর (নিয়ামক) তিনিই—এই অর্থ। এইরূপ জগতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট লক্ষ্মী, ব্রহ্মা এবং শিব—তাঁহার চরণ নিরন্তর সেবা করিতেছেন, ইহার দ্বারা তাঁহার মহান্ উৎকর্ষ সূচনা করিতেছে—ইহা বাক্যার্থ ॥ ২১ ॥

তথ্য—শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বেশ্বরত্ব সম্বন্ধে অসংখ্য শব্দ প্রমাণ পাওয়া যায়—শ্রীমদ্ভগবদগীতোপনিষদি যথা—

"সর্ব্বৈশ্চ বেদৈরহমেব বেদ্যঃ"
"পিতাঽসি লোকস্য চরাচরস্য
ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎ সমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো
লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব ॥" (১১।৪৩)

"মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।" (৭।৭)
"অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ ॥" (৯।২৪)

ঋগ্বেদ সংহিতা—
"তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং"

বৃহদারণ্যক—
"অয়মাত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু
অয়মাত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানামধিপতিঃ
সর্ব্বেষাং ভূতানাং রাজা ইত্যাদি।"
"কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানং অখিলাত্মনাম্।"
ভাঃ ১০।১৪।৫৫।

অস্মাৎ কৃষ্ণ এব পরো দেবস্তং ধ্যায়েৎ
তং রসয়েৎ তং ভজেৎ তং যজেৎ ॥
গোপালতাপনীশ্রুতি।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণম্ ॥
ব্রহ্মসংহিতা।

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং
তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্ ॥
শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি।

"ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে"
শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি

"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্"।
শ্রীমদ্ভাগবত ১।৩।২৮

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ কৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয়।
পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ॥
অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ব-বস্তু কৃষ্ণের স্বরূপ।
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্—তিন তাঁর রূপ ॥
বেদ ভাগবত উপনিষদ্ আগম।
পূর্ণতত্ত্ব যাঁরে কহে, নাহি যার সম ॥
গৌণ, মুখ্যবৃত্তি কি অন্বয়-ব্যতিরেকে।
বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল কহয়ে কৃষ্ণকে ॥
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

সর্ব্ব-আদি, সর্ব্ব-অংশী, কিশোরশেখর।
চিদানন্দ-দেহ, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বেশ্বর ॥
চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১৫৩

গোলোকনাম্নি নিজধাম্নি তলে চ তস্য
দেবী-মহেশ-হরিধামসু তেষু তেষু।
তে তে প্রভাবনিচয়া বিহিতাশ্চ যেন
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥
ব্রহ্মসংহিতা ৪৩

ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি ॥ ২১ ॥

বিবৃতি—ইহ জগতে লোকে ব্রহ্মাকে জগৎ-সৃষ্টি-কর্ত্তা আদিগুরু এবং শিবকে দেবাদিদেব বলিয়া জানেন। কিন্তু তাঁহারা পরতত্ত্ব বা স্বয়ং ভগবান্ নহেন। যেহেতু শম্ভুও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দাসাভিমান করিয়া ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক প্রদত্ত শ্রীকৃষ্ণের পদনখনিঃসৃত জলকে শিরে ধারণ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর, সর্ব্বেশ্বর, স্বয়ং ভগবান্ স্বয়ংরূপ ও অবতারী মূলপরাৎপরপুরুষ। সিদ্ধান্তগ্রন্থ ব্রহ্মসংহিতা হইতে জানা যায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলদেব, নারায়ণ, বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, কারণ, গর্ভ, ক্ষীরার্ণবত্রয়-শায়ী পরমাত্মা পুরুষাবতার, মৎস্য, কূর্ম্ম-বরাহ-রাম-

নৃসিংহাদি-নৈমিত্তিকাবতার, ব্রহ্ম-শিবাদি গুণাবতার, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম, মহেন্দ্রাদিবিভূতিরূপ অবতারসমূহের পতি। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই তিনটী গুণাবতার। তন্মধ্যে বিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণের সহিত সমানধর্ম্মবিশিষ্ট কিন্তু অংশ, শ্রীকৃষ্ণই তাঁহার অংশী মায়ার সত্ত্বগুণ মিশ্র হইলে তন্মধ্যে যে বিশুদ্ধ সত্ত্বাংশ আছে তাহাতে উদিত গুণাবতারই প্রপঞ্চোদিত বিষ্ণু। যথা ব্রহ্মসংহিতা ৫।৪৬ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে—দীপরশ্মি যেমন ভিন্ন আধারে পৃথক্ দীপের ন্যায় কার্য্য করে অর্থাৎ পূর্ব্বের দীপের ন্যায় সমানধর্ম্মা তদ্রূপ অংশী শ্রীকৃষ্ণ হইতেই অংশ অভিন্ন-বৈকুণ্ঠ বিষ্ণুতত্ত্ব উদিত হন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণই মূলদীপ। গর্ভোদকশায়ী দ্বিতীয় পুরুষাবতারের নাভিকমল হইতে আবির্ভূত রজোগুণদ্বারা সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা। ইনি মায়ার রজোগুণোদিতস্বাংশ-প্রভাববিশিষ্ট বিভিন্নাংশ। সুতরাং ইনি জীবতত্ত্ব, বিষ্ণুর ন্যায় অভিন্নকেবলভগবত্তত্ত্ব নহেন। যথা ব্রহ্মসংহিতায় ৫।৫০ শ্লোকে—সূর্য্যকান্ত্যাদিমণি সকলে সূর্য্য যেমন নিজ তেজকে কিয়ৎপরিমাণে প্রকট করেন সেইরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও কোনও জীবে স্বীয়শক্তি-আধানপূর্ব্বক জগদণ্ড বিধান করেন। ইহাই ব্রহ্মার স্বরূপ। ব্রহ্মা সাধারণ জীব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কিন্তু সাক্ষাৎ বিষ্ণুর সহ সমদেবপর্য্যায়ে গণিত হইলেও ঈশ্বর নহেন। ব্রহ্মাতে জীবের পঞ্চাশৎগুণ অধিক-ভাবে এবং তদতিরিক্ত আরও পাঁচটী গুণ আংশিক-ভাবে বর্ত্তমান। শম্ভু মায়ায় তমোগুণোদিত স্বাংশ-প্রভাববিশিষ্টবিভিন্নাংশ। বিভিন্নাংশের হেতু এই যে, মায়ার রজ ও তমোগুণদ্বয় অচিৎ; সুতরাং তাহাতে উদিততত্ত্ব স্বয়ংরূপ বা তদেকাত্মরূপ হইতে অত্যন্ত দূরে নিক্ষিপ্ত। সুতরাং সত্ত্বগুণাবতার বিষ্ণুতত্ত্ব হইতে মায়িক-গুণাদি মিশ্র শম্ভুতত্ত্ব বিলক্ষণ। যথা (ব্রহ্মসংহিতায় ৫।৪৫)-দুগ্ধ যেমন অম্লযোগে দধি-রূপে পরিণত হয়, কিন্তু দধি দুগ্ধান্তর বস্তু নহে আবার সাক্ষাৎ দুগ্ধও নহে তদ্রূপ শম্ভু কৃষ্ণ হইতে পৃথক্ আর একটী ঈশ্বর নহেন; শম্ভু বিষ্ণুর সহিত ভেদাভেদ তত্ত্ব। মায়াসঙ্গে বিকার লাভ করায় ভেদ। অম্ল-যোগে দধি হওয়ায় দুগ্ধ পরিচয় অর্থাৎ ভগবত্তত্ত্ব পরিচয় ধারণ করিতে সমর্থ নহেন। শম্ভুতে জীবের পঞ্চাশদ্‌গুণ প্রভূতরূপে এবং জীবের অপ্রাপ্ত আরও পাঁচটী গুণ আংশিকরূপে বর্ত্তমান আছে। সর্ব্বশাস্ত্র-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতে শিবকে বৈষ্ণবতত্ত্বে গণনা করা হইয়াছে—"বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ"।

সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ।
বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্॥

ভাঃ ২।৬।৩২

ব্রহ্মা, শিব—আজ্ঞাকারী ভক্ত-অবতার।
পালনার্থে বিষ্ণু—কৃষ্ণের স্বরূপ-আকার॥

চৈঃ চঃ মধ্য ২০।৩১৭

পুনরায় (ভাঃ ১০।৮৮।২-৪)—

"শিবঃ শক্তিযুতঃ শশ্বৎ ত্রিলিঙ্গো গুণসংবৃতঃ।"
"হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ॥"

যিনি সদাশিব তিনি গুণাবতার শিবের অংশী বা গোপালিনী শক্তি। তিনি নারায়ণের ন্যায় স্বয়ং-রূপ কৃষ্ণেরই বিলাস মূর্ত্তি। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র সর্ব্বেশ্বরেশ্বর স্বয়ং ভগবান্, পরমেশ্বর। তাহা হইতে সমান বা তাহা হইতে অধিক গুণবিশিষ্ট আর কেহ নাই বা হইতে পারে না। সমস্ত জীবে ৫০টী গুণ বিন্দু বিন্দুরূপে, শিবাদি দেবতায় ৫৫টী গুণ অংশরূপে, নারায়ণে ৬০টী গুণ পূর্ণরূপে, কিন্তু সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে ৬৪টী গুণ সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ চিদ্ভাবে নিত্য দেদীপ্যমান। মীমাংসকবাক্যাদিতে ইহা নিরূপিত হইয়াছে। সুতরাং সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র মুক্তিপ্রদাতা বা মু অর্থাৎ মুক্তিসুখ ও কু কুৎসিত হয় যে বস্তুর নিকট তাহা (অর্থাৎ প্রেম) দান করেন যিনি, সেই মুকুন্দ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আর কেহই স্বয়ং ভগবান্ আখ্যা লাভ করিতে পারেন না। তিনি অদ্বয়জ্ঞান, ব্রহ্ম তাঁহার অঙ্গকান্তি, পরমাত্মা তাঁহার অংশ প্রকাশ। দেবতাগণ তাঁহারই অধীনতত্ত্ব।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥ ২১॥

যত্রানুরক্তাঃ সহসৈব ধীরা
ব্যপোহ্য দেহাদিষু সঙ্গমূঢ়ম্।
ব্রজন্তি তৎ পারমহংস্যমন্ত্যং
যস্মিন্নহিংসোপশমঃ স্বধর্ম্মঃ॥ ২২॥

অন্বয়ঃ—ধীরাঃ (সন্তঃ) যত্র (যস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণে) অনুরক্তাঃ (পরায়ণাঃ সন্তঃ) সহসা এব দেহাদিষু উঢ়ং (ধৃতং) সঙ্গং (আসক্তিং) ব্যাপোহ্য (নিরাকৃত্য) যস্মিন্ (পারমহংস্যে ধর্ম্মে) অহিংসা (অসূয়াশূন্যত্বং তথা) উপশমঃ (ভগবন্নিষ্ঠা চ) স্বধর্ম্মঃ (স্বাভাবিকো জীবধর্ম্মঃ) তৎ (তস্য) অন্ত্যং (পরমকাষ্ঠাপন্নং) পারমহংস্যং (পরমহংসত্বং) ব্রজন্তি (প্রাপ্নুবন্তি) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—যাঁহাতে বুদ্ধিমান্ জনগণ যে শ্রীকৃষ্ণে অনুরক্ত হইয়া সহসাই দেহাদিতে আসক্তি পরিত্যাগ করতঃ যে আশ্রমে মাৎসর্য্যাদি রহিত ভগবন্নিষ্ঠাই স্বাভাবিক ধর্ম্ম, সকল আশ্রমের চরম সীমাস্বরূপ সেই পারমহংস্য আশ্রমকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—তথা দৃশ্যমানা মনীষিণোঽপ্যত্রার্থে প্রমাণমিত্যাহ—যত্রেতি। উঢ়ং ধৃতম্ অন্ত্যং পরমকাষ্ঠাপন্নং, যস্মিন্ ব্রজনে ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেইরূপ দৃশ্যমান মনীষিগণই এই বিষয়ে প্রমাণ, ইহা বলিতেছেন—'যত্র' ইতি। অর্থাৎ ধীর ব্যক্তিরা তাঁহাতেই অনুরক্ত হইয়া দেহাদির অভিমান পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পরমহংসাশ্রমের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হন, যে আশ্রমে অহিংসা এবং উপশম স্বাভাবিক ধর্ম্ম। 'দেহাদিষু উঢ়ং সঙ্গং'—অর্থাৎ দেহাদিতে ধৃত আসক্তি, 'ব্যপোহ্য'—পরিত্যাগ করিয়া। 'অন্ত্যং'—বলিতে পরম কাষ্ঠাপন্ন অর্থাৎ চরম সীমা-স্বরূপ (পরমহংস আশ্রমকে প্রাপ্ত হন)। 'যস্মিন্'—বলিতে যে আশ্রম প্রাপ্ত হইলে (অহিংসা এবং উপশম অর্থাৎ ভগবন্নিষ্ঠা স্বাভাবিকভাবেই লভ্য হয়) ॥ ২২ ॥

মধ্ব—পরমহংসাশ্রমং প্রাপ্যং। সত্যং ব্রহ্ম ॥২২॥

বিবৃতি—একমাত্র ধীর পুরুষগণই স্বয়ং ভগবান্ পরাৎপর শ্রীকৃষ্ণে অনুরক্ত হন। যিনি শ্রীকৃষ্ণে অনুরক্ত তাঁহার জড়াভিনিবেশরাহিত্যহেতু দেহাদি অভিমান স্বতঃই পরিত্যক্ত হইয়া পড়ে। সুতরাং তাঁহারা প্রাপঞ্চিক জন্ম, ঐশ্বর্য্য, পাণ্ডিত্য ও সৌন্দর্য্যাদির অভিমান হইতে বিমুক্ত হইয়া নিষ্কিঞ্চন পরমহংস-পদবাচ্য হন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে অনুরাগ ব্যতীত অন্যান্য দেবতাদি বা কর্ম্মজ্ঞান যোগাদিতে অভিনিবিষ্ট হইলে পরমহংস পদলাভ হয় না। যেহেতু একমাত্র যিনি ভগবৎস্বরূপে প্রপত্তি স্বীকার করেন তিনিই এই দুষ্পারা মায়ার হস্ত হইতে উদ্ধার লাভ করেন। শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—"মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।" "মাং সর্ব্বেশ্বরং মায়া-নিয়ন্তারং স্বপ্রপন্নবাৎসল্যনীরধীং কৃষ্ণং যে প্রপদ্যন্তে তে এতামর্ণবমিবাপারাং মায়াং গোষ্পদোদকাঞ্জলিমিবাশ্রমেণ তরন্তি। ত্বাং তীর্ত্বা নন্দেকরসং প্রসাদাভিমুখং স্বস্বামিনং মাং প্রাপ্নুবন্তীতি মামেবেত্যেবকারো মদন্যেষাং বিধিরুদ্রাদীনাং প্রপত্ত্যা তস্যাস্তরণং নেত্যাহ।" বলদেববিদ্যাভূষণপ্রভুঃ। ভোগ বা মোক্ষকামী হইয়া জীব দেবতান্তরের আরাধনায় নিযুক্ত হন। (গীতা ৭।২০)—

"কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।"

সুতরাং তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণে রাগরূপা অপ্রতিহতা শুদ্ধাভক্তি লাভ করিয়া পরমহংসপদবী প্রাপ্ত হইবার যোগ্য হন না।

নিষ্কিঞ্চন পরমহংসকুলের কুক্কুরশৃগালভক্ষ্যদেহে আমি ও আমার বুদ্ধি নাই, তাঁহারা সর্ব্বাত্মদ্বারা ভগবানের আশ্রিতপদ, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষাদি বাসনারূপ কপটতা হইতে মুক্ত। তাঁহারা কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্ট ও জীবন্মুক্ত। তাঁহারা অবিধিগোচর হইয়া বিচরণ করেন। তাঁহারা বর্ণ ও আশ্রমাতীত, প্রশান্ত ও নির্ম্মৎসর। যথা (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ১৯শ)—

কৃষ্ণভক্ত—নিষ্কাম, অতএব শান্ত।
ভুক্তিমুক্তিসিদ্ধিকামী, সকলি অশান্ত ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (৬।১৪।৪)—

মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণ-পরায়ণঃ।
সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে ॥

শ্রীগীতায় (১৮।৫৪)—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥

পুনশ্চ ভাগবতে—(১।৭।২৯)

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥২২॥

———

অহং হি পৃষ্টোঽর্য্যমণো ভবদ্ভি-
রাচক্ষ আত্মাবগমোঽত্র যাবান্ ।
নভঃ পতন্ত্যাত্মসমং পতত্রিণ-
স্তথা সমং বিষ্ণুগতিং বিপশ্চিতঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) অর্য্যমণঃ (সূর্য্যাঃ ত্রয়ীমূর্ত্তয়ঃ) অহং হি ভবদ্ভিঃ পৃষ্টঃ (জিজ্ঞাসিতঃ সন্) অত্র (অস্মিন্ ভগবল্লীলাবর্ণনবিষয়ে) যাবান্ (যৎপরিমাণঃ) আত্মাবগমঃ (মম জ্ঞানং) (তাবৎ) আচক্ষে (প্রবদামি) (তথাহি) পতত্রিণঃ (পক্ষিণো যথা) আত্মসমং (স্বশক্ত্যনুরূপং) নভঃ পতন্তি (নভসি উৎপতন্তি ন কৃৎস্নং) তথা বিপশ্চিতঃ (পণ্ডিতাঃ অপি) বিষ্ণুগতিং (বিষ্ণোর্লীলাং) সমং (স্বমত্যনুরূপং বদন্তি ইত্যর্থঃ) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—হে ঋষিগণ ! আপনারা বেদমূর্ত্তি, সুতরাং সূর্য্যসদৃশ দীপ্তিমান্ । আপনারা আমাকে যে শ্রীকৃষ্ণের লীলাকীর্ত্তনবিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছেন, তাহা আমি যতদূর জানি বলিতেছি। যেরূপ পক্ষিগণ তাহাদের শক্তি অনুসারে উর্দ্ধে বিচরণ করে সেইরূপ পণ্ডিত সকলও নিজ নিজ বুদ্ধির অনুরূপই শ্রীহরির লীলা কীর্ত্তন করেন ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—এবং স্বভাগ্যমভিনন্দ্য পরীক্ষিতোপাখ্যানং বক্তুমাহ। অর্য্যমণঃ হে সূর্য্যাস্তত্তুল্যাস্ত্রয়ীমূর্ত্তয়ঃ! অত্র যাবানাত্মাবগমঃ মম জ্ঞানং তাবদাচক্ষে প্রবক্ষ্যামি। যথা পক্ষিণঃ আত্মসমং স্বশক্ত্যনুরূপমেব নভ উৎপতন্তি নতু কৃৎস্নং, তথা বিপশ্চিতোঽপি বিষ্ণোর্গতিং লীলাং সমং স্বমত্যনুরূপমেব ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই প্রকার নিজের ভাগ্যের অভিনন্দন করিয়া, রাজা পরীক্ষিতের উপাখ্যান বলিতেছেন—'অর্য্যমণঃ', অর্থাৎ হে সূর্য্যসদৃশ দেবগণ! এই বিষয়ে যতটুকু আমার জ্ঞান, ততটুকুই বলিব। যেমন পক্ষিগণ নিজের সামর্থ্য অনুসারে আকাশে বিচরণ করে, কিন্তু সমগ্র আকাশে নহে, সেইরূপ পণ্ডিতগণও স্ব স্ব বুদ্ধির অনুরূপই শ্রীবিষ্ণুর লীলা বর্ণন করিতে সমর্থ হন ॥ ২৩ ॥

তথ্য—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্য ২০শ পরিচ্ছেদে—৭৯, ৮০, ৮১, ৯০, ৯১ ।

আকাশ—অনন্ত, তাতে যৈছে পক্ষীগণ ।
যার যত শক্তি, তত করে আরোহণ ॥
ঐছে মহাপ্রভুর লীলা নাহি ওর-পার ।
'জীব' হঞা কেবা সম্যক্ পারে বর্ণিবার ॥
যাবৎ বুদ্ধির গতি, ততেক বর্ণিলুঁ ।
সমুদ্রের মধ্যে যেন এক কণ ছুঁইলুঁ ॥
আমি—অতি ক্ষুদ্র জীব, পক্ষী রাঙ্গাটুনি ।
সে যৈছে তৃষ্ণায় পিয়ে সমুদ্রের পানি ॥
তৈছে আমি এক কণ ছুঁইলুঁ লীলার ।
এই দৃষ্টান্তে জানিহ প্রভুর লীলার বিস্তার ॥২৩

একদা ধনুরুদ্যম্য বিচরন্ মৃগয়াং বনে ।
মৃগাননুগতঃ শ্রান্তঃ ক্ষুধিতস্তৃষিতো ভৃশম্ ॥ ২৪ ॥
জলাশয়মচক্ষাণঃ প্রবিবেশ তমাশ্রমম্ ।
দদর্শ মুনিমাসীনং শান্তং মীলিতলোচনম্ ॥ ২৫ ॥
প্রতিরুদ্ধেন্দ্রিয়প্রাণ-মনোবুদ্ধিমুপারতম্ ।
স্থানত্রয়াৎ পরং প্রাপ্তং ব্রহ্মভূতমবিক্রিয়ম্ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—একদা (একস্মিন্ দিবসে পরীক্ষিৎ) ধনুঃ উদ্যম্য (গৃহীত্বা) বনে (মৃগবিহারস্থানে) মৃগয়াং বিচরন্ (মৃগয়ার্থং পরিভ্রমন্) মৃগান্ (মৃগাণাং) অনুগতঃ (অনুগচ্ছন্) ভৃশং (অতীব) শ্রান্তঃ ক্ষুধিতঃ তৃষিতঃ (চ সন্ তত্র) জলাশয়ং অচক্ষাণং (অপশ্যন্ ন দৃষ্ট্বেত্যর্থঃ) তং (প্রসিদ্ধম্) আশ্রমং প্রবিবেশ (তত্র) আসীনং (উপবিষ্টং) শান্তং মীলিতলোচনং (মুদ্রিতনেত্রং) প্রতিরুদ্ধেন্দ্রিয়প্রাণ-মনোবুদ্ধিং (প্রতিরুদ্ধাঃ বিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহৃতাঃ ইন্দ্রিয়প্রাণমনোবুদ্ধয়ঃ যেন তম্) উপারতং (অতএব একাগ্রচিত্তং) স্থানত্রয়াৎ (জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিলক্ষণাৎ) পরং (তুরীয়ং) পদং প্রাপ্তং (অতএব) ব্রহ্মভূতং (জড়াভিনিবেশশূন্যম্) অবিক্রিয়ং (নির্ব্বিকারং) মুনিং (শমীকং) দদর্শ (দৃষ্টবান্) ॥ ২৪-২৬ ॥

অনুবাদ—একদা মহারাজ পরীক্ষিৎ শরাসনে শরযোজিত করিয়া মৃগয়ার্থ বনে বনে ভ্রমণ করতঃ মৃগগণের অনুসরণ করিতে করিতে অত্যন্ত ক্লান্ত ক্ষুধিত ও পিপাসায় কাতর হইয়া পড়িলেন। কোথায়ও জলাশয় দেখিতে না পাইয়া তিনি তত্রত্য শমীক মুনির আশ্রমে প্রবিষ্ট হইলেন এবং দেখিলেন যে, এক মুনি নয়ন নিমীলিত করিয়া, প্রশান্ত ভাবে উপবেশন করিয়া আছেন। তাঁহার ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন

ও বুদ্ধি সকলই নিজ নিজ বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত হইয়াছে, অতএব তিনি উপশমবিশিষ্ট এবং জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই ত্রিবিধ অবস্থার অতীত সমাধি অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া তিনি ব্রহ্মভূত ও অবিক্রিয় ॥ ২৪-২৬ ॥

বিশ্বনাথ—অচক্ষাণোঽপশ্যন্। মুনিং শমীকং, স্থানত্রয়াৎ জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিতঃ পরং তুরীয়ং সমাধিং প্রাপ্তম্, অতএব ব্রহ্মভূতম্ ॥ ২৫-২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অচক্ষাণঃ'—(কোন জলাশয়) দেখিতে না পাইয়া (তিনি এক প্রসিদ্ধ আশ্রমে প্রবেশ করিলেন) ॥

'মুনিং'—শমীক মুনিকে। 'স্থানত্রয়াৎ পরং'—জাগ্রৎ, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি হইতে পর অর্থাৎ চতুর্থ সমাধি-প্রাপ্ত (মুনিকে)। অতএব তিনি ব্রহ্মভূত অর্থাৎ জড়াভিনিবেশশূন্য ॥ ২৫-২৬ ॥

মধ্ব—ব্রহ্মভূতং ব্রহ্মণি ভূতম্। স্বতোমনঃ স্থিতির্বিষ্ণৌ ব্রহ্মভাব উদাহৃত ইতি ব্রহ্মাণ্ডে ॥ ২৬ ॥

বিপ্রকীর্ণজটাচ্ছন্নং রৌরবেণাজিনেন চ।
বিশুষ্যত্তালুরুদকং তথাভূতমযাচত ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—বিশুষ্যত্তালুঃ (পিপাসয়া বিশেষেণ শুষ্যং শুষ্কং তালু যস্য সঃ পরীক্ষিৎ) বিপ্রকীর্ণজটাচ্ছন্নং (বিপ্রকীর্ণাভিঃ সর্ব্বত্র বিক্ষিপ্তাভিঃ জটাভিঃ আচ্ছন্নং) রৌরবেন অজিনেন চ (রুরুমৃগস্য চর্ম্মণা চ আচ্ছন্নং) তথাভূতং (পূর্ব্বোক্তপ্রকারং মুনিম্) উদকং (জলম্) অযাচত (প্রার্থয়ামাস) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত জটাকলাপে ও রুরু-নামক মৃগের চর্ম্মে মুনির দেহ আচ্ছাদিত ছিল। তৃষ্ণায় রাজার তালু পর্য্যন্ত বিশুষ্ক হইয়া পড়িয়াছিল, সুতরাং তিনি সেই সমাহিত মুনির নিকট জল প্রার্থনা করিলেন ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—রুরুর্মৃগবিশেষস্তস্য চর্ম্মণা চ আচ্ছন্নম্ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'রৌরবেণ অজিনেন চ'—রুরু মৃগবিশেষ, তাহার চর্ম্মের দ্বারা আচ্ছন্ন (অর্থাৎ জটাকলাপ এবং রুরু নামক মৃগের চর্ম্মের দ্বারা মুনির দেহ আচ্ছাদিত ছিল) ॥ ২৭ ॥

অলব্ধতৃণভূম্যাদিরসংপ্রাপ্তার্ঘ্যসূনৃতঃ।
অবজ্ঞাতমিবাত্মানং মন্যমানশ্চুকোপ হ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—অলব্ধতৃণভূম্যাদিঃ (ন লব্ধং তৃণং তৃণাসনং ভূমিঃ উপবেশনস্থানঞ্চ যেন সঃ) অসংপ্রাপ্তার্ঘ্যসূনৃতঃ (ন সংপ্রাপ্তঃ অর্ঘ্যঃ পূজা সূনৃতং প্রিয়-বচনঞ্চ যেন তথাভূতঃ সন্ পরীক্ষিৎ) আত্মানম্ অবজ্ঞাতম্ ইব (ঋষিণা অবমতম্ ইব) মন্যমানঃ (সম্ভাবয়ন্) চুকোপ হ (অক্রুধ্যত এব) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—রাজা যখন দেখিলেন যে, মুনি তাঁহাকে তৃণাসন স্থানাদি ও অর্ঘ্য প্রভৃতি কিছুই প্রদান করিলেন না, এমন কি প্রিয় বচনে সম্ভাষণও করিলেন না ; তখন তিনি আপনাকে অবমানিত মনে করিয়া অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইলেন ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—অলব্ধেতি। মর্ম্মাতিথ্যমনেন কিমপি ন কৃতমিতি চুকোপ ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অলব্ধ'—ইত্যাদি। এই ব্যক্তি আমার কোনরূপ আতিথ্যই করিল না, এইজন্য তিনি ক্রুদ্ধ হইলেন ॥ ২৮ ॥

অভূতপূর্ব্বঃ সহসা ক্ষুত্তৃড্‌ভ্যামর্দ্দিতাত্মনঃ।
ব্রাহ্মণং প্রত্যভূদ্‌ব্রহ্মন্ মৎসরো মন্যুরেব চ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ব্রহ্মন্ (শৌনক), ক্ষুত্তৃড্‌ভ্যাম্ অর্দ্দিতাত্মনঃ (ক্ষুধা তৃষ্ণয়া চ পীড়িতস্য পরীক্ষিতঃ) সহসা ব্রাহ্মণং (শমীকং) প্রতি অভূতপূর্ব্বঃ মৎসরঃ (তদুৎকর্ষাসহনং) মন্যুঃ চ এব (ক্রোধোঽপি চ) অভূৎ ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—হে ব্রহ্মন্! ক্ষুধার্ত্ত ও তৃষ্ণাতুর মহারাজ পরীক্ষিতের সেই ব্রাহ্মণের প্রতি এরূপ ক্রোধ ও মৎসর ভাব হইল যে, তাহা পূর্ব্বে কখনও হয় নাই ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—মৎসরস্তদুৎকর্ষাসহনম্ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মৎসর—বলিতে তাঁহার (শমীক মুনির) উৎকর্ষ সহ্য করিতে না পারা ॥২৯॥

মধ্ব—অপ্রীতির্মদ্বশোনায়মিতি মৎসর ঈরিত ইতি নামমহোদধৌ ॥ ২৯ ॥

স তু ব্রহ্মঋষেরংসে গতাসুমুরগং রুষা ।
বিনির্গচ্ছন্ ধনুষ্কোট্যা নিধায় পুরমাগতঃ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ (পরীক্ষিৎ) তু (কিন্তু) বিনির্গচ্ছন্ (বহির্গমনকালে কোপবশাৎ) ব্রহ্মঋষেঃ (মুনেঃ শমীকস্য) অংসে (স্কন্ধদেশে) গতাসুং (মৃতং) উরগং (সর্পং) ধনুষ্কোট্যা (চাপাগ্রেণ) নিধায় (স্থাপয়িত্বা) পুরং (রাজধানীম্) আগতঃ ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—সেই পরীক্ষিৎ ক্রোধবশতঃ গমনকালে ব্রহ্মর্ষির স্কন্ধদেশে একটী মৃত সর্প ধনুকের অগ্রভাগ দ্বারা স্থাপন করিয়া নিজ পুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—ধনুষ্কোট্যা ধনুরগ্রেণ। নিধায়েতি—ভো ব্রহ্মন্ ! ত্বয়াহমতিথির্যথা সাধু সংমানিতস্তথা ত্বামপ্যনয়া সুকুমারমালয়া সম্মানয়ামীতি বদন্নিতি ভাবঃ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ধনুষ্কোট্যা—ধনুর অগ্রভাগের দ্বারা। 'নিধায়'—স্থাপন করিয়া, অর্থাৎ হে ব্রহ্মন্ ! তুমি অতিথি আমাকে যেরূপ সম্মানিত করিয়াছ, সেইরূপ আমিও এই সুকুমার মালার দ্বারা তোমাকে সম্মান করিতেছি—এইরূপ কথনপূর্ব্বক, এই ভাব ॥ ৩০ ॥

এষ কিং নিভৃতাশেষকরণো মীলিতেক্ষণঃ ।
মৃষাসমাধিরাহোস্বিৎ কিং নু স্যাৎ ক্ষত্রবন্ধুভিঃ ॥৩১॥

অন্বয়ঃ—এষঃ (মুনিঃ) কিং নিভৃতাশেষকরণঃ (প্রত্যাহৃতসর্ব্বেন্দ্রিয়ঃ) মীলিতেক্ষণঃ (মুদ্রিতনেত্রঃ সন্ স্থিতঃ) আহোস্বিৎ (যদ্বা) ক্ষত্রবন্ধুভিঃ (আগতৈঃ গতৈঃ বা) কিং নু স্যাৎ (ইতি অবজ্ঞয়া) মৃষাসমাধিঃ (কল্পিতঃ সমাধিভাবঃ ইতি অবজ্ঞাতবান্) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—এই মুনি কি সত্য সত্যই ইন্দ্রিয়গ্রামকে বিষয় হইতে উপরত করিয়া নিমীলিত নেত্রে অবস্থান করিতেছেন ? অথবা মাদৃশ ক্ষত্রিয়াধম এই আশ্রমে আসিলেই বা কি, আর এস্থান হইতে প্রস্থান করিলেই বা কি এই ভাবিয়া সমাধির ভাণ করতঃ আমায় অবজ্ঞা করিতেছেন ? ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—নির্গমনসময়ে রাজা পরামৃশতি এষ ইতি। নিভৃতাশেষকরণঃ প্রত্যাহৃতসর্ব্বেন্দ্রিয়ঃ। অতঃ সত্যসমাধিকঃ, আহোস্বিন্মৃষাসমাধিস্তত্র হেতুঃ কিং ন্বিতি। অত্র রাজ্ঞো, বিকর্ম্মেদমভাগ্যোত্থং ন জ্ঞেয়ং, কিন্তু তং শীঘ্রং স্বপার্শ্বং নেতুং ব্রহ্মশাপদ্বারা বিরক্তং বিধায় শুকদেবেন সঙ্গতং কৃত্বা তত্র শ্রীভাগবতরূপেণ স্বয়মাবির্ভূয় জগদুদ্ধর্ত্তুঞ্চ কলৌ জনিষ্যমাণানপি কাংশ্চন ভক্তান্ স্বকৃতাং রাসাদিলীলাম্ আস্বাদয়িতুঞ্চ ভগবত এবেয়মিচ্ছেতি মনীষিণ আহুঃ। "তস্যৈব মেঽঘস্য" ইত্যাদি বক্ষ্যমাণাৎ। মচ্ছুদ্ধভক্তস্য দৈবাদ্বিকর্ম্মাপি শুভোদর্কমেবেতি জ্ঞাপয়িতুং "যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥" ইতি শ্রীভাগবতরূপেণ স্বাবির্ভাবে কারণাভাসং চোত্থাপয়িতুং ভগবতৈব তস্য তথা ভাব উদ্ভাবিতঃ, ন চ তস্য স্বপ্নেঽপি স স্বভাবঃ অভূতপূর্ব্ব ইত্যুক্তেঃ। ন চ দৈবাদভাগ্যবিশেষোত্থোঽয়ং তাৎকালিকো ভাবস্তৎফলস্য শুকসমাগমমহাভাগ্যস্যানুপপত্তেঃ। ন চ তস্য পিপাসাতিশয় এব হেতুরিতি বাচ্যম্ ; তৎক্ষণানন্তরমেব জলমপীতবত এবানুতাপশতবিদীর্য্যমাণস্য গৃহাগতস্য সদ্য এব প্রায়োপবেশাৎ ; ইত্যেবঞ্চ জন্মনি মরণে চ ব্রহ্মতেজসো মধ্যবয়সি কালস্য চ নির্জয়াত্তস্য রাজ্ঞো ভগবৎকৃপামহাবলবত্ত্বমসাধারণমেব দ্রষ্টব্যম্ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই মুনির আশ্রম হইতে নির্গমন-সময়ে রাজা এইরূপ চিন্তা করিতেছেন—'এষ কিং' ইত্যাদি অর্থাৎ এই মুনি কি সমাধিস্থ হইয়া যথার্থই ইন্দ্রিয়গণের নিগ্রহ ও নয়নদ্বয় মুদ্রিত করিয়া আছেন ? অথবা, একজন ক্ষত্রিয় আশ্রমে আসিয়াছে জানিয়াই কি অবজ্ঞা করিয়া এইরূপ মিথ্যা সমাধিস্থ হইলেন ? 'নিভৃতাশেষকরণঃ'—যিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়কে বিষয় হইতে প্রত্যাহার করিয়াছেন। অতএব সত্যই ইনি সমাধি-প্রাপ্ত ? অথবা, ইহা মিথ্যা সমাধি ? তাহার কারণ—'কিং নু স্যাৎ ক্ষত্রবন্ধুভিঃ' —অর্থাৎ আমার মত ক্ষত্রিয়াধম এই আশ্রমে আসিলেই বা কি, আর এখান হইতে চলিয়া গেলেই বা কি ?

এখানে রাজা পরীক্ষিতের এই বিকর্ম্ম (নিন্দিত

কর্ম্ম)—দুর্ভাগ্য-জনিত নহে, ইহা জানিতে হইবে। কিন্তু তাঁহাকে শীঘ্র নিজ পার্শ্বে আনিবার জন্য ব্রহ্মশাপের দ্বারা বৈরাগ্য উৎপাদন করাইয়া, শ্রীশুকদেবের সহিত মিলন ঘটাইয়া, সেখানে জগদুদ্ধারের নিমিত্ত শ্রীভাগবত-রূপে স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া, এবং কলিকালে জনিষ্যমাণ কোন কোন ভক্তকে স্বকৃত রাসাদি লীলা আস্বাদন করাইবার জন্য শ্রীভগবানেরই এই-রূপ ইচ্ছা—ইহাই বিবেকিগণ বলেন। যেহেতু পরবর্ত্তী অধ্যায়ে "তস্যৈব মেঽঘস্য" ইত্যাদি শ্লোকে বলিবেন—"আমি অতি গর্হ্যকর্ম্মা, মৃতসর্প নিক্ষেপ-দ্বারা ব্রাহ্মণের অবমাননা করিয়াছি, বোধ হয় আমার প্রতি ভগবানও প্রসন্ন হইয়া থাকিবেন, তন্নিমিত্তই ব্রহ্মশাপ হইয়াছে, আমি নিরন্তর গৃহে আসক্ত ছিলাম, কার্য্যকারণের নিয়ন্তা ভগবানই আমাকে আত্ম-প্রাপ্তি করাইবার নিমিত্ত ব্রাহ্মণের শাপস্বরূপ হইয়াছেন, ঐ শাপ আমার বৈরাগ্যের মূল, ইহার দ্বারা আসক্ত ব্যক্তির আশু নির্ব্বেদ উপস্থিত হয়।" এবং আমার শুদ্ধভক্তের দৈবাৎ অনুষ্ঠিত বিকর্ম্মও উত্তরকালে শুভ ফলদায়ক হয়—ইহা জানাইবার নিমিত্ত।

"হে ভারত! যখন যখন ধর্ম্মের (বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের) গ্লানি এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন (তখনই) আমি স্বয়ং মূর্ত্তি ধারণ করি।"—শ্রীগীতার এই উক্তি অনুসারে এবং শ্রীভাগবত-রূপে নিজের আবির্ভাবের কারণাভাস উত্থাপন করাইবার জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই তাঁহার (মহারাজ পরীক্ষিতের) চিত্তে সেইরূপ (মুনিগলে মৃতসর্প অর্পণরূপ) ভাব উৎপন্ন করাইয়াছিলেন, তাহা না হইলে, মহারাজের স্বপ্নেও সেইরূপ স্বভাব ছিল না, কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছেন—'অভূতপূর্ব্বঃ'—অর্থাৎ রাজার কখনও এরূপ ক্রোধ উদ্ভব হয় নাই। আর, দৈবাৎ অভাগ্য-বিশেষের দ্বারা উত্থিত তাৎকালিক এই ভাব—ইহাও বলিতে পারেন না, তাহা হইলে শ্রীশুকদেবের সমাগমরূপ মহাভাগ্যের উদয় অসঙ্গত হইয়া পড়ে। আবার, তাঁহার পিপাসার আতিশয্যই হেতু—ইহাও বলা চলে না, কারণ তৎক্ষণের পরেই বিন্দুমাত্র জল পান না করিয়াই অনুতাপে শত বিদীর্য্যমাণ গৃহাগত মহারাজ পরীক্ষিৎ সদ্যই প্রায়োপবেশন করিয়াছিলেন। এই প্রকার জন্মকালে (অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র-রূপ) ও মরণকালে (মুনি-বালকের অভিশাপ-রূপ) ব্রহ্মতেজের এবং মধ্য বয়সে (কলি) কালের নির্জ্জয়-বশতঃ সেই মহারাজ পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীভগবানের কৃপার মহাবলবত্ত্ব অসাধারণই জানিতে হইবে ॥ ৩১ ॥

তস্য পুত্রোঽতিতেজস্বী বিহরন্ বালকোঽর্ভকৈঃ।
রাজ্ঞাঘং প্রাপিতং তাতং শ্রুত্বা তত্রেদমব্রবীৎ ॥৩২॥

অন্বয়ঃ—অতি তেজস্বী (তপোবলসম্পন্নঃ) তস্য পুত্রঃ (শৃঙ্গী নাম) বালকঃ অর্ভকৈঃ (বালকৈঃ সহ) বিহরন্ (ক্রীড়ন্) তাতং (জনকং) রাজ্ঞা (পরীক্ষিতা), অঘং (দুঃখং) প্রাপিতং (গমিতং) শ্রুত্বা তত্র (অর্ভকমধ্যে) ইদং (বক্ষ্যমাণপ্রকারম্) অব্রবীৎ (উবাচ) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—সেই শমীকের অতিশয়তেজস্বী বালক পুত্র অন্যান্য বালকগণের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে শুনিলেন যে, "রাজা পরীক্ষিৎ তাঁহার পিতার অপমান করিয়াছেন।" তখন তিনি সেই সহচরবর্গের মধ্যেই বলিতে লাগিলেন—॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—তস্য পুত্রঃ শৃঙ্গী ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তস্য'—সেই শমীক মুনির পুত্র শৃঙ্গী ॥ ৩২ ॥

অহো অধর্ম্মঃ পালানাং পীব্নাং বলিভুজামিব।
স্বামিন্যঘং যদ্দাসানাং দ্বারপানাং শুনামিব ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—অহো পীব্নাং (পুষ্টানাম্) বলিভুজাং ইব (কাকানামিব) দাসানাং পালানাং (রাজ্ঞাং) অধর্ম্মঃ স্বামিনি (প্রভৌ) যৎ অঘং (পাপাচরণং তৎ) দ্বারপানাং (দ্বারপালানাং) শুনাং (কুক্কুরাণাম্) ইব ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—কি আশ্চর্য্য! ভোগ-পরিপুষ্ট নৃপতিবৃন্দের কি অধর্ম্ম! যাহারা দাস, বলি-ভোজী কাক ও দ্বাররক্ষক কুক্কুরের সহিত যাহাদিগের তুলনা হইতে পারে, আজ কি না তাহারাই অনায়াসে প্রভুর প্রতি পাপাচরণে প্রবৃত্ত হইল! ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—পালানাং রাজ্ঞাং পীব্নাং পুষ্টানাং। বলিভুজাং কাকানাম্ ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পালানাং'—রাজগণের। 'পীবাং'—ভোগপরিপুষ্ট নৃপতিবৃন্দের। 'বলিভুজাং'—বলি ভক্ষণকারী কাকদের ॥ ৩৩ ॥

ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রবন্ধুর্হি গৃহপালো নিরূপিতঃ।
স কথং তদ্গৃহে দ্বাঃস্থঃ সভাণ্ডং ভোক্তুমর্হতি ॥৩৪॥

অন্বয়ঃ—ক্ষত্রবন্ধুঃ (হীন ক্ষত্রিয়ঃ) হি ব্রাহ্মণৈঃ গৃহপালঃ (দ্বারপালঃ) নিরূপিতঃ (কৃতঃ) তদ্গৃহে (ব্রাহ্মণগৃহে) দ্বাঃস্থঃ (দ্বারপালঃ) সঃ (ক্ষত্রিয়ঃ) কথং সভাণ্ডং (ভাণ্ডে এব স্থিতং অন্নং) ভোক্তুম্ অর্হতি ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—ব্রাহ্মণগণকর্ত্তৃক যে নীচ ক্ষত্রিয়কে গৃহরক্ষক কুক্কুর বলিয়াই নিরূপিত হইয়াছে, গৃহের দ্বারদেশই যাহাদিগের নির্দ্দিষ্ট স্থান, আজ তাহারা কোন্ সাহসে সেই গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভাণ্ডস্থ অন্নাদি ভোজন করে ! ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—গৃহপালঃ শ্বা, গৃহং প্রবিশ্য সভাণ্ডং ভাণ্ডসহিতং ঘৃতাদি বস্তু। তেন রাজ্ঞাং মুনীনামাশ্রমমধ্যে সহসা প্রবেশ তত্র জলাদিপ্রার্থনে চ কা যোগ্যতেতি ভাবঃ ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গৃহপালঃ'—গৃহের রক্ষক কুক্কুর, গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া ভাণ্ডের সহিত ঘৃতাদি বস্তু (ভক্ষণ করিতেছে)। ইহার দ্বারা নৃপতিদের মুনিগণের আশ্রমমধ্যে সহসা প্রবেশের এবং জলাদি প্রার্থনা করার কি যোগ্যতা—এই ভাব ॥ ৩৪ ॥

কৃষ্ণে গতে ভগবতি শাস্তর্য্যুৎপথগামিনাম্।
তদ্ভিন্নসেতুমদ্যাহং শাস্মি পশ্যত মে বলম্ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—উৎপথগামিনাং (উচ্ছৃঙ্খলানাং) শাস্তরি (শাসকে) ভগবতি কৃষ্ণে গতে (জগতঃ প্রস্থিতে সতি) তৎ (তদনন্তরং) ভিন্নসেতুং (উৎপথগামিং পরীক্ষিতম্) অদ্য অহং শাস্মি (দণ্ডয়ামি) মে বলং (পরাক্রমং) পশ্যত ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—কুমার্গগামী লোকসকলের শাসনকর্ত্তা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বধামে গমন করিয়াছেন বলিয়া যে ব্যক্তি নিজ মর্য্যাদা ভঙ্গ করিয়াছে, আমি এই মুহূর্ত্তেই তাহার দণ্ড বিধান করিতেছি।—তোমরা আমার শক্তি দেখ ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—তৎ তদনন্তরমহং শাস্মি দণ্ডয়ামি ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তৎ'—অর্থাৎ উৎপথগামীদের শাসনকর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণ স্বধামে গমন করায়, যে ব্যক্তি নিজমর্য্যাদা ভঙ্গ করিয়াছে, তদনন্তর (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের গমনের পর) আজ আমিই তাহার দণ্ডবিধান করিতেছি ॥ ৩৫ ॥

ইত্যুক্ত্বা রোষতাম্রাক্ষো বয়স্যানৃষিবালকঃ
কৌশিক্যাপ উপস্পৃশ্য বাগ্বজ্রং বিসসর্জ হ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—বয়স্যান্ ইতি উক্ত্বা রোষতাম্রাক্ষঃ (ক্রোধেন তাম্রে আরক্তে অক্ষিণী নেত্রে যস্য সঃ) ঋষি-বালকঃ (শৃঙ্গী) কৌশিক্যাপঃ (কৌশিকীনদ্যাঃ জলং) উপস্পৃশ্য (স্পৃষ্ট্বা আচম্য) বাগ্বজ্রং (শাপং) বিসসর্জ্জ হ (দদৌ) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—ঋষিবালক শৃঙ্গীর নয়নদ্বয় ক্রোধে আরক্তবর্ণ হইল, তিনি বয়স্যদিগকে এই প্রকার বলিয়াই কৌশিকী নদীর জলে আচমনপূর্ব্বক বজ্রোপম বাক্য পরিত্যাগ করিলেন—॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—বয়স্যানুক্ত্বা কৌশিক্যাপ ইতি সন্ধিরার্ষঃ ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বয়স্য ঋষিবালকদের এইরূপ বলিয়া, শৃঙ্গী কৌশকী নদীর জলে আচমনপূর্ব্বক এই বাক্যরূপ বজ্র নিক্ষেপ করিলেন। 'কৌশিক্যাঃ অপঃ' এই স্থলে 'কৌশিক্যাপঃ'—এইরূপ সন্ধি আর্ষ-প্রয়োগ ॥ ৩৬ ॥

মধ্ব—কৌশিকী কুশপাণিঃ ॥ ৩৬ ॥

ইতি লঙ্ঘিতমর্য্যাদং তক্ষকঃ সপ্তমেঽহনি।
দঙ্ক্ষ্যতি স্ম কুলাঙ্গারং চোদিতো মে ততদ্রুহম্ ॥৩৭॥

অন্বয়ঃ—ইতি (এবং সর্পবিক্ষেপেণ) লঙ্ঘিতমর্য্যাদং (অবমাননাকারিণং) কুলাঙ্গারং (কুলস্যাঙ্গারতুল্যং) ততদ্রুহং (তাতস্য মম পিতুঃ দ্রোহ-

কারিণং রাজানং) সপ্তমে অহনি (অদ্যারভ্য সপ্তম-দিবসে) মে চোদিতঃ (ময়া প্রেরিতঃ) তক্ষকঃ (নাগঃ) দঙক্ষ্যতি স্ম (ভক্ষয়িষ্যতি এব) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—"যে কুলাঙ্গার মর্য্যাদা লঙ্ঘনপূর্ব্বক আমার পিতার এই প্রকার অবমাননা করিয়াছে, আমার আদেশ ক্রমে তক্ষক অদ্য হইতে সপ্তম দিবসে তাহাকে দংশন করিবে" ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—ইতি যতো মৎপিতুর্দেহে মৃতসর্পো নিক্ষিপ্তঃ, তস্মাৎ জীবন্নেব সর্পশ্রেষ্ঠস্তক্ষকস্তং দঙক্ষ্যতি ভক্ষয়িষ্যতি। ধক্ষ্যতীতি পাঠে ভস্মীকরিষ্যতি। মে ময়া প্রেরিতঃ। ততদ্রুহং তাতদ্রুহম্ ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ইতি'—অর্থাৎ যেহেতু আমার পিতার দেহে যে কুলাঙ্গার মৃতসর্প নিক্ষেপ করিয়াছে, অতএব জীবিত সর্পশ্রেষ্ঠ তক্ষক তাহাকে ভক্ষণ করিবে। 'ধক্ষ্যতি'—এই পাঠে ভস্মীভূত করিবে—এই অর্থ। 'মে'—অর্থাৎ আমা কর্ত্তৃক প্রেরিত (তক্ষক) 'ততদ্রুহং'—অর্থাৎ আমার পিতার দ্রোহকারী রাজাকে ॥ ৩৭ ॥

ততোঽভ্যেত্যাশ্রমং বালো গলে সর্পকলেবরম্।
পিতরং বীক্ষ্য দুঃখার্ত্তো মুক্তকণ্ঠো রুরোদ হ ॥৩৮॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (তদনন্তরং) বালঃ আশ্রমম্ অভ্যেত্য (আগম্য) গলেসর্পকলেবরং (যস্য গলদেশে মৃতসর্পশরীরং তং) পিতরং বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) দুঃখার্ত্তঃ (দুঃখিতঃ) মুক্তকণ্ঠঃ (চ সন্ উচ্চৈরিত্যর্থঃ) রুরোদ হ (অক্রন্দৎ) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—ঋষিকুমার এই বলিয়া আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন এবং পিতার গলদেশে মৃত সর্প দেখিয়া অতিশয় দুঃখের সহিত উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—গলে ইত্যলুক্ সমাসঃ ॥ ৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গলে-সর্পকলেবরম্'—গলে সর্পকলেবর যাহার, এখানে গলে ইহা অলুক-সমাস (অর্থাৎ সমাস হইলেও পূর্ব্বপদে বিভক্তির লোপ হয় নাই) ॥ ৩৮ ॥

স বা আঙ্গিরসো ব্রহ্মন্ শ্রুত্বা সুতবিলাপনম্।
উন্মীল্যশনকৈর্নেত্রে দৃষ্ট্বা চাংশে মৃতোরগম্ ॥ ৩৯ ॥
বিসৃজ্য তঞ্চ পপ্রচ্ছ বৎস কস্মাদ্ধি রোদিষি।
কেন বা তেঽপ্যপকৃতমিত্যুক্তঃ স ন্যবেদয়ৎ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ব্রহ্মন্ (শৌনক), সঃ বৈ আঙ্গিরসঃ (অঙ্গিরোগোত্রোদ্ভবঃ শমীকঃ) সুতবিলাপনং (পুত্ররোদনং) শ্রুত্বা শনকৈঃ (শনৈঃ) নেত্রে উন্মীল্য অংশে (স্কন্ধে) (মৃতোরগং দৃষ্ট্বা চ তং (সর্পং) বিসৃজ্য (নিক্ষিপ্য) চ পপ্রচ্ছ (জিজ্ঞাসিতবান্) (হে) বৎস, কস্মাৎ হি (হেতোঃ) রোদিষি? (ক্রন্দসি) কেন বা (জনেন) তে অপকৃতং (তব অপকারঃ কৃতঃ) ইতি (এবং) উক্তঃ (পৃষ্টঃ) সঃ (বালকঃ) ন্যবেদয়ৎ (নিবেদয়ামাস) ॥ ৩৯-৪০ ॥

অনুবাদ—হে ব্রহ্মন্ শৌনক! অঙ্গিরা-গোত্রোদ্ভূত সেই শমীক ঋষি নিজ পুত্রের বিলাপ-বাক্য শ্রবণ করিয়া অল্পে অল্পে লোচনদ্বয় উন্মীলিত করিলেন এবং দেখিলেন যে, নিজ গলদেশে এক মৃত সর্পবিলম্বিত রহিয়াছে। তিনি ঐ সর্পটিকে দূরে নিক্ষেপ করতঃ পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন বৎস! কি জন্য রোদন করিতেছ? কেহ কি তোমার অনিষ্ট করিয়াছে? এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ঋষিবালক পিতাকে সকল বৃত্তান্ত বলিলেন ॥ ৩৯-৪০ ॥

নিশম্য শপ্তমতদর্হং নরেন্দ্রং
স ব্রাহ্মণো নাত্মজমভ্যনন্দৎ।
অহো বতাংহো মহদদ্য তে কৃত-
মল্পীয়সি দ্রোহউরুর্দমো ধৃতঃ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়—সঃ ব্রাহ্মণঃ অতদর্হং (ন তম্ অর্হতি ইতি, শাপস্য অযোগ্যং) নরেন্দ্রং (পরীক্ষিতং) শপ্তং (পুত্র-শাপগ্রস্তং) নিশম্য (শ্রুত্বা) আত্মজং ন অভ্যনন্দৎ (পুত্রং প্রতি ন প্রীতো বভূব) অহো বত (খেদে) অদ্য তে (ত্বয়া) অল্পীয়সি (অল্পে) দ্রোহে (অপরাধে) উরুঃ (মহান্) দমঃ (দণ্ডঃ) ধৃতঃ (বিহিতঃ) (অতঃ ত্বয়া) মহৎ অংহঃ (পাপং) কৃতং (অনুষ্ঠিতং) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—অভিসম্পাতের অনুপযুক্ত সেই নৃপতি পরীক্ষিৎকে পুত্র শাপ প্রদান করিয়াছেন শুনিয়া সেই

ব্রাহ্মণ শমীক নিজ পুত্রকে প্রশংসা করিলেন না। বরং পুত্রকে বলিলেন, অহো কি কষ্টের বিষয়; তুমি নিতান্ত অজ্ঞান, আজ মহাপাপ করিয়াছ, যেহেতু তুমি লঘু অপরাধে রাজাকে গুরুতর দণ্ড প্রদান করিয়াছ ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ——অতদর্হং শাপাযোগ্যম্। অনভিনন্দনবাক্যমাহ অহো ইতি। দমো দণ্ডঃ ॥ ৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অতদর্হং'—অর্থাৎ শাপ দানের অযোগ্য। মহামুনি শমীক নিজের পুত্রকে তাদৃশ কার্য্য করায় প্রশংসা করিলেন না, অনভিনন্দনের বাক্য বলিতেছেন—'অহো' ইতি। অহো কি কষ্টের বিষয়, তুমি মহান্ পাপ করিয়াছ ইত্যাদি। দম বলিতে দণ্ড ॥ ৪১ ॥

তথ্য—"অদ্য" স্থলে "অজ্ঞ" এই পাঠও দেখা যায়। অর্থ—"হে বিচাররহিত মূঢ় ॥" ৪১ ॥

ন বৈ নৃভির্নরদেবং পরাখ্যং
সংমাতুমর্হস্যবিপক্কবুদ্ধে।
যত্তেজসা দুর্ব্বিষহেণ গুপ্তা
বিন্দন্তি ভদ্রাণ্যকুতোভয়াঃ প্রজাঃ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) অবিপক্কবুদ্ধে (অল্পমতে), দুর্ব্বিষহেণ (দুস্তরেণ) যত্তেজসা (যস্য পরাক্রমেণ) গুপ্তাঃ (সুরক্ষিতাঃ অতএব) অকুতোভয়াঃ (নির্ভয়াঃ) প্রজাঃ (লোকাঃ) ভদ্রাণি (মঙ্গলানি) বিন্দন্তি (লভন্তে) পরাখ্যং (পরঃ বিষ্ণুঃ ইতি আখ্যা খ্যাতিঃ যস্য তং) নরদেবং (নৃপতিং) নৃভিঃ (মনুষ্যৈঃ) সংমাতুং (সমং দ্রষ্টুং) ন বৈ অর্হসি (নৈব যোগ্যো ভবসি) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—হে অল্পবুদ্ধে! যে রাজা বিষ্ণুতুল্য বলিয়া বিদিত, যাঁহার দুর্ব্বিষহ তেজঃপ্রভাবে প্রজাসকল সুরক্ষিত হইয়া নির্ভয়ে সুখৈশ্বর্য্য ভোগ করিতেছে, তাঁহাকে সাধারণ মনুষ্যের সহিত সমান বিবেচনা করা তোমার উচিত হয় নাই ॥ ৪২ ॥

বিশ্বনাথ—পরো বিষ্ণুরিত্যাখ্যা খ্যাতির্যস্য তম্। নৃভিঃ সংমাতুং সমং দ্রষ্টুম্ ॥ ৪২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পরাখ্যং পর, বিষ্ণু এই আখ্যা প্রসিদ্ধি যাঁহার, তাঁহাকে। নরদেব (রাজা) বিষ্ণুসদৃশ হন, এই প্রসিদ্ধি। সাধারণ লোকের সহিত রাজাকে সমানভাবে দেখা যুক্তিযুক্ত নহে ॥ ৪২ ॥

অলক্ষ্যমাণে নরদেবনাম্নি।
রথাঙ্গপাণাবয়মঙ্গ লোকঃ।
তদা হি চৌরপ্রচুরো বিনঙ্ক্ষ্য-
অরক্ষ্যমাণোহবি-বরূথবৎ ক্ষণাৎ ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ঃ—অঙ্গ (হে পুত্র) নরদেবনাম্নি (নৃপনামধরে নৃপরূপে) রথাঙ্গপাণৌ (চক্রপাণৌ বিষ্ণৌ) অলক্ষ্যমাণে (অপ্রকটতাং গতে) তদা হি চৌরপ্রচুরঃ (তস্করবহুলঃ) অয়ং লোকঃ (ভুবনং) অরক্ষ্যমাণঃ (অপালিতঃ সন্) অবিবরূথবৎ (মেষসংঘবৎ) ক্ষণাৎ (শীঘ্রমেব) বিনঙ্ক্ষ্যতি (বিনাশং প্রাপ্স্যতি) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—হে বৎস, সেই নরদেব-নামধারী চক্রপাণি অন্তর্হিত হইলেই এই পৃথিবীতে প্রচুর চৌরের প্রাদুর্ভাব হইবে ও লোক সকল রক্ষক-বিহীন মেষপালের ন্যায় মুহূর্ত্ত মধ্যে বিনষ্ট হইবে ॥ ৪৩ ॥

বিশ্বনাথ—অলক্ষ্যমাণে অদৃশ্যমাণে। অবিবরূথবৎ মেঘ-সংঘবৎ ॥ ৪৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ— অলক্ষ্যমাণে—অদৃশ্যমান হইলে। 'অবি-বরূথবৎ'—অর্থাৎ মেষপালের ন্যায় ॥ ৪৩ ॥

মধ্ব—সেনাপরাকিণী প্রোক্তা বরূথো গুপ্তিরুচ্যত ইত্যভিধানম্ ॥ ৪৩ ॥

তদদ্য নঃ পাপমুপৈত্যনন্বয়ং
যন্নষ্টনাথস্য বসোর্বিলুম্পকাৎ।
পরস্পরং ঘ্নন্তি শপন্তি বৃঞ্জতে
পশূন্ স্ত্রিয়োহর্থান্ পুরুদস্যবো জনাঃ ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ঃ—নষ্টনাথস্য (নষ্টঃ নাথঃ রক্ষয়িতা যস্য লোকস্য তস্য) বসোঃ (বসুনঃ ধনস্য) বিলুম্পকাৎ (অপহর্ত্তুঃ চৌরাদেঃ হেতোঃ) যৎ (পাপং ভবিষ্যতি) তৎ অনন্বয়ং (সম্বন্ধশূন্যং) পাপং অদ্য (অধুনা) নঃ (অস্মান্) উপৈতি (উপৈষ্যতি)। পুরুদস্যবঃ (চৌরবহুলাঃ) জনাঃ (লোকাঃ) পরস্পরং (অন্যোহন্যং)

ঘ্নন্তি (নাশয়ন্তি) শপন্তি (পুরুষং বদন্তি) পশূন্ স্ত্রিয়ঃ অর্থান্ বৃঞ্জতে (অপহরন্তি চ) ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—অতএব অদ্য প্রজারক্ষক রাজার অভাবে চৌরাদির প্রাচুর্য্য হেতু যে পাপ হইবে, সেই পরকৃত-পাপ আমাদিগকে আশ্রয় করিবে, রাজ্য দস্যুবহুল হইবে, লোক সকল পরস্পর পরস্পরকে বিনাশ করিবে এবং পরস্পর অভিশাপাদি প্রদান করিবে, পশু, স্ত্রী ও ধনাদি অপহরণ করিবে ॥ ৪৪ ॥

বিশ্বনাথ—নষ্টো নাথো যস্য তস্য লোকস্য, বসোঃ বসুনো ধনস্য বিলুম্পকাদপহর্ত্তুশ্চৌরাদ্ধেতোর্যৎ পাপং ভবিষ্যতি—তদস্মন্নিমিত্তত্বাদস্মানুপৈষ্যতি। অনন্বয়ং সম্বন্ধশূন্যমেব। তদেব পাপং দর্শয়তি পরস্পরমিতি বিশেষমাহ বৃঞ্জতে অপহরন্তি ॥ ৪৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নষ্টনাথস্য'—যে লোকদের নাথ অর্থাৎ রক্ষক বিনষ্ট হইয়াছেন, তাহাদের ধনসমূহের অপহরণকারী চৌর হইতে যে পাপ হইবে, তাহা আমাদের নিমিত্তহেতু অর্থাৎ আমরাই রাজার বিনাশের কারণ হইলাম বলিয়া, সেই পরকৃত পাপ আমাদের আশ্রয় করিবে, অথচ আমাদের তাহাতে কোন সম্বন্ধ নাই। 'অনন্বয়ং'—অর্থাৎ সম্বন্ধশূন্য। সেই পাপই দেখাইতেছেন—পরস্পর ইত্যাদি। বিশেষ বলিতেছেন—পশু, স্ত্রী ও ধনাদি অপহরণ করিবে ॥৪৪

মধ্ব—বিভ্রান্ত্রং পশুরুৎসেকো ভ্রমরশ্চেতি কথ্যত ইতি চ ॥ ৪৪ ॥

তদার্য্যধর্ম্মঃ সুবিলীয়তে নৃণাং
বর্ণাশ্রমাচারযুতস্ত্রয়ীময়ঃ।
ততোঽর্থকামাভিনিবেশিতাত্মনাং
শুনাং কপীনামিব বর্ণসঙ্করঃ ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়ঃ—তদা (নৃপাত্যয়ে) নৃণাং বর্ণাশ্রমাচারযুতঃ (বর্ণাশ্রমবিধিপুষ্টঃ) ত্রয়ীময়ঃ (বেদোক্তঃ) আর্য্যধর্ম্মঃ (সদাচারঃ) বিলীয়তে (ক্ষীয়তে) ততঃ (ধর্ম্মক্ষয়ানন্তরং) শুনাং (কুক্কুরাণাং) কপীনাং (বানরাণাং চ) ইব অর্থকামাভিনিবেশিতাত্মনাং (অর্থকাময়োঃ এব অত্যাসক্তচিত্তানাং নৃণাং) বর্ণসঙ্করঃ (অসৎপুত্রঃ ভবিষ্যতি ইতি শেষঃ) ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—তখন লোকসমূহের বর্ণাশ্রম বিহিত বেদোক্ত সদাচার ও আর্য্যধর্ম্ম বিনষ্ট হইবে, তখন লোক সকল কুক্কুর ও বানরের ন্যায় কেবল মাত্র অর্থ ও কামের সেবাতেই চিত্তকে অভিনিবিষ্ট করিবে, সুতরাং তখন বর্ণসঙ্করের সৃষ্টি হইতে থাকিবে ॥৪৫

বিশ্বনাথ—আর্য্যধর্ম্মঃ সদাচারঃ ॥ ৪৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আর্য্যধর্ম্মঃ'—অর্থাৎ সদাচার ॥ ৪৫ ॥

ধর্ম্মপালো নরপতিঃ স তু সম্রাড়্ বৃহচ্ছ্রবাঃ।
সাক্ষান্মহাভাগবতো রাজর্ষির্হয়মেধযাট্।
ক্ষুত্তৃট্শ্রমযুতো দীনো নৈবাস্মচ্ছাপমর্হতি ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়ঃ—ধর্ম্মপালঃ (ধর্ম্মরক্ষকঃ) সম্রাট্ (চক্রবর্ত্তী) বৃহচ্ছ্রবাঃ (মহাযশাঃ) সাক্ষাৎ মহাভাগবতঃ (অতীব ভগবৎপরায়ণঃ) রাজর্ষিঃ হয়মেধযাট্ (অশ্বমেধযাজী) ক্ষুত্তৃট্শ্রমযুতঃ (ক্ষুধাতৃষ্ণাপরিশ্রমক্লিষ্টঃ) দীনঃ (স্বাগতপ্রশ্নাদ্যভাবেন অবজ্ঞাতঃ) সঃ নরপতিঃ (পরীক্ষিৎ) ন তু এব (নৈব) অস্মৎ (অস্মাকং সকাশাৎ) শাপং অর্হতি ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—ধর্ম্মরক্ষক মহাযশস্বী পরমভাগবত, রাজর্ষি অশ্বমেধযজ্ঞকারী ক্ষুধাতৃষ্ণায় পরিশ্রমে কাতর হইয়া বিপন্নভাবে আগত সেই পরীক্ষিৎ মহারাজ কোন মতেই আমাদের নিকটে অভিসম্পাতের পাত্র নহেন ॥ ৪৬ ॥

বিশ্বনাথ—এবং রাজমাত্রস্য শাপানর্হত্বমুক্ত্বা প্রস্তুতেঽতিবিশেষমাহ—ধর্ম্মপাল ইতি ॥ ৪৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইপ্রকারে নৃপতিমাত্রই শাপের অযোগ্য, ইহা বলিয়া বর্ত্তমান ক্ষেত্রে (মহারাজ পরীক্ষিতের ক্ষেত্রে) অতি বিশেষ বলিতেছেন—ধর্ম্মপাল ইত্যাদি ॥ ৪৬ ॥

অপাপেষু স্বভৃত্যেষু বালেনাপক্কবুদ্ধিনা।
পাপং কৃতং তদ্ভগবান্ সর্ব্বাত্মা ক্ষন্তুমর্হতি ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়ঃ—অপক্কবুদ্ধিনা (অজ্ঞানেন) বালেন (বালকেন) অপাপেষু (ধার্ম্মিকেষু) স্বভৃত্যেষু (নিজভক্তেষু যৎ) পাপং কৃতং সর্ব্বাত্মা (সর্ব্বান্তর্য্যামী) ভগবান্ (শ্রীহরিঃ) তৎ ক্ষন্তুং অর্হতি ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্, আপনি সকলের অন্তর্য্যামী, আমার এই অপরিণতবুদ্ধি পুত্র নিতান্ত বালক, তাই সে আপনার ন্যায় নিরপরাধ ভক্তের প্রতি পাপ আচরণ করিয়াছে ; সুতরাং তাহাকে আপনি ক্ষমা করুন ॥৪৭॥

বিশ্বনাথ—তস্য মহাপাপস্যান্যৎ প্রায়শ্চিত্তমদৃষ্ট্বা পাপমেবাবেদয়ন্ ভগবন্তং প্রার্থয়তে—অপাপেষ্বিবতি ॥ ৪৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেইরূপ মহাপাপের অন্য কোন প্রায়শ্চিত্ত না দেখিয়া, পাপই জানাইয়া শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন—'অপাপেষু' ইত্যাদি ॥ ৪৭ ॥

তিরস্কৃতা বিপ্রলব্ধাঃ শপ্তাঃ ক্ষিপ্তা হতা অপি ।
নাস্য তৎ প্রতিকুর্ব্বন্তি তদ্ভক্তাঃ প্রভবোঽপি হি ॥৪৮॥

অন্বয়ঃ—তদ্ভক্তাঃ (বিষ্ণুভক্তাঃ) প্রভবঃ (সমর্থাঃ) অপি তিরস্কৃতাঃ (নিন্দিতাঃ) বিপ্রলব্ধাঃ (বঞ্চিতাঃ) ক্ষিপ্তাঃ (অবজ্ঞাতাঃ) শপ্তাঃ (শাপং গময়িতাঃ) হতাঃ (তাড়িতাঃ) অপি অস্য (তিরস্কারাদিকর্ত্তুঃ) ন হি তৎপ্রতিকুর্ব্বন্তি হি (প্রতীকারং কুর্ব্বন্তি এব) ॥৪৮॥

অনুবাদ—ভগবদ্‌ভক্তগণ অপরের দ্বারা তিরস্কৃত, প্রতারিত, অবমানিত, অভিশপ্ত ও তাড়িত হইলেও এবং সেই অনিষ্টকারীর প্রত্যপকার সাধনে সমর্থ হইলেও অন্যায় আচরণে প্রবৃত্ত হন না ॥ ৪৮ ॥

বিশ্বনাথ—রাজা চেৎ প্রতিশাপং দদ্যাত্তর্হি নিষ্কৃতির্ভবেদপি, তত্তু ন সম্ভবতি ; তস্য মহাভাগবতত্বাদিত্যাহ। তিরস্কৃতা নিন্দিতাঃ। বিপ্রলব্ধা বঞ্চিতাঃ। ক্ষিপ্তা অবজ্ঞাতাঃ। হতাস্তাড়িতাঃ। প্রভবঃ সমর্থা অপি, অস্য তিরস্কারাদিকর্ত্তুর্ন তৎ প্রতীকারং কুর্ব্বন্তি ॥ ৪৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—রাজা যদি প্রতিশাপ দিতেন, তাহা হইলে নিষ্কৃতি হইত, কিন্তু তাহা ত সম্ভব নয়, যেহেতু তিনি (রাজা পরীক্ষিৎ) মহাভাগবত (পরম ভক্ত), ইহাই বলিতেছেন—'তিরস্কৃতাঃ' ইত্যাদি। তিরস্কৃত বলিতে নিন্দিত। বিপ্রলব্ধ— বঞ্চিত। ক্ষিপ্ত —অবজ্ঞাত। 'হতাঃ'—অর্থাৎ তাড়িত হইয়াও এবং 'প্রভবঃ' অর্থাৎ প্রতিশাপ প্রদানে সমর্থযুক্ত হইয়াও, তিরস্কার, বঞ্চনা, অবমাননা, বিতাড়না যাহারা করেন, তাহাদের প্রতি মহাভাগবতগণ কোন প্রতীকার করেন না ॥ ৪৮ ॥

ইতি পুত্রকৃতাঘেন সোঽনুতপ্তো মহামুনিঃ ।
স্বয়ং বিপ্রকৃতো রাজ্ঞা নৈবাঘং তদচিন্তয়ৎ ॥ ৪৯ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ মহামুনিঃ (শমীকঃ) ইতি পুত্রকৃতাঘেন (পুত্রকৃতপাপেন) অনুতপ্তঃ (অনুতাপংগতঃ) স্বয়ং রাজ্ঞা (পরীক্ষিতা) বিপ্রকৃতঃ (অপ্রকৃতঃ) অপি তৎ অঘং (অপরাধং) ন এব অচিন্তয়ৎ (নৈব বিভাবয়ামাস) ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ—সেই মুনিশ্রেষ্ঠ শমীক পুত্র কৃত অপরাধ চিন্তা করতঃ এইরূপ অনুতাপ করিতে লাগিলেন, কিন্তু নিজে যে রাজাকর্ত্তৃক অবমানিত হইয়াছেন সেই রাজকৃত অপরাধ একবারও চিন্তা করিলেন না ॥৪৯॥

বিশ্বনাথ—যদ্বিপ্রকৃতস্তিরস্কৃতস্তত্তিরস্করণে অঘং অপরাধং ন অভাবয়ৎ ॥ ৪৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মহামুনি শমীক, রাজা যে তাঁহাকে অবমাননা করিয়াছেন, সেই রাজ-কৃত অপরাধ একবারও চিন্তা করিলেন না, অর্থাৎ পুত্রের অপরাধ বিবেচনা করিয়া রাজার অপরাধকে অপরাধ বলিয়াই গণ্য করিলেন না ॥ ৪৯ ॥

প্রায়শঃ সাধবো লোকে পরৈর্দ্বন্দ্বেষু যোজিতাঃ ।
ন ব্যথন্তি ন হৃষ্যন্তি যত আত্মাঽগুণাশ্রয়ঃ ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং প্রথমস্কন্ধে পারীক্ষিতে বিপ্রশাপোপলম্ভো নাম অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ।

অন্বয়ঃ—লোকে (জগতি) পরৈঃ (শত্রুভিঃ) দ্বন্দ্বেষু (সুখদুঃখাদিষু) যোজিতাঃ (পাতিতাঃ) সাধবঃ প্রায়শঃ (বাহুল্যেন) ন ব্যথন্তে (দুঃখিতাঃ ভবন্তি) ন হৃষ্যন্তি (তুষ্টাঃ ভবন্তি) যতঃ আত্মা অগুণাশ্রয়ঃ (সুখদুঃখাদ্যাশ্রয়ো ন ভবতি) ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে অষ্টাদশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ সমাপ্তঃ।

অনুবাদ—এই সংসারে প্রায়ই সাধুগণ অন্যকর্ত্তৃক সুখদুঃখ প্রাপ্ত হইলেও দুঃখে অত্যন্ত দুঃখিত

বা সুখে অত্যন্ত বিহ্বল হন না ; কারণ তাঁহাদিগের আত্মা সুখদুঃখাদি গুণে অনাসক্ত ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীভাগবত প্রথমস্কন্ধে অষ্টাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—যুক্তং চৈতদিত্যাহ। —দ্বন্দ্বেষু সুখ-দুঃখাদিষু। অগুণাশ্রয়ং প্রাকৃতসুখদুঃখাদ্যাশ্রয়ঃ ন ভবতি ॥ ৫০ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
প্রথমেঽষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥১৮॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিঠক্কুরকৃতা শ্রীভাগবত-প্রথমস্কন্ধে অষ্টাদশাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—ইহা যুক্তিযুক্তই, তাহাই বলিতেছেন—'প্রায়শঃ' ইত্যাদি শ্লোকে। সাধুলোকেরা অন্যের প্রদত্ত সুখ বা দুঃখে প্রায়ই ব্যথিত বা হর্ষিত হন না, কারণ তাঁহারা জানেন আত্মা সুখ বা দুঃখাদির আশ্রয় হয় না। 'দ্বন্দ্বেষু'—বলিতে সুখ, দুঃখাদিতে। 'অগুণাশ্রয়ঃ'—প্রাকৃত সুখ-দুঃখাদির আশ্রয় হয় না ॥ ৫০ ॥

ইতি ভক্তমানসের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার সজ্জন-সম্মত প্রথমস্কন্ধের অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার প্রথমস্কন্ধের অষ্টাদশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১।১৮ ॥

মধ্ব—স্বকৃতোগুণস্তস্যৈব যতঃ ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীমদানন্দতীর্থ ভগবৎপাদাচার্য্য বিরচিতে শ্রীভাগবত প্রথমস্কন্ধতাৎপর্য্যে অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

তথ্য—

ইতি প্রথমস্কন্ধে অষ্টাদশ অধ্যায়ের তথ্য সমাপ্ত।

বিবৃতি—

ইতি প্রথমস্কন্ধে অষ্টাদশ অধ্যায়ের বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীভাগবত প্রথমস্কন্ধের অষ্টাদশ অধ্যায়ের শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত।

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ

সূত উবাচ—

মহীপতিস্ত্বথ তৎকর্ম্মগর্হ্যং
বিচিন্তয়ন্নাত্মকৃতং সুদুর্ম্মনাঃ।
অহো ময়া নীচমনার্য্যবৎ কৃতং
নিরাগসি ব্রহ্মণি গূঢ়তেজসি ॥ ১ ॥

শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য

ঊনবিংশ অধ্যায়ের কথাসার

ঊনবিংশ অধ্যায়ে গঙ্গাতীরে যোগিগণ পরিবৃত হইয়া মহারাজ পরীক্ষিতের প্রায়োপবেশন ও তথায় শ্রীশুকদেবের আগমন বর্ণিত হইয়াছে।

মহারাজ পরীক্ষিৎ শমীক মুনির অবমাননা করিয়া গৃহে ফিরিলে পর অত্যন্ত অনুতপ্ত হইলেন এবং শীঘ্রই পাপের যথোপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হওয়া উচিত —এইরূপ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে শমীক মুনির জনৈক শিষ্য তথায় আগমন করিয়া পরীক্ষিতকে মুনি-পুত্র শৃঙ্গীর অভিশাপের বিষয় জানাইলে মহারাজ বিষণ্ণ না হইয়া নিজের বিষয়াসক্তি পরিত্যাগের সুযোগ উপস্থিত মনে করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি পূর্ব্বেই ইহধাম ও স্বর্গাদি লোকের নশ্বরতা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, এক্ষণে মৃত্যুর সাতদিন মাত্র অবশিষ্ট আছে জানিয়া গঙ্গাতীরে উপবেশন করতঃ অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করিলেন। ভুবনপাবন মুনিগণ নানাস্থান হইতে তথায় আগমন করিতে লাগিলেন। মুনিগণ রাজাকে প্রশংসা করিলেন, স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি ও দুন্দুভি নিনাদিত হইতে থাকিল। পরীক্ষিৎ মুনিগণকে যথোচিত সম্ভাষণপূর্ব্বক জীবের একান্ত কর্ত্তব্য বিশেষতঃ মুমূর্ষু ব্যক্তির কর্ত্তব্য-সম্বন্ধে পরিপ্রশ্ন করিলে মুনিগণ নিজ নিজ অভিরুচি অনুযায়ী যাগ, যজ্ঞ,

তপস্যা, দান, ধ্যান, জপ প্রভৃতি নানাবিধ অনুষ্ঠানের বিষয় বলিয়া পরস্পর বিবাদ করিতে লাগিলেন, এমন সময় অবধূতবেশ পরমহংস শ্রীশুকদেব তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন পরীক্ষিৎ আনন্দে বিভোর হইয়া শ্রীশুকদেবকে বলিলেন যে, শুকদেবের ন্যায় সাধুর স্মরণ মাত্রই গৃহিগণের গৃহ পবিত্র হয়, তখন তাঁহাদের দর্শন, স্পর্শন ও সেবার দ্বারা যে জীব পবিত্র হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি ? বিষ্ণুর সান্নিধ্যে যেমন অসুরকুল বিনষ্ট হয় তদ্রূপ ভগবদ্ভক্তের দর্শনেও জীবের নিখিল পাপরাশি বিধৌত হয়। পরীক্ষিৎ মহারাজ তখন যোগিগণের পরম গুরু আত্মারাম শ্রীশুকদেবকে জীবের সম্যক্ সিদ্ধি লাভের উপায় ও মুমূর্ষু জীবের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অতি বিনীতভাবে উপদেশ প্রার্থনা করিলে শ্রীশুকদেব পরীক্ষিৎকে ভাগবতকথা বলিতে লাগিলেন।

অন্বয়ঃ—অথ (অনন্তরং) মহীপতিঃ (রাজা) তু অহো ময়া নিরাগসি (নিরপরাধে) গূঢ়তেজসি (গুপ্তং তেজো যস্য তস্মিন্) ব্রহ্মণি (ব্রাহ্মণে) নীচং (পাপং) অনার্য্যবৎ (নীচবৎ) কৃতং (অনুষ্ঠিতং) আত্মকৃতং (স্বানুষ্ঠিতং) গর্হ্যং (নিন্দ্যং) তৎকর্ম্ম (মুনিস্কন্ধে স্বর্পনিক্ষেপণং) বিচিন্তয়ন্ সুদুর্ম্মনাঃ (উন্মনাঃ জাতঃ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—সূত বলিলেন—হে মুনিগণ, অনন্তর মহারাজ পরীক্ষিৎ মুনিবর শমীকের আশ্রম হইতে নিজ ভবনে প্রত্যাগমন করিয়া ভাবিতে লাগিলেন কার্য্যটি আমার বড় অন্যায় হইয়াছে। অহো ! আমি সেই নিরপরাধ ব্রাহ্মণের প্রচ্ছন্ন ব্রহ্মতেজঃ বুঝিতে না পারিয়া অতি নীচ অনার্য্য ব্যক্তির ন্যায় কার্য্য করিয়াছি। এইরূপে স্বকৃত নিন্দনীয় কার্য্য চিন্তা করিতে করিতে অত্যন্ত দুর্ম্মনা হইলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

রাজানুতপ্য নির্ব্বিদ্য কৃতে প্রায়োপবেশনে
ঊনবিংশে মুনীন্দ্রাণাং সদসি শ্রীশুকাগমঃ ॥

অথ স্বগৃহাগমনকালে এব সুদুর্ম্মনা অভূৎ। চিন্তামাহ সার্দ্ধদ্বাভ্যাং—নীচং নিন্দ্যং কর্ম্ম। অমীবমিতি পাঠে পাপম্। ব্রহ্মণি ব্রাহ্মণে ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই ঊনবিংশ অধ্যায়ে অনুতপ্ত রাজা পরীক্ষিৎ নির্ব্বিণ্ণ হইয়া (গঙ্গাতীরে) প্রায়োপবেশন করিলে সেই মুনীন্দ্রগণের সভায় শ্রীশুকদেবের আগমন বর্ণিত হইয়াছে ॥

অনন্তর (মুনিগলে মৃতসর্প অর্পণের পর) রাজা পরীক্ষিৎ স্বগৃহে আগমন-কালেই অত্যন্ত দুর্ম্মনা হইয়াছিলেন। তাঁহার তৎকালে চিন্তা বলিতেছেন—সার্দ্ধ দুইটি শ্লোকে। নীচং—বলিতে নিন্দনীয় কর্ম্ম। 'অমীবম্'—এই পাঠে পাপ অর্থ। ব্রহ্মণি—বলিতে ব্রাহ্মণে ॥ ১ ॥

———

ধ্রুবং ততো মে কৃতদেবহেলনাদ্-
দুরত্যয়ং ব্যসনং নাতিদীর্ঘাৎ।
তদস্তু কামং হ্যঘনিষ্কৃতায় মে
যথা ন কুর্য্যাং পুনরেবমদ্ধা ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ কৃতদেবহেলনাৎ (কৃতং যৎ দেবহেলনং ঈশ্বরাবজ্ঞাপাপং তস্মাৎ) ধ্রুবং (নিশ্চিতং) মে দুরত্যয়ং (দুস্তরং) ব্যসনং (বিপদ্ ভবিষ্যতি) তৎ (ব্যসনং) নাতিদীর্ঘাৎ (কালাৎ, অচিরাদেব) কামং (অসঙ্কোচতঃ) অদ্ধা মে (সাক্ষাৎ মমৈব, ন পুত্রাদিদ্বারেণ) অঘনিষ্কৃতায় (পাপস্য প্রায়শ্চিত্তায়) অস্তু (ভবতু) যথা হি পুনঃ এবং ন কুর্য্যাম্ ॥ ২ ॥

অনুবাদ—সেই দেবতুল্য ঋষির অবমাননা করায় অতি সত্বরই যে আমার দুস্তর ভয়ঙ্কর বিপদ্ সমুপস্থিত হইবে, সে বিষয়ে কোনও সংশয় নাই। কিন্তু সেই বিপদ্ শীঘ্রই আমার উপর উপস্থিত হউক তাহা হইলেই আমার পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হইবে এবং পুনর্ব্বার আমি ঐরূপ গর্হিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইব না ॥২॥

বিশ্বনাথ—অদ্ধা সাক্ষাৎদেবাস্তু, ন তু পুত্রাদিদ্বারেণ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অদ্ধা'—অর্থাৎ সেই বিপদ্ সাক্ষাৎ আমারই হউক, কিন্তু পুত্রাদির দ্বারা নহে ॥২॥

———

অদ্যৈব রাজ্যং বলমৃদ্ধকোষং
প্রকোপিতব্রহ্মকুলানলো মে।

দহত্বভদ্রস্য পুনর্ন মেঽভূৎ
পাপীয়সী ধীর্দ্বিজদেবগোভ্যঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—প্রকোপিতব্রহ্মকুলানলঃ (প্রকোপিতং ব্রহ্মকুলং তৎ এব অনলঃ সঃ) অদ্য এব (অধুনৈব) অভদ্রস্য (পাপিষ্ঠস্য মম) রাজ্যং বলং ঋদ্ধকোষং (পর্য্যাপ্তং ধনং) দহতু (ভস্মীকরোতু) (যেন পুনঃ) দ্বিজদেবগোভ্যঃ (দ্বিজাদীন্ পীড়য়িতুং) মে (মম) পাপীয়সী (পাপবহুলা) ধীঃ (বুদ্ধিঃ) ন অভূৎ ॥৩॥

অনুবাদ—আমি অতি অভদ্র, সুতরাং অদ্যই আমার রাজ্য, সৈন্য ও অক্ষয়ভাণ্ডার প্রভৃতি যাবতীয় সম্পত্তি ক্রুদ্ধ-ব্রাহ্মণ-কুলরূপ অনলে ভস্মীভূত হউক। তাহা হইলে আর পুনরায় গো, ব্রাহ্মণ বা দেবতার প্রতি পীড়ন করিতে আমার দুর্ব্বুদ্ধি হইবে না ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—দ্বিজদেবতা দুঃখয়িতুং ধীর্ন মে অভূৎ ন ভবেৎ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দ্বিজদেবতাঃ'—ব্রাহ্মণরূপ দেবগণকে দুঃখ দিবার নিমিত্ত যাহাতে আমার আর দুর্বুদ্ধি না হয় ॥ ৩ ॥

———

স চিন্তয়িন্নত্থমথাশৃণোদ্‌যথা
মুনেঃ সুতোক্তো নির্ঋতিস্তক্ষকাখ্যঃ।
স সাধু মেনে চ চিরেণ তক্ষকা-
নলং প্রসক্তস্য বিরক্তিকারণম্ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—অথ ইত্থং (চিন্তয়ন্) সঃ (রাজা) মুনেঃ সুতোক্তঃ (মুনিপুত্র প্রদত্তঃ) তক্ষকাখ্যঃ নির্ঋতিঃ (তক্ষকদংশনরূপো মৃত্যুঃ) যথা (সপ্তমেঽহনি ভবিষ্যতি তথা) অশৃণোৎ (শমীকপ্রেষিতাৎ শিষ্যাৎ শুশ্রাব শ্রুত্বা চ) সঃ প্রসক্তস্য (অতীববিষয়াসক্তস্য) ন চিরেণ (শীঘ্রং) বিরক্তিকারণং (বৈরাগ্যহেতুং) তক্ষকানলং (সর্প বিষাগ্নিং) সাধু মেনে (সন্তাবিতবান্) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—তিনি এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় শমীকমুনির প্রেরিত শিষ্যের নিকট মুনিপুত্র শৃঙ্গীর অভিশাপে তক্ষক নাগ হইতে যেরূপ ভাবে মৃত্যু হইবে তাহা শ্রাবণ করিলেন। এই তক্ষক-বিষাগ্নি আমার বিষয়াসক্তি-বিরাগের মূল হইবে এইরূপ ভাবিয়া রাজা ঐ অভিশাপ সংবাদকে উত্তম বলিয়া গ্রহণ করিলেন ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—মুনেঃ সুতেনোক্তঃ সপ্তমেঽহনি তক্ষকাখ্যো নির্ঋতির্মৃত্যুর্যথা ভবিষ্যতি তথা অশৃণোৎ—শমীকপ্রেষিতাচ্ছিষ্যাৎ গৌরমুখাৎ। যথা—ভো রাজন্, অজ্ঞানেন বালকেন দত্তমভিশাপং শ্রুত্বা মুহুরনুতপ্তস্তং চ সন্তর্জ্জ্যাস্মদ্‌গুরুঃ প্রতীকারমপশ্যন্ খিদ্যন্ ত্বয়ি কারুণ্যপূর্ণো মাং প্রাহিণোৎ—'রাজা জ্ঞাত্বা পরলোকার্থং কিমপি যততাম্' ইত্যেতদর্থম্। ইত্যুক্ত্বা গতে তস্মিন্, রাজা স্বাপরাধং ক্ষময়ন্ তত্র জিগমিষুরপি, মুনের্জনিষ্যমাণং লজ্জাসংকোচাদিকং স্বস্য চ শাপান্তানিচ্ছাং বিচার্য্য ন জগাম ; যতঃ স তক্ষকস্য বিষাগ্নিং সাধু মেনে। কীদৃশম্ ? বিষয়ে প্রসক্তস্য মম বিষক্তিকারণম্ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মুনির পুত্রের দ্বারা উক্ত সপ্তম দিবসে তক্ষকের দংশনে যেরূপে মৃত্যু হইবে, তাহা শ্রবণ করিলেন, শমীক মুনির প্রেরিত শিষ্য গৌরমুখের মুখ হইতে। তাহা এইরূপ—হে রাজন্! অজ্ঞ বালকের দ্বারা প্রদত্ত অভিশাপ শ্রবণকরতঃ সাতিশয় অনুতপ্ত হইয়া নিজ পুত্রকে ভর্ৎসনাপূর্ব্বক আমাদের শ্রীগুরুদেব (শমীক মুনি), তাহার কোন প্রতীকার না দেখিতে পাইয়া, আপনার প্রতি কারুণ্যবশতঃ আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন—'রাজা এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া কোনরূপ যত্নগ্রহণ করুন', এই নিমিত্ত। এই বলিয়া মুনির শিষ্য গৌরমুখ প্রত্যাগমন করিলে, রাজা নিজ অপরাধ ক্ষমাপনের নিমিত্ত সেখানে গমনেচ্ছুক হইয়াও, তাহাতে মুনির লজ্জা, সঙ্কোচাদি বর্দ্ধিত হইবে এবং নিজেরও শাপান্তের অনিচ্ছা আলোচনা করিয়া গমন করিলেন না ; যেহেতু তক্ষকের বিষাগ্নিই তিনি উত্তম (প্রায়শ্চিত্ত) মনে করিয়াছিলেন। কিরূপ বিষাগ্নি ? যাহা বিষয়ে প্রসক্তচিত্ত আমার বৈরাগ্যের কারণ হইবে ॥ ৪ ॥

———

অথো বিহায়েমমমুঞ্চ লোকং
বিমর্শিতৌ হেয়তয়া পুরস্তাৎ।
কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিসেবামধিমন্যমান
উপাবিশৎ প্রায়মমর্ত্ত্যনদ্যাম্ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—পুরস্তাৎ (প্রাগেব) হেয়তয়া (নিকৃষ্টতয়া) বিমর্শিতৌ (বিচারিতৌ) ইমং (মর্ত্ত্যলোকং) অমুং চ লোকং (স্বর্গং, উভৌ লোকৌ) অথো (শাপ-শ্রাবণানন্তরং) বিহায় (ত্যক্ত্বা) কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিসেবাং (শ্রীকৃষ্ণচরণ সেবাং) অধিমন্যমানঃ (সর্ব্বপুরুষার্থেভ্যোঽধিকাং জানন্) অমর্ত্ত্য নদ্যাং (স্বর্গনদ্যাং গঙ্গায়ামিত্যর্থঃ) প্রায়ং (প্রায়ং অনশনং প্রতি) উপাবিশৎ (যদ্বা প্রায়ং প্রকৃষ্টময়নং আশ্রয়ং যথা ভবতি তথা উপাবিশৎ) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—তিনি পূর্ব্বেই স্থির করিয়াছিলেন যে, ইহলোক ও পরলোক উভয়ই হেয়। এক্ষণে তিনি ঐহিক ও পারলৌকিক সুখের কামনাকে বিসর্জ্জন দিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণ-সেবাই সর্ব্ববিধ পুরুষার্থের সার সিদ্ধান্ত করতঃ সেই শ্রীকৃষ্ণের অমল চরণ-কমল-লাভের লালসায় সুর-তরঙ্গিনী-তীরে প্রায়োপবেশনের সঙ্কল্প করিলেন ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—ইমং অমুঞ্চ লোকং বিহায়। কুতঃ ? পুরস্তাৎ শাপাৎ পূর্ব্বমেব হেয়তয়া উভৌ বিমর্শিতৌ বিচারিতৌ। অতঃ অধি সর্ব্বপুরুষার্থধিকাং মন্যমানঃ প্রায়মনশনং প্রত্যুপাবিশৎ সংকল্পেনোপাবিবেশ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ইহলোক ও পরলোক উভয়ই পরিত্যাগ করিয়া। কিজন্য ? তাহা বলিতেছেন—শাপ দানের পূর্ব্বেই উভয় লোক হেয়রূপে বিচার করিয়াছিলেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণের চরণ সেবাই সমস্ত পুরুষার্থের অধিক বিবেচনা করিয়া (গঙ্গাতীরে) প্রায়োপবেশন করিলেন। প্রায় বলিতে অনশন, তাহার জন্য উপবেশন করিলেন অর্থাৎ আমরণ অনশন ব্রত সংকল্প করিয়া উপবিষ্ট হইলেন ॥ ৫ ॥

যা বৈ লসচ্ছ্রীতুলসীবিমিশ্র-
কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিরেণ্বভ্যধিকাম্বুনেত্রী।
পুনাতি সেশানুভয়ত্র লোকান্
কস্তাং ন সেবেত মরিষ্যমাণঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—লসচ্ছ্রীতুলসী-বিমিশ্র কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিরেণ্বভ্যধিকাম্বুনেত্রী (লসন্তী শ্রীর্যস্যাঃ তয়া তুলস্যা বিমিশ্রাঃ যে কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিরেণবঃ তৈঃ অভ্যধিকং সর্ব্বোৎকৃষ্টং যৎ অম্বু তস্য নেত্রী তদ্বাহিনী গঙ্গা) উভয়ত্র (অন্তর্বহিশ্চ) সেশান্ (ঈশৈঃ লোকপালৈঃ সহিতান্) লোকান্ পুনাতি। মরিষ্যমাণঃ (আসন্নমৃত্যুঃ সর্ব্বোপি) কঃ (জনঃ) তাং ন সেবেত (আশ্রয়েৎ) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—যে সুরধুনী শ্রীকৃষ্ণের চরণ-রেণু বিমিশ্রিত অতি সুললিত তুলসীদলের সংস্পর্শে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সলিলরাশি বহন করিতেছেন ; যিনি লোকপাল-গণের সহিত সমস্ত জীবের অন্তর ও বাহির উভয়ই পবিত্র করিতেছেন, আপনার মৃত্যু নিকটবর্ত্তী জানিয়া, কোন্ ব্যক্তি সেই পবিত্র ভাগিরথীর সেবা না করিবে ? ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—অমর্ত্ত্যনদ্যাং গঙ্গায়ামেব কুতঃ ? তত্রাহ। —অভ্যধিকং সর্ব্বোৎকৃষ্টং যদম্বু, তস্য নেত্রী তদ্বাহিনী। উভয়ত্র উর্দ্ধাধোঽন্তর্বহিশ্চ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অমর্ত্ত্যনদী বলিতে গঙ্গাতেই (অর্থাৎ গঙ্গার তীরেই রাজা পরীক্ষিৎ প্রায়োপবেশন করিলেন)। কিজন্য ? তাহাই বলিতেছেন—'অভ্যধিকাম্বুনেত্রী'—অভ্যধিক বলিতে সর্ব্বোকৃষ্ট, যে জলরাশি (শ্রীকৃষ্ণের চরণ-রেণু-বিমিশ্রিত তুলসী-দলের সংস্পর্শে অতিশয় পবিত্র, এইজন্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট), তাহা প্রবাহরূপে বহনকারিণী। 'উভয়ত্র'—বলিতে উর্দ্ধ, অধঃ এবং অন্তর, বাহির, (লোকপালগণের সহিত সমস্ত লোকের অন্তর ও বাহির পবিত্র করিতেছেন) ॥ ৬ ॥

তথ্য—শ্রীচৈতন্যভাগবত অন্ত্য ১ম অঃ—

প্রভু ব'লে—'এ মহিমা কেবল গঙ্গার।
অতএব হেথা হরিনামের সঞ্চার ॥
গঙ্গার বাতাস কিবা লাগিয়াছে এথা।
অতএব শুনিলাঙ হরিগুণ গাথা ॥
*　　*　　*
প্রেমরস-স্বরূপ—তোমার দিব্য জল।
শিব সে তোমার তত্ত্ব জানেন সকল ॥
সকৃৎ তোমার নাম করিলে শ্রবণ।
তার বিষ্ণুভক্তি হয়, কি পুনঃ ভক্ষণ ॥
তোমার প্রসাদে সে শ্রীকৃষ্ণ হেন নাম।
স্ফুরয়ে জীবের মুখে ইথে নাহি আন ॥
কীট, পক্ষী, শৃগাল, কুক্কুর যদি হয়।
তথাপি তোমার যদি নিকটে বসয় ॥

তথাপি তাহার যত ভাগ্যের উপমা।
অন্যত্রের কোটীশ্বর, নহে তার সমা॥
পতিত তারিতে সে তোমার অবতার।
তোমার সমান তুমি, বই নাই আর॥'
এই মত স্তুতি করে—শ্রীগৌরসুন্দর।
শুনিঞা জাহ্নবী দেবী লজ্জিতা অন্তর॥
যে প্রভুর পাদপদ্মে বসতি গঙ্গার।
সে প্রভু করয়ে স্তুতি হেন অবতার॥ ৬॥

ইতি ব্যবচ্ছিদ্য স পাণ্ডবেয়ঃ
প্রায়োপবেশং প্রতি বিষ্ণুপদ্যাম্।
দধৌ মুকুন্দাঙ্ঘ্রিমনন্যভাবো
মুনিব্রতো মুক্তসমস্তসঙ্গঃ॥ ৭॥

অন্বয়ঃ—সঃ পাণ্ডবেয়ঃ (পরীক্ষিৎ) ইতি (এবং) বিষ্ণুপদ্যাং (গঙ্গায়াং) প্রায়োপবেশং (ভোজনত্যাগং একান্তাশ্রয়ং বা) প্রতি ব্যবচ্ছিদ্য (নিশ্চিত্য) অনন্যভাবঃ (নাস্তি অন্যস্মিন্ ভাবো যস্য সঃ একাগ্রমতিঃ) মুনিব্রতঃ (উপশান্তঃ) মুক্তসমস্তসঙ্গঃ (পরিত্যক্তা সকলাসক্তিঃ যেন তথাভূতঃ সন্) মুকুন্দাঙ্ঘ্রিং (শ্রীহরেশ্চরণারবিন্দং) দধ্যৌ (চিন্তয়ামাস)॥ ৭॥

অনুবাদ—সেই পাণ্ডুবংশধর পরীক্ষিৎ শ্রীহরি-চরণ-সরোজ-বিনিঃসৃতা জাহ্নবীর তীরে প্রায়োপবেশন করিতে কৃত নিশ্চয় হইয়া সমস্ত আসক্তি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক মুনিগণের ন্যায় শান্ত ভাবাপন্ন হইলেন এবং একাগ্রচিত্তে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম চিন্তা করিতে লাগিলেন॥ ৭॥

বিশ্বনাথ—ব্যবচ্ছিদ্য নিশ্চিত্য—প্রায়োপবেশং প্রতি লক্ষীকৃত্যেত্যর্থঃ। ন অন্যস্মিন্ কর্ম্মজ্ঞানদেবতান্তরে ভাবো যস্য সঃ॥ ৭॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ব্যবচ্ছিদ্য'—নিশ্চয় করিয়া, প্রায়োপবেশন করাই স্থির করিয়া—এই অর্থ। 'অনন্যভাবঃ'—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-ভিন্ন কর্ম্ম, জ্ঞান অথবা দেবতান্তরে যাঁহার ভাব নাই, তিনি (সেই মহারাজ পরীক্ষিৎ)॥ ৭॥

তত্রোপজগ্মুর্ভুবনং পুনানা
মহানুভাবা মুনয়ঃ সশিষ্যাঃ।
প্রায়েণ তীর্থাভিগমাপদেশৈঃ
স্বয়ং হি তীর্থানি পুনন্তি সন্তঃ॥ ৮॥

অন্বয়ঃ—(তদা) ভুবনং পুনানাঃ (পাবনাঃ) মহানুভাবাঃ (তপঃপ্রভাবশালিনঃ) মুনয়ঃ সশিষ্যাঃ (শিষ্যৈঃ সহ) তত্র উপজগ্মুঃ (তদ্দর্শনার্থং সমাগতাঃ)। সন্তঃ (সাধবঃ) স্বয়ং হি (পবিত্রাঃ ইতি শেষঃ পরন্তু) প্রায়েণ তীর্থাভিগমাপদেশৈঃ (তীর্থ-ভ্রমণ-চ্ছলেন ইত্যর্থঃ) তীর্থানি পুনন্তি (তীর্থস্থানানি পবিত্রীকুর্ব্বন্তি)॥ ৮॥

অনুবাদ—সেই সময় ভুবন-পাবন তপঃপ্রভাবশালী মুনিগণ নিজ নিজ শিষ্য সমভিব্যাহারে তীর্থগমনচ্ছলে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সাধুগণ স্বয়ংই তীর্থ স্বরূপ, তাঁহারা তীর্থসকলকে পবিত্র করেন॥৮॥

বিশ্বনাথ—তত্র তদা তদ্দর্শনার্থং মুনয় আগতাঃ; ন তু তীর্থস্নানার্থং কৃতার্থত্বাৎ। ননু তাদৃশানামপি তীর্থযাত্রা দৃশ্যতে? তত্রাহ—প্রায়েণেতি। তীর্থযাত্রা-ব্যাজৈঃ, তেন তীর্থেভ্যোঽপি পরীক্ষিতো দর্শনং তে হ্যধিকং গূঢ়ং নিরনৈষুরিতি ভাবঃ। অকস্মাদুদ্ভূত-প্রতিস্বানন্দান্যথানুপপত্ত্যা সর্ব্বজ্ঞতয়া ভাবি বৃত্তান্তং জ্ঞাত্বা শ্রীভাগবতামৃতপানার্থমিতি ভাবঃ॥ ৮॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেখানে তৎকালে তাঁহাকে (রাজা পরীক্ষিৎকে) দর্শনের নিমিত্তই মুনিগণ আগমন করিয়াছিলেন, কিন্তু তীর্থ-স্নানাদির জন্য নহে, কারণ, তাঁহারা নিজেরাই কৃতকৃতার্থ। যদি বলেন—দেখুন, তাদৃশ মুনিগণেরও তীর্থযাত্রা দেখা যায়। তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'প্রায়েণ'—অর্থাৎ তীর্থ-যাত্রার ছলে, ইহার দ্বারা সকল তীর্থ হইতেও মহারাজ পরীক্ষিতের দর্শন, তাঁহারা অধিক রহস্যরূপে নির্ণয় করিয়াছিলেন। অকস্মাৎ তাঁহাদের অন্তরে আনন্দাধিক্য উদ্ভূত হওয়ায়, ইহা অন্যথারূপে সঙ্গত নয় বলিয়া এবং সর্ব্বজ্ঞত্বহেতু ভাবি বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, শ্রীভাগবতামৃত পানের নিমিত্তই (তাঁহারা আগমন করিয়াছিলেন)—এই ভাব॥ ৮॥

তথ্য—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ১০।১১-১২—
তীর্থ পবিত্র করিতে, করে তীর্থ ভ্রমণ।
সেই ছলে নিস্তারয়ে সাংসারিকজন॥

শ্রীমদ্ভাগবত ১।১৩।১০—
ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থভূতাঃ স্বয়ং প্রভো।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা ॥৮॥

অত্রির্বশিষ্ঠশ্চ্যবনঃ শরদ্বা-
নরিষ্টনেমির্ভৃগুরঙ্গিরাশ্চ।
পরাশরো গাধিসুতোহথ রাম
উতথ্য ইন্দ্রপ্রমদঃ সুবাহুঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—অত্রিঃ, বশিষ্ঠঃ, চ্যবনঃ, শরদ্বান্, অরিষ্টনেমিঃ, ভৃগুঃ, অঙ্গিরাঃ, পরাশরঃ, গাধিসুতঃ, চ (বিশ্বমিত্রঃ চ) অথ (এবং) রামঃ (পরশুরামঃ) উতথ্যঃ, সুবাহুঃ। (পাঠান্তরে ইন্দ্রপ্রমদেধ্মবাহৌ ইন্দ্রপ্রমদঃ ইধ্মবাহঃ চ) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—অত্রি, বশিষ্ঠ, চ্যবন, শরদ্বান্ অরিষ্টনেমি, ভৃগু, অঙ্গিরা, পরাশর, গাধিতনয়, বিশ্বামিত্র, পরশুরাম, উতথ্য, ইন্দ্রপ্রমদ, সুবাহু ॥ ৯ ॥

মেধাতিথির্দেবল আর্ষ্টিষেণো
ভরদ্বাজো গৌতমঃ পিপ্পলাদঃ।
মৈত্রেয় ঔর্ব্বঃ কবষঃ কুম্ভযোনি-
র্দ্বৈপায়নো ভগবান্ নারদশ্চ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—মেধাতিথিঃ, ঔর্ব্বঃ, কবয়ঃ, কুম্ভযোনিঃ (অগস্ত্যঃ) দ্বৈপায়নঃ (বেদব্যাসঃ) ভগবান্ নারদশ্চ, (এতে) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—মেধাতিথি, দেবল আর্ষ্টিষেণ, ভরদ্বাজ, গৌতম, পিপ্পলাদ, মৈত্রেয়, ঔর্ব্ব, কবয়, কুম্ভযোনি অগস্ত্য, দ্বৈপায়ন বেদব্যাস, ভগবান্ নারদ ॥ ১০ ॥

অন্যে চ দেবর্ষিমহর্ষিবর্য্যা
রাজর্ষিবর্য্যা অরুণাদয়শ্চ।
নানার্ষেয়প্রবরান্ সমেতা-
নভ্যর্চ্চ্য রাজা শিরসা ববন্দে ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—অন্যে চ দেবর্ষি মহর্ষিবর্য্যাঃ রাজর্ষি-বর্য্যাঃ অরুণাদয়শ্চ (উপজগ্মুঃ) রাজা (পরীক্ষিৎ) সমেতান্ (মিলিতান্) নানার্ষেয়প্রবরান্ (নানা যানি ঋষীণাং গোত্রাণি তেষু শ্রেষ্ঠান্) অভ্যর্চ্চ্য (সৎকৃত্য) শিরসা (ভুবং স্পৃষ্ট্বা) ববন্দে (ননাম) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—এবং অন্যান্য দেবর্ষি, মহর্ষি ও রাজর্ষি এবং অরুণ প্রভৃতি কাণ্ডর্ষিগণ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ ঋষিগণকে সমবেত দর্শন করিয়া রাজা তাঁহাদিগের যথাবিধি পূজা করিলেন ও ভূম্যবলুণ্ঠিতমস্তকে বন্দনা করিলেন ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—অরুণাদয়ঃ কাণ্ডর্ষিত্ববিশেষেণ পৃথঙ্-নির্দিষ্টাঃ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অরুণাদয়ঃ'—অর্থাৎ অরুণ প্রভৃতি কাণ্ডর্ষিগণ রাজর্ষি-বিশেষ বলিয়া তাঁহাদের পৃথক্‌ভাবে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে ॥ ১১ ॥

সুখোপবিষ্টেষ্বথ তেষু ভূয়ঃ
কৃতপ্রণামঃ স্বচিকীর্ষিতং যৎ।
বিজ্ঞাপয়ামাস বিবিক্তচেতা
উপস্থিতোহগ্রেহভিগৃহীতপাণিঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—অথ তেষু (ঋষিষু) সুখোপবিষ্টেষু (সুখাসীনেষু সৎসু) বিবিক্তচেতাঃ (শুদ্ধং চেতো যস্য সঃ) অভিগৃহীতপাণিঃ (সংযোজিতৌ পাণী যেন সঃ কৃতাঞ্জলিঃ) অগ্রে উপস্থিতঃ (দণ্ডায়মানঃ) ভূয়ঃ কৃতপ্রণামঃ (সন্) (পরীক্ষিৎ) যৎ স্বচিকীর্ষিতং (নিজাভিলষিতং প্রায়োপবেশনাদিকং যুক্তমযুক্তং বা তৎ) বিজ্ঞাপয়ামাস ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—অনন্তর তাঁহারা সকলেই সুখে উপবেশন করিলে পর রাজা তাঁহাদিগকে পুনর্ব্বার প্রণাম করিলেন এবং তাঁহাদিগের সমীপবর্ত্তী হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিজের অভিলষিত প্রায়োপবেশন কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য ইহা জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—অভিগৃহীতপাণিঃ কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অভিগৃহীতপাণিঃ'—অর্থাৎ কৃতাঞ্জলি হইয়া ॥ ১২ ॥

শ্রীরাজোবাচ—

অহো বয়ং ধন্যতমা নৃপাণাং
মহত্তমানুগ্রহণীয়শীলাঃ।

রাজ্ঞাং কুলং ব্রাহ্মণপাদশৌচা-
দারাদ্বিসৃষ্টং বত গর্হ্যকর্ম্ম ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীরাজা উবাচ। অহোবত (অত্যাশ্চর্য্যং) মহত্তমানুগ্রহণীয়শীলাঃ (মহত্তমৈঃ ভবদ্ভিঃ অনুগ্রহণীয়ং শীলং বৃত্তং যেষাং তে) বয়ং নৃপাণাং (মধ্যে) ধন্যতমাঃ (অতিশয়েন ধন্যাঃ) (যতঃ) গর্হ্যকর্ম্ম (গর্হ্যং নিন্দনীয়ং কর্ম্ম যস্য তথাভূতং) রাজ্ঞাং কুলং ব্রাহ্মণপাদশৌচাৎ (ব্রাহ্মণানাং পাদপ্রক্ষলনোদকাৎ) আরাৎ (দূরাৎ) বিসৃষ্টং (ক্ষিপ্তং তত্রাপি স্থাতুমযোগ্যমিত্যর্থঃ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—অনন্তর মহারাজ পরীক্ষিৎ (আপনাকে ব্রাহ্মণগণের অনুগ্রহে গৌরবান্বিত বিবেচনা করিয়া তাঁহাদিগকে) বলিতে লাগিলেন। —অহো কি ভাগ্য! (সাধারণতঃ) ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের পাদপ্রক্ষালন স্থান হইতেও ক্ষত্রিয়গণকে হিংসা ও নিন্দিত কর্ম্মের জন্য দূরে রাখেন। কিন্তু আজ আমরা (ক্ষত্রিয় হইয়াও) মহত্তম আপনাদিগের অনুগ্রহ-ভাজন হইয়াছি। সুতরাং আজ আমরা নৃপতিগণের মধ্যে ধন্যতম হইলাম ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—স্বস্মিন্ মুনীনাং স্বাভাবিকমনুগ্রহমালক্ষ্যাহ—অহো ইতি। মহত্তমানামনুগ্রহণীয়ং অনুগ্রহার্হং শীলং যেষাং তে। এতচ্চ রাজ্ঞামতিদুর্ল্লভমিত্যাহ—রাজ্ঞামিতি। "দূর দুচ্ছিষ্টবিন্মূত্রপাদাম্ভাংসি সমুৎসৃজেৎ" ইতি স্মৃতেঃ। আশ্রমাদ্দূরস্থপাদশৌচস্থলাদপি আরাদ্দূরে রাজ্ঞাং কুলং বিসৃষ্টম্; তৈর্ব্রাহ্মণৈস্তত্রাপি স্থাতুমননুজ্ঞানাদিত্যর্থঃ। যতো গর্হ্যকর্ম্ম সর্ব্বতোহপ্যপবিত্রম্ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নিজের প্রতি মুনিগণের স্বাভাবিক অনুগ্রহ লক্ষ্য করিয়া রাজা বলিতেছেন—'অহো' ইতি। 'মহত্তমানুগ্রহণীয়শীলাঃ'।—শ্রেষ্ঠ মহদ্গণের অনুগ্রহণীয় অর্থাৎ অনুগ্রহের যোগ্য স্বভাব যাঁহাদের, তাঁহারা। এই মহতের অনুগ্রহ রাজগণের পক্ষে অতিশয় দুর্ল্লভ, ইহাই বলিতেছেন—'রাজ্ঞাম্' ইতি। স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"দূরস্থানে উচ্ছিষ্ট, বিষ্ঠা, মূত্র ও পাদধৌত জল পরিত্যাগ করা উচিত"—এই অনুসারে আশ্রম হইতে দূরে, এমন কি তাঁহাদের পাদধৌত, শৌচাদি স্থল হইতেও বহুদূরে রাজকুল নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, ব্রাহ্মণগণ সেই স্থানেও অবস্থানের জন্য রাজাদের অনুজ্ঞা প্রদান করেন না। যেহেতু রাজকুল 'গর্হ্যকর্ম্ম' অর্থাৎ সর্ব্ব দিক্ হইতেই অপবিত্র। (দূরদেশে পাদধৌতাদি পরিত্যাগ করিলেও রাজবংশে তাঁহাদের পাদোদক পতিত হয় না, এতই নিন্দনীয় রাজকুল) ॥ ১৩ ॥

তস্যৈব মেহঘস্য পরাবরেশো
ব্যাসক্তচিত্তস্য গৃহেষ্বভীক্ষ্নন্।
নির্ব্বেদমূলো দ্বিজশাপরূপো
যত্র প্রসক্তো ভয়মাশু ধত্তে ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—তস্য এব (গর্হ্যকর্ম্মণঃ) অঘস্য (পাপাত্মনঃ) গৃহেষুব্যাসক্তচিত্তস্য (গৃহব্রতস্য) মে (স্বপ্রাপ্তয়ে) পারবরেশঃ (পরাবরাণাং ঈশ্বরঃ এব) নির্ব্বেদমূলঃ (বৈরাগ্যং প্রাপ্তিকারণং যস্মিন্ সঃ, যদ্বা পুংস্ত্বমার্ষং) দ্বিজশাপরূপঃ (বভূব) যত্র (যস্মিন্ শাপে সতি) প্রসক্তঃ (গৃহেষু আসক্তঃ) আশু ভয়ং ধত্তে (স্বয়ং নির্ব্বিণ্ণো ভবতি ইতি ভাবঃ) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—সেই কার্য্য-কারণ-নিয়ন্তা স্বয়ং ভগবানই আমাকে কৃপা করিয়াছেন। একে আমি নিরন্তর গৃহে একান্ত আসক্ত, তাহার উপর আবার ব্রাহ্মণের অপমান করিয়া পাপাচরণ করিয়াছি; বোধ হয়, ভগবান্ ভাবিলেন যে, ভয়ই বিষয়ানুরাগী ব্যক্তির বৈরাগ্যের কারণ; বৈরাগ্য না হইলে তাঁহাকে পাইবার উপায় নাই; তাই তিনি নিজেই আমার বৈরাগ্য-লাভের মূল কারণ দ্বিজশাপরূপ রূপ ধারণ করিলেন ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—তস্যৈব গর্হ্যকর্ম্মণো মম, তত্রাপি অঘস্য; ব্রাহ্মণগলে সর্পনিঃক্ষেপেণ অবমাননাৎ। এবং পতিতপাবনত্বখ্যাপনার্থং পরাবরেশো ভগবানেব দ্বিজশাপরূপঃ সন্ মৎপার্শ্বমাগতঃ। নির্ব্বেদমূলঃ নির্ব্বেদস্য মূলং কারণমিত্যর্থঃ; পুংস্ত্বমার্ষম্। ভবদ্বিধমহৎসমাগমাদনুমীয়তে—যত্র ভগবানায়াতি তত্রৈব তত্তদ্ভক্তাঃ স্বত এবায়ান্তীত্যর্থঃ। যত্র পরাবরেশে প্রসক্ত আসক্তো জন আশু শীঘ্রমেবাভয়ং ভয়াভাবং ধত্তে ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তস্যৈব মে'—নিন্দিত কর্ম্মকারী আমার, তন্মধ্যেও 'অঘস্য'—ব্রাহ্মণের গলদেশে

মৃতসর্প নিঃক্ষেপের দ্বারা অবমাননা করায় মহাপাপী আমার। এতাদৃশ মহাপতিত আমাকে উদ্ধার করিয়া পতিতপাবনত্ব খ্যাপনের জন্য পরাবরেশ (পর ও অবরের অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্মের অধীশ্বর) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই ব্রাহ্মণের শাপরূপ হইয়া আমার পার্শ্বে আসিয়াছেন। 'নির্ব্বেদমূলঃ'—নির্ব্বেদের অর্থাৎ বৈরাগ্যের ইহাই কারণ, এই অর্থ। এখানে 'মূলঃ' —এই পুংলিঙ্গ নির্দ্দেশ আর্ষ-প্রয়োগ (মূলং—অজ-হল্লিঙ্গ বলিয়া ক্লীবলিঙ্গ হওয়া উচিত ছিল।)। আপনাদের ন্যায় মহতের সমাগমহেতু ইহাই অনুমান হইতেছে—যে স্থানে শ্রীভগবান্ আগমন করেন, সেই স্থানেই সেই সেই ভক্তগণ স্বাভাবিকভাবেই আগমন করিয়া থাকেন—এই অর্থ। যে পরাবরেশ শ্রীকৃষ্ণে আসক্ত ব্যক্তি শীঘ্রই অভয় (অর্থাৎ ভয়ের অভাব) প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ('ভয়ম্'—এই স্থলে অকার প্রশ্লেষ করিয়া 'অভয়ং'—এইরূপ অর্থ, ক্রম-সন্দর্ভে শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ এবং এইস্থলে শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।) ॥ ১৪ ॥

তং মোপযাতং প্রতিযন্তু বিপ্রা
গঙ্গা চ দেবী ধৃতচিত্তমীশে।
দ্বিজোপসৃষ্টঃ কুহকস্তক্ষকো বা
দশত্বলং গায়ত বিষ্ণুগাথাঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—বিপ্রাঃ (ভবন্তঃ)! দেবী (দেবতারূপা) গঙ্গা চ ঈশে ধৃতচিত্তং (ঈশ্বরার্পিতচিত্তং) তং (তথা-ভূতং) মা (মাং) উপযাতং (শরণাগতং) প্রতিযন্তু (জানন্তু) দ্বিজোপসৃষ্টঃ (ব্রাহ্মণপ্রেরিতঃ) কুহকঃ তক্ষকঃ বা অলং দশতু বিষ্ণুগাথাঃ (বিষ্ণুকথাঃ) গায়ত (যূয়ং কীর্ত্তয়ত) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—হে ব্রাহ্মণগণ, আপনারা এবং গঙ্গাদেবী সম্প্রতি আমাকে ভগবদর্পিতচিত্ত শরণাগত বলিয়া জানুন। এখন ব্রাহ্মণ-তনয়প্রেরিত তক্ষকই হউক বা কুহকই হউক আমায় যথেচ্ছ দংশন করুক; (তাহাতে কোনও চিন্তার কারণ নাই) আপনারা হরিকথা গান করুন ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—তান্ প্রার্থয়তে দ্বাভ্যাম্।— তং মা মাম্ উপযাতং শরণাগতং প্রতিযন্তু জানন্তু। দেবী দেবতা-রূপা গঙ্গা চ প্রত্যেতু। বা শব্দঃ প্রতিক্রিয়ইনাদরে। গাথাঃ কথাঃ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাঁহাদিগের নিকট দুইটি শ্লোকে প্রার্থনা করিতেছেন—সেই আমাকে আপনা-দিগের শরণাগত বলিয়া জানুন। 'দেবী' অর্থাৎ দেবতারূপা গঙ্গাও আমাকে শরণাগত বলিয়া জানুন। 'বা'-শব্দ প্রতিক্রিয়ার অনাদরে ব্যবহৃত হইয়াছে, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-প্রেরিত কুহক বা তক্ষক যথেচ্ছ দংশন করুক, তাহার কোন প্রতীকারের প্রয়োজন নাই, আপনারা 'বিষ্ণুগাথা' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের কথা কীর্ত্তন করুন ॥ ১৫ ॥

তথ্য—শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূর্ব্ববিভাগ ৩য় লহরী ১১শ সংখ্যায় ক্ষান্তির উদাহরণে এই শ্লোকার্দ্ধটী ধৃত হইয়াছে।

'ক্ষোভহেতাবপি প্রাপ্তে ক্ষান্তিরক্ষুভিতাত্মতা।'

ক্ষোভের কারণ উপস্থিত হইলেও চিত্তের অক্ষুব্ধ ভাবকে ক্ষান্তি কহে।

প্রাকৃত ক্ষোভে যার ক্ষোভ নাহি হয় (চৈঃ চঃ মধ্য ২৩) ॥ ১৫ ॥

বিবৃতি—মহারাজ পরীক্ষিৎ সুবুদ্ধি ও সারগ্রাহী ছিলেন। সুতরাং শমীক মুনির পুত্র শৃঙ্গীর অভি-শাপকে সাংসারিক দৃষ্টিতে বরণীয় নহে জানিয়া তিনি তাহার বৈরাগ্যোদয়ের কারণ বলিয়া গ্রহণ করিয়া সর্ব্বতোভাবে ভগবানে শরণাপন্ন হইলেন। ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া তাঁহার সন্ন্যাসলীলার পূর্ব্বে জনৈক বিপ্রপ্রদত্ত অভি-শাপকে আনন্দভরে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

"সংসার-সুখ তোমার হউক বিনাশ।
শাপ শুনি' মহাপ্রভুর হইল উল্লাস ॥"

চৈঃ চঃ আদি ১৭শ, ৬৩।

সংসারাভিনিবিষ্ট গৃহমেধী দুষ্কৃত ব্যক্তিগণ জাগতিক অমাঙ্গলিক নিদর্শন অভিশাপাদির কথা শুনিলে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে মনে করিয়া কাতর হন। কিন্তু সুকৃত ব্যক্তিগণ জাগতিক অমঙ্গলকে ভগবৎকৃপারূপ বৈরাগ্যের কারণস্বরূপে গ্রহণ করেন এবং ভগবান্ ব্যতীত আর কোনও আশ্রয়ণীয় বস্তু নাই বুঝিতে পারিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে ভগবানের অশোকাভয়ামৃত চরণে প্রপন্ন হন।

যে সৌভাগ্যবান্ পুরুষের হৃদয়ে ভাবের অঙ্কুর মাত্রও উদ্‌গত হইয়াছে তাহাতে মহারাজ পরীক্ষিতের এই "ক্ষান্তি"-রূপ লক্ষণটী দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীল রূপপাদ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুগ্রন্থের পূর্ব্ববিভাগ ৩য় লহরীতে ভাবাঙ্কুরোদ্‌গমনের যে নববিধ লক্ষণ উল্লেখ করিয়াছেন তন্মধ্যে 'ক্ষান্তি'ই প্রথম লক্ষণ। এই শ্লোকে মহারাজ পরীক্ষিতের মৃত্যুবার্ত্তা শ্রবণরূপ প্রপঞ্চ হইতে অবসররূপ ভোগবিরতি ক্ষোভের কারণ উপস্থিত হইলেও মহারাজ পরীক্ষিৎ অচঞ্চল চিত্তে দেহাত্মবুদ্ধিকে সম্পূর্ণরূপে পরিহারপূর্ব্বক ভগবানের শরণাপন্ন হইয়াছেন এবং ঋষিগণকে বিষ্ণুগাথা কীর্ত্তন করিবার জন্য প্রার্থনা জানাইতেছেন; মহারাজ পরীক্ষিৎ অতুল বিষয়-বৈভবের অধিকারী হইয়াও সাধারণ গৃহাসক্ত পুরুষের ন্যায় মৃত্যুবার্ত্তা শ্রবণে বিষয়-বণ্টন, স্ত্রীপুত্ররাজ্যাদির জন্য চিন্তা কিংবা নিজের দেহের জন্য কোনও প্রকার ভাবনা না করিয়া সম্পূর্ণরূপে নিস্পৃহ, নিঃসঙ্গ ও আত্মধর্ম্মাবস্থানরূপ শরণাগত হইয়া শ্রীহরিকীর্ত্তন শ্রবণে মনোনিবেশ করিলেন। ইহাই ভাবোদয়ের দৃষ্টান্ত। হরিকথা শুনিতে শুনিতে হৃদয়ে ভাবাঙ্কুর জন্মিলে পুরুষের দেহ-গেহ-সার্ব্বভৌমাদি পদলাভ এমন কি মোক্ষের জন্য অভিলাষ থাকে না। সেই পুরুষ তখন সদ্‌গুরু ও ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া সাধুপ্রমুখাৎ পুনঃ পুনঃ হরিকীর্ত্তন শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন॥ ১৪-১৫॥

— —

পুনশ্চ ভূয়াদ্ভগবত্যনন্তে
রতিঃ প্রসঙ্গশ্চ তদাশ্রয়েষু।
মহৎসু যাং যামুপযামি সৃষ্টিং
মৈত্র্যস্তু সর্ব্বত্র নমো দ্বিজেভ্যঃ॥ ১৬॥

অন্বয়ঃ—পুনঃ চ ভগবতি অনন্তে রতিঃ ভূয়াৎ। (অহং) যাং যাং সৃষ্টিং উপযামি (প্রাপ্নোমি) সর্ব্বত্র (তস্যাং তস্যাং সৃষ্টৌ জন্মনি) তদাশ্রয়েষু (স আশ্রয়ো যেষাং তেষু ভগবদ্ভক্তেষু) মহৎসু (সাধুষু) প্রসঙ্গঃ (প্রকৃষ্টঃ সঙ্গঃ ভূয়াৎ) মৈত্রী (মিত্রভাবঃ) চ অস্তু (ভবতু) দ্বিজেভ্যঃ (ব্রাহ্মণেভ্যো) নমঃ (মম নমস্কারঃ অস্তু)॥ ১৬॥

অনুবাদ—আর যদি কখনও জন্মগ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে যেন আমার জন্মে জন্মেই সেই অনন্তগুণগণান্বিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে রতি, তাঁহার চরণাশ্রিত মহানুভব সাধুগণের সহিত সঙ্গ ও সর্ব্বজীবে মৈত্রী হয়, ইহাই আমার প্রার্থনা। ব্রাহ্মণগণের চরণে আমি প্রণিপাত করি॥ ১৬॥

বিশ্বনাথ—পুনশ্চ পুনরপি, যাং যাং সৃষ্টিং জন্ম প্রাপ্নোমি, তস্যাং তস্যাং ভগবতি রতিঃ, তদ্ভক্তেষু প্রকৃষ্টঃ সঙ্গঃ, সর্ব্বজীবেষু মৈত্রীতি মদ্বাঞ্ছিতত্রয়ং ভূয়াৎ ইতি প্রার্থ্য প্রণমন্নাহ—নম ইতি। যদ্বা, ব্রাহ্মণানাদরজাতানুতাপ আহ —ব্রাহ্মণেভ্যো নমো ভূয়াদিতি বাঞ্ছিতচতুষ্টয়ঞ্চ॥ ১৬॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পুনশ্চ'—পুনরায়ও যে যে জন্ম আমি লাভ করি, সেই সেই জন্মে শ্রীভগবানে রতি, তাঁহার ভক্তগণের প্রকৃষ্ট সঙ্গ এবং সকল জীবে মৈত্রী—এই আমার বাঞ্ছিতত্রয় হউক—এইরূপ প্রার্থনা করিয়া প্রণামপূর্ব্বক বলিতেছেন—'নমঃ' ইতি। অথবা ব্রাহ্মণের প্রতি অনাদরজনিত অনুতাপে বলিতেছেন—ব্রাহ্মণদিগের প্রতি আমার প্রণতি হউক—এইরূপ বাঞ্ছিত-চতুষ্টয় প্রার্থনা করিতেছেন॥ ১৬॥

বিবৃতি—হৃদয়ে ভাবাঙ্কুরের লেশমাত্রও জন্মিলে তখন কোনও প্রকার অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম-জ্ঞানাদির জড়াভিনিবেশজনিত সকৈতব বাঞ্ছা থাকে না। জীব তখন ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ বাঞ্ছারূপ চতুর্ব্বর্গকে ধিক্কারপূর্ব্বক একমাত্র নিত্যকাল অধোক্ষজ ভগবদ্ভক্তি, শুদ্ধ হরিজনের সহবাস, সর্ব্বজীবে মৈত্রী বাঞ্ছা করেন। "মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি।" —ইহাই শুদ্ধভক্তের কামনা। শুদ্ধভক্ত সকলের নিকট কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ ভক্তিবর মাগিয়া লন। ভূসুর ব্রাহ্মণগণকেও তাঁহারা সম্মান প্রদান করিয়া তাঁহাদের নিকটেও বৈষ্ণবচরণে যাহাতে মতি হয় সেই প্রার্থনা করিয়া থাকেন। যথা কল্যাণকল্পতরুগ্রন্থে—

"ব্রাহ্মণ সকলে করি কৃপা মোর প্রতি।
বৈষ্ণব-চরণে মোর দেহ দৃঢ়মতি॥"

মুকুন্দমালা স্তোত্রে—

মজ্জন্মনঃ ফলমিদং মধুকৈটভারে
মৎপ্রার্থনীয়মদনুগ্রহ এষ এব।
ত্বদ্‌ভৃত্যভৃত্যপরিচারকভৃত্যভৃত্য-

ভৃত্যস্য ভৃত্য ইতি মাং স্মর লোকনাথ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—(১০।১২।৪)—

কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি।
নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (৪।৩০।৩৮)—

বয়ন্তু সাক্ষাদ্ ভগবান্ ভবস্য
প্রিয়স্য সখ্যুঃ ক্ষণসঙ্গমেন।
সুদুশ্চিকিৎস্যস্য ভবস্য মৃত্যো-
র্ভিষক্তমং ত্বাদ্যগতিং গতাঃ স্মঃ॥

সঙ্কল্পকল্পদ্রুমে—

বৃন্দাবনাবনীপতে জয়সোমসোম-
মৌলে সনন্দনসনাতননারদেড্য।
গোপেশ্বর ব্রজবিলাসিযুগাঙ্ঘ্রিপদ্মে
প্রীতিং প্রযচ্ছ নিতরাং নিরুপাধিকাং মে॥

দুর্গমসঙ্গমনীটীকায়াং সেবাপরাধগণনে —
(ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব্ব বিঃ ২য় লহরী)

বিঘ্নেশমপূজয়িত্বা বিষ্ণু পূজনম্।

(ভক্তিসন্দর্ভ ২৮৫ সংখ্যা।)

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রেচৈব-মেব শ্রীনারায়ণবাক্যং শ্রাদ্ধ-কথানারম্ভে।

নাচরেদ্ যস্তু সিদ্ধোঽপি লৌকিকং ধর্ম্মমগ্রতঃ।
উপপ্লবাচ্চ ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি নারদ॥
বিবেকজ্ঞৈরতঃ সর্ব্বৈর্লোকাচারো যথাস্থিতঃ।
আদেহপাতাদ্ যত্নেন রক্ষণীয়ঃ প্রযত্নত ইতি॥

এতেষাঞ্চ দ্বিবিধা কর্ম্মব্যবস্থা। শ্রীনারদপঞ্চরাত্রাদৌ অন্তর্য্যামি শ্রীভগবদ্দৃষ্ট্যৈব সর্ব্বারাধনং বিহিতম্। বিষ্ণুযামলাদৌ তু বিষ্ণুপাদোদকেনৈব পিতৃণাং তর্পণ-ক্রিয়া। বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নেন যষ্টব্যং দেবতান্তর-মিত্যাদি প্রকারেণ বিহিতমিতি। যে তু তত্র শ্রীভগবৎপীঠাবরণপূজায়াং গণেশ-দুর্গাদ্যা বর্ত্তন্তে, তে হি বিষ্বক্সেনাদিবৎ ভগবতো নিত্যবৈকুণ্ঠসেবকাঃ। ততশ্চ তে গণেশদুর্গাদ্যা যেঽপরে মায়াশক্ত্যাত্মকা গণেশদুর্গাদ্যাস্তে তু ন ভবন্তি। চিচ্ছক্ত্যাত্মকায়া দুর্গায়া দাসীয়তে ন তু সেবাধিষ্ঠাত্রী। তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি। "ধ্যেয়ং সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তিনারায়ণম্"।

বর্ণবিচারে ব্রাহ্মণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা আছে। দৈববর্ণ বিচারে বিষ্ণুভক্তিপরায়ণই ব্রাহ্মণ। আসুরবর্ণ বিচারে বিষ্ণুর সেবক দেবগণও বিষ্ণুর সহিত সমপর্য্যায়ে দেবশ্রেণীতে গণিত হন। যাঁহারা ঐকান্তিকতা পরিহারপূর্ব্বক অন্য বৈষ্ণব দেবগণকে বিষ্ণু বলিয়া ভ্রান্ত হইয়া নিজ নিজ কামনা পরিতৃপ্তি করেন, তাঁহাদিগের ব্রহ্মজ্ঞতার অভাব জানিতে হইবে। অন্যদেবযাজী ব্রাহ্মণব্রুবগণ বিষ্ণু হইতে স্বতন্ত্রজ্ঞানে অপর দেবতার পূজা করিয়া থাকেন এবং তাহারাও সগুণ-ব্রহ্ম এরূপ প্রলপিত বাক্যসমূহ উদ্গীরণ করেন। ভগবান্ অসুর মোহনের জন্য তাদৃশ বিচার কাহাকেও প্রদান করেন, কিন্তু যাঁহারা ঐকান্তিক বিষ্ণুভক্তির স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন তাঁহারা জীবমাত্রকেই বৈষ্ণব এবং তটস্থ-ভাবে ব্রাহ্মণ বলিয়া দর্শন করেন। তাদৃশ বৈষ্ণব বা ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে বিষ্ণুভক্তি প্রার্থনা করিতে হইবে। অসুরস্বভাব ব্রাহ্মণব্রুবের নিকট হইতে বিপরীত বিচারে সঙ্গত্যাগ বাসনায় বিষ্ণুভক্তিই প্রার্থনীয়। দৈবস্বভাব ব্রাহ্মণের ভিতরে বাহিরে বিষ্ণু-ভক্তি ব্যতীত অন্য কোনও বৃত্তি নাই। ভক্তির বিরোধী পথে যে সকল অবৈষ্ণব ব্রহ্মণ্যের আকর নির্ণয় করেন, তাহাদিগের দুঃসঙ্গ অবশ্যই পরিহার্য্য। বাহ্যঅর্থাভিমানী প্রাপঞ্চিক-দর্শনে বিষ্ণুর স্বরূপ দেখিতে না পাইয়া ভোগময় মায়িক প্রতীতিকে সগুণ ব্রহ্মানুভূতি বলিয়া স্থির করে। তজ্জন্য অসুরস্বভাব ব্যক্তিকে সম্মান দিবার উদ্দেশ্যে তাহাদিগের সঙ্গ-বর্জ্জনই মানদ ধর্ম্মের দৃষ্টান্ত। ভগবান্ বিষ্ণুর দর্শনেই যাঁহাদিগের ইতর নশ্বর কাম সংযুক্ত আছে, সেই সেই কামের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে হইলে কামদেবের সেবাপ্রার্থনা ব্যতীত আর অন্য উপায় নাই। কামদেবের উপাসনায় যাহাতে মায়ার আবরণ উপস্থিত থাকিয়া বিঘ্ন উপস্থিত না করে তজ্জন্য আদিগুরু গণেশের পূজা সর্ব্বাগ্রেই বিহিত। যাঁহারা বৈষ্ণব গণপতির উপাসনা না করেন, তাঁহাদিগের গণপতিসেবাতেই বিষ্ণুভক্তি বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং প্রাকৃত কামের সাফল্য ঘটে (ভাঃ ১০।২।৩৩)—

তথা ন তে মাধব তাবকাঃ কৃচিৎ
ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধ-সৌহৃদঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া
বিনায়কানীকপ-মূর্দ্ধসু প্রভো॥ ১৬॥

ইতি স্ম রাজাধ্যবসায়যুক্তঃ
প্রাচীনমূলেষু কুশেষু ধীরঃ ।
উদঙ্মুখো দক্ষিণকূল আস্তে
সমুদ্রপত্ন্যাঃ স্বসুত-ন্যস্তভারঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—ইতি (এবং) অধ্যবসায়যুক্তঃ (কৃত-নিশ্চয়ঃ) ধীরঃ স্বসুত-ন্যস্তভারঃ (নিজপুত্রে জন-মেজয়ে ন্যস্তঃ অর্পিতঃ ভারঃ রাজ্যং যেন সঃ) রাজা (পরীক্ষিৎ) সমুদ্রপত্ন্যাঃ (গঙ্গায়াঃ) দক্ষিণকূলে প্রাচীনমূলেষু (প্রাগগ্রাণি মূলানি যেষাং তেষু প্রাগগ্রেষু) কেশেষু উদঙ্মুখঃ (উত্তরস্যাং দিশি মুখং কৃত্বা) আস্তে স্ম (উপবিবেশে) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—সেই বুদ্ধিমান্ রাজা পরীক্ষিৎ এইরূপ দৃঢ়নিশ্চয় করিয়া নিজ পুত্র জনমেজয়ের হস্তে রাজ্য-ভার সমর্পণ করিলেন ও ভাগীরথীর দক্ষিণ কূলে পূর্ব্বাগ্ররূপে **কুশ** সকল পাতিয়া তাহার উপর উত্তর-দিকে মুখ করতঃ উপবেশন করিলেন ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—সমুদ্রপত্ন্যা গঙ্গায়াঃ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সমুদ্রপত্ন্যাঃ'—সমুদ্রের পত্নী গঙ্গার (দক্ষিণ কূলে উত্তরমুখ হইয়া উপবেশন করি-লেন ।) ॥ ১৭ ॥

মধ্ব—গঙ্গায়াম্ দক এব কিঞ্চিদ্দক্ষিণভাগে প্রসাদে তথাহি মহাভারতে ॥ ১৭ ॥

এবঞ্চ তস্মিন্ নরদেবদেবে
প্রায়োপবিষ্টে দিবি দেবসঙ্ঘাঃ ।
প্রশস্য ভূমৌ ব্যকিরন্ প্রসূনৈ-
র্মুদা মুহুর্দুন্দুভয়শ্চ নেদুঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—এবং চ তস্মিন্ নরদেবদেবে (মহা-রাজে) প্রায়োপবিষ্টে (প্রায়োপবেশনং কৃতে সতি) দিবি (স্বর্গে) দেবসঙ্ঘাঃ (দেবগণাঃ) প্রশস্য (অভি-নন্দ্য) মুদা (হর্ষেণ) ভূমৌ প্রসূনৈঃ ব্যকিরন্ (পুষ্পাণি বর্ষুঃ) দুন্দুভয়ঃ চ মুহুঃ (ভৃশং) নেদুঃ (তৈঃ বাদিতাঃ) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—সেই রাজাধিরাজ পরীক্ষিৎ এইরূপে প্রায়োপবেশন করিলে পর, স্বর্গস্থ দেবগণ স্বর্গ হইতে আনন্দে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন এবং ঘন ঘন দুন্দুভি নিনাদিত হইতে লাগিল ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—ব্যকিরন্ বৃষ্টিমকুর্ব্বন্ । নেদুঃ স্বয়মেব ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ব্যকিরন্'—অর্থাৎ দেবগণ স্বর্গ হইতে কুসুমবর্ষণ করিতে লাগিলেন । 'নেদুঃ'—অর্থাৎ স্বর্গের দুন্দুভিগুলি আপনা হইতেই (**স্বয়মেব**) বাদিত হইতে লাগিল ॥ ১৮ ॥

মহর্ষয়ো বৈ সমুপাগতা যে
প্রশস্য সাধ্বিত্যনুমোদমানাঃ ।
ঊচুঃ প্রজানুগ্রহশীলসারা
যদুত্তমঃশ্লোকগুণাভিরূপম্ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—যে বৈ প্রজানুগ্রহশীলসারাঃ (প্রজানুগ্রহে শীলং চরিত্রং সারঃ বলঞ্চ যেষাং তে) মহর্ষয়ঃ সমুপাগতাঃ (উপস্থিতাঃ তে) তং (রাজানং) প্রশস্য (অভিনন্দ্য) সাধু ইতি অনুমোদমানাঃ উত্তমঃশ্লোক-গুণাভিরূপং (কৃষ্ণস্য গুণৈঃ অভিরূপং সুন্দরং) যৎ (তৎ) ঊচুঃ (কথয়ামাসুঃ) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—লোকসকলকে কৃপা করাই যাঁহাদের স্বভাব ও যাঁহারা পরানুগ্রহে সমর্থ সেই সকল মহর্ষি তথায় সমুপস্থিত ছিলেন । তাঁহারা "সাধু" "সাধু" বলিয়া মহারাজের বাক্যে অনুমোদন করতঃ প্রশংসা সহকারে উত্তমঃশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের গুণানুরূপ মনোরম বাক্যে রাজাকে বলিতে লাগিলেন ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—যদ্ যতঃ, প্রজানুগ্রহে শীলং সারো বলঞ্চ যেষাং তে, তস্মাৎ উত্তমঃশ্লোকস্য শ্রীকৃষ্ণস্যেব গুণৈরভিরূপং সুন্দরং রাজানমূচুঃ । যদ্বা, যদুত্তমঃ-শ্লোকগুণানুরূপং ভবেৎ তদেবোচুঃ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যদ্'—যেহেতু, 'প্রজানুগ্রহ-শীলসারাঃ'—প্রজাদিগের অর্থাৎ প্রাণিবর্গের প্রতি অনুগ্রহ করাই যাঁহাদের স্বভাব এবং সমর্থ, সেই সমাগত মহর্ষিগণ, উত্তমঃশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় গুণা-বলির দ্বারা পরমসুন্দর রাজা পরীক্ষিৎকে বলিলেন । অথবা উত্তমঃশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের গুণের অনুরূপ যেভাবে হয়, তদ্রূপ কথাই বলিয়াছিলেন ॥ ১৯ ॥

ন বা ইদং রাজর্ষিবর্য্য চিত্রং
ভবৎসু কৃষ্ণং সমনুব্রতেষু।
যেঽধ্যাসনং রাজকিরীটজুষ্টং
সদ্যো জহুর্ভগবৎপার্শ্বকামাঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজর্ষিবর্য্য যে ভগবৎপার্শ্বকামাঃ (পার্ষদভক্তাঃ) (তে যুধিষ্ঠিরাদয়ঃ) সদ্যঃ রাজ-কীরীটজুষ্টং (নৃপতিভিঃ শিরসা বন্দিতং) অধ্যাসনং (রাজাসনং) জহুঃ (তত্যজুঃ) (অতএব) কৃষ্ণং সমনুব্রতেষু (ভগবদ্ভক্তেষু) ভবৎসু (পাণ্ডোর্বংশ্যেষু) ইদং (বৈরাগ্যং) ন বা চিত্রং (নৈবাদ্ভুতং) ॥২০॥

অনুবাদ—হে নৃপশ্রেষ্ঠ! যাঁহারা ভগবানের পার্শ্বচর হইতে অভিলাষী হইয়া নৃপতিবৃন্দের মুকুট-দ্বারা পরিসেবিত সার্ব্বভৌম সিংহাসন অনায়াসে ত্যাগ করিয়াছিলেন, আপনি সেই শ্রীকৃষ্ণের একান্ত ভক্ত পাণ্ডবগণের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; সুতরাং আপনার সহসা বৈরাগ্যাবলম্বন ও বিষয় বাসনা পরিহার আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—যে যুধিষ্ঠিরাদ্যাঃ ॥ ২০॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যে'—অর্থাৎ যুধিষ্ঠির প্রভৃতি রাজগণ ॥ ২০ ॥

সর্ব্বে বয়ং তাবদিহাস্মহেঽথ
কলেবরং যাবদসৌ বিহায়।
লোকং পরং বিরজস্কং বিশোকং
যাস্যত্যয়ং ভাগবতপ্রধানঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—অথ অয়ং (পরীক্ষিৎ) ভাগবতপ্রধানঃ (ভক্তশ্রেষ্ঠঃ) অসৌ (রাজা) যাবৎ কলেবরং বিহায় (শরীরং উৎসৃজ্য) বিরজস্কং (নির্ম্মায়ং) বিশোকং (শোকরহিতং) পরং (শ্রেষ্ঠং) লোকং (ধাম) যাস্যতি তাবৎ সর্ব্বে বয়ং ইহ আস্মহে (স্থাস্যামঃ) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—মুনিবৃন্দ রাজাকে এইরূপ বলিয়া পরস্পর মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। —এই পরম-ভাগবত পরীক্ষিৎ যত দিন পর্য্যন্ত নিজ কলেবর পরিত্যাগ করতঃ মায়া ও শোকরহিত পরমলোকে গমন না করেন, ততদিন আমরা এই স্থানেই অবস্থান করিব ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—রাজ্ঞোঽধ্যবসায়ং শ্রুত্বা স্বেষামপ্যধ্যব-সায়ং রাজানং শ্রাবয়ন্তঃ পরস্পরং মন্ত্রয়ন্তে সর্ব্বে ইতি ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—রাজা পরীক্ষিতের অধ্যবসায় (স্থির নিশ্চয়তা) শ্রবণ করিয়া, নিজেদেরও অধ্য-বসায় রাজাকে শ্রবণ করাইবার জন্য পরস্পর আলো-চনা করতঃ বলিতেছেন—'সর্ব্বে' ইতি ॥ ২১ ॥

আশ্রুত্যর্ষিগণবচঃ পরীক্ষিৎ
সমং মধুচ্যুদ্‌গুরু চাব্যলীকম্।
আভাষতৈনানভিবন্দ্য যুক্তঃ
শুশ্রূষমাণশ্চরিতানি বিষ্ণোঃ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ) যুক্তঃ (সংযতঃ) পরীক্ষিৎ, সমং (পক্ষপাতশূন্যং) মধুচ্যুৎ (অমৃতস্রাবি) গুরু (গম্ভীরার্থ) অব্যলীকং চ (সতং চ) ঋষিগণবচঃ (ঋষীণাং বাক্যং) আশ্রুত্য (আকর্ণ্য) বিষ্ণোঃ চরিতানি শুশ্রূষমাণঃ (শ্রোতুমিচ্ছুঃ সন্) এতান্ (ঋষীন্) অভিনন্দ্য (প্রণম্য) আভাষত (কথয়ামায়) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—রাজা পরীক্ষিৎ ঋষিগণের এইরূপ পক্ষপাত শূন্য, অমৃতস্রাবি গম্ভীরার্থ, সত্য বচন শ্রবণ করতঃ শ্রীকৃষ্ণের চরিত শ্রবণাভিলাষে তাঁহাদিগকে অতি বন্দনাপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—সমং পক্ষপাতশূন্যং - বয়মাস্মহে ইতি, মধুচ্যুৎ অমৃতস্রাবি—ভাগবতপ্রধান ইতি, গুরু গম্ভীরার্থং— বিরজস্কং লোকমিতি, অব্যলীকং— সত্যং লোকং যাস্যতীতি ঋষিগণ বচশ্চতুষ্টয়ং আশ্রুত্য। বিরজস্কং লোকং ভগবল্লোকমেবেতি পূর্ব্ব-শ্লোকোক্তাভ্যাং ভবৎস্বিতি ভগবৎপার্শ্বকামা ইতি পদা-ভ্যাং ব্যাখ্যেয়ম্ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সমং'—অর্থাৎ আমরাও অবস্থান করিব, এইরূপ ঋষিগণের পক্ষপাতশূন্য বাক্য। 'মধুচ্যুৎ'—ভাগবতপ্রধান, এইরূপ অমৃত-বর্ষণকারী। 'গুরু'—অর্থাৎ রজোগুণরহিত মায়া-তীত লোক, এইরূপ গম্ভীরার্থ-দ্যোতক। 'অব্যলীকং' —অর্থাৎ নিত্য ধামে গমন করিবে, এইরূপ ঋষিগণের সত্য বাক্যচতুষ্টয় শ্রবণ করিয়া। এখানে পূর্ব্ব শ্লোকে

উক্ত 'ভবৎসু' অর্থাৎ পাণ্ডববংশীয় আপনাদের এবং 'ভগবৎ-পার্শ্বকামাঃ' অর্থাৎ শ্রীভগবানের পার্শ্বচর হইতে অভিলাষী যুধিষ্ঠিরাদির—এই দুইটি পদের দ্বারা, 'বিরজস্ক লোক' বলিতে শ্রীভগবানের লোকই (ধামই) ব্যাখ্যা করা হইল ॥ ২২ ॥

সমাগতাঃ সর্ব্বত এব সর্ব্বে
বেদা যথা মূর্ত্তিধরাস্ত্রিপৃষ্ঠে।
নেহাথ নামুত্র চ কশ্চনার্থ
ঋতে পরানুগ্রহমাত্মশীলম্ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—ত্রিপৃষ্ঠে (ত্রয়াণাং লোকানাং উপরি সত্যলোকে) বেদা যথা মূর্ত্তিধরাঃ (ভবন্তি তত্তুল্যাঃ) সর্ব্বে (ভবন্তঃ) সর্ব্বতঃ এব (সর্ব্বদিগ্‌ভ্যঃ) সমাগতাঃ (উপস্থিতাঃ) (পরন্তু) আত্মশীলং (স্ব-স্বভাবং) পরানুগ্রহং (পরোপকারং) ঋতে (বিনা) ইহ ন (জগতি ন) অথ অমূত্র চ ন (পরলোকে চ ন) কশ্চন অর্থঃ (প্রয়োজনং) (দৃশ্যতে ইতি শেষঃ) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—ত্রিভুবনের উপরিভাগস্থ সত্য-লোক-স্থিত-মূর্ত্তিমান্ বেদসকলের ন্যায় আপনারা সকলে সকল দিক্ হইতে এই স্থলে সমবেত হইয়াছেন। কারণ পরের প্রতি অনুগ্রহ করাই আপনাদিগের স্বভাব। নিঃস্বার্থ পরানুগ্রহ ব্যতিরেকে আপনাদিগের কি ঐহিক কি পারত্রিক কোনরূপ প্রয়োজনই নাই ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—ত্রয়াণাং লোকানাং উপরি পৃষ্ঠে সত্য-লোকে। জ্ঞানাতিশয়তামুক্ত্বা কৃপালুতাতিশয়তামাহ—নেহেতি। পরানুগ্রহং বিনা। তর্হি স এবার্থঃ স্যাৎ? ন, আত্মশীলং স্ব-স্বভাবম্ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ত্রিপৃষ্ঠে'—বলিতে তিনটি ভুবনের উপরিস্থ সত্যলোকে মূর্ত্তিমান্ বেদসকলের ন্যায় আপনারা এখানে সমবেত হইয়াছেন। তাঁহাদের জ্ঞানের অতিশয়তা বলিয়া, কৃপালুতার আতিশয্য বলিতেছেন—'নেহ' ইত্যাদি। অপরের প্রতি অনুগ্রহ ব্যতিরেকে। যদি বলেন—তাহা হইলে সেই একই অর্থ হইল। ইহার উত্তরে বলিতেছেন—না, 'আত্ম-শীলং'—আপনাদিগের নিজ নিজ স্বভাবই ঐপ্রকার, অর্থাৎ পরের প্রতি অনুগ্রহ করাই আপনাদের স্বভাব ॥ ২৩ ॥

তথ্য—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (মধ্য ৮।৩৮-৩৯)—

আমা নিস্তারিতে তোমার ইহা আগমন।
পরম দয়ালু তুমি পতিত-পাবন ॥
মহান্ত-স্বভাব এই তারিতে পার।
নিজ-কার্য্য নাহি তবু যান তান তার ঘর ॥

[তথাহি ভাঃ ১০।৮।২ শ্লোকে গর্গং প্রতি নন্দবাক্যং]

মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহীণাং দীনচেতসাম্।
নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্নান্যথা কল্পতে কৃচিৎ ॥

পুনশ্চ ভাঃ ১১।২।৪-৫ শ্লোকে নারদং প্রতি বসুদেব-বাক্যং—

ভগবন্ ভবতো যাত্রা স্বস্তয়ে সর্ব্বদেহিনাম্।
কৃপণানাং যথা পিত্রোরুত্তমঃশ্লোকবর্ত্মনাম্ ॥
ভূতানাং দেবচরিতঃ দুঃখায় চ সুখায় চ।
সুখায়ৈব হি সাধূনাং ত্বাদৃশামচ্যুতাত্মনাম্ ॥ ২৩ ॥

বিবৃতি—সাধুগণ সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান্ বেদস্বরূপ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার লিখিয়াছেন—"এক ভাগবত বড় ভাগবত শাস্ত্র। আর এক ভাগবত ভক্তিরস পাত্র ॥" শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ও বলিয়াছেন—"সাধুশাস্ত্র গুরুবাক্য, হৃদয়ে করিয়া ঐক্য, আর না করিহ মনে আশা ॥" সুতরাং সাধুগণ যাহা কীর্ত্তন করেন তাহা সাক্ষাৎ বেদ-বাণী। "সমশ্চাপি সাধূনাং প্রমাণং বেদবৎ ভবেৎ।" সত্যলোকে বেদ সকল যেরূপ মূর্ত্তিমান্ হন তদ্রূপ ঋষিগণও পরীক্ষিৎ মহা-রাজের সভায় বেদবৎ শোভা পাইতেছিলেন। সাধুগণ নিষ্কাম ও নিষ্কিঞ্চন। তাঁহারা পরিপূর্ণকাম ভগবৎ-সেবানন্দে বিভোর। যাঁহারা প্রেমানন্দ লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন, তাঁহাদের সার্ব্বভৌম বা ইন্দ্রা-ধিপত্য লাভরূপ ঐহিক বা পারলৌকিক অভ্যুদয় বা অপুনর্ভব অর্থাৎ মোক্ষবাঞ্ছারূপ নিঃশ্রেয়স সিদ্ধিরও কোনও কামনা নাই। সুতরাং তাঁহারা যখন দীন-চেতা গৃহীর গৃহে কৃপাপূর্ব্বক আগমন করেন তখন তাঁহারা নিজ নিজ ঐহিক ও পারলৌকিক লাভের আশায় আগমন করেন না। জীবের নিত্যমঙ্গল সাধনই তাঁহাদের স্বাভাবিক ধর্ম্ম ও ব্রত। তাঁহারা পরোপকার করিবার জন্য দ্বারে দ্বারে উপস্থিত হইয়া বলেন—

"প্রভুর আদেশে ভাই মাগি এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণ শিক্ষা॥"
"কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি' অনাচার।
জীবে দয়া নামে রুচি সর্ব্ব-ধর্ম্ম-সার॥
ভারত ভূমিতে হৈল মনুষ্য জন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি', কর পর-উপকার॥"

এই হরিকথা কীর্ত্তনরূপ আচার প্রচারই নিষ্কিঞ্চন সাধুদিগের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরোপকার॥ ২৩॥

ততশ্চ বঃ পৃচ্ছ্যমিদং বিপৃচ্ছে
বিশ্রভ্য বিপ্রা ইতিকৃত্যতায়াম্।
সর্ব্বাত্মনা ম্রিয়মাণৈশ্চ কৃত্যং
শুদ্ধঞ্চ তত্রামৃশতাভিযুক্তাঃ॥ ২৪॥

অন্বয়—(হে) বিপ্রাঃ বঃ (যুষ্মান্) বিশ্রভ্য (বিশ্বাসং কৃত্বা) ইদং পৃচ্ছ্যং (প্রষ্টব্যং) বিপৃচ্ছে (জিজ্ঞাসয়ামি) ইতিকৃত্যতায়াং (এবং কর্ত্তব্যমিত্যস্যভাবঃ ইতিকৃত্যতা তস্মিন্ বিষয়ে) সর্ব্বাত্মনা (সর্ব্বাবস্থাসু) তত্র ম্রিয়মাণৈঃ চ (মুমূর্ষুভিঃ) শুদ্ধং চ (পাপসম্পর্করহিতং এব যৎ) কৃত্যং (কর্ত্তব্য তৎ) অভিযুক্তাঃ (পৃষ্টাঃ যূয়ং) আমৃশত (বিচারয়ত) ॥ ২৪॥

অনুবাদ—অতএব হে বিপ্রগণ, আমি বিশ্বাসের সহিত একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, সকল অবস্থায়, বিশেষতঃ মুমূর্ষু অবস্থায় মানবের পাপ সম্পর্ক-রহিত কর্ত্তব্য কি, তাহা বিশেষ বিচারপূর্ব্বক বলুন॥ ২৪॥

বিশ্বনাথ—ইমং বো যুষ্মাকমপ্যনুগ্রহং বিপৃচ্ছে—কিমাকারঃ স চিকীর্ষিতব্য ইতি পৃচ্ছামি। পৃচ্ছ্যং প্রষ্টুমর্হং, তত্রৈবাধ্যবসায়ার্থমিতি ভাবঃ। বিশ্রভ্য তত্রৈব মে বিশ্বাসো ভাবীতি জানীতেতি ভাবঃ। ইতিকৃত্যা এবং কর্ত্তব্যাস্তপোযোগজ্ঞানাদয়স্তেষাং ভাব ইতিকৃত্যতা, তস্যাং সত্যাং ম্রিয়মাণৈর্জনৈস্তপোযোগাদীনামেবংকর্ত্তব্যত্বে সতি সর্ব্বাত্মনা মম যত্র শুদ্ধং কৃত্যং, অত্র আমৃষত বিচারয়ত— সর্ব্বৈকবাক্যতয়া নিশ্চিত্য কর্ত্তুমাজ্ঞাপয়তেতি ভাবঃ॥ ২৪॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আপনাদিগের এই অনুগ্রহই বিশেষরূপে জিজ্ঞাসা করিতেছি—তাহা কিপ্রকার করণীয়, ইহাই প্রশ্ন করিতেছি। 'পৃচ্ছ্যং'—অর্থাৎ যাহা প্রশ্ন করিবার যোগ্য, সেখানেই অধ্যবসায়ের প্রয়োজন, এই ভাব। 'বিশ্রভ্য'—বিশ্বাস করিয়া, সেখানেই অর্থাৎ আপনাদের নির্দ্ধারিত বিষয়েই আমার বিশ্বাস হইবে, ইহা আপনারা জানুন, এই ভাব। 'ইতিকৃত্যতায়াং'—ইতিকৃত্যা অর্থাৎ এইপ্রকার কর্ত্তব্য, তপস্যা, যোগ, জ্ঞানাদি, তাহাদের ভাব ইতিকৃত্যতা, সেইরূপ হইলে, ম্রিয়মাণ জনগণের পক্ষে তপস্যা, যোগাদির কর্ত্তব্যত্ব স্থির হইলে, সর্ব্বতোভাবে আমার যাহা বিশুদ্ধ কৃত্য, তাহা আপনারা বিচার করুন, অর্থাৎ সকলে একমত হইয়া নিশ্চয় করিয়া, আমাকে তাহা করিতে আদেশ করুন, এই ভাব॥ ২৪॥

তত্রাভবদ্ভগবান্ ব্যাসপুত্রো
যদৃচ্ছয়া গামটমানোঽনপেক্ষঃ।
অলক্ষ্যলিঙ্গো নিজলাভতুষ্টো
বৃতশ্চ বালৈরবধূতবেশঃ॥ ২৫॥

অন্বয়ঃ—তত্র (তেষু যাগযোগতপোদানাদিভিঃ বিবদমানেষু সৎসু) যদৃচ্ছয়া গাং (পৃথিবীং) অটমানঃ (পর্য্যটন্) অনপেক্ষঃ (নিরপেক্ষঃ) অলক্ষ্যলিঙ্গঃ (ন লক্ষ্যং আশ্রমাদিচিহ্নং যস্য সঃ) নিজলাভতুষ্টঃ (আত্মারামঃ) বালৈর্বৃতঃ অবধূতবেশঃ চ (অবজ্ঞয়া জনৈস্ত্যক্তঃ যঃ তস্যেব বেশঃ যস্য সঃ) ভগবান্ (ভক্তিযোগৈশ্বর্য্যশালী) ব্যাসপুত্রঃ (শুকঃ) অভবৎ (তত্র প্রাপ্তঃ)॥ ২৫॥

অনুবাদ—রাজার উক্তবিধ প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে কেহ বা যাগ, কেহ বা যোগ, কেহ বা তপসা ইত্যাদি রূপ ব্যবস্থার বিধান করতঃ ঋষিগণ পরস্পর বিবাদ করিতেছেন, এমন সময়ে ব্যাসনন্দন ভগবান্ শুকদেব যদৃচ্ছাক্রমে পৃথিবী পর্য্যটন করিতে করিতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বহির্বিষয়ে অনপেক্ষ, কোনও আশ্রমবিশেষের চিহ্নবিহীন, আত্মারাম, অবধূত বেশ অর্থাৎ অবজ্ঞাপূর্ব্বক লোকসকল যে বেশ ত্যাগ করে সেই বেশধারী, পাগল ভাবিয়া অজ্ঞ বালকসকল তাঁহাকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে॥ ২৫॥

বিশ্বনাথ—তত্র যাগ-যোগ-তপোদানাদিব্যবস্থা-স্বৈকমত্যাভাবেন সর্ব্বেষু মুনিষু তদৈব স্ব-স্বমনসা শ্রীশুকাগমনমীহমানেষু নেত্রৈশ্চ তদ্বর্ত্ম নিরীক্ষমাণেষু সৎসু, ব্যাসপুত্রস্তত্রাভবৎ প্রাপ্তঃ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তত্র'—সকল মুনিগণের মধ্যে যাগ, যোগ, তপস্যা, দানাদির ব্যবস্থাবিষয়ে একমতের অভাব হইলে, তখনই অর্থাৎ সেই মুনিগণ নিজ নিজ মনে শ্রীশুকদেবের আগমন প্রতীক্ষা করিতে থাকিলে এবং তাঁহার আগমনের পথে নেত্রের দ্বারা নিরীক্ষণ করিতে থাকিলে, ব্যাসপুত্র শ্রীশুকদেব সেখানে উপনীত হইলেন ॥ ২৫ ॥

তথ্য—শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২৩।২৮—

স চচার মহীমেতাং সংযতাত্মেন্দ্রিয়ানিলঃ।
ভিক্ষার্থং নগরগ্রামানসঙ্গোহলক্ষিতোঽবিশৎ।

ভাঃ ১১।১৮।২৮—স লিঙ্গানামশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ।

অবধূতবেশঃ অবজ্ঞয়া জনৈস্ত্যক্তো যস্তস্যেব বেশো যস্য (শ্রীধরঃ)। অবধূতানাং দিগম্বরাণাং বেষো যস্য স তথোক্তঃ অবধূতঃ পরিত্যক্তঃ বেষোহলঙ্কারো যেন স তথেতি বা (বিজয়ধ্বজ) দেহসংস্কাররহিতো জড়োহব ুতঃ তত্র জড়ত্বাংশো নাস্তীতি জ্ঞাপয়িতুং বেষপদম্ (বল্লভ)। অবধূতাঃ নিরস্তাঃ শিশ্নোদরপরাভিমতাঃ বেষায় অস্মাৎ সঃ (সিদ্ধান্তপ্রদীপ)। অভিভাব্যবেশঃ (বীররাঘব) ॥ ২৫ ॥

তং দ্ব্যষ্টবর্ষং সুকুমারপাদ-
করোরুবাহ্বংসকপোলগাত্রম্।
চার্ব্বায়তাক্ষোন্নসতুল্যকর্ণ-
সুভ্রানং কম্বুসুজাতকণ্ঠম্ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—তং দ্ব্যষ্টবর্ষং (দ্বিগুণানি অষ্টৌ বর্ষাণি যস্য তং ষোড়শবর্ষং) সুকুমারপাদকরোরুবাহ্বংসকপোলগাত্রং (সুকুমারৌ পাদৌ করৌ উরূ বাহূ অংসৌ কপালৌ গাত্রঞ্চ যস্য তং) চার্ব্বায়তাক্ষোন্নসতুল্যকর্ণসুভ্রাননং (চারুণী আয়তে চ অক্ষিণী যস্মিন্ উন্নতা নাসা যস্মিন্ লম্বহ্রস্বাদি বৈষম্যং বিনা তুল্যৌ কর্ণে যস্মিন্ শোভনে ভ্রুবৌ যস্মিন্ এবম্ভূতম্ আননং যস্য তং) কম্বু-সুজাতকণ্ঠং (কম্বুবৎ রেখাত্রয়াঙ্কিতঃ সুষ্ঠুজাতঃ কণ্ঠঃ যস্য তং, প্রত্যুত্থিতাঃ ইত্যনেনান্বয়ঃ) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—তাঁহার বয়স ষোড়শ বৎসর। তাঁহার চরণ, কর, উরু, বাহু, স্কন্ধ, কপোল ও গাত্র অতি সুকুমার, তাঁহার লোচনদ্বয় অতি মনোহর ও আকর্ণ-বিস্তৃত, নাসিকা উন্নত, কর্ণ দুইটী ঠিক এক মাপের, সুন্দর ভ্রূ-যুগল যুক্ত বদন। তাঁহার কণ্ঠদেশ অতি সুন্দর, তাহাতে শঙ্খের ন্যায় তিনটি রেখা অঙ্কিত আছে ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—ষোড়শবর্ষবয়সম্। চারুণী আয়তে অক্ষিণী যস্মিন্, উন্নতা নাসা যস্মিন্, লম্বহ্রস্বাদি-বৈষম্যং বিনা তুল্যৌ কর্ণৌ যস্মিন্, শোভনে ভ্রুবৌ যস্মিন্, তথাভূতমাননং যস্য তম্। কম্বুঃ শঙ্খঃ তদ্বদ্রেখাত্রয়াঙ্কিতঃ সুজাতঃ কণ্ঠো যস্য তম্ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তিনটি শ্লোকে শ্রীশুকদেবের বর্ণনা করিতেছেন—'তং দ্ব্যষ্টবর্ষং'—সেই ষোড়শ বৎসর বয়স্ক। 'চার্ব্বায়তাক্ষোন্নসতুল্যকর্ণ-সুভ্রাননং'—অতিমনোহর বিস্তৃত অক্ষিযুগল যেখানে, উন্নতা নাসিকা যেখানে, লম্ব ও হ্রস্বাদির বৈষম্য ব্যতীত তুল্য কর্ণযুগল যেখানে, শোভন ভ্রূযুগল যেখানে, সেইরূপ আনন যাঁহার, তাঁহাকে। 'কুম্বুসুজাতকণ্ঠং'—কম্বু অর্থাৎ শঙ্খ, তাহার ন্যায় রেখাত্রয়াঙ্কিত সুন্দর কণ্ঠ যাঁহার, তাঁহাকে (দেখিয়া মুনিগণ প্রত্যুদ্গমন করিলেন, ইহা পরের সহিত অন্বয় হইবে।) ॥ ২৬ ॥

নিগূঢ়জত্রুং পৃথুতুঙ্গবক্ষস-
মাবর্ত্তনাভিং বলিবল্গূদরঞ্চ।
দিগম্বরং বক্রবিকীর্ণকেশং
প্রলম্ববাহুং স্বমরোত্তমাভম্ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—নিগূঢ়জত্রুং (নিগূঢ়ে মাংসেন আচ্ছাদিতে জত্রুণী কণ্ঠস্যাধোভাগে স্থিতে অস্থিনী যস্য তং) পৃথুতুঙ্গবক্ষসং (পৃথু বিস্তীর্ণ তুঙ্গং উন্নতং বক্ষো যস্য তং) আবর্ত্তনাভিং (আবর্ত্তবন্নাভির্যস্য তং) বলিবল্গূদরং (বলিভিঃ তির্য্যক্ নিম্নরেখাভিঃ বল্গু রম্যং উদরং যস্য তং) দিগম্বরং (দিশ এব অম্বরং যস্য তমুলঙ্গং) বক্রবিকীর্ণকেশং (বক্রাঃ বিকীর্ণাঃ চ কেশাঃ

যস্য তং) প্রলম্ববাহুং (প্রলম্বৌ দীর্ঘৌ বাহূ যস্য তং) স্বমরোত্তমাভং (সু অমরেষু শ্রেষ্ঠেষু দেবেষু উত্তমঃ হরিঃ তদ্বদাভা যস্য তং প্রত্যুত্থিতা ইত্যনেনান্বয়ঃ) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—তাঁহার কণ্ঠের অধোভাগস্থ অস্থি মাংসের দ্বারা আবৃতঃ, বক্ষঃস্থল বিশাল ও সমুন্নত। নাভিমণ্ডল গভীর আবর্ত্তের ন্যায়, উদর ত্রিবলী-বলয়াঙ্কিত অর্থাৎ বুক্কের নিম্নে ক্রমে ক্রমে তিনটি থাক্ মাংস সাজান। দিক্‌সমূহই তাঁহার বস্ত্র। কুটিল ও ইতস্ততঃ বিকীর্ণ কেশ-দাম, বাহু-যুগল আজানু বিলম্বিত। তাঁহার অঙ্গকান্তি অমরোত্তম শ্রীহরির ন্যায় অতি রমণীয় ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—নিগূঢ়ে মাংসলে জত্রুণী কণ্ঠস্যাধোভাগয়োঃ স্থিতে অস্থিনী যস্য তম্। স্বমরেষু দেবশ্রেষ্ঠেষ্বপ্যুত্তমঃ শ্রীকৃষ্ণস্তত্তুল্যকান্তিম্ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নিগূঢ়জত্রুং' — মাংসল-বিশিষ্ট কণ্ঠের অধোভাগে স্থিত অস্থিদ্বয় যাঁহার, তাঁহাকে। 'স্বমরোত্তমাভং'—শ্রেষ্ঠ দেবগণের মধ্যেও উত্তম যে শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার তুল্য অঙ্গকান্তি যাঁহার, (সেই শুকদেবকে) ॥ ২৭ ॥

শ্যামং সদাপীব্যবয়োঽঙ্গলক্ষ্ম্যা
স্ত্রীণাং মনোজ্ঞং রুচিরস্মিতেন।
প্রত্যুত্থিতাস্তে মুনয়ঃ স্বাসনেভ্য-
স্তল্লক্ষণজ্ঞা অপি গূঢ়বর্চ্চসম্ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—(তথা) শ্যামং সদা অপীব্যবয়োঽঙ্গলক্ষ্ম্যা (অপীব্যং অত্যন্তোত্তমং যৎ বয়ঃ যৌবনং তেন যা অঙ্গলক্ষ্মীঃ দেহকান্তিঃ তয়া) রুচিরস্মিতেন (মধুর-হসিতেন চ) স্ত্রীণাং মনোজ্ঞং (স্ত্রীজনমনোহারিণং তং শুকং) গূঢ়বর্চ্চসং অপি (নিগূঢ়তেজসমপি) তল্লক্ষণজ্ঞাঃ (তস্য সাধুত্বং জানন্তঃ) তে মুনয়ঃ স্বাসনেভ্যঃ প্রত্যুত্থিতাঃ (তং দৃষ্ট্বা প্রত্যুদ্গমনং কৃতবন্তঃ) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—তাঁহার দেহ শ্যামবর্ণ এবং নবযৌবন সুলভ অঙ্গকান্তি ও মৃদু মধুর হাস্যদ্বারা কামিনীগণের মনোজ্ঞকান্তি সমধিক উল্লসিত হইতেছে, যদিও সাধারণ লোকে তাঁহার বাহিরের আকৃতি দেখিয়া অন্তরে প্রচ্ছন্ন তেজ বুঝিতে পারে না, কিন্তু সেই মুনিগণ মহাপুরুষের লক্ষণ জানিতেন, সুতরাং এই সকল লক্ষণ দেখিয়া তাঁহাকে মহাপুরুষ জানিয়া তৎক্ষণাৎ সকলেই সসম্ভ্রমে নিজ নিজ আসন হইতে উঠিয়া তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—যতঃ সদা স্থিরমেব যদপীব্যং অত্যুত্তমং বয়ো নবযৌবনং তেন যা অঙ্গস্য লক্ষ্মীঃ শোভা তয়া রুচিরেণ স্বাভাবিকেন স্মিতেন স্ত্রীণাং মনোজ্ঞং মনোহরং গূঢ়বর্চ্চসমপি তং দৃষ্ট্বা ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সদাপীব্য-বয়োঽঙ্গ-লক্ষ্ম্যা'—সর্ব্বদা স্থির যে অত্যুত্তম নবযৌবন, তদ্ধেতু যে অঙ্গের শোভা, তাহার দ্বারা। 'রুচিরস্মিতেন'—স্বাভাবিক মনোহর স্মিত মৃদুমন্দ হাস্যের দ্বারা স্ত্রীগণের মনোজ্ঞ। তাঁহার তেজ গূঢ়রূপে থাকিলেও তাঁহাকে দেখিয়া (মুনিগণ প্রত্যুদ্গমন করিলেন) ॥ ২৮ ॥

মধ্ব—কৈশোরযৌবনাভ্যন্তঃকাল আপীব্যমুচ্যত ইত্যভিধানম্ ॥ ২৮ ॥ [পাঠান্তরে আপীব্য স্থলে অপীব্য।]

তথ্য—'আপীব্য'—১। কৈশোর ও যৌবনের অভ্যন্তর কাল (মধ্ব) ২। ষোড়শবর্ষীয় বয়স (বিজয়ধ্বজ) ৩। 'অপীব্য' এই পাঠের অর্থ অত্যন্ত উত্তম বয়স (শ্রীধর) 'অপীব্য' এই পাঠের অর্থ কমনীয় বয়স (বীররাঘব) ॥ ২৮ ॥

স বিষ্ণুরাতোঽতিথয় আগতায়
তস্মৈ সপর্য্যাং শিরসাজহার।
ততো নিবৃত্তা হ্যবুধাঃ স্ত্রিয়োঽর্ভকা
মহাসনে সোপবিবেশ পূজিতঃ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ বিষ্ণুরাতঃ (পরীক্ষিৎ) আগতায় অতিথয়ে (শুকায়) শিরসা (মস্তকাবনমেন) সপর্য্যাং আজহার (আত্মনিবেদনং কৃতবানিত্যর্থঃ) ততঃ হি (তেন সহ আগতাঃ) অবুধাঃ (অপণ্ডিতাঃ) স্ত্রিয়ঃ অর্ভকাঃ (বালকাঃ চ) নিবৃত্তাঃ (পরাবৃত্তাঃ) স (মুনিঃ) পূজিতঃ (সন্) মহাসনে উপবিবেশ ॥২৯॥

অনুবাদ—সেই বিষ্ণুরাত পরীক্ষিৎ নিজ মস্তক দ্বারাই সমাগত অতিথির পূজা আহরণ করিলেন। ইহা দেখিয়া শুকদেবের অনুগামী নির্ব্বোধ বালক ও

স্ত্রীগণ দূরে পলায়ন করিল, তিনিও পূজা গ্রহণ করিয়া মহাসনে উপবিষ্ট হইলেন ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—স্ত্রিয়ো যুবতয়ঃ সাক্ষাৎ স্মর এবায়মিতি, অর্ভকা বিক্ষিপ্তোয়মিতি, অবুধা নিবৃত্তা মুনিভ্যস্তেভ্যোঽতিভীত্যেত্যর্থঃ। স উপবিবেশ। পূজা যথোচিতপ্রণাম-প্রশ্রয়-প্রণয়ঃ-পরিষ্বঙ্গ-কুশলপ্রশ্নাদিলক্ষণা মুনিজনকর্তৃকা মুনিজনকর্ম্মকা চ সঞ্জাতা যস্যেতি, তারকাদিত্বাদিতশ্চ। তেন সর্ব্বে মুনয়ঃ প্রণেমুঃ। ব্যাসনারদাদ্যাস্তু সাস্রং সগদ্গদং প্রণয়পরিষ্বঙ্গশিরোঘ্রাণ-কুশলপ্রশ্নাদিকং চক্রুঃ। স চ তান্ প্রণনামেতি। দ্যোতিতম্। মহাসন ইতি "আজ্ঞা গুরূণাং হ্যবিচারণীয়া" ইত্যাদ্যুক্তেঃ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যুবতী রমণীগণ সাক্ষাৎ ইনি কন্দর্প, এই জ্ঞানে এবং নির্ব্বোধ বালকগণ উন্মাদ এই ব্যক্তি এই বোধে শ্রীশুকদেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিতেছিল, এখন মুনিগণ হইতে অত্যন্ত ভীত হইয়া নিবৃত্ত হইল, এই অর্থ। সেই শুকদেব উপবেশন করিলেন। 'পূজিতঃ—পূজা বলিতে যথোচিত প্রণাম, প্রশ্রয়, প্রণয়, আলিঙ্গন, কুশল প্রশ্নাদিরূপ মুনিজন-কর্তৃক ও মুনিজন-কর্ম্মক (অর্থাৎ কোন কোন মুনি তাঁহাকে যথোচিত প্রণামাদি করিলেন এবং কোন কোন মুনিকে শ্রীশুকদেব যথোচিত প্রণামাদি করিলেন)—পূজা যাঁহার সঞ্জাত হইয়াছে, তিনি (শুকদেব) পূজিত। পূজিত—এই পদ 'তদস্য সঞ্জাতং তারকাদিভ্যঃ ইতচ্'—এই সূত্রে তদ্ধিতে ইতচ্ প্রত্যয় হইয়াছে। ইহাতে সকল মুনিগণ তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। কিন্তু ব্যাস, নারদাদি সকলে সাশ্রুনেত্রে সগদ্গদ-কণ্ঠে প্রণয়, আলিঙ্গন, মস্তকাঘ্রাণ ও কুশল প্রশ্নাদি করিয়াছিলেন। 'মহাসনে' —অর্থাৎ 'গুরুবর্গের আজ্ঞা নির্ব্বিচারে পালন করা কর্ত্তব্য'—এই রীতি অনুসারে ব্যাস, নারদাদির সমক্ষেই শ্রীশুকদেব তাঁহাদের অনুমতিতে উচ্চ আসনে উপবিষ্ট হইলেন ॥ ২৯ ॥

স সংবৃতস্তত্র মহান্ মহীয়সাং
ব্রহ্মর্ষিরাজর্ষিদেবর্ষিসঙ্ঘৈঃ।
ব্যরোচতালং ভগবান্ যথেন্দু-
গ্রহর্ক্ষতারানিকরৈঃ পরীতঃ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—মহীয়সাং মহান্ (মহত্তমঃ) সঃ ভগবান্ (শুকঃ) তত্র (সভায়াং) ব্রহ্মর্ষিরাজর্ষিদেবর্ষিসঙ্ঘৈঃ সংবৃতঃ (সন্) গ্রহর্ক্ষতারানিকরৈঃ (গ্রহাঃ শুক্রাদয়ঃ ঋক্ষাণি অশ্বিন্যাদীনি তারাঃ অন্যানি নক্ষত্রাণি তৈঃ) পরীতঃ (বেষ্টিতঃ) যথা ইন্দুঃ (তথা) ব্যরোচত (বিররাজ) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—তখন সেই সভা মধ্যে ব্রহ্মর্ষি, রাজর্ষি এবং দেবর্ষিসমূহে পরিবৃত মহত্তম ভগবান্ শুকদেব, গ্রহনক্ষত্রতারকানিকর পরিবেষ্টিত চন্দ্রের ন্যায় অতি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—গ্রহাঃ শুক্রাদয়ঃ, ঋক্ষাণি অশ্বিন্যাদীনি নক্ষত্রাণি, তদন্যাস্তারাঃ। অত্র ব্যাস-নারদ-পরশুরামাদিভ্যোঽবতারেভ্যোঽপি তস্যোৎকর্ষো ভক্ত্যুৎকর্ষেণৈবেতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গ্রহর্ক্ষ-তারানিকরৈঃ'—অর্থাৎ গ্রহ, নক্ষত্র ও তারকাগণে পরিবেষ্টিত হইয়া যেমন চন্দ্র সুশোভিত হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মর্ষি, রাজর্ষি ও দেবর্ষিগণে পরিবৃত শ্রীশুকদেব অতিশয় শোভা প্রাপ্ত হইলেন। 'গ্রহ'—বলিতে শুক্রাদি, ঋক্ষ—অশ্বিনী প্রভৃতি নক্ষত্রগণ এবং তদ্ভিন্ন তারকাগণ। এই স্থলে ব্যাস, নারদ, পরশুরাম প্রভৃতি ভগবদবতারগণ হইতেও তাঁহার (শ্রীশুকদেবের) উৎকর্ষ, শ্রীভক্তিদেবীর উৎকর্ষ-বশতঃই জানিতে হইবে ॥ ৩০ ॥

প্রশান্তমাসীনমকুণ্ঠমেধসং
মুনিং নৃপো ভাগবতোঽভ্যুপেত্য।
প্রণম্য মূর্দ্ধাবহিতঃ কৃতাঞ্জলি-
র্নত্বা গিরা সূনৃতয়ান্বপৃচ্ছৎ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—ভাগবতঃ (ভক্তঃ) নৃপঃ (পরীক্ষিৎ) প্রশান্তম্ আসীনম্ অকুণ্ঠমেধসং (ন কুণ্ঠা সর্ব্বার্থেষু মেধা যস্য তং তীক্ষ্ণবুদ্ধিং) মুনিং (শুকদেবং) অভ্যুপেত্য (অভ্যুপগম্য) মূর্দ্ধা (শিরসা) প্রণম্য অবহিতঃ (সংযতঃ) কৃতাঞ্জলিঃ (বদ্ধাঞ্জলিঃ চ সন্ প্রশ্নার্থং পুনঃ) নত্বা সূনৃতয়া গিরা (প্রিয়বাক্যেন) অন্বপৃচ্ছৎ (জিজ্ঞাসয়ামাস) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—সেই সময় সংযমী পরম ভাগবত রাজা পরীক্ষিৎ দেখিলেন যে, মুনিবর সুখে উপবেশন করিয়াছেন, তাঁহার হৃদয় প্রশান্ত, তাঁহার ধারণা শক্তি অপ্রতিহতা ; সুতরাং তাঁহার নিকটে গমন পূর্ব্বক ভূম্যবলুণ্ঠিতমস্তকে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং প্রশ্ন করিবেন বলিয়া পুনর্ব্বার নমস্কার করিয়া সুমধুর বচনে বলিতে লাগিলেন ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—ন কুণ্ঠা সর্ব্বার্থেষু মেধা যস্য তম্। প্রশ্নার্থং পুনর্নত্বা ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অকুণ্ঠমেধসং'—সর্ব্ববিষয়ে যাঁহার মেধা কুণ্ঠিত হয় নাই, সেই শুকদেবকে। প্রশ্ন করার জন্যই পুনরায় নমস্কার করিয়া (রাজা পরীক্ষিৎ সুমধুর বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন) ॥ ৩১ ॥

পরীক্ষিদুবাচ—

অহো অদ্য বয়ং ব্রহ্মন্ সৎসেব্যাঃ ক্ষত্রবন্ধবঃ।
কৃপয়াতিথিরূপেণ ভবদ্ভিস্তীর্থকাঃ কৃতাঃ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—পরীক্ষিৎ উবাচ। অহো ব্রহ্মন্! ভবদ্ভিঃ কৃপয়া অতিথিরূপেণ তীর্থকাঃ (যোগ্যাঃ) কৃতাঃ ক্ষত্রবন্ধবঃ (ক্ষত্রিয়াধমাঃ) বয়ম্ অদ্য সৎসেব্যাঃ (সতাং সেব্যাঃ সংবর্দ্ধনীয়াঃ জাতাঃ) ॥৩২॥

অনুবাদ—পরীক্ষিৎ বলিলেন—অহো ব্রহ্মন্, আপনারা কৃপা করিয়া অতিথিরূপে সমাগত হইয়াছেন বলিয়াই আমরা ক্ষত্রিয়াধম হইলেও সাধুগণের আদরণীয় হইলাম ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—সন্তো মহান্তঃ সেব্যা যেষাং তে, ক্ষত্রবন্ধবোঽপি মহৎসেবায়ামধিকারিণোঽভূমেত্যর্থঃ। তীর্থকা ইতি যদ্ভবন্ত আয়ান্তি তন্নিন্দ্যস্থলমপি তীর্থং জনতাপাবনং ভবতীতি বয়ং নিন্দ্যা অপি তীর্থকাঃ প্রশস্ততীর্থানি। স্বার্থিকাঃ প্রকৃতিতো লিঙ্গবচনান্যতিবর্ত্তন্ত ইতি পুংস্ত্বম্ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সৎসেব্যাঃ'—মহদ্‌গণ যাহাদের সেব্য, তাহারা 'ক্ষত্রিয়াধমোঽপি'—ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে অধম হইলেও মহদ্‌গণের সেবা করিবার অধিকারী হইলাম—এই অর্থ। 'তীর্থকাঃ' ইতি—অর্থাৎ আপনারা যে স্থলে আগমন করেন, তাহা অতি নিন্দনীয় স্থল হইলেও জনগণের পাবন তীর্থ-স্বরূপ হইয়া থাকে, এইহেতু আমরা নিন্দনীয় হইলেও প্রশস্ত তীর্থ-স্বরূপ হইলাম। তীর্থকাঃ—তীর্থ শব্দ ক্লীবলিঙ্গ, স্বার্থে ক-প্রত্যয় হইয়া তীর্থক, প্রশস্ততীর্থ, এই অর্থ হইয়াছে। "ক্বচিৎ স্বার্থিকাঃ প্রকৃতিতো লিঙ্গ-বচনান্যতিবর্ত্তন্তে"—অর্থাৎ কোথাও কোথাও স্বার্থে প্রত্যয়গুলি প্রকৃতি হইতে লিঙ্গ ও বচন অতিক্রম করে, এই কারিকা অনুসারে এখানে পুংলিঙ্গ প্রয়োগ হইয়াছে ॥ ৩২ ॥

যেষাং সংস্মরণাৎ পুংসাং সদ্যঃ শুধ্যন্তি বৈ গৃহাঃ।
কিং পুনর্দর্শনস্পর্শপাপশৌচাসনাদিভিঃ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—যেষাং (সাধূত্তমানাং) সংস্মরণাৎ পুংসাং গৃহাঃ শুধ্যন্তি বৈ (পবিত্রা ভবন্তি এব) তেষাং দর্শনস্পর্শপাদশৌচাসনাদিভিঃ কিং পুনঃ (দর্শনাদিভিঃ পবিত্রীভবন্তি অত্র সন্দেহো নাস্তি) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—যাঁহাদিগকে একবার মাত্র স্মরণ করিলে লোকের গৃহ সদ্য পবিত্র হয়, তাঁহাদিগের দর্শন, স্পর্শন, পাদপ্রক্ষালন ও তাঁহাদিগকে আসনাদি দান করিয়া যে মনুষ্য পবিত্রতা লাভ করিবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—যেষাং স্মরণাৎ যৎকর্ত্তৃকাৎ যৎকর্ম্মকাদ্বা। গৃহা অপি কিং পুনঃ কলত্র-পুত্র-দেহাঃ ॥৩৩॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যেষাং সংস্মরণাৎ'—যাঁহাদের স্মরণমাত্রে, ইহা যৎকর্ত্তৃক এবং যৎকর্ম্মকও হইতে পারে, অর্থাৎ সাধুগণ যাহাকে স্মরণ করেন, অথবা সাধুগণকে যাহারা স্মরণ করে, সেই সমস্ত ব্যক্তির গৃহগুলিও সদ্য পবিত্র হয়, আর, তাহাদের স্ত্রী, পুত্র, দেহাদি যে পবিত্র হইবে—এই বিষয়ে কি বক্তব্য ॥ ৩৩ ॥

সান্নিধ্যাৎ তে মহাযোগিন্ পাতকানি মহান্ত্যপি।
সদ্যো নশ্যন্তি বৈ পুংসাং বিষ্ণোরিব সুরেতরাঃ ॥৩৪॥

অন্বয়ঃ—(হে) মহাযোগিন্! তে (তব) সান্নিধ্যাৎ (সঙ্গাৎ) বিষ্ণোঃ (সান্নিধ্যাৎ) সুরেতরাঃ

(গয়াদয়ঃ অসুরাঃ) ইব পুংসাং মহান্তি অপি পাতকানি সদ্যঃ নশ্যন্তি বৈ (ক্ষীয়ন্তে এব) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—হে মহাযোগিন্, যেরূপ বিষ্ণুর সান্নিধ্য মাত্রেই অসুরগণ নাশপ্রাপ্ত হয়, সেইরূপ আপনার দর্শন মাত্রেও জীবের মহাপাতকসমূহ ও তৎক্ষণাৎ নাশপ্রাপ্ত হয় সন্দেহ নাই ॥ ৩৪ ॥

বিবৃতি—সাধুগণ স্বয়ং তীর্থ-স্বরূপ। তাঁহারা অতীর্থ স্থানকে তীর্থীভূত করেন। যে সকল তীর্থস্থান মলিনজন সংস্পর্শে দূষিত হইয়া যায় সেই সকলকেও তাঁহারা পুনরায় তীর্থরূপে পরিণত করেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ স্বভাবোচিত দৈন্যবশতঃ নিজকে ক্ষত্রিয়াধম অভিমান করতঃ স্বয়ং তীর্থস্বরূপ মহাভাগবতপ্রবর শ্রীশুকদেব গোস্বামী প্রভুকে বলিতেছেন যে, তিনি শ্রীশুকদেবকে অতিথিরূপে প্রাপ্ত হইয়া তীর্থযোগ্য হইয়াছেন। সাধুর দর্শনে ও কৃপালাভে জীবের জন্মগত বা জাতিগত যাবতীয় দোষ সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়। জীব তখন তীর্থের ন্যায় পবিত্র বা ভগবানের অপ্রাকৃত বিহারক্ষেত্র হইয়া থাকে।

"সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে কৃষ্ণের চরণ সেবয় ॥"

জীব তখন অপ্রাকৃত দেহে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবাধিকার প্রাপ্ত হন।

সাধুগণের স্মরণ মাত্রেই সদ্য সদ্য গৃহিগণের গৃহ সকল শুদ্ধ হইয়া থাকে, এ বিষয়ে কোনও সংশয় নাই। যেখানে সাধুগণ দর্শন, স্পর্শন ও সেবা গ্রহণ করেন, সেই গৃহ যে পবিত্র হইবে ইহাতে আর সন্দেহ কি? যাঁহারা 'গুরু বা সাধু হইতে কৃপা লাভ করিয়াছি' বলিয়াও নিজদিগকে জন্মগত বা কুলগত দোষে পূর্ব্ববৎ দুষ্ট রাখিতে চান তাঁহারা সাধুকৃপা লাভ করেন নাই, তাঁহারা বঞ্চিত। সাধুগণ নিজের পবিত্রতা বলে ব্রহ্মাণ্ড তারণ করিতে পারেন। সাধুগণের হৃদয়ে সর্ব্বদা গোবিন্দ বিশ্রাম করেন।

"তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা।"
"বৈষ্ণব হৃদয়ে সদা গোবিন্দের বিশ্রাম ॥"

যেমন বিষ্ণুর সান্নিধ্যে দেবতেতর অসুরকুল বিধ্বংস প্রাপ্ত হয় তদ্রূপ বৈষ্ণবের সান্নিধ্যেও জীবের যাবতীয় কল্মষরাশি বিদূরিত হইয়া যায়। প্রারব্ধ, অপ্রারব্ধ, ফলোন্মুখ যাবতীয় পাপরাশি সূর্য্যোদয়ে নীহারবিনাশের ন্যায় বিনষ্ট হইয়া যায় এবং সর্ব্বস্থান সূর্য্যের বিমল কিরণে উদ্ভাসিত হইয়া থাকে। জীবও মহাভাগবত বৈষ্ণবের কৃপা লাভে তীর্থযোগ্য হইয়া শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবায় নিযুক্ত হইতে পারেন ॥ ৩২-৩৪ ॥

**অপি মে ভগবান্ প্রীতঃ কৃষ্ণঃ পাণ্ডুসুতপ্রিয়ঃ।
পৈতৃষ্বসেয়প্রীত্যর্থং তদ্গোত্রস্যাত্তবান্ধবঃ ॥ ৩৫ ॥**

অন্বয়ঃ—পাণ্ডুসুতপ্রিয়ঃ (পাণ্ডুসুতানাং সখা) ভগবান্ কৃষ্ণঃ পৈতৃষ্বসেয়প্রীত্যর্থং (পৈতৃষ্বসেয়ানাং পাণ্ডবানাং প্রীত্যর্থং) তদ্গোত্রস্য (তদ্বংশসম্ভূতস্য) মে (মম) আত্তবান্ধবঃ (আত্তং স্বীকৃতং বান্ধবং বন্ধুকৃত্যং যেন তথাভূতঃ সন্) প্রীতঃ (তুষ্টঃ) অপি (কিম্) অন্যথা (শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদং বিনা) ॥৩৫॥

অনুবাদ—পাণ্ডব সখা ভগবান্ আজ তাঁহার পিতৃষ্বসা তনয়গণের প্রীতি সমুৎপাদনের নিমিত্তই তদ্বংশসমুদ্ভূত আমার প্রতিও বন্ধুতা প্রকাশ করিলেন ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—পৈতৃষ্বসেয়াদীনাং যুধিষ্ঠিরাদীনাং তদ্গোত্রস্যাপি মে আত্তং স্বীকৃতং বান্ধবং বন্ধুকৃত্যং যেন সঃ; তস্মাৎ তেনৈব ত্বং মন্নিস্তারার্থং প্রেষিতোঽসীত্যনুমীয়তে ইতি ভাবঃ ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পৈতৃষ্বসেয়াদীনাং'—পিতৃস্বসার পুত্রগণ যুধিষ্ঠিরাদির প্রতি প্রীতির জন্য তদ্গোত্রীয় আমাকেও যিনি বান্ধব-(বন্ধুকৃত্যতা) রূপে অঙ্গীকার করিয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণই সেইজন্য আপনাকে আমার নিস্তারের নিমিত্ত প্রেরণ করিয়াছেন—ইহা অনুমান করিতেছি—এই ভাব ॥ ৩৫ ॥

**অন্যথা তেঽব্যক্তগতের্দর্শনং নঃ কথং নৃণাম্।
নিতরাং ম্রিয়মাণানাং সংসিদ্ধস্য বনীয়সঃ ॥ ৩৬**

অন্বয়ঃ—সংসিদ্ধস্য (মহাভাগবতস্য) অব্যক্তগতেঃ (অব্যক্তা গতিঃ যস্য তস্য) বনীয়সঃ (বনয়িতা যাচয়িতা বনয়িতৃতমঃ বনীয়ান্ তস্য অত্যুদারতয়া মাং যাচেথা ইতি প্রবর্ত্তকস্য ইত্যর্থঃ) তে দর্শনং

ম্রিয়মাণানাং (মুমূর্ষূণাং) নঃ (অস্মাকং) কথং নিতরাং (পর্য্যাপ্তং স্যাৎ) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—তাহা না হইলে, আমাদিগের ন্যায় পাপিষ্ঠজন কি কখনও এই আসন্নমৃত্যুকালে আপনার দর্শন লাভ করিতে পাইত ? আপনার দর্শন যে অতি দুর্ল্লভ ; তাহার কারণ, আপনি আত্মারাম অব্যক্তগতি ও আপনার দর্শন মাত্রই জীবের শুভ কামনা হইয়া থাকে ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—বনয়িতা যাচয়িতা, বনয়িতৃতমো বনীয়ান্ ; তুরিষ্ঠে মেয়স্সু ইতি তৃ-শব্দস্য লোপঃ। ততো অপি নিমিত্তাপায়ে নৈমিত্তিকস্যাপ্যপায়াৎ টের্লোপাচ্চ বনীয়ানিতি সিধ্যতি। তস্য অত্যুদারতয়া মাং যাচস্বেতি প্রবর্ত্তকস্যেত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বনীয়সঃ'—যাচন অর্থে বনু ধাতুর তৃন্ প্রত্যয়ে বনয়িতৃ শব্দ, প্রথমায় বনয়িতা—অর্থ যাচয়িতা (যিনি যাচঞা করিতেছেন)। তমপ্ প্রত্যয়ে—বনয়িতৃতমঃ, ঈয়স্-প্রত্যয়ে—বনীয়ান্। 'তুরিষ্ঠে মেয়স্সু'—এই সূত্রে তৃ-শব্দের লোপ। তারপর নিমিত্তের অপায়ে অর্থাৎ লোপে নৈমিত্তিকেরও লোপ হয়, এই নিয়ম অনুসারে এখানে নিমিত্ত তৃ-শব্দের লোপে নৈমিত্তিক টি—এর লোপ হওয়ায়—'বনীয়ান্'—এই পদ সিদ্ধ হইয়াছে। তাহার ষষ্ঠী বিভক্তিতে 'বনীয়সঃ'—অর্থাৎ অতি উদার-হেতু শ্রীশুকদেব রাজাকে 'আমার নিকট প্রার্থনা কর'—এইরূপ প্রবর্ত্তনা করিতেছেন—এই অর্থ ॥৩৬॥

অতঃ পৃচ্ছামি সংসিদ্ধিং যোগিনাং পরমং গুরুম্।
পুরুষস্যেহ যৎ কার্য্যং ম্রিয়মাণস্য সর্ব্বথা ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—অতঃ (অস্মাৎ কারণাৎ) সংসিদ্ধিং (সম্যক্ মোক্ষলক্ষণা সিদ্ধিঃ যস্মাৎ তম্) ইহ (সংসারে) ম্রিয়মাণস্য (মুমূর্ষোঃ) পুরুষস্য যৎ সর্ব্বথা কার্য্যং (কর্ত্তুং যোগ্যং তচ্চ) যোগিনাং পরমং গুরুং (ভবন্তং) পৃচ্ছামি ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—আপনি ত' যোগিগণেরও পরমগুরু, আপনার অজ্ঞাত কিছুই নাই। অতএব আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি—এই সংসারে সম্যক্-সিদ্ধিলাভের উপায় কি ? যে সমস্ত মনুষ্যের মৃত্যু আসন্ন, তাঁহাদের কোন্ কার্য্যই বা সর্ব্বথা করা উচিত ॥৩৭॥

বিশ্বনাথ—সংসিদ্ধিং—সম্যক্ সিদ্ধিঃ কা ?—তাং পৃচ্ছামি। ইহ সংসিদ্ধৌ যৎ সর্ব্বথা কর্ত্তব্যং সাধনং তৎ পৃচ্ছামি ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সংসিদ্ধিং'—সম্যক্ সিদ্ধি কি ? তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছি। এই সংসিদ্ধি-বিষয়ে যাহা সর্ব্বপ্রকারে কর্ত্তব্য সাধন, তাহা প্রশ্ন করিতেছি ॥ ৩৭ ॥

যচ্ছ্রোতব্যমথো জপ্যং যৎ কর্ত্তব্যং নৃভিঃ প্রভো।
স্মর্ত্তব্যং ভজনীয়ং বা ব্রূহি যদ্বা বিপর্য্যয়ম্ ॥৩৮॥

অন্বয়ঃ—(হে) প্রভো, অথো নৃভিঃ যৎ শ্রোতব্যং (শ্রবণীয়ং) যৎ জপ্যং স্মর্ত্তব্যং ভজনীয়ং কর্ত্তব্যং (আবশ্যকং) বা যদ্বা বিপর্য্যয়ং (অশ্রোতব্যাদি তচ্চ) ব্রূহি (কথয়) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—প্রভো, মনুষ্যমাত্রেরই যাহা শ্রোতব্য, যাহা জপ্য, যাহা আবশ্যক, যাহা স্মর্ত্তব্য, যাহা ভজনীয়, আর যাহা যাহা তদ্‌বিপরীত তাহা কৃপা করিয়া বলুন ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—তদেব বিশিষ্যাহ—যচ্ছ্রোতব্যমিতি। শ্রবণ-রসনা-মনো-বিষয়ীকর্ত্তব্যম্। কিং ভজনীয়ং বেতি—দেবেষু মধ্যে ক উপাস্য ইত্যর্থঃ। পাণ্যাদীন্দ্রিয়-বিষয়ী-কর্ত্তব্যমিতি শ্রোতব্যাদিষু চতুর্ষ্বেব অন্বেতি। যৎ শ্রোতব্যং শ্রবণার্হং কর্ত্তব্যম্, যৎ জপ্যং জপার্হং কর্ত্তব্যম্, যৎ ভজনীয়ং ভজনার্হং কর্ত্তব্যম্, যৎ স্মর্ত্তব্যং স্মরণার্হং কর্ত্তব্যম্, ইত্যেবং বিপর্য্যয়মশ্রোতব্যাদি ॥ ৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহাই বিশেষভাবে বলিতেছেন—'যৎ শ্রোতব্যম্' ইতি—যাহা শ্রবণ করা উচিত, অর্থাৎ যাহা কর্ণেন্দ্রিয়, রসনেন্দ্রিয় ও মনের বিষয়ীভূত করিতে হইবে, তাহা বলুন। কি বা ভজন করিতে হইবে, অর্থাৎ দেবগণের মধ্যে কে উপাস্য—এই অর্থ। পাণি প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীকর্ত্তব্য—ইহা শ্রোতব্যাদি চারিটিতেই অন্বয় করিতে হইবে। যাহা শ্রোতব্য অর্থাৎ শ্রবণযোগ্যের কর্ত্তব্য, যাহা জপ্য বলিতে জপযোগ্যের কর্ত্তব্য, যাহা ভজনীয়—ভজনযোগ্যের কর্ত্তব্য,

যাহা স্মরণীয় বলিতে স্মরণযোগ্য কর্ত্তব্য—এইরূপ এবং ইহার যাহা বিপরীত অশ্রোতব্য প্রভৃতি, অর্থাৎ যাহা শ্রবণ করা কর্ত্তব্য এবং যাহা শ্রবণ করা অকর্ত্তব্য—উভয়ই বলুন ॥ ৩৮ ॥

নূনং ভগবতো ব্রহ্মন্ গৃহেষু গৃহমেধিনাম্
ন লক্ষ্যতে হ্যবস্থানমপি গোদোহনং কুচিৎ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ব্রহ্মন্ (শুকদেব), গৃহমেধিনাং (গৃহস্থানাং) গৃহেষু কুচিৎ (কদাপি) গোদোহনম্ অপি (গোদোহনমাত্রকালমপি) ভগবতঃ (ভবতঃ) অবস্থানং নূনং (নিশ্চিতং) ন লক্ষ্যতে (নৈব দৃশ্যতে) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—হে ব্রহ্মন্, আপনার দর্শন অতীব দুর্ল্লভ, যে সময়ের মধ্যে একটি গাভী দোহন করা যায়, আপনারা ততক্ষণও গৃহস্থের গৃহে অবস্থান করেন না ; সুতরাং কৃপাপূর্ব্বক এখনই আমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করুন ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—ত্বদ্দর্শনস্য পুনর্দুর্ল্লভত্বাদিদানীমেব কথনীয়মিত্যাশয়েনাহ—নূনমিতি গোদোহনমাত্রকালমপি ॥ ৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আপনার দর্শন পুনরায় অতি দুর্ল্লভ, এইহেতু এখনই বলা উচিত, এই আশয়ে বলিতেছেন—'নূনম্' ইতি। 'গোদোহনং'—অর্থাৎ একটি গাভী দোহনের নিমিত্ত যতটুকু সময় লাগে, ততটুকু সময় মাত্র কখনও কোন গৃহস্থকে কৃপা করিবার জন্য তাহাদের গৃহপ্রান্তে অবস্থান করেন না, (অতএব আপনি অতি দুর্ল্লভদর্শন) ॥ ৩৯ ॥

তথ্য—গোদোহনং গোদোহনমাত্রকালমপি (শ্রীধর)। গোর্দুহ্যতে যাবতা কালেন তাবান্ কালো গোদোহন-শব্দেন বিবক্ষিতঃ (বীর রাঘব)। ভাঃ ১।৪।৮ তথ্য দ্রষ্টব্য।

গৃহমেধিনাং গৃহে মেধা বুদ্ধিঃ যেষাং কেবল-প্রবৃত্তিস্বভাবানাং (বল্লভ) ॥ ৩৯ ॥

বিবৃতি—নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবগণ স্বতন্ত্র-পুরুষ। তাঁহারা কৃপাপূর্ব্বক দীনচেতা গৃহমেধীর কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের গৃহে আগমন করিলেও সেখানে অতি অল্প সময়ই অবস্থান করেন। কারণ তাঁহারা নিজ নিজ লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার জন্য কোথায়ও গমন করেন না। গৃহিগণের নিত্য কল্যাণবিধান করিবার জন্যই গমন করিয়া থাকেন। সুতরাং যাঁহারা বুদ্ধিমান্ তাঁহারা পরীক্ষিৎ মহারাজের ন্যায় সাধুদিগের দর্শন-মাত্রই তাঁহাদিগের নিকট জীবের কি শ্রোতব্য, জপ্য, স্মর্তব্য, ভজনীয় বা যাহা যাহা অকর্ত্তব্য তদ্‌বিষয়ে উপদেশ প্রার্থনা করিয়া নিত্যমঙ্গলের বিষয় অবগত হন। নির্ব্বোধ ব্যক্তি সাধুগণের নিকট ঔষধ প্রার্থনা, পুত্র-পৌত্র কামনা, দেশের ও সমাজের সাময়িক উন্নতি অবনতি প্রভৃতি অন্যাভিলাষ বা কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদি নৈমিত্তিক ধর্ম্মের প্রশ্ন করেন ॥ ৩৯ ॥

সূত উবাচ—

এবমাভাষিতঃ পৃষ্টঃ স রাজ্ঞা শ্লক্ষ্ণয়া গিরা।
প্রত্যভাষত ধর্ম্মজ্ঞো ভগবান্ বাদরায়ণিঃ ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং প্রথমস্কন্ধে পারীক্ষিতে শ্রীশুকাগমনং নাম একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—সূত উবাচ। রাজ্ঞা (পরীক্ষিতা) শ্লক্ষ্ণয়া (মধুরয়া) গিরা (বাক্যেন) এবং আভাষিতঃ (অভিমুখীকৃতঃ) পৃষ্টঃ (চ) ধর্ম্মজ্ঞঃ সঃ ভগবান্ বাদরায়ণিঃ (ব্যাসপুত্রঃ শুকঃ) প্রত্যভাষত (প্রত্যু-বাচ) ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে একোন-বিংশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ সমাপ্তঃ।

অনুবাদ—সূত বলিলেন, রাজা পরীক্ষিৎ মধুর সম্ভাষণে এই প্রকার প্রশ্ন করিলে পর, সেই ধর্ম্মজ্ঞ ভগবান্ ব্যাসনন্দন শুকদেব প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীভাগবত প্রথম-স্কন্ধ উনবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—শ্লক্ষ্ণয়া মধুরয়া গিরা ॥ ৪০ ॥
ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
একোনবিংশঃ প্রথমে সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

শ্রীধরস্বামিনাং শ্রীমৎপ্রভুণাং শ্রীমুখাদ্‌গুরোঃ।
ব্যাখ্যাসু সারগ্রহণাদিয়ং সারার্থদর্শিনী ॥ ১৯ ॥
ইতি শ্রীল বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিঠক্কুরকৃতা শ্রীভাগবত-প্রথমস্কন্ধে একোনবিংশাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'শ্লক্ষয়া'—মধুর বাক্যের দ্বারা ॥ ৪০ ॥

ইতি ভক্তমানসের আনন্দদায়িনী 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার সজ্জনসম্মত প্রথম স্কন্ধের একোনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের একোনবিংশ অধ্যায়ের 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার অনুবাদ সমাপ্ত ॥ ১।১৯ ॥

মধ্ব—স্বকৃতোগুণস্তস্যৈব যতঃ ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎপাদাচার্য্যবিরচিতে শ্রীভাগবত প্রথমস্কন্ধতাৎপর্য্যে একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

তথ্য।

ইতি প্রথমস্কন্ধ উনবিংশ অধ্যায়ের তথ্য সমাপ্ত।

বিবৃতি—

ইতি প্রথমস্কন্ধ উনবিংশ অধ্যায়ের বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীভাগবত প্রথমস্কন্ধের একোনবিংশ অধ্যায়ের শ্রীগৌড়ীয়ভাষ্য সমাপ্ত।

শ্রীমদ্ভাগবত প্রথম স্কন্ধের অধ্যায় সূচী

শ্রীমধ্বলব্ধ অধ্যায় বিভাগ

অন্যান্য গ্রন্থের সহিত নিম্নলিখিত পার্থক্যব্যতীত অধ্যায় বিভাগ সমান আছে। ৮ম অধ্যায় ৪৫ শ্লোক পর্য্যন্ত। ৯ম অধ্যায় ৮ম অধ্যায়ের ৪৬ শ্লোক হইতে ৯ম অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত। ১০ম অধ্যায় পূর্ব্বলিখিত ১০ম ও ১১শ অধ্যায়। ১১শ অধ্যায়ই ১২শ অধ্যায়। ১২শ অধ্যায়ই ১৩শ অধ্যায়। ১৩শ অধ্যায়ই ১৪শ অধ্যায়। ১৪শ ও ১৫শ অধ্যায় মিলিয়া ১৫শ অধ্যায়।

উনবিংশ অধ্যায় ১৯শ অধ্যায়ের ২৪ শ্লোক পর্য্যন্ত ২০ অধ্যায় ১৯শ অধ্যায়ের ২৫ শ্লোক হইতে ৪০ শ্লোক পর্য্যন্ত।